সুনান আবু দাউদ

১ম খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[প্রথম খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদক

মাওলানা সাঈদ আহমদ এম. এম; এম. এ

সম্পাদনা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৩৩
ফাল্গুন ১৪১৮
ফেব্রুয়ারি ২০১২

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

Sunan Abu Dawood Vol. 1 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 2005 2nd Edition February 2012 Price Taka 300.00 only.

প্রকাশকের কথা

প্রধান ছয়টি সহীহ হাদীস সংকলনের তৃতীয়টি হচ্ছে সুনান আবু দাঊদ। সহীহুল বুখারীর অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবার পর বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সুনান আবু দাঊদ প্রকাশনার কাজে হাত দেয়। বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা ছাপা হতে দেরী হয়ে যায়। অবশেষে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যে জামে আত-তিরমিযী ৬ খণ্ডে এবং সহীহ মুসলিমের প্রকাশনা ৮ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া সুনান আন-নাসাঈর দু'টি খণ্ডের প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছে।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তদুপরি মূল আরবীর সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবিঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

সাথে সাথে অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকদ্বয়, অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর জীবন ও কর্ম ॥ ১৯
মক্কাবাসীর উদ্দেশে ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর পত্র ॥ ২৩
আল-খতীব আল-বাগদাদীর কলম থেকে ॥ ২৫
ইমাম আবু দাঊদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য ॥ ২৬
তাঁর অনুসৃত মাযহাব ॥ ২৭
রচনাবলী ॥ ২৮
ইন্তিকাল ॥ ২৮
সুনান আবী দাঊদ ॥ ২৮
সংকলনের কারণ ॥ ২৯
সুনান আবী দাঊদের স্থান ॥ ২৯
দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট ॥ ২৯
সুনান আবী আবী দাঊদের পাণ্ডুলিপিসমূহ ॥ ৩০
সুনান আবী দাঊদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত ॥ ৩০
সুনান আবী দাঊদের বৈশিষ্ট্য ॥ ৩২
সুনান আবী দাঊদের ভাষ্যগ্রন্থাবলী ॥ ৩৩
সুনান আবী দাঊদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ॥ ৩৫
ইবনুল জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং তার জবাব ॥ ৩৫
হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ ॥ ৩৭
হাদীসের পরিচয় ॥ ৩৯
ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ॥ ৪০
হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ॥ ৪৪
হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ ॥ ৪৫
হাদীস সংকলন ও তাঁর প্রচার ॥ ৪৬

অধ্যায়-১ ঃ কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা অর্জন)

অনুচ্ছেদ-১ ঃ পায়খানা-পেশাবের জন্য নিরিবিলি স্থানে যাওয়া ॥ ৫৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ পেশাবের জন্য কোন ব্যক্তির জায়গা তালাশ করা ॥ ৫৩
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পায়খানায় প্রবেশকালে মানুষ যা বলবে ॥ ৫৪
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ পায়খানা-পেশাব করতে কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ ॥ ৫৫

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ এ সম্পর্কে অবকাশ আছে ॥ ৫৭
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ পায়খানার সময় কিভাবে সতর খুলবে ॥ ৫৮
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ পায়খানায় বসে কথাবার্তা বলা মাকরূহ ॥ ৫৮
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয় ॥ ৫৮
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন না করে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে ॥ ৫৯
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ আল্লাহ্‌র নাম খচিত আংটি নিয়ে পায়খানায় যাওয়া ॥ ৬০
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পেশাব থেকে পবিত্র থাকা ॥ ৬০
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা ॥ ৬২
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিজের কাছে রেখে দিল ॥ ৬২
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে ॥ ৬৩
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা ॥ ৬৩
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গর্তে পেশাব করা নিষেধ ॥ ৬৪
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মানুষ পায়খানা থেকে বের হয়ে যা বলবে ॥ ৬৫
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ শৌচ করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ধরা মাকরূহ ॥ ৬৫
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ পায়খানার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা ॥ ৬৬
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যেসব জিনিসের দ্বারা ইসতিন্‌জা (শৌচ) করা নিষেধ ॥ ৬৭
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পাথর দ্বারা ইসতিন্‌জা (শৌচ) করা ॥ ৬৯
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পায়খানা-পেশাবের পর উযু করা ॥ ৭০
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা (শৌচ) করা ॥ ৭০
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি ইসতিন্‌জার পর মাটিতে হাত ঘষে ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মেসওয়াক করা ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কিভাবে মেসওয়াক করবে ॥ ৭৩
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ একজনের মেসওয়াক আরেকজনের ব্যবহার করা ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ মেসওয়াক ধৌত করা ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মেসওয়াক করা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ রাত জাগরণকারীর মেসওয়াক করা ॥ ৭৬
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ উযু করা ফরয ॥ ৭৮
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যে ব্যক্তি উযু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উযু করে ॥ ৭৯
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যা পানিকে নাপাক করে ॥ ৭৯
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ পানি নাপাক হয় না ॥ ৮২
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা ॥ ৮২

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উযু করা ॥ ৮৩
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ॥ ৮৫
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ নারীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানির দ্বারা (পুরুষের) উযু করা ॥ ৮৬
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ॥ ৮৭
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা ॥ ৮৮
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ খেজুরের শরবত দ্বারা উযু করা ॥ ৮৮
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ কোন ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়বে কি? ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ উযুর জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট হতে পারে ॥ ৯২
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ উযুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা নিষেধ ॥ ৯৩
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা ॥ ৯৩
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কাঁসার পাত্রে উযু করা ॥ ৯৪
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ॥ ৯৫
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ যে ব্যক্তি হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করায় ॥ ৯৫
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ মহানবী (সা)-এর উযুর বিবরণ ॥ ৯৬
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধোয়া ॥ ১০৯
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধোয়া ॥ ১১০
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ একবার করে উযুর অঙ্গসমূহ ধোয়া ॥ ১১১
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পৃথক পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ॥ ১১১
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা ॥ ১১২
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ দাড়ি খেলাল করা ॥ ১১৪
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ পা ধৌত করা ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা ॥ ১১৬
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ মোজার উপর মাসেহ্-এর সময়সীমা ॥ ১২০
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ জাওরাবের ওপর মাসেহ করা ॥ ১২২
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম ॥ ১২৩
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম ॥ ১২৩
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দেয়া ॥ ১২৫
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ উযু করার পর মানুষ যে দোয়া পড়বে ॥ ১২৬
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ যে ব্যক্তি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়ে ॥ ১২৮
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উযুতে কোন অংগের কোথাও শুকনা থাকার বর্ণনা ॥ ১২৯

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণের সন্দেহ হলে ॥ ১৩০
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ চুমা দিলে উযু করতে হবে কিনা ॥ ১৩১
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা প্রসঙ্গে ॥ ১৩২
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ উটের গোশত খেলে উযু করা ॥ ১৩৪
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ লাশ স্পর্শ করলে উযু বা গোসল করতে হবে কিনা ॥ ১৩৪
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ লাশ স্পর্শ করে উযু না করা ॥ ১৩৫
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু নষ্ট হয় না ॥ ১৩৬
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে ॥ ১৩৮
অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ দুধ পান করলে উযু করা ॥ ১৩৯
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ দুধ পান করে উযু না করা ॥ ১৪০
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ রক্ত বের হলে উযু করা ॥ ১৪০
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ ঘুমালে উযু নষ্ট হয় কিনা ॥ ১৪১
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ যে ব্যক্তি তার পায়ের দ্বারা ময়লা-আবর্জনা মাড়িয়েছে ॥ ১৪৪
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তির উযু ছুটে গেলে ॥ ১৪৫
অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ বীর্যরস সম্পর্কে ॥ ১৪৫
অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে ॥ ১৪৮
অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ একাধিকবার সহবাসে একবার গোসল করা ॥ ১৫০
অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ নাপাক অবস্থায় পুনর্বার সহবাসের জন্য উযু করা ॥ ১৫০
অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ নাপাক অবস্থায় ঘুমানো ॥ ১৫১
অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ নাপাক অবস্থায় পানাহার করা ॥ ১৫১
অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, নাপাক ব্যক্তি উযু করবে ॥ ১৫২
অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ নাপাক ব্যক্তির গোসলে বিলম্ব করা ॥ ১৫৩
অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ কোন ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়া ॥ ১৫৫
অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ জানাবাত অবস্থায় মুসাফাহা করা ॥ ১৫৫
অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা ॥ ১৫৬
অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি ভুলবশত নামাযে ইমামতি করলে ॥ ১৫৭
অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে ॥ ১৫৯
অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ পুরুষলোকের মতো মেয়েলোকের স্বপ্নদোষ হলে ॥ ১৬০
অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ গোসলের জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ পানি ॥ ১৬০
অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ নাপাকির গোসল করার নিয়ম ॥ ১৬১

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ গোসলের পর উযু করা ॥ ১৬৬
অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ গোসলের সময় মহিলারা কি তাদের মাথার চুলের বাঁধন খুলবে ॥ ১৬৭
অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ নাপাক ব্যক্তির খেতমী দ্বারা মাথা ধৌত করা ॥ ১৬৯
অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির হুকুম ॥ ১৬৯
অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে আহার করা ও মেলামেশা করা ॥ ১৬৯
অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ ঋতুবতী মেয়েলোকের মসজিদ থেকে কিছু লওয়া ॥ ১৭১
অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ ঋতুবতী মেয়েলোক কাযা নামায পড়বে না ॥ ১৭২
অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফ্ফারা ॥ ১৭২
অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করে ॥ ১৭৪
অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ মুস্তাহাযা মহিলাদের বর্ণনা। আর যে ব্যক্তি বলে, সে নামায ত্যাগ করবে ॥ ১৭৬
অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ হায়েয শেষ হয়ে গেলে নামায তরক করা যাবে না ॥ ১৮১
অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ হায়েয শুরু হলে নামায পড়া বর্জন করবে
অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করবে ॥ ১৮৭
অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, রক্ত প্রদরের রোগিণী দুই তুহরের মাঝখানে একবার গোসল করবে ॥ ১৯৩
অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারী দুই যোহরের নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করবে ॥ ১৯৫
অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, মুস্তাহাযা প্রতিদিন একবার গোসল করবে, কিন্তু তিনি বলেননি– সে যুহরের ওয়াক্তে একবার গোসল করবে ॥ ১৯৬
অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ মুস্তাহাযা মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে ॥ ১৯৬
অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ মুস্তাহাযা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে ॥ ১৯৭
অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ উযু ভংগ হলেই কেবল মুস্তাহাযাকে উযু করতে হবে ॥ ১৯৭
অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ কোন মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণ বা ময়লা দেখলে ॥ ১৯৮
অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ মুস্তাহাযার সাথে স্বামীর সহবাস করা ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ নেফাসের সময়সীমা নির্ধারণের বর্ণনা ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ হায়েয থেকে পাক হওয়ার গোসল করার নিয়ম ॥ ২০০
অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ তায়াম্মুমের বর্ণনা ॥ ২০৩
অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ আবাসে অবস্থানকালে তায়াম্মুম করা ॥ ২১১
অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ জুনূব (নাপাক) ব্যক্তির তায়াম্মুম করা ॥ ২১৩
অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ঠাণ্ডা লাগার আশংকা হলে নাপাক ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারে ॥ ২১৫
অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা ॥ ২১৬

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেয়ে গেলো ॥ ২১৮
অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ জুমুআর দিন গোসল ত্যাগ করার অনুমতি আছে ॥ ২২৪
অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দান ॥ ২২৫
অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ মহিলাদের হায়েযকালীন পরিধেয় কাপড় ধোয়া ॥ ২২৬
অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ যে কাপড় পরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে তা পরিধান করে নামায পড়া ॥ ২৩০
অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়া ॥ ২৩০
অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে ॥ ২৩১
অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে ॥ ২৩২
অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে ॥ ২৩৩
অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ মাটিতে পেশাব পড়লে ॥ ২৩৫
অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ মাটি শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যায় ॥ ২৩৭
অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ কাপড়ের আঁচলে নাপাকি লাগলে ॥ ২৩৭
অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ জুতায় নাপাকি লাগলে ॥ ২৩৮
অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ নাপাক কাপড়ে নামায পড়লে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে ॥ ২৩৯
অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ কাপড়ে থুথু লাগলে ॥ ২৪০

অধ্যায়-২ ঃ কিতাবুস সালাত (নামায)

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নামায ফরয হওয়া ॥ ২৪১
অনুচ্ছেদ-২ ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা ॥ ২৪২
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মহানবী (সা)-এর নামাযের ওয়াক্ত ও তাঁর নামায পড়ার নিয়ম ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যোহরের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৫০
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত ॥ ২৫৫
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৫৬
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৫৮
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নামাযসমূহের হেফাযত করা ॥ ২৫৯
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইমাম ওয়াক্তমত নামায আদায় করতে বিলম্ব করলে ॥ ২৬২
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকলে অথবা নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে ॥ ২৬৪

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবন ও কর্ম

সায়্যিদুল হুফ্ফাজ হযরত ইমাম আবু দাউদ (র)-র আসল নাম সুলাইমান ইবনুল আশ'য়াছ। তাঁর বংশের ৫ম উর্ধতন পুরুষ হযরত আমর ইবনে ইমরান সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-র পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন (তারীখ ইবনে আসাকির, খ. ৬, পৃ. ২৪৪)। তিনি ২০২/৮১৭ সনে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। মানচিত্রে সিজিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। আল্লামা যাহাবীর মতে মাকরান ও সিন্ধের পাশে হিরাতের পশ্চাৎভূমিতে যে সিজিস্তান অবস্থিত সেখানেই ইমাম আবু দাউদ (র) জন্মগ্রহণ করেন। তবে অনেকে মনে করেন, এই সিজিস্তান বসরার একটি গ্রামের নাম (তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩)। এই মতানুসারে তিনি নির্ভেজাল আরবের আয্দী গোত্রের সন্তান। তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ইবনে আসাকির প্রমুখের মতে তিনি হিরাতে জীবনের এক পর্যায়ে বসবাস করেছিলেন (তারীখ ইবনে আসাকির, খ. ৬, পৃ. ২৪৪)।

ইমাম আবু দাউদ (র) জীবনের এক বিরাট অংশ জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেন। দিমাশ্ক, মিসর, বসরা, কূফা, বাগদাদ, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে পৌঁছে তিনি সেখানকার আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের নিকট থেকে জ্ঞান আরহণ করেন। একাধিকবার তিনি বাগদাদ গিয়েছেন। অবশেষে স্থায়ী আবাস হিসেবে তিনি বসরাকে বেছে নেন। এই বসরা শহরে ২৭৫/৮৮৯ সনের ১৬ শাওয়াল শুক্রবার ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩; উজালা-ই নাফিয়া, পৃ. ৪৯০; শাজারাতুয যাহাব, ২/১৬৭)।

ইমাম আবু দাউদের প্রখ্যাত কয়েকজন শিক্ষকের নাম ঃ আবু উমার আদ-দারীর, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, আল-কা'নাবী, আবদুল্লাহ ইবনে রাজা', আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী, আহমাদ ইবনে ইউনুস, আবু জা'ফার আন-নুফাইলী, আবু তাওবা আল-হালাবী, সুলাইমান ইবনে হারব প্রমুখ (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯১)। শায়খ আবু ইসহাক আশ-শীরাযী 'তাবাকাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল-এর শাগরিদ বলে উল্লেখ করেছেন (শাজারাতুয যাহাব, খ. ২, পৃ. ১৬৭)।

হযরত ইমাম আবু দাউদের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে এখানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, পুত্র আবু বাক্র ইবনে আবু দাউদ, আবু 'আওয়ানা, আবু বিশর আদ-দাওলাবী, আলী ইবনুল হাসান, আবু উসামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল মালিক, আবু সাঈদ ইবনুল 'আরাবী, আবু আলী আল-লু'লুঈ, আবু বাক্র ইবনে দাসাহ, আবু সালেম মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-জালূদী ও আবু আমর

আহমাদ ইবনে আলী। শেষোক্ত সাতজন আবু দাঊদের মুখ থেকে সরাসরি তাঁর "সুনান" গ্রন্থখানি শোনেন (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯২)। তাঁর পুত্র আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ ছিলেন তৎকালীন বাগদাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আলিম ও ইমাম। কিতাবুল মাসাবীহ নামে তাঁর একখানি হাদীসগ্রন্থ আছে (শাজারাতুয যাহাব, খ. ২, পৃ. ১৬৭)।

ইবনে আসাকির তাঁর তারীখ বাগদাদ-এ উল্লেখ করেছেন, একদা আবু দাঊদ (র) যখন বাগদাদে তখন তৎকালীন আমীর আবু আহমাদ আল-মুয়াফফাক তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন, আপনার কাছে আমার তিনটি আরজ। (১) আপনি বসরায় বসবাস করবেন; (২) বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা সেখানে আপনার কাছে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আসবে এবং শহরটি আবাদ হবে। আপনি সেখান থেকে চলে আসায় লোকেরা বসরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং (৩) আপনি বিশেষভাবে আমার সন্তানদের কাছে আপনার 'সুনান' বর্ণনা করবেন। কারণ খলীফার সন্তানরা সাধারণ লোকদের সাথে বসতে পারে না।

জবাবে আবু দাঊদ (র) বলেন, তা আমার দ্বারা হবে না। কারণ জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সকলে সমান। অতঃপর খলীফার ছেলেরা তাঁর হাদীস পাঠের মজলিসে হাজির হয়ে হাদীস শুনতো (তারীখ ইবনে আসাকির, ২৪৫)।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাঊদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুস সুনান' নামক হাদীসের গ্রন্থখানি। এটি 'সিহাহ সিত্তা' বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের সর্বযুগের হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রন্থখানি গ্রহণ করেছেন। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও এ গ্রন্থের উপর সমানভাবে নির্ভর করা হচ্ছে। সুন্নাতের ভিত্তি যে গ্রন্থগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে আবু দাঊদের 'সুনান' গ্রন্থটির স্থান তৃতীয় বা চতুর্থ (মুকাদ্দিমা, বাজলুল মাজহূদ, খ. ১, পৃ. ৩)।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু দাঊদ এ গ্রন্থখানি রচনার পর স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সামনে পেশ করেন এবং ইমাম আহমাদ গ্রন্থখানি খুবই পছন্দ করেন। ইবন দাসা বলেন, আবু দাঊদ দাবি করেছিলেন, তিনি ৪৮০০ হাদীসের এ গ্রন্থখানি তাঁর স্মৃতিতে ধারণকৃত পাঁচ লাখ বর্ণনার মধ্য থেকে চয়ন করে রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে শুধু এমন হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন, যা সহীহ অথবা দৃশ্যত সহীহ হাদীসের কাছাকাছি। আবু দাঊদ এ কথাও বলেছেন, যে সকল হাদীস অত্যন্ত জঈফ (দুর্বল) আমি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছি। আর যে সকল হাদীসের ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করিনি সেগুলির সবই সালেহ বা ভাল, যদিও তার একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য (দাইরা মায়ারিফ-ই ইসলামী)।

আবু দাঊদ (র) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে এমন কিছু রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাদের উল্লেখ সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী-মুসলিমে নেই। এর কারণ হলো, তাঁর মূলনীতি ছিল, যে সকল রাবী বা বর্ণনাকারীর 'গায়র সিকাহ' (অনির্ভরযোগ্য) হওয়ার নিয়ম ভিত্তিক কোন প্রমাণ নেই তাঁদেরকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলে গ্রহণ করা।

ইমাম আবু দাঊদের 'সুনান' গ্রন্থখানি– যাতে বেশির ভাগ ফরয, মুবাহ ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্বলিত হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে, মনীষীদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আবু সাঈদ আল-আরাবী বলেন, কেউ যদি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই না জানে সেও একজন বড় আলিম। মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বলেন, মুহাদ্দিসগণ বিনা বাক্যব্যয়ে এই গ্রন্থখানি এমনভাবে মেনে নিয়েছেন যেমন কুরআন মেনে নেন। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) বলেন, ফিক্‌হ্ শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে গভীরভাবে আবু দাঊদের 'সুনান' অধ্যয়ন ও গ্রন্থখানির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ আহকাম অর্থাৎ বিধিবিধান বিষয়ক হাদীসসমূহের অধিকাংশ, যেগুলি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, এই গ্রন্থে এমন সুশৃংখলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে, সেগুলি খুব সহজেই পাওয়া যায়।

ইমাম আবু দাঊদের 'সুনান' বেশ কয়েকটি ধারায় বর্ণিত হয়েছিল। কোন কোন কপিতে এমন কিছু হাদীস পাওয়া যায়, যা অন্যগুলিতে নেই। তবে ইমাম আল লু'লুঈর কপিটি সর্বাধিক গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায় 'সুনান'-এর ব্যাখ্যা-ভাষ্য লেখা হয়েছে। এই 'সুনান' ছাড়াও আবু দাঊদের কিতাবুল মারাসীল নামে আরো একখানি হাদীস সংকলন আছে। সেটি ১৩১০/১৮৯২ সালে কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়েছে। (পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.)

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
১৮/১২/৯০

মক্কাবাসীর উদ্দেশে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর পত্র

মক্কাবাসীদের নিকট লিখিত পত্রে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। প্রার্থনা করছি তিনি যেন তাঁর বান্দাহ ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন– যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর, আল্লাহ আমাকে ও বিশেষভাবে আপনাদেরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন, যেনো অসুস্থতা পেয়ে না বসে এবং কোনো শাস্তিমূলক দুর্ঘটনা না ঘটে। আপনারা জানতে চেয়েছেন, আমি সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত করেছি তা কি সহীহ এবং সে সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল কিনা?

জেনে রাখুন, সবগুলোই সেইরূপ, তবে যদি কোনো হাদীস দু'টি সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে যার একটির সনদ মজবুত, আর দ্বিতীয়টির রাবী স্মৃতিশক্তির দিক থেকে অধিক অগ্রসর, তখন উভয়টি লিখেছি। কখনো একই অনুচ্ছেদের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত কথাসহ দু'টি বা তিনটি সনদে হাদীসটি নিয়ে এসেছি। দেখা গেছে, দীর্ঘ হাদীসে অতিরিক্ত কিছু কথা আছে। যদি সম্পূর্ণ হাদীসটি লিখে দেই তবে হয়ত শ্রোতাদের অনেকেই হাদীসের ফিক্‌হের স্থানটি জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবেন না। এই কারণে দীর্ঘ হাদীসটি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

আর মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আমাদের পূর্বেকার উলামায়ে কিরাম হুজ্জাত হিসেবে মুরসালকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালিক ও আওযায়ী (র)। কিন্তু শাফিঈ মুরসালের হুজ্জাত হওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখও তাঁর অনুসরণ করেছেন।

যেখানে মুরসাল ব্যতীত মুসনাদ নাই বা মুসনাদ পাওয়া যায়নি সেখানে মুরসাল দ্বারা হুজ্জাত গ্রহণ করা যায়। তবে তা মুত্তাসিলের মত শক্তিশালী নয়। আমি যে সুনান গ্রন্থখানা রচনা করেছি তাতে মাতরূকুল হাদীস (পরিত্যক্ত) কোনো রাবীর হাদীস নেই। মুনকার (পরিত্যক্ত) কোন রাবীর হাদীস গ্রহণ করলে তাতে বলেছি, হাদীসটি মুনকার এবং এ ছাড়া এ বাবে আর কোনো যয়ীফ বা মুনকার রাবীর হাদীস নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর কিতাব সম্পর্কে আরো বলেন, আমি আমার কিতাবে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করিনি, যা বর্জনের ব্যাপারে হাদীসবিদগণ একমত হয়েছেন। এ গ্রন্থে উল্লিখিত যে হাদীসে অতি দুর্বলতা রয়েছে বা যার সনদ সহীহ নয় আমি সেটা বলে দিয়েছি। যে হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা সালিহ বা গ্রহণ করার উপযুক্ত। আর কোন কোন হাদীস অপর হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। এটি এমন

কিতাব, যাতে নবী করীম (সা) থেকে প্রাপ্ত সকল হাদীসই তুমি লাভ করবে। কুরআন মজীদের পর এ কিতাব ছাড়া আমি এমন কোন কিতাব সম্পর্কে অবগত নই, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর যদি কোন ব্যক্তি আর কোন কিতাব লিপিবদ্ধ না করে তবে তার কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ঐ সকল মাসআলা অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী, মালিক ও শাফিঈর মাসআলাসমূহের উৎস হচ্ছে এ সকল হাদীস। আমার নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার লিখনির সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীদের রায় তথা মতামতকে যেন লিখে দেয়। অনুরূপ সুফিয়ান সাওরীর আল-জামে' গ্রন্থের মত গ্রন্থও যেন লিখে। তার আল-জামে' গ্রন্থটি বেশ চমৎকার। আমার সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত করেছি তার অধিকাংশই মশহুর হাদীস। হাদীস সম্পর্কে যে যতটুকু লিখেছে তার নিকট তা আছে কিন্তু সব মানুষ তা যাচাই-বাছাই করতে পারে না।

গর্বের বিষয় যে, আমার কিতাবে যা আছে তা মশহুর পর্যায়ের হাদীস। কারণ গরীব হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না, যদিও তা মালিক বা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) আলিমদের রিওয়ায়াত হোক তবুও। কোনো ব্যক্তি যদি গরীব ও শাজ হাদীস বা ত্রুটিযুক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে তবে তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু মশহুর, মুত্তাসিল ও সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করলে কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, তারা গরীব হাদীসকে অপছন্দ করতেন। ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, যদি কোনো হাদীস শোনো তবে খোঁজাখুজি শুরু করো, যেমন হারানো বস্তু খোঁজা হয়। যদি তার সত্যতা পাওয়া যায় তবে গ্রহণ করো, অন্যথায় তা বর্জন করো।

এই সুনান গ্রন্থে কিছু হাদীস রয়েছে যা মুরসাল, মুত্তাসিল বা মুতাওয়াতির নয়। কারণ প্রকৃত অর্থে মুত্তাসিল বলতে যা বুঝায়, মুহাদ্দিসগণ সেভাবে সহীহ হাদীস প্রাপ্ত হননি। যেমন জাবির হতে হাসান, আবু হুরায়রা হতে হাসান এবং ইবনে আব্বাস হতে মিকসাম, মিকসাম হতে হাকাম, এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। আসলে এটা মুত্তাসিল নয়। মিকসাম হতে হাকাম চারটি হাদীস শুনেছেন। তেমনি আবু ইসহাক হারিস থেকে, হারিস আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু ইসহাক হারিস থেকে মাত্র চারটি হাদীস শুনেছেন যার একটিও মুসনাদ নয়। এ ধরনের হাদীস আমার সুনান গ্রন্থে খুবই নগণ্য। সম্ভবত আমার সুনানে হারিস আল-আওয়ার-এর একটি হাদীসই স্থান পেয়েছে। আমি সেটি লিখেছি শেষের দিকে।

আমার সুনান গ্রন্থে আল-মারাসীলসহ আঠারোটি বিভাগ রয়েছে। মুরসাল এক খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। মুরসাল হিসেবে মহানবী (সা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু রয়েছে যা সহীহ নয়। তবে যেগুলো কারো কাছে মুসনাদ সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো মুত্তাসিল ও সহীহ।

আশা করি আমার কিতাবে হাদীসের সংখ্যা চার হাজার আট শত। তার মধ্যে ছয় শতের মত মুরসাল হাদীস। (অনুবাদ : মুহাম্মদ বজলুর রহমান)

যদি কোন ব্যক্তি এই কিতাবের হাদীসসমূহে উল্লেখিত শব্দসমূহকে অন্য হাদীসের সাথে তুলনা করতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে, কখনও কখনও হাদীস এমন একটি সনদে বর্ণিত, যা সাধারণ লোকগণের নিকট পরিচিত এবং হাদীস শাস্ত্রের এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত যাঁরা প্রসিদ্ধ রাবী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন হাদীসের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতাম– যে হাদীসের শব্দ অধিক অর্থবহ। আর হাদীস বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে সেই হাদীস গ্রহণ করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীসের একটি সনদকে মুত্তাসিল বলে দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করা হলে তা মুত্তাসিল বলে প্রমাণিত হয় না। আর এ বিষয়টি হাদীস শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি যদি হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন তাহলে তিনি এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। যেমন ইবনে জুরাইয থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন, যুহরী (র) থেকে আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি আল-বারসানী রিওয়ায়াত করতে গিয়ে বলেছেন, ইবনে জুরাইয থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে শুনবে তার ধারণা হবে হাদীসটি মুত্তাসিল। অথচ এটি ঠিক নয়। এটা আমরা গ্রহণ করিনি। কারণ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। এটি একটি মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত) হাদীস। এ ধরনের আরো উদাহরণ রয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি এর অন্তর্নিহিত বিষয় অবগত নয় সে বলেছে, আমি এ ধরনের সহীহ হাদীস বর্জন করেছি। অথচ সে যে হাদীসকে সহীহ বলেছে প্রকৃতপক্ষে তা মা'লূল। আমি আমার সুনান গ্রন্থে শুধুমাত্র আহকাম সম্বলিত হাদীস সংকলন করেছি, জুহদ ও ফাযায়েলে আ'মাল সংক্রান্ত হাদীস সংকলন করিনি। এই চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলো আহ্কাম সম্পর্কিত। এর বাইরে যুহদ ও ফাযায়েল সংক্রান্ত অনেক সহীহ হাদীস আমি আনিনি। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু (সংক্ষেপিত; সূত্র গ্রন্থ : ইমাম আবু দাউদ, মোখতার এণ্ড কোং, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.)।

আল-খাতীব আল-বাগদাদীর কলম থেকে

হাফেয আবু বাক্র আল-খাতীব বলেন, ইমাম আবু দাউদ বাসরায় বাস করতেন। তবে একাধিকবার বাগদাদে এসেছেন এবং তাঁর সুনান সেখানে রিওয়ায়াত করেছেন। বাগদাদের লোকেরা তা নকল (লিপিবদ্ধ) করেছেন। বলা হয় যে, আবু দাউদের সুনান গ্রন্থখানা "কিতাবুন শরীফ"– ইলমে দীন সম্পর্কে ওরকম আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। সাধারণ মানুষ ও মাযহাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন তাবাকার ফকীহগণের নিকট কিতাবখানা গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। ইরাক, মিসর ও পশ্চিমের দেশসমূহ এবং পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে আসছে।

আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ রচনার পূর্বে উলামায়ে হাদীসের পক্ষ থেকে জাওয়ামে' ও মুসনাদ ধরনের রচনাবলী ছিল। উক্ত রচনাবলীতে সুনান, আহ্কাম, আখবার, কাসাস,

মাওয়াইয ও আদাব সম্বলিত হাদীস স্থান পেয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র সুনানকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করার জন্য ও পূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে আবু দাঊদের মত কেউ ব্রতী হননি। আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন-এর নিকট গ্রন্থখানা আশ্চর্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। সেটিকে পাওয়ার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করা হয় ও সফর অব্যাহত রাখা হয়।

ইবনুল আরাবী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট কুরআন কারীম ও সুনান আবু দাঊদ ছাড়া ইলমের অপরাপর কিতাব না থাকে তবে অন্য কিছুর প্রয়োজন তার হবে না। খাত্তাবী বলেন, ইবনুল আরাবী যা বলেছেন নিঃসন্দেহে তা সত্য। কেননা ইমাম সাহেব তার এ গ্রন্থে উসূলে ইলম, সুনানের মৌলিক বিষয় ও ফিকহী আহকামের এমন সব হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন যা তাঁর পূর্বে কেউ করেছে বা পরে তার সমপর্যায়ে যেতে পারবে, আমরা তা মনে করি না।

ইমাম নববী (র) শারহু সুনান আবী দাঊদে তার মন্তব্য লিখতে গিয়ে বলেছেন, ফিক্হ ও অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তির উচিৎ সুনান আবী দাঊদ গ্রন্থের প্রতি পূর্ণরূপে যত্নবান হওয়া। কারণ আহকাম সাব্যস্ত করতে যেসব হাদীসের প্রয়োজন হয়ে থাকে তার সিংহভাগ তাতে উল্লেখ রয়েছে এবং তা সহজে প্রাপ্য ও সংক্ষেপিত এবং তার রচয়িতা দক্ষতার সাথে তা করেছেন ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনোযোগী ছিলেন।

আবুল আ'লা আদরী বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখলাম এবং তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়, সে যেনো আবু দাঊদের সুনান গ্রন্থ পাঠ করে।

খাত্তাবী বলেছেন, আবু দাঊদের কিতাবে সহীহ ও হাসান হাদীসের সমন্বয় ঘটেছে। দুর্বল হাদীসের অনেক স্তর রয়েছে। সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে মওযূ', তার পর মাকলূব, তারপর মাজহূল। কিন্তু আবু দাঊদের কিতাবখানা এসব থেকে পবিত্র।

ইমাম আবু দাঊদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ। দুনিয়ার শানশওকতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। ইবনে দাসাহ বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর জামার একটি হাতা ছিল প্রশস্ত এবং অপরটি ছিল সংকীর্ণ। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতায় এরূপ কিছু রাখা হয় না। তাই সেটি প্রশস্ত করার কোন প্রয়োজন হয়নি।'

হাফিয মূসা ইবনে হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেন,

"ইমাম আবু দাঊদ (র) দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।"

মোল্লা 'আলী আল-কারী (র) বলেন, তাঁর ফযীলাত এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া-পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে উচ্চতর ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইমাম আবু হাতিম (র) বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র) ফিক্‌হ, দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি হাদীস সংকলন করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সুন্নাহ্‌র উপর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

ইমাম আবু দাঊদ (র) একাধারে হাফিয, হুজ্জাত, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকীহ, প্রসিদ্ধ পর্যালোচক এবং অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে তাগরীবিরদী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাফিয, সমালোচক, সুনান রচয়িতা। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস্‌-সাগানী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেন, দাঊদ (আ)-এর জন্য লোহাকে যেমনভাবে নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল, ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর জন্যও হাদীসকে তেমনিভাবে সহজ করে দেয়া হয়েছে।

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াসীন আল-হারওয়াবী বলেন, আবু দাঊদ (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের অন্যতম হাফিয, এর দোষত্রুটি ও সনদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ইবাদত, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও পরহেযগারীর উচ্চাসনে সমাসীন এবং হাদীস শাস্ত্রে এক মহান সাধক।

আল্লামা ইয়াফি'ঈ বলেন, হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাঊদ (র) ইমাম ছিলেন।

হাকেম আবু 'আবদুল্লাহ নিশাপুরী বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ইমাম নববী (র) বলেন, হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইমাম আবু দাঊদের পূর্ণ হিফয, গভীর জ্ঞান, সুদক্ষতা, দীনদারী এবং উজ্জ্বল উপলব্ধি সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আবু দাঊদ আস্‌-সিজিস্তানী (র) ছিলেন হাদীসের অন্বেষণে দিগন্তে পরিভ্রমণকারীদের অন্যতম। তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের বহু শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তাঁর অনুসৃত মাযহাব

এ বিষয়ে 'আলিমগণ একাধিক মত পোষণ করেন। প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদেরকে নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবি করেন। ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাজুদ্দীন আস-সুবকীর মতে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এই মত পোষণ করেন। কারও মতে, তিনি হাম্বালী মতানুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক আশ-শীরাযী তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবু দাঊদ (র)-কে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র)-ও একই কথা বলেছেন। তাঁর সুনান গ্রন্থখানা সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বালী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবিলায় এমন হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন যার দ্বারা ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয়।

রচনাবলী

ইমাম আবু দাঊদ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুস্ সুনান তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি সিহাহ সিত্তা পরিবারের তৃতীয় গ্রন্থ। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলো।

যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ (১) সুনানু আবী দাঊদ; (২) কিতাবুল মারাসীল; (৩) কিতাবু মাসাইলি আবী দাঊদ লি-ইমাম আহমাদ ফির্-রুওয়াত; (৪) কিতাবু মাসাইলি আবী দাঊদ লি-ইমাম আহমাদ ফিল-ফিক্হ; (৫) কিতাবু তাসমিয়াতিল ইখওয়াহ আল্লাযীনা রুবিয়া 'আনহুমুল-হাদীস; (৬) কিতাবুয যুহ্দ; (৭) ইজাবাতুহু আলাস-সুআলাত আবী 'উবায়দ আল-আজুররী; (৮) রিসালা ফী ওয়াসফি তালীফিহী লিকিতাবিস্ সুনান।

তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না ঃ (১) ইবতিদাউল-ওয়াহ্য়ি; (২) আখবারুল খাওয়ারিজ; (৩) আত-তাফার্রুদ ফিস্-সুনান; (৪) দালাইলুন নুবূওয়াত; (৫) আদ-দু'আ; (৬) আর্-রাদ্দু 'আলা আহলিল-কাদর; (৭) ফাদাইলুল আনসার; (৮) কিতাবু আসহাবিশ শা'বী; (৯) কিতাবুল বা'ছ ওয়ান্-নুশূর; (১০) আল-মাসাইল আল্লাযী খালাফা আল্লাইহা আল-ইমাম আহ্মাদ; (১১) মুসনাদু মালিক এবং (১২) আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ।

ইন্তিকাল

ইমাম আবু দাঊদ (র) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমু'আর দিন ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮৯ খৃ. বসরায় ইন্তিকাল করেন। সকল ঐতিহাসিক তাঁর ইন্তিকালের সন সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। কিন্তু দিন ও তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। 'আব্বাস ইবনে 'আবদুল ওয়াহিদ আল-হাশিমী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর সিজিস্তানের প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুনান আবী দাঊদ

ইমাম আবু দাঊদ (র) কখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তাঁর শায়খ ও

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর খিদমতে তা পেশ করেন। ইমাম আহমাদ কিতাবখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহমাদ (র) হিজরী ২৪১ সালে ইন্তিকাল করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (র) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থখানি সংকলন সম্পন্ন করেন।

সংকলনের কারণ

সুনান গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিসগণ মাগাযী-এর তুলনায় আহকাম ও উপদেশমূলক হাদীস সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে নবী করীম (সা)-এর জীবনের অপরাপর দিক, যেমন তাঁর উযু, গোসল, নামায ও হজ্জ-এর পদ্ধতি, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীস গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন এইরূপ হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর কিতাবে এমন সব হাদীস সংকলন করেন যেগুলোকে ফিক্‌হ্-এর ইমামগণ তাঁদের মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক (র), ইমাম ছাওরী (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাব-এর ভিত্তি মওজুদ রয়েছে।

সুনান আবী দাউদ-এর স্থান

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী (র) বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। তিনি প্রথম স্তরে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে স্থান দেন। তিনি দ্বিতীয় স্তরে সুনান আবী দাউদ, জামে' আত্-তিরমিযী ও সুনান আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনান আবী দাউদের স্থান প্রথম।

কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, বুখারী ও মুসলিম-এর পরের স্থান হচ্ছে সুনান আন-নাসাঈর। আবার কেউ কেউ জামে' আত-তিরমিযীকে তৃতীয় স্থান দান করেন। মিফতাহুস-সা'আদা-এর গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম-এর পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনান আবী দাউদকে স্থান দান করেন।

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর বিশাল গ্রন্থের হাদীসসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীস ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসগুলো এই ঃ

(এক) إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "কাজ-কর্মের পরিণতি অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে।"

(দুই) مِنْ أَحسنِ الاِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ "ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, তার অর্থহীন কথা ও কাজ ত্যাগ করা।"

(তিন) لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضى لأَخِيْهِ مَا يَرْضى لِنَفْسِهِ "মুমিন ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তাঁর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।"

(চার) اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ "হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।"

সুনান আবী দাউদের পাণ্ডুলিপিসমূহ

অনেক হাদীস বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (র) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত পাণ্ডুলিপি সর্বাধিক খ্যাত।

(ক) আবু 'আলী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে 'আমর আল-লু'লুঈ (র) (মৃ. ৩৪১/৯৫২)।

এই উপমহাদেশে এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে এটি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটির অগ্রাধিকার লাভের কারণ হলো, তিনি হিজরী ২৭৫ সালে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর নিকট সরাসরি সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (র) শেষবারের মত তাঁর শিষ্যগণকে সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই সালের ১৬ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

(খ) আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রায্‌যাক ইবন দাসাহ (র) (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬)।

লু'লুঈ (র) এবং ইবন দাসাহ (র)-এর নুসখা (প্রতিলিপি)-এর মধ্যে অনুচ্ছেদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু হাদীসের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। তবে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন গ্রন্থে বেশি এবং কোন গ্রন্থে কম পরিদৃষ্ট হয়।

(গ) হাফিয আবু 'ঈসা ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে সা'ঈদ আর-রামলী (র) (মৃ. ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইব্‌ন দাসাহ (র)-এর নুসখার অনুরূপ।

(ঘ) হাফিয আবু সা'ঈদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ ইবনুল-'আরাবী (র) (মৃ. ৩৪০/৯২৫)। এ নুসখার হাদীসের সংখ্যা অন্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু বাব নেই।

সুনান আবী দাউদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনান আবী দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের 'আলিম ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এখানে কয়েকজন মনীষীর অভিমত তুলে ধরা হলো।

আবু সা'ঈদ ইবনুল 'আরাবী বলেন, যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর কিতাব রয়েছে তার এই দু'টির সাথে অবশ্যই আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

'আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম-এর তুলনায় এতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কী পরিমাণ গৃহীত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ দুয়ারী (মৃ. ৩১১ হিজরী) বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র) যখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনান, তখন তা তাদের নিকট অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

এই কিতাবের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিয আবূ জা'ফর ইবনে জুবাইর আল-গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং এ বিষয়ের যাবতীয় হাদীস সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে সুনান আবী দাঊদের যে বিশেষত্ব তা অপর কোন গ্রন্থের নেই।

ইমাম গাযালী (র)-ও এই কিতাবের আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, বিধিবিধান সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পেতে একজন মুজতাহিদের জন্য এই কিতাবখানাই যথেষ্ট।

ইমাম নববী (র) বলেন, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির জন্য সুনান আবী দাঊদের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা যে সকল হাদীস দ্বারা প্রধানত বিধিবিধানের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হয় তা এতে সংকলিত হয়েছে। আর এই কিতাব থেকে হাদীসগুলো খুঁজে বের করাও সহজ। আল্লামা নববী (র) আরও বলেন, ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে যে হাদীস সম্পর্কে য'ঈফ বলে মন্তব্য করেননি, তা তাঁর মতে সহীহ হিসেবে গণ্য।

আল্লামা মুনযিরী (র) বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র) যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন তার মর্যাদা হাসান-এর নিচে নয়।

আল্লামা ইবনে 'আবদিল বার (র) বলেন, তিনি যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন তা তাঁর মতে সহীহ, বিশেষ করে কোন অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় আর কোন হাদীস না থাকলে।

ইমাম নববী (র) সুনান-এর হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইবনে মান্দা, ইবনুস সাকান ও হাকেম (র)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, সুনান আবী দাঊদ-এ উল্লিখিত সকল হাদীসকে ইবনে মান্দা এবং ইবনুস সাকান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম (র)-ও এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

সুনান আবী দাঊদের বৈশিষ্ট্য

সুনান আবী দাঊদ সিহাহ সিত্তাহ্‌র মধ্যে তৃতীয় এবং সুনান গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয়। উলামায়ে কিরাম এ গ্রন্থের অনেক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ।

এক. হাদীসের এই কিতাবখানা ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোকে সুবিন্যস্ত। এর অনুচ্ছেদসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত যা কোন না কোন ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদের অভিমত প্রকাশ করে।

দুই. এই কিতাবে ৬০০ মুরসাল হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

তিন. এটি মতনের (মূল পাঠ) দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, মতনের ভাষাগত পার্থক্য যেন হাদীস পাঠকারীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

চার. সনদের তুলনায় হাদীসের ফিকহী বিষয়ের প্রতিই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাঁচ. একই রাবী থেকে দুই সনদে বর্ণিত একটি সনদে 'হাদ্দাসানা' এবং অপরটিতে 'আন' পরিভাষায় হাদীস বর্ণিত হলে ইমাম আবু দাঊদ (র) প্রথমে হাদ্দাসানা সনদের উল্লেখ করেছেন।

ছয়. কিতাবখানির শিরোনামও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু দাঊদ (র) এমনভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন যাতে পাঠক তা পড়া মাত্র বুঝতে পারে যে, হাদীসে বর্ণিত ফিক্‌হী মাসআলার সমাধান কি হতে পারে।

সাত. কোন হাদীসে স্পষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি তা বলে দিয়েছেন।

আট. এ কিতাবের প্রায় সকল হাদীস শরী'আতের বিধান সম্পর্কিত। ইমাম আবু দাঊদ (র) শরী'আতের বিধিবিধান সম্বলিত হাদীস সংকলিত করার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "আমি এখানে সূফীবাদ, আমলের ফযীলাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। এতে সন্নিবেশিত চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত।"

নয়. এ কিতাবের কিছু হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে ইমাম আবু দাঊদ (র) বিরত থেকেছেন। 'আলিমগণ এ সকল হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। কারো মতে এগুলো হাসান পর্যায়ের, আবার কারো মতে সহীহ পর্যায়ের। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, "কোন হাদীস সম্পর্কে আমি কোন অভিমত ব্যক্ত না করে থাকলে তার অর্থ– এটি সুষ্ঠু ও নির্দোষ হাদীস এবং একটি অপরটি থেকে অধিক বিশুদ্ধ।

দশ. হাদীস গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা করে ইমাম আবু দাঊদ (র) হাদীসের পুনরুল্লেখ খুব কমই করেছেন। তবে ফিক্‌হ-এর মাসআলার প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তার পুনরুল্লেখ করেছেন, তবে পূর্ণ হাদীস পুনরুল্লেখ না করে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরেছেন।

সুনান আবী দাউদের ভাষ্যগ্রন্থাবলী

সুনান আবী দাউদের গুরুত্ব, প্রয়োজনয়ীতা, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ করা হলো।

(এক) মু'আলিমুস্ সুনান (مُعَالِمُ السُّنَنِ) ঃ এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু সুলায়মান আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি./৯৯৮ খৃ.)। গ্রন্থখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য ও উত্তম।

(দুই) 'উজালাতুল-আলিম মিন্-কিতাবিল-মু'আলিম (عُجَالَةُ الْعَالِمِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَالِمِ) ঃ এর প্রণেতা হচ্ছেন আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহমূদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ৭৮৯/১৩৬৭-১৩৬৮)। এটি মু'আলিমুস্-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।

(তিন) মিরকাতুস্-সা'উদ ইলা সুনান আবী দাউদ (مِرْقَاةُ الصُّعُوْدِ إِلَى سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ) ঃ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) এ ভাষ্যগ্রন্থের রচয়িতা। এটি কায়রো থেকে ১২৯৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

(চার) দারাজাতু মিরকাতিস্-সা'উদ (دَرَاجَةُ مِرْقَاةِ الصُّعُوْدِ) ঃ এটি 'আল্লামা দিম্য়াতী (র)-এর রচনা। এটি মিরকাতুস্-সা'উদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

(পাঁচ) শারহু সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ) ঃ শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উমার ইবনে 'আলী ইবনুল মুলাক্কান (মৃ. ৮০৪/১৪০১) এর প্রণেতা।

(ছয়) শারহু সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ) ঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮৪৬/১৪৪৩) এ গ্রন্থ রচনা করেন।

(সাত) শারহু সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ) ঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনুল হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ. ৮৪৪/১৪৪০) এটি রচনা করেন।

(আট) শারহু সুনানে আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ) ঃ এর রচনাকারী হলেন, কুতবুদ্দীন আবূ বাক্র ইবনে আহমাদ ইবনে দা'ঈন (মৃ. ৭৫২/১৩৫১)। তাঁর এ গ্রন্থখানা বৃহৎ চার খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা পাণ্ডুলিপি আকারে রেখেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

(নয়) শারহু সুনানে আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ) ঃ আবূ যুর'আ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহমাদ ইবনে 'আবদির রহীম আল-'ইরাকী (মৃ. ৮২৬/১৪২২) এর রচয়িতা। এ গ্রন্থখানা অতি দীর্ঘ। এটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। এতে মূল গ্রন্থের 'সাহু সিজদা অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(দশ) শারহু সুনানে আবী দাউদ ঃ হাফিয 'আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কুলায়জ (মৃ. ৭৬২/১৩৬১) এটি রচনা করেন। তিনি তাঁর ভাষ্য গ্রন্থটির রচনাকর্ম সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

(এগার) তাহযীবুস্ সুনান (تَهْذِيْبُ السُّنَن) ঃ এর প্রণেতা হলেন ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বোধ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য।

(বারো) শারহু সুনান আবী দাউদ ঃ 'আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহমাদ আল-'আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) এটি রচনা করেন।

(তের) আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরিদ (اَلْمَنْهَلُ الْعَذْبِ الْمَوْرِد) ঃ এটি রচনা করেন শায়খ মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস্-সুবকী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

(চৌদ্দ) ফাতহুল-ওয়াদূদ আলা সুনান আবী দাউদ (فَتْحُ الْوَدُوْد عَلى سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ 'আল্লামা আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল হাদী আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৯/১৭২৬) এটি রচনা করেন। ভারতীয় 'আলিমগণের মধ্যে তিনিই এ সুনান গ্রন্থখানির প্রথম ভাষ্যকার।

(পনর) 'আওনুল-মা'বূদ (عَوْنُ الْمَعْبُوْد) ঃ এটি 'আল্লামা শামসুল হক 'আযীমাবাদী (মৃ. ১৩২২ হিজরী) রচনা করেন। 'আওনুল-মাবূদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

(ষোল) আল-হাদ্‌যুল-মাহমূদ (اَلْهَدْيُ الْمَحْمُوْد) ঃ এর রচনাকারী হলেন লাখ্নৌ নিবাসী শায়খ ওয়াহীদুয্-যামান (মৃ. ১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে সুনানের উর্দূ অনুবাদ করেন, পরে এতে হাদীসের ব্যাখ্যাও সংযোজন করেন।

(সতর) আনওয়ারুল-মাহমূদ (اَنْوَارُ الْمَحْمُوْد) ঃ শায়খ আবুল-আতীক 'আবদুল হাদী মুহাম্মদ সিদ্দীক নাজীবআবাদী এ গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থকার আনওয়ার শাহ কাশমীরী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩) কর্তৃক সুনানের দারসের তাকরীর, শায়খুল হিন্দ 'আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর বুখারী শরীফের তাকরীর, শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র)-এর সহীহ মুসলিমের তাকরীর থেকে এবং 'আল্লামা খালীল আহমাদ সাহারানপুরী কৃত বাযলুল-মাজহূদ থেকে চয়ন করে এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং দিল্লীর তাজাল্লী প্রেস থেকে ১৩০০/১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়।

(আঠার) তা'লীকাতুল-মাহমূদ (تَعْلِيْقَاتُ الْمَحْمُوْد) ঃ এটি প্রণয়ন করেন শায়খ ফাখরুল হাসান গাঙ্গোহী (মৃ. ১৩১৫/১৮৯৭)। এটি এ সুনান গ্রন্থের একটি উত্তম ও সুবিখ্যাত টীকাগ্রন্থ।

(উনিশ) বাযলুল-মাজহূদ (بَذْلُ الْمَجْهُوْد) ঃ আল্লামা শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭) এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ। দীর্ঘ এগার বছরের পরিশ্রমে কাজটি সমাপ্ত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছিলেন এই কিতাব রচনায় তাঁর সার্বক্ষণিক সহযোগী। ১৯২৭ খৃ. এর রচনাকর্ম সমাপ্ত হয়। সুনান আবী দাউদ-এর ভাষ্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত।

সুনান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সুনান গ্রন্থখানিকে পাঠক সমাজের নিকট সহজপাঠ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন 'আল্লামা যাকিয়্যুদ্দীন 'আবদুল-'আযীম ইবনে 'আবদিল কাবী আল-হাফিয আল-মুনযিরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)। তিনি এর নামকরণ করেন 'আল-মুজতাবা'।

ইমাম সুয়ূতী (র) এ মুখতাসার গ্রন্থের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং এর নাম রাখেন 'যাহরুর-রুবা 'আলাল-মুজতাবা' (زَهْرُ الرُّبَى عَلَى الْمُجْتَبَى)। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা আল-হাম্বালী (মৃ. ৭৫১ হি/১৩৫০ খৃ.) মুনযিরী (র)-এর মুখতাসার গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করে সেটির একটি চমৎকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর মুখতাসার 'উলূমিল-হাদীস গ্রন্থে বলেন, আবু দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটিতে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা অপরটিতে নেই।

ইবনুল-জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং তার জবাব

'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, সুনান আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীসকে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) মাওযূ (জাল) বলে অভিহিত করেছেন। 'আল্লামা সুয়ূতী (র) ইবনুল জাওযীর এ মন্তব্যকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর আল-কাওলুল হাসান ফিয্-যাব্বি আনিস্-সুনান এবং আত্-তা'আক্কুবাত 'আলাল-মাওদূ'আত-এ ইবনুল-জাওযীর এই বিরূপ সমালোচনা খণ্ডন করেন।

ইমাম নববী (র) ইবনুল-জাওযী (র)-এর আল-মাওদূ'আত গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীসকে জাল আখ্যায়িত করা হয়েছে যেগুলোর মাওদূ' হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাফিয যাহাবী (র)-এর মতে, ইবনুল জাওযী অনেক শক্তিশালী এবং হাসান হাদীসও তাঁর আল-মাওদূ'আত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুনানু আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীস সম্পর্কে ইবনুল-জাওযীর এই সমালোচনা সঠিক নয়। ইমাম আবু দাউদ (র) স্বয়ং মক্কাবাসীগণের নিকট তাঁর লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সুনান গ্রন্থে সর্বজন পরিত্যক্ত বর্জিত কোন হাদীস নেই। এছাড়া কোন হাদীস মুনকার বা অতি দুর্বল হলে তিনি সাথে সাথে তা বলে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ মূসা

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্র উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান।যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা,

কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى .

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌র ওহী" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ . لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম" (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমছর সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। "জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে

হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল ঃ যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবৃত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাবৃতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূদ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهى) বা রব্বানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামে ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাঊদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাঊদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজামঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল- মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رساله) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহানঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ ঃ হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাঊদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে "সিহাহ সিত্তা", মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা–আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
২. সহীহ ইবনে হিব্বান–আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)
৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম–আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)
৪. আল-মুখতারা–যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা–ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
৬. আল-মুনতাক–ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন॥তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জল করে রাখুন॥যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ,পৃ. ১৬১)।

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না। পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ .

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَاَ بِيَدِه اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাঊদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন

করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা অর্জন

بَابُ التَّخَلِّى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ পায়খানা-পেশাবের জন্য নিরিবিলি স্থানে যাওয়া

١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ.

১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন (যাতে কেউ দেখতে না পায়)।

٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لاَ يَرَاهُ اَحَدٌ.

২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ পেশাবের জন্য কোন ব্যক্তির জায়গা তালাশ করা

٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى فَكَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى يَسْأَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَكَتَبَ

اِلَيْهِ اَبُوْ مُوْسٰى اِنِّىْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا.

৩। আবুত তাইয়্যাহ্ (র) বর্ণনা করেন, একজন শায়খ আমার নিকট বলেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি আবু মূসা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। আবদুল্লাহ (রা) আবু মূসার নিকট কয়েকটি বিষয়ে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন। জবাবে আবু মূসা (রা) তাকে লিখলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার মনস্থ করলেন। তিনি একটি দেয়ালের গোড়ার নরম মাটিতে গিয়ে পেশাব করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করার ইচ্ছা করে, সে যেন একটা নরম জায়গা অনুসন্ধান করে নেয়।

টীকা ঃ যেন জায়গাটি শক্ত না হয়। পেশাবের ফোঁটা ছিটকে না আসে। ঢালু জায়গায় পেশাব করা বাঞ্ছনীয় যাতে শরীর অথবা কাপড়ে পেশাব ছিটকে না আসতে পারে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পায়খানায় প্রবেশকালে মানুষ যা বলবে

٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, হাম্মাদের বর্ণনামতে, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। আর আবদুল ওয়ারেসের বর্ণনামতে বলতেন ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে।

٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِى السَّدُوْسِىَّ قَالَ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ.

৫। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করছেন। তাতে 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' রয়েছে। শো'বা বলেন, আবদুল আযীয একবার 'আউযু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই,) বলেছেন। আর উহাইব (র) আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'সে যেন আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চায়' কথাটি রয়েছে।

٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পায়খানায় অধিকাংশ সময় শয়তান এসে থাকে। তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যায় তখন সে যেন বলে ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট শয়তান ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে আশ্রয় চাই।

بَابُ كَرَاهِيَةِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ পায়খানা-পেশাব করতে কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ

٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ وَاَنْ لاَ نَسْتَنْجِيْ بِالْيَمِيْنِ وَاَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْ عَظْمٍ.

৭। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, সালমান (রা)-কে বলা হলো, তোমাদের নবী (সা) তোমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন, এমন কি পায়খানা করার নিয়মও। সালমান (রা) বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা ও পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে শৌচ করতে, আর শৌচকার্যে আমাদের কারো তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার করতে। আর তিনি গোবর অথবা হাড় দ্বারা শৌচ করতে নিষেধ করেছেন।

٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি। যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায়, সে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে, কিবলার দিকে পিঠ দিয়েও না বসে এবং ডান হাতে শৌচ না করে। তিনি তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এবং নিষেধ করতেন গোবর ও হাড় দ্বারা শৌচ করতে।

٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رِوَايَةً قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

৯। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পায়খানায় গিয়ে পায়খানা-পেশাবে কিবলামুখী হয়ে বসো না, বরং পূর্ব দিকে মুখ করো অথবা পশ্চিম দিকে। আবু আইউব (রা) বলেন, আমরা সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পেলাম, তথাকার শৌচাগারগুলো কিবলামুখী করে বানানো। (সেগুলো ব্যবহারের সময়) আমরা একটু বেঁকে ঐদিক থেকে ফিরে বসতাম এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতাম।

টীকা ঃ এ নির্দেশ মদীনাবাসী তথা মক্কার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাদের কিবলা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিক, তাদের উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসতে হবে।

١٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ اَبِىْ مَعْقِلٍ الْاَسَدِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ اَوْ غَائِطٍ.

১০। মা'কিল ইবনে আবু মা'কিল আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব অথবা পায়খানা করাকালে দুই কিবলার (কা'বা শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ খাত্তাবীর মতে, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কিবলা হওয়ার জন্যই এ হুকুম। কেউ বলেছেন, মদীনার কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসলে মদীনা পেছনে থাকে বলেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নববী বলেছেন, এ হুকুম তান্‌যিহী, তাহ্‌রিমী নয়। হাম্বলী আলিমদের সর্বসম্মত রায় হলো, এই নির্দেশ রহিত হয়ে গিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের হাদীস (যা পরে বর্ণিত হচ্ছে) অনুসারে কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষেধ ততদিন পর্যন্ত বলবত ছিল যতদিন পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায পড়া হতো। কেউ বলেছেন, এ নির্দেশ শুধুমাত্র মদীনাবাসীদের জন্য।

١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَّرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِى الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ.

১১। মারওয়ান আল-আস্‌ফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দেখলাম, তিনি তার উটকে কিবলার দিকে বসালেন। তারপর ঐ উটের দিকে মুখ করে বসে পেশাব করলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে উন্মুক্ত ময়দানে। যখন তোমার ও কিবলার মাঝখানে কোন কিছুর আড়াল হবে তখন (এতে) কোন দোষ নেই।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ এ সম্পর্কে অবকাশ আছে

١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘরের ছাদে উঠলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে পায়খানা করতে দেখলাম।

١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

১৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে আমি নবী (সা)-কে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা করতে দেখেছি।

টীকা ঃ অধিকাংশ সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে পায়খানায় কিবলামুখী না হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যেসব হাদীসে কেবলামুখী হবার বৈধতা প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ কারণ ও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ পায়খানার সময় কিভাবে সতর খুলবে

١٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ.

১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহ্যক্রিয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি যমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় ওঠাতেন না (যাতে কেউ তাঁর সতর দেখতে না পায়)।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ পায়খানায় বসে কথাবার্তা বলা মাকরূহ

١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ .

১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুই ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলা অবস্থায় বাহ্যক্রিয়া সারবে না। কারণ এতে মহাসম্মানিত আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ يَبُوْلُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়

١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি পেশাবরত ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো, তিনি তার জবাব দিলেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উমার ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুম করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।

١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ اَبِىْ سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالٰى ذِكْرَهُ اِلاَّ عَلٰى طُهْرٍ اَوْ قَالَ عَلٰى طَهَارَةٍ.

১৭। আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। নবী (সা) তখন পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। নবী (সা) তার জবাব দিলেন না। শেষে তিনি উযু করলেন ও তার নিকট ওযর পেশ করে বললেন ঃ পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম স্মরণ করা আমি অপছন্দ করলাম।

بَابُ فِى الرَّجُلُ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন না করে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে

١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْنِى الْفَافَاءِ عَنِ الْبَهِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ.

১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা আল্লাহ্র যিকির করতেন।

بَابُ الْخَاتَمِ يَكُوْنُ فِيْهِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ আল্লাহ্‌র নাম খচিত আংটি নিয়ে পায়খানায় যাওয়া

١٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ ثُمَّ اَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيْهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ هَمَّامٌ.

১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, আংটি খুলে রাখতেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি মুনকার (অর্থাৎ অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা)। এ হাদীস আনাস থেকে এভাবে 'মারফু' আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করেছিলেন, তারপর তা তিনি খুলে ফেলেন। এ হাদীস বর্ণনায় হাম্মাম সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তাছাড়া হাম্মাম ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পেশাব থেকে পবিত্র থাকা

٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا. قَالَ هَنَّادٌ يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ.

২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি হচ্ছে না। একজন তো পেশাবের ব্যাপারে

সতর্কতা অবলম্বন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনালেন। ডালটিকে তিনি দু'টুকরা করে একটি এ কবরে গাড়লেন এবং অপরটি ঐ কবরে গাড়লেন। আর বললেন ঃ আশা করা যায়, তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটো না শুকায়। হান্নাদ "ইয়াস্‌তান্‌যিহু" শব্দটির স্থলে "ইয়াস্‌তাতিরু" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ يَسْتَنْزِهُ.

২১। ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সে তার পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না।" আর আবু মু'আবিয়া বলেছেন, "পেশাব থেকে সতর্ক হতো না।"

٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا لَقِىَ صَاحِبُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِى قَبْرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوسٰى فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَسَدَ اَحَدِهِمْ.

২২। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমর ইবনুল 'আস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি ঢাল। তিনি ঢালটিকে আড়াল বানিয়ে পেশাব করলেন। আমরা বললাম ঃ দেখ, তিনি পেশাব করছেন যেরূপ মেয়েলোকেরা (লুকিয়ে লুকিয়ে) পেশাব করে থাকে। তিনি একথা শুনে বললেন ঃ তোমরা কি জানো না বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি অবস্থা হয়েছিল? বনী ইসরাঈলের কারো যদি (কোথাও) পেশাব লেগে যেত, তাহলে ঐ স্থানকে তারা কেটে ফেলত। ঐ ব্যক্তি তাদের এটা করতে নিষেধ করেছিল। তাই তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আবু দাউদ বলেন, মানসূর আবু ওয়াইলের মাধ্যমে আবু মূসা থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ (যদি পেশাব লেগে যেত) তাহলে তারা চামড়া কেটে ফেলত। আর আসেম আবু ওয়াইল, আবু মূসা (রা)-র মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'আপন শরীর কেটে ফেলত'।

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা

٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَذَهَبْتُ اَتَبَاعَدُ فَدَعَانِىْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ.

২৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের ময়লার স্তূপের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন ও পানি দিয়ে মোজা মাসেহ করলেন। আবু দাউদ বলেন, মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন ঃ হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি পেছনের দিকে সরে যেতে থাকলে তিনি (নবী সা) আমাকে ডাকলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের গোড়ালীর নিকট ছিলাম বা গোড়ালীর নিকটবর্তী হলাম।

টীকা ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয, তা প্রমাণের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। কেউ বলেছেন, তাঁর হাঁটুতে কোন রোগ বা ব্যথা ছিল বলে তিনি বসতে অপারগ ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে কেউ কেউ বলেছেন, ঐ স্থান নাপাকিতে পূর্ণ ছিল। বসলে নাপাকি লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল। ইবনে আবু শাইবা মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ছাড়া আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَبُوْلُ بِاللَّيْلِ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিজের কাছে রেখে দিল

٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ اُمَيْمَةَ اِبْنَةِ رُقَيْقَةَ عَنْ اُمِّهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ.

২৪। হুকাইমা বিনতে উমাইমা বিনতে রুকাইকা তাঁর মা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল। এটি তাঁর খাটের নিচে থাকতো। তিনি তাতে রাতে পেশাব করতেন।

টীকা ঃ এতে বোঝা যায়, ঠাণ্ডা, ভয়-ভীতি বা অন্য কোন কারণে রাতে বের হতে না পারলে পাত্রে পেশাব করে সকালে তা ফেলে দেয়াতে দোষ নেই।

بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِىْ نُهِىَ عَنِ الْبَوْلِ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে

٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ.

২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দু'টি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, অভিশপ্ত কাজ দু'টি কি, হে আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোক চলাচলের পথে অথবা ছায়াবিশিষ্ট জায়গায়, যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়, পেশাব পায়খানা করা।

টীকা ঃ এসব জায়গায় পায়খানা করলে জনসধারণের কষ্ট হয়। তারা অভিশাপ দেয়।

٢٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِىُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبُوْ حَفْصٍ وَحَدِيْثُهُ اَتَمُّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْحِمْيَرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

২৬। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেগুলো হলো ঃ লোকদের অবতরণস্থল, চলাচলের রাস্তা ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় পায়খানা করা।

بَابُ فِى الْبَوْلِ فِى الْمُسْتَحَمِّ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা

٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَّالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْعَثُ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ قَالَ اَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। অথচ সেখানেই সে গোসল করবে। আহ্মাদের বর্ণনায় রয়েছে, অথচ সেখানেই সে উযু করবে। কারণ মনের অধিকাংশ খটকা এ থেকেই উৎপন্ন হয়।

٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِيْ مُغْتَسَلِهِ.

২৮। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিম্য়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়েছে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন, যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চুল আচড়াতে অথবা গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ এ নিষেধ নিছক তান্যিহী পর্যায়ের, তাহ্রিমী নয়। তিরমিযী (র) শামায়েল অধ্যায়ে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় মাথায় তেল দিতেন ও দাড়ি আঁচড়াতেন। অবশ্য এতে প্রতিদিন আঁচড়ানোর বিষয় প্রমাণিত হয় না।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গর্তে পেশাব করা নিষেধ

٢٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالَ قَالُوْا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলো, গর্তে পেশাব করা কেন অপছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ বলা হতো, এতে জিনেরা বসবাস করে থাকে (এখানে জিন অর্থ সাপ)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মানুষ পায়খানা থেকে বের হয়ে যা বলবে

٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

৩০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই।'

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ فِى الْاِسْتِبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ শৌচ করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ধরা মাকরূহ

٣١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا اَبَانُ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا اَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا.

৩১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পেশাব করাকালে, ডান হাতে যেন তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যখন পায়খানায় যাবে, ডান হাতে যেন (ঢিলা ব্যবহার ও) শৌচ না করে। আর যখন পানি পান করবে, এক নিঃশ্বাসেই যেন পান না করে।

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِىُّ نَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ نَا اَبُوْ اَيُّوْبَ يَعْنِى الْاِفْرِيْقِىَّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبَدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوٰى ذَالِكَ.

৩২। হারিসা ইবনে ওয়াহব আল-খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) আমার নিকট বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানীয় পান ও কাপড়-চোপড় পরিধানের কাজ করতেন ডান হাতে। এছাড়া অন্যান্য কাজ করতেন বাম হাতে।

٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى.

৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিল শৌচক্রিয়া ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় কাজের জন্য।

٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بُزَيْعٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ .

৩৪। অপর একটি সূত্রের বর্ণনায় আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الاِسْتِتَارِ فِى الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ পায়খানার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা

٣٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اِلاَّ اَنْ يَّجْمَعَ كَثِيْبًا مِّنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ. قَالَ اَبُوْ دَوُدَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخَيْرُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। ঢিলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যায় করবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। আহার করে খিলাল করার পর কিছু বের হলে তা ফেলে দেবে, আর জিহ্বার সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। আর পায়খানায় গেলে আড়ালে যাবে। যদি এরূপ জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত বালুর স্তূপ তৈরী করে তার আড়ালে বসবে। কারণ শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই।

টীকা ঃ 'শয়তান খেলা করে', এর অর্থ হলো, কোনরূপ পর্দা না থাকলে, পেছন থেকে কোন প্রাণী আক্রমণ করতে পারে অথবা কোন মানুষ দেখে ঠাট্টা করতে পারে।

بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ اَنْ يُّسْتَنْجٰى بِهٖ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যেসব জিনিসের দ্বারা ইসতিন্‌জা (শৌচ) করা নিষেধ

٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ اَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِىَّ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ اَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِىِّ اَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اِسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلٰى اَسْفَلِ الْاَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كُوْمِ شَرِيْكٍ اِلٰى عَلْقَمَاءَ اَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ اِلٰى كُوْمِ شَرِيْكٍ يُرِيْدُ عَلْقَمَاءَ فَقَالَ رُوَيْفِعٌ اِنْ كَانَ اَحَدُنَا فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْخُذُ نِضْوَ اَخِيْهِ عَلٰى اَنَّ لَهُ النِّصْفُ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلْاٰخَرِ الْقِدْحُ ثُمَّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِىْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِىْءٌ.

৩৬। শায়বান আল-কাতবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস্‌লামা ইবনে মুখাল্লাদ রুয়াইফে' ইবনে সাবিতকে নিম্নভূমিতে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। শায়বান বলেন, কুমে শরীক থেকে 'আলকামা[১] পর্যন্ত অথবা আলকামা থেকে কুমে শরীক পর্যন্ত আমরা

তাঁর সাথে সফর করেছি। আলকাম ছিল তাঁর গন্তব্যস্থান। রুয়াইফে' বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের মধ্যে একজন অপরজনের নিকট থেকে এই শর্তে উট গ্রহণ করতো, যা মুনাফা হবে তার অর্ধেক তোমাকে দেব আর অর্ধেক আমি নেব। আর নিজের অংশ নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ করতে হলে ধনুকের ছিলা হতো আমাদের মধ্য থেকে একজনের এবং ফলক হতো আরেকজনের। রুয়াইফে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন ঃ হে রুয়াইফে! আশা করা যায়, আমার পরেও তোমার জীবনকাল দীর্ঘায়িত হবে। তুমি লোকদের জানিয়ে দিও ঃ যে দাড়িতে গিঁট লাগাবে বা ঘোড়ার গলায় মালা পরাবে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা বা হাড় দ্বারা ইসতিন্‌জা করবে, মুহাম্মাদ (সা) তার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত বা তার ওপর নারায।[২]

টীকা ঃ ১. কুমে শরীক, আলকামা ও আলকাম মিসরের কয়েকটি স্থানের নাম।

টীকা ঃ ২. দাড়িতে গিট লাগানো, চুল মুড়িয়ে মুঠি বাঁধা, আর নযর লাগবে বলে প্রাণীর গলায় মালা পরানো জাহিলী যুগের রীতি। কাজেই এগুলো সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

٣٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُفَضَّلٌ عَنْ عَيَّاشٍ اَنَّ شَيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ اَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ سَالِمِ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَذْكُرُ ذَالِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ اَلْيُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حِصْنُ اَلْيُوْنَ بِالْفُسْطَاطِ عَلٰى جَبَلٍ.

৩৭। 'আইয়াশ (র) শোয়াইম ইবনে বাইতানের মাধ্যমে আবু সালেম আল-জায়শানী থেকেও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালেম) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, যখন তিনি 'আলইউন' দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। আবু দাউদ বলেন, 'আলইউন' দুর্গ (মিসরের) ফুসতাতে এক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।

٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ اَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَمَّسَتَحَ بِعَظْمٍ اَوْ بَعْرٍ-

৩৮। আবুয যুবাইর (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হাড্ডি অথবা (প্রাণীর) বিষ্ঠা দ্বারা ইসতিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِىُّ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَامُحَمَّدُ اِنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ.

৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর বা কয়লা দ্বারা এস্তেন্জা করতে নিষেধ করে দিন। কারণ সম্মানিত মহান আল্লাহ ওগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওগুলো দিয়ে ইসতিন্জা করতে বারণ করেন।

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْاَحْجَارِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পাথর দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা

٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مُّسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে, তিনটি পাথর যেন সাথে নিয়ে যায় এবং এগুলো দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করে। কারণ এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

টীকা ঃ অর্থাৎ পানি লওয়া আর জরুরী নয়। অবশ্য পানির ব্যবহার মুস্তাহাব।

٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ.

৪১। খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এস্তেনজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে। তিনি বলেন ঃ তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিন্জা করবে, যাতে গোবর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

بَابُ فِى الْاِسْتِبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পায়খানা-পেশাবের পর উযু করা

٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ نَا عَبْدُ

اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ التَّوْأَمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِّنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ هٰذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً.

৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করলেন। উমার (রা) পানি ভর্তি একটি লোটা নিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন, এই লোটা কেন, হে উমার? উমার (রা) বলেন, আপনার জন্য উযুর পানি! তিনি বলেন ঃ যখনই পেশাব করব, তখনই উযুও করতে হবে, আমাকে এরূপ নির্দেশ তো দেয়া হয়নি! আমি যদি এরূপ করি, তাহলে অবশ্যই তা সুন্নাত (অবশ্য পালনীয় বিধান) হয়ে যাবে।

بَابٌ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা (শৌচ) করা

٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى الْوَاسِطِىَّ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ وَهُوَ اَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجٰى بِالْمَاءِ.

৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়াল পেরিয়ে এক বাগিচায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি বালক। বালকটির হাতে ছিল পানির বদনা। বালকটিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিল। সে বদনাটি গাছের নিকট রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর ঐ পানি দ্বারা এসতেনজা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।

٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِىْ مَوْمُوْنَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ اَهْلِ قُبَاءَ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا. قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ.

৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই আয়াত কুবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছিল ঃ "এ মসজিদে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৮)। কুবাবাসীরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতো। তাই তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল।

بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اِذَا اسْتَنْجٰى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি ইসতিন্‌জার পর মাটিতে হাত ঘষে

٤٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى الْمُخَرَّمِىَّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلاَءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ.

৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি পানির লোটা অথবা মশকে করে পানি নিয়ে আসতাম। তিনি এসতেনজা করার পর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। তারপর আমি অন্য পাত্রে করে পানি নিয়ে আসতাম, তিনি উযু করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমেরের হাদীসটি অধিকতর পূর্ণাংগ।

টীকা ঃ শারীক-ইবরাহীম ইবনে জারীর-আল-মুগীরা সূত্রটি যথার্থ নয়। সঠিক হলো শারীক-আল-মুগীরা। সিহাহ সিত্তায় আল-মুগীরা থেকে ইবরাহীম ইবনে জারীর বর্ণিত কোন হাদীস নেই (তুহ্‌ফাতুল আশরাফ, ১০ খ, নং ১৪৭৭৬; তাহ্‌যীবুল কামাল, ২ খ, নং ৫৮)।

بَابُ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মেসওয়াক করা

٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ.

৪৬। আবু হুরায়রা (রা) "মারফু" হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের

এশা'র নামায বিলম্বে পড়ার এবং প্রত্যেক নামাযের উযুর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٤٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِى الْمَسْجِدِ وَاِنَّ السِّوَاكَ فِىْ اُذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اِسْتَاكَ.

৪৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের ওপর যদি কষ্টকর না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের আগে (উযু ও) মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি যায়েদ (রা)-কে দেখেছি, তিনি মসজিদে বসে থাকতেন, আর মেসওয়াক তার কানে ঐ স্থানে লেগে থাকতো, যেখানে লেখকের কলম লেগে থাকে, যখনই নামাযের জন্য যেতেন, মেস্ওয়াক করে নিতেন।

টীকা ঃ অধিকাংশ হাদীসেই এরূপ বলা হয়েছে। মেস্ওয়াক করা সুন্নাত। প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেস্ওয়াক করা মুস্তাহাব। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক উযুর পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব।

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ اَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِ اُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرٰى اَنَّ بِهِ قُوَّةً وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান তার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই যে উযু করে থাকেন তার কারণ কি, চাই তার উযু থাকুক বা না থাকুক? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যায়েদ ইবনুল খাত্তাবের কন্যা আস্মা বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ তাঁর নিকট বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর উযু থাকুক বা না থাকুক। যখন তাঁর জন্য এটা কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাঁকে নামাযের পূর্বে (শুধু) মেসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নিজের মধ্যে সবলতা অনুভব করার দরুন প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই উযু করতেন, উযু করা ত্যাগ করতেন না।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কিভাবে মেসওয়াক করবে

٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلٰى لِسَانِهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلٰى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اه اه يَعْنِىْ يَتَهَوَّعُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً اِخْتَصَرْتُهُ .

৪৯। আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সওয়ারী চাইতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি মেসওয়াক করছেন জিহ্বার ওপর। এটা ছিল মুসাদ্দাদের বর্ণনা। আর সুলাইমান বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন। তিনি মেসওয়াক তাঁর জিহ্বার এক পাশে রেখে উহ্ উহ্ করছিলেন, যেন কেউ বমি করছে। মুসাদ্দাদ বলেন, হাদীস দীর্ঘ ছিল, আমি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ একজনের মেসওয়াক আরেকজনের ব্যবহার করা

٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَاُوْحِيَ اِلَيْهِ فِيْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا .

৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াক করছিলেন। তাঁর নিকটে ছিল দু'জন লোক, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, আরেকজন কনিষ্ঠ। এমন সময় তাঁর নিকট মেসওয়াকের মাহাত্ম সম্পর্কে ওহী নাযিল হলো। বলা হলো ঃ দু'জনের মধ্যে যে বড় তাকে মেস্ওয়াক দাও।

টীকা ঃ সম্ভবত এটি স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন হযরত উমারের বর্ণনা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে নিজেকে মেসওয়াক করতে দেখলাম। এমন সময় দু'জন লোক আমার নিকট এলো, একজন অপর জনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে মেসওয়াক দিলাম। নির্দেশ হলো বড়জনকে দেয়ার। আমি তাই করলাম।

بَابُ غُسْلِ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ মেসওয়াক ধৌত করা

٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ الْحَاسِبُ نَا كَثِيْرٌ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِيْ السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَاَبْدَاُ بِهِ فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ .

৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি প্রথমে তা দ্বারা মেসওয়াক করে নিতাম, তারপর ধুয়ে তাঁকে দিতাম।

بَابُ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মেসওয়াক করা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত

٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاِنْتِقَاصُ الْمَاءِ

يَعْنِىَ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مَصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ.

৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবজাত। সেগুলো হলো ঃ (১) গোঁফ কেটে ছোট রাখা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আংগুলের জোড়াসমূহ ধোয়া (যাতে ময়লা না থাকতে পারে), (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পেশাবের পর পানি লওয়া। মুস'আব বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি। তবে যদ্দুর মনে হয় সেটি হবে (১০) কুলি করা।

٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَازَادَ وَالْخِتَانَ قَالَ وَالْاِنْتِضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِنْتِقَاصَ الْمَاءِ يَعْنِىْ الْاِسْتِنْجَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِى الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيْهِ الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوُ حَدِيْثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوْا اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَفِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِىِّ نَحْوَهُ وَذَكَرَ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ.

৫৩। 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া (মানুষের) স্বভাবজাত সুন্নাত (অভ্যাস)-এর অন্তর্গত। আর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া'– এর উল্লেখ করেননি, আর 'খত্না করা' উল্লেখ করেছেন। 'এস্তেনজার পর লিঙ্গে স্বল্প পরিমাণ পানি ছিটানোর' কথাও উল্লেখ করেছেন, তবে এসতেনজার উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই উল্লেখিত হয়েছে। তিনি পাঁচটি সুন্নাতের কথা বলেছেন, সবগুলোই মাথার মধ্যে। তিনি সিঁথি

কাটার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। তবে দাড়ি রাখা শব্দের উল্লেখ নেই। আবু দাঊদ বলেন, তলক ইবনে হাবীব ও মুজাহিদ থেকে হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী থেকে তাদের কথাই বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে দাড়ি ছেড়ে দেয়ার বিষয় উল্লেখ নেই। আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হাদীসে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়ার' উল্লেখ আছে। ইবরাহীম নাখ'ঈ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাতে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া' ও 'খত্‌না করা' এ দু'টি কথাও রয়েছে।

টীকা ঃ এগুলোকে স্বভাবজাত সুন্নাত বলার কারণ হলো, এগুলো প্রাচীনতম মানবীয় অভ্যাস, সকল নবীর সুন্নাতের অন্তর্গত। আমাদেরকে তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও এগুলো পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খোদ আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন ঃ তাদের 'নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ কর।' কেউ কেউ এগুলোকে 'সুন্নাতে ইবরাহিমী' বলেছেন।

بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ রাত জাগরণকারীর মেসওয়াক করা

٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ وَّحُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

৫৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে জাগতেন, তখন মেসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।

٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْضَعُ لَهُ وَضُوْءُهُ وَسِوَاكُهُ فَاِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلّٰى ثُمَّ اسْتَاكَ.

৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উযুর পানি ও মেসওয়াক (যথাস্থানে) রেখে দেয়া হতো। তিনি যখন রাতে জাগতেন প্রথমে এসতেনজা সেরে নিতেন, তারপর মেসওয়াক করতেন।

٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلاَّ يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّأَ.

৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অথবা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, তখনই উযুর পূর্বে মেসওয়াক করতেন।

٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَّنَامِهِ اَتٰى طَهُوْرَهُ فَاَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ. حَتّٰى رَاقَبَ اَنْ يَّخْتِمَ السُّوْرَةَ اَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَاَتٰى مُصَلاَّهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ كُلُّ ذَالِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ.

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাত কাটাতাম। (আমি দেখলাম) তিনি ঘুম থেকে জেগে উযুর পানি নিয়ে মেসওয়াক করতে লাগলেন। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন ঃ "নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৯০)।

তিনি সূরাটির প্রায় শেষ পর্যন্ত পড়লেন বা শেষ করলেন। এরপর তিনি উযু করে জায়নামাযে গিয়ে দুই রাকায়াত নামায আদায় করে বিছানায় গেছেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জাগলেন। তারপর আগের মত আবার সেই কাজগুলি করে আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নিলেন। এরপর উঠে আবার আগের মত করলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে আবার জাগলেন ও আগের মত করলেন। প্রতিবারেই তিনি মেসওয়াক ও দুই রাকায়াত নামায আদায় করেছেন। অতঃপর সর্বশেষে বেতের পড়েছেন।

আবু দাউদ বলেন, হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে ইবনে ফুদাইল উপরের হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি (নবী সা.) মেসওয়াক করে উযু করলেন। আর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ এভাবে তিনি সূরাটি শেষ করলেন।

٥٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

৫৮। মিকদাম ইবনে শুরাইহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? আয়েশা (রা) বললেন ঃ তিনি সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন।

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ উযু করা ফরয

٥٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ وَّلاَ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

৫৯। আবুল মালীহ্ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ কবুল করেন না আত্মসাৎকৃত মালের দান, আর কবুল করেন না উযুবিহীন নামায।

টীকা ঃ নামায পড়া ফরয। উযু ছাড়া নামায হয় না। কাজেই উযু করাও ফরয।

٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى صَلٰوةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তোমাদের কারো নামায কবুল করেন না, যখন তার উযু ছুটে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পুনরায় উযু করে।

٦١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

৬১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। আর যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায় 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার দ্বারা। আর যাবতীয় কাজ হালাল হয় নামাযের সালাম ফেরানোর দ্বারা।

بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوْءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যে ব্যক্তি উযু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উযু করে

٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ يَحْيَى اَضْبَتُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِىِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

৬২। আবু গুতায়েফ আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট ছিলাম। যোহরের আযান দেয়া হলে তিনি উযু করে নামায পড়লেন। আবার আসরের আযান দেয়া হলে তিনি আবার উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে লোক উযু থাকা সত্ত্বেও উযু করে, তার জন্য দশ নেকি লেখা হয়।

بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যা পানিকে নাপাক করে

٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে পানিতে বন্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে (অর্থাৎ পান করে ও তাতে পেশাব করে ইত্যাদি)। তিনি বলেছিলেন ঃ পানির পরিমাণ যদি দুই মট্‌কা হয়, তাহলে তা নাপাকী বহন করবে না।

টীকা ঃ অর্থাৎ নাপাক হবে না। তাহলে বোঝা যায়, এর চাইতে কম হলে তা নাপাক হবে। এই গ্রন্থেই আরেকটি বর্ণনা রয়েছে ঃ পানি যদি দুই মট্‌কা পরিমাণ হয়, তাহলে নাপাক হবে না। আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং দারেমীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে এ হাদীস সহীহ ও এর উপর আমাল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ীও এই মত পোষণ করেন।

'মট্‌কা'-এর জন্য মূলে قُلَّةٌ (কুল্লাতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বড় মটকাকে কুল্লাহ বলা হয়ে থাকে। যার মধ্যে আড়াই মশক পানি ধরে। তাহলে দুই কুল্লায় পাঁচ মশক পানি ধরবে। মাপে যার ওজন সোয়া ছয় মন।

٦٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى بْنَ زُرَيْعٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ مَاكِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلاَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৬৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থিত পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সম-অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَاِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ.

৬৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পানি দুই কুল্লাহ্ পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بِئْرِ بُضَاعَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বুদা'আহ্ নামক কূপের বর্ণনা

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

الْاَنْبَارِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ وَلاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মদীনার) 'বুদাআহ' নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো– 'আমরা কি উক্ত কূপের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? বুদাআহ কূপটির মধ্যে ঋতুবতী মেয়েলোকের ময়লা কাপড়, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পানি পাক, একে কোন কিছু নাপাক করতে পারে না।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দিষ্ট ঐ কূপ সম্পর্কেই একথা বলেছেন। আর তা বলার কারণ ছিল, ঐ কূপের পানি সংশ্লিষ্ট বাগানসমূহের দিকে প্রবহমান ছিল। পানির তিনটি গুণের যে কোন একটি নষ্ট হলে তা নাপাক হয়ে যায়। সেগুলো হলো, রং, গন্ধ ও স্বাদ। আর এগুলো পরিবর্তন না হলে পানি নাপাক হয় না, চাই তা কম হোক বা বেশী হোক। বিশেষজ্ঞদের এটাই অভিমত।

٦٧– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَلِيْطِ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ الْاَنْصَارِىِّ ثُمَّ الْعَدَوِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ اِنَّهُ يُسْتَقٰى لَكَ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِيْرٌ يُّلْقٰى فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالْمَحَائِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِيْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ اَكْثَرُ مَايَكُوْنُ فِيْهَا الْمَاءُ قَالَ اِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَاِذَا نَقَصَ قَالَ دُوْنَ الْعَوْرَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ اَنَا بِيْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِىْ مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَاِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ اَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِىْ فَتَحَ لِىْ بَابَ الْبُسْتَانِ فَاَدْخَلَنِىْ اِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لاَ وَرَاَيْتُ فِيْهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

৬৭। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকদের আমি বলতে শুনেছি ঃ আপনার জন্য বুদাআহ কূপ থেকে পানি আনা হয়। অথচ তাতে কুকুরের গোশ্‌ত, হায়েযের নেকড়া ও মানুষের মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় পানি পাক, তাকে কোন কিছু নাপাক করতে পারে না।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আমি কুতাইবা ইবনে সা'ঈদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বুদাআহ কূপের মুতাওয়াল্লীকে কূপের পানির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশী হলে নাভির নিচ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন কমে যায়, তখন? তিনি বললেন, সতরের (লজ্জাস্থান) চাইতে কম।

আবু দাঊদ (র) বলেছেন, আমি আমার চাদর দ্বারা বুদাআহ কূপ মেপে দেখেছি, প্রস্থে তা ছয় বাহু পরিমাণ। আমার জন্য যে ব্যক্তি বাগানের দরজা খুলেছিল, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কূপের ভিত্তি (বা আকার) পূর্বে যা ছিল, বর্তমানে কি তা বদলে গেছে? সে বললো, না। আমি দেখলাম, কূপের পানির রং বিগড়ে গিয়েছে।

بَابُ الْمَاءِ لاَ يُجْنِبُ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ পানি নাপাক হয় না

٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا اَوْيَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ.

৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী বড় এক কড়াই থেকে পানি তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি দ্বারা উযু অথবা গোসল করার ইচ্ছা করলেন। স্ত্রী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানি নাপাক হয় না।

টীকা ঃ অর্থাৎ জানাবাতের গোসলের অবশিষ্ট পানি পাক। তা দ্বারা উযু-গোসল করতে দোষ নেই।

بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা

٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ فِيْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ

مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে পরেই সে আবার গোসল করে।

টীকা ঃ এতে অবশ্য পানি নাপাক হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না পানির গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়। তবে এরূপ করা সর্বসম্মভাবে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلَ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, আর না তাতে জানাবাতের গোসল করে।

টীকা ঃ অর্থাৎ পানিতে নেমে যেন গোসল না করে। এ নিষেধও সর্তকতামূলক।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উযু করা

٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِىْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَيُّوْبُ وَحَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ.

৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে জিহ্বা দিয়ে পানি পান করে, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে পাক করতে হবে। তার মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষে ধুইবে)।

টীকা ঃ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে বা তা থেকে পানি পান করলে তা সাতবার ধুতে হবে। ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ (র)-এরও একই মত। কিন্তু আবু হানীফা (র)-এর মতে তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট।

٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَزَادَ وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً.

৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরেক সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণিত হয়েছে। তবে (এটি নবী সা. থেকে) 'মরফু' হিসেবে বর্ণিত নয়। আর এতে আরো রয়েছে ঃ 'বিড়াল লেহন করলে তা একবার ধুতে হবে।'

টীকা ঃ একবার ধোয়াও মুস্তাহাব হিসেবে। কারণ বিড়ালের মুখ দেয়া জিনিস পাক।

٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتٌ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ.

৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে তা সাতবার ধুয়ে নাও। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সালেহ, আবু রাযীন প্রমুখ রাবীগণ হাদসিটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মাটির কথা উল্লেখ করেননি।

٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ.

৭৪। ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিলেন, তারপর বলেন ঃ মানুষ ও কুকুরের কি সম্পর্ক? তারপর শিকারী কুকুর, বকরী ও শস্য পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দিলেন আর বললেন ঃ কোন পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে ফেল। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মেজে নাও।

بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ اَخِىْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

৭৫। কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধূ। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (বাইরে থেকে) আসলে আমি তার জন্য উযুর পানি দিলাম। বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো। আবু কাতাদা বিড়ালের জন্য পাত্রটি কাত করে দিলেন এবং বিড়াল তার প্রয়োজন মত পান করলো। কাবশা বলেন, আবু কাতাদা দেখলেন, আমি তার দিকে তাকাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ, ভাতিজী? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল নাপাক নয়। এগুলি সর্বদা তোমাদের কাছে আনাগোনাকারী প্রাণী।

٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ التَّمَّارِ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّىْ فَاَشَارَتْ اِلَىَّ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.

৭৬। দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার আত-তাম্মার (র) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তাঁকে তাঁর মুক্তিদানকারিণী হারিসাসহ (এক প্রকার খাদ্য) আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, আয়েশা (রা) নামায পড়ছেন। তিনি ইশারায় বললেন, রেখে দাও। একটি বিড়াল এসে তা থেকে খেলো। 'আয়েশা (রা) নামায শেষ

করে, বিড়াল যেখান থেকে খেয়েছিল, ওখান থেকেই খেলেন। আর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল নাপাক নয়, বিড়াল তো সর্বদা তোমাদের চারপাশে আনাগোনা করে থাকে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি বিড়ালের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উযু করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ নারীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানির দ্বারা (পুরুষের) উযু করা

٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنَحْنُ جُنُبَانِ.

৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে নাপাক অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوْذَ عَنْ اُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ اِخْتَلَفَتْ يَدِىْ وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْوَضُوْءِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

৭৮। উম্মু সুবায়্যা আল-জুহানিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযু করার সময় আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত একই পাত্রে একত্রে উঠানামা করতো।

٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا.

৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় পুরুষ ও নারীরা একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উযু করতো।

٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نُدْلِىْ فِيْهِ اَيْدِيْنَا.

৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা ও নারীরা একই পাত্রে হাত দিয়ে পানি নিয়ে উযু করতাম।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা

٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا.

৮১। হুমাইদ আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সংগে আমার সাক্ষাত হয়েছিল যিনি চার বছর যাবত তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মেয়েলোককে গোসল করতে এবং মেয়েলোকের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে এক সাথে হাতে পানি তুলে গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একই সাথে গোসল করে তাহলে একই পাত্র থেকে হাত দিয়ে পানি তুলে গোসল করা জায়েয।

٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْاَقْرَعُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ.

৮২। আল-হাকাম ইবনে আমর আল-আক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকের উযু অথবা গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে উযু করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেছেন, হাদীসবেত্তাদের মতে নিষেধের বর্ণনাসমূহ সহীহ নয়।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা

٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ قَالَ اِنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْجَرْ وَنَحْمِلَ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে চলাচল করে থাকি এবং পান করার জন্য অল্প পানি সাথে বহন করি। তা দ্বারা যদি আমরা উযু করি তাহলে পিপাসার কষ্ট পেতে হয়। কাজেই আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পাক, আর তার মৃত প্রাণীও হালাল।

টীকা ঃ প্রশ্ন ছিল শুধু পানি সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সা) খাওয়ারও সহজ বিধান দিলেন। মহানবী (সা) ছিলেন রহমতের নবী। নদী-সমুদ্রে পানির ন্যায় খাদ্য সংকটও দেখা দিয়ে থাকে। এজন্য তিনি সমুদ্রের প্রাণী খাওয়া হালাল হওয়ার বিধান দিলেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ সমুদ্রের প্রাণী দ্বারা মাছ বুঝিয়েছেন ও সমুদ্রের মাছকেই শুধু জায়েয বলেছেন। আর কেউ বলেছেন, সমুদ্রের সব প্রাণীই হালাল, কারণ হাদীসের শব্দ ব্যাপকার্থক। কুরআনেও বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে'। হানাফীগণ প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ খেজুরের শরবত দ্বারা উযু করা

٨٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِىْ اِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ. قَالَ شَرِيْكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ.

৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার রাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পাত্রে কি আছে?

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খেজুরের শরবত। নবী (সা) বললেন ঃ খেজুর পাক, আর পানি পাককারী। শারীক (র) বলেন, হান্নাদ "জিন আগমনের রাতে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ খেজুরের শরবতকে আরবীতে 'নাবীয' বলা হয়। পানিতে একদিন এক রাত পর্যন্ত খেজুর ভিজিয়ে রেখে নাবীয তৈরী করা হয়, এতে পানি কিছুটা রঙ্গীন ও মিষ্টি হয়। এতে ঝাঁজ বা নেশা হয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এর দ্বারা উযু করা জায়েয নেই, কিন্তু আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয।

'জিন আগমনের রাত' হলো ঃ যে রাতে জিনেরা রাসূলুল্লাহর (সা)-এর নিকট এসেছিল। তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে দীনের তা'লিম নেয়ার জন্য। এই ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছিল বলে জানা যায়।

٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا اَحَدٌ.

৮৫। আল্‌কামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জ্বিন আগমনের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনাদের কে ছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে কেউ ছিলো না তাঁর সাথে।

٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوْءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيْذِ فَقَالَ اِنَّ التَّيَمُّمَ اَعْجَبُ اِلَيَّ مِنْهُ.

৮৬। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অপছন্দ করতেন দুধ ও 'নাবীয' দ্বারা উযু করা। তিনি বলতেন, আমার মতে তার চাইতে বরং তায়াম্মুম করাই বেশী পছন্দনীয়।

٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيْذٌ اَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ لاَ.

৮৭। আবু খাল্‌দা (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক লোকের গোসল ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট পানি নেই, আছে নাবীয। সে কি নাবীয দ্বারা গোসল করবে? তিনি বলেছিলেন, না।

بَابٌ اَيُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ কোন ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়বে কি?

٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ

عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَقَامَ الصَّلٰوةَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ اَحَدُكُمْ وَذَهَبَ الْخَلاَءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَّشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ وَاَبُوْ ضَمْرَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَّجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ وَالْاَكْثَرُ الَّذِيْنَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوْا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের ইমামতি করতেন। একদিন ভোরের (ফজরের) নামায হতে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। এই বলে তিনি পায়খানায় চলে গেলেন। তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো যদি পায়খানার বেগ হয়, আর ওদিকে নামাযও শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সে যেন পায়খানা সেরে নেয়।

٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَّحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى فِىْ حَدِيْثِهِ ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا اَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيْئَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُصَلِّىْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ.

৮৯। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আয়েশা (রা)-র নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর খাবার আনা হলো। এদিকে কাসেম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খাবার সামনে এসে গেলে, অথবা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে তা চেপে রেখে কেউ যেন নামায না পড়ে।

٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ

صَالِحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِىْ حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَّ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّفْعَلَهُنَّ لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِىْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ اَن يَّسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ.

৯০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তিনটি কাজ করা কারো পক্ষে হালাল (বা জায়েয) নয়। (এক) কোন লোক ইমাম হয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দোয়া করা, অন্যের জন্য না করা। যদি এরূপ করে তাহলে সে তাদের সাথে প্রতারণা করলো। (দুই) অনুমতি গ্রহণ করার আগেই কারো ঘরের মধ্যে কি আছে উঁকি মেরে দেখবে না। যদি এরূপ করে, তাহলে যেন সে তার ঘরেই প্রবেশ করলো। (তিন) পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়া, যতক্ষণ না (তা থেকে) মুক্ত হয়।

٩١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِىْ حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّصَلِّىَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ قَالَ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّؤُمَّ قَوْمًا اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ وَلاَيَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِنْ سُنَنِ اَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيْهَا اَحَدٌ.

৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন লোকের পক্ষে হালাল নয় পায়খানা-পেশাবের বেগ থেকে মুক্ত না হয়ে নামায পড়া... একই শব্দযোগে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আল্লাহ ও পরকালে ঈমান পোষণকারী কোন লোকের পক্ষে হালাল নয় কোন কওমের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা এবং অন্যদের ছাড়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করা। যদি এরূপ করে, তাহলে সে তাদের প্রতারিত করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল সিরিয়ার রাবীগণ রিওয়ায়াত করেছেন, এটি বর্ণনায় তাদের সাথে অপর কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ উযুর জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট হতে পারে

٩٢- عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

৯২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন এক 'সা' (পানি) দ্বারা আর উযু করতেন এক 'মুদ্' পানি দ্বারা ।

٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মুদ পানি দিয়ে উযু করতেন।

٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ جَدَّتِىْ وَهِىَ اُمُّ عُمَارَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَىِ الْمُدِّ.

৯৪। উম্মু উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রের পানি দিয়ে উযু করলেন। তাতে পানির পরিমাণ ছিল এক মুদের দুই-তৃতীয়াংশ।

٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِاِنَاءٍ يَسَعُ رُطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رُطْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ اَلصَّاعُ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করতেন একটি পাত্রের পানি দিয়ে, যাতে দুই রোতল পরিমাণ পানি ধরতো। আর তিনি গোসল করতেন এক সা' পানি দিয়ে। আবদুল্লাহ ইবনে জাবির (র) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনি উযু করতেন এক 'মাক্কুক' দ্বারা, তিনি দুই রোতলের বিষয় উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, পাঁচ রোতলে এক সা' হয়। আবু দাউদ বলেন, এটা হচ্ছে ইবনে আবু যি'ব- এর সা'। আর এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা'।

টীকা ঃ 'মাক্কুক' বলা হয় দেড় সা' পরিমাণ পানিকে। বাগাবীর মতে এখানে 'মাক্কুক'-এর অর্থ মুদ্। আর কেউ কেউ সা'ও বলেছেন, তবে প্রথমটি অধিকতর সঠিক।

بَابُ الْاِسْرَافِ فِى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ উযুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা নিষেধ

٩٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ اِبْنَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا قَالَ اَىْ بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.

৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রকে দোয়া করতে শুনলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যখন বেহেশতে প্রবেশ করবো তখন তোমার নিকট তার ডান দিকের সাদা অট্টালিকা কামনা করি। (একথা শুনে) আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বৎস! আল্লাহ্র নিকট বেহেশত প্রার্থনা করো আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই এই উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে।

بَابٌ فِىْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা

٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى قَوْمًا وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ.

৯৭। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের (তাদের উযু করার পর) পায়ের গোড়ালি শুকনা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ দুর্ভাগ্য তাদের জন্য যারা গোড়ালির কারণে জাহান্নামে যাবে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করো।

بَابُ الْوُضُوْءِ فِىْ اٰنِيَةِ الصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কাঁসার পাত্রে উযু করা

٩٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ صَاحِبٌ لِّىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ تَوْرٍ مِّنْ شَبَهٍ.

৯৮। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁসার একটি পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ اِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

৯৯। আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِىْ تَوْرٍ مِّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ.

১০০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। আমরা কাঁসার একটি পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উযু করলেন।

بَابٌ فِى التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

١٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ يَّعْقُوْبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَوُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ.

১০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার উযু নেই তার নামায হয় না, এবং উযু করতে যে আল্লাহ্‌র নাম নেয় না তার উযু হয় না।

টীকা ঃ হাসান ও ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়ায়হ্‌-এর মতে উযুর জন্য বিস্‌মিল্লাহ পড়া ওয়াজিব, এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ না পড়লে পুনরায় উযু করতে হবে। আর এটা হচ্ছে ইমাম আহমাদের বর্ণনা। কেউ কেউ বলেছেন, বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো ঃ বিস্‌মিল্লাহ না পড়লে উযু শুদ্ধ হবে কিন্তু উযুর পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে না।

١٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ قَالَ وَذَكَرَ رَبِيْعَةُ اَنَّ تَفْسِيْرَ حَدِيْثِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَنَّهُ الَّذِىْ يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلاَ يَنْوِىْ وُضُوْءًا لِّلصَّلٰوةِ وَلاَ غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ.

১০২। দারাওয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস "যে উযু করতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না তার উযু হয় না"-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, যে উযু অথবা গোসল করে, আর সে উযু দ্বারা নামাযের ও গোসল দ্বারা (জানাবাতের) নাপাকি দূর করার নিয়াত না করে, তার উযু ও গোসল ঠিক হয় না।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ قَبْلَ اَنْ يُّغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ যে ব্যক্তি হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করায়

١٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَّاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

১০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাত্রে জাগে সে যেন (পানির) পাত্রে আপন হাত ডুবিয়ে না দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ তার জানা নেই (ঘুমের মধ্যে) তার হাত কোথায় ছিল।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ও আহ্‌লে হাদীসের মতে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব ঐ ব্যক্তির ওপর যে রাতে ঘুম যাওয়ার পর জাগ্রত হয়। অন্যান্য ইমামদের মতে মুস্তাহাব।

١٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا رَزِيْنَ.

১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত হাদীসে দুই অথবা তিনবার করে হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং আবু রযীন নামক পূর্ববর্তী একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নাই।

١٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اَوْ اَيْنَ كَانَتْ تَطُوْفُ يَدُهُ.

১০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে, তখন তিনবার হাত না ধুয়ে যেন পানির পাত্রে তা না ডুবায়। কারণ, তার জানা নেই তার হাত কোথায় ছিল অথবা কোথায় ঘুরাফেরা করছিল।

بَابُ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ মহানবী (সা)-এর উযুর বিবরণ

١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَا بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا

وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১০৬। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-র আযাদকৃত গোলাম হুমরান ইবনে আব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু করতে দেখলাম। প্রথমে তিনি উভয় হাতে তিনবার করে পানি দিলেন ও ধুয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিনবার, বাম হাতও অনুরূপ করলেন। তারপর মাথা মাসেহ্ করে তিনবার ডান পা ধুলেন, বাম পাও অনুরূপ করলেন। অবশেষে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সা) বলেছেন ঃ যে লোক আমার এই উযুর ন্যায় উযু করে দুই রাক'আত নামায পড়বে, যাতে মনে কোনরূপ পার্থিব খেয়াল ও মনের খটকা না আসবে, সম্মানিত মহান আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمْرَانُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْثَارَ وَقَالَ فِيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هٰكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ دُوْنَ هٰكَذَا كَفَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الصَّلٰوةِ.

১০৭। হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উস্‌মান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিষয় উল্লেখ নাই। আর তাতে বলেছেন ঃ এবং তিনি মাথা মাসেহ করেছেন তিনবার, তারপর দুই পা ধুয়েছেন তিনবার। অবশেষে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এরূপ উযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ এর চাইতে কম করলে (অর্থাৎ দুইবার বা একবার করে ধৌত করলে) তাও যথেষ্ট হবে। আর (বর্ণনাকারী) নামাযের উল্লেখ করেননি।

١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاِسْكَنْدَارَنِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِيِّ قَالَ سُئِلَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِمِيْضَاةٍ فَاَصْغَاهَا عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ اُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بَطُوْنَهُمَا وَظُهُوْرَهُمَا مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُوْنَ عَنِ الْوُضُوْءِ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَادِيْثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلٰى مَسْحِ الرَّأْسِ اَنَّهُ مَرَّةً فَاِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا وَقَالُوْا فِيْهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوْا فِيْ غَيْرِهِ.

১০৮। উসমান ইবনে আবদুর রহমান আত-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আবু মুলায়কাকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি পানি আনতে বললেন। এক বদনা পানি নিয়ে আসা হলে প্রথমে তিনি উক্ত বদনা তাঁর ডান হাতের ওপর কাত করলেন (অর্থাৎ ডান হাত ধুইলেন)। তারপর তাতে ডান হাত ডুবিয়ে পানি নিলেন ও তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তিনবার ডান হাত ধুইলেন, তিনবার বাম হাত ধুইলেন, অতঃপর হাত ডুবিয়ে পানি নিলেন এবং মাথা ও কান মাসেহ্ করলেন– উভয় কানের ভিতর ও বাইরে একবার ধুইলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন। শেষে বললেন ঃ 'উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীরা কোথায়? আমি এরূপই দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে।' আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান (র) থেকে বর্ণিত উযু সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা জানা যায়, মাথা মাসেহ একবারই। কেননা মাথা মাসেহের কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; যেরূপ অন্যান্য বিষয়ে করা হয়েছে।

١٠٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي بْنَ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ

عَلْقَمَةَ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ثُمَّ غَسَلَهُمَا اِلَى الْكُوْعَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَذَكَرَ الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِىْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ وَاَتَمَّ.

১০৯। আবু আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) উযুর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি দিলেন, তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। অন্যান্য অঙ্গ তিনবার ধুইলেন ও মাথা মাসেহ করলেন। অবশেষে উভয় পা ধুইলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা দেখেছো আমাকে উযু করতে... এরপর বর্ণনাকারী যুহরী কর্তৃক বর্ণিত অত্র অনুচ্ছেদের প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেন।

١١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقِ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا قَطْ.

১১০। শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-কে (উযুতে) উভয় হাত তিন তিনবার ধুইতে দেখেছি। তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন, তারপর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি তিনবার মাত্র উযুর অংগসমূহ ধুইলেন।

١١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ اَتَانَا عَلِيٌّ وَقَدْ صَلّٰى فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُوْرِ وَقَدْ صَلّٰى مَا يُرِيْدُ اِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَاَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِىْ يَأْخُذُ فِيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا

وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هٰذَا.

১১১। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। আমাদের নিকট আলী (রা) নামায সমাপনের পর এসে পানি আনতে বললেন। আমরা বললাম, তিনি পানি দিয়ে কি করবেন, তিনি তো নামায পড়েছেন। নিশ্চয় আমাদেরকে শিক্ষা দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কাজেই একটি পাত্রে করে পানি আনা হলো। আর একটি তশ্‌তরী আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ডান হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুলেন, তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। এক অঞ্জলি পানি দিয়েই তিনি কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন ও তিনবার করে ডান হাত ও বাম হাত ধুলেন। এরপর পাত্রে হাত ডুবিয়ে একবার মাথা মাসেহ করলেন, তিনবার ডান পা ও তিনবার বাম পা ধুলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর নিয়ম জানতে আগ্রহী, (সে যেন জেনে নেয়) তা এরূপই।

١١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلّٰى عَلِيٌّ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتَاهُ الْغُلاَمُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ فَاَخَذَ الْاِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ سَاقَ قَرِيْبًا مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ.

১১২। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ভোরের (ফজরের) নামায পড়ে রাহবায় (কুফার একটি জায়গার নাম) গেলেন। তিনি পানি আনার জন্য বলেন। একটি বালক তাঁর জন্য একটি পানির পাত্র ও তশ্‌তরী নিয়ে আসলো। তিনি পানির বদনাটি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ডুবিয়ে তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিলেন। এরপরের বর্ণনা অনেকটা পূর্বোক্ত হাদীসের মতই। তারপর মাথার সামনে ও পেছনে একবার মাসেহ করলেন। তারপরের বর্ণনা একই রকম।

١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا اُتِىَ بِكُرْسِىٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِكُوْزٍ مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الْاِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

১১৩। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আলী (রা)-র জন্য একটি চেয়ার আনা হলো, তিনি তার ওপর বসলেন। এরপর এক বদনা পানি আনা হলো তিনি তিনবার তাঁর হাত ধুলেন, তারপর একই পানি দ্বারা কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন।... অতঃপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

١١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ الْكِنَانِىُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتّٰى لَمَّا يَقْطُرُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৪। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে শুনেছেন, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসই বর্ণনা করেন। আর বলেন, তিনি মাথা মাসেহ করলেন এভাবে যে, পানি ঝড়ে পড়েনি। আর উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার। তারপর বললেন, এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।

١١٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الطُّوْسِىُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি এভাবে ঃ তিনি মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন, উভয় হাত তিনবার ধুলেন আর মাথা মাসেহ করলেন একবার। তারপর বললেন ঃ এভাবেই উযু করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

١١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْ تَوْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَاَخْبَرَنَا

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وُضُوْءَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَحْبَبْتُ اَنْ أُرِيَكُمْ طُهُوْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৬। আবু হাইয়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। আর তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার ধুয়েছেন, তারপর মাথা মাসেহ করেছেন ও উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়েছেন। পরে বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূ (এর নমুনা) দেখাবার।

١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى بْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَقَدْ اَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ حَتّٰى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلٰى فَاَصْغَى الْاِنَاءَ عَلٰى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْاُخْرٰى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى الْاِنَاءِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ اَلْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَا اَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنٰى قَبْضَةً مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهَا عَلٰى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُوْرَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى رِجْلِهِ وَفِيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يَشْبَهُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ لِاَنَّهُ قَالَ فِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَّقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا.

১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, আমার নিকট আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আসলেন। তিনি ইসতিন্‌জার কাজ সমাধা করলেন এবং উযুর পানি চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে করে পানি এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন তা কি তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হাঁ। আলী (রা) পাত্রটি কাত করে হাতে পানি ঢাললেন ও হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত পানিতে ডুবিয়ে পানি নিলেন ও অপর হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, অতঃপর উভয় হাত একসাথে পাত্রে ডুবিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে নিক্ষেপ করলেন। তারপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের সম্মুখভাগে (অর্থাৎ ভেতরে) ঘোরালেন, দ্বিতীয়বারও এরূপ করলেন, তৃতীয়বারও এরূপই করলেন। ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিলেন ও কপালে নিয়ে গড়িয়ে দিলেন, তা তাঁর মুখ বেয়ে ঝরে পড়ছিল। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিন তিনবার, মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের পিঠ মাসেহ করলেন। একই সাথে উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি তুলে পায়ের ওপর প্রবাহিত করলেন। তাঁর পায়ে ছিল জুতা। এরপর তিনি হাত দিয়ে পা ঘষলেন। তারপর অপর পায়েও অনুরূপ পানি দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, হাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই।

আবু দাউদ (র) বলেন, শায়বা থেকে ইবনে জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আলী (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এ হাদীসের বক্তব্য হলো ঃ তিনি একবার মাথা মাসেহ করেছেন। ইবনে ওয়াহ্‌ব কর্তৃক ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন।

١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ

رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

১১৮। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মাযেনী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে দেখাতে পার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, হাঁ। এরপর তিনি পানি আনালেন। উভয় হাতে পানি প্রবাহিত করে ধুলেন, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন দুই দুইবার করে। উভয় হাতে মাথা মাসেহ করলেন, মাথার সম্মুখভাগ থেকে পেছনের দিকে, তারপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, মাথার সম্মুখভাগের ঐস্থানে এনে শেষ করলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। শেষে উভয় পা ধুলেন।

١١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَالِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

১১৯। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে.- তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই অঞ্জলি থেকে। তিনবার এরূপ করেন... বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের মতই।

١٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِىَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وُضُوْءَهُ قَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا.

১২০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আসেম আল-মাযেনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখেছেন বলে বর্ণনা করে বলেন ঃ আর তিনি মাথা মাসেহ করলেন (নতুন পানি দিয়ে); হাতে অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। আর ধুলেন উভয় পা, এমনকি তাদের পরিষ্কার করে ফেললেন।

١٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِىَّ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

১২১। মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উযুর পানি আনা হলো। তিনি উযু করলেন। উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের বাহির ও ভেতর মাসেহ করলেন।

١٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَّيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِيُّ لَفْظُهُ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَاَمَرَّهُمَا حَتّٰى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ مِنْهُ بَدَأَ.

১২২। মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছলেন তাঁর উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে রেখে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর হাত দু'টি ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারপর তিনি উভয় হাত ঐ স্থানে ফিরিয়ে আনলেন, যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন।

١٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِاُوْذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا زَادَ هِشَامٌ وَاَدْخَلَ اَصَابِعَهُ فِىْ صِمَاحِ اُذُنَيْهِ.

১২৩। মাহমূদ ইবনে খালিদ ও হিশাম ইবনে খালিদ (র) একই অর্থবোধক (শব্দগত কিছু পার্থক্যসহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ওয়ালীদও একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি উভয় কানের বাহির ও ভিতর মাসেহ করেছেন। হিশাম আরো বলেছেন, তিনি দুই কানের ছিদ্রে আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

١٢٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَالِكٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتّٰى وَضَعَهَا عَلٰى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتّٰى قَطَرَ الْمَاءُ اَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُّقَدَّمِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ اِلٰى مُقَدَّمِهِ.

১২৪। আবুল আযহার মুগীরা ইবনে ফারওয়া ও ইয়াযীদ ইবনে আবু মালিক (র) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) লোকদের দেখাবার জন্য উযু করলেন যেভাবে তিনি উযু করতে দেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছলেন, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাঁ হাতে তা মাথার তালুতে দিলেন। এমনকি পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো বা গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলো। তারপর সামনে থেকে পেছনের দিকে ও পেছন থেকে সামনের দিকে মাসেহ করলেন।

١٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ.

১২৫। মাহমূদ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ একই সনদে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তিনি উযুর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার ধুলেন। আর উভয় পা ধুলেন গণনা ছাড়াই।

١٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنَا فَحَدَّثَتَا اَنَّهُ قَالَ اُسْكُبِىْ لِىْ وَضُوْءً فَذَكَرَتْ وَضُوْءَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِاُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظَهُوْرِهُمَا وَبُطُوْنِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مَعْنٰى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ.

১২৬। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয ইবনে 'আফরা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসতেন। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য উযুর পানি ঢেলে দাও। বর্ণনাকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার।

মাথা মাসেহ করলেন দুইবার। প্রথমে পেছন দিক থেকে শুরু করলেন তারপর সামনের দিক থেকে। উভয় কানের বাহির ও ভেতরের দিকও মাসেহ করলেন। উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার।

١٢٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِيْ بِشْرٍ قَالَ فِيْهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا.

১২৭। ইবনে 'আকীল (রা) উক্ত হাদীস অর্থের কিছু পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'আর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার'।

١٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ.

১২৮। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয ইবনে আফ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। তিনি পুরো মাথা মাসেহ করলেন। উপর থেকে শুরু করে প্রত্যেক পাশে নীচের দিকে মাসেহ করলেন চুলের ভাজ অনুযায়ী এবং চুলকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে।

١٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا بَكْرٌ يَّعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ اَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً .

১২৯। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয ইবনে আফ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি মাথা মাসেহ করলেন। আর তিনি মাসেহ করলেন মাথার সমানের দিক, পেছন দিক, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান ও উভয় কান একবার।

١٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِيْ يَدِهِ.

১৩০। রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে যে পানি অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই মাথা মাসেহ করেন।

١٣١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَيْ اُذُنَيْهِ.

১৩১। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর হাতের দুই আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন উভয় কানের ছিদ্রে।

١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتّٰى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ اَوَّلُ الْقَفَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِهِ حَتّٰى اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ اُذُنَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيٰى فَاَنْكَرَهُ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ اِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوْا اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُوْلُ اَنَسٌ هٰذَا يَعْنِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ.

১৩২। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি সামনে থেকে পেছনের দিকে মাসেহ করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর হাত দু'টি দুই কানের নিচে থেকে বের করেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আমি এ হাদীস ইয়াহ্ইয়ার নিকট বর্ণনা করেছি, তিনি এটিকে মুন্কার (প্রত্যাখ্যাত) বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, লোকজন ধারণা করেছে যে, ইবনে উয়াইনা এটিকে 'মুনকার' হাদীস সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এটির সনদসূত্র কি এরূপ ঃ তালহা- তার পিতা- তার দাদা থেকে?

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে কেউ ঘাড় মাসেহ করার প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, এবং বলেন মাথা ও কান মাসেহ করার পর ঘাড়ও মাসেহ করা মুস্তাহাব।

١٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً -

১৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছেন। রাবী পুরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনবার করে তিনি (সকল অঙ্গ ধৌত করেন), আর মাথা ও কান মাসেহ করেন একবার।

١٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوْءَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ قَالَ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُهَا اَبُوْ اُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لاَ اَدْرِىْ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مِنْ اَبِىْ اُمَامَةَ يَعْنِىْ قِصَّةَ الْاُذُنَيْنِ. قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ اَبِىْ رَبِيْعَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ رَبِيْعَةَ كُنْيَتُهُ اَبُوْ رَبِيْعَةَ.

১৩৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি নাক সন্নিহিত চোখের অংশটুকুও মাসেহ করতেন। রাবী আরো বলেন, তিনি (নবী সা.) বলেছেন, উভয় কান মাথার সাথে শামিল। সুলাইমান ইবনে হারব্ বলেন, আবু উমামা তাকে বলতেন, কুতাইবা হাম্মাদের এ কথাটির উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ 'কান মাথার সাথে শামিল'– এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না আবু উমামার, তা আমার জানা নেই।

بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ উযুর অংগসমূহ তিনবার করে ধোয়া

١٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الطُّهُوْرُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِى اُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِاِبْهَامَيْهِ عَلٰى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ اَوْ ظَلَمَ وَاَسَاءَ.

১৩৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উযু কিভাবে করতে হবে? তিনি এক পাত্র পানি আনালেন। তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার। উভয় হাত ধুলেন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় শাহাদাত অংগুলি কানে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা কানের বাইরের অংশ মাসেহ করলেন আর শাহাদত অংগুলি দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মাসেহ করলেন। সবশেষে উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার। তারপর বললেন ঃ উযু এভাবে করতে হয়। এর চেয়ে বাড়ানো অথবা ত্রুটি করা খারাপ ও সীমার বাইরে যাওয়া। অথবা (বলেছেন) সীমার বাইরে যাওয়াও খারাপ।

بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধোয়া

١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধুয়েছেন।

١٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَاْسَهُ وَاُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً اُخْرٰى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى وَفِيْهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ.

১৩৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের বললেন, তোমরা কি পছন্দ করো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উযু করতেন তা আমি তোমাদের দেখাই? অতএব তিনি একটি পাত্রে করে পানি আনালেন। তা থেকে ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আবার এক অঞ্জলি নিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ধুলেন, আরেক অঞ্জলি নিয়ে ডান হাত ও অপর অঞ্জলি দ্বারা বাম হাত ধুলেন, তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং মাথা ও উভয় কান মাসেহ করলেন। আবার হাতের আঁজলায় পানি নিয়ে ডান পায়ে ছিটিয়ে দিলেন, আর তাঁর পায়ে ছিল জুতা, তা দুই হাতে মাসেহ করলেন, এক জুতার উপরিভাগে এবং অপর হাত নিম্নভাগে। তারপর বাম পাও অনুরূপভাবে মাসেহ করলেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ একবার করে উযুর অংগসমূহ ধোয়া

١٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

১৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে অবহিত করবো? অতএব তিনি উযু করলেন, প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে।

بَابٌ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পৃথক পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

١٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلٰى صَدْرِهِ فَرَاَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ.

১৩৯। তালহা (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি উযু করছিলেন, পানি তাঁর দাড়ি ও মুখ থেকে বুকে ঝরে পড়ছিল। আমি তাঁকে পৃথকভাবে কুলি ও নাকে পানি দিতে দেখলাম।

بَابٌ فِى الْاِسْتِنْثَارِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা

١٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ.

১৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ উযু করে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলে।

١٤١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَارِظٍ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا.

১৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইবার ভাল করে নাক ঝেড়ে ফেল অথবা তিনবার।

١٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اَوْ فِىْ وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِىْ مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَاَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيْرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَاُتِيْنَا بِقِنَاعٍ وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيْهِ تَمْرٌ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ اَصَبْتُمْ شَيْئًا اَوْ اُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسٌ اِذَا دَفَعَ الرَّاعِىُ غَنَمَهُ اِلَى الْمَرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعِرُ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ يَا فُلاَنُ قَالَ بُهْمَةٌ قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً ثُمَّ قَالَ لاَ تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ اِنَّا مِنْ اَجْلِكَ

ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيْدُ اَنْ تَزِيْدَ فَاِذَا وَلَّدَ الرَّاعِىْ بُهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِمْرَاَةً وَاِنَّ فِىْ لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِى الْبَذَاءَ قَالَ فَطَلِّقْهَا اِذًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِىَ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَاِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ اُمَيَّتَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

১৪২। লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু মুনতাফিক গোত্রের যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, আমি তার নেতা ছিলাম অথবা বলেছেন, আমি তাঁদের সাথে ছিলাম। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলাম তখন তাঁকে তাঁর ঘরে পেলাম না, তবে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে পেলাম। তিনি আমাদের জন্য 'খাযিরাহ' (এক প্রকার সালুন) তৈরী করার আদেশ দিলেন। আমাদের জন্য তা তৈরী করা হলো এবং আমাদের সামনে খেজুর ভর্তি একটি থালা আনা হলো। বর্ণনাকারী কুতাইবা "খেজুর ভর্তি থালা" উল্লেখ করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন ঃ তোমরা কিছু খেয়েছ কি? অথবা তিনি বললেন, তোমাদের খাবার জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? আমরা বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল!

লাকীত বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল তাঁর ছাগলের পাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। আর তার সাথে ছিল একটি ছাগলের বাচ্চা, সেটি তখন চিৎকার করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি বাচ্চা পয়দা হয়েছে (নর না মাদী)? সে বললো, মাদী। তিনি বলেন ঃ তার বদলে আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ করো। এরপর বললেন ঃ তুমি এটা মনে করো না যে, এ বকরী তোমার জন্যই যবেহ করছি। বরং আমাদের নিকট একশ'টি বকরী রয়েছে। আমরা আর বাড়াতে চাই না। কাজেই যখন কোন বাচ্চা পয়দা হয়, আমরা তার বদলে একটি বকরী যবেহ করে ফেলি।

লাকীত বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। সে অশ্লীলভাষী। তিনি বলেন ঃ তাকে তালাক দাও। লাকীত বলেন, এক দীর্ঘ সময় আমার সাহচর্যে সে কাটিয়েছে। আর তার পক্ষ থেকে আমার সন্তানও রয়েছে। এতে তিনি বলেন ঃ তাকে উপদেশ দাও ও বুঝাতে থাকো। যদি তার মাঝে কল্যাণ থেকে থাকে তাহলে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর আপন জীবন সঙ্গিনীকে প্রহার করো না, যেরূপ তোমার ক্রীতদাসীদের প্রহার করো।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ

পরিপূর্ণরূপে উযু করো এবং অংগুলিসমূহ খেলাল করবে। আর নাকে ভালরূপে পানি পৌঁছাবে, অবশ্য রোযার অবস্থায় নয়।

١٤٣- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَافِدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اَنَّهُ اَتٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلَمْ يَنْشَبْ اَنْ جَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ وَقَالَ عَصِيْدَةٌ مَكَانَ خَزِيْرَةٍ.

১৪৩। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন বনু মুনতাফিক গোত্রের সর্দার। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট এলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। কিছুক্ষণ পরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে হেলে-দুলে আসলেন। উক্ত বর্ণনায় 'খাযিরাহ' শব্দের স্থলে 'আসীদা' উল্লেখ রয়েছে।

١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ -

১৪৪। আবূ 'আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরায়েজ (র)ও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি উযু করবে তখন কুলি করবে।

بَابُ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ দাড়ি খেলাল করা

١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ يَعْنِى الرَّبِيْعَ بْنَ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْوَلِيْدُ بْنُ زَرْوَانَ رَوٰى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَاَبُو الْمَلِيْحِ الرَّقِّىُّ.

১৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, এক অঞ্জলি পানি হাতে নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে লাগিয়ে দাড়ি খেলাল করতেন, আর বলতেন ঃ আমাকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন আমার মহিমান্বিত প্রতিপালক।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা

١٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَّمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ.

১৪৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন। (পথে) তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোযার ওপর মাসেহ করার হুকুম দিলেন।

টীকা ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা জায়েয নেই, মাথা মাসেহ করতে হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে তা জায়েয।

١٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ مَعْقِلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاْسِهِ فَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.

১৪৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় ছিল কিত্‌রী পাগড়ী। তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন, আর পাগড়ীর বাঁধন ভাঙ্গলেন না।

بَابُ غُسْلِ الرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ পা ধৌত করা

١٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

১৪৮। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি উযু করতেন, তখন কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খেলাল করতেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা

١٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ عَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَاَنَاخَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدِهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا اِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَاَقْبَلْنَا نَسِيْرُ حَتّٰى نَجِدَ النَّاسَ فِى الصَّلٰوةِ قَدْ قَدَّمُوْا عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى بِهِمْ حِيْنَ كَانَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَصَلّٰى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوتِهِ فَفَزِعَ الْمُسْلِمُوْنَ فَاَكْثَرُوا التَّسْبِيْحَ لِاَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ قَدْ اَصَبْتُمْ اَوْ قَدْ اَحْسَنْتُمْ.

১৪৯। আব্বাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা মুগীরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা ছেড়ে একদিকে রওনা করলেন। এটা ছিল তাবূক যুদ্ধের সময় এক ফজর-পূর্বকালের ঘটনা। আমিও তাঁর সাথে চললাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট বসালেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন।

আমি তাঁর হাতে মশক থেকে পানি ঢাললাম। তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর হাত দু'টি জুব্বার আস্তিন থেকে বের করতে চাইলেন, কিন্তু আস্তিন ছিল সরু। তাই তিনি জুব্বার নিচ থেকে হাত বের করে নিয়ে আসলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন ও মাথা মাসেহ করলেন তারপর মোযার ওপর মাসেহ করে (উযু সমাপন করলেন)। এরপর তিনি উটে সওয়ার হলেন। আমরাও সামনে চললাম। আমরা এসে দেখলাম, লোকেরা নামায পড়ছে। তারা ইমাম নিযুক্ত করেছে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে। তিনি ওয়াক্ত মতই নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। আমরা আবদুর রহমানকে এমন সময় এসে পেলাম, যখন তিনি ফজরের দুই রাক্আতের মধ্যে এক রাক্আত পড়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফের পেছনে দ্বিতীয় রাক্আত পড়লেন। আবদুর রহমান (রা) সালাম ফেরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই নামায পড়ে ফেলায় ভীত হয়ে পড়ল এবং অধিক মাত্রায় তাস্বীহ পাঠ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা ঠিকই করেছো বা তোমরা ভালোই করেছো।

١٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَعَلٰى نَاصِيَتِهِ وَعَلٰى عِمَامَتِهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ.

১৫০। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং মাসেহ করলেন মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ীর ওপর। অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসেহ করলেন মোজার ওপর, মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ীর ওপর।

١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَكْبِهِ وَمَعِىْ اِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّوْمِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا اِدَّرَعًا ثُمَّ اَهْوَيْتُ اِلَى الْخُفَّيْنِ لِاَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِىْ دَعِ الْخُفَّيْنِ فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُ اِلَى الْقَدَمَيْنِ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبِىْ قَالَ الشَّعْبِىُّ شَهِدَ لِىْ عُرْوَةُ عَلٰى اَبِيْهِ وَشَهِدَ اَبُوْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৫১। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফররত কাফেলায় ছিলাম। আমার সাথে ছিল একটি পানির মশক। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে আসলে আমি পানির মশক নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর তিনি হাত দু'টি বের করতে চাইলেন। তাঁর গায়ে ছিল রোম দেশীয় পশমী জুব্বা। জুব্বার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। তাই জুব্বা থেকে হাত বের করা সম্ভব হলো না। কাজেই তিনি তা খুলে নিচে রাখলেন। তারপর আমি তাঁর পা থেকে মোযা খোলার জন্য নিচের দিকে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, থাক, মোজা খুলো না। আমি পবিত্র অবস্থায়ই ওগুলো পরেছি। তারপর তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

١٥٢- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَاَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنْ يَّتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَنْ يَّمْضِىَ قَالَ فَصَلَّيْتُ اَنَا وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِىْ سَبَقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا: قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُوْنَ مَنْ اَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

১৫২। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে দল থেকে) পেছনে রয়ে গেলেন... তারপর রাবী পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমরা এসে দেখলাম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) লোকদের ইমামতি করছেন। এটা ছিল ফজরের নামায। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পেছনে সরে আসতে চাইলেন। তিনি ইশারায় তাকে যথারীতি নামায পড়াতে বললেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানের পেছনে এক রাক্আত পড়লাম। আবদুর রহমান সালাম ফেরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ঐ রাকআত আদায় করলেন, যা আবদুর রহমান আগে পড়েছিলেন এবং তিনি আর কিছু করেননি।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী, ইবনে যুবাইর ও ইবনে উমারের মতে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে বেজোড় রাক্আত পড়ে, তাকে দু'টি সাহু সাজদা করতে হবে।

١٥٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوْءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَاٰتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلٰى عِمَامَتِهِ وَمُوْقَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِىْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.

১৫৩। আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফের নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি বিলাল (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। বিলাল (রা) বললেন, প্রথমে তিনি পায়খানা-পেশাব সেরে নিতেন। তারপর আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসতাম। তিনি উযু করতেন। আর তিনি মাসেহ করতেন পাগড়ী ও মোজার ওপর।

١٥٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اَنَّ جَرِيْرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوْا اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلاَّ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

১৫৪। আবু যুর'আ ইবনে জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) পেশাব করলেন, তারপর উযু করলেন। তাতে তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন এবং বললেন,

কেন আমি মোজার ওপর মাসেহ করবো না? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসেহ করতে দেখেছি। লোকেরা বললো, এটা তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। জারীর (রা) বলেন, আমি তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

١٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا دُلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَّاشِىَّ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلْهَمَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ.

১৫৫। ইবনে বুরাইদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সাদামাটা কালো মোজা হাদিয়া পাঠান। তিনি ওগুলো পরিধান করে উযু করেন এবং মাসেহ করেন ঐগুলোর ওপর। মুসাদ্দাদ (রহ) হাদীসটি দালহাম ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন।

١٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ حَىٍّ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ.

১৫৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার ওপর মসেহ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন ঃ বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। আমাকে সম্মানিত মহান আল্লাহই এটা করার হুকুম করেছেন।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ মোজার উপর মাসেহ্-এর সময়সীমা

١٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ بِاِسْنَادِهِ قَالَ فِيْهِ وَلَوِاسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

১৫৭। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমরা যদি তাঁর নিকট অতিরিক্ত সময়সীমা চাইতাম, তাহলে তিনি অধিক সময়সীমাই মঞ্জুর করতেন।

١٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا عُمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلاَثَةً قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَنْ اُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيْهِ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ مَا بَدَا لَكَ.

১৫৮। উবাই ইবনে 'ইমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উভয় কিবলার দিকেই নামায পড়েছিলেন– তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি মোযার ওপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। উবাই (রা) জিজ্ঞেস করলেন, একদিন? তিনি বলেন ঃ হাঁ এক দিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, দুই দিন? তিনি বলেন ঃ হাঁ দুই দিনও করতে পারো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিন দিন? তিনি বলেন ঃ হাঁ তিন দিন পর্যন্ত। আর যতদিন পর্যন্ত তোমার ইচ্ছা (মাসেহ করতে পারো)।

আবু দাঊদ (র) বলেন, উবাই ইবনে 'ইমারা এতে সাত দিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবেও 'হাঁ' বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, তুমি যত দিন ইচ্ছা করো।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদে মতভেদ আছে এবং এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়। ইবনে আবু মারিয়াম, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইসহাক, আস-সুলায়হী ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে আইউব (র) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

টীকা ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে মুসলিমের বর্ণনাই সহীহ ও যথার্থ। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অপর এক বর্ণনায় আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার ওপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন, অবশ্য যদি উযু করে মোজা পরিধান করা হয়ে থাকে। খাত্তাবী এর সনদ সূত্র সহীহ বলেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-র বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ যখন আমরা সফরে থাকতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজা খুলতে বারণ করতেন। অবশ্য জানাবাতের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পায়খানা-পেশাব ও ঘুমানোর কারণে মোজা খোলার হুকুম দিতেন না। তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ জাওরাবের ওপর মাসেহ করা

টীকা ঃ অভিধানে জাওরাব বলা হয় পায়ের লেফাফা বা বন্ধনীকে। হিন্দীতে বলা হয় জারাব। ঠাণ্ডা লাগা থেকে পদদ্বয়কে হেফাজত করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

١٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ الْاَوْدِىِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِىٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّ الْمَعْرُوْفَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ هٰذَا اَيْضًا عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِىِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالْبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوْ اُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِىَ ذٰلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

১৫৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে উভয় জাওরাব এবং জুতার উপর মাসেহ করেছেন।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন না (কেননা এটি মুন্‌কার হাদীস)। মুগীরা (রা) থেকে এটা বিখ্যাত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেছেন। আবু মূসা আশয়ারী

(রা) থেকেও বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। তবে এর সনদ মুত্তাসিল নয়, সবলও নয়। অবশ্য হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, ইবনে মাসউদ, আল-বারাআ ইবনে আযিব, আনাস ইবনে মালিক, আবু উমামা, সাহল ইবনে সা'দ ও আমর ইবনে হুরাইস (রা) তাদের জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও তা বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম

١٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّعَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَوْسُ بْنُ اَبِىْ اَوْسٍ الثَّقَفِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَقَالَ عِبَادٌ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى عَلٰى كِظَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِى الْمِيْضَاَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيْضَاَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

১৬০। আওস ইবনে আবু আওস আস-সাকাফী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে তাঁর জুতাজোড়া ও দুই পায়ের উপর মাসেহ করেছেন।

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ

অনুচ্ছেদ-৬৩

١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ اَبِىْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلٰى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ.

১৬১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পায়ের) মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতেন।

١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ

بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

১৬২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন ইসলাম যদি মনগড়া (এবং মানুষের মতামতের ভিত্তিতে রচিত) হতো, তবে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নীচের অর্থাৎ তলার দিক মাসেহ করাই উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই (পায়ের) মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখেছি।

١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلاَّ أَحَقَّ بِالْغُسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

১৬৩। আ'মাশ (র) থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে বর্ণনা এরূপ– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা পায়ের তলার দিক ধোয়াকেই অধিক যুক্তি সংগত মনে করতাম।

١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ. وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْغُسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي الْخُفَّيْنِ. وَرَوَاهُ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيْعٌ. وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৬৪। আ'মাশ (র) পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে বর্ণনা এরূপ– 'যদি ইসলাম মনগড়া (ও মানুষের মতামতের ভিত্তিতে) হতো তাহলে মানুষের পায়ের

উপরিভাগ মাসেহ করার চেয়ে পদযুগলের তলার দিকে মাসেহ করাই অধিক যুক্তিসংগত হতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (পায়ের) মোজা দু'টির উপরিভাগই মসেহ্ করেছেন।

এই হাদীসটি আ'মাশ থেকে ওয়াকী তাঁর সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন (এটি চতুর্থ বর্ণনা)।

এই বর্ণনা এরূপ ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর (পায়ের) উভয় মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সব সময় পায়ের উপরিভাগের চেয়ে তলার দিক ধোয়াকেই অধিক যুক্তিসঙ্গত ধারণা করতাম।

ওয়াকী' বলেন– এখানে 'উপরিভাগ' মানে, দু'পায়ের মোজা দু'টির ওপর। ওয়াকী' যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ থেকে ঈসা ইবনে ইউনুসও হাদীসটি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আবুস্ সাওদা এ হাদীসটি ইবনে আবদে খায়ের থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমি আলী (রা)-কে দেখেছি, তিনি উযু করতে তাঁর দুই পায়ের উপরিভাগ ধুয়েছেন এবং বলেছেন, 'আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম'... এবং হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَسْفَلَهُمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِيْ اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَجَاءٍ.

১৬৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করিয়েছি। তিনি (দুই পায়ের) মোজার উপরিভাগ ও নীচভাগ মাসেহ করেছেন। আবু দাঊদ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, সাওর এ হাদীস রাজা থেকে শোনেননি।

بَابٌ فِى الْاِنْتِضَاحِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দেয়া

١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ اَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ. قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلٰى هٰذَا الْاِسْنَادِ. قَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ اَوْ ابْنُ الْحَكَمِ.

১৬৬। সুফিয়ান ইবনে হাকাম আস-সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেশাব করতেন, তখন উযু করে (লজ্জাস্থানে) পানির ছিটা দিতেন।

আবু দাউদ বলেন, একদল বর্ণনাকারী এই সনদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো মতে, এখানে হাকাম হবে অথবা হবে 'ইবনে হাকাম'।

١٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

১৬৭। সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেছেন, অতঃপর আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিয়েছেন।

١٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُف بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ اَوْ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

১৬৮। হাকাম অথবা ইবনে হাকাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেছেন, তারপর উযু করে আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিয়েছেন।

টীকা ঃ পেশাবের পর যথারীতি পানি দিয়ে শৌচ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিতেন, যাতে পেশাবের ছিটায় ভিজেছে বলে সন্দেহ না হয় এবং শয়তানের অসওয়াসা দূর হয়।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ উযু করার পর মানুষ যে দোয়া পড়বে

١٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ اَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ اِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَىَّ رِعَايَةُ

الْاِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ فَقَدْ اَوْجَبَ فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَىَّ الَّتِىْ قَبْلَهَا يَاعُقْبَةُ اَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَاهِىَ يَا اَبَا حَفْصٍ قَالَ اِنَّهُ قَالَ اٰنِفًا قَبْلَ اَنْ تَجِئَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ وُضُوْءِهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ. قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

১৬৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের নিজেদের কাজকর্ম করতাম। পালাক্রমে আমরা উট চরাতাম অর্থাৎ আমাদের নিজেদের উট। একদিন উট চরাবার পালা ছিল আমার। দিন শেষে আমি উটগুলো নিয়ে উটশালায় ফিরে আসলাম (এবং অবসর হলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি জনগণের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি শুনলাম, তিনি বলছেন ঃ "তোমাদের যে কেউ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উযু করে, অতঃপর নামাযে দাঁড়ায় এবং মনোযোগ সহকারে ও অবনত দৃষ্টিতে দুই রাক্আত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" একথা শুনে আমি বলে উঠলাম, বাঃ বাঃ, এটা তো অতি উত্তম কথা! তখন আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, 'হে উক্বা! এর আগে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটা আরও উত্তম।' আমি তার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আবু হাফ্স! সেটা কি?' উমার (রা) বললেন, 'তুমি আসার একটু আগেই নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে লোক ভালোভাবে উযু করে, অতঃপর উযুশেষে কলেমা শাহাদাত পড়ে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ্ ও রাসূল"– তার জন্য

জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

রাবী মুয়াবিয়া বলেন, হাদীসটির আরেকটি সনদ সূত্র হলো এরূপ– 'আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু ইদরীস থেকে, তিনি উক্‌বা ইবনে আামের (রা) থেকে।'

١٧٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الرِّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ.

১৭০। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اَمْرَالرِّعَايَةِ শব্দ উল্লেখ করেননি। আর এ বর্ণনায় فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ-এর পর আরো আছে ঃ 'অতঃপর সে আকাশের দিকে চোখ তুললো।'... এরপর বাকি অংশ মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ যে ব্যক্তি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়ে

١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِىِّ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ اَبُوْ اَسَدِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ.

১৭১। আমর ইবনে আমের আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, তিনি হলেন আবু আসাদ ইবনে আমর। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই (নতুনভাবে) উযু করতেন। আর আমরা এক উযুতেই অনেকবার নামায পড়তাম।

١٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنِّىْ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ - قَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ.

১৭২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন এবং আপন মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন। উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে আজ এমন এক কাজ করতে দেখেছি, যা আপনি পূর্বে কখনো করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করেছি।

بَابُ تَفْرِيْقِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উযুতে কোন অংগের কোথাও শুকনা থাকার বর্ণনা

١٧٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلٰى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ وَاَحْسِنْ وَضُوْءَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

১৭৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উযু করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। কিন্তু তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আবার যাও এবং সুন্দরভাবে উযু করে আসো।'

আবু দাঊদ বলেছেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। একমাত্র ইবনে ওয়াহ্ব এটি বর্ণনা করেছেন। আর মা'কিল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-জাযারী আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি উমার (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ তিনি বলেছেন, 'ফিরে যাও এবং ভালোভাবে উযু করে আসো।'

١٧٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ

وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى قَتَادَةَ.

১৭৪। হাসান বসরী (র)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কাতাদার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأٰى رَجُلاً يُّصَلِّىْ وَفِىْ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ - فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوَضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ.

১৭৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পরিমাণ স্থান শুকনো রয়ে গেছে, তাতে পানি পৌঁছেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابٌ اِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণের সন্দেহ হলে

١٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِىَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْئَ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُخَيَّلَ اِلَيْهِ. فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

১৭৬। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলো যে, কখনো নামাযের মধ্যে এরূপ কিছু একটা সন্দেহ হয়, যেন তার উযু নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যতক্ষণ শব্দ না শোনে কিংবা গন্ধ না পায় ততক্ষণ নামায ছাড়বে না।

١٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِىْ دُبُرِهِ اَحْدَثَ اَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

১৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় পেছনের রাস্তায় (মলদ্বারে) নড়াচড়া বা স্পন্দন অনুভব করে, বায়ু নিঃসরণ করেছে কিনা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে যতক্ষণ সে শব্দ না শোনে বা গন্ধ না পায় ততক্ষণ নামায ছাড়বে না।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ চুমা দিলে উযু করতে হবে কিনা?

١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ رَوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَاتَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ وَلَمْ يَبْلُغْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

১৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুমা দিয়েছেন এবং নামায পড়েছেন (কিন্তু চুমা দেয়ার কারণে উযু করেননি)। আবু দাউদ বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস। কারণ ইবরাহীম আত-তায়মী আয়েশা (রা) থেকে কিছু শোনেননি। আবু দাউদ আরও বলেন, ফিরয়াবী প্রমুখ হাদীসটি এরূপই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ আরো বলেন, ইবরাহীম আত-তায়মী চল্লিশ বছরে পদার্পণের পূর্বেই মারা যান।

١٧٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ.

১৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের মধ্যে একজনকে চুমা দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে গেলেন, কিন্তু (চুমা দেয়ার কারণে পুনরায়) উযু করেননি। উরওয়া বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, 'সেই বিবি আপনি ছাড়া আর কে?' তিনি হেসে দিলেন।

আবু দাউদ বলেছেন, যায়েদা ও আবদুল হামীদ আল-হিম্মানী, সুলাইমান আল-আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَصْحَابٌ لَّنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ اِحْكِ عَنِّيْ اَنَّ هٰذَايْنِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ الْاَعْمَشِ هٰذَا عَنْ حَبِيْبٍ وَحَدِيْثَهُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ اَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ يَحْيَى اِحْكِ عَنِّيْ اَنَّهُمَا شِبْهٌ لاَ شَيْئَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ اِلاَّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ يَعْنِيْ لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْئٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوٰى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيْثًا صَحِيْحًا.

১৮০। উরওয়া আল-মুযানী (র) আয়েশা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, আমার থেকে সেই হাদীস দু'টি বর্ণনা করো। অর্থাৎ একই সনদ সূত্রে "রক্ত প্রদরের রোগিনী" সম্পর্কে বর্ণিত তার ওই হাদীসটি যাতে উল্লেখ আছে, ' রক্ত প্রদর অবস্থায় মেয়েলোক প্রত্যেক নামাযের জন্যই উযু করবে।'

ইয়াহ্ইয়া লোকটিকে আরো বলেন, 'তুমি আমার থেকে বর্ণনা করো, (আ'মাশের সূত্রে বর্ণিত) উপরোক্ত দু'টি হাদীসই দুর্বল'।

আবু দাউদ বলেন, সাওরী বলেছেন, 'হাবীব আমাদের নিকট স্রেফ উরওয়া আল-মুযানীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।' অর্থাৎ তিনি উরওয়া ইবনুয যুবাইরের সূত্রে তাঁদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

আবু দাউদ আরও বলেন, 'তবে হামযা আয-যায়্যাত, হাবীব ও উরওয়া ইবনে যুবাইরের সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু করা প্রসঙ্গে

١٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُوْنُ بِهِ الْوُضُوْءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَّسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

১৮১। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট গেলাম। তখন আমরা যেসব জিনিসে উযু নষ্ট হয় সেসব সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মারওয়ান বললেন, 'পুরুষাংগ স্পর্শ করলেও'। উরওয়া বললেন, এটা আমি জানি না। মারওয়ান বললেন, 'বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করে, সে যেন উযু করে।'

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা

١٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَاَنَّهُ بَدَوِىٌّ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِىْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِّنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ مِّنْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرٌ الرَّازِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

১৮২। কায়েস ইবনে তাল্‌ক (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। পিতা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আসলো। সম্ভবত সে বেদুইন। সে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! উযু করার পর কোন লোকের নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মত কি?' তিনি বলেন ঃ সেটা তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা মাত্র।

আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি কায়েস ইবনে তাল্‌ক থেকে মুহাম্মাদ ইবনে জাবেরের সূত্রে হিশাম ইবনে হাস্‌সান, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, ইবনে উয়াইনা এবং জারীর আর-রাযীও বর্ণনা করেছেন।

١٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِى الصَّلٰوةِ.

১৮৩। কায়েস ইবনে তাল্‌ক (র) থেকে একই সনদে উক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন। আর তিনি 'নামাযের মধ্যে' শব্দদ্বয় বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ উটের গোশত খেলে উযু করা

١٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّؤُا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ فَقَالَ لاَ تَوَضَّؤُا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ لاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ.

১৮৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উটের গোশত খেলে উযু করতে হবে কিনা? তিনি বলেন ঃ তা আহার করলে লোকেরা উযু করবে। আর প্রশ্ন করা হয়েছিল, বকরীর গোশত খেলে উযু করতে হবে কি না? তিনি বলেছিলেন ঃ না, তার জন্য উযু করতে হবে না। তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, উটের আঁস্তাবলে নামায পড়া যাবে কি না? তিনি বলেছিলেন ঃ না, উটের আঁস্তাবলে নামায পড়ো না। কারণ সেখানে শয়তান বসবাস করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বকরীর আবাসস্থলে নামায পড়া যাবে কি না তাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, হাঁ, তাতে নামায পড়ো। কারণ সেটা হল বরকতময় প্রাণী।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النَّىِّءِ وَغُسْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ লাশ স্পর্শ করলে উযু বা গোসল করতে হবে কিনা

١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ الْمَعْنٰى قَالُوْا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجُهَنِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ قَالَ هِلاَلٌ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعَمْرٌو اُرَاهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتّٰى اُرِيَكَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ

وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتّٰى تَوَارَتْ اِلَى الْاِبِطِ ثُمَّ مَضٰى فَصَلّٰى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرٌو فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِىِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرَا اَبَا سَعِيْدٍ.

১৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া খুলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি সরে যাও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর চামড়া ও গোশতের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে গিয়ে তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু উযু করলেন না। 'আমর তার বর্ণিত হাদীসে আরো বলেন, 'আর তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।' আর আতা আবু সাঈদের নাম উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে 'মুরসাল' রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ লাশ স্পর্শ করে উযু না করা

١٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلاً مِّنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْىٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশেপাশের উচ্চভূমিতে অবস্থিত (কোন এক গ্রামের) বাজারের পাশ দিয়ে ফিরছিলেন। লোকজন তাঁর উভয় পাশে ছিল। তিনি রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি নিকটে গিয়ে তার কান ধরে উপরে উঠিয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ বকরীর বাচ্চাটি নিতে ইচ্ছুক?... এরপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

টীকা ঃ সহীহ মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীস নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কার পছন্দ যে, সে এক দিরহামের বিনিময়ে এ ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট মৃত বকরীর বাচ্চাটি গ্রহণ করবে? সাহাবীরা বললেন, আমরা কেউই কোন জিনিসের বিনিময়ে এটি পেতে চাই না। আর আমরা এ দিয়ে কি

করবো? মহানবী (সা) বললেন ঃ তোমরা (বিনা মূল্যে) কি এটি নেবে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি এটি জীবিত হত তাহলেও তো এতে খুঁত ছিল। এটির কান অতিশয় ক্ষুদ্র অথবা মেলানো বা কানবিহীন কিংবা কান কাটা। আর এ অবস্থায় তো কোন কথাই নেই, যখন এটি মৃত, এতে প্রাণ নেই। মহানবী (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহর নিকট এ দুনিয়া এর চাইতেও নিকৃষ্ট।

بَابٌ فِىْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু নষ্ট হয় না

١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর সামনের রানের গোশত খেলেন। তারপর নামায পড়লেন, অথচ উযু করলেন না।

টীকা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এ হুকুম বাতিল হয়ে যায়।

١٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِىَ وَاَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّلِىْ بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَالَ فَاَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ وَقَامَ يُصَلِّىْ. وَزَادَ الْاَنْبَارِىُّ وَكَانَ شَارِبِىْ وَفَاءً فَقَصَّهُ لِىْ عَلٰى سِوَاكٍ اَوْ قَالَ اَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ.

১৮৮। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান হলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন আমার জন্য একটি বকরীর রান ভাজি করতে। রান ভাজি করা হলে তিনি ছুরি নিলেন ও আমার জন্য গোশত কাটতে লাগলেন। এমন সময় বেলাল এসে তাঁকে নামাযের কথা অবহিত করলো। তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে বললেন ঃ কি হলো তার! তার উভয় হাত ধুলিমলিন হোক! তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আনবারী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ 'আমার গোঁফ কিছুটা বড়ো হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার গোঁফের নীচে একটি মেসওয়াক রেখে তা ছেঁটে দিলেন।' অথবা বললেন ঃ 'মেসওয়াকের ওপর রেখে আমি তোমার গোঁফ ছেঁটে দেব।'

١٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى.

১৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রানের গোশত খেলেন, তারপর তাঁর নিচে বিছানো মোটা পশমী চাদরে হাত মুছলেন ও দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন।

١٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৯০। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রানের কিছু গোশত খেলেন, তারপর নামায পড়লেন, পুনরায় উযু করলেন না।

١٩١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَاَكَلَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (র) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রুটি ও গোশত পেশ করলাম। তিনি তা খেলেন, তারপর উযুর পানি আনালেন, উযু করে যুহরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে অবশিষ্ট খাবার আনালেন ও খেলেন। এরপর উঠে নামায পড়তে গেলেন কিন্তু পুনরায় উযু করলেন না।

١٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ سَهْلٍ اَبُوْ عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا اِخْتِصَارٌ مِّنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ.

১৯২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি কাজের (আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে উযু করা অথবা না করা) শেষেরটি ছিল আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু না করা। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

١٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ كَرِيْمَةَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ كَرِيْمَةَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِىْ مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطَابَتْ بُرْمَتُكَ قَالَ نَعَمْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُهَا حَتّٰى اَحْرَمَ بِالصَّلٰوةِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ.

১৯৩। 'উবায়েদ ইবনে সুমামা আল-মুরাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই (রা) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের একজন সাহাবী মিসরে আমাদের নিকট আসলেন। আমি তাকে মিসরের এক মসজিদে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন, এক লোকের ঘরে আমিসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাত অথবা ছয়জন ছিলাম। এমন সময় বেলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। পথে এক লোকের পাশ দিয়ে আমরা গেলাম। তার পাতিল ছিল আগুনের ওপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কি তোমার পাতিল (এর গোশত) রান্না হয়ে গেছে? সে বললো, হাঁ, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। তিনি ঐ গোশত থেকে এক টুকরা তুলে নিলেন, তারপর চিবাতে লাগলেন। এমনকি নামাযের তাকবীরে তাহ্‌রিমা বাঁধা পর্যন্ত তিনি তা চিবাচ্ছিলেন। আর আমি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে

١٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ

حَفْصٍ عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوْءُ مِمَّا اِنْضَجَتِ النَّارُ.

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে।

١٩٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَّحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيْقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِىْ اَلاَ تَوَضَّأُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّؤُا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ اَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ يَا ابْنَ اَخِىْ.

১৯৫। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনুল মুগীরা (র) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে এক পেয়ালা ছাতু পান করালেন। আবু সুফিয়ান পানি আনিয়ে কুলি করলেন। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে বোনপুত! তুমি কি উযু করবে না? নবী (সা) বলেছেন ঃ "আগুন যার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে বা যা স্পর্শ করেছে তা আহার করার পর তোমরা উযু করো।"

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আগুনে সিদ্ধ বা গরম করা কোন জিনিস খেলে উযু থাকবে না, বরং উযু করতে হবে। আগুনে সিদ্ধ কোন বস্তু খেলে অজু ওয়াজিব হবে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবীদের বিরাট একটি দল, অধিকাংশ তাবেয়ী, ইমাম মালিক, আবু হানীফা, শাফিয়ী, ইবনুল মুবরাক ও আহমাদ (র) প্রমুখ ইমামের মতে আগুনে সিদ্ধ কোন বস্তু খেলে উযু করতে হবে না বা উযু ভাঙ্গবে না। তাদের মতে, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ হাদীসটি 'মানসুখ' বা রহিত করা হয়েছে। অথবা উম্মু হাবীবা বর্ণিত হাদীসে الوضو শব্দটি আভিধানিক অর্থে (হাত-মুখ ধোয়া) ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ দুধ পান করলে উযু করা

١٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا.

১৯৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন, তারপর পানি আনিয়ে কুলি করলেন এবং বলেছেন ঃ দুধের মধ্যে চর্বি রয়েছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ দুধ পান করে উযু না করা

١٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيْعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلّٰى. قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِىْ شُعْبَةُ عَلٰى هٰذَا الشَّيْخِ.

১৯৭। তাওবা আল-'আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন। তারপর কুলি ও উযু না করেই নামায পড়লেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ রক্ত বের হলে উযু করা

١٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَاَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَحَلَفَ اَنْ لاَ اَنْتَهِىْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمًا فِىْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ اَثَرَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ اِلٰى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِىُّ وَقَامَ الْاَنْصَارِىُّ يُصَلِّىْ وَاَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰى شَخْصَهُ عَرَفَ اَنَّهُ رَبِيْئَةٌ لِّلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ حَتّٰى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ اَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَنْبَهَ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ اَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوْا بِهِ هَرَبَ فَلَمَّا رَاَى الْمُهَاجِرِىُّ مَا بِالْاَنْصَارِىِّ مِنَ

الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلاَّ اَنْبَهْتَنِىْ اَوَّلَ مَا رَمٰى قَالَ كُنْتُ فِىْ سُوْرَةٍ اَقْرَؤُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا.

১৯৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাতুর রিকা' যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। এ সময় এক লোক মুশরিকদের এক স্ত্রীলোককে হত্যা করে। ঐ মুশরিক শপথ করলো ঃ 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের (সা) কোন সহচরের রক্তপাত না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামবো না। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মন্‌যিলে অবতরণ করে বললেন ঃ এমন কে আছে, যে আমাদের হেফাযত করবে? মুহাজিরদের থেকে একজন ও আনসারদের থেকে একজন তৈরী হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ যাও তোমরা উভয়ে (ঐ) গিরিপথের মুখে মোতায়েন থাকো। তারা যখন গিরিমুখে পৌঁছলো মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলো। এমন সময় ঐ লোক এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনতে পারলো যে, এ-ই (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো, যা তার শরীরে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। সে একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো। তিনি রুকূ সিজদা করে (অর্থাৎ যথারীতি নামায সমাপন করে) সাথীকে জাগালেন। মুশরিকটি যখন টের পেলো এরা সচেতন হয়ে গিয়েছে, তখন সে পালিয়ে গেল। মুহাজির ব্যক্তি (প্রহরারত) আনসারীকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই তুমি আমাকে জাগালে না কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাযে) একটি সূরা পড়ছিলাম। আমি তা ভঙ্গ করতে পছন্দ করলাম না।

টীকা ঃ এ ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও খোদা-প্রেমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ নামাযরত অবস্থায় রক্ত বের হলে নামায ও উযু ভংগ হয় না।

শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে উযু নষ্ট হবে কিনা এ সম্পর্ক ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক (র) প্রমুখের মতে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হলে উযু নষ্ট হবে। আর ইবনে আব্বাস, ইবনে আবী আওফা, আবু হুরায়রা, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মাকহূলা, রবিয়া, মালিক, শাফিয়ীর মতে উযু নষ্ট হবে না। এ হাদীসের ভিত্তিতেই তাঁরা মত পোষণ করেছেন। প্রতিপক্ষের ইমামগণ এ হাদীসের উত্তরে বলে থাকেন, এটা একজন সাহাবীর কর্ম, যা তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছেন। আর এ ব্যাপারে প্রকৃত হুকুম সম্পর্কে তিনি সম্ভবত জ্ঞাত ছিলেন না। তাছাড়া এ হাদীসের ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে।

بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ ঘুমালে উযু নষ্ট হয় কিনা

١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَاَخَّرَهَا حَتّٰى

رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ غَيْرَكُمْ.

১৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইশার নামাযে আসতে দেরী করেন। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার আমরা ঘুমালে তিনি আমাদের নিকট আসলেন ও বললেন ঃ তোমরা ছাড়া আর কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করে না।

٢٠٠- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ اٰخَرَ.

২০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি তাদের মাথা ঢলে পড়তো (অর্থাৎ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতেন)। তারপর নামায পড়তেন অথচ উযু করতেন না। আবু দাঊদ বলেন, শো'বা কাতাদার মাধ্যমে যে বর্ণনা করেছেন তাতে আছে– 'আমরা তন্দ্রায় ঢলে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়। আবু দাঊদ আরো বলেন, ইবনে আবু আরুবা কাতাদা থেকে এ রিওয়ায়াতকে অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٢٠١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدَ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَعَسَ الْقَوْمُ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوْءًا.

২০১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইশার নামাযের তাকবীর দেয়া হলো। এমন সময় একজন দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কিছু কথা আছে। এই বলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে থাকে। এদিকে সব লোক বা কিছু সংখ্যক লোক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর নবী (সা) তাদের নিয়ে নামায পড়লেন। (বর্ণনাকারী) উযুর কথা উল্লেখ করেননি।

٢٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ وَلاَ يَتَضَوَّضُأُ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ فَقَالَ اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ يَزِيْدُ اَبُوْ خَالِدٍ الدَّالاَنِىُّ عَنْ قَتَادَةَ. وَرَوَى اَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوْا شَيْئًا مِّنْ هٰذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوْظًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ. وَقَالَ شُعْبَةُ اِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ حَدِيْثَ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَحَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِى الصَّلٰوةِ وَحَدِيْثَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَّحَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِىْ رِجَالٌ مَّرْضِيُّوْنَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ.

২০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ আসতো (শোনা যেত)। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, উযু করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি উযু না করেই নামায পড়লেন। অথচ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ উযু তো ঐ ব্যক্তির করা কতব্য যে শুয়ে ঘুমায়। উসামন ও হাম্মাদ আরো বলেছেন, কারণ শুয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়।

আবু দাউদ বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় উযু করা তার কর্তব্য– এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র ইয়াযীদ আল-দালানী তা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশ একদল রাবী ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে উক্তরূপ কোন বর্ণনা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে মাহ্ফুয ছিলেন (যে তার শরীর থেকে কিছু বের হয়ে যাবে, অথচ তিনি টের পাবেন না)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর নিদ্রা যায় না।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা ধারণা হতে পারে, ঘুমালে উযু ভংগ হয় না। এ হাদীসে অবশ্য এও বলা হয়েছে, গা এলিয়ে ঘুমালে শরীরের জোড়াসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন উযু ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই উযু করা জরুরী। কাত হতে বা চিত্ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই উযু করা কর্তব্য হয়। বসে, দাঁড়িয়ে, রুকূ অথবা সিজদার মধ্যে তন্দ্রা এসে গেলে উযু নষ্ট হয় না।

এটা এ জন্য যে, মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পেছনের রাস্তা দিয়ে হাওয়া ইত্যাদির বের হওয়ার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই এ নিয়ন্ত্রণ আর থাকে না। এ জন্যই চক্ষুদ্বয়কে বন্ধনীস্বরূপ বলা হয়েছে।

٢٠٣- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

২০৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চক্ষুদ্বয় পেছনের রাস্তার বন্ধনীস্বরূপ। কাজেই যে (চোখ বন্ধ করে) ঘুম যাবে, সে যেন উযু করে।

بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ الْاَذٰى بِرِجْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ যে ব্যক্তি তার পায়ের দ্বারা ময়লা-আবর্জনা মাড়িয়েছে

٢٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَجَرِيْرٌ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا. قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ فِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ شَقِيْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ.

২০৪। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, ময়লা-আবর্জনা অতিক্রম করার পর আমরা উযু করতাম না এবং (নামাযে) চুল ও কাপড়-চোপড়ও সামলাতাম না।

টীকা ঃ অর্থাৎ পায়ে কোনরূপ ময়লা বা আবর্জনা লাগলে তারা পা ধুতেন না। বায়হাকী বলেছেন, এটা শুকনো আবর্জনার বেলায়ই প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রে তারা পা ধুতেন না। মোটকথা, নাপাকী লাগলে শুধু ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট। আর শুধু মাটি ইত্যাদি লাগলে না ধুলেও চলে।

بَابُ فِيْمَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তির উযু ছুটে গেলে

٢٠٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ.

২০৫। আলী ইবনে তাল্‌ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে বাতকর্ম করে তাহলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে এবং পুনরায় নামায পড়ে।

بَابٌ فِى الْمَذْىِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ বীর্যরস সম্পর্কে

٢٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِىْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفْعَلْ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

২০৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী বীর্যরস নির্গত হতো। আর এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি এতে আমার পিঠ ফেটে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জানালাম অথবা অন্য কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ করো না। যখন তুমি বীর্যরস দেখবে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে। আর মনি বা শুক্র বের হলে গোসল করবে।

টীকা ঃ মনি বা শুক্র ঐ পানিকে বলা হয়, যা সহবাসের চরম মুহূর্তে বের হয়ে থাকে, যার পরে উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। আর মযি ঐ তরল পদার্থকে বলা হয় যা বীর্য নির্গত হওয়ার পূর্বে বের হয় যার দরুন উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। পেশাবের আগে অথবা পরে কখনো কখনো যা বের হয় তাকে বলা হয় 'ওদী'।

٢٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَمَرَهُ اَنْ يَّسْأَلَ لَهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنْ اَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فَاِنَّ عِنْدِيْ ابْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِيْ اَنْ اَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَنْتَضِحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ.

২০৭। আল-মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তাকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে স্ত্রীর নিকটবর্তী হলেই তার বীর্যরস নির্গত হয়। এমতাবস্থায় সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা আমার নিকট রয়েছে, তাই আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছি। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধোয় এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٢٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَاُنْثَيَيْهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৮। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আল-মিকদাদ (রা)-কে বললেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন। মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেন ঃ বীর্যরস বের হলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করে।

٢٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَدِيْثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ - وَرَوَاهُ ابْنُ

اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ اُنْثَيَيْهِ.

২০৯। আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মিকদাদ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর এক রিওয়ায়াতে 'অণ্ডকোষের' উল্লেখ নাই।

٢١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِىْ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقٰى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً وَكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوْءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ بِاَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَهُ.

২১০। সাহ্‌ল ইবনে হুনায়েফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্যধিক বীর্যরস নির্গত হওয়ার দরুন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অধিকাংশ সময় আমি গোসল করতাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ বীর্যরস বের হলে উযু করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাপড়ে যা লেগে যায় (তার কি হবে)? তিনি বললেন ঃ এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে মযি লেগেছে বলে মনে হবে, ঐ স্থান ধুয়ে ফেললেই চলবে।

٢١١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَالِكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِىْ فَتَغْسِلُ مِنْ ذَالِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ.

২১১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ কিসের দরুন গোসল ওয়াজিব হয়? আর যে পানি গোসলের পর পুরুষাঙ্গ থেকে বের হয় (তার সম্পর্কেও

জিজ্ঞেস করলাম)। তার জন্য কি করতে হবে? তিনি বললেন ঃ ঐ পানিকে বীর্যরস বলা হয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই বীর্যরস নির্গত হয়। বীর্যরস বের হলে তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধুয়ে ফেলো এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করো।

٢١٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الاِزَارِ وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ اَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২১২। হারাম ইবনে হাকীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্ত্রী যখন হায়েয অবস্থায় থাকে তখন আমার জন্য কি (করা) হালাল? তিনি বললেন ঃ পাজামার ওপরের অংশ তোমার জন্য হালাল। আর তিনি ঋতুবতী স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে পানাহার করার কথাও উল্লেখ করেন। এরপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

টীকা ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি জায়েয, কিন্তু সহবাস করা জায়েয নেই।

٢١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِىُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعْدٍ الْاَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَائِذٍ الاَزْدِىِّ قَالَ هِشَامٌ هُوَ ابْنُ قُرْطٍ اَمِيْرُ حِمْصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ اِمْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَالِكَ اَفْضَلُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

২১৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পুরুষের জন্য কি হালাল? তিনি বললেন ঃ পাজামার উপরের অংশ (হালাল)। আর তা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

بَابٌ فِى الاِكْسَالِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে

٢١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ مَنْ اَرْضٰى اَنَّ

سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جَعَلَ ذَالِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهٰى عَنْ ذَالِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

২১৪। উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে লোকদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতার দরুন গোসল না করার অনুমতি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমতাবস্থায় গোসল করার নির্দেশ দেন এবং গোসল ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। আবু দাঊদ বলেন, অর্থাৎ বীর্য নির্গত হলেই কেবল গোসল করতে হবে (সেই হাদীস সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে)।

٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ اَبِيْ غَسَّانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّ الْفُتْيَا الَّتِيْ كَانُوْا يُفْتُوْنَ اَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْاِغْتِسَالِ بَعْدُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ.

২১৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। শুক্র বের হলেই শুধু গোসল করতে হবে বলে যে ফতোয়া দেয়া হতো, তা ছিল এক ধরনের সুবিধাদান। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি গোসল করার নির্দেশ দেন।

٢١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْفَرَاهِيْدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ وَاَغْرَقَ (اَلْزَقَ) الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মাঝখানে বসলে এবং যৌনাঙ্গ অপর যৌনাঙ্গে ডুবিয়ে দিলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٢١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَكَانَ اَبُوْ سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

২১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানির জন্যই পানি ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ শুক্র বের হলে) গোসল ওয়াজিব। আবু সালামা (র) এরূপই করতেন।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَعُوْدُ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ একাধিকবার সহবাসে একবার গোসল করা

٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ وَّمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَّصَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন (রাতে) সব স্ত্রীদের নিকট গেলেন ও একবারই গোসল করলেন।

টীকা ঃ একাধিকবার স্ত্রী সহবাসের পর বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ

অনুচ্ছেদ- ৮৬ ঃ নাপাক অবস্থায় পুনর্বার সহবাসের জন্য উযু করা

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمٰى عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَاءِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهِ وَعِنْدَ هٰذِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَّاحِدًا قَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَنَسٍ اَصَحُّ مِنْ هٰذَا.

২১৯। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন

(রাতে) সকল স্ত্রীর নিকট যান এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটই গোসল করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সবশেষে একবারই কেন গোসল করছেন না? তিনি বলেন ঃ এটাই বরং অধিকতর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।

٢٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يُّعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا.

২২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উযু করে নেয়।

بَابُ الْجُنُبِ يَنَامُ

অনুচ্ছেদ- ৮৭ ঃ নাপাক অবস্থায় ঘুমানো

٢٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

২২১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, রাতে আমার (অনেক সময়) গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে (আমি কি করব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উযু করে নিও এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিও, তারপর ঘুম যেয়ো।

بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

অনুচ্ছেদ- ৮৮ ঃ নাপাক অবস্থায় পানাহার করা

٢٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ.

২২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন।

টীকা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে বলেছেন, উযু না করে এবং লজ্জাস্থান না ধুয়ে ঘুমালেও কোন ক্ষতি নেই। আয়েশা (রা) থেকে আরেকখানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের পর ঘুমাতেন অথচ পানি স্পর্শ করতেন না। রাত জাগলে তিনি পুনরায় সহবাস করতেন, তারপর গোসল করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, লোকদের জন্য এটাই হচ্ছে সহজতর পন্থা। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُوْرًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِيْ سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

২২৩। ইউনুস (র) যুহরী (র) থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাতে একথাও আছে ঃ নাপাক অবস্থায় তিনি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে, উভয় হাত ধুয়ে নিতেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসই ইবনে ওয়াহব (র) ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আহারের কথাটা আয়েশা (রা)-র বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

অনুচ্ছেদ- ৮৯ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, নাপাক ব্যক্তি উযু করবে

٢٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَعْنِيْ وَهُوَ جُنُبٌ.

২২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাক অবস্থায় খানা খাওয়ার অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন উযু করে নিতেন।

٢٢٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ نَامَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَجُلٌ. وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ تَوَضَّأَ.

২২৫। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ব্যক্তিকে উযু করে পানাহার করার অথবা ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে।

টীকা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে তৎক্ষণাত গোসল করা সম্ভব না হয়, তাহলে উযু করেও ঘুমানো বা পানাহার করা যায়। যেমন রমযানের রোযার মধ্যে যদি হাতে সময় কম থাকে, তাহলে প্রথমে উযু করেই সাহ্‌রী ইত্যাদি খেয়ে নেয়া, তারপর গোসল করাই বাঞ্ছনীয়।

بَابُ الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

অনুচ্ছেদ- ৯০ ঃ নাপাক ব্যক্তির গোসলে বিলম্ব করা

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِى اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ اَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً.

২২৬। গুদায়েফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবাতের গোসল কখন

করতে দেখেছেন, রাতের প্রথমভাগে না শেষভাগে? আয়েশা বললেন, কখনো তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন, কখনো বা শেষভাগে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম দিকে বেতের (নামায) পড়তেন, না শেষরাতের দিকে? তিনি বললেন, কখনো রাতের প্রথমদিকে তিনি বেতের পড়তেন আবার কখনো শেষরাতের দিকে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি একে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন না অনুচ্চ স্বরে পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি কখনো উচ্চস্বরে আর কখনো অনুচ্চস্বরে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি এ বিষয়ে প্রশস্ততা ও সহজতা দান করেছেন।

٢٢٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ.

২২৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ঘরে মূর্তি রয়েছে কিংবা কুকুর অথবা জুনুবী রয়েছে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেছেন, এখানে ফেরেশতা দ্বারা রহমত ও বরকতের ফেরেশ্তা বোঝান হয়েছে, হেফাযতের ফেরেশতা নয়। কারণ তারা কখনো পৃথক হয় না। এ হাদীস দ্বারা নাপাক লোকের জন্য গোসলে দেরী করা নিষেধ বোঝা যায়। কিন্তু এর দ্বারা মূলত যারা অযথা অধিক দেরী করে গোসল করে অথবা যারা নামায ত্যাগ করে কিংবা কয়েকদিন যাবত নাপাক অবস্থায় থাকে তাদের কথাই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও গোসলে দেরী করতেন। কুকুর দ্বারা ঐসব কুকুরকে বোঝান হয়েছে যেগুলো শিকারী নয় অথবা পশু বা শস্যক্ষেত্রের হেফাজতে নিয়োজিত নয়। এছাড়া অন্যান্য কুকুর মেরে ফেলা জায়েয। আর মূর্তি বলতে প্রাণীর প্রতিকৃতি এবং মাটি-পাথর-কাঠ নির্মিত মূর্তি এ উভয় প্রকারকেই বোঝান হয়েছে। কেউ কেউ কেবল শেষোক্ত ধরনের মূর্তিকেই বুঝিয়েছেন।

٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ اَن يَّمَسَّ مَاءً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْوَاسِطِىُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ يَعْنِىْ حَدِيْثَ اَبِىْ اِسْحَاقَ .

২২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম যেতেন নাপাক অবস্থায়, কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি অনুমান নির্ভর।

بَابُ فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ

অনুচ্ছেদ- ৯১ ঃ কোন ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়া

٢٢٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِىٍّ اَنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِىٌّ وَجْهًا وَقَالَ اِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِيْنِكُمَا ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاَنْكَرُوْا ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ اَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। আমার সাথে আরো দু'জন লোক ছিল। একজন আমাদেরই মধ্য থেকে। আরেকজন সম্ভবত বনু আসাদ গোত্রের। আলী (রা) তাদের উভয়কে একদিকে পাঠালেন আর বললেন, তোমরা দুইজনই শক্তিশালী। কাজেই দীনের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের শক্তি ব্যয় করবে। এরপর তিনি পায়খানায় গেলেন, সেখান থেকে বের হয়ে এসে পানি আনালেন। তিনি এক অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মুখ মুছে নিয়ে কুরআন পড়তে লাগলেন। লোকেরা এটাকে আপত্তিকর মনে করলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এসে আমাদের কুরআন পড়াতেন, আমাদের সাথে গোশ্‌ত খেতেন। আর কোন কিছুই তাঁকে কুরআন থেকে বিরত রাখতো না, একমাত্র জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার মত নাপাকি) ছাড়া।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يُصَافِحُ

অনুচ্ছেদ- ৯২ ঃ জানাবাত অবস্থায় মুসাফাহা করা

٢٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَّاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ جُنُبٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ.

২৩০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলে তিনি হুযায়ফার দিকে এগিয়ে আসলেন (মুসাফাহ করার জন্য)। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি তো নাপাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুসলমান নাপাক হয় না বা মুসলমান নাপাক বা অপবিত্র নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ জানাবত নাজাসাতে হুক্মী। এতে মানুষের শরীর বা ঘাম অপবিত্র হয় না। কাজেই জুনুবীর সাথে মেলামেশা করা, খানা খাওয়া ইত্যাদি জায়েয।

٢٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى وَبِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَرِيْقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ - قَالَ وَفِىْ حَدِيْثِ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنِىْ بَكْرٌ -

২৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার এক রাস্তায় আমার সাক্ষাত হলো। আমি তখন নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কাজেই আমি পেছনের দিকে সরে গেলাম। তারপর গোসল করে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে আবু হুরায়রা? আমি বল্লাম, আমি নাপাক ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসা আমি ভালো মনে করলাম না। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! মুসলমান (কখনো) অপবিত্র হয় না।

টীকা ঃ হানাফী ও জমহুর বিশেষজ্ঞদের মতে অমুসলিমরাও অপবিত্র হয় না। অবশ্য কুরআনে যে মুশ্‌রিকদের অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, শারীরিক অপবিত্রতা বোঝাবার জন্য নয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'যে তাদের সাথে মুসাফাহ করবে, সে যেন উযু করে নেয়।' এগুলো অধিক সতর্কতার জন্য।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ৯৩ ঃ নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা

٢٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَتُ بْنُ خَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ اَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ

فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ اَنْ يُّنْزِلَ فِيْهِمْ رُخْصَةً فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّىْ لاَ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِىُّ.

২৩২। জাস্‌রা বিনতে দিজাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। এসে দেখলেন, সাহাবাদের ঘরের মুখ (বা দরোজা) মসজিদের দিকে ফেরানো ছিল (যাতে তারা সর্বদা সত্বর মসজিদে যাওয়া-আসা করতে পারেন)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এসব ঘরের মুখ মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এসে দেখলেন, লোকেরা কিছুই করেনি, এ আশায় যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন রোখ্‌সত বা অনুমতি নাযিল হয় কিনা। দ্বিতীয়বার এসেও নবী (সা) তাদের বললেন ঃ এসব ঘরের মুখ মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। কারণ ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক লোকদের জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল করছি না।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يُصَلِّىْ بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি ভুলবশত নামাযে ইমামতি করলে

٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَوْمَاءَ بِيَدِهِ اَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ.

২৩৩। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায (পড়াতে) শুরু করে তারপর হাতে ইশারা করলেন, তোমরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় থাকো। এই বলে তিনি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল (অর্থাৎ তিনি গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তা সমাধা করে আসলেন)। তারপর তিনি নামায পড়ালেন।

٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِىْ اَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا اَنْ يُّكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا اَنْتُمْ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِيْ ابْنَ سِيْرِيْنَ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ اَوْمَأَ اِلَى الْقَوْمِ اَنِ اجْلِسُوْا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيْ صَلٰوةٍ وَعَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَبَّرَ.

২৩৪। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) একই সনদ ও একই অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এতটুকু যে, তার বর্ণিত হাদীসের শুরুতে রয়েছে ঃ 'যখন তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বললেন।' আর শেষভাগে রয়েছে ঃ 'যখন তিনি নামায সমাপন করলেন তখন বললেন, 'আমিও মানুষ। আমি জুনুবী ছিলাম' (তাই আমার গোসলের প্রয়োজন ছিল)। আবু হুরায়রার বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'যখন তিনি জায়নামাযে দাঁড়ালেন ও আমরা তার তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন আর বলে গেলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর।' মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন, তারপর লোকদের বসার জন্য ইশারা করে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে আসলেন। অনুরূপই বর্ণনা করেছেন মালিক (র) ইসমাঈল ইবনে আবু হাকীম (র) থেকে, তিনি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নামাযের তাকবীর বললেন। রবী ইবনে মুহাম্মাদ (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তিনি তাকবীর বললেন'।

٢٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْاَزْرَقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُّوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ اِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ قَالَ ثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِهِ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ

رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عَيَّاشٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ.

২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলো। লোকজন যথারীতি কাতারবন্দী হলো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। যখন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন তাঁর স্মরণ হলো, তিনি গোসল করেন নাই। তিনি লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা যথাস্থানে অবিচল থাক।' এই বলে তিনি ঘরে চলে গেলেন। ঘর থেকে তিনি গোসল করে ফিরে আসলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমরা তখনো কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো ছিলাম। এটা হলো ইবনে হারবের বর্ণনা। আইয়াশের বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'আমরা ঐভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে তিনি গোসল করে আমাদের নিকট আসলেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّةَ فِىْ مَنَامِهِ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে

٢٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عِنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ اِحْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يُرٰى اَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْاَةُ تَرٰى ذَالِكَ اَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে ঘুম থেকে জেগে ভিজা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার স্মরণ হচ্ছে না। তিনি বলেন ঃ তাকে গোসল করতে হবে। আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক বক্তির মনে পড়ে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু ভিজা দেখতে পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া**সাল্লাম বললেন ঃ তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েলোকও যদি অনুরূপ (পুরুষের ন্যায়) দেখে (অর্থাৎ তাদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয়) তাহলে তাদেরও কি গোসল করা জরুরী? তিনি বললেন ঃ হাঁ। নারীরাও তো পুরুষেরই মত।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرٰى مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ পুরুষলোকের মতো মেয়েলোকের স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ الْاَنْصَارِيَّةَ وَهِىَ اُمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ اَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ اِذَا رَأَتْ فِى الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ اَتَغْتَسِلُ اَمْ لاَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ اِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ اُفٍّ لَّكِ وَهَلْ تَرٰى ذَالِكَ الْمَرْأَةُ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوٰى عُقَيْلٌ وَّالزُّبَيْدِىُّ وَيُوْنُسُ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَابْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِىَّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِىُّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ جَائَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিকের মা উম্মু সুলাইম আল-আনসারিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জা করেন না! আচ্ছা, মেয়েলাকও যদি ঘুমে ঐরূপ দেখে যেরূপ পুরুষ দেখে থাকে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে কিনা? আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ তাকেও গোসল করতে হবে, যদি পানি দেখতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি উম্মু সুলাইমকে বললাম, আফসোস তোমার জন্য! মেয়েলোকেরও কি পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) (আমার কথা শুনে) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ধুলিমলিন হোক তোমার ডান হাত হে আয়েশা! তাই যদি না হবে, তাহলে সন্তান মায়ের মত (অবয়বের) হয় কি করে?

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِىْ يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلَ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ গোসলের জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ পানি

٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَّاَحِدٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِيْهِ قَدْرُ الْفَرَقِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ صَاعُ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ بِمَحْفُوْظٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ مَنْ اَعْطٰى فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هٰذَا خَمْسَةَ اَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ اَوْفٰى. قِيْلَ لَهُ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيْلٌ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ اَطْيَبُ قَالَ لاَ اَدْرِيْ.

২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ফারাকবিশিষ্ট একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার যুহরী (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাতে এক ফারাক পানি ধরতো। আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, ফারাক হলো, ষোল রোতল।' আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, 'ইবনে আবু যি'বের মতে ঃ এক সা' হলো পাঁচ রোতল ও এক রোতলের এক-তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রোতল বলেছেন তা মাহফুয (সুরক্ষিত) নয়। আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদকে আমি বলতে শুনেছি, যে লোক আমাদের রোতলের পাঁচ রোতল ও এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সদ্‌কায়ে ফিতর দিল সে পূর্ণ ফিতরা দিল। লোকেরা বললো, সায়হানী (মদীনার এক প্রকার খেজুর) তো ভারী হয়ে থাকে। তিনি বললেন, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, তা আমার জানা নেই।

بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ নাপাকির গোসল করার নিয়ম

٢٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُمْ ذَكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلاَثًا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

২৩৯। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাবাতের গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো তিনবার পানি নিয়ে মাথার ওপর (থেকে) গড়িয়ে দেই। আর তিনি তাঁর উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন।

٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَاَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ.

২৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন তিনি দুধ দোহাবার পাত্রের ন্যায় একটি পাত্র আনাতেন। অতঃপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার ডান দিকে পানি বহাতেন তারপর বামদিকে। এরপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার তালুতে ঢালতেন।

٢٤١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ اَحَدُ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا اِحْدَاهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَنَحْنُ نُفِيْضُ عَلٰى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِّنْ اَجْلِ الضَّفْرِ.

২৪১। জুমায়' ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাতা ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তাদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কিভাবে গোসল করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন, তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। আর আমরা পাঁচবার (পানি) ঢালতাম, চুলের গোঁছা বা মুঠির দরুন।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমাদের মাথায় চুল বেশী হওয়ার দরুন ও তা অনেক সময় বাঁধা থাকায় আমরা পাঁচবার পানি ঢালতাম। যাতে পানি চুলের গোড়ায় ভালভাবে পৌঁছে যায়।

٢٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْاِنَاءَ عَلَى الْيُمْنٰى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلٰى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَانَتْ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَدْخِلُ يَدَيْهِ فِى الْاِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّهُ قَدْ اَصَابَ الْبَشْرَةَ اَوْ اَنْقَى الْبَشْرَةَ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثًا فَاِذَا فَضِلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ.

২৪২। আয়েশা (রা) থেকে (স্ত্রী সহবাসজনিত নাপাকির বিষয়ে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, বা গোসল শুরু করতেন, তখন প্রথমে ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, উভয় হাত ধুতেন, পানির পাত্র ডান হাতে ঢালতেন। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, বাম হাতের ওপর পানি ঢালতেন। কখনো কখনো আয়েশা (রা) লজ্জাস্থানের কথা ইশারা-ইংগিতে বর্ণনা করেছেন। তারপর উযু করতেন নামাযের উযুর ন্যায়। এরপর উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে চুল খিলাল করতেন। যখন তিনি বুঝতেন, সারা শরীরে পানি পৌঁছেছে অথবা শরীর পরিষ্কার হয়েছে, তখন মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। সবশেষে অবশিষ্ট পানি নিজের গায়ে ঢেলে দিতেন।

٢٤٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَاِذَا اَنْقَاهُمَا اَهْوٰى بِهِمَا اِلٰى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوَضُوْءَ وَيَفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى رَأْسِهِ.

২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছা করলে প্রথমে উভয় হাত কব্জি সমেত ধুয়ে নিতেন, তারপর জোড়া বা গ্রন্থিসমূহ ধুতেন (অর্থাৎ ঐসব স্থান যেখানে ময়লা ইত্যাদি জমে থাকে। যেমন বগল, কনুই, দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদি) ও তাঁর ওপর পানি বহাতেন। উভয় হাত পরিষ্কার হয়ে গেলে, দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘষে নিতেন। তারপর উযু শুরু করতেন ও মাথায় পানি ঢালতেন।

٢٤٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَئِنْ شِئْتُمْ لأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

২৪৪। শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমি দেয়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চিহ্ন তোমাদের দেখিয়ে দিব; সেখানে তিনি জানাবাতের গোসল করতেন।

٢٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيْلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ كَانُوْا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيْلِ بَأْسًا وَلٰكِنْ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْعَادَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هٰكَذَا هُوَ وَلٰكِنْ وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِيْ هٰكَذَا.

২৪৫। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম, জানাবাতের গোসল করার জন্য। তিনি পানির পাত্র কাত করে ডান হাতে পানি ঢাললেন ও ডান হাত ধুলেন দু'বার বা তিনবার। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন ও বাম হাতে লজ্জাস্থান ধুলেন। অতঃপর মাটিতে হাত ঘষে ধুয়ে নিলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুলেন। তারপর মাথায় ও সমগ্র শরীরে পানি ঢাললেন। অতঃপর ঐ স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুলেন। আমি শরীর মোছার জন্য রুমাল দিলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। আ'মাশ (র) বলেন, আমি এটা ইবরাহীমের নিকট বললে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে দাউদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাহাবারা কি গামছা ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত করার দরুনই এটাকে খারাপ মনে করতেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এরূপই। আর আমার গ্রন্থেও এরূপই দেখেছি।

টীকা ঃ হয়তো না মোছাই উত্তম অথবা তাড়াহুড়ার জন্য তিনি এরূপ করেছেন। অথবা গরমের দরুন ভিজা শরীরই আরামদায়ক ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি ছিল।

٢٤٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِىَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ فَسَأَلَنِىْ كَمْ اَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لاَ اَرْدِىْ فَقَالَ لاَ اُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِىَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ.

২৪৬। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন সাতবার। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। একবার তিনি ভুলে গেলেন, ক'বার পানি ঢেলেছেন? আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'বার আমি পানি ঢেলেছি? আমি বললাম, আমি তো জানি না! তিনি বললেন, তোমার মা না থাকুক! তুমি কেন মনে রাখলে না? তারপর উযু করতেন নামাযের উযুর ন্যায়। গায়ে পানি ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন।

٢٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَا اَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً.

২৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত নামায ফরয ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, আর জানাবাতের জন্য গোসলের নির্দেশ ছিল সাতবার। অনুরূপভাবে কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধোয়ার হুকুম ছিল সাতবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিরাম দোয়া করতে থাকেন (যাতে উম্মাতের জন্য আরো সহজ বিধান দেয়া হয়, তারপর দেয়া হলো দৈনিক পাঁচবার। জানাবাতের জন্য গোসল একবার আর কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধুতে হবে একবার।

٢٤٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ نَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبِشْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ حَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ وَّهُوَ ضَعِيْفٌ.

২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক পশমের নিচে (বা মূলে) জানাবাত (নাপাকী) থাকে। কজেই পশম (ভাল করে) ধুয়ে নাও ও শরীর পরিচ্ছন্ন কর। আবু দাঊদ (র) বলেন, অল-হারিস ইবনে ওয়াজীহ বর্ণিত হাদীসটি মুনকার এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرَ رَأْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِىْ وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

২৪৯। 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জানাবাতের গোসলে পশম পরিমাণ স্থান না ধুয়ে ছেড়ে দেবে, তাকে জাহান্নামে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, এজন্যই আমি আমার মাথার দুশমন হয়েছি। এ কারণেই আমি আমার মাথার দুশমন হয়েছি। এরই দরুন আমি আমার মাথার দুশমন হয়েছি। অনন্তর আলী (রা) তার মাথার চুল কেটে ফেলতেন (বা মুড়িয়ে ফেলতেন)। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

بَابُ الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ গোসলের পর উযু করা

٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةَ الْغَدَاةِ وَلاَ اُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

২৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করে দুই রাক্আত নামায পড়তেন এবং ফজরের নামায পড়তেন। কিন্তু আমি তাঁকে গোসলের পর পুনরায় উযু করতে দেখিনি।

بَابُ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ গোসলের সময় মহিলারা কি তাদের মাথার চুলের বাঁধন খুলবে?

٢٥١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ زُهَيْرٌ اِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْفِنِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ زُهَيْرٌ تَحْثِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِىْ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِكِ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.

২৫১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলিম মহিলা জিজ্ঞেস করলো, যুহাইরের বর্ণনা মতে, উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুল খুব মজবুতভাবে বেঁধে থাকি। জানাবাতের গোসলের সময় কি ঐ চুলের বাঁধন খুলে ফেলবো? তিনি বললেন ঃ অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে। যুহাইরের বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিন অঞ্জলি পানি তাতে ঢেলে দেবে। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢালবে, এতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

٢٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ يَعْنِى الصَّائِغَ عَنْ اُسَامَةَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ وَاغْمِزِىْ قُرُوْنَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ.

২৫২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মেয়েলোক উম্মু সালামা (রা)-র নিকট আসল। তারপর উক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তারপর রয়েছে ঃ তিনি বলেন, আমি তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম (প্রথমোক্ত হাদীসের মতই এর পরের বর্ণনা)। তবে তাতে এটুকু বেশী রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, প্রত্যেক অঞ্জলি (মাথায়) ঢেলে চুলের বেণী নিংড়ে নিবে।

٢٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ اَخَذَتْ ثَلاَثًا حَفَنَاتٍ هٰكَذَا تَعْنِىْ بِكَفَّيْهَا جَمِيْعًا فَتَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا وَاَخَذَتْ بِيَدٍ وَّاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلٰى هٰذَا الشِّقِّ وَالْاُخْرٰى عَلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ.

২৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো গোসল করা আবশ্যক হলে সে তিন অঞ্জলি পানি হাতে নিত। অর্থাৎ উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার উপর ঢেলে দিত। তারপর এক হাতে পানি নিয়ে মাথার এ পাশে আবার অপর হাতে পানি নিয়ে মাথার ওপাশে ঢালতো।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ গোসলের সময় মাথার বেণী খুলতেন না। চুলের মূলে পানি পৌঁছিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করতেন।

٢٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلاَّتٍ وَمُحْرِمَاتٍ.

২৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাথার চুল-বন্ধনী (কাপড়) সহকারেই আমরা গোসল করতাম। তখন আমরা থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, ইহরামবিহীন অবস্থায় ও ইহরাম বাঁধা অবস্থায়।

٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِىْ اَصْلِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْهِ ثَنِىْ ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اَفْتَانِىْ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ اَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اُصُوْلَ الشَّعْرِ وَاَمَّا الْمَرْاَةُ فَلاَ عَلَيْهَا اَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلٰثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا.

২৫৫। শুরায়হ্ ইবনে ওবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফায়ের আমাকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে, সাওবান (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে ফতোয়া চেয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ পুরুষ তার মাথা খুলে চুল ধুয়ে নেবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় যথারীতি পৌঁছে যায়। তবে মেয়েলোকের মাথা না খুললে কোন ক্ষতি নেই। উভয় হাতের তিন অঞ্জলি পানি মাথায় দিলেই তাদের চলবে।

بَابُ فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ নাপাক ব্যক্তির খেতমী দ্বারা মাথা ধৌত করা

٢٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ نَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِىْ سُوْاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ بِالْخِطْمِىِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَالِكَ وَلاَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

২৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেত্‌মী মিশ্রিত পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতেন। এতেই যথেষ্ট হতো, দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না। (খেত্‌মী এক ধরনের উদ্ভিদ যা দ্বারা ঔষধ ইত্যাদি তৈরি করা হয়)।

بَابُ فِيْمَا يَفِيْضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির হুকুম

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِىْ سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْمَا يَفِيْضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْخُذُ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَاْخُذُ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ.

২৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে পানি প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা বীর্য লাগার স্থানে ঢেলে দিতেন। পরে আরেক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা শরীরে ঢেলে দিতেন।

টীকা ঃ 'স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির' অর্থ স্বামী-স্ত্রীর গোসলে ব্যবহৃত পানির ছিটা-ফোটা পানির পাত্রে পড়ে গেলে তাতে ঐ পানি অপবিত্র হবে না।

بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে আহার করা ও মেলামেশা করা

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا

فِى الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرَهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

২৫৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীদের নিয়ম ছিল, তাদের মেয়েলোকের যখন মাসিক ঋতু আরম্ভ হতো, তাকে তারা ঘর থেকে বের করে দিতো। তার সাথে খাবার খেতো না, কিছু পানও করতো না। তার সাথে এক ঘরে বসবাসও করতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলো, তা অপবিত্র। কাজেই তখন তোমরা সহবাস বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সংগম করবে না। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন" (সূরা বাকারা ঃ ২২২ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হায়েয অবস্থায়) তাদের সাথে তোমরা একই ঘরে অবস্থান করো এবং সব কাজ করো (যেমন খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা ও আদর-সোহাগ ইত্যাদি) শুধু সহবাস ছাড়া। ইহূদীরা শুনে বললো, এ লোক (মুহাম্মাদ) চায়, যেন এমন কোন বিষয় অবশিষ্ট না থাকে যাতে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। উসাইদ ইবনে হুদায়ের ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহূদীরা এরূপ এরূপ বলেছে। তাহলে ঋতু অবস্থায় কি আমরা তাদের সাথে সহবাস করবো না? তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)

অসন্তুষ্ট হন এমনকি আমরা মনে করলাম, হয়ত তাদের ওপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এরপর তারা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও থেকে দুধ হাদিয়া আসলো। তিনি তাদের ডেকে দুধ পান করালেন। তখন আমরা বুঝলাম তাদের ওপর তাঁর (সা) কোন ক্রোধ বা রাগ নেই।

٢٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَاَنَا حَائِضٌ فَاُعْطِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ فِيْهِ وَضَعْتُهُ وَاَشْرَبُ الشَّرَابَ فَاُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ كُنْتُ اَشْرَبُ مِنْهُ.

২৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাড় চুষে খেতাম হায়েয অবস্থায়। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ হাড় দিতাম। তিনিও তাঁর মুখ হাড়ের ঐ স্থানে লাগাতেন, যেখানে আমি লাগিয়েছি। আবার পানীয় দ্রব্য পান করে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিতাম। তিনি তাঁর মুখ ঐ স্থানে রেখেই পানীয় দ্রব্য পান করতেন যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি পান করেছি।

٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِىْ حَجْرِىْ فَيَقْرَأُ وَاَنَا حَائِضٌ.

২৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন শরীফ পড়তেন।

بَابُ الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ ঋতুবতী মেয়েলোকের মসজিদ থেকে কিছু লওয়া

٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْتَسَتْ فِىْ يَدِكِ.

২৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ঘর থেকে) বললেন ঃ আমাকে মসজিদ থেকে নামাযের চাটাই

এনে দাও। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার হায়েয তো আর তোমার হাতে লেগে নেই।

টীকা ঃ হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে বাইরে থেকে টানা দিয়ে মসজিদ থেকে কিছু নেয়া জায়েয।

بَابُ فِى الْحَائِضِ لاَ تَقْضِى الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ ঋতুবতী মেয়েলোক কাযা নামায পড়বে না

٢٦٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ اَتَقْضِىْ الْحَائِضُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نَقْضِىْ وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

২৬২। মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী মেয়েলোক কি নামাযের কাযা আদায় করবে? তিনি বললেন, তুমি কি 'হারূরিয়্যা'? আমাদের তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে হায়েয হতো। আমরা নামাযের কাযা করতাম না এবং আমাদেরকে কাযা আদায় করার হুকুমও দেয়া হতো না।

টীকা ঃ খারেজী সম্প্রদায়ের একটি শাখার নাম হারূরিয়্যা। এদের মতে ঋতুবতী মেয়েলোকের জন্য নামাযের কাযা করা জরুরী। কুফার নিকটস্থ হারূরা নামক স্থানের নামানুসারে এদের হারূরী নামকরণ করা হয়েছে। তাদের নেতার নাম ছিল দাসম খারেজী। হযরত আলী (রা)-র সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল।

٢٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو اَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ.

২৬৩. মু'আযা আল-আদাবিয়্যা (র) আয়েশা (রা) থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরো আছে ঃ আমাদেরকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো। কিন্তু নামাযের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হতো না।

بَابُ فِىْ اِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফ্ফারা

٢٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَّذِىْ يَأْتِىْ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ قَالَ دِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

২৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে যেন এক দীনার সদাকা করে অথবা আধা দীনার। আবু দাঊদ বলেন, সহীহ বর্ণনাসমূহে এরূপই রয়েছে। তিনি বলেন, এক দীনার অথবা আধা দীনার। শো'বা কখনো এ হাদীস 'মরফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

٢٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَّعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِىْ اَوَّلِ الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِىْ انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ.

২৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফ্ফারা দিতে হবে এক দীনার। আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে দিতে হবে আধা দীনার।

٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ ابْنُ بَذِيْمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً. وَرَوَى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَرَهُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِخُمُسَىْ دِيْنَارٍ وَهٰذَا مُعْضَلٌ.

২৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হায়েয অবস্থায় কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফ্ফারাস্বরূপ সে অর্ধ দীনার সদাকা করবে। আবু দাঊদ বলেন, আলী ইবনে বাযীমা (র) মিকসামের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপর

এক বর্ণনায় আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী (উমার ইবনুল খাত্তাব) বলেন ঃ নবী (সা) তাকে দুই-পঞ্চমাংশ দীনার সদাকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি মু'দাল হাদীস।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُصِيْبُ مِنْهَا مَا دُوْنَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করে

٢٦٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَّوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَّيْمُوْنَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ اَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ اَوِالرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ.

২৬৭। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কারো সাথে মেলামেশা করতেন, তখন তিনি হায়েয অবস্থায় থাকতেন, তিনি রানের মাঝামাঝি অথবা হাঁটু পর্যন্ত ইযার পরিহিত থাকতেন।

টীকা ঃ মূল শব্দ রয়েছে 'মোবাশেরাত'। এর মানে মেলামেশা, ওঠাবসা, স্পর্শ করা ইত্যাদি, সহবাস নয়।

٢٦٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا.

২৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুবতী হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইযার শক্ত করে পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তার সাথে শয়ন বা মেলামেশ করতেন।

٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسًا الْهَجَرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ وَاِنْ اَصَابَ تَعْنِىْ ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ.

২৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কম্বলের মধ্যে রাত কাটাতাম। আর আমি হায়েয অবস্থায় থাকতাম। আমার রক্ত তাঁর শরীরে লেগে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানই ধুয়ে ফেলতেন, অতিরিক্ত কোন অংশ ধুতেন না, তারপর নামায পড়তেন। আর রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লেগে যেতো, তাহলে শুধু ঐ স্থানটুকুই ধুয়ে নিয়ে ঐ কাপড়ে নামায পড়তেন, এর অতিরিক্ত কিছু ধুতেন না।

٢٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ اِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا اِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ اُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَمَضٰى اِلٰى مَسْجِدِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ تَعْنِىْ مَسْجِدَ بَيْتِهِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ وَاَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ اُدْنِىْ مِنِّىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ وَاِنْ اِكْشِفِىْ عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلٰى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى دَفِئَ وَنَامَ.

২৭০। উমারা ইবনে গুরাব (র) থেকে বর্ণিত। তার এক ফুফু আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের মধ্যে (কখনো) কারো ঋতুস্রাব হয়। তার কাছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য একটি মাত্র বিছানা থাকে (এ অবস্থায় তার কি করা কর্তব্য)? আয়েশা বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা ঘরে আসলেন। আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। তিনি (ঘরের) নামাযের স্থানে চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসতে আসতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। আর ঠাণ্ডায় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে আসো। আমি বললাম, আমার তো ঋতুস্রাব হয়েছে। তিনি বললেন ঃ হোক না। তোমার উরু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরু উন্মুক্ত করলাম। তিনি তাঁর মুখ ও বক্ষ আমার রানের ওপর রাখলেন। আমি উপর থেকে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তিনি গরম হলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٧١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْيَمَانِ عَنْ اُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ.

২৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঋতুস্রাব হলে আমি বিছানা

ছেড়ে চাটাইয়ে চলে আসতাম। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হতাম না।

٢٧٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا اَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا.

২৭২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে তার লজ্জাস্থানের ওপর কাপড় ফেলে দিতেন।

٢٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا فِيْ فَرْجِ حَيْضِنَا اَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اَرَبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ اَرَبَهُ.

২৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হায়েযের প্রথম অবস্থায়– যখন অধিক স্রাব হয় (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) শক্ত করে ইযার পরিধানের নির্দেশ দিতেন। তারপর আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। আর তোমাদের মধ্যে কে-ই বা তার উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম, যেরূপ সক্ষম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

بَابٌ فِي الْمَرْاَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ মুস্তাহাযা মহিলাদের বর্ণনা। আর যে ব্যক্তি বলে, সে নামায ত্যাগ করবে

٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِيَ وَالْاَيَّامِ الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِيْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذَالِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذَالِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ.

২৭৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। উম্মু সালামা (রা) ঐ মহিলার জন্য কি হুকুম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তার কর্তব্য হলো, ইস্তেহাযায় অক্রান্ত হবার আগে মাসের যে ক'দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুণে রাখবে এবং প্রতি মাসে সেই ক'দিন সে নামায ছেড়ে দেবে। ঐ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যেন সে গোসল করে, তারপর পট্টি বেঁধে যেন নামায পড়ে (এ অবস্থায় রক্ত বের হলেও উযু অথবা নামায ভংগ হবে না)।

টীকা ঃ মেয়েলোকের মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণত কমপক্ষে তিনদিন ও উর্ধ্বে দশদিন অব্যাহত থাকে। এ সময়সীমার চাইতে কম বা বেশী সময় স্রাব হলে তা নিয়মিত হায়েযের মধ্যে গণ্য নয়। তা হচ্ছে 'ইস্তেহাযা' বা এক ধরনের রোগবিশেষ (রক্ত প্রদর)। যার এ রোগ হয় তাকে বলা হয় মুস্তাহাযা।

٢٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذَالِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ.

২৭৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলার (ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ) রক্তস্রাব অত্যধিক ছিল। বর্ণনাকারী লাইস উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, যখন হায়েযের সময়সীমা পার হয়ে যাবে ও নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا اَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ فَاِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

২৭৬। জনৈক আনসারী কর্তৃক বর্ণিত। এক মহিলার রক্তস্রাবজনিত রোগ হলো। তারপর বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ পূর্বোক্ত লাইসের হাদীসের মতই বর্ণনা করে বলেন, যখন তাদের হায়েযের সময়সীমা অতিবাহিত হবে এবং নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন যেন তারা গোসল করে নেয়... এরপর আগের মতই বর্ণনা করেছেন।

٢٧٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ بِاِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَلْتَتْرُكِ

الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذَالِكَ ثُمَّ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلاَ تَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّىْ.

২৭৭। নাফে (লাইসের) ২৭৫ নং হাদীসের সূত্র ও অর্থানুরূপ বর্ণনা করে বলেন, সে যেন হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে যখন নামাযের সময় হয়, তখন যেন গোসল করে এবং পট্টি বেঁধে নামায পড়ে।

٢٧٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ وَتَغْتَسِلُ فِيْمَا سِوٰى ذَالِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِىْ كَانَتْ اُسْتُحِيْضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ.

২৭৮। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে উক্ত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, সে যেন নামায ছেড়ে দেয়। আর ঐ সময় ছাড়া বাকি সময় যেন সে গোসল করে নেয় ও কাপড়ের নেকড়া বেঁধে নামায পড়ে।' আবু দাউদ বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুবের মাধ্যমে বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত উক্ত মুস্তাহাযা মহিলার নাম ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা)।

٢٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْاٰنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمْكُثِىْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ اَضْعَافِ حَدِيْثٍ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيْعَةَ فِىْ اٰخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَّيُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ.

২৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যে ক'দিন তুমি হায়েযের দরুন নামায থেকে বিরত থাকতে, ঐ ক'দিন তুমি বিরত থাকবে, তারপর গোসল করে নাও।

٢٨٠- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اِذَا اَتٰى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّىْ فَاِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِىْ ثُمَّ صَلِّىْ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ.

২৮০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রক্তস্রাবের বিষয়ে অভিযোগ করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা একটা বিশেষ রগ থেকে নির্গত রক্ত। তুমি লক্ষ্য রাখবে, যখন তোমার হায়েযের সময় আসবে, তখন থেকে নামায পড়বে না যখন হায়েযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন পবিত্র হয়ে যাবে (অর্থাৎ গোসল করবে), তারপর নামায পড়বে পরবর্তী হায়েয পর্যন্ত।

٢٨١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا اَمَرَتْ اَسْمَاءَ اَوْ اَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِىْ اَنَّهَا اَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنْ تَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَقْعُدَ الْاَيَّامَ الَّتِىْ كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هٰذَا فِىْ حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِىِّ اِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ. وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِىُّ هٰذَا

الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَاءِهَا. وَرَوَتْ قَمِيْرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا وَرَوٰى اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ وَحْشِيَّةَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَرَوٰى شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي الْيَقْظَانِ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ. وَرَوَى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ اِنَّ سَوْدَةَ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَضَتْ اَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَرَوٰى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَنْ عَلِيٍّ وَّابْنِ عَبَّاسٍ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ اَيَّامَ قُرْءِهَا وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ. وَكَذٰلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قَمِيْرَةَ امْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُوْلٍ وَاِبْرَاهِيْمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا.

২৮১। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা আসমা-ই আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলেন, পূর্বে যে ক'দিন অপেক্ষা করতো (হায়েযের জন্য) এখনো ঐ ক'দিন অপেক্ষা করে তারপর গোসল করে নেবে।... যয়নাব বিনতে উম্মু সালামা বর্ণনা করেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শের ইস্তেহাযা শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, তারপর

গোসল করে নামায পড়ার হুকুম করেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, কাতাদা (র) উরওয়া (র) থেকে কিছু শোনেননি। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবার ইস্তেহাযা ছিল। তিনি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু দাঊদ বলেন, এটা ইবনে উয়াইনার ধারণাবিশেষ। এটা যুহরী থেকে হাদীসের হাফেযগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ নেই, শুধু তাই আছে যা সুহাইল ইবনে আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন। আর হুমাইদীও এ হাদীস ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার' কথাটুকু উল্লেখ নেই।... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মুস্তাহাযা হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (মুস্তাহাযাকে) হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা) রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আদী ইবনে সাবিত, তার পিতা, তার দাদার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ মুস্তাহাযা মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর গোসল করে নামায পড়বে।... আবু জা'ফার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা (রা)-এর ইস্তেহাযা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, যখন হায়েযের মুদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন গোসল করবে ও নামায পড়বে।... আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুস্তাহাযা মাসিকের দিনগুলোতে বসে থাকবে (অর্থাৎ নামায পড়বে না)। এরূপই বর্ণনা করেছেন বনী হাশিমের মাওলা আম্মার ও তালক ইবনে হাবীব (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্যান্যরা। আবু দাঊদ (র) বলেন, আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আতা, মাকহূল, ইবরাহীম, সালেম ও আল-কাসিমের এটাই অভিমত যে, মুস্তাহাযা (রক্ত প্রদরের রোগিণী) হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে।

بَابُ مَنْ رَوٰى اَنَّ الْحَيْضَةَ اِذَا اَدْبَرَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ হায়েয শেষ হয়ে গেলে নামায তরক করা যাবে না

٢٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حَبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَ اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ.

২৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমি একজন ইস্তেহাযা আক্রান্ত রোগী। কখনো আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এটা একটা রগ (যা থেকে রক্ত নির্গত হয়), হায়েয নয়। যখন হায়েয আসবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়েযের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমার রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) নিয়ে নামায পড়বে।

٢٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلٰوةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّيْ.

২৮৩। হিশাম (র) যুহাইরের সনদে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, যখন ঋতুস্রাব এসে যাবে, নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ পার হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে নিয়ে (অর্থাৎ গোসল করে) নামায পড়বে।

بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ হায়েয শুরু হলে নামায পড়া বর্জন করবে

٢٨٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبُوْ عَقِيلٍ عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَمَا كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيْمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَالِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلٰوةَ فِيْهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ.

২৮৪। বুহায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, এক মেয়েলোক আয়েশা (রা)-কে ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যার হায়েয বিগড়ে গেছে, যার রক্তস্রাব অনবরত জারী থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আয়েশাকে) নির্দেশ দিলেন আমি যেন তাকে বলে দেই ঃ হায়েয নিয়মিত থাকাকালীন তার যে ক'দিন হায়েয হত তা যেন গণনা করে ততোদিন সে অপেক্ষা করে এবং ঐ সময় পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়, তারপর গোসল করে পট্টি বেঁধে নামায পড়ে।

٢٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتَحِيْضَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْكَلَامَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ غَيْرُ الْاَوْزَاعِىِّ. وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُوْنُسُ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاِنَّمَا هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ اَيْضًا اَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهْمٌ مِّنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيْهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِىْ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ.

২৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয় বরং এটা রগবিশেষ থেকে নির্গত রক্ত। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসে আওযায়ী (র) যুহরী, উরওয়া, উমরাহ, আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা) সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ যখন তোমার হায়েয আসে তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন হায়েয চলে যাবে গোসল করে নামায পড়বে।

আবু দাউদ (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য আওযায়ী (র) ব্যতীত যুহ্‌রীর আর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। যুহ্‌রী (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনুল হারিছ, লাইছ, ইউনুস, ইবনে আবু যেব, মা'মার, ইবরাহীম ইবনে সা'দ, সুলায়মান ইবনে কাছীর, ইবনে ইসহাক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। তারা উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উয়াইনাও তাতে শব্দগত কিছু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ 'নবী (সা) তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন'। তবে এটা ইবনে উয়াইনার ধারণাবিশেষ। এছাড়া যুহরী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু রয়েছে, তা আওযায়ী বর্ণিত হাদীসেরই কাছাকাছি।

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ قَالَ اِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ مِّنْ كِتَابِهِ هٰكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا. قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ اِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِىَّ فَلاَ تُصَلِّىْ وَاِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّىْ. قَالَ مَكْحُوْلٌ اِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ اِنَّ دَمَهَا اَسْوَدُ غَلِيْظٌ فَاِذَا ذَهَبَ ذَالِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيْقَةً فَاِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. وَرَوٰى سُمَىٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ اِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ اِذَا زَادَ عَلٰى اَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ اَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ. قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ اَنْقُصُ حَتّٰى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذَالِكَ.

২৮৬। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার রক্তস্রাব হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে উযু করে নামায পড়বে। কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমার রক্তস্রাব হয়েছিল... তারপর অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, আনাস ইবনে সীরীন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ যদি সে গাঢ়, প্রচুর ও ব্যাপক রক্ত দেখে তাহলে নামায পড়বে না। আর পবিত্রতা দেখলে– যদিও তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হয়– গোসল করে নামায পড়বে।

মাকহূল বলেন, মেয়েলোকদের নিকট হায়েযের রক্ত অস্পষ্ট বা অজানা কিছু নয়। হায়েযের রক্ত গাঢ় কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এটা শেষ হয়ে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে তা-ই ইস্তেহাযা। তখন তার গোসল করে নামায পড়া কর্তব্য।... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেন, হায়েয শুরু হলে নামায ছেড়ে দেবে। আর তা শেষ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

সুমাই' প্রমুখ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে আরো বর্ণনা করেছেন ঃ হায়েযের দিনগুলোতে যেন বসে থাকে (অপেক্ষা করে)।... আবু দাউদ বলেন, ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঋতুবতী মেয়েলোকের রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে হায়েযের পর একদিন অথবা দু'দিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। তারপর সে মুস্তাহাযা গণ্য হবে। আত-তায়মী কাতাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার হায়েযের দিন থেকে যদি পাঁচ দিন অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায পড়বে। আত-তায়মী আরো বলেন, আমি তা কমিয়ে দুই দিন ধার্য করেছি। অতএব ঐ দুই দিন হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। ইবনে সীরীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহিলারা এ বিষয়ে অধিক অবগত।

٢٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالاَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَتَكِ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ بِأَيِّهِمَا فَعَلْتِ أَجْزٰى عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضَةٌ مِّنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتّٰى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَّعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَّعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَالِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا يَحِضْنَ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَإِنْ قَوِيتِ عَلٰى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذَالِكَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ هٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ. وَلٰكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئٌ.

২৮৭। হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যন্ত বেশী স্রাব হতো। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা ও মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অত্যন্ত বেশী রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে (নামায ইত্যাদি বিষয়ে) কি পরামর্শ দেন? আমার তো নামায-রোযাও বন্ধ। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হামনা বলেন, তা এর চাইতেও বেশী। তিনি বলেন ঃ কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। হামনা বলেন, তা এর চেয়েও বেশী। আমার তো রীতিমত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। তার কোন একটি অনুসরণ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। উভয়টির উপর যদি আমল করতে পারো, তাহলে তা তুমিই ভালো জানো। তিনি তাকে বললেন ঃ এটা শয়তানের লাথি বা স্পর্শবিশেষ। কাজেই তুমি (প্রতি মাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাত দিন ঋতুবতী ধরে নেবে। আর প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই অবগত। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি নিজেকে পাক-পবিত্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরূপ প্রতি মাসে করো যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। আর তুমি এরূপও করতে পারো ঃ যোহরের নামায দেরীতে এবং আসরের নামায এগিয়ে এনে পড়ে নেবে। গোসল সেরে নিয়ে এভাবে যোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে পড়বে। অপরদিকে মাগরিবকে দেরীতে ও এশাকে এগিয়ে আনবে। গোসল সেরে নিয়ে উভয় নামায একত্রে পড়ে নেবে। আর ফজরের সময় গোসল করে নামায পড়বে ও রোযা রাখবে– যদি এরূপ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি পন্থার মধ্যে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনে সাবিত-ইবনে আকীল (র) বলেন, হামনা (রা) বলেন, দু'টি পন্থার মধ্যে শেষোক্তটিই আমার অধিক পছন্দনীয়। ইবনে আকীল কথাটি হামনার উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা)-এর বক্তব্য নয়। আবু দাউদ বলেন, আমর ইবনে সাবিত রাফেযী বলেন, এটা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'ঈন থেকে বর্ণিত। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে আকীল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমি সন্দিহান।

بَابُ مَا رُوِىَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করবে

٢٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِىْ مِرْكَنٍ فِىْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

২৮৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের সাত বছর যাবত ইস্তেহাযা চলতে থাকে। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয়, বরং এটা হচ্ছে রগ-এর রক্তবিশেষ। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) তার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে একটি বিরাট পাত্রে গোসল করতেন। তার ইস্তেহাযা রক্তের লালিমা পানিকে ছাপিয়ে উঠতো।

٢٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عُمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

২৮৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আয়েশা (রা) বলেন, তিনি (উম্মু হাবীবা) গোসল করতেন প্রত্যেক নামাযের জন্য।

٢٩٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَمْ يَقُلْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ.

২৯০। উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করে নিতেন। ইবনে উয়াইনা তার হাদীসে বলেন "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (প্রত্যেক নামাযের জন্য) গোসল করার নির্দেশ দিলেন"। অবশ্য যুহরী একথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اُسْتَحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ اَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

২৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন গোসল করার। কাজেই তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন। এরূপই বর্ণনা করেছেন আওযায়ীও। তাতে আছে ঃ আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন।

٢٩٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِّنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ اَبِى الْوَلِيْدِ.

২৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের ইস্তেহাযা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি তার নিকট থেকে তা শুনিনি। তিনি সুলাইমান ইবনে কাসীর-যুহরী-উরওয়ার

মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাঊদ বলেন, হাদীসটি আবদুস সামাদও সুলাইমান ইবনে কাসীরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করে নিবে। আবু দাঊদ বলেন, এটা আবদুস সামাদের ধারণা। আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাই এ ব্যাপারে সঠিক।

٢٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتُصَلِّىْ. وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اُمَّ بَكْرٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمَرْاَةِ تَرٰى مَا يُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ اِنَّمَا هِىَ اَوْ قَالَ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ اَوْ قَالَ عُرُوْقٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَقِيْلٍ الْاَمْرَانِ جَمِيْعًا قَالَ اِنْ قَوِيْتِ فَاغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَاِلاَّ فَاجْمَعِىْ كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِىْ حَدِيْثِهِ. وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

২৯৩। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে আবু সালমা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। উক্ত মহিলা ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করে নামায পড়ার জন্য। আবু সালামা (র) বলেন, উম্মু বাক্‌র আমাকে অবহিত করেছেন, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ মহিলার যার পবিত্র হওয়ার পর রক্ত দেখা দেয়, সে যদি সন্দেহে পতিত হয় তাহলে (তার জেনে রাখা দরকার) ওটা হচ্ছে রগ বা রগসমূহ-এর রক্ত বিশেষ। আবু দাঊদ বলেন, ইবনে আকীলের হাদীসে দু'টি বিষয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। অন্যথায় দুই- দুই নামায একত্র করে নিবে, যেরূপ কাসেম তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর একথা বর্ণিত আছে সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে, যা তিনি আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ تُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ মুস্তাহাযার একই গোসলে দুই ওয়াক্তের নামায পড়া

٢٩٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُمِرَتْ اَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً تَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غُسْلاً فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْئٍ.

২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক মহিলা রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হয়। তার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, আসরের নামায শীঘ্র পড়ার ও যোহরের নামায দেরীতে পড়ার, আর উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করার জন্য। অনন্তর তার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো মাগরিবের নামায দেরীতে ও এশার নামায শীঘ্র করে পড়ার এবং উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করার জন্য, আর ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করতে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে কাসেমকে শো'বা জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কারো থেকে কিছু বর্ণনা করি না।

٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَالِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنَّ امْرَأَةً اُسْتُحِيْضَتْ فَسَئَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ.

২৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিনতে সুহাইলের ইস্তেহাযা হলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। নবী (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিলেন। এটা যখন তার জন্য কষ্টসাধ্য হলো, তিনি তাকে একই গোসলে যোহর ও আসর একত্রে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাগরিব ও এশাকে এক গোসলে একত্র করার নির্দেশ দিলেন। আরো নির্দেশ দিলেন ফজরের জন্য গোসল করার।

আবু দাঊদ বলেন, উক্ত হাদীস ইবনে উয়াইনা– আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম– তার পিতার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ এক মহিলার ইস্তেহাযা হলো, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। নবী (সা) তাকে নির্দেশ দিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٩٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَّعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِىْ مِرْكَنٍ فَاِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذَالِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِىِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ.

২৯৬। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের ইস্তেহাযা হয়েছে। কাজেই তিনি এতদিন থেকে নামায পড়ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এটা তো শয়তানের অনিষ্ট বৈ নয়। সে একটি বড়ো (পানির) পাত্রে বসবে। পানির ওপর যদি হলুদ রং দেখতে পায়, তাহলে যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও এশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজরের জন্য একবার করবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য উযু করে নেবে।

আবু দাঊদ বলেন, এ হাদীস মুজাহিদও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, তার পক্ষে যখন গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাকে নবী (সা) দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, রক্ত প্রদরের রোগিণী দুই তুহরের মাঝখানে একবার গোসল করবে

٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَالْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ عُثْمَانُ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ.

২৯৭। আদী ইবনে সাবিত, তার পিতা, তার দাদা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেছেন ঃ হায়েযের দিনগুলোতে সে নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। আর প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। আবু দাউদ বলেন, উসমান (র) আরো বলেছেন, সে রোযা রাখবে ও নামায পড়বে।

٢٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَصَلِّىْ.

২৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। এসে তার নিজের সংবাদ তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ তারপর গোসল করবে ও প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে।

٢٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ مِسْكِيْنٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ يَعْنِىْ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ اِلٰى اَيَّامِ اَقْرَائِهَا.

২৯৯। উম্মু কুলসূম (র) আয়েশা (রা) থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন ঃ ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলা একবার মাত্র গোসল করবে, তারপর তার পবিত্র অবস্থা চলাকালে উযু করে নামায পড়তে থাকবে।

٣٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ عَنْ اَيُّوْبَ اَبِى الْعَلَاءِ

عَنْ اَبِىْ شُبْرُمَةَ عَنِ امْرَاةٍ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عَدِىِّ بْنَ ثَابِتٍ وَّالْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ وَّاَيُّوْبَ اَبِى الْعَلاَءِ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ لاَّ تَصِحُّ وَدَلَّ عَلٰى ضَعْفِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَاَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَنْ يَّكُوْنَ حَدِيْثُ حَبِيْبٍ مَرْفُوْعًا. وَاَوْقَفَهُ اَيْضًا اَسْبَاطٌ عَنِ الْاَعْمَشِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ مَرْفُوْعًا اَوَّلُهُ وَاَنْكَرَ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَّدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ حَبِيْبٍ هٰذَا اَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فِىْ حَدِيْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ. وَرَوٰى اَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ وَّعَمَّارٍ مَّوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوٰى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانُ وَمُغِيْرَةُ وَفِرَاسٌ وَّمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ حَدِيْثِ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. وَّرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَّرَّةً. وَرَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. وَهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ اِلاَّ حَدِيْثَ قَمِيْرَ وَّحَدِيْثَ عَمَّارٍ مَّوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَّحَدِيْثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَالْمَعْرُوْفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ.

৩০০। আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ থেকে বর্ণনা করেন।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, হাবীব ও আইউব আবুল আলা (র) থেকে আদী ইবনে ছাবিত ও আল-আ'মাশ (র) কর্তৃক বর্ণিত এই প্রসঙ্গের সব হাদীসই যঈফ, সহীহ নয়। হাবীব বর্ণিত হাদীসটি মারফু হওয়ার বিষয়টি হাফস ইবনে গিয়াছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয়েশা (রা) থেক আল-আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মওকুফ হওয়ার ব্যাপারে আসবাত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

আবূ দাঊদ বলেন, ইবনে দাঊদ হাদীসটির প্রথমাংশ মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (রক্ত প্রদরের রোগিণীর) উযু করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা) মুস্তাহাযা সংক্রান্ত

হাদীসে বলেন, তিনি (মুস্তাহাযা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন– এই রিওয়ায়াত হাবীব (র) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের দুর্বলতা নির্দেশ করে।

আবুল ইয়াকলান-আদী ইবনে সাবিত-তার পিতা আলী (রা) এবং বনু হাশিমের মুক্ত দাস আম্মার ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালেক ইবনে মাইসারা-বাইয়ান আল-মুগীরা, ফিরাস ও মুজলিদ আশ-শা'বী-কুমাইর-আয়েশা (রা) সূত্রে আছে : "রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।" দাউদ-আসেম-আশ-শা'বী-কুমাইর-আয়েশা (রা) সূত্রে এসেছে : "সে প্রতিদিন একবার মাত্র গোসল করবে।"

হিশাম-উরওয়া-তার পিতার সূত্রে আছে : "রক্ত প্রদরে আক্রান্ত নারী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে।" এইসব সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ যঈফ-কুমাইর-এর হাদীস, বনু হাশিমের মুক্ত দাস আম্মারের হাদীস এবং হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত। ইবনে আব্বাস (রা)-র প্রসিদ্ধ মত হলো, "রক্ত প্রদরে আক্রান্ত রোগিণীকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতে হবে।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারী দুই যোহরের নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করবে

٣٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلاَهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْئَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَاِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اِسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ. وَكَذَالِكَ رَوٰى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اِمْرَاَتِهِ عَنْ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ اِلاَّ اَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ. وَفِيْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ قَالَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَقَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ اِنِّيْ لاَاَظُنُّ حَدِيْثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ قَالَ فِيْهِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ وَلٰكِنِ الْوَهْمُ دَخَلَ فِيْهِ. فَقَلَّبَهَا النَّاسُ فَقَالُوْا مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ. وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَالَ فِيْهِ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ فَقَلَّبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ.

৩০১। আবু বাক্‌র (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুমাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

কা'কা'আ ও যায়েদ ইবনে আস্‌লাম (র) সুমাইকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিকট পাঠালেন। যাতে সুমাই তাকে জিজ্ঞেস করেন, মুস্তাহাযা কিভাবে গোসল করবে? সাঈদ (র) বললেন, মুস্তাহাযা গোসল করবে যোহর থেকে যোহর পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রত্যেক যোহর নামাযের পূর্বে গোসল করবে)। আর অযু করবে প্রত্যেক নামাযের জন্য। যদি অত্যধিক রক্তস্রাব হয় তাহলে যেন কাপড়ের পট্টি পরিধান করে।

আবু দাঊদ বলেন, ইবনে উমার ও আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে ঃ গোসল করবে এক যোহর থেকে পরবর্তী যোহর পর্যন্ত। আর এরূপই বর্ণনা রয়েছে আয়েশা (রা) থেকে। কিন্তু তাতে দাঊদ বলেছেন, প্রত্যেক দিন (গোসল করতে হবে)। আর আসেমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ যোহরের সময় গোসল করবে। আর একই অভিমত হলো সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান ও আতা (র)-এর। ইমাম মালেক বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের হাদীস এরূপ হবে ঃ সে গোসল করবে এক তোহর (পবিত্রাবস্থা) থেকে আরেক তোহরে। কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। একই হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসওয়ার ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবু'। তাতে তোহর থেকে তোহর পর্যন্তই রয়েছে। কিন্তু লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে যোহর থেকে যোহর পর্যন্ত করে নিয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, মুস্তাহাযা প্রতি দিন একবার গোসল করবে, কিন্তু তিনি বলেননি– সে যুহরের ওয়াক্তে একবার গোসল করবে

٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مُّعْقِلِ الْخَثْعَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ اِذَا انْقَضٰى حَيْضُهَا اِغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَاتَّخَذَتْ صُوْفَةً فِيْهَا سَمْنٌ اَوْ زَيْتٌ.

৩০২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেহাযা আক্রান্ত মহিলার যখন হায়েযকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক দিন গোসল করবে এবং ঘি অথবা তেলবিশিষ্ট একটি কাপড় লজ্জাস্থানে ব্যবহার করবে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الاَيَّامِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ মুস্তাহাযা মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে

٣٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّىْ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِى الاَيَّامِ.

৩০৩। মুহাম্মাদ ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, হায়েযের দিনগুলোতে সে নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। তারপর মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে।

টীকা ঃ শরীয়াতে হায়েযের দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই ইস্তেহাযা বলা হয়। এ সময় নামায-রোযা ইত্যাদি ত্যাগ করা যাবে না এবং তখন সহবাস করা জায়েয। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে এ সময় সহবাস করা যাবে না। এ হাদীসে ইস্তেহাযা চলাকালে প্রতিদিন গোসলের কথা বলা হয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ মুস্তাহাযা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে

٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُّحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَثَنَا بِهِ ابْنُ عَدِىٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلٰى اَبِىْ جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

৩০৪। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা)-র ইস্তেহাযা রোগ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যখন হায়েযের রক্ত নির্গত হয়, তা কালো রংয়ের হয়ে থাকে তা সহজেই চেনা যায়। তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। যখন অন্য রকম রক্ত নির্গত হবে তখন উযু করে নামায পড়বে। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) আবু জা'ফারের সাথে মতৈক্য পোষণ করে বলেন, 'রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে'।

بَابُ مَنْ لَّمْ يَذْكُرِ الْوُضُوْءَ اِلاَّ عِنْدَ الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ উযু ভংগ হলেই কেবল মুস্তাহাযাকে উযু করতে হবে

٣٠٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ نَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنْ تَنْتَظِرَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ فَاِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

৩০৫। 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের ইস্তেহাযা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের দিনসমূহে (নামায ইত্যাদির ব্যাপারে) অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন, তারপর গোসল করে নামায পড়ার হুকুম দিলেন। আর তিনি যদি উযু ভংগ হওয়ার মত কিছু অনুভব করেন, তাহলে উযু করে নামায পড়তে বললেন।

٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوْأً عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ اِلاَّ اَنْ يُّصِيْبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ اَنَسٍ.

৩০৬। রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তার অভিমত হলো, মুস্তাহাযার জন্য প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার দরকার নেই। কিন্তু যদি তার উযু নষ্ট হয়ে যায়, অবশ্যই ইস্তেহাযা ছাড়া, তাহলে উযু করে নিবে। আবু দাউদ বলেন, মালিক ইবনে আনাসের এই মত।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ কোন মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণ বা ময়লা দেখলে

٣٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

৩০৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত করেছিলেন। তিনি বলেন, হায়েয থেকে পাক হয়ে যাওয়ার পর ময়লা বা হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়েযের মধ্যে) গণনা করতাম না।

٣٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمَاعِيْلُ نَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُمُّ الْهُذَيْلِ هِىَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ كَانَ ابْنُهَا اِسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاِسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ.

৩০৮। উম্মু আতিয়্যা (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উম্মুল হোযাইল হচ্ছেন হাফসা বিনতে সীরীন। তার ছেলের নাম ছিল হোযাইল এবং স্বামীর নাম আবদুর রহমান।

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ মুস্তাহাযার সাথে স্বামীর সহবাস করা

٣٠٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ مُعَلَّى ثِقَةٌ وَكَانَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِىْ عَنْهُ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِى الرَّأْيِ.

৩০৯। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা)-র ইস্তেহাযা হতো। এ অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র) মুআল্লাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন না। কারণ তিনি নিজ মতামত প্রয়োগ করতেন।

٣١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.

৩১০। হামনা বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুস্তাহাযা থাকতেন। এমতাবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ وَقْتِ النُّفَسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ নেফাসের সময়সীমা নির্ধারণের বর্ণনা

٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِىْ عَلٰى وُجُوْهِنَا الْوَرْسَ يَعْنِىْ مِنَ الْكَلَفِ.

৩১১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নেফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত যাবত অপেক্ষারত

থাকতে (অর্থাৎ নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতো)। আর আমরা আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস্ (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম, মুখের দাগ দূর করার জন্য।

٣١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِىْ حِبِّىْ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَزْدِيَّةُ يَعْنِىْ مُسَّةَ قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِيْنَ صَلٰوةَ الْمَحِيْضِ فَقَالَتْ لاَ يَقْضِيْنَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِى النِّفَاسِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ صَلٰوةِ النِّفَاسِ. قَالَ مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ حَاتِمٍ وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنٰى اُمَّ بُسَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَثِيْرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ اَبُوْ سَهْلٍ.

৩১২। কাসীর ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আয্দ গোত্রীয় মুস্সাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে গিয়েছিলাম। তখন উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গিয়েছিলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! সামুরা ইবনে জুনদুব্ (রা) মেয়েলোকদের হায়েযকালীন নামায কাযা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, না ঐ নামায কাযা করতে হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা নেফাসের সময় চল্লিশ দিন যাবত বসে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেফাসকালীন নামায কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ হায়েয থেকে পাক হওয়ার গোসল করার নিয়ম

٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ ثَنَا سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ اَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اُمَيَّةَ بِنْتِ اَبِى الصَّلْتِ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِىْ قَالَتْ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصُّبْحِ فَاَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ فَاِذَا بِهَا دَمٌ مِّنِّىْ وَكَانَتْ اَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ

فَتَقَبَّضْتُ اِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَتْ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِىْ وَرَاَى الدَّمَ قَالَ مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاَصْلِحِىْ مِنْ نَفْسِكِ ثُمَّ خُذِىْ اِنَاءً مِّنْ مَاءٍ فَاطْرَحِىْ فِيْهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِىْ مَا اَصَابَ الْحَقِيْبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُوْدِىْ لِمَرْكَبِكِ قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَىْءِ قَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَةٍ اِلاَّ جَعَلَتْ فِىْ طُهُوْرِهَا مِلْحًا وَاَوْصَتْ بِهِ اَنْ يُّجْعَلَ فِىْ غُسْلِهَا حِيْنَ مَاتَتْ.

৩১৩। উমাইয়্যা বিনতে আবুস সাল্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি গিফার গোত্রের এক মহিলার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পেছনে উটের উপর হাওদায় প্রকোষ্ঠে চড়ালেন। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলা উটের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি নেমে যখন উটকে বসালেন, আমিও ঐ প্রকোষ্ঠ থেকে নামলাম এবং তাতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এটা ছিল আমার প্রথম হায়েয। এতে আমি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উটের সাথে মিলে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার এ অবস্থা দেখলেন এবং রক্তও দেখতে পেলেন তখন বললেন তোমার কি হলো? সম্ভবত তোমার হায়েয শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেকে সামলে নাও (অর্থাৎ কিছু বেঁধে নাও, যাতে রক্ত বাইরে কিছুতে লাগতে না পারে)। তারপর একটি পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে তাতে কিছু লবণ ফেলে দাও। অতঃপর ঐ পানি দিয়ে হাওদায় যে রক্ত লেগেছে তা ধুয়ে ফেলো। তরপর ঐ জয়গায় আরোহণ করো। উক্ত মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার জয় করলেন, তখন আমাদেরকেও একটি অংশ দিলেন– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে। এরপর ঐ মহিলা যখনই হায়েয থেকে পবিত্র হতেন, তখনি পানিতে লবণ মিশিয়ে নিতেন (তারপর ব্যবহার করতেন)। মৃত্যুকালেও তিনি ওসিয়াত করে যান যেন তার গোসলের পানিতে লবণ মেশানো হয়।

٣١٤– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ اَسْمَاءُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ اِحْدَانَا اِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ شَعْرِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ عَلٰى جَسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا. قَالَتْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِىْ يَكْنِىْ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا تَتَّبِعِيْنَ اَثَارَ الدَّمِ.

৩১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন ঃ প্রথমে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উযু করবে, মাথা ধুইবে ও তা রগড়াবে। যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কাপড় দিয়ে গা মুছে পাক করে নেবে। আসমা (রা) বললেন, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হবো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইশারা-ইংগিতে যা বোঝাতে চেয়েছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি তাকে বলে দিলাম, যেখানে রক্ত লেগে থাকে কাপড় দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করে ফেলবে।

٣١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فَاَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا. قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ اَبُوْ عَوَانَةَ يَقُوْلُ فِرْصَةً وَكَانَ اَبُو الْاَحْوَصِ يَقُوْلُ قَرْصَةً.

৩১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বললেন। তাদের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো... এরপর আবু আওয়ানা উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তাতে 'মিশ্‌ক মিশ্রিত কাপড়' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। মুসাদ্দাদ বলেন, আবু আওয়ানা 'কাপড়ের টুকরা' উল্লেখ করেছেন, আর আবুল আহ্‌ওয়াস 'সামান্য কাপড়ের' কথা বলেছেন।

٣١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَقَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا وَاسْتَتَرَ بِثَوْبٍ. وَزَادَ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ تَأْخُذِيْنَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِيْنَ

اَحْسَنَ الطُّهُوْرِ وَاَبْلَغَهُ ثُمَّ تَصُبِّيْنَ عَلٰى رَأْسِكِ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلُكِيْنَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ شُئُوْنَ رَأْسِكِ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ. وَ قَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَّسْأَلْنَ عَنِ الدِّيْنِ وَاَنْ يَّتَفَقَّهْنَ فِيْهِ.

৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই শো'বা (র) বলেন, নবী (সা) মিশ্‌ক মিশ্রিত কাপড়ের কথা বললেন। আসমা বললেন, তা দিয়ে আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্র হবে– অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন হবে। এই বলে তিনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলেন। এ হাদীসে শো'বা আরো বলেছেন, তুমি পানি নিয়ে অতি উত্তমরূপে পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা রগড়াবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। তারপর সারা গায়ে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসারী মহিলারা খুবই উত্তম। দীন সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে বা এ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জনের ব্যাপারে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখে না।

بَابُ التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ তায়াম্মুমের বর্ণনা

٣١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَاُنَاسًا مَعَهُ فِىْ طَلَبِ قِلَادَةٍ اَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَاَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ فَاَنْزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ. زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرْحَمُكِ اللّٰهُ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلاَّ جَعَلَ لَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلَكِ فِيْهِ فَرَجًا.

৩১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসাইদ ইবনে হুদাইর ও তার সাথে আরো কয়েকজন লোককে পাঠালেন হার অনুসন্ধান করার জন্য যেটি আয়েশা (রা) হারিয়ে ফেলেছিলেন। পথে নামাযের ওয়াক্ত হলো। লোকেরা বিনা উযুতেই নামায পড়ে না। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁকে জানান। এ সময়ই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল

হয়। ইবনে নুফাইলের বর্ণনায় আরো আছে ঃ উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। এমন একটি বিষয় যা আপনার নিকট অপছন্দনীয়, সে উপলক্ষেই আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ও আপনার জন্য সহজ একটি বিধান নাযিল করলেন।

টীকা ঃ (ক) তায়াম্মুম হলো, পানি না পাওয়া গেলে বা তার ব্যবহার ক্ষতিকর হলে মাটির সাহায্যে তাহারাত অর্জন। তায়াম্মুম উযু অথবা গোসল বা উভয়টির বিকল্প ও পরিপূরক হতে পারে। হানাফীদের মতে একটি মসৃণ পাথরও হাত দ্বারা স্পর্শ করে তায়াম্মুম করলে সিদ্ধ হবে। তায়াম্মুমের জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য ঃ (১) নিয়াত করা, (২) মুখমণ্ডল ও (৩) কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা।

(খ) ঐ লোকেরা বিনা উযুতে ও বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়েছিলেন। কারণ তখনও তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়নি।

٣١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيْدِ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا وُجُوْهَهُمْ مَسْحَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاِبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ.

৩১৮। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফরজ নামাযের জন্য পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে গিয়ে মাটির ওপর হাত মেরে প্রথমে মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করলেন। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে বগল সমেত পুরো হাত মাসেহ করলেন।

٣١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُوْنَ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْاِبَاطَ قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ اِلٰى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.

৩১৯। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ মুসলমানরা দাঁড়িয়ে মাটিতে হাত মারলেন, আর মাটি হাতে নিলেন না। তারপর একই রকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কাঁধ ও বগলের উল্লেখ করেননি। ইবনে লাইস বলেন, সাহাবীরা কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত মাসেহ করেছেন।

٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِاُوْلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَالِكَ حَتّٰى اَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَاَيْدِيَهُمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاِبَاطِ. زَادَ ابْنُ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ بِهٰذَا النَّاسُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُوْنُسُ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ. وَكَذَالِكَ قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَشَكَّ فِيْهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ فِيْهِ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَوْعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً قَالَ عَنْ اَبِيْهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ وَفِىْ سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الضَّرْبَتَيْنِ اِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ.

৩২০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বনি মুস্তালিকের যুদ্ধে) উলাতুল জায়েশ (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) নামক স্থানে রাত যাপনের জন্য অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আয়েশা (রা)। এখানে আয়েশার যেফারী আকিকের হারটি হারিয়ে যায়। ঐ হার অনুসন্ধানের জন্য লোকজন সেখানে যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হয়। এমনকি সেখানে ভোর হয়ে গেলো। তাদের সাথে

পানিও ছিলো না। আবু বাক্‌র (রা) আয়েশা (রা)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমিই লোকদের আটকে রেখেছো। অথচ তাদের সাথে পানি নেই। এ সময় মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল মুসলমান উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাদের হাত জমিনে মারলেন। তারপর হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন ও পরে হাত মাসেহ করলেন কাঁধ পর্যন্ত এবং হাতের নিচে বগল পর্যন্ত। ইবনে ইয়াহ্‌ইয়ার বর্ণনায় আরো আছে ঃ ইবনে শিহাব বলেছেন, তাদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই [কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এরূপ করেছেন]।

আবু দাউদ (র) বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক। তাতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দু'বার মাটিতে হাত মারার বিষয় উল্লেখ করেছেন, ইবনে উয়াইনা এতে সন্দেহ করেছেন।... যুহরী বলেন, আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের কেউ দু'বার হাত মারার কথা বলেননি।

٣٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَىْ عَبْدِاللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لاَ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ يَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى وَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِهٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَنَفَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَبِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

৩২১। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসা (রা)-এর সামনে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! যদি কারো উপর গোসল ফরয হয় এবং এক মাস যাবত পানি না পায়, তাহলে সে কি তায়াম্মুম করতে পারে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাঁ, যদিও সে এক মাস যাবত পানি না পায়। আবু মূসা (রা) বললেন, তাহলে সূরা মাইদার যে আয়াত রয়েছে ঃ "তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো"– সেই সম্পর্কে কি বলতে চাও? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি লোকদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তারা পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা হলে তায়াম্মুম করা শুরু করে দিবে। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, এজন্যই তোমরা তায়াম্মুম করা অপছন্দ করছো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, তুমি কি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণিত হাদীস শোনোনি, যা তিনি উমার (রা)-কে বলেছিলেন? আম্মার (রা) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। পথে আমি অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পেলাম না। কাজেই আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম যেরূপ চতুষ্পদ প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে থাকে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি জমিনে হাত মারলেন। তারপর মাটি ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন। এরপর বাঁ হাত ডান হাতের ওপর মারলেন, অতঃপর ডান হাত বাঁ হাতের ওপর মারলেন– উভয় হাতের কব্জির ওপর। তারপর মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন ঃ আপনার কি জানা নেই যে, উমার (রা) আম্মারের কথার উপর নির্ভর করেননি?

টীকা ঃ উমার (রা) তায়াম্মুম সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তার কারণ হলো, 'যার ওপর গোসল ফরয হয় তার পক্ষেও তায়াম্মুম করা জায়েয'– একথা তার জানা ছিলো না। তিনি নাপাক ব্যক্তির জন্য গোসল করা অপরিহার্য বলেই জানতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও এ মাসআলায় উমার (রা)-র অনুসারী ছিলেন। কুরআন শরীফের আয়াত "তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ কর"-কে সহবাসের অর্থে গ্রহণ না করে তিনি আদর-সোহাগের অর্থেই গ্রহণ করতেন যা কেবল ক্ষেত্র বিশেষে উযু ভংগকারী। অধিকাংশ সাহাবীদের অভিমত তার বিপরীত ছিল। আর হাদীসসমূহের ভাষ্যও জমহুর সাহাবীদের মতের পোষকতা করে। উযু ভংগ হলে বা গোসল ফরয হলে উভয় অবস্থায়ই তায়াম্মুম করা সিদ্ধ।

(খ) হাদীসের শেষাংশে যে মাটিতে হাত মারার কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার অর্থ নবী (সা) এক হাতই মেরেছেন। তাতে যে মাটি লেগেছিল তা অপর হাতের তালুতে লাগান ও কব্জির ওপর মাসেহ করেন। তারপর ঐ হাতেই মুখমণ্ডল মাসেহ করেন। এতে প্রমাণিত হয়, তায়াম্মুমে মাটিতে একবার হাত মারাই যথেষ্ট। আর তা দ্বারা উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত, মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা জায়েয। দু'বার হাতমারা জরুরী নয়।

٣٢٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِىُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ اَوِ الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ اَمَّا اَنَا فَلَمْ

اَكُنْ اُصَلِّىْ حَتّٰى اَجِدَ الْمَاءَ قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا تَذْكُرُ اِذْ كُنْتُ اَنَا وَاَنْتَ فِى الْاِبِلِ فَاَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلٰى نِصْفِ الذِّرَاعِ. فَقَالَ عُمَرُ يَا عُمَّارُ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ شِئْتَ وَاللّٰهِ لَمْ اَذْكُرْهُ اَبَدًا فَقَالَ عُمَرَ كَلاَّ وَاللّٰهِ فَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَالِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

৩২২। আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, আমরা কোন জায়গায় (যেখানে পানি থাকে না) এক মাস/দুই মাস অবস্থান করে থাকি (সেখানে অপবিত্র হয়ে গেলে কি করবো)। উমার (রা) বলেন, আমি তো ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বো না, যতক্ষণ যাবত পানি না পাওয়া যাবে। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা মনে নেই, যখন আমি ও আপনি উটের পালে ছিলাম। আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জানালাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি মাটিতে উভয় হাত মারলেন ও হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন ও উভয় হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মুছলেন। উমার (রা) বলেন, হে আম্মার! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি চাইলে আমি আর কখনো তা বর্ণনা করবো না। উমার (রা) বলেন, না, আমার উদ্দেশ্য তা নয়, বরং তোমার বক্তব্যের স্বাধীনতা তোমাকে দিচ্ছি।

٣٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا حَفْصٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ اِلٰى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى. وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ.

৩২৩। ইবনে আব্‌যা (র) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ নবী (সা) বলেছেন ঃ হে আম্মার! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত জমিনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর এক হাত অপর হাতের ওপর মারলেন। তারপর নিজের চেহারা মাসেহ করলেন ও হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করলেন। তবে একবারের হাত মারায় হাতের কুনুই পর্যন্ত পৌছল না।

٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَعْنِىْ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ.

৩২৪। আম্মার (রা) থেকে উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ নবী (সা) বলেছেনঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট– এই বলে তিনি জমিনে হাত মারলেন এবং হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মসেহ করলেন। সালামা এতে সন্দেহ করেছেন। তিনি বলেন, আমার জানা নেই, তিনি কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করেছেন, না হাতের কব্জি পর্যন্ত।

٣٢٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِى الْاَعْوَرَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الذِّرَاعَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ كَانَ سَلَمَةُ يَقُوْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ ذَاتَ يَوْمٍ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَاِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

৩২৫। শো'বা (র) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, আম্মার (রা) বলেন, তিনি তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডলের ওপর ও উভয় হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত অথবা মধ্যাঙ্গুলির মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। শো'বা বলেন, সালামা বলতেন, উভয় হাতের কব্জি, মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। একদিন মানসূর তাকে বললেন, কি বলছেন, বুঝে শুনে বলুন। আপনি ছাড়া কিন্তু আর কেউ "যিরআইন' অর্থাৎ মধ্যাঙ্গুলির মাথা থেকে কনুই পর্যন্তের কথা উল্লেখ করতেন না।

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ

فَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ اِلَى الْاَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفُخْ وَذَكَرَ حُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحِكَمِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ وَنَفَخَ.

৩২৬। আম্মার (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত একই হাদীসে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, জমিনে হাত নিক্ষেপ করে তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করে নেবে। তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাঊদ বলেন, উক্ত হাদীসই বর্ণনা করেছেন শো'বা, হুসাইন, আবু মালিক থেকে। আবু মালিক বলেন, আমি আম্মারকে এরূপই খুতবায় বলতে শুনেছি। কিন্তু তাতে 'তিনি ফুঁ দেননি' শব্দগুলোর উল্লেখ রয়েছে। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ, শো'বা, হাকাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ নবী (সা) জমিনে হাত মেরে ফু দিলেন।

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَاَمَرَنِىْ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

৩২৭। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের জন্য (মাটিতে) একবারই হাত মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا اَبَانُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

৩২৮। আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা (রা)-কে সফররত অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমার নিকট এক মুহাদ্দিস শা'বী, আবদুর রহমান ইবনে আবযা, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কনুই পর্যন্ত" বলেছিলেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ আবাসে অবস্থানকালে তায়াম্মুম করা

٣٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اَبُو الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

৩২৯। ইবনে আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রওনা করলাম। আমরা আবুল জুহায়েম ইবনুল হারিস ইবনুল সিম্মাহ আল-আন্সারী (রা)-র নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। আবুল জুহায়েম বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরে জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম)-এর দিক থেকে আসছিলেন। পথে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। সে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের নিকট এসে উপনীত হলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করলেন, তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।

٣٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَوْصِلِىُّ اَبُوْ عَلِىٍّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ ثَنَا نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلٰى

الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ اِلاَّ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ رَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيْثًا مُنْكَرًا فِى التَّيَمُّمِ. قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَلٰى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.

৩৩০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে তার এক কাজে গেলাম। ইবনে উমার ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে তার কাজ সমাধা করলেন। ঐ দিন ইবনে উমার (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি কোন এক গলির ভেতর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিক্রম করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন পায়খানা অথবা পেশাব করে বের হচ্ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। তিনি জবাব দিলেন না। লোকটি যখন (অন্য) গলিতে ঢুকে যাওয়ার নিকটবর্তী হলো, তিনি তাঁর উভয় হাত দেয়ালে মেরে মুখ মাসেহ করলেন। আবার হাত মেরে উভয় হাত মাসেহ করলেন। তারপর সালামের জবাব দিলেন। আর বললেন ঃ আমি তোমার সালামের জবাব এজন্যই দেইনি যে, আমি তখন পাক ছিলাম না।

٣٣١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِىُّ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ اِنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

৩৩১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে ফিরছিলেন। বিরে জামালের নিকট এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়াল পর্যন্ত এসে উপনীত হলেন। দেয়ালে তিনি হাত মেরে তারপর মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করলেন এবং লোকটির সালামের জবাব দিলেন।

بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ জুনূব (নাপাক) ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

٣٣٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيَّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيْهَا فَبَدَوْتُ اِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيْبُنِي الْجَنَابَةُ فَاَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَسَكَتُّ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ اَبَا ذَرٍّ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ فَدَعَا لِيْ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِيْ بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَاَنِّيْ اَلْقَيْتُ عَنِّيْ جَبَلاً فَقَالَ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاَمِسَّهُ فَاِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَيْمَةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِيْثُ عَمْرٍو اَتَمُّ.

৩৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশ কিছু বকরী জমা হলো। তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! এগুলোকে জংগলে নিয়ে যাও। আমি বকরীগুলো নিয়ে রাবযাহ (মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রাম)-এর দিকে গেলাম। সেখানে আমি নাপাক হলাম। আমি পাঁচ-ছ'দিন যাবত এমনি কাটালাম (পানির অভাবে গোসল না করেই নামায পড়তাম)। যখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম (তাঁকে এ বিষয়ে জানালাম)। তিনি বললেন ঃ আবু যার! আমি নিশ্চুপ রইলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক! তোমার মার দুঃখ হোক! এই বলে তিনি একটি কালো ক্রীতদাসীকে ডাকলেন। সে একটি বড় পাত্রে করে পানি নিয়ে আসলো। সে আমাকে একটি কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিল। অপরদিকে আমি উট দিয়ে পর্দা করে নিলাম, তারপর গোসল করলাম। আমার মনে হলো, যেন আমার উপর থেকে একটি পাহাড় সরে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ পাক মাটিই হলো মুসলমানদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের বাহন, যদিও দশ বছরের জন্যও হয় (অর্থাৎ যদি দশ বছর যাবতও পানি না পাওয়া যায়)। যখন পানি পেয়ে যাবে তখন পানি ব্যবহার করবে। কারণ পানি হলো অধিকতর উত্তম। মুসাদ্দাদ বলেন, ঐ বকরীগুলো ছিল যাকাতের বকরী। আর আমরের হাদীস পরিপূর্ণ।

٣٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاَهَمَّنِىْ دِيْنِىْ فَاَتَيْتُ اَبَا ذَرٍ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اِنِّى اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِىْ اِشْرَبْ مِنْ اَلْبَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ وَاَشُكُّ فِىْ اَبْوَالِهَا فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَكُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِىَ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَاُصَلِّىْ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِىْ رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَهُوَ فِىْ ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ ذَرٍّ فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِىْ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَاُصَلِّىْ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ فَاَمَرَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَجَاءَ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلْاَنَ فَتَسَتَّرْتُ اِلَى بَعِيْرٍ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ وَاِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ اِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاَمِسَّهُ جِلْدَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ لَمْ يَذْكُرْ اَبْوَالَهَا هٰذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَّلَيْسَ فِىْ اَبْوَالِهَا اِلاَّ حَدِيْثُ اَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ.

৩৩৩। আবু কিলাবা (র) থেকে বনু আমের গোত্রের এক লোকের সূত্রে বর্ণিত। লোকটি বললো, আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি। দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আমার খুব আগ্রহ জাগলো। তাই আমি আবু যার (রা)-র নিকট এলাম। আবু যার (রা) বললেন, মদীনার আবহাওয়া আমার (স্বাস্থ্যের) জন্য অনুকূল হয়নি বা আমি পেটের রোগে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতক উট-বকরীর দুধ পান করার আদেশ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন ঃ পেশাব পান করার জন্যও আদেশ করেছেন। আবু যার (রা) বললেন, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। অতএব আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন ছিল বেলা দ্বিপ্রহর। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন মসজিদের ছায়ায়। তিনি বললেন ঃ আবু যার নাকি! আমি বললাম, হাঁ, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি, হে

আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তা কিভাবে তুমি ধ্বংস হলে? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এক কালো ক্রীতদাসী একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। পানিতে পরিপূর্ণ না থাকায় সেটি দুলছিল। আমি একটি উটকে পর্দা বানিয়ে গোসল করে নিলাম। গোসল সেরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! পাক মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর যাবত পানি না পাওয়া যায়। পানি পাওয়া গেলে তাতে শরীর ধৌত করে নাও।

আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস আইউবের সূত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রিওয়ায়াত করেছেন। এই বর্ণনায় "এগুলোর পেশাব" শব্দটি উল্লেখ নাই। এটা সহীহ নয়। আনাস (রা)-র হাদীসেই কেবল "এগুলোর পেশাব" শব্দটি উল্লেখ আছে, যা কেবল বসরাবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ اَيَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ঠাণ্ডা লাগার আশংকা হলে নাপাক ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারে?

٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَّزِيْدِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاَشْفَقْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ فَاَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِاَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِاَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبٌ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ مَنَعَنِىْ مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِىٌّ مَّوْلٰى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ وَلَيْسَ ابْنُ جُبَيْرِبْنِ نُفَيْرٍ.

৩৩৪। আমর ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুব শীতের এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। এটা ছিল যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোলস করি তাহলে মরেই যাবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের নামায পড়ালাম। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কি হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের নামায পড়িয়েছ! আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবিহত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্‌র এই বাণীও শুনেছি ঃ "তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান" (সূরা নিসা ঃ ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, আর কিছু বললেন না।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঠাণ্ডার দরুন যদি জীবনাশংকা দেখা দেয় বা বিশেষ ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেই চলবে। পরে রোদ উঠলে গোসল করবে এবং নামাযের কাযা করতে হবে না।

٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلٰى سَرِيَّةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ هٰذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيْهِ فَتَيَمَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ هٰذَا الْقِصَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيْهِ فَتَيَمَّمَ.

৩৩৫। আমর ইবনুল আস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস (রা) একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন ও বলেন ঃ তারপর তিনি তার শরীরের ময়লা জমা হবার স্থানগুলি ধুয়ে ফেলেন এবং নামাযের উযু করে নামায পড়ান। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন ও তায়াম্মুমের উল্লেখ করেননি। আবু দাঊদ বলেন, এ ঘটনা আওযায়ী (র)-হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তায়াম্মুমের উল্লেখ আছে।

بَابُ الْمَجْدُوْرِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

٣٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَنْطَاكِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ اَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْبِرَ بِذَالِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلاَّ سَأَلُوْا اِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ اَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوْسٰى عَلٰى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

৩৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় পাথরের আঘাত লেগে মাথা ফেটে যায়। তার স্বপ্নদোষ হলে সে সাথীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমাকে তায়াম্মুমের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি দাও? তারা বললো, না, তুমি কিভাবে তায়াম্মুম করবে? তুমি তো পানি ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব সে গোসল করলো। ফলে সে মৃত্যুবরণ করলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তাঁকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন ঃ এরা অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের হত্যা করেন। তাদের যখন সমাধান জানা ছিলো না, তাদের কর্তব্য ছিল জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেয়া। কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো জিজ্ঞেস করা। ঐ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। আর যখমের ওপর কাপড় বেঁধে তার ওপর মাসেহ করে অবশিষ্ট পুরো শরীর ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হতো।

٣٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الْاَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِى الْاَوْزَعِيُّ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَصَابَ رَجُلاً جَرْحٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ فَاُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ.

৩৩৭। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি আহত হয়। তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হলো। অতএব সে গোসল করলে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি বলেন ঃ এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের হত্যা করেন! অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞেস করা নয় কি?

بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَايُصَلِّيْ فِى الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেয়ে গেলো

٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَّرْوِيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيْرَةَ بْنِ اَبِىْ نَاجِيَةَ عَنْ بَحْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ذِكْرُ اَبِىْ سَعِيْدٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ هُوَ مُرْسَلٌ.

৩৩৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে বের হলো। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। তারা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলো। এরপর তারা পানি পেলো। তখনো নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। একজন উযু করে পুনরায় নামায পড়লো। অপরজন পুনরায় নামায পড়লো না। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালো। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি সুন্নাতের ওপর আমল করেছ। তোমার প্রথম নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায পড়েছে, তার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসে আবু সাঈদ (রা)-র নাম যুক্ত করা সঠিক নয়। মূলত এটি মুরসাল হাদীস।

٣٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৩৯। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দু'জন লোক... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِى الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা

٣٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ اَتُحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرَ اَلْوُضُوْءُ اَيْضًا اَوَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

৩৪০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা তাকে অবহিত করেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো। উমার (রা) তাকে বললেন, তোমাদের কি নামায থেকে বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে? লোকটি বললো, না, ঠিক তা নয়। বরং আযান শোনার পরই আমি উযু করেছি (তারপর এসেছি)। উমার (রা) বললেন, শুধু কি উযু করেছ? তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি শোননি ঃ তোমাদের কেউ যখন জুমুআর নামাযে যায়, সে যেন গোসল করে নেয়?

٣٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৩৪১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ওপর গোসল করা ওয়াজিব।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, এ ওয়াজিবের অর্থ ইচ্ছা সাপেক্ষ ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, ফরয বা আবশ্যকর্তব্য নয়।

٣٤٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِىُّ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ

وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ اِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَجْزَاَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاِنْ اَجْنَبَ.

৩৪২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য জুমুআর নামাযে যাওয়া কর্তব্য এবং প্রত্যেক জুমুআর নামাযে গমনকারীর জন্য গোসল করা জরুরী।

আবু দাউদ (র) বলেন, জুমুআর দিন ফজরের সময় হওয়ার পর গোসল করলেও যথেষ্ট হবে, যদিও তা জানাবাতের গোসল হয়।

٣٤٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ يَزِيْدُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَاَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِىْ قَبْلَهَا قَالَ وَيَقُوْلُ اَبُوْهُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدُ بْنِ سَلَمَةَ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلاَمَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ.

৩৪৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে, তারপর জুমুআর নামায পড়তে মসজিদে যাবে ও লোকদের ঘাড় না টপকাবে (অর্থাৎ যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে) এবং তার ভাগ্যে মহান আল্লাহ যা রেখেছেন সে অনুপাতে নামায পড়ে নীরবতা অবলম্বন করবে– ঐ সময় থেকে যখন ইমাম খুতবার জন্য বের হবেন, এমনকি নামায শেষ করা পর্যন্ত, তাহলে এটা কাফ্ফারা হয়ে যাবে– এ জুমুআ ও

তার পূর্ববর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহও মাফ হবে। কারণ নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ هِلاَلٍ وَّبُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَاقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمُسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قُدِّرَ لَهُ اِلاَّ اَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَقَالَ فِى الطِّيْبِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ.

৩৪৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ওপর জুমুআ'র দিন গোসল করা ও মেসওয়াক করা অবশ্যকর্তব্য। আর যার ভাগ্যে নির্ধারিত থাকে সে সুগন্ধি লাগাবে। কিন্তু বুকাইর (র) আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেননি। আর সুগন্ধি সম্পর্কে বলেছেন, যদিও তা মহিলাদের সুগন্ধি হয়।

٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ ثَنَا حَبِّىْ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِىْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِىْ اَوْسُ بْنُ اَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

৩৪৫। আওস ইবনে আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে ও (তার স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে ও জাগাবে এবং জুমুআর জন্য মসজিদে– আরোহণ করে নয়– পায়ে হেঁটে যাবে, ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে ও কোনরূপ অনাবশ্যকীয় কথা না বলবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত দিনভর রোযা রাখার ও রাতভর নামায পড়ার সওয়াব পাবে।

٣٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ اَوْسٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَسَاقَ نَحْوَهُ.

৩৪৬। আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক জুমুআ'র দিন মাথা ধোয় ও গোসল করে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ نَا اَبْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ يَعْنِى بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ اِمْرَأَتِهِ اِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক জুমুআ'র দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে, তার উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে, লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং ওয়াযের (খুত্‌বা) সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা বলবে না। দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গোনাহর জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে নিরর্থক কথাবার্তা বলবে ও লোকদের ঘাড় টপকাবে তার জুমুআ (এর সওয়াব) হবে যোহরের নামাযের ন্যায় (জুমুআর নামাযের সওয়াব পাবে না)।

٣٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلَقِ بْنِ حَبِيْبٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

৩৪৮। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কারণে গোসলের নির্দেশ দিতেন ঃ (১) জানাবাতের দরুন, (২) জুমুআর জন্য এবং (৩) ক্ষৌরকর্ম করালে ও (৪) মৃতের গোসল দেয়ার পর।

٣٤٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانُ نَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُوْلاً عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ

৩৪৯। আলী ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাকহূল (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ 'যে ধুইল ও ধোয়াইল'-এর অর্থ কি? তিনি বলেছিলেন ঃ মাথা ধোয়াইল ও সমগ্র শরীর ধুইল।

٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِيْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ غَسَلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

৩৫০। সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'মাথা ধুইল ও সমগ্র শরীর ধুইল।

٣٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْمَعُوْنَ الذِّكْرَ.

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করবে ও সকাল সকাল জুমুআর নামাযে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো (অর্থাৎ সে একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার পরে আসবে, সে যেন একটি গাভী কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব

পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি মুগরী কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ডিম আল্লাহর পথে দান করার সওয়াব পাবে। ইমাম যখন খুত্‌বা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশ্‌তারাও খুত্‌বা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ জুমুআর দিন গোসল ত্যাগ করার অনুমতি আছে

٣٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ اَنْفُسِهِمْ فَيَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

৩৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের শ্রমে নিয়োজিত থাকতো। তারপর ঐ অবস্থায়ই জুমুআ'র নামায পড়তে চলে যেত। তখন তাদের বলা হলো, তোমরা যদি গোসল করে আসতে!

٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا يَاابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذَالِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اٰذٰى بِذَالِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيْحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ.

৩৫৩। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। ইরাকের অধিবাসী কিছু সংখ্যক লোক এসে ইবনে

আব্বাস (রা)-কে বললো, জুমুআর দিন গোসল করা কি ওয়াজিব বলে আপনি মনে করেন? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, না, বরং করাটা ভালো এবং তাতে অধিকতর পবিত্রতা হাসিল হয়। আর যে গোসল করবে না তার জন্য ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদের জানাচ্ছি কিভাবে গোসলের সূচনা হয়েছে। তৎকালে লোকজন কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতো, তারা পশমী পোশাক পরতো এবং নিজেদের পিঠে করে বোঝা বহন করতো। মসজিদও ছিল সংকীর্ণ, মসজিদের ছাদ ছিল নিচু, তাও ছিল খেজুরের ডালের একটি চালা। এক গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। লোকদের কাপড় ঘামে ভিজে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। এতে একজনের দ্বারা আরেকজনের কষ্ট হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধ পেয়ে, বলেন ঃ হে লোকসকল! যখন এদিন (অর্থাৎ জুমুআর দিন) আসে, তোমরা গোসল করে নিও এবং তোমাদের পক্ষে সম্ভব সর্বোত্তম তেল ও সুগন্ধি লাগিও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাদের সম্পদশালী করেন। পশমের পরিবর্তে অন্যান্য (ভাল) কাপড় তারা পরিধান করে। কাজ-কর্ম বিভক্ত হয়ে পড়ে (অর্থাৎ গোলাম-বাঁদীদের দ্বারাও তারা কাজ করাতে থাকে), মসজিদ প্রশস্ত হলো। পরস্পর পরস্পরের ঘামের গন্ধে কষ্ট পাওয়াও দূরীভূত হল (এজন্য বর্তমানে জুমুআর দিন গোসল করা ভালো কিন্তু ওয়াজিব নয়)।

٣٥٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ.

৩৫৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করলো, সেতো ভালো ও উত্তম কাজ করলো। আর গোসল করাটা অধিকতর উত্তম।

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দান

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ اَنَا سُفْيَانُ نَا الْاَغَرُّ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيْدُ الْاِسْلَامَ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ.

৩৫৫। কায়েস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসলাম। নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করার জন্য।

٣٥٦- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ اَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَالْكُفْرِ يَقُوْلُ احْلَقْ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ اٰخَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاٰخَرَ مَعَهُ اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَالْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.

৩৫৬। উসাইম ইবনে কুলাইব (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, আমি ইসলাম কবুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও (অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেলা)। উসাইমের দাদা বলেন, আমাকে অন্য একজন বলেছেন, তার সাথে আরেকজন ছিল, তাকে নবী (সা) বললেন ঃ কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খতনা করে নাও।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِيْ تَلْبَسُهُ فِيْ حَيْضِهَا

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ মহিলাদের হায়েযকালীন পরিধেয় কাপড় ধোয়া

٣٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ اُمُّ الْحَسَنِ يَعْنِي جَدَّةَ اَبِيْ بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ تَغْتَسِلُهُ فَاِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِّنْ صُفْرَةٍ وَقَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ اَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيْعًا لاَ اَغْسِلُ لِيْ ثَوْبًا.

৩৫৭। মুআযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ঐ কাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি তার চিহ্ন দূর না হয়, তাহলে কোন হলুদ জিনিস দ্বারা রং বদলে দেবে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একাদিক্রমে আমার তিন তিনবার হায়েয হতো। অথচ আমি আমার কাপড় ধুতাম না (কাপড়ে রক্ত বা নাপাক না লাগলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই)।

٣٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ يَّذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ

مَا كَانَ لِاِحْدَانَا اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيْقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيْقِهَا.

৩৫৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কারও নিকট শুধু একটি কাপড় থাকতো। যা পরিহিত অবস্থায় তার ঋতুস্রাব হতো। কাপড়ে রক্ত লেগে গেলে তিনি মুখের লালা দ্বারা ভিজিয়ে তা রগড়ে নিতেন।

টীকা ঃ সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা) থুথু দিয়ে রগড়ানোর পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। কিন্তু বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেননি। অথবা কাপড়ে রক্তের সামান্য ছিটা লাগলে তিনি এমনটি করতেন। এটা তিনি করতেন হায়েযের মেয়াদ শেষ হবার পর। আর হায়েযের মেয়াদের মধ্যে কাপড় ধোয়ার তো কোন প্রয়োজনই নেই (বাযলুল মাজহূদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪)।

٣٥٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ نَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ جَدَّتِىْ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ تُصِيْبُنَا الْحَيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبِثُ اِحْدَانَا اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِىْ كَانَتْ تَقَلَّبُ فِيْهِ فَاِنْ اَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَصَابَهُ شَىْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَالِكَ مِنَ اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِ وَاَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ اِحْدَانَا تَكُوْنُ مُمْتَشِطَةً فَاِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَالِكَ وَلٰكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ فَاِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ اَفَاضَتْ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهَا.

৩৫৯। বাক্কার ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গেলাম। তখন কুরাইশ এক মহিলা তাকে হায়েযের কাপড়ে নামায পড়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করলো। উম্মু সালামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের হায়েয হতো। যতদিন পর্যন্ত হায়েয (জারী) থাকতো, ততদিন আমাদের কেউ কেউ একই কাপড় পরিহিত থাকতো। যখন সে পাক হতো, তখন পরিহিত কাপড় ওলটপালট করে দেখতো। তাতে রক্ত লেগে থাকলে, তা ধুয়ে ফেলতাম, তারপর ঐ কাপড়েই নামায পড়তাম। আর যদি কিছু না লাগতো, তবে ছেড়ে দিতাম (ধুতাম না)। তা নামায পড়তে আমাদেরকে কিছুই বিরত রাখতো না। আমাদের মধ্যে কারো চুল যদি ঝুটি বাঁধা থাকতো, গোসল করার সময় তা খুলতো না, বরং তিন অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মাথার ওপর ঢেলে দিতো। যখন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যেত তখন তা রগড়ে দিত। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিত।

٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اِحْدَانَا بِثَوْبِهَا اِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ اَتُصَلِّىْ فِيْهِ قَالَ تَنْظُرُ فَاِنْ رَأَتْ فِيْهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَىْءٍ مِّنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَتُصَلِّىْ فِيْهِ.

৩৬০। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর (হায়েযকালীন) কাপড় আমরা কি করবো? তাতে কি নামায পড়তে পারবো? তিনি বললেন ঃ তা দেখে নেবে। যদি তাতে রক্ত লেগে থাকে তাহলে সামান্য পানি দিয়ে রক্ত খুঁটে ফেলে দিবে এবং পানি ছিটিয়ে রক্তের স্থান ধুয়ে ফেলবে যাতে রক্তের চিহ্ন না থাকে, তারপর তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়বে।

٣٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ اِذَا اَصَابَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّىَ.

৩৬১। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কারো কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লেগে যায়, তাহলে কিভাবে তা পবিত্র করবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা হাত দিয়ে রগড়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, তারপর ঐ কাপড়ে নামায পড়বে।

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالاَ حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيْهِ.

৩৬২। হিশাম (র) থেকে বর্ণিত।... উক্ত হাদীসের সমার্থক। তাতে নবী (সা) বলেন ঃ কোন জিনিস দ্বারা তা দূর করে পানি দিয়ে রগড়ে নেবে। তারপর তাতে পানি ছিটিয়ে ধুয়ে ফেলবে।

٣٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَابِتٌ الْحَدَّادُ حَدَّثَنِىْ عَدِىُّ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُوْلُ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُوْنُ فِى الثَّوْبِ قَالَ حُكِّيْهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ.

৩৬৩। আদী ইবনে দীনার (র) বলেন, উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে কি করতে হবে? তিনি বলেছিলেন ঃ কাঠের টুকরা দ্বারা তা দূর করে নেবে, তারপর বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলবে।

٣٦٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يَكُوْنُ لِاِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيْهِ تَحِيْضُ وَفِيْهِ تُصِيْبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرٰى فِيْهِ قَطْرَةً مِّنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيْقِهَا.

৩৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো নিকট (অনেক সময়) একটি জামা থাকতো। হায়েয চলাকালীন সে ঐ জামা পরিহিত থাকতো। তাতেই জানাবাতের গোসল ফরয হতো। যদি তার কোথাও এক ফোটা রক্ত পরিলক্ষিত হতো তখন সে থুথু দ্বারা তা রগড়ে নিত।

٣٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَّاحِدٌ وَاَنَا اَحِيْضُ فِيْهِ فَكَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيْهِ ثُمَّ صَلِّىْ فِيْهِ. فَقَالَتْ فَاِنْ لَّمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيْكِ غُسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ اَثَرُهُ.

৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াসারের কন্যা খাওলা (রা) নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি মাত্র পরনের কাপড় আছে। তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়েযগ্রস্ত হই। অতএব এই অবস্থায় আমি কি করবো? তিনি

বলেন ঃ তুমি হায়েযমুক্ত হলে পরিধেয় বস্ত্রটি ধুয়ে নাও। অতঃপর তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ো! তিনি বলেন, যদি রক্তের চিহ্ন দূরীভূত না হয়? নবী (সা) বলেন ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। রক্তের দাগ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُصِيْبُ اَهْلَهُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ যে কাপড় পরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে তা পরিধান করে নামায পড়া

٣٦٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَأَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ فَقَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى.

৩৬৬। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায পড়তেন, যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তিনি স্ত্রী-সহবাস করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাতে কোনরূপ নাপাকি পরিদৃষ্ট না হলে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ شُعُرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়া

٣٦٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّىْ فِىْ شُعُرِنَا اَوْ فِىْ لُحُفِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ اَبِىْ.

৩৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাপড়ে অথবা চাদরে নামায পড়তেন না।

٣٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ

يُصَلِّىْ فِىْ مَلاَحِفِنَا. قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِىْ وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَّلاَ اَدْرِىْ مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ اَدْرِىْ اَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ اَوْ لاَ فَسَلُوْا عَنْهُ.

৩৬৮। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চাদরে নামায পড়তেন না।

হাম্মাদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে আবু সাদাকা (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করেননি। বরং তিনি বলেন, আমি বেশ কিছু কাল পূর্বে এ হাদীস শুনেছিলাম এবং আমার মনে নাই, আমি কার কাছে তা শুনেছি। আমি তা বিশ্বস্ত রাবীর নিকট শুনেছি কিনা তাও মনে নেই। অতএব তোমরা এটি সম্পর্কে খোঁজ নাও।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ يُّحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ مِنْهُ وَهِىَ حَائِضٌ يُصَلِّىْ وَهُوَ عَلَيْهِ.

৩৬৯। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন একটি চাদর গায়ে দিয়ে যার অপর প্রান্ত তাঁর এক ঋতুবতী স্ত্রীও গায়ে জড়িয়েছিলেন (অর্থাৎ একই চাদরের একাংশ তাঁর এক স্ত্রী গায়ে দিয়েছিলেন, অপর অংশ গায়ে দিয়ে তিনি নামায পড়েছিলেন)।

٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهٖ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِىْ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

৩৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আমি হায়েয অবস্থায় আমার একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে তাঁর পাশে থাকতাম। চাদরের কিছু অংশ থাকতো তাঁর গায়ে।

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে

٣٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَاَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِّعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ اَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاَنَا اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭১। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর এখানে মেহমান হলেন। তার স্বপ্নদোষ হলো। আয়েশা (রা)-র এক বাঁদী তাকে কাপড় থেকে বীর্যের চিহ্ন অথবা কাপড় ধুতে দেখলেন। সে তা আয়েশার নিকট বললে তিনি বলেন, আমি নিজে দেখেছি ও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে ফেলে দিয়েছি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বীর্য হয়তো গাঢ় ছিল। কাজেই তা কাপড় থেকে রগড়ে তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে বীর্য নাপাক। তবে গাঢ় হলে তা রগড়ে ফেলে দেয়াই যথেষ্ট, আর পাতলা হলে ধুতে হবে। কোন কোন আলেমের মতে বীর্য নাপাক নয়, যেরূপ নাকের শ্লেষ্মা নাপাক নয়। শাফিঈ (র) এই মত পোষণ করেন।

٣٧٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيْرَةُ وَاَبُوْ مَعْشَرٍ وَاصِلٌ وَرَوَاهُ الْاَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ.

৩৭২। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতএব তিনি ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।

٣٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ نَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ اَخْضَرَ الْمَعْنٰى وَالْاِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمٍ قَالاَ نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثُمَّ اَرٰى فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا.

৩৭৩। সুলায়মান ইবনে ইয়সার (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম, তারপরও তাতে (তার) একটি বা কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পেতাম।

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

٣٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

৩৭৪। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর শিশু পুত্রটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। শিশুটি তখনো শক্ত খাবার ধরেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তা তাতে ছিটিয়ে দিলেন, কিন্তু ধুলেন না।

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَّالرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهُ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.

৩৭৫। লুবাবা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ছিলেন। তিনি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আরেকটি কাপড় পরে নিন এবং

আপনার এই কাপড়টি আমাকে ধুতে দিন। তিনি বললেন ঃ মেয়েরা পেশাব করলে ভালরূপে ধুতে হয়। ছেলারা পেশাব করলে সাধারণভাবে ধুলেই চলে।

টীকা ঃ এ হাদীসের আলোকে কোন কোন আলেম দুগ্ধপোষ্য ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য করেছেন। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, ছেলেদের পেশাব পাক ও মেয়েদের পেশাব নাপাক। তবে আলেমদের অপর দল উভয়ের পেশাবকেই নাপাক বলেছেন। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা যায় ঃ সম্ভবতঃ মেয়েদের পেশাব একই জায়গায় পড়ার এবং ছেলেদের পেশাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার দরুনই রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ উক্তি করেছেন। অন্যথায় উভয়ের পেশাবই সমানভাবে নাপাক।

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِيْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِيْ قَفَاكَ قَالَ فَاُوَلِّيْهِ قَفَاىَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ فَاُتِيَ بِحَسَنٍ اَوْحُسَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلٰى صَدْرِهِ فَجِئْتُ اَغْسِلُهُ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ. قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ اَبُو الزَّعْرَاءِ قَالَ هَارُوْنُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْاَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ.

৩৭৬। আবুস সাম্‌হ্ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন, আমাকে বলতেন ঃ তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখতাম। একবার হাসান অথবা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে আনা হলো এবং তিনি তাঁর বুকে পেশাব করে দিলেন। আমি ধোয়ার জন্য (পানি নিয়ে) আসলে তিনি বললেন ঃ মেয়েদের পেশাব ধোয়া আবশ্যক হয়। আর ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।... হাসান বসরী (র) বলেন, সব পেশাবই (নাপাক হিসেবে) সমান।

٣٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَالَمْ يَطْعَمْ.

৩৭৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলা জরুরী এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট– যতক্ষণ না তারা শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে।

٣٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالَمْ يَطْعَمْ. زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَاِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا.

৩৭৮। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় 'যতক্ষণ না সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে'– এ কথাটুকু উল্লেখ নাই। তাতে এই কথা রয়েছে, কাতাদা (র) বলেছেন, এ হুকুম ঐ সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (উভয়ে) খাদ্য গ্রহণ না করে। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে, উভয়ের পেশাবই ধোয়া জরুরী।

٣٧٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ اِنَّهَا اَبْصَرَتْ اُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلٰى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَاِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ.

৩৭৯। হাসান (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তার মা বলেন, তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে (দুগ্ধপোষ্য) ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে দেখেছেন, যতক্ষণ না সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলতেন।

بَابُ الْاَرْضِ يُصِيْبُهَا الْبَوْلُ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ মাটিতে পেশাব পড়লে

٣٨٠– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَةَ فِىْ اٰخَرِيْنَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلّٰى قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ اَنْ بَالَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَاَسْرَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِنَّمَا

بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ صُبُّوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِّنْ مَاءٍ اَوْ قَالَ ذَنُوْبًا مِّنْ مَاءٍ.

৩৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে বসা ছিলেন। লোকটি দুই রাক্আত নামায পড়ল, অতঃপর দোয়া করলো, হে আল্লাহ! রহম কর আমার প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি প্রশস্ত (জিনিস)-কে সংকীর্ণ করে দিলে। সে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। লোকজন দ্রুত (তাকে শায়েস্তা করার জন্য) তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বারণ করে বললেন ঃ তোমাদেরকে তো লোকদের প্রতি সহজ ও কোমল আচরণকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তোমাদেরকে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তাদের সাথে রুক্ষ ও কঠোর আচরণ করবে। যাও এতে (এক বালতি বা) এক ঢোল পানি ঢেলে দাও।

টীকা ঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ পরে নবী (সা) তাকে ডেকে বললেন ঃ মসজিদ তো পেশাব-পায়খানার জায়গা নয়, এটা আল্লাহর যিকির ও কুরআন পড়ার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। নবী (সা) কর্তৃক লোকদের বারণ বা নিষেধ করার কারণ হলো ঃ (ক) মসজিদে পেশাব করা যে জায়েয নয়, তা লোকটির জানা ছিল না। সে ছিল নতুন মুসলমান অথবা (খ) পেশাব যেন মসজিদে ছড়িয়ে না পড়ে কিংবা (গ) লোকটির যাতে পেশাব বন্ধ হওয়ার দরুন কষ্ট না হয়।

٣٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ يُّحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ صَلَّى اَعْرَابِىٌّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَاَلْقُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى مَكَانِهِ مَاءً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লো... পরের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের মতই। তাতে রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে মাটিতে সে পেশাব করেছে সে মাটি তুলে ফেলে দাও এবং ঐ জায়গায় পানি ঢেলে দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল (র) নবী (সা)-এর যুগ পাননি।

بَابٌ فِىْ طُهُوْرِ الْاَرْضِ اِذَا يَبِسَتْ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ মাটি শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যায়

٣٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ.

৩৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় রাতে আমি মসজিদে ঘুমাতাম। আমি ছিলাম তখন অবিবাহিত যুবক। মসজিদে কুকুর আসা-যাওয়া করতো ও তাতে পেশাব করতো, কিন্তু কেউ তাতে পানি ঢালতো না।

بَابُ الْاَذٰى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ কাপড়ের আঁচলে নাপাক লাগলে

٣٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اُمِّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهَا سَاَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اُطِيْلُ ذَيْلِىْ وَاَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

৩৮৩। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফের উম্মু ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট বললেন, আমার আঁচল লম্বা (যা মাটিতে লেপ্টে যায়)। আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি (আঁচলের ঐ ময়লার জন্য কি করব?) উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ আঁচলকে পাক করে দেয় তার পরবর্তী পথ (অর্থাৎ তাতে কোন আবর্জনা লাগলে পাক জমিনে ঘর্ষণ লাগার ফলে তা পাক হয়ে যায়। কাজেই কাপড় পাকই থাকবে)।

٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً كَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ اَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ.

৩৮৪। বনু আবদুল আশহালের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথটি আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন ঃ তার পরের পথ কি এর চাইতে ভালো নয়? আমি বললাম, হাঁ, ভালো। তিনি বললেন ঃ তাহলে এটা ওটার পরিপূরক।

টীকা ঃ কাপড়ে কোন আবর্জনা লাগার বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু যদি পায়খানা-পেশাব জাতীয় কোন নাপাকি কাপড়ে বা শরীরের কোন অংশে লাগে তাহলে তা ধোয়া ছাড়া পাক হবে না।

بَابُ الْاَذٰى يُصِيْبُ النَّعْلَ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ জুতায় নাপাকি লাগলে

٣٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ يَعْنِى عَبْدَ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ الْمَعْنٰى قَالَ اُنْبِئْتُ اَنَّ سَعِيْدَ ابْنَ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىَّ حَدَّثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى بِاَنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.

৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুতো পরে আবর্জনা বা নাপাকির ওপর দিয়ে চলাচল করে, তাহলে মাটিই তার আবর্জনা বা নাপাকি দূর করে দেবে (জুতার মধ্যে নাপাকি লেগে গেলে, মাটিতে জুতা ঘষে নিলেই তা পাক হয়ে যায়। তা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয। বিশেষজ্ঞদের এটাই অভিমত)।

٣٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ يَعْنِى الصَّنْعَانِىَّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اِذَا وَطِئَ الْاَذٰى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.

৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে রয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ কারো মোযায় নাপাকি লেগে গেলে মাটিই তার পাককারী।

٣٨٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَائِذٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنِىْ اَيْضًا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الْاِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُوْنُ فِى الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ নাপাক কাপড়ে নামায পড়লে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে

٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَتْنَا اُمُّ يُوْنُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ حَمَاتِىْ اُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ اَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ لَمْعَةٌ مِّنْ دَمٍ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَا يَلِيْهَا فَبَعَثَ بِهَا اِلَىَّ مَصْرُوْرَةً فِىْ يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ اغْسِلِىْ هٰذِهِ وَاَجِفِّيْهَا وَاَرْسِلِىْ بِهَا اِلَىَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِىْ فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ اَجْفَفْتُهَا فَاَحَرْتُهَا اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِىَ عَلَيْهِ.

৩৮৮। উম্মু জাহ্দার আল-আমেরিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়েযের রক্ত যদি কাপড়ে লেগে যায় তাহলে কি করতে হবে? আয়েশা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করলাম। আমাদের গায়ে ছিল আমাদের কাপড়। তার ওপর আমরা একটি চাদর জড়িয়ে নিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাদরখানি পরে ফজরের নামায পড়তে চলে গেলেন। তিনি নামায পড়ে বসলে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো দেখছি রক্তের দাগ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ ও তার আশেপাশের অংশ হাতের মুঠোয় ধরে ঐ অবস্থায়ই এক গোলামের দ্বারা চাদরখানা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এটা ধুয়ে ভালো করে চিপে নিয়ে আবার আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আমি এক বাটি পানি নিয়ে তা ধৌত করে ভালো করে পানি নিংড়িয়ে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাদরখানি গায়ে দিয়ে (ঘরে) ফিরলেন।

بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ কাপড়ে থুথু লাগলে

٣٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ بَزَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

৩৮৯। আবু নাদ্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কপড়ে থুথু ফেললেন, তারপর কাপড়ের এক অংশ দিয়ে অপর অংশ রগড়ে দিলেন।

٣٩٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

৩৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

নামায

بَابُ فَرْضِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নামায ফরয হওয়া

٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ فَهَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ.

৩৯১। আবু সুহাইল ইবনে মালিক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নজদের অধিবাসী এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তার মাথার চুল ছিল বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত। তার থেকে গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু কি বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। অবশেষে সে নিকটবর্তী হলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (ইসলাম হলো) দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। সে বললো, এছাড়া আর কি কোন নামায আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নফল নামায পড়তে পারো। বর্ণনাকারী

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে রমযান মাসের রোযার কথাও উল্লেখ করেন। সে বললো, এছাড়া আর কোন রোযা কি আমার ওপর ফরয আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নফল রোযা রাখতে পারো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে বললো, এছাড়া আর কোন দান কি আমার ওপর ফরয আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পারো। তারপর লোকটি পেছন ফিরে চলে যেতে যেতে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! এর চাইতে আমি বেশীও করবো না কমও করবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকটি সত্য বলে থাকলে সফলকাম হলো।

٣٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ.

৩৯২। আবু সুহাইল নাফে ইবনে মালিক ইবনে আবু 'আমের (রা) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) তার পিতার শপথ! সে সফলকাম হয়ে গেল যদি সে সত্য বলে থাকে। তার পিতার শপথ, সে জান্নাতে যাবে যদি সে সত্য বলে থাকে।

بَابُ فِى الْمَوَاقِيْتِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা

٣٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ فُلَانِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ يَعْنِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ

حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

৩৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহর নিকট জিবরীল (আ) দু'বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) আমাকে নিয়ে তিনি যোহর পড়লেন সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে যাওয়ার পর। ছায়া ছিল তখন জুতার ফিতার সমান। তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন, যখন ছায়া তার সমান হলো। আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন যখন রোযাদার ইফতার করে। তিনি আমাকে নিয়ে এশার নামায পড়লেন যখন শাফাক অন্তর্হিত হলো এবং ফজরের নামায পড়লেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। (দ্বিতীয় বারে) পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায পড়লেন, ছায়া যখন সমান হলো। আসর পড়লেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো, মাগরিব পড়লেন রোযাদারের ইফতারের সময়, এশা পড়লেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফজর পড়লেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। এরপর জিবরীল (আ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নবীদের নামাযের ওয়াক্ত। আর নামাযের ওয়াক্তসমূহ এই দুই (প্রান্তিক) সীমার মাঝেই নিহিত।

টীকা ঃ জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে নিয়ে একদিন প্রথম ওয়াক্তে আরেক দিন শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েন। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ওয়াক্তের প্রারম্ভিক ও শেষ সীমা সম্পর্কে জানতে পারেন।

শাফাক ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মতে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর যে শুভ্রতা উদিত হয় তাকে শাফাক বলে।

ছায়া ঃ কোন বস্তু সমতল ভূমিতে দাঁড় করালে ঠিক দুপুরে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার ছায়া যতটুকু লম্বা হয় ততটুকুকে বলা হয় ছায়া আসলী (মূল ছায়া)।

٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَاَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَمَّا اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ بِوَقْتِ

الصَّلٰوةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَه ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِه خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حِيْنَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فَيَأْتِىْ ذَالْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الْاُفُقُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلّٰى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ ذَالِكَ التَّغْلِيْسَ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ اِلٰى اَنْ يُّسْفِرَ.

وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وغَيْرِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوْهُ وَكَذَالِكَ اَيْضًا رَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَاَصْحَابِهِ اِلاَّ اَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيْرًا. وَرَوٰى وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِىْ مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ يَعْنِىْ مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا. وَكَذٰلِكَ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯৪। উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসী (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে শিহাব (র) তাকে অবহিত করেন যে, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) মিম্বারের ওপর বসা ছিলেন। তিনি আসরের নামায পড়তে কিছুটা দেরি করলেন। উরওয়া ইবনুয যোবায়ের (র) তাকে বললেন, আপনার কি জানা নেই, জিবরীল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন? উমার (র) বললেন,

আপনি কি বলছেন, বুঝেশুনে বলুন। উরওয়া (র) বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিবরীল (আ) নাযিল হলেন এবং আমাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমি তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার পড়লাম, আবার পড়লাম এবং আবার পড়লাম। এভাবে তিনি (রাবী) আংগুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিসাব করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথেই যোহরের নামায পড়লেন। আবার কখনো তিনি দেরি করে পড়তেন যখন অতিরিক্ত গরম পড়তো। আমি তাঁকে আসরের নামায পড়তে দেখেছি ঐ সময় যখন সূর্য বেশ উপরে সাদা রংবিশিষ্ট থাকতো, তাতে হলুদ রংয়ের আভা তখনো আসেনি। লোকজন (তাঁর সাথে) আসরের নামায পড়ে সূর্য ডোবার আগেই যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে যেত।[১] তিনি মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডোবার সাথে সাথেই, আর এশার নামায পড়তেন (পশ্চিম) দিগন্ত যখন কালো রংয়ে ছেয়ে যেত, আবার কখনো তা দেরি করে পড়তেন, যাতে লোকজন একত্র হতে পারে। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকারে পড়েন, তারপর আরেকবার পড়েন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়েন, পুনরায় আর কখনো আলোতে পড়েননি।[২]

আবু দাউদ (র) বলেন, আয-যুহরী (র) থেকে মা'মার, মালিক, ইবনে উয়াইনা, শোআইব ইবনে আবু হামযা, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা ঐ সময়ের উল্লেখ করেননি, যাতে তিনি নামায পড়েছেন এবং তার কোন ব্যাখ্যাও তারা দেননি।... ওয়াহব ইবনে কাইসান (র) জাবিরের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ পরের দিন জিবরীল মাগরিবে আসলেন– সূর্যাস্তের পরে একই সময়ে। আবু হুরায়রা (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ পরের দিন আমাকে নিয়ে জিবরীল মাগরিবের নামায পড়লেন একই সময়ে।

টীকা ঃ ১. মদীনা থেকে যুল-হুলায়ফার দূরত্ব ছয় মাইল।

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বর্ণনায় আলো ছড়িয়ে পড়ার পর ফজর পড়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মতে এটাই উত্তম।

٣٩٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتّٰى اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ اِنْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلّٰى حِيْنَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ اَوْ اَنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ اِلٰى جَنْبِهِ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ

الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى قَالَ الْقَائِلُ اِنْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ اَعْلَمُ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا اَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ اَوَ قَالَ اَمْسٰى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَغْرِبِ نَحْوَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى شَطْرِهِ وَكَذٰلِكَ رَوٰى ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯৫। আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন জবাব দিলেন না। তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন (আযান বা ইকামতের)। তারপর তিনি আযান ও ইকামাত দিলেন সুবেহ সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই। তারপর তিনি নামায পড়লেন যখন একজন আরেকজনকে চিনতে পারে না (অন্ধকারের দরুন) অথবা একজন তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারে না। তারপর আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং যোহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো, যেমন কেউ বলে, দুপুর হয়েছে। অথচ (সূর্য ঢলে যাওয়া সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন ও আসরের নামায সমাপন করলেন। সূর্য ছিল তখন সাদা ও উঁচুতে। পুনরায় বিলালকে নির্দেশ দিলেন ও মাগরিবের নামায পড়লেন– যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন, তারপর এশার নামায পড়লেন– যখন লাল আভা অন্তর্হিত হলো।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে যখন ফিরলেন তখন আমরা বললাম, সূর্য তো মনে হয় উঠে গেছে। তারা যোহরের নামায পড়লেন গত কালের আসরের নামায পড়ার ওয়াক্তে। আর আসর ঐ সময় পড়লেন যখন সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল অথবা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে। মাগরিব পড়লেন লালিমা শেষ হওয়ার পূর্বে। সবশেষে এশা পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে। এরপর বললেন, ঐ লোক কোথায় যে নামাযের ওয়াক্ত জানতে চেয়েছে? নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে এই দুই সময়সীমার মধ্যে। আবূ

দাউদ (র) বলেন, জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিব সম্পর্কে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে এও রয়েছে ঃ তিনি এশার নামায পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে, কেউ বলেছেন অর্ধরাতে।

٣٩٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যোহরের ওয়াক্ত হলো আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত হলো সূর্য হলুদ রং ধারণ না করা পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত লাল রংয়ের আভা বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত। এশার ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ وَقْتِ النَّبِىِّ (ص) وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْهَا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মহানবী (সা)-এর নামাযের ওয়াক্ত ও তাঁর নামায পড়ার নিয়ম

٣٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে। তিনি বললেন, তিনি যোহরের নামায ঠিক দুপুরের পরই পড়তেন যখন সূর্যতাপ অত্যন্ত প্রখর থাকতো। আসরের নামায পড়তেন ঐ সময় যখন সূর্য জীবন্ত থাকতো (অর্থাৎ সূর্যের তাপ ও প্রখরতা অবশিষ্ট থাকতেই)। মাগরিব পড়তেন সূর্যাস্তের পরপরই। লোকজন জড়ো হয়ে গেলে এশার নামায তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়ে নিতেন, আর লোকজনের উপস্থিতি কম হলে দেরি করে পড়তেন। আর ফজরের নামায অন্ধকারে পড়তেন।

টীকা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে নামাযের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ওয়াক্তের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এ সময়েই নামায আদায় করতেন।

٣٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَاِنَّ اَحَدَنَا لَيَذْهَبُ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لاَ يُبَالِىْ تَاْخِيْرَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ اَحَدُنَا جَلِيْسَهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مِنَ السِّتِّيْنَ اِلٰى الْمِائَةِ.

৩৯৮। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তো, আসরের নামায পড়তেন ঐ সময় যখন আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে আসতে পারতো এবং সূর্যের তাপ ও প্রখরতা বিদ্যমান থাকতো। মাগরিবের কথা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামাযে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে তিনি পরোয়া করতেন না, আর কখনো বা অর্ধরাত পর্যন্ত। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। ফজরের নামায তিনি ঐ সময় পড়তেন যখন আমাদের কেউ তার পরিচিতজনকে চিনতে পারতো না। ফজরের নামাযে তিনি ষাট আয়াত থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

টীকা ঃ শরহে সুন্নাহ কিতাবে রয়েছে ঃ অধিকাংশ আলেম এশার আগে ঘুমানোকে মাকরূহ বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য অনুমতি দিয়েছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমার ঘুমাতেন। আবার কেউ শুধু রমযানের জন্য অনুমতি দেন। নববী বলেন, ঘুমে কাতর হয়ে পড়লে ও নামায কাযা হওয়ার আশংকা না থাকলে ঘুমানোতে ক্ষতি নেই। ঘুমও এক প্রকার মৃত্যুবিশেষ। কাজেই ঘুম যাওয়ার পূর্বে পার্থিব অনর্থক কথাবার্তার পরিবর্তে আল্লাহর স্মরণের মধ্য দিয়ে দিনের যাবতীয় কাজের সমাপ্তি টানাই উত্তম। আবার কেউ প্রয়োজনবশত বা বিনা প্রয়োজনেও কথাবার্তা বলার অনুমতি দিয়েছেন। যাই হোক, অধিক রাত জেগে লেখাপড়া ও দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করার অনুমতি আছে।

بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যোহরের নামাযের ওয়াক্ত

٣٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا عَبَّادُ ابْنُ عَبَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصَا لِتَبْرُدَ فِىْ كَفِّىْ اَضَعُهَا لِجَبْهَتِىْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ.

৩৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের নামায পড়তাম। আমি এক মুঠো পাথরকণা হাতে তুলে নিতাম। সেগুলো আমার হাতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। সিজদার সময় অত্যধিক গরমের দরুন ঐগুলো কপালের নিচে রেখে তার উপর আমি সিজদা করতাম।

٤٠٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ اَقْدَامٍ اِلَى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ.

৪০০। আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যোহরের) নামায পড়ার ওয়াক্ত ছিল (ছায়ার) তিন কদম থেকে পাঁচ কদম পর্যন্ত। আর শীতকালে পাঁচ কদম থেকে সাত কদম পর্যন্ত।

٤٠١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَبُو دَاوُدَ اَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُّؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ اَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا حَتّٰى رَاَيْنَا فَيْئَ التُّلُولِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ.

৪০১। যায়েদ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মোয়াজ্জিন যোহরের আযান দিতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ থাম, ঠাণ্ডা হোক। আবার মোয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ থাম, ঠাণ্ডা হোক। এভাবে দু'বার অথবা তিনবার বললেন। এমনকি আমরা টিলাসমূহের ছায়া প্রত্যক্ষ করলাম।

তারপর তিনি বললেন ঃ গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামেরই নিঃশ্বাসবিশেষ। কাজেই গ্রীষ্মের তাপ যখন প্রচণ্ড হবে তখন ঠাণ্ডা হলে নামায পড়বে।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, রোদের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা বোঝাবার জন্যই এরূপ বলা হয়েছে। অথবা মূলতই এটা জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফল। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে বছরে দু'বার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। একবার গরমকালে আরেকবার শীতকালে। শীতকালে শ্বাস গ্রহণ করে ও গরমকালে শ্বাস ত্যাগ করে। অথবা গ্রীষ্মের খরতাপ যেন জাহান্নামেরই আগুনের মত। কাজেই তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

٤٠٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরম প্রচণ্ড হলে তোমরা ঠাণ্ডা করে যোহরের নামায পড়বে। কারণ গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

টীকা ঃ অত্যধিক গরমের মধ্যে নামায পড়লে নামাযে একাগ্রতা আসে না। এজন্য যোহর কিছুটা বিলম্বে পড়া ভালো।

٤٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

৪০৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) যোহরের নামাযের আযান দিতেন, যখন সূর্য ঢলে যেতো।

بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত

٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

৪০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, সূর্য তখনও উঁচুতে ও জীবন্ত থাকতো। আসর পড়ার পর লোকজন 'আওয়ালী পর্যন্ত যেতো। তখনো সূর্য উঁচুতেই থাকতো।

টীকা ঃ লোকজন দ্রুত যেতো কি ধীরে ধীরে যেতো এবং আওয়ালীর কোন্ অংশে বা প্রান্তে যেতো, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে দিনের এক-চতুর্থাংশ থাকতে আসর পড়তেন– একথাও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যেরূপ কেউ কেউ বলেছেন।

٤٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالْعَوَالِيْ عَلٰى مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اَوْ اَرْبَعَةٍ.

৪০৫। আয-যুহরী (র) বলেন, আওয়ালীর দূরত্ব মদীনা থেকে দুই অথবা তিন মাইল। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি চার মাইলের কথাও বলেছেন।

টীকা ঃ আওয়ালী ঐসব গ্রামকে বলা হয় যেগুলো মদীনার উচ্চভূমিতে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে ঃ এগুলো মদীনা থেকে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত। মাজমাউল বিহারে রয়েছে ঃ নিকটের গ্রামগুলোর দূরত্ব চার মাইল এবং নজদের দিকের দূরবর্তী গ্রামসমূহের দূরত্ব আট মাইল।

٤٠٦- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَيَاتُهَا اَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

৪০৬। খায়সামা (র) বলেন, সূর্যের জীবন্ত হওয়ার অর্থ হলো, তার তাপ বর্তমান থাকা ও তা অনুভূত হওয়া।

٤٠٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ.

৪০৭। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যখন রোদ তার কামরায় থাকতো। আর এটা দেয়ালে রোদ প্রকাশ পাওয়ার আগেই হতো।

٤٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَنْبَرِيُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

৪০৮। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি আসরের নামায বিলম্ব করে পড়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য সাদা ও পরিচ্ছন্ন থাকে।

٤٠٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا.

৪০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ কাফিররা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায পড়া থেকে আটকে রাখে। আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরগুলোকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।

টীকা ঃ 'সালাতুল উস্‌তা' বা মধ্যবর্তী নামাযের বিশেষ গুরুত্বের কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সালাতুল উস্‌তা ঠিক কোন্ ওয়াক্তের নামায এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। সহীহ হাদীস ও সঠিক মতানুসারে তা আসরের নামায। শাফিঈ (র)-এর মতে ফজরের নামায। তবে আসরই সঠিক। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবিঈ এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ও দাঊদ যাহিরী (র)-এরও একই মত। ফজর সম্পর্কেও কতক সাহাবী ও তাবিঈর অভিমত রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফিঈ এ মত পোষণ করেন। কেউ কেউ যোহর সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেছেন। কেউ মাগরিব ও এশার কথা বলেছেন। কারো মতে সালাতুল উস্‌তা ও জুমুআর দিনের দু'আ কবুলের সময়- এ দু'টি বিষয় আল্লাহ গোপন রেখেছেন। যাতে প্রত্যেক নামাযকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করা হয়।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চারপাশে খন্দক (পরিখা) খনন করে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কাফিররা তার বাইরে অবস্থান করছিল। প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। ফলে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায কাযা হয়ে যায়। পরে এশার ওয়াক্তে তিনি ঐ নামাযসমূহের কাযা আদায় করেন।

٤١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهُ قَالَ اَمَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَاَمْلَتْ عَلَىَّ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪১০। আয়েশা (রা)-এর মুক্ত দাস আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে তার জন্য এক জিলদ কুরআন লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যখন তুমি "তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে সজাগ থেকো বিশেষ করে সালাতুল উস্‌তার ব্যাপারে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)– এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে অবহিত করবে। যখন আমি উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, তাঁকে আমি জানালাম। তিনি বললেন, তুমি এভাবে লিখ, "তোমরা নামাযসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে সালাতুল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামাযের এবং আসরের নামাযের।' আয়েশা (রা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّىْ صَلٰوةً اَشَدَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلٰوتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلٰوتَيْنِ.

৪১১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায দুপুরে (সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে) পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের নিকট এ নামাযের চেয়ে আর কোন নামায এত কষ্টকর ছিলো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগী হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)। যায়েদ (রা) বলেন, এ নামাযের পূর্বে দু'টি নামায আর পরে রয়েছে দু'টি নামায।

٤١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ.

৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাক্আত পড়তে পারলো সে (যেন পুরো) আসরকে পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্আত পড়তে পারলো সে (যেন পুরো) ফজরকেই পেল।

টীকা ঃ অর্থাৎ ফজর ও আসর উভয় নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে, কাযা গণ্য হবে না। এ হাদীস থেকে জানা যায়, আসরের ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তারপর মাগরিবের সময় শুরু হয়।

٤١٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيْلَ الصَّلٰوةِ اَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ يَجْلِسُ اَحَدُهُمْ حَتّٰى اِذَا اَصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ اَوْ عَلٰى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً.

৪১৩। আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর নামাযের পর আনাস ইবনে মালিক (রা)-র নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি আসরের নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নামায পড়া শেষ করলে আমরা আগে ভাগেই তার নামায পড়ে ফেলা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। অথবা তিনিই এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আনাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা মুনাফিকদের নামায! এটা মুনাফিকদের নামায!! এটা মুনাফিকদের নামায!!! তাদের কেউ বসে থাকে। যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে এসে যাবে বা তার উভয় শিংয়ের ওপর এসে যায় তখন দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। যাতে থাকে আল্লাহ্র স্মরণ অতি নগণ্যই।

٤١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اُتِرَ وَاخْتُلِفَ عَلٰى اَيُّوْبَ فِيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُتِرَ.

৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেন পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেলো

এবং তার যাবতীয় সম্পদ লুট হয়ে গেলো। অন্যান্য রাবী অবশ্য «وُتِرَ» শব্দের বানানে একটু পার্থক্য করেছেন।

٤١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِيَّ وَذَالِكَ اَنْ تُرٰى مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

৪১৫। আবু আমার আল-আওযাঈ (র) বলেন, আসরের নামাযে বিলম্ব করার অর্থ হলো, সূর্যের হলুদ রং ধারণ করা (পর্যন্ত দেরি করা)।

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত

٤١٦- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِيْ فَيَرٰى اَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

৪১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম, তারপর তীর নিক্ষেপ করতাম। তখনো আমাদের কেউ তার তীরের ফলা পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেতো।

٤١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيْسٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ اِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.

৪১৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পর।

٤١٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلٰى مِصْرَ فَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ اِلَيْهِ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَالَ لَهُ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ يَا عُقْبَةُ قَالَ شَغِلْنَا قَالَ اَمَّا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ اُمَّتِيْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

৪১৮। মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু আইউব (রা) জিহাদ থেকে ফিরে আমাদের নিকট আসলেন। ঐ সময় 'উকবা ইবনে আমের (রা) মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাগরিবের নামাযে দেরি করলেন। আবু আইউব (রা) 'উকবা-র সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা কেমন নামায হে 'উক্‌বা! 'উকবা (রা) বললেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাত সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা তাদের মূল বৈশিষ্ট্যের উপর থাকবে– যাবত তারা মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে না, তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত

٤١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

৪১৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত নামায (রাতের) এমন সময়ে পড়তেন, যখন তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে থাকে।

টীকা ঃ মাগরিব ও এশা উভয় নামাযই রাতের নামায। এ জন্য মাগরিবকে প্রথম এশা ও এশাকে শেষ এশা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

٤٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِىْ اَشَيْئٌ شَغَلَهُ اَمْ غَيْرُ ذَالِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اَتَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَوْلاَ اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ.

৪২০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বসে অপেক্ষমাণ ছিলাম। অবশেষে তিনি আসলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চাইতেও কিছু বেশী

সময় পর। জানি না, তিনি কোন কাজে মশগুল ছিলেন না অন্য কিছু। এসে তিনি বললেনঃ তোমরা কি এ (এশার) নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ? আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর না হতো, তাহলে আমি এ সময়েই (এই নামায) পড়তাম। তারপর মুয়ায্যিনকে একামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নামায পড়ালেন।

٤٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ نَا اَبِىْ نَا حَرِيْزٌ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُوْنِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُوْلُ اَبْقَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ فَتَأَخَّرَ حَتّٰى ظَنَّ الظَّانُّ اَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ صَلّٰى فَانَّا لَكَذَالِكَ حَتّٰى خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا لَهُ كَمَا قَالُوْا فَقَالَ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَانَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ.

৪২১। আসেম ইবনে হুমায়েদ আস-সুকুনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বলতে শুনছেন, আমরা এশার নামাযের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আসতে দেরি করলেন। এমনকি কারো কারো ধারণা হলো, হয়তো তিনি আসবেন না। আবার কেউ বললো, তিনি (হয়তো) নামায পড়েছেন। আমরা এসব বলাবলি করছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলে লোকজন যা কিছু বলাবলি করছিল, তাঁকেও তা বললো। তিনি বললেন ঃ এই (এশার) নামায দেরি করে পড়বে। কারণ এ নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্য সকল জাতির ওপর মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে আর কোন জাতি এ নামায পড়তো না।

٤٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْلاَ ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ.

৪২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বের হয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো। অতএব আমরা নিজেদের জায়গায় বসে থাকলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ (এখন) সকল মানুষ ঘুমে শয্যাশায়ী। তোমরা যতক্ষণ থেকে নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ থাকলে, ততক্ষণ তোমাদের নামাযী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগীর রুগ্নতার প্রশ্ন না থাকলে আমি অবশ্যই এ নামায অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে পড়তাম।

بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

٤٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

৪২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, মহিলারা নামায পড়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে প্রত্যাবর্তন করতো, অন্ধকারের দরুন তাদের চেনা যেতো না।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতেই পড়তেন।

٤٢٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ.

৪২৪। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ফজরের নামায ভোরের আলো প্রকাশ পেলে পড়বে। কারণ এতেই অত্যধিক সওয়াব রয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়ার পর ফজরের নামায পড়া যারা উত্তম বলেন তাদের দলীল। হানাফীরাও এ মতের পক্ষপাতী। যেমন অন্যান্য হাদীসেও রয়েছে, তোমরা আলো প্রকাশ পেলে ফজরের নামায পড়বে। অবশ্যই কেউ কেউ এ হাদীসের অর্থ এও করেছেন, তোমরা সোবহে সাদিকের সময় ফজরের নামায পড়বে।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নামাযসমূহের হেফাযত করা

٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ زَعَمَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ اَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

৪২৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদ (রা) বলেছেন, বেতের নামায ওয়াজিব। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) একথা শুনে বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যে (বা ভুল) বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ (দিবারাত্রে) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে যথাসময়ে নামায পড়বে, পূর্ণরূপে রুকূ করবে ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায সমাপন করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন।

٤٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ بَعْضِ اُمَّهَاتِهِ عَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا. قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا اُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ.

৪২৬। উম্মু ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন ঃ নামাযের

ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়া। খুযাঈ তাঁর বর্ণিত হাদীসে তার ফুফু উম্মু ফারওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

٤٢٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِىْ وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ اِنَّ هٰذِهِ سَاعَاتٌ لِىْ فِيْهَا اَشْغَالٌ فَمُرْنِىْ بِاَمْرٍ جَامِعٍ اِذَا اَنَا فَعَلْتُهُ اَجْزَاَ عَنِّىْ فَقَالَ حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلٰوةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلٰوةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে ফাদালা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (বিভিন্ন বিষয়) শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্য তিনি এও শিক্ষা দিয়েছেন ঃ তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের (যথাসময়ে পড়ার) ব্যাপারে যত্নবান হবে। আমি বললাম, এ সময়গুলোতে আমার যথেষ্ট কাজকর্ম থাকে। আমাকে এমন একটা সময়ের ব্যাপারে নির্দেশ দিন যখন পড়লে আমার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ দুই আসরের ব্যাপারে যত্নবান থেকো। আমাদের ভাষায় দুই আসর শব্দ প্রচলিত ছিলো না। আমি বললাম ঃ দুই আসর কি? তিনি বললেনঃ দু'টি নামায, একটি হলো সূর্যোদয়ের পূর্বে, অপরটি সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায)।

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَالِكَ يَقُوْلُ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَالِكَ.

৪২৮। আবু বাক্র ইবনে উমারা ইবনে রুয়াইবা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে বসরাবাসী একলোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে কি শুনেছেন আমাকে তা বলুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে কখনো প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ে থাকে। লোকটি বললো, আপনি কি তাঁর থেকে শুনেছেন? এরূপ তিনবার বললো। তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আমার কান একথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করে রেখেছে। তারপর লোকটি বললো, আসলে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই বলতে শুনেছি।

٤٢٩- قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ بْنِ الْاَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَزِيْدَ الرَّوَّاسُ يُكْنٰى اَبَا اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْكٍ الْاَلْهَانِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ اَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّىْ فَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّه مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ.

৪২৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। আমি আমার জন্য প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ করে রেখেছি, যে লোক যথাসময়ে এ নামাযগুলো আদায়ে যত্নশীল হবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে যত্নবান হবে না তার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

٤٣٠- قَالَ ابْنُ الْاَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّوَّاسُ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَاَبَانُ كِلاَهُمَا عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَّنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ اِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلٰى وُضُوْءِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ

وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَاَعْطَى الزَّكٰوةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَاَدَّى الْاَمَانَةَ. قَالُوْا يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا اَدَاءُ الْاَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৪৩০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক ঈমান সহকারে পাঁচটি কাজ করবে সে বেহেশতে যাবে। (১) যে ব্যক্তি যথাযথভাবে উযু ও রুকু সিজদা সহকারে ঠিক সময়ে নামায পড়বে, (২) রমযান মাসের রোযা রাখবে, (৩) পথখরচে সক্ষম হলে হজ্জ করবে, (৪) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত দান করবে এবং (৫) আমানত আদায় (বা পূর্ণ) করবে। লোকেরা বললো, হে আবু দারদা! আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাক হলে গোসল করা।

بَابٌ اِذَا اَخَّرَ الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ عَنِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইমাম ওয়াক্তমত নামায আদায় করতে বিলম্ব করলে

٤٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ يَعْنِى الْجَوْنِىَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ قَالَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

৪৩১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি তখন কি করবে যখন তোমার শাসনকর্তারা এমন হবে যারা নামাযকে মেরে ফেলবে অথবা নামাযকে বিলম্ব করে পড়বে? আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে, অতঃপর তাদের সাথেও পড়বে। সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

٤٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِىُّ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ حَسَّانُ يَعْنِى ابْنَ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِىِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْنَا قَالَ فَسَمِعْتُ تَكْبِيْرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ اَجَشُّ الصَّوْتِ قَالَ فَاُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِىْ

فَمَا فَارَقْتُهُ حَتّٰى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى اَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَلَزِمْتُهُ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا اَتَتْ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ اِذَا اَدْرَكَنِىْ ذَالِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِمِيْقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلٰوتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً.

৪৩২। আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানে আমাদের নিকট আমাদের জন্য নিযুক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত মুআয ইবনে জাবাল (রা) আসলেন। আমি ফজরের নামাযে তাঁর তাকবীর শুনলাম। তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট লোক। তার সাথে আমার ভালোবাসা হয়ে গেলো। এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করিনি। অবশেষে (মৃত্যুর পর) সিরিয়ায় আমি তাকে দাফন করি। তারপর আমি ভেবে দেখলাম, পরবর্তী সর্বাধিক জ্ঞানী লোক কে? পরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট গেলাম এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সাহচর্যে থাকলাম। তিনি বললেন, রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি তখন কি করবে, যখন তোমাদের এমন শাসনকর্তারা আসবে যারা নামাযকে স্থানান্তর করবে অর্থাৎ নামায বিলম্ব করে পড়বে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে। আর তাদের সাথেও পড়বে। সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

টীকা ঃ প্রথমে একাকী নামায পড়ে ফেললে পুনরায় জামাআতে নামায পড়ার বিষয়টি হানাফী ও কোন কোন শাফিঈর মতে যুহর ও এশার বেলায় প্রযোজ্য। কারণ ফজর ও আসরের পরে কোন নফল নামায নেই। যেমন এক হাদীসে রয়েছে ঃ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। মাগরিবও হানাফী মযহাব মতে পুনরায় পরা যায় না। কারণ নফল নামায তিন রাকআত হয় না। এক রাকআত বাড়িয়ে পড়লে ইমামের অনুসরণ বহাল থাকে না। শাফিঈদের মতেও যেহেতু মাগরিব বেজোড় নামায, সেহেতু পুন পড়লে মাকরূহ হবে। যারা বেতেরকে ওয়াজিব মনে করেন না, বরং নফল মনে করেন, তাদের মতে (বেতেরের ন্যায়) মাগরিবও পুনঃ পড়া দূষণীয় নয়।

٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ اُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنٰى عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى الْحِمْصِىِّ عَنْ اَبِىْ اُبَىِّ بْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ

عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ. وَقَالَ سُفْيَانُ اِنْ اَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ اَاُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ.

৪৩৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ আমার পরে তোমাদের এমন সব শাসক হবে যাদের কাজকর্ম তাদেরকে যথাসময়ে নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে, এমনকি নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে। তোমরা তখন যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে। একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের সাথেও কি নামায পড়বো? তিনি বললেন ঃ হাঁ, পড়তে চাইলে তুমি পড়তে পারো। সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে ঃ ঐ লোক বললো, যদি আমি তাদের সাথে নামায পাই তাহলে তাদের সাথেও পড়ে নেবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, ইচ্ছা করলে তুমি তাদের সাথে পড়ে নিবে।

٤٣٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا اَبُوْ هَاشِمٍ يَّعْنِى الزَّعْفَرَانِىَّ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ فَهِىَ لَكُمْ وَهِىَ عَلَيْكُمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ.

৪৩৪। কাবীসা ইবনে ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে তোমাদের এরূপ শাসকবর্গ হবে, যারা নামায দেরিতে পড়বে। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, দায়ী হবে তারাই। তোমরা তাদের সাথে নামায পড়তে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কিবলামুখী হয়ে নামায পড়বে।

بَابُ فِىْ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকলে অথবা নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে

٤٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَنَا الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ قَالَ فَغَلَبَتْ بِلَالاً عَيْنَاهُ وَهُوَ

مَسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلاَلُ فَقَالَ اَخَذَ بِنَفْسِيْ اَلَّذِيْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى لَهُمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ. قَالَ يُوْنُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَالِكَ. قَالَ اَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِيْ عَنْ يُوْنُسَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ "لِذِكْرِيْ" قَالَ اَحْمَدُ الْكَرَى النُّعَاسُ.

৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এক রাতে তিনি অবিরাম সফর করতে থাকলেন। অবশেষে আমাদের ক্লান্তিভাব দেখা দিলে শেষ রাতের দিকে তিনি (এক জায়গায়) যাত্রাবিরতি করেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ তুমি জাগ্রত থাকবে এবং রাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু বিলালও তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গলো না। বিলালও জাগলেন না। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও কেউ জাগতে পারলেন না। এমনকি যখন রোদের তাপ তাদের গায়ে লাগলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন ঃ কি হলো বিলাল! বিলাল বললেন, আপনাকে যে সত্তা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, আমাকেও তিনিই অচেতন রেখেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক! তারপর তারা তাদের উট নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল তাকবীর বললেন। নবী (সা) ফজরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হতেই উক্ত নামায পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো" (সূরা তহা ঃ ১৪)।

٤٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا اَبَانُ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلُوْا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِيْ اَصَابَتْكُمْ فِيْهِ

الْغَفْلَةُ قَالَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ وَصَلّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْاَوْزَعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ اِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمُ الْاَذَانَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ الْاَوْزَاعِىُّ وَاَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ.

৪৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ঐ স্থান থেকে সরে যাও যেখানে তোমাদেরকে অবসাদ পেয়ে বসেছিল। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও একামত দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আল-আওযাঈ ও আবদুর রায্যাক (র), মা'মার ও ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই যুহরীর বর্ণিত এ হাদীসে আযানের উল্লেখ করেননি, মা'মার থেকে আওযাঈ ও আবান আল-আত্তার ছাড়া।

٤٣٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىِّ نَا اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ انْظُرْ فَقُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ هٰذَانِ رَاكِبَانِ هٰؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ حَتّٰى صِرْنَا سَبْعَةً فَقَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلٰوتَنَا يَعْنِىْ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَمَا اَيْقَظَهُمْ اِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوْا فَسَارُوْا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوْا فَتَوَضَّؤُا وَاَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلُّوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ وَرَكِبُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنَا فِىْ صَلٰوتِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لاَ تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ وَاِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ عَنْ صَلٰوةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ.

৪৩৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সফরে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ঘুরলেন। আমিও তাঁর সাথে ঘুরলাম। তিনি বললেন ঃ লক্ষ্য রাখো। আমি বললাম, এই একজন সওয়ারী। এই দু'জন সওয়ারী, এই তিনজন সওয়ারী। দেখতে দেখতে আমরা সাতজন হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমাদের নামায অর্থাৎ ফজরের নামাযের ব্যাপারে সজাগ থেকো। কিন্তু তাদের সকলের কান বন্ধ হয়ে গেল (সবাই ঘুমিয়ে পড়লো)। অবশেষে তারা গায়ে সূর্যতাপ না লাগা পর্যন্ত ঘুম থেকে জাগতে পারেননি। জেগে তারা কিছু দূর সফর করে

(এক জায়গায়) অবতরণ করলেন এবং উযু করলেন। বিলাল (রা) আযান দিলে সকলে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর ফরয নামায পড়ে সবাই সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। এবার তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা আমাদের নামাযে গাফিলতি করে ফেলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিদ্রিতাবস্থায় গাফিলতির অবকাশ নেই। গাফিলতি ও ত্রুটি তো হয়ে থাকে জাগ্রতাবস্থায়। তোমাদের কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলেই ঐ নামায পড়ে নেয়। আর পরের দিনও যেন যথাসময়ে নামায পড়ে (অর্থাৎ নামায কাযা করা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়)।

٤٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ نَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْاُمَرَاءِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ تُوْقِظْنَا اِلاَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِيْنَ لِصَلٰوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا حَتّٰى اِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنَادِيَ بِالصَّلٰوةِ فَنُوْدِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَلاَ اِنَّا نَحْمَدُ اللّٰهَ اَنَّا لَمْ نَكُنْ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلٰوتِنَا وَلٰكِنْ اَرْوَاحُنَا كَانَتْ بِيَدِ اللّٰهِ فَاَرْسَلَهَا اَنّٰى شَاءَ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا.

৪৩৮। খালিদ ইবনে সুমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ আল-আনসারী (রা) মদীনা থেকে আমাদের এখানে আসলেন। আনসাররা তাকে অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোক গণ্য করতো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠালেন। তারপর পূর্ববর্তী হাদীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারপর বর্ণনাকারী আবু কাতাদা (রা) বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত

আমাদের ঘুম ভাঙ্গলো না। অতঃপর আমরা নামাযের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জাগলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ থাম, থাম। এমনকি সূর্য উঁচুতে উঠে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে অভ্যস্থ তারা যেন তা পড়ে নেয়। এ কথা শুনে যারা ঐ দুই রাকআত সুন্নাত পড়তো, আর যারা পড়তো না সবাই উঠে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ জেনে রাখো, আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, কোন পার্থিব জিনিস আমাদেরকে আমাদের নামায থেকে বিরত রাখেনি। বরং আমাদের রূহ আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ ছিল। তিনি যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা ছেড়েছেন। আগামীকাল তোমাদের মধ্যে যে সঠিক ওয়াক্তে ফজরের নামায পাবে সে যেন তার সাথে অনুরূপ আরেক ওয়াক্ত নামায পড়ে নেয়।

٤٣٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلٰوةِ فَقَامُوْا فَتَطَهَّرُوْا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ.

৪৩৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একই হাদীসে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের রূহসমূহকে আটকে রেখেছিলেন তাঁর ইচ্ছানুরূপ, আবার ছেড়েও দিয়েছেন তাঁর মর্জি মোতাবেক। ওঠো এবং নামাযের আযান দাও। তারপর সবাই উঠে উযু করলো। তখন সূর্য উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উঠে দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন।

٤٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّأَ حِيْنَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى بِهِمْ.

৪৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) তার পিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত অর্থেরই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি (নবী সা.) সূর্য উপরে ওঠার পর উযু করলেন, তারপর লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ালেন।

٤٤١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِىُّ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ

اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ اَنْ تُؤَخِّرَ صَلٰوةً حَتّٰى يَدْخُلَ وَقْتُ اُخْرٰى.

৪৪১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিদ্রিতাবস্থায় থাকলে গাফিলতি ও ত্রুটি ধর্তব্য নয়। ত্রুটি হলো জাগ্রত থেকে নামায পড়তে বিলম্ব করা, যাতে পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়।

٤٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَالِكَ.

৪৪২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলেই তা পড়ে নেয়। এটাই তার নামাযের কাফফারা।

٤٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ مَسِيْرٍ لَهُ فَنَامُوْا عَنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوْا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوْا قَلِيْلاً حَتّٰى اِسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَ مُؤَذِّنًا فَاَذَّنَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

৪৪৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সফরে ছিলেন। সব লোক ফজরের নামাযে না জেগে ঘুমিয়ে থাকলো। সূর্যের তাপে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর তারা কিছুদূর সামনে অগ্রসর হলো, সূর্য তখন যথারীতি উপরে উঠেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিলেন। মুয়ায্যিন আযান দিলে তিনি দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর মুয়ায্যিন তাকবীর বললে তিনি ফজরের ফরয নামায পড়ালেন।

٤٤٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهٰذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِى الْقَتْبَانِىَّ اَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ الزِّبْرِقَانَ

حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنَحَّوْا عَنْ هٰذَا الْمَكَانِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّؤُا وَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ.

৪৪৪। আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর এক সফরে ছিলাম। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, ফজরের ওয়াক্তে জাগতে পারলেন না। এমনকি সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি বললেন ঃ এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো। রাবী বলেন, তারপর বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই উযু করে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লো। বিলালকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন। বিলাল নামাযের একামত দিলে তিনি ফজরের নামায পড়ালেন।

٤٤٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيْزٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ ثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ ذِيْ مِخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوْءًا لَمْ يَلُثَّ مِنْهُ التُّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ أَقِمِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ. قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ذُوْ مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِّنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدُ يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ.

৪৪৫। যু-মিখ্বার আল-হাবাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম। তার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এতটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে যে, তাতে যমীন ভিজলো না। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ও ধীরেসুস্থে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর বিলালকে নামাযের একামত দিতে বললেন, অতঃপর তিনি সুস্থিরভাবে ফরয নামায পড়ালেন।

٤٤٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَرِيْزٍ يَّعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ صُلَيْعٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرِ بْنِ اَخِى النَّجَاشِىِّ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ.

৪৪৬। নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র যু-মিখ্বার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ ঘটনার বর্ণনায় বলেছেন, বিলাল আযান দিলো– কোনরূপ তাড়াহুড়া ছাড়াই।

٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اَبِىْ عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ اَنَا فَنَامُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ قَالَ فَفَعَلْنَا قَالَ فَكَذَالِكَ فَافْعَلُوْا لِمَنْ نَامَ اَوْ نَسِىَ.

৪৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কে আমাদেরকে জাগিয়ে দিবে? বিলাল (রা) বললেন, আমি। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ঐরূপ কর যেরূপ তোমরা করতে (অর্থাৎ যথারীতি নামায পড়ো)। অতএব আমরা তাই করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে অথবা ভুলে যাবে সে যেন এরূপই করে।

بَابٌ فِىْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মসজিদ নির্মাণ করা

٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُمِرْتُ

بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى.

৪৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি মসজিদকে উঁচু করে বানাতে। ইবনে আব্বাস বলেন, তোমরা (ভবিষ্যতে) মসজিদকে সুসজ্জিত করবে যেরূপ ইহূদী ও খৃস্টানরা সুসজ্জিত করেছে (তাদের উপাসনালয়)।

٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ وَّقَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

৪৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অংহকরে মেতে উঠবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ মসজিদ নিয়ে গর্ব করা কিয়ামতেরই একটি আলামত। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ পরস্পর এই বলে গর্ব করবে, দেখ! আমাদের মসজিদ কিরূপ উঁচু, সুসজ্জিত, কারুকার্য খচিত, সুন্দর, প্রশস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুসজ্জিত ও কারুকার্য খচিত করাও জায়েয নয়।

٤٥٠- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجّٰى ثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يَّجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيْتُهُمْ.

৪৫০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন– ঐ স্থানে যেখানে মুশ্‌রিকদের মূর্তি স্থাপিত ছিল।

٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَّمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَهُوَ اَتَمُّ قَالاَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ اَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَعَمَدُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ مِنْ

خَشَبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلٰى بِنَاهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَاَعَادَ عَمَدَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ خَشَبًا وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنٰى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَقْفُهُ السَّاجُ• قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجَصُّ.

৪৫১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববী ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী ছিল। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। আবু বাক্‌র (রা) এর কোনরূপ সম্প্রসারণ করেননি। উমার (রা) তা বাড়িয়েছেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তার যে ভিত্তি ছিল ঐ ভিত্তির উপরই তিনি ইট ও খেজুর পাতা দ্বারা তা নির্মাণ করান এবং তাতে নতুন স্তম্ভ লাগান। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। উসমান (রা) তা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং অনেক সম্প্রসারিত করেন। তিনি নকশাযুক্ত পাথর ও চুনা দ্বারা তার দেয়াল নির্মাণ করেন, নকশাযুক্ত পাথর দ্বারা খুঁটি নির্মাণ করেন এবং সেগুন কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করেন। মুজাহিদের বর্ণনায় আছে ঃ তার ছাদ ছিল সেগুন কাঠের।

٤٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مَسْجِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوَارِيْهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ اَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ اِنَّهَا نَخِرَتْ فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ اِنَّهَا نَخِرَتْ فِىْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالْاٰجُرِّ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الْاٰنَ.

৪৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের। তার উপরিভাগ ছিল খেজুর পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত। আবু বাক্‌র (রা)-এর খিলাফতকালে তা ভেঙ্গে পড়ে গেলে তিনি খেজুর গাছ ও খেজুর পাতা দ্বারা তা পুনর্নির্মাণ করেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে আবার ঐগুলো পঁচে গেলে তিনি পাকা ইট দ্বারা তা নির্মাণ করেন। আজ পর্যন্ত তা-ই বিদ্যমান রয়েছে (অর্থাৎ এ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবৎকাল পর্যন্ত)।

٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِىْ عُلُوِّ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ قَالَ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَاُ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ وَيُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاِنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَنِى النَّجَّارِ قَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا فَقَالُوْا وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ وَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خَرِبٌ وَكَانَتْ فِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ سُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصُفَّفَ النَّخْلُ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَّجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَةَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرَ الْاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

৪৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছে এর উচ্চভূমির একটি মহল্লায় অবতরণ করলেন, যার নাম ছিল বনু আমর ইবনে আওফ। সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি একজনকে বনু নাজ্জারের নিকট পাঠালেন। তারা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এলো। আনাস (রা) বলেন, যেন আমি উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তার পেছনে সওয়ার ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)। আর বনু নাজ্জারের লোকজন ছিল তাঁর চারপাশে। অবশেষে তিনি অবতরণ করলেন আবু আইউব (রা)-র আঙ্গিনায়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে নিতেন যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হতো। তিনি বকরীর খোঁয়াড়েও নামায পড়তেন।

তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জারকে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ হে বনু নাজ্জার! তোমরা এ ভূমিখণ্ডের মূল্য নিয়ে নাও। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এর মূল্য চাই না একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট ছাড়া। আনাস (রা) বলেন, ঐ যমীনে যা যা ছিল তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তাতে মুশরিকদের কিছু কবর ছিল, কিছু অসমতল ভূমি (বা খানাখন্দক) ছিল, আর ছিল কিছু খেজুর গাছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বেছে ফেলে দেয়া হলো, অসমতল ভূমি সমান করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ড মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে গেরে দেয়া হলো। দরোজার চৌকাঠ পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হলো। সাহাবীরা পাথরগুলো স্থানান্তর করছিলেন আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন ঃ হে আল্লাহ! কোনই কল্যাণ নেই আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করো।

٤٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لَبَنِى النَّجَّارِ فِيْهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَامِنُوْنِىْ بِهِ فَقَالُوْا لاَ يَنْبَغِىْ بِهِ ثَمَنًا فَقُطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّىَ الْحَرْثُ وَنُبِشَ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فَاغْفِرْ مَكَانَ فَانْصُرْ. قَالَ مُوْسٰى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُوْلُ خَرِبٌ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ اَنَّهُ اَفَادَ حَمَّادًا هٰذَا الْحَدِيْثَ.

৪৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর জায়গাটিতে বনু নাজ্জারের একটি বাগান ছিল। তাতে ছিল শস্য, খেজুর গাছ ও মুশরিকদের কিছু কবর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ঃ আমার থেকে এর মূল্য নিয়ে নাও। তারা বললো, আমরা এর মূল্য চাই না। তারপর খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো, শস্যক্ষেত্র সমান করে দেয়া হলো, কবরগুলো খুঁড়ে সমতল করা হলো।... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তার এক বর্ণনায় ঃ (হে আল্লাহ) 'তুমি সাহায্য কর'– এর স্থলে রয়েছে ঃ 'তুমি ক্ষমা করে দাও'। রাবী মূসা বলেন, আবদুল ওয়ারিসও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়ারিস এ হাদীস হাম্মাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوَرِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা

٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوَرِ وَاَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ.

৪৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ তৈরীর এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمُرَةَ قَالَ اِنَّهُ كَتَبَ اِلٰى بَنِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ اَنْ نَصْنَعَهَا فِىْ دُوْرِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

৪৫৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন ঃ অতঃপর জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমরা যেন আমাদের মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করি এবং তা যেন আমরা ঠিকঠাক ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখি।

بَابٌ فِى السَّرْجِ فِى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মসজিদে বাতি জ্বালানো

٤٥٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا مِسْكِيْنٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْبِلاَدُ اِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِىْ قَنَادِيْلِهِ.

৪৫৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাসী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল মাকদিসের ব্যাপারে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা সেখানে যাও এবং তাতে নামায পড়ো। ঐ সময় শহরটি শত্রু এলাকা ছিল। আর তোমরা যদি সেখানে যেতে এবং নামায পড়তে না পারো তাহলে তাতে বাতি জ্বালাবার জন্য তেল পাঠিয়ে দিও।

بَابٌ فِىْ حَصَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মসজিদের কংকর সম্পর্কে

٤٥٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِىْ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَصْبَحَتِ الْاَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِىْ بِالْحَصٰى فِىْ ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا.

৪৫৮। আবুল ওয়ালীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে মসজিদের কংকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এক রাতে বৃষ্টি হলো। ফলে মাটি কর্দমাক্ত হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তার কাপড়ে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর টুকরা এনে মাটিতে বিছিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন ঃ এটা কি চমৎকার!

٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ قَالاَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَخْرَجَ الْحَصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ.

৪৫৯। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, যখন কোন লোক মসজিদ থেকে কংকর বের করে নেয়, তখন সেগুলো শপথ করতে থাকে (যে আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের করো না)।

٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى الصَّغَانِىَّ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا شَرِيْكٌ ثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ بَدْرٍ اُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَصَا لَتُنَاشِدُ الَّذِىْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ.

৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বদর (র) বলেন, আমার মতে তিনি এ

হাদীস 'মরফু' হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কংকর অপসারণকারীকে কসম দিয়ে থাকে (তাকে মসজিদ থেকে অপসারণ না করতে)।

بَابُ كَنَسِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া

٤٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيْمِ الْخَزَّازُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا.

৪৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের যাবতীয় সওয়াবের কাজ আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল এমনকি মসিজদ থেকে কারো ময়লা-আবর্জনা বের করে ফেলাও। আমার উম্মাতের গুনাহরাশিও আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। তাতে কুরআনের কোন সূরা অথবা কোন আয়াত শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড়ো গুনাহ আর কোনটি আমি দেখিনি।

بَابُ اِعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِى الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মসজিদে মহিলারা পুরুষদের থেকে পৃথক থাকবে

٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَبُوْ مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ. قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ اَصَحُّ.

৪৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই দরোজাটি যদি আমরা মহিলাদের (মসজিদে যাতায়াতের) জন্য ছেড়ে দিতাম! নাফে' (র) বলেন, (একথা শুনে) ইবনে উমার (রা) আমৃত্যু আর ঐ দরোজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করেননি। আবদুল ওয়ারেস ছাড়া একজন বর্ণনাকারীর (ইসমাঈল) মতে, কথাটি বলেছিলেন উমার (রা)। আর এটাই অধিকতর সহীহ।

٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَهُوَ اَصَحُّ.

৪৬৩। নাফে' (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এটাই অধিকতর সহীহ।

٤٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا بَكْرٌ يَّعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهٰى اَنْ يُّدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ.

৪৬৪। নাফে (র) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মহিলাদের দরোজা দিয়ে পুরুষদের (মসজিদে) প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশকালে যা পড়বে

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ اَوْ اَبَا اُسَيْدٍ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

৪৬৫। আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ বা আবু উসাইদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম পাঠ করে, তারপর যেন বলে, 'হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরোযাসমূহ খুলে দাও।' আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি'।

٤٦٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ لَقِيْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ اَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَالَ ذَالِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّىْ سَائِرَ الْيَوْمِ.

৪৬৬। হায়ওয়াহ ইবনে শুরায়েহ (র) বলেন, আমি উকবা ইবনে মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি জানতে পারলাম, আপনার নিকট আমর ইবনুল আসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (সা) মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন ঃ 'আমি আশ্রয় চাই, অতীব সম্মান ও চিরন্তন সালতানাতের অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে। উকবা (রা) বললেন, এতটুকুনই? আমি বললাম, হাঁ। উকবা বললেন, যখন কেউ একথা বলে তখন শয়তান বলে, এক্ষণে লোকটি আমার (কুমন্ত্রণা) থেকে বেঁচে গেল সারা দিনের জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মসজিদে প্রবেশকালীন নামায

٤٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّجْلِسَ.

৪৬৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে, সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক্আত নামায পড়ে।

٤٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ.

৪৬৮। আবু কাতাদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ...। তাতে আরো আছে ঃ দুই রাকআত পড়ার পর ইচ্ছা করলে বসবে অথবা নিজ কাজে চলে যাবে।

بَابُ فَضْلِ الْقُعُوْدِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মসজিদে বসে থাকার মাহাত্ম্য

٤٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَوْ يَقُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

৪৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যে জায়নামাযে নামায পড়েছে তাতে যতোক্ষণ বসে থাকে ততোক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। যে যাবত না তার উযু ছুটে যায় অথবা সে উঠে চলে যায় ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।'

٤٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةُ.

৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি পুরো সময় নামাযের মধ্যেই কাটায়, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটক রাখে। তাকে তার পরিজনের কাছে ফিরে যেতে কেবল নামাযই বারণ করে।

٤٧١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلُ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَ فِىْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ تَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ اَوْ يُحْدِثَ فَقِيْلَ وَمَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُوَ اَوْ يَضْرِطُ.

৪৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা পুরো সময় নামাযেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জায়নামাযে নামাযের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে : হে আল্লাহ!

তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর।' যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে অথবা তার উযু ছুটে যায়। বলা হলো, উযু ভাঙ্গার মানে কি? বললেন ঃ নিঃশব্দে অথবা সশব্দে হাওয়া নির্গত হওয়া।

٤٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ الْاَزْدِىُّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.

৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে মসজিদে যাবে, সে ঐ কাজেরই অংশ (বা প্রতিদান) পাবে।

بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করা দূষণীয়

٤٧٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا حَيْوَةُ يَعْنِى ابْنَ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَسْوَدِ يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ اَدَّاهَا اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে (দেখে বা) শোনে, সে যেন বলে, আল্লাহ তোমার জিনিসটি কখনো ফিরিয়ে না দিন। কারণ মসজিদ তো এ কাজের জন্য তৈরী হয়নি।

بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা অন্যায়

٤٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا هِشَامٌ وَّشُعْبَةُ وَاَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُّوَارِيَهُ.

৪৭৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হলো তা ঢেকে দেয়া (বা মুছে ফেলা)।

٤٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْبُزَاقَ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

৪৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। তার কাফ্ফারা হলো মাটি দ্বারা তা ঢেকে দেয়া।

٤٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৪৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু বা কফ্ ফেলা... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٧٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا اَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيْهِ اَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ.

৪৭৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, তারপর তাতে থু থু ফেলবে অথবা কফ ফেলবে, সে যেন মাটি খুঁড়ে তাতে তা চাপা দেয়। আর এটা যদি না করে, তাহলে সে যেন নিজ কাপড়ে থুথু ফেলে এবং ঐ কাপড়সহ বের হয়ে যায়।

٤٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ اِلَى الصَّلٰوةِ اَوْ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ اِنْ كَانَ فَارِغًا اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ.

৪৭৮। তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মানুষ নামাযে দাঁড়ায় অথবা নামায পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে। তবে বাম দিকে যদি জায়গা থাকে তাহলে সেদিকে থুথু ফেলবে অথবা বাঁ পায়ের নিচে থুথু ফেলে যেন তা ঘষে মুছে ফেলে।

٤٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا اِذْ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قِبَلَ وَجْهِ اَحَدِكُمْ اِذَا صَلّٰى فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ وَمُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزَّعْفَرَانَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَاَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيْهِ. وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ الْخَلُوْقَ.

৪৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দানকালে মসজিদের কিবলার দিকে কফ দেখতে পেলেন। এতে তিনি লোকদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। তারপর তিনি তা তুলে ফেলেন। রাবী বলেন, জাফরান আনিয়ে সেখানে তা লাগিয়ে দিলেন। এরপর বললেন ঃ মহান আল্লাহ নামাযের সময় তোমাদের সামনেই থাকেন। কোনকোন বর্ণনায় জাফরানের কথা উল্লেখ নাই। আবার কোন কোন বর্ণনায় 'আল-খালূক' (কস্তুরীযুক্ত সুগন্ধি)-এর উল্লেখ আছে।

٤٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِيْنَ وَلاَ يَزَالُ فِىْ يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ اَيَسُرُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُّبْصَقَ فِىْ وَجْهِهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَاِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلاَ فِىْ قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ

تَحْتَ قَدَمِهِ فَاِنْ عَجِلَ بِهِ اَمْرٌ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَالِكَ اَنْ يَّتْفُلَ فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ.

৪৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের ডাল পছন্দ করতেন। তাঁর হাতে সর্বদা এর একটি লাঠি থাকতো, তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। তিনি তা রগড়ে তুলে ফেললেন, তারপর অসন্তুষ্টি নিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমাদের কারো মুখে থুথু ফেলা হোক– এটা কি তোমাদের কেউ পছন্দ করবে? জেনে রাখো, তোমাদের কেউ যখন (নামাযের জন্য) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে মূলত সম্মানিত মহান আল্লাহ্‌র দিকেই মুখ করে দাঁড়ায়। আর তার ডানে থাকে ফেরেশতাগণ। কাজেই কেউ যেন ডানদিকে ও কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, রবং বামে অথবা পায়ের নিচে ফেলে। যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, তাহলে ঘষে মুছে ফেলবে। আর ইবনে আজলান বর্ণনা করেছেন, নিজের কাপড়ে থুথু ফেলে কাপড়ের একাংশকে অপর অংশের ওপর ওলট-পালট করে নেবে।

٤٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِىُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَانِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَهٰذَا لَفْظُ يَحْيَى ابْنِ الْفَضْلِ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ فِىْ مَسْجِدِهِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَسْجِدِنَا هٰذَا وَفِىْ يَدِهِ عُرْجُوْنُ بْنِ طَابٍ فَنَظَرَ فَرَاٰى فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَاَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُّعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ يُصَلِّىْ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَاِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هٰكَذَا وَوَضَعَهُ عَلٰى فِيْهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ اُرُوْنِىْ عَبِيْرًا فَقَامَ فَتًى مِّنَ الْحَىِّ يَشْتَدُّ اِلٰى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوْقٍ فِىْ رَاحَتِهِ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلٰى رَاْسِ الْعُرْجُوْنِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلٰى اَثَرِ النُّخَامَةِ قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوْقَ فِىْ مَسَاجِدِكُمْ.

৪৮১। উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি তখন তার মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদে আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর হাতে ছিল ইবনে তাব নামক এক প্রকার (খেজুরের) ডাল। তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলেন, মসজিদের কিবলার দিকে শ্লেষ্মা লেগে রয়েছে। তিনি সেখানে এগিয়ে গিয়ে ঐ ডাল দিয়ে তা তুলে ফেললেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কার পছন্দ হয় যে, তার থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিন? তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনেই থাকেন। কাজেই যে সেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, ডান দিকেও নয়, বরং বামদিকে (অথবা) বাম পায়ের নিচে ফেলবে। আর যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড়ে এরূপ করবে। এই বলে তিনি মুখের উপর কাপড় রাখলেন ও তা রগড়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'আবির (এক প্রকার সুগন্ধি) নিয়ে আসো। এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং দৌড়ে নিজের ঘরে গেলো এবং হাতে করে সুগন্ধি নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে ডালের মাথায় লাগালেন, তারপর যেখানে শ্লেষ্মা লেগেছিল সেখানে রগড়ে দিলেন। জাবির (রা) বললেন, এ কারণেই তোমরা মসজিদে সুগন্ধি লাগিয়ে থাকো।

٤٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ اَحْمَدُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ لاَ يُصَلِّىْ لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذَالِكَ اَنْ يُّصَلِّىَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ وَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّكَ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৪৮২। আবু সাহলা আস-সাইব ইবনে খাল্লাদ (র) থেকে বর্ণিত। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক কওমের ইমামতি করতো সে কিবলার দিকে থুথু ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লক্ষ্য করলেন। সে নামায শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বললেন ঃ এ লোক আর তোমাদের ইমামতি করবে না। এরপর সে লোকদের ইমামতি করতে চাইলে তারা তাকে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। সে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো। তিনি বললেন ঃ হাঁ আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন ঃ তুমি কষ্ট দিয়েছ আল্লাহ্কে এবং তাঁর রাসূলকে।

٤٨٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى.

৪৮৩। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। তিনি তাঁর বাম পায়ের নিচে থুথু ফেললেন।

٤٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ دَلَكَه بِنَعْلِهِ.

৪৮৪। আবুল আ'লা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে আরো আছে ঃ তারপর তিনি তাঁর জুতা দ্বারা তা রগ্‌ড়ে ফেলেন।

٤٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُوْرِىِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

৪৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসেলা ইবনুল আসকা' (রা)-কে দামেশকের মসজিদে দেখলাম যে, তিনি চাটাইয়ের ওপর থুথু ফেললেন, পরে পা দিয়ে তা মুছে ফেললেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মুশরিক ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা

٤٨٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هٰذَا الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ سَائِلُكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আগমন করে তার উটকে মসজিদের আঙ্গিনায় বসিয়ে তা বাঁধলো, তারপর বললো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনেই বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই যে সাদা বর্ণের লোকটি হেলান দিয়ে বসে আছেন– ইনিই! লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! নবী (সা) তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে জওয়াব দিয়েছি। তারপর লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি... অবশিষ্ট হাদীস পূর্ববৎ।

টীকা ঃ মসজিদুল হারাম এবং মক্কার হারাম (নিষিদ্ধ) এলাকা ব্যতীত অমুসলিমদের জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয। তাতে তারা দীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে তাও জিজ্ঞেস করতে পারবে।

٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُوْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَاَنَاخَ بَعِيْرَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ فَقَالَ اَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সা'দ ইবনে বাক্‌র দিমাম ইবনে সালাবাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালো। সে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মসজিদের দরোজার নিকট তার উট বসালো এবং বাঁধলো, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলো। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। রাবী বলেন, সে বললো, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। সে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র!... এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ثَنَا رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَلْيَهُوْدُ اَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ اَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ فِىْ رَجُلٍ وَّامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ.

৪৮৮। আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তিনি তখন মসজিদে সাহাবাদের নিয়ে বসা ছিলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম। তারপর তারা তাদের মধ্যকার এক পুরুষ ও এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যারা যেনায় লিপ্ত হয়েছিল।

بَابٌ فِى الْمَوَاضِعِ الَّتِىْ لاَ تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যেসব জায়গায় নামায পড়া নাজায়েয

٤٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا.

৪৮৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার (তথা আমার উম্মাতের) জন্য পৃথিবীকে পবিত্র (বা পবিত্রতাদানকারী) ও মসজিদ করা হয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর যে এহসান করা হয়েছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। তা হচ্ছে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ও যে কোন ভূখণ্ডে নামায পড়ার অনুমতি দান। কারণ পূর্ববর্তী উম্মাতদের নির্দিষ্ট ইবাদতখানা ছাড়া অন্যত্র নামায পড়া বা ইবাদত করা বৈধ ছিল না।

٤٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ الْاَزْهَرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِىِّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الْغِفَارِىِّ اَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيْرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ حِبِّىْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَهَانِىْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَقْبَرَةِ وَنَهَانِىْ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ اَرْضِ بَابِلَ فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ.

৪৯০। আবু সালেহ আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) এক সফরে বাবেল নামক শহর অতিক্রম করছিলেন। তখন তার নিকট আসরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি লাভের জন্য মুয়ায্যিন আসলো। তিনি যখন বাবেল শহর অতিক্রম করে গেলেন, তখন মুয়ায্যিনকে তাকবীর বলার নির্দেশ দিলেন। মুয়াযযিন তাকবীর দিলে তিনি নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আমাকে নিষেধ করেছেন কবরস্থানে নামায পড়তে এবং নিষেধ করেছেন আমাকে বাবেলের জমিনে নামায পড়তে। কারণ উক্ত জমিন অভিশপ্ত।

টীকা ঃ বাবেলের মাটিতে অনেক স্বৈরাচারী কাফের বাদশাহ রাজত্ব করেছে, যাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল। ঐ শহরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। আমার জানামতে কোন আলেম বাবেলের মাটিতে নামায পড়া হারাম বলেননি। আবার কেউ বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু আলী (রা)-এর জন্যই খাস ছিল।

٤٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الْغِفَارِىِّ عَنْ عَلِىٍّ بِمَعْنٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ.

৪৯১। আবু সালেহ আল-গিফারী (র) আলী (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসেরই সমার্থক বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে "তিনি যখন বাবেল শহর অতিক্রম করে গেলেন" কথাটিতে একই অর্থের ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٤٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوْسٰى فِىْ حَدِيْثِهِ فِيْمَا يَحْسِبُ عَمْرٌو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

৪৯২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমগ্র জমিন মসজিদ, শুধুমাত্র গোসলখানা ও কবরস্থান ছাড়া।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া নিষেধ

٤٩٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ لاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ.

৪৯৩। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে। তিনি বলেন ঃ তোমরা উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না। কেননা তা হচ্ছে শয়তানের জায়গা। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সেখানে নামায পড়ো। কারণ ওটা হচ্ছে বরকতের প্রাণী।

بَابُ مَتٰى يُؤْمَرُ الْغُلاَمُ بِالصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ বালক-বালিকাদের কখন নামাযের হুকুম দিতে হবে?

٤٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلٰوةِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا.

৪৯৪। আবদুল মালেক ইবনে রাবী ইবনে সাব্‌রাহ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শিশুদের বয়স সাত বছর হলেই নামাযের জন্য নির্দেশ দিবে। তার বয়স যখন দশ বছর হবে, তখন (নামায না পড়লে) নামাযের জন্য তাকে মারবে।

٤٩٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِى الْيَشْكُرِىَّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ سَوَّارٍ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوْ حَمْزَةَ الْمُزَنِىُّ الصَّيْرَفِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

৪৯৫। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের জন্য নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন নামাযের জন্য তাদের মারো এবং তাদের ঘুমাবার বিছানা পৃথক করে দাও।

٤٩٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِىْ دَاوُدُ بْنُ سَوَارٍ

الْمُزَنِىُّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَاِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ اَوْ اَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ اِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيْعٌ فِىْ اِسْمِهِ وَرٰى عَنْهُ اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِىُّ.

৪৯৬। দাঊদ ইবনে সাওয়ার আল-মুযানী (র) একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এটুকু বেশি রয়েছে ঃ যখন কেউ তার বাঁদীকে তার গোলাম নফরের সাথে বিয়ে দেয়, তারপর যেন সে আর তার নাভির নিচে ও হাঁটুর উপরে না তাকায়। আবু দাঊদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) দাঊদ ইবনে সাওয়ারের নাম বুঝতে ভুল করেছেন। আবু দাঊদ আত-তায়ালিসী তাঁর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু হামযা সাওয়ার আস-সায়রাফী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِىُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتٰى يُصَلِّى الصَّبِىُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِّنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوْهُ بِالصَّلٰوةِ.

৪৯৭। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব আল-জুহানীর নিকট গেলাম। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শিশু কখন নামায পড়বে? তার স্ত্রী বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আলোচনা করতো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ যখন সে ডান ও বামের পার্থক্য সম্পর্কে (ডান হাত ও বাঁ হাতের ব্যবহারে) সচেতন হবে, তখন তাকে নামাযের নির্দেশ দাও।

بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ আযানের সূচনা

٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخُتُّلِىُّ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ وَحَدِيْثُ عَبَّادٍ اَتَمُّ قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادٌ نَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اِهْتَمَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ اَنْصِبْ

رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ قَالَ وَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعَ يَعْنِى الشَّبُّوْرَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّوْرُ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِىَ الْاَذَانُ فِىْ مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَاَرَانِى الْاَذَانَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَاٰهُ قَبْلَ ذَالِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُخْبِرَنِىْ فَقَالَ سَبَقَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَاَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُمَيْرٍ اَنَّ الْاَنْصَارَ تَزْعُمُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا اَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيْضًا لَجَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنًا.

৪৯৮। আবু উমায়ের ইবনে আনাস (র) থেকে তার এক আনসারী চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদের কিভাবে একত্র করবেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কেউ বললো, নামাযের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা স্থাপন করুন। তা দেখে একজন আরেকজনকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এটা পছন্দ হলো না। কেউ বা ইহুদীদের ন্যায় শিংগা-ধ্বনি করার প্রস্তাব দিল। এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হলো না। কারণ এটা ছিল ইহুদীদের কাজ (বা প্রথা)। কেউ নাকূস (ঘণ্টা ধ্বনি) ব্যবহারের প্রস্তাব করলে তিনি বলেন ঃ এটা নাসারাদের বিষয়। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাবনা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। (রাতে ঘুম গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে) স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হলো। ভোরে 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জানালেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিছুটা ঘুমে ও কিছুটা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। রাবী বলেন, উমার (রা) বিশ দিন আগেই স্বপ্নযোগে আযান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো

নিকট ব্যক্ত করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলার পর তিনিও তার স্বপ্ন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি আগে বললে না কেন? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আমার আগেই বলেছে। তাই আমি লজ্জিত হলাম (এখন বললাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বিলাল! ওঠো, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের নিকট শুনো সে তোমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছে। তার কথা মুতাবিক কাজ করো। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন। আবু বিশর বলেন, আবু উমাইর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আনসারদের ধারণা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ যদি ঐদিন অসুস্থ না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই মুয়াযযিন নিয়োগ করতেন।

بَابُ كَيْفَ الْاَذَانُ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আযান দেয়ার নিয়ম

٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ ثنَا يَعْقُوْبُ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُوْا بِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ ثُمَّ اِسْتَاْخَرَ عَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى

الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ ثُمَّ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَالِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتَ مِثْلَ مَا اُرِىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيْهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَمْ يُثَنِّيَا.

৪৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'নাকূস' বানাবার নির্দেশ দিলেন, যাতে তা বাজিয়ে লোকদের নামাযের জন্য একত্র করা যায়, তখন আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি হাতে নাকূস বহন করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! নাকূসটি বিক্রি করবেন? লোকটি বললো ঃ তা তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকদের নামাযের জন্য আহ্বান করবো। সে বললো ঃ আমি কি তোমাকে এমন বিষয় জানাবো না যা এর চাইতে উত্তম? আমি বললাম, অবশ্যই। লোকটি বললোঃ (তাহলে এরূপ) বলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান), আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই); আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল), হাইয়্যা 'আলাস্ সালাতি, হাইয়্যা 'আলাস্ সালাত (আস নামাযের দিকে, আস নামাযের দিকে); 'হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহি, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ (আস কল্যাণের দিকে, আস সফলতার দিকে), আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)।

তারপর লোকটি কিছুটা পেছনে চলে গেল, বেশি দূর গেল না। এরপর বললো, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন বলবে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস-সালাতি, হাইয়্যা 'আলাল্ ফালাহি, কাদ্ কামাতিস্ সালাতু কাদ কামাতিস সালাতু (নামায দাঁড়িয়ে গেল, নামায অনুষ্ঠিত হলো), 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার', লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম এবং যা কিছু স্বপ্নে দেখেছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ চাহে তো এ স্বপ্ন সত্য। তুমি ওঠো, বিলালের সাথে যাও এবং তুমি যা যা দেখেছ তা তাকে জানিয়ে দাও। সে আযান দিবে। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠধ্বনির চেয়ে উচ্চ। আমি বিলালের সাথে চললাম এবং তাকে বলে যাচ্ছিলাম। সে ঐগুলো উচ্চস্বরে বলে যাচ্ছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নিজ ঘর থেকে একথা শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন ও বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শপথ ঐ মহান সত্তার যিনি আপনাকে সাচ্চা পয়গাম্বররূপে পাঠিয়েছেন, আমিও স্বপ্নে একইরূপ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য...। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণিত হাদীস অপর এক সূত্রে– ইবনে ইসহাক-যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। অপরদিকে মা'মার-ইউনুস যুহরী থেকে শুধু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বর্ণনা করেছেন। দু'বারের উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ আযান শিক্ষা দানকারী ছিলেন একজন ফেরেশতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে আযান শেখানোর জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের তুলনায় আযানের প্রচলন খুবই যুক্তি নির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত। এর দ্বারা আহ্বানের আজ যেরূপ যথাযথরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ আল্লাহর মহিমা বর্ণনার কাজও অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়।

٥٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِىْ قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَاِنْ كَانَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৫০০। মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযুরা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি আমার মাথার সম্মুখ ভাগে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর বললেন বলো ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার উচ্চস্বরে। তারপর কিছুটা অনুচ্চস্বরে বলবে ঃ আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ নিম্নস্বরে বলবে। তারপর আবার শাহাদাতের শব্দ উচ্চস্বরে বলবে আশ্‌হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল্-ফালাহ্, হাইয়্যা 'আলাল্-ফালাহ্। যদি ফজরের নামায হয় তাহলে বলবে ঃ আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাউম, আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম (নামায ঘুমের চাইতে উৎকৃষ্ট, নামায ঘুমের চাইতে উত্তম)। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٥٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَفِيْهِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فِي الْاُوْلٰى مِنَ الصُّبْحِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَبْيَنُ قَالَ فِيْهِ وَعَلَّمَنِيَ الْاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَسْمَعْتَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفْرِقُهَا لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا.

৫০১। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম, আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্-নাওম ফজরের প্রথম আযানে (বলতে হবে)। আবু দাঊদ বলেন, মুসাদ্দাদের বর্ণনা এর চাইতে বেশি স্পষ্ট। তাতে রয়েছে ঃ তিনি আমাকে ইকামাত দুই দুইবার করে শিখিয়েছেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা আলাল্-ফালাহ, হাইয়্যা আলাল্-ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আবদুর রায্‌যাক বলেন, যখন নামাযের ইকামাত দেবে তখন দু'বার বলবে ঃ কাদ্ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস্ সালাহ। আর তুমি শুনে থাকবে, আবু মাহ্‌যুরা তার কপালের চুল কাটতেন না এবং সেগুলো পৃথকও করতেন না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপালে হাত বুলিয়েছিলেন।

٥٠٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَفَّانُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَّحَجَّاجٌ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اَلْاَذَانُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. وَالْاِقَامَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَذَا فِيْ كِتَابِهِ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ.

৫০২। আবু মাহযুরা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযানের শব্দ শিখিয়েছেন উনিশটি আর ইকামাতের শব্দ শিখিয়েছেন সতেরটি। আযানের শব্দগুলো হলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস-সালাতি হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ইকামাত হলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্ সালাতি হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহি হাইয়্যা আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাতু কাদ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

টীকা ঃ এ হাদীস ও আরো কোন কোন হাদীসে শাহাদাতের শব্দগুলো পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এরূপ বলাকে পরিভাষায় বলা হয় তারজী'। ইতিপূর্বে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসে এরূপ তারজি' বর্ণিত হয়নি। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসের ওপরই আমল করে থাকেন।

٥٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَعْنِىْ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৫০৩। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাকে আযান শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ আযান এভাবে দিবে– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল-লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর উচ্চস্বরে আবার বলবে– আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٥٠٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّىْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَذْكُرُوْا اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِى الْفَجْرِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

৫০৪। আবু মাহ্যুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অক্ষরে অক্ষরে আযান শিক্ষা দিয়েছেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ। হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ। আর ফজরে বলতেন, আস্সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম।

٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاِسْكَنْدَرَانِىُّ ثَنَا زِيَادُ يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِى الْجُمَحِىَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ الْجُمَحِىِّ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ اَذَانِ

حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ عَنْ اَذَانِ اَبِيْكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَطُّ وَكَذَالِكَ حَدِيْثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ تَرَجَّعْ فَتَرَفَّعْ صَوْتَكَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

৫০৫। আবু মাহ্যুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর ইবনে জুরায়েজ-আবদুল আযিয ইবনে 'আবদুল মালিকের হাদীসে বর্ণিত আযানের মতই বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনে দীনারের হাদীসে রয়েছে, রাবী বলেন, আমি আবু মাহ্যুরার পুত্রকে বললাম, আমাকে আপনার পিতার আযানের বর্ণনা দিন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি তার বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার...। অনুরূপ জা'ফর ইবনে সুলাইমান- ইবনে আবু মাহ্যুরা-তার চাচা-তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে রয়েছে ঃ তারপর তারজী' করবে ও উচ্চস্বরে বলবে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।

٥٠٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ اُحِيْلَتِ الصَّلٰوةُ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اَعْجَبَنِىْ اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةُ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةً حَتّٰى لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰبُتَّ رِجَالاً فِى الدُّوْرِ يُنَادُوْنَ النَّاسَ بِحِيْنِ الصَّلٰوةِ وَحَتّٰى هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رِجَالاً يَقُوْمُوْنَ عَلَى الْاٰطَامِ يُنَادُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِحِيْنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَقَسُوْا اَوْكَادُوْا اَنْ يَنْقُسُوْا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اِهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلاً كَاَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ اَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَاَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا

اِلاَّ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ وَلَوْلاَ اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ قَالَ بْنُ الْمُثَنّٰى اَنْ تَقُوْلُوْا لَقُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى لَقَدْ اَرَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو لَقَدْ اَرَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَمُرْ بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا اِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاٰى وَلٰكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ اِسْتَحْيَيْتُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا جَاءَ يَسْئَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ وَاَنَّهُمْ قَامُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَّرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِىْ بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى حَتّٰى جَاءَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لاَ اَرَاهُ عَلٰى حَالٍ اِلٰى قَوْلِهِ كَذَالِكَ فَافْعَلُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَاَشَارُوْا اِلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهٰذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ اَرَاهُ عَلٰى حَالٍ اِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَالِكَ فَافْعَلُوْا. قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوْا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيْدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ اَطْعَمَ مِسْكِيْنًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ فَاُمِرُوْا بِالصِّيَامِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يَّأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَاَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ اَنَّهَا تَعْتَلُّ فَاَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوْا حَتّٰى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا اَصْبَحُوْا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْهَا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاءِكُمْ.

৫০৬। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের অবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট এটা আনন্দদায়ক মনে হয় যে, আমরা সকল মুসলমান অথবা সকল মুমিন একত্রে জামা'আতে নামায পড়ি। এমনকি আমি নামাযের সময় হলে ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে অন্যান্যদের ডেকে আনার মনস্থ করলাম। নামাযের সময় উপস্থিত হলে কিছু লোককে দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেয়ারও ইচ্ছা করলাম। এমনকি তারা 'নাকুস' বাজালো বা বাজাবার উপক্রম করলো। এমন সময় এক আনসারী এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার নিকট থেকে ফিরে গেলাম, আমারও একই ভাবনা ছিল। যার (ব্যবস্থাপনা বা) চিন্তা-ভাবনা আপনি করছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে যেন দু'টি সবুজ কাপড় পরিধান করে আছে। লোকটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিল। তারপর কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার সে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করলো। কিন্তু 'কাদ কামাতিস্ সালাতু' অতিরিক্ত বললো। যদি অন্যান্যরা আমাকে মিথ্যুক মনে না করে তাহলে আমি অবশ্যই বলবো, আমি জাগ্রতই ছিলাম ঘুমে ছিলাম না। ইবনুল মুছান্নার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরের বর্ণনায় "আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন" কথাটুকু নেই। তুমি বিলালকে আযান দিতে বলো। উমার (রা) বললেন, আমিও অবশ্যই তার মত একই রকম স্বপ্ন দেখেছি। সে (আনসার লোকটি) আগে বলে ফেলাতে আমার বলতে লজ্জাবোধ হলো। ইবনে আবী লায়লা বলেন, আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, প্রথম দিকে কোন লোক মসজিদে এসে জামা'আত হতে দেখলে মুসল্লীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো, নামায কয় রাক'আত হলো (নামাযের মধ্যে মুসল্লীরা ইশারায় তা জানিয়ে দিত)। তারপর তারা ঐ পরিমাণ নামায দ্রুত আদায় করে জামা'আতে শরীক হতো। ফলে তাঁর পেছনের মুক্তাদীদের অবস্থা পৃথক পৃথক হতো। কেউ বা দাঁড়ানো, কেউ রুকূতে, কেউ বসা, আবার কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই নামাযরত অবস্থায় থাকতো। এমন সময় মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আসলেন। শো'বা (র) বলেন, আমি একথা হুসাইন থেকে শুনেছি ঃ তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে যে অবস্থায় পাবো, তারই অনুসরণ করবো (অর্থাৎ এসে আপনার নামাযেই শামিল হবো, পৃথকভাবে পড়বো না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুআয তোমাদের জন্য একটি সুন্নাত নির্ধারণ করেছে। তোমরাও তদ্রূপ করো।

আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তাদের তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপরই রমযানের রোযা ফরয (হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল) হয়। তারা ছিল রোযার ব্যাপারে অনভ্যস্থ। রোযার বিধান তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। কাজেই কেউ

কেউ রোযা না রেখে মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমাদের মধ্যে যে রমযান মাস পাবে, তার পক্ষে রোযা রাখা অবশ্যকর্তব্য" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)। এতে রুগ্ন ও মুসাফিরকে রুখসত বা অব্যাহতি দেয়া হলো, আর সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ (ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়) কেউ ইফতার করে আহার না করে ঘুমিয়ে পড়লে তার পক্ষে পরদিন প্রভাতের পূর্বে আর কিছু খাওয়া বৈধ ছিলো না (আর প্রভাত হয়ে গেলে পরের দিনের রোযা শুরু হবার কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছুই আহার করতে পারতো না)। একবার উমার (রা) সহবাসের ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী বললেন, আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। উমার ভাবলেন, তার স্ত্রী বাহানা করছে। তাই তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন। আরেক আনসারী (ইফতারের পর) খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করলে লোকেরা বললো, অপেক্ষা করুন আমরা খানা রান্না করে নেই। ইতিমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল বেলা এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "রোযার রাতে স্ত্রীসহবাস তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)।

টীকা ঃ মদীনায় প্রাথমিক পর্যায়ে নামায পড়া হতো বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে, তারপর কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিধান দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, আযানের প্রবর্তন ও জামা'আতবদ্ধভাবে নামায পড়ার নিয়ম জারি করা হয়, যা পূর্বে ছিল না। তৃতীয়ত, মাস্‌বূকের ছুটে যাওয়া নামায ইমামের সালাম ফেরানোর পর আদায় করার রীতির প্রবর্তন করা হয়। যা ইতিপূর্বে জামা'আতে শামিল হওয়ার পূর্বেই পড়ে নেয়ার নিয়ম ছিল।

٥٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ ح وَثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اُحِيْلَتِ الصَّلٰوةُ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ وَاُحِيْلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنّٰى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَطْ قَالَ اَلْحَالُ الثَّالِثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى يَعْنِىْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ. فَوَجَّهَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى الْكَعْبَةِ وَتَمَّ حَدِيْثُهُ وَسَمّٰى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ فِيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ

اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. ثُمَّ اَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَّنْهَا بِلاَلاً فَاَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ. وَقَالَ فِى الصَّوْمِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. فَكَانَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُوْمَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُّفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا اَجْزَاَهُ ذَالِكَ فَهٰذَا حَوْلٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلٰى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ اَنْ يَّقْضِىَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْعَجُوْزِ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫০৭। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের তিনটি অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপ রোযাও তিনটি অবস্থা অতিক্রম করেছে। তারপর হাদীসও ঐরূপ দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারী নাসর। ইবনুল মুছান্না শুধু বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করার পর তের মাস যাবত বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়েন। তারপর মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আসমানের দিকে তোমার মুখ উত্তোলন আমরা লক্ষ্য করেছি। অতএব তোমার বাঞ্ছিত কেবলার দিকে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কাজেই তুমি

তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তুমি যেখানেই থাকো, তোমার মুখ ঐদিকেই ফিরিয়ে নেবে" (২ ঃ ১৪৪)। এভাবে আল্লাহ তাঁর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ইবনুল মুছান্নার হাদীস এখানেই শেষ। আর যিনি (এ ব্যাপারে) স্বপ্ন দেখেছিলেন নাসর তার নাম উল্লেখ করে বলেছেন ঃ অতঃপর 'আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) আসলেন। তিনি ছিলেন আনসার গোত্রীয়। তিনি উক্ত হাদীসে সেসব বলেন ঃ স্বপ্নে দেখা লোকটি কেবলার দিকে মুখ করে বললো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্-সালাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, দু'বার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে আবার দাঁড়ালো এবং পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করলো। তবে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, ঐ ব্যক্তি হাইয়্যা আলাল-ফালাহ বলার পর কাদ্ কামাতিস্ সালাতু, কাদ্ কামাতিস্ সালাতু বাক্য দু'বার বললো। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এটা তুমি বিলালকে শিখিয়ে দাও। অতএব বিলাল (রা) আযান দিলেন।

রাবী রোযা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, আর 'আশূরার দিন রোযা রাখতেন। তারপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে বা মুসাফির হলে, তার জন্য অপর কোন সময় থেকে গণনা করতে হবে। যারা রোযা রাখতে সক্ষম (অথচ রোযা রাখবে না) তারা তার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাবে" (২ ঃ ১৮৩-১৮৪)। এতে যার ইচ্ছা সে রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা রোযা ভেংগে প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাতো। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর এটা ছিল রোযার প্রাথমিক অবস্থা। তারপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "রমযান সে মহিমান্বিত মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক, হেদায়াতের স্পষ্ট দলীল এবং (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী বা) মীমাংসাকারী। তোমাদের মধ্যে যে কেউ রমযান মাস পাবে, তার পক্ষে রোযা রাখা কর্তব্য। আর যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহলে অপর কোন দিন থেকে শুমার করবে" (২ ঃ ১৮৫)। এরপর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর রোযা ফরয হয়ে গেল, যে রমযান মাস পাবে। আর মুসাফিরের জন্য কাযা আদায় করা ফরয সাব্যস্ত হলো। আর ফিদ্য়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হলো (অক্ষম) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে, যারা রোযা রাখতে অপারগ। সিরমা (রা) সারা দিন পরিশ্রম করেছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابٌ فِى الْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ইকামাতের বর্ণনা

٥٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ح وحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ زَادَ هَمَّادٌ فِىْ حَدِيْثِهِ اِلاَّ الْاِقَامَةَ.

৫০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আযানকে জোড় ও ইকামাতকে বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য। হাম্মাদ তার হাদীসে আরো বলেছেন, কিন্তু কাদ কামাতিস সালাতু বাক্যটি ছাড়া। অর্থাৎ এ বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলতে হবে।

٥٠٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ.

৫০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। ইসমাঈল বলেন, আমি এ হাদীস আইউবকে শুনিয়েছি। তিনি বলেন, তবে কাদ কামাতিস সালাতু (বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলবে)।

٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ فَاِذَا سَمِعْنَا الْاِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ. قَالَ شُعْبَةُ لَمْ اَسْمَعْ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

৫১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আযানের শব্দগুলো দুইবার করে বলা হতো এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে। তবে কাদ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস সালাতু বলা হতো দু'বার। আমরা ইকামাত শুনলেই উযু করে নামাযের জন্য আসতাম। শো'বা (র) বলেন, আমি আবু জা'ফর থেকে এ হাদীস ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِىَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُثَنّٰى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْاَكْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫১১। মসজিদে 'উরয়ানের মুয়াযযিন আবু জা'ফর (র) বলেন, আমি মসজিদে আকবারের মুয়াযযিন আবুল মুসান্না থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা) থেকে শুনেছি... তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ اٰخَرُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ একজনের আযান দেয়া ও আরেকজনের ইকামাত দেয়া

٥١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَذَانِ اَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَاُرِىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الْاَذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَلْقِهِ عَلٰى بِلَالٍ قَالَ فَاَلْقَاهُ عَلَيْهِ قَالَ فَاَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا رَاَيْتُهُ وَاَنَا كُنْتُ اُرِيْدُهُ قَالَ فَاَقِمْ اَنْتَ.

৫১২। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের জন্য কয়েকটি বিষয়ের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু কোনটাই করেননি। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে স্বপ্নে আযান দেখানো হলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ বিষয়ে জানালে তিনি বললেন ঃ বিলালকে শিখিয়ে দাও। তিনি বিলালকে শিখিয়ে দিলেন। বিলাল (রা) আযান দিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমিও স্বপ্নে আযান দেখেছি, আর আমিই আযান দিতে চেয়েছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি ইকামাত দাও।

٥١٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاَقَامَ جَدِّىْ.

৫১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আমার দাদা (আবদুল্লাহ) ইকামাত দিলেন।

بَابُ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ একই ব্যক্তি আযান ও ইকামাত দিবে

٥١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِى الْاِفْرِيْقِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِىَّ قَالَ لَمَّا كَانَ اَوَّلُ اَذَانِ الصُّبْحِ اَمَرَنِىْ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اُقِيْمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ اِلَى الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ لاَ حَتّٰى اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ اَصْحَابُهُ يَعْنِىْ فَتَوَضَّأَ فَاَرَادَ بِلاَلٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ لَهُ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ هُوَ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ قَالَ فَاَقَمْتُ.

৫১৪। যিয়াদ ইবনুল হারেস আস-সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের প্রথম আযান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে আমি দিয়েছিলাম। আযানশেষে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি ইকামাত দিবো? তিনি তখন পূর্ব দিগন্তে ভোরের আভা দেখছিলেন। বললেন ঃ না। ভোরের আলো প্রকাশ পেলে তিনি (তাঁর বাহন থেকে) অবতরণ করলেন এবং পায়খানা-পেশাব সেরে আমার দিকে ফিরে আসলেন। সাহাবারা তাঁর সাথে মিলিত হলেন। রাবী বলেন, তিনি উযু করলেন। বিলাল (রা) ইকামাত দিতে চাইলে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ সুদা গোত্রের ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয় সে-ই ইকামাত দিবে। তারপর আমি ইকামাত দিলাম।

টীকা ঃ যে আযান দেয়, তারই ইকামাত দেয়া ভাল। তবে প্রয়োজনবশত অপরের ইকামত দেয়াও জায়েয।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ উচ্চস্বরে আযান দেয়া

٥١٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلٰوةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াযযিনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– তার কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায়। তার জন্য সাক্ষী হয়ে যায় তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিস। আর যে জামাআতে হাযির হয় তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব লিখা হয় এবং এক নামায থেকে আরেক নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

٥١٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اَنْ لاَ يَدْرِىَ كَمْ صَلّٰى.

৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পালিয়ে যায়। যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। নামাযের ইকামাত দিলে সে আবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। ইকামাত শেষে সে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের (নামাযীর) মনে আজেবাজে চিন্তার উদ্রেক করে, আর বলে, অমুক কথা স্মরণ কর, অমুক কথা স্মরণ কর– যা তার চিন্তায়ই আসেনি। এমনকি সে (নামাযী) বেমালুম ভুলে যায়– কয় রাক'আত পড়েছে।

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুয়াযযিনের ওয়াক্তের প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য

٥١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ ارْشُدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম হচ্ছে দায়িত্বশীল বা যিম্মাদার। আর মুয়াযযিন হচ্ছে (ওয়াক্তের) আমানতদার। 'হে আল্লাহ! ইমামদের তুমি সঠিক পথ প্রদর্শন করো। আর মুয়াযযিনদের ক্ষমা করো।'

টীকা ঃ ইমামের নামায সহীহ শুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার ওপরই নির্ভর করে মোক্তাদীদের নামায সহীহ হওয়া বা না হওয়া। এজন্য পাক-পবিত্রতা ও নামাযের শর্তাবলী আদায়ের ব্যাপারে ইমামের সজাগ থাকা খুবই জরুরী। তবে এ ব্যাপারে মোক্তাদীদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

যথাসময়ে আযান দেয়া মুয়াযযিনের কর্তব্য। কখনো যেন ওয়াক্ত হওয়ার আগে বা খুব দেরিতে আযান না দেয়া হয়, তার প্রতি খেয়াল রাখার দায়িত্ব মুয়াযযিনের। এ ব্যাপারে গাফিলতি নামাযীদেরকে অনাহুত বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। তাই মুয়াযযিনের সতর্কতা অবলম্বন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

٥١٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ نُبِئْتُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ وَلاَ اُرَانِىْ اِلاَّ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসের মতই বলেছেন।

بَابُ الْاَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ মিনারের চূড়া থেকে আযান দেয়া

٥١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيُّوْبَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اِمْرَاَةٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِىْ مِنْ اَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِىْ بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ اِلَى الْفَجْرِ فَاِذَا رَاٰهُ تَمَطّٰى ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُّقِيْمُوْا دِيْنَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً يَعْنِىْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ.

৫১৯। বনূ নাজ্জারের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের নিকটে আমার ঘরটিই ছিল সবচেয়ে উঁচু। বিলাল তার ছাদে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি শেষ রাতের দিকে (সাহরীর সময়) সেখানে এসে বসতেন ও সুবহে সাদেকের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সুবহে সাদেক হয়ে গেলে তিনি শরীরের আড়মোড় ভাংতেন বা হাই তুলতেন। তারপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা করছি এবং কোরাইশদের ব্যাপারে

তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি– যাতে তাদের দ্বারা তোমার দীন কায়েম হয়, তারপর আযান দিতো। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো বিলালকে একথাগুলো ত্যাগ করতে দেখিনি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উঁচু জায়গা থেকে, যেমন মিনার বা এ জাতীয় উঁচু কোন স্থান থেকে আযান দেয়া উত্তম। এতে আযানের শব্দ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

টীকা-২ ঃ কুরাইশরা ছিল তখনকার আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্মানিত গোত্র। তাদের অধিকাংশই ছিল কাফের। ফলে দীন ইসলাম যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারছিল না, বরং উল্টো তাদের দ্বারা হচ্ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ এ দু'আ কবুল করলে তাদের বহু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট সকলে ইসলাম গ্রহণ করে।

بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيْرُ فِىْ اَذَانِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ আযানের মধ্যে মুয়াযযিনের ঘুরে যাওয়া

٥٢٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا قَيْسٌ يَّعْنِى ابْنَ الرَّبِيْعِ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَكُنْتُ اَتَتَبَّعُ فَمَهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُوْدٌ يَمَانِيَّةٌ قِطْرِيَّةٌ وَقَالَ مُوْسٰى قَالَ رَأَيْتُ بِلَالاً خَرَجَ اِلَى الْاَبْطَحِ فَاَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ الْفَلَاحِ لَوٰى عُنُقَهُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَاَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَسَاقَ حَدِيْثَهُ.

৫২০। 'আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন লাল চামড়ার তৈরী ছোট কুঠরীতে ছিলেন। এমন সময় বিলাল বের হয়ে এসে আযান দিলেন। আমি তার মুখের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। বিলাল এদিক ওদিক (অর্থাৎ ডানে ও বামে) মুখ ঘুরাচ্ছিলেন। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানী লাল পাড়ের একটি কিতরী চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হলেন। মূসার বর্ণনায় রয়েছে ঃ আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) 'আবতাহের' দিকে বের হলেন ও আযান দিলেন। যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাতি, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহি পর্যন্ত পৌঁছলেন, তিনি তাঁর ঘাড় ডানে-বামে ঘুরালেন, তবে নিজে ঘুরেননি (অর্থাৎ শরীর ঘুরাননি)। তারপর কুঠরীতে প্রবেশ করে একটি বর্শা বা ছড়ি বের করলেন– তারপর রাবী মূসা শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ فِى الدُّعَاءِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ আযান ও ইকামাতের মাঝে দু'আ করা

٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ عَنْ اَبِىْ اِيَاسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

৫২১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না (কবুল হয়)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ আযানের জওয়াব দেয়ার নিয়ম

٥٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

৫২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলবে তোমরাও তদ্রূপ বলবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ মুয়াযযিন আযানে যে শব্দগুলো উচ্চারণ করে শ্রোতারও তাই বলা কর্তব্য। তবে হাইয়্যা আলাস্-সালাহ ও হাইয়্যা আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে বলতে হবে ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আর 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম'-এর জওয়াবে বলতে হবে, 'সাদাকতা ওয়া বারাকতা ওয়া বিলহাক্কি নাতাকতা' (সত্য বলেছ তুমি, নেকি ও কল্যাণের অভিসারী তুমি, মহাসত্যের প্রবক্তা তুমি)। শাব্দিক উচ্চারণের দ্বারা আযানের জওয়াব দেয়া সুন্নাত। আর আযানের বাস্তব জওয়াব হিসাবে নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَحَيْوَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ

الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنْبَغِىْ اِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

৫২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরাও তদ্রূপ বলবে, যেরূপ মুয়ায্যিন বলে থাকে, তারপর আমার প্রতি দুরূদ পড়বে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়ে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা কামনা করো, ওসীলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যা আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবে। আমি আশা করছি, আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে সে আমার শাফা'আত লাভ করবে।

٥٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَىٍّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى الْحُبُلِىَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

৫২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুয়ায্যিনরা তো আমাদের চাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরাও ঐরূপ বলো, যেরূপ মুয়ায্যিনরা বলে থাকে। যখন তা শেষ হবে (আল্লাহর নিকট) দু'আ কর। তোমার দু'আ কবুল হবে।

٥٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ.

৫২৫। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে– আর আমিও এর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে– এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। রব হিসেবে আল্লাহ, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর দীন হিসেবে ইসলামের ওপর আমি সন্তুষ্ট। (যে এরূপ বলবে) তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٥٢٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا.

৫২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়াযযিনকে শাহাদাতের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনতেন তখন বলতেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسَافٍ عَنْ فَحْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫২৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়ায্যিনের আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার-এর জওয়াবে তোমাদের কেউ যদি সর্বান্তকরণে বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে যদি বলে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর জওয়াবে আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর হাইয়্যা আলাস্-সালাহ-এর জওয়াবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হাইয়্যা আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে যদি বলে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। এরপর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার-এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْاِقَامَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ ইকামাত শুনলে কি বলতে হবে?

٥٢٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَوْ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ بِلاَلاً اَخَذَ فِي الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِيْ سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِي الْاَذَانِ.

৫২৮। আবু উমামা (রা) থেকে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) ইকামাত দিলেন। তিনি 'কাদ কামাতিস সালাতু' বললে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' (আল্লাহ নামাযকে কায়েম রাখুন এবং স্থায়ী করুন)। ইকামাতের অবশিষ্ট শব্দগুলোর জওয়াব ঐরূপ দিলেন– যেরূপ উমার (রা) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসে আযানের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ আযানের পরে যে দু'আ পড়তে হবে

٥٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫২৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আ পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহি... অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও চিরন্তন নামাযের রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো এবং তাঁকে তোমার

প্রতিশ্রুত মাকামে মাহ্‌মূদ বা প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করো– তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত অবশ্যম্ভাবী।

টীকা ঃ 'মাকামে মাহমূদ' মানে শাফা'আতের মর্যাদা। কিয়ামতের দিন একমাত্র নবী (সা) ছাড়া আর কারো পক্ষে শাফা'আতের সূচনা করা সম্ভব হবে না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁর সুপারিশে আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন এবং অনেককে মাফ করে দিবেন। বায়হাকীর বর্ণনায় দু'আর শেষে একথাটিও রয়েছে ঃ 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ'– (নিশ্চয় তুমি কখনো প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করো না)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ মাগরিবের আযানের সময় যা পড়তে হয়

٥٣٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِىُّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ.

৫৩০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, মাগরিবের আযানের সময় যেন আমি এ দু'আ পড়িঃ 'হে আল্লাহ! এটা হলো তোমার রাত আসার সময়, তোমার দিন বিদায়ের মুহূর্ত এবং তোমাকে আহ্বানকারীর ডাক শোনার সময়। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

بَابُ اَخْذِ الْاَجْرِ عَلَى التَّأْذِيْنِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

٥٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوْسٰى فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اِنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلٰى اَذَانِهِ اَجْرًا.

৫৩১। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার কওমের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলেন ঃ যাও, তুমি তাদের ইমাম (নিযুক্ত হলে)। তবে দুর্বল

মোক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রেখো। আর একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করো, যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিবে না।

টীকা ঃ আযান দেয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন মুয়াযযিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। পক্ষান্তরে উলামায়ে মুতায়াখখেরীন পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয মনে করেন।

بَابُ فِى الْاَذَانِ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেয়া

٥٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْجِعَ فَيُنَادِىَ اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ. زَادَ مُوْسٰى فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ اَيُّوْبَ اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

৫৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আযান দেয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ জেনে রাখো, বান্দা (বিলাল) আযানের সময় সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। বিলাল (রা) ফিরে গিয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ জেনে রাখো, বান্দা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) ব্যতীত আর কেউ আইউব (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

٥٣٣- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ نَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِّعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَوْ غَيْرُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَاكَ.

৫৩৩। নাফে (র) বলেন, উমার (রা)-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরূহ। সে সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিলে উমার (রা) তাকে নির্দেশ দিলেন...

তারপর একইরূপ বর্ণনা করেন।... নাফে' অথবা অন্য একজন থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরূহ বা অন্য কিছু। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা)-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাস'ঊদ। আর এটাই প্রথম কথার চাইতে অধিকতর সহীহ।

٥٣٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ مَوْلٰى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لاَ تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَشَدَّادٌ لَمْ يُدْرِكْ بِلاَلاً.

৫৩৪। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোরের (বা সুবহে সাদিকের) আলো এরূপ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, শাদ্দাদ (র) বিলাল (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

بَابُ الْاَذَانِ لِلْاَعْمٰى

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ অন্ধ লোকের আযান দেয়া

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَعْمٰى.

৫৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অন্ধ।

بَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ আযানের পর মসজিদ থেকে চলে যাওয়া

٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৩৬। আবুশ্-শা'ছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে মসজিদে ছিলাম। মুয়াযযিন আসরের আযান দিলে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকটি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যাচরণ করলো।

بَابٌ فِى الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْاِمَامَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ইমামের জন্য মুয়াযযিনের অপেক্ষা করা

٥٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَاِذَا رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ.

৬৩৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযান দেয়ার পর অপেক্ষা করতে থাকতেন। তিনি যখন দেখতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়েছেন তখন নামাযের ইকামাত দিতেন।

بَابٌ فِى التَّثْوِيْبِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ তাস্‌বীব (নামাযের জন্য পুনরায় ডাকা)

٥٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَتَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَاِذَا هٰذِهِ بِدْعَةٌ.

৫৩৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যোহর অথবা আসরের নামাযের জন্য পুনরায় আহ্বান করলো। ইবনে উমার (রা) বললেন, চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই। কারণ এটা হচ্ছে বিদ্'আত।

টীকা ঃ আযান ও ইকামাতের মাঝখানে আবার লোকদেরকে 'আসসালাতু, আস্‌সালাতু' বলে নামাযের জন্য আহ্বান করাকে তাস্‌বীব বলা হয়।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, বিদ'আত যত প্রাচীনই হোক, যত আলেমই তাতে একমত হোক বা যে যুগেই তার উদ্ভব হোক, সর্বাবস্থায়ই তা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। কোন অবস্থাতেই তা জায়েয হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আতকে কতখানি ঘৃণা করতেন তা এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায়।

٥٣٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَّحْيٰى. وَهِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلاَّمٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى وَقَالاَ فِيْهِ حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.

৫৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। মু'আবিয়া ইবনে সাল্লাম ও 'আলী ইবনুল মুবারক ইয়াহ্ইয়া থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যতক্ষণ না আমাকে দেখবে। তোমরা শান্ত সমাহিতভাবে অপেক্ষা করবে।

٥٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَّحْيٰى بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ اِلاَّ مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيْهِ قَدْ خَرَجْتُ.

৫৪০। ইয়াহ্ইয়া (র) একই সনদে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যতক্ষণ না তোমরা দেখবে, আমি বের হয়েছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'আমি বের হয়েছি' শব্দগুলো একমাত্র মা'মার ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। ইবনে উয়াইনাও মা'মার থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও 'আমি বের হয়েছি' কথাটি নেই।

٥٤١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو ح وَثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّاْخُذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময় হলে নামাযের ইকামাত দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থানে আসার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে থাকতো।

٥٤٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلٰوةُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ

اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَعَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ.

৫৪২। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবেত আল-বুনানীকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে নামাযের তাকবীর বলার পর কথা বলেছিলো। তিনি আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং ইকামাত শেষ হবার পরও তাঁকে ব্যস্ত রাখে (কথাবার্তা বলতে থাকে)।

٥٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوْفٍ السَّدُوْسِيُّ ثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ عَنْ اَبِيْهِ كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ بِمِنًى وَالْاِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِيْ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ هٰذَا السُّمُوْدُ فَقَالَ لِيَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِي الصُّفُوْفِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيْلاً قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوَلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا.

৫৪৩। কাহ্মাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা নামাযের জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, তখনো ইমাম বের হননি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়লো। কুফাবাসী একজন শায়খ বললেন, তোমাকে বসিয়ে দিল কিসে? আমি বললাম, ইবনে বুরায়দা। তিনি বলেছেন, এরূপ ইমামের জন্য অপেক্ষা করাকে বলা হয় সুমূদ (অহংকার)। তিনি আরো বলেন, আমার শায়খ আবদুর রহমান ইবনে আওসাজা (র) আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তাকবীরে তাহরীমা বাধার পূর্বে নামাযের কাতারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তিনি আরো বলেন, সম্মানিত মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করে থাকেন সেসব লোকের জন্য যারা সামনের কাতারসমূহের দিকে ধাবিত হতে থাকে। আল্লাহর নিকট ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক পছন্দনীয় পদক্ষেপ আর কোনটি নেই যা কাতারে শামিল হবার জন্য (বান্দা) করে থাকে।

٥٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ

اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ.

৫৪৪। আনাস (রা) বলেন, (এশার) নামাযের ইকামাত দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে একজনের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি নামায শুরু করলেন না। এদিকে লোকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

٥٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا رَاٰهُمْ قَلِيْلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَاِذَا رَاٰهُمْ جَمَاعَةً صَلّٰى.

৫৪৫। সালেম আবুন নাদর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের তাকবীর বলার পর মসজিদে লোক সমাগম কম দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়তেন, নামায শুরু করতেন না। পূর্ণ জামা'আতের লোক সমাগম হয়েছে দেখলে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন।

٥٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ مِثْلَ ذَالِكَ.

৫৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ জামা'আত ত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

٥٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِىْ بِالْجَمَاعَةِ الصَّلٰوةَ فِى الْجَمَاعَةِ.

৫৪৭। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন জনপদে বা বনভূমিতে তিনজন লোক বাস করে, অথচ তারা যদি জামা'আতে নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে, তাহলে তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। জামা'আতকে তোমরা অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই (সহজে) খেয়ে ফেলে। যায়েদা (র) সায়েব (র) থেকে বর্ণনা করেন, এখানে জামা'আত বলতে নামাযের জামা'আতকেই বোঝানো হয়েছে।

টীকা ঃ যারা হকের পথে অবিচল থাকতে ও হকের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমভাবে সত্য। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মুকাবিলায় শয়তান ও শয়তানী শক্তির যাবতীয় চক্রান্ত জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। আর তা থেকে বিচ্যুত হলে ধ্বংস অনিবার্য।

٥٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِىْ بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দেই এবং কাউকে নামায পড়াবার হুকুম করি। তারপর সাথে কিছু লোক নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। যাদের সাথে থাকবে লাকড়ির বোঝা। সেগুলো দ্বারা ঐসব লোকের ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেই যারা (নামাযের) জামা'আতে হাজির হয়নি।

٥٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ فَيَجْمَعُوْا بِىْ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِىْ قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِىْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ قُلْتُ لِيَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ يَا اَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنٰى اَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا اُذُنَاىَ اِنْ لَمْ اَكُنْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَاْثُرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلاَ غَيْرَهَا.

৫৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার যুবকদের লাকড়ির বোঝা জমা

করার নির্দেশ দিই, তারপর যারা কোন কারণ ছাড়াই নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে, তা দিয়ে তাদের ঘর (আগুনে) জ্বালিয়ে দিই। রাবী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্মকে বললাম, হে আবু আওফ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা'আতের দ্বারা কি জুমুআর কথা বুঝিয়েছেন? তিনি বলেন, আমার দুই কান বধির হোক, যদি আমি না শুনে থাকি আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি জুমু'আ বা অন্য কিছুর উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব যে কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। যারা জামা'আতে নামায পড়াকে ফরযে 'আইন মনে করেন এ হাদীসই তাদের দলীল। যেমন 'আতা, আওযা'ঈ, ইমাম আহমাদ, আবু সাওর, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান প্রমুখের অভিমত ঃ জামা'আতে নামায পড়া ফরযে 'আইন, একাকী ঘরে নামায পড়লে তা বৈধ হবে না। একই মত পোষণ করেন দাউদ যাহেরী। তাঁর মতে ঃ একাকী নামায পড়লে নামায হয়ই না। তিনি বলেন, ইমাম শাফি'ঈর প্রকাশ্য মতামতে বোঝা যায় ঃ জামা'আতে নামায পড়া ফরযে কিফায়াহ। প্রাচীন শাফি'ঈ মতাবলম্বী, হানাফী ও মালিকীদের মতে ঃ জামা'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

٥٥٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنِ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَافِظُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِىْ بِهِنَّ فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادِىَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِىْ بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ.

৫৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের (নামাযের সময় হলে) যেখানে আযান দেয়া হয়, সেখানে (মসজিদে) এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি সবিশেষ নযর রেখো। কেননা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই হচ্ছে হেদায়াতের রাস্তা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের এ রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের (সাধারণ) ধারণা, জামা'আত থেকে মুনাফিক ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারে না, যার মুনাফিকীর আলামত সুস্পষ্ট। আর আমাদের মধ্যে এমন লোকও আমরা দেখেছি যে, (অসুস্থতাবশত) দু'জনের ওপর ভর করে (মসজিদে) যেতো এবং তাকে (নামাযের) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঘরে তার মসজিদ বা নামাযের স্থান নেই। তোমরা যদি তোমাদের

ঘরেই নামায পড়ো এবং মসজিদ ত্যাগ করো, তাহলে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকেই ত্যাগ করলে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

টীকা ঃ যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর সুন্নাত বা তাঁর মতাদর্শ পরিহার করবে সে কাফের হয়ে যাবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে অথবা কুফরী সুলভ কাজ করবে কিংবা কুফরীর দিকেই সে পরিচালিত হবে।

٥٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَنْ مَغْرَاءَ اَبُوْ اِسْحَاقَ.

৫৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযানের শব্দ শুনে কোন ওজর (কারণ) ছাড়াই জামা'আতে শামিল হওয়া থেকে বিরত থাকে তার (একাকী পড়া) নামায কবুল হবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ওজর মানে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভয়-ভীতি অথবা রোগ-ব্যাধি।

٥٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِىَ قَائِدٌ لاَ يُلاَوِمُنِىْ فَهَلْ لِىْ رُخْصَةٌ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لاَ اَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

৫৫২। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অন্ধ, আমার ঘরও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। আমার একজন পথচালক রয়েছে, সেও আমার অনুগত নয়। আমার জন্য কি ঘরে নামায পড়ার অনুমতি আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? ইবনে উম্মে মাকতূম বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে তো তোমার জন্য অনুমতির উপায় দেখি না।

٥٥٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ اُمِّ

مَكْتُوْمٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ. لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِ حَيَّ هَلاً.

৫৫৩। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনা কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র জন্তুপূর্ণ স্থান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি হাইয়্যা আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ শুনতে পাও? (শুনতে পেলে) অবশ্যই জামা'আতে আসবে।

بَابُ فِيْ فَضْلِ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলাত

٥٥٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَصِيْرٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهَا لَاَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৫৫৪। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর তিনি বললেন ঃ অমুক হাজির আছে কি? (সাথীরা) বললেন ঃ না। তিনি আবার বললেন ঃ অমুক হাজির আছে কি? (সাহাবারা) বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ দু'ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) নামাযই সবচেয়ে দুর্বহ হয়ে থাকে মুনাফিকদের জন্য। তোমরা যদি জানতে এই দুই নামাযে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, তাহলে তোমরা অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে শামিল হতে। প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি জানতে তাতে কি ফযীলাত রয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা

তার জন্য প্রতিযোগিতা করতে। আর দু'জনের জামা'আত একাকী নামায পড়ার চাইতে ভাল। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চাইতে বেহতের। আর লোকসংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা তত অধিক পছন্দনীয়।

٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ يَعْنِىْ عُثْمَانَ بْنَ حَكِيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

৫৫৫। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতে পড়লো সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত রাত জেগে ইবাদত করলো। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করলো, সে যেন সারারাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ পদব্রজে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا.

৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদ থেকে যে যত বেশি দূরত্বে থাকবে, সে তত বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে।

টীকা ঃ কারণ দূরত্ব যত বেশি হবে, জামা'আতে শামিল হবার জন্য তত বেশি পথ অতিক্রম করতে হবে এবং কষ্টও বেশি হবে। এজন্য সওয়াব ও প্রতিদানের মাত্রা বেড়ে যাবে।

٥٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ اَنَّ اَبَا عُثْمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُّصَلِّى الْقِبْلَةَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِىَ الْحَدِيْثُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اَرَدْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يُّكْتَبَ لِىْ اِقْبَالِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِلٰى اَهْلِىْ اِذَا رَجَعْتُ فَقَالَ اَعْطَاكَ اللّٰهُ ذَالِكَ كُلَّهُ اَنْطَاكَ اللّٰهُ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ اَجْمَعَ.

৫৫৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে মদীনার নামাযীদের মধ্যে এক ব্যক্তির চাইতে আর কারো ঘর মসজিদ থেকে এত দূরে ছিল না। সে কখনো জামা'আতে অনুপস্থিত থাকতো না। আমি তাকে বললাম, তুমি যদি একটা গাধা খরিদ করে নিতে, তাহলে গরম ও অন্ধকারে তাতে সওয়ার হয়ে আসতে পারতে। সে বললো, আমার ঘর মসজিদের পাশে হোক, এটা আমি পছন্দ করি না। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন মসজিদে আসার ও মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার সওয়াব পাই। তিনি বলেন ঃ যাও, তুমি যা পেতে চেয়েছ, তাই আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন। তুমি যে সওয়াবের আশা করেছ তা পূর্ণরূপেই আল্লাহ তোমার জন্য মঞ্জুর করেছেন।

٥٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لاَ يَنْصِبُهُ اِلاَّ اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلٰوةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

৫৫৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু সহকারে ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হজযাত্রীর সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামায পড়ার জন্য বের হবে এবং শুধু এজন্যই সে কষ্ট করবে, সে একজন উমরাহকারীর সওয়াব পাবে। আর যে নামাযের পর আরেক নামায পড়া হয় ও মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ না করা হয় তা ইল্লিয়্যূনে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা ঃ ইল্লিয়্যূন বেহেশতী জগতের নিকট একটি দফতরের নাম। যাতে নেক আমলসমূহ লিখা হয়ে থাকে। সূর্য বেশ কিছুটা উঁচুতে ওঠার পর যে নামায পড়া হয় তাকেই সালাতুদ দোহা বা চাশতের নামায বলা হয়। এটি নফল নামায, সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর যে নামায কেউ কেউ পড়ে থাকেন, সহীহ হাদীসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

٥٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلٰوتِهِ فِىْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَالِكَ بِاَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلٰوةَ وَلاَ يَنْهَزُهُ يَعْنِىْ اِلاَّ الصَّلٰوةُ ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا كَانَتِ الصَّلٰوةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ اَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

৫৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ ঘরে অথবা বাজারে (একাকী) নামায পড়ার চাইতে জামা'আতে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। কারণ তোমাদের কেউ যখন ভালরূপে উযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে রওনা করে, যাকে নামায ছাড়া আর কোন কিছু বের করেনি, তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও একটি করে গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মসজিদে পৌঁছে। মসজিদে দাখিল হওয়ার পর তাকে নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে মসজিদে আটক রাখে। ফেরেশতারা তোমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার জায়নামাযে থাকে। ফেরেশতারা এই বলে দু'আ করে ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ তার প্রতি রহম কর। হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো।' যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় কিংবা তার উযু না ভাংগে।

٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ فِىْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلٰوةً فَاِذَا صَلَّهَا فِىْ فَلاَةٍ فَاَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِى الْجَمَاعَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে নামায (জামা'আতবিহীন) পঁচিশ নামাযের সমান। যদি কেউ কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে (জামা'আতের সাথে) নামায পড়ে এবং পূর্ণরূপে রুকূ-সিজদা সমাপন করে, তাহলে তা পঞ্চাশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবু দাউদ বলেন, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ প্রান্তরে পড়া জামা'আতের নামাযে কয়েক গুণ বেশি সওয়াব হয়ে থাকে, এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ فِى الظُّلَمِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ অন্ধকার রাতে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত

٥٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ نَا اِسْمَاعِيْلُ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৬১। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

টীকা ঃ এটা ঐ আয়াতের দিকেই ইংগিত করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ "মুমিনদের সামনে ও ডানে তাদের জ্যোতি দৌড়াতে থাকবে, তারা বলতে থাকবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে তুমি পূর্ণতা দান করো" (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৮)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهَدْىِ فِى الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ উযু সমাপনের পর মসজিদে যাওয়ার নিয়ম

٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبُوْ ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ اَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ الْمَسْجِدَ اَدْرَكَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِىْ وَاَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِىْ عَنْ ذَالِكَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ فِىْ صَلٰوةٍ.

৫৬২। আবু সুমামা হান্নাত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, কা'ব ইবনে উজরা (রা) তাকে সামনে পেলেন। অর্থাৎ দু'জন পরস্পর মুখোমুখি হলেন। তিনি আমাকে আমার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, সে যেন তার দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পরের ফাঁকে না ঢুকায়। কেননা তখন সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ اِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَا اُحَدِّثُكُمُوْهُ اِلاَّ اِحْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ اَحَدُكُمْ اَوْ لِيُبَعِّدْ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِىْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِىَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا اَدْرَكَ وَاَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذَالِكَ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ كَانَ كَذَالِكَ.

৫৬৩। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আর এটা আমি শুধু সওয়াব লাভের আশায়ই বর্ণনা করবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা রাখতেই মহাসম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা, চাই মসজিদের নিকটে থাকো অথবা তা থেকে দূরে থাকো। তারপর যখন সে মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সে মসজিদে হাজির হয় এবং অবশিষ্ট নামাযে শামিল হয় ও বাকি নামায পরে পড়ে নেয়, তাহলেও তাকে অনুরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়। আর যদি সে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার পর এসে হাযির হয় এবং একাকী নামায পড়ে, তাহলেও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়।

بَابُ فِىْ مَنْ خَرَجَ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَسُبِقَ بِهَا

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ কেউ জামাআতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু জামাআত পায়নি

٥٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَحَمَّدٍ يَّعْنِى ابْنَ طَحْلاَءَ عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اَجْرِهِمْ شَيْئًا.

৫৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ভালভাবে উযু করে মসজিদে গিয়ে দেখলো লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। মহান আল্লাহ তাকে এ ব্যক্তির বরাবর সওয়াবই দিবেন যে জামাআতে শামিল হয়ে যথারীতি নামায আদায় করেছে। তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমতি করা হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.

৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র বাঁদীদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র ঘরে (মসজিদ) যেতে বাধা দিও না। তবে তারা যখন বের হয় যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

টীকা ঃ মহিলাদের সুগন্ধি লাগিয়ে বাড়ির বাইরে যাতায়াত নিষেধ।

٥٦٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ.

৫৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদের আল্লাহ্‌র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

٥٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

৫৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মেয়েলোকদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য অধিক উত্তম।

٥٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ وَاللّٰهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً وَاللّٰهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لَهُنَّ وَتَقُوْلُ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ.

৫৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাতের বেলা মহিলাদের মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তার এক ছেলে (বিলাল) বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদের অনুমতি দিব না। তারা এটাকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তাদের (এরূপ) অনুমতি দিব না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে গালমন্দ করলেন এবং ক্রোধান্বিত হলেন। বললেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা তাদের অনুমতি দাও', আর তুমি কিনা বলছো, আমি কখনো তাদের অনুমতি দিব না!

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ উপরোক্ত ব্যাপারে কড়াকড়ি

٥٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ يَحْىٰ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ اَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَتْ نَعَمْ.

৫৬৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই অবস্থা দেখতেন, যা আজকের মহিলারা করছে (যেমন সুগন্ধি ব্যবহার, সাজসজ্জা করা ও বেপর্দা চলা), তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যেরূপ নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদের। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া (র) আমরাহ (র)-কে বললেন, বনী ইসরাঈলের মহিলাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلٰوتُهَا فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ بَيْتِهَا.

৫৭০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেয়েলোকের জন্য তার গৃহে নামায পড়া অধিকতর উত্তম ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়ার চাইতে। আর মেয়েলোকের জন্য তার গৃহের গুপ্ত কামরায় নামায পড়া অধিকতর উত্তম গৃহের অন্য কোন স্থানে নামায পড়ার চাইতে।

٥٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ.

৫৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ দরোজাটি যদি আমরা শুধু মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই, তাহলে ভাল হয়। নাফে (র) বলেন, এরপর ইবনে উমার (রা) আমরণ ঐ দরোজা দিয়ে কখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি।

بَابُ السَّعْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ নামাযের জন্য দৌড়ানো

٥٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ الزُّبَيْدِىُّ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَّاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَّمَعْمَرٌ وَّشُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَحْدَهُ فَاقْضُوْا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاَتِمُّوْا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ قَتَادَةَ وَاَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوْا فَاَتِمُّوْا.

৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে নামাযের জন্য আসবে না, বরং শান্ত-সমাহিতভাবে হেঁটে আসবে এবং যতটা নামায পাবে (ইমামের সাথে) পড়ে নেবে। আর যেটুকু ছুটে যায়, তা পুরা করে নিবে।

٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيْتُوا الصَّلٰوةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلُّوْا مَا اَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوْا مَا سَبَقَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلْيَقْضِ وَكَذَا قَالَ اَبُوْا رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ ذَرٍّ رُوِىَ عَنْهُ فَاَتِمُّوْا وَاقْضُوْا وَاخْتُلِفَ فِيْهِ.

৫৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শান্তভাবে নামাযের জন্য আসবে। যেটুকু পাও পড়ো, বাকিটুকু শেষে পড়ে নাও। আবু দাঊদ বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে সীরীন আবু হুরায়রা থেকে। তাতে রয়েছে ঃ '(বাকীটুকু) যেন সে শেষে পড়ে নেয়।' অন্যরাও কিছুটা শব্দগত পার্থক্যসহ এরূপই বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى الْجَمْعِ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ একই মসজিদে দুইবার জামাআত অনুষ্ঠান

٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلاً يُّصَلِّىْ وَحْدَهُ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّىْ مَعَهُ.

৫৭৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন ঃ কি হলো, এ লোকটিকে সাদাকা করার মতো কি কেউ নেই যে তার সাথে নামায পড়বে?

টীকা ঃ এটাকে সাদাকা এজন্য বলা হয়েছে যে, জামাআতে নামায পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

بَابٌ فِىْ مَنْ صَلّٰى فِىْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّىْ مَعَهُمْ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ ঘরে নামায পড়ার পর তা পুনরায় জামাআতে পড়া

٥٧٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلّٰى اِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِىْ رَحْلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَاِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

৫৭৫। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আস্ওয়াদ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে বসা দু'জন লোককে দেখতে পেলেন, যারা (তাঁর সাথে) নামায পড়েনি। তিনি তাদের ডাকলেন। তারা আসলো কিন্তু (ভয়ে) তাদের পাঁজরের গোশ্ত কাঁপছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাদের সাথে নামায পড়লে না কেন? তারা বললো, আমরা ঘর থেকেই নামায পড়ে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা এরূপ করবে না। তোমাদের কেউ যখন ঘরে

নামায পড়ে ফেলে, তারপর ইমামকে এসে দেখতে পায় যে, সে নামায পড়েনি; তাহলে যেন সে তার সাথে নামায পড়ে। এ নামায হবে তার জন্য নফল।

٥٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ.

৫৭৬। জাবির ইবনে ইয়াযীদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনায় ফজরের নামায পড়লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক।

٥٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نُوْحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ اَدْخُلْ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى يَزِيْدَ جَالِسًا فَقَالَ اَلَمْ تَسْلِمْ يَا يَزِيْدُ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ مَنْزِلِىْ وَاَنَا اَحْسِبُ اَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ اِذَا جِئْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهِ مَكْتُوْبَةً.

৫৭৭। ইয়াযীদ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তাঁকে নামাযরত পেলাম। আমি বসে পড়লাম, তাঁদের সাথে নামাযে শামিল হলাম না। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরলেন। ইয়াযীদকে (নামায না পড়ে) বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন ঃ তুমি কি মুসলমান হওনি, ইয়াযীদ? ইয়াযীদ (রা) বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে কেন তুমি লোকদের সাথে জামাআতে শামিল হওনি? ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি বাড়িতে নামায পড়েছি। আমি ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি মসজিদে এসে লোকদের নামাযে পাবে, তখন তাদের সাথে নামায পড়বে, যদিও তুমি তা আগে পড়ে থাকো। তাহলে, এটা হবে তোমার জন্য নফল, আর ওটা (প্রথমটা) হবে ফরয।

٥٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَفِيْفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ فَقَالَ يُصَلِّىْ اَحَدُنَا فِىْ مَنْزِلِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَأْتِى الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَاُصَلِّىْ مَعَهُمْ فَاَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَالِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَالِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ.

৫৭৮। বনূ আসাদ ইবনে খুযায়মার এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে গেল। সেখানে নামাযের ইকামত হলো। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের সাথে নামায পড়বো, অর্থাৎ আমি যদি এরূপ নামায পড়ি, তাহলে আমি আমার মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা অনুভব করি। আবু আইউব (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ তার জন্যও জামাআতের সওয়াবের অংশ রয়েছে।

بَابٌ اِذَا صَلّٰى فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ اَدْرَكَ جَمَاعَةً اَ يُعِيْدُ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ কোন ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ার পর আবার জামাআত পেলে কি পুনরায় নামায পড়বে?

٥٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِىْ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ اَلَا تُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُصَلُّوْا صَلٰوةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

৫৭৯। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) অর্থাৎ মায়মূনা (রা)-এর মুক্ত দাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বালাত নামক স্থানে আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট আসলাম। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, আপনি তাদের সাথে নামায পড়ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ তোমরা একদিনে কোন নামায দু'বার পড়ো না।

টীকা ঃ ১. বালাত মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি স্থান, যা মুসল্লীদের আলাপ-আলোচনার জন্য হযরত উমার (রা) নির্মাণ করিয়েছিলেন।

২. অর্থাৎ একবার জামাআতে নামায পড়ার পর পুনরায় একই নামায জামাআতে পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথমে একাকী পড়লে পরে নফল হিসেবে জামাআতে পড়া যায়।

بَابُ جُمَاعِ الْاِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নামাযে ইমামতি করা ও তার ফযীলাত

٥٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِيْ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.

৫৮০। 'উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সঠিক সময়ে, সে নিজেও তার সওয়াব পাবে, মুক্তাদীরাও পাবে। আর যে ব্যক্তি এতে কিছু দেরি (বা ত্রুটি) করবে, তাতে গুনাহ হবে তার, মুক্তাদীদের নয়।

بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَنِ الْاِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ ইমামতি করতে আপত্তি করা বাঞ্ছনীয় নয়

٥٨١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَتْنِيْ طَلْحَةُ اُمُّ غُرَابٍ عَنْ عَقِيْلَةَ امْرَاَةٍ مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ مَوْلاَةٍ لَّهُمْ عَنْ سَلاَّمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ اُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُوْنَ اِمَامًا يُّصَلِّيْ بِهِمْ.

৫৮১। খারাশা ইবনুল হুর আল-ফাযারীর বোন সাল্লামা বিনতুল হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটাও কিয়ামতের একটি আলামত যে, মসজিদবাসীরা ইমামতির জন্য একে অপরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। তাদের নামায পড়াবার মত কোন ইমাম তারা পাবে না।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ ইমামতি করার অধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?

٥٨٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُّحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِىْ بَيْتِهِ وَلاَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِاِسْمَاعِيْلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ.

৫৮২। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের ইমামতি করবে সে লোক, যে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কিরাআতে অধিক পারদর্শী। কিরাআতের দিক থেকে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে ইমামতি করবে, যে সবার আগে হিজরত করেছে। হিজরতের দিক থেকে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সে ইমামতি করবে। আর একজন আরেকজনের বাড়িতে ইমামতি করবে না, তার প্রভাবাধীন এলাকায়ও নয় এবং তার জন্য সংরক্ষিত আসনে বসবে না, তার অনুমতি ছাড়া। শো'বা বলেন, আমি ইসমাঈলকে বললাম, 'বিশেষ আসন' মানে কি? তিনি বললেন, 'তার বিছানা।'

টীকা ঃ আগে কিংবা পরে হিজরত করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে বিচার্য ছিল। বর্তমানে দেখতে হবে ঃ প্রথমত যিনি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন। তারপর যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। কারো মতে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যিনি বেশি রাখেন তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য, যদিও কিরাআত কিছুটা কম জানেন। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিকেরও এই অভিমত।

٥٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ يَحْىَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ اَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً.

৫৮৩। ইবনে মুআয (র)... শো'বা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ একজন আরেকজনের প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না। আবু দাঊদ বলেন, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান শো'বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমামতি করবে ঐ লোক যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ কারী'।

٥٨٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَلَمْ يَقُلْ فَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ وَلاَ تَقْعُدْ عَلٰى تَكْرِمَةِ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

৫৮৪। আবু মাস'উদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ কিরাআতে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে হাদীস শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ সে ইমামতি করবে। হাদীস শাস্ত্রেও যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে আগে হিজরত করেছে (সে ইমামতি করবে)। এই রিওয়ায়াতে 'যে অভিজ্ঞ কারী'-এর উল্লেখ নেই। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র) ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সে যেন কারো নির্দিষ্ট আসনে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত।

٥٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ اِذَا اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوْا اِذَا رَجَعُوْا مَرُّوْا بِنَا فَاَخْبَرُوْنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَالِكَ قُرْاٰنًا كَثِيْرًا فَانْطَلَقَ اَبِىْ وَافِدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلٰوةَ وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ اَقْرَؤُكُمْ فَكُنْتُ اَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ اَحْفَظُ فَقَدَّمُوْنِىْ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَعَلَىَّ بُرْدَةٌ لِّىْ صَغِيْرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُّ تَكَشَّفَتْ عَنِّىْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ وَارُوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِىْ قَمِيْصًا عُمَّانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَرَحِىْ بِهِ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ.

৫৮৫। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলাম যে, আমাদের পাশ দিয়ে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাতায়াত করতো। প্রত্যাবর্তনের সময়ও তারা আমাদের হয়েই

যেত। তারা আমাদের নিকট বর্ণনা করতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ এরূপ বলেছেন। আর ঐ সময় আমি ছিলাম বালক, যা শুনতাম তাই মুখস্থ করে ফেলতাম। শুনে শুনে আমি কুরআনের বেশ কিছু অংশ হেফজ করে ফেলি। একবার আমার পিতা কিছু সংখ্যক লোকসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি তাদের নামাযের তালিম দিলেন। তিনি আরো বললেন ঃ ঐ লোক ইমামতি করবে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন অভিজ্ঞ। আর আমিই ছিলাম সবচেয়ে বেশি কুরআন অভিজ্ঞ। কারণ সকলের থেকে আমারই কুরআন বেশী মুখস্থ ছিল। কাজেই তারা আমাকে ইমাম বানালো। আমি তাদের ইমামতি করতাম। আমার গায়ে থাকতো একটি ছোট গেরুয়া রংয়ের চাদর। আমি যখন সিজদায় যেতাম তখন আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে যেত। এক মহিলা বললো, তোমাদের কারীর লজ্জাস্থান আমাদের থেকে ঢেকে দাও। তারা আমার জন্য একটি ওমানী চাদর খরিদ করলো। এতে আমি এতই আনন্দিত হলাম যে, ইসলাম গ্রহণের পর আর কিছুতে আমি এত আনন্দ পাইনি। এটা পরেই আমি তাদের ইমামতি করতাম। তখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট বছর।

٥٨٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ فِىْ بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيْهَا فَتْقٌ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتْ اِسْتِىْ.

৫৮৬। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে একই হাদীসে বর্ণিত আছে, আমি তাদের ইমামতি করতাম একটি তালি লাগানো চাদর গায়ে দিয়ে। চাদরটি ছিল ছেঁড়া (বা ফাটা)। যখন আমি সিজদায় যেতাম, তখন আমার নিতম্ব উন্মুক্ত হয়ে যেত।

٥٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيْبٍ الْجِرْمِىِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ وَفَدُوْا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَرَادُوْا اَنْ يَّنْصَرِفُوْا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَّؤُمُّنَا قَالَ اَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْاٰنِ اَوْ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدَّمُوْنِىْ وَاَنَا غُلَامٌ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ لِّىْ قَالَ فَمَا شَهِدْتُّ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ اِلاَّ كُنْتُ اِمَامَهُمْ وَكُنْتُ اُصَلِّىْ عَلٰى جَنَائِزِهِمْ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ عَنْ اَبِيْهِ.

৫৮৭। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তারা একটি প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তারা ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? তিনি বললেন ঃ যার কুরআন সবচেয়ে বেশি হেফজ আছে। রাবী বলেন, আমার চাইতে বেশি আর কারো কুরআন হেফজ ছিল না। কাজেই তারা আমাকেই (ইমামতির জন্য) আগে দিল। আমি ছিলাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। আর আমার পরনে ছিল এক প্রস্থ কাপড়। এরপর থেকে জারাম গোত্রের যে কোন মজলিসে আমি উপস্থিত থাকতাম, আমিই তাদের ইমাম হতাম। আর আমি তাদের জানাযা নামায পড়ে আসছি, আজকের এদিন পর্যন্ত। অপর একটি বর্ণনায় আমর ইবনে সালামা থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার পিতার উল্লেখ নেই।

٥٨٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا اَنَسٌ يَّعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ اَكْثَرُهُمْ قُرْاٰنًا زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْاَسَدِ.

৫৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের পূর্বে মুহাজিরদের প্রথম দলটি মদীনায় এসে 'আল-উসবাহ্' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তাদের ইমামতি করছিলেন আবু হুযায়ফা (রা)-র মুক্ত দাস সালেম (রা)। আর তিনিই ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআনকে স্মৃতিতে সংরক্ষণকারী। হায়সাম (রা) বলেন, তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ (রা)ও ছিলেন।

٥٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا. وَفِىْ حَدِيْثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِى الْعِلْمِ. وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِاَبِىْ قِلاَبَةَ فَاَيْنَ الْقُرْاٰنُ قَالَ اِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

৫৮৯। মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অথবা তার সাথীকে বললেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমরা আযান ও ইকামত দিবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো সে ইমামতি করবে। মাসলামার বর্ণনায় রয়েছে ঃ ঐ সময় আমরা উভয়ই 'ইলমের দিক থেকে ছিলাম প্রায় সমান। ইসমাঈলের বর্ণনায় রয়েছে ঃ খালিদ বলেছেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন কোথায় গেল (কুরআনের প্রসঙ্গে বলা হলো না কেন)? তিনি বললেন, তারা উভয়ে কুরআন জানার দিক থেকে ছিল প্রায় সমমানের।

٥٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْحَنَفِىُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ.

৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক যেন তোমাদের আযান দেয় এবং আর কিরাআতে অধিক অভিজ্ঞ লোক যেন তোমাদের ইমামতি করে।

بَابُ اِمَامَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ মহিলাদের ইমামতি করা

٥٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنِىْ جَدَّتِىْ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَلَّادٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِى الْغَزْوِ مَعَكَ اُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّرْزُقَنِىْ شَهَادَةً قَالَ قَرِّىْ فِىْ بَيْتِكِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيْدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَتَّخِذَ فِىْ دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَاَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا اِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيْفَةٍ لَّهَا حَتّٰى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَاَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذَيْنِ عِلْمٌ اَوْ مَنْ رَاٰهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَاُمِرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا اَوَّلَ مَصْلُوْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ.

৫৯১। উম্মু ওয়ারাকা বিনতে নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে গেলেন তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি পীড়িত-আহতদের সুশ্রূষা করবো। হয়তো মহান আল্লাহ আমাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করো। মহান আল্লাহ তোমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। রাবী বলেন, ঐ দিন থেকে উক্ত মহিলার নাম হয়ে যায় শাহীদাহ। তিনি কুরআন শরীফ ভাল পড়তেন। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন, তার ঘরে একজন মুয়ায্যিন নিয়োগ করার জন্য তিনি অনুমতি দিলেন। তিনি এক গোলাম ও একটি বোবা বাঁদীকে তার মৃত্যুর পর তাদের আযাদ করে দেয়ার চুক্তি করেছিলেন। তারা দু'জন রাতে উঠে তার নিকট যায় এবং তাঁর চাদর দিয়ে তাকে চেপে ধরে। ফলে তিনি মারা যান এবং তারা উভয়ে পালিয়ে যায়। প্রত্যুষে উমার (রা) এটা জানতে পেরে লোকদের জানিয়ে দিলেন, এ দু'টি গোলাম-বাঁদী সম্পর্কে কারো জানা থাকলে বা তাদেরকে কেউ দেখে থাকলে, তাদের যেন (আমার নিকট ধরে) নিয়ে আসে। (পরে তারা গ্রেফতার হয়ে আসলে বিচারে) তাদের শূলে চড়াবার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের শূলে চড়ানো হয়। মদীনাতে তাদের দু'জনকেই সর্বপ্রথম শূলে চড়ানো হয়।

٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهَا فِيْ بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَاَمَرَهَا اَنْ تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَاَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيْرًا.

৫৯২। উম্মু ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) কর্তৃক একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ। তাতে রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার বাড়িতে যেতেন। তিনি তার জন্য একজন মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন, যে তার জন্য আযান দিত। আর তিনি তাকে (উম্মু ওয়ারাকাকে) তার ঘরের লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি তার মুয়াযযিনকে দেখেছি– তিনি ছিলেন বেশ বয়োবৃদ্ধ।

টীকা ঃ মহিলাদের পুরুষের ইমামতি করা জায়েয নেই। মহিলাদের ইমামতি মহিলাদের করা সবার মতেই জায়েয, তবে ইমামকে কাতারের মধ্যখানে মোক্তাদীদের সাথেই দাঁড়াতে হয়। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিলাদের ইমামতি করেছিলেন এবং কাতারের মধ্যখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। আর শুধুমাত্র মহিলাদের ইমামতি পুরুষের পক্ষে করা জায়েয আছে। যেমন উবাই ইবনে কা'ব (রা) শুধুমাত্র মহিলাদের তারাবীহ নামাযে ইমামতি করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ মোক্তাদীদের অপছন্দনীয় ব্যক্তির ইমামতি করা

٥٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلٰوةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّأْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً.

৫৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না। (এক) যে ব্যক্তি নিজে সামনে গিয়ে ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না। (দুই) যে ব্যক্তি 'দিবারে' বা শেষ ওয়াক্তে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর 'দিবার' অর্থ নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার মুহূর্তে নামায আদায় করা। (তিন) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে।

بَابُ اِمَامَةِ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ নেককার ও বদকার লোকের ইমামতি করা

٥٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের ইমামতিতে ফরয নামায আদায় করা আবশ্যকীয়, সে সৎকর্মপরায়ণ বা পাপাচারী যাই হোক, এমনকি কবীরা গুনাহ করে থাকলেও।

بَابُ اِمَامَةِ الْاَعْمٰى

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ অন্ধের ইমামতি করা

٥٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَنْبَرِيُّ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ اَعْمٰى.

৫৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন তাবূক যুদ্ধে গেলেন তখন মদীনায়) ইবনে উম্মে মাকতূমকে শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন, অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

بَابُ اِمَامَةِ الزَّائِرِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ সাক্ষাতকারীর ইমামতি করা

٥٩٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ بُدَيْلٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَطِيَّةَ مَوْلًى مِّنَّا قَالَ كَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا اِلٰى مُصَلاَّنَا هٰذَا فَأُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّهِ فَقَالَ لَنَا قَدِّمُوْا رَجُلاً مِّنْكُمْ يُصَلِّىْ بِكُمْ وَسَاُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ.

৫৯৬। আমাদের মধ্যকার এক মুক্ত দাস আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের এই নামায পড়ার জায়গাতে এসেছিলেন। নামাযের ইকামাত হলো। আমরা তাকে বললাম, সামনে এগিয়ে যান, নামায পড়ান। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নামায পড়াতে বলো। আমি কেন তোমাদের নামায পড়াচ্ছি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদের একটি হাদীস শোনাবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক কোন কওমের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের মধ্য থেকেই কেউ ইমামতি করবে।

টীকা ঃ তবে তারা যদি আবদার করে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাকে ইমাম বানাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সে ইমামতি করার যোগ্যতাও রাখে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষাতকারীর ইমামতি করাতে দোষ নেই।

بَابُ الْاِمَامِ يَقُوْمُ مَكَانًا اَرْفَعُ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ ইমামের মোক্তাদীদের চেয়ে উঁচু জায়গাতে দাঁড়ানো

٥٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا يَعْلٰى ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ اَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلٰى دُكَّانٍ فَاَخَذَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ بِقَمِيْصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَالِكَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِىْ.

৫৯৭। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতি করলেন (লোকজন ছিল নিচে)। আবু মাসউদ (রা) তার জামা ধরে তাকে টান দিলেন। নামাযশেষে তিনি বললেন, আপনার কি জানা নেই যে, লোকদের এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হতো? তিনি বলেন, হাঁ, যখন আপনি আমাকে টান দিলেন, তখন আমার তা স্মরণ হলো।

টীকা ঃ ইমামের মোক্তাদীদের চাইতে উঁচুতে দাঁড়ানো উচিত নয়। এতে ইহুদীদের সাথে সাযুজ্য হয়। ইহুদীদের ইমাম একটি উচ্চস্থানে দাঁড়ায় আর মুক্তাদীরা দাঁড়ায় নিচে। আর ইমামের মোক্তাদীদের চাইতে নিচে দাঁড়ানও মাকরূহ। এতে ইমামের অসম্মান হয়। ইমামের সাথে যদি কিছু সংখ্যক মুক্তাদীও উঁচু কিংবা নিচু স্থানে দাঁড়ায় তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

٥٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلٰى دُكَّانٍ يُصَلِّىْ وَالنَّاسُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَاَخَذَ عَلٰى يَدَيْهِ فَاَتْبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰى اَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِىْ مَكَانٍ اَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ اَوْ نَحْوَ ذَالِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَالِكَ اِتَّبَعْتُكَ حِيْنَ اَخَذْتَ عَلٰى يَدَىَّ.

৫৯৮। আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। আমার নিকট এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মাদায়েনে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, নামাযের ইকামাত দেয়া হলে আম্মার (রা) সামনে গেলেন এবং ইমামতি করার জন্য একটি দোকানে দাঁড়ালেন। আর লোকজন ছিল তার থেকে নিচে। হুযায়ফা (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আম্মারের উভয় হাত চেপে ধরলেন। আম্মার (রা) তার অনুসরণ করলেন এবং হুযায়ফা (রা) তাকে নিচে নামিয়ে আনলেন। আম্মার নামায শেষ করলে হুযায়ফা (রা) বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোননি, যখন কেউ কোন কওমের ইমামতি করে সে যেন তাদের চাইতে উঁচু স্থানে না দাঁড়ায়? অথবা অনুরূপই বলেছেন। আম্মার (রা) বললেন, এজন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরলেন আমি পেছনে সরে আসলাম।

بَابُ اِمَامَةِ مَنْ صَلّٰى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلّٰى تِلْكَ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে নামায পড়ার পর পুনরায় সেই নামাযে তার ইমামতি করা

٥٩٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِىْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلٰوةَ.

৫৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়তেন, তারপর তার নিজের কওমের লোকদের নিকট এসে তাদের ঐ নামাযেই ইমামতি করতেন।

টীকা ঃ এতে মুআযের নামায নফল হতো। আর মোক্তাদীদের নামায হতো ফরয। এ হাদীস দ্বারা নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর নামায পড়া জায়েয প্রমাণিত হয়। কিন্তু অন্য হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্য বিদ্যমান যা হানাফী মাযহাবের মতের সমর্থক।

٦٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

৬০০। আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে আবার নিজের কওমের ইমামতি করতেন।

بَابُ الْاِمَامِ يُصَلِّىْ مِنْ قُعُوْدٍ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ইমামের বসে বসে নামায পড়ানো

٦٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ.

৬০১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর ডান পাঁজর আহত হলো। তিনি বসা অবস্থায় কোন এক ওয়াক্তের নামায

পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে বসে বসে নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। ইমাম মাথা ওঠালে তোমরাও মাথা ওঠাবে। ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (আল্লাহ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনে থাকেন) বললে তোমরা বলবে, "রব্বানা লাকাল হামদ" (হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা)। আর ইমাম যখন বসে নামায পড়ে, তখন তোমরা সবাই বসে বসে নামায পড়বে।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, আবু দাঊদ এ অনুচ্ছেদে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোই (মাদানী যুগের) প্রথম দিকের হাদীস, যা জমহুর ওলামার মতে মানসুখ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ের সর্বশেষ হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল-পূর্ব অসুখের সময়কার হাদীস। তখন তিনি বসে নামায পড়েছিলেন। আর সাহাবারা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ এটাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ, আওযাঈ প্রমুখের মতে, ইমাম বসে নামায পড়লে মোক্তাদীদেরও বসে নামায পড়তে হবে, যদিও তাদের কোন ওযর না থাকে।

٦٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ وَّوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِيْنَةِ فَصَرَعَهُ عَلٰى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَاَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِىْ مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى نَعُوْدُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَاءِهَا.

৬০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় একটি ঘোড়ায় চড়লেন। ঘোড়াটি তাঁকে ফেলে দিল একটি খেজুর গাছের গোড়ার ওপর। তাতে তাঁর পায়ে আঘাত লাগল। আমরা তাঁর সাথে দেখা করার জন্য এসে তাঁকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে বসে বসে নামায পাঠরত পেলাম। রাবী বলেন, আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমরা আবার তাঁর সাক্ষাত করার জন্য আসলাম। তিনি (তখন) বসে বসে ফরয নামায পড়ছিলেন। আমরাও তাঁর পেছনে (নামাযে) দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলে আমরা বসে পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়ে, তখন তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে। আর ইমাম যখন, দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তোমরা ঐরূপ করো না যেরূপ পারস্যবাসীরা করে থাকে তাদের নেতাদের সাথে।

٦٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتّٰى يَسْجُدَ وَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَفْهَمَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ.

৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলবে। তোমরা তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না ইমাম তাকবীর বলে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। তোমরা রুকূ করবে না, যতক্ষণ না ইমাম রুকূ করে। ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে, তখন তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু"। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "ওয়া লাকাল হামদু" (তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ইমাম যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা করবে। তোমরা সিজদা করবে না, যতক্ষণ না ইমাম সিজদা করে। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, আর বসে বসে পড়লে, তোমরাও বসে বসে পড়বে। আবু দাঊদ বলেন, আমার কোন সহকর্মী সুলায়মানের সূত্রে "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"-এর বিষয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ الْمِصِّيْصِىُّ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ اَبِىْ خَالِدٍ.

৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। তারপর অনুরূপই বর্ণনা

রয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আবু দাউদের মতে এ অতিরিক্ত অংশটুকু "ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে" 'মাহফূয' (সুরক্ষিত) নয়। এটা আবু খালিদের ধারণা (মুহাদ্দিসীনদের মতে আবু দাউদের এ উক্তি সহীহ নয়)।

٦٠٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

৬০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে বসে বসে নামায পড়লেন। অন্যান্য লোক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। তিনি তাদের ইশারায় বললেন ঃ বসে যাও। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম তো এজন্যই যে, তার অনুসরণ করা হবে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। ইমাম মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। আর ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়বে, তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে।

٦٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

৬০৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। আর তিনি ছিলেন বসা অবস্থায়। আবু বাক্‌র (রা) লোকদের নবী (সা)-এর তাকবীর শোনাবার জন্য তা উচ্চস্বরে বলছিলেন। তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ حُصَيْنٌ مِّنْ وَّلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِمَامَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.

৬০৭। উসায়েদ ইবনে হুদায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার লোকদের ইমামতি করতেন। (তিনি রোগাক্রান্ত হলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ইমাম তো রোগাক্রান্ত (হয়ে পড়েছেন)। তিনি বললেন ঃ ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়বে, তোমরাও বসে বসে (নামায) পড়বে।

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُوْمَانِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ দুই ব্যক্তির একজন তার সাথীর ইমামতি করলে তারা কিভাবে দাঁড়াবে?

٦٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ فَاَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقَالَ رُدُّوْا هٰذَا فِيْ وِعَائِهِ وَهٰذَا فِيْ سِقَائِهِ فَاِنِّيْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ اَقَامَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ عَلٰى بِسَاطٍ.

৬০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মু হারাম (রা)-র এখানে এলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে ঘি এবং খুরমা পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ খুরমার পাত্রে খুরমা এবং ঘিয়ের মশকে ঘি রেখে দাও। কারণ আমি রোযা রেখেছি। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের নিয়ে দুই রাক্আত নফল নামায পড়লেন। উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। সাবিত বলেন, আমি এটাই মনে করি, আনাস এটা বলেছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর ডানে দাঁড় করালেন ফরাশের ওপর।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তা জানা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ (ক) ইমামের সাথে একজন মাত্র মুক্তাদী হলে তাকে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াতে হবে। (খ) নফল নামায জামাআতে পড়া জায়েয। (গ) রোযাদারের জন্য আহার বর্জনের ব্যাপারে রোযাকে ওযর হিসেবে পেশ করা জায়েয, যদিও দাওয়াতের ক্ষেত্রে নফল রোযা ভঙ্গ করা যায়। (ঘ) পুরুষের জন্য শুধুমাত্র মহিলা ও বালকদের ইমামতি করা জায়েয আছে। কারণ ঐ সময় আনাস (রা) বালক ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম ও উম্মে হারাম (রা) মহিলা ছিলেন।

٦٠٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّهُ وَامْرَاَةٌ مِّنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْمَرْاَةَ خَلْفَ ذَالِكَ.

৬০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ও তাদের মধ্যকার এক মহিলার ইমামতি করলেন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন আর ঐ মহিলাকে দাঁড় করালেন পেছনে।

٦١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَاَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ اَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَنِىْ بِيَمِيْنِىْ فَاَدَارَنِىْ مِنْ وَّرَائِهِ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

৬১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওঠলেন এবং মশকের মুখ খুলে উযু করলেন। তারপর তার বাঁধন লাগিয়ে দিলেন, অতপর নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও ওঠলাম এবং উযু করলাম যেভাবে তিনি উযু করেছিলেন, তারপর এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার ডান হাত (বা ডানপাশ) ধরে তাঁর পেছন দিক দিয়ে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার সাথে আমিও নামায পড়লাম।

٦١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَاَخَذَ بِرَأْسِىْ اَوْ بِذُؤَابَتِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ.

৬১১। ইবনে আব্বাস (রা) একই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা অথবা মাথার চুল ধরে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দেন।

بَابُ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً كَيْفَ يَقُوْمُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ তিনজনের জামাআত হলে তারা কিভাবে দাঁড়াবে?

٦١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّىَ لَكُمْ

قَالَ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَاءِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৬১২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নানী মুলায়কা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবারের দাওয়াত করলেন, যা তিনি তৈরী করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করার পর বললেন ঃ তোমরা দাঁড়াও। আমি তোমাদের সাথে নামায পড়বো। আনাস বলেন, আমি উঠলাম এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুন কালো হয়ে যাওয়া আমাদের মাদুরটির ওপর পানি ঢেলে দিলাম। তার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। আমি ও ইয়াতীম (আনাসের ভাই) তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা নানী দাঁড়ালেন আমাদের পেছনে। তিনি দুই রাক্আত নামায পড়লেন, অতঃপর চলে গেলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, কোন বিছানায় নামায পড়া জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নাপাক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। আর মহিলাদেরকে বালকদের পেছনে দাঁড় করাতে হয়। আর যদি একজন মহিলা ও একটি বালক হয়, তাহলে বালক পুরুষের পাশে দাঁড়াবে এবং মহিলা তাদের পিছনে দাঁড়াবে।

٦١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِسْتَاْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَقَدْ كُنَّا اَطَلْنَا الْقُعُوْدَ عَلٰى بَابِهِ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَاْذَنَتْ لَهُمَا فَاَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

৬১৩। আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ (রা)-র ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ তার দরোযায় বসে থাকলাম। একটি বাঁদী বের হয়ে আসলো। সে তাদের জন্য (আবদুল্লাহর নিকট) অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি আলকামা ও আল-আসওয়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সাথে দুইজন মোক্তাদী হলে তারা ইমামের দুই পাশে অথবা পেছনে দাঁড়াতে পারে। তবে দু'য়ের বেশি হলে তাদেরকে ইমামের পেছনেই দাঁড়াতে হবে।

بَابُ الْاِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের নামাযীদের দিকে ঘুরে বসা

٦١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا انْصَرَفَ اِنْحَرَفَ.

৬১৪। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন।

٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ نَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬১৫। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম, তখন আমরা তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযশেষে) আমাদের দিকে মুখ করে বসেন।

بَابُ الْاِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِىْ مَكَانِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ ইমামের নিজ জায়গাতে নফল নামায পড়া

٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوعبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِىُّ ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّى الْاِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ حَتّٰى يَتَحَوَّلَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

৬১৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যেখানে (দাঁড়িয়ে) ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান থেকে না সরে অন্য কোন নামায পড়বে না। আবু দাউদ (র) বলেন, আতা আল-খুরাসানী (র) মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি।

بَابُ الْاِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ শেষ রাকআতের সিজদার পর ইমামের উযু ছুটে গেলে

٦١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ وَّبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ وَقَعَدَ فَاَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ.

৬১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যখন নামায সমাপন করে এবং শেষ বৈঠকে থাকে, তখন যদি কোনরূপ কথা বলার (সালাম ফিরানোর) আগেই তার উযু ছুটে যায়, তাহলে তার এবং যারা তার পেছনে নামায পড়েছে তাদেরও নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সালামের শব্দ উচ্চারণ করা ফরয নয়। ইমাম আবু হানীফাও এ অভিমত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে সালামের শব্দ বলা ফরয। তাদের দলীল পরবর্তী হাদীস।

بَابُ تَحْرِيْمِهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلِهَا التَّسْلِيْمُ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ তাকবীর হলো নামাযের তাহরীম (শুরু) এবং সালাম হলো তাহলীল (সমাপ্তি)

٦١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

৬১৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের কুঞ্জি হলো তাহারাত। নামাযের তাহ্‌রীম হলো তাকবীর, আর তার তাহ্‌লীল হলো সালাম।

টীকা ঃ অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে নিয়াত বাঁধার সাথে সাথে নামায বহির্ভূত যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায়। এজন্যই এটাকে বলা হয় তাকবীরে তাহ্‌রীমা। আর আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ বলে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে হারাম হওয়া যাবতীয় কাজই হালাল হয়ে যায়।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُوْمُ مِنْ اِتِّبَاعِ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ মোক্তাদীকে কঠোরভাবে ইমামের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبَادِرُوْنِىْ بِرُكُوْعٍ وَلاَبِسُجُوْدٍ فَاِنَّهُ مَهْمَا اَسْبِقُكُمْ بِهِ اِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِىْ بِهِ وَاِذَا رَفَعْتُ اِنِّىْ قَدْ بَدُنْتُ.

৬১৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার আগে তোমরা রুকূও করবে না এবং সিজদাও করবে না। আমি তোমাদের চেয়ে যতটুকু আগে রুকূতে যাবো, তোমরা ততটুকু সময় পেয়ে যাবে যখন আমি তোমাদের আগে মাথা তুলবো। কেননা আমি যে কিছুটা ভারী হয়ে গিয়েছি।

টীকা ঃ অর্থাৎ যেরূপ তোমরা আমার পরে রুকূতে যাচ্ছো, তদ্রূপ রুকূ থেকে মাথাও তুলছো আমার পরে। কাজেই রুকূতে তোমরা সময় কম পাবে, তার আশংকা তো থাকছে না।

٦٢٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْخَطْمِىَّ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ ثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوْعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوْا قِيَامًا فَاِذَا قَدْ سَجَدَ سَجَدُوْا.

৬২০। অতীব সত্যবাদী আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখন তারা যথারীতি (সোজা হয়ে) দাঁড়াতেন। তারা যখন দেখতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়েছেন তখন তারাও সিজদায় যেতেন।

٦٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا الْكُوْفِيُّوْنَ اَبَانٌ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ

قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَحْنُوْ اَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَرَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ.

৬২১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের মধ্যে কেউই রুকূতে যেতে পিঠ ঝুঁকাতো না, যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকূতে দেখতে পেত।

٦٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَكَعَ رَكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ يَتْبَعُوْنَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬২২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, তখন তারাও রুকূ করতেন। তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখন তারা দাঁড়িয়েই থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জমিনে কপাল রাখতেন (সিজদায় চলে যেতেন), তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতেন।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْمَنْ يَّرْفَعُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় বা নামায় তার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

٦٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا يَخْشٰى اَوْ اَلاَ يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ وَالْاِمَامُ سَاجِدٌ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حِمَارٍ اَوْ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

৬২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কি ভয় হয় না যে, ইমাম সিজদায় থাকাকালীন কেউ যদি মাথা তোলে, তবে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তিত করে দিবেন!

٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الدَّهْنِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ وَنَهَاهُمْ اَنْ يَّنْصَرِفُوْا قَبْلَ اِنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ.

৬২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং নামাযের পর তাঁর চলে যাবার পূর্বেই তাদের চলে যেতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর অপেক্ষা করতেন। মহিলারা চলে গেলে তিনি এবং অন্যান্য লোক উঠতেন। পুরুষ লোকদেরও তিনি দেরি করে বের হতে বলতেন। নামাযের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাতে বিশেষ সওয়াবও রয়েছে।

بَابُ جُمَاعِ اَثْوَابٍ مَا يُصَلِّىْ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ নামায বৈধ হওয়ার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরী

٦٢٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'টি করে কাপড় আছে?

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয, তবে দুই কাপড়ে পড়া উত্তম।

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

৬২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক কাপড়ে যেন নামায না পড়ে– এভাবে যে, তার কাঁধে এর কিছুই থাকে না।

٦٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَا يَحْيى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ الْمَعْنٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِىْ ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ.

৬২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এক কাপড়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের ওপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দেয়।

٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا طَرَفَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ.

৬২৮। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি কাপড়টিকে গায়ে জড়িয়ে নিতেন এবং তার ডান পাশকে বাম কাঁধের ওপর ও বাম পাশকে ডান কাঁধের ওপর ফেলে দিতেন।

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِى الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَاَطْلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَنْ قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

৬২৯। কায়েস ইবনে তাল্‌ক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইজারের ওপর চাদর ছেড়ে দিলেন এবং উভয়টিকে একত্র করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'টি করে কাপড় আছে?

بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِىْ قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ যে ব্যক্তি তার ঘাড়ের পিছন দিকে কাপড় বেঁধে নামায পড়ে

٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِىْ اُزُرِهِمْ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيْقِ الْاُزُرِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاَةِ كَاَمْثَالِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

৬৩০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকদের দেখলাম, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে তাদের ঘাড়ে ইযার বেঁধে নামায পড়ছে। আর ইযার ছিল অপ্রশস্ত। এ অবস্থায় তারা বালকদের ন্যায় নামায পড়ছিল। এতে একজন বললো, হে নারী সমাজ! তোমরা মাথা তুলো না, যতক্ষণ না পুরুষরা তোলে।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلٰى غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ নামাযীর কাপড়ের কিছু অংশ অন্যের গায়ে থাকা

٦٣١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ.

৬৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাপড়ে নামায পড়লেন। তার কিছু অংশ ছিল আমার গায়ে।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ قَمِيْصٍ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ যে ব্যক্তি একটি মাত্র জামা পরে নামায পড়ে

٦٣٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسَى

بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصِيْدُ اَفَاُصَلِّىْ فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

৬৩২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (পশু-পাখি) শিকার করে থাকি। আমার জন্য কি এক জামায় নামায পড়ার অনুমতি আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও তা আটকিয়ে নিবে (যাতে সতর খুলে না যায়)।

٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَوْمَلٍ الْعَامِرِىِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ وَهُوَ اَبُوْ حَوْمَلٍ (وَالصَّوَابُ اَبُوْ حَرْمَلٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ قَمِيْصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ قَمِيْصٍ.

৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) একটি মাত্র জামা পরে আমাদের ইমামতি করলেন, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। নামাযশেষে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জামা পরে নামায পড়তে দেখেছি।

টীকা ঃ জামা যদি লম্বা হয়, সতর ঢাকার ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহলে একটি মাত্র জামা পরে নামায পড়া জায়েয।

بَابُ اِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ কাপড় অপরিসর হলে তা লুঙ্গি হিসাবে পরবে

٦٣٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِىُّ قَالُوْا ثَنَا حَاتِمٌ يَّعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّىْ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ اُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِىْ وَكَانَتْ لَهَا ذَبَادِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لاَ تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتّٰى

قُمْتُ عَنْ يَّسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَدَارَنِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتّٰى قَامَ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِىْ وَاَنَا لاَ اَشْعُرُهُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَاَشَارَ اِلَىَّ اَنْ اَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَاِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلٰى حِقْوِكَ.

৬৩৪। উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক জিহাদে গেলাম। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমার গায়ে একটি চাদর ছিল। আমি তার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের ওপর দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। তা দিয়ে (ছোট ছিল বিধায়) আমার শরীর ঢাকা যাচ্ছিল না। তবে তাতে আঁচল লাগানো ছিল। আমি তা উল্টে নিলাম এবং দুই বিপরীত দিকে দুই কাঁধের ওপর তার দুই মাথা ফেলে দিলাম। তারপর আমি ঝুঁকে গেলাম এবং চিবুক দ্বারা তা চেপে ধরে রাখলাম, যাতে পড়ে না যায়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন। পরে ইবনে সাখরা এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালো। তিনি তাঁর দুই হাতে আমাদের উভয়ের হাত ধরে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। আমি বুঝতেই পারি নাই, পরে বুঝলাম। তিনি ইশারায় আমাকে বললেন ঃ ওটাকে 'তহ্‌বন্দ' বানিয়ে নাও। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে জাবির! আমি বল্‌লাম, আমি হাযির, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ চাদর যখন প্রশস্ত হয়, তখন তার দুই মাথা বিপরীতভাবে দুই কাঁধের ওপর দাও, আর যখন অপরিসর হয় তখন কোমরে বেঁধে নাও।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সাথে দুইজন মোক্তাদী হলে ইমাম আগে দাঁড়াবে এবং তাঁরা তার পেছনে দাঁড়াবে। তবে ডানে-বায়ে দাঁড়ানোও জায়েয।

٦٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِذَا كَانَ لِاَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَّاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلْ اِشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ.

৬৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা উমার (রা) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যদি দু'টি কাপড় থাকে, তাহলে ঐগুলো পরেই যেন সে নামায পড়ে। আর যদি একটি মাত্র কাপড় থাকে, তাহলে তা দ্বারা সে যেন লুঙ্গি বানিয়ে নেয় এবং ইহুদীদের ন্যায় দুই কাঁধে ঝুলিয়ে না দেয়।

টীকা ঃ ইহুদীরা কাপড় নিয়ে গায়ে জড়িয়ে দেয় এবং তার দুই পাশ দুই কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে।

٦٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ثَنَا اَبُو الْمُنِيْبِ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّصَلِّيَ فِيْ لِحَافٍ وَلاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْاٰخَرَ اَنْ يُّصَلِّيَ فِيْ سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ.

৬৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন একটি মাত্র চাদরে নামায পড়তে যদি তার দুই বিপরীত দিক দুই কাঁধের সাথে না বাঁধা হয়। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, গায়ে চাদর না পরে শুধুমাত্র পাজামা পরে নামায পড়তে।

بَابُ الْاِسْبَالِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٣٧- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَسْبَلَ اِزَارَهُ فِيْ صَلٰوتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاَبُو الْاَحْوَصِ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ.

৬৩৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত নামাযের মধ্যে তার পাজামা/লুঙ্গি (পায়ের গিরার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতও হালাল করবেন না এবং জাহান্নামও হারাম করবেন না।

আবু দাঊদ (র) বলেন, একদল রাবী আসেম (র)-এর সূত্রে হাদীসটি মওকূফ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, আবুল আহ্ওয়াস ও আবু মুআবিয়া (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ঃ অথবা এর অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করবেন না এবং বদ আমল থেকেও হেফাজত করবেন না।

٦٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا اَبَانٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُّصَلِّىْ مُسْبِلاً اِزَارَهُ اِذْ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لاَ يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهُ.

৬৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার লুঙ্গি (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যাও, উযু করে আসো। লোকটি উযু করে আসলে তিনি আবার বললেন ঃ যাও উযু করো। সে গিয়ে আবার উযু করলো এবং ফিরে আসলো। একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে কেন উযু করতে বললেন? তিনি বলেন ঃ সে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। আর মহান আল্লাহ লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায আদায়কারীর নামায কবুল করেন না।

টীকা ঃ সাধারণত অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি-পাজামা ঝুলিয়ে পরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কখনো তা এতদূর ঝুলিয়ে দেয়া হয় যে, মাটির সাথে হেঁচড়াতে থাকে। এখানে এ ধরনের লোকের কথা বলা হয়েছে।

بَابُ فِىْ كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ মহিলারা কয়টি কাপড় পরে নামায পড়বে?

٦٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَأَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّىْ فِيْهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّىْ فِى الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِىْ يُغَيِّبُ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا.

৬৩৯। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুন্ফুয্ (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার

মাতা উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা ক'টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারে? তিনি বললেন, এক ওড়না ও এক জামা পরে নামায পড়তে পারে, যে জামা হবে পূর্ণ এবং লম্বা হবে এরূপ যে, পায়ের উপরি ভাগ তা দ্বারা ঢেকে যায়।

٦٤٠- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ دِرْعٍ وَّخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ قَالَ اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوْا بِهِ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ.

৬৪০। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) একই হাদীস বর্ণনা করেছেন, উম্মু সালামা (রা)-র সূত্রে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা কি ইযার ছাড়া শুধুমাত্র এক জামা ও এক ওড়নাতে নামায পড়তে পারে? তিনি বলেন ঃ জামা যদি এতখানি লম্বা হয় যে, পায়ের উপরিভাগ পর্যন্ত ঢেকে যায়, তাহলে পড়তে পারে।

بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّىْ بِغَيْرِ خِمَارٍ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ খোলা মাথায় মহিলাদের নামায পড়া

٦٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدٌ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ওড়না ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায কবুল করেন না।

٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

اَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلٰى صَفِيَّةَ اُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتًا لَهَا فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِىْ حُجْرَتِىْ جَارِيَةٌ فَاَلْقٰى اِلَىَّ حِقْوَهُ وَقَالَ لِىْ شُقِّيْهِ بِشُقَّتَيْنِ فَاَعْطِىْ هٰذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِىْ عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَاِنِّىْ لاَ اُرَاهَا اِلاَّ قَدْ حَاضَتْ اَوْلاَ اُرَاهُمَا اِلاَّ قَدْ حَاضَتَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ.

৬৪২। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তালহার মা সাফিয়্যার নিকট গেলেন। তিনি সাফিয়্যার মেয়েদের দেখে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট একটি বালিকা ছিল। তিনি আমাকে তার একখানা লুংগি দিয়ে বলেন ঃ এটিকে চিরে দুই টুকরা করে এক টুকরা এই বালিকাটিকে দাও, অপরটি উম্মে সালামার নিকট যে বালিকা রয়েছে তাকে দাও। কেননা আমি তাকে অথবা তাদের উভয়কে প্রাপ্তবয়স্কা মনে করি। আবু দাউদ বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন হিশাম (র) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে।

بَابُ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ নামাযরত অবস্থায় দেহের উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ.

৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন এবং নামাযে মুখ ঢেকে রাখতেও নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসই 'ইস্‌ল্ (র) 'আতা (র)-র মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, এর মানে হলো ঃ কাপড় এমনভাবে ঝুলিয়ে দেয়া যাতে তা মাটির সাথে লেগে যায়। এটা সাধারণত অহংকারবশতই করা হয়ে থাকে। নিহায়া গ্রন্থে রয়েছে ঃ গায়ে কাপড় জড়িয়ে উপর থেকে নিচের দিকে ছেড়ে দেয়া, যেরূপ ইহুদীরা করে থাকে। কেউ কেউ কাপড় ঝুলানো বলতে মাথার ওপর চাদর জড়িয়ে তা নিচের দিকে প্রলম্বিত করে দেয়াকে বুঝিয়েছেন। কেউ বলেছেন, জুব্বায় এটা হয়, সাধারণত জুব্বা পরে আস্তিনের ভেতরেই হাত রাখার দ্বারা।

٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى سَادِلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّىْ سَادِلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُضَعِّفُ ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ.

৬৪৪। ইবনে জুরায়েজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অধিকাংশ সময় 'আতা (র)-কে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়তে দেখেছি। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযরত অবস্থায় কাঁধের উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'আতা (র)-এর এই আচরণ আবু হুরায়রা (রা)-র ঐ হাদীসকে দুর্বল করেছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ شُعُرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের অংশবিশেষের উপর নামায পড়া

٦٤٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّىْ فِىْ شُعُرِنَا اَوْلُحُفِنَا. قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ اَبِىْ.

৬৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিধেয় বস্ত্রে বা আমাদের লেপের উপর নামায পড়তেন না।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ عَاقِصًا شَعْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ পুরুষ লোকের চুলের ঝুঁটি বেঁধে নামায পড়া

٦٤٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ

اَنَّهُ رَاٰى اَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِىْ قَفَاهُ فَحَلَّهَا اَبُوْ رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ اِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ اَبُوْ رَافِعٍ اَقْبِلْ عَلٰى صَلٰوتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَالِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ مَغْرِزَ ضَفْرِهِ.

৬৪৬। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল-মাকবূরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাস আবু রাফে (রা)-কে হাসান ইবনে আলী (রা)-র নামাযরত অবস্থায় তার পাশ দিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি গর্দানের পেছনে চুলের ঝুটি বেঁধে নামায পড়ছিলেন। আবু রাফে (রা) তা খুলে দিলেন। এতে হাসান (রা) তার প্রতি রাগতঃভাবে তাকালেন। আবু রাফে (রা) বলেন, নামায পড়ো, গোস্বা হয়ো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা (অর্থাৎ চুলের ঝুঁটি) হচ্ছে শয়তানের ঘাঁটিবিশেষ।

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّىْ وَرَاْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِّنْ وَّرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَاَقَرَّ لَهُ الْاٰخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَاْسِىْ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.

৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে নামায পড়তে দেখলেন। তার মাথার চুল পেছন দিক থেকে বাঁধা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার পেছনে দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। তিনি চুপচাপ থাকলেন। নামায শেষ করে তিনি ইবনে আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমার মাথা স্পর্শ করলেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক চুলের ঝুঁটি বেঁধে নামায পড়ে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার হাত তার পেছনে বাঁধা রয়েছে, আর এ অবস্থায় সে নামায পড়ছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى النَّعْلِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয

٦٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ

بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّسَارِهِ.

৬৪৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জুতাজোড়া তাঁর বাম পাশে রেখে নামায পড়তে দেখেছি।

٦٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ عَاصِمٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَّقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى اِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ مُوسٰى وَعِيْسٰى اِبْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوْا اَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَالِكَ.

৬৪৯। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামাযে তিনি সূরা আল-মু'মিনূন থেকে পড়া শুরু করলেন। যখন তিনি মূসা ও হারূন (আ)-এর কিচ্ছা অথবা মূসা ও ঈসা (আ)-এর কিচ্ছা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাশি আরম্ভ হলো। তিনি কিরাআত ছেড়ে দিলেন ও রুকূ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

٦٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَّسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ ذَالِكَ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ فِيْهِمَا

اَوْ قَالَ اَذًى وَقَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِىْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا اَوْ اَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.

৬৫০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর জুতা জোড়া খুলে তাঁর বাম পাশে রেখে দিলেন। লোকেরা এটা দেখে তারাও তাদের জুতা খুলে রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের জুতা খুলে ফেললে কেন? তারা বললো, আমরা আপনাকে আপনার জুতা জোড়া খুলে রেখে দিতে দেখেছি। তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতাদ্বয়ে নাপাকি আছে (তাই আমি তা খুলে ফেলেছি)। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন যেন সে তার জুতা জোড়া দেখে নেয়। তাতে কোনরূপ ময়লা বা নাপাকি দেখতে পেলে তা যেন জমিনে রগড়ে নেয়, তারপর ঐগুলো পরে নামায পড়ে।

টীকা ঃ সাহাবীরা মনে করেছিলেন, জুতা পরে নামায পড়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই তারা জুতা খুলে ফেলেছিলেন। না জেনে নাপাক কাপড় বা জুতা পরে অথবা নাপাক জায়গাতে নামায পড়ে ফেললে নামায হয়ে যাবে। শাফিঈ (র)-এরও এটাই প্রাচীন মত। এ হাদীস থেকেও তাই প্রমাণিত হয়।

٦٥١- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا اَبَانُ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ فِيْهِمَا خُبْثٌ قَالَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ خُبْثٌ.

৬৫১। বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে ঃ জুতা দু'টিতে নাপাকি রয়েছে, দুই জায়গাতেই একই শব্দ ('খুবসুন') ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِىِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ.

৬৫২। ই'য়ালা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আওস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইহুদীদের বিপরীত করো। তারা জুতা ও মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ে না।

٦٥٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنٍ

الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً.

৬৫৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ الْمُصَلِّىْ اِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ اَيْنَ يَضَعُهُمَا

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ নামাযী তার জুতা খুলে কোথায় রাখবে?

٦٥٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلاَ عَنْ يَّسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ يَّمِيْنِ غَيْرِهِ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَكُوْنَ عَنْ يَّسَارِهِ اَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

৬৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে, সে যেন তার ডান পাশে জুতা না রাখে, তার বাম দিকেও যেন না রাখে। কারণ তা অন্যের ডান পাশে হবে। তবে বাম পাশে যদি কেউ না থাকে (তাহলে বাম পাশে রাখা যেতে পারে), বরং উভয় পায়ের মধ্যখানে রাখবে।

٦٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِيْهِمَا اَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا.

৬৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে ও জুতা খোলে, সে যেন তা দিয়ে অন্যকে কষ্ট না দেয়, বরং জুতা দু'টিকে যেন দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দেয় অথবা তা পরেই নামায পড়ে নেয়।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ ছোট চাটাইয়ে নামায পড়া

٦٥٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ.

৬৫৬। মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তেন, আর আমি হায়েয অবস্থায় তার পাশেই থাকতাম। কখনো বা তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত– যখন তিনি সিজদা করতেন। আর তিনি নামায পড়তেন (খেজুরপাতার ছোট) চাটাইয়ের উপরও।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

٦٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَجُلٌ ضَخْمٌ وَكَانَ ضَخْمًا لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلَّ حَتّٰى اَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّيْ فَاَقْتَدِيَ بِكَ فَنَضَحُوْا لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَلاَنُ ابْنُ الْجَارُوْدِ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكَانَ يُصَلِّيْ الضُّحٰى قَالَ لَمْ اَرَهُ صَلّٰى اِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

৬৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্থূলকায় আনসারী ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন স্থূলকায় পুরুষ। আপনার সাথে নামায পড়ার ক্ষমতা আমার নেই। সে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করলো এবং তাঁকে তার বাড়ীতে যেতে আহ্বান করলো ও বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে নামায পড়ুন। যাতে আমি জেনে নিতে পারি, আপনি কিভাবে নামায পড়েন এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি। লোকেরা তাঁর জন্য একটি (বড়) চাটাইয়ের একাংশ ধুইল। তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়লেন। ইবনুল জারূদ (র) আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে

বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, আমি তো তাঁকে ঐদিন ছাড়া আর কখনো এই সময় নামায পড়তে দেখিনি।

٦٥٨- حَدَّثَنَا مَسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُ اُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلٰوةُ اَحْيَانًا فَيُصَلِّيْ عَلٰى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيْرٌ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

৬৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইম (রা)-র সাক্ষাতে যেতেন। কখনো বা নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি তখন নামায পড়ে নিতেন একটি ফরাশ বা চাটাইয়ের ওপর। উম্মু সুলাইম (রা) সেটিকে পানি দ্বারা ধুয়ে দিতেন।

٦٥٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ بِمَعْنَى الْاِسْنَادِ وَالْحَدِيْثِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ.

৬৫৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন চাটাই ও প্রক্রিয়াজাত করা লোমবিশিষ্ট চামড়ার ওপর।

بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلٰى ثَوْبِهِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ কোন ব্যক্তি তার পরনের কাপড়ে সিজদা করলে

٦٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

৬৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ যখন গরমের দরুন জমিনে সিজদা করতে পারতো না তখন পরিধেয় বস্ত্রের উপর সিজদা করতো।

تَفْرِيْعُ اَبْوَابِ الصُّفُوْفِ

بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ নামাযের কাতার সোজা করা

٦٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشَ عَنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِى الصُّفُوْفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ.

৬৬১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি কাতারবদ্ধ হবে না যেরূপ ফেরেশতারা কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের প্রতিপালকের নিকট? আমরা বললাম, ফেরেশতারা কিরূপে কাতারবদ্ধ হয় তাদের প্রতিপালকের নিকট? তিনি বলেন ঃ সর্বাগ্রে তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর পরবর্তী কাতার, তারপর এর পরের কাতার। আর তারা পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ায়।

٦٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ الْجَدَلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللّٰهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

৬৬২। আবুল কাসেম আল-জাদালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। নু'মান (রা) বলেন, আমি এক লোককে

দেখলাম, সে তার সঙ্গীর বাহুমূলের সাথে নিজের বাহুমূল, তার হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু এবং তার গোড়ালীর সাথে নিজের গোড়ালী মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

٦٦٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْنَا فِي الصُّفُوْفِ كَمَا يُقَوِّمُ الْقِدْحُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنْ قَدْ اَخَذْنَا ذَالِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا اَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ اِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

৬৬৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামাযের) কাতারে এভাবে সোজা করতেন যেরূপ তীরের ফলা সোজা ও বরাবর করা হয়। এমনকি তিনি যখন বুঝলেন, আমরা এ ব্যাপারে তাঁর তালীম আত্মস্থ করে নিয়েছি ও বুঝেছি, তখন একদিন তিনি সশরীরে (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।

টীকা ঃ কেননা প্রকাশ্য বিরোধ আন্তরিক বিরোধের প্রথম ধাপ। আজকাল আমাদের মাঝে কাতার সোজা করার ব্যাপারে তেমন কোন সতর্কতা নেই। সম্ভবত মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরোধ তথা ঐক্য-সংহতির চরম অবনতির জন্য এটাও দায়ী।

٦٦٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ عَاصِمِ بْنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْاُوَلِ.

৬৬৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের মধ্যে প্রবেশ করতেন। একদিক থেকে প্রবেশ করে অপরদিক দিয়ে বের হয়ে যেতেন। তিনি আমাদের বুক ও বাহুমূল ধরে ধরে বরাবর করে দিতেন, আর বলতেন ঃ আগ-পিছ হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথা তোমাদের অন্তরও বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন ঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করে থাকেন প্রথম কাতারসমূহের প্রতি।

٦٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّىْ يَعْنِىْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

৬৬৫। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। যখন আমরা সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে যেতাম তখন তিনি তাকবীর বলতেন।

٦٦٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ وَحَدِيْثُ ابْنِ وَهْبٍ اَتَمُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِىْ شَجَرَةَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيْسٰى بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَّصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ شَجَرَةَ كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنٰى وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ اِذَا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيْهِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتّٰى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ.

৬৬৬। ইবনে উমার ও আবু শাজারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর এবং পরস্পরের বাহুমূলকে বরাবর করে নাও, আর শূন্য জায়গা বন্ধ বা পূর্ণ করে নাও। তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। রাবী ঈসার বর্ণনায়, "তোমাদের ভাইয়ের হাতে" শব্দগুলো নেই। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহও তাকে মিলাবেন তাঁর রহমত দ্বারা। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে কর্তন করবেন তাঁর রহমত থেকে।

টীকা ঃ অর্থাৎ কাতার সোজা করার জন্য কেউ তোমাকে এদিক-সেদিক নিতে চাইলে নরম হয়ে যাবে, রুক্ষ ভাব দেখাবে না।

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ.

৬৬৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (নামাযের) কাতারসমূহে মিলে মিলে দাঁড়াবে। এক কাতারকে আরেক কাতারের নিকটে রাখবে। তোমাদের গর্দানকে পরস্পর বরাবর রাখবে। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি চাক্ষুস দেখতে পাই, কাতারের যে স্থানে খালি জায়গা থাকে, শয়তান ঐ জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে, যেন সেটি একটি বকরীর বাচ্চা।

٦٦٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ.

৬৬৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযে) তোমরা কাতারসমূহ সোজা করে নেবে। কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই নামায পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

টীকা ঃ কাজেই কাতার সোজা করার বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন মনে করো না। নামাযের মতই এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। হারামাইন শরীফাইনে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার আগে মুকাব্বের নিয়মিত এই হাদীসটি শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তদনুসারে আমল সামান্যই করা হয়।

٦٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُوْرَةِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِىْ لِمَ صُنِعَ هٰذَا الْعُوْدُ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَاعْدِلُوْا صُفُوْفَكُمْ.

৬৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনুস সায়েব (র), যিনি ছিলেন প্রাসাদের মালিক– থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি বললেন, তুমি কি জানো এ কাষ্ঠ খণ্ডটি কেন তৈরী করা হয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার ওপর তাঁর হাত রাখতেন, তারপর বলতেন ঃ তোমরা সোজা হও এবং তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।

٦٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اَخَذَهُ بِجَنْبِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ اَخَذَ بِيَسَارِهِ فَقَالَ اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ.

৬৭০। আনাস (রা) থেকে উক্ত হাদীস এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে এও রয়েছে ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটি তাঁর ডান হাতে ধরতেন। তারপর তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন ঃ তোমরা সোজা হও। তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও। তারপর সেটি বাম হাতে ধরতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা সোজা হও। তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।

٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

৬৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রথম কাতার আগে পূর্ণ করবে, তারপর তার পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। এরপর যদি কোনরূপ কমতি থাকে তাহলে তা যেন শেষ কাতারে থাকে।

٦٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَنِىْ عَمِّىْ عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيٰ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ.

৬৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের বাহুমূল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নরম থাকে (কাতার সোজা করার জন্য যাদের সহজেই এদিক-সেদিক ঘুরানো যায়, এতে কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না)। আবু দাঊদ (র) বলেন, জাফর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) মক্কার বাসিন্দা।

بَابُ الصُّفُوْفِ بَيْنَ السَّوَارِىْ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ খুঁটি বা স্তম্ভসমূহের মাঝখানে কাতার দাঁড়ানো

٦٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا اِلَى السَّوَارِىْ فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ اَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِىْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৭৩। আবদুল হামীদ ইবনে মাহমূদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়লাম। জনসমাগম বেশি হওয়ার দরুন আমরা খুঁটিসমূহের মাঝখানে যেতে বাধ্য হলাম। ফলে আমাদের কেউ আগে আবার কেউ পেছনে দাঁড়ালো। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা এভাবে দাঁড়ানো পরিহার করার চেষ্টা করতাম (অর্থাৎ দুই খুঁটির মাঝখানে দাঁড়াতাম না)।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ اَنْ يَّلِىَ الْاِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّاَخُّرِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ কাতারে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো উত্তম এবং দূরে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়

٦٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِيَنِّىْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

৬৭৪। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর যারা ঐ গুণে তাদের নিকটতর তারা, তারপর যারা তাদের নিকটতর তারা দাঁড়াবে।

٦٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ.

৬৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে ঃ "তোমরা আগ-পিছ হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরেও মতপার্থক্য হয়ে যাবে। আর তোমরা মসজিদে বাজারের ন্যায় শোরগোল করা থেকে বিরত থাকবে।

٦٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.

৬৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা দুআ করে থাকেন কাতারের ডান দিকের (মুসল্লিদের) থেকে।

টীকা ঃ প্রথম কাতারে দাঁড়ানো উত্তম। তার সাথে ডান দিকে দাঁড়ানো আরো উত্তম।

بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ কাতারে বালকদের দাঁড়াবার স্থান

٦٧٧- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ شَاذَانَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا بُدَيْلٌ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىُّ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِصَلٰوةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلٰوتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى لاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ قَالَ اُمَّتِىْ.

৬৭৭। আবদুর রহমান ইবনে গানম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মালিক আল-আশআরী (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো না? তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। প্রথমে পুরুষদের দাঁড় করালেন, তারপর তাদের পেছনের সারিতে দাঁড় করালেন বালকদের, অতঃপর নামায পড়ালেন। এরপর নবী (সা)-এর নামাযের বর্ণনা দিলেন, পরে নবী (সা) বললেন ঃ এটাই হচ্ছে আমার উম্মাতের নামায, বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, আমার শায়েখ বলেছেন, 'এটাই হচ্ছে আমার উম্মাতের নামায'।

بَابُ صَفِّ النِّسَاءِ وَالتَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ মহিলাদের কাতার এবং তারা সামনের কাতার থেকে পিছনে সরে দাঁড়াবে

٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ثَنَا خَالِدٌ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথমটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষেরটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো প্রথমটি।

٦٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَّتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ.

৬৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বদা একদল লোক প্রথম কাতার থেকে পেছনের দিকে সরতে থাকবে। এমনকি আল্লাহও তাদের জাহান্নামের আগুনের দিকে পিছিয়ে দিবেন।

٦٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَّتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের দেখলেন প্রথম কাতার থেকে পেছনে সরে যেতে। তিনি তাদের বলেন ঃ সামনে আসো এবং আমার অনুকরণ করো। আর তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তারা অনুসরণ করবে তোমাদের। কিছু লোক সর্বদাই পেছনের দিকে সরতে থাকবে। মহান আল্লাহও তাদের পেছনেই ফেলে রাখবেন।

بَابُ مُقَامِ الْاِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ নামাযের কাতারে ইমামের দাঁড়াবার স্থান

٦٨١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيْرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِّطُوْا الْاِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ.

৬৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইমামকে মধ্যখান বরাবর দাঁড় করাও এবং বন্ধ করে দাও (কাতারের মধ্যকার) খালি জায়গাসমূহ।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে

٦٨٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّعِيْدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الصَّلٰوةَ.

৬৮২। ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। তিনি তাকে পুনর্বার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদের মতে এমতাবস্থায় তার নামাযই শুদ্ধ হবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে অবশ্য নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে।

بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُوْنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ যে ব্যক্তি কাতারে শামিল না হয়েই রুকূ করে

٦٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ ثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

৬৮৩। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তখন রুকূতে। আমি কাতারের পেছনেই রুকূ করে নিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন ঃ আল্লাহ তোমার নেকির আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়িয়ে দিন, তবে আর এরূপ করো না।

٦٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا زِيَادٌ الْاَعْلَمُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِيْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

৬৮৪। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌রা (রা) আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রুকূতে। তিনি কাতারের পেছনেই রুকূ করে নিলেন, তারপর কাতারে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে কাতারের পেছনে রুকূ করেছে ও পরে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছে? আবু বাক্‌রা (রা) বললেন, আমি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নেকীর জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে পুনরায় এরূপ করো না।

تَفْرِيْعُ اَبْوَابِ السُّتْرَةِ

بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيْ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ নামাযী তার সামনে সুত্‌রা (পর্দা) স্থাপন করবে

٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.

৬৮৫। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযের সময়) যদি তুমি তোমার সামনে উটের

পিঠের হাওদার পশ্চাৎভাগের কাষ্ঠ দণ্ড বা অনুরূপ কোন কিছু স্থাপন করো, তাহলে তোমার সামনে দিয়ে কারো চলাচলে কোন ক্ষতি হবে না।

টীকা ঃ অর্থাৎ এতে নামায নষ্ট হবে না, যদিও সামনে দিয়ে গাধা, ঘোড়া বা মহিলা যায়। ইমাম আহমাদের মতে, নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা ও গাধা গেলে নামায সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। আর কালো কুকুর গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। জমহুর আলেমদের অভিমত ঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে এদের চলাচলে নামায নষ্ট হয় না। তবে চলাচলকারী যদি মানুষ হয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। সুত্‌রা ব্যবহার করলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কেউ চলাচল করলে সে গুনাহগার হবে না। নামাযেরও কোন ক্ষতি হবে না এবং ইমামের সুত্‌রাই মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

٦٨٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ.

৬৮৬। আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পশ্চাৎভাগের দণ্ডটি এক হাত বা তার চাইতে কিছু বেশি হয়ে থাকে।

٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَه وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ.

৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন বের হওয়ার সময় সাথে বর্শা নেয়ার নির্দেশ দিতেন। সেটি সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি নামায পড়তেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে থাকতো। তবে তিনি (সাধারণত) সফরে এরূপ করতেন। এজন্যই আজকাল আমীর-উমরাহ বা শাসকরা সাথে বর্শা (বা ক্ষেত্রবিশেষে লাঠি) রেখে থাকে।

٦٨٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ.

৬৮৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-বাতহায় নামায পড়লেন। তার সামনে ছিল একটি বর্শা। তিনি যোহরের দুই রাকআত ও আসরের দুই রাকআত নামায পড়লেন। বর্শার ওপাশ দিয়ে নারী ও গাধা চলাচল করছিল।

بَابُ الْخَطِّ اِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ ছড়ি না পাওয়া গেলে রেখা টেনে দিবে

٦٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصَبْ عَصًا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ اَمَامَهُ.

৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (কোন খোলা স্থানে) নামায পড়ে, সে যেন তার সামনে কিছু দাঁড় করিয়ে নেয়। কিছু না পাওয়া গেলে একটি লাঠি খাঁড়া করে নিবে। সাথে কোন লাঠি না থাকলে (সামনে) একটি রেখা টেনে নিবে। এরপর সামনে দিয়ে কিছু চলাচল করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

٦٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمَدِيْنِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَذْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْخَطِّ. قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَجِئْ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّهُمْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا اَحْفَظُ اِلاَّ اَبَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَطَلَبَ هٰذَا الشَّيْخَ اَبَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخُلِّطَ عَلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَعْنِى ابْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هٰكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِىْ بِالْعَرْضِ حَوْرًا دُوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِىْ مُنْعَطِفًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّوْلِ.

৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী তারপর রেখা টানা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। আবু সুফিয়ান বলেন,

আমি এমন কিছু পাইনি যদ্বারা এ হাদীসকে মযবুত করা যেতে পারে। হাদীসটি শুধু উক্ত সনদেই বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, লোকেরা তো এতে এখতেলাফ করে থাকে। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আমার তো শুধু আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমরের কথাই মনে পড়ছে। সুফিয়ান বলেন, ইমসাঈল ইবনে উমায়্যার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি এখানে (কুফায়) এসে এই শায়খ আবু মুহাম্মাদের অনুসন্ধান করে। অবশেষে সে তাকে পেয়ে যায়। সে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ফলে বিষয়টি তার নিকট ওলট-পালট হয়ে যায়। আবু দাউদ বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে আমি একাধিকবার শুনেছি যে, প্রস্থে রেখা টানতে হবে– নবচন্দ্রের ন্যায়। আবু দাউদ বলেন, আমি ইবনে দাউদের মাধ্যমে মুসাদ্দাদকে বলতে শুনেছি ঃ রেখা লম্বালম্বিভাবে টানতে হবে।

٦٩١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ شَرِيْكًا صَلّٰى بِنَا فِيْ جَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِيْ فِيْ فَرِيْضَةٍ حَضَرَتْ.

৬৯১। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক (র)-কে দেখেছি, তিনি এক মৃতের জানাযার নামায পড়তে এসে আমাদের সাথে আসরের নামায পড়লেন। তিনি তখন উক্ত ফরয নামাযে তার মাথার টুপি (খুলে) সামনে রেখে দিলেন (সুত্‌রা হিসেবে)।

بَابُ الصَّلَاةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ জন্তুযান বা যানবাহন সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ عُثْمَانُ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ اِلٰى بَعِيْرِهِ.

৬৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট সামনে রেখে তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

بَابُ اِذَا صَلّٰى اِلٰى سَارِيَةٍ اَوْ نَحْوِهَا اَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ কোন ব্যক্তি খুঁটি, স্তম্ভ বা অনুরূপ কিছু সামনে রেখে নামাযে দাঁড়ালে তা তার কোন বরাবর রাখবে?

٦٩٣– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَامِلٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ضُبَاعَةَ

بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ اِلٰى عُوْدٍ وَلاَ عَمُوْدٍ وَلاَ شَجَرَةٍ اِلاَّ جَعَلَهُ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

৬৯৩। মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখনই কোন লাকড়ি, স্তম্ভ অথবা গাছের দিকে ফিরে (অর্থাৎ এগুলোকে সুত্‌রা হিসেবে ব্যবহার করে) নামায পড়তেন তখনই তিনি এগুলোকে (চোখের) ডান অথবা বাম বরাবর রাখতেন, দুই চোখের ঠিক মাঝ বরাবর রাখতেন না।

بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى الْمُتَحَدِّثِيْنَ وَالنِّيَامِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ বাক্যালাপকারী বা নিদ্রামগ্ন লোকজন সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِىْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ.

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘুমন্ত ও বাক্যালাপকারী লোকের পেছনে (তাদেরকে সামনে রেখে) নামায পড়ো না।

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ সুত্‌রার কাছাকাছি দাঁড়ানো

٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَاقِدُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِيْ اِسْنَادِهِ.

৬৯৫। সাহল ইবনে আবু হাস্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সুত্‌রার আড়ালে নামায পড়ে, সে যেন সুত্‌রার নিকটতর থাকে। যাতে শয়তান তার নামায ভংগ না করতে পারে।

٦٩٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مُقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ.

৬৯৬। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়াবার স্থান ও তাঁর কেবলার (অর্থাৎ মসজিদের সামনের দেয়ালের) মধ্যবর্তী স্থানে একটি বকরী চলাচল করতে পারে– এই পরিমাণ জায়গা থাকতো।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّيْ اَنْ يَّدْرَأَ عَنِ الْمُمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাকে বাধা দেয়া

٦٩٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৬৯৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তার সামনে দিয়ে যেন সে কাউকে যেতে না দেয় এবং সাধ্যমত তাকে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা চাই। কারণ সে একটা শয়তান।

টীকা ঃ অর্থাৎ তার কাজ শয়তানের কাজের মতই। কারণ নিষেধাজ্ঞাও সে মানে না।

٦٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلٰى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

৬৯৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লে সুত্‌রার দিকে পড়বে। আর সে যেন সুত্‌রার নিকটবর্তী থাকে। তারপর রাবী অনুরূপই শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٦٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ اَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِىُّ لَقِيْتُهُ بِالْكُوْفَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِىَّ قَائِمًا يُّصَلِّىْ فَذَهَبْتُ اَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِىْ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ لاَ يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ اَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ.

৬৯৯। সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের দ্বাররক্ষী আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইবনে ইয়াযীদ আল-লাইসীকে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলাম। আমি তার সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে কারো যাতায়াত থেকে বিরত রাখতে সক্ষম, সে যেন তাই করে।

টীকা : অবশ্য নামাযীরও দায়িত্ব আছে। সুন্নাত, নফল ইত্যাদি নামায মসজিদে এমন স্থানে পড়া উচিৎ যাতে অন্যান্য নামাযীর যাতায়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।.

٧٠٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ اُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِىْ نَحْرِهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَىَّ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَاَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيْفُ فَلاَ اَمْنَعُهُ.

৭০০। হুমায়েদ ইবনে হেলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালেহ (র) বলেছেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে যা করতে এবং বলতে শুনেছি তাই তোমার নিকট

বর্ণনা করছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) মারওয়ানের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যদি মানুষকে আড়াল করে এমন কিছুকে সুত্‌রা বানিয়ে নামায পড়ে, আর কেউ তা লংঘন করে তার সামনে দিয়ে যেতে চায় তাহলে তার বক্ষে হাত মেরে যেন তাকে বিরত রাখে। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে লড়াই করবে। কারণ সে একটা শয়তান।

টীকা ঃ অর্থাৎ নরমে গরমে তাকে বোঝাও ও সতর্ক কর। নামাযের পরই তাকে বোঝাবার এসব চেষ্টা-যত্ন নিতে হবে। নামাযের ভেতর ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করা যেতে পারে।

بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ مِنَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ

٧٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْسَنَةً.

৭০১। বুসর ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) তাকে আবু জুহায়েম (রা)-র নিকট পাঠালেন– নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে কি (পরিমাণ অন্যায় বা গুনাহ) হবে এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করার জন্য। আবু জুহায়েম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানতো যে, এর দরুন তাকে কতো মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাহলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও অধিকতর ভাল মনে করতো। আবুন নদর বলেন, তিনি চল্লিশ দিন, মাস না বছর বলেছেন, তা আমার স্মরণ নেই।

تَفْرِيْعُ اَبْوَابِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُهَا

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ যা নামাযকে নষ্ট করে দেয়

٧٠٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ

مُطَهَّرٍ وَّابْنُ كَثِيْرٍ الْمَعْنٰى اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ حَفْصٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالاَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الرَّجُلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْدُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

৭০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযী ব্যক্তির সামনে যদি (উটের পিঠের) হাওদার পেছনের লাকড়ি পরিমাণ কিছু না থাকে, আর তার সামনে দিয়ে গাধা, কালো কুকুর অথবা স্ত্রীলোক অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম, লাল, হলুদ বা সাদার তুলনায় কালো কুকুরের কি এমন বৈশিষ্ট্য? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেরূপ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেছিলেন ঃ কালো কুকুর হচ্ছে একটা শয়তান।

٧٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُّحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَوْقَفَهُ سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

৭০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর নামায নষ্ট করে দেয়।

٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبَصْرِىُّ ثَنَا مُعَاذٌ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَحْسِبُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلٰوتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْيَهُوْدِىُّ وَالْمَجُوْسِىُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ اِذَا مَرُّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ شَيْئٌ كُنْتُ ذَاكَرْتُهُ اِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ اَرَ

اَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَاَحْسِبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ اَبِىْ سَمِيْنَةَ وَالْمُنْكَرُ فِيْهِ ذِكْرُ الْمَجُوْسِىِّ وَفِيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ وَذِكْرَ الْخِنْزِيْرُ وَفِيْهِ نَكَرَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ اَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ وَاَحْسِبُهُ وَهِمَ لِاَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.

৭০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সুত্‌রা ছাড়াই নামায পড়ে, তাহলে কুকুর, গাধা, শূকর, ইহুদী, অগ্নিউপাসক অথবা স্ত্রীলোক তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য একটি পাথর ছুড়ে মারলে যতদূর যাবে, ততটুকু দূরত্ব দিয়ে যদি অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে আমার মনে কিছু (সন্দেহ) অনুভব করছি। আমি ইবরাহীম (র) প্রমুখের সাথে এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করলে আমি দেখলাম, কেউই এটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেননি এবংএটি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমি কাউকে এ হাদীস হিশামের সাথে সম্পর্কিত করতে দেখিনি। আমার ধারণামতে ইবনে আবী সামীনা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে। এ হাদীসে 'অগ্নি উপাসক', 'কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব' ও 'শূকর'-এর উল্লেখ প্রত্যাখ্যাত, অগ্রহণযোগ্য।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বাসরী ব্যতীত আর কারো কাছে শুনিনি। আমার ধারণামতে তিনি ভুলে শিকার হয়েছেন। কারণ তিনি এটি তার স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব' নামাযীর সিজদার স্থান থেকে সম্মুখের দিতে তিন হাত পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে। এতটুকু দূরত্ব দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুত্‌রা স্থাপনের প্রয়োজন নাই (আওনুল মা'বূদ, ১খ., পৃ. ২৫৯)। তাছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যা কিছুই যাতায়াত করুক, তাতে নামায নষ্ট হয় না। তবে নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হয়।

٧٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَّوْلَى لِّيَزِيْدَ بْنِ نِمْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوْكَ مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اقْطَعْ اَثَرَهُ فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ.

৭০৫। ইয়াযীদ ইবনে নীমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকে এক খোঁড়া লোককে দেখতে পেলাম। সে বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায

পড়ছিলেন। আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! এর পা কেটে দাও'। তারপর থেকেই আমি আর হাঁটতে পারি না।

٧٠٦- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَعْنِى الْمَذْحِجِىَّ ثَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ اَثَرَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ فِيْهِ اَيْضًا قَطَعَ صَلاَتَنَا.

৭০৬। সাঈদ (র) কর্তৃক একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ তার পা কেটে দিন! আবু দাউদ (র) বলেন, মুসহিরও সাঈদ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও রয়েছে, "সে আমার নামায নষ্ট করে দিয়েছে"।

٧٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوْكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ اَمْرِهِ فَقَالَ سَاُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا فَلاَ تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ اَنِّىْ حَىٌّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوْكَ اِلٰى نَخْلَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ قِبْلَتُنَا ثُمَّ صَلّٰى اِلَيْهَا قَالَ فَاَقْبَلْتُ وَاَنَا غُلاَمٌ اَسْعٰى حَتّٰى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ قَطَعَ صَلٰوتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ اَثَرَهُ فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا.

৭০৭। সাঈদ ইবনে গাযওয়ান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জ ব্যপদেশে তাবূকে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক খোঁড়া লোক দেখতে পেলেন। তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি বললো, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলবো। তবে শর্ত হল, আমি যদ্দিন জীবিত থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আপনি তা কাউকে বলতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে অবতরণ করে একটি গাছের কাছে গেলেন। তিনি বললেন ঃ এটাই আমাদের কিবলা (সুত্‌রা)। এই বলে সেদিকে ফিরে নামায শুরু করলেন। আমি দৌড়ে সেখানে আসলাম। আমি তখন বালক ছিলাম। আমি তাঁর ও সেই গাছের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন ঃ সে আমাদের নামায কেটে দিয়েছে। আল্লাহ! তুমিও তার পদচিহ্ন মিটিয়ে দাও। সেদিন থেকে আজকের এদিন পর্যন্ত আমি আর পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারিনি।

بَابُ سُتْرَةِ الْاِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ ইমামের সুত্‌রা মোক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ اَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ يَعْنِىْ فَصَلّٰى اِلٰى جِدْرٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بُهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتّٰى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَّرَائِهِ اَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.

৭০৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সানিয়্যাতু আযাখির' নামক স্থানে অবতরণ করলাম। নামাযের সময় হলে তিনি দেয়ালের দিকে কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে নামাযে দাঁড়ালাম। একটি ছাগলছানা এসে তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি সেটিকে বাধা দিতে থাকলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর পেট দেয়ালের সাথে লেগে গেল। অবশেষে ছানাটি তার পেছন দিয়ে চলে গেলো।

٧٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فَذَهَبَ جَدْىٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيْهِ.

৭০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। একটি ছাগলছানা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ফিরিয়ে রাখছিলেন (বাধা দিচ্ছিলেন)।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে মহিলাদের যাতায়াতে নামায ভংগ হয় না

٧١٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهَا قَالَتْ وَاَنَا حَائِضٌ.قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ وَعَطَاءُ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوالْاَسْوَدِ وَتَمِيْمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبُو

الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوْا وَاَنَا حَائِضٌ.

৭১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নামায পড়াকালে) ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শো'বা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছিলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম... কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবু সালামা আয়েশা (রা) থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٧١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ صَلٰوتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِىْ يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ.

৭১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আর তিনি তাঁর ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থানে ঐ বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘুমাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিত্‌র নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনিও বিত্‌র পড়তেন।

٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِىْ فَضَمَمْتُهَا اِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.

৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের বরাবর করে দিয়েছ। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতে চাইতেন, আমার পাশে চিমটি কাটতেন, তখন আমি আমার পা গুটিয়ে ফেলতাম। তারপর তিনি সেজদা করতেন।

٧١٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَكُوْنُ نَائِمَةً وَرِجْلَاىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلِىْ فَقَبَضْتُهَا فَسَجَدَ.

৭১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার দুই পা থাকতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে। তিনি রাতের বেলা নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদা করতে চাইতেন, তখন আমার পায়ে আঘাত করতেন। আমি তা গুটিয়ে নিতাম অতঃপর তিনি সিজদা করতেন।

٧١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ وَّهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِىْ قِبْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَمَامَهُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِىْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحَّى.

৭১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিবলার দিকে ঘুমিয়ে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন। আমি তাঁর সামনেই আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিত্‌র নামায পড়তে চাইতেন, আমাকে চিমটি কাটতেন আর বলতেন ঃ ওঠো এবং পাশে দাঁড়াও।

بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামায ভংগ হয় না

٧١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَالِكَ اَحَدٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ وَهُوَ اَتَمُّ قَالَ مَالِكٌ وَاَنَا اَرٰى ذَالِكَ وَاسِعًا اِذَا قَامَتِ الصَّلٰوةُ.

৭১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলাম। সে সময় আমি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম। তারপর গর্দভীর পিঠ থেকে নামলাম এবং সেটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। অতঃপর আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। কেউ আমাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেনি। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা কা'নাবীর বর্ণনা। এটাই পূর্ণাংগ। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমামের সম্মুখ দিয়ে গেলে নামাযের ক্ষতি হয় কিন্তু কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন ক্ষতি নেই।

٧١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ اَنَا وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ اَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالٰى ذَالِكَ.

৭১৬। আবুস সাহবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, বনু আবদুল মুত্তালিবের এক বালক এবং আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। গাধার পিঠ থেকে সে নামলো, আমিও নামলাম। আমরা গাধাটিকে কাতারের সামনে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এরপর বনু আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা আসলো। কাতারের মধ্যে প্রবেশ করলো। এতেও তিনি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

٧١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِىُّ قَالَا ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِقْتَتَلَتَا فَاَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ فَنَزَعَ اِحْدَاهُمَا مِنَ الْاُخْرٰى فَمَا بَالٰى ذَالِكَ.

৭১৭। মানসূর (র) থেকে একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দু'টি মেয়ে ঝগড়া করতে করতে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধরে ফেললেন, তারপর উভয়কে পৃথক করে দিলেন কিন্তু সেদিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الْكَلْبُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামায নষ্ট হয় না

٧١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ بَادِيَةٍ لَّنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِىْ صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَّنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَالِكَ.

৭১৮। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন আমাদের বাগানে ছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আব্বাস (রা)-ও। তিনি বালুভূমিতে নামায পড়লেন। তাঁর সামনে কোন সুত্‌রা ছিল না। আমাদের মাদী গাধাটি ও কুকুরটি তাঁর সামনেই লাফালাফি (ও খেলাধূলা) করছিল। তিনি তার কোন পরোয়া করলেন না।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ সামনে দিয়ে যাই যাক, নামায নষ্ট হবে না

٧١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৭১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের সামনে দিয়ে যাই যাক না কেন, তাতে নামায ভংগ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা তা বাধা দেবে। কারণ তা হচ্ছে একটা শয়তান।

٧٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا اَبُو الْوَدَّاكِ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِّنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَىْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّ الصَّلٰوةَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَّلٰكِنْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اِدْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ اِلٰى مَا عَمِلَ بِهِ اَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ.

৭২০। আবুল ওয়াদ্দাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরাইশ যুবক আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে বাধা দিলেন। সে আবার আসলে তিনি তাকে আবারো বাধা দিলেন। এরূপ তিনবার হলো। নামাযশেষে তিনি বললেন, বস্তুত নামাযকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিবে। কারণ সে হচ্ছে একটা শয়তান। আবু দাউদ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইটি হাদীস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে তাঁর সাহাবীগণ যেরূপ আমল করেছেন তা বিবেচনায় আনতে হবে।

টীকা ঃ সাহাবীদের মাঝেও কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, নামাযের সামনে দিয়ে কোন মানুষ বা প্রাণী গেলে নামায নষ্ট হয় না। তবে জ্ঞাতসারে কোন লোক এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে।

পরিশিষ্ট-১

সুনান আবু দাউদ ১ম খণ্ডের

প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

প্রথম খণ্ড

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা

১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩১।

২। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৩৫।

৪। বুখারী, উযু, দাওয়াত; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯।

৫। পূর্বোক্ত বরাত (৪ নং হাদীস)।

৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৬।

৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১।

৮। মুসলিম তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪০।

৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০, ২১ ও ২২।

১০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৯।

১২। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১।

১৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৫।

১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪।

১৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪২।

১৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; তিরমিযী, নং ৯০; ইবনে মাজা, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ৩৭।

১৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৮; ইবনে মাজা, নং ৩৫০।

১৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৩ ও ফাদাইল; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩।

১৯। তিরমিযীত, লিবাস, নং ১৭৪৬; তাঁর শামাইল, নং ৮৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩; নাসাঈ।

২০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯২; নাসাঈ, নং ৩১; তিরমিযী, নং ৭০; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৭।

২১। পূর্বোক্ত বরাত।

২২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯।

২৩। বুখারী, তাহারাত ও মাজালিম; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩; ইবনে মাজা, নং ৩৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮, ২৬, ২৭ ও ২৮।

২৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২।

২৫। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৯।

২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩২৮।

২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২১; ইবনে মাজা, নং ৩০৪।

২৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৩৯।

২৯। নাসাঈ, নং ৩৪।

৩০। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭; ইবনে মাজা, নং ৩০০; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৩১। বুখারী, উযু; মুসলিম, নং ২৬৭; তিরমিযী, নং ১৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০; নাসাঈ, নং ২৪ ও ২৫।

৩৩। বুখারী, উযু, সালাত, লিবাস, আতইমা; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১২; লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০১।

৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৮।

৩৬। নাসাঈ, কিতাবুল লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৭০।

৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৩।

৪০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, দারা কুতনী, নং ৪।

৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৫।

৪২। ইবনে মাজা, নং ৩২৭।

৪৪। তিরমিযী, তাহারাত, তাফসীর, নং ৩০৯৯; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৫৭।

৪৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭; মুসলিম, ঐ, নং ২৫২; ইবনে মাজা; নং ২৭৮; বুখারী, জুমুআ।

৪৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৪৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩।

৫০। বুখারী (তা'লীকান); মুসলিম (সমার্থবোধক)।

৫২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৩; নাসাঈ, কিতাবুয যীনাত, নং ৫০৪৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৫৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৪।

৫৪। বুখারী; মুসলিম, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, নং ২৮৬; নাসাঈ, নং ২।

৫৭। বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাওহীদ, তাহারাত, দা'ওয়াত, বিতর, ইল্‌ম ও লিবাস; মুসলিম, সালাত ও তাহারাত; তিরমিযী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪৩, সালাত।

৫৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৩; নাসাঈ, নং ৮; ইবনে মাজা, নং ২৯।

৫৯। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১; মুসলিম (ইবনে উমার), নং ২৩৪; তিরমিযী (ইবনে উমার), নং ১।

৬০। বুখারী; মুসলিম, নং ২২৫।

৬১। তিরমিযী, নং ৩; ইবনে মাজা, নং ২৭৫; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৬২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৫৯; ইবনে মাজা।

৬৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬। নাসাঈ, নং ৩২৭ ও ৩২৮; তিরমিযী, নং ৬৬।

৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২৬; তিরমিযী, নং ৬৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৭০ ও ৩৭১।

৬৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮১; তিরমিযী, নং ৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩৪৩; নাসাঈ, নং ৫৮, ২২১ ও ২২২।

৭০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৩।

৭১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩; নাসাঈ, নং ৬৩-৬৬, ৩৩৬, ৩৩৯ ও ৩৪০।

৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২০০ ও ৩২০১; তাহারাত, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ৬৭ ও ৩৩৮।

৭৫। নাসাঈ, তাহারাত, ৬৭ ও ২৪১; ইবনে মাজা, নং ৩৬৭; তিরমিযী, নং ৯৬।

৭৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭২; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৯।

৭৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৮২।

৭৯। নাসাঈ, নং ৭১ ও ৩৪৩; ইবনে মাজা, নং ৩৮১; বুখারী।

৮০। পূর্বোক্ত বরাত।

৮১। নাসাঈ, নং ২৩৯।

৮২। ইবনে মাজা, নং ৩৭৪ ও ৩৮৩; তিরমিযী, নং ৬৪।

৮৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৫৯, ৩৩৩, সায়দ, নং ৪৩৫৫; ইবনে মাজা, নং ৩৮৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৬৯।

৮৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৪।

৮৫। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-আহ্কাফ।

৮৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬১৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, নং ৪৯; নাসাঈ, ইমামা, নং ৮৫৩।

৮৯। মুসলিম, সালাত, নং ৫৬০।

৯০। তিরমিযী, সালাত, নং ৩৫৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৯২৩।

৯১। তিরমিযী, সালাত, ৩৫৭ নং হাদীসের পরে উদ্ধৃত।

৯২। নাসাঈ, কিতাবুল মিয়াহ, নং ৩৪৭; ইবনে মাজা; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২৫ (আনাস), ৩২৬ (সাফীনা); তিরমিযী (সাফীনা), নং ৫৬; ইবনে মাজা, (সাফীনা), তাহারাত।

৯৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৬৯।

৯৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৪।

৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৩ ও ৩৪৬; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩২৫ ও ৩২৬ (সাফীনা)।

৯৬। ইবনে মাজা, কিতাবুদ দু'আ, নং ৩৮৬৪।

৯৭। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৫০।

৯৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১০০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭১।

১০১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৯৯; আহ্মাদ; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬ (সাঈদ ইবনে যায়েদ)।

১০২। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৩। আহ্মাদ, বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১।

১০৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৬। বুখারী, তাহারাত, রিকাক, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৪।

১০৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১১০। পূর্বোক্ত বরাত।

১১১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৯৩, ৯৪ ও ৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৮।

১১২। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৮। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮; নাসাঈ, ঐ, ৯৭, ৯৮, ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৩৪।

১১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫।

১২১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪২।

১২২। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৩।

১২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪১।

১৩৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১০১; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৬; ইবনে মাজা, নং ৪৩৯।

১৩৪। তিরমিযী, নং ৩৭; ইবনে মাজা, নং ৪৪৪।

১৩৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪২২।

১৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪৩

১৩৭। বুখারী, তাহারাত (উযু অধ্যায়); তিরমিযী, ঐ, নং ৪২; নাসাঈ, নং ৮০; ইবনে মাজা নং ৪১১।

১৩৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৮।

১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৮।

১৪২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩৮ (সাওম); নাসাঈ, ঐ, নং ১১৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭।

১৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৪৬।

১৪৯। বুখারী, তাহারাত, লিবাস, মাগাযী, সালাত; মুসলিম, সালাত, নং ২৭৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১২৩, ১২৪ ও ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৫০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫১। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৪২।

১৫৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৪৯, লিবাস, নং ৩৬২০; তিরমিযী, শামাইল, নং ৬৯।

১৫৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৩।

১৫৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫৭।

১৫৯। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৯।

১৬১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৮।

১৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৪, ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৬১; তিরমিযী, নং ৫০ (আবু হুরায়রা)।

১৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৯। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।

১৭০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭১। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩১, তিরমিযী, ঐ, নং ৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫০৯।

১৭২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৩।

১৭৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৬৫ (উমার); মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৬।

১৭৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৩।

১৭৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৬।

১৭৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৫০২।

১৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৮১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৪৭৯।

১৮২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৫; তিরমিযী, নং ৮৫; ইবনে মাজা, নং ৪৮৩।

১৮৪। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

১৮৫। ইবনে মাজা, যবাইহ্, নং ৩১৭৯।

১৮৬। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৫৭।

১৮৭। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৪।

১৮৮। তিরমিযী, শামাইল, নং ১৬৭।

১৮৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৮৮।

১৯০। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ১৮৩ (ইবনে আব্বাস)।

১৯১। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮০; নাসাঈ (জাবের), নং ১৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৮৯।

১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৯৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫২; তিরমিযী, নং ৭৯; ইবনে মাজা, নং ৪৮৫; নাসাঈ, নং ১৭১, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৪।

১৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮০।

১৯৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮৭; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৯৮।

১৯৯। বুখারী ও মুসলিম।

২০০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮।

২০১। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; বুখারী।

২০২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭৭।

২০৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭৭।

২০৪। ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪৩।

২০৫। তিরমিযী, রিদা' (দুধপান), নং ১১৬৪; (আলী ইবনে তালক), নং ১১৬৬।

২০৬। বুখারী, ইলম, তাহারাত; মুসলিম, তাহারাত; তিরমিযী, নং ১৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫২ থেকে ১৫৭, এবং ৪৩৬ থেকে ৪৪১ (গোসল)।

২০৭। নাসাঈ, নং ১৫৬; ইবনে মাজা, নং ৫০৫।

২০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২১০। ইবনে মাজা, নং ৫০৬; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৫।

২১২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৩।

২১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১০; নাসাঈ, নং ২৬৪ ও ২৬৫; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; তিরমিযী, নং ১৪০; ইবনে মাজা।

২১৫। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৪৬; তিরমিযী, নং ১১০; ইবনে মাজা, নং ৬০৯।

২১৬। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪৮; ইবনে মাজা, নং ৬১০; নাসাঈ, নং ১৯১।

২১৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪১।

২১৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৯৪; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪০।

২১৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯০।

২২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৮; তিরমিযী, নং ১৪১; ইবনে মাজা, নং ৫৮৭; নাসাঈ, নং ২৬৩।

২২১। বুখারী, তাহারাত, নং ৩০৬; তিরমিযী, নং ১২০; ইবনে মাজা, নং ৫৮৫; নাসাঈ নং ২৬১।

২২২। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯।

২২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৫। তিরমিযী, সালাত, নং ৬১৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ, আবু দাউদ তায়ালিসী।

২২৬। নাসাঈ, নং ২২৩ ও ২২৪ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা।

২২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস।

২২৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৩; নাসাঈ।

২২৯। তিরমিযী, নং ১৪৬; নাসাঈ, নং ২৬৬ ও ২৬৭; ইবনে মাজা, নং ৫৯৪।

২৩০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭২; নাসাঈ, নং ২৬৮; ইবনে মাজা, নং ৫৩৫।

২৩১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৪।

২৩২। ইবনে মাজা, তাহারাত (উম্মে সালামা)।

২৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে)।

২৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬১২।

২৩৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩।

২৩৮। বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩২১; নাসাঈ, নং ২২৯।

২৩৯। বুখারী, তাহারা, মুসলিম, ঐ, নং ৩২৭; নাসাঈ, নং ২৫১; ইবনে মাজা, নং ৫৭৫।

২৪০। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৮; নাসাঈ, নং ৪২৪।

২৪১। নাসাঈ, তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৭৪।

২৪২। বুখারী, মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২১, তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং, ৫৭৪।

২৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৫। বুখারী ও মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৭; তিরমিযী, নং ১০৩; নাসাঈ, নং ২৫৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৭৩।

২৪৮। তিরমিযী, নং ১০৬; ইবনে মাজা, নং ৫৯৭।

২৪৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯৯।

২৫০। তিরমিযী, নং ১০৭; নাসাঈ, নং ২৫৩; ইবনে মাজা, নং ৫৭৯।

২৫১। মুসলিম, নং ৩৩০; নাসাঈ, নং ৩৪২; তিরমিযী, নং ১০৫; ইবনে মাজা।

২৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

২৫৩। বুখারী (অনুরূপ)।

২৫৮। মুসলিম, নং ৩০২; তিরমিযী, নং ২৯৮১; ইবনে মাজা ও নাসাঈ, নং ২৮৯।

২৫৯। মুসলিম, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৬৪৩; নাসাঈ, নং ২৮০।

২৬০। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩০১; ইবনে মাজা, নং ৬৩৪; নাসাঈ, নং ২৭৫।

২৬১। মুসলিম, নং ২৯৮; তিরমিযী, নং ১৩৪; নাসাঈ, নং ২৭২; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩১; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৮২।

২৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৪। তিরমিযী (ইবনে আব্বাস), নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০।

২৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৭। বুখারী, তাহারাত, নং ২৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৮।

২৬৮। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬৯। নাসাঈ, নং ২৮৫।

২৭৩। বুখারী, মুবাশারাতুল হায়েয; মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, নং ১৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬; নাসাঈ, নং ২৮৬ ও ২৮৭।

২৭৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৯; হায়েয, নং ৩৫৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬২৩।

২৭৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১; তালাক।

২৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৩; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১ ও ৩৬৫; তিরমিযী, নং ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৬।

২৮৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮৫। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৩৪; নাসাঈ, নং ২০৫; ইবনে মাজা।

২৮৬। নাসাঈ, নং ২০১।

২৮৭। তিরমিযী, নং ১২৮; ইবনে মাজা, নং ৬২২ ও ৬২৭; ইমাম আহ্‌মাদ (র) মুসনাদের ২য় খণ্ডে, নং ৪৩৯; ইমাম শাফিঈ (র), কিতাবুল উম্ম, ১ম খণ্ড, নং ৫১; বায়হাকী, হাকেম।

২৮৮। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯০। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯১। নাসাঈ, নং ৩৫৭।

২৯৩। ইবনে মাজা (উম্মে বাক্‌র থেকে)।

২৯৪। নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৬০।

২৯৭। তিরমিযী, নং ১২৬; ইবনে মাজা, নং ৬২৫।

২৯৮। নাসাঈ, নং ৩৬৩।

৩০৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩০৪। নাসাঈ, নং ২০১।

৩০৫। নাসাঈ (অনুরূপ), নং ৩৫২।

৩০৭। বুখারী, হায়েয; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮; ইবনে মাজা, নং ৬৪৭।

৩১০। শরহে মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, নং ১৭ (ইমাম নববী)।

৩১১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৪৮।

৩১২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৪। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৪২; নাসাঈ, নং ২৫২।

৩১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৭। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১১; ইবনে মাজা, নং ৬৫৮।

৩১৮। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৫৬৫; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩১৫।

৩১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২০। নাসাঈ, নং ৩১৫; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৬৭; নাসাঈ।

৩২১। বুখারী, মুসলিম, হায়েয, ৩৬৮, নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২১।

৩২২। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৮; তিরমিযী, নং ১৪৪; নাসাই, নং ৩১৩; ইবনে মাজা, নং ৫৬৯।

৩২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৯। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৯; নাসাঈ, নং ৩২২।

৩৩২। নাসাঈ, নং ৩২৩; তিরমিযী, নং ১২৪; মুসনাদ আহমাদ, সুনান আদ-দারা কুতনী।

৩৩৩। ইমাম আহমাদ, মুসনাদ।

৩৩৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৩৭। ইবনে মাজা, নং ৫৭২।

৩৩৮। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, নং ৪৩৩।

৩৪০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৫ (উমার রা.); তিরমিযী, ঐ, নং ৪৯৪; নাসাঈ (উমার রা.)।

৩৪১। বুখারী, সালাত, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৮৪৬, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ১৩৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ।

৩৪২। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৭৩।

৩৪৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৫৮।

৩৪৪। মুসলিম, নং ৮৪৬; নাসাঈ, নং ১৩৭৬; বুখারী (অনুরূপ)।

৩৪৫। নাসাঈ, নং ১৩৮২; ইবনে মাজা, নং ১০৮৭; তিরমিযী, নং ৪৯৬।

৩৪৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫১। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮৬; ইবনে মাজা, নং ১০৯২; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৯।

৩৫২। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৭।

৩৫৪। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৭।

৩৫৫। নাসাঈ, তাহারাত, ১২৬, (অধ্যায় নং) নং ১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৫; আহমাদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা।

৩৫৮। বুখারী, হায়েয।

৩৬১। বুখারী, তাহারাত, সালাত, বু-য়ু' (ক্রয়বিক্রয়) মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা; ঐ, মালেক, ঐ; নাসাঈ, নং ২৯৪ ও ৩৯৪।

৩৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৩। নাসাঈ, নং ২৯৩ ও ২৯৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৮।

৩৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৯৫; ইবনে মাজা, ঐ।

৩৬৭। নাসাঈ, তিরমিযী।

৩৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৯। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৬৫৩; বুখারী, মুসলিম।

৩৭০। নাসাঈ, নং ২৮৫, ৩৭২ ও ৭৬৯; ইবনে মাজা, নং ৬৫২; মুসলিম।

৩৭১। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৮; নাসাঈ, নং ২৯৭ থেকে ৩০২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৭ থেকে ৫৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৬।

৩৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৭৩। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৮৯; তিরমিযী, নং ১১৭; নাসাঈ, নং ২৯৬; ইবনে মাজা, নং ৫৩৬।

৩৭৪। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৮৭; নাসাঈ, নং ৩০৩; তিরমিযী, নং ৭১; ইবনে মাজা, নং ৫২৪।

৩৭৫। ইবনে মাজা, নং ৫২২।

৩৭৬। নাসাঈ, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, নং ৫২৬।

৩৭৭। ইবনে মাজা, নং ৫২৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৬১০।

৩৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮০। নাসাঈ, নং ৫৬; তিরমিযী, নং ১৪৭; ইবনে মাজা, নং ৫২৯; বুখারী, উযু, আদাব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৪, ২৭৫; নাসাঈ, আনাস (রা) থেকে, নং ৫৩, ৫৪ ও ৫৫; তিরমিযী, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, নং ৫২৮; বুখারী ও মুসলিম।

৩৮২। বুখারী, তাহারাত।

৩৮৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪৩; ইবনে মাজ, নং ৫৩১; দারিমী, মালেক।

৩৮৪। ইবনে মাজা, নং ৫৩৩।

৩৯০। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৪৯; নাসাঈ, তিরমিযী।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

(নামায)

৩৯১। বুখারী, ঈমান, শাহাদাত, সাওম; মুসলিম, ঈমান, নং ১১; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; সালাত; নাসাঈ, নং ৪৫৯; সাওম, ঈমান।

৩৯৩। তিরমিযী, সালাত, নং ১৪৯; আহমাদ, শাফিঈ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী।

৩৯৪। বুখারী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৫।

৩৯৫। মুসলিম, সালাত, নং ৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২; ইবনে মাজা, নং ৬৬৭; নাসাঈ, ৫২০।

৩৯৬। মুসলিম, সালাত, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫২৩; ইমাম আহমাদ।

৩৯৭। বুখারী, মাওয়াকিত; মুসলিম, সালাত, নং ৬৪৬; নাসাঈ, নং ৫২৮।

৩৯৮। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৭; নাসাঈ, নং ৪৯৬; ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৩৯৯। নাসাঈ।

৪০০। নাসাঈ, মাওয়াকিত, নং ৫০৪।

৪০১। বুখারী ও মুসলিম, নং ৬১৬; তিরমিযী, সালাত, নং ১৫৮।

৪০২। বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৬১৫; নাসাঈ, নং ৫০১; ইবনে মাজা, নং ৬৭৭; মালেক, সালাত, তিরমিযী, নং ১৫৭।

৪০৩। মুসলিম, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৭৩।

৪০৪। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬২১; নাসাঈ, নং ৫০৭ ও ৫০৮; ইবনে মাজা, নং ৬৮২।

৪০৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫০৬; ইবনে মাজা, মালেক, ঐ, নং ৬৮৩; তিরমিযী, নং ১৫৯।

৪০৯। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, দাওয়াত, তাফসীর; মুসলিম, সালাত, নং ৬২৭; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬৮৪; নাসাঈ, নং ৪৭৪।

৪১০। মুসলিম, নং ৬২৯; মালেক, সালাত; নাসাঈ, নং ৪৭৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৬।

৪১১। বুখারী, তারীখ, মুসনাদ আহমাদ।

৪১২। বুখারী, মুসলিম, নং ৬০৭; ইবনে মাজা, নং ১১২২; নাসাঈ, নং ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬ ও ৫৫১; তিরমিযী, নং ৫২৪।

৪১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৬২২; মালেক, নাসাঈ, নং ৫১২; তিরমিযী, নং ১৬০।

৪১৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৬২৬; নাসাঈ, নং ৪৭৯; তিরমিযী, সালাত, নং ১৭৫; ইবনে মাজা, নং ৬৮৫।

৪১৬। বুখারী, মুসলিম (রাফে ইবনে খাদীজ থেকে), নং, ৬৩৭; ইবনে মাজা, নং ৬৮৭; নাসাঈ, নং ৫২১।

৪১৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ৬৮৮; তিরমিযী, নং ১৬৪।

৪১৯। তিরমিযী, নং ১৬৫; নাসাঈ, নং ৫২৯; দারিমী।

৪২০। মুসলিম, নং ৬৩৯; নাসাঈ, নং ৫৩৮।

৪২২। নাসাঈ, নং ৫৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৯৩।

৪২৩। বুখারী, সালাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, নং ৬৬৯; নাসাঈ, নং ৫৪৭; তিরমিযী, নং ১৫৩।

৪২৪। নাসাঈ, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা, নং ৬৭২; তিরমিযী, নং ১৫৪।

৪২৫। আহমাদ, নাসাঈ, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০১; মালেক, সালাত।

৪২৬। তিরমিযী, সালাত, নং ১৭০।

৪২৮। নাসাঈ, নং ৪৭২; মুসলিম, নং ৬৩৪।

৪২৯। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৪০৩।

৪৩১। মুসলিম, নং ৬৪৮, তিরমিযী, নং ১৭৬; ইবনে মাজা, নং ১২৫৬; নাসাঈ।

৪৩২। ইবনে মাজা, নং ১২৫৫।

৪৩৩। মুসনাদ আহমাদ।

৪৩৫। মুসলিম, নং ৬৮০; ইবনে মাজা, নং ৬৯৭; নাসাঈ, নং ৬২০; তিরমিযী।

৪৩৭। মুসলিম, নং ৬৮১; নাসাঈ, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৯৮; তিরমিযী, নং ১৭৭।

৪৩৯। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪০। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪১। মুসলিম, নং ৬৮১; তিরমিযী, নং ১৭৭; নাসাঈ, নং ৬১৭।

৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৮; নাসাঈ, নং ৬১৪; ইবনে মাজা, নং ৬৯৬; তিরমিযী, নং ১৭৮।

৪৪৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৮২।

৪৪৭। নাসাঈ, নং ৬২৫।

৪৪৯। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯০; ইবনে মাজা, নং ৭৩৯।

৪৫০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, ৭৪৩।

৪৫১। বুখারী।

৪৫৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫২৪; নাসাঈ, নং ৭০৩; ইবনে মাজা।

৪৫৫। ইবনে মাজা, নং ৭৫৮; তিরমিযী, নং ৫৯৪; ইবনে হিব্বান।

৪৫৭। ইবনে মাজা।

৪৬১। তিরমিযী, ফাদাইলুল-কুরআন, নং ২৯১৭।

৪৬৫। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৩; নাসাঈ, নং ৭৩২; ইবনে মাজা (আবু হুমাইদ), নং ৭৭২; তিরমিযী, নং ৩১৪।

৪৬৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৭১৪; নাসাঈ, নং ৭৩১; তিরমিযী, নং ৩১৬; ইবনে মাজা, নং ১০১৩।

৪৬৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৪৯; নাসাঈ, নং ৭৩৪; তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা, নং ৭৯৯।

৪৭০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৭৪।

৪৭১। পূর্বোক্ত বরাত।

৪৭৩। মুসলিম, নং ৬৫৮; ইবনে মাজা, নং ৭৬৭।

৪৭৪। মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৫। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৮। নাসাঈ, নং ৭২৭; তিরমিযী, নং ৫৭১; ইবনে মাজা, নং ১০২১।

৪৭৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৪৭।

৪৮০। মুসলিম, নং ৫৮৪।

৪৮৩। মুসলিম, নং ৫৫৪।

৪৮৬। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৮৯। মুসলিম, নং ৫২৩।

৪৯২। ইবনে মাজা, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১৭।

৪৯৩। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

৪৯৪। তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৭; মুসনাদ আহমাদ।

৪৯৯। ইবনে মাজা, নং ৭০৬; তিরমিযী, নং ১৮৯; মুসলিম, নং ৩৭৯।

৫০০। তিরমিযী, নং ১৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯।

৫০১। মুসলিম, নং ৩৭৯; তিরমিযী, নং ২৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯; নাসাঈ, নং ৬৩০।

৫০২। নাসাঈ, নং ৬৩১, ৬৩২ ও ৬৩৩; মুসলিম, নং ৭০৯।

৫০৩। তিরমিযী, নং ১৯১।

৫০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৭৮; তিরমিযী, নং ১৯৮; নাসাঈ, আযান, নং ৬২৮; ইবনে মাজা, নং ৭৩০।

৫১০। নাসাঈ, নং ৬২৯।

৫১৪। তিরমিযী, নং ১৯৯; ইবনে মাজা, নং ৭১৭।

৫১৫। নাসাঈ, নং ৬৪২; ইবনে মাজা, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৩৮৭।

৫১৬। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৩৮৯।

৫১৭। তিরমিযী, নং ২০৭।

৫২০। বুখারী, তাহারাত, সালাত, লিবাস, সিফাতুন-নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, নং ৫০৩; তিরমিযী, নং ১৯৭; নাসাঈ, আযান, যীনাত, তাহারাত, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, নং ৭১১।

৫২১। তিরমিযী, নং ২১২, নাসাঈ (আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ)।

৫২২। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৮৩; তিরমিযী, নং ২০৮; নাসাঈ, নং ৬৭৪; ইবনে মাজা, নং ৭২০।

৫২৩। মুসলিম, নং ৩৪৮; নাসাঈ, নং ৬৭৯; তিরমিযী, নং ৩৬১৯।

৫২৫। মুসলিম, নং ৩৮৬; নাসাঈ, নং ৬৮০; তিরমিযী, নং ২১০; ইবনে মাজা, নং ৬২১।

৫২৭। মুসলিম, নং ৩৮৫।

৫২৯। বুখারী, তিরমিযী, নং ২১১; নাসাঈ, নং ৬৮১; ইবনে মাজা, নং ৭২২।

৫৩০। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৮৩।

৫৩১। নাসাঈ, নং ৬৭৩; তিরমিযী, নং ২০৯; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৮; ইবনে মাজা, নং ৭১৪; ইমাকাতুস-সালাত, নং ৯৮৭।

৫৩২। তিরমিযী, ২০৩ নং হাদীসের পরে; বুখারী, মুসলিম।

৫৩৫। মুসলিম, নং ৩৮১।

৫৩৬। মুসলিম, নং ৬৫৫; তিরমিযী, নং ২০৪; নাসাঈ, নং ৬৮৫; ইবনে মাজা, নং ৭৩৩।

৫৩৭। মুসলিম, নং ৬০৬; তিরমিযী, নং ২০২; ইবনে মাজা।

৫৩৮। তিরমিযী (১৯৮ নং হাদীসের পরে কিছু বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন); মুসনাদ আহমাদ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী, বায়হাকী।

৫৩৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬০৪; তিরমিযী, নং ৫১৭; নাসাঈ, নং ৬৮৮।

৫৪১। বুখারী, সালাত, তাহারাত; মুসলিম, সালাত, নং ৬০৫; নাসাঈ, নং ৮১০।

৫৪২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৩। নাসাঈ, নং ৮১২।

৫৪৪। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৭। নাসাঈ, নং ৮৪৮।

৫৪৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৫১; ইবনে মাজা, নং ৭৯১; তিরমিযী, নং ২১৭; নাসাঈ, নং ৮৪৯।

৫৪৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৫৩; তিরমিযী, নং ২১৭।

৫৫০। মুসলিম, নং ৬৫৪; নাসাঈ, নং ৮৫০; ইবনে মাজা।

৫৫১। ইবনে মাজা।

৫৫২। ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা রা.); মুসলিম, নং ৬৫৩; নাসাঈ, নং ৮৫১।

৫৫৩। নাসাঈ, নং ৮৫২; ইবনে মাজা, নং ৭৯২।

৫৫৪। নাসাঈ, নং ৮৪৪; ইবনে মাজা।

৫৫৫। মুসলিম, নং ৬৫৬; তিরমিযী, নং ২২১।

৫৫৬। ইবনে মাজা, নং ৭৮২।

৫৫৭। মুসলিম, নং ৬৬৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮৩।

৫৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা।

৫৬০। ইবনে মাজা।

৫৬১। তিরমিযী, নং ২২৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮১ (আনাস রা.)।

৫৬২। তিরমিযী, নং ৩৮৬; ইবনে মাজা।

৫৬৪। নাসাঈ, নং ৮৫৬।

৫৬৬। বুখারী, মুসলিম।

৫৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৬৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৭০।

৫৬৯। বুখারী, মুসলিম।

৫৭২। বুখারী, সালাত, কাসতাল্লানী, ২য় খণ্ড, নং ২২; মুসলিম, নং ৬০২; ইবনে মাজা, নং ৭৭৫; নাসাঈ, নং ৫৭২; তিরমিযী, নং ৩২৭।

৫৭৪। তিরমিযী (অনুরূপ)।

৫৭৫। নাসাঈ, নং ৮৫৯; তিরমিযী, নং ২১৯।

৫৭৯। নাসাঈ।

৫৮০। ইবনে মাজা, নং ৯৮৩।

৫৮১। ইবনে মাজা।

৫৮২। মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৭৮২।

৫৮৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৫; ইবনে মাজা, নং ৯৮০; নাসাঈ, নং ৭৮১।

৫৮৫। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯০।

৫৮৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৮৯। বুখারী, সালাত, আদাব, জিহাদ; মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ৯৭৯; নং ৭৮২।

৫৯০। ইবনে মাজা।

৫৯৩। ইবনে মাজা, নং ৯৭০।

৫৯৬। তিরমিযী, নং ৩৫৬; নাসাঈ, নং ৭৮৮।

৬০০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৬০১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৩৩; তিরমিযী, নং ৩৬১।

৬০২। ইবনে মাজা, নং ১২৪০।

৬০৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ৮৪৬।

৬০৫। বুখারী, মুসলিম।

৬০৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬০৯। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮০৪; ইবনে মাজা, নং ৯৭৫।

৬১০। মুসলিম, সালাত, তাহারাত; বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাহারাত, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, সালাত, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ৮০৭; তাহারাত।

৬১২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৪; নাসাঈ, নং ৮০২।

৬১৩। নাসাঈ, সালাত, ইমামাত, নং ৮০০।

৬১৪। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬১৫। নাসাঈ, নং ৮৩৩; ইবনে মাজা, নং ১০০৬।

৬১৬। ইবনে মাজা।

৬১৭। তিরমিযী, নং ৪০৮; মাজমু' ৩য় খণ্ড, নং ৪৮১; মাআলিমস সুনান, ১ম খণ্ড, নং ১৭৫।

৬১৮। ইবনে মাজা, নং ২৭৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩।

৬১৯। ইবনে মাজা।

৬২০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮১।

৬২১। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২২। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২৭; তিরমিযী, নং ৫৮২; নাসাঈ, নং ৮২৯; ইবনে মাজা, নং ৯৬১।

৬২৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৫; নাসাঈ, নং ৭৬৪; ইবনে মাজা।

৬২৬। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৬; নাসাঈ, নং ৭৭০।

৬২৭। বুখারী।

৬২৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৩; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৩০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৭।

৬৩১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৪; নাসাঈ, নং ৭৬৯।

৬৩২। নাসাঈ, নং ৭৬৬।

৬৩৩। মুসলিম, নং ৫১৮।

৬৩৪। মুসলিম (বিস্তারিতভাবে)।

৬৩৭। নাসাঈ।

৬৪১। তিরমিযী, নং ৩৭৭; ইবনে মাজা, মালেক, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

৬৪৩। তিরমিযী, নং ৩৭৮; ইবনে মাজা (النهى عن تغطية الفم)।

৬৪৫। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬৪৬। ইবনে মাজা, নং ১০৪২; তিরমিযী, নং ৩৮৪।

৬৪৭। নাসাঈ।

৬৪৮। নাসাঈ, নং ৭৭৭।

৬৪৯। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ; বুখারী, ঐ।

৬৫৩। ইবনে মাজা।

৬৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৫১৩; নাসাঈ, নং ৭৩৯; ইবনে মাজা, নং ১০২৮; তিরমিযী (ইবনে আব্বাস রা.), নং ৩৩১।

৬৫৭। বুখারী।

৬৫৮। নাসাঈ, নং ৭৩৮; বুখারী, সালাত।

৬৬০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬১। মুসলিম, নং ৪৩০; নাসাঈ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, নং ৯৯২।

৬৬২। নাসাঈ, নং ৮১১; বুখারী, মুসলিম, নং ৪৩৬; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬৪। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৬। নাসাঈ, নং ৮২০।

৬৬৭। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।

৬৭১। নাসাঈ, নং ৮১৯।

৬৭২। বায়হাকী (র)-র সুনান।

৬৭৩। নাসাঈ, নং ৮২২; তিরমিযী, নং ২২৯।

৬৭৪। মুসলিম, নং ৪৩২; নাসাঈ, নং ৮১৩; ইবনে মাজা।

৬৭৫। মুসলিম, সালাত, নং ১২৩; তিরমিযী, নং ২২৮; নাসাঈ, নং ৮১৩।

৬৭৬। ইবনে মাজা, নং ১০০৫।

৬৭৮। মুসলিম, নং ৪৪০; তিরমিযী, নং ২২৪; নাসাঈ, নং ৮২১; ইবনে মাজা, নং ১০০০।

৬৮০। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯৬; ইবনে মাজা, নং ৯৭৮।

৬৮২। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৩০।

৬৮৩। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৪। বুখারী, সালাত, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৫। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৫; ইবনে মাজা।

৬৮৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬৮৮। বুখারী, মুসলিম।

৬৮৯। ইবনে মাজা।

৬৯২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৫২।

৬৯৪। ইবনে মাজা।

৬৯৫। নাসাঈ, নং ৭৪৯।

৬৯৬। বুখারী, মুসলিম।

৬৯৭। বুখারী, সালাত, সিফাতে ইবলিস; মুসলিম, সালাত, নং ৫০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৭৫৮।

৭০০। বুখারী, মুসলিম।

৭০১। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৫০৭; নাসাঈ, নং ৭৫৭, ইবনে মাজা, নং ৯৪৫; তিরমিযী, নং ৩৩২।

৭০২। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৮, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭০৩। নাসাঈ, নং ৭৫২।

৭১১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১২; নাসাঈ, নং ৭৬০; ইবনে মাজা, নং ৯৫৬।

৭১২। বুখারী, নাসাঈ।

৭১৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৭১৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫০৪; তিরমিযী, নং ৩৩৭; নাসাঈ, নং ৭৫৩; ইবনে মাজা, নং ৯৪৭।

৭১৬। নাসাঈ, নং ৭৫৩।

৭১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৭১৮। নাসাঈ, নং ৭৫৪।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

সুনান আবু দাউদ

২য় খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদক

মাওলানা সাঈদ আহমদ

মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক

মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : রমাদান ১৪৩৫
আষাঢ় ১৪২১
জুন ২০১৪

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : [illegible]

প্রকাশকের কথা

প্রধান ছয়টি সহীহ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাঊদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ মুসলিম ও জামে আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাঊদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাঊদ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর এবার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তদুপরি মূল আরবীর সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবিঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন ঃ

মাওলানা সাঈদ আহমদ ঃ হাদীস নং ৭২১ থেকে ৭৮১

মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক ঃ হাদীস নং ৭৮২ থেকে ১১৬০

মাওলানা আফলাতুন কায়সার ঃ হাদীস নং ১১৬১ থেকে ১৭২০

সূচীপত্র

অধ্যায়-৩ ঃ নামায শুরু করার অনুচ্ছেদসমূহ ॥ ১৭

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ রফ'ই ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) ॥ ১৭

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ নামায শুরু করার বর্ণনা ॥ ২১

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ দুই রাক্'আত শেষে উঠার সময় রফ'ই ইয়াদাইন করা ॥ ৩০

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ রুকূ'র সময় হাত না উঠানো ॥ ৩২

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা ॥ ৩৪

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ নামায শুরুর দু'আ ॥ ৩৬

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা দিয়ে নামায শুরু করা ॥ ৪৫

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ নামায শুরু করার সময় নীরবতা ॥ ৪৬

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ যিনি নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে না পড়ার মত পোষণ করেন ॥ ৪৮

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কে ॥ ৫০

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নামায সংক্ষেপ করে পড়া যায় ॥ ৫২

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ নামাযের অপূর্ণতা সম্পর্কে ॥ ৫২

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ সংক্ষেপে নামায পড়া ॥ ৫৩

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ যুহরের নামাযের কিরাআত ॥ ৫৬

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ (চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয নামাযের) শেষ দুই রাক'আত সংক্ষেপ করা ॥ ৫৮

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ ॥ ৫৯

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ ॥ ৬১

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ মাগরিবের নামায সংক্ষেপে পড়া ॥ ৬২

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ নামাযে পরপর দুই রাক'আতে একই সূরা পাঠ করা ॥ ৬৩

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ ফজরের নামাযের কিরাআত ॥ ৬৪

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ যে ব্যক্তি নামাযে কিরাআত পাঠ ত্যাগ করার মত পোষণ করে ॥ ৬৪

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন তাতে (মোক্তাদীদের) সূরা ফাতিহা পাঠ করা মাকরূহ ॥ ৬৮

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন না, সেসব নামাযে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে ॥ ৭০

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ নিরক্ষর ও গ্রাম্য লোকের কি পরিমাণ কিরাআত পড়তে হবে ॥ ৭১

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ নামাযে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ সিজদার সময় মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে হবে ॥ ৭৫
অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ নামাযে বেজোড় রাক্'আতগুলো (প্রথম ও তৃতীয় রাক্'আত) পড়ার পর দাঁড়ানো? ॥ ৭৭
অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ দুই সিজদার মাঝে "ইক'আ" করা ॥ ৭৮
অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় কি বলবে ॥ ৭৯
অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ॥ ৮১
অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ মহিলারা ইমামের পিছনে জামা'আতে শরীক হলে সিজদা থেকে কখন মাথা তুলবে? ॥ ৮১
অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ রুকূ' থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে দীর্ঘক্ষণ বসা ॥ ৮২
অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ যে ব্যক্তি রুকূ'তে তার পিঠ সোজা করে না ॥ ৮৩
অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ নবী (সা)-এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণাংগ করে নামায পড়ে না, তার নফল (নামায) থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করা হয় ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-১৫১ ঃ রুকূ' ও সিজদা বিষয়ক হাদীস এবং হাঁটুর ওপর দুই হাত রাখা ॥ ৯১
অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ রুকূ' ও সিজদায় গিয়ে যা পড়তে হবে ॥ ৯২
অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ রুকূ' ও সিজদায় দু'আ করা ॥ ৯৫
অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ নামাযের মধ্যে দু'আ করা ॥ ৯৭
অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ রুকূ' ও সিজদার পরিমাণ ॥ ১০০
অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ ইমামের সিজদারত অবস্থায় কেউ নামাযে শরীক হলে সে কি করবে? ॥ ১০২
অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ যেসব অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সিজদা করবে ॥ ১০২
অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ নাক ও কপাল দ্বারা সিজদা করা ॥ ১০৪
অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ সিজদা করার নিয়ম ॥ ১০৪
অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ প্রয়োজন বশত দুই হাত (মেঝেতে) বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে ॥ ১০৬
অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ কোমরে হাত রাখা এবং পায়ের পাতা খাড়া রেখে, হস্তদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে বসা ॥ ১০৬
অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ নামাযরত অবস্থায় কান্নাকাটি করা ॥ ১০৭
অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ নামাযের মধ্যে ওয়াসওয়াসা ও মনে নানা রকম ধারণা সৃষ্টি হওয়া অবাঞ্ছনীয় ॥ ১০৭
অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামকে সূরা বা আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া ॥ ১০৮
অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ ইমামকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ॥ ১০৯
অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো ॥ ১০৯
অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা ॥ ১১০
অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ॥ ১১১

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকানোর অনুমতি প্রসঙ্গে ॥ ১১২
অনুচ্ছেদ-১৭০ ঃ নামাযের মধ্যে কি ধরনের কাজ করা জায়েয ॥ ১১২
অনুচ্ছেদ-১৭১ ঃ নামাযের মধ্যে সালামের জওয়াব দেয়া ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি দানকারীর জবাব দেয়া ॥ ১১৮
অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা ॥ ১২১
অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাততালি দেয়া ॥ ১২৪
অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ নামাযের মধ্যে ইশারা করা ॥ ১২৭
অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ নামাযের মধ্যে পাথর কণা সরানো ॥ ১২৭
অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ যে ব্যক্তি কোমরে হাত রেখে নামায পড়ে ॥ ১২৮
অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ যে ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে নামায পড়ে ॥ ১২৮
অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা নিষেধ ॥ ১২৯
অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ বসে নামায পড়া ॥ ১২৯
অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ তাশাহ্হুদ পড়তে কিভাবে বসবে? ॥ ১৩২
অনুচ্ছেদ-১৮২ ঃ চতুর্থ রাক্'আতে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা ॥ ১৩৪
অনুচ্ছেদ-১৮৩ ঃ তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু পড়া) ॥ ১৩৭
অনুচ্ছেদ-১৮৪ ঃ তাশাহ্হুদ পাঠশেষে নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করা ॥ ১৪৩
অনুচ্ছেদ-১৮৫ ঃ তাশাহ্হুদের পরে কি পড়বে? ॥ ১৪৭
অনুচ্ছেদ-১৮৬ ঃ তাশাহ্হুদ অনুচ্চ স্বরে পড়া ॥ ১৪৮
অনুচ্ছেদ-১৮৭ ঃ তাশাহ্হুদ পড়াকালে ইশারা করা ॥ ১৪৯
অনুচ্ছেদ-১৮৮ ঃ নামাযে হাতের উপর ঠেস দেয়া মাকরূহ ॥ ১৫১
অনুচ্ছেদ-১৮৯ ঃ নামাযের প্রথম বৈঠক সংক্ষেপ করা ॥ ১৫২
অনুচ্ছেদ-১৯০ ঃ সালাম ফিরানো ॥ ১৫২
অনুচ্ছেদ-১৯১ ঃ ইমামের সালামের জবাব দেয়া ॥ ১৫৫
অনুচ্ছেদ-১৯২ ঃ নামাযের পর তাকবীর বলা ॥ ১৫৫
অনুচ্ছেদ-১৯৩ ঃ সালাম সংক্ষিপ্ত করা ॥ ১৫৬
অনুচ্ছেদ-১৯৪ ঃ কেউ নামাযরত অবস্থায় বাতকর্ম করলে পুনরায় (উযু করে) নামায পড়বে ॥ ১৫৬
অনুচ্ছেদ-১৯৫ ঃ কোন ব্যক্তি যেখানে ফরয নামায পড়েছে সেখানে তার নফল নামায পড়া ॥ ১৫৭
অনুচ্ছেদ-১৯৬ ঃ দু'টি সাহু সিজদা সম্পর্কিত হাদীস ॥ ১৫৮
অনুচ্ছেদ-১৯৭ ঃ কোন ব্যক্তি (চার রাক্'আতের পরিবর্তে) পাঁচ রাক্'আত পড়লে ॥ ১৬৫
অনুচ্ছেদ-১৯৮ ঃ কারো দুই বা তিন রাক্'আতের মধ্যে সন্দেহ হলে করণীয়। কেউ কেউ বলেছেন, সন্দেহ পরিহার করতে হবে ॥ ১৬৭
অনুচ্ছেদ-১৯৯ ঃ যে ব্যক্তি বলে, কারো সন্দেহ হলে সে দৃঢ় ধারণার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করবে ॥ ১৬৯
অনুচ্ছেদ-২০০ ঃ যিনি বলেন, সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর পর করতে হবে ॥ ১৭১

অনুচ্ছেদ-২০১ ঃ যে ব্যক্তি দুই রাক্‌'আতের পরে তাশাহ্‌হুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেল ॥ ১৭২
অনুচ্ছেদ-২০২ ঃ দুই রাক্‌'আতের পর বৈঠকে কেউ যদি তাশাহ্‌হুদ পড়তে ভুলে যায় ॥ ১৭২
অনুচ্ছেদ-২০৩ ঃ সাহু সিজদার পরে তাশাহ্‌হুদ পড়া এবং সালাম ফিরানো ॥ ১৭৪
অনুচ্ছেদ-২০৪ ঃ নামাযশেষে পুরুষদের আগে মহিলাদের চলে যাওয়া ॥ ১৭৫
অনুচ্ছেদ-২০৫ ঃ নামায শেষ করে যেভাবে উঠতে হবে ॥ ১৭৫
অনুচ্ছেদ-২০৬ ঃ নফল নামায বাড়ীতে পড়া ॥ ১৭৬
অনুচ্ছেদ-২০৭ ঃ কোন ব্যক্তি কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে নামায পড়লো, অতঃপর তা জানতে পারলো ॥ ১৭৭

জুমু'আর নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ ॥ ১৭৭

অনুচ্ছেদ-২০৮ ঃ জুমু'আর দিন ও জুমু'আর রাতের ফযীলাত ॥ ১৭৭
অনুচ্ছেদ-২০৯ ঃ জুমু'আর দিন দু'আ কবুল হওয়ার মুহূর্ত কোনটি ॥ ১৮০
অনুচ্ছেদ-২১০ ঃ জুমু'আর নামাযের ফযীলাত ॥ ১৮০
অনুচ্ছেদ-২১১ ঃ জুমু'আর নামায ত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ॥ ১৮২
অনুচ্ছেদ-২১২ ঃ জুমু'আর নামায ত্যাগ করার কাফ্‌ফারা ॥ ১৮২
অনুচ্ছেদ-২১৩ ঃ যাদের ওপর জুমু'আর নামায ফরয ॥ ১৮৩
অনুচ্ছেদ-২১৪ ঃ বৃষ্টির দিনে জুমু'আর নামায পড়া ॥ ১৮৪
অনুচ্ছেদ-২১৫ ঃ শীতের রাতে জামা'আতে হাজির না হওয়া ॥ ১৮৫
অনুচ্ছেদ-২১৬ ঃ দাস ও মহিলাদের জুমু'আর নামায পড়া ॥ ১৮৮
অনুচ্ছেদ-২১৭ ঃ গ্রামাঞ্চলে জুমু'আর নামায পড়া ॥ ১৮৮
অনুচ্ছেদ-২১৮ ঃ 'ঈদ ও জুমু'আ একই দিন একত্র হলে ॥ ১৮৯
অনুচ্ছেদ-২১৯ ঃ জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে কি কিরাআত পড়বে? ॥ ১৯১
অনুচ্ছেদ-২২০ ঃ জুমু'আর নামাযের পোশাক ॥ ১৯২
অনুচ্ছেদ-২২১ ঃ জুমু'আর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা ॥ ১৯৪
অনুচ্ছেদ-২২২ ঃ মসজিদে মিম্বার স্থাপন করা ॥ ১৯৪
অনুচ্ছেদ-২২৩ ঃ মসজিদের মধ্যে মিম্বার রাখার স্থান ॥ ১৯৫
অনুচ্ছেদ-২২৪ ঃ জুমু'আর দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে নামায পড়া ॥ ১৯৬
অনুচ্ছেদ-২২৫ ঃ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত ॥ ১৯৬
অনুচ্ছেদ-২২৬ ঃ জুমু'আর নামাযের আযান দেয়া ॥ ১৯৭
অনুচ্ছেদ-২২৭ ঃ খুতবা দানকালে ইমাম কারো সাথে কথা বলতে পারেন ॥ ১৯৮
অনুচ্ছেদ-২২৮ ঃ ইমাম মিম্বারে উঠে প্রথমে বসবেন ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-২২৯ ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-২৩০ ঃ ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুতবা দান করা ॥ ২০০

অনুচ্ছেদ-২৩১ ঃ মিম্বারের ওপর অবস্থানকালে দুই হাত উপরে উত্তোলন ॥ ২০৪
অনুচ্ছেদ-২৩২ ঃ খুতবা (ভাষণ) সংক্ষিপ্ত করা ॥ ২০৫
অনুচ্ছেদ-২৩৩ ঃ খুতবার সময় ইমামের নিকটবর্তী হওয়া ॥ ২০৬
অনুচ্ছেদ-২৩৪ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইমামের খুতবায় বিরতি দেয়া ॥ ২০৬
অনুচ্ছেদ-২৩৫ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে জড়সড় হয়ে বসা ॥ ২০৭
অনুচ্ছেদ-২৩৬ ঃ খুতবা দানকালে নামাযীদের কথা বলা নিষেধ ॥ ২০৮
অনুচ্ছেদ-২৩৭ ঃ কারো উযু ভংগ হলে সে কিভাবে ইমামের অনুমতি নিবে ॥ ২০৯
অনুচ্ছেদ-২৩৮ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে ॥ ২১০
অনুচ্ছেদ-২৩৯ ঃ জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া ॥ ২১১
অনুচ্ছেদ-২৪০ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে কারো তন্দ্রা এলে ॥ ২১২
অনুচ্ছেদ-২৪১ ঃ মিম্বার থেকে নেমে (খুতবা শেষ করে) ইমামের কারো সাথে কথা বলা ॥ ২১২
অনুচ্ছেদ-২৪২ ঃ কেউ জুমু'আর নামাযের এক রাক্'আত পেলে ॥ ২১২
অনুচ্ছেদ-২৪৩ ঃ জুমু'আর নামাযে কোন কোন সূরা পড়বে? ॥ ২১২
অনুচ্ছেদ-২৪৪ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলেও ইকতিদা করা জায়েয ॥ ২১৪
অনুচ্ছেদ-২৪৫ ঃ জুমু'আর নামাযের পর সুন্নাত নামায পড়া ॥ ২১৪
অনুচ্ছেদ-২৪৬ ঃ দুই 'ঈদের নামায ॥ ২১৮
অনুচ্ছেদ-২৪৭ ঃ 'ঈদের নামায পড়তে যাওয়ার সময় ॥ ২১৮
অনুচ্ছেদ-২৪৮ ঃ মহিলাদের 'ঈদের নামাযে শরীক হওয়া ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-২৪৯ ঃ 'ঈদের নামাযের খুতবা ॥ ২২০
অনুচ্ছেদ-২৫০ ঃ ধনুকে ভর দিয়ে খুতবা দেওয়া ॥ ২২৩
অনুচ্ছেদ-২৫১ ঃ 'ঈদের নামাযে আযান নেই ॥ ২২৩
অনুচ্ছেদ-২৫২ ঃ উভয় 'ঈদের তাকবীরসমূহ ॥ ২২৫
অনুচ্ছেদ-২৫৩ ঃ 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নামাযে কি পড়বে? ॥ ২২৭
অনুচ্ছেদ-২৫৪ ঃ খুতবা শোনার জন্য বসা ॥ ২২৭
অনুচ্ছেদ-২৫৫ ঃ এক রাস্তায় 'ঈদগায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা ॥ ২২৮
অনুচ্ছেদ-২৫৬ ঃ কোন কারণবশত ইমাম যদি 'ঈদের দিন নামায না পড়ান, তাহলে পরের দিন পড়াবেন ॥ ২২৮
অনুচ্ছেদ-২৫৭ ঃ 'ঈদের নামাযের পর অন্য নফল নামায পড়া সম্পর্কে ॥ ২২৯
অনুচ্ছেদ-২৫৮ ঃ বৃষ্টির দিনে মসজিদে 'ঈদের নামায পড়া ॥ ২৩০

অধ্যায়-৪ ঃ সালাতুল ইসতিস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) ২৩১

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ইসতিস্কা নামায ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ ২৩১
অনুচ্ছেদ-২ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়াকালে চাদর কখন উল্টিয়ে পরবে? ॥ ২৩৩

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইসতিসকার নামাযে দুই হাত উপরে উত্তোলন করা ॥ ২৩৪
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায ॥২৩৯
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যিনি বলেন, (সূর্যগ্রহণের নামাযে) চার রুকূ' ॥ ২৪০
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কুসূফের নামাযের কিরাআত ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে অংশগ্রহণের জন্য লোকজনকে আহ্বান ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দান-খয়রাত করার নির্দেশ ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করা ॥ ২৪৯
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিনি বলেন, (সূর্যগ্রহণের সময়) দুই রাক্'আত নামায পড়বে ॥ ২৪৯
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অন্ধকার ও আতঙ্কাবস্থায় নামায পড়া ॥ ২৫১
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ বিপদের আলামত দেখে সিজদা করা ॥ ২৫১

অধ্যায়-৫ ঃ সফরকালীন নামায ॥ ২৫২

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুসাফিরের নামায ॥ ২৫২
অনুচ্ছেদ-২ ঃ মুসাফির কখন কসর পড়বে? ॥ ২৫৩
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সফরে আযান দেয়া ॥ ২৫৪
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে মুসাফির ওয়াক্ত সম্বন্ধে সন্দিহান অবস্থায় নামায পড়ে ॥ ২৫৪
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা ॥ ২৫৫
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সফরে নামাযের কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা ॥ ২৬২
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সফরে নফল নামায পড়া ॥ ২৬৩
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় নফল ও বেতের নামায পড়া ॥ ২৬৫
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ওযরবশত সওয়ারীর উপর ফরয (নামায) পড়া ॥ ২৬৬
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুসাফির কখন পূর্ণ নামায পড়বে? ॥ ২৬৭
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ শত্রুভূমিতে অবস্থানকালে নামায 'কসর' করা ॥ ২৭০
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সালাতুল খাওফ ॥ ২৭০
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, (সালাতুল খাওফে) এক কাতার ইমামের সঙ্গে দাঁড়াবে, আর এক কাতার শত্রুর সম্মুখে থাকবে... পরে সবাইকে নিয়ে ইমাম সালাম ফিরাবে ॥ ২৭৩
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যখন ইমাম এক রাক্'আত পড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন... ॥ ২৭৪
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ যিনি বলেছেন, সমস্ত লোক একত্রে তাকবীর বলবে, যদিও তারা কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে... ॥ ২৭৬
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক্'আত করে পড়বেন... ॥ ২৭৯

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক্‘আত নামায পড়বেন, তারপর সালাম ফিরাবেন... ॥ ২৮০
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যারা বলেন, প্রত্যেক দল কেবলমাত্র এক রাক্‘আত করে নামায পড়বে এবং পুরা নামায পড়বে না ॥ ২৮২
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দুই রাক্‘আত করে নামায পড়বেন ॥ ২৮৩
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ অনুসন্ধানকারীর নামায ॥ ২৮৪

অধ্যায়-৬ ঃ নফল নামায ॥ ২৮৬

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নফল নামায ও সুন্নাত নামাযের রাক্‘আত সংখ্যা সংক্রান্ত বর্ণনা ॥ ২৮৬
অনুচ্ছেদ-২ ঃ ফজরের দুই রাক্‘আত সুন্নাতের বর্ণনা ॥ ২৮৮
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ফজরের দুই রাক্‘আত সুন্নাতকে সংক্ষেপে পড়ার বর্ণনা ॥ ২৮৮
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ফজরের দুই রাক্‘আতের পর কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ॥ ২৯১
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ইমামকে এমন অবস্থায় পেয়েছে যে, সে ফজরের দুই রাক্‘আত (সুন্নাত) পড়েনি ॥ ২৯২
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কারো ফজরের সুন্নাত থেকে গেলে তা কখন পূরণ করবে? ॥ ২৯৩
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যুহরের (ফরযের) পূর্বে ও পরে চার রাক্‘আত করে সুন্নাত নামায ॥ ২৯৪
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে নামায পড়া ॥ ২৯৫
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ আসরের (ফরয নামাযের) পর নামায পড়া ॥ ২৯৬
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সূর্য বেশ উপরে থাকতে দুই রাক্‘আত পড়ার অনুমতি ॥ ২৯৭
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মাগরিবের (ফরয নামাযের) পূর্বে নামায পড়া ॥ ৩০০
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সালাতুদ-দুহা (চাশতের নামায) ॥ ৩০২
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দিনের (নফল) নামাযের বিবরণ ॥ ৩০৭
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সালাতুত্ তাসবীহ্‌র বর্ণনা ॥ ৩০৭
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মাগরিবের দুই রাক্‘আত (সুন্নাত) নামায কোথায় পড়বে ॥ ৩১০
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ এশার ফরয নামাযের পরের নামায ॥ ৩১২

রাতের নফল নামায ॥ ৩১২

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ নফল নামাযের জন্য রাতে দাঁড়ানোর নির্দেশ শিথিল করা হয়েছে ॥ ৩১২
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কিয়ামুল লাইল (রাত জেগে নামাযে ব্যাপৃত থাকা) ॥ ৩১৪
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে ॥ ৩১৫
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ঘুমের কারণে যার নফল নামায পড়া হয়নি ॥ ৩১৭

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি নফল নামায পড়ার নিয়াত করার পর ঘুমিয়ে গেছে ॥ ৩১৭
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ রাতের কোন্ অংশ উত্তম? ॥ ৩১৮
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতে নামায পড়ার ওয়াক্ত ॥ ৩১৮
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ দুই রাক্'আত দ্বারা রাতের নামায আরম্ভ করা ॥ ৩২১
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্'আত ॥ ৩২২
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রাতের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া ॥ ৩২২
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে ॥ ৩২৫
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নামাযের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ ॥ ৩৪৬

অধ্যায়-৭ ঃ রমযান মাস সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ ॥ ৩৪৮

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রমযান মাসের কিয়াম (তারাবীহ নামায বা নফল ইবাদত) ॥ ৩৪৮
অনুচ্ছেদ-২ ঃ কদরের রাত সংক্রান্ত ॥ ৩৫২
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যারা বলেন, লাইলাতুল কদর একুশ তারিখের রাত ॥ ৩৫৫
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যার মতে কদরের রাত সতের তারিখে ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, শেষের সপ্তাহে ॥ ৩৫৭
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি বলেছেন, সাতাশের রাত ॥ ৩৫৭
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে ব্যক্তি বলেছেন, তা হচ্ছে গোটা রমযানের মধ্যেই ॥ ৩৫৭

কুরআন পাঠ এবং তা নির্ধারিত অংশে ভাগ করে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত ॥ ৩৫৮

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কত দিনের মধ্যে কুরআন পড়তে (খতম করতে) হয় ॥ ৩৫৮
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কুরআনকে নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে তিলাওয়াত করা ॥ ৩৬০
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ একটি সূরার আয়াত সংখ্যা ॥ ৩৬৫

অধ্যায়-৮ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহ ॥ ৩৬৬

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহের অনুচ্ছেদমালা এবং সিজদার সংখ্যা ॥ ৩৬৬
অনুচ্ছেদ-২ ঃ যিনি মনে করেন, 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহে সিজদা নেই ॥ ৩৬৭
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যিনি মনে করেন, 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহে একাধিক সিজদা রয়েছে ॥ ৩৬৮
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সূরা ইযাস্-সামাউন্ শাক্কাত্ এবং সূরা ইক্রা'-এর সিজ্দা ॥ ৩৬৮
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সূরা সোয়াদের সিজদা ॥ ৩৬৯
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কেউ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় অথবা নামাযের বাইরে সিজ্দার আয়াত শুনলে ॥ ৩৭০
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যখন সিজদা করবে তখন কি বলবে? ॥ ৩৭১
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করে ॥ ৩৭১

অধ্যায়-৯ ঃ বেতের নামায ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-১ ঃ বেতের নামায পড়া উত্তম ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে ব্যক্তি বেতের নামায পড়েনি ॥ ৩৭৪
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বেতের নামায কতো রাক্'আত? ॥ ৩৭৫
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ বেতের নামাযের কিরাআত ॥ ৩৭৬
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ বেতের নামাযে দু'আ কুনূত ॥ ৩৭৭
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ বেতেরের পরে দু'আ পড়া ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়া ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ বেতের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ৩৮২
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বেতেরকে বাতিল করা ॥ ৩৮৪
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ অন্যান্য নামাযে দু'আ কুনূত পড়া ॥ ৩৮৪
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ঘরে নফল নামায পড়ার ফযীলাত ॥ ৩৮৭
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম ॥ ৩৮৮
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নৈশ ইবাদতে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করা ॥ ৩৮৯
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া ও পাঠ করার সওয়াব ॥ ৩৯২
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সূরা আল-ফাতিহা ॥ ৩৯২
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি বলেন, সূরা ফাতিহা তিওয়ালে মুফাস্সালের অন্তর্ভুক্ত ॥ ৩৯৩
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ সূরা আস্-সামাদ (আল-ইখলাস) সম্পর্কে ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস সম্বন্ধে ॥ ৩৯৫
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কিরাআতে তারতীল করা কিরূপ পছন্দনীয়? ॥ ৩৯৬
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি কুরআন হেফ্য করার পর তা ভুলে যায় তার পরিণাম ॥ ৩৯৯
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে ॥ ৪০০
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ দু'আর ফযীলাত ॥ ৪০৩
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কংকরের সাহায্যে তাসবীহ্ পড়া ॥ ৪১১
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ নামাযের সালাম ফিরানোর পর নামাযী কি পড়বে? ॥ ৪১৪
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে ॥ ৪১৮
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পরিবার-পরিজন ও সম্পদকে বদদু'আ করা নিষেধ ॥ ৪২৬
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য লোকের উপর দরূদ পড়া ॥ ৪২৭
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা ॥ ৪২৭
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করলে যা পড়বে ॥ ৪২৮
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ 'ইস্তিখারা' (আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ কামনা করা) ॥ ৪২৯
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ॥ ৪৩০

অধ্যায়-১০ ঃ যাকাত ॥ ৪৩৭
অনুচ্ছেদ-১ ঃ (যাকাত বাধ্যতামূলক) ॥ ৪৩৭
অনুচ্ছেদ-২ ঃ যাকাত আরোপযোগ্য মাল ॥ ৪৩৮
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যের উপর যাকাত আরোপিত হবে কি? ॥ ৪৪০
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সঞ্চিত সম্পদ কি এবং অলংকারের যাকাত ॥ ৪৪১
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মাঠে উন্মুক্ত বিচরণশীল পশুর যাকাত ॥ ৪৪৩
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি অর্জন করা ॥ ৪৬২
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত প্রদানকারীর জন্য আদায়কারীর দু'আ করা ॥ ৪৬৪
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উটের বয়সের ব্যাখ্যা ॥ ৪৬৫
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে স্থানে মালের যাকাত প্রদান করবে ॥ ৪৬৬
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কোন ব্যক্তির তার প্রদত্ত যাকাতের মাল পুনরায় খরীদ করা ॥ ৪৬৭
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ দাস-দাসীর যাকাত ॥ ৪৬৮
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ফসলের যাকাত ॥ ৪৬৮
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মধুর যাকাত ॥ ৪৭০
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ ॥ ৪৭১
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ অনুমান করার নিয়ম-পদ্ধতি ॥ ৪৭২
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কখন খেজুর অনুমান করা হবে? ॥ ৪৭৩
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কিরূপ ফল যাকাত বাবদ দেয়া জায়েয নেই ॥ ৪৭৩
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) ॥ ৪৭৪
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ (ফিতরা) কখন প্রদান করবে? ॥ ৪৭৫
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ সাদাকায়ে ফিতর কি পরিমাণ দিতে হয়? ॥ ৪৭৫
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যিনি বর্ণনা করেছেন, ফিতরা আধা সা' গম ॥ ৪৭৯
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ অগ্রিম যাকাত প্রদান করা ॥ ৪৮২
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা ॥ ৪৮৩
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যাকাত কোন্ ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে এবং 'ধনী'-র সংজ্ঞা ॥ ৪৮৩
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয ॥ ৪৯০
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যায়? ॥ ৪৯১
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যে পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্য চাওয়া জায়েয ॥ ৪৯১
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় ॥ ৪৯৪
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র থাকা ॥ ৪৯৫
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ বনী হাশিমকে যাকাত দেয়া ॥ ৪৯৮
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দরিদ্র ব্যক্তি প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনশালীকে উপঢৌকন দিলে ॥ ৫০০
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কোন ব্যক্তি নিজের সাদাকাকৃত বস্তুর ওয়ারিস হলে ॥ ৫০০

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মালের (হক্ক) দাবিসমূহ ॥ ৫০১
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার ॥ ৫০৫
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অমুসলিম নাগরিককে আর্থিক সাহায্য দান ॥ ৫০৬
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কোন্ বস্তু চাইলে বাধাদান নিষেধ? ॥ ৫০৭
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা ॥ ৫০৭
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ আল্লাহর দোহাই দিয়ে যাঞ্চা করা বাঞ্ছনীয় নয় ॥ ৫০৮
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে মহামহিম আল্লাহর ওয়াস্তে চাইবে তাকে দান করা ॥ ৫০৮
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি তার সমস্ত মাল-সম্পদ দান করে ॥ ৫০৯
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমস্ত মাল দান করার অনুমতি ॥ ৫১০
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পানি পান করানোর ফযীলাত ॥ ৫১১
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দুগ্ধবতী পশু ধার দেয়া ॥ ৫১৩
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ কোষাধ্যক্ষের সওয়াব ॥ ৫১৩
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে দান করলে ॥ ৫১৪
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা ॥ ৫১৬
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ অর্থলিপ্সা সম্পর্কে ॥ ৫১৯

অধ্যায়-১১ ঃ হারানো জিনিস প্রাপ্তি ॥ ৫২১

অনুচ্ছেদ-১ ঃ লুকতা (হারানো জিনিস প্রাপ্তি)-র সংজ্ঞা ॥ ৫২১
পরিশিষ্ট-১ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাত ॥ ৫৩২
পরিশিষ্ট-২ ঃ ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ॥ ৫৭৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ৩

اَبْوَابُ تَفْرِيْعِ اِسْتِفْتَاحِ الصَّلٰوةِ

নামায শুরু করার অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ রফ'ই ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন)

٧٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَاَكْثَرَ مَا كَانَ يَقُوْلُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

৭২১। সালেম (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তাঁর উভয় হাত তুলতেন তাঁর দুই কাঁধ বরাবর, অনুরূপ যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন তখনো এরূপ করতেন। সুফিয়ান একবার বলেছেন, রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন (তখনই শুধু রফ'ই ইয়াদাইন করতেন), তবে অধিকাংশ সময় বলতেন এভাবে, রুকূ থেকে মাথা তোলার পর (তিনি হাত তুলতেন), আর দুই সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না।

টীকা ঃ নামাযে তাকবীরে তাহ্‌রীমা ছাড়াও বেশ কয়েকবার রফ'ই ইয়াদাইন বা হাত উঠাবার বিষয়টি বেশ কিছু সহীহ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর ও ইমাম মালেকের একটি বর্ণনায় এমতই গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী, ইবনে সীরীন প্রমুখের একই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীরা তাকবীরে তাহ্‌রীমা ছাড়া আর কোথাও রফ'ই ইয়াদাইন নেই বলে মত পোষণ করেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইবনে আবু লায়লা, 'আলকামা ইবনে কায়েস প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। তারা প্রথমোক্ত আমলকে প্রাথমিক অবস্থায় ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে পরবর্তী পর্যায়ে তা মান্‌সূখ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَالِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهُمَا فِىْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى تَنْقَضِىَ صَلاَتُهُ.

৭২২। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন (তাকবীর বলে) তাঁর উভয় হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর তাকবীর বলে অনুরূপ হাত উঠাতেন এবং রুকূ করতেন। মাথা তোলার (বা পিঠ সোজা করার) সময়ও উভয় হাত তুলতেন কাঁধ বরাবর এবং বলতেন ঃ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' (প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনেন)। তিনি সিজদার সময় হাত তুলতেন না। রুকূর পূর্ববর্তী প্রত্যেক তাকবীরের জন্যই হাত তুলতেন (রফ'ই ইয়াদাইন করতেন)। এভাবেই তাঁর পুরো নামায সমাপ্ত হতো।

٧٢٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا لاَ اَعْقِلُ صَلٰوةَ اَبِىْ فَحَدَّثَنِىْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فِىْ ثَوْبِهِ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ اَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ فَقَالَ هِىَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ.

৭২৩। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন বালক ছিলাম। আমার পিতার নামাযকে আমি বুঝতাম না। ওয়ায়েল ইবনে 'আলকামা আমার পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বলার সময় 'রফ'ই ইয়াদাইন' করলেন। তারপর উভয় হাত আস্তিনের ভেতর প্রবেশ করান ও বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরেন। তারপর উভয় হাতকে কাপড়ের ভেতর ঢুকান। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন, হাত দু'টি বের করলেন ও ওপরে তুললেন। রুকূ থেকে মাথা তোলার সময়ও রফ'ই ইয়াদাইন করলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং উভয় হাতের মাঝখানে মুখমণ্ডল রাখলেন। সিজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনো রফ'ই ইয়াদাইন করলেন। এভাবেই নামায শেষ করলেন। মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি এটা হাসান ইবনে আবুল হাসানের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায। যে করার সে এরূপই করেছে, আর যে তরক করার সে এটাকে তরক করেছে। আবু দাউদ বলেন, হাম্মামও এ হাদীস ইবনে জুহাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে সিজদা থেকে উঠতে 'রফে ইয়াদাইন' করার বিষয় উল্লেখ নেই।

টীকা ঃ সিজদা থেকে উঠতে রফ'ই ইয়াদাইনের প্রসংগ সহীহ হাদীসসমূহে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ 'আলেমের মতে তা মান্‌সূখ হয়ে গিয়েছে (অনু.)।

٧٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ عَنْ اَبِىْ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ.

৭২৪। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পরিবার আমার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকবীরের সময় রফ'ই ইয়াদাইন করতে দেখেছেন।

٧٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ النَّخَعِىِّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

৭২৫। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি দেখেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন, উভয় হাত উপরে উঠালেন। এমনকি হাত দু'টি তাঁর কাঁধ পর্যন্ত উঠল এবং দুই বৃদ্ধাংগুলি তাঁর দুই কান বরাবর করলেন, তারপর তাকবীর বললেন।

٧٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّىْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَالِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৭২৬। ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি লক্ষ্য করবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বলে দুই হাত দুই কান বরাবর উঠালেন এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরলেন। তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখনো অনুরূপ রফ'ই ইয়াদাইন করলেন, তারপর দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রাখলেন। রুকূ থেকে যখন মাথা তুললেন, তখন আবার অনুরূপ রফ'ই ইয়াদাইন করলেন। সিজদা করতে গিয়ে সামনের স্থানে মাথা রাখলেন, তারপর বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসলেন, বাম হাত বাম রানের ওপর রাখলেন, আর ডান কনুইকে আলাদা রাখলেন ডান রান থেকে। দু'টি আংগুল বন্ধ করে নিয়ে তা দিয়ে একটি বৃত্ত (বৃদ্ধাংগুলি ও মধ্যমা আংগুল দ্বারা) বানালেন। আমি তাকে এরূপই বলতে দেখেছি। বিশর (র) তার বৃদ্ধাংগুলি ও মধ্যমা আংগুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করেন ও শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করেন।

٧٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَالِكَ فِىْ زَمَانٍ فِيْهِ بَرْدٌ شَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ اَيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ.

৭২৭। আসেম ইবনে কুলাইব (র) একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ 'তারপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পেছন, কব্জি ও হাতের নলার ওপর রাখলেন। তাতে এও রয়েছে ঃ তারপর আমি প্রচণ্ড শীতের সময় আসলাম। তখন লোকদের দেখলাম, তারা অনেক কাপড়চোপড় পরে আছে। ঐ কাপড়চোপড়ের ভেতর থেকেই তাদের হাত নড়াচড়া করছে।

٧٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلٰى صُدُوْرِهِمْ فِىْ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَاَكْسِيَةٌ.

৭২৮। ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি যখন নামায শুরু করলেন তখন কান পর্যন্ত হাত তুললেন। ওয়ায়েল বলেন, পরবর্তীকালে আবার আমি তাদের নিকট এসে দেখলাম, নামায শুরু করাকালীন লোকেরা বুক পর্যন্ত হাত তুলছে। তারা তখন উঁচু টুপি ও কম্বল পরিহিত অবস্থায় ছিল।

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ নামায শুরু করার বর্ণনা

٧٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ اَصْحَابَهُ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِىْ ثِيَابِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ.

৭২৯। ওয়ায়েল ইবনে (রা) হুজ্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শীতকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। আমি তাঁর সাহাবীদের দেখলাম, তারা নামাযের মধ্যে তাদের কাপড়চোপড়ের ভেতরেই 'রফ'ই ইয়াদাইন' করছেন।

٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ

السَّاعِدِيُّ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَلِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ بِاَكْثَرِنَا لَهُ تَبْعَةً (تَبَعًا) وَلاَ اَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاَعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتّٰى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ (يَنْصِبُ) رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِيْ اِلَى الْاَرْضِ فَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ اِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْاُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَالِكَ فِيْ بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِيْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ. قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৩০। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বললেন, তা কি করে? আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আমাদের চাইতে বেশি কাল তাঁর অনুসরণ করেননি, আর আমাদের আগেও তাঁর সাহচর্য লাভ করেননি। আবু হুমায়েদ (রা) বললেন, হাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

তারা বললেন, আচ্ছা আপনি আপনার বর্ণনা পেশ করুন। আবু হুমায়েদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন ও তাকবীর বলতেন। শরীরের প্রত্যেকটি হাড় স্বস্ব স্থানে ঠিকভাবে স্থির হওয়ার পর তিনি কিরাআত পড়তেন। তারপর আবার তাকবীর বলে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। এরপর রুকূ করতেন, উভয় হাত দুই হাঁটুতে রাখতেন, পিঠ সোজা করতেন (অর্থাৎ মাথাকে পিঠ বরাবর করতেন), উঁচু-নিচু করতেন না। তারপর মাথা ওঠাতেন ও বলতেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।' উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন সোজাসুজিভাবে ও বলতেন ঃ 'আল্লাহু অকবার।' জমিনের দিকে ঝুঁকতেন উভয় হাত পাঁজর থেকে আলাদা রেখে। তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠাতেন ও বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসতেন। সিজদার সময় পায়ের আংগুলসমূহ খোলা রাখতেন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করতেন ও আল্লাহু আকবার বলে অনুরূপ মাথা তুলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসতেন। এমনকি প্রত্যেক হাড় আপন আপন জায়গায় ফিরে যেত। এরপর দ্বিতীয় রাক্আতেও অনুরূপই করতেন। দুই রাক্আত শেষ করার পর উঠে দাঁড়াতেন। আল্লাহু আকবার বলে উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন যেরূপ প্রথমে নামায শুরুর সময় উঠাতেন। তারপর অবশিষ্ট নামাযে এরূপই করতেন। এমনকি শেষ সিজদা করা হয়ে গেলে– যার পরে সালাম ফেরানোর পালা– বাম পা বের করে দিতেন ও বাম উরুর ওপর বসতেন। সাহাবীরা বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। এরূপেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন।

٧٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوْا صَلاَتَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ مُقْنِعٍ رَّأْسَهُ وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ اِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَّاحِيَةٍ وَّاحِدَةٍ.

৭৩১। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর আল-'আমেরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মজলিসে (বসা) ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন, তারপর উপরে হাদীসেরই (কিছু অংশ) বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

যখন তিনি রুকূ করলেন দুই হাতে উভয় হাঁটু মযবুতভাবে ধারণ করলেন ও আংগুলগুলো পরস্পর থেকে ফাঁকা রাখলেন, তারপর পিঠ ঝুঁকালেন, মাথা নিচু করলেন না এবং মুখও কোনদিকে ঘুরালেন না (বরং সোজা কেবলামুখী রাখলেন)। দুই রাক্আতের পর যখন বসলেন, বাম পায়ের তলার ওপর বসলেন এবং ডান পা'কে খাড়া করে দিলেন। চতুর্থ রাক্আতের পর বাম নিতম্ব জমিনের উপর রাখলেন এবং উভয় পা একদিকে বের করে দিলেন।

٧٣٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَّلاَ قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

৭৩২। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতা (র) উক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) সিজদা করলেন, জমিনে হাত একেবারে ছড়িয়েও দিলেন না, আর মিলিয়েও রাখলেন না এবং আংগুলের মাথা কেবলামুখী রাখলেন।

٧٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ نَا اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ حَدَّثَنِىْ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَحَدِ بَنِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ اَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْمَجْلِسِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ يَزِيْدُ اَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَعْنِىْ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْاُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ

لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ فِى التَّشَهُّدِ.

৭৩৩। আব্বাস অথবা আইয়্যাশ ইবনে সাহ্ল আস-সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তার পিতা যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন, আবু হুরায়রা, আবু হুমায়েদ সাইদী ও আবু উসায়েদ (রা) প্রমুখ উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এ হাদীসই কিছু কমবেশী করে বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে ঃ 'তিনি রুকূ থেকে মাথা তুললেন এবং বললেন ঃ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ্। তারপর উভয় হাত তুললেন, আল্লাহু আকবর বলে সিজদা করলেন। সিজদাতে জমিনে তাঁর দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আংগুলের মধ্যস্থল স্থাপন করলেন। তারপর তাকবীর বলে নিতম্বের ওপর বসলেন এবং এক পা খাড়া করে রাখলেন। পুনরায় তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদা করলেন এবং তাকবীর বলে উঠে গেলেন, নিতম্বের ওপর বসলেন না। তারপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশেষে বললেন ঃ দুই রাক্আত পড়ে বসলেন। যখন দাঁড়াতে চাইলেন, তাকবীর সহকারে দাঁড়ালেন এবং শেষ দুই রাক্আত পড়লেন। তাতে তাশাহ্হুদে নিতম্বের ওপর বসার প্রসংগ উল্লেখ নেই।

٧٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنِىْ فُلَيْحٌ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اِجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَّاَبُوْ اُسَيْدٍ وَّسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافٰى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ كَاَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ وَّذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جَلْسَةِ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ وَّعُتْبَةَ.

৭৩৪। আব্বাস ইবনে সাহ্ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহ্ল ইবনে সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনে মাস্লামা (রা) প্রমুখ সমবেত হলেন। তাঁরা আলোচনা করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে। আবু হুমায়েদ (রা) বললেন, আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। একথা বলে উপরোক্ত হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন– তাঁর উভয় হাঁটুর ওপর এভাবে হাত রাখলেন যেন তিনি দুই হাঁটুকে আঁকড়ে ধরেছেন। তারপর উভয় হাত সোজা করলেন– ঠিক কামানের ফলার ন্যায়। হাতকে পাঁজর থেকে আলাদা রাখলেন। এরপর সিজদা করলেন– নাক ও কপাল ভূমিতে স্থাপন করলেন। হাত দু'টিকে পাঁজর থেকে পৃথক রাখলেন। উভয় হাত কাঁধ বরাবর রাখলেন। তারপর মাথা তুললেন, এমনকি প্রতিটি হাড় নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যায়। এরপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে অবসর হয়ে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসলেন, ডান পা খাড়া করে তার আংগুলগুলোর অগ্রভাগ কিবলার দিকে রাখলেন। ডান হাতকে ডান হাঁটুর ওপর ও বাম হাতকে বাম হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং আংগুল দ্বারা ইশারা করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস ওতবা ইবনে আবু হাকীম আবদুল্লাহ ইবনে ঈসার মাধ্যমে আব্বাস ইবনে সাহ্ল থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে নিতম্বের ওপর বসার উল্লেখ নেই, বরং ফুলাইহ্‌র মতই বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনুল হুরও ফুলাইহ্ ও উত্‌বার হাদীসের মতই বসার বর্ণনা করেছেন।

٧٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَاِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَخِذَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ اَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيْهِ اُرَاهُ ذَكَرَ عِيْسَى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِىَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৭৩৫। আবু হুমায়েদ (রা) একই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, যখন তিনি সিজদা করলেন, তখন উভয় রানকে পৃথক রাখলেন, পেট রানের সাথে লাগালেন না।

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَا كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافٰى

عَنْ اِبْطَيْهِ. قَالَ حُجَّاجٌ قَالَ هَمَّامٌ وَّحَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا. وَفِىْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا وَاَكْبَرُ عِلْمِىْ اَنَّهُ حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَاِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذَيْهِ.

৭৩৬। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন, যখন তিনি সিজদায় যেতেন হাতের আগে তাঁর হাঁটুদ্বয় জমিনে লাগতো। যখন সিজদায় যেতেন তখন কপাল রাখতেন দুই হাতের মাঝখানে এবং বগলদ্বয় ফাঁকা রাখতেন। হাজ্জাজ-হাম্মাম-শাকীক আসেম ইবনে কুলায়েব– তার পিতা কুলায়েব থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।... মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উঠতেন, হাঁটুর ওপর থেকে উঠতেন এবং রানের ওপর ভর করে উঠতেন।

৭৩৭– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ اِبْهَامَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ.

৭৩৭। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় (হাতের) বৃদ্ধাংগুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।

৭৩৮– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا رَفَعَ لِلسُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ.

৭৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধতেন, তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন, রুকূ করার সময়ও এরূপ করতেন, সিজদা থেকে মাথা তোলার সময়ও এরূপ

করতেন এবং দুই রাকআত পড়ে যখন দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ (রফ'ই ইয়াদাইন) করতেন।

٧٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُبَيْرَةَ عَنْ مَيْمُوْنٍ الْمَكِّىِّ اَنَّهُ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلّٰى بِهِمْ يُشِيْرُ بِكَفَّيْهِ حِيْنَ يَقُوْمُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ وَحِيْنَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُوْمُ فَيُشِيْرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ رَاَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ اَرَ اَحَدًا يُصَلِّيْهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هٰذِهِ الْاِشَارَةَ فَقَالَ اِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَنْظُرَ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلٰوةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

৭৩৯। মায়মূন আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-কে দেখেছেন, তিনি তাদের নামায পড়ালেন। তিনি ইশারা করলেন উভয় হাত দিয়ে (বা রফ'ই ইয়াদাইন করলেন) দাঁড়াবার সময়, রুকূ করার সময়, সিজদা করার সময়, পুনরায় দাঁড়াবার সময়। তিনি দাঁড়ালেন এবং ইশারা করলেন উভয় হাত দিয়ে। মায়মূন আল-মাক্কী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট গেলাম। আমি তাকে বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরকে এভাবে নামায পড়তে দেখলাম যে, আর কাউকে তদ্রূপ নামায পড়তে দেখিনি। আমি তার নিকট হাত দ্বারা ইশারা করার বিষয়ও উল্লেখ করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখতে (ও তা অনুসরণ করতে) চাও, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরের নামাযের অনুসরণ করো।

٧٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيْرٍ يَّعْنِى السَّعْدِىَّ قَالَ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْاُوْلٰى فَرَفَعَ رَاْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاَنْكَرْتُ ذَالِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَ اَحَدًا يَّصْنَعُهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ رَاَيْتُ اَبِىْ يَصْنَعُهُ وَقَالَ اَبِىْ رَاَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّصْنَعُهُ وَلاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ.

৭৪০। নাদর ইবনে কাসীর আস-সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (র) মসজিদুল খায়ফে আমার পাশে নামায পড়লেন। তিনি যখন প্রথম সিজদা

দিলেন ও সিজদা থেকে মাথা তুললেন তখন উভয় হাত তুললেন মুখ পর্যন্ত বা মুখের সামনে। বিষয়টি আমার অমনোপূত হলো। আমি এ ব্যাপারে উহায়েব ইবনে খালিদকে বললাম। উহায়েব ইবনে খালিদ তাকে বললেন, তুমি এরূপ কাজ করছ, যা আমি আর কাউকে করতে দেখিনি? ইবনে তাউস বললেন, আমি আমার পিতাকে এরূপ করতে দেখেছি। আমার পিতা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এরূপ করতে দেখেছি। আমার জানামতে তিনি অবশ্যই বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করতেন।

٧٤١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَالِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الصَّحِيْحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوْعٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى بَقِيَّةُ اَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا اِلٰى ثَدْيَيْهِ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَّاَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوْفًا وَّاَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ اَيُّوْبَ لَمْ يَذْكُرْ اَيُّوْبُ وَمَالِكٌ رَّفْعَ اِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيْهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْاُوْلٰى اَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءٌ قُلْتُ اَشِرْلِىْ فَاَشَارَ اِلَى الثَّدْيَيْنِ اَوْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

৭৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তাকবীর বলতেন ও দুই হাত তুলেতেন, আরো হাত তুলতেন, যখন রুকূ করতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। দুই রাক্আত পড়ার পর দাঁড়িয়েও উভয় হাত উঠাতেন, আর বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করতেন। ...সাকাফীও 'উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে (মওকুফ' হিসেবে) ইবনে উমার থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যখন তিনি দুই রাক্আত শেষ করতেন, উভয় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতেন। এটাই সহীহ। ...আইউব থেকে বর্ণিত। আইউব এবং মালেক দুই সিজদা থেকে উঠার সময় রফে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ করেননি। লাইছ এটিকে তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করেছি, ইবনে উমার কি প্রথমবারই হাত উপরে উঠাতেন? তিনি বলেন, না। তিনি প্রত্যেক বারই এক বরাবরই উঠাতেন। আমি বললাম, আমাকে দেখিয়ে দিন। তিনি বুক পর্যন্ত অথবা তারও নিচ পর্যন্ত ইশারা করে দেখালেন।

٧٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا ابْتَدَأَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفَعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ اَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِىْ مَا اَعْلَمُ.

৭৪২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন নামায শুরু করতেন, উভয় হাত বাহুমূল পর্যন্ত উঠাতেন। আর তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখন তার চাইতে কিছুটা কম পরিমাণ হাত তুলতেন। আবু দাঊদ বলেন, আমি যতদূর জানি, মালেক ছাড়া আর কেউ এটা বর্ণনা করেননি যে, রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় তার থেকে কিছুটা কম তুলতেন।

بَابُ مَنْ ذَكَرَ اَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ দুই রাক্আত শেষে উঠার সময় রফ'ই ইয়াদাইন করা

٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

৭৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্আত পর যখন দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত উপরে তুলতেন।

٧٤٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضٰى قِرَائَتَهُ وَاَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلٰوتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ حِيْنَ وَصَفَ صَلٰوةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ.

৭৪৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত বাহুমূল পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি যখন কিরাআত থেকে অবসর হতেন এবং রুকূ করার ইচ্ছা করতেন, তখনো অনুরূপ (রফ'ই ইয়াদাইন) করতেন। তিনি রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন, তখনো অনুরূপ করতেন এবং বসা অবস্থায় সেরূপ কিছু করতেন না। দুই রাক্আত পড়ে দাঁড়িয়েও তদ্রূপ উভয় হাত তুলতেন এবং তাকবীর বলতেন। আবু দাউদ (র) আবু হুমায়েদ সাইদী (রা) বর্ণিত হাদীস প্রসংগে বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি যখন দুই রাক্আত পড়ে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং রফ'ই ইয়াদাইন করতেন বাহুমূল পর্যন্ত, যেরূপ নামায শুরু করার সময় করতেন।

٧٤٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ.

৭৪৫। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধার সময়, রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা তোলার সময়, এমনকি তাঁর হাত দু'টি কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

٧٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ نَا شُعَيْبُ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ الْمَعْنٰى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ لَاحِقٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَأَيْتُ اِبْطَيْهِ. زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُوْلُ لَاحِقٌ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ فِى الصَّلٰوةِ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَكُوْنَ قُدَّامَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ مُوْسٰى يَعْنِىْ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

৭৪৬। বাশীর ইবনে নাহীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থাকতাম তাহলে আমি তাঁর বগল দেখতে পেতাম, (অর্থাৎ তিনি শরীর থেকে হাত এতখানি আলাদা রাখতেন)। ইবনে মু'আয বলেছেন, নাহীক বলতেন, নামাযের মধ্যে থাকাবস্থায় আবু হুরায়রা কি করে তাঁর সামনে থাকতে পারেন? মূসা এটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন।

٧٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَالِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِىْ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا اُمِرْنَا بِهٰذَا يَعْنِى الْاِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.

৭৪৭। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায শিখিয়েছেন। তিনি প্রথমে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত তুললেন। তিনি যখন রুকূ করলেন, উভয় হাত পরস্পর মিলিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলেন (প্রাথমিক অবস্থায় এরূপই বিধান ছিল, পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে যায়)। সা'দ (রা) তা অবহিত হয়ে বললেন, আমার ভাই সত্য বলেছেন। প্রথম প্রথম আমরা এরূপই করতাম। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে উভয় হাঁটুর ওপর হাত রাখতে।

بَابُ مَنْ لَّمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ রুকূর সময় হাত না উঠানো

٧٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَّعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ مَرَّةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ مِّنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ.

৭৪৮। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ে দেখাবো না? এরপর তিনি নামায পড়লেন, অথচ তিনি একবারের বেশী হাত

তুললেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্তসার। এই মূল পাঠে হাদীসটি সহীহ নয়।

٧٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَّأَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

৭৪৯। মুআবিয়া, খালিদ ইবনে আমর ও আবু হুযায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, সুফিয়ান (র) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি শুধু প্রথম বারই হাত তুলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ একবার মাত্র (হাত তুলেছেন)।

٧٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ.

৭৫০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত উভয় কানের নিকট পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর আর উঠাতেন না।

٧٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَّزِيْدَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ لَّمْ يَقُلْ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوْفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَّخَالِدٌ وَّابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَّزِيْدَ لَمْ يَذْكُرُوْا ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ.

৭৫১। ইয়াযীদ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে 'তারপর আর (হাত) উঠাতেন না' কথাটুকু নেই। সুফিয়ান বলেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কুফাতে একথা বলেছিলেন, 'তারপর আর উঠাতেন না।' আবু দাউদ বলেন, হুশায়েম, খালিদ এবং ইবনে ইদরীস (র) ইয়াযীদ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে 'তিনি আর (হাত) উঠাতেন না' কথাটুকু নেই।

٧٥٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ

يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ.

৭৫২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি হাত তুললেন যখন তিনি নামায শুরু করলেন। এরপর আর হাত তুললেন না, এমনকি তিনি (নামায থেকে) অবসর হয়ে গেলেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস সহীহ নয় (অবশ্য তিনি এর কোন কারণ দর্শাননি)।

٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

৭৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে উপরে তুলতেন।

بَابُ وَضْعِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

٧٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.

৭৫৪। যুর'আহ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুয যুবায়ের (রা)-কে বলতে শুনেছি, উভয় পা সোজা রাখা এবং এক হাত অপর হাতের উপর রাখা সুন্নাতের অন্তর্গত।

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ زَيْنَبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى فَرَاٰهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى.

৭৫৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ডান হাতের ওপর বাম হাত রেখে

নামায পড়ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতে পেলেন। তিনি তার বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে দিলেন।

٧٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

৭৫৬। আবু জুহাইফা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেছেন, নামাযে নাভীর নীচে হাতের ওপর হাত রাখা সুন্নাতের অন্তর্গত।

٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِىْ بَدْرٍ عَنْ اَبِىْ طَالُوْتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الضَّبِّىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ. وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

৭৫৭। ইবনে জুরাইজ আদ-দাব্বী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে নাভীর নীচে তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি মুঠ করে ধরতে দেখেছি।

٧٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اِسْحَاقَ الْكُوْفِىِّ عَنْ سَيَّارٍ اَبِى الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اٰخُذُ الْاَكُفِّ عَلَى الْاَكُفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اِسْحَاقَ الْكُوْفِىَّ.

৭৫৮। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা বলেছেন, নামাযে নাভীর নীচে হাতের ওপর হাত রাখতে হবে।

٧٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ.

৭৫৯। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন, তারপর তা বুকের উপর বাঁধতেন।

بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلٰوةُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ নামায শুরুর দু'আ

٧٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَاَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ. وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَعَصَبِىْ. وَاِذَا رَفَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ. وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. وَاِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

৭৬০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন, তারপর এ দু'আ পড়তেন ঃ ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি...। অর্থাৎ ঃ "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল ফিরালাম ঐ সত্তার দিকে যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কুরবানী (যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু– সবই সারে জাহানের রব আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এটার-ই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ! তুমিই শাহানশাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রতিপালক। আমি তোমার গোলাম। আমি নিজ আত্মার ওপর যুলুম করেছি। আমি আমার গুনাহ্র স্বীকৃতি দিচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর তো কেউ নেই। আমাকে উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতি পথ প্রদর্শন করো। তুমি ছাড়া আর কেউ উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতি পথ প্রদর্শন করার নেই। তুমি আমার থেকে মন্দ স্বভাব দূর করে দাও। তুমি ছাড়া আর তো কেউ মন্দ স্বভাব দূর করার নেই। আমি তোমার নিকট হাযির। তোমার হুকুম মানার জন্য প্রস্তুত! যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে নিহিত। আমি তোমারই (ওপর ভরসা রাখি) এবং তোমারই কাছ থেকে কামনা করি। তুমি বরকতময় তুমি অতি সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। তোমারই নিকট তওবা করি"। রুকূ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আমি তোমারই উদ্দেশ্যে রুকূ করলাম। তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমারই জন্য বিনয়াবনত আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়গোড় তথা আমার শিরা-উপশিরা"। রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলতেন ঃ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ...। অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ প্রশংসা শুনছেন ঐ ব্যক্তির যে তাঁর প্রশংসা করছে। হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা– আসমান ও যমিন বরাবর এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সে পরিমাণ। এছাড়া আর যে কোন কিছু পরিমাণ তুমি ইচ্ছা করো।" যখন তিনি সিজদা করতেন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আমি সিজদা করলাম। তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় লুটিয়ে পড়ল সেই সত্তার উদ্দেশ্যে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট করেছে, আর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তার কান ও তার চোখ। মহাকল্যাণ ও বরকতময় আল্লাহ যিনি উৎকৃষ্টতম সৃজনকারী।" নামাযশেষে সালাম ফেরাবার সময় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার আগের-পিছনের যাবতীয় গুনাহ, যা কিছু আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি, যে সীমালংঘন আমার দ্বারা হয়েছে, আর যা আমার চাইতেও তোমার বেশী জানা আছে। তুমিই প্রথম ও শেষ কার্যকারী। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

٧٦١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

الْفَضْلِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضٰى قِرَائَتَهُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى الدُّعَاءِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ الشَّىْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَ زَادَ فِيْهِ وَيَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭৬১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। কিরাআত শেষেও অনুরূপ করতেন। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখনো এরূপ করতেন। যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখনো তদ্রূপ করতেন। নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় কোনরূপ হাত তুলতেন না। দুই রাক্আত পড়া শেষ হলেও অনুরূপ হাত তুলতেন ও তাকবীর বলতেন। এছাড়া দু'আ করতেন, যেরূপ পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে অবশ্য (কখনো) কিছু বেশ-কম করতেন। তাতে "সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, কোনরূপ অকল্যাণ বা মন্দ তোমাতে নেই" একথাটুকু নেই। নামাযশেষে তিনি বলতেন ঃ "আমার আগের পেছনের এবং গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

٧٦٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ اَبِىْ فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا قُلْتُ اَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِىْ وَقَوْلَهُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

৭৬২। শু'আইব ইবনে আবু হামযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ইবনে ফারওয়া ও মদীনার অন্যান্য ফিক্হবিদরা আমাকে বলেছেন, তুমি যখন

উক্ত দু'আ পড়বে তখন "আর আমি হচ্ছি সর্বপ্রথম মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী" বলার পরিবর্তে বলবে, "আর আমি হচ্ছি মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَّحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اِثْنَا عَشَرَ مَلَكًا يَّبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا. وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيْهِ وَاِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِىْ فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ.

৭৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (দৌড়ে) এসে নামাযে শামিল হলো। ফলে সে হাঁপাচ্ছিল। সে বললো, 'আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহি... অর্থাৎ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যে প্রশংসা সুপ্রচুর পাক-পবিত্র কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে একথাগুলো উচ্চারণ করেছে? সে অবশ্য খারাপ বলেনি। লোকটি বললো, আমি বলেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আসলাম, তখন আমার লম্বা লম্বা শ্বাস বেরুচ্ছিল। তাই আমি ঐ কথাগুলো বলেছি। তিনি বলেন ঃ আমি দেখলাম, বারোজন ফেরেশতা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, কে কার আগে তা (আল্লাহর নিকট) উঠিয়ে নিয়ে যাবে। হুমায়েদ এটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে আসে, সে যেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসে। তারপর (ইমামের সাথে) যতটুকু নামায পাওয়া যায় ততটুকু পড়বে, পরে বাকীটুকু পড়ে নিবে।

٧٦٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِىِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ صَلٰوةً قَالَ عَمْرٌو لاَ اَدْرِىْ اَىُّ صَلٰوةٍ هِىَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ثَلاَثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ قَالَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ.

৭৬৪। ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন এক নামায পড়তে দেখলেন। আমর বলেন, আমার জানা নেই, সেটি কোন নামায ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান তিনবার। সুবহানাল্লাহু... অর্থাৎ 'আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর সকাল ও সন্ধ্যায়'– তিনবার। 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর নিকট শয়তানের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থেকে তার ফুৎকার থেকে এবং তার কুমন্ত্রণা থেকে।

٧٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي التَّطَوُّعِ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৭৬৫। নাফে ইবনে জুবায়ের (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নফল নামাযে আমি এরূপ বলতে শুনেছি। তারপর পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেন।

٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنِيْ اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَرَّازِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَّا سَأَلَنِيْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ اِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللّٰهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

৭৬৬। 'আসেম ইবনে হুমায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আর দ্বারা রাতের (নফল) নামায শুরু করতেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, যে সম্পর্কে তোমার আগে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। তিনি যখন

নামাযে দাঁড়াতেন দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলতেন, দশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন, দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন, দশবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আরো বলতেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির লি...। অর্থাৎ ঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখাও, আমাকে রিযিক দান কর এবং আমাকে সুস্বাস্থ্য দান কর'। এছাড়া তিনি কিয়ামতের দিনের কঠিন ও সংকটময় অবস্থা থেকেও আশ্রয় কামনা করতেন। আবু দাঊদ বলেন, খালিদ ইবনে মা'দান (র) রবী'আ আল-জুরাশীর মাধ্যমে 'আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ اَنْتَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৭৬৭। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের দ্বারা নামায শুরু করতেন– যখন রাতের বেলা তিনি নামায পড়তে উঠতেন? তিনি বললেন, রাতে যখন তিনি নামাযের জন্য উঠতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে নামায শুরু করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রব! হে আসমান ও যমিনের স্রষ্টা! গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তুমি জান। তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করো যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য বিরাজমান। মহাসত্যের ব্যাপারে যা কিছু মতভেদ বিদ্যমান, তোমার হুকুমে সে ব্যাপারে আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তুমি যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করো'।

٧٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَبُوْ نُوْحٍ قُرَادٌ نَا عِكْرِمَةُ بِاِسْنَادِهِ بِلَا اِخْبَارٍ وَّمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ اِذَا قَامَ كَبَّرَ وَيَقُوْلُ.

৭৬৮। 'ইকরামা (র) অনুরূপই বর্ণনা করে বলেন, তিনি যখন (নামাযের জন্য) উঠতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন...।

٧٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لاَّبَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ اَوَّلِهِ وَاَوْسَطِهِ وَفِىْ اٰخِرِهِ فِى الْفَرِيْضَةِ وَغَيْرِهَا.

৭৬৯। আল-কা'নাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক (র) বলেছেন, নামাযের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে দু'আ পড়াতে কোন দোষ নেই, তা ফরয নামায হোক বা নফল।

٧٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُّعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّىْ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَّرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا اٰنِفًا. فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَّبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ.

৭৭০। রিফা'আ ইবনে রাফে' আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা তুলে, বললেন ঃ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন থেকে একজন বললো, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু...। অর্থাৎ ঃ 'হে আল্লাহ, পরওয়ারদিগার আমাদের! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, যে প্রশংসা অতি বিপুল, পাক-পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বললেন ঃ এইমাত্র একথাগুলো কে বলেছে? লোকটি বললো, আমি বলেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি দেখলাম, তিরিশজনেরও বেশী ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছিল, কে প্রথমে তা লিখবে।

٧٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ

الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যরাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন, তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু...। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আসমান ও যমিনের আলো। তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আসমান ও যমিনের পরিচালক। তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তুমিই আসমান, যমিন ও এর মধ্যস্থিত যাবতীয় সবকিছুর রব। তুমিই পরম সত্য। তোমার কথাই চরম সত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য, বেহেশ্‌ত সত্য, দোযখ সত্য এবং কিয়ামতও সত্য। হে আল্লাহ! তোমারই নিকট আমি আত্মসমর্পণ করলাম। তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই ওপর ভরসা করলাম। তোমারই নিকট বিনয়াবনত হলাম। তোমার জন্যই বিবাদ করেছি আমি, তোমার নিকট ফায়সালা চাই আমি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, যা কিছু অন্যায়-পাপ আগে ও পরে করেছি, আর যা গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই'।

٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا خَالِدٌ يَّعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قَالَ نَا طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى التَّهَجُّدِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৭৭২। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহু আকবার বলার পর বলতেন...। এরপর পূর্বানুরূপই বর্ণনা করেন।

٧٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَحْوَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ نَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطِسَ رِفَاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَةُ فَقُلْتُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّاَتَمَّ مِنْهُ.

৭৭৩। মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম। রিফা'আ হাঁচি দিলেন। কুতায়বা অবশ্য রিফা'আর নাম উল্লেখ করেননি। তখন আমি বললাম, 'আল্‌হামদু লিল্লাহ হামদান...। অর্থাৎ ঃ 'প্রশংসা আল্লাহরই জন্য প্রচুর প্রশংসা, যা পাক-পবিত্র। ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকে মহাকল্যাণময়, যেরূপ প্রশংসা আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন এবং যাতে তিনি খুশি হন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপন করে বললেন ঃ নামাযে কে এরূপ বলেছে? তারপর ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন। আর এটি তার চাইতে পূর্ণাংগ।

٧٧٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَطِسَ شَابٌّ مِّنَ الْاَنْصَارِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ حَتّٰى يَرْضٰى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضٰى مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ قَالَ فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ مِنَ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا قُلْتُهَا لَمْ اُرِدْ بِهَا اِلاَّ خَيْرًا قَالَ مَا تَنَاهَتْ دُوْنَ عَرْشِ الرَّحْمَانِ جَلَّ ذِكْرُهُ.

৭৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমের ইবনে রাবী'আ (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাযে হাঁচি দিল, তারপর বললো, আল্‌হামদু লিল্লাহি কাসীরান...। অর্থাৎ ঃ 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য– প্রচুর প্রশংসা, পাক-পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা, এমন প্রশংসা যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন এবং দুনিয়া-আখিরাতের এমন জিনিস (বা প্রশংসা), যার পরে তিনি খুশি হন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায সমাপন করলেন, বললেন ঃ কে একথাগুলো বলেছে? যুবকটি চুপ থাকলো। তিনি আবার বললেন ঃ কে একথাগুলোর বক্তা? সে তো খারাপ বলেনি। তখন যুবকটি বললো, আমি বলেছি, ইয়া

রাসূলাল্লাহ। তবে আমি এর দ্বারা ভাল ছাড়া মন্দ কিছুর ইচ্ছা করি নাই। তিনি বললেন ঃ মহান আরশ পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই তা শেষ হয়ে যায়নি (বরং তা আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে)।

بَابُ مَنْ رَأَى الْاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা দিয়ে নামায শুরু করা

٧٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلاَثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ يَقُوْلُوْنَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً اَلْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ.

৭৭৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন, তখন তাকবীর বলতেন, তারপর বলতেন ঃ সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা...। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। অতীব কল্যাণময় তোমার নাম। সুমহান তোমার সম্মান। তুমি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্।' তারপর বলতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তিনবার, আল্লাহু আকবার তিনবার এবং 'আউযু বিল্লাহি...। অর্থাৎ 'আমি আশ্রয় চাই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে। তার কুমন্ত্রণা, তার অহংকার ও তার ফুৎকার থেকে', এরপর কিরাআত পড়তেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আলী ইবনে আলী সূত্রে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত।

٧٧٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُوْرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ

بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَّقَدْ رَوٰى قِصَّةَ الصَّلٰوةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ شَيْئًا مِّنْ هٰذَا.

৭৭৬। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।... আবু দাঊদ (র) বলেন, একদল বর্ণনাকারী বুদায়েল থেকে নামাযের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে তারা এরূপ কিছুর উল্লেখ করেননি।

بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ নামায শুরু করার সময় নীরবতা

٧٧٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ عِنْدَ الرُّكُوْعِ. قَالَ فَاَنْكَرَ ذَاكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوْا فِىْ ذَالِكَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اِلٰى اُبَىٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

৭৭৭। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেছেন, নামাযের মধ্যে আমি দু'টি 'সাক্‌তা' (নীরব থাকার স্থান) স্মরণ রেখেছি। একটি হলো, ইমামের তাকবীর বলার পর– কিরাআতের পূর্ব পর্যন্ত। আর অপর 'সাক্‌তাটি হলো, ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করার পর ও রুকূর পূর্বে অন্য সূরা পড়ার আগে। 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এটাকে অস্বীকার করলেন। তাই লোকেরা এ বিষয়ে মদীনায় উবাই (রা)-র নিকট চিঠি লিখলো। জবাবে তিনি বললেন, সামুরা সত্যই বলেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, হুমায়েদও এ হাদীসে এরূপই বলেছেন। তাতে রয়েছে, অপর সাকতাটি হলো, ইমাম যখন কিরাআত থেকে অবসর হয় তখন।

٧٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ اِذَا اسْتَفْتَحَ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ كُلِّهَا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى يُوْنُسَ.

৭৭৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দু'বার নীরবতা অবলম্বন করতেন। একবার যখন নামায শুরু করতেন, আরেকবার যখন সম্পূর্ণ কিরাআত থেকে অবসর হতেন। তারপর ইউনুস (র) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ نَا سَعِيْدٌ نَا قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَحَفِظَ ذَالِكَ سَمُرَةُ وَاَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِىْ ذَالِكَ اِلَى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ اِلَيْهِمَا اَوْ فِىْ رَدِّهِ عَلَيْهِمَا اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

৭৭৯। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব ও 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) পরস্পর আলোচনা করছিলেন। তখন সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (নামাযে) দু'টি বিরতি স্থান স্মরণ রেখেছেন। একটি বিরতি হলো ঐ সময় যখন তিনি তাকবীর বলতেন। অপর বিরতি ঐ সময় যখন তিনি 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়ালূলীন' পড়া থেকে অবসর হতেন। সামুরা (রা) এটা স্মরণ রাখলেন। কিন্তু 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) তা অস্বীকার করলেন। এরপর তারা উভয়ে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র নিকট চিঠি লিখলেন। উবাই (রা) তার জবাবী চিঠিতে জানালেন, সামুরা ঠিকই স্মরণ রেখেছেন।

٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ قَالَ سَعِيْدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلاَتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

৭৮০। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি সাক্তা (নীরবতা) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্মরণ রেখেছি। তাতে রাবী আরো বলেন, সা'ঈদ বলেছেন, আমরা কাদাতা (রা)-কে বললাম, সেই সাক্তা কখন কখন? তিনি বললেন, প্রথমত যখন তিনি নামায শুরু করতেন। দ্বিতীয়ত যখন তিনি 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দালূলিন' পড়া থেকে অবসর হতেন।

٧٨١- حدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ح وَثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنٰى عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلٰوةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَائَةِ اَخْبِرْنِىْ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

৭৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের তাকীবর (তাহরীমা) বলতেন, তখন তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যখানে চুপ থাকতেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থাকাকালীন আপনি যা বলেন তা আমাকে জানাবেন কি? তিনি বললেন, (আমি এ দু'আ পড়ে থাকি) ঃ 'আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনী....।' অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছ তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এরূপ পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেরূপ সাদা কাপড়কে পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ধুয়েমুছে দাও বরফ, পানি ও বৃষ্টির ফোটা দ্বারা"।

بَابُ مَنْ لَّمْ يَرَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ যিনি নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে না পড়ার মত পোষণ করেন

٧٨٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

৭৮২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা), আবু বকর, 'উমার ও 'উস্‌মান (রা) আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন দ্বারা (নামাযের) কিরাআত শুরু করতেন।

٧٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِىْ الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا وَّكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّاتُ وَكَانَ اِذَا جَلَسَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ.

৭৮৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। আর তিনি যখন রুকূ করতেন তখন মাথা উঁচু করে রাখতেন না কিংবা নীচুও করতেন না, বরং এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন। আর যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন ঠিক সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত পুনরায় (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন না। তিনি প্রতি দুই রাকআত অন্তর "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি" পড়তেন। নামাযে যখন তিনি বসতেন তখন বাঁ পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাঁড়া করে রাখতেন। তিনি দুই সিজদার মাঝখানে পায়ের গোঁড়ালী খাঁড়া করে কুকুরের মত বসতে এবং সিজদার সময় দুই কনুই মাটির সাথে লাগিয়ে হিংস্র পশুর মত বসতে নিষেধ করতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন।

٧٨٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ... حَتّٰى خَتَمَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْجَنَّةِ.

৭৮৪। আল-মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এইমাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হলো।

তিনি পড়লেন, "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ইন্না আ'তাইনাকাল কাওসার... শেষ পর্যন্ত। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, কাওসার কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, কাওসার হলো একটি নহর যা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

٧٨٥- حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ الْاِفْكَ قَالَتْ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ الْاٰيَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ عَلٰى هٰذَا الشَّرْحِ وَاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ اَمْرُ الْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حُمَيْدٍ.

৭৮৫। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আয়েশা) অপবাদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বসা ছিলেন। (ওহী নাযিলের পর) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেয়া হলে তিনি পাঠ করলেন, 'আউযু বিল্লাহিস সামী'ইল 'আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম' অর্থাৎ- অভিশপ্ত শয়তান থেকে সবকিছু শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি "ইন্নাল্লাযীনা জাউ বিলইফ্কি উসবাতুম মিনকুম" (যারা অপবাদ ছড়িয়েছে তারা তোমাদের মধ্যকারই একদল লোক) আয়াতটি পড়ে শোনালেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস। একদল রাবী যুহ্রীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা এই বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেননি। আমার আশংকা যে, আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত বক্তব্যটি অধস্তন রাবী হুমাইদের, মহানবী (সা)-এর নয়।

بَابُ مَنْ جَهَرَ بِهَا

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কে

٧٨٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُّمْ اِلٰى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنِ وَاِلَى الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ فَجَعَلْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ عُثْمَانُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِمَّا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ فَيَدْعُوْ بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُوْلُ لَهُ ضَعْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ وَالْاٰيَتَانِ فَيَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ اٰخِرِمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

৭৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বললাম, কি কারণে আপনি সূরা বারাআত ও সূরা আনফালকে "সাব'এ তুওয়াল" বা দীর্ঘ সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন? অথচ সূরা বারাআত দু'শ' এবং সূরা আনফাল দু'শ'র কম আয়াতবিশিষ্ট। আর কেনই বা এ দু'টি সূরার মাঝে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" লিপিবদ্ধ করেননি? জবাবে উসমান (রা) বললেন, নবী (সা)-এর প্রতি একাধিক আয়াত নাযিল হলে তিনি ওহী লেখকদের কোন একজনকে ডেকে বলতেন, অমুক সূরার যেখানে এইসব বিষয় উল্লেখ আছে সেখানে এই আয়াতগুলো লিখে রাখো। এইভাবে একটি বা দু'টি আয়াত নাযিল হলেও তিনি অনুরূপ বলতেন। সূরা "আনফাল" ছিল মদীনার জীবনের প্রথমদিকে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর একটি। আর সূরা "বারাআত" বা "তওবা" হলো মদীনার জীবনের শেষের দিকে নাযিল হওয়া কুরআনের সূরাগুলোর একটি। সূরা 'বারাআতে'র ঘটনাবলী বা বিষয়বস্তু সূরা আনফালের ঘটনাবলী বা বিষয়বস্তুর অনুরূপ। তাই আমি মনে করেছিলাম, সূরা বারাআত সূরা আনফালেরই অংশ। এ কারণে আমি এ দু'টি সূরাকে "সাব'এ তুওয়াল" বা দীর্ঘ সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং মাঝখানে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" কথাটি লিখি নাই।

٧٨٧- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا عَوْفٌ الْاَعْرَابِىُّ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِىِّ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَّنَا اَنَّهَا مِنْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَبُوْ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَتّٰى نَزَلَتْ سُوْرَةُ النَّمْلِ هٰذَا مَعْنَاهُ.

৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাত পেয়েছেন কিন্তু তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করে যাননি যে, সূরা তাওবা সূরা

আনফালের অংশ কিনা? আবু দাউদ বলেন, শা'বী, আবু মালেক, কাতাদা ও সাবেত ইবনে উমারা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাবেত ইবনে উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা "নামল" নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন সূরারই পূর্বে নবী (সা) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখেননি।

٧٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

৭৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল না হওয়া পর্যন্ত নবী (সা) কুরআন মজীদের সূরাসমূহের মধ্যকার পৃথকীকরণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلاَةِ لِلْاَمْرِ يُحْدِثُ

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নামায সংক্ষেপ করে পড়া যায়

٧٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ.

৭৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তার পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি নামাযে দাঁড়িয়ে লম্বা কিরাআত পড়তে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করি। কেননা আমি (লম্বা কিরাআত পড়ে) শিশুর মায়ের মনোকষ্টের কারণ হওয়া পছন্দ করি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ نُقْصَانِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ নামাযের অপূর্ণতা সম্পর্কে

٧٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ

عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِىِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ اِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبْعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

৭৯০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ নামায পড়ে কিন্তু অসম্পূর্ণ নামায হওয়ার কারণে কখনো এক-দশমাংশ, এক-নবমাংশ, এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ এবং কখনো অর্ধেক সওয়াব লাভ করে।

بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ সংক্ষেপে নামায পড়া

٧٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّىْ بِقَوْمِهِ فَاَخَّرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلٰوةَ وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ فَصَلّٰى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَاءَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلّٰى فَقِيْلَ نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ فَقَالَ مَا نَافَقْتُ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّىْ مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا وَاِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَاَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَاْ بِكَذَا اِقْرَاْ بِكَذَا قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ اَرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ.

৭৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়তেন, তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদের নামায পড়াতেন (ইমামতি করতেন)। কোন সময় তিনি বলতেন, পরে ফিরে এসে তিনি তার কওমের সাথে নামায পড়তেন। নবী (সা) একদিন রাতে নামায পড়তে বিলম্ব করলেন।

কোন সময় তিনি বলেছেন, ইশার নামায পড়তে বিলম্ব করলেন। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়লেন এবং তারপর তার কওমের লোকদের নামাযে ইমামতি করতে গেলেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলে এক ব্যক্তি জামাআত থেকে আলাদা হয়ে একাকী নামায পড়ে নিলো। লোকেরা তাকে বললো, হে অমুক! তুমি তো মুনাফিকী করলে। সে বললো, না, আমি মুনাফিকী করি নাই। এরপর লোকটি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুআয ইবনে জাবাল আপনার সাথে নামায পড়ার পর ফিরে গিয়ে আমাদের ইমামতি করেন। আর আমরা তো সারা দিনমান উট দ্বারা পানি সেচন করি এবং কায়িক পরিশ্রম করি। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের ইমামতি করতে গিয়ে সূরা বাকারা পাঠ করতে শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) মুআয (রা)-কে বললেন, হে মুআয! তুমি কি লোকদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করবে? তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় নিক্ষেপ করবে? তুমি বরং নামাযে অমুক সূরা এবং অমুক সূরা পাঠ করো। আবুয যুবাইর বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" এবং "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা" পাঠ করতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আমরের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমার মনে হয় নবী (সা) উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

٧٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ اَبِىْ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ اَتٰى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِقَوْمٍ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا فَاِنَّهُ يُصَلِّىْ وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُوالْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ.

৭৯২। হাযম ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র কাছে আসলেন। তখন তিনি মাগরিবের নামাযে একদল লোকের ইমামতি করছিলেন। তিনি বলেন, এই হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে মুআয! তুমি লোকদের বিপদে নিক্ষেপকারী হয়ো না। কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, কাজে ব্যস্ত লোক এবং মুসাফিরও নামায পড়ে থাকে।

টীকা ঃ ইমামের কর্তব্য হলো, তিনি তার পিছনে নামায আদায়কারী সবার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে কিরাআত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করবেন।

٧٩٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَيْفَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَتَشَهَّدُ وَاَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

النَّارِ اَمَا اِنِّىْ لاَ اُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.

৭৯৩। আবু সালেহ (র) নবী (সা)-এর এক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নামাযে কি পড়ো? সে বললো, আমি তাশাহ্হুদ পড়ি এবং তার সাথে এ দু'আটিও পড়ি ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিনান নার" ("হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাই)। আমি তো আপনার কিংবা মুআয ইবনে জাবালের অনুচ্চ স্বরে দু'আ পড়া ভালভাবে শুনতে পাই না। নবী (সা) বললেন ঃ আমরাও অনুরূপ কিছু (বেহেশত প্রার্থনা করা এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাওয়া) পাঠ করে থাকি।

٧٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتٰى كَيْفَ تَصْنَعُ يَاابْنَ اَخِىْ اِذَا صَلَّيْتَ قَالَ اَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاَسْئَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهٖ مِنَ النَّارِ وَاِنِّىْ لاَ اَدْرِىْ مَا دَنْدَنَتُكَ وَلاَ دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ اَوْ نَحْوَ هٰذَا.

৭৯৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সা) তাকে বললেন ঃ হে ভাতিজা! নামাযের মধ্যে তুমি কি করো? তিনি বললেন, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই, দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আমি আপনার (দু'আ পাঠের) শব্দ কিংবা মু'আয ইবনে জাবালের (দু'আ পাঠের) শব্দ বুঝতে পারি না। নবী (সা) বললেন ঃ আমি এবং মুআযও এ দু'টি (জান্নাতের প্রার্থনা ও দোযখ থেকে আশ্রয়) অথবা এর অনুরূপ কিছু প্রার্থনা করে থাকি।

٧٩٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

৭৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করো তখন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা তাদের (মুক্তাদীদের)

মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষও থাকে। তবে কেউ যখন একাকী নামায পড়বে তখন যতটা ইচ্ছা নামাযের কিরাআত দীর্ঘ করতে পারো।

٧٩٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ.

৭৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করবে তখন (কিরাআত) সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা তাদের (মুক্তাদীদের) মধ্যে রুগ্ন, অতিশয় বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ যুহরের নামাযের কিরাআত

٧٩٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَحَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فِى كُلِّ صَلٰوةٍ يُقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى عَلَيْنَا اَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ.

৭৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নামাযে কিরাআত পড়তে হবে। আবু হুরায়রা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে আমাদেরকে শুনিয়েছেন আমরাও তাতে তোমাদেরকে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে শুনাই। আর তিনি যে নামাযে চুপে চুপে কিরাআত পড়েছেন আমরাও তাতে চুপে চুপে পড়ি।

٧٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبِيْ سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى

مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذٰلِكَ فِى الصُّبْحِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً.

৭৯৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায পড়াতেন তখন যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর আরও একটি করে সূরা পাঠ করতেন। কখনো তিনি দুই একটি আয়াত আমাদের শুনিয়ে পাঠ করতেন। তিনি যোহরের প্রথম রাকআতকে দীর্ঘায়িত করে পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন। তিনি ফজরের নামাযও এভাবেই পড়তেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, রাবী মুসাদ্দাদ 'ফাতিহাতুল কিতাব' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করার কথা উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ যোহর ও আসরের নামাযের কিরাআতের যে দুই একটি আয়াত কোন কোন সময় শোনা যেত তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। অন্যথায় যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত তিনি আস্তে আস্তেই পড়তেন।

٧٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَاَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ بِبَعْضِ هٰذَا وَزَادَ فِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَازَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَالاَ يُطَوِّلُ فِى الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ.

৭৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তাঁর পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে এ হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন এবং শেষ দুই রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা বর্ণনা করেছেন। হাম্মামের বর্ণনায় আরো আছে, তিনি বলেন, নবী (সা) প্রথম রাকআত যতটা দীর্ঘ করে পড়তেন দ্বিতীয় রাকআত ততটা দীর্ঘ করতেন না। তিনি আসর নামাযেও এরূপ করতেন এবং ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।

٨٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَظَنَنَّا اَنَّهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يُّدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى.

৮০০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তাঁর পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু কাতাদা) বলেছেন, (নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘায়িত করে পড়ার কারণ হিসেবে) আমরা মনে করতাম, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) চাইতেন লোকজন যাতে প্রথম রাক্আতেই শরীক হতে পারে।

٨٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮০১। আবু মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি যুহর ও আসরের নামাযে সূরা পড়তেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমরা বললাম, আপনারা কিভাবে বুঝতে পারতেন (যে তিনি সূরা পড়তেন)? খাব্বাব (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাড়ির নড়াচড়া দেখে (আমরা বুঝতে পারতাম)।

٨٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ.

৮০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যুহরের প্রথম রাকআতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, পদচারণার শব্দ আর শোনা যেতো না।

টীকা ঃ অর্থাৎ জামাআতে যোগদানেচ্ছু সবাই এসে যেত। কেউ আর অবশিষ্ট থাকতো না।

بَابُ تَخْفِيْفِ الْاُخْرَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ (চার রাক্আতবিশিষ্ট ফরয নামাযের) শেষ দুই রাক্আত সংক্ষেপ করা

٨٠٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبِىْ عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَمُدُّ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَلاَ اٰلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.

৮০৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, তোমার সম্পর্কে প্রতিটি বিষয়েই মানুষ অভিযোগ উত্থাপন করেছে, এমনকি (তোমার) নামায সম্পর্কেও। সা'দ (রা) বললেন, আমি তো নামাযের প্রথম দুই

রাকআত দীর্ঘ এবং শেষের দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে নামায পড়তেন তা অনুসরণ করতে মোটেই অবহেলা করি না। উমার (রা) বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাও তাই।

٨٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى النُّفَيْلِىَّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرُ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةٍ قَدْرُ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ.

৮০৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যোহর ও আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়িয়ে থাকার সময়ের পরিমাণ আমরা অনুমান করেছিলাম। আমরা অনুমান করলাম, যোহরের প্রথম দুই রাকআতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিয়াম বা (সূরা পাঠের জন্য) দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ ছিল প্রতি রাকআতে ত্রিশ আয়াত পাঠের সমান যা "আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদা" সূরাটির সমান। আর যোহরের শেষ দুই রাকআতে কিয়াম বা দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ ছিল তার (প্রথম দুই রাকআতের) অর্ধেক। আসরের প্রথম দুই রাকআতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সূরা পড়ার জন্য কিয়াম বা দাঁড়ানোর সময়ের আন্দাজ করলাম যোহরের শেষ দুই রাকআতের অনুরূপ এবং (আসরের) শেষ দুই রাকআতে এর (প্রথম দুই রাকআতের) অর্ধেক পরিমাণ সময়।

بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ

٨٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ.

৮০৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর এবং আসরের নামাযে সূরা "ওয়াস-সামায়ি ওয়াত্-তারিক" ও "ওয়াস্-সামায়ি যাতিল বুরূজ" এবং অনুরূপ দৈর্ঘ্যের সূরাসমূহ পড়তেন।

٨٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدْحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنْ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالْعَصْرِ كَذٰلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذٰلِكَ اِلاَّ الصُّبْحَ فَاِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا.

৮০৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামায পড়তেন এবং এতে তিনি 'ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা'র অনুরূপ সূরা পড়তেন। তিনি আসরের নামাযেও অনুরূপ কিরাআত পড়তেন। অন্যসব নামাযেও তিনি অনুরূপ সূরাগুলোই পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামায তিনি দীর্ঘায়িত করে পড়তেন।

٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ وَهُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِىْ صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ. قَالَ ابْنُ عِيْسٰى لَمْ يَذْكُرْ اُمَيَّةَ اَحَدٌ اِلاَّ مُعْتَمِرٌ.

৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) কোন এক সময়ে যুহরের নামাযে সিজদা করলেন। এরপর উঠে দাঁড়ালেন এবং রুকু করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, (এ নামাযে) তিনি "আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদা" সূরাটি পাঠ করলেন।

٨٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَالِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِى شَبَابٍ مِّنْ بَنِىْ هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍ مِنَّا سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لاَ فَقِيْلَ لَهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ نَفْسِهِ فَقَالَ خَمْشًا هٰذِهِ شَرٌّ مِّنَ الْاُوْلٰى كَانَ عَبْدًا مَأْمُوْرًا بَلَّغَ مَا اُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ اِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَاَنْ لاَّ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ لاَ نُنْزِئَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ.

৮০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি বনী হাশেম গোত্রের কিছু সংখ্যক যুবকের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে গেলাম। আমরা আমাদের মধ্যকার এক যুবককে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করো, রাসূলুল্লাহ (সা) কি যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পড়তেন অর্থাৎ সূরা পড়তেন? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, না (তিনি কোন সূরা বা আয়াত পড়তেন না)। তাকে বলা হলো, হয়তো তিনি চুপে চুপে পড়তেন। তিনি বললেন, তোমার চেহারা কদাকার হোক, একথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও খারাপ। তিনি ছিলেন আদিষ্ট বান্দা। যা তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে তিনি তা পৌঁছে দিয়েছেন। অন্য লোকদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের বনী হাশেমকে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কিছুই তিনি বলেননি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যেন পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করি, সদাকার (যাকাত ও মান্নত) অর্থ যেন না খাই এবং মাদি ঘোড়া ও গাধার যেন মিলন না ঘটাই।

٨٠٩- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اَمْ لاَ.

৮০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না, নবী (সা) যুহর এবং আসরের নামাযে কিরাআত পড়তেন কিনা।

টীকা ঃ অপরাপর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (সা) যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পড়তেন (সম্পাদক)।

بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ

٨١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِىْ بِقِرَأَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ.

৮১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) তাকে সূরা "ওয়াল-মুরসালাতি উরফান" পড়তে শুনে বললেন, হে বেটা! তুমি এই সূরাটি পড়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি শেষবারের মত মাগরিবের নামাযে তাঁকে এ সূরাটি পড়তে শুনেছি।

٨١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ فِى الْمَغْرِبِ.

৮১১। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতা জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা "ওয়াত্-তূর" পাঠ করতে শুনেছি।

٨١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ الْاَعْرَافُ وَالْاٰخَرُ الْاَنْعَامُ وَسَأَلْتُ اَنَا ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِىْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْاَعْرَافُ.

৮১২। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেছেন, কি ব্যাপার! আপনি মাগরিবের নামাযে "কিসারে মুফাস্সাল" সূরাগুলো পড়েন কেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবের নামাযে দু'টি দীর্ঘ সূরা পড়তে দেখেছি। মারওয়ান ইবনুল হাকাম জিজ্ঞেস করলেন, সেই দীর্ঘ সূরা দু'টি কি? যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বললেন, সূরা আ'রাফ ও আনআম। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি ইবনে আবু মুলাইকাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই বললেন, সূরা দু'টি হলো, আল-মাইদা ও আল-আ'রাফ।

بَابُ مَنْ رَاَى التَّخْفِيْفَ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ মাগরিবের নামায সংক্ষেপে পড়া

٨١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُوْنَ وَالْعَادِيَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَدُلُّ اَنَّ ذَاكَ مَنْسُوْخٌ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ.

৮১৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) মাগরিবের নামাযে "ওয়াল-আদিয়াত" এবং অনুরূপ সূরাগুলো পড়তেন, যেমন তোমরা পড়ে থাকো। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের হাদীসটি "মানসূখ" হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ।

٨١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ السَّرَخْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلاَ كَبِيْرَةٌ اِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

৮১৪। আমর ইবনে শুআইব (র) তাঁর পিতা (শুআইব)-এর মাধ্যমে তার দাদা (আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফরয নামাযের ইমামতির সময় মুফাস্সালের ছোট-বড় সব সূরাই পাঠ করতে শুনেছি।

টীকা ঃ সূরা হুজুরাত থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে "মুফাস্সাল" সূরা বলে।

٨١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ اَنَّهُ صَلّٰى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

৮১৫। আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পিছনে মাগরিবের নামায পড়েছেন। তিনি এই নামাযে কুল হুআল্লাহু আহাদ পাঠ করেছেন।

بَابُ الرَّجُلِ يُعِيْدُ سُوْرَةً وَّاحِدًا فِى الرَّكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ নামাযে পরপর দুই রাকআতে একই সূরা পাঠ করা

٨١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلاَ اَدْرِىْ اَنَسِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمَدًا.

৮১৬। মুআয ইবনে আবদুল্লাহ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক লোক তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী (সা)-কে ফজরের নামাযের উভয় রাকআতে সূরা "ইযা যুলযিলাতিল আরদু" পড়তে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (সা) ভুলক্রমে তা পড়েছেন, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা পড়েছেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ ফজরের নামাযের কিরাআত

٨١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَصْبَغَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ كَاَنِّىْ اَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَلاَ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

৮১৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) ফজরের নামাযে "ফালা উকসিমু বিল খুন্নাসিল জাওয়ারিল কুন্নাস" সূরাটি পড়েছেন। আর আমি যেন তাঁর সেই কণ্ঠস্বর এখনো শুনতে পাচ্ছি।

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ যে ব্যক্তি নামাযে কিরাআত পাঠ ত্যাগ করার মত পোষণ করে

٨١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

৮১৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে আমরা সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য সূরা থেকে সম্ভবমত কিছু অংশ পড়তে আদিষ্ট হয়েছি।

٨١٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْبَصْرِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ فَنَادِ فِى الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقُرْاٰنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

৮১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তুমি বাইরে বের হয়ে মদীনাতে ঘোষণা করে দাও, কুরআন থেকে পাঠ ছাড়া নামাযই হয় না– যদিও তা শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা থেকে অল্প কিছুই হোক না কেন।

٨٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِىَ اَنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

৮২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন ঃ সূরা আল-ফাতিহা এবং আরো কিছু তিলাওয়াত করা ব্যতীত নামায হয় না।

٨٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّىْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَّرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِىْ وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِىُّ فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهٰذِهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَهٰؤُلاَءِ لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ.

৮২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পড়লো তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ নয়। বর্ণনাকারী আবুস সায়েব বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে

বললাম, কখনো কখনো আমি ইমামের পিছনে নামায পড়ি। আবুস্ সায়েব বলেন, একথা শুনে আবু হুরায়রা আমার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, হে পারস্যের অধিবাসী! তুমি চুপে চুপে তা পড়বে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, আমি নামাযকে আমার বান্দা ও আমার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা পড়ো। বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব জাহানের রব), তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। বান্দা বলে, 'আররহ্মানির রাহীম' (পরম দয়ালু ও মেহেরবান)। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (প্রতিদান দিবসের মালিক), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করলো। এ আয়াত আমার ও আমার বান্দার মাঝে নির্ধারিত। বান্দা পুনরায় বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন' (একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই কাছে সাহায্য চাই)। (মহান আল্লাহ বলেন,) এ বিষয়টি আমার ও আমার বান্দার মাঝে সীমাবদ্ধ। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে। বান্দা বলে, ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়ালীন' (আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও, তাদের পথ যাদেরকে নেয়ামত দানে ধন্য করেছো, তাদের পথ নয় যাদের ওপর তোমার গযব পতিত হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে)। (আল্লাহ বলেন,) এসব কিছুই আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই তাকে দেয়া হবে।

٨٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ.

৮২২। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা এবং অধিক আর (কোন সূরা বা আয়াত) কিছু পড়ে না তার নামায হয় না। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٨٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ

الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَأَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

৮২৩। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের ওয়াক্তে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে নামায পড়তে দাঁড়িয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) কিরাআত পাঠ করলেন। কিন্তু কিরাআত পড়া তার জন্য বেশ কষ্টকর হলো। নামায শেষ করে তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে থাকো? আমরা বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাই করে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তবে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে। কারণ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।

٨٢٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ نَافِعٌ اَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَقَامَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى اَبُوْ نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَاَقْبَلَ عُبَادَةُ وَاَنَا مَعَهُ حَتّٰى صَفَفْنَا خَلْفَ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَأَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ اَجَلْ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلٰوةِ الَّتِىْ يُجْهَرُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ. قَالَ فَالْتُبِسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ تَقْرَءُوْنَ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا اِنَّا نَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ فَلاَ وَاَنَا اَقُوْلُ مَا لِىْ يُنَازِعُنِى الْقُرْاٰنُ فَلاَ تَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

৮২৪। নাফে ইবনে মাহমূদ ইবনুর রাবী' আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত (রা) একদিন ফজরের নামাযে আসতে দেরী করলে মুয়ায্যিন আবু নুআইম ইকামাত দিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। ইতিমধ্যে উবাদা ইবনুস সামেতও আসলেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আমরা আবু নুআইমের পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। আবু নুআইম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তে থাকলেন। তখন উবাদা ইবনুস

সামেতও "উম্মুল কুরআন" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়তে থাকলেন। নামায শেষ করে ফিরলে আমি উবাদা ইবনুস সামেতকে বললাম, আমি আপনাকে সূরা ফাতিহা পড়তে শুনলাম। অথচ তখন আবু নুআইম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, তাই তো। কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তে হয় এমন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমামতি করলেন। উবাদা ইবনুস সামেত বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিরাআত বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকলো। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ি তখনও কি তোমরা কিছু পড়ো? আমাদের মধ্যকার কেউ বললো, হাঁ, আমরা ঐরূপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, তা করবে না। এজন্যই আমি বলছিলাম ঃ আমার কি হলো যে, কেউ আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করছে। আমি যখন উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করি তখন তোমরা "উম্মুল কুরআন" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছুই পড়বে না।

٨٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عُبَادَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالُوْا فَكَانَ مَكْحُوْلٌ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا. قَالَ مَكْحُوْلٌ اِقْرَأْ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ الْاِمَامُ اِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَاِنْ لَّمْ يَسْكُتْ اِقْرَأْبِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكْهَا عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

৮২৫। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত...। রাবী ইবনে সুলাইমানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তারা বলেছেন, মাকহূল (র) মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযের প্রত্যেক রাকআতে চুপে চুপে "ফাতিহাতুল কিতাব" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়তেন। মাকহূল (র) আরো বলেছেন, যেসব নামাযে ইমামকে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তে হয় সেসব নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর ইমাম যখন (কিছুক্ষণের জন্য) চুপ করেন তখন তোমরা ফাতিহা পাঠ করে নাও। যদি ইমাম চুপ না করেন বা না থামেন তাহলে তার পূর্বে বা তার সাথে বা তার পরে তা পড়ো। কোন অবস্থায়ই তা পড়া ত্যাগ করো না।

بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِذَا جَهَرَ الْاِمَامُ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন তাতে (মোক্তাদীদের) সূরা ফাতিহা পাঠ করা মাকরূহ*

٨٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ

اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَأَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِىَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَأَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى حَدِيْثَ ابْنِ اُكَيْمَةَ هٰذَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَلٰى مَعْنٰى مَالِكٍ.

৮২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যেসব ওয়াক্তের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তে হয় এমন এক নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ কোন সূরা বা আয়াত পড়েছে কি? এক ব্যক্তি বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ কারণেই তো আমি বলছি আমার কি হলো যে, আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একথা শোনার পর যেসব নামাযে তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন সেসব নামাযে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়তে কোন কিছু (সূরা বা আয়াত) পড়া থেকে বিরত থাকলো।

* ভারতীয় সংস্করণে অনুচ্ছেদ শিরোনাম নিম্নরূপ ঃ

بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ اِذَا لَمْ يَجْهَرْ.

যিনি মনে করেন, ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়ে না তাতে মোক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

٨٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً تَظُنُّ اَنَّهَا الصُّبْحَ بِمَعْنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِىُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَانْتَهٰى حَدِيْثُهُ إِلٰى قَوْلِهِ مَا لِىَ أُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ فِيْهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ بِذَالِكَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَؤُوْنَ مَعَهُ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِىِّ.

৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে এক ওয়াক্ত নামায পড়লেন। আমাদের মনে হয় সেটি ছিল ফজরের নামায। এরপর তিনি হাদীসটি 'মা লী উনাযিউল কুরআন' (আমার কি হলো যে, আমার মুখ থেকে কুরআন ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে) পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। ইমাম আবু দাঊদ বলেছেন, মুসাদ্দাদ মা'মার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মা'মার বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন– একথা শোনার পর সেসব নামাযে লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে কিরাআত পাঠ করতেন না।

بَابُ مَنْ رَاَى الْقِرَاءَةَ اِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْاِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন না, সেসব নামাযে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে

٨٢٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِىُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ قَالُوْا رَجُلٌ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ قَوْلُ

سَعِيْدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْاٰنِ؟ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ. وَقَالَ ابنُ كَثِيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهٰى عَنْهُ.

৮২৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যোহরের নামায পড়লেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসলো এবং (নামাযে) নবী (সা)-এর পিছনে সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" পড়লো। নামায শেষ করে নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে কিরাআত পড়েছে। সবাই বললো, একটি লোক কিরাআত পড়েছে। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, আবুল ওয়ালীদ তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, সাঈদ কি বলেননি, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন চুপ থাকো? তিনি বললেন, এটা তখনই হবে যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া হবে। ইবনে কাসীর তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, আমি কাতাদাকে বললাম, নবী (সা) হয়তো কিরাআত পড়া অপছন্দ করছিলেন। তিনি বললেন, নবী (সা) অপছন্দ করে থাকলে পড়তে নিষেধ করতেন।

٨٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

৮২৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাদেরকে সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সূরা "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি পড়েছি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছে।

بَابُ مَا يُجْزِئُ الْاُمِّىَّ وَالْاَعْجَمِىَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ নিরক্ষর ও গ্রাম্য লোকের কি পরিমাণ কিরাআত পড়তে হবে

٨٣٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اقْرَءُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلَايَتَاَجَّلُوْنَهُ.

৮৩০। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের সাথে বেদুঈন এবং অনারব উভয় প্রকারের লোকই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ পড়ো, তোমাদের সকলের পড়াই উত্তম। তিনি আবার বললেন ঃ তবে অচিরেই এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে যারা কুরআনকে তীরের মত সোজা করবে (অর্থাৎ তাজবীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে)। তারা কুরআন পাঠের সওয়াব, ফলাফল খুব শীঘ্র (দুনিয়াতে) পেতে চাইবে; বিলম্বে (আখেরাতে) পেতে চাইবে না।

٨٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَفِيْكُمُ الْاَحْمَرُ وَفِيْكُمُ الْاَبْيَضُ وَفِيْكُمُ الْاَسْوَدُ اِقْرَءُوْهُ قَبْلَ اَنْ يَّقْرَاَهُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ اَجْرَهُ وَلاَ يَتَاَجَّلُهُ.

৮৩১। সাহ্ল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা কুরআন মজীদ পড়ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আল্হাম্দু লিল্লাহ– সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর কিতাব মাত্র একখানা। আর তার পাঠক দেখছি তোমরা লাল, সাদা ও কালো সব জাতের লোক। হাঁ, একদল লোক পাঠ করার পূর্বে তোমরা কুরআন পাঠ করো। তারা কুরআনকে এমনভাবে সোজা বা ঠিকঠাক করবে যেমন তীরকে সোজা বা ঠিকঠাক করা হয়। তারা এর পারিশ্রমিক অতিশীঘ্র (দুনিয়াতে) পেতে চাইবে, দেরী করে আখেরাতে পেতে চাইবে না।

٨٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ السَّكْسَكِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِىْ مَا يُجْزِئُنِىْ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَا لِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ فَلَمَّا قَامَ قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلاَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ.

৮৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমি কুরআনের কিছুই মনে রাখতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের পরিপূরক হতে পারে। নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল্হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম" অর্থাৎ "আল্লাহ পবিত্র। সব প্রশংসা তাঁর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সুউচ্চ মহামহিম আল্লাহ ছাড়া কোন ভরসা বা শক্তি নাই"। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এসব কথাই তো আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ ও যিকির), আমার নিজের জন্য কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে তুমি বলো, "আল্লাহুম্মার্হাম্নী, ওয়ারযুক্নী, ওয়া 'আফিনী, ওয়াহদিনী" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমার উপর রহম করো, আমাকে রিযিক দান করো, আমাকে সুস্থ-সবল রাখো, আমাকে হিদায়াত দান করো"। এরপর যখন সে (চলে যাওয়ার জন্য) উঠে দাঁড়ালো, তখন হাত দিয়ে ইশারা করে বললো, এরূপ অধিক লাভ করলাম (অর্থাৎ অনেক বেশী অর্জন করলাম)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, লোকটি কল্যাণ দ্বারা তার হাত ভর্তি করে নিলো।

٨٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ التَّطَوُّعَ نَدْعُوْ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَنُسَبِّحُ رُكُوْعًا وَسُجُوْدًا.

৮৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নফল নামায পড়তে দাঁড়িয়ে এবং বসে দু'আ করতাম এবং রুকূ ও সিজদা করতে তাসবীহ পড়তাম।

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِمَامًا اَوْ خَلْفَ اِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ قَافَ وَالذَّارِيَاتِ.

৮৩৪। হুমায়েদ (র) উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নফল নামাযের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, আল-হাসান (র) যোহর ও 'আসরের নামাযে ইমামের পিছনে কিংবা একাকী উভয় অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং সূরা কাফ এবং সূরা আয্-যারিয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত সুব্হানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তেন।

بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيْرِ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ নামাযে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে

٨٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِيْ وَقَالَ لَقَدْ صَلَّى هٰذَا قَبْلُ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا قَبْلُ صَلٰوةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৩৫। মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) 'আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি সিজদা করার সময় তাকবীর বলতেন, রুকূ' করার সময় তাকবীর বলতেন এবং দুই রাক'আত শেষ করে ওঠার সময় তাকবীর বলতেন। আমরা নামায শেষ করে ফিরতে 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আমার হাত ধরে বললেন, একটু আগে তিনি ('আলী) নামায পড়লেন অথবা তিনি আমাদের নামায পড়ালেন– ঠিক মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুরূপ নামায।

٨٣٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَبَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ صَلٰوةٍ مِّنَ الْمَكْتُوْبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِيْ اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ لَصَلٰوتُهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْكَلاَمُ الْاَخِيْرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ اَبِيْ هَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৮৩৬। আবু বাক্‌র ইবনে 'আবদুর রহমান ও আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) ফরয নামায এবং অন্যান্য সব নামাযেই তাকবীর বলতেন। নামাযে দাঁড়াবার সময় ও রুকূ করবার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। তারপর সিজদায় যাওয়ার আগে বলতেন "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ।" এরপর যখন সিজদায় যেতেন তখন বলতেন "আল্লাহু আকবার।" অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, পুনরায় সিজদায় যাওয়ার সময়, পুনরায় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দুই রাক'আতের বৈঠকশেষে উঠার সময় তাকবীর বলতেন এবং নামায শেষ না করা পর্যন্ত প্রতি রাক'আতেই এরূপ করতেন। নামায শেষে বলতেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে আমারই নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরূপই ছিল তাঁর নামায।

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيُّ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَسْقَلاَنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَاِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يُكَبِّرْ.

৮৩৭। ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা ইবনে আবযা (রা)-র নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায পড়েছেন। তিনি তাকবীর পুরো বলতেন না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, এ কথার অর্থ হলো, নবী (সা) রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন না। আবার যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখনও তাকবীর বলতেন না।

بَابُ كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ সিজদার সময় মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে হবে

٨٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ ابْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

৮৩৮। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু (মাটিতে) স্থাপন করতেন, আবার সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাঁটু উঠানোর আগে দুই হাত উঠাতেন।

٨٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الصَّلٰوةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ كَفَّاهُ. قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا. وَفِيْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا وَاَكْبَرُ عِلْمِيْ اَنَّهُ فِيْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَاِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذِهِ.

৮৩৯। 'আবদুল জব্বার তার পিতা ওয়ায়েলের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে নামায সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী (সা) যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু জমিনে রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন। ইমাম শাকীকও 'আসেম ইবনে কুলাইবের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার পিতা বলেছেন, তাদের (মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা ও শাকীক) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমার দৃঢ় ধারণা হলো যে, তিনি বলেছেন, নবী (সা) যখন দাঁড়াতেন তখন উরুতে ভর দিয়ে হাঁটুর ওপর সোজা হতেন।

٨٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

৮৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদায় যাবে তখন উটের মত করে বসবে না, বরং (জমিনে) হাঁটু স্থাপনের আগে দুই হাত রাখবে।

টীকা ঃ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই এ হাদীসটিকে "মানসূখ" বলে গণ্য করেছেন। ইবনে খুযাইমা (র) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রথমদিকে আমরা হাঁটু স্থাপনের পূর্বে (জমিনে) হাত রাখতাম। কিন্তু পরে আমাদেরকে হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতে আদেশ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

٨٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ.

৮৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ কি নামাযের মধ্যে এমনভাবে বসে যেমন উট বসে থাকে (হাতের আগে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থাপন করে)?

بَابُ النُّهُوْضِ فِى الْفَرْدِ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ নামাযে বেজোড় রাক'আতগুলো (প্রথম ও তৃতীয় রাক'আত) পড়ার পর দাঁড়ানো?

٨٤٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُصَلِّىْ بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ قِلاَبَةَ كَيْفَ صَلّٰى قَالَ مِثْلَ صَلٰوةِ شَيْخِنَا هٰذَا يَعْنِىْ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ اِمَامَهُمْ وَذَكَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ.

৮৪২। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের মসজিদে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এখন তোমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়বো। তবে নামায পড়ার জন্য আমি নামায পড়ছি না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তোমাদেরকে তাই দেখাতে চাই। হাদীসের বর্ণনাকারী আইয়ূব (র) বলেছেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস) কিভাবে নামায পড়লেন? জবাবে আবু কিলাবা বললেন, আমাদের শায়খের অনুরূপ অর্থাৎ তাদের ইমাম 'আমর ইবনে আবু সালামার অনুরূপ। তিনি (আবু কিলাবা) এ কথাও উল্লেখ করলেন যে, নামায পড়াকালে আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) প্রথম রাক'আতের শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর বসতেন এবং তারপর উঠে দাঁড়াতেন।

٨٤٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاُصَلِّىْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ.

৮৪৩। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের মসজিদে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এখন নামায পড়বো। তবে আমি নামায পড়ার জন্য নামায পড়ছি না। বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তোমাদেরকে তা দেখাতে চাই। অতঃপর তিনি (নামায পড়ে দেখালেন এবং) প্রথম রাক'আতের শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন।

٨٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِّنْ صَلٰوتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا.

৮৪৪। মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন, নবী (সা) নামাযের বেজোড় রাক'আতগুলোতে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দাঁড়াতেন না।

بَابُ الْاِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ দুই সিজদার মাঝে "ইক'আ" করা

٨٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُوْدِ فَقَالَ هِىَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৪৫। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা)-কে দুই সিজদার মধ্যে দুই পায়ের গোছার ওপর বসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ করা সুন্নাত। তাউস (র) বলেন, আমি বললাম, এটা তো পায়ের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক বলে আমি মনে করি। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, এটি তোমার নবীর (সা) সুন্নাত।

টীকা ঃ ইক'আর অর্থ হলো একই রাক'আতের দু'টি সিজদার মাঝে আরামের সাথে না বসে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে দুই পা খাড়া করে বসা। অধিকাংশ উলামা নামাযে "ইক'আ" করাকে মকরূহ বলেছেন। বৃদ্ধাবস্থায় বা কোন ওজরের কারণে কেউ "ইক'আ" করতে বাধ্য হলে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তিরমিযীর বর্ণিত একটি হাদীসের বিষয়বস্তু অনুসারে "ইক'আ" করা জায়েয নয়। হাদীসটিতে নবী (সা) হযরত আলীকে বলেছেন, হে 'আলী, আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্যও তাই পছন্দ করি। আর যা আমার জন্য অপছন্দ করি তা তোমার জন্যও অপছন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মধ্যখানে কখনো 'ইক'আ' করবে না। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই হাদীসটি দ্বারা সাধারণভাবে 'ইক'আ'র হাদীসটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে। তবে বৃদ্ধ ও মা'যূর হলে তাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় কি বলবে

٨٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ اَبِى الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. قَالَ سُفْيَانُ لَقِيْنَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا اَبَا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِصْمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ.

৮৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতেন, "সামি'আল্লাহু লিল্লাহ হামিদাহ, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ্ মিল্‌আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল্ আরদি ওয়া মিল্‌য়া মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু।" ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ-উবায়েদ আবুল হাসান থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে অবশ্য "বা'দার রুকূ'" কথাটি উল্লেখ নাই। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, পরবর্তীকালে আমি শায়খ উবায়েদ আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনিও এই হাদীসে "বা'দার রুকূ" কথাটি উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, শু'বা-আবু 'আসমা-আ'মাশ-উবায়েদের সনদে বর্ণিত এই হাদীসটিতে "বা'দার রুকূ'" কথা উল্লেখ করেছেন।

٨٤٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمَاءِ قَالَ مُؤَمَّلٌ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ. زَادَ مَحْمُوْدٌ وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ بِشْرٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لَمْ يَقُلْ مَحْمُوْدٌ اَللّٰهُمَّ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَمْ يَقُلْ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ اَيْضًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَجِيْئُ بِهِ اِلَّا اَبُوْ مُسْهِرٍ.

৮৪৭। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকূ' থেকে উঠার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" বলার পর বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ মিল্‌য়াস সামায়ে।" মুয়াম্মাল বলেছেন, মিলয়াস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল আরদি ও মিলয়া মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু আহলাস্ সানায়ি ওয়াল-মাজদি আহাককু মা কালাল আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা। মাহমুদ-এর বর্ণনায় আরো আছে– 'ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা'। তারপর আবার একইরূপ বর্ণনা করে বলেছেন, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। বিশর বর্ণনা করেছেন, 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ" তবে মাহমুদ "আল্লাহুম্মা" কথাটি বর্ণনা করেননি, বরং বলেছেন, রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ।

٨٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইমাম যখন বলবেন, সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। কারণ যার এই কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে এক সময়ে উচ্চারিত হবে তার পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

٨٤٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ لاَ يَقُوْلُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْاِمَامِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلٰكِنْ يَّقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

৮৪৯। আমের আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমামের পিছনে মোক্তাদীগণ (রুকূ' থেকে উঠার সময়) 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে না, বরং 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ

٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ اَبُو الْعَلاَءِ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

৮৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) দুই সিজদার মাঝখানে পড়তেন, "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী ওয়ার্‌হামনী ওয়া 'আফিনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী। অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে নিরাপদ রাখো, আমাকে সঠিক পথের ওপর রাখো এবং আমাকে রিযিক দান করো।"

بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ اِذَا كُنَّ مَعَ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ মহিলারা ইমামের পিছনে জামায়াতে শরীক হলে সিজদা থেকে কখন মাথা তুলবে?

٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ مَوْلًى لِاَسْمَاءَ

ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُسَهُمْ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ.

৮৫১। আবু বকর (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা (মহিলারা) যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছ, নামাযে তারা মাথা উঠাবে না যতক্ষণ না পুরুষরা মাথা উঠায়। কারণ পুরুষদের সতর দেখতে পাওয়া তাদের জন্য অপছন্দনীয় ব্যাপার।

بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ রুকূ' থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে দীর্ঘক্ষণ বসা

٨٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سُجُوْدُهُ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ وَمَابَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ.

৮৫২। আল-বারাআ ইবনে 'আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিজদা, রুকূ', বৈঠক ও দুই সিজদার মাঝের বিরতি (দৈর্ঘে) প্রায় একসমান হতো।

٨٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ اَوْجَزَ صَلٰوةً مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ تَمَامٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ.

৮৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন লোকের পিছনে পূর্ণাংগ নামায পড়ি নাই, যার নামায রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের চাইতে সংক্ষিপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন, আমরা মনে মনে বলতাম, তিনি ভুলেই গিয়েছেন। এরপর তিনি তাকবীর বলতেন ও সিজদায় যেতেন। তিনি দুই সিজদার মধ্যখানে এত দীর্ঘক্ষণ বসতেন যে, আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছেন।

٨٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ دَخَلَ حَدِيْثُ اَحَدِهِمَا فِى الْاٰخَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِى الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ.

৮৫৪। আল-বারাআ ইবনে 'আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (সা)-কে আর আবু কামেলের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। আমি তাঁর কিয়ামকে রুকূ' ও সিজদার অনুরূপ (দীর্ঘ) এবং রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানোকে সিজদার অনুরূপ (দীর্ঘ), আর দুই সিজদার মধ্যকার বৈঠক, আর সিজদা করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত বসা এবং প্রস্থানকে প্রায় একই সমান দীর্ঘ পেয়েছি। ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, মুসাদ্দাদ বলেছেন, তাঁর রুকূ' করা এবং দুই রাকআতের মাঝে ই'তিদাল করা, সিজদা করা, দুই সিজদার মধ্যে বসা এবং সালাম ফিরিয়ে প্রস্থানের সময় প্রায় একই পরিমাণ ছিল।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে তা'দীলে আরকানের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। তাঁর রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝখানে বসা, সিজদা থেকে উঠে এবং সালাম ফিরিয়ে প্রস্থান ইত্যাদির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান ছিল। এই কারণে ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তা'দীলে আরকান ফরয। তাদের মতে ঠিকমত তা'দীলে আরকান ছাড়া নামায হবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব (অনুবাদক)।

بَابُ صَلاَةِ مَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ যে ব্যক্তি রুকূ'তে তার পিঠ সোজা করে না

٨٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُجْزِئُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

৮৫৫। আবু মাস'উদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি রুকূ' ও সিজদাতে পিঠ সোজা না করলে নামাযের বিনিময় পাবে না।

٨٥٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلّٰى كَمَا كَانَ صَلّٰى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِىْ. قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا. قَالَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَاِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَاِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ وَقَالَ فِيْهِ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ.

৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলেন। সেই সময় অন্য এক লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো এবং নামায পড়লো, তারপর এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, যাও, আবার নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়ো নাই। লোকটি ফিরে গেল এবং পূর্বের মত নামায পড়ে ফিরে এসে নবী (সা)-কে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : ওয়া আলাইকাস্ সালাম (তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), তারপর তিনি বললেন : তুমি যাও, পুনরায় নামায পড়ো। কারণ

তুমি নামায পড়ো নাই। এভাবে তিনবার করলেন। অবশেষে লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি এর চাইতে ভাল (করে নামায পড়তে) পারি না, আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন তাকবীর (তাহরীমা) বলবে, তারপর কুরআন থেকে তোমার জন্য যা সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকূ' করবে এবং প্রশান্তি সহকারে তা করবে। এরপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদা করবে এবং প্রশান্তি সহকারে তা করবে। তারপর বসবে এবং বসে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমার পুরো নামায এভাবে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) সবশেষে বললেন, তুমি এভাবে নামায পড়লে তোমার নামায পূর্ণ হবে। আর যদি এ থেকে কিছু কম করো তাহলে তুমি তোমার নামাযের ক্ষতি করলে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ তুমি নামায পড়তে চাইলে পূর্ণরূপে উযু করবে।

٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةٌ لِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوْءَ يَعْنِىْ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.

৮৫৭। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইব্নে খাল্লাদ (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলো। এখান থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে বলেছেন, নবী (সা) বললেন, উত্তম ও যথোপযুক্তভাবে উযু করা ছাড়া কারো নামায পূর্ণাংগ হয় না। অতঃপর তাকবীর বলবে এবং মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করবে। তারপর ইচ্ছামত কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলবে এবং রুকূ'তে যাবে এবং তার গ্রন্থিসমূহ প্রশান্তি লাভ করবে। এরপর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবে এবং সিজদায় যাবে। শরীরের

সন্ধিস্থলসমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত সিজদায় থাকবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবে এবং মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। তারপর আবার আল্লাহু আকবার বলবে এবং সিজদায় যাবে। শরীরের সন্ধিস্থলসমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত সিজদায় থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। এসব কিছু করলে তবেই তার নামায পূর্ণাংগ হবে।

٨٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا اَذِنَ لَهُ فِيْهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِىَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِىَ قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدِهِ وَيُقِيْمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلٰوةَ هٰكَذَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتّٰى فَرَغَ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يَفْعَلَ ذٰلِكَ.

৮৫৮। আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ তার পিতার মাধ্যমে তার চাচা রিফা'আ ইবনে রাফে' থেকে (উপরে) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহান আল্লাহ যেভাবে পূর্ণাংগরূপে উযু করতে আদেশ করেছেন সেভাবে উযু না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো নামায পূর্ণাংগ হয় না। তাই সে কনুইসহ দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করবে, মাথা মাসেহ করবে এবং গোছাসহ দুই পা ধৌত করবে। তারপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করবে। অতঃপর যেখান থেকে সহজ হয় সেখান থেকে আল্লাহর নির্দেশমত কুরআন পাঠ করবে... হাম্মাদের বর্ণনার অনুরূপ। তারপর তাকবীর বলে মুখমণ্ডল মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে। হাম্মাম বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো তিনি বলেছেন, তার কপাল মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে এবং শরীরের সন্ধিস্থলসমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত (সিজদায়) থাকবে। তারপর তাকবীর বলবে (এবং সিজদা থেকে উঠে) পাছার উপর ভর দিয়ে মেরুদণ্ড (পিঠ) সোজা করে বসবে। এভাবে তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) চার রাক'আত নামায শেষ করার বর্ণনা দিলেন। এভাবে না পড়লে তোমাদের কারও নামায পূর্ণাংগ হবে না।

٨٥٩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ اِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ وَاِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَقَالَ اِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى.

৮৫৯। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ (র) তার পিতার মাধ্যমে রিফা'আ ইবনে রাফে' (রা) থেকে এই (উপরে বর্ণিত) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এতে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বললেন, নামাযে তুমি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলো এবং উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং কুরআন মজীদ থেকে আর যা কিছু আল্লাহর মর্জি হয় পড়ো। তারপর যখন রুকূ'তে যাবে তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখো এবং পিঠ সোজা করে রাখো। তিনি আরো বলেছেন : সিজদা করার সময় কিছুক্ষণ (সিজদারত অবস্থায়) অপেক্ষা করবে। আর সিজদা থেকে উঠার পর বাঁ উরুর উপর বসবে।

٨٦٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ اِذَا اَنْتَ قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَكَبِّرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَقَالَ فِيْهِ فَاِذَا جَلَسْتَ فِىْ وَسَطِ الصَّلٰوةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ اِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِكَ.

৮৬০। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ ইবনে রাফে' তার পিতা খাল্লাদ ইবনে রাফে'র নিকট থেকে তার চাচা রিফা'আ ইবনে রাফে' (রা)-র মাধ্যমে নবী (সা)-এর নিকট থেকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন, তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। তারপর কুরআনের যে স্থান থেকে তোমার জন্য পড়া সহজ হয় সেখান থেকে কিছু অংশ পড়বে। তিনি আরো বলেছেন, নামাযের মধ্যে তুমি যখন বসবে তখন প্রশান্ত হয়ে বসবে। সেজন্য তোমার বাঁ উরু বিছিয়ে দিবে এবং তারপর তাশাহ্হুদ পড়বে। তারপর যখন আবার দাঁড়াবে তখনও এরূপ করবে এবং এভাবেই নামায শেষ করবে।

٨٦١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُّلِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَاِلاَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَقَالَ فِيْهِ وَاِنْ اِنْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا اِنْتَقَصْتَ مِنْ صَلٰوتِكَ.

৮৬১। রিফাআ' ইবনে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই ঘটনা (পূর্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা) বর্ণনা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তোমাকে যেভাবে উযু করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে উযু করো, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ো। তারপর তাকবীর বলে উঠে দাঁড়াও। তোমার কুরআন মজীদ মুখস্থ থাকলে তাই পড়ো, অন্যথায় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করো, তাকবীর পড়ো এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। তিনি আরো বলেছেন, তুমি যদি এর থেকে কিছু কম করো তাহলে তোমার নামায ত্রুটিপূর্ণ করলে।

টীকা ঃ উপরের হাদীসটি থেকে জানা যায়, কারো সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা জানা না থাকলে সে শুধুমাত্র আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এরূপ অর্থ প্রকাশক কোন কলেমা দিয়ে নামায আদায় করতে পারবে (অনুবাদক)।

٨٦٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ مَحْمُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ هٰذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ.

৮৬২। 'আবদুর রহমান ইবনে শিব্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে (সিজদায়) কাকের মত ঠোকর মারতে, চতুষ্পদ জন্তুর মত বসতে এবং উটের মত মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ হাদীসটি কাকের মত ঠোকর মারার কথা বলে দ্রুত রুকূ' ও সিজদা করার কথা, চতুষ্পদ জন্তুর মত বসার কথা বলে সিজদার সময় হাতের কনুই মাটিতে স্থাপন করা এবং পেট উরুতে স্পর্শ করানোর কথা এবং মসজিদে জায়গা নির্দিষ্ট করে নেয়ার কথা বলে মসজিদে নিজের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

٨٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ اَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيَّ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فِى الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ اَصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَجَافٰى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ جَافٰى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا ثُمَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هٰذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلّٰى صَلٰوتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ.

৮৬৩। সালেম আল্-বাররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মাসউদ 'উকবা ইবনে 'আমর আল-আনসারী (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে বলুন (তিনি কিভাবে নামায পড়তেন)। তখন তিনি আমাদের সামনে মসজিদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বলে নামায শুরু করলেন। রুকূ'তে তার দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখলেন এবং আঙুলগুলো তার নীচে রাখলেন, আর দুই কনুই (শরীর থেকে) ফাঁকা রাখলেন। এভাবে সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল। এরপর তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং এভাবে শরীরের সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল, তারপর তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন এবং দুই হাতের তালু মাটিতে স্থাপন করলেন, তবে কনুই দু'টি শরীর থেকে আলাদা রাখলেন। এভাবে সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল, অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসলেন, এমনকি সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল। তিনি আবারও এরূপ এক রাক'আত নামায পড়লেন। তিনি এভাবে চার রাক'আত নামায পড়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এভাবেই নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ নবী (সা)-এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণাংগ করে নামায পড়ে না, তার নফল (নামায) থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করা হয়

٨٦٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ

الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ اَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَاَتَى الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِيْ فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى اَلاَ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللّٰهُ قَالَ يُوْنُسُ وَاَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمُ الصَّلٰوةُ قَالَ يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ وَهُوَ اَعْلَمُ اُنْظُرُوْا فِيْ صَلاَةِ عَبْدِيْ اَتَمَّهَا اَمْ نَقَصَهَا فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ اَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى ذٰلِكَ.

৮৬৪। আনাস ইবনে হাকীম আদ-দাব্বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (আনাস ইবনে হাকীম) যিয়াদ অথবা উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ভয়ে ভীত হয়ে মদীনায় আসলেন এবং আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমার নসবনামা জানতে চাইলেন। আমি তার নিকট তা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, হে যুবক! আমি কি তোমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাবো না। আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। রাবী ইউনুস বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আবু হুরায়রা) নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন। নবী (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের যে আমলটির হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে তা হলো নামায। নবী (সা) বলেন, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর যদিও সবকিছু পরিজ্ঞাত তবুও তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার নামায দেখো– তা পূর্ণাংগ না ত্রুটিপূর্ণ। অতঃপর যদি তা পূর্ণাংগ হয় তাহলে পূর্ণাংগই লেখা হবে। আর যদি তা অপূর্ণাংগ হয় তাহলে মহান আল্লাহ বলবেন, দেখো, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? নফল নামায থাকলে বলবেন, আমার বান্দার ফরয নামাযের ঘাটতি তার নফল নামায থেকে পূর্ণ করো। অতঃপর সব আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে।

টীকা ঃ যাকাত অপূর্ণ হলে নফল সাদাকা ও দান থেকে, রোযা অপূর্ণ হলে নফল রোযা থেকে এবং হজ্জ অপূর্ণ থাকলে নফল হজ্জ থেকে তা পূরণ করা হবে (অনুবাদক)।

٨٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سَلِيْطٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

৮৬৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে (উপরে বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٦٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسْبِ ذٰلِكَ.

৮৬৬। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর নবী (সা) বলেছেন, যাকাতের হিসাব-নিকাশ ঐভাবেই গ্রহণ করা হবে এবং অন্যান্য আমলগুলোর হিসাব-নিকাশও একইভাবে গ্রহণ করা হবে।

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫১ ঃ রুকূ' ও সিজদা বিষয়ক হাদীস এবং হাঁটুর ওপর দুই হাত রাখা

٨٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاسْمُهُ وَقْدَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هٰذَا فَاِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ اَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

৮৬৭। মুস'আব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকালে আমার হাত দুইখানা দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলে তিনি আমাকে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। আমি আবারও তাই করলে তিনি বললেন, এরূপ করবে না। কেননা আগে আমরা এরূপ করতাম। পরে আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমরা হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَاِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে তোমাদের কেউ যখন রুকূ' করবে তখন দুই বাহু উরুর সাথে লেপ্‌টে রাখবে এবং দুই হাত একসাথে মিলিত রাখবে। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের আঙুলগুলো ছড়ানো দেখতে পাচ্ছি।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওইভাবেই আমল করার বিধান ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে এ হুকুম মানসূখ হয়ে গিয়েছে এবং হাঁটুর ওপর হাত রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) প্রাথমিক যুগের বিধানটি সম্পর্কেই মাত্র অবহিত ছিলেন। পরবর্তী হুকুমটি তাঁর জানা ছিল না (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ রুকূ' ও সিজদায় গিয়ে যা পড়তে হবে

٨٦٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى اِبْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ.

৮৬৯। 'উকবা ইবনে 'আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াত "ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল আযীম" (তোমার মহান প্রভুর নামের তাসবীহ পাঠ করো) নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা এটি নামাযের রুকূ'তে পাঠ করো। অতঃপর আয়াত "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" (তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর নামের তাস্‌বীহ পড়ো) নাযিল হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা নামাযের সিজদায় এ কথাটি বলো।

٨٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى اَوْ مُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا وَاِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ اَنْ لاَ تَكُوْنَ مَحْفُوْظَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِنْفَرَدَ اَهْلُ مِصْرَ بِاِسْنَادِ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ وَحَدِيْثِ اَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ.

৮৭০। 'উকবা ইবনে 'আমের (রা) থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকূ'তে যেতেন তখন তিনবার বলতেন ঃ সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম ওয়া বিহামদিহি। আবার তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তিনবার বলতেন ঃ সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহি।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের রুকূ'তে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" পড়তে হবে (অনু.)।

٨٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ اَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ اِذَا مَرَرْتُ بِاٰيَةِ تَخَوُّفٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَمَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلاَ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

৮৭১। শো'বা (র) বলেন, আমি সুলায়মান (র)-কে বললাম, আমি নামাযে ভীতিকর আয়াত পাঠ করলে কি তখন দু'আ করতে পারি? তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সা'দ ইবনে উবায়দা-মুসতাওরিদ-সিলা ইবনে যুফার-হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়েছেন। নামাযের রুকূ'তে নবী (সা) বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম" এবং সিজদায় বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা"। আর কিরাআতের মধ্যে যখনই কোন রহমতের আয়াত আসতো তখনই তিনি থামতেন এবং তা (রহমত) প্রার্থনা করতেন। আর যখনই কোন আযাবের আয়াত আসতো তখনই তিনি থেমে তা (আযাব) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ وَرُكُوْعِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

৮৭২। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযের রুকূ' ও সিজদা উভয়টাতেই বলতেন ঃ "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ্" (তিনি প্রশংসিত, পবিত্র এবং ফেরেশতা ও রূহের প্রভু)।

٨٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

الْاَشْجَعِيُّ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِىْ سُجُوْدِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِاٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُوْرَةً سُوْرَةً.

৮৭৩। 'আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা বাকারা পাঠ করলেন। যখনই তিনি কোন রহমতের আয়াত পাঠ করতেন তখনই সেখানে থেমে (আল্লাহ কাছে) তা প্রার্থনা করতেন। আবার যখনই কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন তখনই সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাইতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় ধরে রুকূ' করলেন। রুকূ'তে তিনি পড়লেন ঃ "সুবহানা যিল্‌জাবারূতি ওয়াল-মালাকূতি ওয়াল-কিবরিয়ায়ি ওয়াল-'আযমাতি" (শক্তি, বিশাল সাম্রাজ্য, গর্ব ও মহত্বের অধিকারীর জন্য সব পবিত্রতা)। তারপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় ধরে সিজদা করলেন। তিনি সিজদায়ও ঐ কথাগুলো বললেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয় রাক্'আতে) সূরা আল ইমরান পড়লেন এবং (পরবর্তী প্রতি রাক্'আতে) একটি করে সূরা পড়লেন।

٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ مَوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ اِسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَسْجُدُ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ

يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الْاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ.

৮৭৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাতের নামায পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে তার সাথে বললেন ঃ "যুল-মালাকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আযমাতি" (আল্লাহ মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, শক্তির অধিকারী, গর্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী)। এরপর তিনি কিরাআত পড়তে শুরু করলেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করলেন। তারপর কিয়ামের সমপরিমাণ সময় ধরে রুকূ' করলেন। তিনি রুকূ'তে বললেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। এরপর তিনি রুকূ' থেকে মাথা উঠালেন এবং যতক্ষণ রুকূ'তে ছিলেন ততক্ষণ সময় কিয়াম করলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "লিরব্বিয়াল হাম্‌দ" (সব প্রশংসা আমার প্রভুর জন্য নির্দিষ্ট)। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন, যতক্ষণ কিয়াম করেছিলেন ততক্ষণ সিজদায় থাকলেন। সিজদায় তিনি বলছিলেন, "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" (আমার সর্বোন্নত প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। আর তিনি সিজদায় যতক্ষণ দেরী করলেন দুই সিজদার মাঝেও ততক্ষণ দেরী করলেন। অতঃপর বললেন ঃ "রব্বিগ্‌ফির লী, রাব্বিগ্‌ফির লী।" এভাবে তিনি মোট চার রাক'আত নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা এবং মাইদা কিংবা (বর্ণনাকারী শু'বার সন্দেহ) আন'আম পড়লেন।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ রুকূ' ও সিজদায় দু'আ করা

٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

৮৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সিজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায় (সিজদারত অবস্থায়) তোমরা বেশী করে দু'আ করো।

٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ وَاِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيْهِ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ.

৮৭৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রুগ্ন অবস্থায় হযরত 'আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করাকালে একদিন নামাযের সময় নবী (সা) পর্দা সরিয়ে দিলেন। তখন লোকজন নামায পড়ার জন্য আবু বাক্‌র (রা)-র পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ হে লোকসকল! নবুওয়াতের সুখবরের মধ্যে একমাত্র নেক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এই নেক স্বপ্ন মুসলমান দেখবে বা তার জন্য দেখানো হবে। আর আমাকে নামাযে রুকূ' কিংবা সিজদারত অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকূ'তে তোমরা প্রভুর মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সিজদারত অবস্থায় বেশী করে দু'আ করতে চেষ্টিত হবে। আশা করা যায় তা কবুল হবে।

টীকা ঃ বান্দা আল্লাহ তা'আলার যত রকমের ইবাদত করে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদাবনত হওয়া সর্বাপেক্ষা উত্তম। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে সিজদা করে তখন সে তার বেশী নিকটবর্তী ও বেশী প্রিয়পাত্র হয়। তাই এ সময় দু'আ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তবে এ দু'আ অবশ্যই নফল নামাযে হতে হবে। কারণ ফরয নামাযের সিজদায় কি করতে হবে এবং বলতে হবে তা নবী (সা) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (অনু.)।

٨٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

৮৭৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের রুকূ' ও সিজদাতে বেশীর ভাগ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী' (হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, তুমি পবিত্র, সব প্রশংসা তোমার। হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দাও) বলতেন। তিনি এভাবেই কুরআনের নির্দেশের ব্যাখ্যা করতেন।

টীকা ঃ কুরআন মজীদের সূরা আন-নাসরের আয়াত "ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরহু"-এর ব্যাখ্যা তিনি এই আমলের দ্বারা করতেন (অনু.)।

٨٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ زَادَ ابْنُ السَّرْحِ عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

৮৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযের সিজদায় (গিয়ে) বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী যাম্‌বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়াজুল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" (হে আল্লাহ, তুমি আমার ছোট-বড়, আগের ও পরের সব গুনাহ মা'ফ করে দাও)। ইবনুস সারহ অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন, 'আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু (হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহও মাফ করে দাও)।

٨٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

৮৭৯। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (বিছানায়) নিরুদ্দেশ পেলাম। মসজিদে তালাশ করে দেখলাম, তিনি সিজদারত আছেন। তাঁর পা দু'টি খাড়া অবস্থায়। তিনি দু'আ করছেন : আ'উযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ও আ'উযু বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লা উহ্‌সী ছানাআন 'আলাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফ্‌সিকা (আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার আযাব থেকে তোমার ক্ষমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে অক্ষম। তুমি নিজের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছো তুমি তদ্রূপই)।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ নামাযের মধ্যে দু'আ করা

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِىْ صَلاَتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ.

৮৮০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন আযাবিল কাব্‌রি ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জালি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্‌য়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল মাছামি ওয়াল মাগরামি" (হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে গুনাহর কাজ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই)। এক ব্যক্তি বললো, আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে বেশী বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? নবী (সা) বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় তখন সে কথা বলতে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

٨٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةٍ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ.

৮৮১। 'আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়েছি। আমি শুনেছি তিনি এই দু'আ করছিলেন ঃ আ'উযু বিল্লাহি মিনান্নারি ওয়া ওয়াইলুল্ লিআহলিন্নার" (আমি দোযখ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দোযখবাসীদের জন্য ধ্বংস ও সর্বনাশ)।

٨٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقُمْنَا مَعَهُ

فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। নামাযের মধ্যে এক বেদুঈন বললো, 'আল্লাহুম্মারহামনী ওয়া মুহাম্মাদান ওয়ালা তারহাম মা'আনা আহাদান' (হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদকে রহম করো, আমাদের সাথে আর কাউকে রহম করো না)। সালাম ফিরানোর পর তিনি বেদুঈনকে বললেন ঃ তুমি বিশাল একটি জিনিসকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো। একথা দ্বারা তিনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতকে বুঝিয়েছেন।

٨٨٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى. قَالَ اَبُو دَاوُدَ خُوْلِفَ وَكِيْعٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ اَبُوْ وَكِيْعٍ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا.

৮৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখনই 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' পড়তেন তখন মুখে বলতেন : সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। আবু দাউদ (র) বলেন, অপর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি মওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّىْ فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ اِذَا قَرَأَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلٰى فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ يُعْجِبُنِىْ فِى الْفَرِيْضَةِ اَنْ يَّدْعُوَ بِمَا فِى الْقُرْاٰنِ.

৮৮৪। মূসা ইবনে আবু 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহাবী) তার বাড়ীর ছাদে নামায পড়তেন। তিনি যখন (সূরা কিয়ামা'র) আয়াত "আলাইছা যালিকা বিকাদিরিন 'আলা আইঁ ইউহইয়াল মাওতা" (তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে

সক্ষম নন?) পড়তেন তখন বলতেন, "সুবহানাকা বালা (তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে বলছি, হাঁ, সক্ষম)। লোকজন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, ফরয নামাযের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত দু'আ পড়া আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়।

بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ রুকূ' ও সিজদার পরিমাণ

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا.

৮৫৫। আস-সা'দী (র) থেকে তার পিতা অথবা তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকূ'তে ও সিজদায় গিয়ে তিনবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলার মত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْاَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللّٰهِ.

৮৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রুকূ'তে যাবে তখন সে যেন তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলে। এটাই সর্বনিম্ন সংখ্যা। আর সে যখন সিজদায় যাবে তখন যেন তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলে। এটাই সর্বনিম্ন সংখ্যা। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আওন (র) আবদুল্লাহ (রা)-র সাক্ষাৎ পাননি।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اٰخِرِهَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. وَمَنْ قَرَأَ لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى فَلْيَقُلْ بَلٰى وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلٰتِ فَبَلَغَ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ. قَالَ اِسْمَاعِيْلُ ذَهَبْتُ اُعِيْدُ عَلَى الرَّجُلِ الْاَعْرَبِيِّ وَاَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَتَظُنُّ اَنِّيْ لَمْ اَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّيْنَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ اِلاَّ وَاَنَا اَعْرِفُ الْبَعِيْرَ الَّذِيْ حَجَجْتُ عَلَيْهِ.

৮৮৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সূরা "ওয়াত্তীনি ওয়ায্-যাইতুন" পড়তে শুরু করে এবং শেষ আয়াত "আলাইসাল্লাহু বিআহকামিল হাকিমীন" (আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?) পড়ে তাহলে বলবে, "বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ্ শাহিদীন" (নিশ্চয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। আর এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্যদাতাদের একজন)। আর যে ব্যক্তি সূরা 'লা 'উক্সিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ' পাঠ করবে এবং শেষ আয়াত "আলাইসা যালিকা বিকাদিরিন 'আলা আঁই ইউহ্ইয়াল মাওতা' পড়বে, সে বলবে, "বালা"। আর যে ব্যক্তি সূরা "ওয়াল মুরসালাতি" পাঠ করবে এবং শেষ আয়াত "ফাবিআইয়ে হাদীসিম্ বা'দাহু ইউমিনূন" (এরপর তোমরা কোন কথার ওপর ঈমান আনবে?) পড়বে, সে বলবে, "আমান্না বিল্লাহি" (আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি)।

বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া বলেন, (আমি হাদীসটি একজন বেদুঈনের নিকট শুনেছিলাম, সুতরাং হাদীসটি তার ঠিকমত স্মরণ আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য) আমি আবার তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কি মনে করেছে যে, আমি হাদীসটি ঠিকমত স্মরণ রাখতে পারি নাই। (জেনে রাখো) আমি ষাটবার হজ্জ করেছি এবং যেসব উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আমি এসব হজ্জ করেছি তার কোনটিতে আরোহণ (করে কোন হজ্জ করেছি) তাও আমার স্মরণ আছে।

٨٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

قَالَ فَحَزَرْنَا فِيْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِيْ سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَأْنُوْسٌ اَوْ مَأْبُوْسٌ؟ قَالَ اَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُوْلُ مَأْبُوْسٌ وَاَمَّا حِفْظِيْ فَمَأْنُوْسٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ. قَالَ اَحْمَدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

৮৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে এ যুবক অর্থাৎ 'উমার ইবনে 'আবদুল আযীয (র) ছাড়া আর এমন কারো পিছনে নামায পড়ি নাই যার নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। আনাস (রা) বলেন, আমি তার রুকূ'তে দশবার এবং সিজদাতেও দশবার তাসবীহ পড়ার মত সময় অনুমান করেছি।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْاِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ ইমামের সিজদারত অবস্থায় কেউ নামাযে শরীক হলে সে কি করবে?

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যদি এমন সময় নামাযের জামায়াতে এসে হাজির হও যে আমরা সিজদারত আছি, তাহলে তোমরাও সিজদা করবে। তবে ঐ সিজদাকে হিসাব করবে না। আর যে ব্যক্তি পুরো রাক্'আত অর্থাৎ রুকূ'সহ পেলো সে পুরো নামায পেলো।

بَابُ اَعْضَاءِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ যেসব অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সিজদা করবে

٨٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ قَالَ حَمَّادٌ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَّلاَ ثَوْبًا.

৮৯০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি অথবা তোমাদের নবী (সা)-কে সাতটি অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে। আর সিজদারত অবস্থায় চুল কিংবা কাপড় মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

৮৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ وَرُبَمَا قَالَ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَرَابٍ.

৮৯১। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে, অপর বর্ণনায় তোমাদের নবীকে সাতটি অংগ দ্বারা সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে।

৮৯২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اَرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

৮৯২। আল-'আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অংগ-প্রত্যংগ সিজদা করে ঃ তার মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা।

৮৯৩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ وَاِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

৮৯৩। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ মুখমণ্ডল যেমন সিজদা করে দুই হাতও তেমন সিজদা করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সিজদার সময় মুখমণ্ডল মাটিতে রাখবে তখন দুই হাতও রাখবে। আর সে যখন মুখমণ্ডল মাটি থেকে উঠাবে তখন হাত দুখানাও উঠাবে।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ নাক ও কপাল দ্বারা সিজদা করা

٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَعَلٰى اَرْنَبَتِهِ اَثَرُ طِيْنٍ مِّنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ.

৮৯৪। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নামায পড়ানোর পর তাঁর কপালে ও নাকের ডগায় মাটির চিহ্ন দেখা গিয়েছে।

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ نَحْوَهُ.

৮৯৫। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি (উপরে বর্ণিত) মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) 'আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে মা'মার থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

بَابُ صِفَةِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ সিজদা করার নিয়ম

٨٩٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ.

৮৯৬। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) আমাদেরকে সিজদা করে দেখালেন। তিনি তার দুই হাত মাটিতে রাখলেন, দুই হাঁটুর ওপর ভর দিলেন এবং নিতম্ব উঁচু করে সিজদা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবেই সিজদা করতেন।

٨٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَفْتَرِشْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

৮৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা নামাযের সিজদায় ভারসাম্য রক্ষা করো। তোমাদের কেউ যেনো কুকুরের মত দুই হাত মাটিতে ছড়িয়ে না দেয়।

টীকা ঃ সিজদার সময় পেট সমান্তরালভাবে থাকবে, দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখতে হবে, কনুই পেট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং পেটও উরু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। এটা সিজদার সর্বোত্তম নিয়ম (অনু.)।

٨٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بُهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ.

৮৯৮। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত (বগল থেকে) এতখানি বিচ্ছিন্ন রাখতেন যে, বকরীর বাচ্চা বগলের নীচ দিয়ে যেতে চাইলে যেতে পারতো।

٨٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ الَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৮৯৯। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা)-এর নামাযরত অবস্থায় আমি তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁর কাছে আসলাম। আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি। তিনি পেট উরু থেকে উঁচু করে হাত দু'খানা বগল থেকে ফাঁক করে রেখেছিলেন।

٩٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا اَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتّٰى نَاوِىَ لَهُ.

৯০০। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী আহমার ইবনে জায' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে দুই বাহু আলাদা করে রাখতেন। এ অবস্থা দেখে আমাদের অন্তরে তার জন্য অনুকম্পা সৃষ্টি হতো।

٩٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ.

৯০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার হাত দু'খানা কুকুরের মত (মেঝেতে) বিছিয়ে না দেয় এবং দুই উরু যেন মিলিতভাবে রাখে।

টীকা ঃ কুকুরের মত দু'হাত বিছিয়ে দেয়ার অর্থ হলো, কুকুর যেমন মাটিতে শোয়ার সময় সামনের দুই পা মাটিতে বিছিয়ে দেয় সেরূপ না করা (অনু.)।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ لِلضَّرُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ প্রয়োজন বশত দুই হাত (মেঝেতে) বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে

٩٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اشْتَكٰى اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ اِذَا انْفَرَجُوْا فَقَالَ اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ.

৯০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সাহাবীগণ নবী (সা)-এর কাছে এই মর্মে তাদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করলেন যে, যখন তারা হাত বগল থেকে এবং পেট উরু থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিজদা করেন তখন তাদের খুব কষ্ট হয়। নবী (সা) বললেন ঃ তোমরা হাঁটুর সাহায্য লও অর্থাৎ হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিজদা করো।

بَابُ التَّخَصُّرِ وَالْاِقْعَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ কোমরে হাত রাখা এবং পায়ের পাতা খাড়া রেখে, হস্তদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে বসা

٩٠٣- حَدَّثَنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلٰى خَاصِرَتَىَّ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ.

৯০৩। যিয়াদ ইবনে সুবাইহ্ আল-হানাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি আমার দুই পার্শ্বদেশের ওপর দুই হাতের ভর রাখলাম। নামাযশেষে তিনি বললেন, এটা হলো নামাযের মধ্যকার শূলী। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতে নিষেধ করতেন।

টীকা ঃ কাউকে শূলীবিদ্ধ করে মারা হলে তার হাত দু'খানা তখন এভাবে রাখা হতো (অনু.)।

بَابُ الْبُكَاءِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ নামাযরত অবস্থায় কান্নাকাটি করা

٩٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯০৪। মুতার্‌রিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। কান্নার কারণে তাঁর বুকের মধ্য থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতো।

টীকা : উপরে বর্ণিত হাদীস এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদলে নামায নষ্ট হয় না (অনু.)।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيْثِ النَّفْسِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ নামাযের মধ্যে ওয়াসওয়াসা ও মনে নানা রকম ধারণা সৃষ্টি হওয়া অবাঞ্ছনীয়

٩٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৯০৫। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নির্ভুলভাবে দুই রাক'আত নামায পড়লে তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

٩٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

৯০৬। 'উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে একাগ্রচিত্তে দুই রাক'আত নামায পড়লে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত অবধারিত করে দেন।

بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামকে সূরা বা আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া

٩٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِىِّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَسَدِىِّ الْمَالِكِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْيٰى وَرُبَمَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ اٰيَةً كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ ذَكَّرْتَنِيْهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ كُنْتُ اَرَاهَا نُسِخَتْ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ الْاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَسَدِىُّ الْمَالِكِىُّ.

৯০৭। আল-মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ আল-মালেকী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি কিরাআত পড়তে গিয়ে তাঁর কিছু আয়াত বাদ পড়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুক আয়াত পড়েননি– পরিত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন? সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, আমি মনে করেছিলাম আয়াতটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

٩٠٧ (١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلٰوةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَىٍّ اَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ.

৯০৭ (১)। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) কোন এক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। তিনি তাতে কিরাআত পাঠকালে তা আটকে যায়। নামাযশেষে তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়েছো? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমাকে আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনবোধে ইমামকে আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। বৈরূত সংস্করণে এ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে একত্রে দেয়া হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّلْقِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ ইমামকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

٩٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ اِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ اِلاَّ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ لَيْسَ هٰذَا مِنْهَا.

৯০৮। 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আলী! তুমি নামাযে ইমামকে লোকমা (কোন কিছু বলে) দিও না। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু ইসহাক (র) আল-হারিসের নিকট মাত্র চারটি হাদীস শুনেছেন। এ হাদীসটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীসের বিষয়বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে আদৌ কোন বৈপরীত্য নাই। প্রথম হাদীসটিতে লোকমা দেয়ার প্রতি যে তাকীদ আছে তা প্রয়োজন বোধেই দিতে হবে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে যে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ হয়েছে তা বিনা প্রয়োজনে লোকমা দেয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য (অনু.)।

بَابُ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِىْ مَجْلِسِ سَعِيْدِ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

৯০৯। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় বান্দা যতক্ষণ এদিক-সেদিক না তাকায় ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার সামনে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বান্দা যখনই এদিক-সেদিক তাকায় তখন মহান আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

٩١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

৯১০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় মানুষের এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের ছোবল যা সে বান্দার নামায থেকে ছোবল মেরে নিয়ে যায়।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা

٩١١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤِىَ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَرْنَبَتِهِ اَثَرُ طِيْنٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ . قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَقْرَأْهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِى الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.

৯১১। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নামায পড়ানোর পর তার কপালে ও নাকের ডগায় মাটির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। আবু আলী (র) বলেন, আবু দাউদ (র) তার (পাণ্ডুলিপি সংকলন) চতুর্থবার পড়ার সময় উক্ত হাদীস পড়েননি।

টীকা ঃ আবু আলীর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনে আমর আল-লু'লু' আল-বাসরী। তিনি সরাসরি আবু দাউদ (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, আবু দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর সংকলন থেকে বাদ দিয়েছেন (সম্পা.)।

بَابُ النَّظْرِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা

٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى فِيْهِ نَاسًا يُصَلُّوْنَ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ مُسَدَّدٌ فِى الصَّلاَةِ اَوْ لاَ تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبْصَارُهُمْ.

৯১২। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, কিছু সংখ্যক লোক নামাযে আসমানের দিকে হাত উত্তোলনরত অবস্থায় দু'আ করছে। তিনি বললেন ঃ যেসব লোক নামাযরত অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা যেন এরূপ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি তাদের নিকট ফিরে আসবে না।

٩١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ.

৯১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এসব লোকের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এ ব্যাপারে তাঁর ভাষা কঠোর হলো। তিনি বললেন ঃ এ থেকে তাদেরকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

٩١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّتِهِ.

৯১৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একখানা নকশিদার চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ এর নকশা আমাকে নামায থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছে। চাদরখানা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার সাদামাটা চাদরটি নিয়ে আসো।

٩١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَاَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لِاَبِىْ جَهْمٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْخَمِيْصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِّنَ الْكُرْدِىِّ .

৯১৫। 'আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীসটিতে আরো আছে, তিনি বলেন, তিনি আবু জাহমের নিকট থেকে তার কুর্দী চাদরটি নিলেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কারুকার্য খচিত চাদরখানি কুর্দী চাদরটির চেয়ে উত্তম ছিলো।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকানোর অনুমতি প্রসঙ্গে

٩١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى السَّلُوْلِىُّ هُوَ اَبُوْ كَبْشَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ نُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِىْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اَرْسَلَ فَارِسًا اِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

৯১৬। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফজরের নামাযের ইকামাত দেয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে আরম্ভ করলেন। নামাযরত অবস্থায় তিনি গিরিপথের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। (এর ব্যাখ্যা প্রসংগে) ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, গিরিপথ পাহারা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা একজন অশ্বারোহী সৈনিককে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি সেদিকে তাকাচ্ছিলেন।

بَابُ الْعَمَلِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭০ ঃ নামাযের মধ্যে কি ধরনের কাজ করা জায়েয

٩١٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৯১৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে কাঁধে উঠিয়ে নামায পড়তেন, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবার তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন।

٩١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَوٰتَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بِهَا.

৯১৮। আবু কাতাদা (রা) বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যা যয়নার বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মেয়ে উমামা বিনতে আবুল আস ইবনুর রাবী'কে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন। সে ছিল শিশু কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কাঁধে নিয়েই নামায পড়লেন। তিনি যখন রুকূ করছিলেন তখন তাকে নামিয়ে রাখছিলেন, আবার যখন রুকূ থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন তখন পুনরায় তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছিলেন। এভাবেই তিনি নামায শেষ করলেন।

٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ مَا نَسِيتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا.

৯১৯। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি তিনি উমামা বিনতে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে নামাযে (লোকদের) ইমামতি করেছেন।

এমতাবস্থায় তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, মাখরামা তার পিতার নিকট একটি মাত্র হাদীস শুনেছেন।

٩٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلاَلٌ لِلصَّلٰوةِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلٰى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِىَ فِىْ مَكَانِهَا الَّذِىْ هِىَ فِيْهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهِ ثُمَّ قَامَ اَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِىْ مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯২০। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যোহর অথবা আসরের নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য ডেকে এসেছেন। ইতিমধ্যে তিনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তখন তাঁর নাতনী (কন্যার কন্যা) উমামা বিনতে আবুল 'আস তাঁর কাঁধের উপর ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) জায়নামাযে গিয়ে তাঁর স্থানে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর পিছনে (কাতার বেঁধে) দাঁড়ালাম। কিন্তু সে (উমামা) তখনও পূর্বের জায়গায় (কাঁধের ওপর) বসা ছিল। আবু কাতাদা বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের জন্য তাকবীর (তাহরীমা) বললেন এবং আমরাও তাকবীর বলে নামায শুরু করলাম। আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ'তে যেতে ইচ্ছা করলে তাকে (কাঁধ থেকে) নামিয়ে রেখে রুকূ'তে গেলেন এবং সিজদা করলেন। তিনি সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালে আবার তাকে টেনে নিলেন এবং পূর্বের জায়গায় (কাঁধের উপর) রাখলেন। প্রতি রাক'আতেই তিনি এরূপ করলেন এবং এভাবে নামায শেষ করলেন।

٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .

৯২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায়ও তোমরা দু'টি কালো কুৎসিত জিনিসকে হত্যা করো– সাপ এবং বিছা।

টীকা ঃ কালো সাপ এবং বিছার কথা এজন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলো সর্বাপেক্ষা বেশী বিষধর। এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে থেকেও সাপ এবং বিছা মারা জায়েয। কারণ এ দু'টি সরীসৃপ মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে এর সাথে অন্য কাজ করলে নামায ভংগ হয়ে যাবে (অনু.)।

٩٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا بُرْدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ يُصَلِّىْ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَ اَحْمَدُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ.

৯২২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ছিলেন। (আহমদের বর্ণনা অনুসারে) দরজা বন্ধ ছিলো। আমি এসে দরজা খুলতে বললাম। (আহমদের বর্ণনা অনুসারে) রাসূলুল্লাহ (সা) (নামাযের স্থান থেকে) হেঁটে গিয়ে আমাকে দরজা খুলে দিলেন এবং ফিরে গিয়ে আবার জায়নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, দরজাটা কিবলার দিকে ছিলো।

টীকা ঃ এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনবোধে সামান্য একটু হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়া, লাঠি দিয়ে সাপ মারা, বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়া ইত্যাদি নামাযরত অবস্থায় জায়েয। এতে নামায নষ্ট হয় না (অনু.)।

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৭১ ঃ নামাযের মধ্যে সালামের জওয়াব দেয়া

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغْلًا.

৯২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায পড়তেন আমরা তখন তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা যখন বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট থেকে ফিরে আসলাম তখন তাঁকে আগের মত (নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না, বরং (নামাযশেষে) বললেন ঃ নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা (কাজ) আছে।

٩٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَأَخْبَرَنِي مَا قَدَمٌ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ فَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ.

৯২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও বলতাম। আমি (হাবশা থেকে) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে (ফিরে) আসলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। তাতে আমার মধ্যে নতুন ও পুরানো অনেক চিন্তার উদ্ভব হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযশেষে বললেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন চান নতুন নির্দেশ দান করেন। মহান আল্লাহ নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলবে না। অতঃপর তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন।

٩٢٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ.

৯২৫। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তিনি নামায পড়ছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি

ইশারায় জওয়াব দিলেন। বর্ণনাকারী নাবিল (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার এ হাদীস বর্ণনাকালে আঙুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন।

٩٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِيْ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَى بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِيْ بِيَدِهِ هٰكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِيْ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُوْمِيْ بِرَأْسِهِ. قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِيْ أَرْسَلْتُكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ.

৯২৬। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সা) আমাকে বনী মুসতালিক গোত্রের কাছে পাঠালেন। আমি যখন ফিরে এলাম তখন তিনি উটের পিঠে বসে নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সম্বোধন করে কথা বললাম। তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে আমাকে জওয়াব দিলেন। আমি আবার কথা বললাম, তিনি (আবারও) হাত দ্বারা ইশারা করে জওয়াব দিলেন। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তিনি কুরআনের আয়াত পড়ছেন এবং মাথার ইশারায় রুকূ' ও সিজদা করছেন। নামাযশেষে তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলাম তার কি করলে? আর আমি নামায পড়ছিলাম, তাই তোমার সাথে কথা বলতে পারি নাই।

٩٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْخُرَسَانِيُّ الدَّامَغَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءٍ يُصَلِّيْ فِيْهِ. قَالَ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ. قَالَ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ قَالَ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ.

৯২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কুবা মসজিদে নামায পড়তে গেলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বলেছেন, তখন আনসারগণ এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার) বললেন, আমি বিলালকে বললাম, তারা তাঁকে সালাম দিলে তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাদের সালামের

জওয়াব কিভাবে দিতে দেখেছো? কারণ তিনি তো তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তার হাত প্রসারিত করে বললেন, এইভাবে (তিনি জবাব দিচ্ছিলেন)। বর্ণনাকারী জা'ফর ইবনে 'আওনও তা দেখাতে গিয়ে তাঁর হাতের তালু নীচের দিকে এবং পিঠ উপরের দিকে করলেন।

٩٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ غِرَارَ فِى الصَّلاَةِ وَلاَ تَسْلِيْمٍ. قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِى فِيْمَا أُرٰى أَنْ لاَ تُسَلِّمَ وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيْهَا شَاكٌّ.

৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামায এবং সালামে লোকসান নাই। ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আমার মতে এর অর্থ হলো, তুমি কাউকে সালাম দিলে না এবং কেউ তোমাকেও সালাম দিলো না। আর কোন ব্যক্তির নামাযের লোকসান হলো, সন্দিগ্ধ মন নিয়ে তার নামায শেষ করা (নামাযের কোন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা)।

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُرَاهُ رَفَعَهُ. قَالَ لاَ غِرَارَ فِىْ تَسْلِيْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আবু মু'আবিয়া বলেন, সুফিয়ান এ হাদীসকে মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সালামে ও নামাযে লোকসান নাই। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে মাহ্দীর ভাষ্যমতে ইবনে ফুদাইল এটিকে আবু হুরায়রা (রা)-র বক্তব্য হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন, মহানবী (সা)-এর বক্তব্য নয়।

بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি দানকারীর জবাব দেয়া

٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ. قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلٰى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُوْنِيْ. قَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِيْ أُمِّيْ مَا ضَرَبَنِيْ وَلاَ كَهَرَنِيْ وَلاَ سَبَّنِيْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ لا يَحِلُّ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هٰذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْأٰنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللّٰهُ بِالْإِسْلاَمِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ. قَالَ فَلاَ تَأْتِهِمْ. قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ. قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ. قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ. قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ قُلْتُ جَارِيَةٌ لِيْ كَانَتْ تَرْعٰى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلاَعَةً فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لٰكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذَاكَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ أَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৯৩০। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়েছি। নামাযরত অবস্থায় লোকদের একজন হাঁচি দিলে আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)। এতে সবাই আমার প্রতি রোষমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালো। আমি মনে মনে বললাম, ওহে, তোমাদের মা তোমাদের হারিয়ে ব্যথিত হোক। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ! তিনি (মু'আবিয়া) বলেছেন, তারা সবাই উরুর উপর সজোরে হাত

মেরে আওয়াজ করতে থাকলে আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চাচ্ছে। রাবী উসমানের বর্ণনায় আছে, আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চায় (তখন আমি তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে চাইলাম), এতদসত্ত্বেও চুপ করে রইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলেন– আমার পিতা-মাতা তার জন্য কোরবান হোক। তিনি আমাকে মারলেন না, রাগ কিংবা গালিও দিলেন না, বরং বললেন ঃ নামাযে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ ছাড়া মানুষের (অন্য কোন) কথা বলা জায়েয নেই। অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছিলেন তাই। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সদ্য জাহেলিয়াত বর্জনকারী একটি কওম। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করেছেন। আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা গণকের কাছে যায়। নবী (সা) বললেন ঃ তোমরা তাদের কাছে যাবে না। তিনি বলেন ঃ আমি আবার বললাম, আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয় করে থাকে। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের মনগড়া কুসংস্কার। এভাবে তাদের স্বীয় (করণীয়) কাজ থেকে যেন বিরত না থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা রেখা টেনে ভাল-মন্দ নির্ণয় করে থাকে। তিনি বললেন ঃ নবীদের মধ্যকার কোন একজন নবী রেখা বা দাগ টানতেন। সুতরাং কারো রেখা বা দাগ টানা যদি তাঁর (নবীর) মত হয় তাহলে তা ঠিক হতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি পুনরায় বললাম, আমার এক ক্রীতদাসী উহুদ ও জাওয়ানিয়ার আশেপাশে বকরী চরাচ্ছিল। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, বাঘে একটি বকরী নিয়ে গিয়েছে। আমিও তো অন্য মানুষের মতই একজন মানুষ। তাদের যেমন দুঃখ ও মনোবেদনা হয় আমারও তেমনি দুঃখ ও মনোবেদনা হয়। আমি তাকে সজোরে একটা চপেটাঘাত করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ব্যাপারটি খুব গুরুতর মনে হলো। তাই আমি বললাম, আমি কি তাকে আযাদ করে দেবো? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিয়ে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে জবাব দিলো, আসমানে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ঈমানদার।

٩٣١- حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قال إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله

الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِىْ فَرَمَانِى النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِىْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَىَّ بِأَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوْا فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قِيْلَ هٰذَا الْأَعْرَابِىُّ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ إِنَّمَا الصَّلاَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْأٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَأْنُكَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯৩১। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলাম তখন আমাকে ইসলামের কিছু বিষয় শেখানো হলো। আমাকে যেসব বিষয় শেখানো হয়েছিলো তার একটি হলো, আমাকে বলা হলো, তোমার যদি হাঁচি হয় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করবে (আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলবে)। আর যদি অন্য কেউ হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তাহলে তুমি বলবে, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। তিনি বলেন, এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আল্লাহর প্রশংসা করলো (আলহামদুলিল্লাহ বললো)। জবাবে আমি উচ্চস্বরে বললাম, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)। এতে সবাই রাগত দৃষ্টিতে তাকালো। তাতে আমিও রাগান্বিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, কি ব্যাপার! তোমরা আমাকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছো কেন? তখন তারা সুবহানাল্লাহ পড়লো। নামাযশেষে নবী (সা) বললেন ঃ নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলেছে কে? বলা হলো, এই গ্রাম্য লোকটি। তখন নবী (সা) আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণের জন্য নামায। সুতরাং নামাযরত অবস্থায় তুমি ওগুলোই করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাইতে অধিক নম্র ও স্নেহবৎসল শিক্ষক আমি আর কখনো দেখিনি।

بَابُ التَّأْمِيْنِ وَرَاءَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা

٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرٍ أَبِى الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ "أٰمِيْنَ" وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

৯৩২। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন (নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে) "ওয়ালাদদোয়াল্লীন" পড়তেন তখন তিনি সশব্দে আমীন বলতেন।

٩٣٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَن حُجْرِ بْنِ عَنْبَسَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِاٰمِيْنَ وَسَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ.

৯৩৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়েছেন। তাতে তিনি সশব্দে "আমীন" বলেছেন। আর তিনি (প্রথমে) ডানে ও (পরে) বামে এমনভাবে সালাম ফিরিয়েছেন যে, আমি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

টীকা ঃ 'আলী ইবনে সালেহ'-এর পরিবর্তে 'আল-আলা ইবনে সালেহ' হবে (তাহ্যীবুল কালাম, ৪৫৭ নং জীবনী দ্র.; তাহ্যীবুত তাহ্যীব, ৮খ, পৃ. ১৬৪)। ইমাম তিরমিযীর রিওয়ায়াতেও 'আল-আলা' বর্ণিত হয়েছে, নং ২৪৯ (সম্পাদক)।

٩٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ بِشْرِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمٍّ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَن اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَ مَنْ يَّلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ.

৯৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে যখন সূরা ফাতিহার শেষাংশ "গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়াদদোয়ালাল্লীন" পড়তেন তখন "আমীন" বলতেন। প্রথম কাতারে তাঁর কাছের লোকেরা তাঁর এই "আমীন" বলা শুনতে পেতো।

টীকা ঃ 'আমীন' শব্দের অর্থ "আমাদের দু'আ কবুল করো", অথবা "এরূপই যেন হয়"। আমীন সশব্দে বা নীরবে উভয়ভাবে বলা যায়। উভয় আমলের অনুকূলে মহানবী (সা)-এর হাদীস বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ মহানবী (সা) কখনো সশব্দে এবং কখনো অস্পষ্ট আওয়াজে আমীন বলেছেন। তাঁর এই কার্যক্রমে উভয়ভাবে 'আমীন' বলা জায়েয প্রমাণিত হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ নীরবে আমীন বলেন। মালিকী মাযহাবেরও এই মত। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও হাম্বালী মাযহাবমতে আমীন সশব্দে বলতে হবে (সম্পাদক)।

٩٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৯৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযে ইমাম যখন পড়বে "গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদদোয়ালীন" তখন তোমরা "আমীন"

বলবে। কেননা যার কথা (আমীন বলা) ফেরেশতার কথার সাথে সাথে উচ্চারিত হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

٩٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর) ইমাম যখন "আমীন" বলবে তোমরাও তখন "আমীন" বলো। কারণ যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর "আমীন" বলতেন।

٩٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهُوْيَهْ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَسْبِقْنِيْ بِاٰمِيْنَ.

৯৩৭। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার আগে "আমীন" বলবেন না।

٩٣٨- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزٍ الْحِمْصِيِّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُصَبِّحٍ الْمَقْرَائِيُّ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ إِلٰى أَبِيْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اخْتِمْهُ بِاٰمِيْنَ فَإِنَّ اٰمِيْنَ مِثْلُ الطَّابِعِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ. قَالَ أَبُوْ زُهَيْرٍ أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَالِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ فَقَالَ بِاٰمِيْنَ فَإِنَّهُ إِنْ

خَتَمَ بِآمِيْنَ فَقَدْ أَوْجَبَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِىْ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ اخْتِمْ يَا فُلاَنُ بِآمِيْنَ وَأَبْشِرْ وهٰذَا لَفْظُ مَحْمُوْدٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْمَقْرَائِىُّ قَبِيْلٌ مِّنْ حِمْيَرَ.

৯৩৮। আবু মুসাব্বিহ আল-মাকরাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা)-এর সাহাবী আবু যুহাইর আন-নুমাইরী (রা)-র কাছে গিয়ে বসতাম। তিনি সুন্দর সুন্দর হাদীস বর্ণনা করে শুনাতেন। একবার আমাদের মধ্যকার এক লোক দু'আ করতে থাকলে তিনি তাকে বললেন, তুমি 'আমীন' বলে দু'আটি শেষ করো। কেননা (দু'আশেষে) "আমীন" বলা চিঠিতে সীলমোহর করার ন্যায়। এরপর আবু যুহাইর (রা) বললেন, এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। সে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করছিল। নবী (সা) তার নিকট থেমে তার দু'আ শুনলেন এবং বললেন ঃ যদি সে শেষ করে তবে জান্নাত তার জন্য অবধারিত করে নিলো। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, কি বলে শেষ করলে জান্নাত অবধারিত হবে। নবী (সা) বললেন ঃ 'আমীন' বলে শেষ করলে। কারণ যদি সে "আমীন" বলে শেষ করে তাহলে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নেয়। নবী (সা)-কে প্রশ্নকারী লোকটি দু'আরত লোকটির কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে অমুক! তুমি আমীন বলে দু'আ শেষ করো এবং সেজন্য সুসংবাদ গ্রহণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-মাকরাঈ হলো হিম্য়ারের একটি গোত্র।

بَابُ التَّصْفِيْقِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাততালি দেয়া

٩٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

৯৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (নামাযের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে) পুরুষরা তাসবীহ পড়বে। (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলবে) আর মেয়েরা হাততালি দেবে (অর্থাৎ হাত দিয়ে শব্দ করবে)।

٩٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ

عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَأُقِيْمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِى الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَرَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى اِسْتَوٰى فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِىْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِىْ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيْحِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا فِى الْفَرِيْضَةِ.

৯৪০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বনী 'আমর ইবনে 'আওফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে গেলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মুয়াযযিন আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে বললেন, আপনি কি লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন? আমি ইকামত দিবো? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হাঁ। তিনি নামায শুরু করলেন। লোকজনের নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এসে পৌঁছলেন এবং কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সময় লোকজন হাততালি দিতে লাগলো। নামাযরত অবস্থায় আবু বাক্‌র (রা) কোনদিকেই খেয়াল করতেন না (তাই তিনি এদিকে খেয়াল করলেন না)। কিন্তু লোকজন ব্যাপকভাবে হাততালি দিতে থাকলে আবু বাক্‌র (রা) লক্ষ্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইশারা করে তার স্থানেই থাকতে (নামাযে ইমামতি করতে) বললেন। তখন আবু বাক্‌র (রা) দুই হাত উঠালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি পিছিয়ে এসে কাতারে শামিল হলেন

এবং রাসূলুল্লাহ (সা) অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। নামাযশেষে তিনি আবু বাক্‌রকে বললেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি নির্দেশ দেয়ার পরও তুমি সস্থানে থেকে নামায পড়ালে না কেন? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের নামায পড়ানো শোভা পায় না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি দেখলাম, তোমরা সবাই হাততালি দিয়েছো। নামাযে কোন ঘটনা ঘটলে "তাসবীহ" বলা উচিত। কেননা কেউ তাসবীহ পাঠ করলে সেদিকে লক্ষ্য করা হয়। আর মহিলাদের জন্যই হাততালি।

٩٤١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلَالٍ إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ. قَالَ فِىْ آخِرِهِ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِى الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ.

৯৪১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী 'আমর ইবনে 'আওফ গোত্রের লোকদের সংঘর্ষের খবর নবীর (সা) কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করার জন্য যুহর নামাযের পর সেখানে গেলেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ আমার ফিরে আসার পূর্বেই যদি আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে আবু বাক্‌রকে লোকদের নামায পড়াতে বলবে। সুতরাং আসরের নামাযের ওয়াক্ত হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং তারপর "ইকামাত" দিয়ে (নামায পড়ানোর জন্য) আবু বাক্‌রকে আদেশ করলেন। আবু বাক্‌র (রা) সামনে অগ্রসর হলেন। বর্ণনাকারী হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে কিছু ঘটলে পুরুষরা "তাসবীহ" বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

٩٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ عِيْسَى بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ قَوْلُهُ التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ تَضْرِبُ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِيْنِهَا عَلٰى كَفِّهَا الْيُسْرٰى.

৯৪২। 'ঈসা ইবনে আইয়ূব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মহিলাদের জন্য হাততালি কথার অর্থ হলো, ডান হাতের দুই আঙুল বাম হাতের তালুর উপর সজোরে মারবে।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ নামাযের মধ্যে ইশারা করা

٩٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِى الصَّلاَةِ.

৯৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযরত অবস্থায় ইশারা করতেন।

٩٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ أَبِى غَطَفَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِىْ فِى الصَّلاَةِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِىْ صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا يَعْنِى الصَّلاَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ.

৯৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (নামাযের মধ্যে ভুল-ত্রুটি কিছু ঘটলে সেক্ষেত্রে) পুরুষরা "তাসবীহ" পড়বে এবং মহিলারা হাততালি দিবে। নামাযরত অবস্থায় কেউ যদি এমনভাবে ইশারা করে যা দ্বারা নির্দিষ্ট কোন অর্থ বুঝায় তাহলে সে উক্ত নামায পুনরায় পড়বে। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীসে কিছু ভুল আছে।

টীকা-১ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইমামকে সতর্ক করার প্রয়োজন হলে পুরুষগণ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

টীকা-২ ঃ প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় ইশারা করে কিছু বলা হলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় ইশারায় কিছু বলেছেন বা বুঝিয়েছেন। হাদীসটি সহীহ হলে তার অর্থ হবে, অনর্থক বারবার ইশারা করা জায়েয নয় (সম্পাদক)।

بَابُ مَسْحِ الْحَصَا فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ নামাযের মধ্যে পাথর কণা সরানো

٩٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ شَيْخٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَا.

৯৪৫। আবু যার (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর রহমত তার সামনের দিকে থাকে। সুতরাং সে যেন এই সময় পাথরকুচি ইত্যাদি সরাতে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে।

٩٤٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَا.

৯৪৬। মু'আইকীব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তুমি সিজদা বা বসার জায়গা থেকে পাথর টুকরা সরাবে না। যদি সরাতেই হয় তাহলে শুধু একবার স্থান সমান করে নেয়ার জন্য।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ যে ব্যক্তি কোমরে হাত রেখে নামায পড়ে

٩٤٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

৯৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ হলো, নিজ কোমরে হাত রাখা।

بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَصًا

অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ যে ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে নামায পড়ে

٩٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شَيْبَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاَتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ

سَلَّمْنَا فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اِتَّخَذَ عَمُوْدًا فِىْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

৯৪৮। হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাক্কায় আসলে আমার বন্ধুদের একজন আমাকে বললেন, আপনি কি নবী (সা)-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতে আগ্রহী? আমি বললাম, এটা তো হবে আমার জন্য গনীমাতস্বরূপ। এরপর আমাদেরকে নবী (সা)-এর সাহাবী ওয়াবিসা (রা)-র কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমি আমার সংগীকে বললাম, প্রথমে আমরা তাঁর বাহ্যিক অবয়ব দেখবো। আমরা দেখতে পেলাম, তিনি মাথার সাথে লেপটে থাকা দুই কানবিশিষ্ট একটি টুপি এবং রেশম ও পশমে বোনা ধূসর রংয়ের কাপড় পরিধান করেছেন। তখন তিনি একটি লাঠি বা দণ্ডের ওপর ভর দিয়ে নামাযরত ছিলেন। আমরা সালাম দেওয়ার পরে এ বিষয়ে (লাঠি বা দণ্ডে ভর দিয়ে নামায পড়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, উম্মু কাইস বিনতে মিহ্সান (রা) আমার কাছে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স বেশী হলে এবং শরীর মাংসল হয়ে গেলে তিনি তাঁর নামাযের স্থানে একটি দণ্ড স্থাপন করে তার ওপর ভর করে নামায পড়তেন।

بَابُ النَّهِىْ عَنِ الْكَلَامِ فِى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা নিষেধ

٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ أَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

৯৪৯। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় তার পাশের লোকের সাথে কথা বলতো। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমরা আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে (নামাযে) দাঁড়াও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮)। এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে নামাযে চুপচাপ থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

بَابٌ فِى الصَّلَاةِ الْقَاعِدِ

অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ বসে নামায পড়া

٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ

هِلاَلٍ يَعْنِى ابْنَ يَسَافٍ عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَأْسِىْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ وَأَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا. قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.

৯৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের বসে (নফল) নামায পড়া অর্ধেক নামায পড়ার শামিল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি বসে নামায পড়ছেন। তাতে আমি আমার মাথায় হাত রাখলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর! তোমার কি হলো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন ঃ কারো বসে বসে নামায পড়া অর্ধেক নামাযের সমান। অথচ আপনি বসে নামায পড়ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হাঁ, তাই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই।

٩٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا.

৯৫১। 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-কে কোন ব্যক্তির বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ তার দাঁড়িয়ে নামায পড়া তার বসে পড়ার চাইতে উত্তম। আর তার বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক। আর তার শুয়ে নামায পড়া তার বসে নামায পড়ার অর্ধেক।

٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِىَ النَّاصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ.

৯৫২। 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভগন্দর রোগ ছিল। আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তাতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে নামায পড়বে।

٩٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتّٰى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيْهَا فَيَقْرَأُ حَتّٰى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ ثَلاَثِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ.

৯৫৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাতের নামাযের কিরাআত কখনও বসে পড়তে দেখি নাই। অবশেষে বয়স বেশী হয়ে গেলে তিনি রাতের নামাযে বসে বসে কিরাআত পড়তেন এবং চল্লিশ কিংবা ত্রিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতে উঠে দাঁড়াতেন এবং তা পাঠ করে সিজদায় যেতেন।

٩٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ أَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৯৫৪। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বসে নামায পড়লে কিরাআতও বসে বসেই পড়তেন। যখন কিরাআতের ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতো তখন উঠে দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে তা পড়তেন, তারপর রুকূ' ও সিজদা করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও এরূপ করতেন।

٩٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ ابْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوْبَ يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً

طَوِيْلاً قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

৯৫৫। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা কখনো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে এবং কখনো দীর্ঘক্ষণ বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন তখন দাঁড়িয়েই রুকূ' করতেন এবং যখন বসে নামায পড়তেন তখন বসেই রুকূ' করতেন।

٩٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّوَرَ فِيْ رَكْعَةٍ قَالَتْ الْمُفَصَّلُ قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَتْ حِيْنَ حَطَمَهُ النَّاسُ.

৯৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এক রাক'আতেই কয়েকটি সূরা পড়তেন? তিনি বললেন, একটি 'মুফাস্‌সাল' সূরা পড়তেন। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বসে নামায পড়তেন? 'আয়েশা (রা) বললেন, লোকেরা যখন তাঁকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছিলো (তখন তিনি বসে বসে নামায পড়তেন)।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ তাশাহহুদ পড়তে কিভাবে বসবে?

٩٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৯৫৭। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে নামায পড়েন তা আমি অবশ্যই দেখবো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করলেন এবং তাকবীর (তাহরীমা)

বলে দুই হাত উত্তোলন করলেন, এমনকি তা তাঁর দুই কান বরাবর হলো। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত (কুব্জি) ধরলেন। অতঃপর যখন তিনি রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন আবার হাত দু'টি অনুরূপভাবে উত্তোলন করলেন। রাবী ইবনে হুজর (রা) বলেন, তারপর তিনি বসলেন, বাঁ পা বিছিয়ে দিলেন, বাঁ হাত বাঁ উরুর ওপর রাখলেন এবং ডান কনুই ডান উরু থেকে পৃথক রাখলেন। এরপর দু'টি আঙুল গুটিয়ে বৃত্তাকার করলেন এবং তাঁকে আমি এভাবেই বলতে দেখলাম। বর্ণনাকারী বিশর (র) মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে বৃত্ত করলেন আর শাহাদত অংগুলি দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

٩٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى.

৯৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো, (বসার সময়) তুমি তোমার ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে।

٩٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى.

৯৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে রাখবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে, এটা নামাযের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

٩٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ.

৯৬০। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فِى التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৯৬১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ তাদেরকে তাশাহ্হুদের বৈঠক কিরূপ তা দেখান... অতঃপর হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٩٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ.

৯৬২। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা) যখন নামাযের (তাশাহ্হুদের) বৈঠক করতেন তখন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতার উপরিভাগ কালো দাগ পড়ে গিয়েছে।

بَابُ مِنْ ذِكْرِ التَّوَرُّكِ فِى الرَّابِعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮২ ঃ চতুর্থ রাক্'আতে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা

٩٦٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُوْ قَتَادَةَ. قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَاعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الْأُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ قَالُوْا صدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ وَلَمْ يَذْكُرَا فِىْ حَدِيْثِهِمَا الْجُلُوْسَ فِى الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ.

৯৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতা (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। আবু হুমাইদ (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নামায সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বললেন, বর্ণনা করুন। তখন তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সিজদা করার সময় তাঁর দুই পায়ের আঙুলগুলো খোলা রাখতেন। এরপর তিনি "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাতেন এবং বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর ভর দিয়ে বসতেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতেও তাই করতেন। এভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, সবশেষে সালাম ফিরাবার পূর্বের সিজদা শেষ করে তিনি বাঁ পা বাইরের দিকে ছড়িয়ে

দিতেন এবং বাঁ পাশের নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন। আহমাদ ইবনে হাম্বলের বর্ণনায় আরো আছে, এভাবে বর্ণনার পর উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, আপনি সত্যই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবেই নামায পড়তেন। কিন্তু আহ্মাদ ইবনে হাম্বল ও মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ তাদের বর্ণিত হাদীসে একথা বর্ণনা করেননি যে, দুই রাক'আতের পরের বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে বসতেন।

٩٦٤- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

৯৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদল সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কিন্তু তার বর্ণনায় সাহাবী আবু কাতাদার নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বর্ণনা করলেন, দুই রাক'আত পড়ে যখন তিনি বসলেন তখন তিনি তাঁর বাঁ পায়ের উপর বসলেন। আর যখন তিনি শেষ রাক'আত পড়ে বসলেন তখন বাঁ পা বাইরের দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসলেন।

٩٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

৯৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর আল-আমেরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মজলিসে এ হাদীসটি আলোচিত হচ্ছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এই হাদীসে বলেছেন, দুই রাক'আত শেষে নবী (সা) যখন বসতেন তখন তাঁর বাঁ পায়ের তালুর ওপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। আর যখন চতুর্থ রাক'আত শেষে বসতেন তখন নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসতেন এবং উভয় পা একদিকে বের করে দিতেন।

٩٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ ابْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَبُوْهُ فَذَكَرَ فِيْهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرٰى فَكَبَّرَ كَذٰلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.

৯৬৬। 'আব্বাস অথবা 'আইয়াশ ইবনে সাহল আস-সায়েদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন একটি মজলিসে ছিলেন যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, (নামাযে) নবী (সা) সিজদারত অবস্থায় তাঁর দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিলেন। বৈঠকে তিনি নিতম্বের উপর বসলেন এবং অপর পা খাড়া করে রাখলেন, এরপর তাকবীর বলে সিজদা করলেন, এরপর আবার তাকবীর বলে (নিতম্বের উপর) না বসেই দাঁড়ালেন। তারপর পূর্বের নিয়মে তাকবীর বলে পরবর্তী রাক'আতের রুকূ' করলেন। এরপরে দুই রাক'আত শেষ করে বসলেন। অবশ্য যখন কিয়ামের জন্য উঠতে মনস্থ করলেন তখন তাকবীর বলে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর শেষ দুই রাক'আত পড়ে প্রথমে ডাইনে এবং পরে বামে সালাম ফিরালেন। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল হামীদ কর্তৃক বর্ণিত নিতম্বের উপর বসা এবং দুই রাক'আতের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের বিষয়টি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেননি।

٩٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِيْ فُلَيْحٌ أَخْبَرَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ وَسَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَا الْجُلُوْسَ قَالَ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ.

৯৬৭। 'আব্বাস ইবনে সাহল (র) বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহ্ল ইবনে সা'দ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) এক বৈঠকে একত্র হলেন। সেখানে তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কিন্তু তাতে দ্বিতীয় রাক'আতের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের বা (কিছুক্ষণের জন্য) বসার কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং তিনি বললেন, এভাবে নবী (সা) নামায শেষ করে বসার সময় বাঁ পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পায়ের সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে বসলেন।

بَابُ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৩ ঃ তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু পড়া)

٩٦٨- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْا بِهِ.

৯৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বৈঠক করতাম (তাশাহ্হুদ পড়তে বসতাম) তখন বলতাম, বান্দাদের আগেই আল্লাহর প্রতি সালাম, (তারপর) অমুক ও অমুকের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলো না, আল্লাহর প্রতি সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। কেননা আল্লাহ্ই সালাম বা শান্তিদাতা, বরং তোমরা নামাযের বৈঠকে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সলাওয়াতু ওয়াত্-তায়্যিবাতু। আস্সালামু 'আলাইকা আইউহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন"– (আমাদের সব সালাম ও অভিবাদন, নামায ও দু'আ এবং পবিত্রতা মহান আল্লাহর জন্য। হে নবী! তোমার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সব নেক বান্দাদের উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক)। কেননা যখন তোমরা এই কথাগুলি বলবে তখন তা আসমান ও যমীনে অথবা

আসমান ও যমীনের মাঝে আল্লাহর যত নেক বান্দা আছে সবার কাছেই পৌঁছে যাবে। "আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"– (আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল)। এরপর যে দু'আ তোমাদের পছন্দ হয় তা পাঠ করবে।

٩٦٩- حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُلِّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ شَرِيكٌ وَأَخْبَرَنَا جَامِعٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.

৯৬৯। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে আমরা কি পড়বো প্রথম প্রথম তা জানতাম না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। শরীক (র) জামে' ইবনে শাদ্দাদের মাধ্যমে এবং আবু ওয়ায়েল ও 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, নবী (সা) আমাদেরকে কিছু কথা শিখিয়ে দিলেন, তবে তাশাহ্‌হুদ যেভাবে শিখিয়েছিলেন সেভাবে শিখালেন না। উক্ত কথাগুলি ছিলো ঃ "আল্লাহুম্মা বাইনা কুলূবিনা ওয়া আস্‌লিহ্ যাতা বাইনিনা ওয়াহ্‌দিনা সুবুলাস্‌-সালামি ওয়া নাজ্জিনা মিনায্ যুলুমাতি ইলান্নূর। ওয়া জান্‌নিব্‌নাল্ ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিন্‌হা মা বাতানা ওয়া বারিক লানা ফী আসমাইনা ওয়া আবসারিনা ও কুলূবিনা ওয়া আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ওয়া তুব 'আলাইনা ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওওয়াবুর রহীম। ওয়াজ্'আলনা শাকিরীনা লিনি'মাতিকা মুছনীনা বিহা কাবিলীহা ওয়া আতিম্মাহা 'আলাইনা"– (হে আল্লাহ তুমি আমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি দান করো, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধ্‌রে দাও। আমাদেরকে শান্তির পথনির্দেশ করো এবং অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোর দিকে নিয়ে যাও। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব রকমের অশ্লীলতা

থেকে আমাদেরকে দূরে রাখো। আমাদের কান, চোখ, হৃদয়, স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনে বরকত দান করো। আমাদের তওবা গ্রহণ করো। তুমিই তো তওবা গ্রহণকারী ও অত্যন্ত দয়ালু। আমাদেরকে তোমার নেয়ামতের প্রতি শোকর গোজার ও প্রশংসাকারী বানাও এবং তা আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও)।

টীকা ঃ মূল পাঠে জামে' ইবনে শাদ্দাদ-এর স্থলে 'জামে' ইবনে আবী রাশেদ' হবে, এটাই সহীহ (তুহ্ফাতুল আশরাফ, ৭ খ., নং-৯২৩৯; আল-মুসনাদ আল-জামে', ১১ খ., পৃ. ৫৩৫, সম্পাদক)।

٩٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

৯৭০। আল-কাসেম ইবনে মুখাইমিরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরে বর্ণনা করলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) তার হাত ধরলেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের হাত ধরে নামাযে তাশাহ্হুদ পড়া শিখালেন। আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত দু'আর মত দু'আ শিখালেন এবং পরে বললেন, যখন তুমি এগুলি বলবে অথবা বলে শেষ করবে তখন তোমার নামায শেষ করলে। এরপর তুমি উঠে যেতে চাইলে উঠে যাও এবং বসে থাকতে চাইলে বসে থাকো।

٩٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৯৭১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাশাহ্হুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্-সালাওয়াতু ওয়াত্ তায়্যিবাতু। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতাহু"– অর্থাৎ

আমাদের সব শুভেচ্ছা, অভিবাদন, দু'আ-প্রার্থনা এবং পবিত্রতা সব আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বলেছেন, "বারাকাতুহু" শব্দটি আমি নিজে সংযোজিত করেছি।

আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বর্ণনা করেছেন, এখানে "ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু" "তিনি একক ও লা-শারীক" কথাটি আমি যোগ করেছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

٩٧٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُوْ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُوْ مُوسٰى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. قَالَ فَلَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِيْ بِهَا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى أَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا آمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ

وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا قَالَ وَأَشْهَدُ قَالَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا.

৯৭২। হিত্তান ইবনে 'আবদুল্লাহ আর-রাকাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। নামাযের শেষের দিকে যখন তিনি বসলেন তখন দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, নামায নেকী ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামাযশেষে আবু মূসা (রা) লোকজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কে এই এই কথা বলেছে! বর্ণনাকারী হিত্তান বলেন, উপস্থিত লোকেরা চুপ করে থাকলো। তিনি আবার বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই এই কথা বলেছে! বর্ণনাকারী বলেন, (এবারো) লোকজন চুপ করে রইলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে হিত্তান! সম্ভবত তুমিই একথাগুলো বলেছো। হিত্তান বললেন, না, আমি বলি নাই। অবশ্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, এজন্য আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন। হিত্তান বলেন, লোকদের মধ্যে থেকে একজন বললো, কথাটা আমি বলেছি। তবে আমি তা ভাল উদ্দেশ্যেই বলেছি। আবু মূসা (রা) বললেন, তোমরা কি জানো না যে নামাযের মধ্যে কিরূপ বলবে? রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি আমাদেরকে নামাযের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন এবং আমাদের নামায শিখালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা নামায পড়তে মনস্থ করলে প্রথমে কাতারসমূহ ঠিক করবে। অতঃপর তোমাদের কেউ ইমামতি করবে। সে (ইমাম) তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, আর সে যখন "গাইরিল্ মাগ্দূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পড়বে তখন তোমরা "আমীন" বলবে। তাহলে আল্লাহ তা কবুল করবেন। আর ইমাম যখন তাকবীর বলে রুকূ' করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ' করো। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকূ'তে যাবে এবং তোমাদের পূর্বেই আবার রুকূ' থেকে মাথা উঠাবে। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এটা সেটার বিকল্প (অর্থাৎ ইমাম তোমাদের আগে রুকূ'তে যায় এবং আগেই রুকূ' থেকে উঠে, আর তোমরা তার পরে রুকূ'তে যাও এবং পরে রুকূ' থেকে উঠো। এভাবে সময়ের দিক থেকে পরিমাণ সমানই হলো)। ইমাম যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলবে তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্ হাম্দ্" বলবে। আল্লাহ তোমাদের একথা শুনবেন। কেননা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন : "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" (আল্লাহ শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে)। আর ইমাম যখন

তাকবীর বলে সিজদায় যায় তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা করো। ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবে এবং আগে সিজদা করবে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এটা ওটার বিকল্প। বৈঠকে তোমাদের প্রথমেই পড়তে হবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু তায়্যিবাতুস্ সালাওয়াতু লিল্লাহি; আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অর্থাৎ "আমাদের সব শুভেচ্ছা, অভিবাদন, দু'আ, প্রার্থনা এবং সব পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সব নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"। ইমাম আহমাদ (র) তাঁর বর্ণনায় "বারাকাতুহু" এবং "আশহাদু" শব্দ দু'টি উল্লেখ করেননি এবং "আন্না মুহাম্মাদান" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

٩٧٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. زَادَ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ زَادَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ وَأَنْصِتُوْا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ لَمْ يَجِيءْ بِهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

৯৭৩। হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী এই (উপরে বর্ণিত) হাদীসটি (হুবহু) বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় আরো আছে, ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ করে থাকো। আর তিনি তাশাহ্হুদে "আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র পরে ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু"-ও উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেছেন, "আনসিতু" (চুপ করে থাকো) কথাটা সংরক্ষিত নয়। এই হাদীসটিতে সুলাইমান আত্-তাইমী ছাড়া তা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

٩٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الصَّالِحِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ.

৯৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন ঠিক সেভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস্ সালাওয়াতুত্ তায়্যিবাতু লিল্লাহি। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। ওয়া আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ– শুভেচ্ছা অভিবাদন, বরকতপূর্ণ সবকিছু, দু'আ ও প্রার্থনা এবং পবিত্রতা সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। হে নবী, আপনার এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

٩٧٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِىْ وَسَطِ الصَّلاَةِ أَوْ حِيْنَ انْقِضَائِهَا فَابْدَؤُا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَقُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَنِ الْيَمِيْنِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَلٰى قَارِئِكُمْ وَعَلٰى أَنْفُسِكُمْ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسٰى كُوْفِىُّ الْأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَلٰى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ.

৯৭৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, নামাযের মধ্যে বা শেষের দিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে তোমরা পড়বে ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত্ তায়্যিবাতু ওয়াস্-সালাওয়াতু ওয়াল-মুল্কু লিল্লাহি" (পবিত্রতা, শুভেচ্ছা ও অভিবাদন এবং বাদশাহী সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য)। এরপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে এবং পরে ইমাম ও নিজেদেরকে সালাম বলবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেছেন, সুলাইমান ইবনে মূসা কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দামেশকে বাস করতেন। ইমাম আবু দাউদ আরো বলেছেন, সুলাইমান ইবনে মূসার বর্ণিত এ (সহীফা) থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল-হাসান সামুরা (র) ইবনে জুনদুব (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৪ ঃ তাশাহ্হুদ পাঠশেষে নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করা

٩٧٦– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِىْ

لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَأَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

৯৭৬। কা'ব ইবনে 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম অথবা লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ ও সালাম পড়তে আদেশ করেছেন। সালাম পড়ার পদ্ধতি আমরা জানতে পেরেছি। এখন দরূদ কিভাবে পড়বো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলো– "আল্লাহুম্মা সল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ" অর্থাৎ হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের উপর তুমি রহমত বর্ষণ করেছো। আর ইবরাহীমকে যেমন বরকত ও কল্যাণ দান করেছো তেমনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের বরকত ও কল্যাণ দান করো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান।

٩٧٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ.

৯৭৭। শোবা (র)-এর বর্ণনায় আছে (হে আল্লাহ,) ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের প্রতি যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছো তেমনি মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।

٩٨٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى أٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَاقَ مِثْلَهُ.

৯৭৮। ইমাম আবু দাঊদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা তার সনদে ইবনে বিশ্‌র ও মিস্‌'আরের মাধ্যমে হাকাম থেকে এ হাদীসটি (পূর্বোল্লিখিত) বর্ণনা করার পর নামাযে নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।" "হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান।"

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, হাদীসটি যুবায়ের ইবনে 'আদী (র) ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে মিস্‌'আরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে শুধু "কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা"র স্থলে "কামা সল্লাইতা 'আলা আলি ইবরাহীমা" কথাটা উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

٩٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ أَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৯৭৯। আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্‌ওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি কামা বারাকতা 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। আর মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকে বরকত দান করো, যেমন ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদেরকে বরকত দান করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান।"

٩٨٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِىْ أُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِىْ اٰخِرِهِ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৯৮০। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা)-র বৈঠকখানায় আমাদের কাছে আসলে বাশীর ইবনে সা'দ (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা তো আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করতে আদেশ করেছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো? একথায় রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে থাকলাম যে, সে যদি তাঁকে প্রশ্নটি না করতো। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলবে... এরপর রাবী কা'ব ইবনে 'উজরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করলেন। শেষে শুধু "ফিল্ আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"-এর "ফিল্-আলামীনা" কথাটুকু বাড়ালেন।

٩٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ.

৯৮১। ইমাম আবু দাউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আহমদ ইবনে ইউনুস, যুহাইর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের মাধ্যমে 'উকবা ইবনে 'আমর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (শেষে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (আমার প্রতি দরূদ পড়তে হলে) তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা সল্লি "আলা মুহাম্মাদিন্ নাবিইল উম্মীয়ি ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, নাবীয়ে উম্মী মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।"

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عن الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৯৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ কেউ যদি আমাদের আহ্‌লে বায়তের উপর দরূদ পাঠ করার পুরো সওয়াব পেতে চায় তাহলে সে যেন এইভাবে বলে, "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যি ওয়া আয্‌ওয়াজিহি উম্মাহাতিল মু'মিনীনা ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ, নবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রী উম্মাহাতিল মু'মিনীনগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং আহলে বায়তের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবমণ্ডিত।"

بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৫ ঃ তাশাহ্‌হুদের পরে কি পড়বে?

٩٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

৯৮৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ শেষ করবে তখন সে যেন আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে ঃ জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে।

٩٨٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

৯৮৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযে তাশাহ্হুদের পর বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

٩٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضٰى صَلٰوتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَقَالَ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا.

৯৮৫। মিহজান ইবনুল আদরা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, এক লোক নামায শেষ করে তাশাহ্হুদ পড়ছে। সে বলছে, "হে আল্লাহ, হে একক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ– যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, আর যাঁর সমকক্ষও আর কেউ নাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" মিহজান (রা) বলেছেন, লোকটির এই দু'আ শুনে নবী (সা) বললেন ঃ তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে, তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। তিনি তিনবার একথা বললেন।

بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৬ ঃ তাশাহ্হুদ অনুচ্চ স্বরে পড়া

٩٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ.

৯৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্তে (নীরবে) তাশাহ্হুদ পড়া সুন্নাত।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৭ ঃ তাশাহ্হুদ পড়াকালে ইশারা করা

٩٨٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَا فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

৯৮৭। 'আলী ইবনে 'আবদুর রহমান আল-মু'য়াবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) আমাকে দেখলেন যে, আমি নামাযের মধ্যে নুড়ি পাথর নিয়ে নিরর্থক কাজ (নাড়াচাড়া) করছি। তার নামায শেষ হলে তিনি আমাকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন তুমিও তাই করো। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি নামাযে যখন (তাশাহ্হুদে) বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সব আঙুল ভাঁজ করে বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের (শাহাদত) আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, আর বাঁ হাতের তালু বাঁ উরুর উপর রাখতেন।

٩٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ فِي الصَّلٰوةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৯৮৮। 'আমের ইবনে 'আবদুল্লাহ (র) তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামাযে (তাশাহ্হুদের

জন্য) বসতেন তখন তাঁর বাঁ পা'খানা ডান উরু ও নলার নীচে রাখতেন, ডান পা'খানা বিছিয়ে দিতেন, বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর উপর রাখতেন, ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। বর্ণনাকারী আফ্ফান বলেছেন, 'আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ শাহাদত আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

٩٨٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

৯৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) নামাযের মধ্যে দু'আ (তাশাহ্হুদ) পড়ার সময় আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, তবে আঙুল নাড়তেন না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, 'আমর ইবনে দীনারের বর্ণনায় আরো আছে ঃ আমের ইবনে আবদুল্লাহ তাকে জানিয়েছেন, তার পিতা 'আবদুল্লাহ (রা) নবী (সা)-কে এভাবে দু'আ করতে দেখেছেন এবং তখন তিনি তাঁর বাঁ হাত রা উরুর উপর রাখতেন।

٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ.

৯৯০। 'আমের ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (র) তার পিতার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, নবী (সা)-এর দৃষ্টি ইশারাকে অতিক্রম করতো না। হাজ্জাজের হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ।

٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا.

৯৯১। মালেক ইবনে নুমায়ের আল-খুযাঈ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে দেখেছি, তিনি নামাযে তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে তর্জনী উঁচু করেছেন, তবে তা অর্ধনমিত রেখেছেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১৮৮ ঃ নামাযে হাতের উপর ঠেস দেয়া মাকরূহ

٩٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ وَقَالَ ابْنُ شَبُّوْيَةَ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدِهِ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ وَذَكَرَهُ فِىْ بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ.

৯৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্মাদ (র)-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শাব্বুয়ার বর্ণনায় আছে, তিনি নামাযে কাউকে হাতের উপর ঠেস দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে রাফে' বর্ণনা করেছেন, তিনি হাতের উপর ঠেস দিয়ে কাউকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং "আর-রাফ্'উ মিনাস্-সুজূদ" অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে 'আবদুল মালেক বর্ণনা করেছেন, নামাযের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর সময় তাকে হাতের উপর ভর দিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের বৈঠক থেকে (উভয় দুই হাত) ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন (নাসাঈ, তাতবীক, বাব ৯২, নং ১১৫৪)। অতএব নিষ্প্রয়োজনে হাতে ভর দিয়ে উঠা সংগত নয়; তবে প্রয়োজনবোধে দাঁড়াতে হাতের সাহায্য নেয়া যেতে পারে (সম্পাদক)।

٩٩٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.

৯৯৩। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে' (র)-কে এক হাতের আঙুল অপর হাতে প্রবেশ করিয়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেছেন, এটা হলো অভিশপ্ত লোকদের নামায।

٩٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَهُوَ قَاعِدٌ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هٰكَذَا فَاِنَّ هٰكَذَا يَجْلِسُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ.

৯৯৪। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযরত একজন লোককে দেখলেন যে, সে বসা অবস্থায় তার বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে আছে। হারূন ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন, সে বাঁ পাশে পড়ে আছে। এর পরের অংশটুকু তারা উভয়েই একইরূপ বর্ণনা করেছেন। (তা হলো,) 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) লোকটিকে বললেন, এভাবে বসবে না। কেননা এভাবে তারাই বসবে যাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

بَابٌ فِىْ تَخْفِيْفِ الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৯ ঃ নামাযের প্রথম বৈঠক সংক্ষেপ করা

٩٩٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ قُلْنَا حَتّٰى يَقُوْمَ قَالَ حَتّٰى يَقُوْمَ.

৯৯৫। আবু 'উবায়দা (র) তার পিতা (ইবনে মাস'উদ) থেকে নবী (সা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নামাযের প্রথম দুই রাক্আতে (প্রথম বৈঠকে) এমনভাবে বসতেন যেন গরম পাথরের উপর বসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি দাঁড়ানো পর্যন্ত? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, দাঁড়ানো পর্যন্ত।

টীকা ঃ অর্থাৎ মহানবী (সা) প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করতেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৯০ ঃ সালাম ফিরানো

٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رِوَادٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ شَرِيكٍ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ كَانَ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا.

৯৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ (তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলে ডান দিকে এবং আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে বাঁ দিকে সালাম ফিরাতেন। এ সময় তাঁর গালের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো। আবূ দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) আবূ ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মহানবী (সা)-এর হাদীস হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

৯৯৭। 'আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি ডান দিকে সালাম ফিরাতে বলতেন আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবং বাঁ দিকে সালাম ফিরাতে বলতেন "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"।

٩٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ اَحَدُنَا اَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمِنْ عَنْ يَّسَارِهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُوْمِىْ بِيَدِهِ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اِنَّمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَلاَ يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

৯৯৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমাদের কেউ সালাম ফিরাতো এবং হাত দ্বারা তার ডানে ও বামে ইশারা করতো। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কোন এক ব্যক্তির কি হলো যে, সে সালাম ফিরাতে এইরূপে হাতের ইশারা করে, যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। এটাই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট অথবা এটাই কি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে তার ডান দিকের এবং বাঁ দিকের ভাইকে এভাবে সালাম বলবে। তিনি আঙুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

টীকা ঃ নামাযের সালাম ফিরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সা) হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, দুই হাত দুই উরুর উপর স্থির থাকবে (সম্পাদক)।

٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَحَدَهُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

৯৯৯। একই সনদে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মিস'আর (র) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের কারো জন্য কি যথেষ্ট নয় অথবা তাদের কারো জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রেখে (আঙ্গুল বা হাতের ইশারা ব্যতীত) তার ডান দিকের ও বাঁ দিকের ভাইদেরকে সালাম বলবে?

١٠٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوْا اَيْدِيْهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ اُرَاهُ قَالَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ.

১০০০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন লোকজন তাদের হাত উত্তোলিত অবস্থায় ছিল। আমাশের বর্ণনায় আছে ঃ "নামাযরত অবস্থায়"। নবী (সা) বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত করে হাত উঠানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তোমরা নামাযে ধীরস্থির এবং শান্ত থাকো।

بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৯১ ঃ ইমামের সালামের জবাব দেয়া

١٠٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَاَنْ نَتَحَابَّ وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ.

১০০১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ইমামের সালামের জবাব দিতে, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে এবং পরস্পরকে সালাম দিতে।

بَابُ التَّكْبِيْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৯২ ঃ নামাযের পর তাকবীর বলা

١٠٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعْلَمُ اِنْقِضَاءُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ.

১০০২। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সমাপ্তি বুঝা যেতো তাকবীর দ্বারা।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا اِنْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ وَاَسْمَعُهُ.

১০০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ফরয নামাযশেষে লোকজন উচ্চস্বরে তাকবীর বলতো। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেছেন, এভাবে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা ও তা শুনে আমি বুঝতে পারতাম যে, লোকজনের নামায শেষ হয়েছে।

টীকা ঃ ইবনে আব্বাস (রা) শিশু ছিলেন। কখনো নামাযে যেতেন না, আবার কখনো নামাযে গেলে সর্বশেষ কাতারে দাঁড়াতেন। তাই তিনি নামাযশেষে তাকবীর শুনেই বুঝতে পারতেন যে, নামায শেষ হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৯৩ ঃ সালাম সংক্ষিপ্ত করা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) السَّلَامُ سُنَّةٌ. قَالَ عِيسَى نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ.

১০০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সালাম সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাত। ঈসা (র) বলেন, ইবনুল মুবারক (র) এই হাদীস মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করতে আমাকে নিষেধ করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আবু উমাইর ঈসা ইবনে ইউনুস আল-ফাখূরী আর-রামলী (র)-কে বলতে শুনেছি, আল-ফিরয়াবী মক্কা থেকে ফিরে আসার পর এদিকে মহানবী (সা)-এর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করা ত্যাগ করেছেন এবং বলেছেন যে, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তাকে এই হাদীস মহানবী (সা)-এর বাণীরূপে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَقْبِلُ

অনুচ্ছেদ-১৯৪ ঃ কেউ নামাযরত অবস্থায় বাতকর্ম করলে পুনরায় (উযু করে) নামায পড়বে

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ

بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسا احدكم في الصلوة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلوته

১০০৫। আবূ ইবনে তালাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি বায়ু নিঃসরণ করে তবে সে যেন উঠে গিয়ে উযু করে এবং পুনরায় নামায পড়ে।

টীকা ঃ বাতকর্ম করলে (বায়ু নির্গত হলে) উযু নষ্ট হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় বাতকর্ম করলে সে তার নাকে হাত দিয়ে নীরবে কাতার ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং উযু করে জামা'আতে শামিল হবে। ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট নামায পড়বে। তবে পূর্ণ নামায পুনরায় পড়াই উত্তম। নামাযরত অবস্থায় কারো বাতকর্ম করার সন্দেহ হলে তাতে সে নামায ত্যাগ করবে না, যাবত না সে গন্ধ পায় অথবা শব্দ শুনতে পায়। অর্থাৎ এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই কেবল নামায ছেড়ে দিয়ে উযু করতে যাবে (সম্পাদক)।

অনুচ্ছেদ-১৯৫ ঃ কোন ব্যক্তি যেখানে ফরয নামায পড়েছে সেখানে তার নফল নামায পড়া

الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريرة قال قال الوارث ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله زاد في

১০০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কি (ফরয নামায পড়ার পর) সামনে এগিয়ে অথবা পিছনে পিছিয়ে অথবা ডানে বা বাঁয়ে সরে গিয়ে নফল নামায পড়তে অপারগ? হাম্মাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, নামাযে অর্থাৎ ফরয নামায পড়ার পর।

فَصَلَّى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ حَتّٰى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اَبِىْ رِمْثَةَ يَعْنِىْ نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ فَاَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اِجْلِسْ فَاِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ اَهْلُ الْكِتَابِ اِلاَّ اَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ قِيْلَ اَبُوْ اُمَيَّةَ مَكَانَ اَبِىْ رِمْثَةَ.

১০০৭। আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইমাম আবু রিমছা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি বললেন, এই নামায অথবা এর মত নামায আমরা নবী (সা)-এর সাথে পড়েছি। তিনি (আবু রিমসা) আরো বললেন, আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা) সামনের কাতারে নবী (সা)-এর ডান পাশে দাঁড়াতেন। নামাযে প্রথম তাকবীর পেয়েছিলো এমন এক ব্যক্তিও শরীক ছিলো। নবী (সা) নামায পড়লেন এবং তারপর তাঁর ডানে ও বাঁয়ে সালাম ফিরালেন। আমরা তার গণ্ডদ্বয়ের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন যেমন আবু রিমছা উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ তিনি নিজের কথাই বললেন। এই সময়ে প্রথম তাকবীরসহ নামায পাওয়া ব্যক্তি দুই রাকআত নফল পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে 'উমার তার দিকে ছুটে গেলেন এবং তার দুই কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, বসো। কেননা আহলে কিতাবগণ এছাড়া আর কোন কারণে ধ্বংস হয়নি যে, তাদের ফরয আর নফল নামাযের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিলো না। নবী (সা) সেদিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক কাজ করার তওফীক দিন। আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনান্তরে আবু রিমছা (রা)-র স্থলে আবু উমাইয়া (রা) উক্ত হয়েছেন।

بَابُ السَّهْوِ فِى السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯৬ ঃ দু'টি সাহু সিজদা সম্পর্কিত হাদীস

١٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى صَلاَتَىِ الْعَشِىِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ

النَّاسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَاَوْمَئُوْا اَىْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ. قَالَ فَقِيْلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِى السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ اَحْفَظْهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১০০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে বৈকালিক নামায– যোহর ও 'আসরের কোন এক নামায পড়লেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তিনি আমাদের সাথে দুই রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন, তারপর উঠে মসজিদের সম্মুখের দিকে রাখা কাষ্ঠখণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার উপর হাত রেখে এক হাত অপর হাতের উপর রাখলেন। তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। লোকজন মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বলছিল, 'নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হলো, নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হলো'। তাদের মধ্যে আবু বাক্‌র এবং 'উমার (রা)-ও ছিলেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এ নিয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যাকে যুল-ইয়াদাইন (দুই হাতবিশিষ্ট) বলে ডাকতেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না নামায সংক্ষেপ করে দেয়া হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি ভুলও করি নাই এবং নামাযও হ্রাস করা হয় নাই। যুল-ইয়াদাইন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? সবাই হাঁসূচক ইংগিত করলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জায়গায় এগিয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট দুই রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন, তারপর তাকবীর বলে স্বাভাবিক সিজদার মত সিজদায় গেলেন অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তাকবীর বলে উঠলেন তারপর আবার তাকবীর বলে স্বাভাবিক সিজদার মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, এরপর তাকবীর বলে উঠলেন।

বর্ণনাকারী আইউব বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে সাহু সিজদা এবং সালাম ফিরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. এভাবে সাহু সিজদা করার পর পুনরায় সালাম ফিরিয়েছিলেন কিনা)। তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রার নিকট এরূপ শুনেছি কিনা স্মরণ নাই। তবে আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবার সালাম ফিরিয়েছিলেন।

টীকা ঃ নামাযের মাঝে ভুল হলে যে দুটি সিজদা করতে হয় তাকে সাহু (ভুলের) সিজদা বলে। হাদীসে সাহু সিজদার আটটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হলো ঃ শেষ রাকআতের বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের পর ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে যথারীতি দুটি সিজদা করার পর পুনরায় তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠের পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। হানাফী মাযহাব এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। (সম্পাদক)

٩٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ وَحَدِيثِ حَمَّادٍ أَتَمَّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَئُوا. قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَئُوا إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلاَ ذَكَرَ

৯০৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা, মালেক ও আইয়ূবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (র) থেকে পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদের সনদে বর্ণিত হাদীসটিই পূর্ণাঙ্গ। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন। এখানে মালেক 'আমাদেরকে নিয়ে' শব্দটি বলেননি কিংবা 'লোকদের ইশারা' শব্দটিও বলেননি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রশ্নের জবাবে লোকেরা বললো, হাঁ। তিনি (মালেক) বর্ণনা করেছেন ঃ তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা উঠালেন, তবে "ওয়া কাববারা ছুম্মা কাববারা ও সাজাদা মিছলা সুজুদিহী আও আতওয়ালা ছুম্মা রাফাআ" একথাগুলো উল্লেখ করেননি এবং এর পরের কথাগুলোও উল্লেখ করেননি। এভাবেই হাদীস শেষ হয়েছে। আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ "ফা আওমায়" শব্দটি উল্লেখ করেননি। আবূ দাউদ (র) বলেন, যারা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই 'তিনি তাকবীর দিলেন' কথাটি উল্লেখ করেননি এবং রাজায়া (প্রত্যাবর্তন) শব্দটিও নয়।

٩٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ أُرَاهُ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُدْعَى ذَا الْيَدَيْنِ قَالَ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلاَةُ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ تَكَلَّمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ ثُمَّ قَالَ فَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَلَّمَ

التَّشَهُّدِ وَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَّتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلاَذَكَرَ فَاَوْمَئُوْا وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ.

১০১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। হুবহু হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ (অর্থবোধক) হাদীস "নুব্বি'তু আন্না ইমরানাব্না হুসাইন কালা ছুম্মা সাল্লামা" পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকারী সালামা বলেন, আমি তাকে (মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে) জিজ্ঞেস করলাম, তাশাহ্হুদের বিষয়? তিনি বললেন, তাশাহ্হুদ পড়া সম্পর্কে আমি তার নিকট থেকে কিছু শুনি নাই। অথচ তাশাহ্হুদ পড়া আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়। "কানা ইউসাম্মীহে যাল্-ইয়াদাইন" কথাটা তিনি উল্লেখ করেননি এবং "ফাআওমায়ূ" এবং "গাদাবা" শব্দও তিনি উল্লেখ করেননি। আর হাম্মাদের হাদীসটিই পূর্ণাংগ।

١٠١١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَصَّةِ ذِى الْيَدَيْنِ اَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ وَحُمَيْدٌ وَيُوْنُسُ وَعَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ. وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَا الَّذِىْ ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ.

১০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে যুল্-ইয়াদাইন সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন। আর হিশাম ইবনে হাস্সান বলেছেন, তিনি তাকবীর বললেন, পুনরায় তাকবীর বললেন এবং সিজদায় গেলেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, হাবীব ইবনুল শহীদ, হুমাইদ, ইউনুস এবং আসেম আল-আহ্ওয়ালও (র) মুহাম্মাদ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-হিশামের সূত্রে বর্ণিত "তিনি তাকবীর বললেন, আবার তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন" কথাটুকু বর্ণনা করেননি। হাম্মাদ ইবনে সালামা ও আবু বাক্র ইবনে আইয়াশও এই হাদীস হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জনও তার সূত্রে হাম্মাদের বরাতে বর্ণিত পরপর দুইবার তাকবীর বলার কথা বর্ণনা করেননি।

١٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذٰلِكَ.

১০১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই (উল্লেখিত) ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে না জানানো পর্যন্ত তিনি দু'টি সাহু সিজদা করেননি।

١٠١٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَاهُ النَّاسُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي بِهٰذَا الْخَبَرِ سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

১০১৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমা তাকে জানিয়েছেন যে, তার নিকট হাদীসটি যেভাবে পৌঁছেছে তাতে আছে, (নামাযে) সন্দেহ হলে যে দু'টি সিজদা করা হয় এ সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের আগে রাসূলুল্লাহ (সা) তা করেননি। ইবনে শিহাব বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব আবু হুরায়রার নিকট থেকে আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবু বাক্‌র ইবনে হারেস ইবনে হিশাম এবং 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহও আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, ঘটনাটা ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর এবং ইমরান ইবনে আবু আনাস

(র) আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমানের মাধ্যমে আবু হুরায়রার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু اَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, যুবাইদী-যুহরী-আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে বলেছেন, তিনি দু'টি সাহু সিজদা করেননি।

١٠١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১০১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যোহরের নামায দুই রাক'আত পড়েই সালাম ফিরালেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তখন তিনি আরো দুই রাক'আত নামায পড়লেন এবং তারপর দু'টি সিজদা করলেন।

١٠١٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ اَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ.

১০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) (চার রাক্'আতবিশিষ্ট) ফরয নামাযের দুই রাক'আত পড়ে নামায শেষ করলে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? নবী (সা) জবাবে বললেন, আমি এর কোনটাই করি নাই। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তা করেছেন। তখন তিনি আরো দুই রাক'আত নামায পড়ালেন এবং উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু দু'টি সাহু সিজদা করলেন না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, দাউদ ইবনুল হুসাইন আহমাদের মুক্তদাস আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ

ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নবী (সা) বসে বসেই দু'টি সিজদা করলেন।

١٠١٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

১০১৬। দামদাম ইবনে জাওস আল-হিফ্ফানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হুবহু এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

١٠١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

১০১৭। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের (চার রাক্'আতবিশিষ্ট ফরয) নামায পড়ালেন এবং দুই রাক্'আত পড়েই সালাম ফিরালেন।... আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে সীরীন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (এ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সাহু সিজদা করলেন।

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلٰثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْحُجَرَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيْلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ اَصَدَقَ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ.

১০১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আসরের তিন

রাক'আত নামায পড়েই রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরালেন এবং হুজরাতে প্রবেশ করলেন। তখন খিরবাক নামে লম্বা হাতওয়ালা এক ব্যক্তি উঠে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) সন্ত্রস্ত হয়ে চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। তখন তিনি অবশিষ্ট এক রাক্'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সাহু সিজদা দেওয়ার পরে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন।

بَابُ اِذَا صَلَّى خَمْسًا

অনুচ্ছেদ-১৯৭ ঃ কোন ব্যক্তি (চার রাক্'আতের পরিবর্তে) পাঁচ রাক্'আত পড়লে

١٠١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالَ حَفْصٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

১০১৯। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায পাঁচ রাক্'আত পড়লে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তা আবার কেমন! সবাই বললো, আপনি তো পাঁচ রাক্'আত নামায পড়েছেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

١٠٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَلاَ اَدْرِىْ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ اَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَقَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১০২০। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন। ইবরাহীম বলেছেন, আমি জানি না তিনি এই নামাযে (কিছু) বেশী করেছিলেন না কম করেছিলেন। তিনি সালাম ফিরালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! নামাযে কি নতুন কিছু ঘটেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তা কি? তারা বললো, আপনি তো নামাযে এরূপ এরূপ করেছেন অর্থাৎ বেশী নামায পড়েছেন। তখন তিনি পা বাঁকা করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদা করে সালাম ফিরালেন। নামায শেষ করে নবী (সা) আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, নামাযের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটলে আমি তা তোমাদেরকে জানাতাম। যাই হোক, আমি তোমাদের মতই মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। সুতরাং যখনই আমি ভুলে যাই তখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সে যেন সত্যটাকে বের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে, তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরায় এবং অতঃপর দু'টি সিজদা করে।

١٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا قَالَ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ الْاَعْمَشِ.

১০২১। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এরপর নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি (নামাযের কোন কিছু) ভুলে যায় তাহলে সে যেন দু'টি সিজদা করে। অতঃপর তিনি ঘুরে গিয়ে দু'টি সাহু সিজদা করলেন। ইমাম আবু দাঊদ বলেছেন, হুসাইনের বর্ণিত হাদীস আ'মাশের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَهٰذَا حَدِيْثُ يُوْسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ زِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا قَالُوْا فَاِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ.

১০২২। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে পাঁচ রাক'আত নামায পড়ালেন। নামায শেষ করলে লোকজন পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকলো। তা দেখে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললো, হে আল্লাহ্র

রাসূল! নামায কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, না। তারা বললো, আপনি তো নামায পাঁচ রাক্'আত পড়েছেন। তখন তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দু'টি সিজদা করে সালাম ফিরালেন, তারপর বললেন ঃ আমি একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে ফেলো আমিও তেমনি ভুল করে ফেলি।

টীকা ঃ তোমরা যেমন ভুল করে ফেলো আমিও তেমনি ভুল করে ফেলি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, নবী (সা) কর্তৃক মানুষ হিসেবে কোন ভুল হয়ে গেলেও আল্লাহর দীন ও শরী'য়াতের উপর তার কোন প্রভাব যাতে না পড়ে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সংগে সংগে সংশোধন করে দেন। কুরআন ও হাদীসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে (অনুবাদক)।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَادْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا لِىْ اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ اِلاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّ بِىْ فَقُلْتُ هٰذَا هُوَ فَقَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدُ اللّٰهِ.

১০২৩। মু'আবিয়া ইবনে খাদীজ (র) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন, কিন্তু এক রাক'আত বাকি থাকতেই সালাম ফিরালেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে বললো, আপনি এক রাক'আত নামায ভুলে গিয়েছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে তাকবীর বলতে আদেশ করলেন। বিলাল (রা) নামাযের জন্য তাকবীর বললে, তিনি লোকদের সাথে করে এক রাক'আত নামায পড়লেন। মু'আবিয়া ইবনে খাদীজ বলেন, আমি এ খবর লোকজনের কাছে বললে তারা আমাকে বললো, তুমি কি লোকটিকে চেন? আমি বললাম, না, তবে তাকে দেখলে চিনতে পারবো। পরে সেই লোকটি আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন আমি বললাম, ইনিই সেই লোক। সবাই তাকে দেখে বললো, ইনি তাল্হা ইবনে 'উবায়দুল্লাহ (রা)।

بَابُ إِذَا شَكَّ فِى الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِى الشَّكَّ

অনুচ্ছেদ-১৯৮ ঃ কারো দুই বা তিন রাক্'আতের মধ্যে সন্দেহ হলে করণীয়। কেউ কেউ বলেছেন, সন্দেহ পরিহার করতে হবে

١٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتْ صَلٰوتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَ السَّجْدَتَانِ وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلٰوتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَىِ الشَّيْطَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ خَالِدٍ اَشْبَعُ.

১০২৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তাহলে সে যেন সন্দেহকে বর্জন করে এবং নিশ্চিত প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে। তার নামায পূর্ণ হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে সে দু'টি সিজদা করবে। যদি তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে– অতিরিক্ত এক রাক্'আত ও দুই সিজদা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি নামায কম হয়ে থাকে তাহলে উক্ত এক রাক্'আতসহ তা পূর্ণাংগ হবে এবং (অতিরিক্ত) সিজদা দু'টি শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর হবে।

١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمّٰى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ.

১০২৫। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ভুলের দু'টি সিজদার নাম দিয়েছেন "আল্-মুরাগগিমাতাইন" (অর্থাৎ শয়তানের জন্য অপমানের দু'টি সিজদা)।

١٠٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَاِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلّٰى خَامِسَةً شَفَّعَهَا بِهَاتَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمٌ لِّلشَّيْطَانِ.

১০২৬। 'আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো যদি সন্দেহ হয় এবং সে তিন রাক্'আত না চার রাক্'আত পড়েছে তা স্মরণ করতে না পারে তাহলে আরো এক রাক্'আত পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে। অতিরিক্ত এক রাক্'আত যা সে পড়লো তা যদি পঞ্চম রাক্'আত হয় তাহলে এ দু'টি সিজদা মিলে তা দুই রাক্'আত নফল নামাযে পরিণত হবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক্'আত হয় তাহলে সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَاِنِ اسْتَيْقَنَ اَنْ قَدْ صَلّٰى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُوْدِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ فَاِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنٰى مَالِكٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ اِلاَّ اَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ.

১০২৭। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হয় এবং নিশ্চিত হয় যে, সে তিন রাক্'আত পড়েছে, তাহলে দাঁড়িয়ে সিজদাসহ আরো এক রাক্'আত পড়বে, তারপর বসে তাশাহ্হুদ পড়বে। তারপর নামায যখন শেষ হবে এবং সালাম ফিরানো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তখন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে, তারপর সালাম ফিরাবে। এই পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি ইমাম মালেক (র) বর্ণিত হাদীস হুবহু বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক, হাফ্স ইবনে মাইসারা, দাউদ ইবনে কায়েস ও হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে ইবনে ওয়াহ্ব উপরোক্ত হাদীস হুবহু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম (র) হাদীসের সনদ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সাথে যুক্ত করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يَتِمُّ عَلٰى أَكْثَرِ ظَنِّهِ

অনুচ্ছেদ-১৯৯ ঃ যে ব্যক্তি বলে, কারো সন্দেহ হলে সে দৃঢ় ধারণার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করবে

١٠٢٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اِذَا كُنْتَ فِىْ صَلٰوةٍ فَشَكَكْتَ فِىْ ثَلٰثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَاَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلٰى اَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ اَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدُ الْوَاحِدِ اَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ وَاِسْرَائِيْلُ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْكَلَامِ فِىْ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ.

১০২৮। আবু 'উবায়দা ইবনে 'আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামায পড়াকালে তোমার যদি তিন রাক্'আতে বা চার রাক্'আতে সন্দেহ হয় এবং তোমার দৃঢ় ধারণায় যদি চার রাক্'আত হয়, তাহলে তুমি তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে, তারপর আবার তাশাহ্হুদ পড়বে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল ওয়াহিদ এই হাদীস খুসাইফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবদুল ওয়াহিদ থেকে বর্ণনাকারীগণও এটিকে মরফূরূপে বর্ণনা করেননি, যদিও তারা মূল পাঠে মতভেদ করেছেন।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ اِنَّكَ قَدْ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ اِلاَّ مَا وَجَدَ رِيْحًا بِاَنْفِهِ اَوْ صَوْتًا بِاُذُنِهِ. وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ اَبَانٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ وَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ عِيَاضُ بْنُ اَبِىْ زُهَيْرٍ.

১০২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়াকালে যদি মনে করতে না পারে যে, সে বেশী পড়েছে না কম পড়েছে, তাহলে সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে। আর শয়তান তার কাছে এসে বলে, তোমার তো উযু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন সে যেন বলে, তুই মিথ্যা বলেছিস্। তবে যদি নাকে দুর্গন্ধ পায় কিংবা কানে আওয়াজ শুনতে পায় তাহলে স্বতন্ত্র কথা (উযু করবে)।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ.

১০৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে আসে এবং তার সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। এমনকি সে কয় রাক'আত নামায পড়েছে তা আর স্মরণ করতে পারে না। অতএব তোমাদের কেউ যদি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

١٠٣١- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ.

১০৩১। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) তার সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আছে, সালাম ফিরানোর পূর্বে সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ أَخْبَرَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ.

১০৩২। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আয-যুহ্‌রী (র) এই সনদ ও অর্থের হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সা) বললেন ঃ সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করে, তারপর সালাম ফিরায়।

بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ-২০০ ঃ যিনি বলেন, সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর পর করতে হবে

١٠٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

১০৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে কারো সন্দেহের উদ্রেক হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করে।

بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

অনুচ্ছেদ-২০১ ঃ যে ব্যক্তি দুই রাক্'আতের পরে তাশাহ্হুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেল

١٠٣٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيْمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১০৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি দুই রাক'আত পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন (তাশাহ্হুদের জন্য) বসলেন না। লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। নামাযশেষে আমরা যখন সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম তখন তিনি তাকবীর বলে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَبَقِيَّةُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنٰى اِسْنَادِهِ وَحَدِيْثِهِ زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِيْ قِيَامِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

১০৩৫। আয-যুহরী (র) তার সনদে হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী শু'য়ায়েব আরো বর্ণনা করেছেন, আমাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়েছে। ইমাম আবু দাঊদ বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-ও দুই রাক্'আত পড়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এভাবে সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা দু'টি করেছিলেন এবং এটাই আয-যুহরীর মত।

بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

অনুচ্ছেদ-২০২ ঃ দুই রাক্'আতের পর বৈঠকে কেউ যদি তাশাহ্হুদ পড়তে ভুলে যায়

١٠٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ اِلَّا هٰذَا الْحَدِيْثُ.

১০৩৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দুই রাক্'আতের পরে ইমাম যদি দাঁড়িয়ে যান এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই যদি স্মরণ হয় তাহলে তিনি বসে যাবেন; কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকলে বসবেন না, বরং সাহু সিজদা করবেন।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আমার কিতাবে জাবির আল-জু'ফার সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস নাই।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَضٰى فَلَمَّا اَتَمَّ صَلٰوتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عُمَيْسٍ اَخُو الْمَسْعُوْدِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيْرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ اَفْتٰى بِذٰلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا فِيْمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوْا بَعْدَ مَا سَلَّمُوْا.

১০৩৭। যিয়াদ ইবনে 'ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শো'বা

(রা) আমাদের নামায পড়ালেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাক্'আতের পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমরা "সুবহানাল্লাহ" বললাম, তিনিও "সুবহানাল্লাহ" বললেন এবং ঐভাবেই নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা করলেন। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আমি যেমন করলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও আমি এরূপই করতে দেখেছি।

ইমাম আবু দাঊদ বলেছেন, ইবনে আবু লাইলা শা'বীর মাধ্যমে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে মরফূ'রূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু 'উমাইস ('উতবা ইবনে 'আবদুল্লাহ) সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন... যিয়াদ ইবনে ইলাকার হাদীসের অনুরূপ ইমাম আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন, আবু 'উমাইস ('উতবা ইবনে 'আবদুল্লাহ) হলেন আল-মাসউদীর ভাই। মুগীরা ইবনে শো'বা যেরূপ করেছেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, 'ইমরান ইবনে হুসাইন, দাহ্হাক ইবনে কায়েস এবং মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-ও তদ্রূপ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) এবং উমার ইবনে 'আবদুল আযীয (র) এভাবেই ফতোয়া দান করেছেন। ইমাম আবু দাঊদ বলেছেন, যারা নামাযে দুই রাক্'আতের পর না বসে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে যায় এবং সালাম ফিরানোর পর সিজদা করে এটি (এ ফতোয়া) তাদের জন্য।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشَجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

১০৩৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ প্রতিটি ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পর দু'টি করে সিজদা করতে হবে।

টীকা : এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাযে প্রতিটি ভুলের জন্য দু'টি করে সিজদা করতে হবে। হাদীস বিশারদগণ এটিকে দুর্বল হাদীস আখ্যায়িত করেছেন। ফকীহগণ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, সবগুলো ভুলের জন্য মাত্র দু'টি সিজদা করতে হবে। মহানবী (সা)-ও তাই করেছেন (সম্পাদক)।

بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ

অনুচ্ছেদ-২০৩ ঃ সাহু সিজদার পরে তাশাহ্হুদ পড়া এবং সালাম ফিরানো

١٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِىْ أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهٰى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১০৩৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাদের নামায পড়িয়েছেন এবং তাতে তিনি ভুল করেছেন। সুতরাং তিনি দু'টি সিজদা করে তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

بَابُ اِنْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৪ ঃ নামাযশেষে পুরুষদের আগে মহিলাদের চলে যাওয়া

١٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيْلاً وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ.

১০৪০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের সালাম ফিরানোর পর অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। লোকদের মতে, মহিলারা যাতে পুরুষদের আগে চলে যেতে পারে সেজন্য তিনি এরূপ করেছেন।

بَابُ كَيْفَ الْاِنْصِرَافُ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৫ ঃ নামায শেষ করে যেভাবে উঠতে হবে

١٠٤١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ رَجُلٍ مِّنْ طَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ.

১০৪১। কাবীসা ইবনে হুল্ব্ (র) নামক তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতা হুলব (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (হুল্ব্) নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়েছেন। নামাযশেষে তিনি যে কোন পাশ দিয়ে ঘুরে বসতেন।

١٠٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ نَصِيْبًا لِّلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ اَنْ لاَ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ عُمَارَةُ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَّسَارِهِ.

১০৪২। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার নামাযের কোন অংশ শয়তানকে না দেয়। অর্থাৎ নামাযশেষে শুধু ডান দিক থেকেই ঘুরে না বসে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি তিনি অধিকাংশ সময় বাম পাশ থেকে ঘুরতেন। 'উমারা (র) বলেছেন, আমি পরবর্তী সময় মদীনায় গিয়ে দেখেছি নবী (সা)-এর অধিকাংশ ঘর বাঁদিকে।

بَابُ صَلاَةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعِ فِيْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-২০৬ ঃ নফল নামায বাড়ীতে পড়া

١٠٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১০৪৩। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের নামাযের কিছু কিছু (নফল নামায) নিজেদের বাড়ীতে পড়ো এবং বাড়ীগুলোকে কবরে পরিণত করো না।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهِ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

১০৪৪। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ফরয নামায ছাড়া অন্যসব নামায আমার এ মসজিদে পড়ার চেয়ে তার নিজ ঘরে পড়া অধিক উত্তম।

بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

অনুচ্ছেদ-২০৭ ঃ কোন ব্যক্তি কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে নামায পড়লো, অতঃপর তা জানতে পারলো

١٠٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ. فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اَلاَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَمَالُوْا كَمَاهُمْ رُكُوْعٌ اِلَى الْكَعْبَةِ.

১০৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "তুমি তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের মুখমণ্ডলকে মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে নাও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৪), এক ব্যক্তি বনী সালামা গোত্রের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিলো। তারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ফজরের নামাযের রুকূ'তে ছিলো। লোকটি তাদেরকে ডেকে বললো, জেনে রাখ, কিবলা পরিবর্তন করে কা'বাকে কিবলা বানানো হয়েছে। একথা সে দু'বার বললো। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণা শোনামাত্র তারা রুকূ' অবস্থায়ই ঘুরে কা'বার দিকে মুখ করলো।

بَابُ تَفْرِيْعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৮ ঃ জুমু'আর দিন ও জুমু'আর রাতের ফযীলাত

١٠٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ

الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِيَ مُسِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ اِلاَّ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَفِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهَا. قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرٰةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَاَخْبِرْنِيْ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ هِيَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلّٰى فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِيْ صَلٰوةٍ حَتّٰى يُصَلِّيَ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ هُوَ ذَاكَ.

১০৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হয় এরূপ (প্রতিটি) দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমু'আর দিন। এদিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এদিনই তাঁকে বেহেশত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিলো। এদিনই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছিলো। এদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর এদিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। জিন ও ইনসান ছাড়া এমন কোন প্রাণী নাই যা শুক্রবার দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়ে ভীত হয়ে কান পেতে না থাকে। এদিন এমন একটি বিশেষ সময় আছে, নামাযরত অবস্থায় কোন মুসলমান বান্দা যদি তা পেয়ে যায় এবং মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কোন অভাব পূরণের জন্য (ঐ সময়ে) প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। কা'ব বললেন, এ সময়টি প্রতি এক বছরে একটি জুমু'আর দিনে থাকে। (আবু হুরায়রা রা. বলেন) আমি বললাম, না, বরং প্রতি জুমু'আর দিনেই তা (এ সময়টি) থাকে [বলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন]। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, পরে কা'ব তাওরাত পড়ে

বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিকই বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, পরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাৎ করে কা'বের সাথে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু বললাম। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, আমি জানি সেই বিশেষ সময়টি কখন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমাকে সেই সময় সম্পর্কে বলুন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, সেটি হলো জুমু'আর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি (আবু হুরায়রা) বললাম, জুমু'আর দিনের সর্বশেষ সময় কেমন করে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলিম বান্দা নামাযরত অবস্থায় সেই সময়টি খুঁজে পায়...।" কিন্তু ওই সময় তো নামায পড়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলেননি, যে ব্যক্তি নামাযের জন্য বসে অপেক্ষা করে সে নামায না পড়া পর্যন্ত নামাযরত বলে গণ্য হয়। আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, তা এরূপই।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ.

১০৪৭। 'আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমু'আর দিনটি। এদিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিনই শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। সুতরাং এদিন তোমরা বেশী করে আমার উপর দরূদ পড়ো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, লোকজন প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে আমাদের দরূদ আপনার কাছে পেশ করা হবে? আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বর্ণনাকারী আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, লোকেরা বুঝাতে চাচ্ছিলো আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নবী-রাসূলগণের দেহকে (বিলীন করা) হারাম করে দিয়েছেন।

بَابُ الْإِجَابَةِ أَيَّةِ سَاعَةٍ هِيَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৯ ঃ জুমু'আর দিন দু'আ কবুল হওয়ার মুহূর্ত কোনটি

١٠٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَنَّ الْجُلاَحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لاَ يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১০৪৮। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর দিনটি হলো বার ঘণ্টা সময় সমন্বয়ে। কোন মুসলমান এই সময় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে তা দান করেন। 'আসরের পরে শেষ ঘণ্টায় তোমরা ঐ সময়টি অনুসন্ধান করো।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلَى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ.

১০৪৯। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে জুমু'আর দিনের (দু'আ কবুল হওয়ার) সেই বিশেষ সময়টি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ঐ বিশেষ সময়টি হলো ইমামের মিম্বরের উপর বসার সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১০ ঃ জুমু'আর নামাযের ফযীলাত

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ قَالَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَّسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا.

১০৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য (মসজিদে) হাজির হলো, তারপর চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খোতবা শুনলো, তার (ঐ) জুমু'আ থেকে (পরবর্তী) জুমু'আ পর্যন্ত বরং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি পাথরের টুকরা অপসারণ করলো বা নাড়াচাড়া করলো সে অর্থহীন কাজ করলো।

١٠٥١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ مَوْلٰى امْرَأَتِهِ اُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِهَا اِلَى الْاَسْوَاقِ فَيَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيْثِ اَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُوَ الْمَلٰئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْاِمَامُ فَاِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنْ اَجْرٍ فَاِنْ نَاىٰ وَجَلَسَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْ اَجْرٍ وَاِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِىْ جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْئٌ ثُمَّ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ. وَقَالَ مَوْلٰى امْرَأَتِهِ اُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ.

১০৫১। 'আতা আল-খুরাসানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রী উম্মে 'উসমানের মুক্তদাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি 'আলী (রা)-কে কুফার মসজিদের

মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি– জুমু'আর দিন এলে সকালবেলা শয়তানেরা তাদের ঝাণ্ডা নিয়ে বাজারে যায় এবং মানুষকে অনর্থক থামিয়ে রেখে জুমু'আতে যেতে বিলম্ব করায়। আর ফেরেশতারাও সকাল সকাল এসে মসজিদের দরজাসমূহে বসে এবং ইমাম খুতবা দিতে আরম্ভ না করা পর্যন্ত লিখতে থাকে। অমুক ব্যক্তি প্রথম ঘণ্টায় এসেছে। অমুক ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় এসেছে। যখন কেউ এমন কোন জায়গায় বসে যেখান থেকে খুতবা শুনতে পায় এবং ইমামকে দেখতে পায়, সে যদি চুপ থাকে এবং অনর্থক কোন কাজ না করে তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর সে যদি দূরে থাকে এবং এমন স্থানে বসে যেখান থেকে (খুতবা) শোনতে পায় না, কিন্তু নীরব থাকে ও অনর্থক কিছু না করে, তবে তার জন্য রয়েছে এক গুণ সওয়াব। আর যদি সে এমন স্থানে বসে যেখান থেকে খুতবা শুনতে পায় এবং ইমামকে দেখতে পায় কিন্তু যদি চুপ না থাকে এবং অর্থহীন কাজ করে তাহলে তার গুনাহ হবে। আর যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন তার সংগীকে বলে, চুপ করো, সেও অর্থহীন কাজ করলো। আর যে অর্থহীন কাজ করে তার জন্য উক্ত জুমু'আতে কোন সওয়াব অর্জিত হয় না। এসব কথা বলার পর আলী (রা) সবশেষে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথাগুলো বলতে শুনেছি।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১১ ঃ জুমু'আর নামায ত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

١٠٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ.

১০৫২। আবুল জা'দ আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিনটি জুমু'আ ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে সীলমোহর করে দেন।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

অনুচ্ছেদ-২১২ ঃ জুমু'আর নামায ত্যাগ করার কাফ্ফারা

١٠٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِىِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ.

১০৫৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমু'আর নামায ত্যাগ করে সে যেন একটি দীনার সাদাকা করে। এক দীনার সাদাকা করতে সক্ষম না হলে সে যেন অর্ধ দীনার সাদাকা করে।

١٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَيُّوْبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعٍ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلَافِ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هَمَّامٌ أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوْبَ يَعْنِي أَبَا الْعَلَاءِ.

১০৫৪। কুদামা ইবনে ওয়াবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিনা কারণে যার জুমু'আর নামায পরিত্যক্ত বা কাযা হয়েছে সে যেন একটি দিরহাম বা অর্ধ দিরহাম অথবা এক সা' বা অর্ধ সা' গম সাদাকা (দান) করে। অপর বর্ণনায় হাদীসটি সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে 'এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ' উল্লেখ আছে। ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, আমার মতে আইউব আবুল 'আলার তুলনায় হাম্মাম (র) অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ-২১৩ ঃ যাদের ওপর জুমু'আর নামায ফরয

١٠٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِيْ.

১০৫৫। নবী (সা)-এর স্ত্রী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন জুমু'আর নামায পড়তে তাদের বাড়ী এবং মদীনার আওয়ালী (উপকণ্ঠ) থেকে দলে দলে এসে হাজির হতো।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُوْرًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيْصَةُ.

১০৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যারাই জুমু'আর (প্রথম) আযান শুনতে পাবে তাদের জন্য জুমু'আর নামায পড়া ফরয। আবু দাউদ (র) বলেন, একদল রাবী এই হাদীস সুফিয়ান (র) থেকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র হাদীস হিসাবে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী হিসাবে নয়। শুধু কাবীসা (র) এটিকে মহানবী (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْيَوْمِ الْمَطِيْرِ

অনুচ্ছেদ-২১৪ ঃ বৃষ্টির দিনে জুমু'আর নামায পড়া

١٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَاَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ اَنِ الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ.

১০৫৭। আবুল মালীহ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুনাইনের দিনটি ছিলো বর্ষণমুখর। নবী (সা) ঐদিন তাঁর ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ বাহনে বা শিবিরে নামায পড়ে।

١٠٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ اَبِىْ مَلِيْحٍ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

১০৫৮। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঐ দিনটি (হুনাইনের দিন) ছিলো জুমু'আর দিন।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ خُبِّرْنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ اَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّصَلُّوْا فِىْ رِحَالِهِمْ.

১০৫৯। আবুল মালীহ (র) তার পিতা (উসামা ইবনে 'উমাইর আল-বাযালী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উসামা ইবনে 'উমাইর বাযালী) হুদায়বিয়ার সময় জুমু'আর দিন নবী (সা)-এর কাছে হাযির হলেন। সেদিন সামান্য কিছু বৃষ্টি হয়েছিলো যাতে তাদের জুতার তলাও ভিজলো না। এ অবস্থায় নবী (সা) তাদেরকে নিজ নিজ তাঁবুতে নামায পড়ে নিতে আদেশ করলেন।

بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৫ ঃ শীতের রাতে জামা'আতে হাজির না হওয়া

١٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاَمَرَ الْمُنَادِىَ فَنَادٰى اَنِ الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ. قَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ مَطِيْرَةٌ اَمَرَ الْمُنَادِىَ فَنَادَى الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ.

১০৬০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে 'উমার) এক শীতের রাতে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) দাজনানে অবস্থানকালে এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে আদেশ করলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নিক। আইউব বর্ণনা করেছেন, নাফে' ইবনে 'আবদুল্লাহ তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বৃষ্টি বা শীতের রাতে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নেওয়ার ঘোষণা করতে ঘোষককে নির্দেশ দিতেন।

١٠٦١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادٰى اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُنَادِىْ اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ فِى

اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ.

১০৬১। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজনান নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) নামাযের জন্য আযান দিলেন, তারপর ঘোষণা করলেন, সবাই নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও। নাফে' (র) বলেন, তারপর ইবনে 'উমার, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন যে, সফরে, বৃষ্টি বা শীতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণাকারীকে নামাযের জন্য ঘোষণা করতে আদেশ করতেন। তারা ঘোষণা করতো যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) আইউব ও 'উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি সফর ব্যপদেশে, শীত অথবা বৃষ্টির রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٠٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ فِىْ اٰخِرِ نِدَائِهِ اَلاَ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِىْ سَفَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ.

১০৬২। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে 'উমার (রা) এক শীত ও ঝড়ো হাওয়ার রাতে দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দিলেন। আযানশেষে ঘোষণা করলেন, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও। তারপর বললেন, সফর ব্যপদেশে, বৃষ্টি কিংবা শীতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়ায্যিনকে ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন ঃ তোমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَعْنِىْ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ.

১০৬৩। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে 'উমার (রা) এক ঝড়ো হাওয়া ও শীতের রাতে নামাযের জন্য আযান দিলেন এবং বললেন, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

তারপর তিনি বললেন, শীত কিংবা বৃষ্টির রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়ায্যিনকে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিতেন ঃ তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فِى الْمَدِيْنَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ.

১০৬৪। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুয়ায্যিন মদীনাতে বাদলা রাতে এবং শীতার্ত সকালে এ ধরনের ঘোষণা করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কাসেম-ইবনে 'উমার (রা)-র সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ আল-আনসারী (রা) এ হাদীসটি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে সফরের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٠٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِىْ رَحْلِهِ.

১৯৬৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন বৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজ অবস্থানে নামায পড়তে পারে।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قُلْ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ اَنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اُحْرِجَكُمْ تَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ.

১০৬৬। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। এক বাদলা দিনে ইবনে 'আব্বাস (রা) তার মুয়াযযিনকে বললেন, আযানের মধ্যে তুমি যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলবে তখন এরপর "হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ" বলবে না, বরং বলবে, 'সল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে নাও)। মনে হলো, লোকেরা এটাকে খারাপ মনে করলো। তাই ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, আমার চাইতে উত্তম যিনি তিনিও এরূপ করেছেন। নিঃসন্দেহে জুমু'আর নামায ওয়াজিব। কিন্তু আমি কাদা ও বৃষ্টির পানির মধ্যে তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করা পছন্দ করি নাই।

بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوْكِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৬ ঃ দাস ও মহিলাদের জুমু'আর নামায পড়া

١٠٦٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِىْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ امْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَاٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

১০৬৭। তারিক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ জুমু'আর নামায সত্য– যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামায়াতসহ আদায় করা ফরয। তবে চার শ্রেণীর মানুষের উপর তা ফরয নয় ঃ ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, শিশু এবং অসুস্থ লোক। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, তারিক ইবনে শিহাব (রা) নবী (সা)-কে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীস শোনেননি।

টীকা ঃ মহিলাদের জন্য জুমু'আর নামায যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবুও তারা জুমু'আর নামায পড়লে তা যথার্থ হবে এবং তাদেরকে ঐ দিনের যুহরের নামায পড়তে হবে না। মুসাফিরের জন্যও জুমু'আর নামায বাধ্যতামূলক নয় (সম্পাদক)।

بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرٰى

অনুচ্ছেদ-২১৭ ঃ গ্রামাঞ্চলে জুমু'আর নামায পড়া

١٠٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِىُّ لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الْاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثٰى قَرْيَةٌ مِّنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِّنْ قُرٰى عَبْدِ الْقَيْسِ.

১০৬৮। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জুমু'আর নামায পড়ার পর ইসলামে সর্বপ্রথম যেখানে জামা'আতসহ জুমু'আর নামায পড়া হয়েছে তা হলো 'জুয়াসা' (জুওয়াশ) নামক বাহরাইনের একটি গ্রামে। 'উসমান (র) বলেন, সেটি ছিল আবদুল কায়েস গোত্রের বসতি এলাকার একটি গ্রাম।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ اَبِيْهِ بَعْدَ مَاذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ اِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِىْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِىْ بَيَاضَةَ فِىْ نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعُوْنَ.

১০৬৯। 'আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (র) থেকে তার পিতা কা'ব ইবনে মালেক (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি অন্ধ হয়ে গেলে পুত্র আবদুর রহমান ছিলেন তার পথ প্রদর্শক। তিনি (কা'ব ইবনে মালেক) যখনই জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের আযান শুনতেন তখন আস'আদ ইবনে যুরারা (রা)-র জন্য (রহমতের) দু'আ করতেন। 'আবদুর রহমান ইবনে কা'ব বলেন, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, যখনই আপনি (জুমু'আর দিন) আযান শোনেন তখনই আস'আদ ইবনে যুরারা (রা)-র জন্য রহমতের দু'আ করেন কেন? তিনি বললেন, কেননা তিনিই সর্বপ্রথম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নাকীউল খাদামাত-এর বনূ বায়াদার মালিকানাধীন হাররার হাযম আন-নাবীত নামক স্থানে জুমু'আর নামায পড়েছিলেন। 'আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন।

بَابُ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيْدٍ

অনুচ্ছেদ-২১৮ ঃ 'ঈদ ও জুমু'আ একই দিন একত্র হলে

١٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ

الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ اَشَهِدْتَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ.

১০৭০। ইয়াস ইবনে আবু রামলা আশ্-শামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একই দিনে দুই 'ঈদ (জুমু'আ ও 'ঈদ) উদযাপন করেছেন। তিনি (যায়েদ) বললেন, হাঁ। মু'আবিয়া (রা) বললেন, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) কি করেছেন? যায়েদ ইবনে আরকাম বললেন, তিনি 'ঈদের নামায পড়েছেন এবং জুমু'আর নামায পড়ার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন যে, কেউ জুমু'আর নামায পড়তে চাইলে যেন পড়ে নেয়।

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْبَجَلِىُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ اَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ.

১০৭১। 'আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) জুমু'আর দিন সকালে আমাদের ঈদের নামায পড়ালেন। তারপর আমরা জুমু'আর নামায পড়ার জন্য গেলাম, কিন্তু তিনি আসলেন না। তাই আমরা একা একা (যোহরের) নামায পড়লাম। এই সময় 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন। তিনি ফিরে আসলে আমরা তার কাছে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছেন।

١٠٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اِجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيْدَانِ اِجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيْعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

১০৭২। 'আতা (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-এর যুগে জুমু'আ ও ঈদুল ফিত্‌র একই দিনে পড়লে তিনি বললেন, একই দিনে দুটি 'ঈদ একত্র হয়েছে। তিনি দুই নামায (জুমু'আ ও 'ঈদুল ফিত্‌রের নামায) একত্র করলেন, প্রত্যুষে মাত্র দুই রাক্'আত নামায পড়লেন– দুই রাক'আতের অধিক পড়লেন না। এরপর তিনি 'আসরের নামায পড়লেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ তিনি সকালবেলা দুই রাক্‌আত ঈদের নামায পড়েছেন এবং দুপুরে একাকী বাড়িতে যুহরের নামায পড়েছেন (সম্পাদক)।

١٠٧٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ الضَّبِّىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ. قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ.

১০৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আজ একই দিনে দু'টি 'ঈদ (জুমু'আ ও 'ঈদের নামায) একসাথে এসেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে (জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করতে পারো), তার জন্য 'ঈদের নামাযই যথেষ্ট। তবে আমরা জুমু'আর নামায আদায় করবো।

টীকা ঃ হাদীসে যদিও ঈদের দিন ঈদের নামায পড়ার পর জুমু'আর নামায না পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তথাপি জুমু'আর নামায পড়াই উত্তম এবং এটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল। কেউ জুমু'আর নামায না পড়লেও তাকে অবশ্যই ঐ দিনের যুহরের নামায পড়তে হবে (সম্পাদক)।

بَابُ مَا يَقْرَأُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৯ ঃ জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে কি কিরাআত পড়বে?

١٠٧٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ.

১০৭৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জুমু'আর দিন ফজরের নামাযের কিরাআতে রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা তান্‌যীলুস্ সাজ্‌দা এবং "হাল আতা 'আলাল্ ইনসানি হীনুম্-মিনাদ্ দাহ্‌র" পড়তেন।

١٠٧٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ بِاِسْنَادِهِ

وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ.

১০৭৫। মুখাব্বিল (র) উপরে বর্ণিত অর্থ ও সনদেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ জুমু'আর নামাযের কিরাআতে রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা জুমু'আ এবং সূরা "ইযা জাআকাল মুনাফিকূন" পড়তেন।

بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২০ ঃ জুমু'আর নামাযের পোশাক

١٠٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ يَعْنِيْ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اِشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

১০৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে নববীর দরজার সামনে একখানা রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই পোশাক খরিদ করলে জুমু'আর দিন এবং আপনার কাছে প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় পরিধান করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এসব (কাপড়) তো তারাই পরিধান করে আখেরাতে যাদের জন্য কিছুই থাকবে না। পরে কোন এক সময়ে ঐ ধরনের কিছু কাপড় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তার একখানা কাপড় তিনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার পরিধানের জন্য এ কাপড় দিলেন। অথচ উতারিদের (লোকের নাম) কাপড় সম্পর্কে ইতিপূর্বে আপনি যা বলার বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি পরিধান করার জন্য তোমাকে এ কাপড় দেই নাই। সুতরাং 'উমার (রা) মক্কার অধিবাসী তার এক মুশরিক ভাইকে কাপড়খানা দিয়ে দিলেন।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْتَعْ هٰذِهِ تَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ.

১০৭৭। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে একখানা রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে তা নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে বললেন, আপনি এই কাপড়খানা খরিদ করুন, ঈদ এবং প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে পরিধান করতে পারবেন। এরপর রাবী উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে পূর্বের বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাংগ।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَّجَدَ اَوْ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَّجَدْتُّمْ اَنْ يَّتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَىْ مِهْنَةٍ. قَالَ عَمْرٌو وَاَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১০৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি অথবা তোমরা যদি প্রতিদিনের কাজকর্মের সময় পরিহিত কাপড় ছাড়া জুমু'আর দিনে পরিধানের জন্য পৃথক একজোড়া কাপড় সংগ্রহ করতে পারো তবে তাই করো। 'আমর (র) বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-মূসা ইবনে সা'দ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান-আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথাগুলো মিম্বারে বসে বলতে শুনেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি ওয়াহ্ব ইবনে জারীর-তার পিতা-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব-ইয়াযীদ

ইবনে আবু হাবীব-মূসা ইবনে সা'দ-ইউসুফ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২২১ ঃ জুমু'আর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা

١٠٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ وَنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১০৭৯। 'আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, হারানো বস্তু তালাশ করতে ও কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন এবং জুমু'আর দিন নামাযের পূর্বে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসতেও নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِىْ اِتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২২২ ঃ মসজিদে মিম্বার স্থাপন করা

١٠٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىُّ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ

الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا لِيْ وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِيْ.

১০৮০। আবু হাযেম ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দ আস-সা'ইদী (রা)-র কাছে আসলো। মসজিদের মিম্বার কোন কাঠের তৈরী ছিলো এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিলো। সুতরাং তারা তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তা কি কাঠের তৈরী ছিলো তা আমি জানি। প্রথম যেদিন তা (মসজিদে) স্থাপন করা হয়েছিল তাও আমি জানি। আবার প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর বসেছিলেন আমি সেদিনও তা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক মহিলার– সাহ্‌ল (রা) তার নাম উল্লেখ করেছিলেন– কাছে বলে পাঠালেন, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রি ক্রীতদাসকে আমার জন্য কিছু কাঠ প্রস্তুত করতে বলো, খুতবা বা বক্তব্য পেশ করার সময় আমি যার উপর বসবো। মহিলা তাকে তাই করতে আদেশ করলেন। ক্রীতদাসটি আল-গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে আনলে মহিলাটি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশে তা (মসজিদের) এই জায়গায় স্থাপন করা হলো। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর নামায পড়লেন, তাকবীর বললেন, তার ওপর রুকূ করলেন এবং পিছন দিকে হেঁটে (মিম্বার থেকে) নামলেন এবং মিম্বারের (নীচে) গোড়াতেই সিজদা করলেন। এরপর পুনরায় মিম্বারে উঠলেন। নামাযশেষে তিনি লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ হে লোকেরা! আমি এটা করলাম (এভাবে নামায পড়লাম) যাতে তোমরা সঠিকভাবে আমাকে অনুসরণ করতে পারো এবং আমি কিভাবে নামায পড়ি তা শিখে নিতে পারো।

١٠٨١– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ قَالَ لَهُ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ اَلاَ اَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَجْمَعُ اَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلٰى فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ.

১০৮১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর শরীর ভারী হয়ে গেলে তামীম আদ-দারী (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আপনার জন্য একটা মিম্বার বানাবো না, যার উপর আপনি আপনার শরীরের ভার রাখবেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তাই তামীম আদ-দারী (রা) তাঁর জন্য দু'টি ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরী করে দিলেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২২৩ ঃ মসজিদের মধ্যে মিম্বার রাখার স্থান

١٠٨٢– حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ

عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ.

১০৮২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বার এবং (মসজিদের) দেওয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াত করার পরিমাণ ফাঁকা ছিলো।

بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ-২২৪ ঃ জুমু'আর দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে নামায পড়া

١٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ. مُجَاهِدٌ اَكْبَرُ مِنْ اَبِى الْخَلِيْلِ وَاَبُو الْخَلِيْلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ قَتَادَةَ.

১০৮৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমু'আর দিন ছাড়া (অন্য কোন দিন) দুপুর বেলা নামায পড়া অপছন্দ করতেন না। (এ সম্পর্কে) তিনি বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন ছাড়া (অন্য দিনগুলোতে) জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হয়।

আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। মুজাহিদ (র) আবুল খালীলের চেয়ে বয়সে প্রবীণ। আবুল খালীল (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে হাদীস শোনেননি।

بَابٌ فِىْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২৫ ঃ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত

١٠٨٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِىْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِىُّ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

১০৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামায পড়তেন।

١٠٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْئٌ.

১০৮৫। ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়ে ফিরে আসতাম এবং তখনও প্রাচীরসমূহের ছায়া পড়তো না।

١٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

১০৮৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের পরে দুপুরের বিশ্রাম করতাম এবং দুপুরের খাবার খেতাম।

بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২৬ ঃ জুমু'আর নামাযের আযান দেয়া

١٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ الْاَذَانَ كَانَ اَوَّلَهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

১০৮৭। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা)-র যুগে জুমু'আর প্রথম আযান দেয়া হতো ইমাম যখন মিম্বারের উপর বসতেন। কিন্তু 'উসমান (রা)-র খিলাফতকালে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি জুমু'আর নামাযের জন্য তৃতীয় আযানের আদেশ দিলেন। (মদীনার) আয-যাওরা নামক স্থানে (প্রথম) এই আযান দেয়া হলো এবং এ নিয়মই বহাল হয়ে গেলো।

টীকা ঃ হযরত 'উসমান (রা) যে আযানের প্রচলন করলেন, তা নামায বা খুতবা আরম্ভ হওয়ার আগে হলেই দেয়া হতো। একটি উঁচু স্থান বা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে এই আযান দেয়া হতো, যাতে প্রত্যেকেই শুনতে পায় এবং খুতবা শোনার জন্য সময়মত হাজির হয়ে যেতে পারে। পরবর্তী কালে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে সবাই গ্রহণ করায় তা "ইজমা" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ আযানকে তৃতীয় আযান বলা হয়েছে এজন্য যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে গুরুত্বের দিক দিয়ে ইকামাতের পরেই এর স্থান। এ আযান কেউ পরিত্যাগ করলেও নামায হবে (অনু.)

١٠٨٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ.

১০৮৮। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদে মিম্বারের উপর বসতেন তখন তাঁর সামনে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হতো। আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা)-র সামনেও এরূপ করা হতো। এখান থেকে হাদীসের পরবর্তী অংশ ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِلاَلٌ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১০৮৯। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাত্র একজন মুয়ায্‌যিন ছিলেন। তিনি হলেন বিলাল (রা)। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ اَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ.

১০৯০। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মাত্র মুয়ায্‌যিন (বিলাল) ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর কোন মুয়ায্‌যিন ছিল না। এতটুকু বর্ণনা করার পর রাবী উপরে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তবে পুরো অংশ বর্ণনা করেননি।

بَابُ الْإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِىْ خُطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ-২২৭ ঃ খুতবা দানকালে ইমাম কারো সাথে কথা বলতে পারেন

١٠٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اِجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ

مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً. اِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

১০৯১। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দান করতে উঠে বললেন, সবাই বসে পড়ো। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) একথা শোনার সাথে সাথে মসজিদের দরজাতেই বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ ওহে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ! এগিয়ে এসো।

আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস হিসাবে পরিচিত। রাবীগণ এটি আতা (র)-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মাখলাদ (র) হলেন হাদীসের একজন শায়েখ।

بَابُ الْجُلُوْسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

অনুচ্ছেদ-২২৮ ঃ ইমাম মিম্বারে উঠে প্রথমে বসবেন

١٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ اَرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ.

১০৯২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর নামাযে নবী (সা) দু'টি খুতবা দিতেন। মিম্বারে উঠে তিনি মুয়াযযিন আযান শেষ না করা পর্যন্ত বসতেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুতবা দান করতেন, তারপর বসতেন এবং কোন [illegible] কথা বলতেন না। তারপর আবার দাঁড়াতেন এবং (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-২২৯ ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে

١٠٩٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ

جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىْ صَلٰوةٍ.

১০৯৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন এবং আবার উঠে দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বসে খুতবা দান করতেন সে মিথ্যা কথা বলে। তিনি (জাবের) আরো বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দুই হাজারের অধিক সংখ্যক ওয়াক্তের নামায পড়েছি।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১০৯৪। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামাযে দু'টি খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝখানে বসতেন। আর খুতবাতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে নসীহত করতেন।

١٠٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১০৯৫। জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি। তারপর (দুই খুতবার মাঝখানে) অল্প কিছুক্ষণ বসতেন কিন্তু কোন কথাবার্তা বলতেন না। পরবর্তী বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ-২৩০ ঃ ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুতবা দান করা

١٠٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِىُّ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِىُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا اَوْ اَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ

اِذْ ذَاكَ دُوْنَ فَاَقَمْنَا بِهَا اَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا اَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَنْ تُطِيْقُوْا اَوْ لَنْ تَفْعَلُوْا كُلَّ مَا اُمِرْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا. قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِيْ فِيْ شَيْئٍ مِّنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ اِنْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ.

১০৯৬। শু'আইব ইবনে রুযাইক আত-তায়েফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির পাশে বসলাম যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তার নাম আল-হাকাম ইবনে হাযন আল-কুলাফী। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি সাত বা আট সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সপ্তম বা অষ্টমজন হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার সাক্ষাত লাভ করলাম। আমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি আমাদেরকে কিছু খেজুর প্রদানের জন্য আদেশ করলেন। তখনকার দিনে আমাদের (মুসলমানদের) অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। আমরা সেখানে (মদীনায়) বেশ কয়েক দিন অবস্থান করলাম। এই সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামাযও পড়লাম। জুমু'আর খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সা) একটি লাঠি অথবা ধনুকের উপর হালকাভাবে ভর দিয়ে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ কথায় আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রতি উত্তম ও পবিত্র গুণাবলী আরোপ করলেন। তারপর বললেন ঃ হে লোকসকল! যা করতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে কখনো তার সবগুলোই তোমরা পালন করতে পারবে না বা সক্ষম হবে না। বরং তোমাদের আমলের ওপর অটল থাকো এবং সুসংবাদ দান করো। আবু 'আলী (র) বলেছেন, আমি ইমাম আবু দাঊদকে বলতে শুনেছি, আমার কতক বন্ধু এই হাদীসের কিছু অংশ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِيْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

১০৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুতবা দিতেন তখন বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহি নাস্তাঈনুহু, ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া না'উযু বিল্লাহি মিন শুরূরি আন্‌ফুসিনা মাঁই ইয়াহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ্ ওয়া মাঁই ইউদ্‌লিল্ ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্। আরসালাহু বিলহাক্কি বাশিরাঁও ওয়া নাযীরাম্ বাইনা ইয়াদাইস্ সা'আহ্। মাঁই ইউতি'ইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ্ রাশাদা ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা ফাইন্নাহু লা ইয়াদুররু ইল্লা নাফসাহ্ ওয়ালা ইয়াদুররুল্লাহা শাইয়া"। অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নিজের নফসের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের আগে সত্য দীনসহ সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী করে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য করে সে সঠিক পথে চলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَنَسْأَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيْعِهِ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَاِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ.

১০৯৮। ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে শিহাব (র)-কে জুমু'আর দিনে (জুমু'আর নামাযে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবাদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করলেন। অতিরিক্ত বর্ণনা করলেন, "ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা ফাকাদ গাওয়া ওয়া নাস্‌আলুল্লাহা রব্বানা আঁই ইয়াজআলানা মিমমাঁই ইউতিয়ুহু ওয়া ইউতিয়ু রাসূলাহু ওয়া ইয়াত্তাবি'উ রিদওয়ানাহু ওয়া ইয়াজতানিবু সাখাতাহু ফাইন্নামা নাহ্‌নু বিহি ওয়া লাহু"। অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, তাঁর সন্তুষ্টির পথ তালাশ করে এবং অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করে

আমাদেরকে যেন আল্লাহ তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমরা আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনা করি। কেননা আমরা তাঁরই কারণে সৃষ্টি হয়েছি এবং তাঁরই মালিকানা ও এখতিয়ারভুক্ত।"

١٠٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ خَطِيْبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ اَوْ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ.

১০৯৯। 'আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক বক্তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সে এভাবে বললো, মাঁই ইউতিয়িল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ রাশাদা ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা"। অর্থাৎ "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ বা আনুগত্য করলো সে সৎপথ পেলো। আর যে তাদের নাফরমানী করলো"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি উঠে যাও অথবা বললেন ঃ তুমি চলে যাও। তুমি অতিশয় খারাব বক্তা।

١١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قَآف اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّوْرُنَا وَاحِدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ اُمُّ هِشَامٍ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ.

১১০০। বিনতুল হারিস ইবনুন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনে শুনেই সূরা 'কাফ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমু'আর খুতবাতে সূরা কাফ পড়তেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও আমাদের চুলা ছিলো এক জায়গায়।

١١٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ اٰيَاتٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১১০১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সাধারণত) রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর নামায ছিলো পরিমিত (নাতিদীর্ঘ) এবং তাঁর খুতবাও ছিল পরিমিত। খুতবায় তিনি কুরআনের কিছু আয়াত পড়তেন এবং লোকদের নসীহত করতেন।

١١٠٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِهَا قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قَافَ اِلاَّ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَابْنُ أَبِى الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ.

১১০২। 'আমরাহ্ বিন্‌তে আবদুর রহমান (র) থেকে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা 'কাফ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রত্যেক জুমু'আর খুতবাতেই সূরা কাফ পড়তেন।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব এবং ইবনে আবুর রিজাল হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ-'আমরাহ উম্মু হিশাম বিনতে হারিসা ইবনুন নু'মান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ اَكْبَرُ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ.

১১০৩। 'আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান (র) তার এক বোন, যিনি তার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসটির বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২৩১ ঃ মিম্বারের ওপর অবস্থানকালে দুই হাত উপরে উত্তোলন

١١٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَاٰى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُوْ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ.

১১০৪। হুসাইন ইবনে 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বিশর ইবনে মারওয়ানকে দেখলেন যে, তিনি জুমু'আর দিন খুতবা দানকালে দু'আ করছেন। তখন 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার এ হাত দু'টিকে কুৎসিত করে দিন। যায়েদা বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে 'আবদুর রহমান বলেছেন, 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিম্বারের ওপর দেখেছি। তিনি এর বেশী অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা ছাড়া আর কিছুই করতেন না।

١١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُوْ عَلٰى مِنْبَرِهِ وَلاَ عَلٰى غَيْرِهِ وَلٰكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطٰى بِالْإِبْهَامِ.

১১০৫। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিম্বারের ওপর অবস্থানরত অবস্থায় বা অন্যত্র আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাত উঠাতে দেখি নাই। বরং আমি দেখেছি, তিনি মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি যুক্ত করে বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করেছেন এবং এভাবে তাকে দু'আ করতে দেখেছি।

بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

অনুচ্ছেদ-২৩২ ঃ খুতবা (ভাষণ) সংক্ষিপ্ত করা

١١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ.

১১০৬। 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে খুতবা (বক্তৃতা) সংক্ষিপ্ত করতে আদেশ করেছেন।

١١٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ أَخْبَرَنِىْ شَيْبَانُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَاتٌ.

১১০৭। জাবের ইবনে সামুরা আস-সুওয়ায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর দিন নসীহত (ভাষণ) দীর্ঘ করতেন না, বরং তা ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্য।

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

অনুচ্ছেদ-২৩৩ ঃ খুতবার সময় ইমামের নিকটবর্তী হওয়া

١١٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِ أَبِيْ بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتّٰى يُؤَخَّرَ فِى الْجَنَّةِ وَاِنْ دَخَلَهَا.

১১০৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ওয়াজ-নসীহতের সময় উপস্থিত থাকো এবং ইমামের নিকটবর্তী হও। কেননা কোন ব্যক্তি অনবরত দূরে থাকতে থাকতে এমনকি জান্নাতে গেলেও দেরীতে যাবে।

بَابُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يُحْدِثُ

অনুচ্ছেদ-২৩৪ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইমামের খুতবায় বিরতি দেয়া

١١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ فَاَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِى الْخُطْبَةِ.

১১০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে লাল রংয়ের দু'টি জামা পরে শিশু হাসান ও হুসাইন আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে এলে নবী (সা) খুতবা বন্ধ করে মিম্বার থেকে নেমে তাদেরকে নিয়ে এসে মিম্বারে উঠলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো ফিতনা বা পরীক্ষা" (সূরা

তাগাবুন ঃ ১৫)। তাইতো আমি এ দু'জনকে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। এরপর তিনি আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ঘটনা ঘটলে ইমাম খুতবা বন্ধ করে কাজটি সেরে আবার খুতবা দিতে পারেন। ইমামের জন্য এতটুকু এখতিয়ার আছে (অনুবাদক)।

بَابُ الْاِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৫ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে জড়সড় হয়ে বসা

١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ.

১১১০। সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কাউকে গুটিসুটি মেরে বসতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ উভয় নিতম্বের উপর ভর দিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে পেটের সাথে লাগিয়ে তা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসা। এভাবে বসলে দেখতে খুব উদ্ভট লাগে এবং উযু নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, এভাবে বসলে দ্রুত নিদ্রা আসে এবং উযু নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। আর অহংকারী লোকেরা সাধারণত এভাবে বসে (অনুবাদক)।

١١١١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَاِذَا جُلُّ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِيْنَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِىْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِىُّ وَمَكْحُوْلٌ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِىْ أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ.

১১১১। ইয়া'লা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

মু'আবিয়া (রা)-র সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের সাথে জুমু'আর নামায পড়লেন। আমি দেখলাম, যারা মসজিদের ভিতরে আছেন তাদের অধিকাংশই নবী (সা)-এর সাহাবী। তারা সবাই গুটিসুটি মেরে বসেছেন। আর ইমাম খুতবা দান করছেন।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেছেন, ইমামের খুতবা দানকালে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা)-ও গুটিগুটি মেরে বসতেন। আর আনাস ইবনে মালেক, শুরাইহ্, সা'সাআ ইবনে সূহান, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, ইবরাহীম নাখয়ী, মাকহূল, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ এবং নু'আইম ইবনে সুলামা (র) বলেছেন, ইমামের খুতবা দানকালে গুটিসুটি মেরে বসতে কোন দোষ নেই। 'উবাদা ইবনে নুসাই ছাড়া আর কেউ এভাবে বসাকে আপত্তিকর মনে করতেন বলেও আমার জানা নাই।

টীকা ঃ 'ইমাম শাওকানী তাঁর 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বলেন, জুমু'আর দিনে ইমামের খুতবা দানকালে 'ইহতিবা' বা গুটিসুটি মেরে বসা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মাকরূহ। আবার কেউ কেউ মাকরূহ নয় বলে মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন, বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবাদের কার্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় 'ইহতিবা' মাকরূহ নয়, বরং জায়েয। আর যেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় 'ইহতিবা' মাকরূহ, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা সম্ভবত সাহাবাদের 'ইহতিবা' হতে স্বতন্ত্র নতুন ধরনের কোন 'ইহতিবা', যা মুসল্লীকে তার সালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় (অনুবাদক)।

بَابُ الْكَلاَمِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৬ ঃ খুতবা দানকালে নামাযীদের কথা বলা নিষেধ

١١١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُلْتَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে বলো চুপ করো, তাহলে তুমি একটা অনর্থক কাজ করলে।

টীকা ঃ ইমাম তাইয়েবী বলেছেন, "দুই রাক্'আত নামাযের পরিবর্তে জুমু'আর খুতবা নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং এর গুরত্ব নামাযের মত, নামাযের মধ্যে যেমন কথা বলা জায়েয নয়, ঠিক তেমনি খুতবার সময়ও কথা বলা জায়েয নয়। তবে নামাযের মধ্যে কথা বললে নামায ফাসেদ হয়ে যায়, কিন্তু খুতবার সময় কথা বললে নামায ফাসেদ হয় না (অনু.)।

١١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا

يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا.

১১১৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামায পড়তে আসে। এক শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামাযে হাজির হয় এবং অনর্থক কাজ করে ও কথা বলে। সে ঐরূপ কাজ ও কথা থেকেই তার অংশ পাবে। আরেক শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামাযে এসে দু'আ করে, তারা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দু'আ করে। তিনি চাইলে তাদের দু'আ কবুল করতে পারেন কিংবা কবুল নাও করতে পারেন। অপর শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামাযে আসে, তারা চুপচাপ থাকে এবং মুসলমানের ঘাড় ডিঙিয়ে যায় না কিংবা কাউকে কষ্টও দেয় না। সুতরাং তার এই কাজ ঐ জুমু'আর দিন থেকে পরবর্তী জুমু'আর দিন পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিনদিন পর্যন্ত তার গোনাহর কাফফরা হয়ে যায়। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করে তাকে তার দশ গুণ দেয়া হবে" (সূরা আল-আনআম ঃ ১৬০)।

بَابُ اِسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الْاِمَامَ

অনুচ্ছেদ-২৩৭ ঃ কারো উযু ভংগ হলে সে কিভাবে ইমামের অনুমতি নিবে

١١١٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ.

১১১৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো উযু ভংগ হলে সে যেন তার নাক চেপে ধরে (কাতার ভেদ করে) বেরিয়ে যায়।

টীকা : নামাযরত অবস্থায় যার উযু ভংগ হয়ে যাবে তাকে নাক ধরে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে এইজন্য যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, তার উযু ভংগ হয়েছে (অনু.)।

بَابُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৮ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে

١١١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ.

১১১৫। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন জুমু'আর নামাযে নবী (সা) যে সময় খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি নামায (নফল) পড়েছ? সে বললো, না। নবী (সা) বললেন ঃ ওঠো, নামায পড়ে নাও।

টীকা ঃ ইমাম তাহাবীর বর্ণনা অনুসারে ঐ ব্যক্তির নামায পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব ছিলেন। কিন্তু ইমাম নাসায়ীর বর্ণনা অনুসারে নবী (সা) খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু তখনও খুতবা শুরু করেননি। মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই যে দুই রাক্আত নামায পড়তে হয়, এটা ছিল সেই নামায (স.)।

١١١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ اَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

১১১৬। জাবের ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেছেন, জুমু'আর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দান করছিলেন, এমন সময় সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কিছু নামায পড়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সংক্ষিপ্ত করে দুই রাক্'আত নামায পড়ে নাও।

١١١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

১১১৭। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) আসলেন। রাবী এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ ইমামের খুতবা দানকালে তোমাদের কেউ যদি (মসজিদে) আসে তাহলে সে যেন সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়ে নেয়।

بَابُ تَخَطِّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৩৯ ঃ জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া

١١١٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ.

১১১৮। আবুয্ যাহিরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জুমু'আর দিন নবী (সা)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)-র সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে লোকজনের ঘাড় ডিঙিয়ে এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হলো। 'আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বললেন, এক জুমু'আর দিন এক ব্যক্তি লোকজনের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আসছিল। নবী (সা) সেই সময় খুতবা দিচ্ছিলেন। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি বসে পড়ো, তুমি মানুষকে খুব কষ্ট দিয়েছো।

بَابُ الرَّجُلِ يَنْعُسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৪০ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে কারো তন্দ্রা এলে

١١١٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَّجْلِسِهِ ذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِهِ.

১১১৯। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ মসজিদের মধ্যে তোমাদের কারো যদি তন্দ্রা আসে তাহলে সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র গিয়ে বসে।

بَابُ الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২৪১ ঃ মিম্বার থেকে নেমে (খুতবা শেষ করে) ইমামের কারো সাথে কথা বলা

١١٢٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ لاَ أَدْرِى كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوَّلاَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ فَيَقُوْمُ مَعَهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ.

১১২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা শেষ করে মিম্বার থেকে নামলে তখন কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পেশ করতো। তার প্রয়োজন পূরণ (কথা শেষ) না হওয়া পর্যন্ত নবী (সা) তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তারপর নামাযে দাঁড়াতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সাবিতের সূত্রে হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। এটি জারীর ইবনে হাযেমের একক বর্ণনা।

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-২৪২ ঃ কেউ জুমু'আর নামাযের এক রাক্'আত পেলে

١١٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ.

১১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি (জামা'আতের সাথে) এক রাক'আত নামায পেলো সে পুরো নামাযই পেলো।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীসে নির্দিষ্ট কোন নামাযের কথা বলা হয়নি, বরং সাধারণভাবে সব নামাযের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে জুমু'আর নামাযও অন্তর্ভুক্ত। তাই অন্যান্য নামাযের মত কেউ যদি জুমু'আর নামাযও এক রাক'আত পেয়ে যায় তাহলে সে পূর্ণ নামাযই পেলো (অনু.)।

بَابُ مَا يَقْرَأُ بِهِ فِى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪৩ ঃ জুমু'আর নামাযে কোন কোন সূরা পড়বে?

١١٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَبِهِمَا.

১১২২। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ঈদের নামাযে ও জুমু'আর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" এবং 'হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" সূরা দু'টি পড়তেন। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, কখনো 'ঈদ ও জুমু'আ একই দিন হতো, তখনও তিনি উভয় নামাযেই এ দু'টি সূরা পড়তেন।

١١٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

১১২৩। দাহ্‌হাক ইবনে কায়েস (র) নু'মান ইবনে বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, জুমু'আর দিন (জুমু'আর নামাযে) রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা "জুমু'আ" পড়ার পর আর কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি সূরা "হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ" পড়তেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামাযের প্রথম রাক্'আতে সূরা "জুমু'আ" পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" পড়তেন (অনু.)।

١١٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ. قَالَ فَاَدْرَكْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ. قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১১২৪। ইবনে আবু রাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের সাথে জুমু'আর নামায পড়লেন। তিনি (প্রথম রাক'আতে) সূরা জুমু'আহ পড়লেন এবং

শেষ রাক'আতে সূরা 'ইযা জায়াকাল মুনাফিকূন" পড়লেন। ইবনে আবু রাফে' (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নামায শেষ করলে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি (নামাযে) এমন দু'টি সূরা পড়েছেন যা আলী (রা) কুফাতে পড়তেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ দু'টি সূরা জুমু'আর নামাযে পড়তে শুনেছি।

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

১১২৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। জুমু'আর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" ও "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" সূরা দু'টি পড়তেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

অনুচ্ছেদ-২৪৪ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলেও ইকতিদা করা জায়েয

١١٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجْرَةِ.

১১২৬। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কামরার মধ্যে নামায পড়ছিলেন এবং লোকজন কামরার বাইরে থেকে তাঁর পিছনে ইকতিদা করেছিলো।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪৫ ঃ জুমু'আর নামাযের পর সুন্নাত নামায পড়া

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ اَتُصَلِّى

الْجُمُعَةَ اَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১২৭। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) দেখলেন, জুমু'আর দিন এক ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের পর একই স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত নামায পড়ছে। তিনি তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন, তুমি কি জুমু'আর নামায চার রাক'আত পড়তে চাও? 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) জুমু'আর দিন বাড়িতে ফিরে দুই রাক'আত সুন্নাত নামায পড়তেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।

١١٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّىْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

১১২৮। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে 'উমার (রা) জুমু'আর নামাযের পূর্বে দীর্ঘ নামায পড়তেন এবং জুমু'আর নামাযের পরে বাড়িতে ফিরে দুই রাক্'আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।

١١٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ اَبِى عَطَاءِ بْنِ الْخُوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ لاَ تُعِدْ لِمَا صَنَعْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِذٰلِكَ اَنْ لاَّ تُوْصَلَ صَلٰوةٌ بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَتَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ.

১১২৯। 'উমার ইবনে 'আতা ইবনে আবুল খুওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। নাফে' ইবনে জুবায়ের (র) তাকে উমার (রা)-র ভাগ্নে আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদের কাছে একটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য পাঠালেন, যা আমীর মু'আবিয়া তাকে নামাযের ব্যাপারে করতে দেখেছিলেন। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-র

সাথে মসজিদে (তাঁর জন্য সংরক্ষিত) মিহ্‌রাবের মধ্যে জুমু'আর নামায পড়লাম। আমি সালাম ফিরিয়ে আমার স্থানে দাঁড়িয়ে আবার নামায পড়লাম। বাড়িতে পৌঁছে তিনি লোক মারফত আমাকে বললেন, তুমি (আজ) যা করেছো তা আর কখনো করবে না। জুমু'আর নামায পড়ার পর যতক্ষণ না কথা বলবে অথবা মসজিদ থেকে বের হবে ততক্ষণ তার সাথে আর কোন নামায সংযুক্ত করো না (অন্য কোন নামায পড়ো না)। কেননা নবী (সা) আদেশ করেছেন যে, তোমার কথা না বলা বা মসজিদ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত এক নামাযের সাথে আরেক নামাযকে সংযুক্ত করা যাবে না।

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

১১৩০। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় অবস্থানকালে যখন জুমু'আর নামায পড়তেন তখন (ফরয) নামায পড়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন এবং পুনরায় সামনে এগিয়ে গিয়ে আরো চার রাক্'আত নামায পড়তেন। কিন্তু যখন তিনি মদীনায় ছিলেন তখন জুমু'আর (ফরয) নামাযের পর বাড়িতে এসে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন, মসজিদে নামায পড়তেন না। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতেন।

١١٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيْثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ اِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوْا بَعْدَهَا اَرْبَعًا قَالَ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ فَاِنْ صَلَّيْتَ فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَيْتَ الْمَنْزِلَ اَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর (ফরয) নামাযের পরে (সুন্নাত) নামায পড়তে চাইলে সে যেন চার রাক্'আত পড়ে। অধস্তন রাবী এতটুকু বর্ণনা করেই শেষ করেছেন। আর ইবনে ইউনুসের বর্ণনায় আছে, জুমু'আর নামায পড়ার পরে তোমরা চার রাক্'আত নামায পড়ো। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে আমার বৎস! তুমি যদি মসজিদে দুই রাক্'আত পড়ে থাকো, তারপর গন্তব্যে পৌঁছে থাকো অথবা বাড়িতে আসো তাহলে সেখানেও দুই রাক্'আত নামায পড়ো।

١١٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

১১৩২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর (ফরয) নামায পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١١٣٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ رَاىَ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ الْجُمُعَةَ قَلِيْلاً غَيْرَ كَثِيْرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِيْ اَنْفَسَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ مِرَارًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.

১১৩৩। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমার (রা)-কে জুমু'আর নামাযের পর নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি যেখানে জুমু'আর নামায (ফরয) পড়তেন সেখান থেকে বেশী দূরে নয় বরং অল্প দূরে সরে গিয়ে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন। বর্ণনাকারী 'আতা বলেছেন, তারপর সেখান থেকে বেশ একটু সরে গিয়ে চার রাক্'আত নামায পড়তেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ইবনে 'উমার (রা)-কে কতবার এরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, বেশ কয়েকবার।

টীকা ঃ জুমু'আর নামায পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়বে। এটা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামে অভিহিত। অতঃপর চার রাক্আত কাবলাল জুমু'আ (সুন্নাত) নামায পড়বে। ফরয নামাযের পর আবার চার রাক্আত বা'দাল জুমু'আ (সুন্নাত) নামায পড়বে। তারপর আরো দুই রাক্আত সুন্নাতুল ওয়াক্ত নামায পড়বে (সম্পাদক)।

بَابُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪৬ ঃ দুই 'ঈদের নামায

١١٣٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

১১৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করে দেখলেন, মদীনাবাসীদের খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসবের জন্য দু'টি দিন নির্দিষ্ট আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দু'টি দিনের ব্যাপার কি? সবাই বললেন, জাহিলী যুগে আমরা এ দিন দু'টিতে খেলাধুলা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ দিন দু'টিকে পাল্টিয়ে এর চাইতে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন– ঈদুল আয্হা ও ঈদুল ফিতরের দিন।

بَابُ وَقْتِ الْخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৭ ঃ 'ঈদের নামায পড়তে যাওয়ার সময়

١١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِىُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

১১৩৫। ইয়াযীদ ইবনে খুমাইর আর-রাহাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) লোকজনের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা 'ঈদুল আযহার নামায পড়তে গেলেন। নামায পড়তে ইমামের দেরী করাকে তিনি অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, আমরা তো এই সময় অর্থাৎ তাসবীহ্‌র নামাযের (ইশরাক) সময় 'ঈদের নামায পড়ে শেষ করতাম।

بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৮ ঃ মহিলাদের 'ঈদের নামাযে শরীক হওয়া

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَحَبِيْبٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَهِشَامٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَخْرُجَ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ قِيْلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لِاِحْدٰهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةٌ مِّنْ ثَوْبِهَا.

১১৩৬। উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার জন্য গৃহবাসিনীদের অর্থাৎ মহিলাদের নির্দেশ দেন। জিজ্ঞেস করা হলো, ঋতুবতী মেয়েরা কি করবে? নবী (সা) বললেন ঃ কল্যাণমূলক কাজ ও মুসলমানদের দু'আয় তাদের শরীক হওয়া উচিত। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাদের (মেয়েদের) কারো কাপড় না থাকে তাহলে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তার বান্ধবী নিজের কাপড়ের কিছু তাকে পরতে দিবে।

١١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اِمْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنْ اِمْرَأَةٍ أُخْرٰى قَالَتْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُوْسٰى فِى الثَّوْبِ.

১১৩৭। উম্মে 'আতিয়া (রা) উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ঋতুবতী মহিলারা মুসলমানদের নামাযের স্থান থেকে পৃথক থাকবে (নামায পড়বে না)। তবে (এ হাদীসে) তিনি কাপড়ের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। রাবী হাফসা ও অপর এক মহিলার মাধ্যমে সে অন্য একজন মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল!... এরপর মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের কাপড় সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

١١٣٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ

بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

১১৩৮। উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই (উপরে বর্ণিত) হাদীসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী আমল করতে আদিষ্ট হতাম। তিনি বলেছেন, ঋতুবতী মহিলারা সবার পিছনে থাকতো এবং লোকদের সাথে তাকবীরসমূহ বলতো।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে মহিলাদেরও ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। সহীহ মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসে নবী (সা) অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকেও 'ঈদের নামাযে হাজির হতে আদেশ করেছেন (অনুবাদক)।

١١٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ وَمُسْلِمٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِىْ بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ وَأَمَرَنَا بِالْعِيْدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيْهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

১১৩৯। ইসমাঈল ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে 'আতিয়া (র) থেকে তার দাদী উম্মে 'আতিয়া (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। মদীনাতে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার মহিলাদেরকে একটি ঘরে সমবেত করে 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে আমাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ('উমার) এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরা তার সালামের জবাব দিলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের সংবাদবাহক হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। তারপর তিনি (আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক) আমাদের ঋতুবতী ও কুমারী মেয়েদের উভয় 'ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করতে আদেশ করলেন। (এও বললেন যে,) আমাদের (মহিলাদের) জন্য জুমু'আ বাধ্যতামূলক নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৯ ঃ 'ঈদের নামাযের খুতবা

١١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيْهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ مَنْ هٰذَا قَالُوْا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَّاٰى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

১১৪০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 'ঈদের দিন মারওয়ান (ইবনুল হাকাম) মাঠে মিম্বার স্থাপন করালেন এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দিতে আরম্ভ করলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে মারওয়ান! তুমি (রাসূলুল্লাহ সা.)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ করলে। তুমি 'ঈদের দিন 'ঈদের মাঠে মিম্বার স্থাপন করেছ এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দিতে আরম্ভ করেছ। অথচ [রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে] এমনটি করা হতো না। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? লোকজন বললো, অমুকের পুত্র অমুক। তিনি বললেন, সে তার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ কোন গর্হিত কাজ হতে দেখলে যদি সে তা শক্তিবলে রোধ করতে পারে তাহলে সে যেন তাই করে। আর যদি সে তা না পারে তাহলে যেন কথার দ্বারা তা প্রতিরোধ করে। কিন্তু এতটুকুও না পারলে সে যেন অন্তরে তা খারাপ জানে। তবে এটি দুর্বলতম ঈমানের পর্যায়।

١١٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ

عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِى النِّسَاءُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ قَالَ تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ. وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتَخَتَهَا.

১১৪১। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 'ঈদুল ফিতরের দিন নবী (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং খুতবার আগেই নামায পড়লেন। তারপর লোকজনের সামনে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ হলে তিনি (মিম্বার থেকে অবতরণ করে) মহিলাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে নসীহত করলেন। সেই সময় তিনি বিলাল (রা)-র হাতের ওপর ভর দিয়েছিলেন। আর বিলাল (রা) তার কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলেন। মহিলারা তাতে দান-খয়রাতের বস্তু নিক্ষেপ করছিলেন। কোন কোন মহিলা তাদের অলংকারাদি তাতে ছুড়ে দিচ্ছিলো এবং অন্যরা আরো অনেক কিছু ছুড়ে ফেলছিলো।

١١٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ اَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ.

১১৪২। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাস (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আর 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি 'ঈদুল ফিতরের দিন (নামাযের জন্য) রওয়ানা হলেন, নামায পড়লেন, তারপর খুতবা দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে আসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। ইবনে কাসীর বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী শো'বার দৃঢ় ধারণা, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করতে আদেশ করলে তারা তাদের অলংকারাদি খুলে খুলে ছুড়ে দিতে থাকলেন।

١١٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشٰى اِلَيْهِنَّ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ.

১১৪৩। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমান করলেন, তাঁর কথা মহিলারা

শুনতে পাননি। তাই তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে গেলেন। তিনি মহিলাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ করলেন। তখন মহিলারা তাদের কানের রিং ও হাতের আংটি খুলে খুলে বিলালের কাপড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন।

١١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِيْ كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَّمَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ.

১১৪৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনি আরো বলেন, মহিলারা তাদের কানের রিং ও হাতের আংটি খুলে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলো তার চাদরের মধ্যে তুলে নিতে থাকলেন। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেগুলো গরীব মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

بَابٌ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ-২৫০ ঃ ধনুকে ভর দিয়ে খুতবা দেওয়া

١١٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ جَنَابٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِّلَ يَوْمُ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ.

১১৪৫। ইয়াযীদ ইবনুল বারাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা)-কে 'ঈদের দিনে একটি ধনুক দেয়া হলে তিনি সেটির ওপর ভর দিয়ে খুতবা দিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ فِي الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৫১ ঃ 'ঈদের নামাযে আযান নেই

١١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِيْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ

بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ اِلَى اَذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ قَالَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৪৬। 'আবদুর রহমান ইবনে 'আবেস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ঈদের নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। আর যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আত্মীয়তার কারণে আমার ঘনিষ্ঠতা না থাকতো তাহলে শিশু হওয়ার কারণে তাঁর সাথে আমি নামাযে শরীক হতে পারতাম না। ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাসীর ইবনুস সালত-এর বাড়ির পাশে যে ঝাণ্ডা স্থাপন করা হয়েছিল সেখানে আসলেন এবং নামায পড়লেন, তারপর খুতবা দিলেন। ইবনে 'আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) দান-খয়রাত করার আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের কান ও গলার দিকে ইশারা করতে থাকলে নবী (সা) বিলালকে তাদের কাছে পাঠালেন। বিলাল (রা) তাদের কাছে গেলেন এবং (দান-খয়রাতের সামগ্রীসহ) নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলেন।

١١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ اَوْ عُثْمَانَ شَكَّ يَحْيَى.

১১৪৭। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাক্‌র ও 'উমার অথবা (হাদীস বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়ার সন্দেহ) 'উসমান (রা) আযান ও ইকামত ছাড়াই 'ঈদের নামায পড়েছেন।

١١٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ.

১১৪৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উভয় 'ঈদের নামায আযান ও ইকামত ছাড়া একবার কিংবা দুইবার নয়, অনেকবার পড়েছি।

بَابُ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৫২ ঃ উভয় 'ঈদের তাকবীরসমূহ

١١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

১১৪৯। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আয্হার নামাযে প্রথম রাক্'আতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন।

١١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوٰى تَكْبِيْرَاتِ الرُّكُوْعِ.

১১৫০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত।... উপরে বর্ণিত হাদীসের মত একই সনদ ও অর্থবোধক। ইবনে শিহাব (র) বলেন, রুকূর দু'টি তাকবীর ছাড়া।

١١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

১১৫১। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ 'ঈদুল ফিতরের নামাযের তাকবীর হলো প্রথম রাক্'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে পাঁচটি। আর উভয় রাক্'আতেই তাকবীরের পর কিরাআত পড়তে হবে।

١١٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ عَنْ أَبِىْ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ سَبْعًا وَخَمْسًا.

১১৫২। 'আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা) 'ঈদুল ফিতরের নামাযে প্রথম রাক্'আতে সাতটি তাকবীর বলতেন, অতঃপর কিরাআত পড়তেন, কিরাআত শেষে তাকবীর বলার পর দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করতেন, এরপর রুকূ করতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, ওয়াকী ও ইবনুল মুবারক (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, (প্রথম রাক্'আতে) সাতটি এবং (দ্বিতীয় রাক্'আতে) পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে।

١١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِىْ زِيَادٍ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ.

১১৫৩। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র এক সহচর আবু 'আয়েশা আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবু মূসা আল-আশ'আরী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে সা'ঈদ ইবনুল 'আস (র) জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈদুল ফিতর এবং 'ঈদুল আযহার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বললেন, তিনি জানাযার নামাযের মত চারটি তাকবীর বলতেন। হুযায়ফা (রা) বললেন, তিনি (আবু মূসা) সঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা) বললেন, আমি বসরায় গভর্ণর থাকাকালে ('ঈদের নামাযে) এভাবেই তাকবীর বলতাম। আবু 'আয়েশা (রা) বলেন, সা'ঈদ ইবনুল 'আসের প্রশ্ন করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে 'ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফি'ঈর মতে 'ঈদের নামাযের প্রথম রাক্'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে। তবে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদের মতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে তাকবীরে কিয়ামসহ পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে এবং তাকবীরের পরে কিরাআত পড়তে হবে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর মতে প্রথম রাক্'আতে "তাকবীরে তাহরীমা" ছাড়া সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে "তাকবীরে কিয়াম" ছাড়া পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে। ইমাম মালেক, আহমাদ ও শাফি'ঈ (র) দলীল হিসেবে উপরে বর্ণিত হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং 'আমর ইবনে শু'আইব বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে প্রথম রাক্'আতে "তাকবীরে তাহরীমা" ছাড়া এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে "তাকবীরে কিয়াম" ছাড়া উভয় রাক্'আতেই তিনটি করে তাকবীর বলতে হবে। তাঁর মতে প্রথম রাক্'আতে কিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে কিরাআতের পরে তাকবীরগুলি বলতে হবে। দলীল হিসেবে তিনি উপরে মাকহুল (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেছেন। হাদীসটির বিষয়বস্তু হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের মত দুইজন সাহাবীর জাবানীতে বর্ণিত ও সমর্থিত হয়েছে। তারা এর উপর আমলও করেছেন (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২৫৩ ঃ 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নামাযে কি পড়বে?

١١٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

১১৫৪। 'উবাইদুল্লাহ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উতবা ইবনে মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকেদ আল-লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন্ কোন্ সূরা পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) সূরা "কাফ্ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ" এবং সূরা "ইক্তারাবাতিস্ সা'আতু ওয়ান্-শাক্কাল কামারু" পড়তেন।

بَابُ الْجُلُوْسِ لِلْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫৪ ঃ খুতবা শোনার জন্য বসা

١١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৫৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 'ঈদের নামায পড়েছি। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ আমি এখন খুতবা দান করবো। কেউ খুতবা শোনার জন্য বসতে চাইলে বসবে, আর কেউ চলে যেতে চাইলে চলে যাবে। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, 'আতা (র)-নবী (সা) সূত্রে হাদীসটি মুরসাল।

টীকা ঃ ইমাম নাসাঈ (র)-ও বলেছেন, এটি মহানবী (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনাটি ভুল। সঠিক হলো, এটি মুরসাল হাদীস (সম্পাদক)।

بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرِيْقٍ

অনুচ্ছেদ-২৫৫ ঃ এক রাস্তায় 'ঈদগায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা

١١٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَرَجَعَ فِىْ طَرِيْقٍ اُخَرَ.

১১৫৬। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। 'ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এক পথে 'ঈদের নামায পড়তে ('ঈদগাহে) যেতেন এবং অন্য পথে ফিরে আসতেন।

بَابُ إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ لِلْعِيْدِ مِنْ يَّوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

অনুচ্ছেদ-২৫৬ ঃ কোন কারণবশত ইমাম যদি 'ঈদের দিন নামায না পড়ান, তাহলে পরের দিন পড়াবেন

١١٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِىْ وَحْشِيَّةَ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

১১৫৭। আবু 'উমাইর ইবনে আনাস (র) থেকে তার কোন এক চাচার সূত্রে বর্ণিত, যিনি নবী (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। নবী (সা)-এর নিকট একদল আরোহী এসে সাক্ষ্য দিলো যে, গতকাল তারা ('ঈদের) চাঁদ দেখেছে। তিনি লোকজনকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে এবং পরদিন প্রভাতে ঈদগাহে যেতে নির্দেশ দিলেন।

١١٥٨- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ أَخْبَرَنِىْ أُنَيْسُ بْنُ أَبِىْ يَحْيٰى أَخْبَرَنِىْ إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلٰى نَوْفَلِ بْنِ عَدِىٍّ أَخْبَرَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِىُّ قَالَ كُنْتُ أَغْدُوْ مَعَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحٰى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حَتّٰى نَأْتِىَ الْمُصَلّٰى فَنُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بُطْحَانَ إِلٰى بُيُوْتِنَا.

১১৫৮। বাক্‌র ইবনে মুবাশ্‌শির আল-আনসারী (রা) বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের সাথে ঈদগাহে যেতাম। বাতনে বুতহান নামক প্রান্তর অতিক্রম করে আমরা ঈদগাহে যেতাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায আদায়ের জন্য। তারপর আমরা বাতনে বুতহানের পথেই আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতাম।

টীকা ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের বিষয়বস্তুর কোন সামঞ্জস্য নেই। কেউ কেউ বলেছেন, হয়ত কাতিবদের ত্রুটির জন্য অন্য অনুচ্ছেদের হাদীস এ অনুচ্ছেদে এসে গেছে (বাযলুল মাজহূদ) (অনু.)।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৫৭ ঃ 'ঈদের নামাযের পর অন্য নফল নামায পড়া সম্পর্কে

١١٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِىْ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

১১৫৯। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদগাহে গিয়ে ('ঈদের) দুই রাক্'আত নামায আদায় করেন। ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে তিনি কোন নামায আদায় করেননি। এরপর তিনি বিলালকে সংগে নিয়ে মহিলাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। মহিলারা (বিলালের বিছানো চাদরের ওপর) নিজেদের কানের দুল ও গলার হার ছুড়ে ফেলতে থাকলেন।

بَابُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِيْدَ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ

অনুচ্ছেদ-২৫৮ ঃ বৃষ্টির দিনে মসজিদে ঈদের নামায পড়া

١١٦٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْفَرَوِيِّيْنَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيْعُ فِىْ حَدِيْثِهِ عِيْسَى بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِىْ فَرْوَةَ سَمِعَ أَبَا يَحْيٰى عُبَيْدَ اللّٰهِ التَّيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ.

১১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ঈদের দিন বৃষ্টি হতে থাকলে নবী (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করেন।

অধ্যায় ঃ ৪

كِتَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

সালাতুল ইসতিস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

جُمَّاعُ اَبْوَابِ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيْعِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ইসতিস্‌কা নামায ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

١١٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقٰى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১১৬১। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে লোকজনকে নিয়ে বের হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুই রাক্‌'আত নামায পড়েন, আর উভয় রাক্‌'আতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন, এরপর স্বীয় চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করলেন এবং বৃষ্টি জন্য প্রার্থনা করলেন।

টীকা ঃ চাদর উল্টানোর নিয়ম হচ্ছে এই– পেছনের দিক থেকে গায়ের চাদরকে এমনভাবে উল্টিয়ে নিতে হয়, যেন নীচের অংশ উপরে, বাইরের দিক ভেতরে এবং ডানের দিক বামে চলে যায়। উদ্দেশ্য, আমাদের বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন কামনা করি (অনু.)।

١١٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سُلَيْمَانُ

بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ.

১১৬২। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আব্বাদ ইবনে তামীম আল-মাযেনী (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি তার চাচাকে বলতে শুনেছেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একজন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং লোকজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। সুলায়মান ইবনে দাঊদের বর্ণনায় আছে, তিনি কিব্‌লামুখী হয়ে স্বীয় চাদরকে উল্টিয়ে নিয়েছেন, অতঃপর দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন। ইবনে আবু যে'ব-এর বর্ণনায় আছে, তিনি উভয় রাক্'আতে কিরাআত পড়েছেন। ইবনুস সারাহ্-এর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছেন।

١١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحِمْصِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلٰوةَ قَالَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১১৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) থেকে উক্ত হাদীসটি তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তিনি তার বর্ণনায় নামায পড়ার কথাটি উল্লেখ করেননি। রাবী বলেছেন, "তিনি (রাসূল সা.) তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে পরেছেন। অর্থাৎ চাদরের ডান পার্শ্ব, যা তাঁর ডান স্কন্ধের উপর ছিল তা বাম কাঁধের উপরে এবং এর বাম পার্শ্ব যা বাম কাঁধের উপরে ছিল তা ডান কাঁধের উপরে করে দিলেন। অতঃপর সর্বশক্তিমান মহীয়ান আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

١١٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلٰى عَاتِقِهِ.

১১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁর দেহে একখানা কালো বর্ণের চাদর জড়ানো ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীচের অংশকে উপরে নিতে ইচ্ছে করলেন। কিন্তু তা ভারী বোধ হলে তিনি কাঁধের উপরে রেখেই তা উল্টিয়ে নিলেন।

بَابُ فِىْ أَىِّ وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়াকালে চাদর কখন উল্টিয়ে পরবে?

١١٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ وَاَنَّهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ.

১১৬৫। আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য নামাযের উদ্দেশ্যে ঈদ্‌গাহের দিকে গেলেন এবং তিনি যখন দু'আ করার ইচ্ছে করলেন তখন কিবলামুখী হলেন ও স্বীয় চাদরখানাকে উল্টিয়ে নিলেন।

١١٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِىَّ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-মাযেনী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে গেলেন এবং বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়লেন। তিনি যখন কিবলামুখী হলেন তখন নিজের চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন।

টীকা ঃ হাদীসটি ভারতীয় সংস্করণে আছে, কিন্তু বৈরূত বা রিয়াদ সংস্করণে অনুপস্থিত (সম্পাদক)।

١١٦٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَرْسَلَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْئَلُهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْإِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِىِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ.

১১৬৭। হিশাম ইবনে ইস্‌হাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আল-ওয়ালীদ ইবনে উত্‌বা আমাকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইসতিস্‌কার নামায' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। উস্‌মান ইবনে উকবা বলেন, ওয়ালীদ ইবনে উতবা সে সময় মদীনার শাসক ছিলেন। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাতন পোশাকে ভীত-বিহ্বল ও বিনয়ী অবস্থায় বের হয়ে ঈদগাহে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন 'কিন্তু প্রচলিত নিয়মে খুতবা পাঠ করেননি। বরং তিনি সারাক্ষণ কান্নাকাটি, দু'আ ও তাকবীর পাঠে রত ছিলেন। পরে ঈদের নামাযের মত দুই রাক্‌'আত নামায পড়েছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইসতিসকার নামাযে দুই হাত উপরে উত্তোলন করা

١١٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى بَنِىْ اَبِى اللَّحْمِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِىْ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِّنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوْ يَسْتَسْقِىْ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

১১৬৮। বনী আবুল লাহ্‌মের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আয-যাওরার' সন্নিকটে 'আহ্‌জারুয্‌ যায়েত' নামক স্থানে ইসতিস্‌কার নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করেছেন। তিনি হস্তদ্বয় চেহারার সম্মুখে এতটা উপরে তুলেছেন যে, তা তাঁর মাথার উপরিভাগ অতিক্রম করেনি।

টীকা ঃ মদীনার পার্শ্ববর্তী আল-হাররা-তে অবস্থিত একটি স্থানের নাম আহজারুয-যায়েত। আয-যাওরা হলো মসজিদে নববীর কাছাকাছি বাজারের পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম (সম্পাদক)।

١١٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ قَالَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.

১১৬৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক লোক ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। অতএব তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে অবিলম্বে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণকারী, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা প্রদানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাদের উপর ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে গেলো (মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো)।

١١٧٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَيْءٍ مِّنَ الدُّعَاءِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

১১৭০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি। তিনি হস্তদ্বয় এতটুকু উত্তোলন করতেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত।

١١٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَلنَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِىْ هٰكَذَا يَعْنِىْ وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا مِمَّا يَلِىَ الْاَرْضَ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ.

১১৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন। অর্থাৎ তিনি হস্তদ্বয় প্রশস্ত করেছেন এবং এর তালুদ্বয় নীচে যমীনের দিকে রেখেছেন। এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

টীকা ঃ ইসতিসকার দু'আয় অন্যান্য দু'আর বিপরীত নিয়মে হাতের তালু নীচের দিকে এবং হাতের পিঠ উপরের দিকে রেখেই মোনাজাত করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত (অনু.)।

١١٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ رَاٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْا عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ.

১১৭২। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আহ্জারুয্ যায়েত' নামক স্থানের সন্নিকটে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দু'আ করতে দেখেছেন।

١١٧٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِى الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرِقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادُهُ جَيِّدٌ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَقْرَءُوْنَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَاِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ حُجَّةٌ لَّهُمْ.

১১৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলো। তিনি একখানা মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তা তাঁর জন্য ঈদগাহে রাখা হলো এবং তিনি জনগণকে

প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি একদিন তাদেরকেসহ সেখানে যাবেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদিত হওয়ার পর বের হলেন ও মিম্বারের উপর উপবিষ্ট হলেন এবং তাক্‌বীর উচ্চারণ করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা তোমাদের দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছ। অথচ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ডাকো এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। পরে তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান, শেষ বিচারের দিনের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আপনি ধনবান সম্পদশালী। আর আমরা হচ্ছি রিক্ত ও মুখাপেক্ষী। অতএব আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আপনি যা কিছু নাযিল করবেন, তা দ্বারা আমাদের জন্য প্রবল শক্তি ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিন। এরপর তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং এত অধিক উত্তোলন করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়লো। পরে লোকজনের দিকে নিজ পৃষ্ঠ ফিরিয়ে দিলেন এবং চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন হস্তদ্বয় উত্তোলিত অবস্থায়। এরপর তিনি লোকজনের দিকে ফিরে মিম্বার থেকে অবতরণ করে দুই রাক্‌'আত নামায পড়লেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এক খণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটালেন, যার মধ্যে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো। এমনকি তিনি মসজিদ পর্যন্ত আসতে না আসতেই পথঘাট পানিতে প্লাবিত হয়ে গেল। যখন লোকজনকে বাড়ি-ঘরের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল এবং আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। এতদসত্ত্বেও হাদীসটির সনদ চমৎকার। এ হাদীসের ভিত্তিতে মদীনাবাসীগণ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। অর্থাৎ মীমের সাথে আলিফ ছাড়াই এ শব্দটি পড়ে থাকেন এবং এ হাদীসই হচ্ছে তাদের দলীল।

١١٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَصَابَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ اِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَهُ وَدَعَا قَالَ اَنَسٌ وَاِنَّ السَّمَاءَ كَمِثْلِ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ ثُمَّ اَنْشَأَتْ سَحَابَةً ثُمَّ

اِجْتَمَعَتْ ثُمَّ اَرْسَلَتِ السَّمَاءُ غَزَالِيَهَا فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى اَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَامَ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّحْبِسَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ اِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَاَنَّهُ اِكْلِيْلٌ.

১১৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় মদীনাবাসী দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। সে সময় একদা তিনি জুমু'আয় আমাদেরকে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া-ছাগল সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব তিনি হাত প্রসারিত করে দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, এতক্ষণ নাগাদ আকাশ মেঘমুক্ত স্বচ্ছ কাঁচের মত পরিষ্কার ছিল, হঠাৎ বায়ু প্রবাহিত হলো এবং এক খণ্ড মেঘ প্রস্তুত হয়ে গেল, অতঃপর বিভিন্ন খণ্ড একত্র হয়ে আকাশ এমনভাবে বর্ষিত হলো, যেন সে তার রশি খুলে দিয়েছে (অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো)। আর আমরা এমনভাবে বের হলাম যে, অবশেষে পানি ঠেলে নিজেদের বাড়িঘরে আসলাম এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত একটানা বর্ষণ হতে থাকলো। আর এ জুমু'আয় উক্ত ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ঘর-বাড়ি ধসে গেছে, সুতরাং তা বন্ধ করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচ্‌কি হাসলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশেপাশে (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপরে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা মদীনার আশেপাশে উঁচু উঁচু সুদৃশ্য চূড়ার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

١١٧٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا وَسَاقَ نَحْوَهُ.

১১৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় স্বীয় চেহারা বরাবর উত্তোলন করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী এরপর পূর্বের হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١١٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

১১৭৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন তখন তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে ও প্রাণীদেরকে পানি দান করো এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহ বিস্তীর্ণ করো, আর তোমার মৃত শহর (ভূমিকে) জীবিত করো"।

بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায

١١٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَخْبَرَنِىْ مَنْ أُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسجُدُ حَتّٰى اِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشٰى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتّٰى اَنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتَصُبُّ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّٰى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ.

১১৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে রুকু করলেন আবার দাঁড়ালেন। আবার রুকূ করলেন এবং পুনরায় দাঁড়ালেন। অতঃপর রুকূ করলেন। এভাবে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন এবং প্রত্যেক রাক্'আতে তিনটি করে রুকূ করার পর সিজদা করলেন। অবশেষে ক'জন লোক, যারা সেদিন তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ফলে তাদের উপর বালতি থেকে পানি ঢেলে দেয়া হলো। তিনি যখন রুকূ করেছেন তখন 'আল্লাহু আকবার', আর যখন তা থেকে মাথা উত্তোলন করেছেন তখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেছেন এবং তাঁর এ অবস্থা সূর্য গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরে তিনি বললেন ঃ বস্তুত কারোর জন্ম কিংবা মৃত্যুর কারণে সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং উভয়টি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তিনি এ দু'টির দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব যখন এর গ্রহণ হবে তখন তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাযের দিকে ধাবিত হবে।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে লোকদের ধারণা ছিল যে, কোন মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে পৃথিবীর মানুষ যেমন শোক প্রকাশ করে, তেমনি আকাশের চন্দ্র-সূর্যও শোক প্রকাশ করে থাকে, আর সেটাই চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম যেদিন মারা যান সেদিন মক্কার আকাশে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তাতে অনেক মুসলমানের মনেও পুরাতন ধারণাটি উদিত হয়েছিল এবং এ জাতীয় কথাবার্তাও চলছিল। সুতরাং নবী (সা) তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাটি নিরসন করার জন্য উল্লিখিত বাক্যটি বলেছিলেন (অনু.)।

بَابُ مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যিনি বলেন, (সূর্যগ্রহণের নামাযে) চার রুকূ'

١١٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذٰلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ اِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِيْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ فَسَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ اِلاَّ الَّتِىْ قَبْلَهَا اَطْوَلُ مِنَ الَّتِىْ بَعْدَهَا اِلاَّ اَنَّ رُكُوْعَهُ نَحْوٌ مِّنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِىْ صَلٰوتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوْفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِىْ مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوْفُ فَقَضَى الصَّلٰوةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ.

১১৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। আর সেদিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীমেরও মৃত্যু হয়েছিল। লোকেরা মন্তব্য করলো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই (সূর্য) গ্রহণ লেগেছে। এরপর তিনি লোকজনসহ চার সিজদা ও ছয় রুকূসহ নামায পড়েছেন (অর্থাৎ নামায ছিল মোট দুই রাক্'আত এবং প্রত্যেক রাক্'আতে ছিল তিন রুকূ ও দুই সিজদা)। তিনি (রাসূল সা.) তাকবীর দ্বারা নামায আরম্ভ করেন ও কিরাআত পড়েন এবং কিরাআতকে অত্যধিক লম্বা করেন। এরপর যে পরিমাণ সময় দণ্ডায়মান ছিলেন প্রায় অনুরূপ রুকূর মধ্যে কাটান। পরে মস্তক উত্তোলন করলেন এবং প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম সময় কিরাআত পাঠ করেন। পরে প্রায় দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সময় রুকূতে কাটান। আবার মস্তক উত্তোলন করেন এবং দ্বিতীয় বারের কিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম তৃতীয় বারের কিরাআত পড়েন। অতঃপর প্রায় দাঁড়ানো সমপরিমাণ সময় রুকূতে কাটান। এরপর মস্তক উত্তোলন করেন, তারপর সিজদার জন্য নুয়ে পড়েন এবং দু'টি সিজদা করেন। পরে দাঁড়িয়ে যান এবং সিজদা করার পূর্বে (প্রথম রাক্'আতের মত) তিন রুকূ করেন। পরের বারের তুলনায় প্রথমবারে যে অস্বাভাবিক লম্বা রুকূ করেছেন এ উভয় রুকূর মাঝখানে তিনি অন্য কোন রুকূ করেননি। অবশ্য প্রত্যেকটি রুকূ প্রায় দাঁড়ানোর সমপরিমাণ দীর্ঘ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূল সা.) এক সময় নামাযের মধ্যেই পেছনের দিকে সরে গেলেন, সুতরাং গোটা কাতারগুলোও তাঁর সাথে সাথে সরে গেল। পুনরায় তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর পূর্বস্থানে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত কাতারগুলোও সম্মুখে অগ্রসর হলো। এভাবে তিনি নামায সমাপ্ত করলেন এবং এ সময়ের মধ্যে সূর্যও গ্রহণমুক্ত হলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে মানুষেরা! নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যকার দু'টি নিদর্শন। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর দরুন এ দু'টির গ্রহণ হয় না। সুতরাং যখন তোমরা এর কোন কিছু দেখো তখন তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

টীকা ঃ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ লাগলে নামায দুই রাক্'আতই পড়তে হয়, তাতে কোন ইমামের দ্বিমত নেই। অবশ্য কিরাআত প্রকাশ্যে অথবা চুপে চুপে পড়া এবং প্রত্যেক রাক্'আতে রুকূ ক'টি হবে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। এ বিষয়ে সাহাবাদের থেকেও বিভিন্ন রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক ও আহমাদ বলেন, কিরাআত প্রকাশ্যে পড়তে হবে ঈদ ও জুমু'আর মত। ইমাম শাফিয়ী ও আবূ হানীফা বলেন, কিরাআত চুপে চুপে পড়তে হবে। আর একই রাক্'আতে একাধিক রুকূ সম্বলিত নামায নযীরবিহীন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, একই রাক্'আতে একাধিক রুকূর উল্লেখ বর্ণনাকারীর ভ্রম (অনু.)।

١١٧٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوْا يُخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذٰلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং কিয়াম এত দীর্ঘ করলেন যে, লোকেরা সংজ্ঞা হারিয়ে লুটে পড়ছিল। তিনি রুকূ করলেন, তাও অনেক লম্বা করেছিলেন। আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তাও অনেক লম্বা করলেন। পুনরায় রুকূ করলেন; তাও লম্বা করলেন। আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তাও অনেক লম্বা করলেন। অতঃপর দুই সিজদা করলেন। পরে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও প্রায় প্রথম রাক্'আতের অনুরূপ করলেন। ফলে গোটা নামায চার রুকূ ও চার সিজদাবিশিষ্ট হলো। এরপর রাবী পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন (সহীহ মুসলিমে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)।

١١٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً

طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ.

১১৮০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দিকে বের হলেন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করেন আর লোকেরা তাঁর পছনে সারিবদ্ধ হলো। এরপর তিনি লম্বা কিরাআত পড়লেন, অতঃপর তাকবীর উচ্চারণ করে লম্বা রুকূ করলেন। পরে মাথা তুললেন এবং "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বললেন। এরপর সোজা দাঁড়িয়ে লম্বা কিরাআত পড়লেন। অবশ্য তা প্রথম বারের কিরাআতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। আবার তাকবীর পড়ে লম্বা রুকূ করলেন। অবশ্য তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালকাল হাম্‌দ" বললেন। পরে দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপই করলেন। এভাবে তিনি গোটা নামায চার রুকূ ও চার সিজদার দ্বারা আদায় করলেন। নামায থেকে অবসর হবার পূর্বেই সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল।

١١٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

১১৮১। কাসীর ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়েছেন... অবশিষ্ট বর্ণনা উরওয়া-আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ যে, তিনি দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন এবং প্রত্যেক রাক্'আতে দু'টি করে রুকূ করেছেন।

١١٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِّنَ الطِّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِنَ الطِّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ حَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا.

১১৮২। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (সাহাবীদেরকে) নিয়ে নামায পড়লেন এবং তাতে একটি সুদীর্ঘ সূরা পড়েন, আর পাঁচটি রুকূ ও দু'টি সিজদা করেন। পরে দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং তাতেও একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করেন ও পাঁচটি রুকূ এবং দু'টি সিজদার দ্বারা এ রাক্'আতও সমাপ্ত করেন। অতঃপর যেভাবে তিনি কিবলামুখী ছিলেন সেভাবে বসে দু'আ করতে থাকেন। অবশেষে সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

١١٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلّٰى فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرٰى مِثْلُهَا.

১১৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়েছেন। তাতে তিনি কিরাআত পাঠ করে রুকূ করেছেন, আবার কিরাআত পাঠ করে পরে রুকূ করেছেন, পুনরায় কিরাআত পাঠ করে পরে রুকূ করেছেন, আবার কিরাআত পাঠ করে রুকূ করেছেন, অতঃপর সিজদা করেছেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপ করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক রাক্'আতে চারটি রুকূ করেছেন)।

١١٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ ابْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِيْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا اَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِيْ غَرَضَيْنِ لَنَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فِيْ عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْاُفُقِ اِسْوَدَّتْ حَتّٰى اٰضَتْ كَاَنَّهَا تَنُّوْمَةٌ فَقَالَ اَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللّٰهِ لَيُحْدِثَنَّ شَاْنَ هٰذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اُمَّتِهِ حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا فَاِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلّٰى فَقَامَ بِنَا كَاَطْوَلَ مَا قَامَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ لَانَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاَطْوَلَ مَا رَكَعَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ لَانَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمْسُ جُلُوْسِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَشَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَشَهِدَ اَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ سَاقَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৮৪। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আনসারী এক যুবক তীর চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম, যখন সূর্য পূর্ব দিগন্তে মানুষের নজরে আনুমানিক দুই অথবা তিন তীর পরিমাণ উপরে উঠেছে। তা এমন কালো বিবর্ণ হয়েছিল যে, দেখতে যেন কালোজিরা বা কালো একটি ফল। তখন আমাদের একজন তার সঙ্গীকে বললো, চলো আমরা মসজিদের দিকে যাই। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্যে এ সূর্যের দরুন নিশ্চয়ই নতুন কিছু ঘটেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সেদিকে গিয়ে দেখি, তিনি (ঘর থেকে) বের হয়েছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নামায পড়া শুরু করেছেন। আর আমাদেরকে নিয়ে নামাযের মধ্যে তিনি এত অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, এর পূর্বে আর কখনো এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াননি। কিন্তু নামাযের মধ্যে আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাইনি (অর্থাৎ চুপে চুপে কিরাআত পড়েছেন)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে রুকূ করলেন এবং এত দীর্ঘ রুকূ করলেন যে, এর আগে তিনি নামাযে কখনো এত দীর্ঘ রুকূ করেননি। এখানেও আমরা তাঁর (পাঠের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, এর পূর্বে নামাযের মধ্যে কখনো এরূপ

সিজদা করেননি। এবারও আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাইনি। এরপর দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দ্বিতীয় রাক্'আতে বসা অবস্থায় থাকতেই সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল। পরে তিনি সালাম ফিরালেন এবং দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। অতঃপর আহ্মাদ ইবনে ইউনুস (র) তার রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষণের বর্ণনা দেন।

١١٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ.

১১৮৫। কাবীসা আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি স্বীয় কাপড় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্তভাবে বের হলেন। এ সময় আমি তাঁর সাথে মদীনায় ছিলাম। তিনি দুই রাক্'আত নামায পড়লেন এবং এর মধ্যে কিয়াম অত্যধিক দীর্ঘায়িত করলেন। পরে যখন নামায থেকে অবসর হলেন তখন সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয় এগুলো হচ্ছে নিদর্শন, এর দ্বারা মহান আল্লাহ (বান্দাদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব যখন তোমরা এটা দেখবে, তখন তোমরা এর পূর্বে সদ্য যে ফরয (ফজর) নামাযটি পড়েছ তদ্রূপ নামায পড়বে।

টীকা ঃ হাদীসে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় দুপুরের পূর্বেই সূর্যগ্রহণ লেগেছিল এবং এর পূর্বে যে ফরয নামাযটি তাঁরা পড়েছিলেন সেটি ছিল 'ফজর'-এর নামায। সুতরাং হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ বলেন, সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক্'আতবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক রাক্'আতে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অতএব এ হাদীস তাদের দলীল (অনু.)।

١١٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىَّ حَدَّثَهُ اِنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُوْسٰى قَالَ حَتّٰى بَدَتِ النُّجُوْمُ.

১১৮৬। হিলাল ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। কাবীসা আল-হিলালী (রা) তাকে বলেছেন, সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। অবশ্য তাঁর বর্ণনাটি পূর্বে বর্ণিত মূসার হাদীসের অনুরূপ। তিনি আরো বলেন, গ্রহণের দরুন সূর্য এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, তারকারাজি পর্যন্ত প্রতিভাত হচ্ছিল।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কুসূফের নামাযের কিরাআত

١١٨٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّيْ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَّرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ اَنَّهُ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَّرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ اَنَّهُ قَرَأَ بِسُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ.

১১৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে) বের হলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (নামাযে) এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন যে, আমি তাঁর কিরাআতের অনুমান করে দেখেছি যে, তিনি সূরা বাকারা পড়েছেন। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি দুই সিজদা করেছেন। পরে তিনি দাঁড়িয়ে এত দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেছেন যে, আমি তাঁর কিরাআতের পরিমাণ অনুমান করেছি যে, তিনি সূরা আলে ইমরান পাঠ করেছেন।

١١٨٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ اَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِيْ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ.

১১৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেছেন এবং তা উচ্চস্বরে পড়েছেন অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের নামাযে।

١١٨٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً بِنَحْوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন এবং তাঁর সাথের লোকজনও। তিনি (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন যে, তা প্রায় সূরা আল-বাকারা (পাঠ করার) সমপরিমাণ, অতঃপর রুকূ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী হাদীসের অবশিষ্ট অংশটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ يُنَادِىْ فِيْهَا بِالصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে অংশগ্রহণের জন্য লোকজনকে আহ্বান

١١٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَنَادٰى اِنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ.

১১৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করলো, নামাযের জামা'আত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে (অতএব তোমরা সমবেত হও)।

بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দান-খয়রাত করার নির্দেশ

١١٩١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا.

১১৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা দেখবে তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করো, তাকবীর পড়ো এবং সাদাকা (দান-খয়রাত) করো।

بَابُ الْعِتْقِ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করা

١١٩٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْعِتَاقَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ.

১১৯২। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় দাসত্বমুক্ত করার আদেশ দিতেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিনি বলেন, (সূর্যগ্রহণের সময়) দুই রাক্‌'আত নামায পড়বে

١١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ابْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتْ.

১১৯৩। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ লাগলে তাতে তিনি দুই দুই রাক্‌'আত করে নামায পড়েছেন এবং সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত দু'আ করেছেন।

١١٩٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْ اٰخِرِ سُجُوْدِهِ فَقَالَ اُفْ اُفْ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَنْ لاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِيْهِمْ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَنْ لاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ فَفَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَقَدِ امْحَصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন যে, রুকূ করার সম্ভাবনাই থাকলো না। অবশ্য পরে রুকূ করলেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন যে, মস্তক উঠাবার সম্ভাবনাই থাকলো না, কিন্তু পরে উঠালেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, সিজদা করার সম্ভাবনাই ছিল না। পরে সিজদা করলেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ সিজদা করলেন যে, মাথা উঠানোর সম্ভাবনাই থাকলো না, পরে উঠালেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ উঠালেন যে, সিজদা করবেন বলে মনে হলো না। পরে সিজদা করলেন। আবার তাতে এত দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকলেন যে, মাথা উঠাবার খেয়ালই থাকলো না, অবশ্য পরে উঠালেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপ করলেন। পরে তিনি সর্বশেষ সিজদার মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন এবং উহঃ উহঃ বললেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আমার প্রভু! তুমি কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমার বর্তমানে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে না? তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকলে তুমি তাদেরকে আযাব দিবে না? এ বলে তিনি নামায থেকে অবসর হলেন। এতক্ষণে সূর্য উন্মুক্ত হয়ে গেলো। এরূপে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

١١٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَتَرَمَّى بِاَسْهُمٍ فِيْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا اَحْدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسُوْفُ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১১৯৫। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি একদিন তীর চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ লাগলো। আমি তীরগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে (মনে মনে) বললাম, আজ সূর্যগ্রহণের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে নতুন ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, আমি তা অবশ্যই স্বচক্ষে দেখবো। সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং দেখলাম, তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলিত অবস্থায় তাসবীহ, হাম্‌দ, কলেমা এবং দু'আ পাঠ করে যাচ্ছেন। অবশেষে সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল। তিনি দু'টি সূরার দ্বারা দুই রাক্'আত নামায পড়লেন।

بَابُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অন্ধকার ও আতঙ্কাবস্থায় নামায পড়া

١١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِىْ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلٰى عَهْدِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَاَتَيْتُ اَنَسًا فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يُصِيْبُكُمْ مِثْلَ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ.

১১৯৬। উবায়দুল্লাহ ইবনুন-নাদর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, একদা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সময় অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছিল। তখন আমি আনাস (রা)-র নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হাম্‌যা! আজকের মত কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনারা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, "আল্লাহ্ পানা! যদি বাতাস একটু প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো তাহলে আমরা কিয়ামত হবার আশংকায় দ্রুত দৌড়িয়ে মসজিদে যেতাম।

بَابُ السُّجُوْدِ عِنْدَ الْاٰيَاتِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ বিপদের আলামত দেখে সিজদা করা

١١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِىْ صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلاَنَةُ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيْلَ لَهُ تَسْجُدُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا وَاَىُّ اٰيَةٍ اَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৯৭। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক পত্নী ইনতেকাল করেছেন। একথা শোনামাত্র তিনি সিজদায় লুটে পড়লেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সময় সিজদা করার কি হেতু হতে পারে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন বিপদ দেখো, তখন সিজদা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী বিয়োগের চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে!

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ

সফরকালীন নামায

بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুসাফিরের নামায

١١٩٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ.

১১৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবাসে এবং সফরে নামায দুই দুই রাক্'আত করে ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সফরের নামায যথারীতি ঠিক রাখা হয়েছে এবং আবাসের নামাযের মধ্যে বর্ধিত করা হয়েছে।

١١٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشٌ يَعْنِى ابْنَ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ اقْصَارَ النَّاسِ الصَّلٰوةَ الْيَوْمَ وَاِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

১১৯৯। ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা))-কে জিজ্ঞেস করলাম, আজকাল লোকেরা যে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করে এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যদি তোমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হবার আশংকা করো..." (৪ ঃ ১০১)। অথচ

বর্তমানে আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ। উমার (রা) বললেন, তুমি যে বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছো, আমিও এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেছিলাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বলেছেন ঃ এটি একটি সাদাকা বা অনুদান, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর অনুদানকে গ্রহণ করো।

টীকা ঃ সফররত অবস্থায় চার রাক্'আতবিশিষ্ট নামায কসর হওয়াটাকে আল্লাহ প্রদত্ত সাদাকা বা অনুদান বলা হয়েছে এবং তা পালন করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। অতএব ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মুসাফিরের জন্য "কসর" করা ওয়াজিব, পূর্ণ চার রাক্'আত পড়লে গুনাহ হবে (অনু.)।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ.

১২০০। এই সনদ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَتٰى يَقْصِرُ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মুসাফির কখন কসর পড়বে?

١٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِىِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلاَثَةَ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ شَكَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ.

১২০১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ আল-হুনায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নামায কসর করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মাইল অথবা তিন ফার্সাখ্ দূরত্বের সফরে বের হতেন, তখন নামায দুই রাক্'আত পড়তেন।

টীকা ঃ আরবী পরিভাষায় তিন মাইলে এক 'ফার্সাখ' হয় (অনু.)।

١٢٠٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১২০২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় যুহ্‌রের নামায চার রাক্‌'আত এবং যুলহুলাইফায় আসরের দুই রাক্‌'আত পড়েছি।

بَابُ الْاَذَانِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সফরে আযান দেয়া

١٢٠٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجِبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلٰوةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

১২০৩। উকবা ইবনে 'আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমার মহাপরাক্রমশালী প্রভু এমন এক মেষপালকের কর্মে মুগ্ধ হন, যে পর্বতের চূড়ায় নামাযের জন্য আযান দিয়ে নামায পড়ে। তখন আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে তাকাও। সে আমার ভয়ে আযান দেয় এবং নামায কায়েম করে। ফলে আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিয়েছি এবং তাকে আমি বেহেশতে প্রবেশ করাবো।

بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَشُكُّ فِى الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে মুসাফির ওয়াক্ত সম্বন্ধে সন্দিহান অবস্থায় নামায পড়ে

١٢٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَقُلْنَا اَزَالَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِ.

১২০৪। আল-মিসহাজ ইবনে মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে থাকতাম, আমরা বলাবলি করতাম সূর্য কি পশ্চিমাকাশে ঝুঁকেছে না কি ঝুঁকেনি? অথচ তিনি এ সময় (আমাদেরকে নিয়ে) নামায পড়তেন এবং পরে সে স্থান হতে রওয়ানা করতেন।

টীকা ঃ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, ওয়াক্তের পূর্বেই নামায পড়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যুহরের নামায একেবারে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়া হয়েছে (অনু.)।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ الْعَائِذِىُّ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ ضَبَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتّٰى يُصَلِّى الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَاِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ.

১২০৫। দাব্বাহ গোত্রীয় হাম্‌যা আল-আইযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করতেন তখন যুহরের নামায না পড়ে তথা থেকে পুনরায় রওয়ানা করতেন না। এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, যদিও তখন ঠিক দুপুর হয় তবুও? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তখন ঠিক দুপুরও হয়।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা

١٢٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاَخَّرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

১২০৬। আবুত-তুফাইল 'আমের ইবনে ওয়াসেলা (র) থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) তাদেরকে অবহিত করেছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা'র নামায একত্রে পড়েছেন। অতএব তিনি নামায পড়তে দেরী করলেন, পরে বের হয়ে যুহর ও আসর নামায একত্রে

পড়লেন। তিনি আবার (তাঁবুর) ভেতর চলে গেলেন এবং তারপর বের হয়ে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়লেন।

টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নামায নিজ নিজ ওয়াক্তের মধ্যেই পড়া হয়েছে। যেমন এক নামায তার সর্বশেষ এবং আর এক নামায তার সর্বপ্রথম ওয়াক্তে পড়া হয়েছে। কিন্তু বাহ্যত উভয় নামাযকে একই ওয়াক্তে পড়া হয়েছে বলে দেখাচ্ছিল, এটা হানাফী মাযহাবের অভিমত। অন্যান্য মাযহাবমতে উক্ত অবস্থায় একই ওয়াক্তে দুই নামায পড়া জায়েয (অনু.)।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهِ اَمْرٌ فِيْ سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১২০৭। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা)-এর নিকট তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা (রা)-র অন্তিম অবস্থার সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। অতএব তিনি (মদীনায়) রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে সূর্য অস্ত গেল এমনকি নক্ষত্রও প্রকাশিত হলো, (তিনি তখনও মাগরিবের নামায পড়েননি)। অতঃপর তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি সফরে কোথাও দ্রুত গমন করার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি এই দুই ওয়াক্তের নামায (মাগরিব ও এশা) একত্র করতেন। এই বলে তিনি তার সফর অব্যাহত রাখলেন, এ সময়ের মধ্যে পশ্চিমাকাশের লালিমা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর তিনি (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করে উভয় নামায একত্রে পড়লেন।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنْ يَّرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذٰلِكَ اِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاَنْ يَّرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ

ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ.

১২০৮। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে ছিলেন। (সফরকালে তাঁর এই নিয়ম ছিল যে), যদি তিনি কোথাও রওয়ানা হবার পূর্বে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঝুঁকে যেতো, তাহলে যুহর ও আসরের নামায একত্র করতেন, আর যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে কাত হবার আগেই কোথাও রওয়ানা হতেন, তাহলে যুহরকে দেরী করে পড়তেন, অবশেষে আসরের জন্য অবতরণ করতেন (এবং দুই নামায একত্রে পড়তেন)। মাগরিবের বেলায়ও তিনি অনুরূপ করতেন। অর্থাৎ রওয়ানা হবার পূর্বে যদি সূর্য অস্ত যেতো তাহলে মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তেন। আর যদি সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে রওয়ানা করতেন তাহলে এশার জন্য অবতরণ করা পর্যন্ত মাগরিবকে দেরী করতেন, পরে উভয় নামায একত্রে পড়তেন।

١٢٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ مَوْدُوْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ اِلاَّ مَرَّةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُرْوٰى عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ اِلاَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِيْ لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ. وَرُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ.

১২০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের মধ্যে একবার ব্যতীত মাগরিব ও এশার নামায কখনো একত্র করেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি আইউব-নাফে'-ইবনে উমার (রা) সূত্রে 'মওকূফ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যেদিন (তার স্ত্রী) সাফিয়্যার মৃত্যু সংবাদে ইবনে উমার মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন কেবল সেদিনই নাফে' (র) ইবনে উমারকে দুই নামায একত্র করতে দেখেছেন, এছাড়া অন্য কোন সময় নয়। অপরদিকে মাকহূল-নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনে উমার (রা)-কে একবার অথবা দু'বার এরূপ করতে দেখেছেন।

١٢١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ أَرٰى ذٰلِكَ كَانَ فِيْ مَطَرٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلٰى تَبُوكَ.

১২১০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শত্রুর কোন প্রকারের ভয়-ভীতি এবং সফর ব্যতিরেকেই যুহর ও আসর একসঙ্গে এবং মাগরিব ও এশা একসঙ্গে একত্র করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমার ধারণামতে বৃষ্টি-বাদলের কারণেই এমনটি করা হয়ে থাকবে। কিন্তু কুররা ইবনে খালিদ-আবু যুবাইর (র)-এর বর্ণনায় আছে, 'আমরা তাবূকের দিকে এক সফরে ছিলাম' এবং সেই সফরে।

١٢١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ مَطَرٍ فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلٰى ذٰلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَّ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

১২১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর কোন প্রকারের ভয়-ভীতি ও বৃষ্টি-বাদল ব্যতিরেকেই (স্বাভাবিক অবস্থায়) মদীনায় (অবস্থানকালে) যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন। কেউ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছে, এরূপ করায় তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি বলেন, উম্মাতেরা যেন কোন প্রকারের অসুবিধায় না পড়ে এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

টীকা ঃ উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী (র)-ও তাঁর সহীহ জামে' তিরমিযী শরীফে (নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া, নং ১৭৯) বর্ণনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, এ হাদীসটি সনদে, ভাষায়, বর্ণনায় ও শব্দের দিক থেকে সম্পূর্ণ সহীহ ও নির্ভুল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উম্মাতের মধ্যে কোন মাযহাবের অনুসারীদের উক্ত হাদীসটির উপর আমল বা ব্যবহার নেই। ফলে মুহাদ্দিসগণের ভাষায় এটা مَتْرُوْكُ الْعَمَلِ (ব্যবহার বর্জিত) হাদীস। তবে কোন কালে উম্মাতের উপর এমন অসহনীয় বিপদ-মসীবত আসতে পারে যখন তারা অনন্যোপায় হয়ে এভাবে নামায পড়তে বাধ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে উক্তভাবে নামায পড়ার অবকাশ রাখাই হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য (সম্পাদক)।

١٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ اَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اَلصَّلٰوةُ قَالَ سِرْ سِرْ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهٖ اَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعْتُ فَسَارَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلَاثٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هٰذَا بِاِسْنَادِهٖ.

১২১২। নাফে' (র) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ (র) থেকে বর্ণিত। (এক সফরে) ইবনে উমার (রা)-র মুয়ায্যিন তাঁকে বললো, 'নামায' পড়া হয়নি। তিনি বললেন, এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো! অবশ্য যখন লালিমা মুছে যাবার সময় হলো, তখন তিনি (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করে মাগরিবের নামায পড়লেন। পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং লালিমা মুছে যাবার পর এশার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তড়িৎ কোথাও গমন করার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করলাম। অতঃপর তিনি সেই দিন ও রাতে তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করলেন।

١٢١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جَابِرٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ ذِهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১২১৩। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লালিমা মুছে যাবার সময় হলো, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং উভয় নামায (মাগরিব ও এশা) একত্রে আদায় করলেন।

١٢١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِىْ غَيْرِ مَطَرٍ.

১২১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে আট ও সাত রাক্'আত যথাক্রমে যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী সুলায়মান ও মুসাদ্দাদ তাঁদের বর্ণনায় "بِنَا" (আমাদেরকে নিয়ে) শব্দটি বলেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সালেহ-এর একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উক্ত নামাযগুলো বৃষ্টি-বাদল (কোন প্রকারের ওযর) ব্যতিরেকেই একত্র করা হয়েছিল।

١٢١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَحَمَّدٍ الْجَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ.

১২১৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকতে সূর্য অস্ত গেলে 'সারিফ' নামক স্থানে (পৌঁছে) উভয় নামায (মাগরিব ও এশা) একত্র করেছেন।

١٢١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ اَمْيَالٍ يَعْنِىْ بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ.

১২১৬। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা ও সারিফের মধ্যে দশ মাইলের ব্যবধান।

١٢١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيْعَةُ يَعْنِىْ كَتَبَ اِلَيْهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ اَمْسٰى قُلْنَا الصَّلٰوةُ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُوْمُ ثُمَّ اِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلٰوتَيْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلّٰى صَلٰوتَىْ هٰذِهِ يَقُوْلُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سَالِمٍ. وَرَوَاهُ

ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ.

১২১৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, সূর্য অস্ত গেলো এবং আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। আমরা পথ চলতে থাকলাম। যখন আমরা দেখলাম যে, নিশ্চিত সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন আমরা বললাম, নামাযের সময় হয়েছে। কিন্তু তিনি চলতেই থাকলেন। অবশেষে 'শাফাক' (লালিমা) পর্যন্ত মুছে গেল এবং অনেক নক্ষত্রও উদিত হলো। অতঃপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়লেন। পরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তাঁর কোথাও তাড়াতাড়ি গমন করার প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি এ নামাযকে এরূপে পড়েছেন। তিনি বলতেন, এ উভয় নামায রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর একত্র করা যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যে দুই নামাযকে একত্র করেছেন, তা 'শাফাক' (লালিমা) মুছে যাবার পরই করেছেন।

١٢١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِىْ مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ.

১২১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে (সফরে) রওয়ানা হলে যুহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেন, অতঃপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে উভয় নামাযকে একসঙ্গে পড়তেন। অবশ্য তাঁর রওয়ানা হবার পূর্বে যদি সূর্য হেলে যেতো, তাহলে প্রথমে তিনি যুহর পড়ে নিতেন এবং পরে সওয়ার হতেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুফাদ্দাল (র) মিসরের বিচারপতি ছিলেন এবং তাঁর দু'আ কবুল হতো। আর তিনি ছিলেন ফাদালা (রা)-র পুত্র।

١٢١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ.

১২১৯। উকায়েল (র) থেকে এ হাদীসটি উক্ত সনদ দ্বারাই বর্ণিত। তিনি বলেন, ... এবং মাগরিবকে লালিমা মুছে যাবার সময় নাগাদ পিছিয়ে নিতেন, অতঃপর মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।

١٢٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ.

১২২০। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের অভিযানে ছিলেন। যখন তিনি সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা করতেন তখন তিনি 'যুহর'কে পিছিয়ে দিতেন, অবশেষে তা আসরের সাথে মিলিয়ে নিতেন এবং উভয়টি একসঙ্গে পড়তেন। আর যখন তিনি সূর্য হেলে পড়ার পর রওয়ানা করতেন তখন যুহর ও আসর একত্রে পড়ে নিতেন, এরপরে রওয়ানা দিতেন। আর যখন তিনি মাগরিবের পূর্বে রওয়ানা করতেন, তখন মাগরিবকে পিছিয়ে দিতেন এবং তা এশার সাথে পড়ে নিতেন। আর যখন মাগরিবের পরে রওয়ানা দিতেন তখন এশাকে এগিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তা মাগরিবের সঙ্গে পড়ে নিতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি এক কুতায়বা ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সফরে নামাযের কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা

١٢٢١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَقَرَأَ فِىْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

১২২১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। তিনি আমাদেরকে শেষ এশার নামাযটি পড়ালেন এবং দুই রাক্'আতের এক রাক্'আতে সূরা 'ওয়াত্তীনি ওয়ায্যায়তূন' পড়লেন।

بَابُ التَّطَوُّعِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সফরে নফল নামায পড়া

١٢٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بُسْرَةَ الْغِفَارِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.

১২২২। আল-বারাআ ইবনে আযেব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। সূর্য হেলে যাবার পর যুহরের পূর্বে দুই রাক্'আত (সুন্নাত) বর্জন করতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।

টীকা ঃ যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক্'আত বা দুই রাক্'আত সুন্নাত নামায সংক্রান্ত হাদীস বিদ্যমান আছে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ চার রাক্আত সংক্রান্ত হাদীস অনুসরণ করেন (সম্পাদক)।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلَاتِىْ يَا ابْنَ اَخِىْ اَنِّىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

১২২৩। ঈসা ইবনে হাফস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক

রাস্তায় ইবনে উমার (রা)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে দুই রাক্'আত নামায পড়েন। অতঃপর ফিরে দেখলেন, ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বললেন, যদি আমি (সফরে) নফল নামায পড়া প্রয়োজনীয় মনে করতাম, তাহলে (ফরয) নামায (কসর না করে) পুরাই পড়তাম। হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হয়েছি। তিনি মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের অধিক পড়েননি। এরপর আমি আবু বাক্র (রা)-র সঙ্গেও সফর করেছি। তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের অধিক পড়েননি। পরে আমি উমার (রা)-র সঙ্গেও সফর করেছি তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের বেশী পড়েননি। আমি উছমান (রা)-র সাথেও সফর করেছি। তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের অধিক পড়েননি। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জন্য রাসূলের চরিত্রের মধ্যে উত্তম আদর্শই নিহিত রয়েছে" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ২১)।

টীকা ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাক্'আত করে ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাক্'আত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, মাগরিবের নামাযকে কসর থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় মাগরিবের নামায তিন রাক্'আত পড়তে হবে। ('কসর' অর্থ হ্রাস করা' 'কম করা')। আল-কুরআনের আয়াতে কসরের নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

"তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই; (বিশেষত) কাফেররা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশংকা হবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০১)।

সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (সা)-এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, তিনি সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বেতের নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয নামাযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নফল নামায পড়তেন, আরোহী অবস্থায় ও চলতে চলতেও কখনো নফল নামায পড়তেন। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের বাছাই করা মত হচ্ছে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়াই উত্তম। আর কোন মনজিলে উপস্থিত হয়ে স্বস্তি লাভ করার পর সুন্নাত পড়াই উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র) কসর করাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না। তবে তার মতে কসর করা উত্তম এবং না করাটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার শামিল। ইমাম আহমাদের মতে কসর যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব, যদিও অনুরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত আছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সফরে সব সময়ই নামায কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাক্'আত নামায পড়েছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র সফর সংগী হয়েছি। কিন্তু তাদের কখনো কসর না করতে দেখিনি। ইবনে

আব্বাস (রা)-সহ যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এই মতেরই সমর্থন করে। তবে আয়েশা (রা) বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া দুটিই ঠিক। কিন্তু সনদ সূত্রের দিক থেকে হাদীস দু'টি দুর্বল। তবুও কেউ যদি পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কমপক্ষে কতো দূর পথ বা কতো সময়ের পথ অতিক্রম করার সংকল্প করলে কসর করা যায় সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। যাহেরী মাযহাবের ফিক্‌হে এ সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই মাযহাবের মত অনুযায়ী যে কোন সফরে কসর করা যায়, তা স্বল্প সময়ের জন্য হোক অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইমাম মালেকের মতে আটচল্লিশ মাইলের কম অথবা একদিন এক রাতের কম সফরে কসর করা যায় না। ইমাম আহমাদেরও এই মত। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছ। হযরত আনাস (রা) পনের মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর জায়েয মনে করেন। "এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট" হযরত উমার (রা)-র এই কথাকে ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের অধিক দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে যে সফরে পায়ে হেঁটে অথবা উটযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (প্রায় চুয়ান্ন মাইল) তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও উছমান (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

সফর ব্যাপদেশে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কতো দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে, এ সম্পর্কেও ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি যদি একাধারে চার দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে, তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে চার দিনের অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং আবু হানীফার মতে ১৫ দিন কিংবা তদুর্ধ সময় অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

সফরকারী যদি কোন কারণে কোথাও ঠেকায় পড়ে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অসুবিধা দূর হওয়ার ও বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন স্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবাগণ একাধারে দু'বছর কসর করেছেন বলে প্রমাণ আছে। ইমাম আহমাদ এই ঘটনার উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন (সম্পাদক)।

بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় নফল ও বেতের নামায পড়া

١٢٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ الْمَكْتُوْبَةَ عَلَيْهَا.

১২২৪। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় নফল নামায পড়তেন– তা যে দিকেই তার মুখ থাকতো না কেন? তিনি তার উপর বেতেরও পড়তেন, তবে তার উপর ফরয নামায পড়তেন না।

١٢٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْجَارُوْدِ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِيَ الْجَارُوْدُ بْنُ اَبِىْ سَبْرَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَافَرَ فَاَرَادَ اَنْ يَّتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلّٰى حَيْثُ وَجْهَهُ رِكَابُهُ.

১২২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় নফল নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তখন প্রথমে স্বীয় উষ্ট্রীকে কেবলামুখী করে নিতেন এবং তাকবীর বলতেন। পরে সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকতো না কেন সেদিকেই নামায পড়তেন।

١٢٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِى الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ.

১২২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। তখন তার মুখ খায়বারের (কিবলার বিপরীত) দিকে ছিল।

١٢٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُوْدُ اَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

১২২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক কাজে আমাকে পাঠালেন। ফিরে এসে আমি দেখতে পেলাম, তিনি সওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়ছেন এবং তাঁর রুকূর চেয়ে সিজদা অধিক নীচু ছিল।

بَابُ الْفَرِيْضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ওযরবশত সওয়ারীর উপর ফরয (নামায) পড়া

١٢٢٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ

بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ فِىْ شِدَّةٍ وَّلاَ رِخَاءٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ هٰذَا فِى الْمَكْتُوْبَةِ.

১২২৮। 'আতা ইবনে আবু রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নারীদের কি পশুর (সওয়ারীর) পিঠের উপর নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সুবিধা বা অসুবিধা কোন অবস্থাতেই তাদেরকে এর অনুমতি দেয়া হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনে শু'আইব (র) বলেন, এটা কেবল ফরয নামাযের বেলায় (অর্থাৎ নফল পড়ার অনুমতি আছে)।

بَابُ مَتٰى يَتِمُّ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুসাফির কখন পূর্ণ নামায পড়বে?

١٢٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشَرَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّىْ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

১২২৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং মক্কা বিজয়েও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মক্কায় আঠার দিন অবস্থান করেছেন। এই সময় তিনি (ফরয) নামায দুই দুই রাক্'আতই পড়েছেন এবং বলেছেন ঃ হে শহরবাসী! তোমরা নামায চার রাক্'আতই পড়ো। কেননা আমরা মুসাফির সম্প্রদায়।

١٢٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ اَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةً قَصَرَ وَمَنْ اَقَامَ اَكْثَرَ اَتَمَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ.

১২৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সতের দিন অবস্থান করেছেন এবং তথায় তিনি নামায কসর করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোথাও সতের দিন অবস্থান করবে তাকে কসর করতে হবে। আর যে এর অধিক কাল অবস্থান করবে, সে পূর্ণ নামায করবে। ইমাম আবু দাউদ বলেন... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (রাসূল সা.) উনিশ দিন অবস্থান করেছেন।

١٢٣١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

১২৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তথায় পনের দিন অবস্থান করেছেন এবং সে সময় নামায কসর করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্ণনাকারীগণ ইবনে আব্বাসের নাম এ হাদীসে উল্লেখ করেননি।

١٢٣٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

১২৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সতের দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাক্'আত করে নামায পড়েছেন।

١٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلْ اَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا عَشْرًا.

১২৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং আমরা পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি দুই রাক্'আত করে নামায পড়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (লোকজন) জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি তথায় কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, আমরা দশ দিন অবস্থান করেছিলাম।

١٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنّٰى وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ اِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتّٰى تَكَادَ اَنْ تُظْلِمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُوْ بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشّٰى ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. قَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ وَرَوٰى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ. وَرِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১২৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। আলী (রা) সফরে সূর্যাস্তের পরও চলতে থাকতেন। অবশেষে অন্ধকার ঘনিয়ে আসলে পর অবতরণ করতেন এবং মাগরিবের নামায পড়তেন। এরপর রাতের খাদ্য চাইতেন এবং তা খাওয়ার পর এশার নামায পড়তেন এবং পরে রওয়ানা দিতেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আলীর সূত্রে উসমান বলেন, আমি আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, উসামা ইবনে যায়েদ, হাফস ইবনে উবায়দুল্লাহ অর্থাৎ আনাস ইবনে মালেকের পুত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রা) পশ্চিমাকাশের লালিমা যখন মুছে যেতো তখন উভয় নামায একত্র করেন। আর তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন। আর যুহরীর রিওয়ায়াতে আনাস (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اِذَا اَقَامَ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ শত্রুভূমিতে অবস্থানকালে নামায 'কসর' করা

١٢٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ يُرْسِلُهُ لاَ يُسْنِدُهُ.

১২৩৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে বিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং নামায কসর পড়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার (র) ব্যতীত অপর রাবীগণ এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তারা নবী (সা) পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করেননি।

بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সালাতুল খাওফ

مَنْ رَأٰى اَنْ يُّصَلِّىَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْاِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا قَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاَخِيْرُ اِلٰى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الْاِمَامُ وَيَرْكَعُوْنَ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ سُفْيَانَ.

কেউ বলেন, উক্ত নামাযের পদ্ধতি এই যে, প্রথমে ইমাম সকলের সাথে দুই কাতারে নামায আরম্ভ করবেন। তারপর তিনি সবাইকে নিয়ে তাকবীর বলবেন, পরে রুকূ করবেন। অতঃপর ইমাম সেসব লোকদের নিয়ে সিজদা করবেন, যে কাতার তার অতি সন্নিকটে এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা তাদেরকে পাহারা দিতে থাকবে। আর প্রথম

কাতারের লোকেরা যখন উঠে দাঁড়াবে, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সিজদা করবে, যারা প্রথম কাতারের পিছনে ছিল। অতঃপর যে কাতারের লোক ইমামের সন্নিকটে ছিল তারা পিছনে সরে সেই স্থানে যাবে যেখানে দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা দাঁড়িয়েছে। আর পেছনের কাতারের লোকেরা প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে এসে যাবে। এরপর সকলে একত্রে রুকূ করবে। এবার ইমাম তার সন্নিকটস্থ কাতারের লোকদেরসহ সিজদা করবে। আর অপর দল তাদেরকে পাহারা দিবে। পরে যখন ইমাম ও তার সন্নিকটের কাতার বসবে, তখন অন্য কাতার সিজদা করবে। অতঃপর সকলে একত্রে বসবে ও একসাথে সালাম ফিরাবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উল্লেখিত পদ্ধতিতে 'সালাতুল খাওফ' আদায় করা সুফিয়ান সওরীর অভিমত।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ اَصَبْنَا غِرَّةً لَقَدْ اَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُوْنَ اَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفٌّ بَعْدَ ذٰلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ اٰخَرُ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى هٰؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاَخِيْرُ اِلٰى مَقَامِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِىْ سُلَيْمٍ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَهِشَامٌ

عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هٰذَا الْمَعْنٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَذٰلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ. وَكَذٰلِكَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى فِعْلَهُ. وَكَذٰلِكَ عِكْرِمَةُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ.

১২৩৬। আবু আয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'উসফান' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ছিল মুশরিকদের সেনাধিনায়ক। আমরা যুহরের নামায পড়লাম। মুশরিকরা পরস্পর আলোচনা করলো, অবশ্যই আমরা একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। নিশ্চয় আমরা (মুসলমানদের) একটা অসতর্ক সময় পেয়েছি। তাদের নামাযরত অবস্থায় যদি আমরা আক্রমণ করি (তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য নিশ্চিত বিজয়)। তখন যুহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নামায কসর করা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। সুতরাং যখন আসরের ওয়াক্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর মুশ্‌রিকরা ছিল তাঁর সম্মুখ ভাগে। (মুসলমানরা) এক দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালো, সে কাতারের পিছনে দ্বিতীয় কাতার দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন এবং তারাও একসঙ্গে রুকূ করলো। তিনি সিজদা করলেন এবং যে কাতার তাঁর কাছাকাছি ছিল, তারাও সিজদা করলো, আর পিছনের কাতার এদেরকে পাহারা দিতে লাগলো। যখন প্রথম কাতার দুই সিজদা করে দাঁড়ালো তখন তাদের পেছনে যে সারি ছিল তারা সিজদা করলো। এ পর্যন্ত প্রত্যেক কাতারের লোকদের এক রুকূ ও দুই দুই সিজদা পূর্ণ হলো। এরপর যে কাতারের লোক তাঁর কাছাকাছি ছিল তারা দ্বিতীয় কাতারের স্থানে চলে গেলো এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রথম কাতারের স্থানে এসে গেল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন লোকেরা সবাই একত্রে রুকূ করলো এবং তিনি সিজদা করলেন তাঁর নিকটস্থ কাতারের লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা করলো এবং অন্যেরা দাঁড়িয়ে তাদেরকে পাহারা দিল। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কাছাকাছি কাতারের লোকেরা বসলেন, তখন অবশিষ্ট (দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা) সিজদা করলো। পরে তারা সকলে বসলো, অতঃপর তিনি সবাইকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরালেন। এভাবে তিনি উসফান নামক স্থানে নামায পড়লেন, আর এটা ছিল বনূ সুলাইম অভিযানে সালাতুল খাওফ পড়ার পদ্ধতি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ নিয়মে 'সালাতুল খাওফ' পড়া ইমাম সুফিয়ান সাওরীর অভিমত।

بَابُ مَنْ قَالَ يَقُوْمُ صَفٌّ مَعَ الْاِمَامِ وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّىْ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُ قَائِمًا حَتّٰى يُصَلِّىَ الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ يَنْصَرِفُوْا فَيَصُفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَتَجِىْءُ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيُتِمُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيْعًا.

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, (সালাতুল খাওফে) এক কাতার ইমামের সঙ্গে দাঁড়াবে, আর এক কাতার শত্রুর সম্মুখে থাকবে। ইমাম তার নিকটস্থ কাতারের লোকজনকে নিয়ে এক রাক্‌'আত নামায পড়বেন– এরপর ইমাম যথারীতি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ যারা তার সঙ্গে এক রাক্‌'আত পড়েছিল তারা স্বতন্ত্রভাবে দ্বিতীয় রাক্‌'আত পড়ে নিতে পারে। এরপর এই লোকেরা তাদের নামায শেষ করে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসবে এবং ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌'আত পড়বেন। অতঃপর তিনি (ইমাম) ততক্ষণ বসে থাকবেন যতক্ষণ এরা তাদের দ্বিতীয় রাক্‌'আত পড়ে নিজেদের নামায পূর্ণ করে নিতে পারে। পরে সবাইকে নিয়ে ইমাম সালাম ফিরাবে

١٢٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فِىْ خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَأَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قُدَّامَهُمْ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ.

১২৩৭। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের পিছনে দুই কাতারে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাঁর নিকটের কাতারের লোকজনকে নিয়ে এক রাক্‌'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁর পিছনের লোকদের অবশিষ্ট এক রাক্‌'আত পড়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর যারা পিছনের কাতারে

ছিল তারা সম্মুখে এগিয়ে আসলো। আর যারা সম্মুখে ছিল তারা পিছনে চলে গেল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর এরা তাদের অবশিষ্ট এক রাক্'আত পূর্ণ করা পর্যন্ত তিনি বসে রইলেন। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন।

بَابُ مَنْ قَالَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا اَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلِّمُوْا ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِى السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যখন ইমাম এক রাক্'আত পড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন লোকেরা তাদের অবশিষ্ট এক রাক্'আত পূরণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে অবসর হতে পারে। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়াবে। তাতে নামাযের সালাম পৃথক পৃথক হবে।

١٢٣٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِىْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ.

১২৩৮। সালেহ ইবনে খাওয়াত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাতুর-রিকা'-এর অভিযানে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। একদল তাঁর সাথে কাতারবদ্ধ হলো। আর একদল শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকলো। তিনি সে দলটিসহ এক রাক্'আত পড়লেন যারা তাঁর সঙ্গে ছিল। অতঃপর তিনি স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ সময় লোকেরা তাদের অবশিষ্ট নামাযটি পূরণ করলো এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে সারিবদ্ধ হলো। এবার দ্বিতীয় দলটি আসলো এবং তিনি এদেরকে নিয়ে তাঁর নামাযের সেই রাক্'আতটি পড়ে নিলেন, যা অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি স্থিরভাবে বসে রইলেন আর লোকেরা তাদের নিজ নিজ নামায পূরণ করলো এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। ইমাম মালেক (র) বলেন, "সালাতুল খাওফ" পড়ার ব্যাপারে যে ক'টি নিয়মের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে এবং আমি শুনেছি, তন্মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে রূমানের এ হাদীসটি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنْ يَّقُوْمَ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمِ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوْا وَانْصَرَفُوْا وَالْاِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَقْبَلُ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُكَبِّرُوْا وَرَاءَ الْاِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اِلاَّ اَنَّهُ خَالَفَهُ فِى السَّلاَمِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا.

১২৩৯। সালেহ ইবনে খাওওয়াত আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে আবু হাসমা আল-আনসারী (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ সালাতুল খাওফে ইমাম দাঁড়াবে, আর তাঁর সঙ্গে দাঁড়াবে সঙ্গীদের এক ভাগ এবং আর এক ভাগ থাকবে শত্রুর মুকাবিলায়। অতঃপর ইমাম তাঁর সাথে যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে এক রাক্'আতের রুকূ ও সিজদা করবে। এরপর তিনি (ইমাম) দাঁড়াবেন এবং স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর এ সময় লোকেরা তাদের স্ব স্ব অবশিষ্ট রাক্'আতটি পূরণ করে নেবে এবং সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে অবসর হয়ে যাবে, আর ইমাম স্ব-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় ভাগটি, যারা এখনও নামায পড়েনি তারা সম্মুখে এগিয়ে আসবে এবং তাকবীর পড়ে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে রুকূ ও সিজদা করবে। এরপর তিনি (ইমাম) সালাম ফিরাবেন, কিন্তু লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের স্ব স্ব অবশিষ্ট রাক্'আত পূরণ করে সালাম ফিরাবে।

بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُوْنَ جَمِيْعًا وَاِنْ كَانُوْا مُسْتَدْبِرِيْنَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُصَلِّىْ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُوْنَ مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيْءُ الْاٰخَرُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ تُقَابِلُ الْعَدُوِّ فَيُصَلُّوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالْاِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ.

অনুচ্ছদ-১৫ ঃ যিনি বলেছেন, সমস্ত লোক একত্রে তাকবীর বলবে, যদিও তারা কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে এবং ইমাম, তাঁর সঙ্গের লোকজন নিয়ে এক রাক্‌'আত পড়বেন। তারপর এরা তাদের সঙ্গীদের সারিতে এসে দাঁড়াবে। তখন অপর দলটি এসে নিজস্বভাবে এক রাক্‌'আত পড়ে নিবে এবং ইমাম এদেরকে নিয়ে আরো এক রাক্‌'আত পড়বেন। অতঃপর যে দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিল তারা সম্মুখে এগিয়ে আসবে আর তারাও নিজস্বভাবে তাদের এক রাক্‌'আত পড়ে নিবে। (মোটকথা প্রত্যেকে এক এক রাক্‌'আত ইমামের সাথে পড়বে এবং অবশিষ্ট এক রাক্‌'আত নিজে নিজে পড়বে)। আর সকলের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত ইমাম যথারীতি বসেই থাকবে এবং পরে সকলকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাবেন

١٢٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَةِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مَرْوَانُ مَتٰى قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلِى الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ تَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً اُخْرٰى وَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ.

১২৪০। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, কখন? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, 'নাজদ' অভিযানের বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকদের এক দলও তাঁর সাথে দাঁড়ালো। অপর দল দাঁড়ালো শত্রুর মুকাবিলায়। এদের পৃষ্ঠ ছিল কিবলার দিকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তারা এবং যারা শত্রুর মুকাবিলায় ছিলেন তারাও সকলে একত্রে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে দলটি ছিল তারাও রুকূ করলো। পরে তিনি সিজদা করলেন এবং যে দলটি তাঁর কাছাকাছি ছিল তারাও সিজদা করলো। আর দ্বিতীয় দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং যে দলটি তাঁর সঙ্গে ছিল তারাও উঠে দাঁড়ালো। এরপর তারা গিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হলো। আর যে দলটি এতক্ষণ শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিল তারা সম্মুখে এগিয়ে আসলো এবং রুকূ ও সিজদা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দাঁড়ানো ছিলেন ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে তারা (প্রথম রাক্'আত থেকে) উঠে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূ করলেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকূ ও সিজদা করলো। এরপর যে দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিল তারা সামনে অগ্রসর হয়ে আসলো এবং যথারীতি রুকূ ও সিজদা করে এক এক রাক্'আত পড়ে নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি বসেই রইলেন এবং তারাও তাঁর সাথে ছিলো। এরপর সালাম ফিরানোর সময় হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন এবং তারাও সকলে সালাম ফিরালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায হলো দুই রাক্'আত। আর উভয় দলের প্রত্যেক ব্যক্তির নামায হলো এক রাক্'আত।

١٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى نَجْدٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِّنْ غَطَفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلٰى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ وَقَالَ فِيْهِ

حِيْنَ رَكَعَ بِمَنْ مَّعَهُ وَسَجَدَ قَالَ فَلَمَّا قَامُوْا مَشَوُا الْقَهْقَرٰى اِلٰى مَصَافِّ اَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ اِسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ.

১২৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 'নাজদ' অভিযানে বের হলাম। আমরা যখন যাতুর-রিকা' এলাকার নাখল উপত্যকায় পৌঁছলাম, তখন গাতাফান গোত্রের একদল লোক আমাদের মুকাবিলা করলো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটির ভাব ও অর্থ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী হায়ওয়া যে শব্দে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাকারীর শব্দ এর ব্যতিক্রম এবং উক্ত হাদীসের মধ্যে তিনি বলেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) যখন তার সঙ্গের লোকজন নিয়ে রুকূ ও সিজদা করলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, তারা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে সরে গিয়ে তাদের সঙ্গীদের অবস্থানে গেলো। অবশ্য এ হাদীসে তিনি কিবলার দিক পিছনে থাকার কথা উল্লেখ করেননি।

١٢٤٢- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْبَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَفُّوْا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوْا ثُمَّ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوْا هُمْ لِاَنْفُسِهِمِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوْا فَنَكَصُوْا عَلٰى اَعْقَابِهِمْ يَمْشُوْنَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى قَامُوْا مِنْ وَّرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَقَامُوْا فَكَبَّرُوْا ثُمَّ رَكَعُوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدُوْا لِاَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيْعًا فَصَلُّوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ سَرِيْعًا كَاَسْرَعِ الْاَسْرَاعِ جَاهِدًا لاَ يَاْلُوْنَ سِرَاعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا.

১২৪২। আয়েশা (রা) এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন এবং তাঁর সাথে সে দলটিও যারা তাঁর সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়েছিল। পরে তিনি রুকূ করলেন এবং তারাও রুকূ করলো। পরে তিনি সিজদা করলেন এবং তারাও সিজদা করলো, পরে তিনি মাথা উঠালেন এবং তারাও মাথা উঠালো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির হয়ে বসে রইলেন, কিন্তু লোকেরা নিজস্বভাবে দ্বিতীয় রাক্'আত পড়ে নিল। অতঃপর তারা দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে সরে গেল এবং দ্বিতীয় দলটির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। এরপর দ্বিতীয় দলটি (সম্মুখে) এসে গেল এবং তারা তাকবীর বলে স্ব স্ব নামাযের রুকূ পর্যন্ত সমাপ্ত করলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করলেন এবং তারাও তাঁর সাথে সিজদা করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আর লোকেরা তাদের স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক্'আত সমাপ্ত করে নিল। পরে উভয় দল একত্রে উঠে দাঁড়ালো এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়লো এবং তিনি রুকূ করলে তারাও রুকূ করলো। পরে তিনি সিজদা করলেন এবং তারাও সিজদা করলো। পরে তিনি পুনরায় দ্বিতীয় সিজদা করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে খুব তাড়াতাড়ি সিজদা করলো এবং এতো তড়িৎ সিজদা করলো (এরূপ তাড়াতাড়ি আর কখনো করেনি)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন এবং তারাও সালাম ফিরালো। পরে তিনি নামায সমাপ্ত করে দাঁড়ালেন। অবশ্য সমস্ত লোক তাঁর সাথে গোটা নামাযেই অংশগ্রহণ করেছে।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় (১২৪১ ও ১২৪২) ভারতীয় সংস্করণে একটি হাদীসরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক্'আত করে পড়বেন, অতঃপর সালাম ফিরাবেন। অতঃপর প্রত্যেক দল দাঁড়িয়ে নিজস্বভাবে আরও এক রাক্'আত নামায পড়ে নিবে।

١٢٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ اُولٰئِكَ وَجَاءُوْا اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ

فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ قَوْلُ مَسْرُوْقٍ وَيُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وَكَذٰلِكَ رَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّهُ فَعَلَهُ.

১২৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের এক দলকে সাথে নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকলো। অতঃপর তারা দ্বিতীয় দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তারা (দ্বিতীয় দলটি) আসলে তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় রাক্'আতটি পড়লেন। এরপর তিনি একা সালাম ফিরালেন, তারপর এরা এবং ওরা (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় দল) দাঁড়িয়ে নিজস্বভাবে তাদের অবশিষ্ট এক রাক্'আত নামায পূরণ করে নিল। আবু মূসা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِيْءُ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى مَقَامِ هٰؤُلَاءِ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً.

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক্'আত নামায পড়বেন, তারপর সালাম ফিরাবেন। যারা তার (কাছাকাছি) পিছনে থাকবে প্রথমে তারা দাঁড়িয়ে এক রাক্'আত (ইমামের সঙ্গে) পড়বে; অতঃপর অন্যরা এসে তাদের স্থানে দাঁড়াবে এবং তারাও এক রাক্'আত (ইমামের সঙ্গে) পড়বে

١٢٤٤- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ

ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ أُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلِى الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا.

১২৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে (যুদ্ধের ময়দানে) "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলেন। লোকেরা দুই কাতারে দাঁড়িয়ে এক কাতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং অপর কাতার শত্রুর মুকাবিলায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (যারা তাঁর পেছনে ছিল) নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর অপর কাতারের লোকেরা আসলো এবং এরা এসে তাদের স্থানে দাঁড়ালো, আর তারা (প্রথম সারি) শত্রুর সম্মুখে দাঁড়ালো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। আর তারা উঠে দাঁড়ালো এবং তাদের নিজস্বভাবে এক রাক্'আত পড়ে সালাম ফেরালো এবং ফিরে গিয়ে (যারা শত্রুর মুকাবিলায় ছিল) তাদের স্থানে দাঁড়ালো এবং এরা তাদের স্থানে প্রত্যাবর্তন করে নিজস্বভাবে (অবশিষ্ট) এক রাক্'আত পড়ে নিল, অতঃপর সালাম ফিরালো।

١٢٤٥- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى اِبْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ خُصَيْفٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَكَبَّرَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيْعًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ بِهٰذَا الْمَعْنٰى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلّٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ هٰكَذَا اِلاَّ اَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِىْ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا مَضَوْا اِلٰى مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هٰؤُلاَءِ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى مَقَامِ أُولٰئِكَ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلّٰى بِنَا صَلٰوةَ الْخَوْفِ.

১২৪৫। খুসাইফ (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থসহ বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য তাকবীর বললেন এবং উভয় কাতারের সমস্ত লোক তাকবীর বাঁধলো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইমাম সওরীও হাদীসটির এরূপ ভাবার্থ 'খুসাইফ' থেকে বর্ণনা করেছেন।... এবং আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (র) অনুরূপভাবে নামায পড়েছেন। তবে উক্ত হাদীসটির মধ্যে এটাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ্য আছে, যে দলের সাথে তিনি এক রাক্'আত পড়িয়েছেন এবং তারা সালাম ফিরিয়ে নামায থেকেও অবসর হয়েছে। অতঃপর তারা তাদের দ্বিতীয় সারির

সাথীদের স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে এবং তারা এসে নিজস্বভাবে এক রাক্‌'আত নামায পড়েছে। অতঃপর তারা (যারা প্রথমে এক রাক্‌'আত পড়েছিল) এদের স্থানে প্রত্যাবর্তন করলো এবং নিজস্বভাবে অবশিষ্ট এক রাক্‌'আত পড়ে নিল।" ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম-আবদুস সামাদ ইবনে হাবীব- আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা আবদুর রহমান ইবনে সামুরার সঙ্গে 'কাবুল' (পারস্য) অভিযানে ছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে "সালাতুল খাওফ"-এর নামায পড়িয়েছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلاَ يَقْضُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যারা বলেন, প্রত্যেক দল কেবলমাত্র এক রাক্‌'আত করে নামায পড়বে এবং পুরা নামায পড়বে না

١٢٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى الْاَشْعَثُ ابْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَامَ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَصَلّٰى بِهٰؤُلاَءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيْدُ الْفَقِيْرُ وَاَبُوْ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَجُلٌ مِّنَ التَّابِعِيْنَ لَيْسَ بِالْاَشْعَرِىِّ جَمِيْعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ اَنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً اُخْرٰى. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ سِمَاكٌ الْحَنَفِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً وَلِلنَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَكْعَتَيْنِ.

১২৪৬। সা'লাবা ইবনে যাহ্‌দাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তাবারিস্তান' অভিযানে আমরা সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (যুদ্ধের ময়দানে) 'সালাতুল খাওফ' পড়েছেন? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি। অতঃপর তিনি এদেরকে নিয়ে এক রাক্‌'আত এবং তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌'আত নামায পড়লেন, আর তারা অবশিষ্ট নামায পূরণ করেনি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, অনুরূপভাবে সূত্র পরম্পরায় ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ আল-ফাকীর ও তাবি'ঈ আবু মূসা, ইনি সাহাবী আবু মূসা (রা) নন, উভয়ে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ ইয়াযীদ আল-ফাকীরের হাদীসে এ কথাও বলেছেন যে, "তারা এক রাক্'আত পূরণ করেছেন। অনুরূপভাবে সিমাক আল-হানাফী (র) ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবিকল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমস্ত লোকের জন্য ছিল এক রাক্'আত, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছিল দুই রাক্'আত।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১২৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে নামায ফরয করেছেন, আবাসে অবস্থানকালে চার রাক্'আত, সফরে দুই রাক্'আত এবং ভীতি ও ত্রাসের সময় (সমরে) এক রাক্'আত করে।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দুই রাক্'আত করে নামায পড়বেন

١٢٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَوْفٍ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ صَلُّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوْا مَوْقِفَ اَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلُّوْا خَلْفَهُ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ

لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعًا وَلِاَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَبِذٰلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُوْنُ لِلْاِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৪৮। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সমরক্ষেত্রে) ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে যোহরের নামায পড়েছেন। তাদের কিছু সংখ্যক তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো, আর কিছু সংখ্যক সারিবদ্ধ হলো শত্রুর মুকাবিলায়। অতঃপর তিনি দুই রাক্‌'আত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। আর যারা তাঁর সাথে নামায পড়েছে তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল এবং তাদের সঙ্গীদের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো, পরে তারা এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে দুই রাক্‌'আত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হলো চার রাক্‌'আত এবং তাঁর সাহাবীদের হলো দুই দুই রাক্‌'আত। হাসান বসরী এরূপই ফতোয়া দিতেন। ইমাম আবু দাঊদ বলেন, এভাবে মাগরিবের নামাযে ইমামের হবে ছয় রাক্‌আত, আর অন্যান্য লোকদের হবে তিন তিন রাক্‌'আত।

بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ অনুসন্ধানকারীর নামায

١٢٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَاَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ مَا اِنْ اُؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ فَانْطَلَقْتُ اَمْشِيْ وَاَنَا اُصَلِّيْ اُوْمِيْ اِيْمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِيْ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِّنْ

الْعَرَبِ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِىْ ذَاكَ قَالَ اِنِّىْ لَفِىْ ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَنِىْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِىْ حَتّٰى بَرَدَ.

১২৪৯। ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা)-র পুত্র থেকে তার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইবনে সুফিয়ান আল-হুযালীর সন্ধানে পাঠালেন। সে উরানা ও আরাফাতের নিকটেই অবস্থান করতো। তিনি (আমাকে) বললেন ঃ যাও, তাকে হত্যা করো। রাবী বলেন, আমি এমন সময় তার সন্ধান পেলাম যখন আসর নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত। আমি আশংকা করলাম, তার আর আমার মধ্যে যদি এখনই সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে আমার নামায বিলম্ব হবার আশংকা আছে। অতএব আমি হাঁটতে থাকলাম এবং তার দিকে মুখ করে ইশারায় নামায পড়তে লাগলাম। যখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? আমি জবাব দিলাম, আরবের এক ব্যক্তি। আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, তুমি নাকি ঐ ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সা.) বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছো? অতএব আমি সেই উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে এসেছি। সে বললো, আমি তাই করছি। (রাবী বলেন) আমি কিছুক্ষণ তার সঙ্গে হাঁটলাম, অবশেষে সুযোগ বুঝে আমার তরবারি দ্বারা তার উপরে বিজয়ী হলাম। অবশেষে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল (মারা গেল)।

অধ্যায় ঃ ৬

كِتَابُ التَّطَوُّعِ

নফল নামায

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নফল নামায ও সুন্নাত নামাযের রাক্‌'আত সংখ্যা সংক্রান্ত বর্ণনা

١٢٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ اَبِىْ هِنْدٍ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

১২৫০। উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাক্‌'আত নফল (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য এর বিনিময়ে বেহেশতের মধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে।

টীকা ঃ হাদীসের ভাষায় 'নফল ও সুন্নাত' অধিকাংশ স্থানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় (অনু.)।

١٢٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا فِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ

اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً جَالِسًا فَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ.

১২৫১। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নফল' নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি আমার ঘরে যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্আত নামায পড়তেন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে লোকজনসহ (ফরয) নামায পড়তেন। পুনরায় আমার ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্'আত পড়তেন এবং লোকজনসহ মাগরিবের নামায পড়ে পুনরায় আমার ঘরে প্রত্যাবর্তন করে দুই রাক্'আত পড়তেন। আর তাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাক্'আত পড়তেন। এতদভিন্ন তিনি রাতে 'নয়' রাক্'আত নামায পড়তেন, এর মধ্যে 'বিতর'ও থাকতো। তিনি রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘক্ষণ বসে বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় কিরাআত পড়তেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থেকেই রুকূ ও সিজদা করতেন। আর যখন তিনি বসাবস্থায় কিরাআত পড়তেন তখন বসাবস্থায় থেকেই রুকূ ও সিজদা করতেন। আর যখন ফজর উদিত হতো (সুবহে সাদেক হতো) তখন তিনি দুই রাক্'আত পড়তেন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে লোকজনসহ ফজরের নামায পড়তেন।

টীকা ঃ যুহরের ফরযের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই, সর্বমোট বার রাক্'আত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (অনু.)

١٢٥٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ.

১২৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্'আত ও এর পরে দুই রাক্'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্'আত নামায তাঁর ঘরে পড়তেন এবং এশার পরও দুই রাক্'আত পড়তেন। আর জুমু'আর (ফরয নামাযের) পর ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্'আত পড়তেন।

١٢٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ.

১২৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাক্'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক্'আত সুন্নাত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না।

بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতের বর্ণনা

١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

১২৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দুই রাক্'আতের চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় অন্য কোন নফল নামাযে রাখতেন না।

بَابُ فِيْ تَخْفِيْفِهِمَا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতকে সংক্ষেপে পড়ার বর্ণনা

١٢٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

১২৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায এতো স্বল্প সময়ে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি এই দুই রাক্'আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

١٢٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

১২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আত (সুন্নাত নামাযে) কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পড়েছেন।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ زِيَادَةَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادَةَ الْكِنْدِىُّ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلاَلاً بِاَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَاَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ وَتَابَعَ اَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِاَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ جِدًّا وَاَنَّهُ اَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ اَصْبَحْتُ اَكْثَرَ مِمَّا اَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَاَحْسَنْتُهُمَا وَاَجْمَلْتُهُمَا.

১২৫৭। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভোরের (ফজরের) নামাযের সংবাদ দেয়ার জন্য আসলেন। এ সময় আয়েশা (রা) বিলালকে তাঁর কোন এক কাজে ব্যস্ত রাখলেন, ফলে প্রভাত লালিমা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে বারবার সংবাদ দিতে লাগলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বাইরে আগমন করলেন না এবং যখন বের হয়ে আসলেন, তখন লোকজন নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাঁকে জানালেন যে, আয়েশা (রা) তাকে কোন এক কাজে লাগিয়েছিলেন, যদ্দরুন পরিষ্কারভাবে ভোর হয়ে গেছে। আর তিনিও বাইরে আগমন করতে যথেষ্ট দেরী করেছেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ (আমি বাইরে আসতে এ কারণেই করেছি যে,) আমি ফজরের দুই রাক্'আত পড়েছি। তিনি (বেলাল) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও পরিষ্কারভাবে ভোরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বললেন ঃ যদি আমি এর চাইতে অধিক ভোরে প্রবেশ করি তারপরও সেই দুই রাক্'আত পড়বো এবং তা উত্তমরূপে ও সুন্দরভাবে পড়বো (অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আমি এই দুই রাক্'আত ত্যাগ করবো না)।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ

اِسْحَاقَ الْمَدَنِىُّ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْلاَنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدَعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ.

১২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (ফজরের সুন্নাত) সেই দুই রাক্'আত কখনো পরিহার করো না, যদিও তোমাদেরকে অশ্বারোহী বাহিনী পদদলিত করে।

١٢٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ كَثِيْرًا مِّمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَالَ هٰذِهِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ بِاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

১২৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ফজরের দুই রাক্'আতে "আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উন্‌যিলা ইলাইনা" (আল-বাকারা ঃ ১৩৬) এ আয়াতটি পড়তেন। তিনি বলেন, অবশ্য এ আয়াতটি প্রথম রাক্'আতেই পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে পড়তেন ঃ "আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমূন" (আলে ইমরান ঃ ৫২)।

١٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ اَوْ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلاَ تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ. شَكَّ الدَّرَاوَرْدِىُّ.

১২৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের দুই রাক্'আতে কিরাআত পাঠ করতে শুনেছেন ঃ "কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা 'আলাইনা" (আলে ইমরান ঃ ৮৪) প্রথম রাক্'আতে, আর দ্বিতীয় রাক্'আতে এ আয়াতটি পড়েছেন ঃ "রব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাক্‌তুবনা মা'আশ্ শাহিদীন" (আলে ইমরান ঃ ৫৩) অথবা "ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কি বাশীরাঁও ওয়া নাযীরা, ওয়ালা তুসআলু 'আন আসহাবিল জাহীম" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১১৯)।

بَابُ الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ফজরের দুই রাক্‌'আতের পর কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণ

١٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ اَمَا يُجْزِئُ اَحَدَنَا مَمْشَاهُ اِلَى الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَضْطَجِعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ . قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ لاَ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى نَفْسِهِ قَالَ فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِّمَّا يَقُوْلُ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِىْ اِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا.

১২৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ফজরের পূর্বে দুই রাক্‌'আত নামায পড়ে, সে যেন অবশ্যই ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। (একথা শুনে) মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে বললো, আমাদের কেউ যতক্ষণ ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করবে ততক্ষণে মসজিদের দিকে গমন করলে তা কি যথেষ্ট হবে না? (বর্ণনাকারী) উবায়দুল্লাহ তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জবাব দিয়েছেন, 'না'। তিনি বলেন, ইবনে উমারের নিকট এ হাদীস পৌঁছলে তিনি বলেন, আবু হুরায়রা নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন। এ প্রেক্ষিতে কেউ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আপনি কি তার কিছু অস্বীকার করেন যা তিনি বলেছেন? তিনি জবাব দিলেন, না, তবে তিনি নির্ভীকতা প্রকাশ করছেন, আর আমরা প্রকাশ করছি ভীরুতা ও নমনীয়তা। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমারের উক্তিতে আবু হুরায়রা (রা) বললেন, যদি তারা ভুলে যায়, আর আমি স্মরণে রেখে দেই, তাহলে আমার অপরাধ কিসের?

١٢٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اَيْقَظَنِىْ وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ.

১২৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ রাতের নামায সমাপ্ত করে লক্ষ্য করতেন, যদি আমি জাগ্রত থাকতাম তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি দুই রাক্'আত পড়তেন। পরে মুয়ায্যিন আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। সে এসে ফজরের নামাযের সংবাদ দিলে তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্'আত (ফজরের সুন্নাত) পড়তেন, তারপর নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ابْنِ اَبِىْ عَتَّابٍ اَوْ غَيْرِهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ وَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ.

১২৬৩। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ার পর আমি ঘুমিয়ে থাকলে তখন তিনিও শুয়ে বিশ্রাম করতেন, আর যদি আমি জাগ্রত থাকতাম তাহলে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

١٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِىْ مَكِيْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الْفَضْلِ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلاَّ نَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. قَالَ زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْفُضَيْلِ.

১২৬৪। মুসলিম ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভোরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি যে কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে নামাযের জন্য ডাকতেন অথবা তার পা দ্বারা তাকে নাড়া দিতেন।

بَابٌ اِذَا اَدْرَكَ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ইমামকে এমন অবস্থায় পেয়েছে যে, সে ফজরের দুই রাক্'আত (সুন্নাত) পড়েনি

١٢٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّىْ الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ اَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِىْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ اَوِ الَّتِىْ صَلَّيْتَ مَعَنَا.

১২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এমন সময় আসলো যে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফরয) নামায পড়ছিলেন। সুতরাং সে প্রথমে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ে নিল, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে শরীক হলো। নামাযশেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! সেই দুই রাক্'আত তোমার কোন নামায, যা তুমি একাকী পড়েছো অথবা যা তুমি আমাদের সঙ্গে পড়েছো?

١٢٦٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

১২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয় তখন উক্ত ফরয ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتٰى يَقْضِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কারো ফজরের সুন্নাত থেকে গেলে তা কখন পূরণ করবে?

١٢٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৬৭। কায়েস ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর এক ব্যক্তিকে দুই রাক্'আত পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'ফজরের নামায তো দুই রাক্'আত। সে বললো, ফজরের পূর্বে যে দুই রাক্'আত আছে, আমি তা পড়িনি, সেটাই এখন পড়লাম। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِىُّ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَ سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُرْسَلاً اَنَّ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ.

১২৬৮। সুফিয়ান (র) বলেন, আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) এ হাদীস সা'দ ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, সা'দের পুত্রদ্বয় আবদে রাব্বিহী ও ইয়াহ্ইয়া এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাদের দাদা যায়েদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছেন এবং ঘটনাটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

بَابُ الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যুহরের (ফরযের) পূর্বে ও পরে চার রাক্'আত করে সুন্নাত নামায

١٢٦٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

১২৬৯। আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক্'আত এবং পরে চার রাক্'আত নিয়মিত পড়বে, তার জন্য দোযখ হারাম করা হবে। আবু দাউদ বলেন, আল-'আলা ইবনুল হারিস ও সুলায়মান ইবনে মূসা (র) মাকহূল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ قَالَ لَوْ حَدَّثْتُ عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَيْءٍ لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عُبَيْدَةُ ضَعِيْفٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ مِنْجَابٍ هُوَ سَهْمٌ.

১২৭০। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক্'আত নামায আছে, এগুলোর জন্য আসমানের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়।

بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে নামায পড়া

١٢٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ اَبُو الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا.

১২৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করেন, যে আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্'আত নামায পড়ে।

١٢٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

১২৭২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

টীকা : আসরের পূর্বে দুই ও চার রাক্'আত, উভয় প্রকারের হাদীস বর্ণিত থাকলেও চার রাক্'আত পড়া উত্তম এবং এটাই নির্ভরযোগ্য (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ আসরের (ফরয নামাযের) পর নামায পড়া

١٢٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا اَمَّا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ بِجَنْبِهِ فَقُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِىْ عَنْهُ. قَالَتْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اَنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

১২৭৩। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে

আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আযহার ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) এরা সবাই তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠালেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম বলো এবং আসরের পরে দুই রাক্'আত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো এবং এ কথাও বলো, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, আপনি সেই দুই রাক্'আত পড়ে থাকেন। অথচ আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়তে নিষেধ করেছেন। (কুরাইব বলেন) আমি তার নিকট গেলাম এবং তারা আমাকে যে সংবাদ নিয়ে পাঠালেন, তাঁকে তা পৌঁছালাম। তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করো। সুতরাং আমি তাদের নিকট ফিরে আসলাম এবং তিনি যা বলেছেন তা তাদেরকে অবহিত করলাম। অতএব তারা আমাকে পুনরায় উম্মু সালামা (রা)-র নিকট একই কথা বলে পাঠালেন যেরূপ আয়েশার নিকট পাঠিয়েছিলেন। উম্মু সালামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই রাক্'আত পড়তে যে নিষেধ করেছেন, একথা আমিও শুনেছি। কিন্তু পরে আমি তাঁকে তা পড়তে দেখেছি। অবশ্য তিনি আসরের নামায পড়ার পর সেই দুই রাক্'আত পড়েছেন। পরে তিনি যখন আমার নিকট আগমন করলেন, তখন আনসারের বনি হারাম গোত্রীয় ক'জন মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিল। তখনই তিনি তা পড়েছেন। আমি আমার এক দাসীকে তাঁর নিকট এই বলে পাঠালাম, তুমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! উম্মু সালামা (রা) এই দুই রাক্'আত পড়তে আপনাকে নিষেধ করতে শুনেছেন। অথচ এখন তিনি আপনাকে দেখছেন যে, আপনি তা পড়ছেন। তিনি যদি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন, তাহলে তাঁর থেকে সরে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, দাসী তাই করলো। তিনি তাকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, তাই সে সরে দাঁড়িয়েছিল। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন তখন বললেন ঃ হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পরের দুই রাক্'আত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ। আবদুল কায়েস গোত্রীয় ক'জন লোক ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমার নিকট এসেছিল। তাদের কারণে আমি যুহরের পরের দুই রাক্'আত পড়তে পারিনি। এটা সেই দুই রাক্'আত।

টীকা ঃ আসরের পরে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন প্রকারের নফল নামায পড়া জায়েয নেই, অবশ্য 'কাযা' পড়া যায় (অনু.)।

بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيْهِمَا اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সূর্য বেশ উপরে থাকতে দুই রাক্'আত পড়ার অনুমতি

١٢٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

১২৭৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের (ফরয নামাযের) পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তবে সূর্য উঁচুতে থাকাবস্থায় পড়া যায়।

١٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ اِثْرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

১২৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٢٧٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

১২৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট ক'জন আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। বস্তুত তাদের মধ্যে উমারই ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে আল্লাহর প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামায নেই এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামায নেই।

١٢٧٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ اللَّيْلِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْصِرْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ اقْصِرْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ اَبْوَابُهَا فَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ حَتّٰى

تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ وَقَصَّ حَدِيْثًا طَوِيْلاً. قَالَ الْعَبَّاسُ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِلاَّ اَنْ اُخْطِئَ شَيْئًا لاَ اُرِيْدُهُ فَاَسْتَغْفِرُاللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

১২৭৭। আমর ইবনে আনবাসা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাত্রের কোন সময়টি অধিক শ্রবণীয়? তিনি বলেন ঃ রাতের শেষাংশ, এ সময় যতটুকু ইচ্ছা নামায পড়ো। কেননা ফজরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত এ সময়ের নামায সম্পর্কে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় ও লিপিবদ্ধ করে। এরপর সূর্যোদয় নাগাদ নামায থেকে বিরত থাকো, যতক্ষণ না তা আনুমানিক এক অথবা দুই বর্শাফলক পরিমাণ উপরে উঠে যায়। কেননা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে তা (সূর্য) উদিত হয়। আর কাফিররা এ সময় তার পূজা করে থাকে। এরপর থেকে যত ইচ্ছা নামায পড়ো যে পর্যন্ত না বর্শার ছায়া ঠিক সমান হয়ে যায়, এ সময়ের নামায সম্পর্কে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর নামায থেকে বিরত থাকো, কেননা এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় এবং তার সমস্ত দ্বারও উন্মুক্ত করা হয়। আর সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়বে তখন যত ইচ্ছা নামায পড়ো, কেননা আসরের নামায পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যকার নামায সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়। এরপর সূর্যাস্ত যাওয়া নাগাদ নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে অস্ত যায়। আর কাফিররা তার উদ্দেশ্যে উপাসনা করে। বর্ণনাকারী এ প্রসংগ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল-আব্বাস (র) বলেন, আবু উমামা (রা) থেকে আবু সাল্লাম (র) আমাকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার মধ্যে আমি অনিচ্ছায় সামান্য কিছু ত্রুটি করেছি, যেজন্যে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

টীকা ঃ অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুরে শয়তান সূর্যের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার পূজারীরা তাকে সিজদা করে। সুতরাং উক্ত তিন সময় নামায পড়া হারাম। এটাকেই শয়তানের শিং-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে (অনু.)।

١٢٧٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ اَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اُصَلِّىْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.

১২৭৮। ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে দেখলেন, আমি সুবহে সাদিকের পর নামায পড়ছি। তিনি বললেন, হে ইয়াসার! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। ঠিক সে সময় আমরা এ নামাযটি পড়ছিলাম। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদেরকে পৌছায় যে, ফজরের উদয় হওয়ার (সুবহে সাদিকের) পর (ফজরের) দুই রাক্'আত সুন্নাত ব্যতীত তোমরা অন্য কোন নামায পড়ো না।

١٢٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَّوْمٍ يَأْتِىْ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ صَلّٰى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

১২৭৯। আল-আসওয়াদ ও মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, যে দিনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করতেন, অবশ্যই তিনি আসরের পর দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٢٨٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّىْ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهٰى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهٰى عَنِ الْوِصَالِ.

১২৮০। আয়েশা (রা)-এর মুক্তদাস যাকওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা রা.) তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আসরের পরে নামায পড়তেন, কিন্তু লোকদেরকে (এই সময়ে নামায পড়তে) নিষেধ করতেন এবং তিনি বিরতিহীন এক নাগাড়ে ক'দিন রোযা (সাওমে বিসাল) রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে "সাওমে বিসাল" থেকে নিষেধ করতেন।

টীকা ঃ দিনের শেষে ইফতার না করে বা কিছুই পানাহার না করে, এক নাগাড়ে ক'দিন রোযা রাখাকে "সাওমে বিসাল" বলা হয়। এভাবে রোযা রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য, অন্যের জন্য তা জায়েয নেই (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মাগরিবের (ফরয নামাযের) পূর্বে নামায পড়া

١٢٨١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ اَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

১২৮১। আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা মাগরিবের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়ো। পুনরায় তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয় সে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়তে পারো, এ আশংকায় যে, লোকেরা আবার এটাকে স্থায়ী নিয়ম বানিয়ে ফেলে নাকি?

টীকা ঃ মাগরিবের আযানের পরপর এবং জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়া যেতে পারে, তবে তা একান্তই নফল হিসাবে (সম্পাদক)।

١٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَرَاكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَاٰنَا فَلَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

১২৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়েছি। মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদেরকে (নামায পড়তে) দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমাদেরকে দেখেছেন। তবে তিনি আমাদেরকে আদেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি?

١٢٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِمَنْ شَاءَ.

১২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায রয়েছে, যে চায় তা পড়তে পারে।

টীকা ঃ দুই আযান অর্থ হলো– আযান ও ইকামাত। অর্থাৎ নফল-সুন্নাত ইত্যাদি সে সময় পড়তে হয় (অনু.)।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا وَرُخِّصَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِىْ وَهِمَ شُعْبَةُ فِىْ اِسْمِهِ.

১২৮৩। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে মাগরিবের পূর্বের দুই রাক্'আত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমি কাউকে তা পড়তে দেখিনি। তবে আসরের পরে দুই রাক্'আত পড়ার অবকাশ আছে।

بَابُ صَلاَةِ الضُّحٰى

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সালাতুদ-দুহা (চাশতের নামায)

١٢٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنٰى عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ ابْنِ اٰدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلٰى مَنْ لَقِىَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ اَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عَبَّادٍ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْاَمْرَ وَالنَّهْىَ زَادَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيْعٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَقْضِىْ شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ غَيْرِ حِلِّهَا اَلَمْ يَكُنْ يَاْثَمُ.

১২৮৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম সন্তানের দেহের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের ওপর সাদাকা (দান-খয়রাত) ওয়াজিব করে। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে তার সালাম দেয়া একটি সাদাকা। সৎ

কর্মের আদেশ করা একটি সাদাকা, অন্যায় থেকে নিষেধ করাও একটি সাদাকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া একটি সাদাকা। পরিবার-পরিজনের দায়-দায়িত্ব বহন করা একটি সাদাকা। আর চাশতের (অর্থাৎ পূর্বাহ্ন) দুই রাক্'আত নামায এসব কিছুর পরিপূরক হতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী 'আব্বাদের রিওয়ায়াতটিই পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। অপর বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ তার রিওয়ায়াতের মধ্যে "সৎ কর্মের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ", এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি তার রিওয়ায়াতের মধ্যে "এবং নবী (সা) বলেছেন ঃ অমুক অমুক কাজ" উল্লেখ করেছেন। ইবনে মানী' তাঁর রিওয়ায়াতের মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন যে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের কেউ স্ত্রীসহবাস করে তার যৌন-তৃপ্তি হাসিল করে, তাও কি তার জন্য সাদাকা হবে? তিনি বললেন ঃ তোমার কি ধারণা, যদি সে তা অবৈধ পাত্রে রাখতো তাহলে কি সে পাপী হতো না?

١٢٨٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدُّوَلِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِكُمْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلٰوةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيْحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيْرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيْدٍ صَدَقَةٌ فَعَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذِهِ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ يُجْزِئُ اَحَدَكُمْ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَا الضُّحٰى.

১২৮৬। আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু যার (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলেছেন, প্রত্যহ তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি অস্থি একটি সাদাকা ওয়াজিব করে। প্রত্যেক নামায, প্রতিটি রোযা, প্রত্যেক হজ্জ, প্রত্যেক তাসবীহ, প্রত্যেক তাকবীর এবং প্রত্যেক প্রশংসা তার জন্য সাদাকা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমস্ত উত্তম কর্মগুলোকে গণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ চাশতের (পূর্বাহ্নের) দুই রাক্আত নামায আদায় করলে তা ঐগুলোর পরিপূরক হবে।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ

يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى لاَ يَقُوْلُ اِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১২৮৭। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে অবসর হওয়ার পর চাশতের নামায পড়া পর্যন্ত তার জায়নামাযে বসে থাকলে এবং এই সময়ে কেবল উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু না বললে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়– তার পরিমাণ সমুদ্রের ফেনারাশির চেয়ে অধিক হলেও।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةٌ فِىْ اِثْرِ صَلٰوةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

১২৮৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক নামাযের পরে আর এক নামায (ধারাবাহিক নামায) যার মাঝখানে কোনো গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যুনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ হয়।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّازٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ لاَ تُعْجِزْنِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ نَهَارِكَ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ.

১২৮৯। নুয়াইম ইবনে হাম্মায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাক্'আত নামায থেকে আমাকে বর্জন বা পরিত্যাগ করো না। তাহলে আমি তোমার পরকালের জন্য যথেষ্ট বা যিম্মাদার হবো।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلّٰى سُبْحَةَ

الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ اِنَّ اُمَّ هَانِىءٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحٰى بِمَعْنَاهُ.

১২৯০। আবু তালিব-কন্যা উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আট রাক্'আত চাশতের নামায পড়েছেন। তিনি এর প্রত্যেক দুই রাক্'আত অন্তর সালাম ফিরিয়েছেন। আবু দাউদ বলেন, আহ্মাদ ইবনে সালেহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের নামায পড়েছেন এবং হাদীসটি পূর্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনুস সারহ বলেন, উম্মে হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন, কিন্তু এ হাদীসে চাশতের নামাযের উল্লেখ নেই। অবশ্য তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন।

١٢٩١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِىءٍ فَاِنَّهَا ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِىْ بَيْتِهَا وَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ اَحَدٌ صَلاَّهُنَّ بَعْدُ.

১২৯১। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) ব্যতীত অন্য কেউ আমাদের অবহিত করেননি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন। অবশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে গোসল করেছেন এবং আট রাক্'আত নামায পড়েছেন। এরপর আর কেউ তাঁকে নামায পড়তে দেখেনি।

١٢٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى فَقَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِىْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

১২৯২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায পড়েছেন কি? তিনি বললেন, না, তবে তিনি যখন সফর থেকে আগমন করতেন (তখন পড়তেন)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কয়েকটি সূরা একত্রে পড়তেন? তিনি বললেন, মুফাস্‌সাল থেকে (অর্থাৎ কুরআনের শেষ দিকের সূরাগুলো একত্র করতেন)।

١٢٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

১২৯৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চাশতের (পূবাহ্নে) নামায পড়েননি। তবে আমি তা পড়তাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিল, তিনি কোনো কাজ করাকে যদিও প্রিয় মনে করতেন, কিন্তু কেবল এই আশংকায় তা পরিহার করতেন, লোকেরা সেই কাজ করলে হয়ত তা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে।

١٢٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا فَكَانَ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ الْغَدَاةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَامَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৯৪। সিমাক (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ওঠাবসা করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, পর্যাপ্ত সাহচর্য লাভ করেছি। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত সেই জায়নামাযে বসে থাকতেন যার উপর তিনি ফজরের নামায পড়েছেন। যখন সূর্যোদয় হতো, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে যেতেন।

টীকা ঃ সূর্যোদয়ের পর যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাতুল ইশরাক বলে (অনু.)।

بَابُ صَلاَةِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দিনের (নফল) নামাযের বিবরণ

١٢٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى.

১২৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের এবং দিনের (নফল) নামায দুই দুই রাক্'আত করে পড়তে হয়।

١٢٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى اَنْ تَشَهَّدَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ تَبَاءَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ. سُئِلَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى قَالَ اِنْ شِئْتَ مَثْنٰى وَاِنْ شِئْتَ اَرْبَعًا.

১২৯৬। আল-মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামায দুই রাক্'আত করে পড়তে হয়। প্রত্যেক দুই রাক্'আতে হবে তোমার তাশাহ্হুদ। তুমি তোমার দুঃখ, অসহায়তা ও বিপণ্নতা এবং আবেগ-বিজড়িত ও ভারাক্রান্ত চিত্তে দুই হাত তুলে বলো, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার সে আচরণ হবে ত্রুটিপূর্ণ। রাতে দুই রাক্'আত করে নামায সম্বন্ধে আবু দাউদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দুই রাক্'আত আর ইচ্ছা করলে চার রাক্'আত করেও পড়তে পারো।

بَابُ صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সালাতুত্ তাসবীহ্র বর্ণনা

١٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ يَاعَبَّاسُ يَاعَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَحْبُوكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَأَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً.

১২৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপঢৌকন দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? সুতরাং যখন আপনি সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সে দশটি মহৎ কর্ম হচ্ছে এই ঃ আপনি চার রাক্'আত (নফল) নামায পড়ুন। (তা পড়ার নিয়ম হচ্ছে এরূপ) প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য যে কোন একটি সূরা পড়ুন। যখন আপনি প্রথম রাক্'আতের কিরাআত পড়া থেকে অবসর হবেন, তখন দণ্ডায়মান অবস্থায় বলবেন, "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পনের বার, পরে রুকূ করুন এবং রুকূ অবস্থায় তা বলুন দশবার, আবার রুকূ থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, পরে সিজদায় ঝুঁকে পড়ুন, সিজদাবস্থায় তা বলুন দশবার, এবার সিজদা থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার। আবার

সিজদা করুন, সেখানে তা বলুন দশবার। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাক্'আতে তাসবীহর সংখ্যা হবে পঁচাত্তর বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাক্'আতে (ফলে গোটা নামাযে তাসবীহর সংখ্যা দাঁড়াবে তিন শত বার)। যদি আপনার সাধ্য থাকে তাহলে উক্ত নামায পড়ুন দৈনিক একবার। যদি তা না হয়, তাহলে অন্তত সপ্তাহে একবার, যদি তা না হয় তাহলে অন্তত মাসে একবার, আর যদি তাও না হয়, তাহলে বছরে একবার, আর যদি তাও না হয় তাহলে অন্তত গোটা জীবনে একবার।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَبُلِّيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُوْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِنِيْ غَدًا أُحَبُّوْكَ وَأُثِيْبُكَ وَأُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِيْنِيْ عَطِيَّةً قَالَ إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ يَعْنِيْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتّٰى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتُحَمِّدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَلَكَ بِذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ خَالُ هِلَالٍ الرَّائِيِّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৯৮। আবুল জাওযা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তাদের ধারণা, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে

বললেন, তুমি আগামীকাল ভোরে আমার নিকট এসো, আমি তোমাকে কিছু দান করবো, আমি তোমাকে দিবো, আমি তোমাকে উপঢৌকন দিবো। আমিও ধারণা করেছিলাম, তিনি আমাকে কিছু দান করবেন। তিনি বললেন ঃ "যখন দুপুরে (সূর্য) হেলে পড়বে, তখন তুমি দাঁড়িয়ে চার রাক্'আত নামায পড়ো"। অতঃপর হাদীসটি অবিকল পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা বসে যাও এবং দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার এবং দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না পড়া পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ো না। তোমার চার রাক্'আতে এরূপ করো। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপীও হয়ে থাকো, তাহলে এর দ্বারা তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, যদি আমি ঠিক সে সময় নামাযটি পড়তে সক্ষম না হই? তিনি বললেন ঃ রাত এবং দিনের যে কোন সময়ে তা পড়ে নাও। ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) পর্যন্ত 'মওকূফ' বলে মন্তব্য করেছেন। অপর সনদসূত্রে এটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার নিজস্ব বক্তব্যরূপে বর্ণিত হয়েছে।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِى الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى كَمَا قَالَ فِىْ حَدِيْثِ مَهْدِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ.

১২৯৯। উরওয়া ইবনে রুওয়াইম (র) থেকে বর্ণিত। আল-আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরকে উপরোক্ত হাদীসটি বলেছেন এবং এর বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনকারীদের অনুরূপ। তিনি প্রথম রাক্'আতের দ্বিতীয় সিজদায় অনুরূপ বলেছেন, যেরূপ বলেছেন মাহদী ইবনে মাইমূনের হাদীসে।

بَابُ رَكْعَتَىِ الْمَغْرِبِ اَيْنَ تُصَلِّيَانِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মাগরিবের দুই রাক্'আত (সুন্নাত) নামায কোথায় পড়বে

١٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُطَرِّفٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْفِطْرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مَسْجِدَ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلّٰى فِيْهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَاٰهُمْ يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا فَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ.

১৩০০। সা'দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা'ব ইবনে উজরা (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আবদুল আশহালের মসজিদে আগমন করে সেখানে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি দেখলেন, যখন তাদের নামায শেষ হলো তখন তারা (লোকেরা) সেখানেই পরের সুন্নাত পড়ছে। তিনি বললেন ঃ এটি হচ্ছে ঘরের নামায।

١٣٠١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِىُّ حَدَّثَنَا طَلْقُ ابْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ الْقِرَأَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوْبَ الْقُمِّىِّ وَاَسْنَدَهُ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوْبَ مِثْلَهُ.

১৩০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামাযের পরের দুই রাক'আতের কিরাআত এতো দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদ জনশূন্য হয়ে যেতো।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ يَقُوْلُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩০২। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটির ভাবার্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদকে বলতে শুনেছি, আমি ইয়াকূবকে বলতে শুনেছি, এমন প্রত্যেক হাদীস যা আমি তোমাদেরকে জা'ফার (র) থেকে বর্ণনা করি, আর তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, সেটি ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুসনাদ' হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ এশার ফরয নামাযের পরের নামায

١٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنِيْ مُقَاتِلُ بْنُ بَشِيْرٍ الْعِجْلِيُّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ اِلاَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا فَكَأَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى ثَقْبٍ فِيْهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْاَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ.

১৩০১। শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (শুরায়হ) বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার ফরয নামায পড়ার পর যখনই আমার নিকট আসতেন তখন চার অথবা ছয় রাক্'আত নামায অবশ্যই পড়তেন। এক রাতে আমাদের এখানে বৃষ্টি হলো। তাই আমরা তাঁর জন্য একখানা চামড়ার ফরাশ বিছিয়ে দিলাম। আমার দৃষ্টিতে যেন আমি এখনো চাক্ষুস দেখছি যে, তার ছিদ্র পথে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। কোনো কাপড় দ্বারা মাটি থেকে নিরাপদ থাকতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি (অর্থাৎ নামাযের সময় কাপড়ে কিংবা কপালে ধুলা-বালি লাগার ভয়ে তিনি কখনো কাপড় টানাটানি করতেন না)।

اَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাতের নফল নামায

بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيْرِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ নফল নামাযের জন্য রাতে দাঁড়ানোর নির্দেশ শিথিল করা হয়েছে

١٣٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ابْنُ شَبُّوْيَهْ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً نِصْفَهُ. نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِيْ فِيْهَا عَلِمَ اَنْ

لَنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ. وَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ اَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلاَتُهُمْ لِاَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ هُوَ اَجْدَرُ اَنْ تُحْصُوْا مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتٰى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ وَاَقْوَمُ قِيْلاً هُوَ اَجْدَرُ اَنْ يَّفْقَهَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَوْلُهُ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً يَقُوْلُ فَرَاغًا طَوِيْلاً.

১৩০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা মুয্যাম্মিল সম্বন্ধে বলেন, আল্লাহর কালাম, "কুমিল লাইলা ইল্লা কালীলান্ নিস্ফাহু" অর্থাৎ রাতের সামান্য অংশ ছাড়া আপনি সারা রাত আল্লাহ্র ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকুন। (এক বছর পর) সম্মুখের আয়াত এ নির্দেশকে রহিত করেছে। তা হচ্ছে, "আলিমা আন্ লান তুহ্সূহু ফাতাবা আলাইকুম ফাক্রাউ মা তাইয়াস্সারা মিনাল কুরআন। অর্থ : তিনি (আল্লাহ) খুব অবগত যে, তা নির্ধারণ করা তোমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক (কেননা অনুমানের উপর ভিত্তি করে রাতের অর্ধেক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, আবার অর্ধেকের কম হবার আশংকায় সারা রাত দণ্ডায়মান থাকতে হয়)। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তাই এখন কুরআনের যতটুকু পড়া সম্ভব শুধু তাই পড়ো এবং 'নাশিয়াতাল লাইল' অর্থ রাতের প্রথমাংশ। আর তাদের নামায রাতের প্রথমভাগেই হয়ে থাকতো। (ইবনে আব্বাস) (রা) বলেন, রাতের কিয়াম অর্থাৎ রাতের ইবাদত যা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন, অন্তরের একাগ্রতার সাথে এ সময় আদায় করা সঙ্গত। কেননা মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে কখন সে সজাগ হবে তা বলতে পারে না। আর আল্লাহর কালাম, "আকওয়ামু কীলা" অর্থাৎ কুরআনকে বুঝা ও অনুধাবন করার অধিক যোগ্য এবং আল্লাহর কালাম– "ইন্না লাকা ফিন নাহারি সাবহান তাবীলা" অর্থাৎ আপনি দিবালোকে বিভিন্নমুখী কাজে ব্যাপৃত থাকার সুযোগ পাবেন।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْمَرْوَزِىَّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِمْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى نَزَلَ اٰخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ اَوَّلِهَا وَاٰخِرِهَا سَنَةٌ.

১৩০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা মুয্যাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হলো, তখন তারা (মুসলমানরা) রমযান মাসে যেরূপ রাতে দীর্ঘ কিয়াম করতেন (নামায পড়তেন) অনুরূপ কিয়াম করতে লাগলেন। অবশেষে এর শেষাংশ নাযিল হলো এবং তার প্রথম ও শেষাংশের মধ্যে এক বছরের ব্যবধান ছিল।

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কিয়ামুল লাইল (রাত জেগে নামাযে ব্যাপৃত থাকা)

١٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

১৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুমায়, তখন শয়তান তার মাথার পশ্চাদ্ভাগে তিনটি গিরা লাগায় এবং প্রত্যেকটি গিরা লাগাবার সময় বলে, এখনো রাত অনেক বাকী, আরো ঘুমাও। আর যদি সে সজাগ হয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি উযু করে তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে, তখন শেষ গিরাও খুলে যায় এবং সে সতেজ ও উৎফুল্ল হয়ে ভোরে জাগ্রত হয়। আর যদি তা না করে (বরং ঘুমিয়ে থাকে) তবে সে আলস্য ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَيْسٍ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسِلَ صَلّٰى قَاعِدًا.

১৩০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তুমি রাতের কিয়াম (ইবাদত) বর্জন করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো বর্জন করতেন না। আর তিনি অসুস্থতা কিংবা অবসাদ অনুভব করলে, বসে বসে নামায পড়তেন।

١٣٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَأَتَهُ فَاِنْ اَبَتْ

نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

১৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে। আর সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ এমন নারীর প্রতি মেহেরবানী প্রদর্শন করুন যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে। আর যদি সে উঠতে না চায় তখন তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।

١٣٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ الْمَعْنٰى عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَلاَ ذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلاَمَ اَبِىْ سَعِيْدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَاُرَاهُ ذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ مَوْقُوْفٌ.

১৩০৯। আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাতে সজাগ করে এবং তারা উভয়ে অথবা প্রত্যেকে দুই দুই রাক্'আত নামায পড়ে, তখন তাদেরকে (আল্লাহর) স্মরণকারী এবং স্মরণকারিণী হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। (আবু দাউদ বলেন) ইবনে কাসীর এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাননি এবং তিনি বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা)-এর নামও উল্লেখ্য করেননি বরং এটা আবু সাঈদ (রা)-র নিজস্ব বক্তব্য বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

بَابُ النُّعَاسِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে

١٣١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.

১৩১০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে ঘুমের ঘোরে ঝিমায়, তার থেকে ঘুমের প্রভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন অবশ্যই শুয়ে থাকে। কেননা তোমাদের কেউ যদি ঘুমের ঘোরে নামায পড়ে, তাহলে এমনও হতে পারে যে, যেখানে সে নিজের মাগফিরাত চাইবে, সেখানে উল্টো নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।

١٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ.

১৩১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাযে দণ্ডায়মান হয় (আর ঘুমের প্রকোপে) কুরআন (কিরাআত) স্বাভাবিকভাবে তার মুখ থেকে বের হয় না, আর সে কি বলে যাচ্ছে তাও সে বুঝতে পারে না, এ অবস্থায় সে যেন অবশ্যই শুয়ে পড়ে।

١٣١٢- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّيْ فَاِذَا اَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُصَلِّيْ مَا اَطَاقَتْ فَاِذَا اَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ. قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّيْ فَاِذَا كَسِلَتْ اَوْ فَتَرَتْ اَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حُلُّوْهُ فَقَالَ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا كَسِلَ اَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

১৩১২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দুই খুঁটির মাঝখানে একটি রশি বাঁধা দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কিসের রশি? বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ যে 'হাম্‌না বিন্‌তে জাহ্‌শ', তিনি রাতে নামায পড়েন, আর যখন ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করেন, তখন এ রশির সাথে ঝুলে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ সে শক্তি রাখে ততক্ষণ যেন নামায পড়ে, আর যখন ক্লান্তি আসে তখন যেন নামায ছেড়ে বসে পড়ে। যিয়াদের বর্ণনায় আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? লোকেরা বললো, এটা যয়নাবের, তিনি (রাতে) নামায পড়েন, যখন তার ক্লান্তি কিংবা অবসাদ আসে তখন এর সাথে ঝুলে থাকেন। তিনি বললেন ঃ ওটা খুলে ফেলো। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কারো যতক্ষণ মানসিক আনন্দ ও সচেতনতা থাকে ততক্ষণ যেন নামায পড়ে। আর সে যখন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ অনুভব করে তখন যেন নামায ছেড়ে অবশ্যই বসে পড়ে।

بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ঘুমের কারণে যার নফল নামায পড়া হয়নি

١٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ الْمَعْنٰى عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ قَالاَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

১৩১৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুমের কারণে যে ব্যক্তি রাতে নফল তাসবীহ অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেনি এবং পরে তা ফজর ও যুহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিয়েছে, সেটা তার জন্য এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই পড়েছে।

بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি নফল নামায পড়ার নিয়াত করার পর ঘুমিয়ে গেছে

١٣١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٍّ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

১৩১৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ার ইচ্ছা করলো কিন্তু তাকে ঘুম পরাভূত করলো, এমতাবস্থায় তার জন্য তার নামাযের সওয়াবই লিখা হবে। আর এ ঘুম হবে তার জন্য সাদাকা।

بَابُ اَىِّ اللَّيْلِ اَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ রাতের কোন্ অংশ উত্তম?

١٣١٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ.

১৩১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাদের মহান পরাক্রমশালী প্রভু প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছে কেউ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? আছে কেউ আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে দান করবো? আছে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো?

بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতে নামায পড়ার ওয়াক্ত

١٣١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْقِظُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَايَجِىْءُ السَّحَرُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ.

১৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে সজাগ করে দিতেন, আর তিনি তাঁর নফল নামায ইত্যাদি থেকে অবসর হতেন, যখন সাহরীর সময় (সুবহে সাদেক) হতো।

١٣١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَهٰذَا حَدِيْثُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا اَىَّ حِيْنٍ كَانَ يُصَلِّىْ قَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصُّرَاخَ قَامَ فَصَلّٰى.

১৩১৭। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাকে বললাম, তিনি কোন সময় নামায পড়তেন? তিনি বলেন, যখন মোরগের ডাক শুনতেন তখন তিনি উঠে নামাযে দাঁড়াতেন।

١٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট যখনই তাঁর অর্থাৎ নবী (সা)-এর প্রভাত হয়েছে (আমি তাঁকে) নিদ্রাবস্থায় পেয়েছি।

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الدُّوَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى.

১৩১৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন নামায পড়তেন।

١٣٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ السَّكْسَكِىُّ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَلِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِىْ فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

১৩২০। রাবীয়া ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাত যাপন করেছি। আমি তাঁর উযুর পানি এনে দিতাম ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতাম। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আরো কিছু? আমি বললাম, সেটাই যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ তাহলে অধিক সিজদার দ্বারা এ কাজে তুমি আমার সহযোগিতা করো।

টীকা ঃ নামাযের আধিক্যই জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে (অনু.)।

١٣٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ قَالَ كَانُوْا يَتَيَقَّظُوْنَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّوْنَ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ قِيَامُ اللَّيْلِ.

১৩২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর কালাম ঃ "তারা (মুমিনরা) শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে" (সূরা আস-সাজদা ঃ ১৬)। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময় জাগ্রত থেকে নামায পড়তেন। রাবী বলেন, হাসান বসরী বলেছেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, রাত জেগে নামাযে দণ্ডায়মান থাকা।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ فِىْ قَوْلِهِ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ زَادَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَكَذَالِكَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ.

১৩২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "তারা রাতের খুব অল্প সময় ঘুমে কাটাতো" (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ১৭)। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানরা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় নামায পড়তো। ইয়াহইয়া তার বর্ণনায় হাদীসের মধ্যে এটুকু বর্ধিত করেছেন যে, "তাতাজাফা জুনূবুহুম"-এরও অনুরূপ অর্থ।

بَابُ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ দুই রাক্'আত দ্বারা রাতের নামায আরম্ভ করা

١٣٢٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৩২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন সে যেন প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়ে।

١٣٢٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ لْيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَابْنُ عَوْنٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ فِيْهِمَا تَجَوَّزْ.

১৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন... পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ আরো বর্ণনা করেছেন, এরপর যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে। আবু দাউদ বলেন, হিশাম থেকে বর্ণিত, অনেকের মতে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব বক্তব্য। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রথম দুই রাক্'আতের কিরাআত খাটো করতে হবে।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِىْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِىٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ.

১৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী আল-খাছ'আমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা (দীর্ঘ সূরা দ্বারা নামায পড়া)।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, নামাযের মধ্যে দীর্ঘ কিরাআতই হচ্ছে উত্তম, এ হাদীসই তার প্রমাণ। ইমাম শাফিঈ বলেন, অধিক সিজদা হওয়াই উত্তম (অনু.)।

بَابُ صلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্'আত

١٣٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً (رَجُلاً) سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَّاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى.

১৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ক'জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্'আত করে পড়বে। আর যখন তোমাদের কেউ সুবহে সাদেকের আশংকা করে, তখন পূর্বে যা নামায পড়েছে তা বেতের (বেজোড়) করার জন্য এক রাক্'আত নামায পড়বে।

بَابُ رفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الصَّلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রাতের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া

١٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِى الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ.

১৩২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরে নামায পড়াকালীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত এতটা স্পষ্ট হতো যে, যারা তাঁর হুজরায় থাকতো তারা শুনতে পেতো।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الْوَالِبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ خَالِدٍ الْوَلِبِىُّ اِسْمُهُ هُرْمُزُ.

১৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে কিরাআত কখনো সশব্দে পড়তেন আবার কখনো নীরবে পড়তেন।

١٣٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ قَالَ وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَهُ. قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ. زَادَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا.

১৩২৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে আবু বাক্‌র (রা)-এর নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তিনি নীচু স্বরে কিরাআত পড়ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর যখন তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একত্র হলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি তোমার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, আর তুমি তখন খুব নীচু স্বরে নামায (কিরাআত) পড়ছিলে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁকেই শুনাচ্ছিলাম যাঁর সাথে চুপি চুপি কথা বলছি।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, পরে তিনি উমার (রা)-কে বললেন ঃ আমি তোমার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, অথচ তুমি খুব উচ্চস্বরে নামায (কিরাআত) পড়ছিলে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করতে, আর শয়তানকে বিতাড়িত করতে চেয়েছি। অবশ্য হাসান বসরী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু বাক্‌র! তোমার স্বরকে আরো কিছু বুলন্দ করো এবং উমারকে বললেন ঃ তোমার স্বরকে আরো সামান্য নীচু করো।

١٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ حُصَيْنِ بْنُ يَحْيَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ ارْفَعْ شَيْئًا وَلاَ لِعُمَرَ اخْفِضْ شَيْئًا. زَادَ وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلاَلُ وَاَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَمِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ قَالَ كَلاَمٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُهُ اللّٰهُ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ قَدْ اَصَابَ.

১৩৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত ঘটনায় তিনি এ কথাটি উল্লেখ করেননি ঃ "তিনি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ তুমি কিছুটা উচ্চস্বরে পড়ো এবং উমার (রা)-কে বলেন ঃ তোমার স্বর কিছুটা নিচু করো।" এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ হে বিলাল! আমি তোমার স্বর শুনেছি, তুমি অমুক অমুক সূরা থেকে পড়ছিলে। তিনি (বিলাল) বললেন, অত্যন্ত উত্তম বাক্য, আল্লাহ একটিকে আর একটির সঙ্গে সুন্দরভাবেই সংযোজন করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে যা করেছে অবশ্য ঠিকই করেছে।

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ اَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ اَسْقَطْتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِىْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ فِى الْحُرُوْفِ وَكَاَيِّنْ مِنْ نَّبِىٍّ.

১৩৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ছিলো। যখন ভোর হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ

অমুকের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আজ রাতে সে এমন কিছু সংখ্যক আয়াত আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি বাদ দিয়েছিলাম (অর্থাৎ আমার স্মরণে ছিল না)। আবু দাউদ (র) বলেন, হারূন আন-নাহবী হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, বাক্যটি ছিলো সূরা আলে ইমরানের "ওয়াকাআইয়্যিম মিন নাবিয়্যীন।"

١٣٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ قَالَ اَلاَ اِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ اَوْقَالَ فِي الصَّلٰوةِ.

১৩৩২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে 'ইতেকাফ' করছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, তারা (নামাযীরা) উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ছে। তিনি পর্দা সরিয়ে বললেন ঃ শোনো! তোমাদের প্রত্যেকেই তার প্রভুর সাথে চুপিসারে আলাপ করছে। অতএব তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে কিরাআতের মধ্যে অথবা তিনি বলেছেন নামাযের মধ্যে আওয়ায বুলন্দ করো না।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

১৩৩৩। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মতো এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে সাদাকা প্রদানকারীর মতো।

بَابٌ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে

١٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ الْفَجْرِ فَذَالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৩৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দশ রাক্'আত নামায পড়তেন এবং এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন। পরে ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) পড়তেন, এ নিয়ে সর্বমোট তের রাক্'আত।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ.

১৩৩৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগার রাক্'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে এক রাক্আত হতো বেতের। তা থেকে অবসর হবার পর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ وَقَالَ نَصْرٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَالْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّنْصَدِعَ الْفَجْرُ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِىْ سُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ.

১৩৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায থেকে অবসর হয়ে ফজর আবির্ভাব হওয়া নাগাদ এর মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাক্'আত নামায পড়তেন, প্রত্যেক দুই রাক্'আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন। তিনি সিজদার মধ্যে এতক্ষণ অবস্থান

করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারতো। মুয়ায্যিন যখন ফজরের প্রথম আযান থেকে নীরব হতো তখন তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়তেন, অতঃপর তিনি ততক্ষণ নাগাদ ডান পাঁজরে শুয়ে বিশ্রাম করতেন যতক্ষণ না মুয়ায্যিন এসে তাঁকে জামা'আতের সংবাদ দিতো।

١٣٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَسَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ.

১৩৩৭। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত... পূর্বে উল্লেখিত সনদের মাধ্যমে উল্লেখিত অর্থের অনুরূপ হাদীস। সুলায়মান ইবনে দাউদ বলেন, তিনি এক রাক্আত দ্বারা বেতের করতেন। আর তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তা থেকে তাঁর মাথা তোলার পূর্বে তোমাদের কেউ আনুমানিক পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারতো। আর যখন মুয়ায্যিন ফজরের আযান থেকে নীরব হতো এবং স্পষ্ট ভোর (সুবহে সাদেক) ফুটে উঠে, ... এরপর তিনি উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর সুলায়মান বলেন, তাদের একের বর্ণনায় অন্যের থেকে কিছু কম-বেশি আছে।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتّٰى يَجْلِسَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُسَلِّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

১৩৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন, তন্মধ্যে বেতের পড়তেন পাঁচ রাক্'আত, আর সর্বশেষ বৈঠক ব্যতীত এই পাঁচ রাক্'আতের মাঝখানে বসতেন না, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا الْكَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ

ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّىْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৩৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাক্'আত (নফল) নামায পড়তেন, অতঃপর মুআয্যিনের কণ্ঠে ফজরের নামাযের আযান শুনতে পেলে সংক্ষেপে আরো দুই রাক্আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١٣٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ قَالَ مُسْلِمٌ بَعْدَ الْوِتْرِ ثُمَّ اِتَّفَقَا رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّىْ بَيْنَ اَذَانِ الْفَجْرِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৩৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন। তিনি আট রাক্'আত নামায পড়ার পর এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন, পরে আবার নামায পড়তেন। বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনে ইবরাহীম বলেন, বেতের-এর পরে বসাবস্থায় দুই রাক্'আত পড়তেন। তবে যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন এবং ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٣٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

১৩৪১। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান ও রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক্'আতের অধিক নামায পড়তেন না। প্রথমে চার রাক্'আত পড়তেন, তা কতই যে সুন্দর এবং দীর্ঘায়িত হতো, তা জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর পড়তেন চার রাক্'আত, তাও যে কত সুন্দর ও দীর্ঘায়িত হতো তাও জিজ্ঞেস করো না। সর্বশেষ তিন রাক্'আত পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বেতের-এর পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! আমার দুই চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِىْ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ لاَبِيْعَ عِقَارًا كَانَ لِىْ بِهَا فَاَشْتَرِىْ بِهِ السِّلاَحَ وَاَغْزُوَ فَلَقِيْتُ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ اَرَادَ نَفَرٌ مِّنَّا سِتَّةٌ اَنْ يَّفْعَلُوْا ذٰلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُه عَنْ وِتْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائْتِ عَائِشَةَ فَاَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيْمَ بْنَ اَفْلَحَ فَاَبٰى فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِىْ فَاسْتَاْذَنَّا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَنْ هٰذَا قَالَ حَكِيْمُ بْنُ اَفْلَحَ قَالَتْ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِىْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ خُلُقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْاٰنُ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ قِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَأُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اَوَّلَ هٰذِهِ السُّوْرَةِ نَزَلَتْ فَقَامَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ

وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِى السَّمَاءِ اِثْنٰى عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ اٰخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِينِىْ عَنْ وَتْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى لاَيَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ اِلاَّ فِى السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِى السَّابِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَىَّ وَلَمْ يَقُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يُتِمُّهَا اِلَى الصَّبَاحِ وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِىْ لَيْلَةٍ قَطُّ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً دَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ هٰذَا وَاللّٰهِ هُوَ الْحَدِيْثُ وَلَوْ كُنْتُ اُكَلِّمُهَا لَاَتَيْتُهَا حَتّٰى اُشَافِهَهَا بِهِ مُشَافَهَةً قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ لاَ تُكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ.

১৩৪২। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মদীনায় আসলাম সেখানে আমার যে ভূমি রয়েছে তা বিক্রি করার জন্য এবং তা দ্বারা যুদ্ধে যেতে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্য। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এক জামা'আতের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তারা বললেন, আমাদের মধ্যকার ছয় ব্যক্তির একটি দল এরূপ করার মনস্থ করেছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে"। অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট গেলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বেতের' নামায সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তিত্বের সন্ধান দিবো, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বেতের' সম্বন্ধে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল। তুমি আয়েশা (রা)-এর নিকট যাও (এবং তাকে জিজ্ঞেস করো)। অতএব আমি তার নিকট গেলাম এবং হাকীম ইবনে আফলাহকে আমার সাথে যাবার অনুরোধ জানালাম, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাকে আমি শপথ দিয়ে অনুরোধ করলাম। এবার তিনি আমার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। আমরা আয়েশা

(রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হবার অনুমতি চাইলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি বললেন, হাকীম ইবনে আফলাহ। তিনি বললেন, তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, সা'দ ইবনে হিশাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, হিশাম ইবনে 'আমের যাকে উহুদের দিন শহীদ করা হয়েছে? হাকীম ইবনে আফলাহ বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, 'আমের একজন খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করো না? গোটা কুরআনই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে রাতের কিয়াম (নামায) সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল" সূরাটি পড়োনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ পড়েছি। তিনি বললেন, এ সূরার প্রথমাংশ নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এতো অধিক 'কিয়ামুল লাইল' করতেন যে, অবশেষে তাদের পা পর্যন্ত ফুলে যেতো। অথচ এর শেষাংশ বারো মাস পর্যন্ত আসমানে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা নাযিল করা হয়েছে। ফলে 'কিয়ামুল লাইল' আল্লাহর ফরযের পর নফল হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বেতের' সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি আট রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন এবং অষ্টম রাক্'আত ব্যতীত কোথাও বসতেন না। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে আর এক রাক্'আত পড়তেন এবং এ অষ্টম ও নবম রাক্'আত ব্যতীত কোথাও বসতেন না। আর সালাম ফিরাতেন নবম রাক'আতে। অতঃপর বসে বসে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন। হে আমার বৎস! এ এগার রাক্'আতই ছিল তাঁর রাতের নামায। যখন তাঁর বার্ধক্য আসলো এবং শরীর ভারী হয়ে গেলো, তখন তিনি সাত রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন, আর ষষ্ঠ ও সপ্তম রাক্'আত ব্যতীত বসতেন না এবং সালাম ফিরাতেন সপ্তম রাক্'আতে। অতঃপর বসে বসে দুই রাক্'আত নফল পড়তেন। হে বৎস! এই নয় রাক্'আতই ছিল রাতে নামায। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ভোর পর্যন্ত পূর্ণ রাত নামায পড়তেন না, কখনো এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন না এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোযাও রাখতেন না। আর তিনি যখন কোনো নামায পড়া আরম্ভ করতেন, তখন তা নিয়মিত পড়তেন। রাতে যদি ঘুমের দরুন তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যেত তাহলে দিনের বেলা তিনি বারো রাক্'আত নামায পড়ে নিতেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট এসে পূর্ণ ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। আর আমি যদি তাঁর (আয়েশার) সাথে সরাসরি কথা বলতাম তাহলে আমি ফিরে এসে এ হাদীসটি আলোচনা করতাম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন না, তাহলে আমি হাদীসটি আপনাকে বর্ণনা করতাম না।

টীকা ঃ ছয় রাক্'আত ছিল তাহাজ্জুদ, তিন রাক্'আত বেতের। হযরত আয়েশা (রা) সব নামাযকে একত্র করে বর্ণনা করেছেন (অনু.)।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ يُصَلِّيْ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ ثُمَّ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَةً فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ بِمَعْنَاهُ اِلٰى مُشَافَهَةٍ.

১৩৪৩। কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেন, মহানবী (সা) আট রাক্'আত নামায পড়তেন এবং অষ্টম রাক্'আত ব্যতীত অন্য রাক্'আতে বসতেন না। তিনি বসে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, অতঃপর দু'আ করতেন (তাশাহ্হুদ ও দরূদ পড়তেন), অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসাবস্থায় দুই রাক্'আত নামায পড়তেন, আবার এক রাক্'আত পড়তেন। হে বৎস! এ ছিল মোট এগার রাক্'আত। অবশ্য যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়োবৃদ্ধ হলেন এবং তাঁর শরীরও ভারী হয়ে গেলো তখন সাত রাক'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন এবং সালামের পর বসাবস্থায় দুই রাক্'আত নামায পড়তেন... 'মুসাফিহাতান' পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُّسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ.

১৩৪৪। সাঈদ (র) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম, যেরূপ বলেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ তার বর্ণনায়।

١٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُّسْمِعُنَا.

১৩৪৫। সাঈদ (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের হাদীসের অনুরূপ ইবনে বাশ্শার বলেছেন। তিনি একথাটিও বলেছেন যে, তিনি আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى اَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهُوْرُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوْعٌ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ سَاعَتَهِ الَّتِىْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ اِلٰى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ شَيْءٍ مِّنْهَا حَتّٰى يَقْعُدَ فِى الثَّامِنَةِ وَلا يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبُ اِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً شَدِيْدَةً يَكَادُ يُوْقِظُ اَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيْمِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَدْعُوَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَّنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَهَا اِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتّٰى قُبِضَ عَلٰى ذٰلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩৪৬। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্য রাতের নামায সম্বন্ধে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, তিনি এশার নামায জামা'আতে পড়তেন, পরে নিজ পরিজনের নিকট ফিরে এসে চার রাক্'আত পড়তেন, এরপর নিজের বিছানায় এসে ঘুমাতেন। তাঁর উযুর পানি ঢাকাবস্থায় তাঁর মাথার নিকট থাকতো এবং তাঁর মেসওয়াকও নিকটে থাকতো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা রাতের যে সময় সজাগ করার সে সময় তাঁকে সজাগ করতেন এবং তিনি মেসওয়াক করে ভালো করে উযু করতেন, তারপর তাঁর মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে আট রাক্'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে সূরা ফাতিহা, কুরআনের অন্য কোনো সূরা এবং আল্লাহ যা চাইতেন তা পড়তেন, আর অষ্টম রাক্'আত ব্যতীত কোথাও বসতেন না এবং সালামও ফিরাতেন না। আবার তিনি নবম রাক্'আতে কিরাআত পড়তেন। পুনরায় বসে বসে আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই দু'আ করতেন, তাঁর নিকট চাইতেন এবং তাঁর কাছে

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন। এরপর এতো জোরে এক সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর সালামের উচ্চস্বরে ঘরের লোকদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবার উপক্রম হতো। পরে বসাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং রুকূও করতেন বসাবস্থায়। পুনরায় দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূ ও সিজদাও বসাবস্থায় করতেন। পরে আল্লাহ যা চাইতেন দু'আ করতেন। অবশেষে সালাম ফিরিয়ে (নামায থেকে) অবসর হতেন। শরীর ভারী হওয়া নাগাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সবসময় একটানা এভাবে ছিলো। এরপর নয়-এর থেকে দুই কমিয়ে তা ছয় এবং সাতে নিয়ে আসলেন এবং দুই রাক্'আত বসে বসেই পড়তেন। অবশেষে এ অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।

١٣٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِاِسْنَادِهِ قَالَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ لَمْ يَذْكُرِ الْاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَلاَ يَجْلِسُ فِىْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَاِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَلاَ يُسَلِّمُ فِيْهِ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتّٰى يُوْقِظَنَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

১৩৪৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি এশার নামায পড়ে নিজের বিছানায় এসে বিশ্রাম করতেন। এখানে চার রাক্'আত পড়ার কথা উল্লেখ করেননি, এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে একথাও বলেছেন, অতঃপর তিনি আট রাক্'আত নামায পড়তেন। কিরাআত, রুকূ এবং সিজদা এ সবের পরস্পরের মধ্যে সমপরিমাণই ব্যবধান ছিল এবং অষ্টম রাক্'আত ব্যতীত এর মধ্যে তিনি কোথাও বসতেন না। পরে এ বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেন এবং এক রাক্'আত পড়ে তা দ্বারা 'বেতের' করতেন। অবশেষে এমনভাবে সালাম উচ্চারণ করতেন, যার উচ্চশব্দ আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে ফেলতো। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَهْزٍ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيُصَلِّىْ اَرْبَعًا ثُمَّ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ

سَاقَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى التَّسْلِيْمِ حَتّٰى يُوْقِظَنَا.

১৩৪৮। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তিনি লোকদের সঙ্গে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর ঘরে ফিরে আসতেন এবং চার রাক্'আত নামায পড়তেন। এরপর নিজের বিছানায় ঘুমাতে যেতেন। বর্ণনাকারী এতটুকুর পর পূর্ণ হাদীসটি আদ্যপান্ত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি "কিরাআত, রুকূ ও সিজদার মধ্যে সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি, এতদ্ভিন্ন "সালামের শব্দ আমাদেরকে ঘুম থেকে সজাগ করে দিতো" এ বাক্যটিও উল্লেখ করেননি।

١٣٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِىْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمْ.

১৩৪৯। আয়েশা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) বর্ণিত হাদীস অপরাপর রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মত এক সমান নয়।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِتِسْعٍ اَوْ كَمَا قَالَتْ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

১৩৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন এবং নবম রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন এবং বসাবস্থায় দুই রাক্'আত নামায পড়তেন, তারপর ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়তেন।

١٣٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ

رَكَعَاتٍ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ قَالَ فِيْهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ يَا اُمَّتَاهْ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১৩৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন, পরে সাত রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করেছেন এবং বেতেরের পর বসাবস্থায় দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন। তন্মধ্যে কিরাআতও পড়েছেন। অবশ্য যখন রুকূ করার মনস্থ করেছেন তখন দাঁড়িয়ে রুকূ এবং পরে সিজদা করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসদ্বয় একইভাবে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াসেতী (র) মুহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনি একথাও বলেছেন যে, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস বললেন, হে আম্মাজান! তিনি সেই দুই রাক্'আত কিরূপে পড়তেন? অতঃপর হাদীসের ভাবার্থ উল্লেখ করেছেন।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرِيْنِيْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَاْوِيْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى حَاجَتِهِ وَاِلٰى طَهُوْرِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَيَّ اَنَّهُ يُسَوِّيْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُغْفِيْ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفَا اَوْ لَا حَتّٰى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلٰوةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلٰوتُهُ حَتّٰى اَسَنَّ وَلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৩৫২। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলাম এবং আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সাথে এশার নামায পড়তেন। এরপর

নিজের বিছানায় আসতেন এবং ঘুমাতেন। আর যখন রাতের মাঝামাঝি হতো, তখন উঠে নিজের প্রয়োজন সারতেন (মল-মূত্র ত্যাগ করতেন) এবং তাঁর উযুর পানি নিয়ে উযু করতেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে আট রাক্'আত নামায পড়তেন। আমার মনে হয় তাঁর কিরাআত, রুকূ ও সিজদার দৈর্ঘ্য প্রায় সমপরিমাণই হতো। এরপর এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন। সবশেষে বসাবস্থায় দুই রাক্'আত নামায পড়তেন। পরে একটু বিশ্রাম করতেন এবং কখনো বিলাল এসে তাঁকে নামাযের সংবাদ দিতেন। কখনো আমার সন্দেহ হতো, তিনি হালকা ঘুমাতেন কিনা। অবশেষে তাঁকে নামাযের সংবাদ দেয়া হতো। এ ছিল বয়োবৃদ্ধ অথবা শরীর ভারী হওয়া নাগাদ তাঁর রাতের নামায। অবশ্য তিনি (আয়েশা) তাঁর দেহ ভারী হওয়া সংক্রান্ত আল্লাহর মর্জি যা বলার তা উল্লেখ করেছেন। এরপর রাবী গোটা হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসের পর ভারতীয় সংস্করণে ১৩৩৮ নং হাদীস উক্ত হয়েছে, যেটি মিসরীয় নোসখায় অনুপস্থিত (সম্পাদক)।

١٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِىٍّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰهُ اِسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ قَالَ عُثْمَانُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَاَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى ثُمَّ اَوْتَرَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا.

১৩৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘুমালেন। তিনি তাঁকে দেখলেন, তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করে উযু করলেন এবং আল্লাহর কালাম "ইন্না ফী খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০) থেকে সূরার শেষ নাগাদ পড়লেন। এরপর উঠে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন এবং এর কিয়াম, রুকূ ও সিজদা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। পরে অবসর হলেন এবং নিদ্রা গেলেন, এমনকি তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। এভাবে তিনবারে ছয় রাক্'আত পড়লেন, এর প্রত্যেকবার মেসওয়াক করে উযু করলেন এবং উক্ত আয়াতগুলো পড়লেন। সবশেষে 'বেতের' পড়লেন। বর্ণনাকারী উসমান বলেন, তিন রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করেছেন। অতঃপর মুয়ায্যিন আসলে তিনি মসজিদের দিকে গমন করলেন। ইবনে ঈসা বলেন, পরে তিনি 'বেতের' পড়লেন এবং যখন ফজরের আবির্ভাব হলো তখন বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি দুই রাক্'আত ফজরের সুন্নাত পড়ার পর মসজিদে গমন করলেন। এরপরের বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত হলো। তিনি এ দু'আ পড়লেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরের মধ্যে আলো দান করো, আলো দান করো আমার জবানে, আলো দান করো আমার কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যে, আলোকিত করো আমার পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগকে, আলোকিত করো আমার উপর ও নীচকে। হে আল্লাহ! আমার আলোকে মহান করে দাও"।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ اَبُوْ خَالِدِ الدَّالاَنِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ هٰذَا. وَكَذَالِكَ قَالَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ رِشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৩৫৪। হুসাইন (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে ঃ "আমাকে পর্যাপ্ত নূর দান করুন"। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু খালিদ আদ-দালানী (র) হাবীব (র) থেকে এবং সালামা ইবনে কুহাইল (র) আবু রিশদীন-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلَ رُكُوْعِهِ وَرُكُوْعُهُ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ اٰيَاتٍ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هٰذَا حَتّٰى صَلّٰى عَشَرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى سَجْدَةً وَّاحِدَةً فَاَوْتَرَبِهَا وَنَادَى الْمُنَادِىُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتّٰى صَلَّى الصُّبْحَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَفِىَ عَلَىَّ مِنْ اِبْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ.

১৩৫৫। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ উদ্দেশ্যে যাপন করলাম যে, আমি চাক্ষুস দেখবো তিনি কিরূপে (রাতের নফল) নামায পড়েন। তিনি ঘুম থেকে উঠে উযু করে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন। তাঁর কিয়াম (নামাযে দণ্ডায়মান) তাঁর রুকূর সমান এবং তাঁর রুকূ তাঁর সিজদার সমান দীর্ঘ ছিলো। অতঃপর তিনি ঘুমালেন, আবার সজাগ হলেন, উযু করলেন এবং মেসওয়াক করলেন, অতঃপর সূরা আলে ইমরান থেকে পাঁচ আয়াত পড়লেন ঃ "ইন্না ফী খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখ্তিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারি"। এভাবে তিনি দশ রাক্'আত নামায পড়লেন, এরপর উঠে এক রাক্'আত পড়লেন এবং এর দ্বারা 'বেতের' বা বেজোড় করলেন। এ সময় মুয়ায্যিন আযান দিলো। মুয়ায্যিনের আযান শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন, এরপর বসে থাকলেন, অবশেষে ফজরের নামায পড়লেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে বাশশারের বর্ণিত এ হাদীসের কিছু অংশ আমার নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

١٣٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِىُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اَمْسٰى فَقَالَ اَصَلَّى الْغُلَامُ قَالُوْا نَعَمْ فَاضْطَجَعَ حَتّٰى اِذَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى سَبْعًا اَوْخَمْسًا اَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

১৩৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র নিকট রাত যাপন করলাম। সন্ধ্যার অনেক পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'বালকটি কি নামায পড়েছে? তারা বললেন, হাঁ। এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠে উযু করলেন। পরে সাত অথবা পাঁচ রাক্'আত নামায পড়লেন এবং এর দ্বারা 'বেতের' করলেন। তিনি এর সর্বশেষ রাক্'আতেই সালাম ফিরালেন।

١٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى اَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَدَارَنِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

১৩৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা বিন্‌তুল হারিস (রা)-র ঘরে এক রাত যাপন করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়লেন, পরে ঘরে এসে চার রাক্‌'আত পড়লেন, এরপর ঘুমালেন। আবার উঠে নামায পড়তে লাগলেন এবং আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তিনি পাঁচ রাক্‌'আত নামায পড়লেন। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন; এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে দুই রাক্‌'আত নামায পড়লেন। অতঃপর বের হয়ে (মসজিদে) গিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

١٣٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ.

১৩৫৮। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে এ ঘটনা বলেছেন, তিনি উঠে দুই দুই রাক্‌'আত করে আট রাক্‌'আত নামায পড়েছেন, অতঃপর পাঁচ রাক্‌'আত দ্বারা 'বেতের' করেছেন এবং এসব রাক্‌'আতের মাঝখানে তিনি বসেননি।

١٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ يُصَلِّىْ سِتًّا مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

১৩৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বের দুই রাক্'আতসহ সর্বমোট তের রাক্'আত নামায পড়তেন। ছয় রাক্'আত পড়তেন দুই দুই রাক্'আত করে, আর 'বেতের' পড়তেন পাঁচ রাক্'আত, যার সর্বশেষ রাক্'আত ব্যতীত মাঝখানে কোথাও বসতেন না।

١٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

১৩৬০। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাকে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আতসহ রাতে মোট তের রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٣٦١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْمُقْرِئَ اَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ زَادَ جَالِسًا.

১৩৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়লেন। অতঃপর (গভীর রাতে) দাঁড়ানো অবস্থায় আট রাক্'আত নামায পড়েলেন এবং দুই আযানের মাঝখানে দুই রাক্'আত পড়লেন। আর এ দুই রাক্'আত তিনি কখনো পরিহার করেননি। জা'ফার ইবনে মুসাফির তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, "এবং দুই আযানের (ফজরের নামাযের আযান ও ইকামত) মাঝখানে বসাবস্থায় দুই রাক্'আত পড়েছেন"।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

زَادَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوْتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحْمَدُ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ.

১৩৬২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন? তিনি বললেন, তিনি চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন অথবা দশ এবং তিন রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন। আর তিনি সাত থেকে কম এবং তের-এর চেয়ে অধিক দ্বারা 'বেতের' করতেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, আহমাদ ইবনে সালেহ এতোটুকু বর্ধিত করেছেন যে, ফজরের পূর্বে দুই রাক্'আতের সাথে 'বেতের' পড়েননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কিসের সাথে বেতের পড়তেন? তিনি বললেন, ওটা তিনি কখনো পরিহার করেননি। আহমাদ (র) ছয় এবং তিন (রাক্'আত) বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اَنَّهُ صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ اٰخِرُ صَلٰوتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ.

১৩৬৩। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তিনি রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন। পরে তিনি এগার রাক্'আত পড়েছেন এবং দুই রাক্'আত বর্জন করেছেন। অতঃপর তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাতে নয় রাক্'আত নামায পড়েছেন। বস্তুত 'বেতের'ই হতো তাঁর রাতের সর্বশেষ নামায।

١٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ بِتُّ عِنْدَهُ

لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَنَامَ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفُهُ اِسْتَيْقَظَ فَقَامَ اِلٰى شَنٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ عَلٰى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَلٰى يَمِيْنِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ كَاَنَّهُ يَمُسُّ اُذُنِىْ كَاَنَّهُ يُوْقِظُنِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى حَتّٰى صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى لِلنَّاسِ.

১৩৬৪। মাখরামা ইবনে সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস কুরাইব (র) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কিরূপ ছিল। তিনি বলেছেন, আমি এক রাত তাঁর সাথে অতিবাহিত করেছি। তিনি সে রাতে মায়মূনা (রা)-র ঘরে ছিলেন। তিনি ঘুমালেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক অতিবাহিত হলে তিনি সজাগ হলেন এবং উঠে পানির একটি মশকের নিকট গেলেন এবং উযু করলেন। আমিও তাঁর সাথে উযু করলাম। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে আসলেন, তারপর তিনি আমার মাথার উপর তাঁর হাত রাখলেন, যেন তিনি আমার কান স্পর্শ করছিলেন এবং আমাকে সজাগ করছিলেন। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন। প্রত্যেক রাক্'আতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন, এরপর সালাম ফিরালেন, পরে আরো নামায পড়লেন। শেষ নাগাদ 'বেতের'সহ এগার রাক্আত নামায পড়লেন, পরে শুয়ে পড়লেন। এরপর বিলাল এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! নামায। তিনি উঠে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়লেন, অতঃপর লোকজনকে নিয়ে ফরয নামায পড়লেন।

١٣٦٥- حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَمْ يَقُلْ نُوْحٌ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১৩৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাত আমার খালা

মায়মূনা (রা)-র নিকট অতিবাহিত করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের (নফল) নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তিনি তের রাক্'আত নামায পড়লেন, তার মধ্যে ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতও ছিল। তাঁর প্রত্যেক রাক্'আতে দণ্ডায়মান থাকার সময়টুকু "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল" সূরা পড়ার পরিমাণ দীর্ঘ হবে বলে আমি অনুমান করেছি। বর্ণনাকারী নূহ্ ইবনে হাবীব, 'তন্মধ্যে ফজরের দুই রাক্'আতও ছিল' এ বাক্যটি বলেননি।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৩৬৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায অবশ্যই সচক্ষে প্রত্যক্ষ করবো। তিনি বলেন, আমার মাথাটি তাঁর ঘরের চৌকাঠ অথবা বলেছেন, তাঁবুর দরজায় মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন। পরে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ, খুব দীর্ঘ। এরপর পড়লেন দুই রাক্'আত। এটি ছিলো পূর্বের দুই রাক্'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, আবার পড়লেন দুই রাক্'আত, তা ছিলো এর পূর্বের দুই রাক্'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, পুনরায় পড়লেন দুই রাক্আত। তা ছিলো পূর্বের দুই-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত। সর্বশেষ পড়লেন দুই রাক্'আত। তা ছিলো পূর্বের দই-এর চাইতে সংক্ষিপ্ত, অতঃপর 'বেতের' পড়লেন। এ নিয়ে নামাযের সংখ্যা দাঁড়ালো তের রাক্'আত।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ طُوْلَهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْقَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْبَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْئَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ فَاَخَذَ بِاُذُنِىْ يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْقَعْنَبِىُّ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

১৩৬৭। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী মায়মূনা (রা)-র নিকট এক রাত অতিবাহিত করেছিলেন। আর তিনি (মায়মূনা) ছিলেন তার খালা। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রী (মায়মূনা) লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত যখন রাতের অর্ধেক অথবা সামান্য কম অথবা সামান্য অধিক অতিবাহিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে মুছতে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। পরে পানির একটি ঝুলন্ত মশকের নিকট গেলেন, তা থেকে উযু করলেন এবং খুব উত্তমরূপে উযু করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমিও উঠলাম, তিনি যা যা করেছেন আমিও তা করলাম। পরে আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরে টানলেন। অতঃপর নামায পড়লেন দুই রাক্'আত, আবার দুই রাক্'আত, পুনরায় দুই রাক্আত, পুনরায় দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্'আত। অধস্তন রাবী আল-কা'নাবী তার হাদীসে ছয়বার বলেছেন। এরপর বেতের পড়লেন। পরে বিশ্রাম করলেন। অতঃপর তাঁর

নিকট মুআয্যিন এলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর (ঘর থেকে) বের হলেন এবং (মসজিদে গিয়ে) ফজরের নামায পড়লেন।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নামাযের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ

١٣٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا فَاِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ.

১৩৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে পরিমাণ আমল নিয়মিত করতে সক্ষম হবে ততটুকুর ভার কাঁধে নিবে। কেননা তোমরা অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না। আল্লাহ তা'আলা সে কর্মকেই ভালোবাসেন যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে সামান্য হয়। আর তিনি (রাসূলুল্লাহ) যখন কোন আমল করতেন, তা নিয়মিতই করতেন।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّىْ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَاعُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِىْ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّىْ اَنَامُ وَاُصَلِّىْ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللّٰهَ يَاعُثْمَانُ فَاِنَّ لاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ.

১২৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র নিকট (লোক) পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ হে উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতকে এড়িয়ে চলেছো? তিনি বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি আপনার সুন্নাতেরই প্রত্যাশী। তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমাই, আবার (নফল) নামাযও পড়ি, রোযা রাখি, ইফতার করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। সুতরাং হে উসমান! আল্লাহ্কে ভয় করো। কেননা তোমার পরিবারের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার মেহমানের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে এবং তোমার স্বীয়

দেহের প্রতিও তোমার দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তুমি রোযা রাখো আবার রোযাহীনও থাকো, আর নামাযও পড়ো এবং ঘুমও যাও।

টীকা ঃ অত্র হাদীসে রাতের নফল নামায ও নফল রোযা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নফল ইবাদত করতে গিয়ে যাতে জরুরী কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে তাকিদ দেয়া হয়েছে (সম্পাদক)।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يُخَصُّ شَيْئًا مِّنَ الْاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ كُلُّ عَمَلِهِ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيْعُ.

১৩৭০। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল কিরূপ ছিলো? তিনি কি ইবাদতের জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না। তাঁর প্রতিটি আমল ছিলো নিরবচ্ছিন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে সক্ষম, তোমাদের মধ্যে কে তদ্রূপ সক্ষম?

অধ্যায় ঃ ৭

كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ

(রমযান মাস)

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাস সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ فِىْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রমযান মাসের কিয়াম (তারাবীহ নামায বা নফল ইবাদত)

١٣٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ وَاَبُوْ اُوَيْسٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَرَوٰى عُقَيْلٌ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ.

১৩৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের (রাতসমূহে নফল ইবাদতে) দাঁড়াতে অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। তবে তিনি লোকজনকে এজন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস ও সওয়াবের প্রত্যাশায় রমযানের রাতে নামাযে দাঁড়ায়, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল পর্যন্ত ব্যাপারটি এরূপই রয়ে গেল এবং পরে আবু বাক্র (রা)-র পূর্ণ খিলাফতকালে ও উমার (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকেও এ নিয়ম চালু থাকে। আবু

দাউদ বলেন, উকায়েল, ইউনুস ও আবু উয়ায়স্ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের বর্ণনায় আছে– "মান্ কামা রমাদানা" অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি রমযানে দণ্ডায়মান হয়, কিয়াম করে'। কিন্তু উকায়েল বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে এবং কিয়াম করে'।

١٣٧٢– حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ.

১৩৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয় এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে নামাযে দাঁড়ায় তারও পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

١٣٧٣– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ.

১৩৭৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরের রাতেও তিনি নামায পড়লেন এবং অনেক বেশী লোক একত্র হলো। পরে (তৃতীয়) রাতেও লোকেরা সমবেত হলো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাদের নিকট গেলেন না। যখন ভোর হলো তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি করেছো আমি তা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছি। তবে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হতে পারে, এ আশংকায় আমি তোমাদের নিকট আসিনি। ঘটনাটি রমযান মাসের।

টীকা ঃ মহানবী (সা) কেন নিয়মিত তারাবীহ নামায জামা'আতে পড়েননি তার কারণ উপরোক্ত হাদীসে তাঁর মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। এই নামাযের প্রতি মুসলমানদের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি আশংকা করেছেন যে,এই ইবাদত ফরয করে দেয়া হলে তা নিয়মিত আদায় করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়বে (সম্পাদক)।

١٣٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ اَوْزَاعًا فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيْرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيْهِ قَالَ تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِىْ بِحَمْدِ اللّٰهِ غَافِلاً وَلاَ خَفِىَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ.

১৩৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রমযান মাসে মসজিদে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তাঁর জন্য একটা মাদুর বিছিয়ে দিলাম। তার উপর তিনি নামায পড়লেন। এ ঘটনায় তিনি বলেছেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মানুষেরা! আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, আমি আমার রাতটি অলসভাবে অতিবাহিত করি নাই। আর তোমাদের অবস্থাও আমার কাছে গোপন থাকেনি।

١٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلاَحُ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

১৩৭৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসের রোযা রাখলাম। তিনি প্রায় গোটা মাসটাই আমাদেরকে নিয়ে নফল নামায পড়েননি। শেষ পর্যন্ত যখন মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট রইল, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত হলো। পরবর্তী রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন না। আবার যখন পঞ্চম রাত হলো, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি এ গোটা রাতটি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে নামায পড়তে থাকে যতক্ষণ না তিনি ক্ষান্ত হন, তার গোটা রাতই নামাযে পরিগণিত হয়। তিনি বলেন, আবার যখন চতুর্থ রাত হলো, তিনি নামায পড়লেন না। অতঃপর যখন তৃতীয় রাত হলো তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, পত্নীগণ এবং অন্যান্য লোকজনকে একত্র করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়লেন যে, আমরা 'ফালাহ্' হারিয়ে ফেলার আশংকা করলাম। জুবাইর ইবনে নুফাইর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি? তিনি বললেন, সাহ্রী খাবার সময়। এরপর তিনি আর এ মাসের অবশিষ্ট রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়াননি।

টীকা ঃ রমযান মাসটি তিরিশ দিনের হলে পরবর্তী সাত দিন শুরু হয় ২৪শে রমযান থেকে এবং ২৯ দিনের হলে ২৩শে রমযান থেকে। মহানবী (সা) সম্ভবত ২৩, ২৫ ও ২৭ রমযানের রাতে উক্ত নামায পড়েছিলেন। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র)-এর মতে তারাবীহ নামাযের রাক্'আত সংখ্যা বিশ (সম্পাদক)।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُوْرٍ وَقَالَ دَاوُدُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَى اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ يَعْفُوْرٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ.

১৩৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রমযানের শেষ দশ দিনে প্রবেশ করতেন, তখন গোটা রাতই (ইবাদতে) জাগ্রত থাকতেন, (কোমরে) শক্তভাবে কাপড় বেঁধে নিতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও (ইবাদতে লিপ্ত হতে) জাগিয়ে দিতেন।

টীকা ঃ কাপড় বেঁধে নেয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইবাদতে মনোনিবেশ করা। (দুই) স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা (অনু.)।

١٣٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اُنَاسٌ فِىْ رَمَضَانَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هٰؤُلاَءِ فَقِيْلَ هٰؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمُ الْقُرْاٰنُ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّىْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابُوْا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِىِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيْفٌ.

১৩৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে দেখলেন, কতক লোক মসজিদের এক পাশে নামায পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কারা? বলা হলো, এরা কিছু সংখ্যক লোক, কুরআন জানে না। উবাই ইবনে কা'ব (রা) নামায পড়ছেন এবং তারা তার সাথে (জামা'আতে) নামায পড়ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওরা ঠিকই করেছে এবং যা করেছে তা চমৎকার। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়। মুসলিম ইবনে খালিদ (র) দুর্বল রাবী।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহর নামায নবী (সা)-এর সময়েও জমা'আতে আদায় করা হয়েছে (অনু.)। হাদীসটি রাবীর দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী না হলেও মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য (সম্পাদক)।

بَابٌ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কদরের রাত সংক্রান্ত

١٣٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ فَاِنَّ صَاحِبَنَا سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَّقُمُ الْحَوْلَ يُصِبْهَا فَقَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلٰكِنْ كَرِهَ اَنْ يَّتَّكِلُوْا اَوْ اَحَبَّ اَنْ لاَ يَتَّكِلُوْا ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لاَ يَسْتَثْنِىْ قُلْتُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَنّٰى عَلِمْتَ ذٰلِكَ قَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الْاٰيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيْحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتّٰى تَرْتَفِعَ.

১৩৭৮। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বললাম, হে আবুল মুন্‌যির! আপনি আমাকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে কিছু বলুন। কেননা আমাদের সাথীকে (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদকে) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি গোটা বছর 'কিয়ামুল লাইল' করবে সে তা পেয়ে যাবে।' একথা শুনে তিনি (উবাই) বললেন, আল্লাহ্ আবু আবদুর রহমানের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, তা রমযানের মধ্যেই। বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এতটুকু বাক্য বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু লোকজন কেবল সেই একটি রাতের (২৭ তারিখ) উপর নির্ভর করুক– তিনি তা পছন্দ করেননি অথবা ঐ এক রাতের উপরই নির্ভর না করুন– তাই তিনি পছন্দ করেছেন। এরপর উভয় বর্ণনাকারীর বর্ণনা একইরূপ। আল্লাহ্‌র শপথ! ব্যতিক্রমহীনভাবে তা রমযানের সাতাশ তারিখই। আমি বল্‌লাম, হে আবুল মুন্‌যির! তা আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, সেই নিদর্শন দ্বারা, যেটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। 'আসিম (র) বলেন, আমি 'যির'কে জিজ্ঞেস করলাম, সে নিদর্শনটি কি? তিনি বললেন, সে দিনকার ভোরের সূর্য দেখতে একখানা আলোহীন থালার মতই উপরে না উঠা পর্যন্ত।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسِ بَنِيْ سَلَمَةَ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ فَقَالُوْا مَنْ يَّسْئَلُ لَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذٰلِكَ صَبِيْحَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِيْ فَقَالَ اُدْخُلْ فَدَخَلْتُ فَاُتِيَ بِعَشَائِهِ فَرَاٰنِيْ اَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ نَاوِلْنِيْ نَعْلِيْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ قُلْتُ اَجَلْ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمِ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ قَالَ هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اَوِ الْقَابِلَةُ يُرِيْدُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ.

১৩৭৯। দমরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বনু সালামার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সকলের বয়োকনিষ্ঠ। তারা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'লাইলাতুল কদর' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে? এটা ছিল রমযানের একুশ তারিখ সকালবেলা। আমি এ উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং মাগ্‌রিবের নামাযে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর আমি তাঁর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি আমার নিকট দিয়ে যেতে বললেন ঃ ভেতরে প্রবেশ করো। সুতরাং আমি প্রবেশ করলাম। পরে তাঁর রাতের খাবার আনা হলো, খাবারের পরিমাণ সামান্য হওয়ায় আমি তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ভালো মনে করলাম। যখন তিনি অবসর হলেন, বললেন ঃ আমার জুতা দাও। এরপর তিনি উঠলেন, আর আমিও তাঁর সাথে উঠলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, হাঁ, বনু সালামার লোকেরা আমাকে আপনার নিকট 'লাইলাতুল কদর' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আজ কত তারিখ? আমি বললাম, বাইশ। তিনি বললেন ঃ তা 'আজ রাতেই'। তিনি আবার বললেন ঃ 'অথবা আগামী রাতই। অর্থাৎ তেইশ তারিখের রাত।

١٣٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ بَادِيَةً اَكُوْنُ فِيْهَا وَاَنَا اُصَلِّىْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ اَنْزِلُهَا اِلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ. فَقُلْتَ لاِبْنِهِ كَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ الصُّبْحَ فَاِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ.

১৩৮০। ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি খামার আছে, আমি ওখানেই থাকি এবং আল্লাহ্‌র শোক্‌র, ওখানেই নামায আদায় করি। আপনি আমাকে এমন একটি রাতের নির্দেশ করুন, সেই রাতে আমি এ মসজিদে অবস্থান করবো। তিনি বললেন ঃ তেইশ তারিখের রাতে অবস্থান করো। (মুহাম্মাদ ইবনে ইব্‌রাহীম বলেন) আমি তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতা কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি আসরের নামায পড়তেন তখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত কোনো প্রয়োজনেই ওখান থেকে বের হতেন না। আর যখন ফজরের নামায পড়তেন, তখন মসজিদের দ্বারে তাঁর সওয়ারী উপস্থিত পেতেন এবং তার উপর উপবিষ্ট হয়ে নিজের খামারে যেতেন।

١٣٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِىْ تَاسِعَةٍ تَبْقِىْ وَفِىْ سَابِعَةٍ تَبْقِىْ وَفِىْ خَامِسَةٍ تَبْقِىْ.

১৩৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'লাইলাতুল কদর'কে রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে অন্বেষণ করো। নয় দিন অবশিষ্ট থাকতে সাত দিন অবশিষ্ট থাকতে এবং পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে।

بَابُ فِيْمَنْ قَالَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যারা বলেন, লাইলাতুল কদর একুশ তারিখের রাত

١٣٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَسْجُدُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ.

১৩৮২। আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মধ্যম দশকে 'ইতেকাফ' করতেন। এক বছর তিনি এভাবে ইতেকাফ করলেন। যখন একুশ তারিখ হলো, আর এ দিনই তিনি ইতেকাফ থেকে বের হতেন, তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি (মধ্যের দশ দিন) আমার সাথে ইতেকাফ করেছে, সে যেন অবশ্যই শেষ দশ দিন ইতেকাফ করে। আমি এ (লাইলাতুল কদর)

রাতটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি নিজেকে সে দিন প্রভাতকালে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। সুতরাং তোমরা শেষ দশ দিনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা অন্বেষণ করো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, সে রাতে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, আর তৎকালীন মসজিদও ছিলো বৃক্ষপত্র আচ্ছাদিত, ফলে মসজিদের ছাদ থেকে পানি পড়লো। আবু সাঈদ (রা) আরো বলেন, একুশ তারিখের ভোরে আমার চক্ষুদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলো যে, তাঁর কপালে ও নাকে পানি ও কাদার দাগ ছিল।

١٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ اَجَلْ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ اِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا التَّاسِعَةُ وَاِذَا مَضٰى ثَلَاثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ وَاِذَا مَضٰى خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ اَرْدِىْ اَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْهُ شَىْءٌ اَمْ لاَ.

১৩৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল্ কদরকে রমযানের শেষ দশের মধ্যে খোঁজ করো। আর তা খোঁজ করো নয়, সাত এবং পাঁচের মধ্যে। তিনি (আবু নাদ্‌রা) বলেন, আমি বললাম, হে আবু সাঈদ! গণনা সম্বন্ধে আপনারা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তা অবশ্যই! আমি জিজ্ঞেস করলাম, নয়, সাত ও পাঁচ কি? তিনি বললেন, যখন একুশ অতীত হয়ে যায়, তখন সেটির নীচে যা থাকে তা হচ্ছে নয়। যখন তেইশ অতীত হয়, তার নীচেরটি হচ্ছে সাত এবং যখন পঁচিশ পার হয়ে যায়, তার পরেরটি হচ্ছে পাঁচ। আবু দাউদ বলেন, জানি না এ হাদীস থেকে কোন অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে কিনা।

টীকা ঃ হাদীসে উল্লেখিত রাতগুলো বেজোড় নয়। অথচ কদরের রাত হলো বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (সা) হয়ত মাসের শেষদিক থেকে গণনা করে পিছনের দিকে এসেছেন। তাতে ঐ রাতগুলো বেজোড় হতে পারে (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ رَوٰى اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ عِشْرَةَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যার মতে কদরের রাত সতের তারিখে

١٣٨٤- حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ

عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوْهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَلَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ سَكَتَ.

১৩৮৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের সতের, একুশ ও তেইশ তারিখের রাতে অন্বেষণ করো। এরপর তিনি চুপ থাকলেন।

بَابُ مَنْ رَوٰى فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, শেষের সপ্তাহে

١٣٨٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

১৩৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল কদরকে শেষ সাতের মধ্যে অন্বেষণ করো।

بَابُ مَنْ قَالَ سَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি বলেছেন, সাতাশের রাত

١٣٨٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ.

১৩৮৬। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'লাইলাতুল কদর' হচ্ছে সাতাইশের রাত।

بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে ব্যক্তি বলেছেন, তা হচ্ছে গোটা রমযানের মধ্যেই

١٣٨٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ

مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'লাইলাতুল কদর' সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং তা আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ তা গোটা রমযান মাসের মধ্যেই। ইমাম আবু দাউদ বলেন, সুফিয়ান ও শো'বা এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে ইবনে উমার পর্যন্ত 'মাওকুফ'রূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে এর সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাননি।

اَبْوَابُ قِرَائَةِ الْقُرْاٰنِ وَتَحْزِيْبِهِ وَتَرْتِيْلِهِ

কুরআন পাঠ এবং তা নির্ধারিত অংশে ভাগ করে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত

بَابٌ فِىْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কত দিনের মধ্যে কুরআন পড়তে (খতম করতে) হয়

١٣٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِىْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَأْ فِىْ عِشْرِيْنَ قَالَ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَأْ فِىْ خَمْسِ عَشَرَةَ قَالَ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَأْ فِىْ عَشَرَ قَالَ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَأْ فِىْ سَبْعٍ وَلاَ تَزِيْدَنَّ عَلٰى ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسْلِمٍ اَتَمُّ.

১৩৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসের মধ্যে খতম করো। তিনি বললেন, আমি এর

চাইতে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে বিশ দিনে পড়ো। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে পনের দিনে পড়ো। তিনি বললেন, আমার এর চেয়ে অধিক শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে দশ দিনে খতম করো। তিনি বললেন, আমি আরো শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে সাত দিনে, কিন্তু এর চাইতে অধিক করো না। আবু দাউদ বলেন, মুসলিমের বর্ণনাটিই পরিপূর্ণ।

١٣٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ فَنَاقَصْنِيْ وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا وَافْطِرْ يَوْمًا قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ اَبِيْ فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا.

১৩৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখো এবং এক মাসে কুরআন খতম করো। অতঃপর তিনি সময়ের ব্যবধান কমাতে থাকলেন এবং আমিও কমাতে থাকলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ একদিন রোযা রাখো, আর একদিন রোযাহীন থাকো। আতা বলেন, আমরা আমার পিতার রিওয়ায়াতে মতবিরোধ করলাম। আমাদের কেউ বললো, সাত দিন, আর কেউ বললো পাঁচ দিন।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ كَمْ اَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ اَبُوْ مُوْسٰى وَتَنَاقَصَهُ حَتّٰى قَالَ اقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

১৩৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কতো দিনে কুরআন খতম করবো? তিনি বললেন ঃ এক মাসে। তিনি বললেন, আমি এর চাইতে অধিক সামর্থ্য রাখি। আবু মূসার (মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না) বর্ণনায় আছে, তিনি বরাবর আরয করতে থাকলেন এবং তাতে সময়ের ব্যবধান কমাতে থাকলেন। শেষে তিনি বললেন ঃ তা সাত দিনে পড়ো। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে তা পড়লো বা খতম করলো সে কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি (অর্থাৎ সে কেবল কম সময়ে পড়েই গেলো, তার কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি)।

١٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حفصٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ خَالُ عِيْسَى بْنِ شَاذَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحُرَيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِىْ شَهْرٍ قَالَ اِنَّ لِىْ قُوَّةً قَالَ اِقْرَأْهُ فِىْ ثَلاَثٍ. قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَعْنِى ابْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ عِيْسَى بْنُ شَاذَانَ كَيِّسٌ.

১৩৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসে খতম করো। তিনি বললেন, আমার মধ্যে অনেক শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তবে তিন দিনে খতম করো।

بَابُ تَحْزِيْبِ الْقُرْاٰنَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কুরআনকে নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে তিলাওয়াত করা

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ سَأَلَنِىْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِىْ فِىْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ مَا اُحَزِّبُهُ فَقَالَ لِىْ نَافِعٌ لاَ تَقُلْ مَا اُحَزِّبُهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأْتُ جُزْءًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ. قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

১৩৯২। ইবনুল হাদ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুত্ইম (র) আমাকে জিজ্ঞেস করে বললেন, তুমি কত দিনে কুরআন খতম করো? আমি বললাম, আমি তা 'হায্ব' (নির্দিষ্ট অংশে ভাগ) করি না। নাফে' (র) আমাকে বললেন, 'আমি হায্ব করি না' এভাবে বলো না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কুরআনের একাংশ পড়েছি'। তিনি (ইবনুল হাদ) বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'হিয্ব' শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করা। যেমন ওযীফা, দোয়া-দরূদ ইত্যাদিকে দৈনন্দিন ভাগ ভাগ করে পড়া হয়। কিন্তু নবী (সা) কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে 'হিয্ব'-এর স্থলে 'জুয্' (অংশ) ব্যবহার করেছেন (অনু.)।

١٣٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

يَعْلٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ فِىْ حَدِيْثِهِ اَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ قَالَ فَنَزَلَتُ الْاَحْلَافَ عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَاَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِىْ مَالِكٍ فِىْ قُبَّةٍ لَّهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ فِى الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَقِيْفٍ قَالَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَأْتِيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَائِمًا عَلٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَاَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِىَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ سَوَاءٌ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ مُسْتَذَلِّيْنَ قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ فَلَمَّا خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُوْنَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ اَبْطَأَ عِنْدَ الْوَقْتِ الَّذِىْ كَانَ يَأْتِيْنَا فِيْهِ فَقُلْنَا لَقَدْ اَبْطَأْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ قَالَ اِنَّهُ طَرَأَ عَلَىَّ جُزْئِىْ (حِزْبِىْ) مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَ حَتّٰى اُتِمَّهُ. قَالَ اَوْسٌ سَأَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَتَمُّ.

১৩৯৩। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস (র) থেকে তার দাদা আওস ইবনে হুযায়ফা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সাকীফের একদল প্রতিনিধিসহ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বলেন, যে সমস্ত লোক মুগীরা ইবনে শো'বার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলো তারা তার মেহমান হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মালেককে তাঁর এক তাঁবুতে অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, বনু সাকীফের যে প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলো আওস ইবনে হুযায়ফাও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের পর আমাদের নিকট আসতেন এবং আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আবু সাঈদের বর্ণনায় আছে, তিনি পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আলাপ-আলোচনা করতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মাঝে মাঝে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় পায়ে বিশ্রাম নিতেন।

অধিকাংশ সময় তিনি (রাসূলুল্লাহ্) আমাদেরকে সেসব নির্যাতনের কথা শুনাতেন যা তাঁর স্বীয় গোত্র কুরাইশদের তরফ থেকে তাঁর উপর চালানো হয়েছে। অতঃপর বলেন ঃ আমরা ও তারা সমপর্যায়ের ছিলাম না, বরং মক্কায় আমরা ছিলাম অসহায়, দুর্বল, নির্যাতিত। কিন্তু যখন আমরা মদীনায় চলে এলাম, তখন যুদ্ধের পাল্লা আমাদের ও তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে লাগলো। কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী আবার কখনো তারা আমাদের উপর বিজয়ী হতো। (একদিনের ঘটনা) প্রত্যহ তিনি যে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের নিকট আগমন করতেন, এক রাতে সে সময় থেকে অনেক দেরীতে আসলেন। আমরা বললাম, আপনি তো আজ রাতে আমাদের নিকট আগমন করতে অনেক দেরী করেছেন। তিনি বললেন ঃ কুরআনের যে নির্ধারিত অংশ আমি নিয়মিত পড়ে থাকি, তা শেষ না করা পর্যন্ত আগমন করাটাকে আমি পছন্দ করিনি। আওস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, প্রতিদিন আপনারা কিরূপে কুরআনকে ভাগ করে পড়েন? তারা বললেন, তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা, তের সূরা এবং এককভাবে মুফাস্সাল সূরাসমূহ (অর্থাৎ সাত দিনে সাত মনযিল)। আবু দাউদ বলেন, আবু সাঈদের হাদীস পরিপূর্ণ।

টীকা ঃ কুরআন মজীদের সাত মনযিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই নির্দিষ্ট হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অনেকে এভাবে সাত দিনে কুরআন খতম করতেন (সম্পাদক)।

١٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ يَزِيْدَ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

১৩৯৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন পড়েছে (খতম করেছে) সে কিছুই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি।

١٣٩٥- حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ قَالَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ فِىْ شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ قَالَ فِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ فِىْ عَشْرٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ.

১৩৯৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআন কতো দিনে খতম করা উচিত? তিনি বললেন ঃ

চল্লিশ দিনে। পরে বললেন ঃ এক মাসে, আবার বললেন ঃ বিশ দিনে, এরপর বললেন ঃ পনের দিনে, অতঃপর বললেন ঃ দশ দিনে, সর্বশেষে বললেন ঃ সাত দিনে। কিন্তু তিনি সাত দিনের নীচে নামেননি।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ اَتَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ اَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ اَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لٰكِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّوْرَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ اَلنَّجْمُ وَالرَّحْمٰنُ فِىْ رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةُ فِىْ رَكْعَةٍ وَالطُّوْرِ وَالذَّارِيَاتِ فِىْ رَكْعَةٍ وَاِذَا وَقَعَتْ وَنُوْنُ فِىْ رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِىْ رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ وَعَبَسَ فِىْ رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرُ وَالْمُزَّمِّلُ فِىْ رَكْعَةٍ وَهَلْ اَتٰى وَلاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِىْ رَكْعَةٍ وَالدُّخَانُ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِىْ رَكْعَةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا تَأْلِيْفُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ.

১৩৯৬। আল্‌কামা ও আল-আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট এসে বললো, আমি মুফাস্‌সাল সূরাগুলো এক রাক্‌'আতেই পড়ে থাকি। তিনি বললেন, এটা তো কবিতার মতো দ্রুত আওড়িয়ে যাওয়া অথবা রদ্দি খেজুর (গাছ থেকে) পতিত হওয়ার মতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমান দৈর্ঘ্যের দু'টি সূরা একত্রে এক রাক্‌'আতে পড়তেন। যেমন আন্‌-নাজ্‌ম ও আর-রহমান এক রাক্‌'আতে। ওয়াক্‌তারাবাত ও আল্‌-হাক্‌কা অপর রাক্‌'আতে। আত-তূর ও ওয়ায্‌-যারিয়াত এক রাক্‌'আতে, ওয়া ইযা ওয়াক'আত ও নূন্‌ অপর রাক্‌'আতে। সায়ালা সাইলুন্‌ ও ওয়ান্‌-নাযিয়াত এক রাক্‌'আতে, ওয়াইলুল্লিল্‌ মুতাফ্‌ফিফীন্‌ ও আবাসা অপর রাক্‌'আতে। আল্‌ মুদ্দাস্‌সির ও আল-মুয্‌যাম্মিল এক রাক্‌আতে এবং হাল আতা ও লা উকসিমু বি-ইয়াওমিল্‌ কিয়ামা অপর রাক্‌'আতে, আম্মা ইয়াতাসায়ালুন ও ওয়াল-মুরসিলাত এক রাক্‌'আতে এবং আদ্‌-দুখান ও ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত অপর রাক্‌'আতে পড়েছেন। আবু দাউদ বলেন, কুরআন মজীদের সূরাগুলোর এখানে যে ধারাবাহিকতা তা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সংকলনে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

টীকা ঃ যে সমস্ত সূরা শব্দে ও বাক্যে দৈর্ঘ্যে প্রায় সমপরিমাণ তাকে 'নাযায়ের' বলে (অনু.)।

١٣٩٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَ لُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

১৩৯৭। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আবু মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আর তখন তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দু'টি পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ اَبَا سَوِيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الْاَصْغَرُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُجَيْرَةَ.

১৩৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশটি আয়াত নিয়ে রাতে নফল নামাযে দাঁড়ায়, তার নাম অলসদের দফতরে লিখা হবে না। যে ব্যক্তি এক শত আয়াতসহ নফল নামায পড়বে, তাকে ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত নিয়ে দাঁড়াবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করা হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে হুজায়রা আল-আসগারের নাম হলো আবদুল্লাহ, পিতা আবদুর রহমান এবং দাদা হুজায়রা।

١٣٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْرِئْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ الٓرٰ فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّىْ وَاشْتَدَّ قَلْبِىْ وَغَلُظَ لِسَانِىْ قَالَ فَاقْرَأْ ثَلاَثًا مِّنْ ذَوَاتِ حٰمٓ فَقَالَ مِثْلَ

مَقَالَتِهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلاَثًا مِّنَ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْرَأْنِيْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَاَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهَا اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ.

১৩৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পড়ান। তিনি বললেন, 'আলিফ-লাম-রা'বিশিষ্ট তিনটি সূরা পড়ো। সে বললো, আমি বয়োবৃদ্ধ, আমার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে আমার জিহ্বা মোটা ও স্থবির। তিনি বললেন ঃ তাহলে 'হা-মীম' বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করো। সে পূর্বের কথাটিই পুনরাবৃত্তি করলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এমন তিনটি সূরা পাঠ করো যেগুলোর শুরুতে 'সাব্বাহা' বা 'ইউসাব্বিহু' রয়েছে। সে আবারও তার পূর্বের কথাটিই বললো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিন যা হবে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা "ইযা যুলযিলাতিল আরদু যিলযালাহা" পাঠ করালেন এবং তা শিখিয়ে অবসর হলেন। লোকটি বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি কখনো এর অধিক করবো না। অতঃপর যখন লোকটি চলে গেলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বললেন ঃ লোকটি সফলকাম হয়েছে।

بَابٌ فِيْ عَدَدِ الْاٰيِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ একটি সূরার আয়াত সংখ্যা

١٤٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُوْرَةٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

১৪০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে। তার পাঠকারীর জন্য তা সুপারিশ করবে, শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সূরাটি হলো তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্ক্।

অধ্যায় ঃ ৮

كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহ

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ السُّجُوْدِ وَكَمْ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহের অনুচ্ছেদমালা এবং সিজদার সংখ্যা

١٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الْبَرْقِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ الْعَتَقِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُنَيْنٍ (مَتِيْنٍ) مِنْ بَنِىْ عَبْدِ كُلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَاِسْنَادُهُ وَاهٍ.

১৪০১। আমর ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজদা পাঠ করিয়েছেন। তন্মধ্যে তিনটি মুফাস্সালে এবং দু'টি সূরা হজ্জের মধ্যে। আবু দাউদ বলেন, আবু দারদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত সিজ্দা এগারটি। তবে এ বর্ণনার সনদ সূত্র দুর্বল ও অসমর্থিত।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ اَبَا الْمُصْعَبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَاْهُمَا.

১৪০২। উক্‌বা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জের মধ্যে সিজদা কি দু'টি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। যে ব্যক্তি সেই সিজদা দু'টি আদায় করবে না সে যেন তা না পড়ে।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে সূরা হজ্জের দু'টির মধ্যে একটি ও সূরা সোয়াদের একটিসহ মোট চৌদ্দটি সিজদা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, সূরা সোয়াদে কোন সিজদা নেই, বরং সূরা হজ্জের উভয় সিজদাই ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সোয়াদের সিজদাসহ মোট পনেরটি। ইমাম মালেক বলেন, তিলাওয়াতের সিজদা মোট এগারটি। প্রতিটি অভিমতের পক্ষে হাদীস আছে (অনু.)।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُوْدَ فِى الْمُفَصَّلِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যিনি মনে করেন, 'মুফাস্‌সাল' সূরাসমূহে সিজদা নেই

١٤٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَاَيْتُهُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১৪০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেছেন, মুফাস্‌সালের কোথাও সিজদা করেননি।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

১৪০৪। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'সূরা নাজ্‌ম' পাঠ করেছি, কিন্তু তিনি এই সূরায় সিজদা করেননি।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ زَيْدٌ الْاِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

১৪০৫। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, যায়েদ (রা) ইমাম ছিলেন, তথাপি সিজদা করেননি।

بَابُ مَنْ رَأَى فِيْهَا سُجُوْدًا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যিনি মনে করেন, 'মুফাস্‌সাল' সূরাসমূহে একাধিক সিজদা রয়েছে

١٤٠٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا وَمَا بَقِىَ اَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِلاَّ سَجَدَ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِّنَ الْحَصٰى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

১৪০৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজম পাঠ করার পর সিজদা করেছেন এবং উপস্থিত জনতার সকলেই সিজদা করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে এক ব্যক্তি এক মুষ্টি কংকর অথবা মাটি তুলে নিজ কপালের নিকট নিয়ে বললো, আমার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এরপর আমি তাকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

টীকা ঃ এ পাপীষ্ঠ কে ছিল তার নামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে সে হযরত বিলাল (রা)-র মনিব উমাইয়্যা ইবনে খালাফ। সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয় (অনু.)।

بَابُ السُّجُوْدِ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সূরা ইযাস্-সামাউন্ শাক্কাত্ এবং সূরা ইক্‌রা'-এর সিজ্‌দা

١٤٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَسْلَمَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِتٍّ عَامَ خَيْبَرَ وَهٰذَا السُّجُوْدُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرُ فِعْلِهِ.

১৪০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 'ইযাস্-সামাউন্ শাক্কাহ্ এবং ইকরা' বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা' সূরাদ্বয়ে সিজ্‌দা করেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এই সিজদা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষদিকের কাজ।

١٤٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُّ بِهَا خَلْفَ اَبِىْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ.

১৪০৮। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে এশার নামায পড়লাম। তিনি সূরা 'ইযাস্-সামা'উন্ শাক্কাত্' পড়লেন এবং সিজদা করলেন। আমি বল্লাম, এটা কিসের সিজ্দা? তিনি বললেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আমি এখানে সিজদা করেছি এবং তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমিও এখানে সিজদা করতে থাকবো।

بَابُ السُّجُوْدِ فِىْ صٓ

অনুচ্ছেদ-৫৪ঃ সূরা সোয়াদের সিজদা

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صٓ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا.

১৪০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের সিজ্দা বাধ্যতামূলক নয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাতে সিজ্দা করতে দেখেছি।

١٤١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ صٓ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ اٰخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هِىَ تَوْبَةُ نَبِىٍّ وَلٰكِنِّىْ رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُوْدِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا.

১৪১০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর 'সূরা সোয়াদ' পাঠ করলেন। তিনি যখন সিজ্দার

আয়াত পড়লেন তখন নীচে নেমে সিজদা করলেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে সিজ্‌দা করলো। তিনি অন্য একদিন তা পাঠ করলেন এবং সিজ্‌দার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে লোকেরা সিজ্‌দা করার জন্য উদ্যোগী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রকৃতপক্ষে এটি একজন নবীর তওবাস্বরূপ ছিলো। অথচ আমি দেখছি তোমরা সিজ্‌দা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছ। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং তারাও সিজ্‌দা করলো।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ اَوْ فِىْ غَيْرِ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কেউ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় অথবা নামাযের বাইরে সিজ্‌দার আয়াত শুনলে

١٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ اَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى اَنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهِ.

১৪১১। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর (দিন) সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করলেন, তখন সমস্ত লোক সিজ্‌দা করলো। তাদের মধ্যে কেউ ছিলো আরোহী এবং কেউ ছিলো মাটিতে সিজদাকারী। এমনকি আরোহী নিজের হাতের উপর সিজ্‌দা করেছে।

١٤١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى لاَ يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.

১৪১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে (সিজ্‌দার) সূরা পাঠ করতেন। ইবনে নুমাইর বলেন, নামায ব্যতিরেকে, অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, তিনি সিজদা করতেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও সিজদা করতাম। এমনকি (লোকের ভীড়ে) আমাদের কেউ কেউ তার কপাল রাখার স্থানও পেত না।

١٤١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ الثَّوْرِىُّ يُعْجِبُهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لِاَنَّهُ كَبَّرَ.

১৪১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কুরআন পাঠ করতেন। যখন সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন তখন তাকবীর পড়ে সিজদা করতেন এবং আমরাও সিজদা করতাম। আবদুর রায্যাক বলেন, ইমাম সাওরী এই হাদীস খুবই পছন্দ করতেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, তা এজন্য যে, তিনি (সা) তাকবীর বলেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যখন সিজদা করবে তখন কি বলবে?

١٤١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ يَقُوْلُ فِى السَّجْدَةِ مِرَارًا سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

১৪১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন। তিনি বহুবার সিজদায় বলেন ঃ 'সাজাদা ওয়াজ্হীয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্'আহু ওয়া বাসারাহু, বি-হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী। অর্থ ঃ আমার মুখমণ্ডল সে সত্তাকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং কর্ণকে শ্রবণশক্তি আর চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ও শক্তিতেই এসব বলীয়ান।

بَابُ فِيْمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করে

١٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَحْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىُّ قَالَ لَمَّا بُعِثْنَا الرَّكْبُ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعنِىْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ كُنْتُ اَقُصُّ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَسْجُدُ فِيْهَا فَنَهَانِى ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ اَنْتَهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اِنِّىْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوْا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১৪১৫। আবু তামীমা আল-জুহাইমী (র) বলেন, আমরা যখন কাফেলার সাথে মদীনায় আসতে থাকলাম, আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে ওয়ায করতাম, তার মধ্যে সিজদার আয়াত থাকতো। আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজদা করতাম। ইবনে উমার (রা) তিনবার আমাকে নিষেধ করলেন, কিন্তু আমি মানলাম না। তিনি পুনরায় নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা)-র পেছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সিজদা করতেন না।

টীকা ঃ ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিলাওয়াতের সিজ্‌দা করা হানাফী মাযহাব মতে জায়েয নেই, শাফিঈ মাযহাব মতে জায়েয (অনু.)।

অধ্যায় ঃ ৯

كِتَابُ الْوِتْرِ

বেতের নামায

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বেতের নামায পড়া উত্তম

١٤١٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

১৪১৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বেতের নামায পড়ো। কেননা আল্লাহ্ বেজোড় ও একক, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

١٤١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ وَلاَ لِاَصْحَابِكَ.

১৪১৭। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, এক বেদুঈন জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য নয়।

١٤١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ الزَّوْفِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

১৪১৮। খারিজা ইবনে হুযাফা আল-আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায দান করেছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উট প্রাপ্তির চাইতেও উত্তম। আর তা হচ্ছে 'বেতের'। তিনি এশার পর থেকে ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়া তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

টীকা ঃ লাল রং-এর উট আরববাসীদের নিকট অধিক প্রিয় সম্পদ। বস্তুত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুনিয়ার সম্পদের চাইতে এ নামায উত্তম (অনু.)।

بَابُ فِيْمَنْ لَمْ يُوْتِرْ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে ব্যক্তি বেতের নামায পড়েনি

١٤١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

১৪১৯। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'বেতের' নামায পড়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। 'বেতের' নামায পড়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের নয়। বেতের নামায পড়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, বেতের নামায ওয়াজিব। সুতরাং বেতের না পড়া, সুন্নাতে রাসূল (সা) থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই বুঝায় (অনু.)।

١٤٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ يُدْعٰى الْمُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعٰى اَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ

قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ اِلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذِبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

১৪২০। ইবনে মুহাইরীয (র)-র থেকে বর্ণিত। বনু কিনারার জনৈক ব্যক্তি, যিনি আল-মুখদাজী নামে পরিচিত, সিরিয়ায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, যিনি আবু মুহাম্মাদ নামে পরিচিত, অবশ্যই 'বেতের' ওয়াজিব। মুখদাজী বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র নিকট গমন করলাম এবং বিষয়টি তাকে জানালাম। উবাদা (রা) বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবজ্ঞা সহকারে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে না, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা পালন করবে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন।

بَابُ كَمِ الْوِتْرُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বেতের নামায কতো রাক্'আত?

١٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৪২১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাঁর দুই আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন ঃ দুই দুই রাক্'আত আর রাতের শেষভাগে 'বেতের' এক রাক্'আত।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

১৪২২। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর বেতেরের নামায ওয়াজিব বা অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বেতের পড়তে আগ্রহী পাঁচ রাক্'আত পড়তে পারে, যে ব্যক্তি তিন রাক্'আত পড়তে আগ্রহী সে যেন তাই করে এবং যে ব্যক্তি এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করা ভালো মনে করে সে পড়তে পারে।

بَابُ مَا يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ বেতের নামাযের কিরাআত

١٤٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ.

১৪২৩। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযে সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা', 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' পড়তেন।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

১৪২৪। আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বেতের নামাযে কোন্ কোন্ সূরা পড়তেন। এরপর (ইবনে জুরাইজ) উপরোক্ত হাদীসের ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় রাক্'আতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' সূরা তিনটি পড়তেন।

بَابُ الْقُنُوْتُ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ বেতের নামাযে দু'আ কুনূত

١٤٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ. اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِىْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ. وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاَنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

১৪২৫। আবুল হাওরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হাসান ইবনে আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বেতের নামাযে পড়ি তা হচ্ছে এই ঃ "আল্লাহুম্মা ইহ্দিনী ফীমান্ হাদাইতা ওয়াআফিনী ফীমান্ আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা, ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউক্দা আলাইকা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা ওয়ালা ইয়াইয্যু মান আদাইতা তাবারাক্তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে সেই পথে পরিচালিত করো, যে পথে তুমি তোমার প্রিয়জনকে পরিচালিত করেছো, আমাকে রক্ষা করো যেভাবে তোমার প্রিয়জনকে রক্ষা করেছো, যে কাজ আমার উপর ন্যস্ত করবে, সে কাজে তুমি আমায় সাহায্য করো। যা তুমি দান করবে, তাতে বরকত দাও। তোমার ফয়সালার মন্দ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই বিচার প্রদানকারী, তোমার উপর কোন বিচার চলে না। তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছো, সে পর্যুদস্ত নয়। আর তুমি যাকে শত্রু ঘোষণা করেছো, সে কখনো মর্যাদার অধিকারী হয়নি। তুমিই মহান, হে আমাদের প্রভু! তুমিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

١٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيْ اٰخِرِهِ قَالَ هٰذَا يَقُوْلُ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ اَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ.

১৪২৬। আমাদেরকে আবু ইসহাক উক্ত সনদ দ্বারা এ হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, "উক্ত শব্দগুলো বেতেরের কুনূতের মধ্যে বলেছেন," "বেতেরের মধ্যে আমি উক্ত শব্দগুলো বলেছি" এ কথাটি উল্লেখ করেননি। আবুল হাওরা'র নাম হচ্ছে রাবীয়া' ইবনে শাইবান।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هِشَامٌ اَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ يَعْنِى الْوِتْرَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَرُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَلاَ ذَكَرَ اُبَيًّا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ وَسِمَاعُهُ بِالْكُوْفَةِ مَعْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوْتَ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرَا الْقُنُوْتَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوْتَ اِلاَّ مَا رُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَاِنَّهُ فِىْ حَدِيْثِهِ اِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُوْرِ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصٍ نَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُرْوٰى اَنَّ اُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

১৪২৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেতের নামায শেষে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে পানাহ চাই। আমি তোমার থেকে সর্বপ্রকারের পানাহ চাই। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারবো না, বরং তুমি তোমার নিজের যেরূপ প্রশংসা করেছো, ঠিক সেরূপই"। আবু দাউদ (র) বলেন, হিশাম হাম্মাদের প্রাক্তন শায়খ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন থেকে আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, তার থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি।... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের মধ্যে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ঈসা ইবনে ইউনুসও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্য এ হাদীসে কুনূতের কথা উল্লেখ করেননি, আর না তন্মধ্যে উবাইয়ের নাম উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে আবদুল

আ'লা এবং মুহাম্মাদ ইবনে বিশর আল-আবদী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ হাদীসটি কুফায় শুনেছেন ঈসা ইবনে ইউনুসের সাথে। অবশ্য কুনূতের কথা উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে হিশাম আদ্-দাসতওয়াঈ এবং শো'বা (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানেও কুনূতের কথা উল্লেখ নেই।... যুবাইদী থেকে বর্ণিত। এ হাদীসের মধ্যে তিনি বলেন, (নবী সা.) রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন।... আবু দাউদ (র) বলেন, এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, উবাই (রা) রমযানের অর্ধ মাস কুনূত পড়তেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنْبَاَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اَمَّهُمْ يَعْنِىْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

১৪২৮। মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার কোনো সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা) রমযান মাসে তাদের ইমামতি করেছেন এবং তিনি রমযানের শেষার্ধে কুনূত পড়েছেন।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ اِلاَّ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِىْ بَيْتِهِ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَبَقَ اُبَىٌّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ ذُكِرَ فِى الْقُنُوْتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنِ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ اُبَىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ.

১৪২৯। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'বের ইমামতিতে জামা'আতবদ্ধ করলেন (যেন তিনি সকলকে নিয়ে একত্রে তারাবীহ্র নামায পড়েন)। সুতরাং তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাত নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি (রমযানের) শেষার্ধ ব্যতীত কুনূত পড়লেন না। আর যখন শেষ দশদিন হলো তখন তিনি মসজিদ বর্জন করলেন এবং নিজ ঘরে নামায পড়লেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, উবাই পালিয়ে গেছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কুনূত সংক্রান্ত যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা কিছুই নয় এবং উল্লেখিত উভয় হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বেতেরের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনূত পড়ার ব্যাপারে উবাইর বর্ণনাও যঈফ।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ বেতেরের পরে দু'আ পড়া

١٤٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ الْاَيَامِىِّ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ فِى الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

১৪৩০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বেতের নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ সুব্হানাল মালিকিল কুদ্দূস। 'অতি পবিত্র সেই সত্তা, যিনি অতি পবিত্র বাদশাহ'।

١٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهُ اِذَا ذَكَرَهُ.

১৪৩১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বেতের নামায না পড়ে ঘুমায় কিংবা তা পড়তে ভুলে যায়, পরে যখনই তার স্মরণ হয় তখন যেন অবশ্যই তা পড়ে নেয়।

بَابٌ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়া

١٤٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ فِىْ سَفَرٍ وَّلاَحَضَرٍ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَاَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ.

১৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন তিনটি কাজের (অভ্যাসের) ওসিয়াত করেছেন, যা আমি সফর কিংবা বাড়ি-ঘরে অবস্থানরত কোনো অবস্থাতেই পরিহার করি না। তা হচ্ছে ঃ পূর্বাহ্নে চাশতের দুই রাক্'আত নামায পড়া, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা (আইয়াম বিয্ অর্থাৎ চাঁদের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ), আর বেতের না পড়ে আমার নিদ্রা না যাওয়া।

١٤٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ بِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ أَنَامُ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

১৪৩৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন তিন কাজের ওসিয়াত করেছেন যা আমি কখনো ত্যাগ করবো না। তিনি আমাকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতে, বেতের নামায পড়ার পূর্বে নিদ্রা না যেতে এবং আবাসে ও সফরে প্রত্যেক অবস্থাতে চাশতের (নফল) পড়ার জন্য ওসিয়াত করেছেন।

١٤٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَتَى تُوتِرُ قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتَى تُوتِرُ قَالَ أُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخَذَ هٰذَا بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذَ هٰذَا بِالْقُوَّةِ.

১৪৩৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কখন 'বেতের' নামায পড়ো? তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথমাংশে বেতের নামায পড়ি। তিনি উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কখন বেতের পড়ো? তিনি বললেন, শেষ রাতে বেতের পড়ি। অতঃপর তিনি আবু বাক্‌র (রা) সম্বন্ধে বললেন ঃ সে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং উমার (রা) সম্বন্ধে বললেন ঃ সে শক্তভাবে ধরেছে।

بَابٌ فِي وَقْتِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ 'বেতের' নামাযের ওয়াক্ত

١٤٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلٰكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ.

১৪৩৫। মাস্‌রূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামায কখন পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি এর প্রত্যেকটিই করতেন, (অর্থাৎ) তিনি রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বেতের পড়েছেন। তবে যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বেতের সাহ্‌রীর সময় (অর্থাৎ সুবহে সাদেক) শেষ হতো।

١٤٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

১৪৩৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সুবহে সাদেকের পূর্বে 'বেতের' আদায় করে নাও।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَأَتُهُ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَأَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِىْ فِى الْجَنَابَةِ.

১৪৩৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি কখনো রাতের প্রথমাংশে আবার কখনো শেষাংশে বেতের পড়তেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর কিরাআত কিরূপ ছিলো? তিনি কি চুপি চুপি কিরাআত পড়তেন নাকি স্পষ্ট আওয়াযে? তিনি বলেন, এর প্রত্যেকটিই তিনি করতেন, কখনো চুপি চুপি, আবার কখনো স্পষ্ট আওয়াযে কিরাআত পড়েছেন। আর কখনো (স্ত্রী সহবাসের পর) গোসল করে ঘুমিয়েছেন, আবার কখনো কেবল উযু করে ঘুমিয়েছেন: আবু দাউদ (র) বলেন, কুতাইবা ব্যতীত অন্যরা বলেছেন– অর্থাৎ স্ত্রীসহবাসের গোসল।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

১৪৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেতেরকে তোমাদের রাতের শেষ নামাযে পরিণত করো (অর্থাৎ বেতের নামায শেষ রাতে পড়ো)।

بَابٌ فِيْ نَقْضِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বেতেরকে বাতিল করা

١٤٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَاَمْسٰى عِنْدَنَا وَاَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ اِلٰى مَسْجِدِهِ فَصَلّٰى بِاَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ اَوْتِرْ بِاَصْحَابِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.

১৪৩৯। কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে একদিন তালক ইবনে আলী (রা) আমাদের সাক্ষাতে আগমন করলেন, সন্ধ্যা আমাদের এখানে কাটালেন এবং ইফতারও করলেন এখানে। পরে রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং আমাদেরকে নিয়ে বেতেরও পড়লেন। অতঃপর মসজিদের দিকে গমন করলেন এবং তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে (নফল) নামায পড়লেন। অবশেষে যখন বেতের পড়ার সময় হলো তখন তিনি এক ব্যক্তিকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গীদেরকে বেতের পড়াও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একই রাতে বেতের দু'বার হয় না।

টীকা ঃ প্রথমে একবার বেতের পড়া হলে, পরে নফল নামায পড়ার পর পুনরায় বেতের পড়ার প্রয়োজন নেই, এটাই সমস্ত আলেমের অভিমত (অনু.)।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ অন্যান্য নামাযে দু'আ কুনূত পড়া

١٤٤٠- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لاَقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ.

১৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের কাছাকাছি নিয়ে যাবো। অতএব আবু হুরায়রা (রা) যোহর, এশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাক্'আতে দু'আ কুনূত পড়তেন। এর মধ্যে মুমিনদের জন্য দু'আ এবং কাফিরদের জন্য বদদু'আ করতেন।

টীকা ঃ এ কুনূতকে বলা হয়, "কুনূতে নাযেলা"। যখন কোথাও মুসলমানদের উপর বিপদ-বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তখন নবী (সা) কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। তাঁর ওফাতের পরও সাহাবাগণ তা পড়েছেন। বর্তমানেও তা পড়া জায়েয আছে। তবে হানাফীদের মতে 'কুনূতে নাযেলা' শুধু ফজরের নামাযে পড়তে হয়, অন্যান্য নামাযে পড়ার বিধান নেই (অনু.)।

١٤٤١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالُوْا كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ وَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ.

১৪৪১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়তেন। ইবনে মুয়াযের বর্ণনায় আরো আছে, 'মাগরিবের নামাযেও'।

١٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُوْلُ فِىْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ. قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا.

১৪৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস নাগাদ এশার নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন। তিনি কুনূতের মধ্যে বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীকে মুক্ত করুন! হে আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদেরকে নাজাত দিন! হে আল্লাহ! 'মুদার'

গোত্রের উপর তোমার ক্রোধকে তীব্রতর করো! হে আল্লাহ! তাদের উপর এমন চরম দুর্ভিক্ষ নাযিল করো যেমন দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে ইউসুফ (আ)-এর যুগে।" আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন ভোরে দেখা গেলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সেসব দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দু'আ করলেন না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ওদেরকে দেখছো না তারা যে মদীনায় আগমন করেছে? (অর্থাৎ নির্যাতিত মুসলমানগণকে আল্লাহ মুক্তি দান করেছেন এবং তারা মদীনায় আগমন করেছে)।

টীকা ঃ মক্কার দুর্বল অসহায় মুসলমানরা যতদিন হিজরত করতে পারেননি ততদিন তাদের উপর কাফিরদের লোমহর্ষক অত্যাচার চলেছিলো। তখন এ কুনূতে নাযেলা পড়া হয়েছে (অনু.)।

١٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰى رِعْلٍ وَذَاكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.

১৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস যাবত যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাক্'আতে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর কুনূত পড়তেন। এ সময় তিনি বনু সুলাইমের কয়েকটি গোত্র, যেমন রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা এদের উপর বদদু'আ করেছেন এবং যারা তাঁর পিছনে (নামাযে) ছিলেন তারা আমীন আমীন বলেছেন।

١٤٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيْرٍ.

১৪৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রুকূর পূর্বে না রুকূর পরে? তিনি বললেন, রুকূর পরে। মুসাদ্দাদ বলেন, ক্ষুদ্র কুনূত পড়েছেন।

١٤٤٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ.

১৪৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস কুনূত পড়েছেন, পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যখন মুসলমানদের উপর বিপদ-বিপর্যয় দেখা দেয় তখন গোটা বছরই প্রত্যেক নামাযে কুনূত পড়তে হয়। আর এক মাস পর বর্জন করেছেন অর্থ হচ্ছে, কাফিরদের উপর বদদু'আ করাটা পরিহার করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, শুধু বিপদের দিনগুলোতেই কুনূত পড়তে হয়, তাও কেবল ফজরের নামাযে (অনু.)।

١٤٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً.

১৪৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামায পড়েছেন। তিনি যখন দ্বিতীয় রাক্'আত (রুকূ) থেকে মাথা তুলেছেন তখন সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ঘরে নফল নামায পড়ার ফযীলাত

١٤٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّيْ فِيْهَا قَالَ فَصَلُّوْا مَعَهُ بِصَلٰوتِهِ يَعْنِيْ رِجَالاً وَكَانُوْا يَأْتُوْنَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِّنَ اللَّيَالِيْ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحْنَحُوْا وَرَفَعُوْا

اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا بَابَهُ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

১৪৪৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে একটি ছোট্ট কুঠরি বানিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সেখানে গিয়ে নামায পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়তো এবং তারা প্রত্যেক রাতে সেখানে সমবেত হতো। কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাদের নিকট গেলেন না। ফলে তারা গলা খাঁকাড়ি দিতে থাকলো, উচ্চস্বরে হৈ চৈ করতে লাগলো এবং তাঁর ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করলো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট মনে তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড অবলোকন করে আসছি। আমি আশংকা করছি, এভাবে তোমাদের আগমনের ফলে রাতের নফল নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় নাকি? অতএব এ নামায তোমাদের নিজ নিজ ঘরে পড়া উচিত। কেননা ফরয নামায ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির নফল নামায স্বগৃহে পড়াই সবচেয়ে উত্তম।

١٤٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১৪৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কতক নামায নিজ নিজ ঘরে পড়ো এবং তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থানে পরিণত করো না।

টীকা ঃ কবরস্থানে যেরূপ নামায পড়া হয় না, বাসস্থানকেও অনুরূপ নামাযবিহীন রেখো না। তাই বলা হয়েছে, ফরয ব্যতীত নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম (অনু.)।

بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম

١٤٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

১৪৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী আল-খাসয়ামী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন ঃ নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা (দীর্ঘ কিরাআত পড়া)। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ সাদাকা (দান) উত্তম? তিনি বললেন ঃ নিজ শ্রমে উপার্জিত স্বল্প সম্পদ থেকে দান। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ হিজরত উত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সশরীরে এবং নিজ সম্পদ দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ধরনের হত্যা মর্যাদাসম্পন্ন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেও নিহত হয়েছে এবং তার সওয়ারীও নিহত হয়েছে (অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে জানে-মালে শহীদ হওয়া)।

بَابُ الْحَثِّ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নৈশ ইবাদতে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করা

١٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

১৪৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে আর সেও নামায পড়ে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ এমন নারীর প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করুন, যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে দেয়। আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।

١٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ.

১৪৫১। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে নিজে জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করলো। অতঃপর তারা উভয়ে একত্রে দুই রাক্আত নামায পড়লো, তাদের উভয়কে আল্লাহ্র প্রচুর যিকিরকারী (স্মরণকারী) ও স্মরণকারিণীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

بَابٌ فِىْ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া ও পাঠ করার সওয়াব

١٤٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

১৪৫২। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তা (অপরকে) শিক্ষা দেয় সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।

١٤٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا.

১৪৫৩। সাহ্ল ইবনে মুয়ায আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী

কাজও করে কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে এমন এক মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে যার আলো হবে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল দীপ্ত। তোমাদের ঘরগুলোর মধ্যে যেরূপ আলো হয় যদি তা (সূর্য) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাহলে যে ব্যক্তি তদনুযায়ী কাজ করে তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি!

١٤٥٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ.

১৪৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে বিশেষ দক্ষ, সে মহান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতার সংগী হবে (অথবা সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মতো যারা সর্বপ্রথম কুরআন সংকলন করেছেন অথবা সে সমস্ত ফেরেশতার মতো যারা মানুষের নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন)। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

١٤٥٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

১৪৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়, তখন বর্ষিত হয় তাদের উপর শান্তি, আবৃত করে নেয় তাদেরকে রহমত ও অনুগ্রহ, আর বেষ্টন করে রাখে তাদেরকে ফেরেশতাকুল এবং আল্লাহ এমন সকলের কাছে তাদের প্রশংসা করেন যারা তাঁর নিকটে আছেন (অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে)।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاْخُذَ نَاقَتَيْنِ

كُوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ اِثْمٍ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ قَالُوْا كُلُّنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَنْ يَّغْدُوَ اَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَاِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ مِثْلُ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ. قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ اَلْكُوْمَاءُ النَّاقَةُ الْعَظِيْمَةُ السَّنَامِ.

১৪৫৬। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং আমরা ছিলাম সুফফার মধ্যে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ কাজকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করবে যে, ভোরে বুতহান অথবা আকীক উপত্যকায় গমন করে সেখান থেকে সম্পূর্ণ বৈধভাবে মহামহিম আল্লাহর নিকট কোনো গুনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতিরেকে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট সুন্দর সুশ্রী দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সকলেই। তিনি বললেন ঃ অবশ্য তোমাদের কারো প্রত্যহ ভোরে মসজিদে এসে আল্লাহর কিতাব থেকে দু'টি আয়াত শিক্ষা করা এমন দু'টি উটনীর চেয়ে অধিক উত্তম এবং যদি তিনটি আয়াত শিক্ষা করে তা হবে তিনটি উটের চেয়ে উত্তম। আয়াতের সংখ্যা যত বেশি হবে তত উটের চেয়েও তা হবে উত্তম। আবু উবায়েদ (র) বলেন, আল-কূমা' অর্থ প্রকাণ্ড কুঁজবিশিষ্ট উষ্ট্রী।

টীকা ঃ কিছু সংখ্যক গরীব মুহাজির মুসলমান মসজিদে নববীর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ছাউনীতে অবস্থান করতেন, তাকে সুফ্ফা বলে এবং তারা 'আহলে সুফফা' নামে পরিচিত। বুতহান ও আকীক মদীনার নিকটস্থ দু'টি উপত্যকা (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতলভূমি বা নিম্নভূমি অথবা পার্শ্বস্থিত সমতল ভূমি –সম্পাদক)।

بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সূরা আল-ফাতিহা

١٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ.

১৪৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" কুরআনের মূল আল-কিতাবের বুনিয়াদ এবং বারবার পঠিত সপ্তক।

١٤٥٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ. لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِى الْقُرْاٰنِ شَكَّ خَالِدٌ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْلَكَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّتِىْ اُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ.

১৪৫৮। আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে গমন করলেন, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে ডাকলেন। রাবী বলেন, আমি প্রথমে নামায পড়ে নিলাম, পরে তাঁর নিকট আসলাম। রাবী বলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? তিনি বললেন, আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি ঃ "হে মুমিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে?" (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৪) অবশ্যই আমি মসজিদ থেকে বের হবার আগেই কুরআন থেকে অথবা কুরআনের মধ্য থেকে তোমাকে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন সূরা শিক্ষা দিবো। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার কথাটি স্মরণ রাখবো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ "আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন", তা সাত আয়াতবিশিষ্ট। সেটা এবং পবিত্র কুরআন আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

টীকা ঃ মানুষের কাজ হলো মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করা এবং তার প্রয়োজনীয় সবকিছু তাঁর কাছে চাওয়া, গোটা কুরআন মজীদের মূল দাবিই হলো এটা। সূরা আল-ফাতিহায় মাত্র কয়েকটি বাক্যে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। তাই একে উম্মুল কুরআন বা উম্মুল কিতাব (কুরআনের মূল, সারনির্যাস) বলা হয়েছে। 'আস-সাবৃউল মাছানী' অর্থ বারবার পঠিত সাত আয়াত। অর্থাৎ সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা আল-ফাতিহা নামাযের প্রতি রাক্আতে পড়তে হয়। তাই কুরআন মজীদে (১৫ ঃ ৮৭) সূরাটির উক্ত নামকরণ করা হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ مِنَ الطُّوَلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি বলেন, সূরা ফাতিহা তিওয়ালে মুফাস্সালের অন্তর্ভুক্ত

١٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِىَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ الطُّوَلِ وَاُوْتِىَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سِتًّا فَلَمَّا اَلْقَى الْاَلْوَاحَ رُفِعَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِىَ اَرْبَعٌ.

১৪৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'তুয়ালে মুফাস্‌সালের' সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা দেয়া হয়েছে এবং মূসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল ছয়। যখন তিনি তাওরাতের লিখিত ফলকগুলো ছুঁড়ে ফেলেছেন তখন দু'টি উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অবশিষ্ট থাকে চারটি।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اٰيَةِ الْكُرْسِىِّ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

١٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَىُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَىُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِ لَكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ.

১৪৬০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার নিকট আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান ও মর্যাদাসম্পন্ন? আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" (আয়াতুল কুরসী)। তখন তিনি আমার বুকে আঘাত করে বললেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য জ্ঞান আনন্দদায়ক হোক!

টীকা ঃ আল্লাহর নাম ও গুণ সম্বলিত সাতটি বস্তু আয়াতুল কুরসীর (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৫) মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে, যথা– প্রভুত্ব, একত্ব, জীবন, জ্ঞান, রাজত্ব, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। এ কারণেই আয়াতটিকে মহান আয়াত বলা হয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِىْ سُوْرَةِ الصَّمَدِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ সূরা আস্‌-সামাদ (আল-ইখলাস) সম্পর্কে

١٤٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَاَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

১৪৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে বরাবর সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলো। ভোর হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করলো। সে উক্ত ব্যক্তির (বারবার) পড়াটাকে নগণ্য বলে ধারণা করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে তা (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) হচ্ছে গোটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

টীকা ঃ গোটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করলে যে সওয়াব হবে, এটা পড়লেও সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। অথবা কুরআনে তিনটি বিষয়বস্তুর আলোচনা হয়েছে ঃ অতীতের ঘটনাবলী, আহকামাত ও বিধান, আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী ও একত্ববাদ। আর সূরা 'সামাদের' মধ্যে একত্ববাদের আলোচনা রয়েছে। তাই তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ (অনু.)।

بَابٌ فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস সম্বন্ধে

١٤٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَا عُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ.

১৪৬২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম টানছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি উত্তম সূরা শিক্ষা দিবো না যা পাঠ করা হয়েছে? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু

বিরব্বিন নাস' শিখিয়ে দিলেন। তাতে তিনি আমাকে তেমন খুশী হতে দেখেননি। অতঃপর তিনি যখন ফজরের নামাযের জন্য অবতরণ করলেন, তখন উভয় সূরা দ্বারা লোকদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কেমন দেখলে, হে উকবা!

١٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَ اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَاَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ.

১৪৬৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল-জুহফা ও আল-আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় সফর করছিলাম। আমরা হঠাৎ প্রবল বায়ু ও ভয়ানক অন্ধকারের কবলে পতিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস' সূরাদ্বয় পড়ে পানাহ্ চাইতে থাকলেন এবং বললেন ঃ হে উকবা! এ উভয় সূরা দ্বারা পানাহ চাও। কেননা যে কেউ এ জাতীয় সূরা দ্বারা পানাহ চাইবে (আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখবেন)। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, পরে তিনি ইমামতি করে এ উভয় সূরা দ্বারা আমাদের নামায পড়িয়েছেন।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيْلُ فِى الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কিরাআতে তারতীল করা কিরূপ পছন্দনীয়?

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَاْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَاُهَا.

১৪৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে,

কুরআন পাঠ করতে করতে (জান্নাতে) উপরে আরোহণ করতে থাকো এবং দুনিয়াতে যেভাবে সচ্ছন্দে পাঠ করেছো অনুরূপভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার পাঠের শেষ আয়াতেই হচ্ছে তোমার মনযিল।

টীকা ঃ ধীরস্থীরভাবে প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে, প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পড়াকে 'তারতীল' বলে। যে কুরআন অধ্যয়নকারী তারতীলের সাথে পাঠ করবে, জান্নাতের উচ্চ মনযিলে হবে তার অবস্থান (অনুবাদক)।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

১৪৬৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি যেখানে যতটুকু দীর্ঘ করা প্রয়োজন, সেখানে ততটুকু লম্বা করে টেনে পড়তেন।

١٤٦٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلٰوتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّيْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا.

১৪৬৬। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ও কিরাআত কিরূপ ছিলো তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তাঁর নামায সম্বন্ধে জেনে তোমাদের লাভ কি? তিনি নামায পড়তেন, আর যে পরিমাণ সময় নামায পড়তেন ততটুকু ঘুমাতেন, আবার যে পরিমাণ ঘুমাতেন সে পরিমাণ নামায পড়তেন। পুনরায় যে পরিমাণ নামায পড়তেন সে পরিমাণ ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর ভোর হতো। তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনাও দিয়েছেন। তাঁর কিরাআত ছিলো এক একটি শব্দ (স্পষ্ট উচ্চারণে) পৃথক পৃথক।

١٤٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

১৪৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় সূরা 'আল-ফাতহ্' পড়ছেন এবং (প্রতিটি আয়াত) বারবার পুনরাবৃত্তি করছেন।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ.

১৪৬৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে কুরআনকে সুসজ্জিত করো (অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করো)।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ بِمَعْنَاهُ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بنِ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ.

১৪৬৯। সা'ঈদ ইবনে আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্দর স্বরে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ খোশ্‌লেহানে, যাবতীয় কায়দা-কানুনের ভিত্তিতে পড়াকে 'তাগান্না' বলা হয়েছে (অনু.)।

١٤٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৪৭০। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٤٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ مَرَّ بِنَا اَبُوْ

لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتّٰى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ. قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَرَاَيْتَ اِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

১৪৭১। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে আবু লুবাবা (রা) অতিক্রম করলে আমরাও তার পিছনে পিছনে চললাম। অবশেষে তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন, আমরাও তার নিকট প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি যার গৃহখানা একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ এবং অবস্থাও তার অসচ্ছল। আমি তাকে বলতে শুনলাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'সে আমাদের আদর্শের নয়, যে কুরআনকে মিষ্টি সুরে পাঠ করে না।' (বর্ণনাকারী) আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ার্‌দ বলেন, আমি ইবনে আবু মুলাইকাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কি মনে করেন, যদি এর স্বরই সুন্দর ও শ্রুতিমধুর না হয়? তিনি বললেন, সাধ্যমত সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করা।

١٤٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ قَالَ وَكِيْعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَعْنِىْ يَسْتَغْنِىْ بِهِ.

১৪৭২। ওয়াকী ও ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, 'মান লাম ইতাগান্না'-এর অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর লেহানে, খোশ আওয়াযে তা পড়ার কোশেশ করা।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ.

১৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা নবীর সুন্দর ও মধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে কুরআন পাঠ করা যেভাবে শোনেন, অন্য কিছু সেভাবে শোনেন না।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْمَنْ حَفِظَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি কুরআন হেফ্‌য করার পর তা ভুলে যায় তার পরিণাম

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ

زِيَادٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ.

১৪৭৪। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তথা শিক্ষা (বা হেফয) করার পর তা ভুলে যায়, কিয়ামতের দিন সে পঙ্গু অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত পাবে।

টীকা ঃ 'আজযাম্' কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে বলা হয়। এ ব্যাধিতে যার কোনো অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়া, ইবনুল আরাবী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে রিক্তহস্ত ইত্যাদি (অনু.)।

بَابُ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে

١٤٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِمَا اَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِيْ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

১৪৭৫। উমার ইবুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে (নামাযের মধ্যে) সূরা আল-ফুরকান আমার বিপরীতভাবে পড়তে শুনেছি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আমাকে পড়িয়েছেন। তৎক্ষণাত আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলাম। কিন্তু আমি তাকে (নামায সমাপ্ত করার) সুযোগ দিলাম। সে নামায থেকে অবসর হলে আমি আমার চাদর দ্বারা তার গলা

পেঁচিয়ে ধরে তাকে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি যেভাবে আপনি আমাকে পড়িয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আচ্ছা পড়ো! সুতরাং সে ঐভাবেই পড়লো যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এভাবেই নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আচ্ছা তুমি পড়ো। সুতরাং আমিও পড়লাম। তিনি বললেন ঃ এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ অবশ্যই এ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সেভাবেই পড়ো যেটা সহজ হয়।

টীকা ঃ "سبعة احرف"-এর প্রকৃত অর্থ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এক একটি শব্দকে বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করা, কেউ বলেন, আরবের বহু গোত্রের মধ্যে সাতটি গোত্রই সহীহ শুদ্ধভাবে শব্দ উচ্চারণ করতো। সেই সাত গোত্রীয় ভাষার উচ্চারণে পড়া। কেউ বলেন, সাত বর্ণ অর্থ হচ্ছে, সাত কিরাআত। যেমন قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا، قُلْ لِّمَنْ كَفَرَ. অবশেষে সাহাবাদের সম্মিলিত ঐক্যমতে শুধুমাত্র কুরাইশদের উচ্চারণ ভংগিকে অবশিষ্ট রেখে হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলন করান। বর্তমান কুরআন লুগাতে কুরাইশে বিদ্যমান রয়েছে (অনু.)। মূলত কুরআন কুরাইশদের কথ্য ভাষায় নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) একই শব্দ বিভিন্ন গোত্রের নিজস্ব উচ্চারণ ভংগিতে পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন আমাদের বাংলা ভাষার শব্দ অঞ্চলভেদে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণত টাকা-কে টাহা, টেকা, টেহা, টিহা ইত্যাদি রূপে উচ্চারণ করা হয় (সম্পাদক)।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاَحْرُفُ فِى الْاَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِىْ حَلَالٍ وَّلَا حَرَامٍ.

১৪৭৬। মা'মার (র) বলেন, ইমাম যুহরী (র) বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত বর্ণের বিভিন্নতা এক একটি বিষয় বা শব্দের মধ্যে সীমিত, কিন্তু এ বিভিন্নতা হালাল ও হারামের মধ্যে নয় (অর্থাৎ কোনো এক বস্তু এক লুগাত বা বর্ণে হালাল, আর অন্য বর্ণে বা লুগাতে হারাম এমন নয়)।

١٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اُبَىُّ اِنِّىْ اُقْرِأْتُ الْقُرْاٰنَ فَقِيْلَ لِىْ عَلٰى حَرْفٍ اَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِىْ مَعِىْ قُلْ عَلٰى حَرْفَيْنِ قُلْتُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقِيْلَ لِىْ عَلٰى حَرْفَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِىْ مَعِىْ قُلْ عَلٰى ثَلٰثَةٍ قُلْتُ عَلٰى ثَلٰثَةٍ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ

ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا اِلاَّ شَافٍ كَافٍ اِنْ قُلْتَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا مَا لَمْ تَخْتِمْ اٰيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ اَوْ اٰيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ.

১৪৭৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে উবাই! আমাকে কুরআন পাঠ করানো হয়েছে। আমাকে প্রশ্ন করা হলো, এক বর্ণে না কি দুই বর্ণে? তখন আমার সঙ্গী ফেরেশতা বললেন, বলুন, দুই বর্ণে। আমি বললাম, দুই বর্ণে। এরপর আমার সেই সঙ্গী ফেরেশতা বললেন, তিন বর্ণে (অর্থাৎ আমি তিন বর্ণে পড়াকে পছন্দ করি)। তখন আমি বললাম ঃ বলুন, তিন বর্ণে। এভাবে শেষ পর্যন্ত সাত হরফ বা সাত বর্ণ নাগাদ পৌছালেন। পরে ফেরেশতা বললেন, এর যে কোনো এক বর্ণ মূর্খতার ব্যাধির জন্য নিরাময় এবং নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর বললেন, যদি আপনি আল্লাহর সিফাত বা গুণবিশিষ্ট কোনো শব্দের (যেমন) সামী'আন, 'আলীমান, আযীযান, হাকীমান-এর স্থলে অন্য কোনো গুণবিশিষ্ট শব্দ অদল-বদল করে পড়েন তাতে কোনো দোষ বা ক্ষতি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াত দ্বারা এবং রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াত দ্বারা পরিবর্তন না করা হয়।

١٤٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ اَضَاةَ بَنِىْ غِفَارٍ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ اَسْأَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ اِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَؤُا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا.

১৪৭৮। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু গিফারের কূপ বা ঝর্ণার নিকট ছিলেন। তখন তাঁর কাছে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মাতকে এক বর্ণে (কুরআন) পড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা কামনা করি। আমার উম্মাত (বর্ণ, ভাষা ও আঞ্চলিকতার বিভিন্নতার দরুন) এই এক বর্ণে পড়তে সমর্থ হবে না। অতঃপর জিবরাঈল দ্বিতীয়বার আসলেন এবং পূর্ববৎ আলোচনা করলেন। শেষ নাগাদ সাত বর্ণ বা লুগাত পর্যন্ত পৌছলেন এবং বললেন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মাতকে সাত বর্ণে পড়াতে পারবেন। সুতরাং যে কোনো এক বর্ণে বা হরফে তারা পড়ুক না কেন, তাদের কাজ নির্ভুল হবে।

بَابُ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ দু'আর ফযীলাত

١٤٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

১৪৭৯। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'আই ইবাদত। তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন ঃ "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবো" (সূরা আল-মুমিন ঃ ৬০)।

١٤٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ اَبِيْ نَعَامَةَ عَنِ ابْنٍ لِسَعْدٍ قَالَ سَمِعَنِيْ اَبِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَاَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ اِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَ الْجَنَّةَ اُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَاِنْ اُعِذْتَ مِنَ النَّارِ اُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ.

১৪৮০। সা'দ (রা)-এর এক পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই জান্নাত, তার যাবতীয় নিয়ামত ও আনন্দদায়ক সমস্ত উপাদান এবং এটা ওটা ইত্যাদি। আর তোমার নিকট পানাহ চাই অগ্নি (জাহান্নাম) থেকে এবং ওখাকার শক্ত শিকল ও হাতকড়া বেড়ী বন্ধন থেকে ইতাদি ইত্যাদি। তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই এমন জাতির আবির্ভাব হবে যারা দু'আর মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে। সাবধান! তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখো। যদি তোমাকে জান্নাতই প্রদান করা হয়, তাহলে গোটা জান্নাত এবং তথাকার যাবতীয় কল্যাণময় সম্পদও তোমাকে দেয়া হবে। আর যদি জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাও তাহলে তা এবং সেখানকার যাবতীয় অমঙ্গল ও কষ্টদায়ক সমস্ত কিছু থেকেই রেহাই পেয়ে যাবে।

١٤٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ

اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ صَلٰوتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

১৪৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দু'আ করতে শুনলেন, সে আল্লাহর মহত্ব ও গুণগান কিছুই বর্ণনা করলো না, আর না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যক্তি অতি তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর তিনি তাকে অথবা অন্য আর ব্যক্তিকে বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তার অবশ্যই কর্তব্য সে যেন সর্বপ্রথম তার প্রভুর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ ও প্রশংসা করে এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ে, শেষে যা মনে চায় তা দু'আ করে।

١٤٨٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِىْ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ.

১৪৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ বাক্যে দু'আ করা অত্যধিক পছন্দ করতেন (যার মধ্যে ইহ ও পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত আছে), এ ব্যতীত অন্য সব দু'আ বর্জন করতেন।

١٤٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ.

১৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও আমাকে মাফ করো, হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করো। বরং যা চাইবে তা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে চাইবে। কেননা তাঁর প্রতি কারোর প্রভাব প্রতিপত্তি চলে না।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ.

১৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল করা হবে, যে পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে। (যদি কবুল হতে দেরী দেখে) পরে সে বলে, আমি তো দু'আ করেছিলাম, কৈ আমার দু'আ তো কবুল হয়নি?

١٤٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ اَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّمَا يَنْظُرُ فِى النَّارِ وَسَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهٰذَا الطَّرِيْقُ اَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيْفٌ اَيْضًا.

১৪৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরের দেয়ালগুলো পর্দা দ্বারা আবৃত করো না। তোমার অন্য কোনো ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত তার চিঠিপত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। যে ব্যক্তি তা করলো সে যেন আগুনের মধ্যেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তোমরা হাতের তালুর দ্বারা আল্লাহর নিকট চাইবে, হাতের পৃষ্ঠের দ্বারা তাঁর নিকট চাইবে না। অবশেষে যখন দু'আ তথা চাওয়া থেকে অবসর হবে তখন তোমাদের হাতের তালু দ্বারা নিজ নিজ মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলো সূত্রই অসমর্থিত। তবে এখানে যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেটি ভালো, কিন্তু এটাও দুর্বল (যঈফ)।

টীকা ঃ দেয়ালকে পর্দা দ্বারা আবৃত করা বিলাসপ্রিয় গর্বিত লোকদের অভ্যাস বা আচরণ। সুতরাং তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি তার এমন কোন বই, চিঠিপত্র ইত্যাদি অন্য লোককে দেখাতে না চায়, সেদিকে দৃষ্টি না দেয়ার কথাই বলা হয়েছে। আর আগুনের প্রতি দৃষ্টি যেমন চক্ষুর মণি বা দৃষ্টি শক্তির জন্য ক্ষতিকর, এখানেও অনুরূপ নিজের আমলের ক্ষতি হয় (অনু.)।

١٤٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُهُ فِيْ أَصْلِ إِسْمَاعِيْلَ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمُ عَنْ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُوْنِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُوْنِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتُمُوا اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِيْ مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ.

১৪৮৬। মালেক ইবনে ইয়াসার আস্-সাকূনী আল-আওফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে (অর্থাৎ দু'আ করবে) তখন হাতের তালুকে সম্মুখে রেখেই চাইবে, হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা তাঁর নিকট চাইবে না। আবু দাঊদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবনে আবদুল হামীদ (র) বলেছেন, আমাদের মতে মালেক ইবনে ইয়াসার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসে দুই হাতের তালুর দিক মুখমণ্ডল বরাবর তুলে মুনাজাত করতে বলা হয়েছে এবং দু'আশেষে হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মলতে বলা হয়েছে (সম্পাদক)।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ نَبْهَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ هٰكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا.

১৪৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'আ (মুনাজাত) করতে দেখেছি তাঁর উভয় হাতের তালু দ্বারা এবং এর পৃষ্ঠ দ্বারাও।

টীকা ঃ মহানবী (সা) হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা কেবলমাত্র 'ইস্তিস্কা' অর্থাৎ বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য দু'আ করেছেন এবং অন্যান্য সমস্ত দোয়া হাতের তালুর দ্বারাই করেছেন (অনু.)।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُوْنٍ صَاحِبَ الْأَنْمَاطِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

১৪৮৮। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক, মহাদানশীল, মহৎ ও উদার। বান্দা যখন তার দু'হাত তুলে তাঁর নিকট চায়, তখন তিনি তা শূন্যাবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَّاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا.

১৪৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি তোমার কাঁধ বরাবর অথবা অনুরূপ উঁচুতে তোমার দুই হাত তুলে প্রার্থনা (দু'আ) করবে, তুমি এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুই হাত প্রসারিত করে সকাতর প্রার্থনা করবে।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ الْإِبْتِهَال هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرُهَا مِمَّا يَلِىْ وَجْهَهُ.

১৪৯০। আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, সকাতর প্রার্থনা এরূপ ঃ নিজের উভয় হাতের পৃষ্ঠকে মুখমণ্ডলের সন্নিকটে নিয়ে যাবে।

١٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ اَخِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৪৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

১৪৯২। আস্-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আ করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন এবং উভয় হাত স্বীয় মুখমণ্ডলে মুছে নিতেন।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِالْاِسْمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ.

১৪৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তুমিই আল্লাহ, নেই কোনো ইলাহ্ তুমি ব্যতীত। তুমি একক, তুমি সেই সত্তা যে, তুমি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করোনি এবং কাউকে জন্মও দাওনি, আর নেই কেউ তোমার সমকক্ষ"। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন নামে আল্লাহ্র কাছে সওয়াল করেছো যে, যখন এ নামে চাওয়া হয় তখন তিনি দেন এবং এ নামে যখন ডাকা হয় তখন তিনি সাড়া দেন (অর্থাৎ দু'আ কবুল করেন)।

١٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ.

১৪৯৪। মালেক ইবনে মিগওয়াল (র) এ হাদীসে তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই লোককে বললেন ঃ তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম (ইস্মে আযম) দ্বারাই সওয়াল করেছো।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَلَبِىُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حَفْصٍ يَعْنِى ابْنَ اَخِىْ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّىْ ثُمَّ دَعَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ

وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاِسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى.

১৪৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়লো। অতঃপর সে তার দু'আয় বললো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে চাই। প্রকতৃপক্ষে তুমিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, তুমি ব্যতীত নেই অন্য কোনো ইলাহ্। তুমি অনুগ্রহকারী। তুমিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা! হে মহান সম্রাট ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই এ ব্যক্তি সর্ববৃহৎ নামে আল্লাহকে ডেকেছে. যে নামে তাঁকে ডাকা হলে তিনি জবাব দেন এবং যে নামে তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি দান করেন।

١٤٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةُ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ.

১৪৯৬। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসমে আযম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহামহিমান্বিত নাম এ দুই আয়াতের মধ্যেই নিহিত। (এক) তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি অত্যধিক দয়ালু মেহেরবান (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৩)। (দুই) সূরা আলে ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াত ঃ আলিফ-লাম-মীম, তিনিই সেই আল্লাহ, নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلٰى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُسَبِّخِىْ عَنْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ تُسَبِّخِىْ لاَ تُخَفِّفِىْ عَنْهُ.

১৪৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার একখানা চাদর চুরি হয়ে গেলে তিনি চোরকে বদদু'আ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বলতে থাকলেন ঃ তার পাপকে তুমি হালকা করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, "লা তুসাব্বিখী" অর্থ হালকা করো না।

টীকা ঃ যালেমের যুলুম, চোরের চুরি ইত্যাদির জন্য গালিগালাজ কিংবা বদদু'আ করলে, কিছু প্রতিশোধ নেয়া হলো। সুতরাং তার শাস্তি কিছুটা কমে হালকা হয়ে গেল। আর যদি ধৈর্য ধারণ করে সবর করা যায় তাহলে সে পূর্ণ শাস্তি পাবে। এখানেও তাই তিনি বদদু'আ করতে নিষেধ করেছেন (অনু.)।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِىْ وَقَالَ لاَ تَنْسَنَا يَا اُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثَنِيْهِ فَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ.

১৪৯৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরাহ করতে যাবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দান করলেন এবং বললেন ঃ হে আমার ছোট ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকে যেন ভুলো না। পরে উমার (রা) বলেন, তাঁর এ একটি শব্দ আমাকে যে আনন্দ দান করেছে, এর বিনিময়ে গোটা দুনিয়ার সম্পদও আমাকে অনুরূপ আনন্দিত করতে পারতো না। শো'বা (র) বলেন, পরে আমি এক সময় মদীনায় আসিমের সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি لاَ تَنْسَنَا -এর স্থলে اَشْرِكْنَا (আমাদেরকেও শরীক করো) বলেছেন।

١٤٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَدْعُوْ بِاِصْبَعَىَّ فَقَالَ اَحِّدْ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

১৪৯৯। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি আমার উভয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা গুনে গুনে দু'আ করছিলাম। তিনি বললেন ঃ এক আঙ্গুল দ্বারা দু'আ করো এবং তিনি তর্জনীর (শাহাদাত আঙ্গুল) দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

بَابُ التَّسْبِيْحِ بِالْحَصٰى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কংকরের সাহায্যে তাসবীহ্ পড়া

١٥٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ هِلاَلٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

১৫০০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র কন্যা আয়েশা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তার সম্মুখে ছিলো খেজুর বিচি অথবা কংকর। এর দ্বারা সে তাসবীহ্ পড়ছিলো। নবী (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অনেক সহজ অথবা অধিক উত্তম পদ্ধতি অবহিত করবো না? "ঊর্ধ জগতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সে সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সে সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আর আসমান ও জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে সে পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আর (কিয়ামত পর্যন্ত) তিনি যা কিছু সৃষ্টি করবেন সে সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। 'আল্লাহু আকবার'ও অনুরূপ সংখ্যক। 'আলহামদু লিল্লাহ'ও অনুরূপ সংখ্যক। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ও সে পরিমাণ এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' ইল্লা বিল্লাহ্ও অনুরূপ (পরিমাণ)"।

١٥٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَانِىْءِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُنَّ اَنْ يُّرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَاَنْ يَّعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

১৫০১। ইউসাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার), 'তাকদীস' (সুবহানাল্লাহ), 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বাক্যগুলো খুব উত্তমভাবে হেফয করে রেখো এবং আঙ্গুল দ্বারা সেগুলোকে গুনে রাখো। কেননা আঙ্গুলগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর এগুলোও সেদিন কথা বলবে।

টীকা ঃ কুরআনে উল্লেখ্য আছে, মানুষের হাত, পা, জিহ্বা, কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে, সে দুনিয়াতে যা যা করেছে। সুতরাং আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ পড়লে, এটাও তার জন্য সাক্ষী ও প্রমাণ হবে (অনু.)।

١٥٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَفَّامٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِيْنِهِ.

১৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঙ্গুলে গুনে গুনে তাসবীহ পড়তে দেখেছি। ইবনে কুদামা (র) বলেন, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা।

١٥٠٣- حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَّةَ وَكَانَ اِسْمُهَا بَرَّةً فَحَوَّلَ اِسْمَهَا فَخَرَجَ وَهِيَ فِيْ مُصَلَّاهَا ثُمَّ رَجَعَ وَهِيَ فِيْ مُصَلَّاهَا فَقَالَ لَمْ تَزَالِيْ فِيْ مُصَلَّاكِ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

১৫০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়াইরিয়া (রা)-র নিকট থেকে বের হয়ে আসলেন। তার প্রাক-ইসলামী নাম ছিলো 'বার্‌রা'। তিনি তার এই নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যখন তিনি তার নিকট থেকে বাইরে আসলেন তখন তিনি নামাযের মুসাল্লায় বসে বসে তাসবীহ পড়ছিলেন। পুনরায় দীর্ঘক্ষণ পর যখন তিনি তার নিকট গেলেন, তখনও তিনি সেই মুসাল্লায় বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তখন থেকে এই মুসাল্লায় একটানা বসে আছো? তিনি বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমার নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর এ দীর্ঘ সময়ে এমন চারটি বাক্য তিনবার উচ্চারণ করেছি; আর

তুমি এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো, যদি এ উভয়টিকে ওজন দেয়া হয়, তাহলে দেখবে, আমার সেই চারটি বাক্যই হবে ভারী ও ওজনী। তা হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি... অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা সেই সংখ্যা পরিমাণ যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার সত্তার সন্তুষ্টি পরিমাণ আর তাঁর আরশ বা সিংহাসন পরিমাণ ভারী ও ওজন সম্পন্ন। আর সে পরিমাণ, যে পরিমাণ রয়েছে তাঁর কালাম ও গুণাবলী।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَصْحَابُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فُضُوْلُ اَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ اِلاَّ مَنْ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكَبِّرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتَخْتِمُهَا بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১৫০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা সওয়াব বেশী করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমন নামায পড়ে, আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমন রোযা রাখে। কিন্তু তাদের নিকট পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ আছে যা তারা সাদাকা (দান-খয়রাত) করে। অথচ আমাদের নিকট সাদাকা করার মতো মাল-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু যার! আমি কি তোমাকে এমন ক'টি বাক্য শিক্ষা দিবো না যা পড়লে তুমি তাদেরকে ধরতে পারবে, যারা তোমার আগে চলে গেছে এবং যারা তোমার পিছনে রয়েছে তারা কখনো তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না? তবে হাঁ, যে তোমার মতো আমল বা কাজ করে, সে তোমাকে ধরতে পারবে। তিনি বললেন, হাঁ, নিশ্চয়। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার', 'আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার এবং শেষে একবার "লা 'ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" বলো। তাহলে কারো সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ গুনাহ থাকলেও তা মাফ হয়ে যাবে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ নামাযের সালাম ফিরানোর পর নামাযী কি পড়বে?

١٥٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَىُّ شَيْئٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاَمْلَاهَا الْمُغِيْرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১৫০৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবনে শো'বার নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরানোর পর কি পড়তেন? অতঃপর মুগীরা (রা) নিজ সচিবকে বলতে লাগলেন আর সে মুয়াবিয়ার (রা) নিকট লিখলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, নেই কোনো তাঁর অংশীদার, সাম্রাজ্য তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সমস্ত কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দাও, কারো সাধ্য নেই তা রুখে রাখতে এবং তুমি যাকে বঞ্চিত করো, কারো সাধ্য নেই তাকে দিতে পারে। তোমার শাস্তি থেকে ধনবানকে তার ধন রক্ষা করতে পারে না।

١٥٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ابْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

১৫০৬। আবুয-যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামায থেকে অবসর হতেন তখন বলতেন ঃ "নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, তিনি তাঁর সর্বময় ক্ষমতায় একক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার তিনিই একমাত্র অধিকারী এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত, আমার সমস্ত ইবাদত কেবল তাঁর জন্যই নিবেদিত, যদিও তা কাফিরদের অপছন্দনীয়। তুমিই সমস্ত নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসার অধিকারী। নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া। সমস্ত ইবাদত তোমার জন্যই নিবেদিত, যদিও তা কাফিরদের অপছন্দ ও অসহনীয়"।

١٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَذَكَرَ نَحْوُ هٰذَا الدُّعَاءِ زَادَ فِيْهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ.

১৫০৭। আবুয-যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তেন... রাবী পূর্বোক্ত দোয়ায় বলেছেন, তিনি আরো বলেছেন, যেমন– নেই কোনো দিকে ফেরার সাধ্য, আর নেই কোনো শক্তি আল্লাহ ছাড়া, নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত। তিনি ব্যতীত আমরা আর কারো ইবাদত করি না। সমস্ত নিয়ামতের একমাত্র তিনিই অধিকারী, এরপর পূর্ণ হাদীসটি পূর্বের বর্ণনানুযায়ী শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُجْلِزٍ الْبَجَلِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ

وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْاَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْاَكْبَرُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ.

১৫০৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন ঃ "হে আমাদের এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই প্রভু এবং তুমি একক, নেই কেউ তোমার অংশীদার। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ তোমার বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ও অন্যান্য সকলের প্রভু! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার সমস্ত বান্দাহ পরস্পর ভাই ভাই। হে আল্লাহ, হে আমাদের এবং সমস্ত কিছুর প্রভু! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মুহূর্তে তোমার অকৃত্রিম ইবাদতকারী বানিয়ে দাও। হে মহান প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানের অধিকারী! আমার ফরিয়াদ শুনো, আমার আরজি কবুল করো। আল্লাহ মহান, তুমি সবচেয়ে মহান। হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের দীপ্তি ও আলো। সুলায়মান ইবনে দাউদ বলেছেন, তুমিই আসমান ও যমীনের প্রতিপালক! হে আল্লাহ! তুমি মহান, অতি মহান। তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট, তুমিই আমার ভরসাস্থল। হে আল্লাহ! তুমি মহান! সবচেয়ে মহান"।

١٥٠٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

১৫০৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো আমি পূর্বে ও পরে যা কিছু করেছি, যা গোপনে ও যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা সীমালঙ্ঘন করেছি, আর যা আমার চেয়ে তুমি অধিক অবগত। তুমিই প্রিয় বান্দাহদেরকে অগ্রগামী এবং তোমার নাফরমানদেরকে দূরে নিক্ষেপকারী। নেই কোনো ইলাহ তুমি ব্যতীত"।

١٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ رَبِّ اَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَايَ اِلَيَّ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اَوْ مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

১৫১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন ঃ "হে আমার প্রভু! (তোমার ইবাদত করার জন্য) আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে (শয়তানকে) সাহায্য করো না। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো, তোমার কোনো সৃষ্টিকে আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। আমার শত্রুকে প্রতারিত করো, কিন্তু তাকে আমার উপর প্রতারক বানিও না। আমাকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দাও। আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পথকে আমার জন্য সহজতর করো। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমাকে মদদ করো। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ ও স্মরণকারী, ভীত ও আনুগত্যকারী, তোমার প্রতি আস্থাশীল এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দাও। হে প্রভু! আমার তওবা কবুল করো, আমার যাবতীয় গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও। আমার আহ্বানে সাড়া দাও। আমার ঈমান ও আমলের প্রমাণে আমাকে কবরে ফেরেশতার প্রশ্নে স্থির রাখো। আমার অন্তরকে সরল সহজ পথের অনুসারী বানাও। আমার জিহ্বাকে সদা সত্য বলার তওফীক দাও। আমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় কালিমা থেকে মুক্ত রাখো"।

١٥١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيَسِّرِ الْهُدٰى اِلَيَّ وَلَمْ يَقُلْ هُدَايَ.

১৫১১। সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমর ইবনে মুররাকে উল্লেখিত সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি। তিনি 'ওয়া ইয়াস্‌সিরিল হুদা ইলাইয়্যা' বলেছেন, 'হুদায়া' বলেননি।

١٥١٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ

وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوْا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا.

১৫১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নামই শান্তি, আমি আমার ইহ-পরকালের সর্বময় কাজে তোমার কাছে শান্তিই প্রত্যাশা করি। তুমি প্রাচুর্য প্রদানকারী, বরকতওয়ালা। হে মহান প্রতিপত্তিশালী ও দয়ালু"। আবু দাউদ বলেন, সুফিয়ান (র) আমর ইবনে মুররা থেকে আঠারটি হাদীস শুনেছেন, তন্মধ্যে এটি একটি।

١٥١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

১৫১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে তিনবার 'ইসতিগফার' (আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি) পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি (সাওবান) 'আল্লাহুম্মা' থেকে আরম্ভ করে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত গোটা হাদীসের ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে

١٥١٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ اَبِيْ نُضَيْرَةَ عَنْ مَوْلًى لِاَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

১৫১৪। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করার পর সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে বারবার গুনাহ করেছে বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যদিও সে দৈনিক সত্তর বার উক্ত পাপে লিপ্ত হয়।

١٥١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِىِّ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

১৫১৫। আগার্‌র আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, ইনি (আগার্‌র) একজন সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কখনো কখনো আমার হৃৎপিণ্ডের উপর দাগ বা আবরণ পড়ে। তাই আমি প্রত্যহ একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

١٥١٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

১৫১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই গুনতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসেই এক শতবার পড়তেন ঃ "প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো, নিশ্চয় তুমিই তওবা গ্রহণকারী অতিশয় দয়ালু"।

١٥١٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ الشَّنِّىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلاَلَ (بِلاَلَ) بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُنِيْهِ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

১৫১৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস হিলাল (বিলাল) ইবনে ইয়াসার ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ব্যতীত নেই কোনো ইলাহ, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আর তাঁর নিকট তওবা করি", যদি সে জিহাদের ময়দান থেকেও পলায়ন করে (অর্থাৎ কবীরা গুনাহও করে থাকে) তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে।

١٥١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

১৫১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি 'অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করলে' আল্লাহ তাকে প্রতিটি বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দান করেন এবং তার কল্পনাতীত উৎস থেকে তাকে রিযিক দান করেন।

١٥١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُوْ بِهَا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهَا.

১৫১৯। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় কোন দু'আ পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো, আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখো"। বর্ণনাকারী যিয়াদ এটুকু কথা বর্ধিত করেছেন ঃ যদি আনাস (রা) কেবলমাত্র একটি দু'আর দ্বারা মুনাজাত করার

ইচ্ছা করতেন তবে এটাই পড়তেন, আর যদি একাধিক দু'আ পড়তেন তবে অন্যান্য দু'আর মধ্যে এটাকেও শামিল করতেন।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ.

১৫২০। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাঈফ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

١٥٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ كُنْتُ رَجُلاً اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَّنْفَعَنِىْ وَاِذَا حَدَّثَنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

১৫২১। আসমা ইবনুল হাকাম আল-ফাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো একটি হাদীস শুনি, তখন তা থেকে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু চান কল্যাণ লাভ করি। কিন্তু যদি তাঁর কোনো সাহাবী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, আমি তাকে শপথ করাই। যদি তিনি শপথ করেন, তবে আমি তাকে বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, বস্তুত তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি ঃ যদি কোনো বান্দাহ কোনো প্রকারের গুনাহ করে, পরে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন (উযূ) করে দাঁড়িয়ে দুই রাক্আত নামায পড়ে এবং আল্লাহর নিকট গুনাহর ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ এ আয়াত পড়লেন ঃ "এবং তারা যখন কোনো মন্দ কাজ করে কিংবা নিজেদের উপর অত্যাচার করে... আয়াতের শেষ নাগাদ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)।

١٥٢٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَاَوْصٰى بِذٰلِكَ مُعَاذُ اَلصُّنَابِحِىُّ اَوْصٰى بِهِ الصُّنَابِحِىُّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

১৫২২। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন ঃ হে মুয়ায! আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি হে মুয়ায! তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আটি কখনো পরিহার করো না ঃ "হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং তোমার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করো"। এরপর মুয়ায (রা) আস-সুনাবিহী (র)-কে এবং আস-সুনাবিহী আবদুর রহমানকে এভাবে দু'আ করার ওসিয়াত করেছেন।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ حُنَيْنَ بْنَ اَبِىْ حَكِيْمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ.

১৫২৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর 'কুল আউযু বি-রব্বিল ফালাক' ও কুল আউযু বি-রব্বিন্ নাস' সূরাদ্বয় পড়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّدُوْسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ يَّدْعُوَ ثَلاَثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا.

১৫২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দু'আ পড়া ও তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করা খুবই পছন্দ করতেন।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكُرْبِ اَوْ فِي الْكُرَبِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هِلاَلٌ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ.

১৫২৫। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ক'টি বাক্য শিক্ষা দান করবো না যা তুমি বিপদের সময় পড়বে? তা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর সাথে আমি আর কাউকে অংশীদার করি না"। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হিলাল হচ্ছেন উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-র মুক্তদাস। আর ইবনে জা'ফার হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার।

١٥٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَعْنَاقِ رِقَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَامُوْسٰى اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ.

১৫২৬। আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মানুষেরা! তোমরা কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, যাঁকে তোমরা ডাকছো তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড়ের চেয়েও নিকটে অবস্থান করছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু মূসা! আমি কি তোমাকে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারসমূহ থেকে একটি ভাণ্ডারের খোঁজ দিবো না? আমি বললাম, সেটা কি? তিনি বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

١٥٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ ابِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَتَصَعَّدُوْنَ فِىْ ثَنِيَّةٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ الثَّنِيَّةَ نَادٰى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لاَ تُنَادُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১৫২৭। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন এবং তারা পাহাড়ী পথে এক টিলায় আরোহণ করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তখন টিলার উপরে উঠতে উচ্চস্বরে বললো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় তোমরা কোনো বধিরকে ডাকছো না, আর না কোনো দূরের অনুপস্থিতকে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস!... এরপর অবশিষ্ট হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করলেন।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ.

১৫২৮। আবু মূসা (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মানুষেরা! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

১৫২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি, তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

১৫৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত (অনুগ্রহ) নাযিল করেন।

١٥٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ.

১৫৩১। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিনটি অন্যতম। অতএব এই দিন তোমরা আমার প্রতি খুব বেশী দরূদ পড়ো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার নিকট উপস্থিত করা হবে? অথচ আপনি তো ক্ষয় হয়ে যাবেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, লোকেরা বললো, আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীদের পবিত্র দেহ খাওয়া বা নষ্ট করাটা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

টীকা ঃ প্রতিটি মানুষের দেহ, হাড়-মাংস সবকিছুই মাটি খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে, কেবলমাত্র সে অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে যা দ্বারা সে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকেই সে কিয়ামতের দিন উত্থিত হবে। কিন্তু নবীদের গোটা দেহই অক্ষত ও অক্ষয়াবস্থায় বহাল থাকবে (অনু.)।

টীকা ঃ এ শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– أَرْمَتُ - أَرَمْتُ - أَرَمْتُ - رَمِتَ - أَرْمَتُ - অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই (অনু.)।

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَّدْعُوَ الْاِنْسَانُ عَلٰى اَهْلِهِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পরিবার-পরিজন ও সম্পদকে বদদু'আ করা নিষেধ

١٥٣٢– حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ عَلٰى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةَ نَيْلٍ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ عُبَادُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا.

১৫৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের বদদু'আ করো না, তোমাদের সন্তানদের বদদু'আ করো না, আর না তোমাদের খাদেমদের বদদু'আ করবে, আর না তোমাদের ধন-সম্পদের উপর। কেননা এমনও হতে পারে যে, সে সময়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুলের মুহূর্ত ছিল, ফলে তা বদদু'আ হিসেবে কবুল হয়ে যাবে। আবু দাউদ বলেন, এটি মুত্তাসিল হাদীস। 'উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা (র) জাবের (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন।

بَابُ الصَّلاَةُ عَلٰى غَيْرِ النَّبِىِّ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য লোকের উপর দরূদ পড়া

١٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَىَّ وَعَلٰى زَوْجِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى زَوْجِكَ.

১৫৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।

টীকা ঃ এখানে সালাতের অর্থ হচ্ছে রহমত, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা নাযিল করুন (অনু.)।

بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা

١٥٣٤- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجّٰى حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ ثَرْوَانَ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِىْ سَيِّدِىْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

১৫৩৪। উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সায়্যিদ (স্বামী) আবুদ্ দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন বক্তি তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে, তখন ফেরেশতারা বলেন, আমীন (কবুল করো) এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।

টীকা ঃ অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে তাতে কোনো প্রকারের লৌকিকতা থাকে না। ফলে তা হয় নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ (অনু.)।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ.

১৫৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের পরস্পরের জন্য দু'আ অতি দ্রুত কবুল হয়।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ.

১৫৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ নিশ্চিত কবুল হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ঃ (এক) পিতার দু'আ, (দুই) মুসাফিরের দু'আ, (তিন) নির্যাতিতের দু'আ।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَافَ قَوْمًا

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করলে যা পড়বে

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

১৫৩৭। আবু বুরদা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মোকাবিলায় দাঁড় করালাম এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার নিকট পানাহ চাই"।

بَابُ الْاِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ 'ইস্‌তিখারা' (আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণ কামনা করা)

١٥٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُقَاتِلٍ خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ لَنَا اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ فِى الْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَمَعَادِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِّىْ مِثْلَ الْاَوَّلِ فَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاقْدُرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهِ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ. قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ.

১৫৩৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষাদান করতেন অনুরূপভাবে ইস্‌তিখারাও শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন মহৎ কিংবা বিরাট কাজের মনস্থ করে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া নফল দুই রাক্‌'আত নামায পড়ে এবং বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার অবগতি দ্বারা তোমার কাছে পরামর্শ চাই। তোমার কুদ্‌রত দ্বারা আমি শক্তি কামনা করি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। তুমিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি সবকিছুই অবগত, আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর তুমিই অদৃশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। হে আল্লাহ! তুমি অবগত যে, আমার এ কাজ... (সে নির্দিষ্ট কাজের নাম নিবে) আমার দীন, পার্থিব জীবন,

পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হলে তা আমাকে হাসিল করার শক্তি দাও, আমার জন্য তা সহজতর করে দাও এবং আমার জন্য তাতে বরকত দান করো। আর যদি তুমি অবগত যে, সেটা আমার (প্রথম বারের মতো) যাবতীয় কাজে অকল্যাণকর ও অমঙ্গলজনক, তাহলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখো এবং সেটিকেও আমা থেকে ফিরিয়ে নাও, আর যা আমার জন্য মঙ্গলজনক তাই আমাকে হাসিল করার তওফীক দাও, তা যেখানেই থাক না কেন। অতঃপর তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, কিংবা বলেছেন, সহসা অথবা দেরীতে। আবু দাউদ বলেন, ইবনে মাসলামা ও ইবনে ঈসা (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবের (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِسْتِعَاذَةِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

١٥٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১৫৩৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ ভীরুতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট বয়স (বার্ধক্য), অন্তরের বিপর্যয় এবং কবরের শাস্তি থেকে।

١٥٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১৫৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ দু'আ) পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই এবং পানাহ চাই কবরের শাস্তি থেকে, আরো পানাহ চাই জীবন ও মরণের বিপদাপদ থেকে"।

١٥٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَعِيْدٌ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِىُّ.

১৫৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। বহুবার আমি তাঁকে (এ দু'আ) বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, ঋণের বোঝা ও মানুষের নির্যাতন থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই"। অতঃপর বর্ণনাকারী আত-তাইমীর বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১৫৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিম্নোক্ত দু'আটি এরূপভাবে শিক্ষা দিতেন, যেরূপভাবে তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই পানাহ, চাই কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই মসীহ দাজ্জালের ফেৎনা থেকে, আরো পানাহ চাই জীবন ও মরণের আপদ থেকে"।

١٥٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ.

১৫৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্যগুলো

দ্বারা দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের পরীক্ষা, অগ্নির শাস্তি এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিহিত অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই"।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ.

১৫৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি রিক্ততা, দরিদ্রতা ও হীনতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই এবং তোমার কাছে পানাহ চাই অত্যাচারী কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে"।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

১৫৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য দু'আর মধ্যে এটিও ছিলো ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিয়ামতের বিলুপ্তি, তোমার দেয়া অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি এবং তোমার সর্বপ্রকারের ক্রোধ থেকে পানাহ চাই"।

١٥٤٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السُّلَيْكِ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ.

১৫৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ, কপটতা (মুনাফেকী) এবং দুশ্চরিত্রতা থেকে পানাহ চাই"।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

১৫৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা থেকে পানাহ চাই, কেননা তা হচ্ছে নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। আমি আরো পানাহ চাই তোমার কাছে খিয়ানত করা থেকে, কেননা তা হচ্ছে একান্ত নিকৃষ্ট বন্ধু"।

١٥٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ.

১৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি বস্তু থেকে পানাহ চাই ঃ এমন জ্ঞান যা কোনো উপকারে আসে না, এমন হৃদয় যা ভীত হয় না, এমন আত্মা যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ যা কবুল হয় না"।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ اَبُو الْمُعْتَمِرِ اُرٰى اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَلاَةٍ لاَ تَنْفَعُ وَذَكَرَ دُعَاءً اٰخَرَ.

১৫৪৯। আবুল মু'তামির (র) বলেন, আমার ধারণা আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন নামায থেকে পানাহ চাই, যা কোন উপকার দেয় না", এছাড়া অন্য একটি দু'আও উল্লেখ করেছেন।

١٥٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ

الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ.

১৫৫০। ফারওয়া ইবনে নাওফল আল-আশজাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার কর্মের অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই, যা আমি করেছি এবং যা করি নাই"।

١٥٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وحَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ الْمَعْنٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اَحْمَدَ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ.

১৫৫১। আবু আহমাদ শাকাল ইবনে হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কানের অশ্লীল শ্রবণ, চোখের কুদৃষ্টি, জিহ্বার কুবাক্য, অন্তরের কপটতা ও কামনার অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই"।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ صَيْفِىٍّ مَوْلٰى اَفْلَحَ مَوْلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا.

১৫৫২। আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট (কোন কিছু) চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ থেকে পানাহ চাই। তোমার কাছে পানাহ চাই গহ্বরে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

আমি তোমার নিকট পানাহ চাই পানিতে ডুবে ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং অতি বার্ধক্য থেকে। আমি পানাহ চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় আমার উপর শয়তানের প্রভাব থেকে, আমি পানাহ চাই তোমার রাস্তা (জিহাদ) থেকে পলায়নপর মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আমি আরো পানাহ চাই তোমার কাছে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে"।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ مَوْلًى لِاَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الْيَسَرِ وَزَادَ فِيْهِ وَالْغَمِّ.

১৫৫৩। আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত।... তাতে আরো আছে, 'পানাহ চাই দুশ্চিন্তা থেকে'।

١٥٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ.

১৫৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে"।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقَالَ يَا اَبَا اُمَامَةَ مَا لِيْ اَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ قَالَ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا اُعَلِّمُكَ كَلَامًا اِذَا اَنْتَ قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ.

১৫৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে আবু উমামা নামে এক আনসারী সাহাবীকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ হে আবু উমামা! কি ব্যাপার! আমি তোমাকে নামাযের ওয়াক্ত ছাড়া (অসময়ে) মসজিদে বসাবস্থায় কেন দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন, নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝা হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষাদান করবো না, তুমি তা বললে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণও পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলো, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, পানাহ চাই তোমার নিকট ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই ঋণের ভারী বোঝা এবং মানুষের রোষানল থেকে"। আবু উমামা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। ফলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণও পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অধ্যায় ঃ ১০

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত

(وُجُوْبِهَا)

অনুচ্ছেদ-১ ঃ (যাকাত বাধ্যতামূলক)

١٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِاَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ عَنَاقًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا. وَرَوٰى عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنَاقًا.

১৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বাক্‌র (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন এবং আরবের কোনো কোনো গোত্র কুফরী করলো। (আবু বাক্‌র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমার (রা) তাকে বললেন, আপনি কিভাবে এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যে ব্যক্তি বললো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সে তার জান-মাল আমার থেকে রক্ষা করলো। অবশ্য আইনের দাবি আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ড পাবার উপযোগী কোনো অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে) এবং তার প্রকৃত বিচার ভার মহামহিম আল্লাহ্‌র উপর"। তখন আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। অর্থ-সম্পদের প্রদেয় অংশ হলো যাকাত। আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে একটি রশি প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করতো, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, মহামহিম আল্লাহ আবু বাক্‌রের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই সঠিক।

আবু দাউদ (র) বলেন, রাবাহ ইবনে যায়েদ মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন عِقَالاً অর্থাৎ রশি এবং ইবনে ওয়াহ্‌ব ইউনুস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, عَنَاقًا অর্থাৎ ছাগল ছানা। আবু দাউদ বলেন, শুয়াইব ইবনে আবু হামযা এবং মা'মার ও যুবাইদী যুহরী থেকে এ হাদীসের মধ্যে বলেছেন, 'যদি তারা একটি ছাগল ছানা প্রদান করতে অস্বীকার করে'। আর আন্‌বাসা ইউনুস থেকে, তিনি যুহরী থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ছাগল ছানা।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ (هٰذَا الْحَدِيْثِ) قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ حَقَّهُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ وَقَالَ عِقَالاً.

১৫৫৭। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, মালের প্রদেয় হচ্ছে যাকাত এবং তিনি عِقَالاً অর্থাৎ রশি বলেছেন।

بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যাকাত আরোপযোগ্য মাল

١٥٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ

يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

১৫৫৮। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মাযিনী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের মধ্যে) যাকাত নেই।

টীকা ঃ পাঁচ উকিয়া হলো তৎকালীন দুই শত দিরহাম, বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান। ওয়াসাক আটাশ মণ। হানাফীদের মতে এর কমেও যাকাত দিতে হয়। যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে (অনু.)।

١٥٥٩- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ زَكٰوةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ مَخْتُوْمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْبَخْتَرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ.

১৫৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের ক্ষেত্রে) যাতাক নেই। এক ওয়াসাক হচ্ছে ষাট সা'। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুল বাখতারী (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

টীকা ঃ এক সা'র ওজন হচ্ছে তিন সের এগার ছটাক (অনু.)।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَلْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا مَخْتُوْمًا بِالْحَجَّاجِيِّ.

১৫৬০। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 'ওয়াসাক' হচ্ছে ষাট সা'। এটা আল-হাজ্জাজ কর্তৃক নির্ধারিত।

টীকা ঃ আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফার শাসনকর্তা থাকাকালীন উক্ত পরিমাণ নির্ধারণ করেন (অনু.)।

١٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ اَبِى الْمَنَازِلِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبًا الْمَالِكِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا اَبَا نُجَيْدٍ اِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنَنَا بِاَحَادِيْثَ

مَانَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِى الْقُرْاٰنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اَوَجَدْتُمْ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيْرًا كَذَا وَكَذَا اَوَجَدْتُمْ هٰذَا فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ لاَ قَالَ فَعَنْ مَنْ اَخَذْتُمْ هٰذَا اَخَذْتُمُوْهُ عَنَّا وَاَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ نَحْوَ هٰذَا.

১৫৬১। সুরাদ ইবনে আবুল মানাযিল (র) বলেন, আমি হাবীব আল-মালিকী (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে বললো, হে আবু নুজাইদ! আপনারা আমাদের নিকট এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, কুরআনের মধ্যে আদৌ আমরা যার কোনো বুনিয়াদ পাচ্ছি না। এতে ইমরান (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং লোকটিকে বললেন, তোমরা কি কুরআনের মধ্যে কোথাও পেয়েছো যে, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে (যাকাত) এক দিরহাম, প্রত্যেক এতো এতো সংখ্যক ছাগলে একটি ছাগল এবং এতো এতো সংখ্যক উটে এতো এতো উট (যাকাত) প্রদান করতে হবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে এটা তোমরা কোথায় পেয়েছ? প্রকৃতপক্ষে এটা তোমরা জেনেছো আমাদের (সাহাবীদের) নিকট থেকে। আর আমরা জেনেছি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি অনুরূপ আরো কিছু বস্তুর কথাও বর্ণনা করলেন।

بَابُ الْعَرُوْضِ اِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيْهَا زَكَاةٌ؟

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যের উপর যাকাত আরোপিত হবে কি?

١٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نَعُدُّ لِبَيْعٍ.

১৫৬২। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা ঃ এ থেকে প্রমাণিত যে, স্থাবর-অস্থাবর যে কোন প্রকারের ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত দিতে হয় (অনু.)।

بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةُ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সঞ্চিত সম্পদ কি এবং অলংকারের যাকাত

١٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنٰى اَنَّ خَالِدَ ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِىْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيُسَرُّكِ اَنْ يُّسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

১৫৬৩। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তার সংগে ছিলো তার একটি কন্যা এবং তার হাতে ছিলো দু'খানা মোটা স্বর্ণের কঙ্কন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এটির যাকাত দিয়েছো? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তোমাকে দু'খানা অগ্নির কঙ্কন পরিয়ে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে ফেললো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِى ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.

১৫৬৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের অলংকার পরিধান করতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কান্‌য (সঞ্চিত সম্পদ)? তিনি বললেন ঃ যে সম্পদ নেসাব পরিমাণ পৌঁছায় এবং তার যাকাত আদায় করা হয়, তা পরিমাণে যত বৃদ্ধি পাক তা আর 'কান্‌য' নয়।

টীকা ঃ 'কান্‌য' একটি পরিভাষা যার অর্থ– যুগ যুগ পূর্বে ভূগর্ভে পুতে রাখা সম্পদ, যা কারো হস্তগত হলে তার যাকাত দিতে হয়। কিন্তু এখানে শব্দটি 'সঞ্চিত সম্পদ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীস এবং তার পূর্ববর্তী হাদীসে সূরা তাওবার ৩৫নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (সম্পাদক)।

١٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى فِىْ يَدِىْ فَتَخَاتٌ مِّنْ وَّرِقٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ.

১৫৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন এবং আমার হাতে বৃহদাকার রূপার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা করার জন্য আমি তা তৈরি করিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তুমি এগুলোর যাকাত প্রদান করেছ কি? আমি বললাম, না, অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিলো। তিনি বললেন ঃ তোমার (জাহান্নামের) অগ্নির শাস্তি ভোগ করার জন্য এটাই যথেষ্ট।

١٥٦٦- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلٰى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْخَاتَمِ. قِيْلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيْهِ قَالَ تَضُمُّهُ اِلٰى غَيْرِهِ.

১৫৬৬। উমার ইবনে ই'য়ালা (র) থেকে এই সূত্রেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন, যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।

টীকা ঃ সোনা-রূপার অলংকারের যাকাত প্রদান সম্পর্কে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে উপরোক্ত গহনাপত্রের যাকাত দিতে হবে। এটিই হানাফী মাযহাবের অভিমত। অপরদিকে আনাস ইবনে মালেক, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার, আসমা ও আয়েশা (রা)-এর মতে উপরোক্ত গহনাপত্রের উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদেরও এই মত। তবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রথমোক্ত মত অগ্রগণ্য মনে হয় (সম্পাদক)।

بَابُ فِىْ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মাঠে উন্মুক্ত বিচরণশীল পশুর যাকাত

١٥٦٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِاَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَاِذَا فِيْهِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ الْغَنَمُ فِىْ كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَّثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِأَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِأَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَاَنْ يَّجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ

اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ هٰهُنَا لَمْ اَضْبِطْهُ عَنْ مُوْسٰى كَمَا اُحِبُّ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِلٰى هٰهُنَا ثُمَّ اَتْقَنْتُهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنَّه يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِىْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِأَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَاِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ اَرْبَعِيْنَ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنِ الْمَالُ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا.

১৫৬৭। হাম্মাদ (র) বলেন, সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (র) থেকে আমি একখানা লিখিত পত্র গ্রহণ করেছি। তার ধারণামতে এটি আনাস (রা)-এর নিকট লিখা আবু বাক্‌র (রা)-এর পত্র এবং এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরাঙ্কিত ছিলো, যখন তাকে (আনাসকে) যাকাত উসূলকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তার বিষয়বস্তু হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সাদাকা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের উপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা আদেশ করেছেন। সুতরাং মুসলিমদের যার কাছেই বিধি অনুসারে এটা (যাকাত) চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার

অধিক দাবি করা হবে সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। পঁচিশটি উটের কম হলে বকরী দিতে হবে এবং প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি বিনতে মাখাদ (দুই বছর বয়সে পদার্পণকারী) উষ্ট্রী দিতে হবে। যদি তার কাছে এমন উট না থাকে তাহলে একটি 'ইবনে লাবূন' (তিন বছর বয়সে পদার্পণকারী উট) দিতে হবে। আর যখন তার সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে পৌছবে তখন তাতে একটি 'বিনতে লাবূন' (তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী) দিতে হবে। যখন তা ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত পৌছবে তখন তাতে একটি হিক্কা (গর্ভধারণের উপযোগী চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী) উষ্ট্রী দিতে হবে। আর যখন তা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে একটি জাযাআহ্ (পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী) উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন তাতে দু'টি 'বিনতে লাবূন' দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে এক শত বিশ হবে তখন তাতে দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা এক শত বিশ-এর উর্ধে যাবে, তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি করে বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য একটি করে হিক্কাহ দিতে হবে।

আর যদি যাকাতযোগ্য উটের বয়সের তারতম্য ঘটে, যেমন কারো উপর জাযাআহ্ প্রদান ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার কাছে সেটা নেই, হিক্কাহ আছে, এমতাবস্থায় হিক্কাহ গ্রহণ করতে হবে এবং এর সঙ্গে যদি সহজলভ্য হয় তাহলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহামও দিতে হবে। আর যার উপর হিক্কাহ প্রদান ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার নিকট তা নেই, তার কাছে জাযাআহ্ আছে। এমতাবস্থায় তার থেকে এটাই গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত উসুলকারী (তহশীলদার) বিশ দিহরাম অথবা দু'টি বকরী যাকাত প্রদানকারীকে দিবে। আর যার উপর হিক্কাহ প্রদান ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার নিকট তা নেই, তার কাছে আছে বিনতে লাবূন। সুতরাং তার থেকে তাই গ্রহণ করতে হবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি এখানে আমার উস্তাদ মূসা ইবনে ইসমাঈল থেকে যেরূপ স্মৃতিশক্তিতে ধারণ করতে কামনা করেছিলাম অনুরূপ আয়ত্ত করতে সক্ষম হইনি। এখানেও যাকাতদাতা সহজলভ্য দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম (তহশীলদারকে) প্রদান করবে। আর যার উপর বিনতে লাবূন ওয়াজিব হয়েছে অথচ তা তার নিকট নেই, বরং তার নিকট হিক্কাহ আছে। সেটাই তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ পর্যন্ত প্রথমে আমার পূর্ণ আস্থা ছিলো না, পরে আমি পূর্ণ আস্থাশীল হয়েছি। অর্থাৎ তহশীলদার বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী যাকাত প্রদানকারীকে ফেরত দিবে। যদি কারো উপর বিনতে লাবূন ওয়াজিব হয়, আর তা তার নিকট না থাকে, বরং তার কাছে আছে বিনতে মাখাদ, তখন তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং এর সাথে প্রদান করতে হবে দুই বকরী অথবা বিশ দিরহাম। যদি কারো উপর বিনতে মাখাদ ওয়াজিব হয়, অথচ তা তার কাছে নেই, বরং তার নিকট আছে ইবনে লাবূন, তখন তা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু সাথে আর কিছু দিতে হবে না। আর যদি

কারো নিকট চারটি উট থাকে, এমতাবস্থায় তাকে (যাকাত হিসাবে) কিছুই দিতে হবে না। তবে যদি উটের মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে সেটা আলাদা ব্যাপার।

আর যেসব মেষ-বকরী স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় এর সংখ্যা যখন চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত পৌছবে, তখন একটি বকরী (যাকাত) দিতে হবে। আর যখন এক শত বিশ অতিক্রম করে দুই শত পর্যন্ত পৌছবে তখন দু'টি বকরী। যখন বকরীর সংখ্যা দুই শত অতিক্রম করে তিন শত পর্যন্ত পৌছবে তখন তিনটি বকরী। আর যখন তিন শত-এর অধিক হবে তখন প্রতি এক শত-এর জন্য একটি বকরী প্রদান করতে হবে।

যাকাত বাবদ অতিবৃদ্ধ কিংবা অন্ধ বকরী গ্রহণ করা যাবে না, নর ছাগলও নয়। হাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজন বশত তা) নিতে চায় (তবে নিতে পারে)। যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে যেন একত্র না করা হয় এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন না করা হয়। দুই শরীকের নিকট থেকে যে যাকাত আদায় করা হয় তা তারা নিজ নিজ অংশ হিসাবে বহন করবে। আর যদি চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ না হয়, তাহলে (যাকাত) কিছুই দিতে হবে না। তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করলে করতে পারে। রূপার ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) দিতে হয়। আর রৌপ্য মুদ্রা যদি এক শত নব্বই হয় তার জন্য কিছুই দিতে হবে না। হাঁ, যদি মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তাতে কোনো আপত্তি নেই।

টীকা ঃ উটের বয়স ঃ আরবী ভাষায় বিভিন্ন বয়সের উটের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম। (১) বিনতে মাখাদ– যে উষ্ট্রী শাবকের (মাদী) বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে। (২) বিনতে লাবূন– যে উষ্ট্রী শাবকের (মাদী) বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে। (৩) হিক্কাহ– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে এবং গর্ভধারণক্ষম হয়েছে। (৪) জাযাআহ্– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বর্ষ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাদাকা (صدقة) শব্দটি ফরয যাকাত এবং ঐচ্ছিক (নফল) দান-খয়রাত উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় (সম্পাদক)।

টীকা ঃ বিচ্ছিন্নকে একত্র না করা কিংবা এর বিপরীত, কথাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন দুই ব্যক্তির চল্লিশ চল্লিশটি ছাগল পৃথক পৃথকভাবে একই মাঠে বিচরণ করে, তহশীলদার আসার পর তারা ছাগলের উভয় দলকে একত্র করে ফেললো এবং যাকাতে একটি মাত্র ছাগল গেল। অথচ পৃথক থাকলে দু'টি ছাগলই দিতে হতো। ঠিক এরই বিপরীত একই সাথে যৌথ শেয়ারে দু'ব্যক্তির আশিটি বকরী বিচরণ করে। আর আদায়কারী দু'টি ছাগল নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের যৌথ বকরীকে পৃথক পৃথক করে দেখায়, অথচ ব্যাপারটি তা নয়, কেননা যখন তা শেয়ারে একত্র। সুতরাং একটি বকরীই সে পাবে। তাই বলা হয়েছে, একত্রকে ভিন্ন করো না, আর ভিন্নকে একত্র করো না (অনু.)।

টীকা ঃ সমান হারে শরীকদ্বয় ভাগ করে নেবে। যেমন এক ব্যক্তির বকরী চল্লিশটি আর অপর ব্যক্তির আশিটি। মোট এক শত বিশটির মধ্যে যাকাত বাবদ বকরী দেয়া হলো একটি। ধরুন যে বকরীটি দেয়া হয়েছে তার মূল্য ছিল বার টাকা। এতে একজনের চার টাকা। আর একজনের গেল আট টাকা। অথচ পৃথক পৃথকভাবে দু'জনকে একটি করে দু'টি বকরী দিতে হতো। এখন যৌথ শেয়ারে রয়েছে বিধায় মাত্র একটি বকরীই গেল। এমতাবস্থায় আশিটি বকরীর মালিক দিবে আট টাকা এবং চল্লিশটির মালিক দিবে চার টাকা (অনু.)।

١٥٦٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَتَبَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ اِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ فَكَانَ فِيْهِ فِىْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِىْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا اِبْنَةُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ. وَفِىْ الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمِائَةُ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ اِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ اَثْلاَثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَاَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِىُّ الْبَقَرَ.

১৫৬৮। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকা (যাকাত) বাবত যে ফরমান লিখেছেন তা তাঁর শাসকদের নিকট পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। ফলে তা তাঁর তরবারির খাপের মধ্যেই রয়ে গেলো। তাঁর পরে আবু বাক্‌র (রা) তাঁর ওফাত পর্যন্ত সে বিধান মোতাবেক কাজ করেছেন (অর্থাৎ যাকাত উসুল করেছেন)। তাঁর পরে উমার (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেমত কাজ করেছেন। তার মধ্যে লিখা ছিল ঃ প্রত্যেক পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী, দশটির

জন্য দু'টি বকরী, পনেরটির জন্য তিনটি বকরী এবং বিশটির জন্য চারটি বকরী দিতে হবে। আর পঁচিশটির জন্য একটি বিনতে মাখাদ প্রদান করতে হবে এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। যখন এর থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত দিতে হবে একটি বিনতে লাবূন। আর যখন এর থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন ষাট পর্যন্ত দিতে হবে একটি হিক্কাহ। যখন তা থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন পঁচাত্তর পর্যন্ত দিতে হবে একটি জাযাআহ। যখন তা থেকে একটি বর্ধিত হবে, তখন নব্বই পর্যন্ত দিতে হবে দু'টি বিনতে লাবূন। আর যখন তা থেকে একটি বর্ধিত হবে, তখন প্রদান করতে হবে দু'টি হিক্কাহ এক শত বিশ পর্যন্ত। উটের সংখ্যা যদি এর (এক শত বিশের) অধিক হয়, তখন প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন প্রদান করতে হবে।

ছাগলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের জন্য একটি বকরী এক শত বিশ পর্যন্ত। যদি এর থেকে একটিও বর্ধিত হয়, তাহলে দুই শত পর্যন্ত দু'টি বকরী। যদি দুই শতের অধিক হয়, তখন তিন শত পর্যন্ত তিনটি বকরী। আর যদি ছাগলের সংখ্যা এর (তিন শতের) অধিক হয়, তখন প্রত্যেক একশ'য়ে একটি বকরী দিতে হবে। সংখ্যায় শত পর্যন্ত না পৌঁছলে, কিছুই দিতে হবে না। (আর যাকাত কম অথবা অধিক দেয়ার ভয়ে) ভিন্নকে একত্র এবং একত্রকে ভিন্ন ভিন্ন করা যাবে না। যে মাল শেয়ারে দুই শরীকের থাকে তার যাকাত তারা উভয়ে সমান হারে (অংশমত) বহন করবে। আর যাকাতে অতিবৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) নেয়া যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, যাকাত আদায়কারীর উচিত, যখন সে আসবে তখন সমস্ত বকরীগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে নিবে। এক ভাগ নিকৃষ্ট, আর এক ভাগ উৎকৃষ্ট এবং আর এক ভাগ মধ্যম। অতএব আদায়কারী 'মধ্যম' মানের পশুই নিবে। যুহরী তার বর্ণনায় গরুর যাকাত সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করেননি।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِىِّ.

১৫৬৯। সুফিয়ান ইবনে হুসাইন (র) থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি বিনতে মাখাদ না থাকে তাহলে ইবনে (নর) লাবূন প্রদান করতে হবে এবং যুহরীর কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি (যা পিছনের হাদীসে রয়েছে)।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِىْ كَتَبَهُ فِى الصَّدَقَةِ وَهِىَ عِنْدَ اٰلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَقْرَأَنِيْهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلٰى وَجْهِهَا وَهِىَ الَّتِىْ اِنْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَامِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّاَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سِتِّيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا اَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّسِتِّيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّسَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ ثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّتِسْتِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اَوْخَمْسُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ اَىَّ السِّنِّيْنَ وُجِدَتْ اُخِذَتْ. وَفِىْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيْهِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

১৫৭০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদাকা (যাকাত) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফরমান লিখিয়েছেন এটি সেই পাণ্ডুলিপি যা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র পরিবারের লোকদের নিকট রয়েছে। ইবনে শিহাব (র) বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তা আমাকে পড়িয়েছেন এবং আমিও তা হুবহু মুখস্ত করেছি। পরে সেটাকেই উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার এবং সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে (সংগ্রহ করে) কপি করেছেন। তিনি (ইবনে শিহাব যাকাতের হিসাব প্রথম থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর) বলেছেন, যখন উটের সংখ্যা একশ' একুশ থেকে একশ' ঊনত্রিশ হবে তখন তিনটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' ত্রিশ থেকে

একশ' ঊনচল্লিশ হবে তখন দু'টি বিনতে লাবূন ও একটি হিক্কাহ দিতে হবে। আর যখন একশ' চল্লিশ থেকে একশ' ঊনপঞ্চাশ হবে তখন দু'টি হিক্কাহ ও একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' পঞ্চাশ থেকে একশ' ঊনষাট হবে তখন তিনটি হিক্কাহ প্রদান করবে। আর যখন একশ' ষাট হবে তখন তা থেকে একশ' উনসত্তর পর্যন্ত চারটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' সত্তর হবে তখন তা থেকে একশ' ঊনআশি পর্যন্ত তিনটি বিনতে লাবূন ও একটি হিক্কাহ দিতে হবে। যখন একশ' আশি হবে তখন তা থেকে একশ' ঊননব্বই পর্যন্ত দু'টি হিক্কাহ ও দু'টি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' নব্বই হবে তখন তা থেকে একশ' নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও একটি বিনতে লাবূন। আর যখন সংখ্যা দু'শ' হবে তখন চারটি হিক্কাহ অথবা পাঁচটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। এ উভয় বয়সের মধ্যে যেটাই পাওয়া যাবে সেটাই নেয়া হবে। আর বিচরণ করে চরে বেড়ায় যেসব ছাগল, (তার যাকাত সম্বন্ধে) পেছনে সুফিয়ান ইবনে হুসাইনের হাদীসে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে (ইবনে শিহাব) এখানেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (যাকাত বাবত বর্ণনায় এটাও উল্লেখ আছে যে,) যাকাতে অতিবৃদ্ধ (পশু) নেয়া যাবে না, আর না কোনো প্রকারের খুঁত বা দোষযুক্ত বকরী, আর না পুরুষ জাতীয় (পাঁঠা) ছাগল। তবে হাঁ, যদি যাকাত আদায়কারী প্রয়োজন বশত তা নিতে চায় তাহলে নিতে পারে।

١٥٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ اَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ رَجُلٍ اَرْبَعُوْنَ شَاةً فَاِذَا اَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوْهَا لِئَلاَّ يَكُوْنَ فِيْهَا اِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ اَنَّ الْخَلِيْطَيْنِ اِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِمَا فِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَاِذَا اَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلاَّ شَاةٌ فَهٰذَا الَّذِىْ سَمِعْتُ فِىْ ذٰلِكَ.

১৫৭১। ইমাম মালেক (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র বাক্য, "একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, আর বিচ্ছিন্নকেও একত্র করা যাবে না"। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেমন দু'জনের প্রত্যেক ব্যক্তির চল্লিশটি করে ছাগল আছে। (যখন তারা দেখলো) যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট এসে উপস্থিত, তখন তারা উভয়জনের পৃথক পৃথক ছাগলগুলোকে একত্র করলো (বললো, এগুলো আমাদের যৌথ)। যেন তাদের একটির অধিক বকরী না যায়। আর একত্রকে পৃথক করা যাবে না– যেমন দু'জন সমান অংশীদার, তাদের প্রত্যেকের আছে একশ' একটি করে ছাগল এবং তা যৌথ। (হিসাবমতে দু'শ' দু'টির মধ্যে) তাদের প্রদান করতে হতো তিনটি বকরী। কিন্তু যখন তাদের নিকট যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলো তখন তারা (একশ' একটি করে) পৃথক

করে নিলো। ফলে তাদের প্রত্যেকের একটি করে বকরী গেল (এতে যাকাত ফাঁকি দেয়া হয়)। ইমাম মালেক (র) বলেন, বিষয়টি আমি এরূপই শুনেছি।

١٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْئٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ. وَفِى الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ تِسْعٌ وَّثَلاَثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَيْئٌ وَسَاقَ صَدَقَةُ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ وَفِى الْبَقَرِ فِىْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِى الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْئٌ وَفِى الْاِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ. قَالَ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ خَمْسَةٌ مِّنَ الْغَنَمِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ اِلٰى خَمْسِيْنَ وَثَلاَثِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ اِلٰى سِتِّيْنَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ يَعْنِىْ وَاحِدَةً وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْاَنْهَارُ اَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالْغَرْبِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِىْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِىْ كُلِّ عَامٍ. قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِىْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْاِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُوْنٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ اَوْ شَاتَانِ.

১৫৭২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। যুহাইর (র) বলেন, আমার ধারণামতে আবু ইসহাক তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আলী রা.) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা) বলেছেন ঃ তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) প্রদান করো এবং দু'শ' দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (মাঝখানে) কোন যাকাত নেই। আর দু'শ' দিরহাম পূর্ণ হলে তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। এরপর বর্ধিত হলে, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী দিতে হবে। আর ছাগলের (যাকাত) প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি বকরী, যদি বকরীর সংখ্যা ঊনচল্লিশ হয়, তাতে তোমার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। এরপর বকরীর হিসাব ও যাকাত যুহরীর বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশের জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সী একটি বাছুর এবং চল্লিশের জন্য পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর দিতে হবে। তবে যেসব পশু কৃষিকাজে নিয়োজিত সেগুলোর যাকাত নেই।

উটের যাকাতের ব্যাপারেও যুহরী যেরূপ বর্ণনা করেছেন সেরূপই দিতে হবে। তিনি (সা) বলেছেন ঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরী এবং একটিও বর্ধিত হলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতে মাখাদ দিতে হবে। যদি বিনতে মাখাদ না থাকে, তবে একটি ইবনে (নর) লাবূন দিতে হবে। যদি এর থেকে একটি বর্ধিত হয় তখন পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যদি এর থেকে একটিও বর্ধিত হয় তবে ষাট পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী একটি হিক্কাহ দিতে হবে। অতঃপর যুহরীর হাদীসের বর্ণনানুযায়ী বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি একটিও বর্ধিত হয় অর্থাৎ একানব্বই হয়, তা থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে। আর যদি উটের সংখ্যা এরও অধিক হয়, তখন প্রত্যক পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ দিতে হবে। আর একত্রকে পৃথক করা এবং পৃথককে একত্র করা যাবে না, যাকাত দেয়ার আশংকায়। আর যাকাতে অতিবৃদ্ধ এবং খুঁত তথা দোষযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনো পাঁঠাও নেয়া যাবে না। তবে যদি আদায়কারী প্রয়োজনবোধে নিতে চায় তা নিতে পারে। শস্যের ক্ষেত্রে (যাকাত) যেসব ভূমি নদ-নদী অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (এক-দশমাংশ) দিতে হবে। আর যেসব ভূমিতে পানিসেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ উশর)।

আসেম ও হারিসের হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে। যুহাইর বলেন, আমার ধারণা 'একবার' বলেছেন (অর্থাৎ প্রতি বছর একবার)। আসেমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি বিনতে মাখাদ ও ইবনে লাবূন না থাকে তখন দশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করতে হবে।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا

الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِىْ فِى الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَعَلِىٌّ يَقُوْلُ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ اَوْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اِلاَّ اَنَّ جَرِيْرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيْدُ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

১৫৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসের প্রারম্ভিক কিছু অংশ বর্ণনা করে পরে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমার নিকট দু'শ' দিরহাম হবে এবং এর উপর একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত হবে, তখন পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিতে হবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দীনারের কমে যাকাত নেই। যখন বিশ দীনারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বর্ধিত হবে তাতে উপরোক্ত হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে। বর্ণনাকারী (আবু ইসহাক) বলেন, "তাতে উপরোক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে" এটা কি আলী (রা)-এর কথা, নাকি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন তা আমি অবগত নই। এবং পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্পদেই যাকাত দিতে হয় না। ইবনে ওয়াহব বলেন, তবে 'জারীর' তার হাদীসের বর্ণনায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক বছর অতিবাহিত না হলে কোনো সম্পদেই কোনো প্রকারের যাকাত নেই।

١٥٧٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ كَمَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَدِيْثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ

وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوْهُ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى عَلِىٍّ.

১৫৭৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের (দাসের) যাকাত মাফ করেছি। অবশ্য রূপায় প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত প্রদান করতে হবে এবং একশ' নব্বই পর্যন্ত কিছুই নেই, যখন দু'শ' পূর্ণ হবে তখন পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। রাবীগণ নুফায়লী বর্ণিত হাদীসটি নবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেননি এবং আলী (রা)-র বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا بَهْزُ ابْنُ حَكِيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ كُلِّ سَائِمَةِ اِبِلٍ فِىْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَلاَ يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا. قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

১৫৭৫। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল উটের চল্লিশটির জন্য একটি বিনতে লাবূন যাকাত দিতে হবে এবং একটি উটকেও (একত্র দল থেকে) বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। যে ব্যক্তি পুরস্কারের (সওয়াবের) উদ্দেশ্যে তা প্রদান করলো, ইবনুল 'আলা' বলেন, "যে সওয়াবের জন্য প্রদান করলো', সে (আল্লাহর নিকট) তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালো, আমি তা উসুল করবোই এবং তার মালের অর্ধেক নেবো। কেননা এটাই আমাদের মহান পরাক্রমশালী প্রভুর হক বা অধিকার। মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য এর থেকে সামান্য পরিমাণও নেই" (কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারভুক্ত সকলের জন্য যাকাত ইত্যাদি গ্রহণ হারাম)।

١٥٧٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ

مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ.

১৫৭৬। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দশম হিজরীতে) ইয়ামান দেশে (শাসক নিযুক্ত করে) পাঠান, তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশটি থেকে একটি পূর্ণ এক বছর বয়সী এড়ে বাছুর অথবা বক্না বাছুর নিতে হবে এবং প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি পূর্ণ দুই বছর বয়সী বক্না বাছুর এবং প্রত্যেক (অমুসলিম) বালেগ যিম্মী থেকে এক দীনার অথবা এর সমমূল্যের 'মুয়া'ফির, কাপড়' যা ইয়ামান দেশে প্রস্তুত হয় আদায় করতে হবে।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৫৭৭। মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِىْ مُحْتَلِمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَيَعْلٰى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ. قَالَ يَعْلٰى وَمَعْمَرٌ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ.

১৫৭৮। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামান দেশে পাঠান... এরপর পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন, তবে 'কাপড়ের কথা' উল্লেখ করেননি 'যা ইয়ামান দেশে প্রস্তুত হতো'। আর প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سِرْتُ اَوْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ

سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ اِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِيْنَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُوْلُ اَدُّوْا صَدَقَاتِ اَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اِلٰى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيْمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ اِبِلِيْ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ اِنِّيْ اٰخِذُهَا اَخَافُ اَنْ يَّجِدَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِيْ عَمَدْتَ اِلٰى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ اِبِلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لاَ يُفَرَّقُ.

১৫৭৯। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ভ্রমণ করেছি অথবা আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত আদায়কারীর সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় (যাকাত সংক্রান্ত এ নির্দেশ ছিলো যে) দুগ্ধ প্রদানকারী পশু নেয়া যাবে না (কেননা হতে পারে ওটাই তার একমাত্র সম্বল)। বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এরপর আদায়কারী পানির কূপের নিকট আসতেন, যখন তারা (লোকেরা) তাদের পশুপালকে পানি পান করানোর জন্য ওখানে নিয়ে আসতো। তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের মালের যাকাত আদায় করো'। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এক ব্যক্তি একটি 'কূমাআবিশিষ্ট' উষ্ট্রী নিয়ে আসলো। আমি (হেলাল ইবনে খাব্বাব) বললাম, হে আবু সালেহ! কূমাআ কি? তিনি বললেন, উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, (আদায়কারী) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। যাকাতদাতা বললো, আমি আকাঙ্ক্ষা করেছি যে, আপনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট উটটি গ্রহণ করুন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি (আদায়কারী) তা গ্রহণ করলেন না এবং পরে সে ওটার চাইতে নিকৃষ্ট মানের একটি উটে লাগাম লাগিয়ে নিয়ে এলো কিন্তু তিনি এটাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরে ওটার চাইতে আরো নিকৃষ্ট মানের একটি উট লাগাম ধরে আনলো এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, আমি তা গ্রহণ করতে এজন্য ভয় করছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে একথা না বলেন যে ঃ এ ব্যক্তি তার উটের উপর তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, আর তুমি তার উত্তম মালটিই নিয়ে এসেছো! আবু দাউদ (র) বলেন, হুশাইম (র) হেলাল ইবনে খাব্বাব থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে لاَ تُفَرَّقُ-এর স্থলে لاَ يُفَرَّقُ বলেছেন।

١٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِىْ عَهْدِهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (مُتَفَرِّقٍ) وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَيْنَ لاَ تَجْمَعُ وَلاَ يُجْمَعُ حُكْمٌ.

১৫৮০। সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত আদায়কারী আমাদের নিকট আসলে আমি তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করলাম। অতঃপর আমি তার নিকট যাকাত সম্পর্কিত যে নির্দেশনামা ছিলো তাতে এ বিষয়টি পড়েছি ঃ যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। অবশ্য 'দুগ্ধ দানকারী পশু' (যাকাত হিসাবে নেয়া যাবে না) একথা বর্ণনা করেননি।

١٥٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحَاقَ الْمَكِّىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِىِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُوْلُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَبِىْ عَلٰى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِىْ اَبِىْ فِىْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيْرًا يُقَالُ لَهُ سِعْرُ بْنُ دَيْسَمَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبِىْ بَعَثَنِىْ اِلَيْكَ يَعْنِىْ لِاُصَدِّقَكَ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ وَاَىَّ نَحْوٍ تَاْخُذُوْنَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتّٰى اِنَّا نُبَيِّنَ ضُرُوْعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ اَخِىْ فَاِنِّىْ اُحَدِّثُكَ اِنِّىْ كُنْتُ فِىْ شِعْبٍ مِّنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَنَمٍ لِىْ فَجَاءَنِىْ رَجُلاَنِ عَلٰى بَعِيْرٍ فَقَالاَ لِىْ اِنَّا رَسُوْلاَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ مَا عَلَىَّ فِيْهَا فَقَالاَ شَاةً فَاَعْمَدْتُ اِلٰى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ هٰذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَاْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ فَاَىَّ شَىْءٍ تَاْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً اَوْثَنِيَّةً قَالَ فَاَعْمِدُ

اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ اَلَّتِىْ لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلٰى بَعِيْرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ اَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رَوْحٌ.

১৫৮১। মুসলিম ইবনে শো'বা (র) বলেন, নাফে' ইবনে আলকামা (র) আমার পিতাকে নিজ গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করেন এবং তাদের থেকে যাকাত উসূল করার নির্দেশ দেন। তিনি (মুসলিম) বলেন, আমার পিতা আমাকে তাদের এক গোষ্ঠীর নিকট পাঠালেন। অতঃপর আমি সি'র ইবনে দায়সাম নামীয় এক প্রবীণ বৃদ্ধের নিকট আসলাম। আমি বললাম, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট যাকাত উসূল করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, হে ভাইপো! তুমি কিভাবে নিবে? আমি বললাম, আমরা বাছাই করবো, আমরা বকরীর বাঁট দেখে যাচাই করবো। তিনি বললেন, ভাইপো! আমি অবশ্যই তোমাকে একটি হাদীস (ঘটনা) বর্ণনা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমি কোন এক উপত্যকায় আমার মেষপাল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় একটি উটে (আরোহী) দু'জন লোক আমার নিকট আসলেন। তারা আমাকে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার মেষপালের যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট প্রেরিত হয়েছি। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে কি দিতে হবে? তারা বলেন, বকরী। সুতরাং আমি এমন একটি বকরী দেয়ার মনস্থ করলাম, অন্যান্য বকরীর মধ্যে সেটার বিশেষ স্থান সম্পর্কে আমি অবগত। দুগ্ধে ওটার বাঁট ভরতি, খুব মোটাতাজা চর্বিওয়ালা। তা আমি বের করে তাদেরকে দিলাম। তারা বললেন, এটা তো জোড়াওয়ালা (বাচ্চাওয়ালা) বকরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জোড়াওয়ালা বকরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, তাহলে আপনারা কোন প্রকারের গ্রহণ করবেন? তারা বললেন, এক বছর অথবা দু'বছর বয়সী বকরী। তিনি বলেন, তখন আমি একটি 'মু'তাত্' বকরী প্রদান করবো স্থির করলাম। মু'তাত্ সে বকরীকে বলা হয়, যেটা এখনো কোনো বাচ্চা দেয়নি, তবে গর্ভধারণের উপযুক্ত হয়েছে। তা এনে তাদেরকে প্রদান করলাম। তারা বললেন, হাঁ, এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি। অবশেষে তারা ওটাকে তাদের উটের পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْنُسَ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيْهِ الشَّافِعُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِىْ كِتَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِىِّ عَنِ

الزُّبَيْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى ابْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِىِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الاِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَاَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِى الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيْضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلٰكِنْ مِّنْ وَسَطِ اَمْوَالِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَسْئَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَاْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

১৫৮২। যাকারিয়া ইবনে ইসহাক (র) থেকে তার সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'মুসলিম ইবনে শো'বা'। তাতে তিনি বলেন, 'শাফে' হলো, যে গবাদি পশুর জড়ায়ুতে বাচ্চা আছে।... গাদিরা কায়সের আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া আল-গাদিরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করেছে সে নিঃসন্দেহে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (এক) যে এক আল্লাহর বন্দেগী করেছ। (দুই) যে এ বিশ্বাস ও আকীদা রেখেছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। (তিন) যে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ে, নিঃসঙ্কোচে প্রতি বছর তার মালের যাকাত প্রদান করেছে। বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট মাল যাকাত প্রদান করে না, বরং প্রদান করে মধ্যম মানের। কেননা আল্লাহ তোমাদের উৎকৃষ্ট মাল চান না এবং নিকৃষ্টটিও তোমাদেরকে দেয়ার আদেশ করেন না।

١٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِىْ مَالَهُ لَمْ اَجِدْ عَلَيْهِ فِيْهِ اِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ اَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلٰكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنَا بِاٰخِذٍ مَالَمْ اُوْمَرْ بِهِ وَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيْبٌ فَاِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَاْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا

عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَاِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَاِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ فَاِنِّيْ فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِيَ وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِيْ عَرَضَ عَلَيَّ حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَتَانِيْ رَسُوْلُكَ لِيَاْخُذَ مِنِّيْ صَدَقَةَ مَالِيْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا قَامَ فِيْ مَالِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَسُوْلُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِيْ فَزَعَمَ اَنَّ مَا عَلَيَّ فِيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذٰلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيْمَةً فَتِيَّةً لِيَاْخُذَهَا فَاَبٰى عَلَيَّ فَهَاهِيَ ذَهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الَّذِيْ عَلَيْكَ فَاِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ اٰجَرَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ فَهَاهِيَ ذَهْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِيْ مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

১৫৮৩। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট গেলাম। তখন সে তার সমস্ত মাল (উট) একত্র করলো। তাতে আমি দেখলাম, তার উপর একটি বিনতে মাখাদ প্রযোজ্য। সুতরাং আমি তাকে বললাম, একটি বিনতে মাখাদ প্রদান করো। কেননা সেটাই তোমার দেয় যাকাত। সে বললো, এর মধ্যে দুগ্ধও নেই, আর এটা আরোহণ করার উপযোগীও নয় (এটা কোনো কাজের নয়), বরং এ উষ্ট্রী (অন্য আর একটি) যা যুবা বয়সী, বৃহৎকায়, মোটাতাজা, এটা গ্রহণ করুন। আমি বললাম, আমি এটা নিতে পারি না, এ প্রকারের জন্য আমি আদিষ্ট নই। আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকটেই আছেন। যদি ভালো মনে করো তাঁর কাছে গিয়ে (কথাগুলো) অনুরূপভাবে পেশ করো যেরূপভাবে আমাকে বলেছো এবং তাই করো। যদি তিনি এটা গ্রহণ করেন আমিও নেবো, আর যদি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, আমিও প্রত্যাখ্যান করবো। সে বললো, আমি তাই করবো। অতঃপর সে আমাকেসহ উক্ত উষ্ট্রীটি নিয়ে বের হলো যেটা আমাকে দিয়েছিল। শেষ নাগাদ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। লোকটি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতিনিধি আমার নিকট এসেছে, আমার মালের (উটের) যাকাত নেয়ার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর শপথ! এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কিংবা তাঁর প্রতিনিধি কখনো আমার মালের যাকাত নিতে

আসেননি। (এখন) আমি আমার সমস্ত মাল (উট) তাঁর সম্মুখে একত্র করেছি। কিন্তু তিনি বলেন, আমার মালের উপর নাকি একটি বিনতে মাখাদ প্রযোজ্য। অথচ এর মধ্যে দুগ্ধও নেই বা তা আরোহণ করার উপযোগীও নয়। বরং আমি এমন একটি উষ্ট্রী পেশ করেছি, যা বৃহৎকায় এবং মোটাতাজা যুবা বয়সী। কিন্তু তিনি এটা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। আর সেটি এটাই, আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি। হে আল্লাহর রাসূল! (অনুগ্রহপূর্বক) এটা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ সে (আদায়কারী) যা বলেছে সেটাই তোমার দেয়। তবে যদি তুমি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত প্রদান করো, আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং আমরাও তা তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। সে বললো, এটাই সেটা, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, গ্রহণ করুন। তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) তা গ্রহণ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং তার ও তার মালের জন্য কল্যাণময় দু'আ করলেন।

١٥٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

১৫৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো যারা কিতাবধারী (ইয়াহূদী ও খৃস্টান)। তুমি (সর্বপ্রথম) তাদেরকে এই সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাই নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রত্যহ দিন-রাতে পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের মালের যাকাত প্রদান ফরয করেছেন– যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা

তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেকো। আর মযলুমের অভিশাপকে ভয় করো। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো আড়াল নেই।

١٥٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُعْتَدِّىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

১৫৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী (আদায়কারী) সেই ব্যক্তির ন্যায় যে যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানায়।

بَابُ رِضَاءِ الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি অর্জন করা

١٥٨٦- حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِىْ سَدُوْسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَا كَانَ اِسْمُهُ بَشِيْرًا وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيْرًا قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا فَقَالَ لاَ.

১৫৮৬। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উবায়দ তার বর্ণনায় বলেন, মূলত তার নাম বাশীর ছিলো না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তার নাম বাশীর রেখেছেন। তিনি বলেন, আমরা বললাম, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন (যা ফরয তার অধিক নিয়ে যান)। সুতরাং তারা যে পরিমাণ আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন সে পরিমাণ মাল কি আমরা গোপন করতে পারি? তিনি বলেন ঃ না।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ.

১৫৮৭। উল্লেখিত হাদীসটির ভাবার্থ একই সনদে আইউব (র) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে একথাটি আছে যে, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যাকাত আদায়কারীগণ সীমালঙ্ঘন করে। আবু দাউদ বলেন, আবদুর রায্যাক (র) মা'মার থেকে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى الْغُصْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَاْتِيْكُمْ رُكَيْبٌ مُبَغَّضُوْنَ فَاِذَا جَاؤُكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَخَلُّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ فَاِنْ عَدَلُوْا فَلِاَنْفُسِهِمْ وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهَا وَاَرْضُوْهُمْ فَاِنَّ تَمَامَ زَكٰوتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ.

১৫৮৮। আবদুর রহমান ইবনে জাবের ইবনে আতীক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই অপছন্দনীয় (যাকাত আদায়কারী) দল তোমাদের নিকট আসবে এবং যখন তারা আসবে তখন তোমরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাও এবং তারা যা (নিতে) চায়, তাদের মাঝে তা উন্মুক্ত করে দাও (বাধা সৃষ্টি করো না)। যদি তারা ন্যায়নীতি অনুসরণ করে তাহলে তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তারা যুলুম করে তবে সেটার পাপ বর্তাবে তাদেরই উপর। আর তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করো, কেননা তোমাদের যাকাতের পরিপূর্ণতা তাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত। আর তাদের উচিত তারা যেন তোমাদের জন্য দু'আ করে।

١٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْنِىْ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ نَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَا فَيَظْلِمُوْنَا قَالَ فَقَالَ ارْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ ظَلَمُوْنَا قَالَ ارْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ زَادَ عُثْمَانُ وَاِنْ

ظُلِمْتُمْ. وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّىْ مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَاسَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّىْ رَاضٍ.

১৫৮৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের নিকট আসে এবং আমাদের উপর যুল্‌ম করে। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের যাকাত আদায়কারীদেরকে তোমরা সন্তুষ্ট রাখো। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তারা আমাদের উপর যুল্‌ম করে তবুও? তিনি বললেন ঃ তোমাদের যাকাত আদায়কারীদেরকে সন্তুষ্ট করো। উসমান (তার বর্ণনায়) বর্ধিত করেছেন, 'যদিও তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হয় তবুও। আবু কামিল তার হাদীসে বর্ণনা করেন, জারীর (রা) বলেছেন, যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একথা শুনেছি, তখন থেকে কোনো যাকাত আদায়কারী আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি।

بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِاَهْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত প্রদানকারীর জন্য আদায়কারীর দু'আ করা

١٥٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ وَاَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ اَبِىْ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ قَالَ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى.

১৫৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা 'বৃক্ষতলায় বাইয়াতে' (রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের সাদাকা (যাকাত) নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের উপর কল্যাণ বর্ষণ করো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার পিতা তার সাদাকা নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করো।

টীকা ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ সালে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত মুসলমানদের থেকে বৃক্ষতলায় একটি বাইয়াত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করেন, ইতিহাসে এই বাইয়াত গ্রহণকারীগণ "আসহাবুশ শাজারাহ" ও অন্যান্য নামে পরিচিত (অনু.)।

بَابُ تَفْسِيْرِ اَسْنَانِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উটের বয়সের ব্যাখ্যা

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ وَاَبِيْ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ اَبِيْ عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ اَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوْا يُسَمَّى الْحُوَارُ ثُمَّ الْفَصِيْلُ اِذَا فَصَلَ ثُمَّ تَكُوْنُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ اِلٰى تَمَامِ سَنَتَيْنِ فَاِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَهِيَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَاِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِيْنَ فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ اِلٰى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ لِاَنَّهَا اِسْتَحَقَّتْ اَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ تُلْقَحُ وَلاَ يُلْقَحُ الذَّكَرُ حَتّٰى يُثْنِيَ وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ لِاَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا اِلٰى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ فَاِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتّٰى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِيْنَ فَاِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَاَلْقٰى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا فَاِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالْاُنْثٰى رَبَاعِيَةً اِلٰى تَمَامِ السَّابِعَةِ فَاِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَاَلْقٰى السِّنَّ السَّدِيْسَ الَّذِيْ بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَسَدِيْسٌ اِلٰى تَمَامِ الثَّامِنَةِ فَاِذَا دَخَلَ فِي التَّسْعِ طَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ اَيْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِيْ طَلَعَ حَتّٰى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اِسْمٌ وَلٰكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ اَعْوَامٍ اِلٰى خَمْسِ سِنِيْنَ وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ. قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ وَالْجَذُوْعَةُ وَقْتٌ مِّنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُوْلُ الْاَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوْعِ سُهَيْلٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ شِعْرًا.

اِذَا سُهَيْلٌ اَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ + فَابْنُ اللَّبُوْنِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ

لَمْ يَبْقَى مِنْ اَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ.

وَالْهُبَعُ الَّذِيْ يُوْلَدُ فِيْ غَيْرِ حِيْنِهِ.

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আর-রিয়াশী ও আবু হাতিম প্রমুখের নিকট শুনেছি এবং নাদর ইবনে শুমাইলের গ্রন্থ ও আবু উবাইদের গ্রন্থের মধ্যে দেখেছি। তাদের একজন বা অপরজন কর্তৃক আলোচ্য বিবরণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেছেন, গর্ভস্থ ভ্রূণের নাম 'আল-হুয়ার'। সদ্য প্রসূত বাচ্চার নাম 'আল-ফাছিল'। এক বছর থেকে দু'বছরে পদার্পণকারী 'বিনতে মাখাদ'। তৃতীয় বছরে প্রবেশ করলে 'ইবনাতু লাবূন'। তিন বছর থেকে চতুর্থ বছর পূর্ণ হলে 'হিক্কাহ'। কেননা তখন সেটা আরোহণ এবং প্রজননের উপযোগী হয়। বস্তুত পুরুষ উট ছয় বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বালেগ হয় না। 'হিক্কাহ'-কে এ কারণেই 'তরুকাতুল ফাহ্ল' বলা হয় যে, পুরুষ উট তাকে পাল দেয়। চতুর্থ বছর সমাপ্ত হলে পঞ্চম বছরে প্রবেশ করলে 'জাযায়াহ'। আর যখন ষষ্ঠ বছরে প্রবেশ করে এবং সম্মুখের দু'টি দাঁত পড়ে যায় তখন তাহা 'সানি' এবং এ নাম ষষ্ঠ বছর পূর্ণ হওয়া নাগাদ বহাল থাকে। আর যখন সপ্তম বছরে প্রবেশ করে, তখন উট 'রুবায়ী' এবং উষ্ট্রী 'রুবায়ীয়াহ', সপ্তম বছর শেষ হওয়া নাগাদ এ নাম থাকে। যখন অষ্টম বছরে প্রবেশ করে এবং রুবায়ীয়াহ দাঁতের পর ষষ্ঠ দাঁত পড়ে যায় তখন সেটা 'সাদীস' ও 'সাদাস্'। অষ্টম বছর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ নাম থাকে। আর যখন নবম বছরে প্রবেশ করে এবং পাশের ধারালো দাঁত প্রকাশ হয় তখন 'বাযিল'। এ দাঁত প্রকাশ হয় বিধায় তাকে 'বাযিল' বলা হয়। অবশেষে যখন দশম বছরে প্রবেশ করে তখন 'মাখলাফ'। এরপর তার আর কোনো নাম নেই। তবে (এরপর) বলা হয় এক বর্ষীয়া 'বাযিল', দুই বর্ষীয়া 'বাযিল' এবং এক বর্ষীয়া 'মাখলাফ', দুই বর্ষীয়া মাখলাফ এবং তিন বর্ষীয়া 'মাখলাফ', অনুরূপভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত। মূলত খুলফাহ হলো গর্ভধারী উষ্ট্রী। আবু হাতেম (র) বলেন, 'আল-জায়ূ'আহ' শব্দ একটি সময়-কালকে বুঝায়, এর অর্থ দাঁত নয়। উটের বয়সের মেয়াদের তারতম্য ঘটতে থাকে অগস্ত্য তারকার (সুহায়েল) উদয়ের সাথে সাথে। আবু দাউদ বলেন, কবি আর-রিয়াশী আমাদের কাছে কয়েক ছত্র কবিতার মাধ্যমে তা ব্যক্ত করেছেন ঃ "রাতের প্রথম প্রহরে যখন অগস্ত্য তারকা উদিত হয় তখন ইবনে লাবূন হয় হিক্কা এবং হিক্কা হয় জাযাআহ্। এরপর 'হুবা' ব্যতীত আর উটের বয়স গণনা করা হয় না। অগস্ত্য তারকার উদয়ের আগে জন্মগ্রহণকারী উটকে বলা হয় হুবা।

بَابُ اَيْنَ تَصَدَّقَ الْاَمْوَالَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে স্থানে মালের যাকাত প্রদান করবে

١٥١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلاَّ فِىْ دُوْرِهِمْ.

১৫৯১। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে

বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দূরে অবস্থান করে যাকাত আদায় করা যাবে না এবং যাকাতযোগ্য মালও দূরে সরিয়ে নেয়া যাবে না। যাকাতদাতাদের বসতি থেকেই তা আদায় করতে হবে।

١٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ فِيْ قَوْلِهِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ اَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِيْ مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ اِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِهِ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ اَيْضًا لاَ يُجْنَبُ اَصْحَابُهَا يَقُوْلُ وَلاَ يُكُوْنُ الرَّجُلُ بِاَقْصٰى مَوَاضِعِ اَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ فِيْ مَوْضِعِهِ.

১৫৯২। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, (যাকাতযোগ্য) চতুষ্পদ জন্তুর সাদাকা (যাকাত) তার (অবস্থান) স্থানেই নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তা আদায়কারীর নিকট টেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না এবং جَنَبَ-ও প্রায় অনুরূপ। (অর্থাৎ) মালের অধিকারী তা (আদায়কারীর নিকট) হাঁকিয়ে নিতে পারবে না। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক) বলেন, ব্যক্তি (আদায়কারী) মালের নিকট থেকে বহু দূরে এক প্রান্তে অবস্থান করো মালিকদেরকে সেখানে মাল নিয়ে যাবার জন্য বাধ্য করা যাবে না, বরং মালের স্থানেই (যাকাত) নেয়া হবে।

بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কোন ব্যক্তির তার প্রদত্ত যাকাতের মাল পুনরায় খরীদ করা

١٥٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَاعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ.

১৫৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। পরে তিনি দেখলেন, উক্ত ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তাই তিনি সেটা খরীদ করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি তা খরীদ করো না এবং তোমার সাদাকা তুমি ফিরিয়ে নিও না।

টীকা ঃ কতক আলেমের মতে যাকাত প্রদানকারীর তার দেয়া যাকাত খরীদ করা হারাম। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলেমের মতে এটা "মাকরূহ তানযীহ" (অনু.)।

بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ দাস-দাসীর যাকাত

١٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ زَكٰوةٌ اِلاَّ زَكٰوةَ الْفِطْرِ فِى الرَّقِيْقِ.

১৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু দাস-দাসীর পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) দিতে হবে।

١٥٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

১৫৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের উপর তার দাস-দাসী ও তার ঘোড়ার কোনো যাকাত নেই।

بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ফসলের যাকাত

١٥٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىِّ اَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৫৮৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা এমন ভূমি যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা

আপনিই পানি সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (উৎপাদনের এক-দশমাংশ) দেয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি উষ্ট্রী অথবা বালতি বা কোনরূপ সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চন করা হয়, তাতে 'উশরের অর্ধেক' অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে (এটাই ফসলের যাকাত)।

١٥٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىِّ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৫৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ভূমি নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে (ফসলের) এক-দশমাংশ দেয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি উষ্ট্রী দ্বারা (বা অন্যভাবে) সেচ করা হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ।

١٥٩٨- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ وَحُسَيْنُ بْنُ الْاَسْوَدِ الْعِجْلِىُّ قَالاَ قَالَ وَكِيْعٌ الْبَعْلُ اَلْكَبُوْسُ الَّذِىْ يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ. قَالَ ابْنُ الْاَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اٰدَمَ سَأَلْتُ اَبَا اِيَاسٍ الْاَسَدِىَّ عَنِ الْبَعْلِ فَقَالَ الَّذِىْ يُسْقٰى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْبَعْلُ مَاءُ الْمَطَرِ.

১৫৯৮। ওয়াকী' (র) বলেন, 'কাবূস'কেই 'বা'ল ভূমি' বলা হয়। বৃষ্টির পানির দ্বারা যে ভূমিতে ফলস জন্মায়, সেটাই 'কাবূস'। ইবনুল আসওয়াদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আদাম (র) বলেছেন, আমি আবু ইয়াস আল-আসাদীকে 'বা'ল' (ভূমি) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, যে ভূমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় (সেটাই)।

١٥٩٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى بْنَ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ اُتْرُجَّةً عَلٰى بَعِيْرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلٰى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.

১৫৯৯। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে (শাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন এবং বললেন ঃ (যাকাত বাবদ) ফসল থেকে ফসল, মেষপাল থেকে বকরী (ছাগী), উটপাল থেকে উষ্ট্রী, গরুর পাল থেকে গাভী গ্রহণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি মিসরের একটি শসা মেপে তের বিঘত লম্বা পেয়েছি এবং একটি তরমুজ অথবা লেবু একটি উষ্ট্রীর উপর দ্বিখণ্ডিতাবস্থায় দেখেছি, যা খণ্ড করার পর দু'দিকের দু'ভাগ বরাবর সমান ভারী হয়েছে। (যাকাত প্রদানের ফলেই আল্লাহ এ বরকত দান করেছেন)।

بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মধুর যাকাত

١٦٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ اَحَدُ بَنِىْ مُتْعَانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ اَنْ يُّحْمٰى لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادِىَ فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اِنْ اَدّٰى اِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِهِ فَاَحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَاِلاَّ فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَّشَاءُ.

১৬০০। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণিত। হেলাল নামে মুত্য়ান গোত্রীয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার মধুর 'উশর' (এক-দশমাংশ) নিয়ে আসলেন এবং তার নিকট 'সালাবাহ্' নামক একটি সমতলভূমি বন্দোবস্ত চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উক্ত ভূমিটি বন্দোবস্ত দিলেন। পরে যখন উমার (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন, সুফিয়ান ইবনে ওয়াহব (তথাকার শাসক) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উক্ত ভূমি সম্পর্কে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন। জবাবে উমার (রা) তাকে লিখলেন যে, তিনি (হেলাল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার মধুর 'উশর' যা প্রদান করতেন, যদি তিনি তা তোমাকে প্রদান করেন তবে 'সালাবা' ওয়াদী (সমভূমি) তার বন্দোবস্তেই থাকতে দাও। অন্যথায় (যদি সে তা প্রদান না করে) প্রকৃতপক্ষে ওটা (মৌমাছি) হচ্ছে বৃষ্টির কীট (ওরা যা কিছু সংগৃহীত করে) যার ইচ্ছা সে খেতে পারে।

١٦٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَنَسَبَهُ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِّنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يَحْمٰى لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَاَدُّوْا اِلَيْهِ مَا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمٰى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ.

১৬০১। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। 'শাবাবাহ' হচ্ছে 'ফাহ্‌ম' নামক প্রকাণ্ড গোত্রের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গোত্র। রাবী পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ) বলেন, (মধুর যাকাত) দশ মশকে (পাত্রের) এক মশক ওয়াজিব (তায়েফের শাসক ছিলেন সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী, সুফিয়ান ইবনে ওয়াহ্‌ব নন, যা পেছনের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)। তিনি (আবদুর রহমান) বলেন, তাদেরকে (শাবাবাহ গোত্রীয়দেরকে) দু'টি সমভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল। (আবদুর রহমান) এ কথাটিও বলেছেন যে, (খলীফা উমার রা. তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,) তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মধুর যাকাত) যা প্রদান করতো, তার নিকটও যেন তা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে দু'টি ওয়াদীই বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

١٦٠٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ بَطْنًا مِّنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ.

১৬০২। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। (শাবাবাহ) ফাহ্‌ম গোত্রের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গোত্র (এবং হাদীসের বর্ণনা) মুগীরার হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, (মধুর যাকাত) দশ পাত্রে এক পাত্রে ওয়াজিব এবং তিনি এ কথাও বলেন যে, তাদেরকে দু'টি সমভূমি দেয়া হয়েছিল।

بَابُ فِيْ خَرْصِ الْعِنَبِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

١٦٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنْ يُّخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

১৬০৩। আত্তাব ইবনে আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন খেজুরের পরিমাণ যেভাবে অনুমান করে নির্ধারণ করা হয়, ঠিক সেভাবে আঙ্গুরের পরিমাণও অনুমান করে নির্ধারণ করা হবে এবং আঙ্গুরের যাকাত নেয়া হবে কিশমিশ দ্বারা, যেমন খেজুরের যাকাত নেয়া হয় খুরমা দ্বারা।

١٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَعِيْدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا.

১৬০৪। ইবনে শিহাব (র) থেকে পূর্বে বর্ণিত সনদে এ হাদীসটি অর্থ ও ভাব বর্ণিত হয়েছে (অবশ্য শাব্দিক পার্থক্য আছে)।

بَابٌ فِى الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ অনুমান করার নিয়ম-পদ্ধতি

١٦٠٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اِلٰى مَجْلِسِنَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَّمْ تَدَعُوْا اَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.

১৬০৫। আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) আমাদের মজলিসে আসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ যখন তোমরা অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তখন তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দাও। যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে অসম্মত হও তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, অনুমানকারী উৎপাদন খরচের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে।

টীকা ঃ একদল আলেমের মতে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বাদ দিবে ওশর থেকে এবং অপর দলের মতে মোট উৎপাদিত শস্য থেকে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অনুমান করা ও বাদ দেয়ার প্রয়োজন নাই। (শস্য) সংগৃহীত হলে পর বাটখারায় ওজন দিয়ে ওশর ধার্য করা হবে। উপরোক্ত ব্যবস্থা ছিল সুদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার (সম্পাদক)।

بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কখন খেজুর অনুমান করা হবে?

١٦٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُوْدٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

১৬০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে (তথাকার) ইহূদীদের নিকট পাঠালেন। তিনি খেজুরের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করেছেন যখন তা পুষ্ট হয়েছে, তবে তখনও তা খাওয়ার উপযোগী হয়নি।

بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কিরূপ ফল যাকাত বাবদ দেয়া জায়েয নেই

١٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُوْرِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১৬০৭। আবু উমামা ইবনে সাহল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জু'রূর ও হুবাইক বর্ণের খেজুর যাকাত বাবদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, এগুলো হচ্ছে মদীনার খেজুরের দু'টি বিশেষ বর্ণ।

টীকা ঃ জু'রূর সবচেয়ে নিকৃষ্ট খেজুরের বর্ণ। আর হুবাইক নামে জনৈক ব্যক্তির গায়ের বর্ণ ও নিকৃষ্ট এক প্রকারের খেজুরের বর্ণ একই ধরনের। সুতরাং এ বর্ণকে সেই ব্যক্তির দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে (অনু.)।

١٦٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ اَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِّنَّا قِنَا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬০৮। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক ছড়া খেজুর মসজিদে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি লাঠির দ্বারা উক্ত ছড়াটিতে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ যদি এ সাদাকার মালিক ইচ্ছা করতো, তাহলে এর চাইতে আরো উত্তমটি সাদাকা করতে পারতো। তিনি আরো বললেন ঃ এ সাদাকা প্রদানকারী কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ফল খাবে।

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)

١٦٠٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْخَوْلاَنِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِىْ عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَحْمُوْدٌ الصَّدَفِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنَ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ.

১৬০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীল বাক্য ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে পবিত্র করতে এবং দুস্থদের কিছু খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে রোযার যাকাত প্রদান করাটা আবশ্যকীয় করেছেন। যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে তা আদায় করে সেটা গৃহীত সাদাকায় পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে প্রদান করে, তা অন্যান্য সাদাকাসমূহ থেকে একটি সাদকাই মাত্র।

টীকা ঃ হানাফীদের মতে সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব, ফরয নয়। কেননা এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর ঈদের নামাযের পূর্বে 'সাদাকায়ে ফিতর' আদায় করা 'মুসতাহাব', তবে পরে দিলেও তা আদায় হবে (অনু.)।

بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ (ফিতরা) কখন প্রদান করবে?

١٦١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.

১৬১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'সাদাকায়ে ফিতর' লোকজনের নামাযে (ঈদগাহে) গমনের পূর্বেই প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে' (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ঈদের একদিন, দু'দিন পূর্বেই তা (ফিতরা) আদায় করে দিতেন।

بَابُ كَمْ تُؤَدَّى فِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ সাদাকায়ে ফিতর কি পরিমাণ দিতে হয়?

١٦١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ اَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيْهِ فِيْمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ زَكٰوةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১৬১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকায়ে ফিতর ফরয করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) তার বর্ণনায় বলেন, ইমাম মালেক (র) তাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক স্বাধীন কিংবা গোলাম (দাস), পুরুষ কিংবা নারী, মুসলমানের উপর মাথাপিছু রমযানের ফিতরা এক সা' খেজুর বা যব ওয়াজিব।

١٦١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَاَمَرَهَا اَنْ تُؤَدّٰى

قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ الْجُمَحِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১৬১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরা এক সা' ফরয করেছেন। অতঃপর মালেকের (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন এবং এ কথাটি বর্ধিত করেছেন ঃ ছোট ও বড় (এদের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে)। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ আল-উমারী (র) নাফে' (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর'। আল-জুমাহী উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, সেখানে বলছেন, 'মুসলমানদের পক্ষ থেকে'। কিন্তু উবায়দুল্লাহ থেকে প্রসিদ্ধ (বর্ণনা) যে, তন্মধ্যে 'মুসলমানদের পক্ষ থেকে' এ কথাটির উল্লেখ নেই।

١٦١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ زَادَ مُوْسٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَعَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَيْضًا.

১৬১৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন ও গোলাম, বয়সে ছোট ও বড় (সকলের উপর) সাদাকায়ে ফিতর এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর প্রদান ফরয করেছেন। মূসা (বর্ণনাকারী), "পুরুষ ও নারী" এ কথাটি বর্ধিত করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আইউব ও আবদুল্লাহ আল-উমারী তাদের হাদীসের মধ্যে নাফে' থেকে "পুরুষ এবং নারীও" বর্ণনা করেছেন।

١٦١٤- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ سُلْتٍ اَوْ زَبِيْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِّنْ تِلْكَ الْاَشْيَاءِ.

১৬১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকেরা (মাথাপিছু) এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা খোসাবিহীন গম অথবা কিসমিস সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতো। নাফে' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, যখন উমার (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন এবং গমও পর্যাপ্ত পরিমাণে (উৎপাদিত) হলো, তখন উমার (রা) ঐ সমস্ত বস্তুর এক সা'-এর স্থলে গম অর্ধ সা' নির্ধারণ করে দিলেন।

١٦١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُعْطِى التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ التَّمْرَ عَامًا فَاَعْطَى الشَّعِيْرَ.

১৬১৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, (উমার রা.-এর নির্ধারণের) পরে লোকেরা (মাথাপিছু) অর্ধ সা' গম দিতে থাকে। নাফে' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) নিজে খেজুর (দ্বারা ফিতরা) দিতেন। পরে একবার মদীনাবাসীর উপর খেজুরের আকাল দেখা দিলে, তিনি যব প্রদান করেন।

টীকা ঃ গম বা আটা ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ফিতরা হিসাবে মাথাপিছু এক সা' (তিন সের নয় ছটাক) প্রদান করতে হবে। গম বা আটার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই ধরনের হাদীসই বিদ্যমান– মাথাপিছু এক সা' অথবা অর্ধ সা' (এক সের সাড়ে বারো ছটাক, ২০নং অনুচ্ছেদের হাদীসও দেখুন)। সুফিয়ান সাওরী (র) অর্ধ সা'-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। অর্ধ সা' গমের প্রচলন আমীর মুআবিয়া (রা) করেছেন বলে অপপ্রচার চালানো হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে আবু বাক্‌র, উমার, উছমান ও আলী (রা)-র খেলাফতকালে অর্ধ সা' গম প্রদান জনপ্রিয়তা লাভ করে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে গমও এক সা' দিতে হবে (সম্পাদক)।

١٦١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ

شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّىْ اَرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ. فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ اَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ.

১৬১৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন, আমরা প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে (মাথাপিছু) এক সা' খাবার (গম) অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস ফিতরা বাবদ প্রদান করতাম এবং আমরা সবসময় এ নিয়মেই দিয়ে আসছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রা) হজ্জ অথবা উমরাহ্র উদ্দেশ্যে আগমন করলেন। তিনি মিম্বারের উপর (উপবিষ্ট হয়ে) জনগণের সামনে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তার আলোচনায় লোকদেরকে বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা' খেজুরের সমান। ফলে লোকেরা এটাকেই গ্রহণ করলো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, কিন্তু আমি যত দিন বেঁচে থাকি সর্বদা সেটাই (এক সা'-ই) প্রদান করবো। আবু দাউদ (র) বলেন... ইয়াদ, আবু সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ইবনে উলাইয়্যা থেকে "অথবা এক সা' গম" এ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন। এটা সংরক্ষিত নয়।

١٦١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ وَهُوَ وَهْمٌ مِّنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ اَوْمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ.

১৬১৭। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মুসাদ্দাদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইসমাঈল থেকে। কিন্তু সে বর্ণনার মধ্যে গমের কথাটি উল্লেখ নেই।... এবং মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম এ হাদীসে,.. আবু সাঈদ (রা) থেকে আধা সা' গমের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম অথবা তার থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তার ভ্রম হয়েছে।

টীকা ঃ আমাদের দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের নয় ছটাক। দুই মুদ্দ হলো এক সা'র অর্ধেক। অর্থাৎ এক সের সাড়ে বারো ছটাক (অনু.)।

١٦١٨- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ لاَ اُخْرِجُ اَبَدًا اِلاَّ صَاعًا اِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ اَقِطٍ اَوْ زَبِيْبٍ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى. زَادَ سُفْيَانُ اَوْ صَاعًا مِّنْ دَقِيْقٍ. قَالَ حَامِدٌ فَاَنْكَرُوْا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

১৬১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা এক সা'ই প্রদান করবো। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। এটি হচ্ছে ইয়াহইয়া বর্ণিত হাদীস। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ধিত করেছেন, 'অথবা এক সা' আটা।' (ইমাম আবু দাউদের উসতাদ) হামেদ (র) বলেন, মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বাক্যটি গ্রহণ করেননি। পরে সুফিয়ান এ কথাটি বর্জন করেছেন। আবু দাউদ বলেন, বস্তুত এ বর্ধিত কথাটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ভ্রম।

بَابُ مَنْ رَوٰى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যিনি বর্ণনা করেছেন, ফিতরা আধা সা' গম

١٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ غَنِيٌّ اَوْ فَقِيْرٌ.

১৬১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ফিতরা) ছোট ও বড়, স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ অথবা নারী প্রত্যেক দু'জনের উপর এক সা' গম ওয়াজিব। তা অবশ্য তোমাদের ধনবানেরা প্রদান করবে, ফলে আল্লাহ তাদের (আত্মা ও সম্পদ) পবিত্র করবেন। আর তোমাদের দরিদ্রদের (জন্য এটাই কামনা করি) তাকে (লোকে) যা প্রদান করেছে, আল্লাহ তায়ালা আরো অধিক দান করবেন। সুলায়মান তার বর্ণনায় বৃদ্ধি করেছেন 'ধনী ও দরিদ্র'।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرٍ الْكُوْفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ اَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ تَمْرٍ اَوْ صَاعٍ شَعِيْرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ اَوْ صَاعٍ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

১৬২০। সা'লাবা ইবনে সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ ফিতরা মাথাপিছু এক সা' যব। আলী ইবনুল হাসান তার বর্ণনায় বলেছেন, 'অথবা প্রতি দু'জনে এক সা' গম'। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা একই, 'প্রত্যেক ছোট ও বড় এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে' (প্রদান করতে হবে)।

١٦٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ اَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الْمُقْرِئِ.

১৬২১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা-ইবনে সালেহ-'আল-আদাবী ও তাদের সাথে আল্-উযরী বলেন, (আবু দাউদ বলেন, আমার উস্তাদ আহমাদ ইবনে সালেহ বলেছেন যে, তাঁর উস্তাদ আবদুর রায্যাক বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা আল-আদাবী, কিন্তু এটা ঠিক নয়, বরং 'আল-উযরী' এটাই ঠিক), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দু'দিন পূর্বে বক্তৃতা দিলেন... মুকরী' অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদের হাদীসের অনুরূপ।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوْا فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ. فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَاٰى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوْهُ صَاعًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرٰى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلٰى مَنْ صَامَ.

১৬২২। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বারে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোযার সাদাকা (ফিতরা) প্রদান করো। মনে হচ্ছিলো (ফিতরা সম্পর্কে) লোকেরা অবগত ছিল না। তিনি বললেন, মদীনার অধিবাসী এখানে কে আছো? তোমরা তোমাদের (বসরী) ভাইদের নিকট যাও এবং তাদেরকে (ফিতরার বিধান) শিক্ষা দাও। কেননা তারা (এ বিষয়ে) অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরা (মাথাপিছু) এক সা' খেজুর অথবা যব অথবা অর্ধ সা' গম স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস, পুরুষ অথবা নারী, ছোট কিংবা বড় প্রত্যেকের উপর ফরয (ওয়াজিব) করেছেন। অতঃপর যখন আলী (রা) (বসরায়) আগমন করলেন তখন দেখলেন, জিনিসপত্রের মূল্য অনেক সস্তা ও সুলভ। তিনি বললেন, অবশ্য আল্লাহ তোমাদের উপর (তাঁর অনুগ্রহকে) প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং যদি তোমরা প্রত্যেক বস্তু থেকে এক সা' প্রদান করো (তা হবে প্রশংসনীয়)। হুমাইদ আত-তাবীল (র) বলেন, হাসান বসরীর মতে রমযানের ফিতরা কেবল রোযাদার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

بَابُ فِىْ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

١٦٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا فَقَدْ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاعْتُدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْاَبِ اَوْ صِنْوُ اَبِيْهِ.

১৬২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে পাঠালেন। (তিনি এসে বললেন) ইবনে জামীল, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আব্বাস (যাকাত প্রদানে) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইবনে জামীলের আপত্তি করার তেমন কোন কারণ নেই। তবে সে নিঃস্ব ছিলো, এখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে বিত্তশালী করেছেন। আর খালিদের ব্যাপার হচ্ছে যে, (তোমরা যাকাত দাবি করে) তার উপর যুলুম করেছো। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ্ করে দিয়েছে। আর আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, (তার উপর দাবিকৃত যাকাত) তা আমার উপর দেয় এবং (তৎসঙ্গে) অনুরূপ পরিমাণ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ (হে উমার!) তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা পিতৃতুল্য?

টীকা ঃ পূর্ণ হাদীসটির ব্যাখ্যায় আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিক সমর্থিত কথা হচ্ছে, ইবনে জামীল (রা) সদ্য সম্পদশালী হয়েছেন, যাকাত ফরয হবার জন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। তা এখনও হয়নি।

০ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র নিকট যা সম্পদ আছে, সেগুলো তার নিজস্ব নয়, বরং বায়তুল মাল থেকে ধার নেয়া। নিজের যা ছিল তা ওয়াক্‌ফ্ করে দিয়েছেন।

০ আর আব্বাস (রা) সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা তিনি বিগত বছরের যাকাত তো প্রদান করেছেনই, সাথে সাথে (অগ্রিম) বর্তমান বছরের যাকাতও দিয়েছেন যা আমার (রাসূলের) নিকট রক্ষিত। অথবা তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি কেবল ধার্যকৃত যাকাতই দিবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দিবেন (অনু.)।

١٦٢٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ.

১৬২৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগাম যাকাত প্রদানের আবেদন করলেন। তিনি এ ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিয়েছেন।

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা

١٦٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبِيْ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ زِيَادًا اَوْ بَعْضَ الْاُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ اَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِيْ اَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৬২৫। ইবরাহীম ইবনে আতা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। যিয়াদ অথবা অন্য কোনো শাসক ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন শাসক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাল কোথায়? তিনি বললেন, আপনি কি আমাকে মাল নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছেন? আমরা তা এমন স্থান থেকে আদায় করেছি, যেখান থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আদায় করতাম এবং তা এমন সব খাতে ব্যয় করেছি, যেসব খাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ব্যয় করতাম।

بَابُ مَنْ يُّعْطٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنٰى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যাকাত কোন্ ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে এবং 'ধনী'-র সংজ্ঞা

١٦٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ اَوْخُدُوْشٌ اَوْكُدُوْحٌ فِىْ وَجْهِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ. قَالَ يَحْيٰى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِىْ اَنَّ شُعْبَةَ لاَ يَرْوِىْ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ.

১৬২৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মানুষের নিকট) চেয়ে বেড়ায় (ভিক্ষা করে) অথচ তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ আছে যা তাকে এ (ভিক্ষা) থেকে বিরত রাখতে পারে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডল হবে অসংখ্য যখম, নখের আঁচড়যুক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সম্পদশালী হবার সীমা কতটুকু? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এ মূল্যের স্বর্ণ।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِىْ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِىْ اَهْلِىْ اِذْهَبْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَاْكُلُهُ فَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِىْ اِنَّكَ لَتُعْطِىْ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلَىَّ اَنْ لاَ اَجِدَ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِىُّ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَّةٍ وَالْاُوْقِيَّةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ اَوْ كَمَا قَالَ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

১৬২৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বনী আসাদের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি ও আমার পরিবার-পরিজন মদীনার (কবরস্থান) 'বাকী' আল-গার্‌কাদে' যাত্রাবিরতি করলাম। আমার স্ত্রী বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং আমাদের আহারের জন্য তাঁর কাছে কিছু (খাবার) জিনিস চান। পরিবারের সকলেই তাদের প্রয়োজন বর্ণনা করলো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে এক ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় পেলাম, সে তাঁর নিকট কিছু চাচ্ছে (সওয়াল করছে)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ তোমাকে দিতে পারি এমন কিছু আমি পাচ্ছি না (আমার কাছে নেই)। লোকটি অত্যন্ত ক্ষুব্ধাবস্থায় একথা বলতে বলতে চলে গেলো, আমার জীবনের শপথ! আপনি তাকেই দেন যাকে আপনার মনে চায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যক্তি আমার উপর এজন্যই তো ক্ষুব্ধ হয়েছে যে, আমি তাকে দিতে পারলাম না। তোমাদের যে কেউ চেয়ে বেড়ায় (ভিক্ষা করে), অথচ তার নিকট এক 'উকিয়া' অথবা তার সমপরিমাণ (মূল্যের সম্পদ) আছে, সে নিশ্চয় নাছোড়বান্দার মত সওয়াল করার আওতায় পড়লো। আসাদ গোত্রীয় লোকটি বলেন, (আমি ভাবলাম) আমাদের নিকট একটি ধুদুধেল উষ্ট্রী আছে যা এক উকিয়ার চেয়ে উত্তম, এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম। এরপর আমি (সেখান থেকে) ফিরে এলাম এবং তাঁর নিকট কিছুই চাইলাম না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু যব ও কিশমিশ আসলো এবং তিনি তা থেকে আমাদেরকেও একভাগ প্রদান করলেন অথবা বর্ণনাকারী যা বলেছেন সেরূপ। ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিত্তশালী করেছেন।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوْتَةُ خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَةٍ قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ اَسْأَلْهُ زَادَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَكَانَتِ الْاُوْقِيَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا.

১৬২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াল করে (ভিক্ষা চায়), অথচ তার কাছে এক উকিয়া মূল্য (পরিমাণ সম্পদ) আছে, সে নিশ্চিত নাছোড়বান্দা হয়ে চাইল। (আবু

সাঈদ বলেন) আমি (মনে মনে) ভাবলাম, ইয়াকুতা নামে আমার যে উষ্ট্রী আছে তা তো এক ঊকিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম (সম্পদ)। হিশাম বলেন, চল্লিশ দিরহামের চাইতে উত্তম। অতঃপর আমি চলে এসেছি, তাঁর নিকট কিছুই চাইনি। হিশাম তার বর্ণনায় বর্ধিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক ঊকিয়ার সমান ছিল চল্লিশ দিরহাম।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلَاهُ فَاَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَاهُ وَاَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا فَاَمَّا الْاَقْرَعُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِىْ عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَاَمَّا عُيَيْنَةُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ وَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَرَانِىْ حَامِلاً اِلٰى قَوْمِىْ كِتَابًا لاَ اَرْدِىْ مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ فَاَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ النُّفَيْلِىُّ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِىُّ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِىْ لاَيَنْبَغِىْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةَ قَالَ قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِىُّ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلٰى هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ الَّتِىْ ذَكَرْتُ.

১৬২৯। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন ও আকরা' ইবনে হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কিছু চাইলেন এবং তিনিও তাদেরকে তা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আর তারা যা চেয়েছেন তা লিখে দেয়ার জন্য তিনি মুয়াবিয়া (রা)-কে আদেশ দিলেন। অতঃপর আকরা' লিখা (কাগজখানা) নিলেন এবং নিজের শিরস্ত্রাণের ভেতর ঢুকিয়ে চলে গেলেন। উয়াইনাও তার পত্রখানা নিলেন কিন্তু (সরাসরি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি ধারণা করেছেন যে, আমি 'মুতালাম্মিসের' মতো

এমন একখানা লিখা (চিঠি) নিয়ে আমার সম্প্রদায়ের নিকট যাবো, আমি নিজেও জানি না যে, এর মধ্যে কি (লিখা) আছে? মুয়াবিয়া (রা) তার এ কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানালেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াল করে (ভিক্ষা করে), অথচ তার নিকট এ পরিমাণ (সম্পদ) আছে যা তাকে সওয়াল করা থেকে বিরত রাখতে পারে তার এ কাজের পরিণামে শুধু অগ্নিই বৃদ্ধি করলো। আন-নুফাইলী আর এক স্থানে বলেছেন, সে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের কয়লাই (বৃদ্ধি করেছে)। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সওয়াল করা থেকে বিরত রাখতে পারে তার পরিমাণ কি? নুফাইলী অন্য স্থানে বর্ণনা করেছেন, কি পরিমাণ সম্পদ থাকাবস্থায় সওয়াল করা উচিত নয়? তিনি বলেছেন ঃ সকাল এবং বিকাল খেতে পারে এ পরিমাণ সম্পদ। নুফাইলী অন্য স্থানে বর্ণনা করেছেন, একদিন ও একরাত অথবা বলেছেন, একরাত ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে (এ পরিমাণ সম্পদ)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ সমস্ত শব্দগুলোর দ্বারা, যা আমি বর্ণনা করেছি তিনি (নুফাইলী) আমাদেরকে সংক্ষেপে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ আরবের একটি প্রবাদ, কবি মুতালাম্মিস তার কবিতায় বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দ-এর কুৎসা বর্ণনা করেছিলেন। তাই তিনি কবির এলাকার শাসকের নিকট লিখে পাঠালেন, যেন তাকে হত্যা করা হয় এবং চিঠিখানা কবির হাতেই দিলেন। তাকে বলা হয়েছিল, তোমাকে পুরস্কার দেয়ার কথা লিখা আছে। তিনি পথিমধ্যে পত্রখানা খুলে পড়লেন এবং তার পরিণামও বুঝতে পারলেন, ফলে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন (অনু.)।

* সকাল-সন্ধ্যার আহারের সমান খাদ্যদ্রব্য থাকলে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এক সকাল ও এক সন্ধ্যার খাবার থাকলে সাহায্য প্রার্থনা জায়েয নয়। আবার কেউ বলেছেন, সবসময় দুই বেলা আহারের সংস্থান থাকলে সাহায্য চাওয়া জায়েয নয়। কেউ বলেন, এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে (সম্পা.)।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ ابْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

১৬৩০। যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম... (এ প্রসঙ্গে) দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো, আমাকে সাদাকা (যাকাত) দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যাকাত

বিতরণের মধ্যে কোনো নবীর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন, আর না অন্য কারোর। বরং সেটাই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি তা আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং যদি তুমি উক্ত বিভাগের কোনো একটির আওতায় পড়ো, তাহলে আমি তোমাকে তোমার (প্রাপ্য) দান করবো।

١٦٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ يَفْطُنُوْنَ بِهِ فَيُعْطُوْنَهُ.

১৬৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি কিংবা দু'টি খেজুর বা দু'এক গ্রাসের (খাবার) জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে লোকের কাছে গিয়ে চায় না, অথচ তারাও এর প্রকৃত অবস্থা অবগত নয় যে, তাকে কিছু দান করবে।

١٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الْمُتَعَفِّفُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِىْ بِهِ الَّذِىْ لاَ يَسْأَلُ وَلاَ يَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُوْمُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفَ الَّذِىْ لاَ يَسْأَلُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَجَعَلاَ الْمَحْرُوْمَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِىِّ وَهُوَ اَصَحُّ.

১৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে সে, যে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় বর্ধিত করেছেন, অথচ তার নিকট এ পরিমাণ (সম্পদ) নেই যা দ্বারা নিজেকে অভাবমুক্ত রাখতে পারে, তবুও সে কারো কাছে চায় না। আর (লোকেরাও) তার অভাব সম্পর্কে অবগত নয় যে, তাকে দান করবে। বস্তুত সেই নিঃস্ব ও বিপন্ন এবং "সে ব্যক্তিই 'মুতাআফ্ফিফ'

(অমুখাপেক্ষী) যে (লোকের কাছে) চায় না।" এ বাক্যটি মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সাওর ও আবদুর রায্যাক, মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 'আল-মাহ্রূম', 'নিঃস্ব-বিপন্ন' এটি যুহরীর কথা এবং এটাই অধিক বিশুদ্ধ।

١٦٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

১৬৩৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন, তখন তিনি সাদাকা (যাকাত) বিতরণ করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে তা (যাকাত) থেকে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং তা নীচু করলেন। তিনি দেখলেন, আমরা দু'জনই স্বাস্থ্যবান। তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা চাও, আমি তোমাদেরকে দিবো। তবে তাতে বিত্তশালীর এবং কোনো শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই।

টীকা ঃ হানাফীদের মতে কার্যক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল, যদি সে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, অর্থাৎ গরীব বা মিসকীন। এখানে হানাফীদের মতে প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ওদেরকে শাসানো কিংবা কায়িক শ্রমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত করা এবং যাচ্ঞা করা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা (অনু.)।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتُّلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَبَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

১৬৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিত্তবান ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্যও নয়। শোবা (র) সা'দ থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ কর্মক্ষম শক্তিশালী।

بَابُ مَنْ يَّجُوْزُ لَهُ اَخْذِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِىٌّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয

١٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِىٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِىِّ.

১৬৩৫। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিত্তশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তবে পাঁচ শ্রেণীর ধনীর জন্য তা জায়েয ঃ আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি অথবা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ মালের বিনিময়ে ক্রয় করেছে অথবা মিসকীন প্রতিবেশী প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দিলো।

টীকা ঃ যুদ্ধরত সৈনিক ও যাকাত বিভাগের কর্মচারী ধনী হলেও তাদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ। সফররত ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও সফর ব্যাপদেশে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লে তার জন্যও যাকাত গ্রহণ বৈধ (সম্পাদক)।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الثَّبْتُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৬৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِىِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ ابْنِ السَّبِيْلِ اَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِيْ لَكَ اَوْ يَدْعُوْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৬৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ধনবান ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে (যদি সে) আল্লাহর পথে জিহাদে রত থাকে অথবা পথচারী (মুসাফির) হয় অথবা দরিদ্র প্রতিবেশী, যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে সে তোমাকে উপঢৌকনস্বরূপ তা প্রদান করে অথবা তোমাকে দাওয়াত করে খাওয়ায়।

بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدِ مِنَ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যায়?

١٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِيْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِيْ دِيَةَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

১৬৩৮। বুশাইর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) নামীয় এক আনসারী তাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) বাবত যাকাতের এক শত উট দান করেছেন। অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত বাবত যাকে খায়বারে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিলো।

টীকা ঃ এক ব্যক্তিকে এ পরিমাণ সাদকা দেয়া মুস্তাহাব, যা দিলে সে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। এখানে যাকাত দেয়া হয়নি, বরং সরকারের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়াতস্বরূপ যাকাতের খাত থেকে তা প্রদান করা হয়েছিল (অনু.)।

بَابُ مَا يَجُوْزُ فِيْهِ الْمَسْئَلَةُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যে পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্য চাওয়া জায়েয

١٦٣٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ اَبْقٰى عَلٰى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ اِلاَّ اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ اَوْ فِىْ اَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

১৬৩৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি) হচ্ছে ক্ষতস্বরূপ। এর দ্বারা মানুষ তার মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে (ভিক্ষাবৃত্তি করে) তার মুখকে এ অবস্থায় রাখতে পারে। আর যে চায় তা পরিহারও করতে পারে। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট অথবা এমন দুস্থ-অসহায় যার অন্যের নিকট চাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, সে চাইতে পারে।

١٦٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِىُّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتّٰى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ فَسَأَلَ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ ذَوِى الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

১৬৪০। কাবীসা ইবনে মুখারিক আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যের ঋণের জামিনদার হয়ে ভীষণভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিলাম। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ হে কাবীসা! আমাদের কাছে যাকাতের মাল আসা নাগাদ অপেক্ষা করো। আমরা তা থেকে তোমার জন্য দেয়ার আদেশ দিবো। পরে তিনি বললেন, হে কাবীসা! সওয়াল করা বা চাওয়া কেবলমাত্র তিন ব্যক্তির জন্যই বৈধ। (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ঋণে জড়িয়ে পড়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল এবং তা পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে, এরপর বিরত থাকতে হবে। (২) যে ব্যক্তি আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়ায় তার সমস্ত

মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, তার জীবন ধারণ করার পরিমাণ মাল পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা হালাল। (৩) যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ কবলিত, এমনকি তার গোত্র-সমাজের তিনজন বিবেচক ও সুধী ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ পীড়িত। তখন জীবন ধারণ করা যায় এ পরিমাণ মাল পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা জায়েয, পরে তা থেকে বিরত থাকবে। এ (তিন) প্রকারের লোক ব্যতীত সওয়াল করা বা চাওয়া, হে কাবীসা! সম্পূর্ণ হারাম এবং সে ভিক্ষা করে হারামই ভক্ষণ করে।

١٦٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الْحَنَفِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَيْئٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِىْ بِهِمَا قَالَ فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُّوْمًا فَأْتِنِىْ بِهِ فَاَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْئَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُوْجِعٍ.

১৬৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সওয়াল করলো (ভিক্ষা চাইল)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ঘরে কোনো বস্তু আছে কি? সে বললো, এমন একখানা কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। আর আছে একটি পাত্র,

যাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন ঃ সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বললেন ঃ আমার থেকে এগুলো কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহামে নিতে পারি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন ঃ এর অধিক মূল্য কে দিতে পারে? আর একজন বললো, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি জিনিসগুলো তাকে দিলেন এবং দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন। এরপর আনসারী ব্যক্তিকে তা প্রদান করে তিনি বললেন ঃ এক দিরহাম দ্বারা খাবার খরিদ করে পরিবার-পরিজনকে দাও, আর অপরটি দ্বারা একখানা কুঠার খরিদ করে আমার নিকট নিয়ে এসো। লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তাতে একটি কাঠ (হাতল) লাগিয়ে দিলেন, তারপর তাকে বললেন ঃ যাও, লাকড়ি কাটো এবং বিক্রি করো। পনের দিন যেন আমি আর তোমাকে না দেখি। সে (তাঁর কথানুযায়ী) চলে গেলো এবং লাকড়ি কেটে বিক্রি করতে লাগলো। পরে (একদিন) সে আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম ছিলো। সে এর থেকে কিছু দ্বারা কাপড় আর কিছু দ্বারা খাবার খরিদ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম যে, তুমি (লোকের দুয়ারে) ভিক্ষা করে বেড়াতে, যদ্দরুন কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে থাকতো একটি বিশ্রী কালো দাগ। সওয়াল (ভিক্ষা) করা তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য সংগত নয়। (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর রক্তপণ আছে যা সে পরিশোধ করতে অপারগ।

টীকা ঃ ইমাম তিরমিযী (র) একে হাসান বলেছেন, ১২১৮; ইবনে মাজা, ২১৯৮।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়

١٦٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ اِلَىَّ فَحَبِيْبٌ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِىْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ تِسْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلاَثًا وَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلٰى مَا نُبَايِعُكَ قَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ

شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيْفَةً قَالَ وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ اُولٰئِكَ النَّفَرُ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ اَحَدًا اَنْ يُّنَاوِلَهُ اِيَّاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ سَعِيْدٌ.

১৬৪২। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাত অথবা আট অথবা নয়জন (লোক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হবে না? অথচ আমরা সদ্য বাইয়াত হয়েছি, আমরা বললাম, আমরা তো আপনার নিকট বাইয়াত হয়েছি। এমনকি তিনি একথাটি তিনবার বললেন। এরপর আমরা (বাইয়াতের জন্য) আমাদের হাত প্রসারিত করে বাইয়াত হলাম। একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো বাইয়াত করেছি, সুতরাং এখন আবার আপনার নিকট কিসের উপর বাইয়াত হবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা (এক) আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায পড়বে এবং (নেতার) কথা শুনবে (মানবে) ও তার আনুগত্য করবে। তিনি সংক্ষেপে চুপি চুপি বললেন ঃ মানুষের কাছে কিছু সওয়াল করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত লোকগুলোর কারো একটি ছড়ি নীচে পড়ে গেলেও তারা কাউকে তা তুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেননি।

١٦٤٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَفَّلَ لِىْ اَنْ لاَّ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا.

১৬৪৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে মানুষের কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হবো। সাওবান (রা) বলেন, আমি। এরপর তিনি আর কারো কাছে কিছু চাননি।

بَابٌ فِى الْاِسْتِعْفَافِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র থাকা

١٦٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ

سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِيْهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

১৬৪৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাইলো। তিনি তাদেরকে কিছু দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদেরকে পুনরায় দান করলেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন ঃ আমার নিকট মাল-সম্পদ থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। তবে যে ব্যক্তি সওয়াল থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশালী করেন। (স্মরণ রাখো) কাউকে ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও ব্যাপক কিছু দান করা হয়নি।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ اَبُوْ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى عَاجِلٍ.

১৬৪৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার দুর্ভিক্ষ তথা দরিদ্রতা তাকে মানুষের দুয়ারে নামিয়েছে, তার ক্ষুধা কখনো বন্ধ হবে না। আর যে আল্লাহর দুয়ারে নেমেছে (স্মরণাপন্ন হয়েছে) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন, হয়ত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দ্বারা অথবা সহসা সম্পদশালী বানিয়ে।

টীকা ঃ এর অর্থ কেউ এটাও করেছেন যে, তার কোন ধনী নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হবে, আর সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে (অনু.)।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِىٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِىِّ اَنَّ

الْفِرَاسِيُّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَبُدَّ فَاسْئَلِ الصَّالِحِيْنَ.

১৬৪৬। ইবনুল ফিরাসী (র) থেকে বর্ণিত। ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদের নিকট কিছু চাইতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, বরং যদি তোমার কিছু চাইতেই হয় তাহলে পুণ্যবানদের নিকট চাও।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَلِمْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِيْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَاِنِّيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

১৬৪৭। ইবনুস সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করলেন। আমি যখন তা থেকে অবসর হলাম এবং তার নিকট সেগুলো পৌঁছিয়ে দিলাম, তিনি আমার কাজের পারিশ্রমিক প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করেছি এবং এর বিনিময় আল্লাহ্‌র নিকটই কামনা করি। তিনি বললেন, তোমাকে যা প্রদান করা হয় তা গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় (এ জাতীয়) কাজ করেছিলাম। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করলে আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ না চাইতে তোমাকে যা প্রদান করা হয় তা ভোগ করো এবং দান-খয়রাত করো।

١٦٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْئَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

اُخْتُلِفَ عَلٰى اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا اَلْمُتَعَفِّفَةُ وَقَالَ اَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ اَلْمُتَعَفِّفَةُ.

১৬৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মিম্বারের উপর (দাঁড়িয়ে) যাকাত গ্রহণ, তা থেকে বিরত থাকা এবং সওয়াল করা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। দাতার হাতই হচ্ছে উপরের হাত এবং ভিক্ষার হাত হচ্ছে নীচের হাত।... আবদুল ওয়ারিস বলেন, ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে এমন হাতই উপরের হাত এবং অনেকেই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি আইউব থেকে বলেছেন, দানকারীর হাতই উপরের হাত। আর একজন বলেছেন, ভিক্ষা থেকে বিরত হাতই (উপরের হাত)।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَيْدِىْ ثَلاَثَةٌ فَيَدُ اللّٰهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِىْ تَلِيْهَا وَيَدُ السَّائِلِ اَلسُّفْلٰى فَاَعْطِ الْفَضْلَ وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

১৬৪৯। মালেক ইবনে নাদলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (দানের) হাত তিন প্রকার। আল্লাহর হাত সবার উপরে, দাতার (দানকারীর) হাত তার নীচে এবং ভিক্ষার হাত সর্বনিম্নে। সুতরাং তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তা দান করো এবং নফসের (প্রবৃত্তির) কাছে অক্ষম হয়ো না।

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ বনী হাশিমকে যাকাত দেয়া

١٦٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَقَالَ لِاَبِىْ رَافِعٍ اَصْحِبْنِىْ فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا قَالَ حَتّٰى اٰتِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْاَلَهُ فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

১৬৫০। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। তিনি আবু রাফে' (রা)-কে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তুমিও তা থেকে কিছু পাবে। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করবো (যদি তিনি অনুমতি দেন তবে যাবো)। অতঃপর তিনি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা) বললেন ঃ মুক্তদাস যে বংশ থেকে মুক্তিলাভ করেছে সে তাদেরই একজন। আর আমরা (বনু হাশিম), আমাদের জন্য যাকাত হালাল নয়।

١٦٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ اَخْذِهَا اِلاَّ مَخَافَةُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً.

১৬৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় পতিত একটি খেজুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তা শুধু এ কারণেই তুলে নেননি যে, হতে পারে ওটা যাকাতের (খেজুর)।

١٦٥٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا.

১৬৫২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাস্তায়) একটি খেজুর পেলেন। তিনি বললেন ঃ যদি আমি আশংকা না করতাম যে, এটি যাকাতের খেজুর হতে পারে, তাহলে আমি তা খেতাম।

টীকা ঃ যদি পতিত বস্তু খাদ্য হয়, আর এ ধারণাও জন্মে যে, এটা এতো সামান্য, এর মালিক তা অনুসন্ধান করবে না, এমতাবস্থায় তা তুলে নেয়া জায়েয (অনু.)।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِبِلٍ اَعْطَاهَا اِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

১৬৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি উটের জন্য পাঠালেন, যা তিনি তাকে যাকাতের মাল থেকে দান করেছিলেন।

টীকা ঃ মুহাদ্দিসগণ উপরোক্ত হাদীসের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) এটি বনূ হাশিমের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার আগেকার ঘটনা। (দুই) রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট থেকে উট ধার নিয়েছিলেন অভাবীদের দান করার জন্য। পরে যাকাতের উট এলে তিনি তা দ্বারা আব্বাস (রা)-র ধার শোধ করেন (সম্পাদক)।

١٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. زَادَ اَبِىْ يُبَدِّلُهَا لَهُ.

১৬৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। তবে রাবী বলেন, আমার পিতা তা (উট) পরিবর্তন করে নিয়েছেন, একথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ নবী (সা) আমার পিতাকে যে উট প্রদান করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে সাদাকার উট ছিলো না। যদি তাই হতো তাহলে পরিবর্তন করার প্রশ্নই উঠতো না (অনু.)।

بَابُ الْفَقِيْرِ يُهْدِى لِلْغَنِىِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দরিদ্র ব্যক্তি প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনশালীকে উপঢৌকন দিলে

١٦٥٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِلَحْمٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

১৬৫৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত পেশ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোথা থেকে? লোকেরা বললো, বারীরাকে সাদাকা দেয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ সেটা তার জন্য ছিলো সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য উপঢৌকন।

بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কোন ব্যক্তি নিজের সাদাকাকৃত বস্তুর ওয়ারিস হলে

١٦٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّىْ بِوَلِيْدَةٍ وَاَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِى الْمِيْرَاثِ.

১৬৫৬। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি আমার মা'কে একটি দাসী দান করেছিলাম। আমার মা উক্ত দাসীটি রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার দানের সওয়াব পেয়ে গেছো এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার নিকট ফিরে এসেছে।

بَابٌ فِىْ حُقُوْقِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মালের (হক্ক) দাবিসমূহ

١٦٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ.

১৬৫৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছোট-খাটো জিনিস (যেমন) বালতি, হাঁড়ি-পাতিল (আগুন, পানি, লবণ) ইত্যাদি ধারে আদান-প্রদানকে 'মাউন' (প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস) গণ্য করতাম।

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهُ اِلاَّ جَعَلَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَاُهُ بِاَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ

اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَأُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ.

১৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন সম্পদশালী ব্যক্তি, যদি সে তার হক্ক (যাকাত) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তা (সোনা ও রূপা) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং ত দ্বারা তার ললাটে, তার পার্শ্বদেশে ও তার পৃষ্ঠদেশে সেঁক দেয়া হবে। এমনিভাবে শাস্তিদান চলতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যে দিন হবে তোমাদের হিসাবমতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর সে চাক্ষুস দেখে নেবে তার গন্তব্যস্থান হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর যারই মেষপাল আছে, যদি সে তার হক (দেয়) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ওটাকে পূর্বের চাইতেও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং তাকে (মালিককে) এক বিশাল সমভূমিতে উপুড় করে শায়িত করা হবে। আর ঐ জানোয়ারগুলো তাদের শিং দ্বারা তাকে গুঁতাতে থাকবে এবং খুর দ্বারা তাকে দলন করতে হবে। তাদের কোনোটিই ভেতরের দিকে বক্র শিংবিশিষ্ট অথবা শিংবিহীন থাকবে না। যখন সর্বশেষ জানোয়ারটি তাকে (দলন করতে করতে) অতিক্রম করে যাবে, তখন প্রথমটিকে আবার তার কাছে আনয়ন করা হবে। এমনিভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যে দিনটি হবে তোমাদের হিসাবানুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। পরে সে প্রত্যক্ষ করবে তার গন্তব্যস্থান হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এবং উটের যা হক (দেয়) রয়েছে, যদি মালিক তা আদায় না করে, কিয়ামতের দিন ঐ উট পূর্বের চাইতেও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। আর তাকে এক বিশাল প্রশস্ত সমভূমিতে উপুড় করে শায়িত করা হবে এবং পশুগুলো তাকে নিজেদের খুর দ্বারা তাকে দলন করতে থাকবে। যখন সর্বশেষ পশুটি তাকে অতিক্রম করে যাবে, তখন প্রথমটি আবার তার কাছে ফিরে আসবে। এমনিভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যেদিন হবে তোমাদের হিসাবানুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর সে প্রত্যক্ষ করবে তার গন্তব্যস্থল হয়তো তা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فَدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فِىْ قِصَّةِ الْاِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا.

১৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উটের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে 'যে ব্যক্তি তার হক (দেয়) আদায় করে না, একথা বলার পর তিনি বলেছেন ঃ আর তার দেয় হচ্ছে– পানি পান করার দিন তার দুধ দোহন করা (এবং গরীব-মিসকীনদের তা থেকে দান করা)।

١٦٦٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ الْغُدَانِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ يَعْنِىْ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَمَا حَقُّ الْاِبِلِ قَالَ تُعْطِى الْكَرِيْمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيْرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِى اللَّبَنَ.

১৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের কথাই বলতে শুনেছি। (আব্বাস রা.) আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উটের হক (দেয়) কি? তিনি বললেন, উত্তমটি সাদাকা করা, অধিক দুগ্ধ প্রদানকারী উট দান করা, তার পৃষ্ঠে আরোহণ করতে দেয়া, পুরুষ উট দ্বারা প্রজনন করতে দেয়া এবং (গরীব-মিসকীনদেরকে) দুগ্ধ পান করতে দেয়া।

١٦٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْاِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا.

১৬৬১। উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উটের হক কি? রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং (এ বাক্যটি) বর্ধিত করেছেন, তার স্তন (দুধ) ধার দেয়া।

١٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ.

১৬৬২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 'দশ ওয়াসাক' কাটা-খেজুরের মধ্যে এক কাঁদি খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, (যা) মিসকীনদের জন্য মসজিদের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

١٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يُصَرِّفُهَا يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِى الْفَضْلِ.

১৬৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার উটে আরোহণ করে সেটিকে ডানে-বামে হাঁকাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা কোন ব্যক্তিকে দান করে যার কোনো সওয়ারী নেই এবং যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সেও যেন তা এমন ব্যক্তিকে দান করে যার পাথেয় নেই। (বর্ণনাকারী বলেন) এমনকি আমাদের ধারণা হলো, আমাদের অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কোন অধিকার নেই।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ

اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

১৬৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াত "যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে..." (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৪) নাযিল হলো, এটা মুসলমানদের উপর ভারী কষ্টদায়ক অনুভূত হলো। তখন উমার (রা) বললেন, আমিই তোমাদের তরফ থেকে এর একটি সুষ্ঠু সমাধান নিয়ে আসবো। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ আয়াতটি আপনার সঙ্গীদের উপর কষ্টকর অনুভূত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এজন্যই যাকাত ফরয করেছেন, যেন তোমাদের অবশিষ্ট মাল-সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়। আর তিনি উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এ কারণেই ফরয করেছেন, যেন তা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য থাকে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর উমার (রা) (আনন্দে আপ্লুত হয়ে) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সংবাদ দিবো না যে, মানুষের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ কি? তা হচ্ছে নারী (স্ত্রী), 'পুণ্যবতী নারী (স্ত্রী)। যখন সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে তাকে আনন্দ দান করে এবং তাকে যা নির্দেশ দেয় সে তা মেনে নেয়, আর যখন সে তার থেকে (দূরে) অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার (স্বামীর) ধন-সম্পদ যথাযথভাবে হেফাযত করে।

بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার

١٦٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ حَدَّثَنِيْ يَعْلَى ابْنُ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلٰى فَرَسٍ.

১৬৬৫। হুসাইন ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (তোমাদের সম্পদের মধ্যে) যাঞ্চাকারীর অধিকার রয়েছে, যদি সে ঘোড়ায় চড়েও আসে।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৬৬৬। আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلٰى بَابِىْ فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَمْ تَجِدِىْ لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ اِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ اِلَيْهِ فِىْ يَدِهِ.

১৬৬৭। উম্মু বুজাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াতকারিণীদের একজন। তিনি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। মিসকীন আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকে দেয়ার মতো কিছুই আমি পাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যদি তুমি তাকে দেয়ার মতো কিছু না পাও, তাহলে অন্তত পশুর একখানা রন্ধনকৃত খুর হলেও তার হাতে তুলে দাও।

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অমুসলিম নাগরিককে আর্থিক সাহায্য দান

١٦٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ رَاغِبَةً فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِىْ اُمَّكِ.

১৬৬৮। আসমা (বিনতে আবু বাক্‌র রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) আমার মা আমার থেকে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার পাবার প্রত্যাশায় আমার নিকট আসলেন, অথচ তিনি ইসলাম বিদেষী, পূর্ববৎ পৈত্রিক ধর্মাবলম্বী মুশরিকা। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার নিকট এসেছেন, অথচ তিনি ইসলাম বিদ্বেষী, মুশরিকা। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করো।

بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مَنْعُهُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কোন্ বস্তু চাইলে বাধাদান নিষেধ?

١٦٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ اَبِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اِنْ تَفْعَلِ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

১৬৬৯। বুহাইসা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দেহে চুমু দেয়ার জন্য) অনুমতি চাইলেন। অতঃপর আমার পিতা তাঁর জামার ভেতরে প্রবেশ করে চুমা দিতে লাগলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ জিনিস (কেউ চাইলে) নিষেধ করা জায়েয নেই? তিনি বললেন ঃ পানি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বস্তু নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ লবণ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বস্তুতে বাধাদান জায়েয নেই? তিনি বললেন ঃ তুমি কল্যাণজনক যে কোনো কাজ করো, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম।

بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা

١٦٧٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا اَنَا بِسَائِلٍ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِىْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِ.

১৬৭০। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আজ মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করতেই এক ভিক্ষুকের সাক্ষাত পেলাম। আমি আবদুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটি পেলাম এবং তার থেকে সেটা নিয়ে তাকে দিলাম।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ আল্লাহর দোহাই দিয়ে যাঞ্চা করা বাঞ্ছনীয় নয়

١٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّمِيْمِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلاَّ الْجَنَّةَ.

১৬৭১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র মর্যাদার দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া উচিৎ নয়।

টীকা ঃ আল্লাহ মহান, সুতরাং তাঁর দোহাই দিয়ে ভিক্ষা চাওয়া তাঁর মর্যাদারই অবমাননা, তবে জান্নাত প্রার্থনা অবশ্যই করা যেতে পারে (অনু.)

بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে মহামহিম আল্লাহর ওয়াস্তে চাইবে তাকে দান করা

١٦٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْا بِهِ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنَّكُمْ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ.

১৬৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সওয়াল করে (চায়) তাকে দান করো। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার দাওয়াত কবুল করো। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে

সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান প্রদান করো। আর যদি প্রতিদান দেয়ার মতো কিছুই না পাও তাহলে তার জন্য দু'আ করতে থাকো, যাবত তোমরা বুঝতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি তার সমস্ত মাল-সম্পদ দান করে

١٦٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ هٰذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْسَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ اَصَابَتْهُ لَاَوْجَعَتْهُ اَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِيْ اَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ. خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

১৬৭৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি ডিম পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমি খনি থেকে পেয়েছি, এটা গ্রহণ করুন, এটা দান করা হলো। আর এটা ব্যতীত আমি অন্য কিছুর মালিকও নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন সে তাঁর ডান পাশে এসে পূর্বের মতই বললো। আর তিনিও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে তাঁর বাম পাশে এসেও (অনুরূপ) বললো। আর তিনিও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে সে তাঁর পিছনে এসে (অনুরূপ) বললো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা নিলেন এবং এমন জোরে তার দিকে ছুড়ে মারলেন যে, যদি তার শরীরে লাগতো তাহলে তা তাকে জখম করে ছাড়তো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আমার কাছে এসে বলে, এটা সাদাকা। অতঃপর সে (নিঃস্ব হয়ে) লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বস্তুত অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান।

١٦٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ خُذْ عَنَّا مَا لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ.

১৬৭৪। ইবনে ইসহাক (র) থেকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ 'তুমি তোমার মাল নিয়ে যাও, এটার আমাদের আদৌ প্রয়োজন নেই'।

١٦٧٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يَّطْرَحُوْا ثِيَابًا فَطَرَحُوْا فَاَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ اَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ.

১৬৭৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সুলাইক ইবনে আমর আল-গাতাফানী) মসজিদে প্রবেশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করার আদেশ দিলেন। লোকেরা পরিধেয় বস্ত্র দান করলো। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে তা থেকে দু'খানা কাপড় দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি পুনরায় দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। ঐ ব্যক্তি তার দু'খানা থেকে একখানা কাপড় দান করলে তিনি তাকে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার কাপড় নিয়ে যাও।

١٦٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى اَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

১৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম। আর নিজ পোষ্যদের (আত্মীয়দের) থেকে (দান-খয়রাত) আরম্ভ করো।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমস্ত মাল দান করার অনুমতি

١٦٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

১৬৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের দান অধিক উত্তম? তিনি বললেন ঃ স্বল্প সম্পদের মালিক, তার সামর্থ্যানুযায়ী যা দান করে এবং নিজের পোষ্যদের (আত্মীয়) থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করে।

١٦٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالاً عِنْدِىْ فَقُلْتُ الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكْرٍ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ وَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ قَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمْ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قُلْتُ لاَ اُسَابِقُكَ اِلٰى شَيْئٍ اَبَدًا.

১৬৭৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমার নিকট মালও মজুদ ছিলো। সুতরাং আমি বললাম, আজ আমি আবু বাক্‌র (রা)-কে অতিক্রম করবো, যদিও কোন দিন আমি তাকে অতিক্রম করতে পারিনি। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। উমার (রা) বলেন, আর আবু বাক্‌র (রা) তার [illegible] ছিলো সবটুকু নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখে এসেছি। (উমার রা. বলেন) তখন আমি বললাম, কখনো কোনো ব্যাপারেই আমি আপনাকে অতিক্রম করতে পারবো না।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পানি পান করানোর ফযীলাত

١٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ

سَعْدًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْجَبُ اِلَيْكَ قَالَ الْمَاءُ.

১৬৭৯। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনার নিকট কোন্ ধরনের দান অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ পানি (পানি পান করানো বা এর ব্যবস্থা করা)।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

১৬৮০। সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهِ لِاُمِّ سَعْدٍ.

১৬৮১। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উম্মু সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন (আমি তার জন্য কিছু দান করতে চাই)। কোন প্রকারের দান সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ পানি। রাবী বলেন, তিনি (সা'দ) একটি কূপ খনন করে দিলেন এবং বললেন, এটা উম্মু সা'দের কল্যাণে ওয়াকফ্।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِشْكَابٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الَّذِىْ كَانَ يَنْزِلُ فِىْ بَنِىْ دَالاَنَ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ.

১৬৮২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোনো মুসলমান বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অভুক্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খেতে দিবেন। আর যে কোনো

মুসলমান পিপাসু মুসলমানকে পানি পান করাবে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে জান্নাতের 'সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়' পান করাবেন।

টীকা ঃ আর-রাহীক আল-মাখতূম (সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়)-এর জন্য সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, ২৫নং আয়াত দ্র. (সম্পা.)।

بَابٌ فِى الْمَنِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দুগ্ধবতী পশু ধার দেয়া

١٦٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدَهَا اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً.

১৬৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চল্লিশটি কাজ এমন, যার মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে দুগ্ধবতী বকরী কাউকে (দুগ্ধ পান করার জন্য) দান করা। যে কোনো ব্যক্তি সওয়াবের প্রত্যাশায় এবং (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অঙ্গীকারের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে (এ চল্লিশটি কাজের) যে কোনো একটি কাজ করবে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাসসান (র) বলেন, দুগ্ধবতী বকরী ছাড়া সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি দানকারীর জন্য দু'আ করা এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া ইত্যাদিও আমরা (ঐ চল্লিশটি) এর মধ্যে হিসাব করেছি। শেষ নাগাদ পনেরটি কাজ পর্যন্ত পৌঁছাতেও আমরা সক্ষম হইনি।

بَابُ اَجْرِ الْخَازِنِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ কোষাধ্যক্ষের সওয়াব

١٦٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْخَازِنَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتّٰى يَدْفَعَهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

১৬৮৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে, এমনকি (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা দেয় সেও দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন স্বয়ং দাতা বা মালিক)।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে দান করলে

١٦٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُ مَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ.

১৬৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো নারী নষ্ট না করে স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে কিছু দান-খয়রাত করে তবে সে পুণ্য লাভ করবে দান করার কারণে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে উপার্জন করার কারণে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ পুণ্য পাবে। কিন্তু এতে কারোর জন্য কারোর সওয়াবে বা পুণ্যে ঘাটতি হবে না।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ امْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ كَاَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا كَلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاُرِىَ فِيْهِ وَاَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ

اَمْوَالِهِمْ. قَالَ الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الرُّطَبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُوْنُسَ.

১৬৮৬। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত হলো তখন সম্ভবত মুদার গোত্রীয় বয়স্কা বা স্থূলদেহী এক মহিলা, মনে হচ্ছে সে মুদার গোত্রীয়ই হবে, দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের পিতা, পুত্র, আবু দাউদ বলেন, আমাদের ধারণা হাদীসের মধ্যে এ শব্দও আছে, ও আমাদের স্বামীদের উপর বোঝাস্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ থেকে আমাদের জন্য কি পরিমাণ (ভোগ করার) অধিকার আছে? তিনি বললেন ঃ স্বাভাবিকভাবে যা তোমরা খাবে এবং দান-খায়রাত করবে। আবু দাউদ বলেন, 'আর-রাতাব' হচ্ছে রুটি ও তরি-তরকারি এবং খুরমা।

١٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ.

১৬৮৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি স্ত্রী তার স্বামীর উপার্জিত মাল-সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে সেও অর্ধেক পুণ্যের অধিকারিণী হবে।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يُضَعِّفُ حَدِيْثَ هَمَّامٍ.

১৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এমন নারী সম্বন্ধে বর্ণিত, যে তার স্বামীর ঘর থেকে দান-খয়রাত করে। তিনি বলেছেন, (দান-খায়রাত করা) জায়েয নেই, তবে হাঁ তাকে যে খাদ্য-খোরাক (স্বামী) প্রদান করেছে, তা থেকে করতে পারে এবং সওয়াব তাদের উভয়েরই হবে। মূলত স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য তার (স্বামীর) ধন-সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা হালাল নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস হাম্মামের হাদীসকে দুর্বল করে দেয়।

টীকা ঃ প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে অথবা কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহারে স্বামীর অনুমতি আছে বা দান করার পর স্বামীকে জানালে তাতে অসন্তুষ্ট না হলে স্ত্রীর দান করা জায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِىْ صِلَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা

١٦٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرٰى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ اَمْوَالِنَا فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضِىْ بِاَرِيْحَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلْهَا فِىْ قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِىْ عَنِ الْاَنْصَارِىِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ اِلٰى حَرَامٍ وَهُوَ الْاَبُ الثَّالِثُ. وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيْكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا. قَالَ الْاَنْصَارِىُّ بَيْنَ اُبَىٍّ وَاَبِىْ طَلْحَةَ سِتَّةُ اٰبَاءٍ.

১৬৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো : "তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন আবু তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি যে, আমাদের রব আমাদের মাল-সম্পদের একটা অংশ চান। সুতরাং আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি আরীহা-তে অবস্থিত আমার ভূমি নির্দ্বিধায় তাঁর উদ্দেশ্যে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এটা তুমি তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকেই দাও। অতঃপর তিনি তা হাসসান ইবনে সাবিত (রা) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী থেকে আমার নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, (আবু তালহার বংশতালিকা এরূপ) ঃ আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহল ইবনুল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। আর হাসসান ইবনে সাবিত ইবনুল মুনযির ইবনে হারাম। 'হারামের' মধ্যে এসে তারা উভয়ে একত্র হয়েছেন এবং সে (হারাম) হচ্ছে তাদের ঊর্ধতন তৃতীয় পিতা। আর উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কায়েস ইবনে আতীক

ইবনে যায়েদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। সুতরাং হাসসান, আবু তালহা ও উবাই আমরের মধ্যে একত্র হয়েছেন। আনসারী বলেন, উবাই ও আবু তালহার মধ্যে ছয় পুরুষের ব্যবধান।

টীকা ঃ বুখারীর হাদীসে 'বীরে হাআ' বর্ণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে খেজুরের বাগানস্থ একটি মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানির কূপ (অনু.)।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اٰجَرَكِ اللّٰهُ اَمَا اِنَّكِ لَوْ كُنْتِ اَعْطَيْتِيْهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ.

১৬৯০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি দাসী ছিলো, তাকে আমি দাসত্বমুক্ত করে দিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এর সওয়াব দান করুন। তবে (জেনে নাও) যদি তুমি তোমার মাতুলদেরকে তা দান করতে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াব লাভ করতে।

١٦٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى زَوْجَتِكَ اَوْ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ.

১৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করার নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তুমিই ভালো জানো কিসে তা ব্যয় করবে।

١٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ.

১৬৯২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তির পাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, যারা তার উপর নির্ভরশীল সে তাদের রিযিক নষ্ট করে।

١٦٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ عَلَيْهِ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৬৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রসারিত হোক এবং সে দীর্ঘজীবী হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

১৬৯৪। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমিই রহমান (দয়ালু), আমি আমার নাম (রহমান) থেকেই 'রাহেম' (আত্মীয়তার বন্ধন, জরায়ু) নিসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি (নিকট) আত্মীয়দেরকে সংযুক্ত রাখে আমিও তাকে সংযুক্ত রাখবো। আর যে ব্যক্তি তাদরেকে বিচ্ছিন্ন করে আমিও তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করি।

١٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِىَّ

اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

১৬৯৫। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

১৬৯৬। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَالْحَسَنِ ابْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَالْحَسَنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِّعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

১৬৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয় সে আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং কোন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে (উদ্যোগী হয়ে) তা পুনঃস্থাপন করে, সে-ই হলো প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী।

بَابٌ فِي الشُّحِّ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ অর্থলিপ্সা সম্পর্কে

١٦٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا.

১৬৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ সাবধান! তোমরা অর্থলিপ্সা বা অর্থলোভ থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী (উম্মাত) যারা ছিলো তারা অর্থলিপ্সার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (অর্থলোভ) তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, আর তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হবার আদেশ দিয়েছে, তারা সেসব মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে (পরিণতিতে ধ্বংসই ডেকে এনেছে)।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَتْنِىْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِىْ شَيْئٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ اَفَاُعْطِىْ مِنْهُ قَالَ اَعْطِىْ وَلاَ تُوْكِىْ فَيُوْكٰى عَلَيْكِ.

১৬৯৯। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) যুবাইর (রা) যা কিছু উপার্জন করে আমার নিকট বাসায় নিয়ে আসেন তা ছাড়া অন্য কোনো মাল আমার নেই। সুতরাং আমি কি তা থেকে দান-খয়রাত করবো? তিনি বললেন ঃ দান-সাদাকা করো এবং মওজুত করে রেখো না, তা হলে তোমাকেও (না দিয়ে) মওজুত করে রাখা হবে।

١٧٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِّنْ مَسَاكِيْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ اَوْ عِدَّةً مِّنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصٰى عَلَيْكِ.

১৭০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) কয়েকজন মিসকীন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, অন্য একজনের বর্ণনায় আছে, অথবা ক'জন মিসকীনকে দান-খয়রাত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ দান-খায়রাত করো এবং হিসাব করে সঞ্চয় করে রেখো না। তাহলে তোমাকেও না দিয়ে রেখে দেয়া হবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ তুমি দান-খয়রাত না করে কৃপণতার বশবর্তী হয়ে মওজুত করে রাখলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে তোমার প্রাপ্য রিযিক না দিয়ে মওজুত করে রাখবেন (সম্পা.)।

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

হারানো জিনিস প্রাপ্তি

بَابُ التَّعْرِيْفِ بِاللُّقَطَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ লুকতা (হারানো জিনিস প্রাপ্তি)-র সংজ্ঞা

١٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِيْ اطْرَحْهُ فَقُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَاِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَأَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتَعْ بِهَا وَقَالَ وَلاَ اَدْرِيْ اَثَلاَثًا قَالَ عَرِّفْهَا اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

১৭০১। সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে সূহান এবং সালমান ইবনে রাবীয়া (রা)-র সাথে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। এ সময় আমি একটি (পতিত) চাবুক পেলাম। তারা উভয়ে তা ফেলে দেয়ার জন্য আমাকে বললেন। আমি বললাম, না, বরং যদি তার মালিককে পেয়ে যাই (তবে তাকে ফেরত দিবো), অন্যথায় আমি তা ব্যবহার করবো। তিনি (সুয়াইদ) বলেন, অতঃপর আমি হজ্জ করলাম এবং মদীনায় গেলাম এবং (এ ব্যাপারে) উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি একটি থলি পেয়েছিলাম, এর মধ্যে ছিলো এক শত দীনার। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি বললেন ঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। আমি পুনরায় তাঁর কাছে আসলাম।

তিনি বললেন ঃ আরো এক বছর ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। আবার আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ আরো এক বছর ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, সনাক্ত করার মতো কোনো লোক পেলাম না। তিনি বললেন ঃ মুদ্রার সংখ্যা, থলি ও থলির বাঁধন চিনে রাখো। যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে দিবে), অন্যথায় তুমি তা ভোগ করবে। সালামা ইবনে কুহাইল (র) বলেন, আমার স্মরণ নেই যে, সুয়াইদ (রা) তিন বছর ঘোষণা করার কথা বলেছেন না কি এক বছর।

টীকা ঃ নগদ অর্থ বা অর্থের সাথে বিনিময়যোগ্য হালাল বস্তুকে ইসলামী আইনে 'মাল' বলা হয়। অসাবধানতাবশত কোন ব্যক্তির মাল কোথাও পড়ে গেলে এবং অপর ব্যক্তি তা পেলে ঐ মালকে ইসলামী আইনে 'লুকতা' বলে। আমরা এর বাংলা পরিভাষা নিয়েছি 'হারানো জিনিস প্রাপ্তি'। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের হাদীসসমূহে উপরোক্ত মাল সম্পর্কিত বিধান বিবৃত হয়েছে (সম্পাদক)।

١٧٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً قَالَ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ قَالَ لَهُ ذٰلِكَ فِىْ سَنَةٍ اَوْ فِىْ ثَلاَثِ سِنِيْنَ.

১৭০২। শো'বা (র) উক্ত হাদীসটির অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালামা) তার বর্ণনায় বলেছেন, 'এক বছর ঘোষণা করো'। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। আবার তিনি বলেন, আমি জানি না যে, তিনি এক বছর বলেছেন, নাকি তিন বছর।

١٧٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِى التَّعْرِيْفِ قَالَ فِىْ عَامَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ وَقَالَ اَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا. زَادَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ يَقُوْلُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ اِلاَّ حَمَّادٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِى فَعَرَفَ عَدَدَهَا.

১৭০৩। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে উক্ত সনদে (পূর্ব বর্ণিত হাদীসের) সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (হাম্মাদ) ঘোষণা প্রসঙ্গ সালামা থেকে (বর্ণনা করে) বলেন যে, তিনি (সালামা) 'দুই বছর অথবা তিন বছর বলেছেন।' আর তিনি (সা.) বলেছেন ঃ এর (মুদ্রার) সংখ্যা, থলি এবং বাঁধন চিনে রাখো। যদি তার মালিক আসে এবং সেটার কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন বলতে পারে তাহলে তা তাকে ফেরত দাও। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'যদি সে চিনতে পারে' কথাটি এই হাদীসে হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ বলেননি।

١٧٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ

فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَاجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا.

১৭০৪। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি লুকতা (অপরের হারানো জিনিস প্রাপ্তি) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এক বছর নাগাদ জিনিসটির ঘোষণা করতে থাকো। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার মুখবন্ধ (রশি) স্মরণ রেখে তা খরচ করো। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তা তাকে ফেরত দিও। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! পথহারা বকরী হলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, ওটা ধরে রাখো। কেননা সেটা হয় তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। সে আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পথহারা উট হলে? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর গণ্ডদেশ লালবর্ণ অথবা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেলো এবং তিনি বললেন ঃ তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তার সাথে তো তার জুতা (খুর) ও পানির পাত্র রয়েছে, যতক্ষণ না তার মালিক তার সাক্ষাৎ পায় (অর্থাৎ এক দিন তার মালিক তাকে পেয়েই যাবে)।

١٧٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَةَ وَلَمْ يَقُلْ خُذْهَا فِيْ ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتَنْفِقْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُوْلُوْا خُذْهَا.

১৭০৫। মালেক (র) থেকে (পূর্বে বর্ণিত) সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরো আছে, 'তার সাথে তার পানির মশক রয়েছে, সে পানি পানের স্থানে যাবে এবং ঘাস ও গাছ-গাছড়া খেয়ে নেবে'। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে 'ধরে রাখার' কথা এ হাদীসে উল্লেখ নেই এবং তিনি (মালেক) পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে তার

রিওয়ায়াতে বলেছেন, এক বছর নাগাদ তা ঘোষণা করতে থাকো। যদি তার মালিক আসে তা তাকে দিয়ে দাও। অন্যথায় যা করার ইচ্ছা তুমি তা করতে পারো, কিন্তু "তুমি নিজে খরচ করো" এ শব্দটি উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, সাওরী, সুলায়মান ইবনে বিলাল এবং হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) রাবীয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তারা (পথহারা বকরী সম্পর্কে) সেটা 'ধরে রাখো' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٧٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ بَاغِيُهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَاِنْ جَاءَ بَاغِيُهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ.

১৭০৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এক বছর নাগাদ ঘোষণা করো, যদি তার অন্বেষণকারী (মালিক) এসে যায় তবে তা তাকে দিয়ে দাও, নতুবা তার থলি ও মুখবন্ধ (রশি) ইত্যাদি ভালোভাবে চিনে রাখো, অতঃপর তুমি তা ভোগ করো। কিন্তু পরে (কখনো) যদি তার অন্বেষণকারী (মালিক) আসে তবে তা তাকে ফেরত দাও।

١٧٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ رَبِيْعَةَ. قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اقْبِضْهَا فِىْ مَالِكَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ.

১৭০৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো... অতঃপর রবীয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (খালিদ) বলেন, পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তুমি এক বছর ধরে তা ঘোষণা করো। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে তা দিয়ে দাও, নতুবা তুমি এর থলি ও রশি ইত্যাদি ভালোভাবে স্মরণ রাখো

এবং তোমার নিজের মালের সাথে একত্রে রেখে দাও। তার মালিক আসলে ওটা তাকে ফেরত দাও।

١٧٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةَ بِاِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ. وَزَادَ فِيْهِ فَاِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَعَرِفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ. وَقَالَ حَمَّادٌ اَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِيْ زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِيْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيْعَةَ اِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. وَحَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْضًا قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً. وَحَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً.

১৭০৮। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও রবীয়া (র) কুতাইবার সনদে তার হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং তন্মধ্যে বর্ধিত করেছেন, 'যদি তার অন্বেষণকারী (মালিক) আসে এবং সে যদি চিনতে পারে এটি তার থলি এবং সংখ্যা বলতে পারে তবে তাকে তা দিয়ে দাও। হাম্মাদ (র)-ও তার সনদ পরম্পরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ যে বর্ধিত বাক্য, যা হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনায় আছে, সালামা ইবনে কুহাইল, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার ও রবীয়ার হাদীসের মধ্যে "যদি তার মালিক আসে আর সে তার থলি ও রশি (দেখে) বুঝতে পেরেছে যে, এটা তার, তখন তুমি তাকে তা দিয়ে দাও" উক্ত বাক্যের মধ্যে 'সে তার বাঁধন ও থলে চিনতে পারে' কথাটুকু সংরক্ষিত নয়। উকবা ইবনে সুয়াইদ তার পিতা থেকেও (অনুরূপ) হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, 'এক বছর নাগাদ ঘোষণা করো।' আর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো।

١٧٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى يَعْنِي ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَا عَدْلٍ اَوْ ذَوِىْ عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَاِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَاِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ.

১৭০৯। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পথে পড়ে থাকা (পতিত) জিনিস পায়, সে যেন অবশ্যই একজন অথবা দু'জন ন্যায়-নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখে। সে যেন তা গোপন বা গায়েব না করে। সে যদি তার মালিককে পেয়ে যায় তবে অবশ্যই তাকে তা ফেরত দিবে, অন্যথায় সেটা আল্লাহর সম্পদ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

টীকা ঃ সাক্ষী বানিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, লোকদের জানিয়ে দেয়া, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন প্রকাশ করা যাবে না। প্রকৃত মালিককে তা প্রমাণ করে নিতে হবে (অনু.)।

١٧١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ اَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْئَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَذَكَرَ فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْاِبِلِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ. قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِىْ طَرِيْقِ الْمِيْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَاْتِ فَهِىَ لَكَ وَمَا كَانَ فِى الْخَرَابِ يَعْنِىْ فَفِيْهَا وَفِى الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ.

১৭১০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন ফল-ফলাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো যা এখনো গাছে ঝুলছে (কাটা হয়নি)। তিনি বললেন ঃ তাতে কোনো অসুবিধা নেই সেই ব্যক্তির জন্য যে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। তার জন্য জায়েয, তবে গোপনে আঁচলে বেঁধে নিতে পারবে না। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করে, তাকে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর ফল কেটে যে নির্দিষ্ট চত্বরে বা আঙ্গিনায় শুকানোর জন্য স্তূপিকৃত করা হয়েছে, যদি সেখান থেকে কেউ চুরি করে এবং

সে চোরাই জিনিসের মূল্য যুদ্ধের একটি ঢালের মূল্য পরিমাণ হয় তাহলে তার হাত কর্তিত হবে। রাবী পথহারা বকরী এবং উটের কথাও বর্ণনা করেছেন যেমন অন্যরা করেছেন। তিনি বলেন, পড়ে থাকা (পতিত) বস্তু সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেছেন ঃ সে জিনিস রাজপথে কিংবা জনবসতি মহল্লায় পাওয়া গেলে তা এক বছর ঘোষণা করো। যদি এর মধ্যে তার অনুসন্ধানকারী এসে যায় তবে তাকে তা ফেরত দাও। আর যদি না আসে, তবে সেটা তোমার। আর যদি সে (পতিত) জিনিস অনাবাদী এলাকায় পাওয়া যায় তাতে এবং ভূ-গর্ভস্থ ধনের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারকে) দিতে হবে।

١٧١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ فِىْ ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ فَاجْمَعْهَا.

১৭১১। আমর ইবনে শুয়াইব (র) এ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। পথহারা বকরী সম্পর্কে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ তা একত্র করো (নিজের হেফাযতে রাখো)।

١٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهٰذَا بِاِسْنَادِهِ وَقَالَ فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ وَكَذَا قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَيَعْقُوْبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخُذْهَا.

১৭১২। উবায়দুল্লাহ ইবনুল আখনাস (র) 'আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে উক্ত হাদীসটি এ সনদে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথহারা বকরী সম্পর্কে বলেছেন ঃ সেটা তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য কিংবা নেকড়ে বাঘের জন্য। সুতরাং তা ধরে রাখো। আইউবও এ ব্যাপারে অনুরূপ বলেছেন। আর ইয়াকূব ইবনে 'আতা থেকে বর্ণিত, 'আমর ইবনে শুয়াইব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তবে তা ধরে রাখো।

١٧١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ فِىْ ضَالَّةِ الشَّاءِ فَاجْمَعْهَا حَتّٰى يَاْتِيَهَا بَاغِيْهَا.

১৭১৩। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি পথহারা বকরী সম্বন্ধে বলেছেন ঃ তার অনুসন্ধানকারী (মালিক) আসা পর্যন্ত ওটাকে নিজের হেফাযতে রেখে দাও।

١٧١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ وَجَدَ دِيْنَارًا فَأَتٰى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ رِزْقُ اللّٰهِ فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ عَلِىٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّيْنَارَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ أَدِّ الدِّيْنَارَ.

১৭১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) পথে পড়ে থাকা একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেলেন এবং তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-র কাছে এলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র দান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী ও ফাতিমা সবাই তা (দ্বারা ক্রয়কৃত আহার্য) খেলেন। এরপর এক মহিলা এসে দীনার খোঁজাখুঁজি করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! দীনারটি পরিশোধ করো।

١٧١٥- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ الْتَقَطَ دِيْنَارًا فَاشْتَرٰى بِهِ دَقِيْقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيْقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّيْنَارَ فَأَخَذَهُ عَلِىٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قِيْرَاطَيْنِ فَاشْتَرٰى بِهِ لَحْمًا.

১৭১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পথে পড়ে থাকা একটি দীনার পেলেন এবং তা দিয়ে কিছু আটা খরিদ করলেন। আটার মালিক (বিক্রেতা) তাকে চিনতে পেরে দীনারটি তাকে ফেরত দিলো। অতঃপর আলী (রা) দীনারটি ভাঙ্গিয়ে দুই কীরাত দ্বারা গোশত খরিদ করলেন।

١٧١٦- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِىْ فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

اَخْبَرَه اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ دَخَلَ عَلٰى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا يُبْكِيْهِمَا قَالَتِ الْجُوْعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِيْنَارًا بِالسُّوْقِ فَجَاءَ بِهِ اِلٰى فَاطِمَةَ وَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اِذْهَبْ اِلٰى فُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيْقًا فَجَاءَ الْيَهُوْدِيَّ فَاشْتَرٰى بِهِ دَقِيْقًا فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ اَنْتَ خَتَنُ هٰذِهِ الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ دِيْنَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيْقُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتّٰى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اِذْهَبْ اِلٰى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّيْنَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ وَاَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِيْهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَذْكُرُ لَكَ فَاِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالاً اَكَلْنَاهُ وَاَكَلْتَ مَعَنَاهُ مِنْ شَاْنِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كُلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فَاَكَلُوْا فَبَيْنَاهُمْ مَكَانَهُمْ اِذْ غُلَامٌ يَنْشُدُ اللّٰهَ وَالْاِسْلَامَ الدِّيْنَارَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَقَطَ مِنِّيْ فِي السُّوْقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ اِذْهَبْ اِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَكَ اَرْسِلْ اِلَيَّ بِالدِّيْنَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ فَاَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ.

১৭১৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-এর নিকট এলেন; (দেখলেন) হাসান ও হুসাইন উভয়ে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কাঁদছে কেন? ফাতিমা (রা) বললেন, ক্ষুধার তাড়নায়। অতঃপর আলী (রা) বের হলেন এবং বাজারে পতিত একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেলেন। তিনি তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসলেন এবং তাকে বিষয়টি জানালেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আপনি অমুক ইয়াহূদীর নিকট গিয়ে আমাদের জন্য আটা নিয়ে আসুন। তিনি ইয়াহূদীর নিকট গিয়ে তা দিয়ে আটা খরিদ করলেন। ইয়াহূদী তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি ঐ ব্যক্তির জামাতা, যিনি দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, আপনি আপনার দীনার নিয়ে যান এবং আটাও। অতঃপর আলী (রা) ওখান থেকে এসে ফাতিমাকে সংবাদটি জানালেন। এবার ফাতিমা (রা) তাকে বললেন, অমুক কসাইয়ের নিকট গিয়ে আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত নিয়ে

আসুন। অতঃপর আলী (রা) দীনারটি গচ্ছিত রেখে এক দিরহামের গোশত নিয়ে আসলেন। এবার ফাতিমা (রা) আটা খামির করলেন। গোশত পাকালেন ও রুটি তৈরী করলেন এবং তাঁর আব্বা (সা)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন, তিনিও তাদের নিকট আসলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে ঘটনাটি জানাচ্ছি। যদি আপনি মনে করেন যে, ওটা আমাদের জন্য হালাল (বৈধ) তবে আমরা তা খাবো এবং আপনিও আমাদের সাথে খাবেন। ঘটনা এই। তিনি (ঘটনা শুনে) বললেন ঃ তোমরা বিসমিল্লাহ পড়ে খাও। তাঁরা সবাই খেলেন। তাঁরা এখনো সেখানে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ এক যুবক আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে দীনারটি খোঁজাখুঁজি করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তাকে ডাকা হলো এবং জিজ্ঞেস করলে সে বললো, দীনারটি বাজারে আমার থেকে পড়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! কসাইয়ের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (গচ্ছিত) দীনারটি আমাকে (ফেরত) দিয়ে দিতে, আর তোমার (গোশতের মূল্য) এক দিরহাম আমার যিম্মায় বাকী রইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দীনারটি ফেরত দিলেন।

টীকা ঃ পথে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিলে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার পর প্রকৃত মালিক এসে চাইলে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। কেননা এটা তার কাছে গচ্ছিত বা আমানতস্বরূপ রয়েছে (অনু.)।

١٧١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ وَاَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَبِىْ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهِ. وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوْا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭১৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন ঃ ছড়ি, রশি, চাবুক এবং পথে পড়ে থাকা এ জাতীয় জিনিস কেউ (তুলে নিলে) তা ব্যবহার করতে পারে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবুয যুবাইর (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাবী বলেন যে, বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ করেননি।

١٧١٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَحْسَبُهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ الْمَكْتُوْمَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

১৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পথহারা উট (ধরে নিয়ে) গোপন করলে তার শাস্তি হলো দ্বিগুণ জরিমানা।

١٧١٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ. قَالَ اَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ فِىْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتّٰى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا. قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو.

১৭১৯। আবদুর রহমান ইবনে উসমান আত্-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজীদের পথে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ (র) বলেন, ইবনে ওয়াহব হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে বলেছেন, তা স্বঅবস্থায় রেখে দাও– যাতে তার মালিক তা পেয়ে যায়।

١٧٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيْرٍ بِالْبَوَازِيْجِ فَجَاءَ الرَّاعِىْ بِالْبَقَرِ وَفِيْهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيْرٌ مَا هٰذِهِ قَالَ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لاَ نَدْرِىْ لِمَنْ هِىَ فَقَالَ جَرِيْرٌ اَخْرِجُوْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَأْوِى الضَّالَّةَ اِلاَّ ضَالٌّ.

১৭২০। আল-মুনযির ইবনে জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-র সঙ্গে 'বাওয়াযীজ্'-এ ছিলাম। তার রাখাল গরুর পাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। গরুর পালের মধ্যে এমন একটি গাভী ছিল যেটা সেই পালের নয়। জারীর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথা থেকে এলো? সে বললো, এটা (আমাদের) গরুর পালে ঢুকে পড়েছে। আমিও জানি না এটা কার? জারীর (রা) বললেন, এটিকে পাল থেকে বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই পথহারা পশুকে আশ্রয় দেয়।

টীকা ঃ আল-বাওয়াযীজ হলো জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) কর্তৃক বিজিত একটি রাজপ্রাসাদ, (ইরাকের) তিকরীত ও ইরবিল-এর মধ্যবর্তী আল-বাওয়াযীজ নামক এলাকা নয় (সম্পা.)।

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট-১

সুনান আবু দাউদ ১ম ও ২য় খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

প্রথম খণ্ড

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা

১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩১।

২। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৩৫।

৪। বুখারী, উযু, দাওয়াত; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯।

৫। পূর্বোক্ত বরাত (৪ নং হাদীস)।

৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৬।

৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১।

৮। মুসলিম তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪০।

৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০, ২১ ও ২২।

১০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৯।

১২। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১।

১৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৫।

১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪।

১৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪২।

১৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; তিরমিযী, নং ৯০; ইবনে মাজা, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ৩৭।

১৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৮; ইবনে মাজা, নং ৩৫০।

১৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৩ ও ফাদাইল; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩।

১৯। তিরমিযীত, লিবাস, নং ১৭৪৬; তাঁর শামাইল, নং ৮৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩; নাসাঈ।

২০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯২; নাসাঈ, নং ৩১; তিরমিযী, নং ৭০; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৭।

২১। পূর্বোক্ত বরাত।

২২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯।

২৩। বুখারী, তাহারাত ও মাজালিম; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩; ইবনে মাজা, নং ৩৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮, ২৬, ২৭ ও ২৮।

২৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২।

২৫। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৯।

২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩২৮।

২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২১; ইবনে মাজা, নং ৩০৪।

২৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৩৯।

২৯। নাসাঈ, নং ৩৪।

৩০। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭; ইবনে মাজা, নং ৩০০; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৩১। বুখারী, উযু; মুসলিম, নং ২৬৭; তিরমিযী, নং ১৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০; নাসাঈ, নং ২৪ ও ২৫।

৩৩। বুখারী, উযু, সালাত, লিবাস, আতইমা; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১২; লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০১।

৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৮।

৩৬। নাসাঈ, কিতাবুল লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৭০।

৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৩।

৪০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, দারা কুতনী, নং ৪।

৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৫।

৪২। ইবনে মাজা, নং ৩২৭।

৪৪। তিরমিযী, তাহারাত, তাফসীর, নং ৩০৯৯; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৫৭।

৪৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭; মুসলিম, ঐ, নং ২৫২; ইবনে মাজা; নং ২৭৮; বুখারী, জুমুআ।

৪৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৪৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩।

৫০। বুখারী (তা'লীকান); মুসলিম (সমার্থবোধক)।

৫২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৩; নাসাঈ, কিতাবুয যীনাত, নং ৫০৪৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৫৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৪।

৫৪। বুখারী; মুসলিম, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, নং ২৮৬; নাসাঈ, নং ২।

৫৭। বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাওহীদ, তাহারাত, দা'ওয়াত, বিতর, ইল্‌ম ও লিবাস; মুসলিম, সালাত ও তাহারাত; তিরমিযী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪৩, সালাত।

৫৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৩; নাসাঈ, নং ৮; ইবনে মাজা, নং ২৯।

৫৯। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১; মুসলিম (ইবনে উমার), নং ২৩৪; তিরমিযী (ইবনে উমার), নং ১।

৬০। বুখারী; মুসলিম, নং ২২৫।

৬১। তিরমিযী, নং ৩; ইবনে মাজা, নং ২৭৫; মুসনাদ আহ্‌মাদ।

৬২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৫৯; ইবনে মাজা।

৬৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬। নাসাঈ, নং ৩২৭ ও ৩২৮; তিরমিযী, নং ৬৬।

৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২৬; তিরমিযী, নং ৬৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৭০ ও ৩৭১।

৬৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮১; তিরমিযী, নং ৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩৪৩; নাসাঈ, নং ৫৮, ২২১ ও ২২২।

৭০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৩।

৭১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩; নাসাঈ, নং ৬৩-৬৬, ৩৩৬, ৩৩৯ ও ৩৪০।

৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২০০ ও ৩২০১; তাহারাত, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ৬৭ ও ৩৩৮।

৭৫। নাসাঈ, তাহারাত, ৬৭ ও ২৪১; ইবনে মাজা, নং ৩৬৭; তিরমিযী, নং ৯৬।

৭৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭২; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৯।

৭৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৮২।

৭৯। নাসাঈ, নং ৭১ ও ৩৪৩; ইবনে মাজা, নং ৩৮১; বুখারী।

৮০। পূর্বোক্ত বরাত।

৮১। নাসাঈ, নং ২৩৯।

৮২। ইবনে মাজা, নং ৩৭৪ ও ৩৮৩; তিরমিযী, নং ৬৪।

৮৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৫৯, ৩৩৩, সায়দ, নং ৪৩৫৫; ইবনে মাজা, নং ৩৮৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৬৯।

৮৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৪।

৮৫। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-আহ্কাফ।

৮৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬১৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, নং ৪৯; নাসাঈ, ইমামা, নং ৮৫৩।

৮৯। মুসলিম, সালাত, নং ৫৬০।

৯০। তিরমিযী, সালাত, নং ৩৫৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৯২৩।

৯১। তিরমিযী, সালাত, ৩৫৭ নং হাদীসের পরে উদ্ধৃত।

৯২। নাসাঈ, কিতাবুল মিয়াহ, নং ৩৪৭; ইবনে মাজা; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২৫ (আনাস), ৩২৬ (সাফীনা); তিরমিযী (সাফীনা), নং ৫৬; ইবনে মাজা, (সাফীনা), তাহারাত।

৯৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৬৯।

৯৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৪।

৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৩ ও ৩৪৬; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩২৫ ও ৩২৬ (সাফীনা)।

৯৬। ইবনে মাজা, কিতাবুদ দু'আ, নং ৩৮৬৪।

৯৭। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৫০।

৯৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১০০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭১।

১০১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৯৯; আহ্মাদ; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬ (সাঈদ ইবনে যায়েদ)।

১০২। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৩। আহ্মাদ, বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১।

১০৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৬। বুখারী, তাহারাত, রিকাক, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৪।

১০৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১১০। পূর্বোক্ত বরাত।

১১১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৯৩, ৯৪ ও ৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৮।

১১২। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৮। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮; নাসাঈ, ঐ, ৯৭, ৯৮, ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৩৪।

১১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫।

১২১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪২।

১২২। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৩।

১২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪১।

১৩৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১০১; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৬; ইবনে মাজা, নং ৪৩৯।

১৩৪। তিরমিযী, নং ৩৭; ইবনে মাজা, নং ৪৪৪।

১৩৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪২২।

১৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪৩

১৩৭। বুখারী, তাহারাত (উযু অধ্যায়); তিরমিযী, ঐ, নং ৪২; নাসাঈ, নং ৮০; ইবনে মাজা নং ৪১১।

১৩৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৮।

১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৮।

১৪২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩৮ (সাওম); নাসাঈ, ঐ, নং ১১৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭।

১৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৪৬।

১৪৯। বুখারী, তাহারাত, লিবাস, মাগাযী, সালাত; মুসলিম, সালাত, নং ২৭৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১২৩, ১২৪ ও ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৫০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫১। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৪২।

১৫৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৪৯, লিবাস, নং ৩৬২০; তিরমিযী, শামাইল, নং ৬৯।

১৫৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৩।

১৫৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫৭।

১৫৯। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৯।

১৬১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৮।

১৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৪, ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৬১; তিরমিযী, নং ৫০ (আবু হুরায়রা)।

১৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৯। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।

১৭০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭১। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩১, তিরমিযী, ঐ, নং ৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫০৯।

১৭২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৩।

১৭৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৬৫ (উমার); মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৬।

১৭৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৩।

১৭৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৬।

১৭৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৫০২।

১৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৮১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৪৭৯।

১৮২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৫; তিরমিযী, নং ৮৫; ইবনে মাজা, নং ৪৮৩।

১৮৪। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

১৮৫। ইবনে মাজা, যবাইহ্, নং ৩১৭৯।

১৮৬। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৫৭।

১৮৭। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৪।

১৮৮। তিরমিযী, শামাইল, নং ১৬৭।

১৮৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৮৮।

১৯০। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ১৮৩ (ইবনে আব্বাস)।

১৯১। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮০; নাসাঈ (জাবের), নং ১৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৮৯।

১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৯৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫২; তিরমিযী, নং ৭৯; ইবনে মাজা, নং ৪৮৫; নাসাঈ, নং ১৭১, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৪।

১৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮০।

১৯৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮৭; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৯৮।

১৯৯। বুখারী ও মুসলিম।

২০০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮।

২০১। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; বুখারী।

২০২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭৭।

২০৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭৭।

২০৪। ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪৩।

২০৫। তিরমিযী, রিদা' (দুধপান), নং ১১৬৪; (আলী ইবনে তালক), নং ১১৬৬।

২০৬। বুখারী, ইলম, তাহারাত; মুসলিম, তাহারাত; তিরমিযী, নং ১৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫২ থেকে ১৫৭, এবং ৪৩৬ থেকে ৪৪১ (গোসল)।

২০৭। নাসাঈ, নং ১৫৬; ইবনে মাজা, নং ৫০৫।

২০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২১০। ইবনে মাজা, নং ৫০৬; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৫।

২১২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৩।

২১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১০; নাসাঈ, নং ২৬৪ ও ২৬৫; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; তিরমিযী, নং ১৪০; ইবনে মাজা।

২১৫। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৪৬; তিরমিযী, নং ১১০; ইবনে মাজা, নং ৬০৯।

২১৬। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪৮; ইবনে মাজা, নং ৬১০; নাসাঈ, নং ১৯১।

২১৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪১।

২১৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৯৪; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪০।

২১৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯০।

২২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৮; তিরমিযী, নং ১৪১; ইবনে মাজা, নং ৫৮৭; নাসাঈ, নং ২৬৩।

২২১। বুখারী, তাহারাত, নং ৩০৬; তিরমিযী, নং ১২০; ইবনে মাজা, নং ৫৮৫; নাসাঈ নং ২৬১।

২২২। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯।

২২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৫। তিরমিযী, সালাত, নং ৬১৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ, আবু দাউদ তায়ালিসী।

২২৬। নাসাঈ, নং ২২৩ ও ২২৪ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা।

২২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস।

২২৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৩; নাসাঈ।

২২৯। তিরমিযী, নং ১৪৬; নাসাঈ, নং ২৬৬ ও ২৬৭; ইবনে মাজা, নং ৫৯৪।

২৩০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭২; নাসাঈ, নং ২৬৮; ইবনে মাজা, নং ৫৩৫।

২৩১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৪।

২৩২। ইবনে মাজা, তাহারাত (উম্মে সালামা)।

২৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে)।

২৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬১২।

২৩৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩।

২৩৮। বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩২১; নাসাঈ, নং ২২৯।

২৩৯। বুখারী, তাহারা, মুসলিম, ঐ, নং ৩২৭; নাসাঈ, নং ২৫১; ইবনে মাজা, নং ৫৭৫।

২৪০। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৮; নাসাঈ, নং ৪২৪।

২৪১। নাসাঈ, তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৭৪।

২৪২। বুখারী, মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২১, তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং, ৫৭৪।

২৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৫। বুখারী ও মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৭; তিরমিযী, নং ১০৩; নাসাঈ, নং ২৫৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৭৩।

২৪৮। তিরমিযী, নং ১০৬; ইবনে মাজা, নং ৫৯৭।

২৪৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯৯।

২৫০। তিরমিযী, নং ১০৭; নাসাঈ, নং ২৫৩; ইবনে মাজা, নং ৫৭৯।

২৫১। মুসলিম, নং ৩৩০; নাসাঈ, নং ৩৪২; তিরমিযী, নং ১০৫; ইবনে মাজা।

২৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

২৫৩। বুখারী (অনুরূপ)।

২৫৮। মুসলিম, নং ৩০২; তিরমিযী, নং ২৯৮১; ইবনে মাজা ও নাসাঈ, নং ২৮৯।

২৫৯। মুসলিম, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৬৪৩; নাসাঈ, নং ২৮০।

২৬০। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩০১; ইবনে মাজা, নং ৬৩৪; নাসাঈ, নং ২৭৫।

২৬১। মুসলিম, নং ২৯৮; তিরমিযী, নং ১৩৪; নাসাঈ, নং ২৭২; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩১; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৮২।

২৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৪। তিরমিযী (ইবনে আব্বাস), নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০।

২৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৭। বুখারী, তাহারাত, নং ২৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৮।

২৬৮। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬৯। নাসাঈ, নং ২৮৫।

২৭৩। বুখারী, মুবাশারাতুল হায়েয; মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, নং ১৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬; নাসাঈ, নং ২৮৬ ও ২৮৭।

২৭৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৯; হায়েয, নং ৩৫৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬২৩।

২৭৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১; তালাক।

২৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৩; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১ ও ৩৬৫; তিরমিযী, নং ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৬।

২৮৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮৫। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৩৪; নাসাঈ, নং ২০৫; ইবনে মাজা।

২৮৬। নাসাঈ, নং ২০১।

২৮৭। তিরমিযী, নং ১২৮; ইবনে মাজা, নং ৬২২ ও ৬২৭; ইমাম আহ্‌মাদ (র) মুসনাদের ২য় খণ্ডে, নং ৪৩৯; ইমাম শাফিঈ (র), কিতাবুল উম্ম, ১ম খণ্ড, নং ৫১; বায়হাকী, হাকেম।

২৮৮। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯০। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯১। নাসাঈ, নং ৩৫৭।

২৯৩। ইবনে মাজা (উম্মে বাক্‌র থেকে)।

২৯৪। নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৬০।

২৯৭। তিরমিযী, নং ১২৬; ইবনে মাজা, নং ৬২৫।

২৯৮। নাসাঈ, নং ৩৬৩।

৩০৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩০৪। নাসাঈ, নং ২০১।

৩০৫। নাসাঈ (অনুরূপ), নং ৩৫২।

৩০৭। বুখারী, হায়েয; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮; ইবনে মাজা, নং ৬৪৭।

৩১০। শরহে মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, নং ১৭ (ইমাম নববী)।

৩১১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৪৮।

৩১২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৪। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৪২; নাসাঈ, নং ২৫২।

৩১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৭। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১১; ইবনে মাজা, নং ৬৫৮।

৩১৮। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৫৬৫; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩১৫।

৩১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২০। নাসাঈ, নং ৩১৫; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৬৭; নাসাঈ।

৩২১। বুখারী, মুসলিম, হায়েয, ৩৬৮, নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২১।

৩২২। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৮; তিরমিযী, নং ১৪৪; নাসাই, নং ৩১৩; ইবনে মাজা, নং ৫৬৯।

৩২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৯। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৯; নাসাঈ, নং ৩২২।

৩৩২। নাসাঈ, নং ৩২৩; তিরমিযী, নং ১২৪; মুসনাদ আহমাদ, সুনান আদ-দারা কুতনী।

৩৩৩। ইমাম আহমাদ, মুসনাদ।

৩৩৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৩৭। ইবনে মাজা, নং ৫৭২।

৩৩৮। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, নং ৪৩৩।

৩৪০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৫ (উমার রা.); তিরমিযী, ঐ, নং ৪৯৪; নাসাঈ (উমার রা.)।

৩৪১। বুখারী, সালাত, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৮৪৬, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ১৩৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ।

৩৪২। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৭৩।

৩৪৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৫৮।

৩৪৪। মুসলিম, নং ৮৪৬; নাসাঈ, নং ১৩৭৬; বুখারী (অনুরূপ)।

৩৪৫। নাসাঈ, নং ১৩৮২; ইবনে মাজা, নং ১০৮৭; তিরমিযী, নং ৪৯৬।

৩৪৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫১। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮৬; ইবনে মাজা, নং ১০৯২; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৯।

৩৫২। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৭।

৩৫৪। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৭।

৩৫৫। নাসাঈ, তাহারাত, ১২৬, (অধ্যায় নং) নং ১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৫; আহমাদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা।

৩৫৮। বুখারী, হায়েয।

৩৬১। বুখারী, তাহারাত, সালাত, বু-য়ু' (ক্রয়বিক্রয়) মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা; ঐ, মালেক, ঐ; নাসাঈ, নং ২৯৪ ও ৩৯৪।

৩৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৩। নাসাঈ, নং ২৯৩ ও ২৯৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৮।

৩৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৯৫; ইবনে মাজা, ঐ।

৩৬৭। নাসাঈ, তিরমিযী।

৩৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৯। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৬৫৩; বুখারী, মুসলিম।

৩৭০। নাসাঈ, নং ২৮৫, ৩৭২ ও ৭৬৯; ইবনে মাজা, নং ৬৫২; মুসলিম।

৩৭১। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৮; নাসাঈ, নং ২৯৭ থেকে ৩০২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৭ থেকে ৫৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৬।

৩৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৭৩। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৮৯; তিরমিযী, নং ১১৭; নাসাঈ, নং ২৯৬; ইবনে মাজা, নং ৫৩৬।

৩৭৪। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৮৭; নাসাঈ, নং ৩০৩; তিরমিযী, নং ৭১; ইবনে মাজা, নং ৫২৪।

৩৭৫। ইবনে মাজা, নং ৫২২।

৩৭৬। নাসাঈ, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, নং ৫২৬।

৩৭৭। ইবনে মাজা, নং ৫২৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৬১০।

৩৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮০। নাসাঈ, নং ৫৬; তিরমিযী, নং ১৪৭; ইবনে মাজা, নং ৫২৯; বুখারী, উযু, আদাব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৪, ২৭৫; নাসাঈ, আনাস (রা) থেকে, নং ৫৩, ৫৪ ও ৫৫; তিরমিযী, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, নং ৫২৮; বুখারী ও মুসলিম।

৩৮২। বুখারী, তাহারাত।

৩৮৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪৩; ইবনে মাজ, নং ৫৩১; দারিমী, মালেক।

৩৮৪। ইবনে মাজা, নং ৫৩৩।

৩৯০। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৪৯; নাসাঈ, তিরমিযী।

كتاب الصلوة

(নামায)

৩৯১। বুখারী, ঈমান, শাহাদাত, সাওম; মুসলিম, ঈমান, নং ১১; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; সালাত; নাসাঈ, নং ৪৫৯; সাওম, ঈমান।

৩৯৩। তিরমিযী, সালাত, নং ১৪৯; আহমাদ, শাফিঈ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী।

৩৯৪। বুখারী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৫।

৩৯৫। মুসলিম, সালাত, নং ৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২; ইবনে মাজা, নং ৬৬৭; নাসাঈ, ৫২০।

৩৯৬। মুসলিম, সালাত, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫২৩; ইমাম আহমাদ।

৩৯৭। বুখারী, মাওয়াকিত; মুসলিম, সালাত, নং ৬৪৬; নাসাঈ, নং ৫২৮।

৩৯৮। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৭; নাসাঈ, নং ৪৯৬; ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৩৯৯। নাসাঈ।

৪০০। নাসাঈ, মাওয়াকিত, নং ৫০৪।

৪০১। বুখারী ও মুসলিম, নং ৬১৬; তিরমিযী, সালাত, নং ১৫৮।

৪০২। বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৬১৫; নাসাঈ, নং ৫০১; ইবনে মাজা, নং ৬৭৭; মালেক, সালাত, তিরমিযী, নং ১৫৭।

৪০৩। মুসলিম, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৭৩।

৪০৪। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬২১; নাসাঈ, নং ৫০৭ ও ৫০৮; ইবনে মাজা, নং ৬৮২।

৪০৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫০৬; ইবনে মাজা, মালেক, ঐ, নং ৬৮৩; তিরমিযী, নং ১৫৯।

৪০৯। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, দাওয়াত, তাফসীর; মুসলিম, সালাত, নং ৬২৭; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬৮৪; নাসাঈ, নং ৪৭৪।

৪১০। মুসলিম, নং ৬২৯; মালেক, সালাত; নাসাঈ, নং ৪৭৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৬।

৪১১। বুখারী, তারীখ, মুসনাদ আহমাদ।

৪১২। বুখারী, মুসলিম, নং ৬০৭; ইবনে মাজা, নং ১১২২; নাসাঈ, নং ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬ ও ৫৫১; তিরমিযী, নং ৫২৪।

৪১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৬২২; মালেক, নাসাঈ, নং ৫১২; তিরমিযী, নং ১৬০।

৪১৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৬২৬; নাসাঈ, নং ৪৭৯; তিরমিযী, সালাত, নং ১৭৫; ইবনে মাজা, নং ৬৮৫।

৪১৬। বুখারী, মুসলিম (রাফে ইবনে খাদীজ থেকে), নং, ৬৩৭; ইবনে মাজা, নং ৬৮৭; নাসাঈ, নং ৫২১।

৪১৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ৬৮৮; তিরমিযী, নং ১৬৪।

৪১৯। তিরমিযী, নং ১৬৫; নাসাঈ, নং ৫২৯; দারিমী।

৪২০। মুসলিম, নং ৬৩৯; নাসাঈ, নং ৫৩৮।

৪২২। নাসাঈ, নং ৫৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৯৩।

৪২৩। বুখারী, সালাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, নং ৬৬৯; নাসাঈ, নং ৫৪৭; তিরমিযী, নং ১৫৩।

৪২৪। নাসাঈ, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা, নং ৬৭২; তিরমিযী, নং ১৫৪।

৪২৫। আহমাদ, নাসাঈ, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০১; মালেক, সালাত।

৪২৬। তিরমিযী, সালাত, নং ১৭০।

৪২৮। নাসাঈ, নং ৪৭২; মুসলিম, নং ৬৩৪।

৪২৯। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৪০৩।

৪৩১। মুসলিম, নং ৬৪৮, তিরমিযী, নং ১৭৬; ইবনে মাজা, নং ১২৫৬; নাসাঈ।

৪৩২। ইবনে মাজা, নং ১২৫৫।

৪৩৩। মুসনাদ আহমাদ।

৪৩৫। মুসলিম, নং ৬৮০; ইবনে মাজা, নং ৬৯৭; নাসাঈ, নং ৬২০; তিরমিযী।

৪৩৭। মুসলিম, নং ৬৮১; নাসাঈ, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৯৮; তিরমিযী, নং ১৭৭।

৪৩৯। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪০। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪১। মুসলিম, নং ৬৮১; তিরমিযী, নং ১৭৭; নাসাঈ, নং ৬১৭।

৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৮; নাসাঈ, নং ৬১৪; ইবনে মাজা, নং ৬৯৬; তিরমিযী, নং ১৭৮।

৪৪৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৮২।

৪৪৭। নাসাঈ, নং ৬২৫।

৪৪৯। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯০; ইবনে মাজা, নং ৭৩৯।

৪৫০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, ৭৪৩।

৪৫১। বুখারী।

৪৫৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫২৪; নাসাঈ, নং ৭০৩; ইবনে মাজা।

৪৫৫। ইবনে মাজা, নং ৭৫৮; তিরমিযী, নং ৫৯৪; ইবনে হিব্বান।

৪৫৭। ইবনে মাজা।

৪৬১। তিরমিযী, ফাদাইলুল-কুরআন, নং ২৯১৭।

৪৬৫। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৩; নাসাঈ, নং ৭৩২; ইবনে মাজা (আবু হুমাইদ), নং ৭৭২; তিরমিযী, নং ৩১৪।

৪৬৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৭১৪; নাসাঈ, নং ৭৩১; তিরমিযী, নং ৩১৬; ইবনে মাজা, নং ১০১৩।

৪৬৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৪৯; নাসাঈ, নং ৭৩৪; তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা, নং ৭৯৯।

৪৭০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৭৪।

৪৭১। পূর্বোক্ত বরাত।

৪৭৩। মুসলিম, নং ৬৫৮; ইবনে মাজা, নং ৭৬৭।

৪৭৪। মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৫। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৮। নাসাঈ, নং ৭২৭; তিরমিযী, নং ৫৭১; ইবনে মাজা, নং ১০২১।

৪৭৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৪৭।

৪৮০। মুসলিম, নং ৫৮৪।

৪৮৩। মুসলিম, নং ৫৫৪।

৪৮৬। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৮৯। মুসলিম, নং ৫২৩।

৪৯২। ইবনে মাজা, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১৭।

৪৯৩। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

৪৯৪। তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৭; মুসনাদ আহমাদ।

৪৯৯। ইবনে মাজা, নং ৭০৬; তিরমিযী, নং ১৮৯; মুসলিম, নং ৩৭৯।

৫০০। তিরমিযী, নং ১৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯।

৫০১। মুসলিম, নং ৩৭৯; তিরমিযী, নং ২৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯; নাসাঈ, নং ৬৩০।

৫০২। নাসাঈ, নং ৬৩১, ৬৩২ ও ৬৩৩; মুসলিম, নং ৭০৯।

৫০৩। তিরমিযী, নং ১৯১।

৫০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৭৮; তিরমিযী, নং ১৯৮; নাসাঈ, আযান, নং ৬২৮; ইবনে মাজা, নং ৭৩০।

৫১০। নাসাঈ, নং ৬২৯।

৫১৪। তিরমিযী, নং ১৯৯; ইবনে মাজা, নং ৭১৭।

৫১৫। নাসাঈ, নং ৬৪২; ইবনে মাজা, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৩৮৭।

৫১৬। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৩৮৯।

৫১৭। তিরমিযী, নং ২০৭।

৫২০। বুখারী, তাহারাত, সালাত, লিবাস, সিফাতুন-নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, নং ৫০৩; তিরমিযী, নং ১৯৭; নাসাঈ, আযান, যীনাত, তাহারাত, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, নং ৭১১।

৫২১। তিরমিযী, নং ২১২, নাসাঈ (আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ)।

৫২২। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৮৩; তিরমিযী, নং ২০৮; নাসাঈ, নং ৬৭৪; ইবনে মাজা, নং ৭২০।

৫২৩। মুসলিম, নং ৩৪৮; নাসাঈ, নং ৬৭৯; তিরমিযী, নং ৩৬১৯।

৫২৫। মুসলিম, নং ৩৮৬; নাসাঈ, নং ৬৮০; তিরমিযী, নং ২১০; ইবনে মাজা, নং ৬২১।

৫২৭। মুসলিম, নং ৩৮৫।

৫২৯। বুখারী, তিরমিযী, নং ২১১; নাসাঈ, নং ৬৮১; ইবনে মাজা, নং ৭২২।

৫৩০। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৮৩।

৫৩১। নাসাঈ, নং ৬৭৩; তিরমিযী, নং ২০৯; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৮; ইবনে মাজা, নং ৭১৪; ইমাকাতুস-সালাত, নং ৯৮৭।

৫৩২। তিরমিযী, ২০৩ নং হাদীসের পরে; বুখারী, মুসলিম।

৫৩৫। মুসলিম, নং ৩৮১।

৫৩৬। মুসলিম, নং ৬৫৫; তিরমিযী, নং ২০৪; নাসাঈ, নং ৬৮৫; ইবনে মাজা, নং ৭৩৩।

৫৩৭। মুসলিম, নং ৬০৬; তিরমিযী, নং ২০২; ইবনে মাজা।

৫৩৮। তিরমিযী (১৯৮ নং হাদীসের পরে কিছু বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন); মুসনাদ আহমাদ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী, বায়হাকী।

৫৩৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬০৪; তিরমিযী, নং ৫১৭; নাসাঈ, নং ৬৮৮।

৫৪১। বুখারী, সালাত, তাহারাত; মুসলিম, সালাত, নং ৬০৫; নাসাঈ, নং ৮১০।

৫৪২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৩। নাসাঈ, নং ৮১২।

৫৪৪। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৭। নাসাঈ, নং ৮৪৮।

৫৪৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৫১; ইবনে মাজা, নং ৭৯১; তিরমিযী, নং ২১৭; নাসাঈ, নং ৮৪৯।

৫৪৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৫৩; তিরমিযী, নং ২১৭।

৫৫০। মুসলিম, নং ৬৫৪; নাসাঈ, নং ৮৫০; ইবনে মাজা।

৫৫১। ইবনে মাজা।

৫৫২। ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা রা.); মুসলিম, নং ৬৫৩; নাসাঈ, নং ৮৫১।

৫৫৩। নাসাঈ, নং ৮৫২; ইবনে মাজা, নং ৭৯২।

৫৫৪। নাসাঈ, নং ৮৪৪; ইবনে মাজা।

৫৫৫। মুসলিম, নং ৬৫৬; তিরমিযী, নং ২২১।

৫৫৬। ইবনে মাজা, নং ৭৮২।

৫৫৭। মুসলিম, নং ৬৬৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮৩।

৫৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা।

৫৬০। ইবনে মাজা।

৫৬১। তিরমিযী, নং ২২৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮১ (আনাস রা.)।

৫৬২। তিরমিযী, নং ৩৮৬; ইবনে মাজা।

৫৬৪। নাসাঈ, নং ৮৫৬।

৫৬৬। বুখারী, মুসলিম।

৫৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৬৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৭০।

৫৬৯। বুখারী, মুসলিম।

৫৭২। বুখারী, সালাত, কাসতাল্লানী, ২য় খণ্ড, নং ২২; মুসলিম, নং ৬০২; ইবনে মাজা, নং ৭৭৫; নাসাঈ, নং ৫৭২; তিরমিযী, নং ৩২৭।

৫৭৪। তিরমিযী (অনুরূপ)।

৫৭৫। নাসাঈ, নং ৮৫৯; তিরমিযী, নং ২১৯।

৫৭৯। নাসাঈ।

৫৮০। ইবনে মাজা, নং ৯৮৩।

৫৮১। ইবনে মাজা।

৫৮২। মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৭৮২।

৫৮৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৫; ইবনে মাজা, নং ৯৮০; নাসাঈ, নং ৭৮১।

৫৮৫। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯০।

৫৮৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৮৯। বুখারী, সালাত, আদাব, জিহাদ; মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ৯৭৯; নং ৭৮২।

৫৯০। ইবনে মাজা।

৫৯৩। ইবনে মাজা, নং ৯৭০।

৫৯৬। তিরমিযী, নং ৩৫৬; নাসাঈ, নং ৭৮৮।

৬০০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৬০১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৩৩; তিরমিযী, নং ৩৬১।

৬০২। ইবনে মাজা, নং ১২৪০।

৬০৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ৮৪৬।

৬০৫। বুখারী, মুসলিম।

৬০৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬০৯। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮০৪; ইবনে মাজা, নং ৯৭৫।

৬১০। মুসলিম, সালাত, তাহারাত; বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাহারাত, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, সালাত, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ৮০৭; তাহারাত।

৬১২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৪; নাসাঈ, নং ৮০২।

৬১৩। নাসাঈ, সালাত, ইমামাত, নং ৮০০।

৬১৪। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬১৫। নাসাঈ, নং ৮৩৩; ইবনে মাজা, নং ১০০৬।

৬১৬। ইবনে মাজা।

৬১৭। তিরমিযী, নং ৪০৮; মাজমু' ৩য় খণ্ড, নং ৪৮১; মাআলিমুস সুনান, ১ম খণ্ড, নং ১৭৫।

৬১৮। ইবনে মাজা, নং ২৭৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩।

৬১৯। ইবনে মাজা।

৬২০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮১।

৬২১। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২২। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২৭; তিরমিযী, নং ৫৮২; নাসাঈ, নং ৮২৯; ইবনে মাজা, নং ৯৬১।

৬২৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৫; নাসাঈ, নং ৭৬৪; ইবনে মাজা।

৬২৬। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৬; নাসাঈ, নং ৭৭০।

৬২৭। বুখারী।

৬২৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৩; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৩০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৭।

৬৩১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৪; নাসাঈ, নং ৭৬৯।

৬৩২। নাসাঈ, নং ৭৬৬।

৬৩৩। মুসলিম, নং ৫১৮।

৬৩৪। মুসলিম (বিস্তারিতভাবে)।

৬৩৭। নাসাঈ।

৬৪১। তিরমিযী, নং ৩৭৭; ইবনে মাজা, মালেক, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

৬৪৩। তিরমিযী, নং ৩৭৮; ইবনে মাজা (النهى عن تغطية الفم)।

৬৪৫। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬৪৬। ইবনে মাজা, নং ১০৪২; তিরমিযী, নং ৩৮৪।

৬৪৭। নাসাঈ।

৬৪৮। নাসাঈ, নং ৭৭৭।

৬৪৯। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ; বুখারী, ঐ।

৬৫৩। ইবনে মাজা।

৬৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৫১৩; নাসাঈ, নং ৭৩৯; ইবনে মাজা, নং ১০২৮; তিরমিযী (ইবনে আব্বাস রা.), নং ৩৩১।

৬৫৭। বুখারী।

৬৫৮। নাসাঈ, নং ৭৩৮; বুখারী, সালাত।

৬৬০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬১। মুসলিম, নং ৪৩০; নাসাঈ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, নং ৯৯২।

৬৬২। নাসাঈ, নং ৮১১; বুখারী, মুসলিম, নং ৪৩৬; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬৪। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৬। নাসাঈ, নং ৮২০।

৬৬৭। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।

৬৭১। নাসাঈ, নং ৮১৯।

৬৭২। বায়হাকী (র)-র সুনান।

৬৭৩। নাসাঈ, নং ৮২২; তিরমিযী, নং ২২৯।

৬৭৪। মুসলিম, নং ৪৩২; নাসাঈ, নং ৮১৩; ইবনে মাজা।

৬৭৫। মুসলিম, সালাত, নং ১২৩; তিরমিযী, নং ২২৮; নাসাঈ, নং ৮১৩।

৬৭৬। ইবনে মাজা, নং ১০০৫।

৬৭৮। মুসলিম, নং ৪৪০; তিরমিযী, নং ২২৪; নাসাঈ, নং ৮২১; ইবনে মাজা, নং ১০০০।

৬৮০। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯৬; ইবনে মাজা, নং ৯৭৮।

৬৮২। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৩০।

৬৮৩। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৪। বুখারী, সালাত, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৫। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৫; ইবনে মাজা।

৬৮৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬৮৮। বুখারী, মুসলিম।

৬৮৯। ইবনে মাজা।

৬৯২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৫২।

৬৯৪। ইবনে মাজা।

৬৯৫। নাসাঈ, নং ৭৪৯।

৬৯৬। বুখারী, মুসলিম।

৬৯৭। বুখারী, সালাত, সিফাতে ইবলিস; মুসলিম, সালাত, নং ৫০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৭৫৮।

৭০০। বুখারী, মুসলিম।

৭০১। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৫০৭; নাসাঈ, নং ৭৫৭, ইবনে মাজা, নং ৯৪৫; তিরমিযী, নং ৩৩২।

৭০২। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৮, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭০৩। নাসাঈ, নং ৭৫২।

৭১১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১২; নাসাঈ, নং ৭৬০; ইবনে মাজা, নং ৯৫৬।

৭১২। বুখারী, নাসাঈ।

৭১৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৭১৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫০৪; তিরমিযী, নং ৩৩৭; নাসাঈ, নং ৭৫৩; ইবনে মাজা, নং ৯৪৭।

৭১৬। নাসাঈ, নং ৭৫৩।

৭১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৭১৮। নাসাঈ, নং ৭৫৪।

পরিশিষ্ট

সুনান আবু দাউদ ২য় খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

৭২২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৫৫; নাসাঈ, নং ৮৭৭, ৮৭৮ ও ৮৭৯; ইবনে মাজা।

৭২৬। নাসাঈ, নং ৮৯০; ইবনে মাজা।

৭২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৭২৮। নাসাঈ।

৭৩০। বুখারী, তিরমিযী, নং ২৬০, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৩৮। নাসাঈ, নং ৮৮৩।

৭৩৯। মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ২৩০৮।

৭৪০। নাসাঈ।

৭৪১। বুখারী।

৭৪৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৭৪৫। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৮২, ইবনে মাজা, বুখারী।

৭৪৬। নাসাঈ।

৭৪৭। নাসাঈ।

৭৪৮। তিরমিযী, নং ২৫৭, নাসাঈ।

৭৫৩। তিরমিযী, নং ২৩৯; নাসাঈ, নং ৮৮৪।

৭৫৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৬০। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৬৬; নাসাঈ, নং ৮৯৮; ইবনে মাজা, আহমাদ, নং ৭২৯।

৭৬৩। মুসলিম, নাসাঈ।

৭৬৫। ইবনে মাজা।

৭৬৬। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৬৭। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৭০। বুখারী, নাসাঈ।

৭৭১। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বুখারী।

৭৭৩। তিরমিযী, নাসাঈ।

৭৭৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৪২।

৭৭৬। তিরমিযী, নং ২৪৩; ইবনে মাজা।

৭৭৭। ইবনে মাজা।

৭৮০। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৫১।

৭৮১। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৮৯৬।

৭৮২। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৭৮৩। মুসলিম, ইবনে মাজা।

৭৮৪। মুসলিম, ইবনে মাজা, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ।

৭৮৬। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩০৮৬।

৭৮৯। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮২৬; ইবনে মাজা, বুখারী, মুসলিম, নং ৪৭০।

৭৯২। ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা রা.)।

৭৯৪। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৭৯৬। নাসাঈ।

৭৯৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৭৯৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

৮০১। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮০৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৮০৪। মুসলিম, নাসাঈ।

৮০৫। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩০৭।

৮০৬। মুসলিম, নাসাঈ।

৮০৮। নাসাঈ, তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০১, আহমাদ, নং ২৩৮, ১৮৮৭, ১৯৭৭।

৮০৯। মুসনাদ আহমাদ, নং ২২৪৬, ২৩৩২।

৮১০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩০৮; নাসাঈ, নং ৯৮৬; ইবনে মাজা।

৮১১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৯৮৮; ইবনে মাজা।

৮১২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৯৯২।

৮১৭। ইবনে মাজা, মুসলিম।

৮২১। মুসলিম, নং ৩৯৫; তিরমিযী, নং ২৯৫৪; নাসাঈ, নং ৯১০; ইবনে মাজা, নং ৮৩৮।

৮২২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮২৩। তিরমিযী, নং ২৪৭; নাসাঈ, নং ৯১১ ও ৯১২; বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।

৮২৪। নাসাঈ, ৯১২।

৮২৬। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮২৯। মুসলিম, নাসাঈ।

৮৩২। নাসাঈ, নং ৯২৫।

৮৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৮৩৬। বুখারী, নাসাঈ।

৮৩৭। বুখারী, তারীখুল কাবীর।

৮৩৮। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৪১। তিরমিযী, নাসাঈ।

৮৪২। বুখারী, নাসাঈ।

৮৪৪। বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮৭।

৮৪৫। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, নং ৩৮৫৫; তিরমিযী, নং ২৮৩।

৮৪৬। মুসলিম, ইবনে মাজা।

৮৪৭। মুসলিম, নং ৪৭৭; নাসাঈ।

৮৪৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী নং ২৬৭।

৮৫০। ইবনে মাজা, নং ৮৯৮; তিরমিযী, নং ২৮৪।

৮৫২। বুখারী, নং ৪৭১; নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৭৯।

৮৫৪। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৮৫৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৬৫।

৮৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৩৯৭; নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩০৩।

৮৫৭। তিরমিযী, নং ৩০২।

৮৫৮। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩০২; হাকেম, বায়হাকী, তয়ালিসী, তাহাবী।

৮৬২। নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ১৪২৯।

৮৬৩। নাসাঈ।

৮৬৪। ইবনে মাজা, নং ১৪২৫।

৮৬৬। ইবনে মাজা, নং ১৪২৬।

৮৬৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, ২৫৯।

৮৬৮। মুসলিম, নাসাঈ।

৮৬৯। ইবনে মাজা, নং ৮৮৭।

৮৭০। ইবনে মাজা, নং ৮৮৭।

৮৭১। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৬২।

৮৭২। মুসলিম, নং ৪৮৭, নাসাঈ।

৮৭৩। নাসাঈ, তিরমিযী।

৮৭৪। তিরমিযী, নাসাঈ।

৮৭৫। মুসলিম, নং ৪৮২; নাসাঈ।

৮৭৬। মুসলিম, নং ৪৭৯; নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ১৯০০।

৮৭৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৪৮৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৭৮। মুসলিম, নং ৪৮২।

৮৭৯। মুসলিম, নং ৪৮৬; ইবনে মাজা।

৮৮১। ইবনে মাজা।

৮৮২। বুখারী, নাসাঈ।

৮৮৬। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৬১।

৮৮৭। নাসাঈ, তিরমিযী।

৮৮৮। নাসাঈ।

৮৮৯। তিরমিযী, নং ২৭৩।

৮৯০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৭৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৯১। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৭২; নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ১৭৬৪ ও ১৭৬৫।

৮৯২। নাসাঈ।

৮৯৪। বুখারী, মুসলিম।

৮৯৬। নাসাঈ।

৮৯৭। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৯৮। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৯৯। মুসনাদ আহমাদ, নং ২৪০৫।

৯০০। ইবনে মাজা।

৯০২। তিরমিযী, নং ২৮৬; বায়হাকী (বুখারীর মতে হাদীসটি মুরসাল হওয়াই অধিকতর সহীহ, মুত্তাসিল হওয়ার তুলনায়)।

৯০৩। নাসাঈ।

৯০৪। নাসাঈ, তিরমিযী।

৯০৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।

৯০৯। নাসাঈ।

৯১০। বুখারী, নাসাঈ।

৯১১। বুখারী, মুসলিম।

৯১২। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯১৩। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯১৪। বুখারী, সালাত, লিবাস; মুসলিম, নাসাঈ, সালাত, নং৭৭২; ইবনে মাজা, লিবাস, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, লিবাস, সালাত।

৯১৭। বুখারী, সালাত, আদাব; মুসলিম, নং ৫৪৩; নাসাঈ, নং ৮২৮ ও ৭১২।

৯২১। নাসাঈ, সালাত, নং ১২০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১২৪৫; তিরমিযী, নং ৩৯০।

৯২২। নাসাঈ, সালাত, নং ১২০৭; তিরমিযী।

৯২৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৯২৪। নাসাঈ, নং ১২২২।

৯২৫। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩২৭।

৯২৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৯২৭। তিরমিযী, নং ৩৬৮।

৯৩০। মুসলিম, নাসাঈ।

৯৩২। তিরমিযী, নং ২৪৮; ইবনে মাজা, নং ৮৫৫।

৯৩৪। ইবনে মাজা, নং ৮৫৩।

৯৩৫। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ৮৫১।

৯৩৬। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৫০; নাসাঈ, নং ৯২৬; ইবনে মাজা, নং ৮৫১।

৯৩৮। ইবনে মাজা, সালাত।

৯৩৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২২; নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩৬৯; ইবনে মাজা, নং ১০৩৪।

৯৪০। বুখারী, সালাত, সিজদা সাহু, সুলহি; মুসলিম, নাসাঈ।

৯৪৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৩৭৯।

৯৪৬। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৩৮০।

৯৪৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৯১; ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৩৮৩।

৯৪৯। বুখারী, সালাত, তাফসীর; মুসলিম, নাসাঈ, নং ১২২০; তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৫; তাফসীর, নং ২৯৮৯।

৯৫০। বুখারী, তিরমিযী, নং ৩৭১; নাসাঈ, নং ১৬৬১; ইবনে মাজা, নং ১২৩১।

৯৫২। বুখারী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩৭২।

৯৫৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৫৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৭৩১; নাসাঈ, নং ১৬৪৯।

৯৫৫। মুসলিম, নং ৭৩০; নাসাঈ, নং ১৬৪৮; ইবনে মাজা, নং ১২২৮।

৯৫৭। নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ৮৬৭।

৯৬৩। বুখারী, তিরমিযী, নং ৩০৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৬৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ১২৭০, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৮৯।

৯৬৯। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

৯৭০। নাসাঈ।

৯৭৩। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৭৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৯০; নাসাঈ, নং ১১৭৫; ইবনে মাজা।

৯৭৬। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৯৭৯। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৮০। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৯৮৩। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৮৫। নাসাঈ।

৯৮৬। তিরমিযী, নং ২৯১; মুসতাদরাক হাকেম।

৯৮৭। মুসলিম, নাসাঈ, নং ১২৬২।

৯৮৮। মুসলিম।

৯৯০। নাসাঈ, নং ১২৭১।

৯৯১। ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ১২৭২।

৯৯৫। তিরমিযী, নং ৩৬৬; নাসাঈ।

৯৯৬। তিরমিযী, নং ২৯৫; নাসাঈ, নং ১৩২৩; ইবনে মাজা, নং ৯১৪।

৯৯৮। মুসলিম, নাসাঈ, নং ১৩১৯।

১০০০। মুসলিম, নাসাঈ।

১০০১। ইবনে মাজা, নং ৯২২।

১০০২। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৮৩; নাসাঈ, নং ১০০২ আহমাদ, নং ১৯৩৩।

১০০৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৮৩।

১০০৪। তিরমিযী, সালাত, নং ২৯৭।

১০০৫। তিরমিযী, রিদা (দুধপান), নং ১১৬৪; ইবনে মাজা।

১০০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৮৩; তিরমিযী, নং ৩৯৯; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০১৩। নাসাঈ।

১০১৪। বুখারী, নাসাঈ।

১০১৫। মুসলিম, নাসাঈ।

১০১৬। নাসাঈ।

১০১৭। ইবনে মাজা।

১০১৮। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০১৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৯২; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০২২। মুসলিম।

১০২৩। নাসাঈ।

১০২৪। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০২৮। নাসাঈ।

১০২৯। ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৩০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৩৩। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৭৪৭, ১৭৫২, ১৭৫৩ ও ১৭৬১।

১০৩৪। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৩৬। ইবনে মাজা।

১০৩৭। তিরমিযী।

১০৩৮। ইবনে মাজা।

১০৩৯। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩৯৫।

১০৪০। ইবনে মাজা, বুখারী, নাসাঈ।

১০৪১। ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৪২। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৪৩। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৪৫১; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৪৪। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৪৫০।

১০৪৫। মুসলিম, নং ৫২৬; নাসাঈ।

১০৪৬। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৪৮৮; মুসলিম, জুমুআ।

১০৪৭। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৪৮। নাসাঈ।

১০৪৯। মুসলিম।

১০৫০। মুসলিম, নং ৮৫৭; তিরমিযী, নং ৪৮৯; ইবনে মাজা।

১০৫১। মুসনাদ আহমাদ, নং ৯১৭।

১০৫২। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৫৩। নাসাঈ।

১০৫৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৫৭। নাসাঈ।

১০৫৯। ইবনে মাজা।

১০৬১। ইবনে মাজা।

১০৬৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১০৬৫। মুসলিম, তিরমিযী।

১০৬৬। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ২৫০৩।

১০৬৮। বুখারী, জুমুআ (বাবুল জুমুআ ফিল-কুরা)।

১০৬৯। ইবনে মাজা।

১০৭০। নাসাঈ, ঈদাইন, নং ১৫৯২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩১।

১০৭১। নাসাঈ, ঈদাইন, নং ১৫৯৩।

১০৭৩। ইবনে মাজা, নং ১৩১১।

১০৭৫। মুসলিম, জুমুআ', নং ৮৭৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২২, তিরমিযী, ঐ, নং ৫২০; ইবনে মাজা।

১০৭৬। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮৩।

১০৭৮। ইবনে মাজা (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.)।

১০৭৯। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৮০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৮২। মুসলিম।

১০৮৪। বুখারী, জুমুআ; তিরমিযী, ঐ, নং ৫০৩।

১০৮৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, সালাত, নং ১১০০।

১০৮৬। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫৯; ইবনে মাজা, নং ১০৯৯।

১০৮৭। বুখারী, জুমুআ; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৫১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১১৩৫।

১০৯৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৬২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১১০৫।

১০৯৪। মুসলিম, নং ৮৬২; নাসাঈ, নং ১৪১৯; ইবনে মাজা, নং ১১০৬।

১০৯৯। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭০; নাসাঈ।

১১০০। মুসলিম, নং ৮৭৩; নাসাঈ, নং ১৪১২।

১১০১। মুসলিম, নং ৮৬৬; তিরমিযী, নং ৫০৭।

১১০২। মুসলিম, নং ৮৭৩; নাসাঈ, নং ১৪১২।

১১০৪। মুসলিম, নং ৮৭৪; তিরমিযী, নং ৫১৫; নাসাঈ।

১১০৯। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৭৬; নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪১৪।

১১১০। তিরমিযী, নং ৫১৪।

১১১২। মুসলিম, নং ৮৫১; নাসাঈ, নং ১৪০৩; ইবনে মাজা, নং ১১১০।

১১১৪। ইবনে মাজা।

১১১৫। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫১০; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১১৬। মুসলিম, নং ৮৭৫; ইবনে মাজা, নং ১১১৪।

১১১৭। নাসাঈ, নং ১৪০১; মুসলিম।

১১১৯। তিরমিযী, নং ৫২৬।

১১২০। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১২১। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬৮৭; তিরমিযী, জুমুআ, নং ৫২৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা, সালাত, নং ১১২২।

১১২২। বুখারী, মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৩৩; নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪২৫; ইবনে মাজা।

১১২৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭৮ নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২৪; ইবনে মাজা।

১১২৪। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১২৫। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪২৩।

১১২৬। বুখারী।

১১২৮। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪৩০; মুসলিম, ঐ, নং ৮৮২; তিরমিযী, ঐ, নং ৫১১ ও ৫২২।

১১২৯। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৮৩; তিরমিযী, নং ৫২৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৩১। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৮১।

১১৩২। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৫২১।

১১৩৪। তিরমিযী, নাসাঈ, ঈদ, নং ১৫৫৭।

১১৩৫। ইবনে মাজা।

১১৩৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩০৭।

১৪০০। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৪১। নাসাঈ।

১১৪২। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৯০২ ও ১৯৮৩।

১১৪৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৪৬। বুখারী, নাসাঈ, মুসনাদ আহমাদ, নং ২০৬২।

১১৪৭। ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ২০০৪।

১১৪৮। মুসলিম, তিরমিযী।

১১৪৯। ইবনে মাজা, সালাত, ১২৮০।

১১৫০। ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১২৮০।

১১৫২। ইবনে মাজা, নং ১২৭৮; মুসলিম।

১১৫৪। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৯১; তিরমিযী, নং ৫৩৪; নাসাঈ, নং ১৫৬৮; ইবনে মাজা, নং ১২৮২।

১১৫৫। নাসাঈ, ঈদাইন, নং ১৫৭৩; ইবনে মাজা, নং ১২৯০।

১১৫৬। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১২৯৯।

১১৫৭। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৩৮; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৬০। ইবনে মাজা।

১১৬২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৫৬; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৬৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৫৫৮।

১১৬৮। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৫৫৭।

১১৭০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৭১। মুসলিম।

১১৭৪। বুখারী।

১১৭৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১১৭৭। মুসলিম, নাসাঈ।

১১৭৮। মুসলিম।

১১৭৯। মুসলিম, নাসাঈ।

১১৮০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

১১৮১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১১৮২। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৮৩। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৮৪। নাসাঈ।

১১৮৫। নাসাঈ।

১১৮৯। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১১৯০। মুসলিম।

১১৯১। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৯২। বুখারী।

১১৯৩। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৯৪। তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৯৫। মুসলিম, নাসাঈ।

১১৯৬। বুখারী, তারীখ।

১১৯৭। তিরমিযী।

১১৯৮। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৬৮৫; নাসাঈ, সালাত, নং ৪৫৪, ৪৫৫ ও ৪৫৬; তাকসীর সালাত, নং ১৪৩৫।

১১৯৯। মুসলিম, তিরমিযী, তাফসীর সূরা আন-নিসা, নং ৩০৩৭; ইবনে মাজা, সালাত।

১২০১। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন।

১২০২। বুখারী, সালাত, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৭০ ও ৫৪৬।

১২০৩। নাসাঈ, আযান, নং ৬৬৭।

১২০৫। নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৪৯৯।

১২০৬। মুসলিম, সালাত, নং ৭০৬; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৭৭; তিরমিযী, মাওয়াকীত, নং ৫৫৩; ইবনে মাজা, মাওয়াকীত, নং ১০৭০।

১২০৭। তিরমিযী, সালাত নং ৫৫৫; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৯৮, ৫৮৯, ৫৯২; মুসলিম, সালাত ও হজ্জ, ইবনে মাজা, সালাত।

১২১০। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭০৫; তিরমিযী, সালাত, নং ১৮৭; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৬০২।

১২১১। মুসলিম, নং ৭০৫; নাসাঈ, নং ৬০২; তিরমিযী, সালাত, নং ১৮৭।

১২১৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ, নং ৭০৫; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৯০ ও ৫৯১।

১২১৫। নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৯৪।

১২১৮। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৮৭।

১২১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১২২০। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৫৩।

১২২১। বুখারী, সালাত, তাফসীর, তাওহীদ; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৪; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১০০১ ও ১০০২; ইবনে মাজা, নং ৮৩৪; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত।

১২২২। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৫০।

১২২৩। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, নং ১৪৫২ ও ১৪৫৩; ইবনে মাজা, সালাত।

১২২৪। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল।

১২২৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭০০; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭৪১।

১২২৭। বুখারী (জাবির), সালাত; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫১; মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

১২২৯। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৪৫।

১২৩০। বুখারী, তাকসীর সালাত; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা।

১২৩১। ইবনে মাজা, সালাত; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, নং ১৪৫৪।

১২৩২। বরাত ১২৩০ নং হাদীস।

১২৩৩। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, কাসরুস সালাত; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৪৮; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, নং ১৪৫৩; ইবনে মাজা, সালাত।

১২৩৬। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৫০ ও ১৫৫১।

১২৩৭। বুখারী, মাগাযী, গাযওয়া যাতির রিকা'; মুসলিম, সালাতুল খাওফ; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫৫৪; তিরমিযী, ঐ; নং ৫৬৪; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ।

১২৩৮। বুখারী, পূর্বোক্ত; মুসলিম, পূর্বোক্ত; নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৩৮।

১২৩৯। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ১২৩৮।

১২৪০। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৪৩।

১২৪৩। বুখারী, গাযওয়া যাতির-রিকা'; মুসলিম, সালাতুল খাওফ, তিরমিযী, ঐ, নং ১৫৬৪; নাসাঈ ঐ, নং ১৫৪৪।

১২৪৪। মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৫৬১।

১২৪৬। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৩০ ও ১৫৫১; আহমাদ, নং ২০৬৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫৩৪।

১২৪৭। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৩৩; ইবনে মাজা, আহ্‌মাদ, নং ২১২৪, ২১৭৭, ২২৯৩ ও ২২৬২।

১২৪৮। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৫২।

১২৫০। মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, সালাত, নং ৪১৫; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৯৫।

১২৫১। মুসলিম ও তিরমিযী, সালাত, নং ৪৩৯; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৯৫; ইবনে মাজা, নং ১২৫২; বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ; নাসাঈ, ইমামাত, নং ৮৭৪।

১২৫২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ, নাসাঈ, ইমামাত, নং ৮৭৪।

১২৫৩। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৫৮।

১২৫৪। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, ঐ।

১২৫৫। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৯৪৭।

১২৫৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; ইবনে মাজা, সালাত; নাসাঈ, আল-ইফতিতাহ, নং ৯৪৬।

১২৫৭। ইবনে মাজা, সালাত।

১২৫৮। আহ্‌মাদ, নং ৯২৪২ ও ৯৩৪৭; মুসলিম ও বুখারী।

১২৫৯। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, আল-ইফতিতাহ্, নং ৯৪৫; আহ্‌মাদ, নং ২০২৮ ও ২০৮৬।

১২৬১। তিরমিযী, সালাত, নং ৪২০।

১২৬২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৪০।

১২৬৪। মুসলিম, সালাতুল লাইল।

১২৬৫। মুসলিম, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; নাসাঈ, ইমামাত, নং ৮৬৯।

১২৬৬। মুসলিম, সালাত, নং ৭১০; তিরমিযী, ঐ, নং ৪২১; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৬৬ (কিতাবুল ইমামাত); ইবনে মাজা, সালাত, নং ১১৫১।

১২৬৭। ইবনে মাজা, সালাত; তিরমিযী, ঐ, নং ৪২২।

১২৬৯। তিরমিযী, সালাত, নং ৪২৭; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ।

১২৭০। ইবনে মাজা, সালাত।

১২৭১। তিরমিযী, সালাত, নং ৪৩০।

১২৭৩। বুখারী, সালাত, মুসলিম, ঐ।

১২৭৪। নাসাঈ, আল-মাওয়াকীত, নং ৫৭৪; আহ্‌মাদ, নং ৬১০।

১২৭৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, ঐ, নং ১২৬; তিরমিযী, নং ৮২৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৩; ইবনে মাজা, নং ১২৫০; আহ্‌মাদ, নং ১১০।

১২৭৭। তিরমিযী, আদ-দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত), নং ৩৫৭৪; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩২; ইবনে মাজা, নং ১৩৬৪।

১২৭৮। তিরমিযী, সালাত, নং ৪১৯; ইবনে মাজা, ঐ (সংক্ষিপ্ত)।

১২৭৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩৫; নাসাঈ, আল-মাওয়াকীত, নং ৫৭৬ ও ৫৭৫।

১২৮১। বুখারী, সালাত।

১২৮২। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩৫।

১২৮৩। বুখারী, আযান, মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩৮; তিরমিযী, সালাত, নং ১৮৫; নাসাঈ, আযান; নং ৬৮২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৬২।

১২৮৬। মুসলিম, সালাতুস মুসাফিরীন, নং ৭১৭।

১২৮৯। তিরমিযী, সালাতুদ দুহা (আবু যার ও আবু দারদা), নং ৪৮৫।

১২৯০। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১২২৩ (সালাতুল লাইল ওয়ান-নাহার); বুখারী (উম্মু হানী), সালাতুল লাইল, মাগাযী, তাহারাত, আদাব, জিয্‌য়া, নং ৩৩৬; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৭৪; মুসলিম, হায়েদ, নং ৩৩৬; সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২২৬ ও ৪১৫।

১২৯১। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৯২। মুসলিম, সালাত, নং ৭১৭; তিরমিযী ও নাসাঈ।

১২৯৩। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৮।

১২৯৪। মুসলিম ও নাসাঈ।

১২৯৫। তিরমিযী, জুমুআ, নং ৫৯৭; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩২২।

১২৯৬। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইমামাতুস সালাত, নং ১৩২৫।

১২৯৭। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩৮৬ ও ১৩৮৭।

১২৯৮। তিরমিযী, সালাত, নং ৪৮১ (আনাস ইবনে মালেক), নং ৪৮৩ (আবু রাফে মাওলা রাসূলিল্লাহ সা.)।

১৩০০। তিরমিযী ও ইবনে মাজা।

১৩০৬। বুখারী, তাহাজ্জুদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৭৪; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০৮।

১৩০৮। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬১১; ইবনে মাজা, ইমামাতুস সালাত, নং ১৩৩৬।

১৩০৯। নাসাঈ (মুসনাদান); ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৩৫।

১৩১০। বুখারী, সালাত; নাসাঈ ও মুসলিম, সালাত, নং ৭৮৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৭০।

১৩১১। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৮৭; তিরমিযী, ঐ।

১৩১২। বুখারী, সালাতুত তাতাব্বু'; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৮৪ ও নাসাঈ।

১৩১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৭৪৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৮১; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৪০ ও ১৩১৪; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৮৫।

১৩১৫। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ, নং ৭৫৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৬৬।

১৩১৭। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুস্‌লিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬১৭।

১৩১৮। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪২; ইবনে মাজা।

১৩২০। মুসলিম, সালাত, নং ৪৮৯; নাসাঈ, কিতাবুল ইফতিতাহ্, নং ১১৩৯; তিরমিযী, দাওয়াত; ইবনে মাজা, দু'আ (অংশবিশেষ)।

১৩২৩। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৬৮।

১৩২৪। মুসলিম (আয়েশা), নং ৭৬৯।

১৩২৫। নাসাঈ, মুসলিম (জাবের), সালাত, নং ৭৫৬।

১৩২৬। বুখারী, বেতের; মুসলিম, সালাত, নং ৭৪৯; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩২০।

১৩২৭। মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ২২৪৬।

১৩২৯। তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪৭।

১৩৩১। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৭৮৮, নাসাঈ।

১৩৩৩। নাসাঈ, তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, নং ২৯২০।

১৩৩৫। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৩৬; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৫৮।

১৩৩৬। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুসলিম, সালাত, নং ৭৩৬; নাসাঈ ও ইবনে মাজা (অনুরূপ), সালাত, নং ১৩৫৮।

১৩৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩৩৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৭৩৮; তিরমিযী, নং ৪৫৯; নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

১৩৩৯। এটি পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ।

১৩৪০। মুসলিম, সালাতুল লাইল, নং ৭৩৮ ও নাসাঈ।

১৩৪১। বুখারী, বেতের; মুসলিম, সালাতুল লাইল, নং ৭৩৮; তিরমিযী, নং ৪৩৯; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল।

১৩৪২। মুসলিম, সালাত, নং ৭৪৬; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৫২ ও ১৬০২।

১৩৪৬। ১৩৪২ ও ১৩৪৩ নং হাদীসের অনুরূপ।

১৩৫১। মুসলিম (অংশবিশেষ), নং ৭৩৮।

১৩৫২। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৫২।

১৩৫৩। মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ৩৫৪১; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৬৩; নাসাঈ।

১৩৫৭। বুখারী, বেতের; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬২১; মুসলিম, নং ৭৬২।

১৩৬০। মুসলিম, সালাতুল লাইল, নং ৭৩৮।

১৩৬১। বুখারী, সালাতুল লাইল।

১৩৬৩। তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম (অংশবিশেষ)।

১৩৬৪। বুখারী (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত) বেতের; মুসলিম, সালাত, নং ৭৬৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী।

১৩৬৫। নাসাঈ।

১৩৬৬। মুসলিম, সালাত, নং ৭৬৫; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩৬২।

১৩৬৭। দ্র. ১৩৬৪ নং হাদীস।

১৩৬৮। বুখারী, মুসলিম, সালাত নং ৭৮৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা), নং ৪২৪০ (জাবির), ৪২৪১; আবু দাউদ-এর ৭৮২ নং হাদীসও দ্রষ্টব্য।

১৩৭০। বুখারী, মুসলিম, নং ৭৮৩; তিরমিযী।

১৩৭১। মুসলিম, সালাত (কিয়ামু রামাদান), নং ৭৫৯; তিরমিযী, রোযা (কিয়ামু রামাদান), নং ৮০৮; নাসাঈ, রোযা, নং ২২০০; বুখারী, ৩খ, পৃ. ৫৮, রোযা।

১৩৭২। বুখারী, রোযা; মুসলিম, ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ২২০৪; ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), রোযা, নং ১৩২৬।

১৩৭৩। বুখারী, রোযা; মুসলিম, সালাত, নং ৭৬১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০৫।

১৩৭৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩৭৫। তিরমিযী, রোযা, নং ৮০৬; নাসাঈ, সাহু সিজদা, নং ১৩৬৫; কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০৬; ইবনে মাজা, ইকামাতুল সালাত, নং ১৩২৭।

১৩৭৬। বুখারী, রোযা; মুসলিম, ই'তিকাফ, নং ১১৭৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা, রোযা, নং ১৭৫৯।

১৩৭৮। মুসলিম, রোযা, তিরমিযী, ঐ, নং ৭৯৩; নাসাঈ।

১৩৮১। বুখারী, রোযা।

১৩৮২। বুখারী (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ); মুসলিম, রোযা, নং ১১৬৫; নাসাঈ, সালাত, ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), নং ১৭৬৬।

১৩৮৩। নাসাঈ, সালাত; মুসলিম, রোযা, নং ১১৬৭।

১৩৮৫। মুসলিম, রোযা, নং ১১৬৫; নাসাঈ।

১৩৮৮। বুখারী, মুসলিম, রোযা (বিস্তারিত), নং ১১৫৯।

১৩৯০। তিরমিযী, আল-কিরাআত, নং ২৯৪৭ (অনুরূপ)।

১৩৯৩। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৪৫।

১৩৯৪। তিরমিযী, আল-কিরাআত, নং ২৯৫০; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৪৭; নাসাঈ।

১৩৯৫। তিরমিযী, আল-কিরাআত, নং ২৯৪৮; নাসাঈ।

১৩৯৬। মুসলিম (আংশিক), সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭২২; মুসনাদ আহ্মাদ (বিস্তারিত), নং ৩৬০৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০০৬।

১৩৯৭। বুখারী, মাগাযী ও ফাদাইলুল কুরআন; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৮৮৪; মুসলিম, সালাত, নং ৭০৮; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৬৯।

১৩৯৯। নাসাঈ।

১৪০০। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ১৪০০; নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৮৬।

১৪০১। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, ১০৫৭; তিরমিযী (আবু দারদা), সালাত, নং ৫৬৮; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১০৫৫।

১৪০২। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৭৮।

১৪০৪। বুখারী, সালাত ও কুরআনের সিজদা; মুসলিম, সালাত, নং ৫৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৭৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৯৬১।

১৪০৬। বুখারী, কুরআনের সিজদা; মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৫৭৬; নাসাঈ, (সংক্ষেপে), কিতাবুল ইফতিতাহ, নং ৯৬০।

১৪০৭। মুসলিম, সালাত, নং ৫৭৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৭৩ ও ৫৭৪; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯৬৪; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১০৫৮ ও ১০৫৯।

১৪০৮। বুখারী, কুরআনের সিজদা; মুসলিম, নং ৫৭৮; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯৬২।

১৪০৯। বুখারী, কুরআনের সিজদা; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৭৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯৫৮।

১৪১২। বুখারী, কুরআনের সিজদা; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৭৫।

১৪১৪। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১১৩০; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৮০।

১৪১৬। তিরমিযী, বেতের, নং ৪৫৩; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৭৬; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৬৯।

১৪১৭। ইবনে মাজা, নং ১১৭০।

১৪১৮। ইবনে মাজা, নং ১১৬৮; তিরমিযী, বেতের, নং ৪৫২।

১৪২০। নাসাঈ, সালাত, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৪০১।

১৪২১। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪৯; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৯৩।

১৪২২। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭১১; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৯০।

১৪২৩। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৭১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৩০।

১৪২৪। তিরমিযী, বেতের, নং ৪৬৩; ইবনে মাজা, বেতের, নং ১১৭৩।

১৪২৫। নাসাঈ, বেতের, নং ১৭৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১১৭৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৬৪।

১৪২৭। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৬১; নাসাঈ, বেতের, নং ১৭৪৮; ইবনে মাজা, নং ১১৭৯।

১৪৩০। নাসাঈ, বেতের, নং ১৭৩৩।

১৪৩১। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৬৫।

১৪৩২। বুখারী, সালাতুদ দুহা; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭২১।

১৪৩৫। বুখারী, মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৫৭; নাসাঈ, বেতের, নং ১৬৮২।

১৪৩৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৫০; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৬৭।

১৪৩৭। মুসলিম, তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪৯; সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৫; নাসাঈ (অংশবিশেষ), তাহারাত, নং ২২৩ ও ২২৪।

১৪৩৮। বুখারী, বেতের; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৫১।

১৪৩৯। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৮০; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৭০ (সংক্ষেপে)।

১৪৪০। বুখারী, কুনূত, নং ৬৭৬; মুসলিম, মাসাজিদ; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০৭৬।

১৪৪১। মুসলিম, তিরমিযী, সালাত, নং ৪০১; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০৭৭।

১৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৬৭৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০৭৪।

১৪৪৩। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২৭৪৬।

১৪৪৪। বুখারী (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৭৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০৭২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৮৩ ও ১১৮৪।

১৪৪৫। মুসলিম (বিস্তারিত), কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৩০৪।

১৪৪৬। নাসাঈ, বেতের, নং ১০৭৩।

১৪৪৭। বুখারী (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৫০; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০০।

১৪৪৮। বুখারী, তাহাজ্জুদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৭৭; তিরমিযী, নং ৪৫১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল; নং ১৫৯৯; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৭৭।

১৪৫০। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬১১; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৩৬; আবু দাউদের ১৩০৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৪৫১। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৩৫; আবু দাউদ, ১৩০৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৪৫২। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; তিরমিযী, ঐ, নং ২৯০৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিনা, নং ২১১।

১৪৫৪। বুখারী, মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৯৮; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯০৬; নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৯।

১৪৫৫। তিরমিযী (বিস্তারিত), সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৪৬; মুসলিম, কিতাবুয যিকর্, নং ২৬৯৯; ইবনে মাজা, নং ২২৫।

১৪৫৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০২।

১৪৫৭। বুখারী, তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল-হিজর, নং ৩১২৩।

১৪৫৮। বুখারী, তাফসীর ও ফাদাইলুল কুরআন; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯১৪; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৮৫।

১৪৫৯। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯১৬ ও ৯১৭।

১৪৬০।। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮১০; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, ২৮৮৩, নং হাদীসের পরে।

১৪৬১। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; নাসাঈ, আল-ইসতিআযা, নং ৫৪৩৮।

১৪৬২। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৩৩৭।

১৪৬৪। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯১৫; ইবনে মাজা (আবু সাঈদ), আদাব, নং ৩৭৮০।

১৪৬৫। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; তিরমিযী, শামাইল, নং ৩০৮; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০১৫।

১৪৬৬। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৪; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০২৩; হাদীসটি আবু দাউদে ৪০০১ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৪৬৭। বুখারী, মাগাযী, তাফসীর, ফাদাইলুল কুরআন, তাওহীদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৯৪; তিরমিযী, শামাইল, নং ৩১২।

১৪৬৮। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০১৬; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৪২।

১৪৬৯। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৪৭৬।

১৪৭৩। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৯২; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০১৮।

১৪৭৫। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, তাওহীদ, ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮১৮; তিরমিযী, কিরাআত নং ২৯৮৮; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯৩৭-৯৩৯; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৫৮, ২৭৭, ২৭৮, ২৯৬ ও ২৯৭।

১৪৭৮। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮২১; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯৪০।

১৪৭৯। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৩৬৯; তাফসীর সূরা আল-মুমিন (গাফির), নং ৩২৪৪; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৩২৮।

১৪৮১। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৪৭৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১২৮৫।

১৪৮৩। বুখারী, দাওয়াত; মুসলিম, দু'আ, নং ২৬৭৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৪৯২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৫৪; নাসাঈ।

১৪৮৪। বুখারী, দু'আ; মুসলিম, দু'আ, নং ২৭৩৫; তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৩৮৪; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৫৩।

১৪৮৫। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৬ (সংক্ষেপে)।

১৪৮৮। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৭১; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৬৫।

১৪৯৩। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৫৭।

১৪৯৫। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, ১৩০১ নং হাদীসের পরে।

১৪৯৬। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৪৭২।

১৪৯৮। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৮৯২; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫৭।

১৪৯৯। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১২৭৪ ও ১২৭৩ (আবু হুরায়রা); তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫২ (আবু হুরায়রা)।

১৫০০। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৬৩।

১৫০১। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৭৭ ও ৩৪৮২।

১৫০২। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৫৬; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮২।

১৫০৩। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৫৩; মুসলিম, আদাব, নং ২১৪০; দু'আ, নং ২৭২৬; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮০৮; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২৩৩৪, ৩৩০৮ (বিস্তারিত), ২৯০২, ৩০০৭ (সংক্ষেপে)।

১৫০৫। বুখারী, সালাত, ই'তিসাম, রিকাক, কদর, দাওয়াত; মুসলিম, সালাত, নং ৫৯৩; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৪২।

১৫০৬। মুসলিম, সালাত, নং ৫৯৪; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৪০।

১৫০৭। মুসলিম, ৫৯৩ নং হাদীসের পরে; নাসাঈ, নং ১৩৪১।

১৫০৯। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪১৯ (বিস্তারিত)।

১৫১০। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৩০; নাসাঈ, মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৯৯৭।

১৫১২। মুসলিম, সালাত, নং ৫৯২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৩৯; ইবনে মাজা, নং ৯২৪।

১৫১৩। মুসলিম, সালাত, নং ১৩৫; নাসাঈ, নং ১৩৩৮; তিরমিযী, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৯২৮।

১৫১৪। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫৪।

১৫১৫। মুসলিম, যিক্র, দু'আ, তাওবা, ইসতিগফার, নং ২৭০২।

১৫১৬। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৩০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৮১৪।

১৫১৭। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৭২।

১৫১৮। নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৮১৯; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২২৩৪।

১৫১৯। বুখারী, দু'আ; মুসলিম, যিক্র, নং ২৬৯০; নাসাঈ (অনুরূপ)।

১৫২০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯০৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৫৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৬৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৯৭।

১৫২১। তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল ইমরান, নং ৩০০৯; ইবনে মাজা, ইকামাত, নং ১৩৯৫; নাসাঈ।

১৫২২। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩০৪।

১৫২৩। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯০৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৩৭।

১৫২৪। নাসাঈ।

১৫২৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮২।

১৫২৮। বুখারী, দাওয়াত, তাফসীর, কদর, মাগাযী; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭০৪; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৩৭১; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৮২৪।

১৫২৯। নাসাঈ ও মুসলিম।

১৫৩০। মুসলিম, সালাত, নং ৪০৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৮৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১২৯৭।

১৫৩১। নাসাঈ, জুমুআ', নং ১৩৭৫; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১০৮৫। হাদীসটি আবু দাউদে ১০৪৭ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৫৩২। মুসলিম (জাবির)।

১৫৩৩। তিরমিযী (সংক্ষেপে), নাসাঈ।

১৫৩৪। মুসলিম, যিক্র, নং ২৭৩২।

১৫৩৫। তিরমিযী, বির, নং ১৯৮১।

১৫৩৬। তিরমিযী, বির, নং ১৯০৬; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬২।

১৫৩৮। বুখারী, সালাত, তাওহীদ; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৮০; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩২৫৫; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৮৩; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ৪১৭৬।

১৫৩৯। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৪৫; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৪৪।

১৫৪০। বুখারী, মুসলিম, যিক্র, নং ২৭০৬; নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৫০।

১৫৪১। বুখারী, জিহাদ, দাওয়াত, তাফসীর; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৪৮০; মুসলিম, ঐ; নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৫১।

১৫৪২। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৯০; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৬৫; ইসতিআযা; ইবনে মাজা, দু'আ; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮৮; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক।

১৫৪৩। বুখারী, মুসলিম, যিক্র, নং ৫৮৯ (বিস্তারিত); তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮৯ (বিস্তারিত); নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৬৮।

১৫৪৪। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৬৬; ইবনে মাজা।

১৫৪৫। মুসলিম।

১৫৪৬। নাসাই, ইসতিআযা, নং ৫৪৭৩।

১৫৪৭। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৭১।

১৫৪৮। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৬৯; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৩৭; তিরমিযী (আবদুল্লাহ ইবনে আমর), দু'আ, নং ৩৪৭৮; মুসলিম, ঐ (যায়েদ ইবনে আরকাম), নং ২৭২২।

১৫৫০। মুসলিম, দু'আ, নং ২৭১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৩৯; নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৫২৫।

১৫৫১। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৮৬; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮৭।

১৫৫২। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৫৩৩।

১৫৫৪। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৯৫।

১৫৫৮। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৭৯, তিরমিযী, ঐ, নং ৬২৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৪৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯৩।

১৫৫৯। নাসাঈ ও ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), যাকাত, নং ১৮৩২।

১৫৬৩। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৩৭; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৮১।

১৫৬৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৪৯; বুখারী, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০০।

১৫৬৮। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৭৯৮, তিরমিযী, ঐ, নং ৬২১।

১৫৭৩। ইবনে মাজা (আংশিক); মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ৬৮২।

১৫৭৪। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯০; নাসাঈ, নং ২৪৭৯।

১৫৭৫। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৪৬।

১৫৭৬। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৩।

১৫৭৯। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৫৯; ইবনে মাজা, নং ১৮০১।

১৫৮১। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৬৪।

১৫৮৪। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঈমান, নং ১৯; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৮৩।

১৫৮৫। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৮।

১৫৮৯। মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬২।

১৫৯০। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ১০৭৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯৬।

১৫৯২। তিরমিযী (ইমরান ইবনে হুসাইন), নিকাহ নং ১১২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৩৩৭।

১৫৯৩। বুখারী, হেবা; মুসলিম, ঐ, নং ১৬২০; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৮।

১৫৯৫। বুখারী, মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮২; তিরমিযী, ঐ, নং ৬২৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬৯ ও ২৪৭০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮১২।

১৫৯৬। বুখারী, যাকাত; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮১৭।

১৫৯৭। মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৯১।

১৫৯৯। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮১৪।

১৬০১। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫০১; ইবনে মাজা (আংশিক), ঐ, নং ১৮২৩।

১৬০৩। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮১৯।

১৬০৫। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৯৩।

১৬০৮। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮২১।

১৬০৯। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮২৭।

১৬১০। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৭; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫২২।

১৬১১। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮২৬।

১৬১২। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫০৫।

১৬১৩। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪।

১৬১৪। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫১৮।

১৬১৫। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৫; নাসাঈ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত), ঐ, নং ২৫০২।

১৬১৬। বুখারী, যাকাত (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮২৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫১৫।

১৬২২। মুসনাদ আহ্‌মাদ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত), নং ২০১৮ ও ৩২৯১; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫১০।

১৬২৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ৮৯, যাকাত, বাব ৩৩-৪৯; মুসলিম, যাকাত, বাব ১১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬৬; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ৩২২।

১৬২৪। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯৫।

১৬২৫। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮১১।

১৬২৬। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৯৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ৩৬৭৫।

১৬২৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৯৭।

১৬২৮। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৯৬।

১৬৩১। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ১০৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭৩।

১৬৩২। নাসাঈ, নং ২৫৭৪ (অনুরূপ)।

১৬৩৩। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬৯৯।

১৬৩৪। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৫২।

১৬৩৫। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮৪১ (আবু সাঈদ আল-খুদরী)।

১৬৩৮। বুখারী (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত), সুলহ, জিযয়া, আহ্‌কাম, দিয়াত; মুসলিম, হুদূদ; নাসাঈ কাসামা; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৭৭; মালেক, কাসামা, নং ১।

১৬৩৯। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৮১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৬০০।

১৬৪০। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৪৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৮০।

১৬৪১। তিরমিযী (সংক্ষেপে), বুয়ূ, নং ১২১৮; ইবনে মাজা, তিজারা, নং ২১৯৮; নাসাঈ, বুয়ূ, বাব ফী মান ইয়াযীদু।

১৬৪২। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৪৩; নাসাঈ, সালাত; ইবনে মাজা, জিহাদ।

১৬৪৪। বুখারী, যাকাত, রিকাক; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৫৩; তিরমিযী, বির, নং ২০২৫; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৮৯।

১৬৪৫। তিরমিযী, যুহ্দ, নং ২৩২৭; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ৩৬৯৬।

১৬৪৬। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৮৮।

১৬৪৭। বুখারী, মুসলিম, যাকাত, নং ১০৪৫ (অনুরূপ); নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬০৫।

১৬৪৮। বুখারী, মুসলিম, যাকাত, নং ১০৩৩; নাসাঈ।

১৬৫০। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৫৭।

১৬৫২। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৭১।

১৬৫৩। নাসাঈ।

১৬৫৫। বুখারী, মুসলিম, নং ১০৭৪; নাসাঈ।

১৬৫৬। মুসলিম, রোযা, নং ১১৪৯; তিরমিযী, যাকাত ও হজ্জ; ইবনে মাজা, আহ্কাম ও রোযা।

১৬৫৮। মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮৭; বুখারী, নাসাঈ (অনুরূপ), নং ২৪৪৪।

১৬৬০। নাসাঈ (বিস্তারিত), নং ২৪৫০।

১৬৬৩। মুসলিম, লুকতা, নং ১৭২৮।

১৬৬৫। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৭৩০।

১৬৬৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৬৬, তিরমিযী, ঐ, নং ১৬৬৫।

১৬৬৮। বুখারী, হেবা, জিযয়া, আদাব; মুসলিম, যাকাত, নং ১০০৩।

১৬৬৯। নাসাঈ।

১৬৭০। মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, বাব ১২, যাকাত, বাব ৮৭; নাসাঈ (আবু হুরায়রা, অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ)।

১৬৭২। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৬৮।

১৬৭৫। নাসাঈ, সালাত, নং ৪০৯; যাকাত, নং ২৫৩৭; তিরমিযী, সালাত, নং ৫১১।

১৬৭৬। বুখারী, নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪৫; মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি হাকীম ইবনে হিযাম (রা)-রাসূলুল্লাহ (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৬৭৮। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৭৬।

১৬৮১। নাসাঈ, ওয়াসায়া; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৮৪।

১৬৮৪। বুখারী, ইজারা, বাব ১, ওয়াকালা, বাব ১৬; মুসলিম, যাকাত, বাব ৭৯, নাসাঈ, ঐ, বাব ৫৭ ও ৬৭।

১৬৮৫। বুখারী, যাকাত, বাব ১৭, ২৫, ২৬, জানাইয, বাব ৯৫, বুয়ূ, বাব ১২; মুসলিম, যাকাত হাদীস নং ৮০ ও ৮১; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭১; ইবনে মাজা, তিজারা, নং ২২৯৪; মুসনাদ আহ্মাদ, ৬খ. পৃ. ৪৪, ৯৯, ২৭৮; নাসাঈ, বাব ৪, ৭, ৫৭।

১৬৮৭। বুখারী, নাফাকাত, বাব ৫, বুয়ূ, বাব ১২; মুসলিম, যাকাত, নং ২৩৭০/৮৪, মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ৩১৬।

১৬৮৯। নাসাঈ, মুসলিম, যাকাত, নং ৯৯৮; বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৬৯০। নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম।

১৬৯১। নাসাঈ, যাকাত।

১৬৯২। নাসাঈ, মুসলিম, যাকাত, নং ২৩১২/৪০।

১৬৯৩। বুখারী, আদাব, বাব ১২, বুয়ূ, বাব ১৬; মুসলিম, বির, বাব ৬৫২৩/২০ ও ৬৫২৪/২১; নাসাঈ।

১৬৯৪। তিরমিযী, বির, নং ১৯০৮; মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ১৬৭ ও ১৬৮৬।

১৬৯৬। বুখারী, মুসলিম, বির, নং ২৫৫৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৯১০।

১৬৯৭। বুখারী, তিরমিযী, বির, নং ১৯০৯।

১৬৯৮। মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ. পৃ. ১৬০ ও ১৯৫।

১৬৯৯। তিরমিযী, বির, নং ১৯৬১; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫২; বুখারী, ও মুসলিম হাদীসটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৭০০। মুসলিম, নাসাঈ।

১৭০১। বুখারী, লুকতা, নং ১১৯৬; মুসলিম, ঐ, নং ৪৫০৬/৯; নাসাঈ, যাকাত, বাব ২৮; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৭৪।

১৭০৪। বুখারী, লুকতা; মুসলিম, ঐ, নং ৪৫০৪/৭; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৭৩; নাসাঈ ও ইবনে মাজা (অনুরূপ)।

১৭০৯। নাসাঈ, ইবনে মাজা, লুকতা, নং ২৫০৫।

১৭১০। তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৮৯; নাসাঈ ও ইবনে মাজা (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত)।

১৭১৯। মুসলিম ও নাসাঈ।

১৭২০। নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ২৫০৩; মুসলিম, লুকতা, নং ৪৫১০/১২ (যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী)।

উপরোক্ত বরাতসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে সুনান আবু দাউদ-এর সর্বপ্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ "মাআলিমুস সুনান", হিম্‌স থেকে ১৩৮৯ হি./১৯৬৯-৭০ খৃ. প্রকাশিত এবং ইয্‌যাত উবায়েদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ থেকে। হাদীসের সংশ্লিষ্ট ক্রমিক সংখ্যাসমূহও উক্ত সংস্করণে। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংস্করণের সাথে উক্ত সংখ্যার মিল নাও থাকতে পারে। তবে দারুস সালাম, রিয়াদ থেকে (সিহাহ সিত্তা এক ভলিউমে) প্রকাশিত সংস্করণের নম্বরের সাথে মিল আছে। প্রথম খণ্ডের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় অসাবধানতাবশত মুআলিমুস সুনান ছাপা হয়েছে। শুদ্ধ হলো মাআলিমুস সুনান (হাদীসসমূহের প্রাপ্তিস্থল)।

পরিশিষ্ট-২

সুনান আবী দাউদ

ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৩. كِتَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৪. كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৫. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৬. كِتَابُ الصَّوْمِ (রোযা)

৭. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৮. كِتَابُ الْوِتْرِ (বিতর নামায)

৯. كِتَابُ الزَّكٰوةِ (যাকাত)

১০. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১১. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১২. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১৩. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৪. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

১৫. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

১৬. كِتَابُ الضَّحَايَا (কুরবানী)

১৭. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

১৮. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

১৯. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন)

২০. كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ وَالْإِمَارَةِ (খাজনা ফাই ও প্রশাসন)

২১. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)

২২. كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ (শপথ ও মানত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

২৩. كِتَابُ الْبُيُوْعِ (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

২৪. كِتَابُ الْإِجَارَةِ (ইজারা)

২৫. كِتَابُ الْقَضَاءِ (বিচার ব্যবস্থা)

২৬. كِتَابُ الْعِلْمِ (ইলম বা জ্ঞানচর্চা)

২৭. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)

২৮. كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ (খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

২৯. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

৩০. كِتَابُ الْكُهَانَةِ وَالطِّيَرِ (ভাগ্য গণনা ও শুভাশুভ লক্ষণ)

৩১. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)

৩২. كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَةِ (কুরআনের শব্দাবলী কিরাআত)

৩৩. كِتَابُ الْحَمَّامِ (গোসলখানা)

৩৪. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩৫. كِتَابُ التَّرَجُّلِ (চুল আচড়ানো)

৩৬. كِتَابُ الْخَاتِمِ (আংটি, সীলমোহর)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)

৩৭. كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ (কলহ)

৩৮. كِتَابُ الْمَهْدِيِّ (ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব)

৩৯. كِتَابُ الْمَلَاحِمِ (যুদ্ধ-বিগ্রহ)

৪০. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ বিশেষ শাস্তি)

৪১. كِتَابُ الدِّيَاتِ (শোণিত পণ)

৪২. كِتَابُ السُّنَّةِ (সুন্নাতের অনুসরণ)

৪৩. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সুনান আবু দাউদ

৩য় খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[তৃতীয় খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদক
মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় :
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট : ২০০৮
শাবান : ১৪২৯
ভাদ্র : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত টাকা

Sunan Abu Dawood (Vol. III)

Translated by Mawlana Aflatun Kaisar and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st Edition August 2008 Price Taka 300.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাউদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ মুসলিম ও জামে আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাউদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাউদ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর এবার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাউদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাউদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে– এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়-১১ ঃ হজ্জের নিয়ম-কানুন ॥ ১৫
অনুচ্ছেদ-১ ঃ হজ্জ ফরয ॥ ১৫
অনুচ্ছেদ-২ ঃ মাহ্‌রাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্জ করা ॥ ১৬
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইসলামে বৈরাগ্য বা চিরকুমারত্ব নেই ॥ ১৮
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নেয়া ॥ ১৮
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ১৯
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ পশু ভাড়ায় দেয়া ॥ ১৯
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ শিশুর হজ্জ প্রসঙ্গ ॥ ২১
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানসমূহ (মীকাত) ॥ ২২
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ হায়েয অবস্থায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা ॥ ২৪
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা ॥ ২৫
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ চুল জট পাকানো ॥ ২৬
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ হাজ্জীদের কুরবানীর পশু সংক্রান্ত ॥ ২৬
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ গরু কুরবানী করা ॥ ২৭
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ইশ'আর করা (উটের কুঁজের পার্শ্বদেশ চিড়ে ফেলা) ॥ ২৮
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা ॥ ২৯
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কোন ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে আবাসে অবস্থান করলো ॥ ৩০
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কুরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা ॥ ৩১
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কুরবানীর পশু গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই অচল হয়ে পড়লে ॥ ৩২
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ উট কিরূপে যবেহ করতে হয় ॥ ৩৪
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ইহরাম বাঁধার সময় ॥ ৩৫
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ হজ্জের মধ্যে শর্ত যোগ করা ॥ ৩৯
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ ইফরাদ হজ্জ ॥ ৪০
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কিরান হজ্জের বর্ণনা ॥ ৫২
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে ॥ ৫৯
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অন্যের পক্ষ থেকে (বদলি) হজ্জ করা ॥ ৬০
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ তালবিয়া কিরূপ? ॥ ৬১
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কখন 'তালবিয়াহ' পাঠ বন্ধ করবে? ॥ ৬৩
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ উমরাহ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে? ॥ ৬৩
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ আদব শিখানোর উদ্দেশ্যে মুহরিম ব্যক্তির নিজ চাকরকে শাস্তি দেয়া ॥ ৬৪

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কোন ব্যক্তি পরনের কাপড়ে ইহরাম বাঁধলে ॥ ৬৫
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? ॥ ৬৭
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুহরিম ব্যক্তি সাথে অস্ত্র বহন করতে পারে ॥ ৭০
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ ইহরাম অবস্থায় নারীর মুখমণ্ডল আবৃত করা ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ মুহরিমকে ছায়া দান করা ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মুহরিম ব্যক্তির রক্তমে[illegible] করানো ॥ ৭২
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার করা ॥ ৭৩
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারে ॥ ৭৩
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি বিবাহ করতে পারে? ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ মুহরিম ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে ॥ ৭৬
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া ॥ ৭৭
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মুহরিম ব্যক্তির পঙ্গপাল শিকার করা ॥ ৭৯
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ ফিদ্‌ইয়া (ভুল-ত্রুটির কাফ্‌ফারা) সংক্রান্ত বর্ণনা ॥ ৮০
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ পথিমধ্যে অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হলে ॥ ৮৩
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ মক্কায় প্রবেশ করা ॥ ৮৪
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে দুই হাত উত্তোলন করা প্রসঙ্গে ॥ ৮৬
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমা দেয়া ॥ ৮৭
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ রুকনগুলোকে চুমা দেয়া ॥ ৮৮
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ফরয তাওয়াফ আদায়ের বর্ণনা ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ তাওয়াফকালে কাঁধের উপর চাদর রাখা ॥ ৯১
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ 'রমল' করার পদ্ধতি ॥ ৯২
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ তাওয়াফকালে দু'আ পড়া ॥ ৯৬
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আসরের নামাযের পর তাওয়াফ করা ॥ ৯৭
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ কিরান হজ্জকারীর তাওয়াফ প্রসঙ্গে
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ 'মুলতাযাম' (কা'বা ঘরের দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থান) ॥ ৯৮
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ'র বর্ণনা ॥ ১০০
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের বিবরণ ॥ ১০২
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ আরাফাত ময়দানে অবস্থান ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মিনায় গমন ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ আরাফাত ময়দানে গমন ॥ ১১৬
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ আরাফাতের দিকে রওয়ানা হওয়া ॥ ১১৭
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ আরাফাত ময়দানের খুত্‌বা (ভাষণ) ॥ ১১৭
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ আরাফাতে অবস্থানের স্থান ॥ ১১৯
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন ॥ ১১৯
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ মুয্‌দালিফায় নামায পড়া ॥ ১২০

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ মুয্‌দালিফা থেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা ॥ ১২৭
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ হজ্জের বড় দিন ॥ ১২৯
অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ হারাম (মর্যাদাসম্পন্ন) মাসসমূহ ॥ ১৩০
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ যে ব্যক্তি (নবম তারিখে) আরাফাতে উপস্থিত হতে পারেনি ॥ ১৩১
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মিনায় অবতরণ করা ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ মিনায় কোন্ দিন খুতবা দিবে? ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ যিনি বলেন, কুরবানীর দিন তিনি (নবী সা.) খুতবা দিয়েছেন ॥ ১৩৪
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কুরবানীর দিন ইমাম কোন্ সময় ভাষণ (খুতবা) দিবেন? ॥ ১৩৫
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ মিনায় ভাষণে ইমাম যে বিষয়ে আলোচনা করবেন ॥ ১৩৫
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করা ॥ ১৩৬
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ মিনাতে নামায ॥ ১৩৭
অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ মক্কাবাসীর জন্য নামায কসর করার অনুমতি ॥ ১৩৮
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ জামরায় কংকর নিক্ষেপ ॥ ১৩৯
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মাথার চুল কামানো অথবা ছেঁটে ফেলা ॥ ১৪৩
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ উমরাহ ॥ ১৪৬
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ কোন মহিলা উমরাহ করার জন্য ইহ্‌রামের পোশাক পরার পর ঋতুগ্রস্ত হলো এবং এমতাবস্থায় হজ্জের সময় উপস্থিত হলে উমরার ইহরাম পরিহার করে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে সে তার উমরার কাযা করবে কিনা ॥ ১৫১
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ উমরাহ সমাপন করে তথায় অবস্থান করা ॥ ১৫২
অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ হজ্জে তাওয়াফে ইফাদা (যিয়ারত) ॥ ১৫৩
অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ তাওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ) ॥ ১৫৫
অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর ঋতুবতী নারীর মক্কা থেকে প্রস্থান ॥ ১৫৫
অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ ॥ ১৫৬
অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ মুহাস্‌বাস উপত্যকায় অবতরণ করা ॥ ১৫৭
অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ কেউ তার হজ্জের কোনো কাজকে আগে-পিছে করলে ॥ ১৬০
অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ মক্কা মুআজ্জমা সংক্রান্ত ॥ ১৬১
অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ মক্কার হেরেম (সম্মান ও মর্যাদা) ॥ ১৬১
অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ নাবীয পান করানো সম্পর্কে ॥ ১৬৩
অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ মক্কায় অবস্থান ॥ ১৬৪
অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়া ॥ ১৬৫
অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ আল-হিজর (হাতীম)-এ নামায পড়া ॥ ১৬৭
অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ কা'বা ঘরে প্রবেশ ॥ ১৬৭
অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ কা'বা ঘরের সম্পদ সম্পর্কে ॥ ১৬৮
অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ মদীনায় আগমন ॥ ১৭০

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ মদীনার হেরেম (মর্যাদা) ॥ ১৭০
অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ কবর যিয়ারত প্রসংগে ॥ ১৭৪

অধ্যায়-৬ ঃ বিবাহ ॥ ১৭৭

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান ॥ ১৭৭
অনুচ্ছেদ-২ ঃ দীনদার ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ করার নির্দেশ ॥ ১৭৮
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কুমারী নারী বিবাহ করা ॥ ১৭৮
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে নারী সন্তান জন্মদানে অক্ষম তাকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা ॥ ১৭৯
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ "ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকেই বিবাহ করবে" আল্লাহ তা'আলার এ বাণী প্রসঙ্গে ॥ ১৮০
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করে ॥ ১৮১
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রক্তের সম্পর্কের দরুন যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধপানজনিত কারণেও তারা হারাম ॥ ১৮১
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ শিশুর দুধপিতা ॥ ১৮২
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে ॥ ১৮৩
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিনি বলেন, বয়স্ক ব্যক্তি দুধ পান করলেও নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে ॥ ১৮৪
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পাঁচ ঢোকের কম দুধ পান করলে নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে কিনা? ॥ ১৮৬
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ দুধপান ত্যাগের সময় (ধাত্রী মাতাকে) প্রতিদান দেয়া ॥ ১৮৭
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যেসব নারীকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ॥ ১৮৮
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মুত'আ (সাময়িক) বিবাহ ॥ ১৯৩
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ আশ-শিগার বিবাহ ॥ ১৯৪
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ তাহলীল সম্বন্ধে ॥ ১৯৫
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মনিবের অনুমতি ছাড়া ক্রীতদাসের বিবাহ করা ॥ ১৯৫
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তির তার অন্য ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের পাশাপাশি প্রস্তাব দেয়া নিন্দনীয় ॥ ১৯৭
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, বিবাহের পূর্বে তাকে দেখে নেয়া ॥ ১৯৭
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ওয়ালী বা অভিভাবক সম্বন্ধে ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ নারীদের বিবাহে বাধাদান নিষিদ্ধ ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ যখন দু'জন ওয়ালী কোনো মেয়েকে বিবাহ দেয় ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মহান আল্লাহর বাণী : "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি গণ্য করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯) ॥ ২০০
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ বিবাহের জন্য মেয়েদের অনুমতি চাওয়া ॥ ২০১
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ পিতা তার কুমারী কন্যাকে তার অমতে বিবাহ দিলে ॥ ২০৩

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ স্বামীহীনা নারী সম্বন্ধে ॥ ২০৪
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ কুফু বা সমতা ॥ ২০৫
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে এখনো জন্মগ্রহণ করেনি তাকে বিবাহ দেয়া ॥ ২০৫
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ দেনমোহর ॥ ২০৮
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ॥ ২০৯
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে বিবাহ অনুষ্ঠান ॥ ২১১
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যে ব্যক্তি মোহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করলো এবং এই অবস্থায় মারা গেলো ॥ ২১৩
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ বিবাহের খুতবা ॥ ২১৬
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ নাবালেগকে বিবাহ দেয়া ॥ ২১৮
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ কুমারী স্ত্রীর কাছে অবস্থান করা ॥ ২১৮
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে নগদ কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে বসবাস করতে চায় ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ নতুন দম্পতির জন্য যেভাবে দু'আ করবে ॥ ২২১
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ কোনো ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহের পর তাকে গর্ভবতী পেলে ॥ ২২২
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ স্ত্রীদের মধ্যে সার্বিক ইনসাফ কায়েম করা ॥ ২২৩
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য তার বাড়ির শর্ত করে ॥ ২২৬
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ॥ ২২৬
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ॥ ২২৮
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ স্ত্রীদেরকে আঘাত করা সম্পর্কে ॥ ২২৯
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ চোখ সংযত রাখার জন্য যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে ॥ ২৩০
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ কয়দী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা ॥ ২৩৩
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিধান ॥ ২৩৬
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম ও একত্রে বসবাস ॥ ২৩৯
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ কোন ব্যক্তি হায়েয চলাকালে সঙ্গম করলে তার কাফ্ফারা ॥ ২৪০
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ 'আযল' (স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত) ॥ ২৪১
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পর তার বর্ণনা দেয়া নিষেধ ॥ ২৪৩

অধ্যায়-১৩ ঃ তালাক ॥ ২৪৭

অনুচ্ছেদ-১ ঃ যে ব্যক্তি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে উত্তেজিত করে ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন নারীর স্বামীর কাছে তার সতীনের তালাক দাবি করা ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ তালাক একটি ঘৃণিত বিষয় ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ নির্ধারিত নিয়মে তালাক দেয়া ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো কিন্তু সাক্ষী রাখলো না ॥ ২৫২
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ক্রীতদাসের সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক ॥ ২৫৩
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া ॥ ২৫৫

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া ॥ ২৫৬
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেয়া ॥ ২৫৬
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে ॥ ২৫৭
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা দ্বারা তালাকও হতে পারে বা অন্য যা কিছু উদ্দেশ্য করে তাও হতে পারে ॥ ২৬২
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ তালাক প্রয়োগ করার ব্যাপারে স্ত্রীকে এখতিয়ার দেয়া ॥ ২৬৪
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ (স্ত্রীকে বলা) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে ॥ ২৬৪
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ছিন্নকারী তালাক (আলবাত্তাতা) সম্পর্কে ॥ ২৬৫
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ তালাকের কথা অন্তরের কল্পনায় (ওয়াসওয়াসা) আসা ॥ ২৬৭
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, হে আমার বোন ॥ ২৬৭
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যিহার ॥ ২৬৯
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খোলা'র বর্ণনা ॥ ২৭৫
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ স্বাধীন অথবা গোলামের বিবাহাধীন দাসী দাসত্বমুক্ত হলে ॥ ২৭৮
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যিনি বলেছেন, সে (বারীরার স্বামী) ছিলো আযাদ ॥ ২৭৯
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কোন্ সময় পর্যন্ত তার এখতিয়ার বহাল থাকে? ॥ ২৮০
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ দু'জন দাস-দাসী একই সাথে দাসত্বমুক্ত হলে তার স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে কিনা? ॥ ২৮০
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে ॥ ২৮১
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ স্ত্রীর পরে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে, তখন এ স্ত্রী কবে নাগাদ তার কাছে ফেরত যাবে ॥ ২৮১
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কোন ব্যক্তি চারের অধিক স্ত্রী বা দুই বোন স্ত্রী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে ॥ ২৮২
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলমান হলে সন্তান কে পাবে? ॥২৮৩
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ) সম্পর্কে ॥ ২৮৪
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কেউ সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ করলে ॥ ২৯৭
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করা জঘন্যতম অপরাধ ॥ ২৯৮
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ জারজ সন্তানের মালিকানা দাবি ॥ ২৯৮
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় (কিয়াফা) ॥ ৩০০
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যিনি বলেছেন, লটারী দ্বারা মীমাংসা করবে, যদি সন্তান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় ॥ ৩০১
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ জাহিলী যুগের বিবাহ পদ্ধতিসমূহ ॥ ৩০৩
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বিছানা যার সন্তান তার ॥ ৩০৫
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ সন্তান লালন-পালনে কে অগ্রগণ্য? ॥ ৩০৭
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতকাল ॥ ৩১০
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দাত সংক্রান্ত কতক বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে ॥ ৩১১

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ রিজ'ঈ তালাকের বর্ণনা ॥ ৩১১
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ চূড়ান্তভাবে তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ ॥ ৩১২
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যিনি ফাতিমা (রা)-র হাদীসটিকে অস্বীকার করেন ॥ ৩১৭
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ ইদ্দাত পালনকারিণী দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যেতে পারে ॥ ৩২০
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করে দেয়ার পর বিধবার জন্য খোরপোষ প্রদানের ব্যবস্থা রহিত হয়েছে ॥ ৩২০
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন করা ॥ ৩২১
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তার অন্যত্র গমন করা ॥ ৩২৩
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ যিনি মনে করেন, ইদ্দাত পালনকারিণী অন্যত্র যেতে পারে ॥ ৩২৪
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ইদ্দাত পালনকারিণী ইদ্দাতকালে যা পরিহার করবে ॥ ৩২৫
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ গর্ভবতীর ইদ্দাতকাল ॥ ৩২৭
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতকাল ॥ ৩২৯
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তার কাছে ফিরে যেতে পারে না ॥ ৩৩০
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম ॥ ৩৩১

অধ্যায়-১৪ ঃ রোযা ॥ ৩৩৩

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোযা ফরয হওয়ার সূচনা ॥ ৩৩৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ "আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ তারা ফিদ্‌ইয়া দিবে" এই বিধান রহিত হয়ে গেছে ॥ ৩৩৪
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যিনি বলেন, অতিবৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য উপরোক্ত বিধান বহাল রয়েছে ॥ ৩৩৫
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয় ॥ ৩৩৬
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যখন লোকেরা চাঁদ দেখতে ভুল করে ॥ ৩৩৮
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ শা'বান মাসটি মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তার বিধান ॥ ৩৩৯
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যিনি বলেন, তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের রোযা ত্রিশটি পূর্ণ করো ॥ ৩৪০
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রমযান মাস আসার আগেই রোযা রাখা ॥ ৩৪০
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ এক শহরের এক রাত আগে দেখা চাঁদ অন্যান্য শহরবাসীর উপর প্রয়োগ হবে কিনা? ॥ ৩৪২
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ ॥ ৩৪৩
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যে ব্যক্তি শা'বানকে রমযানের সাথে যোগ করে ॥ ৩৪৪
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ শা'বানের শেষভাগে রোযা রাখা মাকরূহ ॥ ৩৪৪
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিষয়ে দু'জন লোকের সাক্ষ্য ॥ ৩৪৫
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ রমযানের চাঁদ দেখার বিষয়ে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ॥ ৩৪৭
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সাহরী খাওয়ার জন্য তাগিদ দেয়া ॥ ৩৪৮

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি সাহরীকে প্রাতকালীন নাস্তা নামে আখ্যায়িত করেছেন ॥ ৩৪৯
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সাহরী গ্রহণের সময় ॥ ৩৪৯
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের আযান শুনছে অথচ খাবার পাত্র তার হাতে ॥ ৩৫১
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ রোযাদারের ইফতারের সময় ॥ ৩৫২
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ অবিলম্বে ইফতার করা মুসতাহাব ॥ ৩৫৩
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে বস্তু দ্বারা ইফতার করবে ॥ ৩৫৪
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ইফতারের সময় দোয়া পাঠ করা ॥ ৩৫৪
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা ॥ ৩৫৫
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ রোযাদার ব্যক্তির গীবতে (পরনিন্দায়) লিপ্ত হওয়া ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রোযাদারের মিসওয়াক করা ॥ ৩৫৭
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পিপাসার তাড়নায় রোযাদারের নিজ দেহে পানি ঢেলে দেয়া এবং অধিক পরিমাণে নাকের ছিদ্রপথে পানি দেয়া ॥ ৩৫৮
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানো ॥ ৩৫৯
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি আছে ॥ ৩৬১
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ রমযান মাসে দিনের বেলা রোযাদারের স্বপ্নদোষ হলে ॥ ৩৬২
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ রোযাদারের নিদ্রার সময় সুরমা ব্যবহার করা ॥ ৩৬২
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ॥ ৩৬২
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেয়া ॥ ৩৬৩
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ রোযাদার নিজের থুথু গিলে ফেললে ॥ ৩৬৬
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ যুবকদের জন্য (রোযা অবস্থায় চুমা দেয়া) বাঞ্ছনীয় নয় ॥ ৩৬৬
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ রমযান মাসে যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হয় ॥ ৩৬৬
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীসহবাস করে তার কাফফারা ॥ ৩৬৮
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গকারীর ভয়াবহ পরিণতি ॥ ৩৭২
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে ব্যক্তি ভুলবশত আহার করলো ॥ ৩৭২
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রমযানের রোযা কাযা করতে বিলম্ব করা ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কোন মৃত ব্যক্তির যিম্মায় ফরয রোযা বাকি থাকলে ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা ॥ ৩৭৪
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ কষ্টের আশঙ্কা হলে সফরে রোযা ভঙ্গ করাই শ্রেয় ॥ ৩৭৭
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ যে ব্যক্তি সফরে রোযা রাখাকেই প্রাধান্য দেন ॥ ৩৭৮
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ সফরে রওয়ানা করলে মুসাফির কখন রোযা ভাঙ্গতে পারে? ॥ ৩৭৯
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ মুসাফির কত দূরত্বের সফরে রোযা ভংগ করতে পারে? ॥ ৩৮০
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি গোটা রমযান মাস রোযা রেখেছি ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ দুই ঈদের দিন রোযা রাখা ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা ॥ ৩৮২

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ ॥ ৩৮৩
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ ॥ ৩৮৩
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে ॥ ৩৮৪
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে ॥ ৩৮৫
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ হারাম (সম্মানিত) মাসগুলোর রোযা সম্পর্কে ॥ ৩৮৭
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ মুহাররম মাসের রোযা সম্পর্কে ॥ ৩৮৯
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ শা'বান মাসের রোযা সম্পর্কে ॥ ৩৮৯
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ শাওয়াল মাসের রোযা সম্পর্কে ॥ ৩৯০
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে ॥ ৩৯০
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে রোযা রাখতেন ॥ ৩৯১
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে ॥ ৩৯১
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ দশ দিন রোযা রাখা ॥ ৩৯২
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ যিলহজ্জের দশ দিন রোযা না রাখা সম্পর্কে ॥ ৩৯৩
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখা প্রসঙ্গে ॥ ৩৯৩
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আশূরার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরা নবম দিন ॥ ৩৯৬
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ আশূরার রোযার ফযীলাত ॥ ৩৯৭
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ এক দিন রোযা রাখা এবং এক দিন বিরতি দেয়া ॥ ৩৯৭
অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখা ॥ ৩৯৮
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ যিনি বলেন, (তিনটির দু'টি) সোম ও বৃহস্পতিবার ॥ ৩৯৮
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ যিনি বলেন, মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখলেই চলে ॥ ৩৯৯
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ রোযার নিয়াত করা ॥ ৩৯৯
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ রাত থাকতে (রোযার) নিয়াত না করলেও চলবে ॥ ৪০০
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ যিনি বলেছেন, নফল রোযা ভঙ্গ করলে কাযা করতে হয় ॥ ৪০১
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী নফল রোযা রাখলে ॥ ৪০২
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ রোযাদারকে বিবাহভোজের দাওয়াত দেয়া হলে ॥ ৪০৩
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আহার গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে রোযাদার যা বলবে ॥ ৪০৪
অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ ই'তিকাফ সম্পর্কে ॥
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ কোথায় ই'তিকাফ করবে ॥ ৪০৪
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ ই'তিকাফকারী তার প্রয়োজনে নিজ ঘরে প্রবেশ করতে পারে ॥ ৪০৬
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ ই'তিকাফরত ব্যক্তির রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত ॥ ৪০৮
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারীর ই'তিকাফ ॥ ৪১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

(হজ্জের নিয়ম-কানুন)

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ হজ্জ ফরয

١٧٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَجُّ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ اَبُوْ سِنَانٍ الدُّوَلِىُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ سِنَانٍ.

১৭২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আকরা' ইবনে হাবিস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছরই করা ফরয, নাকি একবার মাত্র? তিনি বললেন, (না) বরং একবারই, তবে যে ব্যক্তি এর অধিক করলো সে নফল করলো।

١٧٢٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنٍ لِأَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِاَزْوَاجِهِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصْرِ.

১৭২২। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর স্ত্রীদের বলতে শুনেছি ঃ

(আমার সঙ্গে তোমরা যে হজ্জ পালন করছো) এটাই (ছিলো তোমাদের উপর ফরয), এরপর মাদুরের পৃষ্ঠ।

টীকা ঃ এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. হজ্জ একবারই ফরয, সুতরাং এবারের পর আর তোমাদের উপর ফরয হজ্জ রইলো না। সুতরাং গৃহে বসে থাকো। ২. এবারের পর হজ্জের জন্য আর গৃহ থেকে বের হয়ো না। 'মাদুরের পৃষ্ঠ' অর্থাৎ ঘরেই বসে থাকো (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মাহ্‌রাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্জ করা

١٧٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِنْهَا.

১৭২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো মুসলমান নারীর জন্য সাথে মাহ্‌রাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ভিন্ন এক রাতের রাস্তা সফর করা হালাল নয় (জায়েয নেই)।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْهِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النُّفَيْلِىُّ وَالْقَعْنَبِىُّ عَنْ اَبِيْهِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِىُّ.

১৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনের (কিয়ামতের) উপর ঈমান রাখে তার জন্য একদিন ও এক রাতের রাস্তা সফর করা হালাল নয়... অতঃপর রাবী (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١٧٢٥- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ بَرِيْدًا.

১৭২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... অতঃপর রাবী (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে (বর্ণনাকারী সুহাইল) বলেছেন, 'এক বারীদ' (এক বারীদ চার ফারসাখ এবং এক ফারসখ তিন মাইল)।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ اَنَّ اَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعًا حَدَّثَاهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ ابْنُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

১৭২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিন অথবা ততোধিক সময়ের রাস্তা (একাকী) সফর করা হালাল (বৈধ) নয়, যদি না তার সাথে তার পিতা, ভাই, স্বামী, ছেলে অথবা যে কোনো মাহ্‌রাম ব্যক্তি থাকে।

١٧٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ ثَلاَثًا اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ.

১৭২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারী সাথে তার মাহ্‌রাম আত্মীয় ব্যতীত তিন দিনের সফর করবে না।

١٧٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ اِلَى مَكَّةَ.

১৭২৮। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) সাফিয়্যা নাম্নী তার এক দাসীকে সাওয়ারীর উপর তার পেছনে বসিয়ে নিলেন। সে মক্কা পর্যন্ত তার সাথে সফর করেছে।

بَابٌ لاَ صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلاَمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইসলামে বৈরাগ্য বা চিরকুমারত্ব নেই

١٧٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانٍ الْاَحْمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ خَوَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلاَمِ.

১৭২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই।

টীকা ঃ বিবাহ না করে সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো একাকী জীবন যাপন করা। অনুরূপভাবে হজ্জ না করাকেও صرورة বলা হয়। এটাও বৈরাগ্য (অনুবাদক)।

بَابُ التَّزَوُّدِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নেয়া

١٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِىْ اَبَا مَسْعُوْدٍ الرَّازِىَّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرَّمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ. قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ اَوْ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى.

১৭৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (লোকেরা) হজ্জ করতো কিন্তু পাথেয় (প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য) সাথে নিয়ে আসতো না। (আবু দাউদের উস্তাদ) আবু মাসউদ বলেন, ইয়ামানবাসীরা অথবা (তিনি বলেছেন) ইয়ামানের কিছু সংখ্যক লোক হজ্জে গমন করতো কিন্তু সফরের পাথেয় সাথে আনতো না এবং তারা বলতো, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি (কিন্তু মক্কায় পৌঁছার পর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতো)। তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ (তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে) নাযিল করলেন, "তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নিয়ে যাও, আর জেনে রেখো তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়।" (২ ঃ ১৯৭)

١٧٣١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ. قَالَ كَانُوْا لاَ يَتَّجِرُوْنَ بِمِنًى فَاُمِرُوْا بِالتِّجَارَةِ اِذَا اَفَاضُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ.

১৭৩১। মুজাহিদ (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) এ আয়াতটি পড়লেন, "এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি (হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) তোমরা তোমাদের প্রভুর করুণা অনুসন্ধান করো" (২ ঃ ১৯৮)। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বলেন, 'মিনায়' কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতো না (এটাকে অন্যায় মনে করতো)। অতএব তাদেরকে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মিনায় ব্যবসা (কেনা-বেচা) করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ

١٧٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِهْرَانَ اَبِىْ صَفْوَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ.

১৭৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করার ইচ্ছা করে সে যেন অবশ্যই তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন করে (কেননা হয়তো পরে কোনরূপ বাধা আসতে পারে)।

بَابُ الْكُرٰى

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ পশু ভাড়ায় দেয়া

١٧٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ التَّيْمِىُّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً اُكْرِىْ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ رَجُلٌ اُكْرِىْ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّىْ وَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ

وَتَفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِيْ عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقَالَ لَكَ حَجٌّ.

১৭৩৩। আবু উমামা আত-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে, হজ্জের সফরে আমার পশু ভাড়ায় খাটাতাম। এ কারণে কিছু সংখ্যক লোক বললো, তোমার হজ্জ হয়নি। অতএব আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আমি এমন এক ব্যক্তি যে, হজ্জের সফরে পশু ভাড়ায় খাটাই। কিছু লোক বলে, তোমার হজ্জ হয় না। তখন ইবনে উমার (রা) বললেন, তুমি কি ইহরাম বেঁধেছো, খানায়ে কাবা তাওয়াফ করেছো, তালবিয়া পড়েছো, আরাফাত থেকে ঘুরে এসেছো এবং কংকর নিক্ষেপ করেছো? আমি বললাম, হাঁ! তিনি বললেন, তোমার হজ্জ হয়ে গেছে। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলো যেরূপ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, তাকে কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে এ আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "এ ব্যাপারে তোমাদের কোন দোষ নেই যদি (হজ্জের মওসুমে) তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের করুণা অনুসন্ধান করো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে এ আয়াতটি পড়ে শোনালেন এবং বললেন, তোমার হজ্জ হয়েছে।

١٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّاسَ فِيْ اَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوْقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَالَ فَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ اَنَّهُ يَقْرَأُهَا فِي الْمَصْحَفِ.

১৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা হজ্জের প্রাথমিক সময়ে মিনা, আরাফাত, যুল-মাজাযের বাজারে এবং হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে কেনা-বেচা করতো, কিন্তু ইহরামাবস্থায় এসব স্থানে কেনা-বেচা করা (বৈধ হবে কিনা) তাদের সংশয় হলো। তখন আল্লাহ পাক নাযিল করলেন, 'এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো দোষ বা অপরাধ নেই যদি (হজ্জের মওসুমে) তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো, বিশেষ করে হজ্জের অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে। ইবনে আবু যিব্ বলেন, উবাইদ ইবনে উমাইর আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) 'فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ' এ বাক্যটি মূল কুরআনের মধ্যেই পড়তেন (ফলে এটা কিরআতে ইবনে আব্বাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে)।

টীকা ঃ জাহিলিয়াতের সময় আরবে চারটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। ওকায, যুল-মাজায, মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাররুয্-যাহ্‌রানের নিকট অবস্থিত মাজান্না এবং মক্কা থেকে ইয়ামানের পথে কিছু দূরে হুবাশা। এ চার বাজার ছিল আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে যেমন নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী পাওয়া যেতো, তেমনি আরব উপদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহও এ স্থানগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। বস্তুত এই কেন্দ্রগুলোতেই নারী ও শরাবের পসরা বসতো, কবিতা প্রতিযোগিতার আসর জমতো, দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। মোটকথা বড় বড় ও জঘন্যতম অপরাধ ও পাপ কাজের সবগুলোই এসব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতো। তাই ইসলামের আবির্ভাবের পর বিশেষ করে হজ্জের সময় এসব বাজারে কেনা-বেচা করতে মুসলমানরা সংশয় বোধ করতো (অনুবাদক)।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلاَمًا مَعْنَاهُ اَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّاسَ فِىْ اَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوْا يَبِيْعُوْنَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

১৭৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা প্রাথমিক কালে হজ্জের সময়ে কেনা-বেচা করতো। অতঃপর রাবী 'مَوَاسِمُ الْحَجِّ' পর্যন্ত পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الصَّبِىِّ يَحُجُّ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ শিশুর হজ্জ প্রসঙ্গ

١٧٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِىَ رُكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا فَمَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَفَزِعَتْ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مَحِفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.

১৭৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আর-রাওহা' নামক স্থানে এক কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে তাদেরকে সালাম দিলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন্ কাফেলা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। এরপর তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? লোকেরা বললো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এতদশ্রবণে জনৈকা মহিলা অস্থির হয়ে উঠলো এবং 'হাওদা' থেকে (তড়িৎবেগে) ছোট একটি শিশুর বাহু ধরে বের করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশুর হজ্জ হবে কি ঃ তিনি বললেন ঃ হাঁ, সওয়াব তুমিই পাবে।

بَابٌ فِى الْمَوَاقِيْتِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানসমূহ (মীকাত)

١٧٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَبَلَغَنِىْ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

১৭৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফা', শামবাসীদের জন্য 'আল-জুহফা' এবং নজদবাসীদের জন্য 'কারন' মীকাত (ইহরাম বাঁধার স্থান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (ইবনে উমার রা. বলেন) এবং আমার নিকট এ বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' নামক পর্বতকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالاَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَلَمْلَمْ قَالَ فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. قَالَ وَكَذَالِكَ حَتّٰى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

১৭৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ ও উমরায় গমনেচ্ছুদের জন্য) মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, রাবী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের একজন বলেছেন, ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', আর একজন বলেছেন 'আলামলাম'। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ এ স্থানগুলো উক্ত লোকদের (অধিবাসীদের) জন্য এবং যারা এ স্থানের অধিবাসী নয় এমন যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও এ স্থানগুলো মীকাত (ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট জায়গা হিসেবে) গণ্য হবে। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী, ইবনে তাউস বলেন, তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই (ইহ্‌রাম বেঁধে) শুরু করবেন। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

١٧٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

১৭৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'-কে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ.

১৭৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যবাসীদের জন্য 'আল-আকীক'-কে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।

١٧٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ أَيَّتَهُمَا قَالَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَرْحَمُ اللّٰهُ وَكِيْعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِىْ إِلَى مَكَّةَ.

১৭৪১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল মাকদিস থেকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত গমনের ইহরাম বাঁধে, তার পেছনের এবং সম্মুখের সমস্ত গুনাহ (অপরাধ) ক্ষমা করে দেয়া হবে অথবা (তিনি বলেছেন) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের সন্দেহ জন্মেছে যে, (ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুফিয়ান) কোন শব্দটি বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আল্লাহ ওয়াকী (র)-কে ক্ষমা করুন। তিনি বাইতুল মাকদিস তেকে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় পৌছেন।

١٧٤٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِىُّ حَدَّثَنِىْ زُرَارَةُ بْنُ كَرِيْمٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِىْءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوْا هٰذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ.

১৭৪২। হারিস ইবনে আমর আস-সাহমী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তিনি মিনা অথবা আরাফাতে ছিলেন। এ সময় কিছু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এমন সময় ক'জন বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো। যখন তারা তাঁর চেহারা মোবারক দেখলো তখন স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো, 'সত্যই এটা কল্যাণময় মুখমণ্ডল'। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি এ সময় ইরাকবাসীর জন্য 'যাতু ইরক'-কে ইহরামের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ হায়েয অবস্থায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা

١٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ

بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

১৭৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা' বিনতে উমাইস্ (রা) যুল-হুলায়ফায় আবু বাক্র (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদকে প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর (রা)-কে আদেশ করলেন ঃ সে যেন গোসল করে এবং ইহরাম বাঁধে।

١٧٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ اِذَا اَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. قَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيْسٰى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا. قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عَيْسٰى كُلَّهَا قَالَ الْمَنَاسِكَ اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

১৭৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হায়েয ও নেফাসগ্রস্তা নারী যখন মীকাতে পৌছাবে তখন গোসল করবে, ইহরাম বাঁধবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত (হজ্জ ও উমরার) সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাজগুলো আদায় করতে থাকবে। আবু মা'মার তার হাদীস বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' বাক্যটি বলেছেন। (ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ) ইবনে ঈসা, হাদীস বর্ণনায় ইকরিমা ও মুজাহিদের নাম উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র "আতা, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন" এটুকুই বলেছেন। আর ইবনে ঈসা, "তাওয়াফে বায়তুল্লাহ্ ব্যতীত হজ্জ ও উমরার কর্মগুলো আদায় করতে থাকবে" এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'কুল্লাহা' (সমস্ত), শব্দটি বলেননি।

بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

١٧٤٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِاِحْلاَلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

১৭৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধার সময়– ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার সময় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পূর্বে, অমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِىْ مَفْرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৭৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, তাঁর সিঁথির চাকচিক্য যেন আমি এ মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি।

بَابٌ فِى التَّلْبِيْدِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ চুল জট পাকানো

١٧٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

১৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর চুল জট পাকানো অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে বা 'তালবিয়া' পাঠ করতে শুনেছি।

١٧٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَاْسَهُ بِالْعَسَلِ.

১৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু দ্বারা তাঁর মাথার চুল জট পাকিয়েছেন।

بَابٌ فِى الْهَدْىِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ হাজ্জীদের কুরবানীর পশু সংক্রান্ত

١٧٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ

اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ الْمَعْنٰى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ نَجِيْحٍ حَدَّثَنِىْ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدٰى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ هَدَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلاً كَانَ لِاَبِىْ جَهْلٍ فِىْ رَأْسِهِ بُرَّةُ فِضَّةٍ قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ زَادَ النُّفَيْلِىُّ يَغِيْظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১৭৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছর কুরবানীর জন্য (মক্কায়) যেসব পশু পাঠিয়েছেন তন্মধ্যে আবু জাহলের উটটিও ছিলো যার মাথায় (নাকে) রৌপ্য নোলক লাগানো ছিলো। ইবনে মিনহাল বলেন, স্বর্ণ নোলক ছিলো। নুফাইলী বর্ধিত করেছেন, এ দ্বারা মুশরিকদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশই উদ্দেশ্য।"

بَابٌ فِىْ هَدْىِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ গরু কুরবানী করা

١٧٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَّاحِدَةً.

১৭৫০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তাঁর পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেছেন।

١٧٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَمَّنْ اِعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.

১৭৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছেন, যারা উমরা করেছেন।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন বা অন্য মুসলমানের পক্ষ থেকেও কুরবানী করতে পারে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الْاِشْعَارِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ইশ'আর করা (উটের কুঁজের পার্শ্বদেশ চিড়ে ফেলা)

١٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَاَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ أُتِىَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

১৭৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মক্কায় গমনকালে যুল-হুলাইফাতে যুহরের নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু (উট) আনালেন এবং তার কুঁজের ডান পাশে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করলেন, তারপর একজোড়া জুতা তার গলায় বেঁধে দিলেন। পরে তাঁর সওয়ারী (উট) আনীত হলে তিনি তার পিঠে উপবিষ্ট হলেন এবং তা আল-বায়দায় তাকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের 'তালবিয়া' পড়লেন।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنٰى اَبِى الْوَلِيْدِ. قَالَ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِاِصْبَعِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِىْ تَفَرَّدُوْا بِهِ.

১৭৫৩। শো'বা (র) থেকে উক্ত হাদীসটি আবুল ওয়ালীদের বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) স্বহস্তে রক্ত প্রবাহিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন, নিজের আঙ্গুল দ্বারা রক্ত প্রবাহিত করেছেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি কেবলমাত্র বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন ।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَارِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُمَا

قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ.

১৭৫৪। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ইবনুল হাকাম (রা) ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছর রওয়ানা হলেন। তিনি যখন 'যুল-হুলাইফায়' পৌঁছলেন তখন কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধে দিলেন, তাকে ইশ'আর করলেন এবং ইহরাম বাঁধলেন।

টীকা ঃ উটের কুঁজের যে কোনো এক পাশে ধারালো অস্ত্র দ্বারা সামান্য যখম করে রক্ত বের করাকে 'ইশ'আর বলে। তাতে চিহ্নিত হয়ে যায় যে, এটা কুরবানীর হাদী বা পশু (অনুবাদক)।

١٧٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدٰى غَنَمًا مُقَلَّدَةً.

১৭৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী বা মেয়ের গলায় মালা পরিয়ে তা কুরবানীর জন্য (মক্কায়) পাঠিয়েছেন।

بَابُ تَبْدِيْلِ الْهَدْىِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা

١٧٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدُ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ خَالُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ رَوٰى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُوْدِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَهْدٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيًّا (نُجِيْبًا) فَاُعْطِىَ بِهَا ثَلَاثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَهْدَيْتُ بُخْتِيًّا فَاُعْطِيْتُ بِهَا ثَلَاثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَبِيْعُهَا وَاَشْتَرِىْ بِثَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ لَا اِنْحَرْهَا اِيَّاهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لِاَنَّهُ كَانَ اَشْعَرَهَا.

১৭৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি 'বুখতী উট' (উটের মধ্যে উত্তম যা খোরাসানে পাওয়া যায়) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলেন। তিনশত দীনারে তা খরিদের প্রস্তাব এলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বুখতী উট কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করেছি। এখন আমাকে এর বিনিময়ে তিন শত দীনার দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আমি কি তা বিক্রি করে সেই মূল্যে অন্য কোনো উট খরিদ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ না, বরং সেটাই যবেহ করো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, কেননা তিনি ওটাকে ইশ'আর করেছিলেন।

بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কোন ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে আবাসে অবস্থান করলো

١٧٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ ثُمَّ اَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلَى الْبَيْتِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاً.

১৭৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর গলায় বাঁধার মালা পাকিয়ে দিয়েছি। আর তিনি নিজ হাতে তাকে ইশ'আর করে তার গলায় ঐ মালা বেঁধে দিয়েছেন, পরে তা (মক্কায়) খানায়ে কা'বায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থান করেছেন। কিন্তু তার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় যা তাঁর জন্য হালাল ছিলো তার কিছুই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়নি।

١٧٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

১৭৫৮। উরওয়া ও আমরা বিন্‌তে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে (মক্কায়) কুরবানীর পশু প্রেরণ করতেন, আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণ করার পর হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামধারী ব্যক্তিকে যা যা বর্জন করতে হয় তিনি তার কিছুই বর্জন করতেন না। [পূর্বোক্ত বরাত]।

١٧٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ زَعَمَ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَلَمْ

يَحْفَظْ حَدِيْثَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا وَلاَ حَدِيْثَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا قَالاَ قَالَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدْيِ فَاَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَىَّ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ اَصْبَحَ فِيْنَا حَلاَلاً يَأْتِىْ مَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ.

১৭৫৯। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। আর আমি নিজ হাতে আমাদের ঘরের তুলা দ্বারা তার গলায় বাঁধার মালা পাকিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের মাঝে হালাল অবস্থায় (ইহরাম ব্যতিরেকে) থাকলেন এবং কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যা করে তিনিও তা করতেন।

بَابٌ فِىْ رُكُوْبِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কুরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা

١٧٦٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ.

১৭৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানীর পশু (উট) নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি কুরবানীর পশু। তিনি বললেন ঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর।

١٧٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا.

১৭৬১। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যদি তুমি বাধ্য হও তাহলে আর একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত সদয়ভাবে তাতে আরোহণ করো।

টীকা ঃ কোরবানীর পশুকে কর্মে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে সাধারণত তাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইমাম মালিকের মতে পশুর ক্ষতি না হয় এতোটুকু পরিমাণ এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে একান্ত বাধ্য হলে তাতে আরোহণ করা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাতে আরোহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রয়োজনবশত তাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করলে এবং তাতে পশুটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দান-খয়রাত করতে হবে (সম্পাদক)।

بَابُ الْهَدْيِ اِذَا عَطِبَ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغَ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কুরবানীর পশু গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই অচল হয়ে পড়লে

١٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْاَسْلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ فَقَالَ اِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اَصْبِغْ نَعْلَهُ فِيْ دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

১৭৬২। নাজিয়াতুল আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর কুরবানীর পশুর সাথে (মক্কায়) পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ যদি এগুলোর কোনটি অচল হয়ে পড়ে তবে তা যবেহ করে তার গলায় বাঁধা জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলবে এবং পথচারী লোকদের আহারের জন্য রেখে দিবে।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا الْاَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً فَقَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ اُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبَغُ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ اَوْ قَالَ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَوْلُهُ وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ اِجْعَلْهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا مَكَانَ اضْرِبْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ اِذَا أَقَمْتَ الْإِسْنَادَ وَالْمَعْنٰى كَفَاكَ.

১৭৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রীয় কোন এক ব্যক্তির সাথে আঠারটি কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠালেন। লোকটি বললো, যদি এর থেকে কোনো জন্তু (পথিমধ্যে) আমার সামনে অচল হয়ে পড়ে, তখন আমি কি করবো? তিনি বললেন ঃ তা যবেহ করো এবং তার গলায় বাঁধা জুতার মালা রক্তে রঞ্জিত করে তার ঘাড়ের সাথে রেখে দাও। কিন্তু তুমি নিজে এবং তোমার কোন সাথী যেন তার গোশত না খায় ইমাম আবু দাউদ বলেন, আবদুল ওয়ারিসের হাদীসে اِضْرِبْهَا এর স্থলে اِجْعَلْهُ শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ রাবী যদি হাদীসের মূল পাঠ হুবহু স্মরণ করতে না পারেন, কিন্তু তার বক্তব্য ও সনদসূত্র স্মরণ রাখতে পারেন তবে তিনি নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারেন (সম্পাদক)।

١٧٦٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَعْلَى ابْنَا عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاَثِيْنَ بِيَدِهِ وَاَمَرَنِىْ فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا.

১৭৬৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানীর পশু (উট) যবেহ করেছেন, তখন নিজ হাতে ত্রিশটি যবেহ করেছেন। পরে তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি অবশিষ্ট সবগুলো যবেহ করেছি।

١٧٦٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهٰذَا لَفْظُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ عِيْسٰى قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ وَقَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْسِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيْفَةٍ لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ.

১৭৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রাচুর্যময় আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন (যিল-হজ্জ মাসের দশ তারিখ), তারপর মেহমানদারী ও জিয়াফতের দিন, আর তা হচ্ছে দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ একাদশ তারিখ)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পাঁচ অথবা ছয়টি কুরবানীর পশু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলো এবং যেটিই

তাঁর নিকট আনা হতো তিনি প্রথম সেটিই যবেহ করলেন। যবেহ-র কাজ সমাপ্ত হলো– বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হালকা একটি কথা বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। পরে আমি আমার (নিকটস্থ ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি বলেছেন'? সে বললো, তিনি বলেছেন ঃ 'যার ইচ্ছা হয় এখান থেকে গোশত কেটে নিয়ে যেতে পারে'।

١٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ اُدْعُوْ لِيْ اَبَا حَسَنٍ فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ خُذْ بِاَسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَعْلاَهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَاَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

১৭৬৬। গারাফা ইবনুল হারিস আল-কিনদী (রা) বলেন, আমি বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তাঁর নিকট (কতগুলো) কুরবানীর উট আনা হলে তিনি বললেন ঃ হাসানের পিতাকে ডাকো। অতএব আলী (রা)-কে ডাকা হলো। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি অস্ত্রের নিম্নভাগে ধরো, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ধরলেন তার উপরিভাগ। এরপর তাঁরা উভয়ে ধারালো অস্ত্রে পশুটি যবেহ করলেন। তিনি অবসর হয়ে তাঁর খচ্চরে আরোহণ করে আলীকে তাঁর পেছনে বসিয়ে চলে গেলেন।

بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدْنُ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ উট কিরূপে যবেহ করতে হয়

١٧٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرٰى قَائِمَةً عَلٰى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.

১৭৬৭। জাবের ও আবদুর রহমান ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উটের বাম পা বেঁধে, অবশিষ্ট (তিন) পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তা যবেহ করতেন।

١٧٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِىَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৬৮। যিয়াদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি মিনায় ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম এবং তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে তখন তার উটকে বসিয়ে যবেহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও এবং বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় যবেহ করো। এটাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

١٧٦٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ وَاَقْسِمَ جُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا وَاَمَرَنِىْ اَنْ لاَ اُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا.

১৭৬৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কুরবানীর পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা, চামড়া বিতরণ ও তার আচ্ছাদন সদাকা করার জন্য আদেশ করেছেন এবং কসাইকে তা থেকে কিছু না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশ্য আমরা কসাইকে নিজেদের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করতাম।

بَابُ وَقْتِ الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ইহরাম বাঁধার সময়

١٧٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا اَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِاخْتِلاَفِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَوْجَبَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ النَّاسِ بِذٰلِكَ اِنَّهَا اِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوْا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِىْ مَسْجِدِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ اَوْجَبَ فِىْ مَجْلِسِهِ فَاَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ فَحَفِظَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ اَهَلَّ وَاَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ وَذٰلِكَ اَنَّ النَّاسَ اِنَّمَا كَانُوْا يَاْتُوْنَ اَرْسَالاً فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوْا اِنَّمَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَلاَ عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ وَاَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ فَقَالُوْا اِنَّمَا اَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اَوْجَبَ فِىْ مُصَلاَّهُ وَاَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَاَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ فَمَنْ اَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَهَلَّ فِىْ مُصَلاَّهُ اِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ.

১৭৭০। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, হে আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম বাঁধার মুহূর্তকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ করছেন তাতে আমি স্তম্ভিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ ব্যাপারে আমি অন্যান্য লোকের চেয়ে অধিক বেশি অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল একবারই হজ্জ করেছেন, এটাই হচ্ছে তাদের পরস্পর বিরোধী মতের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে) হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি যুল-হুলাইফায় তাঁর মসজিদে দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন তখন সেই বসাবস্থায় দুই রাক'আত থেকে অবসর হতেই নিজের জন্য হজ্জ ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) করে নিলেন এবং 'তালবিয়া' পড়লেন। সুতরাং এখানে কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে 'তালবিয়া' পড়তে শুনেছে এবং তারা এটাই স্মরণ রেখেছে। অতঃপর তিনি (সওয়ারীতে) আরোহণ করলেন এবং যখন উষ্ট্রী তাঁকে পিঠে তুলে নিয়ে দাঁড়ালো তখনও তিনি 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। সুতরাং আরো কিছু সংখ্যক লোক এখানে তাঁকে 'তালবিয়া' পাঠ করতে শুনলো। বস্তুত লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে দলে দলে আগমন করছিলো। আর তারা তখন তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনলো যখন তিনি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করলেন। ফলে তারা একথাই বললো যে, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করেছেন (ইহরাম বেঁধেছেন) যখন উষ্ট্রী

তাঁকে তার পিঠে তুলে নিয়েছে'। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখে অগ্রসর হলেন। এবার যখন তিনি 'আল-বায়দার' উচ্চভূমিতে আরোহণ করলেন, এখানেও 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। আর এখানেও কিছু লোক তাঁকে তালবিয়া পড়তে শুনলো। ফলে তারা বললো, তিনি তখনই ইহরাম বেঁধেছেন যখন তিনি আল-বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেছেন। আল্লাহর কসম! প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ঐ নামাযের স্থানেই ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং পরে উষ্ট্রীর পিঠে ও আল-বায়দার উচ্চভূমিতে, সর্বত্র সর্বাবস্থায় তালবিয়া পাঠ করছিলেন। অতঃপর সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, যে ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী কাজ করে, সে যেন দুই রাক'আত নামায থেকে অবসর হয়ে তার মুসাল্লাতেই ইহরাম বাঁধে।

টীকা ঃ ইহরাম বাঁধার পর উচ্চস্বরে নির্দিষ্ট একটি বাক্য পাঠ করাকে তালবিয়া বলা হয়। যথাস্থানে এর বিবরণ দেয়া হবে (অনু.)।

١٧٧١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ بَيْدَاُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تُكَذِّبُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

১৭৭১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এটা তোমাদের সেই 'বায়দা' যেখানে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনুমানে কথা বলছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফার মসজিদ থেকেই (হজ্জ ও উমরার) ইহরাম বেঁধেছেন।

١٧٧٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَاَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَاَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَاَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ

فَانِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ بِهَا وَاَمَّا الْاِهْلَالُ فَانِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

১৭৭২। উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোনো সঙ্গীকে করতে দেখি না। তিনি বললেন, হে ইবনে জুরাইজ! সেগুলো কি? তিনি বললেন, তাহলো, (এক) আপনি (হজ্জের সময়) দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করেন না। (দুই) আপনি সিবতী (লোমবিহীন) চামড়ার জুতা পরিধান করেন। (তিন) আপনি হলদে রং ব্যবহার করেন এবং (চার) আপনার মক্কায় থাকাবস্থায় লোকেরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে, কিন্তু আপনি 'তারবিয়ার দিন' (অষ্টম তারিখ) না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি। সিবতী জুতার কথা হলো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোমবিহীন জুতা পরতে দেখেছি এবং তিনি তা পরা অবস্থায় উযুও করতেন। কাজেই আমি তা পরা পছন্দ করি। আর হলদে রং-এর কথা হলো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হলদে বর্ণ ব্যবহার করতে দেখেছি। অতএব আমি তা পছন্দ করি। আর ইহরাম বাঁধার ব্যাপারটি হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ততক্ষণ নাগাদ ইহরাম বাঁধতে দেখিনি যতক্ষণ তাঁর সওয়ারী সফরের উদ্দেশ্যে না দাঁড়িয়েছে।

টীকা ঃ 'তারবিয়া' অর্থ হচ্ছে খুব পরিতৃপ্ত করে পানি পান করানো। যিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখে সফরের উদ্দেশ্যে উটকে পানি পান করিয়ে প্রস্তুত রাখা হয় বলে ঐ তারিখকে 'তারবিয়ার দিন' বলা হয় (অনু.)।

١٧٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتّٰى اَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ اَهَلَّ.

১৭৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যোহরের চার রাক'আত নামায আদায় করেন এবং যুলহুলাইফায় পৌঁছে আসরের নামায পড়েছেন দুই রাক'আত। তিনি সেখানেই রাত যাপন করেছেন এবং সকালবেলা যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে সফর শুরু করেন তখন 'তালবিয়া' পাঠ করলেন।

١٧٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلاَ عَلٰى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ.

১৭৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনাতে) যোহরের নামায পড়ে সওয়ারীতে আরোহণ করেন। অতঃপর যখন তিনি আল-বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেন তখন 'তালবিয়া' পাঠ করেন।

١٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا وَهْبٌ يَعْنِى ابْنَ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ طَرِيْقَ الْفُرْعِ اَهَلَّ اِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَاِذَا اَخَذَ طَرِيْقَ اُحُدٍ اَهَلَّ اِذَا اَشْرَفَ عَلٰى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ.

১৭৭৫। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল-ফুর্'আ-এর পথে গমন করতেন তখন সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করতেই তালবিয়া পাঠ করতেন। তিনি যখন উহুদের পথে সফর শুরু করতেন, তখন আল-বায়দা পর্বতে আরোহণকালে তালবিয়া পাঠ করতেন।

بَابُ الْاِشْتِرَاطِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ হজ্জের মধ্যে শর্ত যোগ করা

١٧٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ اَاَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَكَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِىْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّىْ مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِىْ.

১৭৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কন্যা দবা'আহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্জ করার ইচ্ছা রাখি। আমি কি কোনো কিছু শর্ত করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। মহিলা বলেন, তা আমি কিরূপে বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি এভাবে

বলো, 'আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, পথিমধ্যে যেখানেই তুমি আমাকে আটক করবে সেটাই আমার ইহরাম খোলার স্থান।

بَابٌ فِيْ اِفْرَادِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ ইফরাদ হজ্জ

١٧٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ.

১৭৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

টীকা ঃ হজ্জ তিন প্রকার, 'তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। প্রথম শুধু উমরার নিয়াতে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায়ের পর ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে পুনরায় মিনাতে রওয়ানার দিন হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলে এই প্রকারের হজ্জকে তামাত্তু' হজ্জ বলে। হজ্জ ও উমরা দু'টির জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা হলে কিরান হজ্জ এবং কেবলমাত্র হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধা হলে ইফরাদ হজ্জ (অনুবাদক)।

١٧٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيْنَ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَ مُوْسٰى فِىْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ فَاِنِّىْ لَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاَمَّا اَنَا فَاُهِلُّ بِالْحَجِّ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا فَكُنْتُ فِيْمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِىْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ وَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ ارْفُضِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ قَالَ مُوْسٰى وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُوْنَ

فِىْ حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ اَمَرَ يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَذَهَبَ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ زَادَ مُوْسٰى فَاَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللّٰهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ مُوْسٰى فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ.

১৭৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তিনি যুল-হুলাইফায় পৌঁছে বললেন ঃ কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাইলে সে হজ্জের ইহরাম বাঁধুক। আর কেউ উমরার ইহরাম বাঁধতে চাইলে সে উমরার ইহরাম বাঁধুক। মূসা উহাইবের হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি সাথে কুরবানীর পশু না আনতাম তাহলে উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধতাম। আর হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীসে আছে, 'আমি হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছি, কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। এরপর উভয় বর্ণনাকারী একইভাবে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, যারা (কেবলমাত্র) উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পথিমধ্যে আমি হায়েযগ্রস্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, কতই না ভালো হতো যদি আমি এ বছর (ঘর থেকে) বের না হতাম। তিনি বললেন ঃ তুমি উমরা ছেড়ে দাও, মাথার খোপা (চুলের বেণী) খুলে ফেলো, চুল আঁচড়িয়ে নাও। মূসা বলেন, (অতঃপর বলেছেন) এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। সুলায়মান বলেন, মুসলমানরা তাদের হজ্জের মধ্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তুমিও তা আদায় করো। আর যখন (মক্কা থেকে) ফেরার রাত আসলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানকে আদেশ করলে তিনি আয়েশা (রা)-কে 'তানঈমে' নিয়ে গেলেন। মূসা বর্ধিত করেছেন, আর তিনি পূর্বের উমরার (যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন) স্থানে (পুনরায়) উমরার ইহরাম বাঁধলেন, খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করলেন। ফলে আল্লাহ (তায়ালা) তাঁর উমরা ও হজ্জ (উভয়টিই) পূর্ণ করলেন। হিশাম বলেন, কিন্তু এর কোনো ক্ষেত্রেই (কাফফারাস্বরূপ) কুরবানী দিতে হয়নি। আবু দাউদ বলেন, মূসা, হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীসে (এটুকু) বর্ধিত করেছেন, যখন 'বাতহা' (মুহাসসাব) উপত্যকায় প্রবেশের রাত আসলো তখন আয়েশা (রা) পবিত্র হলেন।

١٧٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

১৭৭৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, কিছু সংখ্যক হজ্জ ও উমরা দু'টির ইহরাম বেঁধেছিলো এবং কিছু সংখ্যক শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরা দু'টির ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কুরবানীর দিনের পূর্বে ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারেননি।

١٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَحَلَّ.

১৭৮০। আবুল আসওয়াদ (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের মাধ্যমে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে এটুকু কথা বর্ধিত করেছেন, 'যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা উমরা সমাপন করে ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যান।

١٧٨١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِيْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَاَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَانُوْا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوْا طَوَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

১৭৮১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাজ্জাতুল বিদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আর আমরা সবাই উমরার ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা উমরার সাথে হজ্জেরও ইহরাম বেঁধে নাও। আর উভয়টির কাজ সমাপন না করে ইহরাম খুলবে না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলাম। তাই আমি কা'বা ঘর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলাম না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি আমাকে বললেন ঃ চুলের খোপা খুলে ফেলো, মাথায় চিরুনী করো, উমরার নিয়াত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরের সাথে 'তানঈম'-এ পাঠালেন এবং আমি সেখান থেকে উমরা আদায় করলাম। আর তিনি বললেন ঃ এটাই তোমার পূর্বের উমরার পরিপূরক। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো তারা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলো, আর মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলো। আর যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করলো তারা শুধু একবার (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলো। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইবনে সা'দ এবং মা'মার (র) ইবনে শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে "যারা শুধুমাত্র উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তাদের তাওয়াফ এবং যারা হজ্জ ও উমরা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছেন তাদের তাওয়াফের কথা" তাঁরা বর্ণনা করেননি।

١٧٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْلَتَنِىْ لَمْ اَكُنْ حَجَجْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَقَالَ انْسُكِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ قَالَتْ وَذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَرْجِعُ صَوَاحِبِىْ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِالْحَجِّ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ.

১৭৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম কিন্তু 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছতেই আমি ঋতুবতী হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন, আর আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন হে আয়েশা! আমি বললাম, বিগত রাত থেকে আমি ঋতুবতী হয়ে পড়েছি, আমি যে হজ্জ করতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ সর্বময় পবিত্র!) এটা তো সেই বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা আদমের কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তুমি একমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য সমস্ত কাজগুলো আদায় করো। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমরা মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে ব্যতীত অন্য যে কেউ তার ইহরাম যেন উমরায় পরিণত করে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন। আর যখন 'বাতহা' (মুহাসসাব উপত্যকা)-এর রাত আসলো আয়েশা (রা) ঋতু থেকে পবিত্র হলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথী-সখিগণ হজ্জ ও উমরা (দু'টি) আদায় করে প্রত্যাবর্তন করবে, আর আমি কি শুধু হজ্জ করেই ফিরবো? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রকে নির্দেশ দিলে তিনি আয়েশা (রা)-কে 'তানঈম' নামক স্থানে নিয়ে গেলেন এবং তিনি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করলেন।

١٧٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ

فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يُّحِلَّ فَاَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ.

১৭৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মদীনা থেকে) রওয়ানা করলাম। হজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। সুতরাং আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। অতঃপর যারা কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি তারা ইহরামমুক্ত হলো।

١٧٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ. قَالَ مُحَمَّدٌ اَحْسِبُهُ قَالَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِيْنَ اَحَلُّوْا مِنَ الْعُمْرَةِ قَالَ اَرَادَ اَنْ يَّكُوْنَ اَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا.

১৭৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার এ ব্যাপারে প্রথমেই জানতে পারতাম যা পরে জানতে পারলাম তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। মুহাম্মাদ (ইবনে ইয়াহইয়া) বলেন, আমার ধারণা যে, আমার উসতাদ (উসমান ইবনে উমার) বলেছেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা উমরা সমাপ্ত করে ইহরাম খুলে ফেলেছেন। আবার মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরিউক্ত কথাটি এজন্যই বলেছিলেন যে, সকলের কার্যক্রম যেন একই রকম হয়।

١٧٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَاَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ اَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ اَهْلَلْنَا يَوْمَ

التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِيْ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ شَأْنِيْ اَنِّيْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ اَحْلِلْ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ اِلَى الْحَجِّ الْاٰنَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاغْتَسِلِيْ ثُمَّ اَهِلِّيْ بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتّٰى اِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ اَنِّيْ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ حِيْنَ حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.

১৭৮৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। আর আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বেঁধে আসলেন। আর 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ঋতুবতী হলেন। অবশেষে আমরা (মক্কায়) পৌঁছে কা'বা ঘর এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে ইহরাম খুলে হালাল হতে পারে। আমরা বললাম, কি থেকে হালাল হবো? তিনি বললেন ঃ সবকিছু থেকে হালাল হবে। ফলে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, গায়ে সুগন্ধি লাগালাম এবং আমাদের স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করলাম, অথচ আমাদের ও আরাফাত দিবসের মাঝে মাত্র চার দিনের ব্যবধান রয়েছে। অতঃপর আমরা যিলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়েছি। অথচ সমস্ত লোক (উমরা সমাপন করে) ইহরাম খুলে ফেলেছে, আর আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারিনি। আবার লোকেরা এক্ষণই হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানাও হয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ (এতে তোমার ক্ষতি নেই) আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটি আদমের সমস্ত কন্যাদের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখন গোসল করে নাও এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং সমস্ত অনুষ্ঠান আদায় করলেন, পরে যখন পবিত্র হলেন তখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করলেন। এবার তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টি থেকে হালাল হয়ে গেছো। তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার অন্তরে একটা খটকা অনুভব করছি। আমি যে (সর্বপ্রথম) হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম তখন তো বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিনি। সুতরাং তিনি বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! একে নিয়ে যাও এবং 'তানঈম' থেকে এর উমরা

করিয়ে নাও এবং এটা মুহাস্‌সাব উপত্যকার রাতের ঘটনা। (অর্থাৎ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যিলহজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ)।

١٧٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا بِبَعْضِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّىْ وَاصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّىْ.

১৭৮৬। আবুয্ যুবাইর (র) এ ঘটনার কিয়দংশ জাবির (রা) থেকে শুনেছেন। তিনি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ঃ 'এবং তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধো অতঃপর হজ্জ করো এবং অন্যান্য হাজ্জীগণ যা যা করে তুমিও তা করে নাও', তবে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না এবং নামায পড়ো না।

١٧٨٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَحِلَّ وَقَالَ لَوْلاَ هَدْىِ لَحَلَلْتُ ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هٰذِهِ اَلِعَامِنَا هٰذِهِ اَمْ لِلْاَبَدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هِىَ لِلْاَبَدِ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَلَمْ اَحْفَظْهُ حَتّٰى لَقِيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَاَثْبَتَهُ لِىْ.

১৭৮৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একান্তই হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছি, তার সাথে অন্য কিছু যোগ করা হয়নি। যিলহজ্জ মাসের চার তারিখে আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ এবং (সাফা ও মারওয়া) সাঈ করেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ইহরাম খুলে হালাল হবার আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকতো তাহলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক (রা) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আমাদের 'হজ্জে তামাত্তু', কেবল আমাদের এ বছরের জন্যই কি এ সুযোগ, নাকি হামেশার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, বরং এটা সর্বকালের জন্য। ইমাম আওযাঈ'

বলেন, আতা ইবনে আবু রাবাহকে আমি এ হাদীসটি বলতে শুনেছিলাম, তবে আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। শেষ নাগাদ ইবনে জুরাইজের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে তা সঠিকভাবে আয়ত্তে এনে দিলেন।

١٧٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ لِاَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْبِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوْا فَطَافُوْا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

১৭৮৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখে (মক্কায়) আগমন করেন। তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ব্যতীত তোমরা সবাই তোমাদের এ কাজগুলোকে উমরায় রূপান্তরিত করো। সুতরাং যখন তারবিয়ার দিন (অষ্টম তারিখ) আসলো তখন তারা হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিলেন, আবার তারা (কুরবানীর দিন) দশম তারিখে (হারাম শরীফে) আগমন করে শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সাঈ) করলেন না।

١٧٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْىٌ اِلاَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِىٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا اَنَنْطَلِقُ اِلَى مِنًا وَذُكُوْرُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اَنِّىْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ لاَحْلَلْتُ.

১৭৮৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তালহা (রা) ব্যতীত কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না। আলী (রা) ইয়ামান দেশ থেকে আগমন করলেন এবং তাঁর সাথেও কুরবানীর পশু ছিলো। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের সকলকে (যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না) তাদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার নির্দেশ দিলেন ও চুল ছেঁটে ইহরামমুক্ত হতে বললেন, কিন্তু যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত। তারা বললেন, আমরা কিভাবে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো অথচ আমাদের কেউ কেউ স্ত্রী সহবাসে ব্যতিব্যস্ত। এসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যা আমি আমার ব্যাপারে পরে অবগত হয়েছি যদি তা আগেই জানতে পারতাম, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকতো তাহলে আমিও অবশ্যই ইহরামমুক্ত হতাম।

١٧٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُنْكَرٌ اِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৭৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা হজ্জের সাথে উমরা থেকেও উপকৃত হবার সুযোগ পেলাম। অতএব যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে সমস্ত কিছু থেকে পরিপূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে। আর উমরা আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো (অর্থাৎ হজ্জের সাথে উমরাও করা যাবে)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি মুনকার (বিরল)। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য।

١٧٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ

وَهِيَ عُمْرَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً.

১৭৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে সে অবশ্যই ইহরামমুক্ত হয়ে গেলো। আর এটাই হচ্ছে উমরা। আবু দাউদ বলেন, ইবনে জুরাইজ-এক ব্যক্তি-আতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একান্তভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধেই (মক্কায়) প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উমরায় রূপান্তরিত করেছেন।

١٧٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ (قَالَ ابْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ الْمَعْنٰى) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ اَجْلِ الْهَدْيِ وَاَمَرَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ اَنْ يَّطُوْفَ وَيَسْعٰى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيْعٍ اَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ.

১৭৯২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। তিনি (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন। (হাসান) ইবনে শাওকার বলেন, সাথে কুরবানীর পশু থাকার দরুন তিনি চুলও ছাঁটতে পারেননি এবং ইহরাম থেকেও মুক্ত হতে পারেননি। অবশ্য যার সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ সে যেন তাওয়াফ ও সাঈ করে এবং চুল ছেঁটে ইহরামমুক্ত হয়ে যায়। ইবনে মানী' বর্ধিত করেছেন, অথবা মাথার চুল মুড়ে ফেলে যেন ইহরাম থেকে মুক্ত হয়।

١٧٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَشَهِدَ عِنْدَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرْضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ يَنْهٰى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ.

১৭৯৩। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় হজ্জের পূর্বে উমরা করতে নিষেধ করতে শুনেছেন।

টীকা ঃ সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমে উমরা করলে পরে হজ্জের কাজ আদায় করতে কিছুটা গৌণ তা অন্তত অলসতা ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, অথচ আল্লাহ বলেছেন, اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - অর্থাৎ হজ্জকে প্রথমেই বর্ণনা করেছেন। আর এটাই উত্তম মনে হয়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, হজ্জের আগে উমরা করাই যাবে না (অনু.)।

টীকা ঃ আল-খাত্তাবী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র দুর্বল। আল-মুনযিরী (র) বলেন, সঠিক কথা হলো, সাঈদ ইনবুল মুসায়্যাব (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট কোন হাদীসই শ্রবণ করেননি। উপরন্তু এ হাদীসের বক্তব্য অনেকগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীত। মহানবী (সা) স্বয়ং হজ্জের পূর্বে উমরা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত যে, হজ্জের পূর্বে উমরা করা সম্পূর্ণ সিদ্ধ (সম্পা.)।

١٧٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ شَيْخٍ الْهُنَائِىِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ لِاَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوْبِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوْا اَمَّا هٰذَا فَلَا فَقَالَ اَمَّا اِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلٰكِنَّكُمْ نَسِيْتُمْ.

১৭৯৪। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে বললেন, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক অমুক কাজ থেকে এবং চিতা বাঘের চামড়ায় (তৈরী গদির উপর) আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, হাঁ। তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, আপনারা কি এ কথাও অবগত আছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরাকে একত্র করতেও নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, কিন্তু এটা আমাদের জানা নেই। অতঃপর তিনি বললেন, এটাকেও ঐ সমস্ত জিনিসের সাথে নিষেধ করেছেন, তবে আপনারা ভুলে গেছেন।

টীকা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) মু'আবিয়া (রা)-র সাথে একথায় একমত হননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে ইফরাদ ও তামাত্তু' হজ্জ-এর তুলনায় কিরান হজ্জ অধিক উত্তম। উপরোক্ত হাদীসের সনদসূত্র সম্পর্কে সন্দেহ আছে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الْاِقْرَانِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কিরান হজ্জের বর্ণনা

١٧٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّىْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

১৭৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একত্রে 'তালবিয়া' পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি উমরা ও হজ্জের জন্য তোমার দরবারে হাযির আছি। উমরা ও হজ্জের জন্যে তোমার কাছে আমি হাযির আছি।

١٧٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا يَعْنِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْنِىْ اَنَسًا مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ.

১৭৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফাতে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করেন, পরে (সফরের জন্য) সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাসবীহ পাঠ করলেন এবং তাকবীর বললেন। এরপর তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য 'তালবিয়া' পাঠ করলে অন্যান্য লোকও হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলো। অতঃপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তাঁর নির্দেশে সমস্ত লোক তাদের ইহরাম খুলে ফেললো। আবার 'তারবিয়ার' দিন (অষ্টম তারিখ) আসলে সকলেই হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলো। কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি উট দণ্ডায়মান অবস্থায় স্বহস্তে কুরবানী করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আনাস (রা) একা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার ভাষা হলো, "তিনি

(সা) প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণগান ও তাকবীর উচ্চারণ করেছেন, অতঃপর হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।"

١٧٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَاصَبْتُ مَعَهُ اَوَاقًا مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ اَصْحَابَهُ فَاَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ لَهَا اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِاِهْلَالِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاِهْلَالِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ قَالَ فَقَالَ لِىْ اِنْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَّسِتِّيْنَ وَاَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَمْسِكْ لِىْ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِّنْهَا بَضْعَةً.

১৭৯৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে ইয়ামান দেশে শাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন তখন আমিও তার সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, আমি তার সাথে কয়েক 'আওকিয়া সোনার' অধিকারী হয়েছিলাম। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলেন তখন তিনি (আলী) বলেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে দেখলাম, সে রঙ্গিন কাপড় পরিহিতা এবং ঘরটিকেও সুগন্ধি দ্বারা সুগন্ধময় করে রেখেছে। সে আমাকে বললো, আপনার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের সকলকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই সকলে ইহরাম খুলে ফেলেছেন। তিনি (আলী) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরামের মতই ইহরাম বেঁধেছি, এ বলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন ঃ 'আমি কুরবানীর পশু সাথে এনেছি এবং 'কিরান' হজ্জ করার নিয়াত করেছি'। অতঃপর

তিনি বললেন ঃ আমার জন্য সাতষট্টিটি উট কুরবানী করো, আর তোমার নিজের জন্য তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশটি রেখে দাও। আর প্রত্যেকটি উট থেকে আমার জন্য এক এক টুকরা করে গোশত রেখে দিও।

١٧٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৯৮। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ (র) বলেন, আমি হজ্জ ও উমরা দুইটির একত্রে ইহরাম বেঁধেছিলাম। উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেরই অনুসরণ করেছো।

١٧٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمْتُ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيْرَتِىْ يُقَالُ لَهُ هُدَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَنَاهْ اِنِّىْ حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَكَيْفَ لِىْ بِاَنْ اَجْمَعَهُمَا قَالَ اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِىْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا هٰذَا بِاَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ قَالَ فَكَاَنَّمَا اُلْقِىَ عَلَىَّ جَبَلٌ حَتّٰى اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ كُنْتُ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَاِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَاَنَا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِىْ فَقَالَ لِىْ اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَاِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِىْ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৯৯। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ (র) বলেছেন, আমি ছিলাম খৃস্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার গোত্রের হুযাইম ইবনে ছুরমুলা নামীয় এক ব্যক্তির নিকট এসে তাকে বললাম, হে অমুক! আমি

জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। আমি আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আমি এ দু'টিকে কিভাবে একত্রে সংযুক্ত করতে পারি? সে বললো, তুমি উভয়টি একত্রে আদায় করো এবং তোমার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করো। অতএব আমি একত্রে উভয়টির ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আমি আল-উযাইব নামক স্থানে এলে আমার সাথে সালমান ইবনে রবী'আ ও যায়েদ ইবনে সূহান (রা)-র সাক্ষাত হলো। আর আমি উভয়টির একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তাদের একজন অপরজনকে বললেন, এই লোকটি তার উটের চেয়ে অধিক সমঝদার নয়। রাবী বলেন, এই মন্তব্যে যেন আমার উপর পাহাড় পতিত হলো। শেষে আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ছিলাম খৃস্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদে যোগদান করতে আগ্রহী। আমি হজ্জ ও উমরা আমার উপর ফরয হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। অতএব আমি আমার কাওমের এক ব্যক্তির নিকট এলাম। সে আমাকে বললো, উভয়টি একত্রে আদায় করো এবং তোমার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করো। আর আমি উভয়টির ইহ্‌রাম বেঁধেছি। উমার (রা) আমাকে বললেন, তুমি তোমার নবী (সা)-এর সুন্নাতের দিকেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছো।

١٨٠٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ وَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ.

১৮০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আজ রাতে আমার মহান পরাক্রমশালী রবের তরফ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে বললেন, এ কল্যাণময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং তিনি বলেছেন, উমরাকে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় তিনি আল-আকীক উপত্যকায় ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম... আওযায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন 'এবং বলুন, উমরা হজ্জের সাথে সংযুক্ত হলো'। ইমাম আবু দাউদ বলেন,

অনুরূপভাবে এ হাদীসের মধ্যে আলী ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, 'বলুন, হজ্জের মধ্যে উমরা অন্তর্ভুক্ত হলো।

١٨٠١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَاَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِىْ حَجِّكُمْ هٰذَا عُمْرَةً فَاِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ.

১৮০১। আর-রাবী' ইবনে সাবুরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা করলাম। যখন আমরা 'উস্‌ফান' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সুরাকা ইবনে মালেক আল-মুদলিজী (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-নীতি নবীন কোন দলের নিকট বিবৃত করার ন্যায় (সহজ ভাষায়) বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ মহাশক্তিশালী আল্লাহ তোমাদের হজ্জের মধ্যে উমরাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা (মক্কায়) উপনীত হওয়ার পর যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবে সে ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে নয় (ইহরাম খুলতে পারবে না)।

١٨٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ الْمَعْنٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ اَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ. قَالَ ابْنُ خَلاَّدٍ اِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَخْبَرَهُ.

১৮০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মারওয়ার (পাহাড়ের) পাশে কাঁচি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছেঁটেছিলাম অথবা তিনি বলেছেন, আমি মারওয়াতে কাঁচি দ্বারা তাঁকে তাঁর চুল ছাঁটতে দেখেছি।

١٨٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنِّىْ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ اَعْرَابِىٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ. زَادَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ بِحَجَّتِهِ.

১৮০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) তাকে বলেছেন, আপনি কি অবগত আছেন, মারওয়ার উপর এক বেদুঈনের কাঁচি দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জের সময় তাঁর চুল ছেঁটেছিলাম?

টীকা ঃ মু'আবিয়া (র) কখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছেঁটেছেন? কথাটি সম্পূর্ণ ঘোলাটে। কারণ বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা দুইটি সমাপ্ত করে দশম তারিখে মিনায় চুল মুড়িয়ে ফেলেন, ছাঁটেননি এবং তখন নাপিতের কাজ আনজাম দিয়েছেন আবু তাইবা, মু'আবিয়া নন। আর যদি বলা হয়, এটি সপ্তম হিজরীতে উমরাতুল কাযার ঘটনা, তাও ঠিক হবে না। কেননা তখন মু'আবিয়া মুসলমান হননি। সুতরাং এটাই বলা যেতে পারে যে, এটা উমরায়ে জি'ঈররানার ঘটনা যখন মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের অভিযানে তিনি উমরা আদায় করেছিলেন এবং মু'আবিয়াও তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে উমরাকে হজ্জ বলা হয়েছে ('বাযলুল মাজহুদ' দ্রষ্টব্য –অনুবাদক)।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ اَصْحَابُهُ بِحَجٍّ.

১৮০৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছিলেন উমরার জন্য, আর তাঁর সঙ্গীরা ইহরাম বেঁধেছিলেন হজ্জের জন্য।

١٨٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَاَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ .

১৮০৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একসাথে সমাপন করে তামাত্তু' হজ্জ করেছেন। তিনি যুল-হুলাইফা থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে গেলেন। সুতরাং সবাইকে তামাত্তু' করার নির্দেশ দানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন, এরপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধলেন)। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে হজ্জের সাথে উমরার নিয়াত করে তামাত্তু' আদায় করলো। অনেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে গিয়েছিলো, আবার অনেকে তা নেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'তোমরা যারা কুরবানীর পশু সাথে এনেছো, হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস (যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ছিলো) তাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা যারা কুরবানীর পশু সাথে আনোনি, তারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে, চুল (কেটে) ছেঁটে, ইহরাম খুলে ফেলো এবং (পুনরায় নতুন করে) হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধো এবং পরে কুরবানী করো। কিন্তু যারা কুরবানী দিতে পারবে না তারা হজ্জের মওসুমে তিনটি রোযা এবং বাড়িঘরে ফিরে গিয়ে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে প্রথমে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, পরে 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) চুম্বন করলেন। তিনি

তাওয়াফের সাত চক্করের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করলেন (শরীর হেলেদুলে বীরের মতো দ্রুত চললেন) এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাক'আত নামায পড়লেন, নামাযের সালাম ফিরিয়ে উঠে সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। অতঃপর হজ্জ সমাপন করে কুরবানীর দিন (দশম তারিখে) কুরবানী করা পর্যন্ত তিনি ইহরাম অবস্থায় রইলেন এবং (সেখান থেকে অর্থাৎ মিনা থেকে) ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ইহরাম খুলে যেসব জিনিস এ সময় নিষিদ্ধ ছিলো তা হালাল করলেন। আর যেসব লোক নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিলো তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করলো।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ اِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ الْهَدْيَ.

১৮০৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ব্যাপার কি, লোকেরা সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি এখনও উমরার ইহরাম খুললেন না? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার মাথার চুলে জট পাকিয়েছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি। অতএব কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলবো না।

بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে

١٨٠٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمِ ابْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮০৭। সুলাইম ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু যার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা ভেঙ্গে পরে উমরার নিয়াত করেছে এ কাজটি কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই জায়েয ছিলো, যারা (বিদায় হজ্জে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً.

১৮০৮। আল-হারিস ইবনে বিলাল ইবনুল হারিস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জের ইহরাম ভেঙ্গে উমরার ইহরাম করাটা কি কেবল আমাদের জন্যই নির্ধারিত না আমাদের পরের লোকদের জন্যও সুযোগ আছে? তিনি বললেন ঃ না, কেবল তোমাদের জন্যই নির্ধারিত।

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অন্যের পক্ষ থেকে (বদলি) হজ্জ করা

١٨٠٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৮০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাস্‌'আম গোত্রীয় এক মহিলা আগমন করে তাঁর নিকট বিধান জানতে চাইলেন। ফাদল মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তিনি সওয়ারীর উপর স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। সুতরাং আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এটি ছিলো বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

١٨١٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بِمَعْنَاهُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ حَفْصٌ فِىْ حَدِيْثِهِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

১৮১০। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, হজ্জ এবং উমরা আদায় করা তার সাধ্যের বাইরে এবং সওয়ারীতে সফর করার শক্তিও তার নেই। তিনি বললেন ঃ তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ ও উমরা করো।

١٨١١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِىُّ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالَ اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ اَخٌ لِىْ اَوْ قَرِيْبٌ لِىْ قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

১৮১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ শুবরুমা কে? সে বললো, আমার ভাই অথবা আমার নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন ঃ তুমি কি (পূর্বে) তোমার নিজের হজ্জ আদায় করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ আগে তোমার নিজের হজ্জ আদায় করো এবং পরে শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

টীকা ঃ যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের তরফ থেকে হজ্জ আদায় করে, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ বলেন, জায়েয নেই। সুফিয়ান সওরী বলেন, তার নিজের হজ্জই আদায় হবে, অন্যেরটি আদায় হবে না। ইমাম আবু হানীফা বলেন, মাকরূহ হবে। সুতরাং তার নিজের হজ্জ প্রথমে আদায় করা উচিত (অনু.)।

بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ তালবিয়া কিরূপ?

١٨١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ

تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِىْ تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

১৮১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া হলো ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।" অর্থ– 'হে রব! (তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে) আমি হাযির আছি। তোমার কোনো শরীক নেই। এ কথার সাক্ষ্য প্রদানে আমি হাযির আছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই। এ ঘোষণা দেয়ার জন্য আমি হাযির আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই'। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার তালবিয়ার মধ্যে বর্ধিত করতেন ঃ হে রব! আমি হাযির আছি (তিনবার) এবং সৌভাগ্য ও করুণা তোমারই হাতে, আর আকর্ষণ তোমাতেই। আমাদের কাজকর্মের প্রতিদানও তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

١٨١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْكَلاَمِ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا.

১৮১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধলেন। এরপর রাবী ইবনে উমারের হাদীসে বর্ণিত তালবিয়ার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লোকেরা তাতে 'যাল-মা'আরিজ' এবং এ জাতীয় বাক্য সংযোজন করতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতেন, কিন্তু তাদেরকে কিছুই বলতেন না।

١٨١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ وَمَنْ مَعِىَ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلَالِ اَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيْدُ اَحَدَهُمَا.

১৮১৪। খাল্লাদ ইবনুস সায়েব আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার সাহাবী এবং যারা আমার সঙ্গে আছে তাদেরকে আদেশ দেই যে, তারা যেন তাদের 'ইহলাল' অথবা 'তালবিয়া' যে কোনো একটি বুলন্দ আওয়াযে পাঠ করে।

بَابُ مَتٰى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কখন 'তালবিয়াহ' পাঠ বন্ধ করবে?

١٨١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৮১৫। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

١٨١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّىْ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

১৮১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে তালবিয়া পাঠকারীও ছিলেন এবং তাকবীর পাঠকারীও ছিলেন।

بَابُ مَتٰى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ উমরা আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?

١٨١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلَبِّىَ الْمُعْتَمِرُ حَتّٰى

يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا.

১৮১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উমরা আদায়কারী 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা পর্যন্ত 'তালবিয়া' পাঠ করতে থাকবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল মালেক ইবনে সুলায়মান এবং হাম্মাম (র) আতা (র) থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি 'মওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلاَمَهُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ আদব শিখানোর উদ্দেশ্যে মুহরিম ব্যক্তির নিজ চাকরকে শাস্তি দেয়া

١٨١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ زِمَالَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لِاَبِىْ بَكْرٍ فَجَلَسَ اَبُوْ بَكْرٍ يَنْتَظِرُ اَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ قَالَ اَيْنَ بَعِيْرُكَ قَالَ اَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِىْ رِزْمَةَ فَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَتَبَسَّمُ.

১৮১৮। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা আল-আরজ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতি করলেন এবং আমরাও যাত্রাবিরতি করলাম। আর আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসলেন এবং আমি আমার পিতা আবু বাক্‌র (রা)-এর পাশে বসলাম। আবু বাক্‌র (রা) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালপত্র একসাথে একটি উটের পিঠে আবু বাক্‌র (রা)-র এক গোলামের কাছে ছিলো। আবু বাক্‌র (রা) তার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। ইত্যবসরে সে এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু তার সাথে উট ছিলো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট কোথায়? সে বললো, গত রাতে তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, একটিমাত্র উট, তাও তুমি হারিয়ে ফেলেছো? এই বলে তিনি তাকে মারতে লাগলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসতে হাসতে বললেন ঃ তোমরা এ 'মুহরিম' (ইহরামধারী) ব্যক্তিটির দিকে তাকাও, সে কি করছে? ইবনে আবু রিযমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসতে হাসতে কেবল একথাটিই বললেন, তোমরা এ মুহরিম ব্যক্তিটির দিকে তাকাও সে কি করছে", এর বেশী আর কিছুই বলেননি।

بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِىْ ثِيَابِهِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কোন ব্যক্তি পরনের কাপড়ে ইহরাম বাঁধলে

١٨١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً اَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ اَثَرَ خَلُوْقٍ اَوْ قَالَ صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِىْ اَنْ اَصْنَعَ فِىْ عُمْرَتِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْىَ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ اَوْ قَالَ اَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِىْ حَجَّتِكَ.

১৮১৯। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তখন তিনি (নবী সা.) আল-জি'ইররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ ব্যক্তির শরীরে খালূক অথবা

হলদে রংয়ের কিছুটা চিহ্ন ছিলো এবং পরিধানে ছিলো একটি জুব্বা। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার উমরা কিভাবে করতে বলবেন? এ সময় আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল করলেন। ওহী নাযিল হবার অবস্থা তাঁর থেকে দূর হলে তিনি বললেন ঃ উমরা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো সে কোথায়? তোমার শরীর থেকে খালূক অথবা হলদে রংয়ের চিহ্ন ধুয়ে ফেলো, জুব্বাটি খুলে নাও এবং হজ্জ সমাপনের জন্য যা কিছু করেছো উমরাতেও তাই করো।

١٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهُشَيْمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

১৮২০। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসের ঘটনায় বর্ণনা করেন যে, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার জুব্বাটি খুলে ফেলো। তখন সে তার মাথার দিক থেকে তা খুলে ফেললো। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢١- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

১৮২১। ইবনে ইয়া'লা ইবনে মুনায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি তাতে বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জুব্বাটি সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং তা (খালূক) দুই অথবা তিনবার ধুয়ে ফেলতে বললেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٢- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفَّرٌ لِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

১৮২২। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি আল-জি'ইররানা নামক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। সে এমন অবস্থায় উমরার ইহরাম বেঁধেছে যে, তার গায়ে ছিল জুব্বা এবং তার চুল ও দাঁড়ি হলদে রঙ্গে রঞ্জিত। রাবী এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে?

١٨٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

১৮২৩। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় বর্জন করবে? তিনি বললেন ঃ 'মুহরিম ব্যক্তি জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ী, জাফরান বা ওয়ারাস মাখা কোন কাপড় ও মোজা পরিধান করবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। তবে সে মোজা দু'টি এমনভাবে কেটে নেবে যাতে তা গোছাদ্বয়ের নীচে থাকে।

١٨٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

১৮২৪। ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَيَحْيَى ابْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ

عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَاَيُّوْبُ مَوْقُوْفًا وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيْرُ حَدِيْثٍ.

১৮২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন, তাতে আরো আছে ঃ 'মুহরিম নারী মুখাবরণ পরিধান করতে পারবে না, হাতমোজাও পরিধান করতে পারবে না। হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে এবং মারফূরূপেও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুহরিম নারী মুখাবরণ এবং হাতমোজা পরিধান করবে না। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আল-মাদীনী মদীনাবাসীদের একজন মর্যাদাসম্পন্ন উস্তাদ। তবে তার থেকে তেমন বেশী হাদীস বর্ণিত নেই।

١٨٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

১৮২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুহরিমা নারী মুখাবরণ ও হাতমোজা পরিধান করবে না।

١٨٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ فَاِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِيْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا اَوْخَزًا اَوْ حُلِيًّا اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصًا اَو خُفًّا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ هٰذَا عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ اِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

১৮২৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম অবস্থায় নারীদের হাতমোজা ও মুখাবরণ ব্যবহার করতে এবং 'ওয়ারস' ঘাস ও জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করতে শুনেছেন। অবশ্য এগুলো ছাড়া যে কোন রঙ্গে রঞ্জিত, রেশমী, কারুকার্য খচিত পায়জামা অথবা জামা অথবা মোজা এগুলোর যেটাই তার ভালো লাগে তা সে পরিধান করতে পারবে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে ইসহাক আবদাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে সালামা, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে– "যে কাপড়ে ওয়ারস ও জাফরান মিশ্রিত হয়েছে"... (তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন) এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা উভয়ে এরপরের অংশ বর্ণনা করেননি।

١٨٢٨– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ اَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِيَ عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.

১৮২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ভীষণ শীত অনুভব করছিলেন। তিনি বললেন, হে নাফে! আমাকে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমি টুপি সংযুক্ত মাথা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদানকারী একটি জুব্বা তাঁর শরীরের উপর বিছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, এটাই তুমি আমার উপর দিলে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ব্যক্তিকে এটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং লেপ-কম্বলের মতো গায়ে জড়ালে তা পরিধান করা হয় না। শীত নিবারণের জন্য তা জায়েয, তবে তা পরিহার করাই উত্তম (অনুবাদক)।

١٨٢٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الْاِزَارَ وَالْخُفُّ (اَلْخُفَّيْنِ) لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ اَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ اِلَى الْبَصْرَةِ اِلٰى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيْلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ.

১৮২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (ইহরাম অবস্থায়) কারো লুঙ্গি না থাকলে সে পায়জামা পরবে, আর কারো একজোড়া জুতা (স্যান্ডেল) না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে।

١٨٣٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامِغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا.

১৮৩০। আয়েশা বিনতে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মদীনা থেকে) মক্কায় ভ্রমণ করেছি এবং ইহরামের সময় আমরা আমাদের পরিধেয় বস্ত্রে উত্তম সুগন্ধি মেখে নিয়েছি। ফলে যখন আমাদের কেউ ঘর্মাক্ত হতো এবং তার মুখমণ্ডল থেকে তা বেয়ে পড়তো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতেন কিন্তু তা ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন না।

١٨٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ يَعْنِيْ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذٰلِكَ.

১৮৩১। সালিম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এরূপ করতেন অর্থাৎ ইহরামরত নারীর জন্য মোজার উপরের অংশ কেটে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করতেন। পরে সাফিয়্যা বিনতে আবু উবাইদ (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে মোজা পরিধান করার অনুমতি দান করেছেন। এরপর তিনি তা কর্তন ত্যাগ করেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুহরিম ব্যক্তি সাথে অস্ত্র বহন করতে পারে

١٨٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ لاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

১৮৩২। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ' (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদাইবিয়াবাসীর (মক্কার মুশরিক) সাথে সন্ধি করলেন, তখন তাদের সাথে এই সন্ধিই করলেন যে, তারা (মুসলমানরা) হাতিয়ার কোষবদ্ধ করেই কেবল তথায় (মক্কায়) প্রবেশ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (আবু ইসহাককে) জিজ্ঞেস করলাম, 'জুলবানুস সেলাহ' কি? তিনি বললেন, তলোয়ারের খাপ ও তন্মধ্যে যা থাকে।

بَابٌ فِى الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّىْ وَجْهَهَا

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ ইহরাম অবস্থায় নারীর মুখমণ্ডল আবৃত করা

١٨٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَاِذَا حَاذُوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ.

১৮৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফেলা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো। আমরা (নারীগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন তারা আমাদের সামনা-সামনি আসতো তখন আমাদের প্রত্যেকে নিজ মুখাবরণ মাথা থেকে নামিয়ে নিজ মুখমণ্ডলের উপর ছেড়ে দিতো। আর যখন তারা অতিক্রম করে চলে যেতো, তখন আমরা তা (মুখ) খুলে দিতাম।

بَابٌ فِى الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ মুহরিমকে ছায়া দান করা

١٨٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَاَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِىِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৮৩৪। উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করলাম। আমি উসামা ও বিলাল (রা)-কে দেখলাম, তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে আছেন এবং অপরজন 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তার কাপড় তুলে নবী (সা)-কে (সূর্যের) তাপ থেকে আড়াল করছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মুহরিম ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ করানো

١٨٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৮৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

١٨٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ.

১৮৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনে রোগের কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

١٨٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ قَالَ ابْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ اَرْسَلَهُ يَعْنِيْ عَنْ قَتَادَةَ.

১৮৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের উপরিভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। ইবনে আবু আরূবা (র) কাতাদা (র) থেকে এটিকে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার করা

١٨٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اشْتَكٰى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮৩৮। নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মারের চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হলো। তিনি আবান ইবনে উসমান (রা)-এর নিকট জানতে চেয়ে পাঠালেন, এখন কি করা যায়? সুফিয়ান বলেন, এ সময় তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ। তিনি বললেন, 'সাবার' নামক তিতা গাছের রস চোখে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দাও। কেননা আমি উসমান (রা)-কে এ সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٨٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৮৩৯। নাফে' (র) নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে পূর্বোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারে

١٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَاَرْسَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْئَلُكَ كَيْفَ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَا لِىْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ قَالَ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ اَبُوْ اَيُّوْبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.

১৮৪০। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা)-র মধ্যে আল-আবওয়া নামক স্থানে মতানৈক্য হলো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে। কিন্তু মিসওয়ার (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইনকে এ বিষয়ে জানার জন্য আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি গিয়ে তাকে দুই খুঁটির মাঝখানে একখানা কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন) বলেন, আমি তাকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার কাছে জানতে পাঠিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? তিনি (ইবনে হুনাইন) বলেন, আবু আইয়ুব (রা) তার হাত কাপড়ের উপর রেখে তা নিচু করলেন, এমনকি আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি একজন লোককে, যে তার দেহে পানি ঢালছিলো, বললেন, পানি ঢালো। সে পানি ঢালতে থাকলো। তিনি তখন দুই হাত দিয়ে মাথা কচলিয়ে হাত দু'খানা একবার সামনে আনলেন, আবার পিছনে নিলেন। অতঃপর বললেন, আমি এভাবে তাঁকে করতে দেখেছি।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি বিবাহ করতে পারে?

١٨٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَخِىْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَاَبَانُ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ اِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَاَرَدْتُ اَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَبَانُ وَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ اَبِىْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.

১৮৪১। আবদুদ্-দার গোত্রীয় নুবাইহ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ জনৈক ব্যক্তিকে আবান ইবনে উসমানের কাছে পাঠালেন, আমি (আমার পুত্র) তালহা ইবনে উমারকে শাইবা ইবনে জুবাইরের কন্যার সাথে বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেছি। এ সময় আবান ছিলেন আমীরুল হজ্জ এবং তারা উভয়ে ছিলেন মুহরিম। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকুন। আবান উমারের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি আমার পিতা উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নিজেও বিবাহ করতে পারে না এবং বিবাহ করাতেও পারে না।

টীকা ঃ হানাফী উলামাদের মতে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয, সহবাস জায়েয নেই। তবে বিবাহ না করাই উত্তম (অনু.)।

١٨٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ وَلاَ يَخْطُبُ.

১৮৪২। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এরপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ কথাটুকুও বর্ধিত করেছেন যে, 'বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না'।

١٨٤٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ بْنِ اَخِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ.

১৮৪৩। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'সারিফ' নামক স্থানে বিবাহ করেছেন। সে সময় আমরা উভয়ে হালাল (ইহরামমুক্ত) ছিলাম।

١٨٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৮৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

টীকা ঃ হযরত মায়মূনার বিবাহ ইহরাম অবস্থায় হয়েছে নাকি ইহরামমুক্ত অবস্থায় হয়েছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে (অনু.)।

١٨٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৮৪৫। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-র বিবাহ হওয়ার বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা) সন্দেহে পতিত হয়েছেন।

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ মুহরিম ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে

١٨٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

১৮৪৬। সালিম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারে, এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ বিছা, কাক, ইঁদুর, চিল ও খ্যাপা কুকুর। এ পাঁচ প্রকারের জন্তুকে ইহরাম অবস্থায় কিংবা ইহরাম ব্যতিরেকে অথবা হেরেম এলাকায় বা হেরেমের বাইরে কেউ হত্যা করলে কোন দোষ নেই।

١٨٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِي الْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

১৮৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাপ, বিছা, চিল, ইঁদুর ও খ্যাপা কুকুর– এ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হারাম এলাকায় হত্যা করা বৈধ।

١٨٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ نُعْمٍ الْبَجَلِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِى الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَاَةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِىْ.

১৮৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ সাপ, বিছা, ইঁদুর, খ্যাপা কুকুর, চিল এবং আক্রমণকারী হিংস্র জন্তু। আর কাকের প্রতি কিছু নিক্ষেপ করে তাড়ানো যাবে, হত্যা করা যাবে না।

بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া

١٨٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيْفَةُ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيْهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيْبِ وَلَحْمَ الْوَحْشِ فَبَعَثَ اِلٰى عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُوْلُ وَهُوَ يَخْبَطُ لِاَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالُوْا لَهُ كُلْ فَقَالَ اَطْعِمُوْهُ قَوْمًا حَلاَلاً فَاِنَّا حُرُمٌ فَقَالَ عَلِىٌّ اَنْشُدُ اللّٰهَ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ اَشْجَعٍ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدٰى اِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَهُ قَالُوْا نَعَمْ.

১৮৪৯। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আল-হাসির (রা) ছিলেন তায়েফে উসমান (রা)-এর প্রতিনিধি। তিনি (হারিস) উসমান (রা)-এর জন্যে খাবার তৈরী করালেন, তন্মধ্যে ছিলো চকোরী ও চকুরের হুযাল ও ইয়া'কীব (এক ধরনের পাখি) এবং নীল গাভীর গোশ্‌ত। অতঃপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি তার নিকট আসলো,

তখন তিনি (আলী) উটের জন্য গাছ থেকে পাতা পাড়ছিলেন। তিনি হাত থেকে পাতা ঝাড়তে ঝাড়তে যিয়াফতের স্থলে আসলেন। তারা তাকে বললেন, খাওয়া আরম্ভ করুন। তিনি বললেন, এটা এমন ব্যক্তিদেরকে খেতে দিন যারা ইহরামমুক্ত। কেননা আমরা মুহরিম। অতঃপর আলী (রা) উপস্থিত আশজা' গোত্রীয় লোকদেরকে শপথ দিয়ে বললেন, তোমরা কি অবগত নও যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জংলী গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিল, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, তিনি তা খেতে অস্বীকার করেছিলেন? তারা বললো, হাঁ।

টীকা ঃ 'হাজাল' এক প্রকারের পাখি, কবুতরের সমান, তার ঠোঁট ও পায়ের রং লাল, ফার্সি ভাষায় 'কবক' এবং হিন্দিতে 'চকুর' বলা হয়। 'ইয়াকিব' এর পুরুষ জাতি (অনুবাদক)।

١٨٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدَ بْنَ اَرْقَمٍ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُهْدِىَ اِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ اِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمْ.

১৮৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে যায়েদ ইবনে আরকাম! তুমি কি অবগত আছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি শিকারী প্রাণীর এক টুকরা গোশত উপঢৌকন দেয়া হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ না করে এই বলে ফেরত দিয়েছিলেন ঃ আমরা মুহরিম? তিনি বলেন, হাঁ।

١٨٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الْاِسْكَنْدَرَانِىَّ الْقَارِىْ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَدْ لَكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ بِمَا اَخَذَ بِهِ اَصْحَابُهُ.

১৮৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য আহার করা ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (মুহরিম অবস্থায়) তা শিকার না করে থাকো অথবা কেবল তোমাদের উদ্দেশ্যেই কোনো (ইহরামবিহীন) ব্যক্তি শিকার না করে থাকে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হয় তখন সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে যেটি সাহাবারা গ্রহণ করেছেন।

টীকা ঃ বস্তুত মুহরিম ব্যক্তি যদি নিজে শিকার না করে বা অন্যকে শিকার করতে আদেশ না করে বা তাকে ইশারা-ইঙ্গিত বা সাহায্য-সহযোগিতা না করে বা মৌখিক কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের দ্বারা শিকার দেখিয়ে না দেয় ইত্যাদি। এমতাবস্থায় যদি কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তি শিকার করে মুহরিমকে হাদিয়া দেয়, তা খাওয়া তার জন্য জায়েয (অনু.)।

١٨٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ التَّيْمِىِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ قَالَ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ تَعَالٰى.

১৮৫২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (হজ্জের উদ্দেশ্যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। মক্কার কোন রাস্তা অতিক্রমকালে তিনি তার কিছু মুহরিম সঙ্গীসহ পেছনে রয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ইহরামবিহীন। অতঃপর তিনি একটি জংলী গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। তাঁর চাবুকটি নীচে পড়ে গেলে তিনি তার সঙ্গীদেরকে তা তুলে দেয়ার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাদের কেউ তা তুলে দেননি। এরপর তার তীরটি তুলে দেয়ার অনুরোধ জানালে তাও দিতে তারা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তার গোশত খেলেন, কিন্তু কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্র হলেন, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ এটা তোমাদের খাবারযোগ্য, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এটা খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

بَابٌ فِى الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মুহরিম ব্যক্তির পঙ্গপাল শিকার করা

١٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ جَابَانَ

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পঙ্গপাল হচ্ছে সামুদ্রিক শিকার।

١٨٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَّا يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هٰذَا لاَ يُصْلِحُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ اَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيْفٌ وَالْحَدِيْثَانِ جَمِيْعًا وَهْمٌ.

১৮৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পঙ্গপালের এক বিরাট দলের মধ্যে পৌঁছলে জনৈক ব্যক্তি তার চাবুক দ্বারা সেগুলোকে আঘাত করতে লাগলো, অথচ সে ছিলো মুহরিম। কেউ বললো, মুহরিমের জন্য এটা করা উচিত নয়। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানালে তিনি বলেন ঃ এটা তো সামুদ্রিক শিকার। (রাবী বলেন) আমি আবু দাঊদকে বলতে শুনেছি, আবুল মুহাযযিম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তার বর্ণিত উভয় হাদীসই সন্দেহযুক্ত।

١٨٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ جَابَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৫। কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পঙ্গপাল হচ্ছে সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

بَابٌ فِى الْفِدْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ ফিদ্‌য়া (ভুল-ত্রুটির কাফ্‌ফারা) সংক্রান্ত বর্ণনা

١٨٥٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ قَدْ اٰذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا اَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ ثَلاَثَةَ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.

১৮৫৬। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সময় তাকে অতিক্রম করাকালে বললেন ঃ তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাথা মুড়ে নাও, অতঃপর একটি বকরী কুরবানী করো অথবা তিন দিন রোযা রাখো অথবা তিন সা' খেজুর ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো।

١٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيْكَةً وَاِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَاِنْ شِئْتَ فَاَطْعِمْ ثَلاَثَةَ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.

১৮৫৭। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি চাইলে একটি (বকরী) কুরবানী করো অথবা তুমি চাইলে তিন দিন রোযা রাখো অথবা তুমি চাইলে তিন সা' খেজুর ছ'জন মিসকীনকে দান করো।

١٨٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ اَمَعَكَ دَمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِيْنَيْنِ صَاعٌ.

১৮৫৮। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সময় তার পাশ দিয়ে গেলেন।... অতঃপর রাবী পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সাথে কুরবানীর পশু আছে কি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তিন দিন রোযা রাখো অথবা তিন সা' খেজুর ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো, যেন প্রত্যেক দু'জন মিসকীন এক সা' হিসাবে পায়।

١٨٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ

الْاَنْصَارِ اَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَ قَدْ اَصَابَهُ فِىْ رَأْسِهِ اَذًى فَحَلَقَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُهْدِىَ هَدْيًا بَقَرَةً.

১৮৫৯। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তার মাথায় কষ্ট দেখা দিলে তিনি মাথা মুড়ে ফেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি গরু কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

١٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبَانُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَصَابَنِىْ هَوَامٌّ فِىْ رَأْسِىْ وَاَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى تَخَوَّفْتُ عَلٰى بَصَرِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَأْسِهِ الْاٰيَةُ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ فَرَقًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوِ انْسُكْ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِىْ ثُمَّ نَسَكْتُ.

১৮৬০। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুদাইবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমার মাথায় উকুন জন্মেছিলো, এতে আমি আমার চক্ষু নষ্ট হয়ে যাবারও আশংকা করেছিলাম। ঠিক এ সময় মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ নাযিল করলেন, "তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোনো প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা রাখা অথবা ফিদ্‌য়া দেয়া বা কুরবানী করা বিধেয়" (বাকারা ঃ ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন ঃ মাথা মুড়ে ফেলো এবং তিন দিন রোযা রাখো অথবা এক ফারাক কিশমিশ ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো অথবা একটি বকরী কুরবানী দাও। তিনি (কা'ব) বলেন, অতএব আমি আমার মাথা মুড়িয়েছি এবং কুরবানী করেছি।

١٨٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ زَادَ اَىَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ اَجْزَأَ عَنْكَ.

১৮৬১। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আরো আছে ঃ এর যে কোনটি তুমি করতে পারলে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

بَابُ الْاِحْصَارِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ পথিমধ্যে অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হলে

١٨٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ.

১৮৬২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে (হজ্জে গমনকারী) ব্যক্তির চলার পথে পা ভেঙ্গে যায় অথবা সে খোঁড়া হয়ে যায় সে (কোনো প্রকারের ফিদ্‌য়া ব্যতীত) হালাল হতে অর্থাৎ ইহরাম খুলতে পারে। অবশ্য তাকে আগামীতে হজ্জ করতে হবে। ইকরিমা (র) বলেন, পরে আমি ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা উভয়ে বলেন, (হাজ্জাজ) ঠিকই বলেছেন।

١٨٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَسَلَمَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرَجَ اَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ.

১৮৬৩। আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার পা ভেঙ্গে যায় অথবা যে খোঁড়া হয়ে যায় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হয়... অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ اَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِىْ رِجَالٌ مِّنْ قَوْمِىْ بِهَدْىٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى اَهْلِ الشَّامِ مَنَعُوْنَا اَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَنَحَرْتُ الْهَدْىَ مَكَانِىْ ثُمَّ

اَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِاُقْضِىَ عُمْرَتِىْ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَبْدِلِ الْهَدْىَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّبَدِّلُوا الْهَدْىَ الَّذِىْ نَحَرُوْا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

১৮৬৪। আবু মায়মূন ইবনে মিহরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াবাসীগণ যে বছর ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মক্কায় অবরোধ করেছিলো আমি সেই বছর উমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার স্বগোত্রীয় ক'জন লোক আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশুও পাঠালো। আমি সিরিয়াবাসীদের নিকট পৌছলে তারা আমাদেরকে 'হারাম শরীফে' যেতে নিষেধ করলো। তাই আমি সে স্থানেই সাথের পশুগুলি কুরবানী করলাম এবং ইহরাম খুলে ফিরে আসলাম। আবার যখন পরের বছর আমি আমার উমরা (কাযা) পূরণ করার জন্য রওয়ানা হলাম, তখন ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুরবানীর পরিবর্তে কুরবানী দাও। কেননা হুদাইবিয়ার বছর লোকেরা যে কুরবানী করেছিলো তার পরিবর্তে উমরাতুল কাযার সময় কুরবানী করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদেরকে আদেশ করেছিলেন।

بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ মক্কায় প্রবেশ করা

١٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِىْ طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَعَلَهُ.

১৮৬৫। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) মক্কায় আগমন করলে ভোর পর্যন্ত যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত যাপন করতেন এবং গোসল করে পরে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরূপই করেছেন।

١٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا قَالاَ عَنْ يَحْيٰى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى زَادَ الْبَرْمَكِيُّ يَعْنِيْ ثَنِيَّتَيْ مَكَّةَ. وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَتَمُّ.

১৮৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানিয়্যাতুল উলইয়া দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফলা দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আল-বারমাকীর বর্ণনায় আছে, এ দু'টি স্থান মক্কার দু'টি উঁচু টিলা।

١٨٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ.

১৮৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফার বৃক্ষের পথ দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন এবং যুল-হুলাইফার (মসজিদ) মু'আররাসের পথে মক্কায় প্রবেশ করতেন।

١٨٦٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلاَ مَكَّةَ وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَاَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ.

১৮৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত) 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং উমরা করার সময় 'কুদা' নামক স্থানের পথে প্রবেশ করেছেন। আর উরওয়া (র) কাদা ও কুদা উভয় জায়গা দিয়েই প্রবেশ করতেন এবং অধিকাংশ সময় কুদা নামক স্থান দিয়েই গমন করতেন। কেননা এটি ছিলো তার বাড়ির অধিক নিকটবর্তী।

١٨٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا.

১৮৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন তার উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

بَابٌ فِيْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا رَأَى الْبَيْتَ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে দুই হাত উত্তোলন করা প্রসঙ্গে

١٨٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا اِلاَّ الْيَهُوْدَ وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ.

১৮৭০। আল-মুহাজির আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো, যে বায়তুল্লাহ দেখার সাথে সাথে দুই হাত উত্তোলন করে। তিনি বলেন, ইয়াহূদী ব্যতীত এরূপ করতে আমি কাউকে দেখিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করেছি, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।

١٨٧١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِيْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

১৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক'আত নামায পড়লেন।

١٨٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ وَهَاشِمٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ اَنْ يَّذْكُرَهُ وَيَدْعُوْهُ قَالَ وَالْاَنْصَابُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحَمِدَ اللّٰهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ اَنْ يَّدْعُوَ.

১৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে (প্রথমে) মক্কায় প্রবেশ করলেন, এরপর 'হাজরে আসওয়াদ'-এর নিকট গিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। অতঃপর সাফা পবর্তের চূড়ায় উঠলেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হয়। মহামহিম আল্লাহ যতটুকু চাইলেন তিনি দুই হাত উত্তোলন করে তাঁর যিকির করলেন এবং তিনি দু'আ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ সময় সিঁড়ির পাথর তাঁর নীচে ছিলো। হাশিম (র) বলেন, সেখানে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ইচ্ছামত দু'আ করেন।

টীকা ঃ 'আল-'আনসাব' শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। (ক) ঐ পাথর যা পর্বতে আরোহণ করার সময় সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (খ) মূর্তি বা প্রতিমা, অর্থাৎ তিনি কাফিরদের মূর্তির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। (গ) শব্দটি 'আনসার' অর্থাৎ তিনি পর্বতে আরোহণ করার প্রাক্কালে আনসারদের লোকেরা তাঁর কথাবার্তা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে নীচে রেখে আরো উপরে চলে যান (অনু.)।

بَابٌ فِىْ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমা দেয়া

١٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

১৮৭৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমা দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর, তোমার উপকার বা ক্ষতি

করার কোন ক্ষমতা নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমা দিতাম না।

টীকা ঃ জাহিলিয়াতের যুগে এ পাথরকে উপকারী বা অনিষ্টকারী ধারণা করা হতো। তাই তারা এটাকে চুমা দিতো। উমার (রা) যখন চুমা দিচ্ছিলেন, সে সময় ওখানে অনেক নও মুসলিম উপস্থিত থাকায় তিনি চুমা দেয়ার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। যেন লোকেরা ইসলাম-পূর্বের ধারণা পাল্টিয়ে নেয় (অনু.)।

بَابُ اِسْتِلاَمِ الْاَرْكَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ রুকনগুলোকে চুমা দেয়া

١٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

১৮৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহর অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি।

١٨٧٥- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَخْبَرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ اِنَّ الْحِجْرَ بَعْضَهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَظُنُّ عَائِشَةَ اِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لاَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْ اِسْتِلاَمَهُمَا اِلاَّ اَنَّهُمَا لَيْسَا عَلٰى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلاَ طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ اِلاَّ لِذٰلِكَ.

১৮৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'হাতীমের' কিছু অংশ বায়তুল্লাহর অংশ। তাই ইবনে উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমার বিশ্বাস, আয়েশা (রা) নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একথা শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের নিকটস্থ দু'টি রুকনে (রুকনে শামী দু'টি) চুমা খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন এজন্য যে, তা ঘরের মূল ভিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। আর লোকেরাও এজন্যই হাতীমের পেছন দিয়ে তাওয়াফ করে।

١٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ اَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ وَالْحَجَرَ فِىْ كُلِّ طَوَافِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

১৮৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তাওয়াফে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদে চুমা দেয়া পরিহার করেননি। তিনি (নাফে') বলেন, তাই ইবনে উমার (রা)-ও তা করতেন।

بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ফরয তাওয়াফ আদায়ের বর্ণনা

١٨٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

১৮৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন।

টীকা ঃ হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমা দেয়াই উত্তম। তবে যদি খুব ভিড় থাকে তাহলে লাঠি বা ছড়ি হাজরে আসওয়াদের সাথে লাগিয়ে তাতে চুমা দিলেও চলে। এমনকি লাঠি বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করে, সেই হাতে চুমা দিলে তাও যথেষ্ট হবে (অনু.)।

١٨٧٨- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِىْ يَدِهِ قَالَتْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ.

১৮৭৮। সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ হওয়ার পর তাঁর উটে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি (সাফিয়্যা) বলেন, আমি তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

١٨٧٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمَعْنٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَعْرُوْفٍ يَعْنِى ابْنَ خَرَّبُوْذٍ الْمَكِّىَّ حَدَّثَنَا اَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلٰى رَاحِلَتِهِ.

১৮৭৯। আবুত তুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহিত অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর লাঠির দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে পরে তাতে চুমা দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে'-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ অতঃপর তিনি সাফা এবং মারওয়ায় গিয়ে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায়ই সাতবার তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন।

١٨٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوْهُ فَاِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ.

১৮৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করেছেন, যেন লোকেরা তাঁকে দেখে, তাঁর কাজকর্মগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাঁর সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত থাকে এবং প্রয়োজনীয় মাসয়ালাগুলো জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।

١٨٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِىْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ اَنَاخَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৮৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় মক্কায় আগমন করলেন, তিনি তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন। যখনই তিনি রুকনের নিকট আসতেন তখন লাঠির দ্বারা হাজরে

আসওয়াদ স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ থেকে অবসর হওয়ার পর তিনি এক জায়গায় উট বসিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়লেন।

١٨٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَشْتَكِىْ فَقَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّىْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ.

১৮৮২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার অসুস্থতার কথা বললাম এবং এ কারণে তাওয়াফ করার অসুবিধার অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করো। তিনি বলেন, আমি সেভাবেই তাওয়াফ করলাম। আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায পড়ছিলেন এবং তিনি "ওয়াত-তূরি ওয়া কিতাবিম মাসতূর" সূরাটি পড়ছিলেন।

بَابُ الْاِضْطِبَاعِ فِى الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ তাওয়াফকালে কাঁধের উপর চাদর রাখা

١٨٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ يَعْلٰى قَالَ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ اَخْضَرَ.

১৮৮৩। ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা সবুজ বর্ণের চাদর বগলের নীচ থেকে নিয়ে কাঁধের উপর রাখা অবস্থায় (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেছেন।

টীকা ঃ ইদতিবা হলো- গায়ের চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে তুলে বাম কাঁধের উপর তার দুই প্রান্ত একত্র করে রাখা (সম্পাদক)।

١٨٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوْا اَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ اَبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوْهَا عَلٰى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرٰى.

১৮৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল-জিই'ররানা নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে এসে উমরা করেছেন। তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় 'রমল' করেছেন। এ সময় তাঁরা তাঁদের গায়ের চাদর নিজেদের বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দিয়েছেন।

بَابٌ فِى الرَّمْلِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ 'রমল' করার পদ্ধতি

١٨٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْغَنَوِىُّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعَمُ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَاَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبُوْا لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوْا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ حَتّٰى يَمُوْتُوْا مَوْتَ النَّغَفِ فَلَمَّا صَالَحُوْهُ عَلٰى اَنْ يَّجِيْئُوْا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيْمُوْا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُوْنَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ ارْمُلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزْعَمُ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَاَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ مَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَكَذَبُوْا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يُدْفَعُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُصْرَفُوْنَ عَنْهُ فَطَافَ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيَسْمَعُوْا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالُهُ اَيْدِيْهِمْ.

১৮৮৫। আবুত তুফাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, লোকদের ধারণা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় রমল করেছেন এবং তা করা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম, তারা কি সত্য বলেছে আর কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রমল' করেছেন, এ কথা সত্য। তবে এটাকে সুন্নাত বলা মিথ্যা। হুদায়বিয়ার সময় কুরাইশগণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা ও তিরস্কারস্বরূপ বলেছিলো যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে এভাবেই থাকতে দাও। সে দিন দূরে নয় যখন তারা উট ও বকরীর মত মৃত্যুবরণ করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পরে যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সন্ধি চুক্তি করলো যে, তারা (মুসলমানরা) আগামী বছর এসে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে, তদনুযায়ী পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। আর মুশরিকরা 'কুয়াইকিয়ান পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়ে মুসলমানদের অবস্থান অবলোকন করতে লাগলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাওয়াফের মধ্যে তিনবার 'রমল' করো। ফলে তারা তাই করলেন, সুতরাং এটা সুন্নাত নয়। আমি আবার বললাম, লোকেরা একথাও বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় সাফা এবং মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন, আর এটাই নাকি সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম, তারা কি সত্য বলেছে আর কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার অবস্থায় সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন, এই কথা তারা সত্য বলেছে। তবে এটা সুন্নাত নয়। বস্তুত লোকদের অবস্থা তখন এরূপ ছিলো যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সরানোও যেতো না, আর তিনিও তাদের থেকে আলাদা থাকতে পারতেন না। সুতরাং তিনি একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ বা সাঈ করেছেন, যেন সমস্ত লোক তাঁর কথাবার্তা শুনতে পায়, প্রত্যেকে তাঁকে সরাসরি দেখতে পায় এবং তাদের হাতও তাঁর শরীরে না লাগে।

١٨٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حُدِّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدِمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَاطَّلَعَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا

هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ ذَكَرْتُمْ اَنَّ الْحُمّٰى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هٰؤُلَاءِ اَجْلَدُ مِنَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَاْمُرْهُمْ اَنْ يَّرْمُلُوا الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا اِلاَّ اِبْقَاءً عَلَيْهِمْ.

১৮৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় মক্কায় আগমন করেন যে, ইয়াসরিবের (মদীনার পূর্বনাম) ভাইরাস জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। মুরশরিকরা বললো, এমন এক দল লোক তোমাদের কাছে আসছে যাদেরকে (মদীনার) ভাইরাস জ্বর একেবারে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই বেচারারা এখন বিপদগ্রস্ত ও অসহায়। এদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওদের বক্তব্যগুলো জানিয়ে দিলেন। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাওয়াফকালে তিন 'চক্কর' রমল করার (বীরদর্পে হেলেদুলে চলার) এবং উভয় রুকন (রুকনে ইয়ামানী ও হাতীম)-এর মাঝখানে স্বাভাবিকভাবে চলার নির্দেশ দিলেন। যখন মুশরিকরা দেখলো যে, মুসলমানগণ 'রমল' করছে। তখন বললো, এরাই তো তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা মন্তব্য করেছিলে যে, ইয়াসরিবের ভাইরাস জ্বর এদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। অথচ এখন তো দেখছি ওরা আমাদের চাইতে সবল ও সতেজ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আর তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) সমস্ত চক্করে 'রমল' করার নির্দেশ দেননি।

١٨٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ فِيْمَا الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ اَطَّ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ مَعَ ذٰلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮৮৭। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রমল করা এবং (ইহরামের কাপড় পরিধান করে) বাহু উন্মুক্ত রাখার মধ্যে কোনো প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে জয়যুক্ত ও বুলন্দ করেছেন এবং কুফর ও কাফির উভয়টিই নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করেছেন। তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা যে যে কাজ করেছি তা কখনো পরিহার করবো না।

١٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِاِقَامَةِ ذِكْرِاللّٰهِ.

১৮৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃতপক্ষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি আল্লাহর যিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

١٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ وَكَانُوْا اِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوْا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلَعُوْنَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُوْنَ تَقُوْلُ قُرَيْشٌ كَاَنَّهُمُ الْغِزْلاَنُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً.

১৮৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বগলের নীচ দিয়ে চাদর নিয়ে কাঁধের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, হাজরে আসওয়াদে চুমা দিয়ে তাকবীর পড়ে তিন চক্করে রমল করেছেন। আর যখন তাঁরা রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌঁছে কুরাইশদের চোখের আড়াল হতেন, তখন স্বাভাবিকভাবে চলতেন, আবার যখন তাদের সম্মুখে এসে যেতেন তখন পুনরায় রমল করতেন। তাঁদেরকে দেখে কুরাইশরা বলতো, মনে হচ্ছে ওরা যেন হরিণ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাই রমল করা সুন্নাত।

١٨٩٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلاَثًا وَمَشَوْا اَرْبَعًا.

১৮৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল-জিঈররানা নামক জায়গা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করেছেন এবং বায়তুল্লাহ (তাওয়াফের সময় প্রথম) তিন চক্করে রমল করেছেন, পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটেছেন।

١٨٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذٰلِكَ.

১৮৯১। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ তাওয়াফকালে দু'আ পড়া

١٨٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১৮৯২। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২০১)।

١٨٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَاِنَّهُ يَسْعٰى ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِىْ اَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّىْ سَجْدَتَيْنِ.

১৮৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করার পর হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করেছিলেন, তার প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক ধীরগতিতে হেঁটেছেন, এরপর দুই রাক'আত নামায পড়েছেন।

بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আসরের নামাযের পর তাওয়াফ করা

١٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا يَطُوْفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّىْ اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ. قَالَ الْفَضْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا.

১৮৯৪। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা যে কোনো ব্যক্তিকে রাত বা দিনের যে কোন সময়ে এ ঘরের (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে ও নামায পড়তে বাধা দিও না। অধস্তন রাবী আল-ফাদলের বর্ণনায় আছে, হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা কাউকে বাধা দিও না।

بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ কিরান হজ্জকারীর তাওয়াফ প্রসঙ্গে

١٨٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَّاحِدًا طَوَافَهُ الْاَوَّلَ.

১৮৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (মক্কায় আগমন করার পর) সাফা ও মারওয়ার মাঝে একবারই তাওয়াফ করেছেন, প্রথমবারের তাওয়াফ।

١٨٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ لَمْ يَطُوْفُوْا حَتّٰى رَمَوُا الْجَمْرَةَ.

১৮৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যারা (বিদায় হজ্জে) তাঁর সঙ্গে ছিলেন, (প্রথম) জামরায় কংকর নিক্ষেপ (রমী) না করা পর্যন্ত তাওয়াফ করেননি (অর্থাৎ রমী করার পর তাওয়াফ করেছেন)।

١٨٩٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ اَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

১৮৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে তোমার তাওয়াফ তোমার হজ্জ ও উমরার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আশ-শাফিঈ (র) বলেন, "সুফিয়ান কখনো বলেছেন, আতা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবার কখনো বলেছেন, আতা (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলেছেন।"

بَابُ الْمُلْتَزَمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ 'মুলতাযাম' (কা'বা ঘরের দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থান)

١٨٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قُلْتُ لَأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ فَلَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَهُمْ.

১৮৯৮। আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা জয় করলেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি আমার কাপড়-চোপড় পরিধান করবো, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কাজ করেন তাও দেখতে থাকবো। আর আমার ঘরও ছিলো পথের পাশে। সুতরাং আমি চলে গেলাম এবং আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ কা'বা ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে, তার দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত তারা চুমা দিচ্ছেন এবং তাঁরা তাঁদের গাল ও

চোয়াল রেখেছেন কা'বা ঘরের উপর। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাদের সকলের মাঝখানে।

١٨٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ اَلاَ تَتَعَوَّذُ قَالَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَاَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هٰكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

১৮৯৯। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যখন আমরা কা'বার পেছনে গেলাম তখন আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর নিকট দোযখ থেকে পানাহ চাই। অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিলেন, রুকনে ইয়ামানী এবং দরজার মাঝখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, আর তার বুক, মুখমণ্ডল, উভয় বাহু এবং হাতের তালুদ্বয় এভাবে বিছিয়ে রাখলেন। এই বলে তিনি উভয় হাত প্রসারিত দেখালেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা করতে করেত দেখেছি।

١٩٠٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عَمْرٍو الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيْمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِيَ الرُّكْنَ الَّذِيْ يَلِيَ الْحَجَرَ مِمَّا يَلِيَ الْبَابَ فَيَقُوْلُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اُنْبِئْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ هٰهُنَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ.

১৯০০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র হাত ধরে নিয়ে যেতেন এবং বায়তুল্লাহর দরজা সংলগ্ন রুকনের সাথে মিলিত তৃতীয় অংশে দাঁড় করিয়ে দিতেন। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অবগত আছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জায়গায় নামায পড়তেন? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর ইবনে আব্বাস (রা) সেখানে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন।

بَابُ اَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফের বর্ণনা

١٩٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَا اَرٰى عَلٰى اَحَدٍ شَيْئًا اَلاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ.

১৯০১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমি ছিলাম উঠতি বয়সের। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত বা আপনার নিকট এর ব্যাখ্যা কি? "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" এ আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি মনে করি, যদি কেউ এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করে তবে তার কোনরূপ গুনাহ হবে না। একথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, 'কখনো নয়, এ আয়াতের তুমি যেরূপ ব্যাখ্যা করলে যদি তা ঠিক হতো তবে আয়াতটি হতো, "তার কোনো গুনাহ নেই যদি সে এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করে।" বস্তুত আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা 'মানাত' মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। আর এ মানাত মূর্তি 'কুদাইদ' পাহাড় বরাবরে অবস্থিত ছিলো। সুতরাং তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করাকে আপত্তিকর মনে করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তখনই মহান শক্তিধর আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৮)।

টীকা ঃ সাফা ও মারওয়া মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের জন্য যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পরবর্তীকালে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়লে সাফা

পাহাড়ের উপর 'আসাফ' নামক একটি মূর্তি এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর 'নাইলা' নামক অপর একটি মূর্তি স্থাপন করে সেখানে তার এক আস্তানা গড়ে তোলা হয়। পৌত্তলিকরা এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করতো। পরে নবী (সা)-এর আন্দোলনের ফলে আরবের সর্বত্র ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লে সকলেই মনে মনে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা প্রকৃতই হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, নাকি শিরক যুগের কাজকর্ম? আমরা এর মাঝে সাঈ করে আবার শিরক করছি না তো? এদিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ বা সাঈ করা মদীনাবাসীগণ অপছন্দ করতো। কারণ তারা 'মানাত' নামক দেবীর অনুরক্ত ছিলো এবং আসাফ ও নাইলাকে অস্বীকার করতো। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়ার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি দূর করারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। সুতরাং কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল করে বলে দেয়া হলো যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সাথে জাহিলী রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এর পবিত্রতা আল্লাহর তরফ থেকেই নির্ধারিত। গোটা হাদীসটিতে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে (অনুবাদক)।

١٩٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ.

১৯০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উমরাতুল কাযার সময়) উমরা করতে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায পড়েছেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলো লোকদের (কাফিরদের সম্ভাব্য আক্রমণ) থেকে তাঁকে রক্ষাকারী লোকেরা। কেউ আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অন্দরে প্রবেশ করেছিলেন কি? তিনি বললেন, না।

١٩٠٣- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.

১৯০৩। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি...। এই বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় এসে এর মাঝে সাতবার সাঈ করেছেন, অতঃপর মাথা মুড়িয়েছেন।

١٩٠٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ اَرَاكَ تَمْشِىْ وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ اِنْ اَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ وَاِنْ اَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعٰى وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

১৯০৪। কাসীর ইবনে জুমহান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আবদুর রহমান! আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকগতিতে পদচারণা করছেন, অথচ লোকেরা দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, যদি আমি হাঁটি (তাতে কোনো দোষ নেই), কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে দেখেছি। আর যদি আমি দৌড়াই, তাও করতে পারি, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে দৌড়াতেও দেখেছি। আর এখন আমি একজন বয়ঃবৃদ্ধ লোক।

بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের বিবরণ

١٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضِ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَىَّ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ اِلٰى رَأْسِىْ فَنَزَعَ زِرِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّىَ الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَاَهْلاً يَا ابْنَ اَخِىْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِىْ نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِىْ ثَوْبًا

مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلّٰى بِنَا وَرِدَاءُهُ اِلٰى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَذْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ اِلٰى مَدِّ بَصَرِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَّسَارِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْحِيْدِ "لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ." وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِىْ اِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَاَ "وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى" فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ

فَكَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَبِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ "اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ" نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتّٰى رَاَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللّٰهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ اِلَى الْمَرْوَةِ حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ حَتّٰى اِذَا صَعِدَ مَشٰى حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ اِنِّىْ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِلْاَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ فِى الْاُخْرٰى ثُمَّ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ لاَ بَلْ لِاَبَدِ اَبَدٍ لاَ بَلْ لِاَبَدِ اَبَدٍ قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَاَنْكَرَ عَلِىٌّ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ اَمَرَكِ بِهٰذَا قَالَتْ اَبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلٰى

فَاطِمَةَ فِى الْاَمْرِ الَّذِىْ صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَّذِىْ ذَكَرَتْ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ اَمَرَنِىْ بِهٰذَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ فَلاَ تَحْلِلْ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِأَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنًى اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَسَارَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُهُ دِمَاءَنَا دَمُ قَالَ عُثْمَانُ دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلاَءِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

فَانَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَانَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا (يَنْكُبُهَا) اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ اِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ جَبَلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حِيْنَ غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتّٰى اَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا اَتٰى حَبَلاً مِّنَ الْحِبَالِ اَرْخٰى لَهَا قَلِيْلاً حَتّٰى تَصْعَدَ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ قَالَ سُلَيْمَانُ بِنِدَاءٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِىَ عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ

تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَصَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّذِىْ يُخْرِجُكَ اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَّسِتِّيْنَ وَاَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُوْلُ مَا بَقِىَ وَاَشْرَكَهُ فِىْ هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَتٰى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اَنْزِعُوْا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৯০৫। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা তার কাছে পৌঁছলে তিনি আগন্তুকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে আমার নিকট পৌঁছলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রা)। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি আমার মাথার দিকে হাত বাড়ালেন, প্রথমে আমার জামার উপরের বোতাম খুললেন এবং পরে নীচের বোতাম খুলে তার হাতের তালু আমার দুই স্তনের মাঝখানে (বক্ষের উপর) রাখলেন। তখন আমি একজন নওজোয়ান ছিলাম। তিনি বললেন, মোবারক হোক তোমার আগমন, স্বাগতম হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যা জিজ্ঞাসা করতে চাও জিজ্ঞাসা করো। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এ সময় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। নামাযের সময় হলো। তিনি কাপড় পেঁচিয়ে নিজের চাটাই বা জায়নামাযের উপর নামাযে দাঁড়িয়ে

গেলেন। কিন্তু কাপড়খানা এতো ছোট ছিলো যে, যখন তিনি তা কাঁধের উপর রাখছিলেন তখনই এর উভয় কিনারা তার দিকে ফিরে আসছিলো। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ালেন, অথচ তার চাদরখানা পাশেই আলনার উপর রক্ষিত ছিলো। আমি বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ সম্বন্ধে বলুন। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং নয় সংখ্যাটির কথা বললেন, অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর মদীনায় ছিলেন, এ সময় একবারও হজ্জ করেননি। এরপর দশম বছর লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করবেন। (খবর শুনে চতুর্দিক থেকে) অসংখ্য লোক মদীনায় আগমন করলো। প্রত্যেক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে এবং তিনি যে যে কাজ করেন লোকেরাও তা করবে, এটাই তারা খুঁজছিলো। অতঃপর একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলে আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। 'যুল-হুলাইফা' পর্যন্ত পৌঁছলে (আবু বাক্‌র রা.-এর স্ত্রী) আসমা' বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠালেন, আমি এখন কি করবো? তিনি (জবাবে) বললেন ঃ তুমি গোসল করে (লজ্জাস্থানে) একখানা কাপড় বেঁধে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুল-হুলাইফার) মসজিদে নামায পড়েন, পরে উষ্ট্রী 'কাসওয়া'র উপর আরোহণ করলেন। উষ্ট্রী যখন আল-বায়দা' উপত্যকায় দাঁড়ালো তখন জাবির (রা) বলেন, চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তাঁর সম্মুখে দেখতে পেলাম শুধু আরোহী ও পদাতিক জনসমুদ্র, তাঁর ডানে, বামে এবং পিছনে সবদিকে একই অবস্থা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থিত। আর তাঁর ওপর নাযিল হচ্ছে হজ্জের আহকাম সম্বলিত কুরআনের আয়াত, তিনিই এর রহস্য অবগত। তিনি যা যা করতেন আমরাও তাই করতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা করে ইহরাম বাঁধলেন আর উচ্চস্বরে পাঠ করলেন ঃ "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল- মুলক। লা শারীকা লাকা"।

"তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। তোমার কোনো শরীক নেই, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। সমস্ত প্রশংসা এবং সমস্ত নি'আমত তোমারই জন্য, রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই"।

আর তিনি যেভাবে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেছেন, লোকেরাও অনুরূপ ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেছেন। তাদের কোনো কাজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি প্রদান করেননি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাক্ষণ তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা শুধু হজ্জেরই নিয়াত করেছিলাম। আর 'উমরা' কি তা আমরা অবগত ছিলাম না। পরে যখন আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফে এসে পৌঁছলাম,

তিনি রুকন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন (বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে), তন্মধ্যে তিনবার 'রমল' (দ্রুত চলা) এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে পদচারণা করলেন। অতঃপর 'মাকামে ইবরাহীমের' দিকে অগ্রসর হয়ে পাঠ করলেন ঃ "এবং ইবরাহীম যে স্থানে দাঁড়িয়েছেন, তোমরা সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের জায়গারূপে নির্ধারণ করে নাও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৫) এবং তিনি মাকামে ইবরাহীম ও বায়তুল্লাহকে সামনে রাখলেন। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ইবনে নুফাইল এবং উসমান বলেছেন, আমি মনে করি এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান বলেন, আমি মনে করি তিনি (জাবির) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্'আত নামায 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' ও 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' দ্বারা পড়েছেন। আবার তিনি বায়তুল্লাহর কাছে গিয়ে রুকনে (হাজরে আসওয়াদ) চুমা দিলেন। অতঃপর (বায়তুল্লাহর) দরজা (বাবুস সাফা) দিয়ে বের হয়ে সাফা পর্বতের দিকে গেলেন। যখন তিনি সাফা'র কাছে গেলেন তখন পাঠ করলেন, "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৯)। সুতরাং আমরা সেখান থেকে সাঈ (তাওয়াফ) আরম্ভ করবো যেখান থেকে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন (অর্থাৎ প্রথমে সাফা থেকে এবং পরে মারওয়া থেকে সাঈ করবো)। এই বলে তিনি সাফা পাহাড়ের এতো উপরে আরোহণ করলেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন এবং আল্লাহর তাকবীর পড়লেন ও তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা করলেন এবং বললেন ঃ "তিনি ব্যতীত নেই কোনো ইলাহ, তিনি এক, নেই কিছু তাঁর অংশীদার, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর। তিনিই জীবন-মৃত্যু দান করেন। তিনিই সমস্ত প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত। তিনিই একা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত (বিদ্রোহী) দলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেছেন"।

এর মাঝে অনুরূপ তিনবার দু'আ করলেন। পরে সেখান থেকে অবতরণ করে মারওয়ার দিকে চললেন, তাঁর উভয় পা নিম্নভূমি স্পর্শ করলো, তখন তিনি সেই সমতল ভূমিতে 'রমল' (সাঈ) করলেন। সমতল ভূমি অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি এসে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। এরপর মারওয়া পাহাড়ে উঠে অনুরূপ কাজ করলেন যেরূপ সাফা পর্বতে করেছিলেন। পরে মারওয়ার সর্বশেষ তাওয়াফ সমাপন করে বললেন ঃ যদি আমি পূর্ব থেকে অবগত থাকতাম যে, পরিণামে আমাকে কি করতে হবে, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না এবং এ ইহরামকে (হজ্জের উদ্দেশ্যে না বেঁধে) উমরার জন্যই করে নিতাম। সুতরাং তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন উমরা আদায়ের পর ইহরাম খুলে ফেলে এবং (তাওয়াফ, সাঈ ইত্যাদি কাজগুলো) উমরার কাজ হিসাবে করে নেয়। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলো তারা ব্যতীত সমস্ত লোক তাদের ইহরাম খুলে মাথার চুল খাটো করে ফেললো। এ সময় সুরাকা ইবনে জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর

রাসূল! এ কাজ (হজ্জের সাথে উমরা করা) কেবল আমাদের এ বছরের জন্য, নাকি সব সময়ের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক হাতের) আঙ্গুলকে অন্য (হাতের) আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন ঃ (হজ্জের মাসে) উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এভাবে তিনি দু'বার বললেন ঃ হামেশা হামেশার জন্য। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এ সময় আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশু নিয়ে ইয়ামান থেকে আগমন করেন। তিনি দেখলেন, ফাতিমা (রা) ইহরাম খুলে, রঙ্গিন কাপড় পরিধান করে সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) তার এ আচরণ অপছন্দ করলেন এবং বললেন, তোমাকে এরূপ করতে কে বলেছে? তিনি বললেন, আমার আব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এক সময় আলী (রা) ইরাকে একথা বলেছেন, আমি ফাতিমার উপর তার কৃতকর্মের জন্য রাগান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং সে ব্যাপারে জানতে চাইলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জানালাম, আমি ফাতিমার এ কাজ অপছন্দ করেছি এবং সে বলেছে, আমার আব্বা আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি আমার কথা শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। (আচ্ছা হে আলী!) যখন তুমি হজ্জের ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছিলে তখন কি বলেছিলে? তিনি বলেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের ইহরাম বেঁধেছেন, আমার ইহরামও তেমন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। অতএব তুমি ইহরাম খুলে হালাল হতে পারবে না। অপরদিকে আলী (রা)-এর ইয়ামান থেকে আনীত কুরবানীর পশু এবং মদীনা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত হাদী, সর্বমোট একশ'টি উট ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর যেসব সঙ্গীদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত সকল লোক ইহরাম খুলে হালাল হয়ে মাথার চুল ছেঁটে ফেললো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ইয়াওমুত তারবিয়ায় (যিলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখ) যখন তারা মিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন তারা হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মিনায় পৌঁছে আমাদেরকে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর, মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায সেখানে পড়ালেন এবং সূর্যোদয় হওয়া নাগাদ তথায় অবস্থান করলেন।

আর তাঁর জন্য একখানা পশমের তাঁবু খাটানোর জন্য আদেশ করলেন এবং 'নামিরা' এলাকায় তা খাটানো হলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় গমন করলেন, আর কুরাইশদের এ ব্যাপারে কোন সংশয় ছিলো না যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ'আরুল হারামের নিকটবর্তী মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, যেভাবে কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে অবস্থান করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে আরাফাতে এসে পৌঁছলেন। এখানে এসে দেখলেন 'নামিরায়' তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তথায় (তাঁবুতে) অবস্থান করলেন, তারপর 'কাসওয়া' উষ্ট্রীটি উপস্থিত করার

নির্দেশ দিলে তা সওয়ারীর উপযোগী করে আনীত হলো। তিনি তাতে আরোহণ করে বাতনুল ওয়াদীতে (উরানায়) এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জান) এবং তোমাদের ধন-সম্পদ, আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহরের মতই সম্মানিত। সাবধান! তোমরা সুস্পষ্ট জেনে নাও! জাহিলী যুগের সমস্ত কাজ কর্ম, রছম-রেওয়াজ আমার দুই পায়ের নিচে নিক্ষিপ্ত। জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবি পরিত্যক্ত হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের (বনী হাশেমের) রক্তের দাবি পরিত্যাগ করলাম। অধস্তন রাবী উসমানের বর্ণনায় আছে, আমি 'ইবনে রাবিয়ার' রক্তের দাবি এবং সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, আমি 'রাবিয়া ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি' পরিত্যাগ করলাম। আর রাবিয়া সা'দ গোত্রে দুগ্ধপুষ্য থাকাকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিলো। জাহিলী যুগের সুদও পরিত্যক্ত হলো। আমি সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করলাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদের দাবি। তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হলো। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত (গচ্ছিত) হিসাবে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছো। আর তাদের উপর তোমাদের অধিকারও রয়েছে যে, তারা যেন তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমার ঘরে স্থান না দেয়। যদি তারা এমন কাজ করে তাহলে তাদেরকে একেবারে হালকা (যাতে চামড়ায় দাগ পড়ে না) মারধর করো। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত। স্বাভাবিকভাবে তা আদায় করবে। সর্বোপরি আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। (আল্লাহর দরবারে) আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছেন, আপন কর্তব্য পালন করেছেন এবং আমাদেরকে ভালো কাজের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে তর্জনী তুলে ধরে এবং মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে (তিনবার) বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, পরে ইকামত দিলে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন, পুনরায় ইকামত দিলে আসরের নামায পড়লেন। কিন্তু এ দুইয়ের মাঝখানে অন্য কোনো নামায পড়েননি। এরপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে আরাফাতে অবস্থানের জায়গায় আসলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীকে 'জাবালে রহমতের' পাদদেশে ঘুরিয়ে দাঁড় করালেন এবং তিনি পাহাড়কে সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য অস্ত গিয়ে আকাশের হলদে রং সামান্য কিছু মুছে যাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করলেন।

এবার তিনি উসামাকে তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা থেকে রওয়ানা হলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীর লাগামকে

এমনভাবে কষে নিলেন যে, তার মাথা হাওদার সম্মুখভাগের সাথে ছুটতে লাগলো। আর তিনি ডান হাতের ইশারায় বলতে লাগলেন ঃ ধীরস্থিরভাবে পথ অতিক্রম করো হে মানুষেরা, ধীরস্থির গতিতে চলো, হে লোকেরা! যখন তিনি কোনো বালির টিলার নিকট আসতেন তখন উষ্ট্রীর লাগাম সামান্য ঢিলা করে দিতেন যাতে তা সহজে টিলায় উঠে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে। অবশেষে তিনি 'মুযদালিফায়' এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশা'র নামায একত্রে আদায় করেন। এ দুই নামাযের মাঝখানে তিনি কোনো প্রকারের নফল-সুন্নাত নামায পড়েননি। অতঃপর এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করেন। সুস্পষ্ট ভোর হলে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। এক আযান ও এক ইকামতে নামায পড়েছেন।

অতঃপর তিনি 'কাসওয়া' উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে "মাশ'আরুল হারামে" এসে তার উপর উঠলেন। এরপর তিনি কিবলাকে সম্মুখে রেখে মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদেরও ঘোষণা করেছেন এবং এ অবস্থায় তিনি সুস্পষ্ট ভোর হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)-কে সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি (ফাদল) ছিলেন চুল ও চেহারায় সুন্দর যুবক। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন, এ সময় জন্তুযানের 'হাওদায়' অবস্থানকারী মহিলাদের এক জামা'আতও তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। আর ফাদল বারবার তাদের দিকে দেখছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদলের মুখের উপর হাত রাখলেন। ফাদল অন্যদিকে ঘুরে তাদের দিকে তাকালেন। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদলের মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং ফাদল তার মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এবার তিনি 'মুহাসসার' নামক উপত্যকায় এসে পৌছলেন এবং তিনি উষ্ট্রীটিকে অতি অল্প সময় দ্রুত চালালেন। এরপর এখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'জামরাতুল কুবরা' (আকাবা)-র দিকে গমনকারী মধ্যবর্তী পথ ধরে চললেন এবং সেখানে তৎকালীন যে বৃক্ষটি ছিলো সেটির নিকটবর্তী জামরায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তথায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপকালে তাকবীর উচ্চারণ করলেন। কংকরগুলো ছিলো পাথরের ক্ষুদ্র টুকরার মতো এবং তা নিক্ষেপ করেছেন সমতল ভূমি থেকে (উপর থেকে নয়)।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হলেন পশু কুরবানীর স্থলে এবং স্বহস্তে কুরবানী করলেন তেষট্টিটি উট। এরপর আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্টগুলো যবেহ করলেন। আর তিনি আলী (রা)-কে তাঁর কুরবানীতে অংশীদারও করেছিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু থেকে এক টুকরা করে গোশত কেটে নেয়ার আদেশ দিলেন। সুতরাং তা নেয়া হলো এবং একটি হাঁড়িতে তা পাকানো হলে তাঁরা উভয়ে সেই গোশত আহার করলেন এবং এর ঝোল পান করলেন।

অতঃপর তিনি উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মক্কায় এসেই যোহরের নামায পড়লেন। এবার তিনি স্বগোত্রীয় আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের নিকট আসলেন। তখন তারা (লোকদেরকে) 'যমযমের' পানি পান করাচ্ছিলো। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ হে আবদুল মুত্তালিবের খান্দান! পানি উত্তোলন করতে থাকো। অন্যান্য লোকদের দ্বারা তোমাদের পানি পান করার কাজ পরাভূত হওয়ার আশংকা যদি না থাকতো তাহলে আমিও এ কল্যাণময় ও মুবারক কূপ থেকে তোমাদের সাথে পানি উত্তোলনে অংশগ্রহণ করতাম। এরপর লোকেরা তাঁকে পানির বালতি প্রদান করলো; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে পানি পান করেন।

١٩٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَاِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ فِي الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ وَوَافَقَ حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَلٰى اِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِاَذَانٍ وَّاِقَامَةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِيْ اَحْمَدُ اَخْطَأَ حَاتِمٌ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ.

১৯০৬। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে এক আযান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের নামায পড়েছেন, কিন্তু এ দুই নামাযের মধ্যখানে কোনো সুন্নাত বা নফল নামায পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশা'র নামায পড়েছেন এবং এ দুই নামাযের মাঝখানে সুন্নাত কিংবা নফল পড়েননি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাতিম ইবনে ইসামঈল দীর্ঘ এক হাদীসের মাধ্যমে এ হাদীসটিকে (নবী সা. পর্যন্ত) পৌঁছিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-জু'ফী জাফর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় হাতিম ইবনে ইসমাঈলের বর্ণনার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে তিনি (জাবির) বলেছেন, "অতঃপর নবী (সা) মাগরিব ও এশা এক আযান ও এক ইকামতে পড়েছেন।"

١٩٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

১৯০৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্য আমি এ জায়গায় পশু কুরবানী করেছি। আর মিনার সম্পূর্ণ এলাকাই কুরবানীর স্থান। তিনি আরাফাতের এক স্থানে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন ঃ অবশ্য আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানের জায়গা। তিনি মুযদালিফার এক এলাকায় অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি এ স্থানে অবস্থান করলাম, আর মুযদালিফার পূর্ণ এলাকাই অবস্থানের জায়গা।

টীকা ঃ অর্থাৎ উল্লেখিত বিশাল মাঠগুলোর যে কোনো জায়গায় অবস্থান করলেই হজ্বের জন্য যথেষ্ট হবে (অনু.)।

١٩٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ بِاِسْنَادِهِ زَادَ فَانْحَرُوْا فِىْ رِحَالِكُمْ.

১৯০৮। জাফর (র) থেকে (পূর্ব বর্ণিত) সনদে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে, সুতরাং তোমরা নিজ নিজ অবস্থানের জায়গায় কুরবানী করতে পারো।

١٩٠٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَاَدْرَجَ فِى الْحَدِيْثِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى قَالَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِالتَّوْحِيْدِ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقَالَ فِيْهِ قَالَ عَلِىٌّ بِالْكُوْفَةِ قَالَ اَبِىْ هٰذَا الْحَرْفَ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ.

১৯০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাটিও বলেছেন, "আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে নাও।" জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, 'নবী (সা) তাওয়াফের দুই রাক্'আতের মধ্যে তাওহীদ অর্থাৎ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ করেন এবং তিনি (বর্ণনাকারী) তন্মধ্যে আরো বলেছেন, আলী

(রা) কুফায় বলেছেন। আর তিনি (জাফর) বলেন, فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا এ কথাটি জাবির (রা) উল্লেখ করেননি, এ বাক্যটি আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনে আলী) বলেছেন। অবশ্য তিনি ফাতিমার ঘটনাটি (অর্থাৎ তিনি ইহরাম খুলে যা করেছেন) বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ আরাফাত ময়দানে অবস্থান

١٩١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّاْتِىَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَفِيْضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ.

১৯১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা এবং যারা তাদের ধর্মের অনুসারী ছিলো তারা মুযদালিফায় (তথাকার পাহাড়ের উপর) অবস্থান করতো (অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফাতের ময়দানে যেতো না) এবং তারা নিজেদেরকে হুম্‌স নামে আখ্যায়িত করতো। অথচ অন্য সমস্ত আরববাসী আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতো। আয়েশা (রা) বলেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতে গমন করার এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "অতঃপর যেখান থেকে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করে, সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন করো" (২ ঃ ১৯৯)।

بَابُ الْخُرُوْجِ اِلٰى مِنٰى

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ মিনায় গমন

١٩١١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى.

১৯১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম 'ইয়াওমুত তারবিয়াতে" (যিল হজ্জের অষ্টম তারিখে) যোহরের নামায এবং 'ইয়াওমু আরাফাতে' (যিল হজ্জের নবম তারিখে) ফজরের নামায মিনাতেই পড়েছেন।

١٩١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْبِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ.

১৯১২। আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে স্মরণ রেখেছেন এমন কিছু আপনি আমাকে অবহিত করুন। তারবিয়ার দিন, (অষ্টম যিলহজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন (ত্রয়োদশ যিলহজ্জ) আসরের নামায তিনি কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আল-আবতাহ উপত্যকায়। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের আমীরগণ (আমীরে হজ্জ) যেমন করেন তোমরাও তেমনটি করো।

بَابُ الْخُرُوْجِ اِلٰى عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ আরাফাত ময়দানে গমন

١٩١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْاِمَامِ الَّذِيْ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

১৯১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন ভোরে ফজরের নামায পড়েই (সূর্যোদয়ের পূর্বে) রওয়ানা হয়ে (মিনা থেকে) আরাফাতে এসে পৌঁছে 'নামিরাহ' নামক জায়গায় অবতরণ করলেন। এটা আরাফাতের সেই স্থান যেখানে ইমাম অবতরণ করেন। যখন যোহরের নামাযের ওয়াক্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি নামাযের জন্য রওয়ানা হলেন এবং যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন, তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করে আরাফাতের অবস্থান স্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন।

بَابُ الرَّوَاحِ اِلَى عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ আরাফাতের দিকে রওয়ানা হওয়া

١٩١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا اَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ اَيَّةُ سَاعَةٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوْحُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ رُحْنَا فَلَمَّا اَرَادَ ابْنُ عُمَرَ اَنْ يَّرُوْحَ قَالُوْا لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ قَالَ اَزَاغَتْ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ اَوْ زَاغَتْ قَالَ فَلَمَّا قَالُوْا قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ.

১৯১৪। সাঈদ ইবনে হাস্সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সেই বছর যখন হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে শহীদ করলো, হাজ্জাজ ইবনে উমার (রা)-র নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলো যে, আজকের এ দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় (নামিরা) থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা করেছেন? তিনি বললেন, যখন যাত্রার সময় হবে তখন আমরা রওয়ানা করবো। অতঃপর যখন ইবনে উমার (রা) রওয়ানা করার ইচ্ছা করলেন, সাঈদ ইবনে হাস্সান বলেন, তখন লোকজন তাকে বললো, এখনো সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েনি। তিনি (ইবনে উমার) আবার জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য ঢলে পড়েছে কি? তার সঙ্গীরা বললো, এখনো ঢলেনি। সাঈদ বলেন, যখন তার সঙ্গীরা বললো, এখন সূর্য ঢলে পড়েছে, তখন তিনি রওয়ানা হলেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ আরাফাত ময়দানের খুত্বা (ভাষণ)

١٩١٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ.

১৯১৫। দাম্‌রা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি থেকে তার পিতা বা চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের মাঠে মিম্বারের উপর (খুতবা পাঠ করতে) দেখেছি।

টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে সেদিন তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে খুত্‌বা দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসে বর্ণিত 'মিম্বার' শব্দের অর্থ উঁচু স্থান। তা উটের পিঠও হতে পারে (অনু.)।

١٩١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ.

১৯১৬। নুবাইত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাত ময়দানে একটি লাল রংয়ের উষ্ট্রীর উপর অবস্থানরত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছেন।

١٩١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٌ فِي الرِّكَابَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ هَنَّادٌ.

১৯১৭। খালিদ ইবনুল আদ্দাআ ইবনে হাওযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের দিন একটি উটের পিঠে চড়ে তার দুই পাদানীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিতে দেখেছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, হান্নাদ (র) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ইবনুল আলা (র)ও ওয়াকী' (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩١٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍو عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بِمَعْنَاهُ.

১৯১৮। আবু আমর আবদুল মাজীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল-আদ্দাআ ইবনে খালিদ (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটির ভাবার্থে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ আরাফাতে অবস্থানের স্থান

١٩١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ اَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْاَنْصَارِىُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِىْ مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الْاِمَامِ فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ لَكُمْ قِفُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلٰى اِرْثٍ مِّنْ اِرْثِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

১৯১৯। ইয়াযীদ ইবনে শাইবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মিরবা' আল-আনসারী (রা) আমাদের নিকট যখন আসলেন, তখন আমরা আরাফাতের এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। (বর্ণনাকারী) আমর বলেন, ইমামের (আমীরুল হজ্জের) নিকট থেকে তাদের অবস্থানের জায়গাটি কিছু দূরে ছিলো। তিনি এসে বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক। তিনি তোমাদের জন্য ফরমান পাঠিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের (হজ্জ) অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে অবস্থান করো। কেননা তোমরা ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারী ও বংশধর।

بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

١٩٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ الْمَعْنٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَرَدِيْفُهُ اُسَامَةُ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِاِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتّٰى اَتٰى جَمْعًا زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِاِيْجَافِ الْخَيْلِ

وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتّٰى أَتٰى مِنًى.

১৯২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরস্থির ও শান্তভাবে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর উসামা (রা) ছিলেন তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসা। তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ জনমণ্ডলী! ধীরস্থিরভাবে চলো! কেননা ঘোড়া ও উটকে হাঁকিয়ে দ্রুত চলার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঘোড়া ও উটগুলোকে তাদের দুই হাত (সম্মুখের দুই পা) তুলে দ্রুত চলতে দেখিনি। এভাবে তিনি মুযদালিফায় উপস্থিত হলেন। ওয়াহ্ব ইবনে বায়ানের বর্ণনায় আছে, পথিমধ্যে তিনি সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)-কে। এখানেও তিনি বললেন ঃ হে মানুষেরা! ঘোড়া ও উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে চলার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং তোমাদের উচিত ধীরস্থিরভাবে চলা। বর্ণনাকারী বলেন, এখানেও আমি পশুগুলোকে তাদের হাত-পা তুলে দ্রুত চলতে দেখিনি। এ অবস্থায় তিনি মিনায় পৌঁছেছেন।

١٩٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِيْ يُنِيْخُ فِيْهِ النَّاسُ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاخَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ زُهَيْرٌ إِهْرَاقَ الْمَاءِ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الصَّلٰوةُ قَالَ الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِيْ مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوْا حَتّٰى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلّٰى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ. زَادَ مُحَمَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِيْنَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِيْ سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلٰى رِجْلَيَّ.

১৯২১। কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যে দিন সন্ধ্যায় আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে

(সওয়ারীতে) আরোহণ করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আপনারা কি কাজ করেছিলেন? তিনি বললেন, পথিকরা যে পাহাড়ী পথে রাত যাপনের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে, আমরা সেখানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রী বসিয়ে পেশাব করলেন। 'পানি প্রবাহিত করেছেন', বর্ণনাকারী একথা বলেননি। অতঃপর উযুর পানি চাইলেন, তিনি হালকা ধরনের উযু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন ঃ নামায সামনে গিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফায় উপস্থিত হলেন এবং ইকামত হলে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এদিকে লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে তাদের উটগুলো বসালেন, কিন্তু উটের পিঠ থেকে গদি খোলেননি, বরং সেভাবেই রেখে দিলেন। এরপর ইকামত দিয়ে তিনি এশার নামায আদায় করলেন। এরপর লোকেরা তাদের উটের পিঠের গদি খুলে ফেললো। মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর তার হাদীসে বর্ধিত করেছেন যে, আমি (কুরাইব) জিজ্ঞেস করলাম, (পরদিন) সকালে আপনারা কি করলেন? তিনি (উসামা) বলেন, আজ ফাদল (ইবনে আব্বাস) তাঁর সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করলেন। আর কুরাইশদের অগ্রগামী দলটির সাথে আমি পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম।

١٩٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ اَرْدَفَ اُسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلٰى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ الْاِبِلَ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً لاَ يَلْتَفِتُ اِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةُ اَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ.

১৯২২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি উসামাকে সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে মধ্যম গতিতে উষ্ট্রী চালালেন। আর লোকেরা ডানে-বামে উটকে মারধর করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন ঃ শান্ত গতিতে চলো হে মানুষেরা! সূর্য অদৃশ্য হবার পরই তিনি তথা (আরাফাত) থেকে রওয়ানা হলেন।

١٩٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ اَلنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

১৯২৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসামা (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। বিদায় হজ্জে (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়

ফেরার পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পথ অতিক্রম করেছেন, সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গতিতেই চলেছেন। আর যখন তিনি প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হতেন, একটু দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। হিশাম (র) বলেন, 'আন-নাজ্জ' 'আনাকের' চেয়ে দ্রুত গতিতে চলা।

١٩٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৯২৪। উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পেছনে আরোহী ছিলাম। যখন সূর্য অস্ত গেলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আরাফাত থেকে) যাত্রা শুরু করলেন।

١٩٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

১৯২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে রওয়ানা হলেন। তিনি পাহাড়ী পথে পৌঁছে পেশাব করলেন। তারপর হালকা উযু করলেন, পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন না। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, আরো সামনে এগিয়ে নামায পড়বো। এরপর তিনি পুনরায় সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মুযদালিফায় এসে বাহন থেকে নেমে উত্তমরূপে উযু করলেন, অতঃপর নামাযের ইকামত বলা হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। এরপর সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিলো। পরে এশা'র নামাযের ইকামত বলা হলে তিনি তা পড়লেন, কিন্তু এ দুই নামাযের মাঝখানে আর কোনো নামায পড়েননি।

بَابُ الصَّلاَةِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ মুয্দালিফায় নামায পড়া

١٩٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا.

১৯২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয্দালিফায় মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে পড়েছেন।

١٩٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ اَحْمَدُ قَالَ وَكِيْعٌ صَلّٰى كُلَّ صَلاَةٍ بِإِقَامَةٍ.

১৯২৭। আয-যুহরী (র) থেকে তার নিজস্ব সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ইকামত দ্বারা উভয় নামায (মাগরিব ও এশাকে) একত্রে পড়েছেন। আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) বলেছেন, প্রতিটি নামায এক ইকামতে পড়েছেন।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِى الْاُوْلٰى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلٰى اِثْرِ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا. قَالَ مَخْلَدٌ لَمْ يُنَادِ فِىْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا.

১৯২৮। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-র সনদ দ্বারা আয-যুহরী (র) থেকে এবং তিনি হাম্মাদ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী উসমান ইবনে উমার বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য ইকামত দিয়ে এবং প্রথম নামাযে আযান দেয়া হয়নি। আর এ উভয় নামাযের কোনো একটির পরে অন্য কোনো (সুন্নাত/নফল) নামায পড়েননি। মাখ্লাদ (র) বলেন, উভয় নামাযের কোনটির জন্য আযান দেননি।

١٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ

رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

১৯২৯। আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে মাগরিবের তিন এবং এশার দুই রাক'আত নামায পড়েছি। মালেক ইবনুল হারিছ (র) তাকে বললেন, এটি আবার কি ধরনের নামায? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি এ দু'টি নামায এই স্থানে এক ইকামতে পড়েছি।

١٩٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالاَ صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى ابْنِ كَثِيْرٍ.

১৯৩০। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেছেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে মুয্দালিফায় মাগরিব ও এশার নামায এক ইকামতে আদায় করেছি। অতঃপর ইবনে কাসীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ ثَلاَثًا وَّاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ هٰكَذَا صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ.

১৯৩১। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-এর সঙ্গে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন মুয্দালিফায় পৌঁছলাম তখন তিনি এক ইকামতে মাগরিব ও এশা'র নামায যথাক্রমে তিন ও দুই রাক'আত পড়ালেন। নামায সমাপন করে ইবনে উমার (রা) আমাদেরকে বললেন, এভাবেই এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়িয়েছেন।

١٩٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ صَلّٰى

الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هٰذَا وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ.

১৯৩২। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-কে দেখেছি, তিনি মুয্দালিফায় ইকামত দিয়ে মাগরিবের তিন রাক'আত এবং এশার দুই রাক'আত নামায পড়েছেন। এরপর তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে এ জায়গায় এরূপ করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, আমি এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

١٩٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ حَتّٰى اَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاَذَّنَ وَاَقَامَ اَوْ اَمَرَ اِنْسَانًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ. قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا.

১৯৩৩। আশ্'আস ইবনে সুলাইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে আরাফাত থেকে মুয্দালিফা পর্যন্ত এলাম। মুয্দালিফায় আসা পর্যন্ত তিনি 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) এবং 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়েছেন। এরপর তিনি আযান ও ইকামত দিলেন অথবা এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে আযান ও ইকামত দিলো। তিনি আমাদেরকে মাগরিবের তিন রাক'আত নামায পড়ালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, নামাযের জন্য প্রস্তুত হও। অতঃপর তিনি আমাদেরকে দুই রাক'আত এশার নামায পড়ালেন। এরপর রাতের খাবার নিয়ে ডাকলেন। তিনি (আশ'আস) বলেন, 'ইলাজ ইবনে 'আমর, ইবনে উমার (রা) থেকে আমার পিতার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আমাকে বর্ণনা করেছেন। পরে ইবনে উমার (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি।

١٩٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَاَبَا عَوَانَةَ وَاَبَا

مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوْهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً اِلاَّ لِوَقْتِهَا اِلاَّ بِجَمْعٍ فَاِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا.

১৯৩৪। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এশা ও মাগরিবের নামাযকে মুযদালিফাতে একসাথে পড়া এবং পরের দিন ফজরের নামাযকে ওয়াক্তের পূর্বে পড়ে নেয়া, এ দুই নামায ব্যতীত আর কোনো নামায ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আদায় করতে আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি।

টীকা ঃ ফজরের নামায ওয়াক্তের পূর্বে পড়েছিলেন- এর অর্থ এই হতে পারে যে, সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (সা) এই নামায পড়েছেন। ইবনে উমার (রা)-র ধারণায় তখনো ফজরের ওয়াক্ত হয়নি। তাই তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন। অথবা হতে পারে তিনি ওয়াক্ত হওয়ার আগেই পড়েছেন। যেমন মাগরিবের নামায ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর পড়া হয়। এটা হয়তো মুযদালিফার জন্য ব্যতিক্রম (সম্পাদক)।

١٩٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

১৯৩৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুযদালিফাতে রাত যাপনের পর) সকাল বেলা 'কুযাহ' পর্বতের উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ এটি 'কুযাহ পর্বত'। এটাই মাওকাফ (অবস্থানস্থল)। মুযদালিফার গোটা এলাকাটিই অবস্থানের জায়গা। তিনি (মিনাতে এসে বললেন) আমি এ জায়গায় কুরবানী করলাম। মিনার পূর্ণ এলাকাটিই কুরবানী করার স্থান। অতএব তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী করো।

١٩٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَفْتُ هٰهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

১৯৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আরাফাতের এ জায়গায় অবস্থান করলাম। তবে আরাফাতের গোটা এলাকাটিই (হজ্জের জন্য) মাওকাফ (অবস্থানের জায়গা)। আর আমি মুয্দালিফার এ স্থানে অবস্থান করলাম। মুয্দালিফার সম্পূর্ণ এলাকাটিই মাওকাফ (অবস্থানের জায়গা)। আর আমি মিনার এ জায়গায় কুরবানী করলাম। গোটা মিনা এলাকাটিই কুরবানীর স্থান। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী করো।

١٩٣٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقَفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقَفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ.

১৯৩৭। আতা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোটা আরাফাতের ময়দান মাওকাফ বা অবস্থানের জায়গা। গোটা মিনা এলাকা কুরবানীর স্থান এবং মুয্দালিফার বিস্তৃত এলাকা মাওকাফ বা অবস্থানের জায়গা এবং মক্কার প্রতিটি অলি-গলি (বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য আগমনের) রাস্তা এবং (গোটা হেরেম এলাকা) কুরবানীর স্থান।

١٩٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلٰى ثَبِيْرَ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

১৯৩৮। আমর ইবনে মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগের লোকেরা (মুয্দালিফা থেকে) পাহাড়ের উপর সূর্য না দেখা পর্যন্ত রওয়ানা হতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করেছেন। তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা করেছেন।

بَابُ التَّعْجِيْلِ مِنْ جَمْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ মুয্দালিফা থেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা

١٩٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ.

১৯৩৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের যেসব নিরীহ লোককে মুয্দালিফার রাতে আগেভাগেই (মিনায়) পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

١٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ.

১৯৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের অল্প বয়স্কদেরকে মুয্দালিফার রাতে গাধার পিঠে আরোহণ করিয়ে আগেভাগেই (মিনায়) পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের উরুতে হালকা আঘাত করে বললেন ঃ শুনো বৎসরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করো না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-লাত্হ' শব্দের অর্থ হচ্ছে হালকা আঘাত করা।

١٩٤١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لاَ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৯৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে (মুযদালিফা থেকে) রাতের অন্ধকারেই মিনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে যেন জামরায় কংকর নিক্ষেপ না করে।

١٩٤٢- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا.

১৯৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর রাতেই উম্মু সালামা (রা)-কে মিনায় পাঠিয়ে দেন এবং তিনি ফজরের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি (বায়তুল্লাহ শরীফের) যিয়ারতে গিয়ে 'তাওয়াফে ইফাদা' সমাপন করেন। আয়েশা (রা) বলেন, সেই দিনটি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন তার কাছে কাটাবেন বলে নির্ধারিত।

١٩٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَخْبَرَنِىْ مُخْبِرٌ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ قُلْتُ اِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ قَالَتْ اِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৯৪৩। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করেছেন। বর্ণনাকারী (আবু আমর) বললেন, আমরা তো রাতেই জামরায় 'রমী' (কংকর নিক্ষেপ) করেছি। তখন আসমা (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এরূপ করেছি।

١٩٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَاَوْضَعَ فِىْ وَادِىْ مُحَسِّرٍ.

১৯৪৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয্দালিফা থেকে শান্তভাবে রওয়ানা হলেন এবং লোকদেরকে ছোট কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি দ্রুতগতিতে মুহাসসির উপত্যকা অতিক্রম করলেন।

بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ হজ্জের বড় দিন

١٩٤٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ فَقَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ.

১৯৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন তিন জামরার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ এটা কোন দিন? লোকেরা বললো, আজ কুরবানীর দিন। তিনি বললেন ঃ আজ হজ্জের বড় দিন।

টীকা ঃ "হজ্জে আকবার" কোন্ দিন, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, কুরবানীর দিন দশম যিলহজ্জ। কারো মতে আরাফাতের দিন, ৯ম যিল্হজ্জ। কারো মতে গোটা হজ্জ অনুষ্ঠান। কারো মতে হজ্জে কিরান ইত্যাদি। তবে অধিকাংশের মতে পূর্ণ হজ্জই হচ্ছে হজ্জে আকবার বা বড় হজ্জ। আর উমরা হচ্ছে হজ্জে আসগার বা ছোট হজ্জ (অনু.)।

١٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى اَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْاَكْبَرُ الْحَجُّ.

১৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র রা.-কে আমীরে হজ্জ করেছিলেন) কুরবানীর দিন মিনায় আবু বাক্র (রা) কিছু সংখ্যক লোকসহ আমাকে ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, 'এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়েও কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।' আর এই কুরবানীর দিনই হচ্ছে হজ্জের বড় দিন এবং হজ্জই হচ্ছে হজ্জে আকবার।

بَابُ الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ হারাম (মর্যাদাসম্পন্ন) মাসসমূহ

١٩٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ.

১৯৪৭। আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কালচক্র একইরূপে আবর্তিত হচ্ছে। বার মাসে এক বছর। এর মধ্যে চার মাস মহাসম্মানিত। এ চার মাসের মধ্যে যুল্-কা'দাহ, যুল-হিজ্জা ও মুহাররম, মাস তিনটি পরপর রয়েছে। বাকী মাসটি রজবে মুদার, জুমাদা এবং শা'বান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

টীকা ঃ সৃষ্টির শুরুতে কালের যে গতি এবং দিন ও মাস যেরূপ ছিলো, আজও তা হুবহু সেরূপই রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন হয়নি (অনু.)।

١٩٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৯৪৮। আবু বাক্‌রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, পূর্বের হাদীসে যদিও 'ইবনে আবু বাক্‌রা বলা হয়েছে' তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ইবনে আওন তার নাম উল্লেখ করে এ হাদীসে 'আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা' বলেছেন।

بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ যে ব্যক্তি (নবম তারিখে) আরাফাতে উপস্থিত হতে পারেনি

١٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ اَوْ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَاَمَرُوْا رَجُلاً فَنَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْحَجُّ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَنَادٰى اَلْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْ بِذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَلْحَجُّ اَلْحَجُّ مَرَّتَيْنِ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَلْحَجُّ مَرَّةً.

১৯৪৯। আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর আদ-দীলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। নাজ্‌দ এলাকার ক'জন লোক অথবা একদল লোক সেখানে আসলো। তারা তাদের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হজ্জ কিরূপে সম্পন্ন হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সেও বুলন্দ আওয়াযে বললো, 'হজ্জ- হজ্জ হচ্ছে (নবম তারিখে) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া। যে ব্যক্তি মুয্‌দালিফার রাতে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আরাফাতে উপস্থিত হতে পেরেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে। মিনায় তিন দিন অবস্থান করতে হয়। যে ব্যক্তি দু'দিন সেখানে কাজ সমাপ্ত করতে চায় তাও করতে পারে, এতে তার কোনো ত্রুটি হবে না। আর যে বিলম্ব করতে চায় তাও করতে পারে, তারও কোনো দোষ নেই, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী (সা) এক ব্যক্তিকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং সে উপরোক্ত কথাগুলো ঘোষণা করতে থাকলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মিহরান সুফিয়ান থেকে অনুরূপভাবে 'আল-হাজ্জ', 'আল-হাজ্জ' দু'বারই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান সুফিয়ান থেকে 'আল-হাজ্জ' শুধুমাত্র একবার বর্ণনা করেছেন।

١٩٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِىُّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقَفِ يَعْنِىْ بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ جَبَلِ طَىٍّ اَكْلَلْتُ مَطِيَّتِىْ وَاَتْبَعْتُ نَفْسِىْ وَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ اِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِىْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلاَةَ وَاَتٰى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ.

১৯৫০। উরওয়া ইবনে মুদাররিস আত্‌-তায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয্‌দালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'তায়ী' পর্বতমালা থেকে এসেছি। আমি আমার বাহনকে অক্ষম করে ফেলেছি এবং আমি নিজেও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আল্লাহর শপথ! পথে আমি যতগুলো পাহাড়ই পেয়েছি, তার প্রত্যেকটির উপর কিছুক্ষণ অবস্থান করেছি। আমার হজ্জের আর কিছু বাকী আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ জায়গায় আমাদের সাথে (কুরবানীর দিন) ফজরের নামায পড়েছে এবং এর আগে রাতে কিংবা দিনে আরাফাতে গমন করেছে, তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে তার অবাঞ্ছিত জিনিসগুলো দূর করে ফেলেছে।

بَابُ النُّزُوْلِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মিনায় অবতরণ করা

١٩٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ لِيَنْزِلَ الْمُهَاجِرُوْنَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْاَنْصَارُ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ.

১৯৫১। আবদুর রহমান ইবনে মুয়ায (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি তাদের অবস্থানের জায়গাগুলোও নির্ধারণ করে দেন। তিনি কিবলার ডানদিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এখানে মুহাজিরগণ অবস্থান করবে এবং কিবলার বামদিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ ওখানে আনসারগণ অবস্থান করবে, আর লোকেরা তাদের আশেপাশে অবস্থান করবে।

بَابُ اَىِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ মিনায় কোন্ দিন খুতবা দিবে?

١٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِىْ بَكْرٍ قَالَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ اَوْسَطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِىَ خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ خَطَبَ بِمِنًى.

১৯৫২। ইবনে আবু নাজীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বনু বাক্‌রের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আইয়্যামে তাশ্‌রীকের' মধ্যের দিন (যিলহজ্জের বার তারিখ) ভাষণ দান করতে দেখেছি। তখন আমরা তাঁর বাহনের কাছেই ছিলাম। এটাই ছিলো মিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত খুতবা।

١٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤُسِ فَقَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَلَيْسَ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ عَمُّ اَبِىْ حُرَّةَ الرَّقَاشِىُّ اَنَّهُ خَطَبَ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

১৯৫৩। সাররা বিনতে নাবহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগে প্রতীমা গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়্যামে তাশ্‌রীকের দ্বিতীয় দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ আজকের দিন কি আইয়্যামে তাশ্‌রীক নয়? ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু হুররা আর-রাকাশীর চাচাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা) আইয়্যামে তাশ্‌রীকের মাঝের দিন খুতবা দিয়েছেন।

টীকা ঃ 'আইয়্যামে তাশ্‌রীক' কুরবানীর পর তিন দিনকে বলা হয়, এর দ্বিতীয় দিন লোকেরা তাদের কুরবানীর পশুর মস্তকের গোশত ও মজ্জা ভক্ষণ করে, তাই ঐ দিনকে 'মাথার দিন' বলা হয়েছে (অনু.)।

بَابُ مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ যিনি বলেন, কুরবানীর দিন তিনি (সা) খুতবা দিয়েছেন

١٩٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِى الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِىُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْاَضْحٰى بِمِنًى.

১৯৫৪। আল-হিরমাস ইবনে যিয়াদ আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন মিনাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আল-'আদবা' নামক উষ্ট্রীর উপর থেকে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি।

١٩٥٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِىُّ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

১৯৫৫। আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন মিনায় খুতবা দিতে শুনেছি।

بَابُ اَىَّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কুরবানীর দিন ইমাম কোন্ সময় ভাষণ (খুতবা) দিবেন?

١٩٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحٰى عَلٰى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ.

১৯৫৬। রাফে' ইবনে আমর আল-মুযানী (রা) বলেন, সূর্য বেশ উপরে উঠলে আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাহ্বা নামক খচ্চরে আরোহিত অবস্থায় মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি। আর আলী (রা) তাঁর ভাষণের (উচ্চকণ্ঠে) পুনরাবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন। আর লোকজন দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় ছিল।

بَابُ مَا يَذْكُرُ الْاِمَامُ فِيْ خُطْبَتِهِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ মিনায় ভাষণে ইমাম যে বিষয়ে আলোচনা করবেন

١٩٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ اَسْمَاعُنَا حَتّٰى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ وَنَحْنُ فِيْ مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتّٰى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ اَمَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَنَزَلُوْا فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَاَمَرَ الْاَنْصَارَ فَنَزَلُوْا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

১৯৫৭। আবদুর রহমান ইবনে মু'আয আত-তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। আমরা সেদিকে উৎকর্ণ ছিলাম, যাতে তিনি যা বলেন তা যেন আমরা শুনতে পাই। এ সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ অবস্থান স্থলেই ছিলাম। তিনি তাদের হজ্জের যাবতীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দিলেন, এমনকি কংকর নিক্ষেপ সম্পর্কেও। তিনি তাঁর উভয় তর্জনী আঙ্গুল নিজের উভয় কানের মধ্যে রেখে বললেন ঃ কংকরগুলো অতি ক্ষুদ্র হতে হবে। এরপর মুহাজিরদেরকে নির্দেশ দিলে তারা মসজিদের (মসজিদুল খায়ফের) সম্মুখে অবস্থান করলেন এবং আনসারদেরকে নির্দেশ দিলে তারা মসজিদের পেছনে গিয়ে অবস্থান করলেন। এরপর অন্যান্য লোক তাদের অবস্থান গ্রহণ করলো।

بَابُ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করা

١٩٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ حَرِيْزٌ اَوْ اَبُوْ حَرِيْزٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيٰى اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ فَرُّوْخَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّا نَتَبَايَعُ بِاَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِيْ اَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيْتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ اَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ.

১৯৫৮। আবদুর রহমান ইবনে ফাররূখ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, 'আমরা অন্যান্য লোকদের জন্য মালপত্র কেনাকাটা করি। সুতরাং তা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাদের কেউ (মিনা থেকে) মক্কায় গিয়ে রাত যাপন করে।' তিনি বললেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতেই রাত যাপন করতেন এবং দিনেও সেখানে অবস্থান করতেন (তোমাদের তো রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত)।

١٩٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِّنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

১৯৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আব্বাস (রা) হাজ্জীদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ মিনাতে নামায

١٩٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ اَبَا مُعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَاهُ وَحَدِيْثُ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلّٰى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هٰهُنَا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ اَنَّ لِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ. قَالَ الْاَعْمَشُ فَحَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَشْيَاخِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ صَلّٰى اَرْبَعًا. قَالَ فَقِيْلَ لَهُ عِبْتَ عَلٰى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا قَالَ الْخِلاَفُ شَرٌّ.

১৯৬০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে (চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায) চার রাক'আতই পড়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র সাথে দুই রাক'আতই পড়েছি। হাফস ইবনে গিয়াছের বর্ণনায় আছে ঃ এবং উসমান (রা)-র খিলাফতের প্রথমভাগে তার সাথেও দুই রাকআত পড়েছি। অতঃপর তিনি (উসমান রা.) চার রাক'আত পড়েছেন। (আবু দাউদ) এখান থেকে আবু মুয়াবিয়া থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'এরপর তোমাদের পথ বিভক্ত হয়ে গেছে (তোমরা মতানৈক্য করে কেউ কসর করছো, কেউ চার রাকআত পড়ছো)। চার রাক'আতের চেয়ে আমার জন্য দুই রাক'আত মকবুল নামাযই আমি পছন্দ করি। আ'মাশ (র) বলেন, মুয়াবিয়া ইবনে কুররা তাঁর উস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করে আমাকে বলেছেন যে, পরে আবদুল্লাহ (রা) উসমান (রা)-এর সাথে চার রাক'আতই পড়েছেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, উসমান (রা) চার রাক'আত পড়ায় আপনি তার সমালোচনা করেছেন। অথচ পরে দেখছি আপনিও চার রাক'আত পড়ছেন? তিনি বললেন, মতভেদ করা দূষণীয়।

টীকা ঃ হযরত উসমান (রা) নামায কেন কসর করেননি, এ ব্যাপারে নানা মত রয়েছে। কারো মতে তিনি মক্কায় এক পরিবার রেখে সেখানের বাসিন্দা হয়েছিলেন। কারো মতে তিনি আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে মনে করতেন গোটা মুসলিম জাহানটিই তাঁর নিজস্ব পরিবার। কারো মতে অনেক অশিক্ষিত বেদুঈন তাঁর সাথে ছিলো, কসর পড়লে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতো। অধিকাংশের মতে কসর করা 'রুখ্‌সত', আর চার রাক'আত পড়া 'আযিমাত' তথা কষ্টদায়ক। আর তিনি স্বেচ্ছায় 'আযিমাত'-কে গ্রহণ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা)-ও এ মত পোষণ করেছেন (অনু.)।

١٩٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ

الزُّهْرِيُّ اَنَّ عُثْمَانَ اِنَّمَا صَلّٰى بِمِنًى اَرْبَعًا لِاَنَّهُ اَجْمَعَ عَلَى الْاِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৯৬১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) মিনায় নামায চার রাক'আত আদায় করেছেন। কেননা তিনি হজ্জের পর তথায় কিছুদিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

١٩٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى اَرْبَعًا لِاَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا.

১৯৬২। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) এ কারণেই নামায চার রাক'আত পড়েছেন যে, তিনি তথায় স্থায়ীভাবে বাসস্থান বানিয়েছিলেন।

١٩٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْاَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَاَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا صَلّٰى اَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ الْاَئِمَّةُ بَعْدَهُ.

১৯৬৩। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন তায়েফ এলাকায় কিছু সম্পদের মালিক হন তখন তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থানের ইচ্ছা করেন। তাই তিনি চার রাক'আত আদায় করেন। তারপর (উমাইয়্যা) শাসকগণও সেখানে তাই করেছেন।

١٩٦٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ اَجْلِ الْاَعْرَابِ لِاَنَّهُمْ كَثُرُوْا عَامَئِذٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ اَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ اَنَّ الصَّلَاةَ اَرْبَعٌ.

১৯৬৪। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফফান (রা) বেদুঈনদের উপস্থিতির কারণেই মিনাতে পূর্ণ নামায (চার রাক'আত) পড়েছেন। কেননা সে বছর তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক বেশী। তাই তিনি লোকদের নামায চার রাক'আতই পড়িয়েছেন, যেন তারা (বেদুঈনরা) অবগত হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে নামায চার রাক'আতই।

بَابُ الْقَصْرِ لِاَهْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ মক্কাবাসীর জন্য নামায কসর করার অনুমতি

١٩٦٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ اُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ

اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ اَكْثَرَ مَا كَانُوْا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৬৫। হারিছা ইবনে ওয়াহব আল-খুযা'ঈ (র) থেকে বর্ণিত। তার মাতা উমার (রা)-এর বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। উমার (রা)-এর ঔরসে উক্ত মহিলা উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জন্ম দেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনায় নামায পড়েছি। আর সে বছর লোকের সংখ্যাও ছিলো অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং বিদায় হজ্জের দিন তিনি আমাদেরকে কসর নামায পড়িয়েছেন।

بَابُ فِىْ رَمْىِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ জামরায় কংকর নিক্ষেপ

١٩٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ رَوَجُلٌ مِّنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَاَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَاِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

১৯৬৬। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জন্তুযানে সওয়ারী অবস্থায় উপত্যকার কেন্দ্রস্থল থেকে (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। প্রত্যেক কংকরের সাথে তিনি তাকবীর উচ্চারণ করেছেন। আর এক ব্যক্তি পেছন থেকে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলো। আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, তিনি আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)। লোকেরা ভীড় করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকেরা! (বড় আকারের পাথর নিক্ষেপ করে) তোমাদের কেউ যেন একে অপরকে হত্যা না করে। যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন পাথরের ছোট টুকরা নিক্ষেপ করবে।

١٩٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ

أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمٰى وَرَمَى النَّاسُ.

১৯৬৭। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরায় আকাবার নিকট জন্তুযানে সওয়ারী অবস্থায় দেখেছি এবং দেখেছি যে, পাথরের টুকরা তাঁর আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে। তিনি তা নিক্ষেপ করলেন এবং লোকেরাও নিক্ষেপ করলো।

١٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا.

১৯৬৮। ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ (র) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে, (কংকর নিক্ষেপ করার পর) তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেননি।

١٩٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

১৯৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (কুরবানীর পরের) তিন দিন জামরাগুলোতে পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করতেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা-ই করতেন।

١٩٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُوْلُ لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ. قَالَ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهِ.

১৯৭০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় (জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। তিনি আরো বলেন ঃ জানি না আমি আমার এই হজ্জের পর আর হজ্জ করার সুযোগ পাবো কিনা।

١٩٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

১৯৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বাহ্নে তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তবে এর পরের দিনগুলোতে তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর (অপরাহ্নে) নিক্ষেপ করেছেন।

١٩٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتٰى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمٰى إِمَامُكَ فَارْمِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

১৯৭২। ওয়াবারাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি জামরায় কখন কংকর নিক্ষেপ করবো? তিনি বলেন, যখন তোমার ইমাম নিক্ষেপ করেন তখন তুমিও নিক্ষেপ করো। আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার সময় নাগাদ আমরা প্রতীক্ষা করতাম। সুতরাং যখন সূর্য কাত হতো তখন আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম।

١٩٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.

১৯৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরবানীর দিন) যুহরের নামায আদায় করে দিনের শেষভাগে ফরয তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাদা বা তাওয়াফে যিয়ারত) সমাপন করলেন। এরপর মিনায় এলেন এবং তাশরীকের দিন-রাতগুলোতে তথায় অবস্থান করলেন। তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর

জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রত্যেক জামরায় সাত কংকর এবং প্রত্যেক কংকর তাকবীরের সাথে নিক্ষেপ করেছেন, আর প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ করেছেন। তবে তৃতীয় জামরায় (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপের পর সেখানে অপেক্ষা করেননি।

١٩٧٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

১৯৭৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি জামরাতুল কুবরার কাছে পৌঁছে বায়তুল্লাহ তার বামে এবং মিনা তার ডানে রেখে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং বললেন ঃ যাঁর উপর সূরা আল-বাকারা নাযিল করা হয়েছে তিনি এভাবেই নিক্ষেপ করেছেন।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

১৯৭৫। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদেরকে মিনার বাইরে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন। তারা কুরবানীর দিন (শুধুমাত্র জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করবে এবং এর পরের দিন ও তার পরের দিন (অর্থাৎ এগার ও বার তারিখ) এ দু'দিন এবং (তের তারিখ) প্রত্যাবর্তনের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।

١٩٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا.

১৯৭৬। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আদী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদেরকে একদিন বাদ দিয়ে একদিন (অর্থাৎ এগার ও তের তারিখ) কংকর নিক্ষেপ করার বিশেষ অনুমতি দান করেছেন।

١٩٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اَرَمَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ اَوْ بِسَبْعٍ.

১৯৭৭। আবু মিজলায (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে রমীয়ে জিমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করেছেন নাকি সাতটি তা আমার জানা নেই।

١٩٧٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَمٰى اَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ النِّسَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ وَالْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِىَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

১৯৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি 'জামরায় আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করার পর স্ত্রীসহবাস ব্যতীত (ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ) সমস্ত বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি যঈফ (দুর্বল)। কেননা ইমাম যুহরীর সাথে হাজ্জাজের সাক্ষাৎও হয়নি এবং তার থেকে তিনি হাদীসও শুনেননি।

টীকা ঃ হানাফী এবং শাফিঈগণ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, আর এটাই হচ্ছে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত। ইমাম মালেক বলেন, সুগন্ধীও ব্যবহার করতে পারবে না, শর্ত হচ্ছে যদি কুরবানীর পশু সঙ্গে না থাকে। কিন্তু যদি তা সাথে থাকে তবে কুরবানী না করা পর্যন্ত কিছুই হালাল হবে না (অনু.)।

بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মাথার চুল কামানো অথবা ছেঁটে ফেলা

١٩٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

১৯৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহমত (করুণা) বর্ষণ করুন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মাথার চুল কর্তনকারীদের প্রতিও (আল্লাহর রহমত বর্ষণের জন্য বলুন)। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত ও দয়া বর্ষণ করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও। এবার তিনি বললেন ঃ আর চুল কর্তনকারীদের প্রতিও।

টীকা ঃ ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল মুড়ে ফেলা অতি উত্তম, তবে নারীদের জন্য মুড়ে ফেলা নিষিদ্ধ, তারা সামান্য কর্তন করবে। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) চতুর্থবারে কর্তনকারীদের জন্য রহমতের দু'আ করেছেন (অনু.)।

١٩٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الْاِسْكَنْدَرَانِىَّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّقَ رَأْسَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার চুল কামিয়েছিলেন।

١٩٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذَبْحٍ فَذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاَّقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيْهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَبُوْ طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ اِلَى اَبِىْ طَلْحَةَ.

১৯৮১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ শেষ করে মিনায় তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরে এলেন, তারপর কুরবানীর পশু হাজির করতে বললেন এবং যবেহ করলেন। পরে নাপিত ডাকালেন, সে প্রথমে তাঁর মাথার ডান দিক থেকে চুল মুড়ালো, তিনি উপস্থিত লোকদেরকে দুই একগাছি করে চুলগুলো বিতরণ করলেন। পরে সে মাথার বাম দিকের চুল মুড়ালো। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আবু তালহা উপস্থিত আছে কিনা? অবশিষ্ট চুলগুলো তিনি আবু তালহা (রা)-কে প্রদান করলেন।

টীকা ঃ দশম তারিখে মিনায় হাজ্জীদের কাজের ধারাবাহিক নিয়ম হচ্ছে এই ঃ প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করবে, এরপর কুরবানী করবে এবং সবশেষে চুল মুড়াবে (অনু.)।

١٩٨٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ فِيْهِ قَالَ لِلْحَالِقِ اِبْدَأْ بِالشِّقِّ الْاَيْمَنِ فَاَحْلِقْهُ.

১৯৮২। হিশাম ইবনে হাসসান (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে আরো আছে, তিনি (সা) ক্ষৌরকারকে বললেন ঃ ডানপাশ থেকে শুরু করো এবং তা ক্ষৌর করো।

١٩٨٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُوْلُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ وَلَمْ اَرْمِ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ.

১৯৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মিনাতে অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো। আর তিনি বলতে থাকেন ঃ 'কোনো দোষ নেই।' এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কুরবানী করার আগেই মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ এখন কুরবানী করো, কোনো দোষ নেই। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ আমি এখনো কংকর নিক্ষেপ করিনি। তিনি বললেন ঃ যাও, কংকর নিক্ষেপ করো, এতে কোনো দোষ নেই।

١٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

১৯৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারীদের মাথার চুল মুড়াতে হবে না, তারা চুল ছেঁটে ফেলবে।

١٩٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الْبَغْدَادِىُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

১৯৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদের জন্য মাথা কামানো নয়, তাদেরকে চুল ছাঁটতে হবে।

بَابُ الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ উমরাহ

١٩٨٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ.

১৯৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করার আগে উমরাহ আদায় করেছেন।

١٩٨٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِىْ ذِى الْحِجَّةِ اِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذٰلِكَ اَمْرَ اَهْلِ الشِّرْكِ فَاِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِذَا عَفَا الْوَبَرُ وَبَرَأَ الدَّبَرُ وَدَخَلَ صَفَرُ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ فَكَانُوْا يُحَرِّمُوْنَ الْعُمْرَةَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ ذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ.

১৯৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! মুশরিকদের কাজ সমূলে উৎখাত করার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে যিলহজ্জ মাসে উমরাহ করিয়েছেন। কেননা কুরাইশদের এ গোত্রটি এবং যারা তাদের অনুসারী ছিলো তারা বলতো, 'উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে পশম গজালে এবং সফর মাস এলে উমরাহ করতে ইচ্ছুকদের উমরাহ করা হালাল হয়ে যায়'। বস্তুত তারা (মুশরিকরা) যিলহজ্জ এবং মুহাররম মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উমরাহ করা হারাম মনে করতো।

١٩٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ مَرْوَانَ الَّذِىْ اَرْسَلَ اِلٰى اُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ اَبُوْ مَعْقِلٍ حَاجًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ اُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ عَلَىَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتّٰى دَخَلاَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَىَّ حَجَّةً وَاِنَّ لاَبِىْ مَعْقِلٍ بَكْرًا قَالَ اَبُوْ مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّىْ مِنْ حَجَّتِىْ قَالَ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً.

১৯৮৮। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ানের যে দূতকে উম্মু মা'কিলের নিকট পাঠানো হয়েছিলো, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, উম্মু মা'কিল (রা) বলেছেন, আবু মা'কিল (তার স্বামী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে যাবার ইরাদা করেছিলেন। তিনি ঘরে এলে উম্মু মা'কিল (রা) বললেন, আমি জেনেছি, আমার উপরও হজ্জ ফরয হয়েছে। সুতরাং তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে পদব্রজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি (উম্মু মা'কিল) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। আর আমার (স্বামী) আবু মা'কিলের কাছে বাহন উপযোগী একটি উষ্ট্রী আছে। আবু মা'কিল (রা) বললেন, সে সত্যই বলেছে, তবে আমি যে তা আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সদাকা করে রেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি (হে আবু মা'কিল) ওটা একে দাও, সে হজ্জ করে আসুক। কেননা এটাও আল্লাহর রাস্তা। নির্দেশ পেয়ে উষ্ট্রীটি তিনি তাকে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এজন বৃদ্ধা নারী আবার রোগগ্রস্তও। সুতরাং এমন কোনো কাজ আছে কিনা যা করলে আমার হজ্জের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন ঃ রমযান মাসের উমরাহ তোমার হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে।

١٩٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ اُمِّ مَعْقِلٍ الْاَسَدِىِّ اَسَدِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ مَعْقِلٍ

قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ اَبُوْ مَعْقِلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ اَبُوْ مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا اُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ اَنْ تَخْرُجِيْ مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ اَبُوْ مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِيْ نَحُجُّ عَلَيْهِ فَاَوْصى بِهِ اَبُوْ مَعْقِلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَاِنَّ الْحَجَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَمَّا اِذْ فَاتَتْكِ هٰذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَاِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُوْلُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هٰذَا لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَدْرِيْ اَلِيَّ خَاصَّةً..

১৯৮৯। উম্মু মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন (আমিও তাঁর সাথে হজ্জে গমনের ইচ্ছা করলাম)। কিন্তু আমাদের একটি মাত্র উট ছিলো, তাও আবু মা'কিল (রা) আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) দান করে রেখেছেন। এদিকে আমরা সবাই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম এবং আবু মা'কিলও মৃত্যুবরণ করলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জে) চলে গেলেন। তিনি হজ্জ সমাপন করার পর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ হে উম্মু মা'কিল! আমাদের সাথে যেতে তোমার কিসের বাধা ছিলো? তিনি বললেন, অবশ্যই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু আবু মা'কিল ইন্তেকাল করলেন, আর আমাদের যে উটটি ছিলো আবু মা'কিল সেটাকেও আল্লাহর রাস্তায় দেয়ার ওসিয়াত করে রেখেছেন, যেটার দ্বারা আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তা নিয়ে রওয়ানা হলে না কেন? কেননা 'হজ্জ করাও তো আল্লাহর রাস্তা'! আচ্ছা! আমাদের সাথে যখন তুমি এ হজ্জ করতে সুযোগ পেলে না তখন রমযান মাসে উমরাহ আদায় করে নাও। কেননা এ সময়ের উমরাহ হজ্জের মতই। এরপর থেকে তিনি (উম্মু মা'কিল) প্রায়ই বলতেন, হজ্জ হজ্জই এবং উমরাহ উমরাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আমার জন্যই একথা বলেছেন না সকলের জন্য তা আমি জানি না।

١٩٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ لِزَوْجِهَا اَحِجَّنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَمَلِكَ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ مَا اَحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ اَحْجِجْنِىْ عَلٰى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ ذَاكَ حَبِيْسٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَأَتِىْ تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَاِنَّهَا سَأَلَتْنِى الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ اَحِجَّنِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِىْ مَا اُحِجُّكِ عَلَيْهِ. قَالَتْ اَحِجَّنِىْ عَلٰى جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيْسٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمَا وَاِنَّهَا اَمَرَتْنِىْ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حِجَّةً مَعَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِ وَاَخْبِرْهَا اَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِىْ يَعْنِىْ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ.

১৯৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায়) হজ্জের ইরাদা করলেন। মহিলা (উম্মু মা'কিল) তার স্বামীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি (স্বামী) বললেন, তোমাকে হজ্জে পাঠাবার মতো কোনো (বাহনের) ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। তিনি (উম্মু মা'কিল) বললেন, অমুক উটটি দ্বারাই আমাকে হজ্জে যাবার ব্যবস্থা তো করে দিতে পারেন। তিনি বললেন, সেটি মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম বলেছে এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত কামনা করেছে। সে আপনার সাথে হজ্জে যাবার জন্য আমার নিকট অনুমতি চেয়ে বলেছে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমি বলেছি, তোমাকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। তিনি বললেন, অমুক উট দ্বারা আমাকে হজ্জে যাবার সুযোগ তো করে দিতে পারেন। আমি বললাম, সেটি তো মহান শক্তিমান আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তাকে সেটির দ্বারা হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে তাহলে সেটাও আল্লাহর রাস্তায় হতো। সে আমাকে আদেশ করে পাঠিয়েছে, আমি যেন আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার সাথে হজ্জ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে এমন কোনো কাজ আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে আমার সালাম বলো, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ তার উপর বর্ষিত হোক। তাকে এ সংবাদও জানিয়ে দাও, রমযান মাসে উমরাহ করা আমার সাথে হজ্জ করার সমপরিমাণ সওয়াব।

١٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ.

১৯৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার উমরাহ করেছেন। একটি যিলকাদ মাসে এবং অপরটি শাওয়াল মাসে।

١٩٩٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৯২। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরাহ করেছেন, ইবনে উমার (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, দু'বার। আয়েশা (রা) বললেন, ইবনে উমার (রা) নিশ্চিত অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সাথে যে উমরাহ করেছেন সেটা ছাড়াও তিনবার উমরাহ করেছেন।

١٩٩٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَؤُا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ.

১৯৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরাহ করেছেন। প্রথমবার হুদায়বিয়ার সময় (যখন মুশরিকেরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল), দ্বিতীয় উমরাহ এর পরবর্তী বছর, যেটির উপর তাদের (মুশরিকদের) সাথে তাঁর সন্ধি হয়েছিলো। তৃতীয় উমরাহ (হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের স্থান) আল-জিইররানা থেকে, আর চতুর্থ উমরাহ তাঁর হজ্জের সাথে ছিলো।

টীকা ঃ হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাহসহ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরার সংখ্যা চারটি বলেন, তারা হুদায়বিয়ার সময়ের উমরাকে গণনা করেন। আর যারা উমরার সংখ্যা তিনটি বলেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সময় তো তিনি মক্কায় প্রবেশও করতে পারেননি (অনু.)।

١٩٩٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِىْ مَعَ حَجَّتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَتْقَنْتُ مِنْ هٰهُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ اَبِى الْوَلِيْدِ وَلَمْ اَضْبِطْهُ عُمْرَةً زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ اَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

১৯৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট চারবার উমরাহ করেছেন। বিদায় হজ্জের সাথের উমরাহ ব্যতীত অবশিষ্ট সবক'টি উমরাহ তিনি যিলকাদ মাসেই আদায় করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের শেষের অংশটুকু আমি হুদ্‌বাহ ইবনে খালিদ এবং আবুল ওয়ালীদ– এ দু'জন থেকেই শুনেছি বটে, তবে উস্তাদ হুদবার বর্ণিত কথাটি আমার পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে স্মরণ আছে। কিন্তু আমি আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাটি স্মরণে রাখতে সক্ষম হইনি। (উমরাহগুলো কখন কখন আদায় করেছেন তার বিবরণ হচ্ছে,) একটি হুদায়বিয়ার সময় অথবা বলেছেন হুদায়বিয়া থেকে যিলকাদায়। আর একটি আল-জিইররানা থেকে যেখানে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণ করেছেন, তাও যিলকাদ মাসে। আর একটি তাঁর বিদায় হজ্জের সাথে।

টীকা ঃ অবশ্য হুদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যিলকাদ মাসে মহানবী (সা) আরো একবার উমরাহ করেছেন যা 'উমারাতুল কাযা' নামে প্রসিদ্ধ। তবে এখানে বর্ণনা থেকে সেটা বাদ পড়েছে (অনু.)।

بَابُ الْمَهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتَهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِىْ عُمْرَتَهَا

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ কোন মহিলা উমরাহ করার জন্য ইহ্‌রামের পোশাক পরার পর ঋতুগ্রস্ত হলো এবং এমতাবস্থায় হজ্জের সময় উপস্থিত হলে উমরার ইহ্‌রাম পরিহার করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলে সে তার উমরার কাযা করবে কিনা

١٩٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَرْدِفْ اُخْتَكَ عَائِشَةَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْاَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَاِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ.

১৯৯৫। হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানকে বলেন ঃ হে আবদুর রহমান! তোমার বোন আয়েশাকে তোমার সওয়ারীর উপর পেছনে বসিয়ে নিয়ে যাও এবং আত-তানঈম নামক জায়গা থেকে তাকে উমরার ইহরাম বাঁধিয়ে আনো। যখন তুমি তাকে নিয়ে তথাকার উঁচু টিলা থেকে নীচে সমতলে অবতরণ করবে তখনই সে ইহরাম বাঁধবে, কেননা তা উমরাহ কবুল হওয়ার স্থান।

١٩٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُزَاحِمِ بْنِ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ مُزَاحِمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَيْدٍ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِعِرَّانَةَ فَجَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتّٰى لَقِىَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ فَاَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ.

১৯৯৫। মুহাররিশ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-জিইররানায় পৌঁছে মসজিদে আগমন করেন। আল্লাহ যতটুকু চাইলেন তিনি সেখানে নামায পড়লেন, তারপর ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে 'সারিফ' ভূমিতে এসে মদীনাগামী রাস্তায় উপনীত হন এবং রাত যাপনকারীর মতই মক্কায় ভোর করেন।

بَابُ الْمَقَامِ فِى الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ উমরাহ সমাপন করে তথায় অবস্থান করা

١٩٩٧- حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا.

১৯৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা উমরাহ সমাপন করে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেছেন।

بَابُ الْاِفَاضَةِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ হজ্জে তাওয়াফে ইফাদা (যিয়ারত)

١٩٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِى رَاجِعًا.

১৯৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (দশম যিলহজ্জ) মক্কায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপ্ত করে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানে যুহরের নামায পড়েছেন।

١٩٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ يُحَدِّثَانِهِ جَمِيْعًا ذَاكَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِى الَّتِىْ يَصِيْرُ اِلَىَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ اِلَىَّ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ اَبِىْ اُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهْبٍ هَلْ اَفَضْتَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْزَعْ عَنْكَ الْقَمِيْصَ. قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيْصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ اِذَا اَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ اَنْ تَحِلُّوْا يَعْنِىْ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُمْ مِنْهُ اِلاَّ النِّسَاءَ فَاِذَا اَمْسَيْتُمْ قَبْلَ اَنْ تَطُوْفُوْا هٰذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ اَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطُوْفُوْا بِهِ.

১৯৯৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কাছে রাত যাপনের যে দিনপঞ্জী নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেমতে (দশম যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন সন্ধ্যায় তিনি আমার নিকট ছিলেন। এ সময় ওয়াহব ইবনে যামআ' এবং তার সাথে আবু উমায়্যা পরিবারের এক ব্যক্তি জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! তুমি কি তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করেছো? সে বললো, না, আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার জামা খুলে ফেলো। উম্মু সালামা (রা) বলেন, তিনি মাথার দিক থেকে তা খুলে ফেললেন এবং তার সাথীও মাথার দিক থেকে তার জামাটি খুলে ফেললো। অতঃপর তিনি (ওয়াহব) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (জামা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন)? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আজকের দিনে তোমাদের জন্য বিধি-বিধান শিথিল করা হয়েছে– যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে, কুরবানী করে চুল মুড়িয়ে নেবে, তখন একমাত্র স্ত্রীসহবাস ব্যতীত এতোদিন ইহরামের দরুন যা কিছু তোমাদের জন্য হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আজকের দিনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ-এর পূর্বে রাত এসে যায় তাহলে তাওয়াফ করা পর্যন্ত তোমরা অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে যেভাবে ছিলে।

٢٠٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ اِلَى اللَّيْلِ.

২০০০। আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দশম যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারতকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন।

٢٠٠١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ.

২০০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্করের একটিতেও রমল করেননি (দ্রুত গতিতে চলেননি)।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এর পূর্বের তাওয়াফগুলোতে রমল করা হয়েছিল বিধায় এখানে রমল করার আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, নবী (সা) এ সময় উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন। আর পায়ে হাঁটা অবস্থা ব্যতীত রমল করা সম্ভব নয় (অনু.)।

بَابُ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ তাওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ)

٢٠٠٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِىْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

২০০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করে লোকেরা মক্কার চতুর্দিক দিয়ে (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) চলে যাচ্ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (তাওয়াফে বিদা') না করে তোমাদের কেউ যেন চলে না যায়।

بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর ঋতুবতী নারীর মক্কা থেকে প্রস্থান

٢٠٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَقِيْلَ اِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ فَقَالَ فَلاَ اِذًا.

২০০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রী) হুয়াই-র কন্যা সাফিয়্যা (রা)-র কথা উল্লেখ করলে বলা হলো, সে এখন ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত সে আমাদের যাত্রা বিলম্বিত করবে। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে অসুবিধা নাই।

টীকা ঃ দশ যিলহজ্জ জামরায় পাথর নিক্ষেপ। অতঃপর কুরবানী করার পর মক্কায় এসে যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে ইফাদা/সুদূর/যিয়ারাত বলা হয়। এটিও হজ্জের একটি রুকন (সম্পা.)।

٢٠٠٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ

النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذٰلِكَ اَفْتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْمَا اُخَالِفَ.

২০০৪। আল-হারিস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস (রা) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে এক নারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম যে কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ঋতুবতী হয়েছে। উমার (রা) বললেন, তার সর্বশেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। অধস্তন রাবী বলেন, তখন আল-হারিস (রা) উমার (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, তোমার কৃত আচরণে আমি দুঃখিত হলাম। তুমি আমাকে না জানার ভান করে এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছো যা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বেই জিজ্ঞেস করে ওয়াকিফহাল হয়েছো, যাতে আমি তাঁর বিরোধী মত ব্যক্ত করি।

بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

٢٠٠٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِىْ وَانْتَظَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ وَاَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ قَالَتْ وَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ.

২০০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আত-তানঈম থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) প্রবেশ করে উমরা করলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-আব্‌তাহ' নামক স্থানে আমার উমরার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় থাকলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (বিদায়ী তাওয়াফ) করে (মদীনার পথে) রওয়ানা হলেন।

٢٠٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى الْحَنَفِىَّ حَدَّثَنَا

اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهُ تَعْنِىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّفَرِ الْاٰخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْثِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِى اَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِيْنَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

২০০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বশেষ কাফেলায় (১৩ যিলহজ্জ) মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হলাম। তিনি মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে বাশ্‌শার এই হাদীসে তাকে আত-তানঈমে পাঠানোর ঘটনা উল্লেখ করেননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি (আমার উমরা সমাপ্ত করে) রাতের শেষ প্রহরে তাঁর কাছে আসলে তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে রওয়ানা হবার ঘোষণা দিলেন এবং তিনি নিজেও রওয়ানা হলেন। আর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে যাত্রা করার সময় বায়তুল্লায় গমন করে তাওয়াফুল বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ) করলেন, অতঃপর মদীনার দিকে যাত্রা করলেন।

٢٠٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلٰى نَسِيَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ اِسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا.

২০০৭। আবদুর রহমান ইবনে তারিক (র) তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দারে ই'য়ালা'-র নিকটস্থ স্থান দিয়ে অতিক্রম করার সময় বায়তুল্লাহ সামনে রেখে দু'আ করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ জায়গাটির নাম ভুলে গেছেন।

بَابُ التَّحْصِيْبِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ মুহাস্‌বাস উপত্যকায় অবতরণ করা

٢٠٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ.

২০০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাস্সাবে অবতরণ করেছেন, যেন (মদীনায়) রওয়ানা করা সহজতর হয়। তবে তথায় অবতরণ বা গমন করা সুন্নাত নয়।

٢٠٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَنْزِلَهُ وَلٰكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ. قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِى فِى الْاَبْطَحِ.

২০০৯। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু রাফে' (রা) বলেছেন, মুহাস্সাব উপত্যকায় অবতরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দেননি। তবে আমি সেখানে তাঁর তাঁবু খাটিয়েছি। তাই তিনি সেখানে অবতরণ করেছেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আবু রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

٢٠١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِىْ حَجَّتِهِ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ وَذٰلِكَ اَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ. قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِىْ.

২০১০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামী কাল সকালে আপনি কোথায় গিয়ে অবতরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ 'আকীল (ইবনে আবু তালিব) কি আমাদের জন্য কোনো বাড়ী অবশিষ্ট রেখেছে? তারপর বললেন ঃ আগামী কাল আমরা খায়ফে বনী কিনানায় (অর্থাৎ মুহাস্সাবে) অবতরণ করবো, যেখানে কাফির কুরাইশরা কুফরীর শপথ নিয়েছিলো। ঘটনাটি হলো, বনী কিনানার লোকেরা কুরাইশদের সাথে এই মর্মে শপথ

করেছিলো যে, বনী হাশিমের সাথে তারা বিবাহ-শাদী করবে না, তাদেরকে কোনো প্রকার আশ্রয়ও দিবে না এবং তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ও করবে না। ইমাম যুহরী (র) বলেন, 'খায়ফ' শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

٢٠١١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىَّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَهُ وَلاَ ذَكَرَ الْخَيْفَ الْوَادِىْ.

২০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা থেকে রওয়ানা করার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন ঃ আমরা আগামী কাল সকালে অবতরণ করবো। এরপর রাবী পূর্বের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণনা করেননি এবং 'খায়ফ' অর্থ 'বিস্তীর্ণ প্রান্তর' এ কথাটিও উল্লেখ করেননি।

٢٠١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

২০১২। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) 'বাত্‌হায়' (মুহাস্‌সাবে) হাল্‌কা ধরনের নিদ্রা যেতেন এবং পরে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

٢٠١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

২০১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতহায় যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে সামান্য একটু ঘুমান, তারপর মক্কায় প্রবেশ করেন। নাফে' বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابٌ فِيْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِيْ حَجِّهِ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ কেউ তার হজ্জের কোনো কাজকে আগে-পিছে করলে

٢٠١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى ابْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ اَوْ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ.

২০১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এক স্থানে অবস্থান করলেন। লোকেরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন ঃ এখন যবেহ করে নাও, কোনো অসুবিধা নেই। অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না, তাই কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যাও, এখন কংকর মারার কাজ সেরে নাও, কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ দিন আগে-পিছে করে ফেলা যে কাজ সম্পর্কেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ 'এখন করে নাও, কোন অসুবিধা নেই।'

٢٠١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ اَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا اَوْ اَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ اِلاَّ عَلٰى رَجُلٍ اِقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَرِجَ وَهَلَكَ.

২০১৫। উসামা ইবনে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে গমন করলাম। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস

করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করার আগেই (সাফা ও মারওয়ার) সা'ঈ করে ফেলেছি অথবা কেউ এসে বললো, আমি পরের কাজ আগে এবং আগের কাজ পরে করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বলতে থাকলেন ঃ যাও কোনো ক্ষতি নেই, কোনো ক্ষতি নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের ইজ্জত আবরু নষ্ট করে, তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে পাপে লিপ্ত হয়েছে ও ধ্বংস হয়েছে।

بَابٌ فِىْ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ মক্কা মুআজ্জমা সংক্রান্ত

٢٠١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِمَّا يَلِىْ بَابَ بَنِىْ سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنَا كَثِيْرٌ عَنْ اَبِيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ اَبِىْ سَمِعْتُهُ وَلٰكِنْ مِنْ بَعْضِ اَهْلِىْ عَنْ جَدِّىْ.

২০১৬। কাসীর ইবনে কাসীর ইবনুল মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আহ (র) থেকে তার পরিবারের যে কোনো এক ব্যক্তির সূত্রে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী সাহমের ফটক সংলগ্ন স্থানে নামায পড়তে দেখেছেন। আর লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করেছে। অথচ তাদের মাঝখানে কোনো সুতরা (আড়াল) ছিলো না। সুফিয়ান বলেছেন, তাঁর এবং কা'বার মাঝখানে কোনো আড়াল ছিলো না। সুফিয়ান বলেন, ইবনে জুরাইজ আমাদেরকে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাসীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনিনি, বরং আমার পরিবারের কারো নিকট থেকে শুনেছি, তিনি আমার দাদা থেকে শুনেছেন।

بَابُ تَحْرِيْمِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ মক্কার হেরেম (সম্মান ও মর্যাদা)

٢٠١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقْطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَقَامَ عَبَّاسٌ اَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ الْمُصَفّٰى عَنِ الْوَلِيْدِ فَقَامَ اَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبُوْا لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ شَاهٍ قُلْتُ لِلْاَوْزَعِيِّ مَا قَوْلُهُ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ شَاهٍ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِيْ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মক্কার উপর বিজয় দান করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মক্কা ভূমি থেকে হস্তী বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছেন এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে তার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার জন্য দিনের কিছু সময় (রক্তপাত) বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা আবার কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে। অতএব এখানকার গাছপালা কাটা যাবে না। এখানের শিকার (প্রাণী) তাড়ানো যাবে না এবং এখানকার (রাস্তাঘাটে) পড়ে থাকা কোনো জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। তবে হাঁ, ঘোষণাকারী ব্যক্তির জন্য তা তুলে নেয়া বৈধ হবে। তখন আব্বাস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ইযখির' ঘাস কাটার অনুমতি দিন, কেননা এগুলো আমরা আমাদের কবরের এবং ঘরের চালায় বিছিয়ে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, ইয্‌খির ঘাস কাটার অনুমতি দেয়া গেলো। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনুল মুসাফফা' ওয়ালীদ থেকে এটুকু কথাও বর্ধিত বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় ইয়ামনবাসী আবু শাহ (রা) নামের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু শাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লিখে দিতে বলার অর্থ কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভাষণ যা তাঁর কাছ থেকে এই মাত্র শুনেছেন।

٢٠١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا.

২০১৮। মক্কার মর্যাদা প্রসংগে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ কথাটিও বর্ণিত আছে যে, 'সেখানকার ঘাস বা তরুলতাও কাটা যাবে না।'

٢٠١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِىْ لَكَ بِمِنًى بَيْتًا اَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لاَ اِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ اِلَيْهِ.

২০১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য (স্থায়ীভাবে মাটি অথবা পাথর দ্বারা) মিনাতে একখানা ঘর অথবা একখানা বাসস্থান নির্মাণ করে দিবো না যা আপনাকে রোদ থেকে ছায়া দিবে? তিনি বললেন ঃ না, কেননা মিনার গোটা এলাকাটি উট বসাবার স্থান। যে আগে আসবে সে এখানে (তার পছন্দমত) স্থান নিতে পারে।

٢٠٢٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ اَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ اُمَيَّةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ اِلْحَادٌ فِيْهِ.

২০২০। মূসা ইবনে বাযান (র) বলেন, আমি ইয়া'লা ইবনে উমায়্যা (রা)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হেরেম এলাকায় খাদ্যশস্য গুদামজাত করা সেখানে কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর।

بَابٌ فِىْ نَبِيْذِ السِّقَايَةِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ নাবীয পান করানো সম্পর্কে

٢٠٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ اَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ يَسْقُوْنَ النَّبِيْذَ وَبَنُوْا عَمِّهِمْ يَسْقُوْنَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ اَبُخْلٌ بِهِمْ اَمْ

حَاجَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَلاَ بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلٰكِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَأُتِيَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ اِلٰى أُسَامَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنْتُمْ وَاَجْمَلْتُمْ كَذٰلِكَ فَافْعَلُوْا فَنَحْنُ هٰكَذَا لاَ نُرِيْدُ اَنْ نُغَيِّرَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০২১। বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললো, ব্যাপার কি, এ গৃহবাসীরা (আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘর) হাজ্জীদেরকে শুধুমাত্র 'নাবীয' পান করান কেন? অথচ তাদের চাচাতো ভাইয়ের খান্দানেরা তো দুধ, মধু ও ছাতুও পান করিয়ে থাকেন। এটা কি তাদের কৃপণতা না দরিদ্রতা? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, ওটা আমাদের কৃপণতা বা দরিদ্রতা কোনোটিই নয়। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে এবং উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর পিছনে বসিয়ে আমাদের নিকট আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানীয় পান করতে চাইলেন। তখন 'নাবীয' এনে উপস্থিত করা হলে তিনি তা থেকে পান করে অবশিষ্টটুকু উসামা ইবনে যায়েদকে দিলেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা খুব চমৎকার ও উত্তম কাজই করেছো। ভবিষ্যতেও অনুরূপ কাজ করতে থাকো। এ কারণে আমরা এরূপ (কেবল নাবীযই) পান করিয়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রশংসা করেছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে চাই না।

টীকা ঃ খোরমা, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর যে মিষ্টি শরবত তৈরী হয় তাকে 'নাবীয' বলা হয় (অনু.)।

بَابُ الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ মক্কায় অবস্থান

٢٠٢٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيْدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ اِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلاَثًا فِي الْكَعْبَةِ.

২০২২। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হজ্জে আগত মুহাজিরদের মক্কায় অবস্থান সম্বন্ধে কি আপনি কোনো কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আল-আলা ইবনুল হাদরামী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন ঃ ফরয তাওয়াফ আদায়ের পর মক্কায় অবস্থান তিন দিন।

بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়া

٢٠٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ وَبِلاَلٌ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيْهَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى.

২০২৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তিনি নিজে, উসামা ইবনে যায়েদ, উসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী ও বিলাল (রা)। তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ওখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, দরজা খুলে বাইরে আসলে আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ তাঁর বামে, দু'টি স্তম্ভ ডানে এবং তিনটি পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। তখন বায়তুল্লাহ শরীফ সর্বমোট ছ'টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিলো।

٢٠٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ الْاَذْرَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِىَ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلاَثَةُ اَذْرُعٍ.

২০২৪। ইমাম মালেক (র) থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি স্তম্ভগুলোর উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এতোখানি এগিয়ে নামায পড়েছেন যে, তাঁর ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন গজের দূরত্ব ছিলো।

٢٠٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الْقَعْنَبِىِّ قَالَ وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْأَلَهُ كَمْ صَلّٰى.

২০২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল-কা'নাবীর বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী (সা) (কা'বার ভেতরে) কয় রাক'আত নামায পড়েছেন, বিলাল (রা)-কে তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি।

٢٠٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

২০২৬। আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কি করেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েছেন।

٢٠٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَ بِهَا فَاُخْرِجَتْ قَالَ فَاُخْرِجَ صُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَفِىْ اَيْدِيْهِمَا الْاَزْلَامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِىْ نَوَاحِيْهِ وَفِىْ زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ.

২০২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আগমন করে কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন।

কারণ তখন এ ঘরে ছিলো বহু সংখ্যক ইলাহ্ (পাথর, মাটি ইত্যাদির তৈরী মূর্তি)। তিনি সেগুলোকে অপসারণ করার নির্দেশ দিলে সেগুলো অপসারণ করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিকৃতিও অপসারণ করা হলো। আর তাদের (ইবরাহীম ও ইসমাঈলের) মূর্তির হাতে ছিলো 'আযলাম' (যাত্রার শুভাশুভ নির্ণায়ক তীর)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা নিশ্চিত জানতো যে, তাঁরা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) কখনো এ তীর ফলক নিক্ষেপ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বিভিন্ন স্থানে ও কোণে তাকবীর ধ্বনি বললেন, অতঃপর বাইরে আসলেন, তবে তিনি সেখানে নামায পড়েননি।

بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ আল-হিজর (হাতীম)-এ নামায পড়া

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ وَاُصَلِّىْ فِيْهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِىْ فَاَدْخَلَنِىْ فِى الْحِجْرِ فَقَالَ صَلِّىْ فِى الْحِجْرِ اِذَا اَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنَ الْبَيْتِ فَاِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوْا حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَاَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ.

২০২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে চাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে 'হাতীমে' প্রবেশ করিয়ে বললেন ঃ যখন তুমি বায়তুল্লাহর অন্দরে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা করেছো, তখন এ হাতীমের মধ্যেই নামায পড়ে নাও। কেননা এটাও সে ঘরের অংশ। তোমার সম্প্রদায় (কুরাইশরা) যখন বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করছিলো, তখন তাদের অর্থের অনটন থাকায় তারা এ অংশটুকু মূল ঘর থেকে বাদ দেয়।

بَابٌ فِىْ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ কা'বা ঘরে প্রবেশ

٢٠٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُوْرٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ وَهُوَ كَئِيْبٌ فَقَالَ اِنِّىْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ قَدْ شَقَقْتُ عَلٰى اُمَّتِىْ.

২০২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট থেকে প্রফুল্ল অবস্থায় বাইরে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ন মনে ফিরে আসলেন। তিনি বললেন ঃ আমি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। আমি পূর্বেই যদি ওয়াকিফহাল হতাম যা পরে অবহিত হয়েছি, তাহলে আমি তাতে প্রবেশ করতাম না। আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমি আমার উম্মাতকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলাম।

٢٠٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُسَدَّدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ الْحَجَبِىِّ حَدَّثَنِىْ خَالِىْ عَنْ اُمِّىْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ الْاَسْلَمِيَّةَ تَقُوْلُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَعَاكَ قَالَ اِنِّىْ نَسِيْتُ اَنْ اٰمُرَكَ اَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَاِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّىْ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ خَالِىْ مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ.

২০৩০। মানসূর আল-হাজাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার আম্মা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আমার আম্মা) বলেছেন, আমি আসলাম গোত্রীয়া এক মহিলাকে বলতে শুনেছি, আমি উসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডেকে নিয়ে কি বলেছিলেন? তিনি (উসমান) বললেন, তিনি বলেছেন ঃ (হযরত ইসমাঈলের বদলে যে মেষ যবেহ করা হয়েছিলো সেটার) শিং দুইটি (যা বায়তুল্লাহর দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল) ঢেকে দেয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতে আমার স্মরণ ছিলো না। কারণ নামাযীদের অন্যমনস্ক করে দেয় এমন কোন জিনিস বায়তুল্লায় থাকা সমীচীন নয়। ইবনুস সারহ তার মামার নাম মুসাফি' ইবনে শাইবা বলেছেন।

بَابُ فِىْ مَالِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ কা'বা ঘরের সম্পদ সম্পর্কে

٢٠٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ مَقْعَدِكَ الَّذِىْ اَنْتَ فِيْهِ فَقَالَ لاَ اَخْرُجُ حَتّٰى اَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بَلٰى لَاَفْعَلَنَّ قَالَ قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَاٰى مَكَانَهُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا اَحْوَجُ مِنْكَ اِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ فَخَرَجَ.

২০৩১। শাইবা ইবনে উসমান (আল-হাজাবী রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসা আছেন, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব উক্ত স্থানে বসা অবস্থায় বললেন, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত ধন-সম্পদ বিতরণ না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে বের হবো না। তিনি (শাইবা) বলেন, আমি বললাম, আপনি তা করতে পারেন না। তিনি (উমার) বলেন, হাঁ, নিশ্চয় আমি তা করবো। শাইবা বলেন, আমি পুনরায় বললাম, আপনি কখনো তা করতে পারেন না। উমার (রা) বললেন, কেন? আমি বললাম, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) এই মাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আপনার চেয়ে ধন-সম্পদের প্রয়োজন ছিল তাঁদের বেশি। কিন্তু তারা এ মালে হস্তক্ষেপ করেননি। একথা শুনে তিনি উঠে বের হয়ে এলেন।

٢٠٣٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْسَانٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِيَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَرَفِ الْقَرْنِ الْاَسْوَدِ حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَادِيَهُ وَوَقَفَ حَتّٰى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيْفٍ.

২০৩২। যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা (হুনাইন অভিযান শেষে ফেরার পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'লিয়্যা' পাহাড় থেকে আস-সিদরা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাথরের পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তায়েফের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

বর্ণনাকারী একবার বলেছেন, তিনি (সা) উপত্যকায় থামলেন এবং সমস্ত লোকও থামলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'সাইদু ওয়াজ্জ' ও 'ইযাহা' কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষের এলাকাটি আল্লাহর তরফ থেকে হারাম বা মর্যাদাসম্পন্ন। এটা তাঁর তায়েফ অভিযান ও সাকীফ গোত্রকে অবরোধ করার পূর্বেকার ঘটনা।

টীকা ঃ সাইদু ওয়াজ্জ হলো তায়েফের সীমানা নির্দেশক একটি পাহাড়। আর ইদাহাহ হলো বৃক্ষরাজি শোভিত একটি এলাকা যা হেরেম শরীফের পূর্ব সীমানা ও তায়েফের পশ্চিম সীমানা নির্দেশ করে (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ اِتْيَانِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ মদীনায় আগমন

٢٠٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

২০৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নেয়া যাবে না। মসজিদ তিনটি হচ্ছে, মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মাকদিস)।

টীকা ঃ উল্লেখিত তিন মসজিদ ব্যতীত কোনো মাযার অথবা দরগাহ যিয়ারত অথবা অনুরূপ কোন কাজের জন্য সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সফর করা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বৈধ নয়। তবে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী অবলোকন, শিক্ষা সফর ইত্যাদি পার্থিব উদ্দেশ্যে সফর করা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ تَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ মদীনার হেরেম (মর্যাদা)

٢٠٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ اِلٰى

ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ.

২০৩৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর (নবীর) পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এ (সহীফা) পুস্তিকার মধ্যে যা লিখিত রয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু আমরা লিপিবদ্ধ করিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনা 'আয়ের' থেকে 'সাওর' পর্যন্ত হারাম বা সম্মানিত এলাকা। এখানে যদি কেউ (কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী) নতুন কিছু করে কিংবা বিদ্'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয়, তবে তার উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল (ইবাদত) আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ সকল মুসলমানের যিম্মা বা নিরাপত্তা দানের গ্যারান্টি একই রকম গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি একজন সাধারণ ব্যক্তির প্রদত্ত নিরাপত্তাও (সমান গুরুত্বপূর্ণ)। সুতরাং কেউ কোনো মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার প্রতি আল্লাহর, সমস্ত ফেরেশতার এবং গোটা মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।

টীকা ঃ যদি কোনো মুসলমান কর্তৃক কাউকে নিরাপত্তা বা অভয় দান করা হয় এবং তা শরী'আতের আইনে অনুমোদিত হলে সে মুসলমান কুলীন কিংবা অকুলীন যাই হোক তার এ নিরাপত্তা প্রদান সকল মুসলমান কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং কেউ তা ভঙ্গ করতে পারবে না। এ জন্যই বলা হয়েছে, সকল মুসলমানের নিরাপত্তা দান একই সমান (অনু.)।

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ عَلِىٍّ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمَنْ اَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ اَنْ يَّحْمِلَ فِيْهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ وَلاَ يَصْلُحُ اَنْ يُّقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ اِلاَّ اَنْ يُّعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ.

২০৩৫। আলী (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মদীনার হেরেম এলাকার অভ্যন্তরে) সবুজ ঘাস কাটা যাবে না, শিকার তাড়ানো যাবে না এবং পড়ে থাকা কোনো জিনিসও তুলে নেয়া যাবে না। তবে ঘোষণাকারী ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে তা তুলে নিতে পারবে। আর সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো হাতিয়ার কেউ বহন করতে পারবে না এবং সেখানকার কোনো বৃক্ষও কাটা যাবে না, তবে কেউ তার উটের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

٢٠٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ بَرِيْدًا بَرِيْدًا لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ اِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.

২০৩৬। আদী ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চতুর্দিকে এক এক 'বারীদ' হারাম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে কোনো বৃক্ষের পাতা পাড়া যাবে না, আর কাটাও যাবে না। তবে উট যে পরিমাণ পশুর খাদ্য হিসেবে বহন করে নিতে পারে, তা কাটা যাবে।

টীকা ঃ চার ফারসাখে এক বারীদ এবং তিন মাইলে এক ফারসাখ। সুতরাং মদীনার বারো বর্গ মাইল পর্যন্ত 'হেরেম' এলাকা (অনু.)।

٢٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخَذَ رَجُلاً يَصِيْدُ فِىْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِىْ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيْهِ وَكَلَّمُوْهُ فِيْهِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ وَجَدَ اَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ وَلاَ اَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً اَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ اِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ اِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.

২০৩৭। সুলাইম ইবনে আবু আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে মদীনার হেরেম এলাকার মধ্যে শিকাররত এক ব্যক্তিকে

আটক করতে দেখেছি, যে হেরেমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। তিনি তার সাথের জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দিলেন। পরে তার মনিব এসে এ বিষয়ে তার সাথে কথা বললে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ এলাকাটি হারাম ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তিকে এ এলাকায় শিকাররত পাও, তাহলে তার সাথের জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দিও। সুতরাং আমি সে দান ফেরত দেবো না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করেছেন। তবে যদি তোমরা ইচ্ছা করো তাহলে সেটার মূল্য তোমাদেরকে দিবো।

٢٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيْدًا مِنْ عَبِيْدِ الْمَدِيْنَةِ يَقْطَعُوْنَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِى لِمَوَالِيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى اَنْ يُّقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ.

২০৩৮। সা'দ (রা)-এর মুক্তদাস থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা) মদীনার কয়েকটি গোলামকে মদীনার গাছপালা কাটতে দেখতে পেলেন। তাই তিনি তাদের জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দিলেন এবং তাদের মনিবদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার যে কোনো প্রকারের গাছপালা কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি (সা) এও বলেছেন ঃ যে কেউ ওখান থেকে কিছু কাটে তার আসবাবপত্র সেই পাবে যে তা কেড়ে নিবে।

٢٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِىُّ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُخْبَطُ وَلاَ يُعْضَدُ حِمٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيْقًا.

২০৩৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংরক্ষিত এলাকায় গাছের পাতা পাড়া যাবে না এবং (বৃক্ষরাজি) কর্তন করা যাবে না, তবে কোমলভাবে পাতায় আঘাত করা যাবে।

٢٠٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

২০৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সময় সওয়ারীতে আরোহণ করে, আবার কখনো পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আগমন করতেন। ইবনে নুমাইর-এর বর্ণনায় আরো আছে– এবং তিনি সেখানে দুই রাক'আত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ কুবা মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। নবী (সা) হিজরতকালে মদীনায় আগমন করলে সর্বপ্রথম এ জায়গায় অবস্থান করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিন দিন অবস্থান করার পর তিনি মদীনার দিকে যাত্রা করেন, হাদীস ও কুরআনে এ মসজিদের অনেক মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে (অনু.)।

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ কবর যিয়ারত প্রসংগে

٢٠٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

২০৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি আমার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করলে আল্লাহ তা'আলা আমার 'রূহ' ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।

টীকা ঃ 'রূহ' ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সালামের জওয়াব দেয়ার শক্তি ফিরিয়ে দেয়া (অনু.)।

٢٠٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

২০৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরগুলো তোমরা কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। হাঁ, তোমরা আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পৌঁছবে।

٢٠٤٣- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِيُّ أَخْبَرَنِيْ دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيْثٍ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُرِيْدُ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ حَتّٰى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَإِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَّةٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُبُوْرُ إِخْوَانِنَا هٰذِهِ قَالَ قُبُوْرُ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ قَالَ هٰذِهِ قُبُوْرُ إِخْوَانِنَا.

২০৪৩। রাবী'আ ইবনে হুদায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস বর্ণনা করতে কখনো শুনিনি। রাবী বলেন, আমি বললাম, সেটি কি? তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শেষ নাগাদ আমরা 'হাররা ওয়াকিমের' উঁচু টিলাতে আরোহণ করলাম। যখন আমরা সে জায়গা থেকে নীচে অবতরণ করলাম তখন উপত্যকার বাঁকে কয়েকটি কবর দেখতে পেলাম। তালহা (রা) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলোও কি আমাদের ভাইদের কবর? তিনি বললেন ঃ আমাদের সাথীদের কবর? অতঃপর যখন আমরা শহীদদের কবরের কাছে আসলাম তখন তিনি বললেন ঃ এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।

٢٠٤٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

২০৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলায়ফার বিস্তীর্ণ ভূমিতে উট বসিয়ে যাত্রাবিরতি করে এখানে নামায পড়েছেন। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

٢٠٤٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي لِاَحَدٍ اَنْ يُّجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ اِذَا قَفَلَ رَاجِعًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يُصَلِّيَ فِيْهَا مَا بَدَا لَهُ لِاَنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ قَالَ الْمُعَرَّسُ عَلٰى سِتَّةِ اَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ.

২০৪৫। আল-কা'নাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, যতটুকু সম্ভব কিছু নামায আদায় না করে মদীনা প্রত্যাগমনকারী কোনো ব্যক্তির জন্য মু'আররাস (মসজিদে যুলহুলায়ফা) অতিক্রম করা উচিত নয়। কেননা আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাত যাপন করেছেন, সামান্য ঘুমিয়েছেন এবং নামাযও পড়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মাদানী (র)-কে বলতে শুনেছি, মু'আররাস (যুলহুলায়ফা) মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

অধ্যায় ঃ ১২

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহ)

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান

٢٠٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِنِّىْ لَاَمْشِىْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنًى اِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِىْ تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ اَلَا نُزَوِّجُكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

২০৪৬। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সাথে হাঁটছিলাম। তখন তার সাথে উসমান (রা)-র সাক্ষাত হলে তিনি একটু গোপনে আবদুল্লাহ (রা)-র সাথে কথা বললেন। আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন, তার এ ব্যাপারে কোনো প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকেও তার কাছে ডেকে বললেন, এদিকে এসো, আলকামা। আমি আসলাম। অতঃপর উসমান (রা) তাকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ে বিবাহ দেবো, যে আপনার অতীতের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি আপনি আমাকে এরূপ বলেন তাহলে আপনিও জেনে রাখুন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌনস্পৃহা কমিয়ে দেয়।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيْجِ ذَاتِ الدِّيْنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ দীনদার ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ করার নির্দেশ

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

২০৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারীকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপসৌন্দর্য এবং তার দীনদারী বা ধর্মপরায়ণতা। সুতরাং তুমি দীনদার ধর্মভীরু মহিলাই বিবাহ করো। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

بَابٌ فِىْ تَزْوِيْجِ الْاَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কুমারী নারী বিবাহ করা

٢٠٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلاَ بِكْرٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ.

২০৪৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বিবাহ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাকেরা (কুমারী) না সায়্যিবা (স্বামীহীনা)? আমি বললাম, সায়্যিবা। তিনি বললেন ঃ কেন তুমি কোনো কুমারী (বাকিরা) মেয়েকে করলে না? তুমি তার সাথে আর সেও তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারতো।

٢٠٤٩- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَىَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَأَتِىْ لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ اَخَافُ اَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِىْ قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

২০৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার স্ত্রী কোনো স্পর্শকারীর হাতকে প্রত্যাখ্যান করে না। তিনি বললেন ঃ তাকে দূর করে দাও (তালাক দাও)। সে বললো, আমার ভয় হচ্ছে (তাকে তালাক দিলে) আমার মন তার পিছনে ধাওয়া করবে (আমি তাকে ভুলতে পারবো না)। তিনি বললেন ঃ তাহলে তার থেকে ফায়দা হাসিল করো।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيْجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে নারী সন্তান জন্মদানে অক্ষম তাকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা

٢٠٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ ابْنُ اُخْتِ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ اَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَاِنَّهَا لاَ تَلِدُ اَفَاَتَزَوَّجُهَا قَالَ لاَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

২০৫০। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি, তবে সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিবাহ করবো? তিনি বললেন ঃ না। সে দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট আসলে এবারও তিনি তাকে নিষেধ করলেন। সে তৃতীয়বার তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন ঃ প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান জন্ম দেয় এমন নারীকে বিবাহ করো। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) অন্যান্য উম্মাতের নিকট তোমাদের আধিক্যের জন্য গর্ব করবো।

٢٠٥٠ (١)- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ رَأَيْتُ مُسْتَلِمًا فَكَانَ يَقَعُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لَمْ يَضَعْ جَنْبَهُ اِلَى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ ابْنُ اَخِىْ اَوِ ابْنُ اُخْتِ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ مَكَثَ سَبْعِيْنَ يَوْمًا لَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ.

২০৫০(১)। ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) বলেন, আমি মুসতালিম (র)-কে দেখেছি, তিনি ডান কাতে ও বাম কাতে পড়ে থাকতেন। আল-হাসান ইবনে আলী (র) বলেন, তিনি

চল্লিশ বছর ধরে জমীনে পার্শ্বদেশ ঠেকাননি। আবু দাউদ (র) বলেন, মুসতালিম ইবনে সাঈদ হলেন মানসূর ইবনে যাযানের ভাইপো অথবা ভাগ্নে। তিনি সত্তর দিন পানি পান না করে কাটিয়ে দেন।

بَابٌ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ "ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকেই বিবাহ করবে" আল্লাহ তা'আলার এ বাণী প্রসঙ্গে

٢٠٥١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ مَرْثَدَ بْنَ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ كَانَ يَحْمِلُ الْاُسَارٰى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ. قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحُ عَنَاقًا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ فَنَزَلَتْ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ. فَدَعَانِىْ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ لاَ تَنْكِحْهَا.

২০৫১। 'আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মার্‌সাদ ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) মক্কা থেকে কয়েদীদেরকে বহন করতেন। আর মক্কাতে 'আনাক' নাম্নী এক ব্যভিচারিণী ছিলো এবং সে ছিল মারসাদের বান্ধবী। তিনি (মারসাদ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি 'আনাক'-কে বিবাহ করতে পারি? মারসাদ (রা) বলেন, তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর আয়াত নাযিল হলো ঃ "ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত অন্য কেউ বিবাহ করবে না" (সূরা আন্-নূর ঃ ৩)। তিনি আমাকে ডেকে এনে আয়াতটি শুনালেন এবং বললেন ঃ তুমি তাকে বিবাহ করো না।

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْكِحُ الزَّانِىْ الْمَجْلُوْدُ اِلاَّ مِثْلَهُ. وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

২০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাজাপ্রাপ্ত ব্যভিচারী তার অনুরূপকেই বিবাহ করবে।

بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ اَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করে

٢٠٥٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجْرَانِ.

২০৫৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করলো সে দু'টি পুরস্কারের অধিকারী হলো।

٢٠٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

২০৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-কে দাসত্বমুক্ত করলেন এবং দাসত্ব মুক্তিকে করাকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করলেন।

بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রক্তের সম্পর্কের দরুন যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধপান জনিত কারণেও তারা হারাম

٢٠٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

২০৫৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, অনুরূপভাবে দুধপান জনিত সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।

٢٠٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ أُخْتِيْ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا قَالَ أُخْتَكِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ أَوَتُحِبِّيْنَ ذَاكَ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ. قَالَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ. قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ أَوْ ذُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

২০৫৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোনের প্রতি আপনি কি আগ্রহী? তিনি বললেন ঃ (তাকে দিয়ে) আমি কি করবো? বললেন, তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন ঃ তোমার বোন? উম্মু হাবীবা (রা) তিনি বললেন, আপনি হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটা কি তুমি পছন্দ করো? তিনি বললেন, "এখনও তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক।" তিনি বললেন ঃ এটা আমার জন্য হালাল নয়। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি নাকি আবু সালামার কন্যা 'দোররাহ'-কে বিবাহ করতে চান? তিনি বললেন ঃ তুমি বলতে চাচ্ছো যে, আমি উম্মু সালামার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি সে আমার সপত্নী কন্যাও না হতো, তাহলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। যেহেতু সে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমি এবং তার পিতা আবু সালামা উভয়কে সুয়াইবিয়া দুধ পান করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিকে (বিবাহের জন্য) আমার কাছে পেশ করো না।

بَابُ فِيْ لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ শিশুর দুধপিতা

٢٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ

فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِيْنَ مِنِّىْ وَاَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ اَيْنَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ اَخِىْ قَالَتْ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

২০৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কুয়াইসের পুত্র আফলাহ (রা) আমার নিকট আসলে আমি তার থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি কি আমার থেকে পর্দা করছো? অথচ আমি যে তোমার চাচা সম্পর্কীয়। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুগ্ধ পান করিয়েছে। আয়েশা বললেন, আমাকে তো এক মহিলাই দুধ পান করিয়েছেন, কোনো পুরুষ নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন ঃ সে অবশ্যই তোমার চাচা। সে তোমার কাছে আসতে পারে।

بَابٌ فِىْ رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ

পরিচ্ছেদ-৯ ঃ বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে

٢٠٥٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَنَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

২০৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন, সে সময় একটি লোক সেখানে (বসা) ছিলো। হাফস-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর (হাফ্স ও মুহাম্মাদ) উভয় বর্ণনাকারী সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আমার দুধভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ভালোভাবে যাচাই করে দেখো যে, কে কে তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধের সম্পর্ক কেবলমাত্র ঐ সময়ই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শিশুর একমাত্র খাদ্য হবে দুধ।

টীকা ঃ শিশুর দুই বছর (হানাফী মতে আড়াই বছর) বয়সের মধ্যে যদি অন্য মহিলার বুকের দুধ পান করানো হয়ে থাকে, তখনই উক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ঐ মুদ্দতের পর দুধ পান করানোর কারণে বিবাহ, দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদির বৈধতা ব-অবৈধতা নির্ধারিত হবে না (অনু.)।

٢٠٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَ رِضَاعَ اِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَاَنْبَتَ اللَّحْمَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى لاَ تَسْأَلُوْنَا وَهٰذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ.

২০৫৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বস্তু (দুধ) হাড় শক্ত করে এবং গোশত বৃদ্ধি করে তা ব্যতীত দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তার কথা শুনে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বললেন, এ জ্ঞানী ব্যক্তিটি যতদিন তোমাদের মাঝে আছেন, ততদিন আমাদেরকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

٢٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْهِلاَلِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ اَنْشَزَ الْعَظْمَ.

২০৬০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আছে, যখন হাড় বিস্তৃত হয়।

بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিনি বলেন, বয়স্ক ব্যক্তি দুধ পান করলেও নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে

٢٠٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنّٰى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنّٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنّٰى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيْرَاثَهُ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ ذٰلِكَ. اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ. فَرُدُّوْا اِلٰى اٰبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَلْهَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ وَهِىَ اِمْرَأَةُ اَبِىْ حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَلَدًا فَكَانَ يَاْوِىْ مَعِىْ وَمَعَ اَبِىْ حُذَيْفَةَ فِىْ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِىْ فُضْلاً وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْضِعِيْهِ فَاَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَاْمُرُ بَنَاتِ اَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ اِخْوَانِهَا اَنْ يُّرْضِعْنَ مَنْ اَحَبَّتْ عَائِشَةُ اَنْ يَّرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. وَاَبَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يُرْضَعَ فِى الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَا نَدْرِىْ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِّنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُوْنَ النَّاسِ.

২০৬১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুযায়ফা (রা) ইবনে উতবা ইবনে রাবী'আ ইবনে আবদে শামস সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ওয়ালীদ ইবনে উতবা ইবনে রাবী'আর কন্যা হিন্দাকে বিবাহ দেন। আর সে (সালেম) ছিলো জনৈকা আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যায়েদ'-কে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের প্রথা ছিলো, কেউ যদি কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতো, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে ডাকতো এবং উক্ত ব্যক্তি মারা যাবার পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারীও করা হতো। কিন্তু যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের (জন্মদাতা) পিতার নামে ডাকো... তারা

তোমাদের দীনি ভাই ও বন্ধু" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫)। অতঃপর তাদেরকে তাদের জন্মদাতা পিতার নামেই ডাকা শুরু হয়। আর যদি পিতার সন্ধান না পাওয়া যেতো, তবে তাকে বন্ধু এবং দীনি ভাই হিসাবে ডাকা হতো। পরবর্তীতে আবু হুযায়ফা ইবনে উতবার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল ইবনে আমর আল-কুরাইশী আল-আমেরী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্রবৎ মনে করি। সে আমার ও আবু হুযায়ফার সাথে একই ঘরে বাস করে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন সে সম্বন্ধে আপনি ভালোভাবে জানেন। এখন তার সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। অতএব তিনি (সাহলা) তাকে নিজের স্তন থেকে পাঁচ ঢোক দুধ পান করালেন। তখন থেকে সে তার দুধ পানকারী সন্তানরূপে পরিগণিত হলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়েশা (রা) তার ভাগ্নী (বোনের কন্যা) ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আয়েশা (রা) নিজে যাদেরকে দেখাসাক্ষাত দেয়া এবং যাদের আগমনকে পছন্দ করতেন, তাদেরকে যেন পাঁচ ঢোক নিজেদের দুধ পান করায়, যদিও তাদের বয়স দুধ পান করার বয়সসীমার (দু'বছরের) বেশী হয়েও থাকে। পরে তারা তার (আয়েশার) নিকট সরাসরি আগমন করতো। কিন্তু উম্মু সালামা (রা) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ যে কোনো ব্যক্তিকে এ জাতীয় দুধসন্তান বানিয়ে তাদের নিকট আগমন করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলেন, যতক্ষণ না শিশু বয়সে দুধ পান করে। তারা (স্ত্রীরা) সকলেই আয়েশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের জানা নেই, সম্ভবত সালেমের ব্যাপারে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ অনুমোদন ছিলো যা অন্য কোনো লোকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

টীকা ঃ দুধ সন্তান এবং দুধ মা হওয়ার ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা) একাই এ মতাবলম্বী ছিলেন, কারো মতে হযরত আলী (রা)-ও এ মত পোষণ করতেন যে, যে কোনো বয়সে পাঁচ ঢোক কোনো নারীর দুধ পান করলে, তারা পরস্পর দুধ মা ও দুধ সন্তান হয়ে যাবে (অনু.)।

بَابُ هَلْ يَحْرُمُ مَا دُوْنَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পাঁচ ঢোকের কম দুধ পান করলে নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে কিনা?

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২০৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে প্রথম নাযিল করেছিলেন যে, দশ ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে। পরে এ বিধান রহিত (মান্‌সূখ) করে তা পাঁচ ঢোকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম করার হুকুম বহাল করা হয়। আর কুরআনে এ হুকুম পাঠ বহাল রেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

টীকা ঃ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতভেদ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামার মত এই যে, নারীর দুধ সামান্য পান করুক কিংবা প্রচুর পরিমাণে পান করুক সে মুহরিম হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, আবু হানীফা, আওযাঈ ও আহমাদ (র) প্রমুখ ইমামগণ এ মতের সপক্ষে। কিন্তু শাফি'ঈ (র) আয়েশা (রা) মতই মনে করেন যে, পাঁচ ঢোকের কম পান করলে সে নারী মুহরিম সাব্যস্ত হবে না (অনু.)।

লক্ষণীয় যে, শিশু কোন নারীর দুধ স্বেচ্ছায় পান করুক অথবা নারীর ঘুমন্ত অবস্থায় বা অসতর্ক অবস্থায় পান করুক, তাতেও সে ঐ শিশুর দুধমা হবে এবং সে ও তার সন্তানগণ মুহরিম (বিবাহ নিষিদ্ধ) আত্মীয় হবে (সম্পাদক)।

٢٠٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

২০৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার কিংবা দু'বার চোষার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয় না।

بَابُ فِى الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ দুধপান ত্যাগের সময় (ধাত্রী মাতাকে) প্রতিদান দেয়া

٢٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّىْ مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ اَوِ الْاَمَةُ. قَالَ النُّفَيْلِىُّ حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْاَسْلَمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ.

২০৬৪। হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধাত্রীমাতার দুধের হক পূর্ণরূপে কিসে আদায় হতে পারে? তিনি বললেন ঃ একটি দাস বা দাসী প্রদানের দ্বারা। নুফাইলী বলেন, হাজ্জাজ ইবনুল হাজ্জাজ (র) আসলাম গোত্রীয় এবং হাদীসের মূল পাঠ তারই।

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যেসব নারীকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ

٢٠٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلٰى بِنْتِ أَخِيْهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلٰى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلٰى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى وَلاَ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى.

২০৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে এবং কোন ফুফুকে তার ভাতিজীর সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার খালা এবং কোন খালা ও তার ভাগ্নীকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। তদ্রূপ বড়োকে ছোটোর সাথে এবং ছোটকে বড়োর সাথেও বিবাহ করা যাবে না।

টীকা ঃ এখানে ফুফু এবং খালাকে বড়ো, আর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগ্নীকে ছোট ধরা হয়েছে। এর মূল সূত্র হচ্ছে এই, এদের যে কোনো একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে অপরজন তার জন্য হারাম প্রমাণিত হয়। যেমন ফুফুকে পুরুষের স্থলে বিবেচনা করলে হবে চাচা, আর খালা হবে মামা। বিস্তারিত ফিক্‌হ-এর কিতাবে দেখুন (অনু.)।

٢٠٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.

২০৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলা (ভাগ্নী) এবং তার খালাকে, তদ্রূপ একজন মহিলা (ভ্রাতুষ্পুত্রী) এবং তার ফুফুকে একই সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ.

২০৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দুই রমণীকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক হলো

ফুফু ও ভাতিজী এবং খালা ও ভাগ্নী। অনুরূপভাবে তিনি এমন দু'জন মহিলাকেও একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যারা পরস্পর খালা অথবা ফুফু হয়।

٢٠٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِيْ هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِيْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُّقْسِطَ فِيْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فِيْهِنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الَّتِيْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ. قَالَتْ وَالَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتٰبِ الْاٰيَةُ الْاُوْلَى الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْاٰيَةِ الْاٰخِرَةِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ. هِيَ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْا مَا رَغِبُوْا فِيْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. قَالَ يُوْنُسُ وَقَالَ رَبِيْعَةُ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى. قَالَ يَقُوْلُ اُتْرُكُوْهُنَّ اِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ اَحْلَلْتُ لَكُمْ اَرْبَعًا.

২০৬৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) আমাকে বলেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য নারী বিবাহ করো" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩)। তিনি বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এ আয়াত সেইসব ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোনো অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সে তার মাল-সম্পদের একজন অংশীদারও বটে। আর সে লোকটি তার সৌন্দর্য ও সম্পদকেও পছন্দ করে। এমতাবস্থায় সে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু এর মতো অন্য নারীকে যে পরিমাণ মোহর প্রদান করে বিবাহ করতে হয়, এ ইয়াতীম বালিকাকে সে পূর্ণ মোহর আদায় করতে অনিচ্ছুক। এ ধরনের অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা তাদের পূর্ণ মোহর আদায় করে এবং ইনসাফ কায়েম করে। আর তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো অন্য নারী বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, পরবর্তী কালে লোকেরা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের (ইয়াতীম বালিকাদের) ব্যাপারে ফতোয়া চাইলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, "লোকেরা আপনার নিকট নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সে হুকুমও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা পূর্ব থেকেই আপনাকে এ কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে। আর সে হুকুমগুলো এই, যা সে ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিলো যাদের ফরয হক ও অধিকার তোমরা আদায় করো না, অথচ তাদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করছো" (নিসা ঃ ১২৭)। আয়েশা (রা) বলেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের মধ্যে তাদের উপর যা নাযিল করেছেন তা হচ্ছে, প্রথমের সে আয়াতটি যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য নারী বিবাহ করে নাও।" আয়েশা (রা) বলেন, মহাক্ষমতাবান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, ইয়াতীম বালিকা সুন্দরী এবং ধনাঢ্য হলে অভিভাবকগণ তার ধনের লোভে তাদেরকে বিবাহ করতে উদ্গ্রীব হতো। আর যখন এদের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ধনের কমতি দেখতো বা স্বার্থ পেতো না, তখন তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য নারী বিবাহ করতো। সুতরাং তাদেরকে বলা হয়েছে, স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করো এবং পুরোপুরি মোহর আদায় করা ব্যতীত এসব ইয়াতীমকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা এসব ইয়াতীমের হক আদায় করতে অনীহা প্রকাশ করতো। ইউনুস বলেন, রাবী'আ, আল্লাহর বাণী–

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى - এর অর্থ বলেছেন, যদি আশংকা করো ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তাহলে তাদেরকে (বিবাহ করার

ইচ্ছা) পরিত্যাগ করো। কেননা আমি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য চারজন নারী পর্যন্ত বিবাহ করা বৈধ করেছি।

٢٠٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِىُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِىْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُعْطِىَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّغْلِبَنَّكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَ يُخْلَصُ اِلَيْهِ اَبَدًا حَتّٰى يُبْلَغَ اِلٰى نَفْسِىْ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِىْ دِيْنِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفٰى لِىْ وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ مَكَانًا وَاحِدًا اَبَدًا.

২০৬৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনুল হুসাইন (র) তাকে বর্ণনা করেছেন। হুসাইন ইবনে আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর যখন তিনি (আলী ইবনুল হুসাইন, যিনি যয়নুল আবেদীন নামে পরিচিত) এবং তার সঙ্গীরা ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় আগমন করলেন, তখন আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) তার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি আমার উপর কোনো কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন কি? তিনি (যয়নুল আবেদীন) বললেন, না। এরপর তিনি (মিসওয়ার) আরয করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যুলফাকার) তলোয়ারখানি আপনি কি আমাকে দান করতে রাজি আছেন? কেননা আমার ভয় হচ্ছে, লোকেরা আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করবে (আর আপনার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিবে)। আল্লাহর শপথ! যদি

আপনি আমাকে এটা দান করেন, তাহলে কেউ আমার দেহকে খতম না করা পর্যন্ত কখনো তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা) বর্তমান থাকতে আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার পয়গাম পাঠালেন। সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের উপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুনেছি। তখন আমি বালেগ (যুবক) ছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। আর আমার আশংকা হচ্ছে, সে দীনী ফ্যাসাদে পতিত হবে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বনি আবদে শামসের সাথে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্কের আলোচনা করলেন (অর্থাৎ নবুওয়াতের পূর্বে আবুল আস ইবনুর রাবীর নিকট তাঁর কন্যা যয়নাবের বিবাহ এবং তার পরিণতি কি হয়েছে তা তুলে ধরলেন)। আর উক্ত শ্বশুর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি বলেন ঃ সে (জামাতা আবুল আস) আমার সাথে যে কথা দিয়েছিল তা সত্যে পরিণত করেছে এবং যে ওয়াদা করেছিল তাও পূরণ করেছে। (তোমরা জেনে রাখো) কোনো হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল করার এখতিয়ার আমার নেই। তবে আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং (এর বিপরীতে) আল্লাহর দুশমনের কন্যা কখনো এক স্থানে একত্র হতে পারে না।

٢٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ ذٰلِكَ النِّكَاحِ.

২০৭০। ইবনে আবু মুলাইকা (র) এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, অতঃপর আলী (রা) সে বিবাহের উদ্যোগ ত্যাগ করেন।

٢٠٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّ بَنِىْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اِسْتَاْذَنُوْا اَنْ يُّنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَلاَ اٰذَنُ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ اِلاَّ اَنْ يُرِيْدَ ابْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنْ يُّطَلِّقَ ابْنَتِىْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا ابْنَتِىْ بَضْعَةٌ مِّنِّىْ يُرِيْبُنِىْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِىْ مَا اٰذَاهَا وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ اَحْمَدَ.

২০৭১। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন ঃ হিশাম ইবনুল মুগীরার খান্দানের লোকেরা (তাঁর নিকট) তাদের খান্দানের একটি কন্যাকে আলী ইবনে আবু তালিবের নিকট বিবাহ দিতে অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিবো না, তারপরও আমি অনুমতি দিবো না, তারপরও আমি অনুমতি দিবো না। তবে যদি আবু তালিবের পুত্র আমার কন্যাকে তালাক দেয় তাহলে সে তাদের কন্যা বিবাহ করতে পারে। কেননা আমার কন্যা আমার দেহেরই একটি টুকরা। যে জিনিস তার অপছন্দ, সেটা আমার কাছেও অপছন্দনীয় এবং যে বস্তু তাকে দুঃখ বা ব্যথা দেয়, সেটা আমাকেও দুঃখ দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের এই অংশ ইমাম আহমদ (র) থেকে বর্ণিত।

بَابٌ فِىْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মুত'আ (সাময়িক) বিবাহ

٢٠٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعُ بْنُ سَبُرَةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِىْ اَنَّهُ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

২০৭২। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আমরা নারীদের মুত'আ বিবাহ করা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। রাবী' ইবনে সাবুরা নামে এক ব্যক্তি বললেন, আমি আমার পিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (বিবাহ) নিষিদ্ধ করেছেন।

টীকা ঃ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মুদ্দতের জন্য বিবাহ করা। জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এ বিবাহ জায়েয ছিলো। কিন্তু (দশম হিজরী) বিদায় হজ্জের সময় তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (অনু.)।

٢٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

২০৭৩। রাবী' ইবনে সাবুরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ হারাম ঘোষণা করেছেন।

بَابٌ فِى الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ আশ-শিগার বিবাহ

٢٠٧٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ اُخْتَ الرَّجُلِ فَيُنْكِحُهُ اُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

২০৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। মুসাদ্দাস (র) তার বর্ণনায় আরো বলেছেন, আমি নাফে' (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শিগার কি? তিনি বললেন, "কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট তার কন্যা বিবাহ দিবে মোহর ব্যতীত। অথবা কোনো ব্যক্তি নিজের বোনকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং তার বোনকে এ ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে মোহর ব্যতীত"।

٢٠٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ اِبْنَتَهُ وَاَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اِبْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلٰى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِىْ كِتَابِهِ هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৭৫। আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (র) তার কন্যাকে আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কাছে বিবাহ দিয়েছেন, আবার আবদুর রহমান তার কন্যাকে আল-আব্বাসের নিকট বিবাহ দিয়েছেন এবং তারা উভয়ে এই পারস্পরিক বিবাহকে মোহর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। মু'আবিয়া (রা) এ সংবাদ পেয়ে তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়ার জন্যে মারওয়ানের নিকট নির্দেশনামা লিখে পাঠালেন এবং তিনি তার ফরমানে বলেছেন, এটা শিগার যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

بَابٌ فِى التَّحْلِيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ তাহলীল সম্বন্ধে

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ وَاُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

২০৭৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ইসমাঈল বলেন, আমার ধারণামতে তিনি হাদীসটির সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয়েছে তারা উভয়ে অভিশপ্ত।

টীকা ঃ কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর অন্যের কাছে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ দেয় যে, সে তার সাথে সঙ্গম করে তালাক দিবে এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করবে। ইসলামের পরিভাষায় এটাই 'তাহলীল' (অনু.)।

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

২০৭৭। হারিস আল-আ'ওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাঊদ বলেন) আমাদের ধারণামতে তিনি আলী (রা)-ই হবেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِىْ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মনিবের অনুমতি ছাড়া ক্রীতদাসের বিবাহ করা

٢٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اِسْنَادِهِ وَكَلاَمِهِ عَنْ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

২০৭৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে সে ব্যভিচারী।

٢٠٧٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ وَهُوَ مَوْقُوْفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.

২০৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে, তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসটি যঈফ এবং এটি মওকূফ হাদীস। এটা ইবনে উমার (রা)-র কথা।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তির তার অন্য ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের পাশাপাশি প্রস্তাব দেয়া নিন্দনীয়

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ.

২০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।

٢٠٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ يَبِيْعُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

২০৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসের দর করাকালীন তার দরের উপর দর-দাম করে।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهَا

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, বিবাহের পূর্বে তাকে দেখে নেয়া

٢٠٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اَتَخَبَّأُ لَهَا حَتّٰى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِىْ اِلٰى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

২০৮২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন সম্ভব হলে (বিবাহের পূর্বে) তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে এমন কিছু যেন তার থেকে দেখে নেয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি একটি মেয়েকে বিবাহের জন্য পয়গাম দেয়ার পর তাকে দেখে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্তরের মধ্যে গোপন রেখেছিলাম। অবশেষে আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখলাম যা আমাকে তাকে বিবাহ করতে আকৃষ্ট করলো। অতএব আমি তাকে বিবাহ করলাম।

টীকা ঃ বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সমস্ত উলামার মতে জায়েয, তবে উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। হাদীসে বর্ণিত দেখে নেয়ার নির্দেশ পরামর্শস্বরূপ। সুতরাং তাকে দেখে নেয়া ওয়াজিব নয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الْوَلِىِّ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ওয়ালী বা অভিভাবক সম্বন্ধে

٢٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اَصَابَ مِنْهَا فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ.

২০৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো নারী তার ওয়ালী বা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে তাহলে তার সে বিবাহ বাতিল ও অবৈধ হবে। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আর যদি স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে এ কারণে সে মোহর প্রদান করবে। যদি তাদের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসকই হবেন ওয়ালী। কেননা যাদের অভিভাবক নেই শাসকই তার অভিভাবক।

٢٠٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ اِلَيْهِ.

২০৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটির অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, জা'ফার সরাসরি যুহরী (র) থেকে (হাদীস) শুনতে পাননি, বরং যুহরী তাকে লিখে পাঠিয়েছেন।

٢٠٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَاِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَالِيٍّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يُوْنُسُ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ.

২০৮৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহই কার্যকরী নয়। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদ নিম্নরূপ ঃ ইউনুস সরাসরি আবু বুরদা থেকে, আর ইসরাঈল আবু ইসহাকের মাধ্যমে আবু বুরদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, ওয়ালী ছাড়া আকদ সহীহ হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, বালেগ ও বুদ্ধিমান ছেলে বা মেয়ের জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, তারা স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে পারে। ইসলামী শরী'আতে তা অনুমোদিত ও স্বীকৃত। নবী-পত্নী উম্মু হাবীবা (রা) ভিনদেশে হাবশায়, নিজেকে ওয়ালী ব্যতীত নবী (সা) এর কাছে বিবাহ দেন, অথচ সেখানে তার কোনো ওয়ালী উপস্থিত ছিলো না (অনু.)।

٢٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيْمَنْ هَاجَرَ اِلٰى اَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ.

২০৮৬। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (উবায়দুল্লাহ) ইবনে জাহ্‌শের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন এবং স্বামীর সাথে হাবশার ভূমিতে হিজরত করেন। সেখানে তার স্বামী (মুরতাদ অবস্থায়) মারা যাওয়ার পর হাবশা অধিপতি নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাকে বিবাহ দেন। তিনি সেখানে (ওয়ালীবিহীন) অবস্থায় তাদের কাছেই ছিলেন।

بَابٌ فِى الْعَضْلِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ নারীদের বিবাহে বাধাদান নিষিদ্ধ

٢٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِىْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ اُخْتٌ تُخْطَبُ اِلَىَّ فَأَتَانِى ابْنُ عَمٍّ لِىْ فَأَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ اِلَىَّ اَتَانِىْ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُنْكِحُهَا اَبَدًا. قَالَ فَفِىَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ. قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِىْ فَأَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ.

২০৮৭। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার এক বোন ছিলো। তার বিবাহের ব্যাপারে আমার কাছে পয়গাম আসলো। আমার এক চাচাত ভাই আমার কাছে আসলে আমি আমার বোনকে তার সাথে বিবাহ দিলাম। পরে সে তাকে এক তালাক রাজয়ী' দিয়ে এমনভাবে ফেলে রাখলো যে, তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে গেলো। অতঃপর যখন তার বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকলো, আমার চাচাত ভাইও পুনরায় আমার কাছে প্রস্তাব পাঠালো। তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো তাকে তার কাছে বিবাহ দেবো না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আমাকে কেন্দ্র করেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিবে, ইদ্দাতকাল শেষ হওয়ার পর যদি তারা তাদের পূর্ব-স্বামীকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না"... (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩২) তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর আমি আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে বোনটিকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছি।

بَابُ اِذَا اَنْكَحَ الْوَالِيَّانِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ যখন দু'জন ওয়ালী কোনো মেয়েকে বিবাহ দেয়

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِىَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَاَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

২০৮৮। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো নারীকে যদি দু'জন ওয়ালী বিবাহ দেয়, তাহলে প্রথম বিবাহ প্রদানকারীর বিবাহ কার্যকরী হবে। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস দুই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে প্রথম ক্রেতাই তার অধিকারী হবে।

بَابٌ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ.

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মহান আল্লাহর বাণী : "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি গণ্য করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

٢٠٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِىُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ اَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِىُّ وَلاَ اَظُنُّهُ اِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ "لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ" قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا مَاتَ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِىٍّ نَفْسِهَا اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا اَوْ زَوَّجُوْهَا وَاِنْ شَاءُوْا لَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ.

২০৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি গণ্য করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)। তিনি এ আয়াতের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিসরা সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর তার বংশের অভিভাবকের পরিবর্তে মালিক-মুখতার হয়ে বসতো। তাদের কেউ চাইলে তাকে বিবাহ করতো অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতো আবার মর্জি হলে বিবাহ দিতো না। এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

٢٠٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَاَةَ ذِىْ قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتّٰى تَمُوْتَ اَوْ تَرُدَّ اِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَاَحْكَمَ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ.

২০৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি বানানো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)। এ আয়াতটি নাযিল হবার কারণ হচ্ছে এই ঃ কোনো নিকটাত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার বংশের পুরুষরা তার স্ত্রীর মালিক হয়ে বসতো এবং তাকে এমনভাবে অতিষ্ঠ করে তুলতো যে, হয় সে শেষ নাগাদ মৃত্যুবরণ করতো অথবা তার গোটা মোহরানা তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হতো। অতএব আল্লাহ এহেন কাজ নিষিদ্ধ করলেন।

٢٠٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبُّوْيَهِ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللّٰهُ ذٰلِكَ.

২০৯১। উমার (রা)-এর মুক্তদাস উবাইদুল্লাহ-দহহাক (র)..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে (এ আয়াতটির দ্বারা) মানুষকে নসীহত করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِسْتِيْمَارِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ বিবাহের জন্য মেয়েদের অনুমতি চাওয়া

٢٠٩٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ اِلاَّ بِاِذْنِهَا. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ.

২০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত এবং কোন কুমারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। তারা (সাহাবারা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কি? তিনি বললেন ঃ যদি সে নীরব থাকে।

٢٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَبُوْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

২০৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াতীম কুমারী মেয়ে থেকে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। যদি সে চুপ থাকে তবে সেটাই তার সম্মতি। আর যদি সে অস্বীকৃতি বা অসম্মতি প্রকাশ করে, তবে তার উপর কোনো প্রকার জবরদস্তি করা চলবে না। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসের মূল পাঠ ইয়াযীদের। আবু খালিদ সুলায়মান ইবনে হায়্যান ও মুআয ইবনে মু'আয (র), মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ فِيْهِ قَالَ فَاِنْ بَكَتْ اَوْ سَكَتَتْ زَادَ بَكَتْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوْظٍ وَهُوَ وَهْمٌ فِى الْحَدِيْثِ. الْوَهَمُ مِنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ اَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُوْ عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِىْ اَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ سُكَاتُهَا اِقْرَارُهَا.

২০৯৪। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে তন্মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, "তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'যদি সে (কুমারী) আস্তে কাঁদে অথবা নীরব-নিশ্চুপ থাকে'। 'বাকাত্' শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'বাকাত্' শব্দটি নির্ভরযোগ্য নয়। এটি হাদীসের মধ্যে একটি ভ্রম। ইবনে ইদরীস থেকে এই ভ্রম হয়েছে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কুমারী তো (এ ব্যাপারে) কথাবার্তা বলতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বললেন ঃ তার চুপ থাকাই তার স্বীকৃতি।

٢٠٩٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ حَدَّثَنِىَ الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمِرُوا النِّسَاءَ فِىْ بَنَاتِهِنَّ.

২০৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারীদের থেকে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করো (কেননা পিতার চেয়ে মাতাই তার সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিফহাল)।

بَابٌ فِى الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا اَبُوْهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ পিতা তার কুমারী কন্যাকে তার অমতে বিবাহ দিলে

٢٠٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক যুবতী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (উক্ত বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার) এখতিয়ার দিলেন।

٢٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهٰكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلاً مَعْرُوْفٌ.

২০৯৭। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) 'ইবনে আব্বাস (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি'। অনুরূপভাবে অন্যরাও এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই প্রসিদ্ধ।

بَابٌ فِى الثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ স্বামীহীনা নারী সম্বন্ধে

٢٠٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِىْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ.

২০৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা মহিলা তার অভিভাবকের চেয়ে নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং কুমারীর বিবাহের ব্যাপারে তার সম্মতি নিতে হবে এবং চুপ থাকাটাই তার সম্মতি। হাদীসের মূল পাঠ আল-কা'নাবীর।

٢٠٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا اَبُوْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْهَا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ.

২০৯৯। আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল (র) থেকে উক্ত সনদে (হাদীসটি) একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। বিধবা নারী তার অভিভাবকের চাইতে নিজের ব্যাপারে অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন। আর কুমারী মেয়ে থেকে তার পিতা সম্মতি গ্রহণ করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসে বর্ণিত 'আবুহা' (তার পিতা) শব্দটি সংরক্ষিত নয়।

٢١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا.

২১০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা নারীর উপর তার অভিভাবকের কোনো কর্তৃত্ব নেই, আর ইয়াতীম কুমারী মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং তার চুপ থাকাই তার স্বীকারোক্তি।

٢٠٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَىْ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

২১০১। খানসাআ বিনতে খিযাম আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছেন যখন তিনি বয়স্কা (সাবালিকা) হয়েছেন। অথচ তিনি এ বিবাহ অপছন্দ করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা জানালে তিনি তার সেই বিবাহ রদ করে দেন।

بَابٌ فِى الْأَكْفَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ কুফু বা সমতা

٢١٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَافُوْخِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِىْ بَيَاضَةَ اَنْكِحُوْا اَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِ. وَقَالَ إِنْ كَانَ فِىْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

২১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হিন্দ (নামে জনৈক সাহাবী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার তালুতে রক্তমোক্ষণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বায়াদা সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের গোত্রের একটি মেয়ে আবু হিন্দের কাছে বিবাহ দাও। ফলে তারা তাদের একটি কন্যা তার কাছে বিবাহ দিলো এবং তিনি বললেন ঃ তোমরা যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করো সেগুলোর মধ্যে উপকার থাকলে তা রক্তমোক্ষণেই।

بَابٌ فِىْ تَزْوِيْجِ مَنْ لَمْ يُوْلَدْ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে এখনো জন্মগ্রহণ করেনি তাকে বিবাহ দেয়া

٢١٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِىُّ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ حَدَّثَنِىْ سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُوْنَةَ

بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ اَبِىْ فِىْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِىْ وَهُوَ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِىْ فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ حَضَرْتُ جَيْشَ عَثْرَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى جَيْشُ غَثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ مَنْ يُّعْطِيْنِىْ رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ أُزَوِّجُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تَكُوْنُ لِىْ فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِىْ ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتّٰى عَلِمْتُ اَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ اَهْلِىْ جَهِّزْهُنَّ اِلَىَّ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَفْعَلَ حَتّٰى اَصْدِقَ صَدَاقًا جَدِيْدًا غَيْرَ الَّذِىْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ اَنْ لاَ أُصْدِقَ غَيْرَ الَّذِىْ اَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِقَرْنٍ اَىُّ النِّسَاءِ هِىَ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ رَأَيْتِ الْقَتِيْرَ قَالَ أَرٰى اَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ فَرَاعَنِىْ ذٰلِكَ وَنَظَرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ مِنِّىْ قَالَ لاَ تَأْثَمُ وَلاَ صَاحِبُكَ يَأْثَمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْقَتِيْرُ الشَّيْبُ.

২১০৩। সারা বিনতে মিকসাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মায়মূনা বিনতে কারদাম (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বিদায়) হজ্জে রওয়ানা হলাম। এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলে, আমার পিতা তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলো শিক্ষকদের হাতে যেরূপ দোররা বা ছড়ি থাকে অনুরূপ একটি দোররা। আমি বেদুঈন ও জনসাধারণকে বলতে শুনেছি, দোররা থেকে দূরে থাকো, দোররা থেকে দূরে থাকো, দোররা থেকে দূরে থাকো। অতঃপর আমার পিতা তাঁর কাছে গিয়েই তাঁর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে (নবী হিসাবে) স্বীকৃতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার কাছে থামলেন এবং তার কথা শুনলেন। আমার পিতা বলেন, আমি (জাহিলী যুগে) 'আসরান' যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় 'গাস্‌রান'। এ সময়

তারিক ইবনুল মুরাক্কা' (নামের এক ব্যক্তি) বললো, কে আমাকে একটি তীর দিবে, তার বিনিময়ে আছে পুরস্কার। আমি বললাম, তার পুরস্কারটি কি? সে বললো, আমার সর্বপ্রথম যে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করবে তাকে তার কাছে বিবাহ দিবো। আমি আমার তীরটি তাকে দিলাম। এরপর আমি সে সময় পর্যন্ত তাদের থেকে দূরে অনুপস্থিত রইলাম, যাবৎ আমি জানতে পারলাম যে, তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে বালেগাও হয়েছে। অতঃপর আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, এবার আমার স্ত্রী আমার নিকট অর্পণ করো। সুতরাং তারা তাকে আমার নিকট সোপর্দ করতে প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু সে (মেয়ের পিতা তারিক) শপথ করে বললো, আমার ও তার মাঝে পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিলো তার অতিরিক্ত যে পর্যন্ত আমি নতুনভাবে মোহর আদায় না করি ততক্ষণ আমার কন্যা তাকে দিবো না। অপরদিকে আমিও শপথ করেছি যে, পূর্বে যা তাকে দিয়েছি, সেটি ব্যতীত অন্য কোনো মোহর আমি দিবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা। সে বর্তমানে একজন মহিলা। বোধ হয় সে তোমাকে দেখেছে। তিনি আরো বললেন ঃ আমি মনে করি তাকে পরিত্যাগ করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি (কারদাম) বলেন, আমি যে কসম করেছি সেজন্য আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম এবং এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। তিনি আমার অবস্থা অনুধাবন করে বললেন ঃ কসমের দ্বারা তোমারও কোনো গুনাহ হবে না, আর তোমার প্রতিপক্ষেরও কোনো গুনাহ হবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-কাতীর' অর্থ বার্ধক্য।

টীকা ঃ যার জন্মই হয়নি তাকে বিবাহ দেয়া বাতিল, এর কোন কার্যকারিতা নাই (সম্পা.)।

٢١٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ اَنَّ خَالَتَهُ اَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ هِىَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَتْ بَيْنَا اَبِىْ فِىْ غَزَاةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذْ رَمَضُوْا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُّعْطِيْنِىْ نَعْلَيْهِ وَاَنْكِحُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تُوْلَدُ لِىْ فَخَلَعَ اَبِىْ نَعْلَيْهِ فَاَلْقَاهُمَا اِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيْرِ.

২১০৪। ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (র) থেকে বর্ণিত। তার খালা তাকে জনৈকা নারীর সূত্রে বলেছেন। উক্ত মহিলাটি মানুষের নিকট সত্যবাদিনী মহিলাই বটে। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে একদা আমার পিতা এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন যেখানে তপ্ত বালির গরমে তাদের চলাফেরা অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো। জনৈক ব্যক্তি বললো, কে আমাকে তার জুতাজোড়া দিবে? পুরস্কারস্বরূপ আমার সর্বপ্রথম যে কন্যাটি জন্ম নিবে, তাকে আমি তার

কাছে বিবাহ দিবো। এতদশ্রবণে আমার পিতা তার জুতাজোড়া তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো এবং সে বালেগাও হলো।... এরপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বাকী অংশটুকু বর্ণনা করেছেন, তবে এখানে 'আল-কাতীর' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

بَابُ الصَّدَاقِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ দেনমোহর

٢١٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوْقِيَةً وَنَشٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوْقِيَةٍ.

২১০৫। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরানা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বারো উকিয়া ও এক নাস্‌স।' আমি বললাম, 'নাস্‌স্‌' কি? তিনি বললেন, এক উকিয়ার অর্ধেক।

টীকা ঃ এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম। সুতরাং বারো উকিয়া ও এক নাস্‌সের পরিমাণ পাঁচশ' দিরহাম (অনু.)।

٢١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوْا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً مِنْ نِّسَائِهِ وَلاَ أَصْدَقَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً.

২১০৬। আবুল আজফা আস্‌-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের দেনমোহর অধিক ধার্য করে সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা যদি তা দুনিয়ার মধ্যে মর্যাদা দানকারী এবং আল্লাহর নিকট পরহেযগারীর কোনো বস্তু হতো, তাহলে তোমাদের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অধিক উত্তম ছিলেন। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের কারো দেনমোহর এবং তাঁর কন্যাদের কারো দেনমোহর বারো উকিয়ার বেশী ধার্য করেননি।

٢١٠٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِىُّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ اَرْبَعَةَ اٰلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيْلَ ابْنِ حَسَنَةَ. قَالَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَسَنَةُ هِىَ أُمُّهُ.

২১০৭। উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (প্রথমে) উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। (মুসলমানদের দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের সময় তিনিও তাঁর স্বামীর সাথে তথায় হিজরত করেছিলেন)। পরে উবাইদুল্লাহ হাবশা ভূমিতে মৃত্যুবরণ করলে হাবশা অধিপতি নাজাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে দেনমোহর আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাকে শুরাহবীল ইবনে হাসানার মারফত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মদীনায়) পাঠিয়ে দেন। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, 'হাসানা' হলেন শুরাহবীলের মাতা।

٢١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ النَّجَاشِىَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى صَدَاقِ اَرْبَعَةِ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَالِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ.

২১০৮। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। আন-নাজাশী (র) আবু সুফিয়ান-কন্যা উম্মু হাবীবা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দেন এবং চার হাজার দিরহাম মোহর ধার্য করেন। তিনি বিষয়টি লিখিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি তা কবুল করেন।

بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ

٢١٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ

وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأٰى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاهٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ النَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَالنَّشُّ عِشْرُوْنَ وَالْأُوْقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ.

২১০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র শরীরে জা'ফরানের চিহ্ন দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছো? তিনি বলেন, আমি তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ দিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওলীমার (বিবাহভোজের) আয়োজন করো, যদিও তা একটিমাত্র ছাগল দ্বারা হয়। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, এক নাওয়াত পাঁচ দিরহাম, এক নাশ্ বিশ দিরহাম এবং এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদের মতে ওলীমা করা ওয়াজিব, অন্যান্য মাযহাবমতে সুন্নাত। বাসরের পরে ভোজ অনুষ্ঠানকে ওলীমা বলা হয় (অনু.)।

٢١١٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيْلَ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطٰى فِيْ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوْفًا وَرَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلٰى مَعْنَى الْمُتْعَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلٰى مَعْنٰى اَبِىْ عَاصِمٍ.

২১১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি এক মুষ্টি ছাতু কিংবা খোরমা মোহরানা বাবদ প্রদান করলে তার

বিবাহ বৈধ হলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উক্ত হাদীস আবদুর রহমান ইবনে মাহদী... জাবের (রা) থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আবু আসিম... জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক মুষ্টি খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ফায়দা ভোগ করতাম। 'মুত'আ' বিবাহের মধ্যেই এরূপ হতো (যা পরে চিরকালের জন্য রহিত হয়ে গেছে)। আবু দাউদ বলেন, ইবনে জুরাইজ আবুয-যুবাইরের উদ্ধৃতি দিয়ে জাবের (রা) থেকে আবু আসিমের বর্ণনার অর্থে রিওয়ায়াত করেছেন।

টীকা ঃ মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ ও আহ্মাদ (র)-এর মতে এর কোন সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দশ দিরহাম (সম্পা.)।

بَابٌ فِى التَّزْوِيْجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে বিবাহ অনুষ্ঠান

٢١١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِىْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ قَالَ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ اِزَارِىْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَرَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২১১১। সাহল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দেহকে (বিবাহের জন্য) আপনার সমীপে সমর্পণ করলাম। অতঃপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। জনৈক (আনসারী) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার

সাথে বিবাহ দিন, যদি তাকে আপনার প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাকে মোহরানা বাবত দিতে পারো এমন কোনো জিনিস তোমার নিকট আছে কি? সে বললো, আমার এই পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আমার কাছে আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি তোমার পরিধেয় তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি তো (ঘরেই) বসে যাবে। কেননা তোমার কাছে যে অন্য কোনো পরিধেয় বস্ত্র নেই। সুতরাং খোঁজ করে দেখো কোনো জিনিস পাও কিনা? সে বললো, আমি কিছুই পাচ্ছি না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ যাও এবং খুঁজে দেখো এমনকি তা যদি লোহার একটি আংটিও হয়। লোকটি খোঁজ করলো, কিন্তু কিছুই পেলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জানো? সে উত্তর দিলো, হাঁ, আমি অমুক অমুক সূরা, কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করে বললো, এগুলো মুখস্থ জানি। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জানো, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম (তাকে এগুলো শিক্ষা দান করো)।

٢١١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَفْصُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِىِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الْإِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اَوِ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَ قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ اٰيَةً وَهِىَ اِمْرَأَتُكَ.

২১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় রাবী পরিধেয় বস্ত্র ও আংটির উল্লেখ করেননি।... অতঃপর নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনের কোন্ অংশটি তোমার মুখস্থ আছে? সে বললো, সূরা আল-বাকারা অথবা তার সংলগ্ন সূরাটি। তখন তিনি বললেন ঃ যাও। তাকে বিশটি আয়াত শিক্ষা দাও এবং সে তোমার স্ত্রী।

٢١١٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُوْلٌ يَقُوْلُ لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১১৩। মাকহূল (র) থেকে সাহল (রা)-র হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। মাকহূল (র)

বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওফাতের) পরে কারোর জন্য মোহর ব্যতীত বিবাহ দেয়া জায়েয নেই।

بَابُ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا حَتّٰى مَاتَ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যে ব্যক্তি মোহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করলো এবং এই অবস্থায় মারা গেলো

٢١١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِهِ فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

২১১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত, যে কোনো নারীকে বিবাহ করার পর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার সাথে সহবাসও হয়নি এবং কোনো মোহরানাও ধার্য করেনি। তিনি বললেন, সে পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী হয়েছে, তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে এবং স্বামীর সম্পদের মীরাসও পাবে। এ সময় মা'কিল ইবনে সিনান (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরওয়াআ বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে অনুরূপ ফয়সালা দিতে শুনেছি।

٢١١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ فَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ.

২১১৫। উসমান ইবনে আবু শায়বা (র) তার সনদ পরম্পরায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ وَاَبِىْ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اُتِىَ فِىْ رَجُلٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ

قَالَ فَاخْتَلَفُوْا اِلَيْهِ شَهْرًا اَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَاِنِّىْ اَقُوْلُ فِيْهَا اِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ قَالَ وَاِنَّ لَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَاِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ يَّكُ خَطَأً فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيَّانِ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ اَشْجَعَ فِيْهِمُ الْجَرَّاحُ وَاَبُوْ سِنَانٍ فَقَالُوْا يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ نَحْنُ نَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِيْنَا فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَاِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الْاَشْجَعِىُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَرَحًا شَدِيْدًا حِيْنَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত। উক্ত হাদীসের (পূর্বে বর্ণিত) ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-র কাছে আনীত হলে এক মাস ধরে অথবা অনেকবার তারা (সাহাবীগণ) মতভেদ করেন। এরপর তিনি (ইবনে মাসঊদ) বলেন, আমি ঐ নারীর জন্য ফতোয়া দিচ্ছি যে, সে তার বংশের নারীর সমপরিমাণ মোহর পাবে, এতোটুকু কমও নয়, বেশীও নয় এবং তার জন্য মীরাসের অংশও রয়েছে। আর তাকে ইদ্দাতও পালন করতে হবে। এটা আমার (ইজতিহাদ প্রসূত) অভিমত, এটা নির্ভুল হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহমাত্র; আর যদি ভুল হয়, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পূর্ণ নির্দোষ। অতঃপর আশজা' গোত্রের আল-জাররাহ ও আবু সিনান (রা)-সহ কয়জন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইবনে মাসঊদ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে হেলাল ইবনে মুররার স্ত্রী বিরওয়াআ' বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছিলেন– যেরূপ আপনি ফতোয়া দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ যখন দেখলেন যে, তার ফতোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতোয়ার মতই হয়েছে, তখন তিনি অত্যধিক আনন্দিত হলেন।

٢١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَصْبَغِ الْحَرَّانِىُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اَتَرْضٰى اَنْ اُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ تَرْضَيْنَ اَنْ اُزَوِّجَكِ فُلاَنًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ اَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِىْ فُلاَنَةً وَلَمْ اَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ اُعْطِهَا شَيْئًا وَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ اَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِىْ بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَحَدِيْثُهُ اَتَمُّ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُخَافُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا.

২১১৭। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি পছন্দ করো যে, আমি তোমার সাথে অমুক মহিলার বিবাহ দেই? সে বললো, হাঁ। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলাকেও বললেন ঃ আমি যদি তোমাকে অমুক পুরুষের সাথে বিবাহ দেই তবে তাতে তুমি রাজী হবে? সে বললো, হাঁ। অতএব একজন অপরজনকে। বিবাহ করলো। অতঃপর সে ব্যক্তি তার সাথে সঙ্গম করলো, কিন্তু তার জন্য সে কোনো মোহরানা নির্ধারণও করেনি এবং তাকে নগদ কিছু দেয়ওনি। লোকটি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তথায় উপস্থিত ছিলো। যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকে খায়বারের এক এক অংশ দেয়া হয়েছিল। এরপর যখন তার ওফাতের সময় উপস্থিত হলো তখন সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে অমুক মহিলার বিবাহ দিয়েছিলেন, অথচ আমি তার (স্ত্রীর) জন্য কোনো মোহরানাও নির্ধারণ করিনি, আর তাকে নগদ কিছু দেইওনি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তার মোহরানা বাবদ আমার খায়বারের অংশটুকু তাকে দান করলাম। সে (স্ত্রী) তা গ্রহণ করে এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের শুরুতে অধস্তন রাবী উমার ইবনুল খাত্তাব (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাদাসিধে সহজ পদ্ধতিতে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় সে বিবাহই উত্তম'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে বললেন... অতঃপর হাদীসের বাকী অংশটুকু একইরূপ

বর্ণনা করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আমি শংকিত যে, এই হাদীস পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। কারণ বিষয়টি ভিন্নরূপ।

بَابٌ فِىْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ বিবাহের খুতবা

٢١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِىْ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِى النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ الْمَعْنٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَاَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اِنَّ.

২১১৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিবাহের খুতবা (নিম্নে বর্ণিতভাবে) শিক্ষা দান করেছেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এক আল্লাহই। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর কাছে পানাহ চাই আমাদের দেহ ও আত্মার সমস্ত অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত (সৎপথ) দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সৎপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে চাওয়া-নেওয়া এবং আত্মীয়-স্বজনদের (সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করার) ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের (যাবতীয় কার্যকলাপের) উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান"। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)। "হে ঈমানদারগণ! সঠিক (সত্য) কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম গুছিয়ে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে মহাসাফল্য অর্জন করবে" (সূরা আহযাব ঃ ৭০-৭১)।

٢١١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

২১১৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন, তখন পূর্ব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত বক্তব্যের অনুরূপ বলতেন। অবশ্য وَرَسُوْلُهُ বলার পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলোও উল্লেখ করতেন ঃ "তাঁকে তিনি সত্য (দীন)-সহ কিয়ামতের আগে পাঠিয়েছেন (মু'মিনদের জন্য) সুসংবাদ প্রদানকারী এবং (কাফির ও পাপীদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে সে কেবল নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনবে, কিন্তু আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।"

٢١٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بَدْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ اَخِىْ شُعَيْبٍ الرَّازِىِّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَنْكَحَنِىْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَشَهَّدَ. قَالَ لَنَا اَبُوْ عِيْسٰى بَلَغَنَا اَنَّ اَبَا دَاوُدَ قِيْلَ لَهُ يَجُوْزُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ وَفِىْ هٰذَا اَحَادِيْثُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১২০। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সুলাইম গোত্রীয় জনৈক

ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উমামা বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে (বিবাহ করার) প্রস্তাব পাঠালে তিনি খুতবা ছাড়াই আমাকে বিবাহ করিয়ে দিলেন। আবু ঈসা (র) আমাদের বলেন, আমরা অবগত হয়েছি যে, আবু দাউদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কি জায়েয? তিনি বলেন, হাঁ। এই বিষয়ে নবী (সা)-এর কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

টীকা ঃ খুতবা পাঠ ছাড়াও বিবাহ জায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِىْ تَزْوِيْجِ الصِّغَارِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ নাবালেগকে বিবাহ দেয়া

٢١٢١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِىْ وَاَنَا بِنْتُ تِسْعٍ.

২১২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করেন তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর। অধস্তন রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় ছয় বছর। আর যখন আমার সাথে বাসর যাপন করেন তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।

بَابٌ فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ কুমারী স্ত্রীর কাছে অবস্থান করা

٢١٢٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ.

২১২২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামাকে বিবাহ করেন তখন তার কাছে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার পরিজনের নিকট তুচ্ছ বা অবহেলিত নও। যদি তুমি চাও তাহলে

আমি তোমার জন্যে সাত দিন দিতে পারি। তবে যদি তোমাকে সাত দিন দেই, তাহলে আমার সমস্ত স্ত্রীদেরকেও সাত দিন করে দিতে হবে।

টীকা ঃ একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে রাত যাপন থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ঘর-বাড়ি যাবতীয় জিনিসেই সমান ইনসাফ করা ওয়াজিব। চাই স্ত্রী নতুন হোক কিংবা পুরাতন, কুমারী বা বিধবা, যুবতী কিংবা বৃদ্ধা। কোনো অবস্থাতেই পার্থক্য করা চলবে না। তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দিলে সেটা আলাদা কথা (অনু.)।

٢١٢٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا. وَقَالَ حَدَّثَنِىْ هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسٌ.

২১২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফিয়্যা (রা)-কে গ্রহণ করলেন (এবং তিনি তাকে বিবাহ করলেন) তখন তিনি তার কাছে তিন দিন অবস্থান করেছেন। (বর্ণনাকারী) উসমান বলেন, তিনি বিধবা ছিলেন।

٢١٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. وَلَوْ قُلْتُ اِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ.

২১২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়েকে বিবাহ করে, সে যেন কুমারী স্ত্রীর কাছে সাত দিন কাটায়। আর যদি কেউ (কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায়) বিধবাকে বিবাহ করে তবে সে বিধবার কাছে যেন তিন দিন কাটায়। (বর্ণনাকারী আবু কিলাবা বলেন) যদি আমি একথা বলি যে, তিনি (আনাস রা.) এ হাদীসটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত) পৌঁছিয়েছেন, তাও আমি সত্য বলবো। তবে তিনি বলেছেন, এরূপ করাই সুন্নাত।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে নগদ কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে বসবাস করতে চায়

٢١٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا

سَعِيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ. قَالَ اَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ.

২১২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তাকে (স্ত্রীকে) কিছু জিনিস দাও। তিনি বললেন, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তোমার হুতামী বর্মটি কোথায়?

٢١٢٦- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ حَمْزَةَ حَدَّثَنِيْ غَيْلاَنُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهَا دِرْعَكَ فَاَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا.

২১২৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাওবান (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। আলী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করেন এবং তার (ফাতিমার) সাথে একত্রে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তাকে কিছু জিনিস না দেয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যেতে তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কিছুই নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমার বর্মটি দাও। অতএব তিনি তাকে তার বর্মটি প্রদান করে বাসর যাপন করলেন।

٢١٢٧- حَدَّثَنَا كَثِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

২১২৭। ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُدْخِلَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا قَبْلَ اَنْ يُّعْطِيَهَا شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَخَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

২১২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন জনৈকা নারীকে কোনো জিনিস (স্বামীর তরফ থেকে) দেয়ার পূর্বেই বসবাসের জন্য স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেই। আবু দাউদ (র) বলেন, খায়ছামা (র) আয়েশা (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

টীকা ঃ বাসর যাপনের পূর্বে স্ত্রীকে কিছু জিনিস প্রদান করা ওয়াজিব নয়, তবে মানসিক প্রশান্তির জন্য কিছু দেয়া উত্তম। যেমন নবী (সা) আলী (রা)-কে পরামর্শ দিয়েছেন (অনু.)।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نُكِحَتْ عَلٰى صَدَاقٍ اَوْ حِبَاءٍ اَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اُعْطِيَهُ وَاَحَقُّ مَا اُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ اَوْ اُخْتُهُ.

২১২৯। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাকে মোহরানা অথবা দান অথবা অন্য কোন প্রকারে পাত্রের পক্ষ থেকে কিছু দেয়া হলে স্ত্রীলোকটি সেটার অধিকারিণী। আর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যা কিছু প্রদান করা হয় তা যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই তার মালিক হবে। তবে বিবাহ উপলক্ষে কোন ব্যক্তি তার কন্যা অথবা বোনকে কিছু উপঢৌকন দিলে সেটা অত্যন্ত সম্মানজনক।

بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ নতুন দম্পতির জন্য যেভাবে দু'আ করবে

٢١٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّأَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

২১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহের পর মুবারকবাদ দিতেন তখন বলতেন ঃ 'আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় হোক'।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلٰى

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ কোনো ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহের পর তাকে গর্ভবতী পেলে

٢١٣١- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى السَّرِيِّ الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِىْ سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَاِذَا هِىَ حُبْلٰى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَاِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا وَقَالَ ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ فَاجْلِدُوْهَا اَوْ قَالَ فَحُدُّوْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَرْسَلُوْهُ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِىْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ بَصْرَةَ بْنَ اَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ.

২১৩১। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক আনসারী ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আবুস-সারী বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আনসার' শব্দ বলেননি। অতঃপর সমস্ত বর্ণনাকারী এক হয়ে বর্ণনা করেছেন। 'বাসরা' নামে এক ব্যক্তি জনৈকা কুমারী মেয়েকে আড়ালের মধ্যে (না দেখে) বিবাহ করে যখন তার কাছে নিভৃতে বাসর যাপন করলো তখন দেখলো সে (স্ত্রী) গর্ভবতী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যে তার

(শরীরের) বিশেষ অংশ উপভোগ করেছো তজ্জন্য তোমাকে মোহরানা দিতে হবে। আর যে সন্তানটি জন্ম নেবে সে তোমার গোলাম হবে। আর সে সন্তান প্রসব করার পর তুমি বা তোমরা তাকে চাবুক মারো অথবা বলেছেন ঃ তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করো। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি কাতাদা (র) সাঈদ ইবনে ইয়াযীদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর ইয়াযীদ ইবনে নুয়াইমের উদ্ধৃতি দিয়ে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে, আর আতা আল-খোরাসানী সরাসরি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু এদের সকলের বর্ণিত হাদীস 'মুরসাল।' তবে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীরের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, 'বাসরা ইবনে আকসাম জনৈকা নারীকে বিবাহ করেন।' অবশ্য সমস্ত বর্ণনাকারী তাদের হাদীসে বলেছেন, তিনি 'সন্তানটিকে তার গোলামে পরিণত করেছেন'।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ اَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ اَتَمُّ.

২১৩২। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। বাসরা ইবনে আকসাম নামে জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করলো। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে, 'এবং তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছেন'। তবে ইবনে জুরাইজের বর্ণিত হাদীসটি সবদিক থেকে পরিপূর্ণ।

بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ স্ত্রীদের মধ্যে সার্বিক ইনসাফ কায়েম করা

٢١٣٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

২১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'জন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন পঙ্গু অবস্থায় উপস্থিত হবে।

٢١٣٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِي

قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ.

২১৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীদের প্রতি) ইনসাফভিত্তিক পালা বণ্টন করে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে সমতা ও ইনসাফ, যতটুকু আমার আয়ত্তে রয়েছে। আর যেটা তোমার নিয়ন্ত্রণে, আমার সাধ্য বহির্ভূত তাতে যদি কারোর প্রতি কম-বেশী হয়ে যায় তজ্জন্য তুমি আমাকে অভিযুক্ত করো না'।

٢١٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْقَسْمِ مِنْ مَكْثِهِ عِنْدَنَا. وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ اِلاَّ وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتّٰى يَبْلُغَ اِلَى الَّتِىْ هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِيْنَ اَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ اَنْ يُفَارِقَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَوْمِىْ لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُوْلُ فِىْ ذٰلِكَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِىْ اَشْبَاهِهَا اُرَاهُ قَالَ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا.

২১৩৫। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, হে ভাগ্নে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (স্ত্রীদের) কাছে পালাক্রমে রাত যাপনের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু তিনি আমাদের সকলের কাছে আসতেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট গমন করতেন, তবে কাউকে স্পর্শ (সঙ্গম) করতেন না। অবশেষে যার কাছে রাত কাটাবার পালা হতো, তিনি সেখানে রাত কাটাতেন। সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) যখন বার্ধক্যে পৌঁছলেন আর আশংকা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাক দিবেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে আপনার বসবাসের পালার দিনটি আমি আয়েশাকে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আয়েশা

(রা) বলেন, আমরা বলতাম, এ প্রসঙ্গে এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যাপারকে উদ্দেশ্য করে মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ নাযিল করেছেন ঃ "যদি কোনো নারী তার স্বামীর তরফ থেকে নিষ্ঠুরতা কিংবা উপেক্ষিত হবার আশংকা করে..." (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)।

٢١٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا اِذَا كَانَ فِىْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ اَقُوْلُ اِنْ كَانَ ذَاكَ اِلَىَّ لَمْ اُوْثِرْ اَحَدًا عَلٰى نَفْسِىْ.

২১৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো..." (৩৩ সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৫১) নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের পালায় (পরিবর্তনের জন্য) আমাদের থেকে অনুমতি নিতেন। মু'আযা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম, পালার দিনটি যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিতে চাই না।

٢١٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلَى النِّسَاءِ يَعْنِىْ فِىْ مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَدُوْرَ بَيْنَكُنَّ فَاِنْ رَاَيْتُنَّ اَنْ تَأْذَنَّ فَاَكُوْنَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ. فَاَذِنَّ لَهُ.

২১৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইনতিকাল করেছেন সেই সময় সকল স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলে একত্র হলে তিনি বললেন ঃ আমি পালাক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর মতো শক্তি পাচ্ছি না। যদি তোমরা সকলে ভালো মনে করো, তাহলে আমাকে আয়েশার নিকট অবস্থানের অনুমতি দাও। তারা সকলে তাঁকে অনুমতি দিলেন।

٢١٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

২১৩৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন সকল স্ত্রীর নামে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। সুতরাং লটারীতে তাদের মধ্যে যার নাম উঠতো তিনি তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পালাক্রমে রাত ও দিন ভাগ করে নিতেন। তবে যাম'আর কন্যা সাওদা (রা) তার পালার দিনটি আয়েশা (রা)-কে দান করেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارُهَا

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য তার বাড়ির শর্ত করে

٢١٣٩- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

২১৩৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে যে অংগীকার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করেছো তা পূরণ করা অধিক অগ্রগণ্য।

টীকা ঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় স্ত্রী আইনানুগ কোন শর্ত আরোপ করলে এবং স্বামী তা মেনে নিলে অথবা স্বামী তাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যেমন বিবাহের সময় স্ত্রী শর্ত আরোপ করলো যে, সে যেখানে বসবাস করতে চায় তাকে তথায় রাখতে হবে, সেখান থেকে অন্যত্র তাকে নেয়া যাবে না। স্বামী এই শর্ত মেনে নিয়ে থাকলে সে তার সম্মতি ব্যতীত এর বিপরীত করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, বিবাহের সময় উত্থাপিত বা গৃহীত শর্তাবলী অবশ্যই ইসলামী আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ.

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

٢١٤٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ

عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ اَنْ يُّسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنِّىْ أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ اَنْ يَّسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

২১৪০। কায়েস ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (কুফার) আল-হীরা এলাকায় পৌঁছে দেখতে পেলাম, সেখানকার লোকজন তাদের নেতাকে সিজদা করছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তো সিজদা পাবার সর্বাধিক যোগ্য। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললাম, আমি আল-হীরা এলাকায় দেখে এসেছি যে, তথাকার লোকজন তাদের নেতাকে সিজদা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো সবচেয়ে বেশি যোগ্য যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আমার (মৃত্যুর পর) কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো তখন কি তুমি সেটাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ সাবধান! এরূপ করো না। কারণ আমি যদি কোন মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে, এজন্য যে, আল্লাহ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার ধার্য করেছেন।

٢١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

২১৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর স্ত্রী না আসে এবং স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ নারীকে অভিসম্পাত করতে থাকেন।

بَابٌ فِىْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

٢١٤٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِىُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ اَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلاَ تُقَبِّحْ اَنْ تَقُوْلَ قَبَّحَكِ اللّٰهُ.

২১৪২। হাকীম ইবনে মু'আবিয়া আল-কুশাইরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও খাবার দেবে। আর যখন তুমি (বস্ত্র) পরিধান করবে অথবা যখন তুমি রুজি রোজগার করবে তখন তাকেও পোশাক-পরিচ্ছদ দিবে। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের ভিতরেই রাখো। আবু দাউদ (র) বলেন, 'ওয়ালা তুকাব্বিহ' অর্থ তোমার একথা বলা– আল্লাহ তোমার কুৎসা করুন।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِىْ مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ ائْتِ حَرْثَكَ اَنّٰى شِئْتَ وَاَطْعِمْهَا اِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلاَ تَضْرِبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى شُعْبَةُ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ.

২১৪৩। বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আমাদের স্ত্রীদের কোন স্থানে সঙ্গম করবো, আর কোনটি বর্জন করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ফসল উৎপাদন ভূমিতে (সম্মুখের লজ্জাস্থানে) সঙ্গম করো যেভাবে চাও। আর তুমি যখন খাবে তাকেও তখন খেতে দাও এবং নিজে যখন পরিধান করো তখন তাকেও পরিধান করতে দাও। তার মুখে গালি ছুড়ে মেরো না এবং তাকে মারধর করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা বর্ণনা করেছেন, যখন তুমি খাও তখন তাকেও খাবার দাও। আর যখন তুমি পরিধান করো তখন তাকেও পরিধেয় সরবরাহ করো।

٢١٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْمُهَلَّبِىُّ النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ

بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَزِيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِيْ نِسَائِنَا قَالَ اَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَلاَ تَضْرِبُوْهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوْهُنَّ.

২১৪৪। মু'আবিয়া আল-কুশাইরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেলেন ঃ তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দাও এবং তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করতে দাও। তাদেরকে মারধর করো না এবং অশালীন গালিগালাজও করো না।

بَابٌ فِيْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ স্ত্রীদেরকে আঘাত করা সম্পর্কে

٢١٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ.

২১৪৫। আবু হুররা আর-রাকাশী (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অবাধ্য হওয়ার আশংকা করো, তবে তাদের থেকে তোমাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে নাও। হাম্মাদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সঙ্গম বর্জন করো।

টীকা ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে মান্য না করে এবং অবাধ্য হয় তাহলে স্বামী তাকে বশে আনার জন্য তার সাথে সংগম বর্জন করতে পারে। হাদীসে সূরা আন-নিসার ৩৪ নং আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (সম্পা.)।

٢١٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ خَلَفٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ. قَالَ لَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ.

২১৪৬। ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ যুবাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না। অতঃপর উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, নারীগণ তাদের স্বামীদের উপর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। এরপর তিনি (সা) তাদেরকে হালকা আঘাত করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর বহু সংখ্যক নারী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ পেশ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বহু সংখ্যক নারী তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মুহাম্মাদের পরিবারে এসেছে। সুতরাং যারা এভাবে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আমাদের বলেন, তিনি আবদুল্লাহ (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ.

২১৪৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ভদ্রতা ও শালীন আচরণ শিখানোর জন্য প্রহার করলে তার জন্য অভিযুক্ত হবে না।

টীকা ঃ কুরআন মাজীদে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আর-রূম ঃ ২১)। স্ত্রী অন্যায়ভাবে অবাধ্য হলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপদেশ দিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। আঘাত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সর্বশেষ পর্যায়ে। এক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, এমনভাবে হালকা আঘাত করতে বলা হয়েছে যাতে শরীরের চামড়ার উপর দাগ না পড়ে। পরিবারের কর্তা হিসাবে স্বামীকে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কিছু শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ারও দেয়া হয়েছে (সম্পা.)।

بَابٌ فِيْ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ চোখ সংযত রাখার জন্য যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٢١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ

بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ.

২১৪৮। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তৎক্ষণাত তোমার চোখ ফিরিয়ে নাও।

٢١٤٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْاَيَادِىِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ.

২১৪৯। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আলী! কোনো বেগানা নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিও না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য নয়।

٢١٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

২১৫০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো মহিলা অন্য কোনো মহিলার দেহের সাথে মিশে তার অঙ্গের দিকে তাকিয়ে অথবা স্পর্শ করে এমনভাবে তার বর্ণনা নিজের স্বামীর কাছে যেন না দেয়, সে যেন তাকে চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে।

٢١٥١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى اِمْرَأَةً فَدَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِىْ نَفْسِهِ.

২১৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বেগানা নারীকে দেখে ফেললেন। তৎক্ষণাত তিনি (স্ত্রী) যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-র কাছে গমন করে নিজের প্রয়োজন মেটালেন, অতঃপর সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ নারী শয়তানের বেশে সামনে আসে। সুতরাং তোমাদের কারো অন্তরে যদি এরূপ কিছু জাগ্রত হয় সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা এতে তার অন্তরের সুপ্ত বাসনাটি দুর্বল হয়ে যাবে।

টীকা ঃ ইসলামী শরী'আত মহিলাদেরকে শালীন পোশাক পরিধান করে প্রয়োজনবোধে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কোন নারী যদি সেই নির্দেশ লংঘন করে অশালীন পোশাক পরিধান করে বাড়ির বাইরে যায় তাহলে শয়তান তার শিকার ধরার জন্য তাকে তার তীর হিসাবে ব্যবহার করে। পুরুষরা তার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায় এবং তাদের মনে অশুভ চেতনা জাগ্রত হয়। এভাবে নারী-পুরুষ উভয়ে এক পর্যায়ে গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়। তাই অশালীন পোশাকে সজ্জিত হয়ে দেহসৌষ্ঠবের প্রদর্শনী করে যেসব নারী জনসমক্ষে আসে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নারী শয়তানের বেশ ধরে সামনে আসে (সম্পা.)।

٢١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ.

২১৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'লামামের' বর্ণনায় যা কিছু বলেছেন আমি তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কোনো বস্তুতে দেখিনি। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যেনার একটি অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা সে নিশ্চিত উপভোগ করে থাকে। সুতরাং দৃষ্টি হচ্ছে চক্ষুদ্বয়ের যেনা, প্রেমালাপ হচ্ছে জিহ্বার যেনা এবং অন্তর তা ভোগ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা যোগায়, আর গুপ্তস্থান তা বাস্তবে পরিণত করে কিংবা মিথ্যা প্রমাণিত করে।

টীকা ঃ 'লামাম' ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। এটি একটি ছোট গুনাহ। যেমন চুমা দেয়া, স্পর্শ করা, অন্তরে মন্দ ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি। শরী'আতে এর জন্য কোনো প্রকারের শাস্তি নির্ধারিত নেই, তবে এগুলো মারাত্মক বস্তু। কেননা এসব কিছু যেনাকে আহ্বান জানায়, ফলে বস্তু ছোট হলেও পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে (অনু.)।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ

فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِىْ فَزِنَاهُ الْقُبَلُ.

২১৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উক্ত হাদীসের ঘটনায়... প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যেনার একটি অংশ বিদ্যমান আছে। তিনি বলেছেন ঃ হস্তদ্বয় যেনা করে, স্পর্শ করা হচ্ছে উভয় হাতের যেনা। পদদ্বয়ও যেনা করে, অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পদদ্বয়ের যেনা। মুখও যেনা করে, আর মুখের যেনা হচ্ছে চুমা দেয়া।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْاُذُنُ زِنَاهَا الْاِسْتِمَاعُ.

২১৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসের ঘটনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ পরনারীর আলাপ শ্রবণ করা হচ্ছে কর্ণদ্বয়ের যেনা।

بَابٌ فِىْ وَطْءِ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ কয়েদী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা

٢١٥٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا اِلَى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَاَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ اَجْلِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. أَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

২১৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নের দিন (তায়েফ এলাকায়) আওতাসের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা শত্রুদের (বনী হাওয়াযিনের) সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন, তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে কয়েদ করে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই কয়েদী নারীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কিছু সংখ্যক তাদের সাথে সঙ্গম করাকে গুনাহ ও পাপ ধারণা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন, "এবং মুমিনা বিবাহিতা বিদূষী নারী তোমাদের জন্য বিবাহ করা হারাম, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেগুলোর মালিক হয়েছে" (৪ সূরা আন-নিসা ঃ ২৪)। অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ দাসী যখন তাদের ইদ্দাতকাল সমাপ্ত করবে তখন তারা তোমাদের জন্য হালাল।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ غَزْوَةٍ فَرَاٰى امْرَاَةً مُجِحًا فَقَالَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا اَلَمَّ بِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِىْ قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.

২১৫৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসন্ন প্রসবা একটি মহিলা দেখতে পেয়ে বললেন ঃ সম্ভবত এর মালিক এর সাথে সঙ্গম করেছে। তারা (লোকেরা) বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সে ব্যক্তিকে (সঙ্গমকারীকে) এমনভাবে অভিসম্পাত করবো যেন সে উক্ত অভিসম্পাতসহ কবরে প্রবেশ করে। সে কিরূপে উক্ত সন্তানটিকে তার উত্তরাধিকারী বানাবে যেটি তার জন্য হালাল নয়? এ গর্ভ তো তার দ্বারা হয়নি। আর কিভাবেই বা সে উক্ত সন্তানটিকে গোলাম বানাবে? অথচ তাও তার জন্য হালাল নয়।

٢١٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَرَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ فِىْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ لاَ تُوْطَاُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

২১৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি আওতাস যুদ্ধের কয়েদী দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ গর্ভ খালাস না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না। আর যেসব নারী গর্ভবতী নয়, একটি মাসিক ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেও সহবাস করা যাবে না।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا قَالَ أَمَا اِنِّيْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالٰى وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلٰى اِمْرَأَةٍ مِّنَ السَّبْيِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ.

২১৫৮। রুয়াইফে' ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। হানাশ (র) বলেন, একদা রুয়াইফে' আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বললেন, শুনে নাও! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছি কেবল তাই বলবো। তিনি হুনাইনের দিন বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য হালাল নয় যে, অন্যের ফসলে নিজের পানি সেচন করে, অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার সাথে সঙ্গম করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে তার জন্যও হালাল নয় যে, কোনো কয়েদী মহিলার জরায়ু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যও হালাল নয় যে, বণ্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ মাল বিক্রয় করে।

٢١٥٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ. زَادَ فِيْهِ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ سَعِيْدٍ زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ.

২১৫৯। ইবনে ইসহাক (র) থেকে উক্ত হাদীসের মধ্যে حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا (জরায়ু মুক্ত হওয়া নাগাদ) এরপর (بِحَيْضَةٍ এক ঋতু দ্বারা) শব্দটিও অতিরিক্ত আছে। এতদ্‌ভিন্ন আরো আছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলমানদের

যুদ্ধলব্ধ পশুর পিঠে আরোহণ না করে (যে পর্যন্ত না তা বণ্টন করা হয়), শেষে শীর্ণকায় অবস্থায় তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলমানদের গনীমতের কাপড় পরিধান না করে, অবশেষে যখন তা পুরাতন হয়ে যায় তা ফেরত দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের মধ্যে اَلْحَيْضَةُ শব্দটি সংরক্ষিত নয়।

بَابٌ فِىْ جَامِعِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিধান

٢١٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً اَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِى الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ.

২১৬০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিবাহ করে বা কোনো দাসী খরিদ করে তখন সে যেন অবশ্যই বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মধ্যকার কল্যাণ এবং তার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করি এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই"। আর যখন কোনো উট খরিদ করবে তখন যেন সেটির কুঁজের শীর্ষভাগ ধরে অনুরূপ দু'আ উচ্চারণ করে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাঈদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলে... এবং স্ত্রী ও দাসীর ব্যাপারেও কল্যাণের দু'আ করবে।

٢١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

২১৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে যায় তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাদেরকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো।" অতঃপর তাদের মাঝে এ সঙ্গমের দরুন যে সন্তান আসবে, শয়তান কখনো তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

٢١٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى اِمْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا.

২১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বাহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

٢١٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ فِىْ فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ.

২১৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহূদীরা বলতো, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীর পেছন দিক থেকে স্ত্রীঅঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান টেরা হয়ে জন্মায়। তখন এর প্রতিবাদে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যভূমি। সুতরাং যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শস্যভূমিতে গমন করো" (২ সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৩)।

٢١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَبُو الْاَصْبَغِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ اَوْهَمَ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ اَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ يَهُوْدَ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوْا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ

بِكَثِيْرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَنْ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ اِلاَّ عَلٰى حَرْفٍ وَذٰلِكَ اَسْتَرُ مَا تَكُوْنُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الاَنْصَارِ قَدْ اَخَذُوْا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ امْرَأَةً مِّنَ الاَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فَاَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ اِنَّمَا كُنَّا نُؤْتٰى عَلٰى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَاِلاَّ فَاجْتَنِبْنِىْ حَتّٰى شَرِىَ اَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ. اَىْ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِىْ بِذٰلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ.

২১৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি (উক্ত আয়াতের অর্থ বুঝতে) ভুল করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, আনসারদের এই জনপদ ছিলো মূর্তিপূজারী। তারা কিতাবধারী ইয়াহূদীদের সাথে বসবাস করতো এবং স্বভাবতই ইয়াহূদীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে মূর্তিপূজারীদের উপর নিজেদের মর্যাদা দান করতো। ফলে তারা নিজেদের বহুবিদ কাজকর্মে তাদের (ইয়াহূদীদের) অনুকরণ করতো। আর সেই আহলে কিতাবদের নিয়ম এই ছিলো যে, তারা স্ত্রীদেরকে চিৎ করে শুইয়ে কেবলমাত্র এই একটি অবস্থায় সঙ্গম করতো এবং বলতো, এ অবস্থাতেই নারীর সতর অধিক পরিমাণে রক্ষা পায়। অতএব আনসার সম্প্রদায়ও তাদের এ কাজে আহলে কিতাবদের নিয়ম মেনে চলতো। কিন্তু কুরায়শরা এর বিপরীত নারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে সতররিহীন করে সঙ্গম করতো এবং তাদেরকে সম্মুখের দিক থেকে ও পেছনের দিক থেকে এবং চিৎ করে শুইয়ে নানাভাবে সঙ্গমের তৃপ্তি ও আস্বাদ ভোগ করতো। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন তাদের এক ব্যক্তি আনসারী এক মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে ঐভাবে সঙ্গমে করতে চাইলো যেভাবে তারা মক্কার নারীদের সাথে করতো। কিন্তু মহিলাটি তাতে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো, আমরা তো কেবলমাত্র একই অবস্থায় (চিৎ অবস্থায় শুয়ে) সঙ্গম সমাধা করি। সুতরাং তুমিও শুধু সেভাবেই সঙ্গম করো অন্যথায় আমার থেকে সরে দাঁড়াও। শেষ নাগাদ তাদের মধ্যকার বাক-বিতণ্ডা প্রকাশ হয়েই পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছে গেলে মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যভূমি, সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা করো তোমাদের শস্যভূমিতে গমন করো"। অর্থাৎ সম্মুখের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে বা চিৎ করে শুইয়ে তার লজ্জাস্থানে সঙ্গম করো।

بَابٌ فِيْ إِيْتَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتُهَا

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম ও একত্রে বসবাস

٢١٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيْضِ. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِيْ اٰثَارِهِمَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

২১৬৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহূদীদের কোনো নারী যখন ঋতুবতী হতো তখন তারা তাকে বসতঘর থেকে বের করে দিতো, আর তাকে তাদের সাথে খানাপিনায়ও অংশীদার করতো না এবং তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থান করতেও দিতো না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "লোকজন আপনাকে (নারীদের) মাসিক ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন, তা অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা ঋতু চলাকালে স্ত্রীসংগম বর্জন করো... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২২২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাদেরকে নিয়ে একই ঘরে অবস্থান করো, তবে সঙ্গম ব্যতীত যাবতীয় কাজকর্ম একত্রে করো। তাঁর একথা শুনে ইয়াহূদীরা বললো, এ ব্যক্তি আমাদের দীনী কাজকর্মগুলোকে শুধুমাত্র বর্জনই করে না, বরং স্বেচ্ছায় তার বিরোধিতা করে। এ সময় উসাইদ ইবনে হুদাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদীরা এরূপ এরূপ উক্তি করে। সুতরাং আমরা (স্ত্রীদের) ঋতু অবস্থায় সহবাস করবো কি? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এদের উভয়ের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। ইত্যবসরে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক এ সময় তাদের সামনে দিয়ে কিছু দুধ উপঢৌকন হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। এবার আমরা বুঝে নিলাম যে, তিনি তাদের উপর মনঃক্ষুণ্ন হননি।

٢١٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَاِنْ اَصَابَ تَعْنِىْ ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيْهِ.

২১৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কম্বলের মধ্যে রাত যাপন করতাম। যদি আমার (শরীর) থেকে কোনো জিনিস (রক্ত) তাঁর শরীরে লাগতো, তিনি কেবল সে স্থানটি ধুয়ে নিতেন। আর যদি রক্তের কিছু তাঁর কাপড়ে লাগতো তখনও তিনি কেবল তাই ধুয়ে নিতেন এবং সেই কাপড় পরেই নামায আদায় করতেন।

٢١٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ امْرَاَةً مِّنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ اَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

২১৬৭। মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে চাইলে, তাকে শক্ত করে বেঁধে ইযার পরিধান করার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তার সাথে একত্রে ঘুমাতেন।

بَابٌ فِىْ كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى حَائِضًا

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ কোন ব্যক্তি হায়েয চলাকালে সঙ্গম করলে তার কাফ্ফারা

٢١٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى

الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَّذِىْ يَأْتِىْ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

২১৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যে রক্তস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে। তিনি বলেন ঃ সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

٢١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبَنَانِيِّ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِى الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِىْ اِنْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ.

২১৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ রক্তস্রাব চলাকালে স্ত্রীসহবাস করে তাহলে এক দীনার এবং যদি স্রাব বন্ধ হবার শেষ পর্যায়ে সহবাস করে তাহলে অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ 'আযল' (স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত)

٢١٧٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ذُكِرَ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْعَزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ اَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوْقَةٍ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلٰى زِيَادٍ.

২১৭০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'আযল' সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ "তোমাদের কেউ কেন তা করে"? তবে তিনি "তোমাদের কেউ যেন তা না করে" একথা বলেননি। কেননা যে প্রাণসমূহ দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা নির্ধারিত হয়েছে, আল্লাহ তা নিশ্চয় সৃষ্টি করবেনই।

টীকা ঃ সংগমকালে স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিও অনুরূপ অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন জায়েয। কিন্তু নারী-পুরুষের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ হারাম, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (সম্পা.)।

٢١٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً وَاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ وَاَنَا اُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ وَاِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ اَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُوْدَةُ الصُّغْرٰى. قَالَ كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَصْرِفَهُ.

২১৭১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে 'আযল' করি। আমি তার গর্ভধারণ করাকে পছন্দ করি না। অথচ পুরুষেরা (দাসীর সাথে) যা করার প্রবৃত্তি রাখে আমিও তা করি (অর্থাৎ সঙ্গম)। কিন্তু ইয়াহূদীরা বলে, 'আযল' করা নাকি গোপন হত্যা। তার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রাণীকে সৃষ্টি করা নির্ধারিত করে থাকেন তাহলে সেটা রোধ করার শক্তি তোমার নেই।

٢١٧٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا اَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ.

২১৭২। ইবনে মুহায়রিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বনী মুসতালিকের এলাকায় যুদ্ধাভিযানে গেলাম। সেখানে আমরা কিছু আরব দাসীর অধিকারী হলাম এবং নারী বন্দীদের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো প্রবল। কেননা (স্ত্রীদের ছেড়ে) দূরাঞ্চলে অবস্থান আমাদের

কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। আর তাদেরকে চড়ামূল্যে বিক্রি করার ইচ্ছায় তাদের সাথে আযল করারই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। অতঃপর আমরা ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞেস না করে আযল করা উচিত হবে না। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা এরূপ না করলে কি ক্ষতি? কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যেসব 'রূহ' (মানব সন্তান) জন্ম নেয়া নির্ধারিত তারা তো জন্মাবেই?

٢١٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

২১৭৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার একটি দাসী আছে, তার সাথে আমি সঙ্গম করি, কিন্তু সে গর্ভধারণ করুক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পারো। তবে তার জন্যে যা কিছু নির্ধারিত, অচিরে তা আসবেই। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ক'দিন যেতে না যেতেই উক্ত ব্যক্তি পুনরায় তাঁর কাছে এসে বললো, দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, তার জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তা নিশ্চিত আসবেই?

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُوْنُ مِنْ اِصَابَتِهِ اَهْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পর তার বর্ণনা দেয়া নিষেধ

٢١٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَثَوَّيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ تَشْمِيْرًا وَلاَ اَقْوَمَ عَلٰى ضَيْفٍ مِّنْهُ فَبَيْنَمَا اَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلٰى

سَرِيْرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيْسٌ فِيْهِ حَصًى اَوْ نَوًى وَاَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتّٰى اِذَا نَفَدَ مَا فِى الْكِيْسِ اَلْقَاهُ اِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَاَعَادَتْهُ فِى الْكِيْسِ فَرَفَعَتْهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّىْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ بَيْنَا اَنَا اُوْعَكُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ مَنْ اَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ ذَا يُوْعَكُ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ يَمْشِىْ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلَىَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىَّ فَقَالَ لِىْ مَعْرُوْفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ حَتّٰى اَتٰى مَقَامَهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِّنْ نِسَاءٍ اَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِّنْ رِّجَالٍ فَقَالَ اِنْ نَسَّانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِّنْ صَلاَتِىْ فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ. قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنَسَّ مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئًا فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ. زَادَ مُوْسٰى هٰهُنَا ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ فَاَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللّٰهِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا. قَالَ فَسَكَتُوْا قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ قَالَ مُؤَمَّلٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلٰى اِحْدٰى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِى السِّكَّةِ فَقَضٰى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ اَلاَ اِنَّ طِيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ

وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ اَلاَ اِنَّ طِيْبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيْحُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمِنْ هٰهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوْسٰى اَلاَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ اِلٰى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ اِلٰى امْرَأَةٍ اِلاَّ اِلٰى وَلَدٍ اَوْ وَالِدٍ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيْتُهَا وَهُوَ فِيْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ وَلٰكِنِّيْ لَمْ اُتْقِنْهُ كَمَا اُحِبُّ وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ.

২১৭৪। আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোফাবার জনৈক বৃদ্ধ আমাকে বলেছেন, একদা আমি মদীনায় অতিথি হিসেবে আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট অবস্থান করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের কোনো ব্যক্তিকে তার চেয়ে অধিক ইবাদতে পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান অতিথি সেবক আমি কাউকে দেখিনি। একদা আমি তার কাছে ছিলাম, আর তিনি ছিলেন খাটের উপর উপবিষ্ট। তার সাথে ছিল কংকর অথবা খেজুরের আঁটির একটি থলি এবং খাটের নীচে মেঝের উপর বসা ছিল তার একটি কৃষ্ণকায় দাসী। আর তিনি উক্ত গুটি দ্বারা তাসবীহ পড়তে থাকলেন। যখন থলির গুটি শেষ হয়ে যায় তখন থলিটি দাসীর কাছে ফেলে দেন, আর সে তা ভর্তি করে পুনরায় তার কাছে তুলে দেয়। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করবো না? শায়খ তাফাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, একদা আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদে পড়ে রইলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ দাওসী যুবকটির সংবাদ কে দিতে পারে? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো ওখানে মসজিদের এক পাশে পড়ে আছেন, জ্বরে ছটফট করছেন। তিনি হেঁটে আমার কাছে আসলেন এবং তাঁর হাত আমার গায়ের উপর রেখে আমাকে কিছু উত্তম কথাবার্তা বললেন, অমনি আমি উঠে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি এখান থেকে হেঁটে সেই স্থানে গেলেন যেখানে তিনি নামায পড়েন। তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন আর তাঁর সাথে ছিলো দুই কাতার পুরুষ ও এক কাতার মহিলা অথবা দুই কাতার মহিলা ও এক কাতার পুরুষ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি শয়তান আমাকে আমার নামাযের কোনো কিছু ভুলিয়ে দেয় তাহলে পুরুষেরা অবশ্যই তাস্‌বীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে, আর মহিলারা হাতের উপর হাত মেরে আমাকে সতর্ক করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু নামাযের মধ্যে কোথাও তিনি কিছুই ভুল করেননি। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। তিনি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন এবং তিনি পুরুষদের দিকে ফিরে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে কি যে নিজ স্ত্রীর সাথে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে সঙ্গম করে, নিজেকে পর্দায় আড়াল করে নেয়, সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশমত তা গোপন রাখে? তারা জবাব দিলেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ পরে সে

তা থেকে অবসর হয়ে (মানুষের কাছে) একথা বলে যে, আমার স্ত্রীর সাথে আমি এভাবে এভাবে মিলন করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, কথা শুনে লোকেরা (ভয়ে এবং লজ্জায়) নীরব থাকলো। অতঃপর তিনি মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন নারী আছে কি যে তার সংগমের কথা নারীদের মধ্যে বলে বেড়ায়? নারীরাও সবাই নীরব থাকলো। এ সময় এক যুবতী নারী তার দু'পায়ে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসলো, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পান এবং তার কথাও শুনতে পান। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেরূপ বলেছেন, প্রকৃত ঘটনাও তাই। পুরুষেরা পুরুষদের মাঝে, আর নারীরা নারীদের মধ্যে সেসব কথা আলোচনা করে বেড়ায়। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি অবগত আছো যে, এদের উদাহরণ কেমন? তিনি বললেন ঃ এদের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন একটি শয়তানরূপী নারী গলিপথে একটি শয়তানরূপী পুরুষের সাক্ষাত পেয়ে তার সাথে প্রকাশ্যে নিজেদের যৌনক্ষুধা নিবারণ করলো, আর তাদের এ বেহায়াপনা লোকজন স্বচক্ষে দেখলো। সাবধান! জেনে রাখো, পুরুষের জন্য সে সুগন্ধিই বাঞ্ছনীয়, যার ঘ্রাণ আছে কিন্তু রং নেই। সাবধান! নারীদের জন্য সেই সুগন্ধিই বাঞ্ছনীয় যেটার রং আছে, কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসের এখান থেকে পরবর্তী অংশটুকু আমি আমার উস্তাদ মুয়াম্মাল ও মূসা এ দু'জন থেকে আয়ত্ত করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ সাবধান! কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের এবং কোনো নারী অন্য নারীর বিছানায় যেন শয়ন না করে। তবে পিতা পুত্রের বিছানায় এবং পুত্র পিতার বিছানায় একত্রে শয়ন করতে পারে। আবু দাঊদ (র) বলেন, তাদের প্রত্যেকে তৃতীয় আরো একটি কথা বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। অবশ্য সে কথাটি মুসাদ্দাদের হাদীসে বর্ণিত আছে, কিন্তু আমি তার থেকে সে কথাটি দৃঢ়তার সাথে আয়ত্ত করতে সক্ষম হইনি। পরবর্তী বাক্যটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমাম আবু দাঊদ (র) কর্তৃক তার উস্তাদ মূসা এবং মুসাদ্দাদের সনদ বর্ণনার পার্থক্য দেখানো মাত্র। যেমন মূসা বলেছেন, হাম্মাদ আনিল জুরাইরী শব্দ عَنْ দ্বারা, পরে বলেছেন– عَنِ الطُّفَاوِىِّ তাও عَنْ দ্বারা। কিন্তু মুসাদ্দাদ বলেছেন حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ শব্দ تَحْدِيْثْ দ্বারা এবং পরে বলেছেন شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةِ শব্দের শেষ ভাগে يَا বর্ধিত না করে শুরুতে شَيْخٌ বর্ধিত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১৩

كِتَابُ الطَّلَاقِ

(তালাক)

بَابُ فِيْمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ যে ব্যক্তি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে উত্তেজিত করে

٢١٧٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهِ.

২১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কিংবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

টীকা ঃ স্ত্রীর কাছে অন্য পুরুষের এমনভাবে প্রশংসা করা, যাতে সে স্বামীর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ গোলামের ব্যাপারে অন্য মনিবের প্রশংসা করে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা (অনু.)।

بَابُ فِى الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন নারীর স্বামীর কাছে তার সতীনের তালাক দাবি করা

٢١٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

২১৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারী যেন নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং বিবাহ বসার লক্ষ্যে তার বোনের তালাক দাবি না করে। কেননা সে ততটুকু পাবে যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

টীকা ঃ কোন নারী যেন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বসার জন্য তার স্ত্রীর তালাক দাবি না করে, এটাই হাদীসের বক্তব্য (অনু.)।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ তালাক একটি ঘৃণিত বিষয়

٢١٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

২১৭৭। মুহারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তালাকের চেয়ে অধিক ঘৃণিত কোন কিছুকে আল্লাহ হালাল করেননি।

٢١٧٨- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ ابْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

২১৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তালাকই হচ্ছে মহান ক্ষমতাবান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত হালাল (বৈধ) বিষয়।

بَابٌ فِى الطَّلَاقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ নির্ধারিত নিয়মে তালাক দেয়া

٢١٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

২১৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেনো তার স্ত্রীকে রুজু' করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং তুহর' (বা ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া) পর্যন্ত রেখে দেয়, তারপর ঋতুবতী হয়ে পুনরায় পাক হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাকে রাখবে অন্যথায় সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

٢١٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ.

২১৮০। নাফে' (র) বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন। পূর্ণ হাদীসটি ইমাম মালেকের বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

٢١٨١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا اِذَا طَهُرَتْ اَوْ وَهِيَ حَامِلٌ.

২১৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার (রা) এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেনো তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, পরে ঋতু থেকে পবিত্র হলে, অথবা সে গর্ভবতী হলে তাকে তালাক দেয়।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ.

২১৮২। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রা) ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীকে রুজু' করে এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত যেন তাকে রাখে। পরে আবার ঋতুবতী হয়ে পুনরায় পবিত্র হওয়ার পর যদি চায় তাহলে সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিতে পারে। এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে মহান আল্লাহ, যার বাণী সুমহান, নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً.

২১৮৩। ইউনুস ইবনে জুবায়ের (র) ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কত তালাক দিয়েছিলেন? তিনি বলেছেন, এক তালাক।

٢١٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتٰى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ اَرَأَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

২১৮৪। ইউনুস ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, যে তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তার হুকুম কি? তিনি বললেন, তুমি কি ইবনে উমার (রা)-কে চিনো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তাকে বলো, সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীকে রুজূ' করে। তারপর ইদ্দাতকাল সামনে রেখে যেন তাকে তালাক দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সে তালাকটি কি গণ্য হবে? তিনি বললেন, তা হিসেবে ধরা হবে না কেন? তুমি কি ধারণা করো, যদি সে তা করতে অপারগ হয় তবে সে আহম্মকী করলো।

٢١٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلٰى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَاَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَاَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضُ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ اَوْ اَمْسَكَ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِىِّ وَالْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا عَلٰى خِلَافِ مَا قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ.

২১৮৫। উরওয়া (র)-এর মুক্তদাস আবদুর রহমান ইবনে আয়মান (র) ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আর আবুয যুবাইর (র) তা শুনলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দেয় তার হুকুম কি? ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবদুল্লাহ ইবনে উমার তার ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমার স্ত্রীকে রুজু' করতে বললেন এবং এটাকে কিছু মনে করেননি। তিনি বলেছেন ঃ যখন সে ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন তার ইচ্ছা তালাকও দিতে পারে কিংবা রাখতেও পারে। ইবনে উমার (রা) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দাত সামনে রেখে তাদেরকে তালাক দাও।"

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি ইউনুস ইবনে জুবাইর, আনাস ইবনে সীরীন, সাঈদ ইবনে জুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, আবুয যুবাইর এবং মানসূর (র) আবু ওয়ায়েলের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের বর্ণিত হাদীসের মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন তার স্ত্রীকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। এরপর যদি চায় তালাক দিবে, আর যদি ইচ্ছা করে রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) সালেমের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে সালেম ও নাফে'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে ইমাম যুহরীর বর্ণনা এই যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, তারপর পুনরায় ঋতুবতী হয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখো, অতঃপর যদি চাও তালাক দাও কিংবা রেখে দাও। আর আতা আল-খোরাসানী থেকে হাসান বসরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে নাফে' ও যুহরীর অনুরূপ বর্ণনানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, উল্লেখিত সমস্ত হাদীসগুলো আবুয যুবাইর যা বলেছেন তার বিপরীত।

টীকা ঃ ইবনে উমার (রা) প্রদত্ত তালাকটি ছিল রিজঈ তালাক। তাই স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়েছিল (সম্পা.)।

بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো কিন্তু সাক্ষী রাখলো না[১]

٢١٨٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلٰى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلٰى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ اَشْهِدْ عَلٰى طَلاَقِهَا وَعَلٰى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ.

২১৮৬। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার পর পুনরায় তার সাথে সংগম করেছে, অথচ সে স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং পরে রুজু করার বিষয়ে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বললেন, তুমি তালাকও দিয়েছো সুন্নাতের পরিপন্থী এবং রুজুও করেছো সুন্নাতের বিপরীত নিয়মে। ভবিষ্যতে স্ত্রীকে তালাক ও রুজু করার ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। পুনরায় এরূপ করো না।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাবমতে তালাক ও রুজু করার ব্যাপারে সাক্ষী রাখা জরুরী নয়। ইবনে উমার (রা)-র ঘটনাই এর প্রমাণ যে, সেখানে নবী (সা) শুধু রুজু করার নির্দেশ দিয়েছেন, সাক্ষীর কথার উল্লেখ নেই (অনু.)।

٢١٨٦/١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

---

১. বিকল্প শিরোনাম :

بَابٌ فِيْ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

"তিন তালাক দেয়ার পর (স্ত্রীরূপে পুনরায়) গ্রহণ করা রহিত হওয়া সম্পর্কে" (সম্পা.)।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اَلاٰيَةُ وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَنُسِخَ ذٰلِكَ فَقَالَ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ اَلاٰيَةُ.

২১৮৬/১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "তালাকপ্রাপ্তা নারী যেন তিন কুরু (তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব আসা) পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়..." আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ এই ছিলো যে, প্রাক-ইসলামী যুগে ও ইসলামের সূচনায় কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতো তাহলে সে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হতো, যদিও সে তাকে তিন তালাক দিতো। অতঃপর এ বিধান চিরতরে রহিত করে আল্লাহ বলেছেন ঃ "তালাক দু'বার..."।

بَابٌ فِىْ سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ক্রীতদাসের সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক

٢١٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا حَسَنٍ مَوْلٰى بَنِىْ نَوْفَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اِسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِىْ مَمْلُوْكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوْكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَّخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضٰى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৮৭। বানু নাওফালের মুক্তদাস আবু হাসান (র) বলেন, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এক ক্রীতদাস সম্বন্ধে ফতোয়া চাইলেন, যার বিবাহে ছিলো একটি দাসী, যাকে সে দুই তালাক দেয়ার পর, তারা উভয়ে দাসত্বমুক্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলাটিকে পুনরায় বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়া তার জন্য ঠিক হবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই ফয়সালা দিয়েছেন।

٢١٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عَلِىٌّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلاَ اِخْبَارٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ مَنْ اَبُو

الْحَسَنِ هٰذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيْمَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْحَسَنِ هٰذَا رَوٰى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ اَحَادِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوالْحَسَنِ مَعْرُوْفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ.

২১৮৮। আলী ইবনুল মুবারাক (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত ফতোয়া জিজ্ঞেসকারীকে বলেছেন, তোমার জন্য আর একটি তালাক অবশিষ্ট রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, আবদুর রায্যাক (র) বলেছেন, ইবনুল মুবারাক (র) মা'মার (র)-কে বললেন, এই আবুল হাসান কে? তিনি তো একটি বিরাটকায় পাথর বহন করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আয-যুহরী (র) আবুল হাসানের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয-যুহরী বলেন, তিনি ছিলেন একজন ফকীহ এবং তার সূত্রে যুহরী অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবুল হাসান একজন খ্যাতনামা রাবী। উপরোক্ত হাদীস অনুসারে আমল করা হয় না।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ (وَقُرُوْءُهَا) حَيْضَتَانِ. قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِىْ مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ حَدِيْثٌ مَجْهُوْلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَدِيْثَانِ جَمِيْعًا لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ.

২১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাসীর তালাক দু'টি এবং তার ইদ্দাতকাল দুই হায়েয। আবু আসিম বলেন, মুযাহির আমাকে কাসিমের উদ্ধৃতি দিয়ে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ দাসীর ইদ্দাত দুই হায়েয। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি অজ্ঞাত। আবু দাঊদ (র) আরো বলেন, উপরোক্ত দু'টি হাদীস অনুসারে আমল করা হয় না এবং মুজাহির প্রসিদ্ধ রাবী নন।

بَابٌ فِى الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া

٢١٩٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالاَ اَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ طَلاَقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ. زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ.

২১৯০। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা-তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারীর উপর অধিকার নেই তার উপর তালাক প্রয়োগ করা যায় না, যে গোলামের উপর মালিকানা নেই তাকে দাসত্বমুক্ত করা যায় না। তোমার মালিকানাধীন বস্তুই কেবল বিক্রয়যোগ্য। ইবনুস সাবাহ আরো বলেছেন, তোমার মালিকানাধীন বস্তু না হলে তার মান্নত পূরণ করতে হবে না।

٢١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ.

২১৯১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি কোন গুনাহ বা পাপ কাজ করার কসম করে এতে তার কসমই হয়নি এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কসম করে তার কসমও হয়নি। অর্থাৎ এ জাতীয় কসম পূরণ করতে হবে না।

٢١٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَلاَ نَذْرَ اِلاَّ فِيْمَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ.

২১৯২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসে আরো আছে, কেবল সেই মান্নতই পূরণ করতে হয় যা মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।

بَابٌ فِى الطَّلَاقِ عَلٰى غَلَطٍ (غَيْظٍ)

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

٢١٩٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ اَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ الْحِمْصِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ الَّذِىْ كَانَ يَسْكُنُ اِيْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِىْ اِلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ طَلَاقَ وَلاَ عِتَاقَ فِىْ اِغْلَاقٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْغِلَاقُ اَظُنُّهُ فِى الْغَضَبِ.

২১৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ইবনে আবু সালেহ (র) যিনি ঈলিয়ার অধিবাসী ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া থেকে আদী ইবনে আদী আল-কিনদীর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছলাম। আমার সাথী আমাকে সাফিয়্যা বিনতে শাইবার কাছে পাঠালেন। কেননা তিনি (সাফিয়্যা) আয়েশা (রা) থেকে হাদীস আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবার তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় বা বলপ্রয়োগে প্রদত্ত তালাক ও দাসত্বমুক্তি (কার্যকর) হয় না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে 'আল-গিলাক' অর্থ ক্রোধ।

টীকা ঃ ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে রাগান্বিত অবস্থায় অথবা বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে তালাক দেয়া হলে তার কোন কার্যকারিতা নাই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী মাযহাবমতে উপরোক্ত দুই অবস্থায় তালাক কার্যকর হয় (সম্পা.)।

بَابٌ فِى الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেয়া

٢١٩٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

২১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন তিনটি বিষয় আছে, বাস্তবিকপক্ষে অথবা ঠাট্টাচ্ছলে যার উদ্যোগ নিলে তা বাস্তবিকই গণ্য হয়– বিবাহ, তালাক ও (রিজ'ঈ তালাকের পর) স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ।

টীকা ঃ দুইজন বালেগ ও বুদ্ধিমান নারী-পুরুষ ঠাট্টাচ্ছলে যদি বিবাহের ইজাব-কবুল করে তবে তা কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেয়া হলে তাও সকল মাযহাবের ইমামের মতে কার্যকর হবে এবং ঠাট্টা-তামাশা ধর্তব্য হবে না। শরী'আতের বিধান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ (সম্পা.)।

بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে

٢١٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ الْاٰيَةَ. وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا. فَنَسَخَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ الْاٰيَةَ.

২১৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিনটি মাসিক ঋতু পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হলে তাদের জন্য বৈধ নয়..." (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। ঘটনা এই যে, কোন পুরুষলোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হতো, এমনকি সে তাকে তিন তালাক প্রদান করলেও। এই প্রথা বাতিল করে নাযিল হলো ঃ "তালাক দুইবার..." (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৯)।

٢١٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ بَعْضُ بَنِىْ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ اَبُوْ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ اُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِّنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا يُغْنِىْ عَنِّىْ اِلاَّ كَمَا تُغْنِىْ هٰذِهِ الشَّعْرَةُ اَخَذَتْهَا مِنْ رَاْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَاَخَذَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ اَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيْدَ وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيْدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ قَالَ رَاجِعْ اِمْرَأَتَكَ اُمَّ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ فَقَالَ اِنِّىْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا وَتَلاَ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَحُّ لِاَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَاَهْلُهُ اَعْلَمُ بِهِ اِنَّ رُكَانَةَ اِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

২১৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আবদে ইয়াযীদ ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠী রুকানার মাকে তালাক দেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই নারী নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সে (স্বামী) সহবাসে অক্ষম। যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি আমার ও তার মধ্যকার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিন। একথায় নবী (সা) অসন্তুষ্ট হন এবং রুকানা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে ডেকে আনেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজনকে বলেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবদে ইয়াযীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মিল রয়েছে? তারা বললো, হাঁ। নবী (সা) আবদে ইয়াযীদকে বলেন ঃ তুমি তাকে তালাক দাও। অতএব তিনি তাকে তালাক দিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি রুকানার মা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে নাও। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ আমি অবশ্যই জানি, তাকে ফেরত নাও। আর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার ইচ্ছা করো তখন তাদের ইদ্দাতকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও" (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, নাফে' ইবনে উজাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা– তার পিতা-তার দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ রুকানা তার স্ত্রীকে ছিন্নকারী তালাক দিলে নবী (সা) তার স্ত্রীকে তাকে ফেরত দেন। এই বক্তব্য (অন্য বক্তব্যের তুলনায়) অধিকতর যথার্থ। কারণ তারা (এ হাদীসের রাবীগণ) হলেন ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সন্তান এবং তার পরিবারের সদস্য। তারা অবশ্য তার ঘটনা সম্পর্কে

অধিক অবহিত যে, রুকানা তার স্ত্রীকে (একসাথে) ছিন্নকারী (তিন) তালাক দিয়েছিলেন এবং নবী (সা) এটিকে এক তালাক গণ্য করেন।

টীকা ঃ এ হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) একইসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেছেন। হাদীসের ইমামগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ফিক্‌হ-এর ইমামগণ, যেমন ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র), অন্য হাদীসের ভিত্তিতে একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করেছেন (সম্পা.)।

٢١٩٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ رَادُّهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ اَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوْقَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَاِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ فَلاَ اَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيْعًا عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْاَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوْا فِي الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ اِنَّهُ اَجَازَهَا قَالَ وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. وَرَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ هٰذَا قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

২১৯৭। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে বললো যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক

দিয়েছে (এখন তার হুকুম কি)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথা শুনে নীরব থাকলেন। শেষে আমি ধারণা করলাম যে, সম্ভবত তিনি মহিলাটিকে তার বিবাহাধীনে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ আহমকের মতো কাজ করে বসে, তারপর এসে বলে, হে ইবনে আব্বাস! হে ইবনে আব্বাস! (আমাকে বাঁচাও! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করো)। অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য একটা সুরাহা করে দেন" (সূরা আত-তালাক ঃ ২)। আর তুমি (তালাক দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করোনি। ফলে আমি তোমার জন্য (বাঁচার) কোন সুরাহা দেখছি না। উপরন্তু তুমি (শরী'আতে খেলাফ তালাক দিয়ে) তোমার 'রবের'ও নাফরমানী করেছো এবং স্ত্রীকেও হারিয়েছো। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টই বলেছেন ঃ "হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদ্দাত পালন করার সুযোগ রেখেই তালাক দিবে" (অর্থাৎ তাদের পবিত্র অবস্থায়)।

ইমাম আবু দাউদ এখানে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে... তারা সবাই বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) একত্রে 'তিন' তালাক দেয়াকে অনুমোদন করেছেন। তাই তো তিনি বলেছেন, 'তোমার স্ত্রীর ছিন্নকারী তালাক হয়েছে'। অনুরূপভাবে ইসমাঈল আইয়ুবের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব থেকে, তিনি ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রে একই বাক্যে তিন তালাক দেয়, তা এক তালাক গণ্য হবে"। তবে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (র) আইউব-ইকরিমা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উক্ত কথাটি ইবনে আব্বাসের নয়, বরং তা ইকরিমার কথা। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি এবং এটাকে ইকরিমা (র)-এর অভিমত গণ্য করেছেন।

٢١٩٨- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْمَا حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِيَاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوْا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ اَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ حِيْنَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ

فَقَالاَ اذْهَبْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ثُمَّ سَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ اَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ تَبِيْنُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُوْلاً بِهَا اَوْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هٰذَا مِثْلُ خَبَرِهِ الْاٰخِرِ فِى الصَّرْفِ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ اِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ.

২১৯৮। প্রকৃতপক্ষে ইবনে আব্বাসের কথা হচ্ছে সেটা, যা আহমাদ ইবনে সালেহ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে যুহরী ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-কে এক যুবতী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, (তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে) "দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয় না"। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে মু'আবিয়া ইবনে আবু আইয়াশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ ঘটনার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন, যখন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ইবনুল বুকাইর এসে ইবনে যুবাইর ও আসেম ইবনে উমার (রা)-কে (তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তারা উভয়ে বললেন, তুমি ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রার কাছে যাও। আমি তাদের উভয়কে আয়েশা (রা)-এর কাছে রেখে এসেছি। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র অভিমত এই যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস হোক বা না হোক, তিন তালাক তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে তার (প্রথম স্বামীর) জন্য হালাল হবে না। এই হাদীস মুদ্রার আন্ত-বিনিময় (সারফ) সংক্রান্ত হাদীসের অনুরূপ। সেই হাদীসে রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তার মত প্রত্যাহার করেছেন।

টীকা ঃ এক সময় পর্যন্ত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, একত্রে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক গণ্য হবে, কিন্তু পরে তিনি এ কথা থেকে রুজু করেছেন। প্রথমদিকে ইবনে আব্বাস (রা) মনে করতেন মুদ্রার আন্ত-বিনিময়ে কম-বেশি হলে তাতে সুদ হয় না, সুদ কেবল ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী কালে তিনি তার উপরোক্ত মত বর্জন করেন (সম্পা.)।

٢١٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ اَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيْرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا

وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلٰى كَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا اَنْ رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ اَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ.

২১৯৯। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। আবুস সাহবা নামে জনৈক ব্যক্তি, যিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রায়শ প্রশ্ন করতেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অবগত যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-এর খেলাফতের প্রথমদিকে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সংগমের পূর্বে তাকে তিন তালাক দিতো তবে তা 'এক তালাক' গণ্য হতো? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়, আবু বাক্‌র (রা)-এর গোটা খেলাফতে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথমাংশে যদি কোন ব্যক্তি 'সঙ্গমের পূর্বে' উক্ত স্ত্রীকে তিন তালাক দিতো, তখন তারা তা এক তালাক বলে গণ্য করতেন। পরে উমার (রা) যখন লোকদেরকে দেখলেন যে, তারা ব্যাপকভাবে একই সাথে তিন তালাক দিচ্ছে, তখন তিনি বললেন, তাদের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করে দাও, যেন তারা তাদেরকে আর পুনরায় ফিরিয়ে আনতে না পারে।

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَتَعْلَمُ اَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

২২০০। আবুস সাহ্‌বা (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী (সা)-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-র যুগে একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক এবং উমার (রা)-র যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হাঁ।

بَابٌ فِىْ مَا عَنٰى بِهِ الطَّلاَقُ وَالنِّيَّاتِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা দ্বারা তালাকও হতে পারে বা অন্য যা কিছু উদ্দেশ্য করে তাও হতে পারে

٢٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

২২০১। আলকামা ইবনে ওয়াককাস আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা অনস্বীকার্য যে, কাজের গুরুত্ব বা পরিণাম নিয়াত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। ব্যক্তি যা নিয়াত করে কেবলমাত্র সেটাই গ্রহণযোগ্য। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করলো, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হলো এবং যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করলো, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে।

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ فِسَاقَ قِصَّتَهُ فِيْ تَبُوْكَ قَالَ حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِيْ اَلْحِقِيْ بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ.

২২০২। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালিক (রা) যখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন তাঁর সন্তানদের থেকে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ছিলেন তার পথপ্রদর্শক। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি... অতঃপর তাবুক অভিযানের পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি (কা'ব) বলেছেন, পঞ্চাশ দিন থেকে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক আমার কাছে এসে বললো,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাহলে আমি কি তাকে তালাক দেবো, না কী করবো? সে বললো, না, তাকে তালাক দিও না, বরং তাকে বিচ্ছিন্ন রাখো এবং যাবতীয় মেলামেশা বন্ধ রাখো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান করো যাবত না আল্লাহ তা'আলা আমার এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা দেন।

بَابٌ فِى الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ তালাক প্রয়োগ করার ব্যাপারে স্ত্রীকে এখতিয়ার দেয়া

٢٢٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا.

২২০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেছে নেয়ার মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকেই এখতিয়ার করে (বেছে) নিলাম। তবে এ এখতিয়ার দেয়াকে তালাক বা অন্য কিছু গণ্য করা হয়নি।

بَابٌ فِىْ اَمْرِكِ بِيَدِكِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ (স্ত্রীকে বলা) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيُّوْبَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ لاَ اِلاَّ شَيْءٌ حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. قَالَ اَيُّوْبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيْرٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهٰذَا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ.

২২০৪। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইয়ুব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কারো সম্বন্ধে অবগত আছেন যিনি হাসান বসরীর মতো বলেন, 'আমরুকি বি-ইয়াদিকি' (তোমার ব্যাপার তোমার হাতে)? তিনি বললেন, না। তবে কাতাদা ইবনে সামুরার আযাদকৃত গোলাম কাছীর থেকে, তিনি আবু সালামা-আবু

হুরায়রা (রা)-র উদ্ধৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বলেছেন। আইয়ুব (র) বলেন, কাছীর (র) আমাদের নিকট আগমন করলে আমি এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, না, আমি তো এরকম কথা কখনো বর্ণনা করিনি। আইয়ুব (র) বলেন, পরে আমি কাতাদাকে কাছীরের এ উক্তি শুনালে তিনি বললেন, হাঁ, তিনি বলেছিলেন, তবে তিনি তা ভুলে গেছেন।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ ثَلاَثٌ.

২২০৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" বললে তিন তালাক যুক্ত হবে।

بَابٌ فِيْ اَلْبَتَّةَ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ছিন্নকারী তালাক (আলবাত্তাতা) সম্পর্কে

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ اَبُوْ ثَوْرٍ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ اَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيْدَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتَّ اِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُّ اِلاَّ وَاحِدَةً فَرَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِيْ زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

২২০৬। নাফে' ইবনে উজাইর ইবনে আবদে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা (র) থেকে বর্ণিত। রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদ তার স্ত্রী সুহাইমাকে ছিন্নকারী তালাক (আলবাত্তাতা) দিলেন। অতঃপর তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন এবং বললেন, আমি এ কথার দ্বারা কেবলমাত্র এক তালাকই ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর কসম! তুমি কি একটিরই নিয়াত করেছিলে? রুকানা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কেবলমাত্র এক তালাকেরই

নিয়াত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরত দিলেন। পরে তিনি তাকে উমার (রা)-এর যুগে দ্বিতীয় এবং উসমান (রা)-এর যুগে তৃতীয় তালাক দিয়েছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, উসতাদ "ইবরাহীম" হাদীসের প্রথমাংশ এবং ইবনুস সারহ শেষাংশ থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

২২০৭। নাফে' ইবনে উজাইর (র) থেকে রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদের উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২২০৮। আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা নিজ স্ত্রীকে 'আলবাত্তা' (ছিন্নকারী) তালাক দিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কী সংকল্প করেছিলে? তিনি বললেন, এক (তালাক)। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম? তিনি (তালাকদাতা) বললেন, আল্লাহর কসম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি যা নিয়াত করেছো (তালাক) সেটাই। আবূ দাউদ (র) বলেন, উপরে বর্ণিত হাদীসটি ইবনে জুরাইজের হাদীস "রুকানা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন" থেকে অধিক সহীহ ও সঠিক। কেননা উপরে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই তালাকদাতার (রুকানার) পরিবারের সদস্য। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে বেশি ওয়াকিফহাল থাকাই স্বাভাবিক। আর ইবনে জুরাইজ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা আবূ রাফে'র কোন সন্তান থেকে ইকরিমার উদ্ধৃতিতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ তালাকের কথা অন্তরের কল্পনায় (ওয়াসওয়াসা) আসা

২২০৯- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا.

২২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতের মনে উদিত ধারণা-কল্পনাকে উপেক্ষা করেন যতক্ষণ না সে তা আলোচনা করে কিংবা সে তা কার্যে পরিণত করে; আর যা তাদের অন্তরে উদয় হয়।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, হে আমার বোন

২২১০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْتُكَ هِيَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.

২২১০। আবু তামীমা আল-হুজাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো, হে আমার আদরে বোনটি; তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে কি তোমার বোন; তিনি তার এ ধরনের সম্বোধনকে অপছন্দ করে (ভবিষ্যতের জন্য) নিষেধ করলেন।

২২১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ يَا أُخَيَّةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২১১। আবু তামীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্বগোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে 'হে আমার আদুরে বোনটি' বলতে শুনে তাকে এ ধরনের সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثًا ثِنْتَانِ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا. وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ فِىْ اَرْضِ جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ اِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأُتِىَ الْجَبَّارُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ نَزَلَ هٰهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِىَ اَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّهَا اُخْتِىْ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهَا قَالَ اِنَّ هٰذَا سَأَلَنِىْ عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ وَاِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّكِ اُخْتِىْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ عِنْدَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

২২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে... ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, তিনটি ব্যতীত (যা বাহ্যত মিথ্যা হলেও মূলত তা মিথ্যা ছিলো না)। তন্মধ্যে দু'টি আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে (আর একটি নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কে)। এটি হচ্ছে তাঁর কথা ঃ "নিশ্চয় আমি রোগাক্রান্ত" (সূরা আস-সাফফাত ঃ ৮৯) এবং তাঁর কথা, "বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে" (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৩)। আর ব্যক্তিগত ঘটনাটি হচ্ছে এই ঃ ইবরাহীম (আ) স্ত্রী সারাকে নিয়ে কোন এক অত্যাচারী শাসকের এলাকা সফর করছিলেন। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। জনৈক সংবাদবাহক সেই যালিমের কাছে এসে বললো, এ জায়গায় এক ব্যক্তি এক স্ত্রীসহ আগমন করেছে, যে মানুষের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে (যালিম ব্যক্তি) ইবরাহীম (আ)-এর কাছে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে,

তার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। যখন তিনি তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন তখন তাঁকে বললেন, ঐ ব্যক্তি আমার কাছে তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছে। আমি তাকে (যালিম লোকটিকে) জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। ব্যাপারও তাই, কেননা বর্তমানে এ এলাকায় আমি ও তুমি ব্যতীত কোন মুসলমান নেই। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক (সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাইবোন বিধায়) তুমি আমার দীনি বোন। সুতরাং তার কাছে আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। রাবী এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ একবার ব্যাবিলনবাসী তাদের জাতীয় উৎসবে শরীক হবার জন্যে হযরত ইবরাহীমকে আবদার জানালেন, তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা মিথ্যা ছিল না। কেননা তিনি "সাকীম" শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অসুস্থতা। অর্থাৎ মানসিকভাবে রোগগ্রস্ত। অপর দিকে নগরীর আবাল-বৃদ্ধা-বণিতা সে উৎসবে চলে যাবার পর তিনি বুৎখানায় (ঠাকুরঘরে) প্রবেশ করে বড় একটি মূর্তির গলায় একটা কুঠার ঝুলিয়ে রেখে অবশিষ্ট মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে রেখে দিলেন। লোকেরা ফিরে এসে এ ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, "তাদের বড়টাই এ কাজ করেছে।" এটাও মিথ্যা ছিল না, কেননা জ্ঞানে-গুণে স্বভাব-চরিত্রে তিনিই ছিলেন তাদের সবার চাইতে বড়। মূলত তিনি কথাগুলোকে একটু ঘুরিয়ে বলেছিলেন। আরবী পরিভাষায় এটাকে 'তাওরিয়া' বলা হয়। এভাবে বলা জায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِى الظِّهَارِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যিহার

٢٢١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ ابْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ الْبَيَاضِىُّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً اُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيْبُ غَيْرِىْ فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ امْرَأَتِىْ شَيْئًا يُتَّابِعُ بِىْ حَتّٰى اُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتّٰى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَا هِىَ تَخْدُمُنِىْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ تَكَشَّفَ لِىْ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ اَلْبَثْ اَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ خَرَجْتُ اِلٰى قَوْمِىْ فَاَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوْا مَعِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ اَنَا بِذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم فيّ ما أراك الله. قال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنَ مَا لَنَا طَعَامٌ. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فاطعم مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام

যেমন আমি কিতাবে পড়েছি। তিনি বললেন : এক ওয়াসাক খেজুর ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! গত রাতে আমি ও আমার পরিবার উপোস করে কাটিয়েছি। কেননা আমাদের কাছে খাবার কিছুই নেই। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি বনি যুরাইকের (তোমার গোত্রের) যাকাত আদায়কারীর কাছে গিয়ে বলো, সে যেন তোমাকে তাদের সদাকা (যাকাত) প্রদান করে। তা থেকে এক ওয়াসাক খেজুর ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। আর যা অবশিষ্ট থাকে তা তুমি ও তোমার পরিবারই সকলে খেতে পারো। (লোকটি বললো) এরপর আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে এসে বললাম, আমি তোমাদের কাছে এসেছি হতাশা ও মন্দ ব্যবহার, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছি উদারতা ও উত্তম ব্যবহার। তিনি আমাকে তোমাদের সদাকা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। ইবনুল আলা অতিরিক্ত হিসেবে ইসরীসের কথা বলেছেন যে, 'বায়াদা' বনি যুরাইকের একটি শাখাগোত্র।

٢٢١٤ حدثنا الحسين بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن
ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الله بن
يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت
ظاهر مني زوجي اوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله
عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني
فيه ويقول اتقي الله فانه ابن عمك فما برحت حتى نزل القران.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الى الفرض فقال يعتق
رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول
الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا
قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فاتي ساعتئذ بعرق من
تمر قلت يا رسول الله فاني اعينه بعرق اخر قال قد احسنت
اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي الى ابن عمك. قال
والعرق ستون صاعا. قال ابو داود هذا الحديث كفرات عنه من
غير ان تستامره. قال ابو داود هذا اخو عبادة بن الصامت.

২২১৪। খুয়াইলা বিনতে মালেক ইবনে ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আওস ইবনুস সামিত (রা) আমার সাথে যিহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁর (আমার স্বামীর) পক্ষ থেকে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। মহিলাটি বলেন, আমি সে স্থান ত্যাগ না করতেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ "আল্লাহ নিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে" (সূরা আল-মুজাদালা ঃ ১)-এর কাফফার (শেষ) পর্যন্ত নাযিল হলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সে একটি গোলাম আযাদ করবে। মহিলাটি বললেন, তার সে সাধ্য নেই। তিনি বললেন ঃ সে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে যে অতি বৃদ্ধ, রোযা রাখার সামর্থ্য তার নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে অবশ্যই ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। মহিলাটি বললেন, সদাকা করার মতো পয়সা-কড়িও তার নেই। মহিলাটি বলেন, এমন সময় এক ঝুড়ি খেজুর (খুরমা) সেখানে আনীত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদয় খেজুর সদাকা করার জন্য তাকে দিয়ে দিলেন। (মহিলাটি বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ পরিমাণ আর এক ঝুড়ি দ্বারা আমি তার সাহায্য করবো। তিনি বললেন ঃ অবশ্য এটা তোমার বদান্যতা। যাও, এর দ্বারা তার পক্ষ থেকে তুমি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের (স্বামীর) নিকট ফিরে যাও। (বর্ণনাকারী) ইয়াহইয়া ইবনে আদাম বলেন, ষাট সা'তে এক আরাক হয়। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, মহিলাটি তার স্বামীর নির্দেশ ব্যতিরেকেই তার পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করে দিয়েছে। আবু দাঊদ (র) আরো বলেন, আওস (রা) ছিলেন উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র ভাই।

٢٢١٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَبُو الْاَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَالْعَرَاقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاَثِيْنَ صَاعًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ.

২২১৫। ইবনে ইসহাক (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আরো আছে, আরাক হলো ওজনে তিরিশ সা'-এর সমান। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আদামের বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ يَعْنِى الْعَرَقَ زَنْبِيْلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

২২১৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাক 'যানবীল' (থলে) কে বলা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ সামাই হয়।

٢٢١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ

وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى اَفْقَرَ مِنِّيْ وَمِنْ اَهْلِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُكَ.

২২১৭। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু খেজুর এলো। তিনি সমুদয় খেজুর উক্ত ব্যক্তিকে দিলেন যার পরিমাণ ছিলো প্রায় পনের সা'। তিনি বললেন ঃ এগুলো সদাকা করে দাও। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ও আমার পরিবারের লোকদের চাইতে অধিক অভাবী লোক কে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও, তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা ভোগ করো।

٢٢١٨- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيْرٍ الْمِصْرِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ اَوْسٍ اَخِيْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ اَوْسًا وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَدِيْمُ الْمَوْتِ وَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ وَاِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ اَوْسًا.

২২১৮। ইমাম আবু দাঊদ (র) মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াযীর আল-মিসরী থেকে উবাদা ইবনুস সামিতের ভাই আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ষাটজন মিসকীনকে আহার করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে পনের সা' যব প্রদান করেছেন। আবার আবু দাঊদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী 'আতা'র সাথে আওসের সাক্ষাৎ হয়নি। কেননা 'আওস' (রা) ছিলেন একজন বদরী সাহাবী, যিনি অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি মুরসাল।

٢٢١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ جَمِيْلَةَ كَانَتْ تَحْتَ اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلاً بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ اِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

২২১৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, জামীলা ছিলেন আওস ইবনুস

সামিতের স্ত্রী। আর আওস (রা) ছিলেন অধিক সংগমে সক্ষম পুরুষ। এক সময় তার এ আসক্তি প্রবল হলে, তিনি তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করেন। এই প্রসঙ্গে মহান শক্তিশালী আল্লাহ যিহারের কাফফারার আয়াত নাযিল করলেন।

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ.

২২২০। আয়েশা (রা) থেকেও এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٢١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ عَنْكَ.

২২২১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে তার কাফফারা আদায় করার পূর্বেই সহবাসে লিপ্ত হয়। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসে তোমাকে এ কাজে লিপ্ত করেছে? সে বললো, চাঁদের আলোয় আমি তার উভয় উরুর সৌন্দর্য দেখে ফেলেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার যিহারের কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত তার থেকে সরে থাকো।

٢٢٢٢- حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَأٰى بَرِيْقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ اَنْ يُكَفِّرَ.

২২২২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো। সে চাঁদের আলোয় তার (স্ত্রীর) উরুর চাকচিক্য দেখতে পেয়ে (কামোদ্দীপিত হয়ে) তার সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে নবী (সা)-এর নিকট এলে তিনি তাকে কাফ্ফারা আদায়ের নির্দেশ দেন।

٢٢٢٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ.

২২২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'উরু' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٢٢٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنِىْ مُحَدَّثٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

২২২৪। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢٥- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسٰى يُحَدِّثُ بِهٖ اَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ اَبَانَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَىَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২২৫। আল-হাকাম ইবনে আবান (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী এই সনদসূত্রে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, আমার নিকট লিখেছেন আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ। তিনি বলেন, আল-ফাদল ইবনে মূসা-মা'মার-আল-হাকাম ইবনে আবান-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابٌ فِى الْخُلْعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খোলা'র বর্ণনা

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِىْ غَيْرِ مَا بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

২২২৬। ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন নারী কোনরূপ অভিযোগ ব্যতীত তার স্বামীর নিকট তালাক দাবি করলে তার জন্য বেহেশতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ اَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ لاَ اَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ مَا اَعْطَانِىْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِىْ اَهْلِهَا.

২২২৭। হাবীবা বিনতে সাহল আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রা)-র বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়তে যাওয়ার পথে সাহলের কন্যা হাবীবাকে ভোরের অন্ধকারে তাঁর ঘরের দরজায় দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইনি কে? তিনি বললেন, আমি সাহলের কন্যা হাবীবা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? মহিলাটি উত্তর দিলেন, (তার স্বামী) সাবিত ইবনে কায়েসের সাথে ও আমার সাথে আর মিলমিশ হবে না। যখন সাবিত ইবনে কায়েস আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এই যে সাহলের কন্যা হাবীবা। অতঃপর মহিলাটি তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিলো তা তুলে ধরলেন হাবীবা এ কথাও বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (স্বামী) আমাকে যা কিছু দিয়েছেন সমুদয় আমার কাছে মওজুদ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়েসকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু তাকে দিয়েছো তা গ্রহণ করো। অতএব তিনি স্ত্রী থেকে তা ফেরৎ নিলেন এবং মহিলাটি তার আপনজনদের নিকট চলে গেলেন।

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو السَّدُوْسِىُّ الْمَدِيْنِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ

كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ اِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اَصْدَقْتُهَا حَدِيْقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ.

২২২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহলের কন্যা হাবীবা (রা) সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাকে (হাবীবাকে) প্রহার করলে তার (শরীরের) কোন এক অঙ্গ ভেঙ্গে গেলো। তাই তিনি সুবহে সাদেকের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি তাকে (স্ত্রীকে) যা কিছু মাল-সম্পদ প্রদান করেছো, তার কিছু অংশ ফেরত নিয়ে তাকে তালাক দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা ফেরত নেয়া কি সংগত হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ! সে বললো, আমি তাকে মোহরানা বাবদ দু'টি বাগিচা দিয়েছি এবং সেগুলো তার দখলে রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বাগিচা দু'টি নিয়ে নাও এবং তাকে বিচ্ছেদ করে দাও। সুতরাং তিনি তাই করলেন।

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

২২২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-র স্ত্রী তার নিকট থেকে খোলা' তালাক নিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইদ্দাতকাল নির্ধারণ করলেন এক হায়েয। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুর রায্যাক-মা'মার- আমর ইবনে মুসলিম-ইকরিমা (র)-নবী (সা) সূত্রে মুরসালরূপে।

٢٢٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.

২২৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোলা' তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দাতকাল হলো এক হায়েয।

بَابٌ فِى الْمَمْلُوْكَةِ تُعْتَقُ وَهِىَ تَحْتَ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ স্বাধীন অথবা গোলামের বিবাহাধীন দাসী দাসত্বমুক্ত হলে

٢٢٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُغِيْثًا كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِشْفَعْ لِىْ اِلَيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَرِيْرَةُ اِتَّقِى اللّٰهَ فَاِنَّهُ زَوْجُكِ وَاَبُوْ وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَأْمُرُنِىْ بِذَاكَ قَالَ لاَ اِنَّمَا اَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى خَدِّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَبُغْضِهَا اِيَّاهُ.

২২৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুগীস একজন গোলাম ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তার (বারীরার) কাছে অনুগ্রহপূর্বক সুপারিশ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বারীরা! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা সে (মুগীস) তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানের পিতা। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন ঃ না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী মাত্র। ওদিকে মুগীস কাঁদছে আর তার পিছে পিছে ছুটছে, চোখের পানিতে তার চোয়াল পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা, আর মুগীসের প্রতি তার (বারীরার) উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক!

টীকা ঃ মুগীস যেমন ক্রীতদাস ছিলেন, বারীরা ছিলেন ক্রীতদাসী। হযরত আয়েশা (রা) বারীরাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। ফলে তিনি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার লাভ করেন। ইমাম নববী (র) বলেন, এ বিষয়ে উম্মাতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি কোন ক্রীতদাসীকে সম্পূর্ণ আযাদ করে দেয়া হয় এবং তখন তার স্বামী যদি ক্রীতদাস থাকে, তাহলে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বা বহাল রাখার অধিকারী হয়। কিন্তু স্বামী যদি আযাদ হয় তাহলে ইমাম মালেক, শাফিয়ী ও অধিকাংশ মনীষীর মতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার তার থাকবে না। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে এ ক্ষেত্রেও তার এখতিয়ার বহাল থাকবে (অনু.)।

٢٢٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُسَمّٰى مُغِيْثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ.

২২৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরার স্বামী ছিলেন একজন কালো বর্ণের ক্রীতদাস। তার নাম ছিলো মুগীস। বারীরা আযাদ হবার পর এ স্বামী গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিয়ে ইদ্দাত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢٢٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قِصَّةِ بَرِيْرَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

২২৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বারীরার ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তার স্বামী ছিলো ক্রীতদাস। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বামীর ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। ফলে সেও এখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজেকে তার (স্বামী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। যদি সে (স্বামী) আযাদ হতো তাহলে তাকে এখতিয়ার দেয়া হতো না বা তার এখতিয়ার থাকতো না।

٢٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا.

২২৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরাকে (স্বামীর ব্যাপারে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তার স্বামী ছিলো ক্রীতদাস।

بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যিনি বলেছেন, সে (বারীরার স্বামী) ছিলো আযাদ

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ حُرًّا حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَاَنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ مَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُ وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا.

২২৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন বারীরাকে আযাদ করে দেয়া হয় তখন তার স্বামী ছিলো আযাদ এবং তাকে (স্বামীর ব্যাপারে) এখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং সে বলেছে, তার সাথে বসবাস করার আমার কোন আকর্ষণ নেই, যদিও আমাকে এতো এতো কিছু দেয়া হয়।

بَابُ حَتّٰى مَتٰى يَكُوْنُ لَهَا الْخِيَارُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কোন্ সময় পর্যন্ত তার এখতিয়ার বহাল থাকে?

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ وَعَنْ اَبَانَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ اُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ عَبْدٍ لِاٰلِ اَبِيْ اَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا اِنْ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ.

২২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরাকে যখন আযাদ করা হয় তখন সে আবু আহমাদ পরিবারের ক্রীতদাস মুগীসের বিবাহ বন্ধনে ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বর্তমান স্বামীর ব্যাপারে) এখতিয়ার দিয়েছিলেন, আর তাকে এটাও বলেছিলেন ঃ যদি তোমার স্বামী তোমার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তোমার এখতিয়ার বহাল থাকবে না।

بَابٌ فِي الْمَمْلُوْكَيْنِ يَعْتِقَانِ مَعًا هَلْ تَخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ দু'জন দাস-দাসী একই সাথে দাসত্বমুক্ত হলে তার স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে কিনা?

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا أَرَادَتْ اَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوْكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا اَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَصْرٌ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

২২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন দু'জন দাস-দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে দাসীর স্বামী আছে। (বর্ণনাকারী) কাসেম বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নারীর পূর্বে পুরুষটিকে দাসত্বমুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

بَابُ اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ كَانَتْ اَسْلَمَتْ مَعِىَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

২২৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে আসলো, অতঃপর তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করে আসলো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় সে আমার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি স্ত্রীটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ قَدْ اَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِاِسْلاَمِىْ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ وَرَدَّهَا اِلٰى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ.

২২৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। পরে তার (প্রাক্তন) স্বামী নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সে আমার ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। (তার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাটিকে দ্বিতীয় স্বামী থেকে ফেরত নিয়ে প্রথম স্বামীর কাছে সোপর্দ করলেন।

بَابُ اِلٰى مَتٰى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اِذَا اَسْلَمَ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ স্ত্রীর পরে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে, তখন এ স্ত্রী কবে নাগাদ তার কাছে ফেরত যাবে

٢٢٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ.

২২৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নাবকে প্রথম (আকদ) বিবাহের ভিত্তিতেই আবুল আসের নিকট ফেরত দিয়েছেন এবং নতুনভাবে কোন কিছু আরোপ করেননি। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আমর তার হাদীসে বলেছেন, ছয় বছর পর এবং হুসাইন ইবনে আলী বলেছেন, দুই বছর পর।

بَابٌ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কোন ব্যক্তি চারের অধিক স্ত্রী বা দুই বোন স্ত্রী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে

٢٢٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبٌ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.

২২৪১। হারিস ইবনে কায়েস ইবনে উমাইর আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার প্রাক্কালে আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। আমি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বলেন ঃ তাদের যে কোন চারজনকে বেছে নাও। হুশাইম থেকে এ হাদীসে হারিস ইবনে কায়েসের স্থানে 'কায়েস ইবনে হারিস' বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, 'কায়েস ইবনে হারিস' হওয়াটাই সহীহ ও সঠিক।

٢٢٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَاضِى الْكُوْفَةِ عَنْ عِيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْذَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ.

২২৪২। কায়েস ইবনুল হারিস (রা) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ قَالَ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

২২৪৩। আদ-দাহহাক ইবনে ফায়রূয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার বিবাহে দুই বোন রয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাদের উভয়ের যে কোন একজনকে তোমার ইচ্ছামত তালাক দাও।

بَابٌ اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُ الْاَبَوَيْنِ لِمَنْ يَكُوْنُ الْوَلَدُ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলমান হলে সন্তান কে পাবে?

٢٢٤٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ وَاَبَتْ امْرَاَتُهُ اَنْ تُسْلِمَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِىْ وَهِىَ فَطِيْمٌ اَوْ شَبْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِىْ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اُقْعُدِىْ نَاحِيَةً وَاَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اُدْعُوْهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلٰى اُمِّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلٰى اَبِيْهَا فَاَخَذَهَا.

২২৪৪। রাফে' ইবনে সিনান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতঃপর মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, এটি আমার কন্যা এবং সে এখনও দুগ্ধপোষ্য অথবা এ জাতীয় কোন শব্দ বলেছেন। অপরদিকে রাফে' (রা) বললেন, এটি আমার কন্যা। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফে'কে বললেন ঃ তুমি এক পাশে বসো এবং মহিলাটিকেও বললেন ঃ তুমিও অপর পাশে বসো। আর মেয়েটিকে তিনি তাদের উভয়ের মধ্যখানে বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এবার তোমরা উভয়ে তাকে ডাকো। মেয়েটি তার মায়ের দিকেই ঝুঁকছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! কন্যাটিকে সঠিক পথ দেখাও'। এরপর সে তার পিতার দিকে ঝুঁকে পড়লো। তাই সে তাকে নিয়ে গেলো।

بَابٌ فِى اللِّعَانِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ) সম্পর্কে

٢٢٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ اَشْقَرَ الْعَجْلاَنِىَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِىْ يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِىْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِىْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَ أَنْتَهِى حَتّٰى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِىْ صَاحِبَتِكَ قُرْاٰنٌ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا

عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

২২৪৫। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, উয়াইমের ইবনে আশকার আল-আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী (রা)-কে এসে বললেন, হে আসেম! তুমি কী বলো যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য কোন লোককে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে এবং তোমরা তাকে হত্যা করবে অথবা সে কী করবে? হে আসেম! আমার এ ব্যাপারটা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। আসেম (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করলেন এবং অশোভন মনে করলেন। আসেম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনলেন তাতে তার মনেও ব্যথা পেলেন। আসেম (রা) তার বাড়ি ফিরলে উয়াইমের (রা) এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসেম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি বলেছেন? আসেম বললেন, তুমি আমাকে খুব একটা ভালো কাজ দাওনি। আমি তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অপছন্দ করেন। তখন উয়াইমের (রা) আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। এই বলে উয়াইমের (রা) উঠে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি চতুর্দিক থেকে লোকজন পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? অতঃপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কী করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ও তোমার সঙ্গিনীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। যাও, তাকে নিয়ে এসো! সাহল (রা) বলেন, তারা এসে উভয়ে লি'আন করলো। এসময় আমি অন্যান্য লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তারা লি'আন থেকে অবসর হলে উয়াইমের (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখি তাহলে আমি মিথ্যা বলেছি বলেই প্রমাণ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন, তখন থেকে লি'আনকারীদের জন্য এটাই বিধিবদ্ধ নিয়ম হয়ে গেলো।

টীকা ঃ স্বামী যদি স্ত্রীর উপর 'যেনার' অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয়, অথচ এ দাবির পক্ষে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই। অপর দিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে, এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে 'বিশেষ পদ্ধতিতে' শপথ করতে হয়। এ শপথকে ফিক্‌হের পরিভাষায় লি'আন বা অভিশাপযুক্ত শপথ বলে। কুরআনের বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ ـ اَلْاٰيَةُ

এ আয়াতগুলোতে অভিযোগ নিষ্পত্তির যে পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে লি'আন বলা হয়।

লি'আন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈর মতে, স্বামী যে মুহূর্তে লি'আন করা শেষ করবে, ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। চাই স্ত্রী লিআন করুক আর নাই করুক, তালাক দিতে হবে না। ইমাম মালিকের মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লি'আন করা শেষ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের মতে কেবলমাত্র লি'আন দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই বিচ্ছেদ হয়। তবে স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ, শাফিঈ ও আহমাদের মতে, যে স্বামী-স্ত্রী লি'আনের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম থাকবে। কোন অবস্থাতেই তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও পারবে না। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, স্বামী যদি নিজের অভিযোগকে মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং এ মিথ্যা অপবাদের শাস্তিভোগ করে, তাহলে পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, অন্যথায় পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম (অনু.)।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ اَمْسِكِ الْمَرْاَةَ عِنْدَكَ حَتّٰى تَلِدَ.

২২৪৬। আব্বাস ইবনে সাহল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উয়াইমেরের ঘটনায়) আসেম ইবনে আদী (রা)-কে বললেন ঃ তুমি মহিলাকে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত নিজের কাছে রাখো।

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعٰى اِلٰى اُمِّهِ.

২২৪৭। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাদের দু'জনের (উয়াইমের ও তার স্ত্রীর) লি'আন করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিলো পনের বছর। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেছেন, পরে উক্ত মহিলা গর্ভধারণ করলো এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِىُّ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِىْ خَبَرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ اِلاَّ كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ.

২২৪৮। সাহল ইবনে সা'দ (রা) উক্ত দু'জন লি'আনকারীর ঘটনায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ঐ মহিলার প্রতি নযর রাখো। যদি সে অতিমাত্রায় কালো চক্ষুদ্বয় এবং বৃহদাকারের নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমি এটাই ধারণা করবো যে, সে (স্বামী) অবশ্যই সত্য বলেছে। আর যদি সে সান্ডার মতো রক্তিমাভ সন্তান প্রসব করে তাহলে ধারণা করবো যে, সে মিথ্যাবাদী ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, সে অপছন্দীয় বৈশিষ্টযুক্ত সন্তানই প্রসব করলো।

٢٢٤٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعٰى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ.

২২৪৯। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে উক্ত ঘটনা বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

٢٢٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْفَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً. قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هٰذَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا.

২২৫০। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর সে (উয়াইমের) তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তিন তালাক দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা কার্যকর করলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে যা করা হয়েছে তাই সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। সাহল (রা) বলেন, উক্ত ঘটনার সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এরপর উভয় লি'আনকারীর জন্য এই

নিয়ম চলে আসছে যে, তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং পুনরায় কখনো তারা দু'জন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।

٢٢٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَلاَعَنَا وَتَمَّ حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ اَحَدٌ عَلٰى اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

২২৫১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (সাহল) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সেই দু'জন লি'আনকারীর ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিলো পনের বছর। আর যখন তারা উভয়ে লি'আন থেকে অবসর হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়েছেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনা এখানেই শেষ। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন তখন তিনি (সাহল) তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি (উয়াইমের) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেই, তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছি। বর্ণনাকারী কেউ কেউ 'আলাইহা' শব্দটি বলেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, "অতঃপর তিনি (সা) লি'আনকারীদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়েছেন" ইবনে উয়াইনার এ বাক্যটি বর্ণনার সাথে অন্য কোন বর্ণনাকারীদের কেউ একমত হননি।

٢٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَاَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيْرَاثِ اَنْ يَّرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا.

২২৫২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে এ হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাটি গর্ভাবস্থায় ছিলো। সে (স্বামী) তার গর্ভটি অস্বীকার করে। ফলে সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো। অতঃপর মীরাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম বিধিবদ্ধ হলো যে, এ সন্তান তার মায়ের ওয়ারিস হবে আর মহিলাটিও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে সন্তানের সম্পত্তির ওয়ারিস হবে।

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّا لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوْهُ اَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ فَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ وَاللّٰهِ لَاَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوْهُ اَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُوْ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ: وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ. هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَابْتُلِىَ بِهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَأَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ لَعَلَّهَا اَنْ تَجِىْءَ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا.

২২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর রাতে আমি মসজিদে ছিলাম। তখন এক আনসারী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বললো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে গর্হিত কর্মে লিপ্ত পায় এবং সে যদি তা ব্যক্ত করে তাহলে অভিযোগকারীকে তোমরা কি 'কাযাফের' শাস্তি দিবে নাকি তাকে হত্যা করার কারণে (কিসাসস্বরূপ) তাকেও হত্যা করবে? আর সে যদি (দেখেও) নীরব থাকে তাহলে ক্ষোভ নিয়েই নীরব থাকবে। আল্লাহর কসম! আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবো। ভোর হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো এবং বললো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে গর্হিত কর্মে লিপ্ত পায়, তাহলে আপনারা কি তাকে তা বলার অপরাধে 'কাযাফের' শাস্তি দিবেন? না কি সে তাকে (যেনাকারীকে) হত্যা করলে (কিসাসস্বরূপ) এ ব্যক্তিকেও হত্যা করবেন, না কি সে রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে নীরব থাকবে? তার কথা শুনে তিনি (সা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দাও' এবং তিনি দু'আ করতে থাকলেন। অতঃপর লি'আনের আয়াত নাযিল হলো, "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর যেনার অভিযোগ আরোপ করে অথচ তাদের কাছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষী নেই..." (সূরা আন-নূর ঃ ৬)। বস্তুত লোকটিই এ গুরুতর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলো। পরে সে ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে লি'আন করলো এবং সে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ দ্বারা চারবার কসম করলো যে, সে তার দাবিতে সত্যবাদী। সে পঞ্চমবার বললো, তার উপর আল্লাহর 'লানত' পতিত হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। এরপর উক্ত মহিলাটি লি'আন করার জন্য উদ্যত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ থামো! কিন্তু সে বিরত থাকতে অস্বীকার করলো এবং লি'আন করেই ছাড়লো। লি'আনকারীদ্বয় চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত সে কালো ও স্থূলদেহবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করবে। তাই হলো, সে কুশ্রী ও স্থূলদেহী সন্তানই প্রসব করলো।

٢٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ اَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَأَى اَحَدُنَا رَجُلاً عَلٰى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا اِنِّىْ لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ فِىْ اَمْرِىْ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِىْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ. قَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا

كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَقَالُوْا لَهَا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيْثُ هِلاَلٍ.

২২৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শারীক ইবনে সাহমার সাথে তার স্ত্রীর যেনায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ পেশ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে অন্যথায় তোমার উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব? এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে কুকর্মে লিপ্ত দেখে সে প্রমাণের অন্বেষণে বের হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন ঃ তোমাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ কার্যকর করা হবে। হেলাল বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আমি আমার দাবিতে অবশ্যই সত্যবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ আমার ব্যাপারে আয়াত (বিধান) নাযিল করে আমার পিঠকে শাস্তি থেকে নিরাপদ করবেন। ঠিক তখনই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ তোলে, অথচ তাদের কাছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষী নেই... যদি সে সত্যবাদী হয়" (সূরা আন-নূর ঃ ৬) পর্যন্ত নবী (সা) পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের (হেলাল ও তার স্ত্রীর) কাছে লোক পাঠালেন। তারা উপস্থিত হলো এবং হেলাল (রা) উঠে তার শপথ বাক্য পাঠ করলেন। এসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ জানেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে তওবা করবে? পরে মহিলাটি উঠে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলো। যখন সে (স্ত্রী) পঞ্চমবারের বাক্য "আল্লাহর গযব তার নিজের উপর বর্তিত হোক, সে (স্বামী) যা বলেছে যদি সে সেই দাবিতে সত্যবাদী হয়" বলার প্রাক্কালে উপস্থিত লোকেরা তাকে (স্ত্রীকে) বলেছিলো, এ বাক্যে অবশ্যই আল্লাহর 'গযব' পতিত হওয়া অবধারিত। সুতরাং একটু ভেবে-চিন্তে বলো। ইবনে আব্বাস (রা)

বলেন, একথা শুনে মহিলাটি কিছুক্ষণ 'থ' খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এবং পরে ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরে এলো। তার হাবভাব দেখে আমাদের ধারণা হলো, সম্ভবত সে বিরত থাকবে। কিন্তু সে "আমার খান্দানকে আমি চিরদিনের জন্য কলংকিত করতে পারি না" বলে পঞ্চম বাক্যটিও উচ্চারণ করলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি রাখো, যদি সে কুচকুচে কালো চোখ, বড় নিতম্ব ও মোটা মোটা নলাওয়ালা সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শারীক ইবনে সাহমার। বস্তুত সে এধরনের সন্তানই প্রসব করেছে। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে লি'আনের নির্দিষ্ট বিধান নাযিল না হতো তাহলে আমার ও এই নারীর মধ্যকার ফয়সালার ব্যাপারটি সংকটজনক হতো। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি শুধুমাত্র মদীনাবাসী মুহাদ্দিসগণ ইবনে বাশ্‌শার থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'কাযাফ' শব্দের অর্থ অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা, দুর্নাম করা ইত্যাদি। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় কোন নারীর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ দেয়াকে 'কাযাফ' বলে। কাযাফকারী নিজের দাবি চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে তাকে ভোগ করতে হবে আশিটি (৮০) বেত্রাঘাত। এরপর কোন ব্যাপারেই উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (অনু.)।

٢٢٥٥- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشُّعَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلاً حِيْنَ اَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يَّتَلاَعَنَا اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُوْلُ اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

২২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লি'আনকারীদেরকে লি'আন করার নির্দেশ দিলেন তখন জনৈক ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন, লি'আনকারীর (স্বামীর) পঞ্চমবারে বাক্যটি উচ্চারণ করার প্রাক্কালে তিনি তার মুখের উপর যেন হাত রেখে বলেন, নিশ্চিয় তাতে শাস্তি অবধারিত হবে।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ وَهُوَ اَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ اَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهِ رَجُلاً فَرَاٰى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِاُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ جِئْتُ اَهْلِيْ عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً فَرَاَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُ بِاُذُنَيَّ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ

عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ الْأَيْتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا هِلاَلُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. قَالَ هِلاَلٌ قَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ ذَاكَ مِنْ رَبِّىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسِلُوْا اِلَيْهَا فَجَاءَتْ فَتَلاَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرَهُمَا وَاَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا. فَقَالَ هِلاَلٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعِنُوْا بَيْنَهُمَا فَقِيْلَ لِهِلاَلٍ اِشْهَدْ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيْلَ لَهُ يَا هِلاَلُ اتَّقِ اللّٰهَ فَاِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِىْ تُوْجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ يُعَذِّبُنِى اللّٰهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِىْ عَلَيْهَا فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ قِيْلَ لَهَا اِشْهَدِىْ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيْلَ لَهَا اتَّقِى اللّٰهَ فَاِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِىْ تُوْجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِىْ فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضٰى اَنْ لاَ يُدْعٰى وَلَدُهَا لِاَبٍ وَلاَ تُرْمٰى وَلاَ يُرْمٰى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا اَوْ رَمٰى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضٰى اَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوْتَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفّٰى عَنْهَا وَقَالَ اِنْ جَاءَتْ بِهِ اُصَيْهِبَ اُرَيْصِحَ اُثَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلٍ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِىْ رُمِيَتْ

بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ اَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ الْأَيْمَنُ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ. قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمِيْرًا عَلٰى مُضَرَ وَمَا يُدْعٰى لِأَبٍ.

২২৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা), যিনি তিনজনের একজন (যারা তাবুক অভিযানের পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলেন) আর আল্লাহ পরে যাদের তাওবাহ কবুল করেছেন, একদা রাতের প্রথমভাগে তার কৃষিখামার থেকে ফিরে এসে তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো। তিনি তাদের অপকর্ম চাক্ষুষ দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তাও নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু তথাপি কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাত যাপন করেন। তিনি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের প্রথমভাগে আমি আমার খামার থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তাদের কুকর্ম আমি চাক্ষুষ দেখেছি এবং নিজ কানে তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর নিকট ব্যাপারটি গুরুতর মনে হলো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (যেনার) অভিযোগ তোলে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষীও নেই, তাদের প্রত্যেককে শপথ করতে হবে..." পূর্ণ দু'টি আয়াত নাযিল হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়ার কঠিন অবস্থা প্রশমিত হলে বললেন ঃ হে হেলাল! সুসংবাদ গ্রহণ করো। 'অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দিয়েছেন এবং বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। হেলাল (রা) বললেন, আমি 'আমার রব' থেকে এমন কিছুই কামনা করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠাও এবং তাকে আসতে বলো। সে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আয়াতটি পড়ে শুনালেন, কিছু উপদেশ দিলেন এবং তাদেরকে একথাও বললেন ঃ (জেনে নাও) পরকালের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় অনেক ভয়াবহ। হেলাল (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি যে অভিযোগ তুলেছি, তা আমি নিরেট সত্যই বলেছি। কিন্তু মহিলাটি বললো, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকজনকে) বললেন ঃ তোমরা যাও, এদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করাও। হেলালকে বলা হলো, তুমি সাক্ষ্য দাও। অতএব তিনি চারবার শপথ করেন যে, তিনি তার দাবিতে সত্যবাদী। আর যখন পঞ্চম কসমটি বলার সময় হলো, তখন তাকে বলা হলো, হে হেলাল! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চাইতে অনেক লঘুতর। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে এ (পঞ্চম) শপথ অবশ্যই তোমার উপর নিশ্চিত বিপদ এনে ছাড়বে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের কারণে আল্লাহ আমার (পিঠের) উপর যেরূপ দোরা লাগাননি, অনুরূপভাবে এ

ব্যাপারেও আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। এ বলে তিনি পঞ্চম শপথটিও করলেন যে, 'তার নিজের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়'। অতঃপর মহিলাটিকে বলা হলো, তুমিও শপথ করো। সুতরাং সেও চারবার আল্লাহর শপথ গ্রহণ করলো যে, সে (স্বামী) তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। আর যখন পঞ্চমবার শপথের সময় হলো তখন তাকেও বলা হলো, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক লঘুতর এবং এই পঞ্চম শপথ অবশ্যই তোমার উপর আযাব এনে ছাড়বে (যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও)। একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে থাকে এবং পরক্ষণে বলে, আল্লাহর শপথ! আমি আমার খান্দানকে কলঙ্কিত করবো না এবং এই বলে পঞ্চমবারের শপথটি করলো যে, তার নিজের উপর আল্লাহর 'গযব' পতিত হোক, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তার গর্ভস্থ সন্তানের বংশপরিচয় তার পিতা থেকে হবে না, তার (মহিলাটির) উপর যেনার অপবাদ দেয়া যাবে না এবং সন্তানটিকেও জারজ বলে কলঙ্কিত করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি উক্ত মহিলা ও তার সন্তানটিকে অপবাদ দিবে, তার উপর কাযাফের শাস্তি কার্যকর করা হবে। এই নারী তার স্বামী থেকে খোরপোষের অধিকারী হবে না। কেননা তারা তালাক ব্যতিরেকেই বিচ্ছেদ হয়েছে, আর না তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি আরো বললেন ঃ যদি উক্ত মহিলা বাজ পাখির মতো লাল-কালো বর্ণের, হালকা নিতম্ব, সামান্য কুঁজো এবং সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে সেটা হবে হেলালের ঔরসজাত। আর যদি সে গমের রং, কোঁকড়া চুল, মোটা বাহু, মোটা নলাওয়ালা ও বৃহৎ নিতম্ববিশিষ্ট বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে সেটা হবে ঐ ব্যক্তির ঔরসের যাকে সম্পর্কিত করে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সন্তান জন্মের পর দেখা গেলো, সে মহিলাটি গমের রং, কোঁকড়া চুল, ভারী বাহু, মোটা নলাওয়ালা ও বৃহৎ নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি (এর পূর্বে) শপথের আয়াত নাযিল না হতো, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই কঙ্কর নিক্ষেপ করে হত্যা করতাম। ইকরিমা (র) বলেন, পরে উক্ত সন্তানটি মুদার গোত্রের আমীর (প্রশাসক) নিযুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু তাকে বাপের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো না।

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ. قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ لَكَ.

২২৫৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের উভয়ের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। স্বামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল? আমার মাল? তিনি বললেন ঃ তুমি মাল ফেরত পাবে না যদিও তুমি তার বিরুদ্ধে সঠিক অভিযোগ করে থাকো, এক্ষেত্রে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে, সুতরাং তা সেটার বিনিময়ে গেছে। আর যদি তুমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ তুলে থাকো, এ অবস্থায় তোমার মাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

২২৫৮। সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেনার অপবাদ দিয়েছে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আজলান গোত্রের এক দম্পতিকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের কেউ তাওবা করতে সম্মত আছো কি? তিনি কথাটি তিনবার বললেন। কিন্তু উভয়ই তওবা করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর তিনি উভয়কে পৃথক করে দিলেন।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِىْ حَدِيْثِ اللِّعَانِ وَاَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا.

২২৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লি'আন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলেন, আর সন্তানটিকে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'তিনি সন্তানটির সম্পর্ক তার মায়ের সাথে স্থির

করলেন' কথাটি কেবল ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেছেন। আর ইউনুস (র) আয-যুহ্‌রী-সাহল ইবনে সা'দ (রা) সূত্রে লি'আন সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করে। অতএব ঐ নারীর পুত্রকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

بَابٌ اِذَا شَكَّ فِى الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কেউ সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ করলে

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِىْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمُرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى تُرَاهُ قَالَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

২২৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ফাযারার জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু সংখ্যক উট তো অবশ্যই আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেগুলোর বর্ণ কি? সে বললো, লাল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেগুলোর মধ্যে কিছু ছাই বর্ণেরও তো আছে? সে বললো, হাঁ, সেগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণেরও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এ বর্ণ কোথা থেকে আসছে বলে ধারণা করো? লোকটি বললো, সম্ভবত বংশগত প্রভাবের কারণে। তিনি বললেন ঃ তোমার এ বাচ্চার বর্ণেও পূর্বপুরুষের কারো বর্ণের প্রভাব পড়েছে।

٢٢٦١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِاَنْ يَنْفِيَهُ.

২২৬১। যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে উক্ত হাদীসটির অনুরূপ বিষয়বস্তুসহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ লোকটি তখন ইঙ্গিতে সন্তানটি অস্বীকার করলো।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَأَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّىْ اُنْكِرُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২২৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে, আমি তা অস্বীকার করি। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْاِنْتِفَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করা জঘন্যতম অপরাধ

٢٢٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِىْ اَبْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّٰهُ جَنَّتَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُؤُسِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

২২৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন লি'আনের আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে নারী (এমন সন্তান) কোন বংশের মধ্যে প্রবেশ করায় যার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই সে নারী আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহ তাকে কখনো তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে কোন পুরুষ স্বীয় সন্তানকে অস্বীকার করে, আর সে বাচ্চা তার স্নেহ-মমতার আকাঙ্ক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আড়ালে থাকবেন (তাঁর দয়া থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন) এবং কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষের সামনে তাকে অপমানিত করবেন।

بَابُ فِىْ اِدْعَاءِ وَلَدَ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ জারজ সন্তানের মালিকানা দাবি

٢٢٦٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الذَّيَّالِ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مُسَاعَاةَ فِى الْاِسْلاَمِ مَنْ سَاعٰى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعٰى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ.

২২৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে যেনার কোন সুযোগ নাই। আর জাহিলিয়াতের যুগে যারা যেনায় লিপ্ত হয়েছে, এর ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে সন্তান যেনাকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি যেনার সন্তানকে নিজের বলে দাবি করে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং সে সন্তানও তার উত্তরাধিকারী হবে না।

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ اَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ اَبِيْهِ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضٰى اَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ اَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ وَمَا اَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ. وَلاَ يَلْحَقُ اِذَا كَانَ اَبُوْهُ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ اَنْكَرَهُ. وَاِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا اَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَاِنْ كَانَ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ اَوْ اَمَةٍ.

২২৬৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাথমিক পর্যায়ে মীমাংসা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার পিতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিস হবে যাকে সে ওয়ারিস বলে স্বীকার করে। তিনি (স) এ ফায়সালাও দিতেন ঃ প্রত্যেক দাসীর সন্তানকে সে ব্যক্তিই পাবে, যে উক্ত দাসীর মালিক হয়ে তার সাথে সঙ্গম করেছে এবং সে সন্তানও উক্ত ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে (যদি সে তার জীবদ্দশায় উক্ত সন্তানটিকে অস্বীকার না করে থাকে)। আর উক্ত সংযুক্তির পূর্বে (জাহিলিয়াতের সময়) যেসব মাল-সম্পদ ভাগ-বন্টন হয়ে গেছে, এ সন্তান (যে পরে সংযুক্ত হয়েছে) তা থেকে কিছুই পাবে না। আর যেগুলো তখনো ভাগ-বন্টন হয়নি এ সন্তান তা থেকে অংশ পাবে। হাঁ যদি তার পিতা তার জীবদ্দশায় তাকে (উক্ত সন্তানটিকে) অস্বীকার করে থাকে, তখন এ সন্তান তার সাথে সংযুক্ত হবে

না। আর যদি সন্তান এমন দাসী থেকে জন্ম নেয়, যে ব্যক্তি তার মালিক নয় অথবা এমন স্বাধীন নারী থেকে, যার সাথে সে যেনা করেছে, এমতাবস্থায় এ সন্তান উক্ত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং এ সন্তান তার ওয়ারিসও হবে না, যদিও সে ব্যক্তি দাবি করে। আর যাকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, আর সেও সম্পৃক্ত হয়, সে ব্যভিচারজাত, চাই সে দাসীর গর্ভেই হোক অথবা স্বাধীন নারীর গর্ভে।

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ اُمِّهِ مَنْ كَانُوْا حُرَّةً اَوْ اَمَةً وَذٰلِكَ فِيْمَا اسْتُلْحِقَ فِىْ اَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضٰى.

২২৬৬। মুহাম্মাদ ইবেন রাশেদ (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে অতিরিক্ত বলেছেন ঃ উক্ত সন্তানটি মায়ের জারজ সন্তান হিসাবে পরিচিত হবে, চাই সে নারী স্বাধীন হোক কিংবা দাসী। আর এ বিধানটি সেসব সন্তানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়েছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর ইসলামের পূর্বে যে মাল-সম্পদ ভাগ-বন্টন হয়ে গেছে তা অপরিবর্তিত থাকবে।

بَابٌ فِى الْقَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় (কিয়াফা)

٢٢٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُوْرًا وَقَالَ عُثْمَانُ تُعْرَفُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِىَّ رَاٰى زَيْدًا وَاُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا بِقَطِيْفَةٍ وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ اُسَامَةُ اَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ اَبْيَضَ.

২২৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আমার নিকট আগমন করলেন এবং তাঁর চেহারার রেখাগুলো ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি অবগত আছো? এই মাত্র মুজাযযিয আল-মুদলিজী যায়েদ এবং উসামাকে একত্রে একটি চাদর দ্বারা উভয়ের

মাথা আবৃত এবং পাগুলো উন্মুক্ত দেখেছে। সে বললো, এ পাগুলো পরস্পরের থেকে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উসামা ছিলেন কালো বর্ণের আর যায়েদ ছিলোন গৌর বর্ণের।

টীকা ঃ মানুষের হাত-পা, কিংবা মুখমণ্ডল ইত্যাদি দ্বারা এ পরিচয় নির্ণয় করা যে, সে কার পুত্র বা ভাই, এ বিদ্যার পারদর্শীকে আরবী পরিভাষায় 'কায়েফ' বলে আর এ বিদ্যাকে বলে 'কিয়াফা' (অনু.)।

٢٢٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اُسَامَةُ اَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ اَبْيَضَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَسَارِيْرُ وَجْهِهِ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيْسٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ اِنَّمَا سَمِعَ الْاَسَارِيْرَ مِنْ غَيْرِ الزُّهْرِىِّ. قَالَ وَالْاَسَارِيْرُ فِىْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُوْلُ كَانَ اُسَامَةُ شَدِيْدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدٌ اَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ.

২২৬৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'খুশীতে তার চেহারার রেখাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল'। আবু দাউদ (র) বলেন, 'তাঁর মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য' কথাটি ইবনে উয়াইনা সংরক্ষণ করতে পারেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা ইবনে উয়াইনা কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট (তাদলীস) হয়েছে। তিনি তা যুহরী থেকে শুনেননি, অন্য কারো নিকট শুনেছেন। লাইছ প্রমুখের হাদীসে ঐ কথাটি আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে সালেহ (র)-কে বলতে শুনেছি, উসামা (রা) ছিলেন আলকাতরার মতো কৃষ্ণকায়, আর যায়েদ (রা) ছিলেন তুলার মতো সাদা।

بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ اِذَا تَنَازَعُوْا فِى الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যিনি বলেছেন, লটারী দ্বারা মীমাংসা করবে, যদি সন্তান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْخَلِيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ اَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُوْنَ اِلَيْهِ فِىْ وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوْا عَلٰى اِمْرَأَةٍ فِىْ

طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا فَقَالَ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ اِنِّىْ مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ اَضْرَاسُهُ اَوْ نَوَاجِذُهُ.

২২৬৯। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এসময় ইয়ামান দেশ থেকে এক ব্যক্তি এসে বললো, তিন ইয়ামানী একটি সন্তানের দাবি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে আলী (রা)-এর নিকট এসে আরজী পেশ করলো যে, একই 'তোহরে' তারা সকলে একটি নারীর সাথে সঙ্গম করেছে। আলী (রা) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারা ক্ষেপে গেলো। এবার তিনি অন্য দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও ক্ষেপে গেলো। এবার তিনি অপর দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও নারাজ হলো। অতঃপর তিনি বললেন, এ সন্তানের দাবিতে তোমরা ঝগড়া করছো। আমি লটারী দ্বারা তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো। সুতরাং লটারীতে যার নাম উঠবে, সন্তানটি সে পাবে, তবে সে অপর দু'জনের প্রত্যেককে এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে 'দিয়াত' প্রদান করবে। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং তাতে যার নাম উঠেছে সন্তানটি তাকেই দিলেন। আলী (রা)-এর এ দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিমত্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর সম্মুখে দাঁত অথবা মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ اُتِىَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوْا عَلٰى امْرَأَةٍ فِىْ طُهْرٍ وَاحِدٍ. فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ حَتّٰى سَأَلَهُمْ جَمِيْعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالاَ لاَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِىْ صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ. قَالَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

২২৭০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইয়ামান

দেশে অবস্থানকালে তিন ব্যক্তিকে তার কাছে আনা হলো। তারা এক নারীর সাথে একই 'তোহরে' (ঋতুস্রাবের পর পবিত্রতায়) সঙ্গম করেছে। এখন তাদের প্রত্যেকের দাবি হলো সন্তানটি তার। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, আমি সন্তানটি ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে দিচ্ছি? তারা জবাব দিলো, না। তিনি তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করলে তারা অস্বীকৃতিমূলক উত্তর দিলো। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং সন্তানটি সে ব্যক্তির সাথেই সংযুক্ত করলেন, লটারী যার নামে উঠেছে এবং তার উপর বাধ্যতামূলকভাবে অপর দু'জনকে দুই-তৃতীয়াংশ 'দিয়াত' আদায় করার নির্দেশ দিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

٢٢٧١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْخَلِيْلِ اَوِ ابْنِ الْخَلِيْلِ قَالَ اُتِىَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلاَثَةٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلاَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ قَوْلَهُ طِيْبًا بِالْوَلَدِ.

২২৭১। খলীল অথবা ইবনে খলীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট এমন তিন ব্যক্তিকে আনা হলো, যারা একটি মহিলার সাথে যেনা করেছিল। সে একটি সন্তান প্রসব করেছে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় 'ইয়ামান দেশ' এবং 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা' আর আলী (রা) এর নির্দেশ ঃ 'তোমরা দু'জনে সন্তুষ্টচিত্তে সন্তানটির দাবি প্রত্যাহার করো' ইত্যাদি উল্লেখ নাই।

بَابٌ فِىْ وُجُوْهِ النِّكَاحِ الَّتِىْ كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ জাহিলী যুগের বিবাহ পদ্ধতিসমূহ

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اٰخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ اِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا اَرْسِلِىْ اِلٰى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِىْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا اَبَدًا

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِىْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَاِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا اِنْ اَحَبَّ وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِىْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمّٰى نِكَاحُ الاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ اٰخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَاِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ يَمْتَنِعَ حَتّٰى يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا فَتَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمّٰى مَنْ اَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحَ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلٰى اَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا لِمَنْ اَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَاِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ الْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِىْ يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ نِكَاحَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ اِلاَّ نِكَاحَ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ الْيَوْمَ.

২২৭২। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলী যুগে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিলো। (এক) বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্ত নারীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিবে এবং তার দেন মোহর আদায়ের পর বিবাহ করবে। (দুই) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর বলতো, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও এবং তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হও। অতঃপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতো এবং কখনো তার সাথে অবস্থান করতো না, এমনকি তাকে স্পর্শও করতো না যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবতী হতো। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতো। আর স্বীয় স্ত্রীকে অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী করার উদ্দেশ্য ছিলো, যাতে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে বলা হতো 'আল-ইস্তিবদা'। (তিন) দশজনের কম ব্যক্তি একস্থানে একত্র হয়ে একই মহিলার সাথে পরপর সঙ্গমে লিপ্ত হতো। মহিলাটি এর ফলে গর্ভবতী হতো এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হলে, সে ঐ সব লোককে ডেকে পাঠাতো এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে

পারতো না। সকলে তার সামনে উপস্থিত হলে সে তাদেরকে বলতো, তোমরা সকলেই অবগত আছো যে, তোমরা কি করেছো। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক! এটি তোমারই সন্তান। তাদের মধ্যে যাকে খুশী তার নাম ধরে মহিলাটি ডেকে বলতো। ফলে সন্তানটি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হতো। (চার) বহু পুরুষ একই নারীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ঐ নারী যত পুরুষ তার কাছে আসতো কাউকে স্বীয় শয্যায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো না। এরা ছিলো বারবণিতা। এরা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের সম্মুখে পতাকা টানিয়ে রাখতো। যে কেউ ইচ্ছা করতো, অবাধে এদের সাথে যেনায় লিপ্ত হতে পারতো। যদি এদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করতো, তাহলে সেসব পুরুষেরা উক্ত মহিলার কাছে একত্র হতো এবং একজন বংশবিশারদকে (কায়েফ) ডেকে আনা হতো। সে যে লোকটির সাথে শিশুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করতো তাকে বলতো, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ ব্যক্তি ঐ সন্তানকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। পরে লোকে শিশুটিকে তার পুত্র বলে আখ্যা দিতো এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করতো না। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীনসহ পাঠালেন, তখন তিনি জাহিলী যুগের সব ধরনের বিবাহ পদ্ধতি বাতিল করে একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে বহাল করলেন।

بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বিছানা যার সন্তান তার

٢٢٧٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ اَوْصَانِىْ اَخِىْ عُتْبَةُ اِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ اَنِ انْظُرْ اِلَى ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَاِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ اِبْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ هُوَ اَخُوْكَ يَا عَبْدُ.

২২৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) ও আব্দ ইবনে যাম'আ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাম'আর দাসীর এক সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া নিয়ে গেলো। সা'দ (রা) বললেন, আমার ভাই উতবা আমার কাছে ওসিয়াত করেছে যে, আমি যখন মক্কায় আসবো, তখন যাম'আর দাসীর

সন্তানটিকে যেন আমি আমার অধিকারে নিয়ে আসি। কেননা ওটা তার পুত্র। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ আবদ ইবনে যাম'আ বললেন, এটা আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর সন্তান, আমার পিতার বিছানায়ই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটির মধ্যে উতবার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে বললেন ঃ সন্তান তার বিছানা যার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে কংকর। তিনি সাওদা (রা)-কে বললেন ঃ তার থেকে পর্দা করো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আব্দ! সে তোমার ভাই'।

টীকা ঃ কথিত আছে যে, ইসলামের পূর্বে যাম'আর দাসীর সাথে উতবার অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। এরই প্রেক্ষিতে উতবা তার ভাইকে এ সন্তান গ্রহণ করার ওসিয়াত করেছিলো। তবে সন্তানটিকে যাম'আর বলে রায় প্রদান করলেও উতবার সাথে সাদৃশ্য থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, উক্ত সন্তানটির থেকে পর্দা করো। কেননা সে তোমার ভাই হওয়ার মধ্যে সন্দেহ আছে (অনু.)।

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا ابْنِىْ عَاهَرْتُ بِاُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ دِعْوَةَ فِى الْاِسْلاَمِ ذَهَبَ اَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

২২৭৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক আমার পুত্র, জাহিলী যুগে আমি তার মায়ের সাথে যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবৈধ সন্তানের দাবি করার ব্যবস্থা ইসলামে নেই। আর জাহিলী যুগের প্রথা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং বিছানা যার সন্তান তার এবং যেনাকারীর জন্য রয়েছে কংকর।

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَبُوْ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِىْ اَهْلِىْ اَمَةً لَهُمْ رُوْمِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ مِثْلِىْ فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّٰهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ مِثْلِىْ فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلاَمٌ لِاَهْلِىْ رُوْمِىٌّ يُقَالُ لَهُ يُوْحَنَّهُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ

فَوَلَدَتْ غُلاَمًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هٰذَا قَالَتْ هٰذَا لِيُوْحَنَّهْ فَرُفِعْنَا اِلٰى عُثْمَانَ اَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا اَتَرْضَيَانِ اَنْ اَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوْكَيْنِ.

২২৭৫। রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনিব-মালিকেরা আমার সাথে তাদের এক রুম দেশীয় দাসী বিবাহ দেন। আমি তার সাথে সঙ্গম করলে সে আমার মতোই একটি কালো সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখলাম আবদুল্লাহ। আমি আবার তার সাথে সঙ্গম করলে সে পুনরায় আমার মতো একটি কালো সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখলাম উবায়দুল্লাহ। অতঃপর আমার মনিবের ইউহান্না নামক এক রোমান দাস আমার স্ত্রীকে ফুঁসলিয়ে তার সাথে কুকর্ম করে যার ভাষা ছিল অবোধগম্য। অতঃপর সে গিরগিটি সদৃশ একটি সন্তান প্রসব করলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সে বললো, এটা ইউহান্নার। আমি উসমান (রা)-এর নিকট এ কথা জানালাম। উসমান (রা) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা উভয়ে তা স্বীকার করে। পরে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এ ব্যাপারে কি রাজি আছো যে, আমি তোমাদের মাঝে সেই ফয়সালা করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফয়সালা করেছিলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন ঃ বিছানা যার সন্তান তার। অতঃপর তিনি মহিলা ও পুরুষ উভয়কে বেত্রাঘাত করেন। আর তারা উভয়ে ছিলো ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ সন্তান লালন-পালনে কে অগ্রগণ্য?

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو يَعْنِي الْاَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَاَرَادَ اَنْ يَّنْتَزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

২২৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমার গর্ভজাত পুত্র, আমার স্তন তার মশক আর আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ যে পর্যন্ত না তুমি অন্যত্র বিবাহ করো সে পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার।

٢٢٧٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُوْنَةَ سَلْمٰى مَوْلٰى مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لاَ أَقُوْلُ هٰذَا إِلاَّ أَنِّيْ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا أَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

২২৭৭। হেলাল ইবনে উসামা (র) থেকে বর্ণিত। মদীনাবাসীদের সত্যবাদী এক গোলাম আবু মায়মূনা সালমা (র) বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে বসা ছিলাম, ফার্সীভাষী এক মহিলা তার একটি সন্তানসহ সেখানে উপস্থিত হলো এবং সেখানে তার তালাকদাতা স্বামীও সন্তানের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলো। মহিলাটি ফার্সী ভাষায় বললো, হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার সন্তানটি নিয়ে যেতে চায়। আবু হুরায়রা (র) বললেন, তোমরা এ সন্তানের ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। তিনি বিদেশী ভাষায় মহিলাকে কথাটি বললেন। অতঃপর তার স্বামী এসে বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে কেড়ে নিতে পারে? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হে আল্লাহ! আমি সে কথাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি জনৈক মহিলাকে বলেছেন, তখন আমি সেখানে বসাছিলাম। মহিলাটি

বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার থেকে আমার সন্তানটি নিয়ে যেতে চায়। অথচ এ সন্তান আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি এনে আমাকে পান করায় এবং আমার আরো অনেক খেদমত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা উভয়ে লটারীর মাধ্যমে সন্তানের ফয়সালা করে নাও। কিন্তু স্বামী বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে নিতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ইনি তোমার পিতা ও ইনি তোমার মাতা। সুতরাং তুমি এদের যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করো। অতএব সে তার মায়ের হাত ধরলো এবং মহিলাটি ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেলো।

٢٢٧٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ اِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ اَنَا اٰخُذُهَا اَنَا اَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّىْ وَعِنْدِىْ خَالَتُهَا وَاِنَّمَا الْخَالَةُ اُمٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّىْ وَعِنْدِىْ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ اَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدٌ اَنَا اَحَقُّ بِهَا اَنَا خَرَجْتُ اِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا قَالَ وَاَمَّا الْجَارِيَةُ فَاَقْضِىْ بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُوْنُ مَعَ خَالَتِهَا وَاِنَّمَا الْخَالَةُ اُمٌّ.

২২৭৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উমরাতুল কাযা-এর সময়) যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) মক্কায় গমন করলেন। ফেরার সময় তিনি হামযা (রা)-র ছোট কন্যাটিকে সাথে করে নিয়ে আসেন। জা'ফার ইবনে আবু তালিব (রা) বললেন, আমিই তাকে নেবো, আমিই তার বেশি হকদার, কেননা সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। আর খালা তো মাতৃস্থানীয়। আলী (রা) বললেন, আমিই তার অধিক হকদার, সে আমার চাচার কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা আমার স্ত্রী। সুতরাং আমার স্ত্রীই তার বেশি হকদার। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) বললেন, আমিই এর বেশি হকদার। কেননা তাকে আনার জন্যে আমিই গিয়েছি, ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করেছি এবং আমিই তাকে নিয়ে এসেছি। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলে একজন ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তখন তিনি (স) বললেন ঃ আমি উক্ত কন্যাটি জা'ফারের জন্যই রায় দিলাম। খালাই তাকে পাবে, কেননা খালা তো মাতৃস্থানীয়।

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ وَقَضٰى بِهَا لِجَعْفَرٍ لِاَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ.

২২৭৯। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) এই সূত্রে উক্ত ঘটনা অপূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) জা'ফার (রা)-কে উক্ত মেয়েটিকে দিলেন। কেননা তার খালা জা'ফারের স্ত্রী ছিলো।

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِىءٍ وَهُبَيْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِىْ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُوْنَكِ بِنْتَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَخَالَتُهَا تَحْتِىْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ.

২২৮০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা থেকে রওয়ানা হলাম তখন হামযা (রা)-এর কন্যা আমাদের পিছে পিছে ছুটে এসে চিৎকার দিয়ে হে চাচা! হে চাচা। বলে ডাকলো। আলী (রা) তার হাত ধরে তাকে তুলে নিলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে এসে বললেন, এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। অতএব ফাতিমা (রা) তাকে তুলে নিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং বলেন, আর জা'ফার (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে, তার খালা আমার স্ত্রী। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটি খালাকেই দিলেন এবং বললেন ঃ খালা মাতৃস্থানীয়।

بَابٌ فِىْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতকাল

٢٢٨١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ

عَزَّ وَجَلَّ حِيْنَ طُلِّقَتْ اَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ اَوَّلُ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيْهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ.

২২৮১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান আল-আনসারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাকে তালাক দেয়া হলো। তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাত পালনের প্রথা ছিলো না। সুতরাং যখন আসমা-কে তালাক দেয়া হলো তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তালাক সংক্রান্ত ইদ্দাতের আয়াত নাযিল করলেন। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম নারী যাকে কেন্দ্র করে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতের বিধান নাযিল করা হয়েছে।

بَابٌ فِيْ نَسْخِ مَا اسْتُثْنِىَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দাত সংক্রান্ত কতক বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে

٢٢٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ. وَالّٰتِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ. فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا.

২২৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিনটি মাসিক ঋতুকাল অপেক্ষায় থাকবে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮); এবং "তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর হায়েযগ্রস্ত হওয়ার আশা নাই তাদের ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের এবং যাদের এখনো হায়েয শুরু হয়নি তাদেরও ইদ্দাতকাল তিন মাস" (সূরা আত-তালাক ঃ ৪)। এ দ্বিতীয় বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে সর্বপ্রকারের তালাকপ্রাপ্তা নারীই শামিল রয়েছে)। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নাই যা তোমরা গণনা করবে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৯)।

بَابٌ فِى الْمُرَاجَعَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ রিজ'ঈ তালাকের বর্ণনা

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.

২২৮৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা (রা)-কে তালাক দিয়ে পরে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

টীকা ঃ এক অথবা দুই তালাক দেয়ার পর পুনরায় তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে 'রাজা'আত' বলে। কিন্তু তিনি তালাকের পর রাজা'আতের সুযোগ থাকে না (অনু.)।

بَابٌ فِىْ نَفَقَةِ الْمَبْتُوْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ চূড়ান্তভাবে তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ

٢٢٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِىْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا اَصْحَابِىْ اِعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ وَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِىْ. قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ اَنْكِحِىْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ اَنْكِحِىْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

২২৮৪। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু আমর ইবনে হাফস (রা) এলাকার বাইরে থাকা অবস্থায় তাকে চূড়ান্ত তালাক দিলেন। তিনি তার প্রতিনিধি মারফত সামান্য কিছু যব (খোরাকী বাবত) তার কাছে পাঠালেন। ফাতিমা (রা) খুব

রাগ করলেন, তা গ্রহণই করলেন না। তাতে বাহক ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তোমার জন্য আমাদের উপর কোন অধিকারই নেই। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানান। তিনি বললেন ঃ তার (স্বামীর) নিকট থেকে তুমি নাফাকা (খোরপোষ) পাওয়ার অধিকারী নও এবং তাকে উম্মে শারীকের ঘরে ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তার ঘরে হরহামেশা আমার সাহাবীদের আসা-যাওয়ার একটা ভিড় থাকে। বরং তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে গিয়ে অবস্থান করো। কেননা সে অন্ধ মানুষ। তুমি (স্বাধীনভাবে) কাপড়চোপড় বদলাতে পারবে। তোমার ইদ্দাতকাল শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি হালাল হলে পর তাঁকে জানলাম, মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও আবু জাহম উভয়ে আমার নিকট বিবাহর প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই যে আবু জাহম, তার কাঁধ থেকে লাঠি কখনো নীচে নামে না। আর বেচারা মু'আবিয়া! তার কোন মাল-সম্পই নেই। সুতরাং তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিবাহ করো। ফাতিমা বলেন, প্রথমে আমি তাঁর এ প্রস্তাবকে অপছন্দ করলাম। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন ঃ তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিবাহ করো। সুতরাং আমি তাকে বিবাহ করলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে খায়ের ও বরকত দান করেছেন, তাতে আমি কোন কোন নারীর ঈর্ষার পাত্র হয়েছি।

টীকা ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ আছে। ইমাম আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ বলেন, সে খোরাকী ও বাসস্থান কিছুই পাবে না। ইমাম শাফিঈ ও অধিকাংশ মনীষী বলেন, বাসস্থান পাবে কিন্তু খোরাকী পাবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও কুফার হানাফীগণ বলেন, বাসস্থান ও খোরাকী দু'টিই ওয়াজিব, ইদ্দাত শেষ হওয়া নাগাদ তা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতেই হবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রত্যেকেরই দলীল-প্রমাণ রয়েছে (অনু.)।

٢٢٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيْرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ فِيْهِ وَاَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَنَفَرًا مِّنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ اَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيْرَةِ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَاِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيْرَةً فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَحَدِيْثُ مَالِكٍ اَتَمُّ.

২২৮৫। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হাফ্স ইবনুল মুগীরা তাকে তিন তালাক দিয়েছে।

অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং মাখযূম গোত্রীয় একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী। আবু হাফস ইবনুল মুগীরা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অথচ সে তার জন্য নামমাত্র কিছু খোরাকী রেখে গেছে। তিনি বলেন ঃ সে কোন প্রকার 'নাফাকা' (খোরাকী) পাবে না। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মালেকের বর্ণিত হাদীসটি এর চাইতে অধিক পরিপূর্ণ।

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُوْمِىَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ مَسْكَنٌ قَالَ فِيْهِ وَاَرْسَلَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَسْبِقِيْنِىْ بِنَفْسِكِ.

২২৮৬। আবু সালামা (রা) বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, যে, 'আবু আমর ইবনে হাফস আল-মাখযূমী তাকে তিন তালাক দিয়েছে। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কথাটিও বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলা সম্পর্কে বললেন ঃ সে খোরাকী ও বাসস্থান পাবে না। উক্ত হাদীসে এ কথাটিও আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে বলে পাঠিয়েছেন ঃ আমার সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কিছু করো না।

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَطَلَّقَنِى الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ قَالَ فِيْهِ وَلاَ تُفَوِّتِيْنِىْ بِنَفْسِكِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِىُّ وَالْبَهِىُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاصِمٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

২২৮৭। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু মাখযূমের এক ব্যক্তির বিবাহে ছিলাম। সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদের তালাক দিয়েছে। অতঃপর রাবী মালেকের হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো বলেছেন যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে বলেছিলেন ঃ "আমাকে না জানিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিও না"। আবু দাউদ (র) বলেন, আশ-শা'বী, আল-বাহী এবং আতা প্রমুখ আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু বাকর ইবনে আবুল জাহম, এরা সবাই ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلاَ سُكْنٰى.

২২৮৮। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য খোরাকী এবং বাসস্থান কোনটিরই ব্যবস্থা দেননি।

٢٢٨٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ اَبِيْ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَاَنَّ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيْرَةِ طَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِيْ خُرُوْجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ اِلَى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى فَأَبٰى مَرْوَانُ اَنْ يُّصَدِّقَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فِيْ خُرُوْجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. قَالَ عُرْوَةُ وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ وَاسْمُ اَبِيْ حَمْزَةَ دِيْنَارٌ وَهُوَ مَوْلٰى زِيَادٍ.

২২৮৯। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হাফস ইবনুল মুগীরার বিবাহে ছিলেন। আর আবু হাফস ইবনুল মুগীরা তাকে সর্বশেষ তৃতীয় তালাকটিও দিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার (স্বামীর) ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া চাইলেন। তিনি তাকে ইবনে উম্মে মাকতূমের ঘরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম 'তালাকপ্রাপ্তা নারীর স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া' সংক্রান্ত ফাতিমার

হাদীসকে সঠিক বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, সালেহ ইবনে কায়সান, ইবনে জুরাইজ, শু'আইব ইবনে আবু হামযা সকলেই আয-যুহরী (র) থেকে ঐভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'শু'আইব ইবনে আবু হামযা'। আর আবু হামযার নাম দীনার, যিয়াদের মুক্তদাস।

٢٢٩٠- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَرْسَلَ مَرْوَانُ اِلٰى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ اَبِىْ حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَعْنِىْ عَلٰى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ اِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ اَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالاَ وَاللّٰهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ حَامِلاً فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ اِلاَّ تَكُوْنِىْ حَامِلاً وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِى الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ أَعْمٰى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتّٰى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ اِلٰى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ اِمْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِىْ وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ بَلَغَهَا ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. حَتّٰى لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا. قَالَتْ فَأَىُّ اَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا حَدِيْثَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِمَعْنٰى مَعْمَرٍ وَحَدِيْثَ اَبِىْ سَلَمَةَ بِمَعْنٰى عُقَيْلٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ قَبِيْصَةَ ابْنَ ذُوَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنٰى دَلَّ عَلٰى خَبَرِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حِيْنَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ اِلٰى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ.

২২৯০। উবাইদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান ফাতিমা (রা)-র কাছে লোক পাঠিয়ে তার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, তিনি (ফাতিমা) আবু হাফসের বিবাহে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ইয়ামান দেশের কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। তার স্বামীও তার সাথে তথায় গমন করেন। পরে তার স্বামী তাকে অবশিষ্ট এক তালাক দিলেন। আর তিনি 'আয়্যাশ ইবনে আবু রাবী'আ ও হারিস ইবনে হিশামকে অনুরোধ করলেন যে, তারা উভয়ে যেন তাকে (ফাতিমাকে) খোরপোষ প্রদান করেন। তারা দু'জনই বললেন, আল্লাহর শপথ! সে খোরপোষ পাবে না যদি সে গর্ভবতী না হয়। তিনি নবী (সা)-এর নিকট এলে তিনি বলেন ঃ তুমি খোরপোষ পাবে না, যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকো। তিনি স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি চাইলে তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফাতিমা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোথায় চলে যাবো? তিনি বললেন ঃ ইবনে উম্মে মাকতূমের কাছে। তিনি ছিলেন অন্ধ। তুমি তার সামনে পরিধেয় বদল করলেও সে দেখতে পাবে না। তার ইদ্দাত সমাপ্ত হওয়া নাগাদ তিনি তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উসামা (রা)-এর সাথে বিবাহ দিলেন।

এরপর কাবীসা এসে মারওয়ানকে এ সংবাদ জানালেন। মারওয়ান বললেন, আমরা উক্ত হাদীসটি কেবলমাত্র একটি নারী থেকেই শুনলাম। আমরা নির্ভরযোগ্য বিষয়ে অবিচল থাকবো, লোকে যার উপর আমল করে আসছে। ফাতিমা মারওয়ানের মন্তব্য শুনতে পেয়ে বলেন, আল্লাহর কিতাবই আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) ইদ্দাত পালন করার সুযোগ রেখে তালাক দাও... তুমি অবগত নও, হতে পারে আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দিবেন" পর্যন্ত (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)। ফাতিমা (রা) বললেন, তিন তালাকের পর আবার নতুন কি ঘটার সম্ভাবনা আছে? আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস যুহরী থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইদী উভয় হাদীসকে উবাইদুল্লাহর হাদীসের মতই মা'মারের হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেছেন। আর আবু সালামার হাদীস উকাইলের হাদীসের অর্থানুরূপ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, কাবীসা ইবনে যুআইব (র) তাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অর্থ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের অর্থকেই সমর্থন করে। সেখানে তিনি বলেছেন, "অতঃপর কাবীসা মারওয়ানের কাছে গিয়ে ফাতিমা (রা)-র বিবরণ তাকে জানালেন"।

بَابُ مَنْ اَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যিনি ফাতিমা (রা)-র হাদীসটিকে অস্বীকার করেন

٢٢٩١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْاَسْوَدِ

فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِىْ اَحَفِظَتْ ذٰلِكَ اَمْ لاَ.

২২৯১। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুফার জামে মসজিদে আল-আসওয়াদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এলে তিনি বললেন, এক নারীর কথার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (বিধান) বর্জন করতে পারি না। কেননা আমরা জ্ঞাত নই যে, তিনি প্রকৃত ঘটনা স্মরণ রাখতে পারছেন কিনা?

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ اَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِىْ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِىْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২৯২। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীসের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফাতিমা একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, তথায় তার নিঃসঙ্গ অবস্থান করা নিরাপদ মনে না করায় তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ قِيْلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرٰى اِلٰى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا اِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِىْ ذِكْرِ ذٰلِكَ.

২২৯৩। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-কে ফাতিমার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, তা আলোচনা করার মধ্যে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

٢٢٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِىْ خُرُوْجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ سُوْءِ الْخُلُقِ.

২২৯৪। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে ফাতিমার (স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র) চলে যাওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা ছিল তার অশোভনীয় আচরণের দরুন (তার দুর্ব্যবহারের কারণে)।

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اِلٰى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ اِلٰى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِىْ. وَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ اَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ يَضُرُّكَ اَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

২২৯৫। আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস তার (স্ত্রী) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যা (আমরাহ)-কে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দিয়েছে এবং (তার পিতা) আবদুর রহমান তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এ সংবাদ পেয়ে আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে লোক পাঠালেন এবং বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং মহিলাকে তার (স্বামীর) ঘরে ফেরত পাঠাও। সুলায়মানের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মারওয়ান বললেন, আবদুর রহমান আমাকে পরাভূত করেছে। আর আল-কাসেমের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মারওয়ান বলেন, আপনার কি ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনাটি স্মরণ নেই? আয়েশা (রা) বললেন, ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনাটি উল্লেখ না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বললেন, আপনি যদি তাতে খারাপ কিছু (স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ) লক্ষ্য করেন, তা এই দম্পতির ক্ষেত্রেও আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا مَيْمُوْنُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدُفِعْتُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ اِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلٰى يَدَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْأَعْمٰى.

২২৯৬। মায়মূন ইবনে মিহরান (র) বলেন, আমি মদীনায় গমন করলাম এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের কাছে গিয়ে বললাম, ফাতিমা বিনতে কায়েসকে তালাক দেয়া হলে তিনি স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করে (ইদ্দাত পালনের জন্য) অন্যত্র চলে যান। সাঈদ (র) বললেন, তিনি তো মানুষকে বিপদে ফেলেছেন। তিনি ছিলেন মুখরা নারী। তাই তাকে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে সরানো হয়েছে।

بَابٌ فِى الْمَبْتُوْتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ ইদ্দাত পালনকারিণী দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যেতে পারে

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِىْ فَجُدِّىْ نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِىْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِىْ خَيْرًا.

২২৯৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক দেয়া হলো। তিনি তার খেজুর গাছ থেকে ফল কাটার উদ্দেশ্যে বের হলে, জনৈক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করলো। অতএব তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ তুমি বাইরে গমন করো এবং তোমার খেজুর কাটো। হয়তো তুমি তা থেকে দান-খয়রাত করবে কিংবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজ করবে।

টীকা ঃ হযরত আলী (রা) ও আবু হানীফা (র) বলেন, সে কোন দীনি কিংবা দুনিয়াবী প্রয়োজনে ইদ্দাত পালন অবস্থায় দিনের বেলায় বাইরে গমন করতে পারবে, প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। ইমাম মালেক, আহমাদ ও শাফিঈ প্রমুখ বলেন, প্রয়োজন ও নিষ্প্রয়োজন সর্বাবস্থায় বাইরে গমন করতে পারবে (অনু.)।

بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيْرَاثِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করে দেয়ার পর বিধবার জন্য খোরপোষ প্রদানের ব্যবস্থা রহিত হয়েছে

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. فَنَسَخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ اَجَلَ الْحَوْلِ بِأَنْ جَعَلَ أَجَلَهَا اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

২২৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে উচ্ছেদ না করে তাদের এক বছরের খোরপোষের ওসিয়াত করে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। এটা মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে যেখানে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য কখনো এক-চতুর্থাংশ আবার কখনো এক-অষ্টমাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক বছরের ইদ্দাত মাত্র চার মাস দশ দিন দ্বারা রহিত হয়েছে।

بَابُ اِحْدَادِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন করা

٢٢٩٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ. قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ

اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّىْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِىْ تُوُفِّىَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ. فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَ شَيْئًا حَتّٰى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتٰى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ اَوْ شَاةٍ اَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ اِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطٰى بَعْرَةً فَتَرْمِىْ بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ اَوْ غَيْرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيْرٌ.

২২৯৯। হুমাইদ ইবনে নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রা) তাকে এ তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নাব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা)-র পিতা আবু সুফিয়ান (রা) মারা গেলে, আমি তার কাছে গেলাম। উম্মে হাবীবা (রা) হালকা পীত রং-এর খোশবু ইত্যাদি নিয়ে ডাকলেন। তা থেকে এক বালিকাকে খোশবু মাখালেন এবং তার গাল স্পর্শ করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমার কোন খোশবুর দরকার ছিলো না। শুধু এজন্যই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে শুধু স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নাব (রা) বলেন, অতঃপর আমি যয়নাব বিনতে জাহশের ভাই মারা গেলে তার ঘরে যাই। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার খোশবুর কোন প্রয়োজন ছিলো না। শুধু এজন্যেই ব্যবহার করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক জ্ঞাপন জায়েয নেই। কেবলমাত্র স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নাব (র) বলেন, আমি আমার মা উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত হয়েছে। আমরা কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না। মহিলাটি দু'বার অথবা তিনবার জিজ্ঞেস করেছে এবং তিনি প্রতিবারই 'না' বলেছেন। অথঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। অথচ জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কোন নারীকে এক বছর ধরে ইদ্দাত পালন করতে হতো, অতঃপর পায়খানা নিক্ষেপ করে পবিত্র হতো। হুমাইদ (র) বলেন, আমি যয়নাবকে জিজ্ঞেস করলাম, বছর সমাপনান্তে বিষ্ঠা নিক্ষেপের অর্থ কি? যয়নাব বলেন, জাহিলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে, সে একটি ক্ষুদ্র কোঠায় ঢুকে পড়তো এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতো, আর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে খোশবু ব্যবহার করতে পারতো না। এরপর তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, যেমন গাধা, বকরী অথবা কোন একটি পাখি আনা হতো। সে তার গায়ে হাত বুলাতো, সে যেটার গায়ে হাত লাগাতো প্রায় ক্ষেত্রে সেটা মারা যেতো। অতঃপর মহিলাটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতো এবং তাকে কিছু বিষ্ঠা দেয়া হতো। সে তা ছড়িয়ে দিতো, এরপর সে যে কোন কাজ, যেমন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারতো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-হাফশ' অর্থ ছোট ঘর।

بَابٌ فِى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তার অন্যত্র গমন করা

٢٣٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِىَ اُخْتُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنِّىْ لَمْ يَتْرُكْنِىْ فِىْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ. قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِىْ اَوْ اَمَرَنِىْ فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ

الَّتِىْ ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِىْ قَالَتْ فَقَالَ اُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ. قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَسَأَلَنِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ.

২৩০০। যয়নাব বিনতে কা'ব ইবনে উজরা (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর বোন ফুরায়আ বিনতে মালেক ইবনে সিনান (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার পিত্রালয় বনু খুদরায় ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অনুমতি চাইলেন। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক ক্রীতদাসের খোঁজে গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি আল-কাদূম এলাকার সীমায় পৌঁছে তাদের নাগাল পেলে তারা তাকে হত্যা করে। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন, আমি আমার পিত্রালয়ে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমার জন্য তার মালিকাধীন কোন বাসস্থান কিংবা কোন প্রকারের খোরপোষ রেখে যাননি। মহিলা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন, অতএব আমি রওয়ানা হয়ে হুজরা বা মসজিদ পর্যন্ত গেলে তিনি আমাকে ডাকলেন, অথবা অন্য কারো দ্বারা আমাকে ডাকালেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? তখন আমি আমার স্বামীর ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ যাও, তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরেই ইদ্দাত শেষ হওয়া নাগাদ অবস্থান করো। মহিলাটি বললেন, আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দাত অতিবাহিত করলাম। উসমান ইবনে আফফান (রা) তার যুগে আমার নিকট লোক পাঠিয়ে আমার ঘটনাটি জানতে চাইলেন। আমি তাকে তা জানালাম। তিনি তা অনুসরণ করলেন এবং সেইমতে বিধান জারি করলেন।

بَابُ مَنْ رَاٰى التَّحَوُّلَ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ যিনি মনে করেন, ইদ্দাত পালনকারিণী অন্যত্র যেতে পারে

٢٣٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. قَالَ عَطَاءٌ اِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ اَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِىْ وَصِيَّتِهَا وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ

خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِىْ مَا فَعَلْنَ. قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.

২৩০১। আতা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহর বাণী ঃ "নিজ পরিবারে অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করা" সম্পর্কিত হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পালন করতে পারে। তা হলো মহামহিম আল্লাহ্র বাণী– "ঘর থেকে বহিষ্কার না করে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। আতা (র) বলেন, সে ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিবারে থেকে ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে এবং (স্বামীর) ওসিয়াতকৃত বাড়িতে বসবাস করতে পারে, আর যদি সে চায় অন্যত্র চলেও যেতে পারে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী অনুসারে ঃ "কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত তারা নিজেদের জন্য যা করবে..." সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। আতা (র) বলেন, মীরাসের আয়াত নাযিল হলে নির্দিষ্ট বাসস্থানও রহিত হয়ে গেলো। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে।

بَابُ فِيْمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ فِىْ عِدَّتِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ইদ্দাত পালনকারিণী ইদ্দাতকালে যা পরিহার করবে

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِىِّ عَنْ هِشَامٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اَدْنٰى طُهْرَتِهَا اِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ. قَالَ يَعْقُوْبُ مَكَانَ عَصْبٍ اِلاَّ مَغْسُوْلاً. وَزَادَ يَعْقُوْبُ وَلاَ تَخْتَضِبُ.

২৩০২। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী স্বামী ব্যতীত (কোন মৃত ব্যক্তির জন্য) তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে সে শোক পালন করবে চার মাস দশ দিন। এ সময়ের মধ্যে সে রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না, অবশ্য হালকা রংবিশিষ্ট

পোশাক পরতে পারে এবং সুরমা ও কোন প্রকারের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে হায়েয বা ঋতুস্রাবের পরে তোহরের নিকটবর্তী সময়ে 'কোসত' ও 'আযফার' নামক হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে, 'খেযাব'ও লাগাতে পারবে না।

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمَا. قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيْدُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ فِيْهِ وَلاَ تَخْتَضِبُ. وَزَادَ فِيْهِ هَارُوْنُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.

২৩০৩। উম্মু আতিয়্যা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত দু'জনের (হারূন ও মালেকের) হাদীসে পূর্ণ বর্ণনা নেই। মালেক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মিসমায়ী বলেন, ইয়াযীদ বলেছেন, আমি মনে করি হাদীসের মধ্যে এ শব্দটিও আছে ঃ "সে খেযাব ব্যবহার করবে না"। আর হারূন আরো বলেছেন, "সে রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না, তবে হালকা রঙ্গিন পোশাক পরিধান করতে পারবে।

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِيْ بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ.

২৩০৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারীর স্বামী মারা যায় সে রঙ্গিন পোশাক, কারুকার্য খচিত পোশাক ও অলংকার পরবে না। সে খেযাব লাগাবে না এবং সুরমাও ব্যবহার করবে না।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْنِيْ أُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ أَسِيْدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِيْ عَيْنَيْهَا فَاكْتَحَلُ بِالْجِلاَءِ قَالَ أَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلاَءِ فَأَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلاَءِ فَقَالَتْ لاَ تَكْتَحِلِيْ بِهِ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ

لاَ بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِيْنَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِيْنَهُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلٰى عَيْنِىْ صَبِرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. قَالَ اِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيْهِ اِلاَّ بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَمْتَشِطِىْ بِالطِّيْبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَاِنَّهُ خِضَابٌ. قَالَتْ قُلْتُ بِأَىِّ شَيْءٍ اَمْتَشِطُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تَغْلِفِيْنَ بِهِ رَأْسَكِ.

২৩০৫। উসাইদ-কন্যা উম্মু হাকীম (র) তার মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী মারা গেলে পর তার চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হলো। তাতে তিনি ইসমদি সুরমা লালালেন। পরে তিনি তার এক দাসীকে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাকে ইসমদি সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, 'তুমি কোন প্রকারের সুরমাই ব্যবহার করো না। যদি তোমার একান্তই প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তুমি রাতের বেলা সুরমা লাগাও এবং দিনের বেলা তা মুছে ফেলো। এদতপ্রসঙ্গে উম্মু সালামা (রা) বলেন, (আমার পূর্ব স্বামী) আবু সালামার মৃত্যু হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করলেন। তখন আমি আমার চোখে 'সিবর' (এক প্রকার তিক্ত গাছের রস) লাগিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে উম্মু সালামা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা 'সিবর'। এর মধ্যে কোন প্রকারের সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন ঃ এটা মুখমণ্ডলকে রঞ্জিত করে। সুতরাং তুমি তা রাতের বেলা ছাড়া ব্যবহার করো না এবং দিনের বেলা তা পরিষ্কার করে নিবে। আর তুমি মাথার চুলে কোন প্রকারের সুগন্ধি লাগিয়ে আঁচড়াবে না এবং মেহেদিও ব্যবহার করবে না, কেননা তাও এক ধরনের খেযাব। তিনি (উম্মু সালামা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আমি কি জিনিস মাথায় ব্যবহার করে চুল আঁচড়াবো হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ তোমার মাথায় কুল পাতা লেপে দাও।

টীকা ঃ যেসব জিনিস দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে তা ইদ্দাত পালনরত অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। অন্যথায় কেউ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ সেবন, এমনকি অস্ত্রপচারও করা যাবে। যে কোন অবস্থায় চিকিৎসা সেবা গ্রহণে শরীআতের বাধা নেই (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ عِدَّةِ الْحَامِلِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ গর্ভবতীর ইদ্দাতকাল

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ اَنْ يَّدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيْثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِيْ اَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِيْنَ النِّكَاحَ اِنَّكِ وَاللّٰهِ مَا اَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ اَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَفْتَانِيْ بِاَنْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَاَمَرَنِيْ بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَا لِيْ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا اَرٰى بَأْسًا اَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ فِيْ دَمِهَا غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ.

২৩০৬। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা উমার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আয-যুহরীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন আল-হারীছ আল-আসলামীর কন্যা সুবাইয়ার কাছে গিয়ে তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি তাকে কি জওয়াব দিয়েছিলেন? উমার ইবনে আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে অবহিত করেন যে, সুবাইয়া (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি সা'দ ইবনে খাওলা (রা)-র বিবাহে ছিলেন। আর তিনি ছিলেন আমের ইবনে লুয়াঈ গোত্রীয় এবং বদরী সাহাবীদের একজন। তিনি গর্ভাবস্থায় থাকতেই তার স্বামী বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরই তার গর্ভখালাশ হলো। তিনি 'নেফাস' থেকে পাক হলে পর বিবাহের প্রস্তাব আসার জন্য সাজসজ্জা করেন। এসময় আবদুদ-দার গোত্রীয় আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক তার কাছে এসে বললো, আমি যে

তোমাকে সাজপোশাক অবস্থায় দেখছি? তুমি কি বিবাহের ইচ্ছা রাখো? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও বিবাহ বসতে পারবে না। সুবাইয়া (রা) বলেন, তিনি আমাকে একথা বললে আমি আমার জামা-কাপড় গুটিয়ে সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, 'আমি তখনই হালাল হয়েছি (ইদ্দাত শেষ হয়ে গেছে) যখন আমি গর্ভখালাস করেছি। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বসতে পারি। ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, সন্তান প্রসব করার পর তার বিবাহ বসার মধ্যে আমি কোন রকমের দোষ মনি করি না, যদিও সে নেফাসের রক্তে ব্যাপৃত। তবে পাক হওয়া পর্যন্ত তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না।

টীকা ঃ গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায়, তা যে ক'দিন বা যে ক'ঘণ্টাই হোক না কেন। এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোন মহিলা বিধবা হয় তার ইদ্দাতের সময়সীমা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আলী (রা) ও ইবনে আব্বাসের মতে গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত "দু'টি মেয়াদের মধ্যে (সন্তান প্রসবকাল অথবা ইদ্দাতকাল) দীর্ঘতর মেয়াদ। তবে বিধবার ইদ্দাত সাধারণ অবস্থায় চার মাস দশ দিন। এখন গর্ভবতী বিধবা যদি চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে, তাহলে তাকে চার মাস দশ দিনই পূর্ণ করতে হবে। আর চার মাস দশ দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে তাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে। কিন্তু চার ইমামসহ প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদদের মতে সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথেই তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে যায় (অনু.)।

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الْاَرْبَعَةِ الْاَشْهُرِ وَعَشْرًا.

২৩০৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার ইচ্ছা হয় আসুক, আমি তার সাথে 'মুবাহেলা' করতে প্রস্তুত। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, ক্ষুদ্র সূরা আন-নিসা (অর্থাৎ সূরা আত-তালাক) "চার মাস দশ দিন" (২ ঃ ২৩৪) সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরেই নাযিল হয়েছে যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ সূরা আত-তালাকের আয়াত পরে এবং বাকারার ২৩৪ নং আয়াত আগে নাযিল হয়েছে। ফলে সূরা আত-তালাক 'নাসেখ', আর আল-বাকারার আয়াত 'মানসূখ'। অতএব সাধারণ বিধবা নারীর ইদ্দাত চার মাস দশ দিন, আর গর্ভবতীর ইদ্দাত গর্ভখালাশ পর্যন্ত (অনু.)।

بَابٌ فِىْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতকাল

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا

ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تُلَبِّسُوْا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا أَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا يَعْنِىْ أُمَّ الْوَلَدِ.

২৩০৮। আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মহানবী (সা)-এর সুন্নাতকে আমাদের জন্য সংশয়পূর্ণ করে ফেলো না। ইবনুল মুসান্না (র) বলেছেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতও চার মাস দশ দিন।

টীকা ঃ 'উম্মু ওয়ালাদ' দাসীর মনিব ও স্বামী দু'জনই মারা গেছে। কিন্তু কে আগে আর কে পরে মরলো তা জানা নেই। এমতাবস্থায় যদি মনিব আগে মরে যায় তাহলে উক্ত দাসী তখনই আযাদ বা স্বাধীন। সুতরাং মনিবের মৃত্যুতে তার কোন ইদ্দাত পালন করতে হবেনা, ফলে তার ইদ্দাত হবে চার মাস দশ দিন। আর যদি স্বামী আগে মারা যায় তাতেও তার ইদ্দাত চার মাস দশ দিন। এখানেও মনিবের মৃত্যুর সাথে তার ইদ্দাতের প্রশ্নই উঠে না। অতএব, দু'জনের যেই আগে মারা যাকনা কেন উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দাত সেটাই।

টীকা ঃ মালিক বা মনিবের সঙ্গমে যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায়, ইসলামী পরিভাষায় সে দাসীকে 'উম্মু ওয়ালাদ' বলা হয়। তাকে কোনভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। সে মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে দাসত্বমুক্ত হয়ে যায় (অনু.)।

بَابُ الْمَبْتُوْتَةِ لاَ يَرْجِعُ اِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তার কাছে ফিরে যেতে পারে না

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ يَعْنِىْ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُوَاقِعَهَا اَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْاٰخَرِ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا.

২৩০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, সে (নারী) অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলো সে তার সাথে নির্জনবাস করার পর সঙ্গম

না করেই তাকে তালাক দিয়েছে। এখন উক্ত নারী কি তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সে প্রথম স্বামীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ পরস্পর পরস্পরের মধুর স্বাদ গ্রহণ (সঙ্গম) না করবে।

بَابٌ فِىْ تَعْظِيْمِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম

٢٣١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ. قَالَ وَأُنْزِلَ تَصْدِيْقُ قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا.

২৩১০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে ভয়ানক পাপ কোনটি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে তোমার অন্য কাউকে অংশীদার করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশংকায় তাকে হত্যা করা। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনায় লিপ্ত হওয়া। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সমর্থনে নাযিল করা হয়েছে, "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে বধ করে না এবং যেনায় লিপ্ত হয় না। তবে যারা তা করে, তারা নিজেদের পাপের ফল ভোগ করবে" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮)।

٢٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مُسَيْكَةُ لِبَعْضِ الْاَنْصَارِ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدِىْ يُكْرِهُنِىْ عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِىْ ذٰلِكَ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ.

২৩১১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'মুসাইকা' নাম্নী এক আনসারী দাসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার মনিব জবরদস্তী আমাকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করে। সুতরাং এ সম্পর্কে নাযিল হলো, "তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না" (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى الْحَسَنِ غَفُوْرٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ.

২৩১২। মু'তামির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। "আর যে তাদের বাধ্য করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) বলেন, যেসব দাসীকে এ কুকর্মে বাধ্য করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।

অধ্যায় ঃ ১৪

كِتَابُ الصِّيَامِ

(রোযা)

بَابُ مَبْدَأِ فَرْضِ الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোযা ফরয হওয়ার সূচনা

٢٣١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَه حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلُّوا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوْا اِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَاَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّجْعَلَ ذٰلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَانَهُ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ الْاٰيَةَ وَكَانَ هٰذَا مِمَّا نَفَعَ اللّٰهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ.

২৩১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৩)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়) লোকেরা যখন এশার নামায পড়তো তখন থেকে তাদের উপর খানাপিনা ও স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেতো এবং পরবর্তী দিনের রোযা আরম্ভ হয়ে যেতো। একদা জনৈক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অক্ষম হয়ে স্ত্রী-সহবাস করে, অথচ সে এশার নামায পড়েছে কিন্তু তখনও সে পূর্বের রোযার ইফতার করেনি। এসময় মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ সেই সাহাবাদের জন্য, যারা তখনও সে অন্যায়ে পতিত হননি, তাদের প্রতি সহনশীল ও কল্যাণ প্রদর্শনের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহ জানেন যে, গোপনে তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে..." (সূরা আল-বাকারা : ১৮৭)।

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ মানুষের উপকার করলেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও ঐচ্ছিক করে দিলেন।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ اِلٰى مِثْلِهَا وَاِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْاَنْصَارِىَّ اَتٰى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ لَعَلِّىْ اَذْهَبُ فَاَطْلُبَ لَكَ شَيْئًا فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتّٰى غُشِىَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِىْ اَرْضِهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ. قَرَأَ اِلٰى قَوْلِهِ مِنَ الْفَجْرِ.

১৩১৪। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রোযা রেখে ইফতার না করে বা কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কিছুই খেতে পারতো না। সিরমা ইবনে কায়েস আল-আনসারী (রা) রোযা অবস্থায় (ইফতারের সময়) স্ত্রীকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে (খাবার মতো) কিছু আছে কি? স্ত্রী জবাব দিলেন, না, তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি আপনার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। স্ত্রী খাবার তালাশে গেলেন, এদিকে ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো। স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমার জন্য বঞ্চনা। ফলে পরদিন দুপুর না হতেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। এ দিন তিনি নিজ ভূমিতে কাজকর্ম করছিলেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলে আয়াত নাযিল হলো ঃ "রমযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটির 'ভোর পর্যন্ত' তিলাওয়াত করলেন।

بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ "আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ তারা ফিদ্‌ইয়া দিবে" এই বিধান রহিত হয়ে গেছে

٢٣١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُّفْطِرَ وَيَفْتَدِىْ فَعَلَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

২৩১৫। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-এর মুক্তদাস ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৪) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রোযা না রেখে ফিদ্‌ইয়া দিতে চাইলে তাই করতো। অতঃপর পরবর্তী আয়াত (২ : ১৮৫) দ্বারা উপরের প্রথম বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

٢٣١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اَنْ يَّفْتَدِىَ بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ افْتَدٰى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ. وَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

২৩১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৪)। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে লোক প্রতিদিন খাওয়াতে সক্ষম ছিলো সে রোযা না রেখে ফিদ্‌ইয়া দিতো, এভাবে তার রোযা পূর্ণ হতো। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি অধিক দান-খয়রাত করবে তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখো তবে তা অধিক উত্তম" (২ : ১৮৪)। তিনি বলেন, "অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন রোযা রাখে। কেউ রোগাক্রান্ত থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর্ণ করবে" (২ : ১৮৫)।

بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلٰى

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যিনি বলেন, অতিবৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য উপরোক্ত বিধান বহাল রয়েছে

٢٣١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اُثْبِتَتْ لِلْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ.

২৩১৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধ প্রদানকারিণী নারীর জন্যে ফিদ্‌ইয়া আদায় করার বিধান বহাল রয়েছে।

টীকা ঃ অতিবৃদ্ধ নারী কিংবা পুরুষের জন্য, সমস্ত উলামার ঐক্যবদ্ধ মত হলো, ফিদইয়ার হুকুম বহাল রয়েছে কিন্তু গর্ভবতীর ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কাযা এবং ফিদইয়া উভয়টি প্রদান করতে হবে। হানাফীরা বলেন, শুধু কাযা করতে হবে, ফিদইয়া দিতে হবে না (অনু.)।

٢٣١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ اَنْ يُّفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ اِذَا خَافَتَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ عَلٰى اَوْلَادِهِمَا اَفْطَرَتَا وَاَطْعَمَتَا.

২৩১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান" (২ : ১৮৪)। তিনি বলেন, উল্লেখিত আয়াতটির প্রেক্ষিতে অতিবৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা নারীর জন্য রোযা ভংগ করার বিধান বহাল রয়েছে। এরা উভয়ে যখন রোযা রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এমতাবস্থায় রোযা না রেখে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করবে। গর্ভবতী এবং দুগ্ধ প্রদানকারিণী যখন তাদের সন্তানের ক্ষতি হবার আশঙ্কা করে তাদের জন্যেও রোযা ভংগ (ইফতার) করার অনুমতি রয়েছে।

بَابُ الشَّهْرِ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

٢٣١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ. الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ اِصْبَعَهُ فِى الثَّالِثَةِ يَعْنِىْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ.

২৩১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা উম্মী জাতি, লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশ করতেও জানি

না। তবে মাস এতো দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, সুলায়মান তৃতীয় বারে একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ মাস কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়।

টীকা ঃ উম্মী বা নিরক্ষর জাতি বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বা আরবদেরকে বুঝিয়েছেন। কেননা তখন কুরাইশরা সাধারণত লিখাপড়া জানতো না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরই একজন ছিলেন (অনু.)।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلاَثِيْنَ. قَال فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ نُظِرَ لَهُ فَاِنْ رُئِىَ فَذَاكَ وَاِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلاَ قَتَرَةٌ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَاِنْ حَالَ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ اَوْ قَتَرَةٌ اَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلاَ يَأْخُذُ بِهٰذَا الْحِسَابِ.

২৩২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে। অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা ক্ষান্ত দিও না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে তোমরা মাসটিকে (শা'বানকে) ত্রিশদিন পূর্ণ করবে। নাফে' (র) বলেন, যখন ইবনে উমার (রা) শা'বানের উনত্রিশ দিনে পৌছতেন, তখন আকাশের দিকে তাকাতেন, যদি চাঁদ দেখতেন তাহলে রোযা রাখতেন। কিন্তু যদি তা না দেখতেন আর আকাশও মেঘ কিংবা কুয়াশামুক্ত থাকতো তাহলে রোযা রাখতেন না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতো তবে তিনি পরদিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, লোকেরা যেদিন রোযার মাস শেষ করতো, তিনিও সেদিন রোযা সমাপ্ত করতেন। তিনি ঐ রোযাটি গণনায় ধরতেন না।

٢٣٢١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِىْ اَيُّوْبُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى اَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ وَاِنَّ اَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ اَنَّا اِذَا رَاَيْنَا هِلاَلَ

شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لِكَذَا وَكَذَا اِلاَّ اَنْ يَّرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

২৩২১। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বসরাবাসীদের নিকট লিখে পাঠালেন, ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস যেরূপ বর্ণনা করেছেন অনুরূপ অমুক অমুক তারিখে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তবে সবচেয়ে উত্তম হিসাব সেটাই, যখন আমরা শা'বানের চাঁদ দেখবো তখন ইনশাআল্লাহ রোযা রাখবো। তবে হাঁ, যদি এক দিন পূর্বেই চাঁদ দেখা যায় (উনত্রিশ) তখন সেই হিসেবে রোযা রাখবো।

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ اَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِيْنَ.

২৩২২। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ত্রিশ দিন রোযা রাখার তুলনায় তাঁর সাথে বেরিশভাগই উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছি।

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৩২৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদের দু'টি মাস সাধারণত ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) হয় না। তা হলো রমযান এবং যিলহজ্জ মাস।

بَابٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যখন লোকেরা চাঁদ দেখতে ভুল করে

٢٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ قَالَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَاَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ.

২৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন তোমরা রোযা সমাপ্ত করো সেদিন তোমাদের ঈদের দিন। আর যেদিন তোমরা কুরবানী করো সেদিন তোমাদের ঈদুল আযহার দিন। গোটা 'আরাফাত' এলাকাটিই অবস্থানের জায়গা। 'মিনার' সবটাই কুরবানীর স্থান, মক্কার সব অলিগলিই কুরবানীর স্থান এবং 'মুযদালিফার' পুরা এলাকাই অবস্থানস্থল।

بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ শা'বান মাসটি মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তার বিধান

٢٣٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

২৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের হিসাব যে গুরুত্ব সহকারে রাখতেন অন্য কোন মাসের হিসাব সেরূপ গুরুত্ব সহকারে রাখতেন না। অতঃপর তিনি রমযানের চাঁদ দেখেই রোযা রাখতেন। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিনি শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন, তারপর রোযা রাখতেন।

٢٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الضَّبِّيُّ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ.

২৩২৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখে অথবা (শা'বানের) ত্রিশ দিন পূর্ণ না করে (রমযান মাসকে) এগিয়ে আনবে না।। আবার ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখতে থাকো। কতক রাবী এ হাদীস বর্ণনায় হুযায়ফা (রা)-র নামোল্লেখ করেননি।

بَابُ مَنْ قَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যিনি বলেন, তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের রোযা ত্রিশটি পূর্ণ করো

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ وَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ثُمَّ اَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُوْلُوْا ثُمَّ اَفْطِرُوْا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ صَغِيْرَةَ وَاَبُوْ صَغِيْرَةَ زَوْجُ اُمِّهِ.

২৩২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রমযান মাস আগমনের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না। তবে তোমাদের কেউ যদি প্রতি মাসে সেই তারিখে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়, সে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন ঃ (রমযানের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখবে না এবং পরে (ঈদের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে রোযা ত্রিশ দিন পূর্ণ করো, অতঃপর রোযা ভংগ করবে। মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাতেম ইবনে আবু সাগীরা, শো'বা ও হাসান ইবনে সালেহ 'সিমাক' থেকে হাদীসটির একই মর্ম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা "রোযা ভংগ করো" এ কথাটি বর্ণনা করেননি।

بَابٌ فِى التَّقَدُّمِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রমযান মাস আসার আগেই রোযা রাখা

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَفْتَطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ اَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ.

২৩২৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রেখেছিলে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি রোযা রাখোনি, সুতরাং (তদস্থলে) একদিন বা দুই দিন রোযা রেখো।

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ فَرْوَةَ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِى النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْهَلٍ الَّذِيْ عَلٰى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا قَدْ رَاَيْنَا الْهِلاَلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَاَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ مَالِكُ ابْنُ هُبَيْرَةَ السَّبْئِيُّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ اَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ شَيْءٌ مِنْ رَاْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صُوْمُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ.

২৩২৯। আবুল আযহার আল-মুগীরা ইবনে ফারওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া (রা) হিমস শহরের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত মুসতাহিল-এর বাজারে লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা! আমরা অমুক দিন, অমুক দিন চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রমযানের রোযা আরম্ভ করবো। অতএব যে ব্যক্তি ভালো মনে করে সে রোযা রাখতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, মালেক ইবনে হুবায়রা আস-সাবঈ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মু'আবিয়া! এ বিষয়ে আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন, না আপনার নিজস্ব মত থেকে? মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা শা'বান মাসে রোযা রাখো এবং বিশেষভাবে এর শেষভাগে।

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيْدُ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِيَّ يَقُوْلُ سِرُّهُ اَوَّلُهُ.

২৩৩০। আবুল ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবু আমর আল-আওযাঈকে বলতে শুনেছি, سِرُّهُ অর্থ মাসের প্রথম ভাগ।

٢٣٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ سِرُّهُ اَوَّلُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سِرُّهُ وَسَطُهُ وَقَالُوْا اٰخِرُهُ.

২৩৩১। আবু মুসহির (র) বলেন, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) বলতেন, سِرُّهُ অর্থ শা'বান মাসের প্রথম ভাগ। আবু দাঊদ (র) বলেন, তাদের কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ মাসের মধ্যভাগ আবার কেউ বলেছেন শেষভাগ।

بَابٌ اِذَا رُؤِىَ الْهِلاَلُ فِيْ بَلَدٍ قَبْلَ الاٰخَرِيْنَ بِلَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ এক শহরের এক রাত আগে দেখা চাঁদ অন্যান্য শহরবাসীর উপর প্রয়োগ হবে কিনা?

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ اَخْبَرَنِىْ كُرَيْبٌ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتُهِلَّ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ قُلْتُ رَاَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. قَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَاٰهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لٰكِنَّا رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُهُ حَتّٰى نُكْمِلَ الثَّلاَثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَفَلاَ تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩২। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) বলেন, উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট তার কোন প্রয়োজনে তাকে পাঠিয়েছিলেন। কুরাইব বলেন, আমি সিরিয়ায় এসে তার কাজটি সমাধা করতে না করতেই রমযানের চাঁদ উদিত হলো। আর আমি সিরিয়াতে থাকতেই আমরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখলাম। (রমযান) মাসের শেষভাগে আমি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে ইবনে আব্বাস (রা) অন্যান্য আলোচনার পর চাঁদের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস

করলেন, তোমরা কখন চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, আমি তা বৃহস্পতিবার দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা স্বচক্ষে দেখেছো? আমি বললাম, হাঁ, আমি নিজেই দেখেছি, লোকেরাও দেখেছে। সে হিসেবে লোকেরা রোযা রেখেছে, মু'আবিয়া (রা)-ও রোযা রেখেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, আমরা তা শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশটি দিন পূর্ণ হওয়া অথবা চাঁদ দেখা নাগাদ রোযা রাখতে থাকবো। তখন আমি বললাম, মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও তাঁর রোযা রাখা কি আপনার রোযা রাখা ও ইফতার করার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি জবাব দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٣٣٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِّنَ الْاَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلاَنِ اَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْاَحَدِ فَقَالَ لاَ يَقْضِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلاَ اَهْلُ مِصْرِهِ اِلاَّ اَنْ يَّعْلَمُوْا اَنَّ اَهْلَ مِصْرٍ مِّنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ صَامُوْا يَوْمَ الْاَحَدِ فَيَقْضُوْنَهُ.

২৩৩৩। আল-হাসান (র) থেকে কোন এক শহরের অধিবাসী সম্পর্কে বর্ণিত। সে সোমবার রোযা রেখেছে এবং দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা রবিবার দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছে। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তিকে এবং তার জনপদবাসীকে রোযার কাযা করতে হবে না– যাবত না তারা (নিশ্চিতভাবে) জানতে পারে যে, ঐ জনপদের লোকজন রবিবার রোযা রেখেছে। তাহলে তারা রোযার কাযা করবে।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَاُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩৪। সিলাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সন্দেহজনক দিনে, শা'বানের শেষ দিন না কি রমযানের প্রথম দিন আমরা আম্মার (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একটি ভাজা করা বকরী সেখানে উপস্থিত করা হলো। লোকদের কেউ কেউ এক দিকে সরে গেলো। তখন আম্মার (রা) বললেন, যে ব্যক্তি এই (সন্দেহজনক) দিনে রোযা রেখেছে, সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করেছে।

بَابُ فِيْمَنْ يَّصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যে ব্যক্তি শা'বানকে রমযানের সাথে যোগ করে

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقَدَّمُوْا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ صَوْمٌ يَصُوْمُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الصَّوْمَ.

২৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না। তবে কেউ প্রতি মাসে ঐ তারিখে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে সে রাখতে পারে।

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا اِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

২৩৩৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাস ব্যতীত বছরের পূর্ণ একটি মাস কখনো রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রাখতে রাখতে শা'বানকে রমযানের সাথে যোগ করতেন।

بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ শা'বানের শেষভাগে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمَدِيْنَةَ فَمَالَ اِلٰى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ فَاَخَذَ بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا فَقَالَ الْعَلاَءُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَبُوْ عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ. قُلْتُ لِاَحْمَدَ لِمَ قَالَ لِاَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِيْ خِلاَفُهُ وَلَمْ يَجِيءْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ.

২৩৩৭। আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আব্বাদ ইবনে কাছীর (র) মদীনায় এলেন এবং আল-আ'লা (র)-এর মজলিসে উপস্থিত হলেন। তিনি তার হাত ধরে তাকে দাঁড় করালেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হলে আর তোমরা (নফল) রোযা রেখো না। আল-আ'লা বলেছেন, আল্লাহ সাক্ষ্য, আমার পিতা আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীস আমাকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আছ-ছাওরী, শিব্‌ল ইবনুল আলা, আবু উমাইস ও যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ (র) আল-আ'লা (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহ্‌মান (র) এ হাদীস বর্ণনা করতেন না। আমি ইমাম আহ্‌মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তা কেন? তিনি বলেন, তার নিকট এই মর্মে হাদীস রয়েছে যে, নবী (সা) রোযার মাধ্যমে শা'বান মাসকে রমযান মাসের সাথে যুক্ত করতেন। কিন্তু আল-আ'লা (র) নবী (সা) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ নাই। আল-আ'লা ব্যতীত অপর কেউ এটি তার পিতার (আবদুর রহমান) সূত্রে বর্ণনা করেননি।

بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিষয়ে দু'জন লোকের সাক্ষ্য

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّازُ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيْلَةِ قَيْسٍ اَنَّ اَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. فَسَاَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ اَمِيْرُ مَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِيْ ثُمَّ لَقِيَنِيْ بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ اَخُوْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْاَمِيْرُ اِنَّ فِيْكُمْ مَنْ

هُوَ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مِنِّىْ وَشَهِدَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْمَاَ بِيَدِهِ اِلٰى رَجُلٍ. قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ اِلٰى جَنْبِىْ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ اَوْمَاَ اِلَيْهِ الْاَمِيْرُ قَالَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ اَعْلَمَ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذٰلِكَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩৮। হুসাইন ইবনুল হারিছ আল-জাদালী (র), কায়েস গোত্রের উপগোত্র জাদীলার সদস্য, থেকে বর্ণিত। একদা মক্কার আমীর (শাসক) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন চাঁদ দেখে হজ্জের অনুষ্ঠান আদায় করি। যদি আমরা তা না দেখি তবে দু'জন নিষ্ঠাবান লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যেন আমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করি। আবু মালেক (র) বলেন, আমি হুসাইন ইবনুল হারিছ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার শাসক কে? তিনি বলেন, আমি জানি না। পরে এক সময় তার সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, মক্কার শাসক হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে হাতিবের ভাই হারিছ ইবনে হাতিব। অতঃপর উক্ত শাসক বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি বর্তমান আছেন যিনি আমার চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত। আর তিনিই উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন। একথা বলে তিনি এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন। হুসাইন (র) বলেন, আমার পাশে বসা এক প্রবীণ ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে যার দিকে শাসক ইঙ্গিত করলেন? তিনি বলেন, ইনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং তিনি (শাসক) যে একথা বলেছেন, উনি (ইবনে উমার) আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত, তাও সত্য। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِيءُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَبِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّٰهِ لَاَهَلاَّ الْهِلاَلَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا. زَادَ خَلَفٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلاَّهُمْ.

২৩৩৯। রিব'ঈ ইবনে হিরাশ (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষদিন সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে

মতবিরোধ হলো (আজ রমযানের ত্রিশতম দিন না কি শাওয়ালের প্রথম দিন)। ঠিক এ সময় দু'জন বেদুঈন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা উভয়ে গতকাল সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা ভংগ করার নির্দেশ দিলেন। খালফ (র) তার হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা) তাদেরকে সকালে তাদের ঈদগাহে (নামাযের জন্য) যাবারও নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابٌ فِيْ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ রমযানের চাঁদ দেখার বিষয়ে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ ثَوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِى الْجُعْفِىَّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنٰى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا.

২৩৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, নিশ্চয় আমি রমযানের চাঁদ দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি বললেন ঃ হে বিলাল! যাও, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন কাল রোযা রাখে।

٢٣٤١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِيْ هِلاَلِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَاَرَادُوْا اَنْ لاَّ يَقُوْمُوْا وَلاَ يَصُوْمُوْا فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ مِّنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلاَلَ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلاَلَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى

النَّاسِ اَنْ يَّقُوْمُوْا وَاَنْ يَّصُوْمُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ اَحَدٌ اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

২৩৪১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। সাহাবাদের মধ্যে রমযানের প্রথম তারিখ নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তারা (রাতে তারাবীহ নামাযের জন্য) না দাঁড়ানো এবং (দিনে) রোযা না রাখারই ইচ্ছা করেছিলেন। এমন সময় হাররাহ এলাকা থেকে এক বেদুঈন এসে সাক্ষ্য দিলো যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হাঁ' এবং সে সাক্ষ্য দিলো যে, সে (রমযানের) চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন ঃ যাও, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন দাঁড়ায় (রাতে তারাবীহ নামায পড়ে) এবং (দিনে) রোযা রাখে। আবু দাঊদ (র) বলেন, এক জামা'আত এ হাদীসটি সিমাকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরিমা (র) থেকে 'মুরসাল'রূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তবে এক হাম্মাদ (র) ব্যতীত অন্য কেউ 'রাতের কিয়াম' তথা তারাবীহ নামাযের কথা উল্লেখ করেননি।

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَاِنَّا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاَي النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِّىْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

২৩৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখার জন্য খোঁজাখুঁজি করছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। অতঃপর তিনি নিজেও রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকেও রমযানের রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

بَابٌ فِىْ تَوْكِيْدِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সাহরী খাওয়ার জন্য তাগিদ দেয়া

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ.

২৩৪৩। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও কিতাবধারীদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ভোর রাতে খাদ্য গ্রহণ।

টীকা ঃ সাহরী খাওয়া ওয়াজিব নয়, সুন্নাত। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহরী বর্জন করা নিন্দনীয়। তাদের নিয়ম অনুযায়ী ইহূদী-খৃস্টানরা রোযা রাখার জন্য ভোররাতে আহার করে না (সম্পা.)।

بَابُ مَنْ سَمَّى السُّحُوْرَ الْغَدَاءَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি সাহরীকে প্রাতকালীন নাস্তা নামে আখ্যায়িত করেছেন

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السُّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

২৩৪৪। আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের সাহরী খেতে আমাকে ডেকে বললেন ঃ কল্যাণময় প্রাতকালীন খাবারের দিকে এসো।

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ اَبُو الْمُطَرِّفِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

২৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খেজুর দ্বারা সাহ্‌রী গ্রহণ ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কতো উত্তম।

بَابُ وَقْتِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সাহরী গ্রহণের সময়

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الْاُفُقِ الَّذِيْ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ.

২৩৪৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে পানাহার থেকে বিরত না রাখে, আর না (পূর্ব) দিগন্তের এরূপ শুভ্র আলো, যে পর্যন্ত না ফর্সা দিগন্তে বিস্তৃত হয়।

٢٣٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا. قَالَ مُسَدَّدٌ وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّهُ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَمَدَّ يَحْيٰى بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.

২৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে বিলালের আযান যেন কখনো বিরত না রাখে। কেননা যারা রাতে (নফল নামাযে) দাঁড়িয়েছে তাদেরকে বিরত করার জন্য, আর যারা (রাতভর) ঘুমিয়েছে তাদেরকে জাগ্রত করার জন্যে সে আযান দেয় অথবা তিনি বলেছেন, আহ্বান জানায়। আর এরূপ না হওয়া পর্যন্ত ফজর হয় না। ইয়াহইয়া (র) হাতের তালুকে একত্র করে বলেন, এরূপ, ইয়াহইয়া তর্জনীদ্বয়কে বিস্তীর্ণ করেন।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ يَهْدِيَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْاَحْمَرُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْيَمَامَةِ.

২৩৪৮। কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (রাতে) পানাহার করো, উর্ধাকাশে ভোরের যে লম্বা রেখা ফুটে উঠে, ওটা যেন তোমাদেরকে (পানাহার থেকে) কখনো

বিরত না রাখে। সুতরাং আকাশের দিগন্তে লাল রঙ্গের ফর্সা ফুটে উঠা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো।

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ الْمَعْنٰى عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ قَالَ اَخَذْتُ عِقَالاً اَبْيَضَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِىْ فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنَّ وِسَادَكَ اِذًا لَطَوِيْلٌ عَرِيْضٌ اِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

২৩৪৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো– "তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা (অন্ধকার) থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৭)। তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সুতা নিয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে দিলাম। (রাতের বেলা) আমি তা দেখতে থাকলাম, কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একথা উল্লেখ করলে তিনি হাসলেন এবং বললেন ঃ তোমার বালিশ তো বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। এতো হলো রাত ও দিন। উছমানের বর্ণনায় আছে, তা তো রাতের অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা।

بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের আযান শুনছে অথচ খাবার পাত্র তার হাতে

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

২৩৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনতে পায় অথচ আহারের

পাত্র তার হাতে রয়েছে, সে যেন তা রেখে না দেয় যতটুকু তার প্রয়োজন তা পূরণ হওয়া পর্যন্ত।

টীকা ঃ এমতাবস্থায় ফজরের আযান শুরু হলেও রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তার প্রয়োজন পরিমাণ আহার গ্রহণ করবে, তাতে তার রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না (সম্পা.)।

بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ রোযাদারের ইফতারের সময়

٢٣٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنٰى قَالَ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ.

২৩৫১। আসেম ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাত (অন্ধকার হয়ে) আসে এবং এদিক (পশ্চিম দিক) থেকে দিন (আলো) তিরোহিত হয় অর্থাৎ সূর্য অস্ত যায়, তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

টীকা : সূর্য গোলক সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে যেমন মাগরিবের নামায পড়া যায়, তদ্রূপ রোযাদারকেও তৎক্ষণাৎ ইফতার করতে হয়। আর প্রাকৃতিক নিয়মেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পূর্ব দিগন্ত অন্ধকার হতে থাকে এবং পশ্চিম দিগন্তে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে (সম্পা.)।

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلَالُ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

২৩৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হলাম। তিনি ছিলেন রোযাদার। সূর্য ডুবে গেলো,

তিনি বললেন, হে বিলাল! সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে আনো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন ঃ সওয়ারী থেকে অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে আনো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বললেন ঃ অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য ছাতু বানাও। অতঃপর তিনি অবতরণ করে ছাতু তৈরি করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন, অতঃপর বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে, রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গেছে। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ অবিলম্বে ইফতার করা মুসতাহাব

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَّا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ.

২৩৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দীন বিজয়ী থাকবে যাবত লোকেরা (সূর্যাস্ত যাবার সাথে সাথে) অবিলম্বে ইফতার করবে। কেননা ইহূদী ও খৃষ্টানরা বিলম্বে ইফতার করে।

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَتْ كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৫৪। আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমরা বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন সাহাবীর একজন সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে (অনতিবিলম্বে) ইফতার করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি (মাগরিবের) নামাযও পড়েন। আর

দ্বিতীয়জন ইফতারেও বিলম্ব করেন এবং নামাযেও দেরী করেন। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে কে ইফতার অনতিবিলম্বে করেন এবং নামায তাড়াতাড়ি আদায় করেন? আমরা বললাম, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

بَابُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে বস্তু দ্বারা ইফতার করবে

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمِّهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَاِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ.

২৩৫৫। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যদি সে খেজুর না পায় তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি পবিত্রকারী।

٢٣٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلٰى رُطَبَاتٍ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلٰى تَمَرَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

২৩৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামায পড়ার পূর্বে কয়েকটি সদ্য পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, তা না হলে কয়েকটি খুরমা দ্বারা, তাও না হলে কয়েক কোষ পানি দ্বারা (ইফতার করতেন)।

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْاِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ইফতারের সময় দোয়া পাঠ করা

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى اَبُوْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعِ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ

عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

২৩৫৭। মারওয়ান ইবনে সালেম আল-মুকাফফা' (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তার দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন এবং এক মুষ্টির বাড়তি অংশ কেটে ফেলতেন এবং তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন ঃ 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, সমস্ত শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে'।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

২৩৫৮। মুয়ায ইবনে যুহরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আমি রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।

بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ اَفْطَرْنَا يَوْمًا فِيْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْمٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ اُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِنْ ذٰلِكَ.

২৩৫৯। আসমা' বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় রমযানে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করার পর সূর্য প্রকাশ হয়ে পড়লো। আবু উসামা (র) বলেন, আমি হিশামকে বললাম, তাদেরকে কি তা কাযা করার নির্দেশ করা হয়েছিলো? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, তা অবশ্যই করণীয়।

টীকা ঃ চার ইমামের মাযহাব মতে, এ জাতীয় ভুলের জন্য শুধু একটি রোযা কাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না (অনু.)।

بَابٌ فِى الْوِصَالِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা)

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى.

২৩৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) রাখতে নিষেধ করেছেন। লোকজন বললো, আপনি তো সাওমে বিসাল রাখেন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। কেননা আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয়।

টীকা ঃ প্রতিদিন সামান্য ইফতার গ্রহণ করে একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখলে এই ধরনের রোযাকে সাওমে বিসাল বলা হয়। এই রোযা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল (সম্পা.)।

٢٣٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنَّ لِىْ مُطْعِمًا يُطْعِمُنِىْ وَسَاقِيًا يَسْقِيْنِىْ.

২৩৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা 'সাওমে বিসাল' করো না। তবে তোমাদের কেউ 'সাওমে বিসাল' করতে চাইলে সাহরী পর্যন্ত বিসাল করতে পারে। সাহাবারা বললেন, আপনি তো সাওমে বিসাল করেন? তিনি বলেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমার খাদ্যদাতা ও পানীয়দাতা আছেন। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

بَابُ الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ রোযাদার ব্যক্তির গীবতে (পরনিন্দায়) লিপ্ত হওয়া

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ اَحْمَدُ فَهِمْتُ اِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِى الْحَدِيْثَ رَجُلٌ اِلٰى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ اَخِيْهِ.

২৩৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা থেকেও কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা এবং তদনুযায়ী কাজ করা ত্যাগ না করে, তবে তার কেবল খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আহমাদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ আমি ইবনে আবু যি'ব থেকে আয়ত্ত করেছি এবং হাদীসের তাৎপর্য তার পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার মতে তিনি ইবনে আবু যি'বের ভাইপো।

টীকা ঃ যে রোযাদার মিথ্যা বলা, গীবত করা ও অনুরূপ কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারে না তার রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ এমন ব্যক্তির আমলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না (অনু.)।

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ.

২৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন পাপাচারে লিপ্ত না হয় এবং মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে বা তাকে গালমন্দ করলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রোযাদারের মিসওয়াক করা

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ اَعُدُّ وَلاَ اُحْصِىْ.

২৩৬৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ' (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় এতো অধিকবার মিসওয়াক করতে দেখেছি যে, তা সংখ্যায় নির্ণয় করা মুশকিল।

بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পিপাসার তাড়নায় রোযাদারের নিজ দেহে পানি ঢেলে দেয়া এবং অধিক পরিমাণে নাকের ছিদ্রপথে পানি দেয়া

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ النَّاسَ فِىْ سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ وَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ الَّذِيْ حَدَّثَنِىْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ.

২৩৬৫। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর এক সফরে লোকদেরকে রোযা ভংগ করার নির্দেশ দিতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ঃ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রোযা রেখেছেন। আবু বাক্‌র (র) বলেন, যিনি আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি 'আল-'আর্‌জ' নামক স্থানে পিপাসায় অথবা গরমের তাড়নায় রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দেহে ও মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফার মতে রোযা অবস্থায় ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখা, অধিকক্ষণ পানিতে থাকা, গায়ে-মাথায় পানি ঢালা ইত্যাদি মাকরূহ, তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে জায়েয। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় পানি ঢেলেছেন (অনু.)।

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

২৩৬৬। লাকীত ইবনে সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি উত্তমরূপে নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করো– যদি তুমি রোযাদার না হও।

بَابٌ فِى الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানো

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ يَعْنِى الرَّحَبِىَّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. قَالَ شَيْبَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحَبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৬৭। ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণকারী এবং যার রক্তমোক্ষণ করানো হয়েছে তাদের বলেন ঃ উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। শাইবান (র) বলেন, আবু কিলাবা বলেছেন, আবু আসমা আর-রাহবী তাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে শুনেছেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফার মতে এ দ্বারা রোযা নষ্ট কিংবা মাকরূহ হয় না (অনু.)।

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِىُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ شَدَّادَ ابْنَ اَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২৩৬৮। একদা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পদব্রজে যাচ্ছিলেন... অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসটির অবিকল বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِىْ لِثَمَانٍ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ بِاِسْنَادِ اَيُّوْبَ مِثْلَهُ.

২৩৬৯। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের আঠার দিন অতিবাহিত হবার পর আমার হাত ধরে (মদীনার কবরস্থান) জান্নাতুল বাকী'তে এক ব্যক্তির কাছে আসলেন, যে রক্তমোক্ষণ করছিল। তিনি বললেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হলো তাদের উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে গেছে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, খালিদ আল-হাযযা (র) আবু কিলাবা থেকে আইউবের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ شَيْخًا مِّنَ الْحَىِّ قَالَ عُثْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ مُصَدَّقًا اَخْبَرَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

২৩৭০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যে রক্তমোক্ষণ করায় তাদের উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

٢٣٧١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ.

২৩৭১। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যে রক্তমোক্ষণ করায় তাদের উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে সাওবান-তার পিতা-মাকহূল (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি আছে

٢٣٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

২৩৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, উহাইব ইবনে খালিদ (র) এ হাদীস আইউব (র) থেকে তার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবার জা'ফার ইবনে রবী'আ (র) ও হিশাম ইবনে হাসসান (র) ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ কারো মতে শিঙ্গা লাগালে গ্রহণকারী দুর্বল হয়ে যায়। আর প্রয়োগকারীর মুখে ও পেটের ভেতর রক্ত প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে, তাই উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আবার কারো মতে পূর্বের হাদীস মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং রক্তমোক্ষণ করানো জায়েয (অনু.)।

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

২৩৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহরাম অবস্থায় রক্ষমোক্ষণ করিয়েছেন।

٢٣٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا اِبْقَاءً عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ فَقَالَ اَنِّىْ اُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ وَرَبِّيْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ.

২৩৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করানো এবং বিরতিহীন রোযা (সাওমে বিসাল) রাখা নিষিদ্ধ করেছেন। তবে তিনি উক্ত কাজ দু'টিকে তাঁর সঙ্গীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে হারাম করেননি। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ভোর রাত নাগাদ 'বিসাল' করেন! তিনি বললেন ঃ আমি অবশ্যই ভোর রাত পর্যন্ত রোযা বিসাল করি তবে আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.

২৩৭৫। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রোযাদার রক্তমোক্ষণ করালে দুর্বল হয়ে কষ্টের শিকার হয়, তাই আমরা তা পরিত্যাগ করতাম।

بَابٌ فِى الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِيْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ রমযান মাসে দিনের বেলা রোযাদারের স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ.

২৩৭৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ বমি করলে, কারো (দিনে) স্বপ্নদোষ হলে এবং কেউ রক্তমোক্ষণ করালে সে রোযা ভংগ করবে না।

بَابٌ فِى الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ রোযাদারের নিদ্রার সময় সুরমা ব্যবহার করা

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ بِالْاِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ

الصَّائِمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِىْ حَدِيْثَ الْكُحْلِ.

২৩৭৭। আবদুর রহমান ইবনুন নো'মান ইবনে মা'বাদ ইবনে হাওযা (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নিদ্রার সময় সুগন্ধিময় ইসমিদ সুরমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ রোযাদার (দিনের বেলা) তা পরিহার করবে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন আমাকে বলেছেন, সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত হাদীসটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

টীকা ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে দিনের বেলা রোযা অবস্থায় সুরমা লাগিয়েছেন। সুতরাং উলামা ও ফকীহদের মতে রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে রোযা নষ্ট হয় না। অবশ্য উপরের হাদীসটি অসমর্থিত (অনু.)।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ اَبِىْ مُعَاذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৩৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُرَخِّصُ اَنْ يَّكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.

২৩৭৯। আল-আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গীদের কাউকে রোযাদারের জন্য সুরমা লাগানো মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলতে আমি দেখিনি। ইবরাহীম নাখঈ (র) রোযাদারকে 'ছাবির' (নামক) সুরমা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيْءُ عَامِدًا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَاِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ.

২৩৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রোযাদারের আপনা আপনি বমি হলো, তাকে তা কাযা করতে হবে না। আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় বমি করে তাহলে অবশ্যই রোযার কাযা করতে হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাফ্স ইবনে গিয়াস (র) হিশাম (র)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَاَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ.

২৩৮১। মা'দান ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। আবু দারদা (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে রোযা ভংগ করে ফেলেছেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবানের সঙ্গে দামিশকের জামে মসজিদে সাক্ষাত করে বললাম, আবু দারদা (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন। তিনি (সাওবান) বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। তখন আমি তাঁকে উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি।

بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেয়া

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَ لِاَرَبِهِ.

২৩৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমা দিতেন এবং একত্রে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন।

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِىْ شَهْرِ الصَّوْمِ.

২৩৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (স্ত্রীদেরকে) চুমা দিতেন।

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِىَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَنَا صَائِمَةٌ.

২৩৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের রোযা অবস্থায় আমাকে চুমা দিতেন।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ. قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَاَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ فَمَهْ.

২৩৮৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, কামোদ্দিপ্ত হয়ে আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দিলাম। পরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমি এক মহাপাপ করে ফেলেছি, আমি রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমা দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি তুমি রোযা অবস্থায় পানি দিয়ে কুলকুচা করতে তাহলে কি হতো? ঈসা ইবনে হাম্মাদ তার বর্ণনায় বলেন, আমি (উমার) বললাম, তাতে কোন ক্ষতি হতো না। আমি বলি ঃ তাতে দোষ নেই।

بَابُ الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ রোযাদার নিজের থুথু গিলে ফেললে

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ هٰذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

২৩৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুমা দিতেন এবং তাঁর জিহ্বাও চুষতেন। ইবনুল আ'রাবী বলেন, আবু দাউদ (র) সূত্রে আমি অবহিত হয়েছি যে, তিনি বলেন, এই হাদীসের সনদসূত্র যথার্থ নয়।

بَابُ كَرَاهِيَةٍ لِلشَّابِّ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ যুবকদের জন্য (রোযা অবস্থায় চুমা দেয়া) বাঞ্ছনীয় নয়

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْدِيَّ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ.

২৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে একত্রে অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। পরে আর এক ব্যক্তি এসে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে ছিলো বৃদ্ধ এবং যাকে নিষেধ করেন সে ছিলো যুবক।

بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ রমযান মাসে যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْاَذْرَمِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ فِيْ رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَا اَقَلَّ مَنْ يَّقُوْلُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ يَعْنِيْ يُصْبِحُ جُنُبًا فِيْ رَمَضَانَ وَاِنَّمَا الْحَدِيْثُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ.

২৩৮৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদ্বয় আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, অতঃপর রোযা রাখতেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, রাবী কতো সংক্ষেপে বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন, অর্থাৎ "তিনি রমযান মাসে (সহবাসজনিত) নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন"। অথচ হাদীসের বর্ণনা হলো, "নবী (সা) রোযা অবস্থায় নাপাক দেহে ভোরে উপনীত হতেন"।

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِى الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَاَغْتَسِلُ وَاَصُوْمُ. فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّبِعُ.

২৩৮৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক অবস্থায় ভোর করেছি এবং আমি রোযা রাখতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমিও (কখনো) নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হই এবং রোযা রাখার ইরাদা করি। সুতরাং

আমি গোসল করে রোযা রাখি। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আর আমাদের মতো নন। আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি যে, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করবো এবং যা আমি অনুসরণ করবো তার মাধ্যমে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى اَهْلَهُ فِىْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীসহবাস করে তার কাফফারা

٢٣٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ فَأُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ قَالَ فَاَطْعِمْهُ اِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْيَابُهُ.

২৩৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি (রমযানে) রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে এমন কোন ক্রীতদাস আছে কি যা তুমি আযাদ করে দিতে পারো? সে বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি একনাগারে দুই মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখো? সে বললো, না। এবার তিনি তাকে বললেন ঃ আচ্ছা, বসো। ইত্যবসরে একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনীত হলো এবং তিনি তাকে বললেন ঃ এগুলো সদাকা (দান) করো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (মদীনার) দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমাদের চাইতে বেশি অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তার

একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর সামনের দাঁতগুলো বা ছেদনদন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ তাহলে এগুলো তোমার পরিবারের লোকদেরকে খেতে দাও।

টীকা ঃ কেউ রোযা রেখে স্ত্রীসহবাস করলে সেই দম্পতিকে হাদীসে উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যক্তিকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা এই ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য (অনু.)।

٢٣٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ. زَادَ الزُّهْرِيُّ وَاِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ اَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيْرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلٰى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ. زَادَ فِيْهِ الْاَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ.

২৩৯১। আয-যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আয-যুহরী আরো বর্ণনা করেছেন, নিজের কাফফারা নিজেই ভোগ করা অথবা কোন প্রকারের কাফফারা তার উপর ধার্য না করা– এ ব্যক্তির বেলাই প্রযোজ্য ছিল। সুতরাং আজকাল যদি কোন ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করে তাহলে কাফফারা না দিয়ে তার কোন উপায় নেই। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, লাইস ইবনে সা'দ, আল-আওযাঈ, মানসূর ইবনুল মু'তামির ও ইরাক ইবনে মালেক (র) ইবনে উয়াইনার বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আল-আওযাঈর বর্ণনায় আরো আছে, "এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো"।

টীকা ঃ কাফফারা আদায় করার পর তওবা করার আদেশ দেয়ায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গুনাহ মার্জনার জন্য কাফফারাই যথেষ্ট নয়, তওবাও করতে হয় (অনু.)।

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَ لاَ اَجِدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحْوَجَ مِنِّىْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ كُلْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلٰى لَفْظِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ وَقَالَ فِيْهِ اَوْ تُعْتِقُ رَقَبَةً اَوْ تَصُوْمُ شَهْرَيْنِ اَوْ تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

২৩৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমযানের রোযা নষ্ট করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার অথবা লাগাতার দুই মাস রোযা রাখার অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন। সে বললো, আমি এর কোনটিই করতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখানে বসো, অপেক্ষা করো। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পূর্ণ এক ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ এগুলো নিয়ে যাও এবং তা সদাকা করো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতে অধিক অভাবী আর কেউ নেই। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তিনি লোকটিকে বললেন ঃ এগুলো তুমি খাও। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ আয-যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে মালেকের মূল পাঠ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করে এবং তাতে বলেছেন ঃ 'অথবা একটি ক্রীতদাস আযাদ করো অথবা দুই মাস রোযা রাখো অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও'।

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فِيْهِ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِاللّٰهَ.

২৩৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা নষ্ট করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এক ঝুড়ি খেজুর আনীত হলো যার মধ্যে ছিলো পনের সা'। তিনি আরো বলেছেন ঃ তুমি এবং তোমার পরিবারের সকলে এগুলো খাও এবং একদিন রোযা রাখো, আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ

سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ احْتَرَقْتُ فَسَاَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاْنُهُ فَقَالَ اَصَبْتُ اَهْلِيْ قَالَ تَصَدَّقْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا لِىْ شَيْءٌ وَلاَ اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اِجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَ مَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوْقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ اٰنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى غَيْرِنَا فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ كُلُوْهُ.

২৩৯৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যোগ্য হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কি হয়েছে? লোকটি বললো, আমি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। তিনি বললেন ঃ সদাকা করো। সে বললো, আল্লাহর কসম! আমার নিকট কিছুই নেই, আর আমি দান-খয়রাত করার সামর্থ্যও রাখি না। তিনি বললেন ঃ বসো। লোকটি বসলো। সে এ অবস্থায় থাকতেই এক ব্যক্তি খাদ্যের বোঝা নিয়ে একটি গাধা হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এইমাত্র অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিটি কোথায়? লোকটি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এগুলো সদাকা করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের চাইতে অভাবী লোকদেরকে? আল্লাহর শপথ! আমরা সবচেয়ে বেশি অভাবী। আমাদের কাছে কোন জিনিসই নেই। তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমরাই খাও।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَاُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ عِشْرُوْنَ صَاعًا.

২৩৯৫। আয়েশা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত। বর্ণনাকারী (আবদুর রহমান ইবনুল হারিস) বলেন, অতঃপর বিশ সা' (খেজুর) ভর্তি একটি ঝুড়ি আনীত হলো।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ أَفْطَرَ عَمَدًا

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গকারীর ভয়াবহ পরিণতি

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُطَوِّسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمُطَوِّسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللّٰهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ.

২৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে আল্লাহর দেয়া অনুমতি (রুখসত) ব্যতিরেকে রোযা ভঙ্গ করলো সে সারা বছরেও তা পূরণ করতে সক্ষম হবে না।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَسُلَيْمَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوِّسِ وَاَبُو الْمُطَوِّسِ.

২৩৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ...ইবনে কাসীর ও সুলায়মানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান ও শো'বা (র) ইবনুল মুতাব্বিস ও আবুল মুতাব্বিসের নামের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

بَابُ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে ব্যক্তি ভুলবশত আহার করলো

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَحَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ.

২৩৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করেছি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।

بَابُ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রমযানের রোযা কাযা করতে বিলম্ব করা

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَهُ حَتّٰى يَاْتِيَ شَعْبَانُ.

২৩৯৯। আয়েশা (রা) বলেছেন, যদি আমার যিম্মায় রমযানের কাযা রোযা থাকতো, তবে শা'বান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না।

টীকা ঃ অর্থাৎ বাদ পড়ে যাওয়া রোযার বিলম্বেও কাযা করা যায়, যদিও অবিলম্বে কাযা করাই উত্তম (সম্পা.)।

بَابُ فِيْمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কোন মৃত ব্যক্তির যিম্মায় ফরয রোযা বাকি থাকলে

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

২৪০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির যিম্মায় রোযা কাযা থাকলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, এই বিধান মানতের রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর এই মত।

٢٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحَّ اُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَاِنْ نَذَرَ قَضٰى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

২৪০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং রমযান মাস শেষ হওয়া নাগাদ আরোগ্যই না হয়, এ অবস্থায় তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে আহার করাতে হবে। আর যদি তার যিম্মায় মানতের রোযা থাকে তবে তার পক্ষ থেকে অভিভাবক তার কাযা আদায় করবে।

بَابُ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِىَّ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ صُمْ اِنْ شِئْتَ وَاَفْطِرْ اِنْ شِئْتَ.

২৪০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা আল-আসলামী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন ব্যক্তি যে, অনবরত রোযা রাখি, আমি সফরেও কি রোযা রাখতে পারি? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছা হলে রোযা রাখো আর যদি ইচ্ছা হয় রোযাহীন থাকো।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ صَاحِبُ ظَهْرٍ اُعَالِجُهُ اُسَافِرُ عَلَيْهِ وَاُكْرِيْهِ وَاِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِىْ هٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِىْ رَمَضَانَ وَاَنَا اَجِدُ الْقُوَّةَ وَاَنَا شَابٌّ فَاَجِدُ بِاَنْ اَصُوْمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اَنْ اُؤَخِّرَهُ فَيَكُوْنَ دَيْنًا اَفَاَصُوْمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْظَمُ لِاَجْرِىْ اَوْ اُفْطِرُ قَالَ اَىَّ ذٰلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ.

২৪০৩। হাময়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাময়া আল-আসলামী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটের মালিক এবং এগুলোকে ব্যবহার করি। আমি সেগুলো সফরে ব্যবহার করি এবং ভাড়ায়ও খাটাই। আমার (সফররত অবস্থায়) এই রমযান মাস উপস্থিত হয়। অপরদিকে আমি একজন স্বাস্থ্যবান যুবক। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি (সফররত অবস্থায়) রোযা রাখতে পারি? অথচ রোযা আমার উপর ঋণ, তাই ওটাকে পিছিয়ে না দিয়ে রেখে দেয়াই আমার পক্ষে সহজ। হে আল্লাহর রাসূল! রোযা রাখাই আমার সওয়াবের জন্য মহান, না কি রোযা না রাখা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে হাময়া! তোমার মন যা চায় করতে পারো।

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى فِيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

২৪০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। অবশেষে 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি একপাত্র পানি নিয়ে ডাকলেন এবং লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা উঁচু করে মুখের কাছে নিয়ে ধরলেন। এ ঘটনা রমযান মাসের। এ কারণেই ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কখনো রোযা রেখেছেন, আবার কখনো রোযা রাখেননি। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে, আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা নাও রাখতে পারে।

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَاَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

২৪০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমযান মাসে সফর করেছি। আমাদের কেউ ছিলেন রোযাদার, আর কেউ ছিলেন রোযাহীন। তাতে রোযাদার রোযাহীনের এবং রোযাহীন রোযাদারের ত্রুটি ধরেননি।

٢٤٠٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِى النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُّوْنَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلاَ سَاَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ وَنَصُوْمُ حَتّٰى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ اِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَاَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ اِنَّكُمْ تُصَبِّحُوْنَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَاَفْطِرُوْا فَكَانَتْ عَزِيْمَةً مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَصُوْمُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذٰلِكَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ.

২৪০৬। কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি লোকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। আর লোকেরা স্থির শান্তভাবে নত শিরে তাঁর কথা শুনছিলো। আমি তাঁর নির্জনতার অপেক্ষায় রইলাম। তিনি নিঃসংগ হলে আমি তাকে সফররত অবস্থায় রমযানের রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমরা রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছিলেন আর আমরাও রোযা রেখেছিলাম। এ অবস্থায় তিনি কোন এক মানযিলে পৌঁছে বললেন ঃ নিশ্চয় তোমরা শত্রুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছো। তাই রোযা ভঙ্গ করাটাই হবে তোমাদের শক্তিবর্ধক। ফলে আমাদের কেউ রোযাদার আবার কেউ রোযাহীন অবস্থায় ভোরে উপনীত হলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবার আমরা সফর শুরু করে আর এক মানযিলে অবতরণ করলে তিনি পুনরায় বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা সকালে শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে। আর রোযা ভঙ্গ করলে তোমাদের শক্তি বর্ধিত হবে। সুতরাং তোমরা রোযা ভঙ্গ করো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় সংকল্পের (আযীমাত) উপর স্থির থাকলেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে এ ঘটনার আগেও রোযা রেখেছি এবং এর পরেও রোযা রেখেছি।

টীকা ঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা উভয়টিই জায়েয (অনু.)।

بَابُ اِخْتِيَارِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ কষ্টের আশঙ্কা হলে সফরে রোযা ভঙ্গ করাই শ্রেয়

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ.

২৪০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তাকে ছায়া দান করা হচ্ছে এবং তার চারপাশে লোকজন ভীড় করেছে। তিনি বললেন ঃ সফরে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

টীকা ঃ প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে লোকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো, তবুও সে রোযা ভাঙ্গেনি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথাটি বলেছেন। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সফরে রোযা রাখতে পারলে তা যে উত্তম, সে কথার প্রতি কুরআনেও ইঙ্গিত রয়েছে (অনু.)।

٢٤٠٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كَعْبٍ اِخْوَةِ بَنِىْ قُشَيْرٍ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ اَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اِجْلِسْ فَاَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هٰذَا فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ اِجْلِسْ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ اَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ اَوِ الْحُبْلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيْعًا اَوْ اَحَدَهُمَا. قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِيْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব গোত্রীয় এবং কুশাইর উপগোত্রীয় সদস্য আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলাম অথবা (তিনি বলেছেন), আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বললেন ঃ বসো এবং আমাদের সাথে আহার করো। আমি

বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বললেন ঃ বসো, আমি তোমাকে নামায ও রোযা সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফির, দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী (মহিলা) থেকে অর্ধেক নামায এবং রোযা কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দ অথবা এর একটি শব্দ বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারে অংশগ্রহণ না করায় মনে মনে অনুতপ্ত হলাম।

بَابُ مَنْ اِخْتَارَ الصِّيَامَ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ যে ব্যক্তি সফরে রোযা রাখাকেই প্রাধান্য দেন

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ غَزَاوَتِهِ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ اَوْ كَفَّهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

২৪০৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হলাম। অবস্থা এমন হলো যে, (ভীষণ গরমে) আমাদের কেউ তার হাত মাথার উপর রাখেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেউ রোযাদার ছিলো না।

٢٤١٠- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ تَأْوِيْ اِلٰى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ.

২৪১০। সিনান ইবনে সালামা ইবনুল মুহাব্বাক আল-হুযালী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার

নিকট এমন সওয়ারীর ব্যবস্থা আছে যা তাকে পর্যাপ্ত আহারের স্থানে পৌছে দিবে, সে যেন অবশ্যই রমযানের রোযা রাখে যেখানেই সে রোযার মাস পাবে।

٢٤١١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৪১১। সালামা ইবনুল মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় রমযান মাস পেয়ে যায়... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَتٰى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ اِذَا خَرَجَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ সফরে রওয়ানা করলে মুসাফির কখন রোযা ভাঙ্গতে পারে?

٢٤١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنٰى حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ زَادَ جَعْفَرٌ وَاللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ ابْنُ جَبْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفِيْنَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِيْ رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاؤُهُ قَالَ جَعْفَرٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوْتَ حَتّٰى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْتُ اَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوْتَ قَالَ اَبُوْ بَصْرَةَ اَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَاَكَلَ.

২৪১২। জা'ফার ইবনে জাবর (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)-র সাথে রমযান মাসে মিসরের আল-ফুসতাত থেকে আমর ইবনুল আস (রা)-র নৌপথের সফরে ছিলাম। নৌযানের নোঙ্গর উঠানো হলে পর তার সম্মুখে ভোরের নাস্তা হাজির করা হলো। আর জা'ফার তার বর্ণনায় বলেছেন, ঘরবাড়ি অতিক্রম করতে না করতেই তিনি খাবারের দস্তরখান চাইলেন

এবং আমাকে বললেন, নিকটে এসো (খাও)। আমি বললাম, আপনি কি ঘর-বাড়ি দেখছেন না? আবু বাসরা (রা) বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করতে চাও? জা'ফার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, অতঃপর তিনি আহার করলেন।

بَابُ قَدْرِ مَسِيْرَةٍ مَا يُفْطِرُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ মুসাফির কত দূরত্বের সফরে রোযা ভংগ করতে পারে?

٢٤١٣- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُوْرٍ الْكَلْبِيِّ اَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيْفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِّنْ دِمَشْقَ مَرَّةً اِلٰى قَدْرِ قَرْيَةٍ عَقَبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذٰلِكَ ثَلاَثَةُ اَمْيَالٍ فِيْ رَمَضَانَ ثُمَّ اِنَّهُ اَفْطَرَ وَاَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ اٰخَرُوْنَ اَنْ يُّفْطِرُوْا فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنِّيْ اَرَاهُ اَنَّ قَوْمًا رَغِبُوْا عَنْ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لِلَّذِيْنَ صَامُوْا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ اَللّٰهُمَّ اقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ.

২৪১৩। মানসূর আল-কালবী (র) থেকে বর্ণিত। একদা রমযান মাসে দিহ্য়া ইবনে খালীফা (রা) দামিশকের এক জনপদ (আল-মিয্যা) থেকে (মিসরের) আকাবা ও ফুসতাতের মধ্যকার দূরত্বের সম-পরিমাণ দূরে অর্থাৎ তিন মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সফর করেন। তিনি রোযা ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর সাথের কতক লোকও রোযা ভঙ্গ করলো, কিছু সংখ্যক লোক রোযা ভঙ্গ করা অপছন্দ করলো। অতঃপর তিনি স্বগ্রামে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম! আজ আমি এমন এক ব্যাপার দেখলাম, যা আমি কখনো দেখবো বলে ধারণা করিনি। কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়েছে। তিনি সেই সমস্ত লোকের নিন্দা করলেন যারা (সফরে) রোযা রেখেছিলো। এসময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও।

٢٤١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْغَابَةِ فَلاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْصُرُ.

২৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল-গাবা বনভূমিতে যেতেন, কিন্তু রোযা ভংগ করতেন না এবং নামাযও কসর করতেন না।

بَابُ مَنْ يَّقُوْلُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি গোটা রমযান মাস রোযা রেখেছি

٢٤١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّىْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ اَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ اَوْ رَقْدَةٍ.

২৪১৫। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমি গোটা রমযান মাস রোযা রেখেছি এবং সারাটি রোযার মাস (রাতে নামাযে) দাঁড়িয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) এভাবে আত্মপবিত্রতা প্রকাশ করা অপছন্দ করেছেন না কি কিছু সময় নিদ্রা ও বিশ্রাম করা আবশ্যকীয় হিসেবে বলেছেন তা আমার জানা নেই।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ দুই ঈদের দিন রোযা রাখা

٢٤١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ اَمَّا يَوْمُ الْاَضْحٰى فَتَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَاَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ.

২৪১৬। আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ঈদের নামাযে উমার (রা)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে নামায পড়লেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঈদের) এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা কুরবানীর দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত খাও। আর ঈদুল ফিতরের দিন, তা হলো তোমাদের রোযা সমাপ্তির ঘোষণা।

٢٤١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى وَعَنْ

لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فِىْ سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.

২৪১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ দু'দিন রোযা রাখতে– ঈদুল ফিতরের দিন ও কুরবানীর দিন, দুই ধরনের পোশাক পরিধান করতে, (সাম্মা) এক কাপড়ে সারাটা শরীরকে পেঁচিয়ে নেয়া ও এক কাপড়ে শরীরকে এমনভাবে ঢাকা যে, হাঁটু উঁচু করে বসলে নীচের থেকে লজ্জাস্থান খোলা থাকে এবং দুই সময়ে নামায পড়তে– ফজরের পরে (সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত) ও আসরের পরে (সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।

بَابُ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা

٢٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِىءٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَلٰى اَبِيْهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ اِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهٰذِهِ الْاَيَّامُ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا بِاِفْطَارِهَا وَيَنْهٰى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

২৪১৮। উম্মু হানী (রা)-এর মুক্তদাস আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের সাথে তার পিতা আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাদের উভয়ের সামনে খাবার উপস্থিত করে বললেন, খাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রোযাদার। আমর (রা) বললেন, এ দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। মালেক (র) বলেন, সে দিনগুলো হলো 'আইয়ামে তাশরীক'।

টীকা ঃ কুরবানীর দিন ছাড়া পরের তিন দিন। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের এগার, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয় (অনু.)।

٢٤١٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُلَيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَقِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَيٍّ وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَاَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَهِيَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ.

২৪১৯। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফাতের দিন (নবম যিলহজ্জ), কুরবানীর দিন (দশম যিলহজ্জ) এবং তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন, এগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন।

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصُمْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ اَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ اَوْ بَعْدَهُ.

২৪২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন রোযা না রাখে। জুমু'আর আগের দিন কিংবা পরের দিনও যেন সে একটি রোযা রাখে।

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُّخُصَّ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

٢٤٢١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ اَهْلِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ جَمِيْعًا عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ عَنْ اُخْتِهِ وَقَالَ يَزِيْدُ الصَّمَّاءِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ اِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ حِمْصِيٌّ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ نَسَخَهُ حَدِيْثُ جُوَيْرِيَةَ.

২৪২১। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর আস-সুলামী (র) থেকে তার ভগ্নি আস-সাম্মা' (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের উপরে যেসব রোযা ফরয করা হয়েছে তা ব্যতীত তোমরা শুধু শনিবারে রোযা রেখো না। আর যদি কেউ রাখে এবং তা ভঙ্গ করার জন্য সে যদি আঙ্গুর গাছের ছাল অথবা অন্য কোন গাছের ডালা ব্যতীত কিছু না পায়, তবে যেন সেটা চিবিয়ে রোযা ভঙ্গ করে। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (র) হলেন হিম্‌স-এর বাসিন্দা। এ হাদীস জুয়াইরিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَفْصٌ الْعَتَكِىُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ قَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِىْ غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِيْ.

২৪২২। জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন তাঁর নিকট আসলেন এবং তিনি ছিলেন রোযাদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি আগামী কাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে রোযা ভঙ্গ করো।

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ذُكِرَ لَهُ اَنَّهُ نُهِىَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُوْلُ ابْنُ شِهَابٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حِمْصِىٌّ.

২৪২৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তার নিকট আলোচনা করা হলো, শুধু শনিবার রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওটা তো হিমসী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتّٰى رَاَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِىْ حَدِيْثَ ابْنِ بُسْرٍ هٰذَا فِيْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ هٰذَا كَذِبٌ.

২৪২৪। আল-আওযায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শনিবারের রোযা সংক্রান্ত ইবনে বুসরের হাদীসটি আমি গোপন করেই আসছিলাম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, ওটা মিথ্যা (হাদীস)।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَانِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ. قَالَ مُسَدَّدٌ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ اَوْ مَا صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ شَكَّ غَيْلاَنُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. وَصِيَامُ عَرَفَةَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ وَصَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ.

২৪২৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিভাবে রোযা রাখেন? তার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন। উমার (রা) তা দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমাদের রব, ইসলাম আমাদের দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির ভাব দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত উমার (রা) উক্ত বাক্যটি আওড়াতে লাগলেন। এবার উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে তা কেমন? তিনি বললেন ঃ সে রোযাও রাখেনি, মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, সে রোযাও রাখেনি আর ইফতারও করেনি। অথবা তিনি বলেছেন, তার রোযা ও ইফতার কোনটিই হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি দু'দিন রোযা রেখে একদিন রোযাহীন থাকে তার রোযা কেমন? তিনি বললেন ঃ এমনও কি কেউ সামর্থ্য রাখে? আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযাহীন থাকে তার রোযা কেমন? তিনি বললেন ঃ এটা দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি একদিন রোযা রেখে দু'দিন রোযাহীন থাকে তার রোযা কেমন? তিনি বললেন ঃ আমি এটাই কামনা করি, যেন আমাকে এরূপ করার শক্তি দেয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রতি মাসে তিনটি রোযা এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত প্রতি বছরের রমযানের রোযা, এটাই হচ্ছে হামেশা রোযা রাখার সমতুল্য। আরাফাতের দিন রোযা রাখলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি, তিনি এক বছর আগের এবং এক বছর পেছনের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আশূরা (দশই মহররম)-এর রোযা সম্বন্ধে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি তিনি সম্মুখের এক বছরের গুনাহ মার্জনা করবেন।

٢٤٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. زَادَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيْسِ قَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْاٰنُ.

২৪২৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ ঐ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেদিনই আমার উপর প্রথম কুরআন নাযিল হয়েছে।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন হিসাবে সোমবারই প্রসিদ্ধ (সম্পা.)।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَقُوْلُ لَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قُلْتُ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

২৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি বলেছো, আল্লাহর কসম! আমি দিনভর রোযা রাখবো এবং রাতভর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবো? তিনি বলেছেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই বলেছি। তিনি বললেন ঃ (রাতে) নামাযেও দাঁড়াও এবং কিছু সময় ঘুমাও। আর কোন দিন রোযা রাখো এবং কোন দিন রোযা রেখো না। আর প্রতি মাসে তিনটি রোযা (চাঁদের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ) রাখো, এতেই সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং দু'দিন রোযাহীন থাকো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা থেকে বিরত থাকো। এটিই সর্বোত্তম রোযা এবং এটিই হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর রোযা। আমি আবারও বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর চাইতে উত্তম আর কোন রোযা নেই।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ اَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ হারাম (সম্মানিত) মাসগুলোর রোযা সম্পর্কে

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي السَّلِيْلِ عَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْ عَمِّهَا اَنَّهُ اَتٰى

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَعْرِفُنِيْ قَالَ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِيْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ قُلْتُ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلاَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِيْ فَاِنَّ بِيْ قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِيْ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِيْ قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ واتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا.

২৪২৮। বাহিলা গোত্রীয় 'মুজীবা' নাম্নী এক মহিলা থেকে তার পিতা অথবা চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা বা চাচা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে (তাঁর সাথে সাক্ষাত করে) চলে গেলেন। তিনি এক বছর পর পুনরায় আসলে তখন তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে শারীরিক অবস্থার মারাত্মক পরিবর্তন ঘটেছিলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? তিনি বললেন, আমি সেই বাহিলা গোত্রীয় ব্যক্তি, আমি গত বছর এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কারণে তোমার এরূপ পরিবর্তন ঘটলো, অথচ তুমি তো সুন্দর সুপুরুষ ছিলে? আমি বললাম, যখন আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছি, তখন থেকে আমি রাত ছাড়া আহার করিনি (অর্থাৎ আমি অনবরত দিনের বেলায় রোযা রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেনো তুমি অনাহুত নিজের শরীরকে এরূপ কষ্ট দিয়েছো? অতঃপর তিনি বলেন ঃ ধৈর্যের মাসটি (রমযান মাস) এবং প্রতি মাসে একটি করে রোযা রাখো। তিনি বললেন, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন, কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন ঃ (তাহলে) দু'দিন রোযা রাখো। লোকটি বললেন, আরো অধিক বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ (প্রতি মাসে) তিন দিন রোযা রাখো। লোকটি বললেন, আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ হারাম মাসে রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো, হারাম মাসে রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো। হারাম মাসে রোযাও রাখো এবং রোযা বর্জনও করো। একথা বলে তিনি তিনটি আঙ্গুল একত্র করে পরে ফাঁক করে দিলেন।

টীকা ঃ হারাম বা সম্মানিত মাস চারটি, যিল-কা'দাহ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। এ মাসগুলোতে তিনটি করে রোযা রাখো। রমযান মাস পূর্ণ এবং অবশিষ্ট সাত মাসেও তিনটি করে রোযা রাখো। আঙ্গুল একত্র করার অর্থ হচ্ছে রোযা রাখার ইঙ্গিত এবং সেগুলো ফাঁক করার অর্থ হচ্ছে রোযাহীন থাকা (অনু.)।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ মুহাররম মাসের রোযা সম্পর্কে

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلاَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ شَهْرِ قَالَ رَمَضَانَ.

২৪২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের পর আল্লাহ্‌র মাস মুহাররম-এর রোযাই সর্বোত্তম এবং ফরয নামাযের পর (নফলের মধ্যে) রাতে নামাযই সর্বোত্তম।

٢٤٣٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَكِيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ فَقَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ.

২৪৩০। উসমান ইবনে হাকীম (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-কে রজব মাসের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নাগাড়ে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (হয়তো) এ মাসে রোযা বর্জন করবেন না। আবার (কোন মাসে) তিনি এক নাগাড়ে রোযাহীন কাটাতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (বোধ হয়) আর রোযা রাখবেন না।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ শা'বান মাসের রোযা সম্পর্কে

٢٤٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ اَحَبُّ الشُّهُوْرِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّصُوْمَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

২৪৩১। আয়েশা (রা) বলেন, সমস্ত মাসগুলোর মধ্যে শা'বান মাসে অধিক রোযা রাখাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশি প্রিয় ছিলো; এমনকি তিনি এ মাসকে রোযা রাখতে রাখতে রমযানের সাথে যুক্ত করতেন।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ شَوَّالَ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ শাওয়াল মাসের রোযা সম্পর্কে

٢٤٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى عَنْ هَارُوْنَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ وَكُلَّ اَرْبِعَاءِ وَخَمِيْسٍ فَاِذَا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعُكَلِيُّ وَخَالَفَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ مُسْلِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

২৪৩২। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম আল-কারশী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি অথবা তাঁকে সারা বছর রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ অবশ্য তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং তুমি রমযান মাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাসের (অর্থাৎ শা'বান) আর প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযাগুলো রাখো। তুমি তা করলে যেন সারা বছরই রোযা রাখলে।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে

٢٤٣٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِّنْ شَوَّالٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

২৪৩৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো।

بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে রোযা রাখতেন

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ.

২৪৩৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো রোযায় বিরতি দিবেন না। আবার কখনো তিনি রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, বোধ হয় তিনি আর সহসা রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে কখনো পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি, শা'বান মাস ব্যতীত। এতো অধিক (নফল) রোযা তাকে অন্য কোন মাসে রাখতে দেখিনি।

٢٤٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ كَانَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

২৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের তাৎপর্যের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে, তিনি (শা'বান মাসে) খুব সামান্য রোযাই ভঙ্গ করতেন, বরং গোটা মাসই (শা'বানে) রোযা রাখতেন।

بَابُ فِىْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلٰى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَنْ مَوْلٰى

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ لِمَا تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ.

২৪৩৬। উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-র মুক্তদাস থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা (রা)-র সাথে তার কোন মালের খোঁজে ওয়াদিয়ুল কোরায় গমন করলেন। উসামা (রা) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তার মুক্তদাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন? অথচ আপনি অতি বৃদ্ধ লোক? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ বান্দাহর আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ (র) ইয়াহ্ইয়া-উমার ইবনে আবুল হাকাম (র) সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ দশ দিন রোযা রাখা

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ.

২৪৩৭। হুনায়দা ইবনে খালিদ (র) থেকে তার স্ত্রীর সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত এবং আশূরার দিন, প্রতি মাসে তিনদিন অর্থাৎ মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

টীকা ঃ মহানবী (সা) যিলহজ্জ মাসের শুরু থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখতেন, আর দশম তারিখ কুরবানী করতেন। অথবা তিনি যিলহজ্জ মাসে নয় দিন এবং মহররমের দশম দিনসহ মোট দশ দিন রোযা রাখতেন (অনু.)।

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِىْ اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

২৪৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের চাইতে অন্য কোন দিনের যে কোন নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ (জিহাদে) বের হয়েছে এবং এর কোন একটিও নিয়ে ফিরে আসেনি (তার আমল স্বতন্ত্র)।

بَابٌ فِىْ فِطْرِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ যিলহজ্জের দশ দিন রোযা না রাখা সম্পর্কে

٢٤٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ.

২৪৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো (যিলহজ্জের) দশ দিন রোযা রাখতে দেখিনি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ রোযা রেখেছেন তখন হয়ত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। এও হতে পারে যে, তিনি পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখতেন না, বরং নয় দিন রাখতেন। কেননা দশম দিন তো কুরবানী। আর ঐ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ (অনু.)।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখা প্রসঙ্গে

٢٤٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ مَهْدِيٍّ

الْهَجَرِىُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

২৪৪০। ইকরিমা (র) বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর ঘরে তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ صَوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ.

২৪৪১। আল-হারিছ কন্যা উম্মুল ফাদল (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছেন কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তাদের কতক বললেন, তিনি রোযা রেখেছেন, আবার কতক বললেন, তিনি রোযা রাখেননি। অতএব আমি তাঁর খিদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম, তখন তিনি আরাফাতে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি দুধটুকু পান করলেন।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আশূরার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

২৪৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একদিন, কুরাইশরা জাহিলী যুগে যেদিনে রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জাহিলী যুগে এ দিন রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করে এ দিন রোযা রেখেছেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে যখন রমযানের রোযা ফরয হলো, তখন সেটিই ফরয হিসাবে বহাল হলো এবং আশূরার দিন রোযা রাখা (ফরয হিসেবে) বর্জন করা হলো। ফলে যার ইচ্ছা রোযা রাখতো এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিতো।

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا نَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا يَوْمٌ مِنْ اَيَّامِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

২৪৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একদিন যেদিন আমরা জাহিলী যুগে রোযা রাখতাম। অতঃপর রমযান মাসের রোযা ফরয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটি আল্লাহ্র দিনসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দিন। অতএব যার ইচ্ছা রোযা রাখুক, আর যার ইচ্ছা রোযা না রাখুক।

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ.

২৪৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছে ইয়াহূদীদের আশূরার দিন রোযাদার পেলেন। এ সম্বন্ধে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জবাব দিলো, এটি একটি মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফেরাউনের উপর জয়যুক্ত করেছেন। সুতরাং এ মহান দিনের সম্মানার্থে আমরা রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের তুলনায় আমরা মূসা (আ)-এর বেশি হকদার। অতঃপর তিনি ঐদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَا رُوِىَ اَنَّ عَاشُوْرَاءَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরা নবম দিন

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ اُمَيَّةَ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا غَطَفَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৪৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আশূরার দিন রোযা রাখলেন এবং আমাদেরকেও উক্ত রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা মহাসম্মান দিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আগামী বছর এলে আমরা (আশূরার দিনসহ) নবম দিনও রোযা রাখবো। কিন্তু আগামী বছর না আসতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ غَلاَبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنِىْ حَاجِبُ ابْنُ عُمَرَ جَمِيْعًا الْمَعْنٰى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْاَعْرَجِ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَاَصْبِحْ صَائِمًا فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ قَالَ كَذٰلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ.

২৪৪৬। আল-হাকাম ইবনুল আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি মসজিদুল হারামে তার চাদরে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি আশূরার দিনের রোযা সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যখন তুমি মুহাররমের প্রথম দিনের চাঁদ দেখবে, তখন থেকে তা গুনতে থাকো।

এভাবে যখন নবম দিন (শুরু) হবে তখন রোযা অবস্থায় ভোর করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে রোযা রাখতেন।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ صَوْمِهِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ আশূরার রোযার ফযীলাত

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ اَسْلَمَ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

২৪৪৭। আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি তোমাদের (আশূরার) এই দিনটিতে রোযা রেখেছো? তারা বললো, না। তিনি বললেন ঃ দিনের অবশিষ্ট অংশটুকু পূর্ণ করো (কিছু পানাহার করো না) এবং এদিনের রোযাটি কাযা করে নাও। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আশূরার দিন।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمٍ وَ فِطْرِ يَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ এক দিন রোযা রাখা এবং এক দিন বিরতি দেয়া

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ اَحْمَدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًوا قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَوْسٍ سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُوْمُ يَوْمًا.

২৪৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ দাউদ (আ)-এর রোযাই হলো আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়

এবং দাউদ (আ)-এর নামাযই হলো আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তিনি রাতের অর্ধেক অংশ ঘুমাতেন এবং (মাঝখানে) এক-তৃতীয়াংশ (নফল নামাযে) দাঁড়াতেন। আবার এক-ষষ্ঠমাংশ (রাতের) ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন না এবং এক দিন রাখতেন।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الثَّلاَثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখা

٢٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَنَسٍ اَخِيْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ. قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

২৪৪৯। ইবনে মিলহান আল-কায়সী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে বীয অর্থাৎ চাঁদের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ এগুলো সারা বছর রোযা রাখার সমান ফযীলাতপূর্ণ।

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ صَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ يَعْنِيْ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ.

২৪৫০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে তিনটি করে রোযা রাখতেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ যিনি বলেন, (তিনটির দু'টি) সোম ও বৃহস্পতিবার

٢٤٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الاُخْرٰى.

২৪৫১। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ঃ (প্রথম সপ্তাহে) সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে সোমবার।

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِيْ اَنْ اَصُوْمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلُهَا الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

২৪৫২। হুনায়দা আল-খুযাঈ (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গিয়ে (নফল) রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে তিন দিন (নফল) রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন ঃ প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يُبَالِيْ مِنْ اَيِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ যিনি বলেন, মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখলেই চলে

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ اَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِيْ مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ.

২৪৫৩। মু'আযাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন তিন দিন? তিনি বললেন, তিনি যে কোন তিন দিন রোযা রাখতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

بَابُ النِّيَّةِ فِى الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ রোযার নিয়াত করা

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ

شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَاِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ اَيْضًا جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ مِثْلَهُ وَاَوْقَفَهُ عَلٰى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُوْنُسُ الْاَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

২৪৫৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার জন্য রোযা নাই।

টীকা ঃ ইমাম মালেক (র)-সহ ক'জন সাহাবী বলেন, রাত অবশিষ্ট থাকতেই রোযার নিয়াত করা ওয়াজিব, চাই রোযা ফরয কিংবা নফল হোক। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহমাদ (র) বলেন, নফল রোযার জন্য রাত থাকতে নিয়াত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুপুরের পরে নিয়াত করলে রোযা দুরস্ত হবে না (অনু.)।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ রাত থাকতে (রোযার) নিয়াত না করলেও চলবে

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ زَادَ وَقِيْعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ فَقَالَ ادْنِيْهِ قَالَ طَلْحَةُ فَاَصْبَحَ صَائِمًا وَاَفْطَرَ.

২৪৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বলতেন ঃ তোমাদের কাছে আহার করার মতো কিছু আছে কি? আমরা যদি বলতাম, না, তবে তিনি বলতেন ঃ আমি রোযা রাখলাম। একদিন তিনি (সা) আমাদের নিকট আসলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু 'হাইস' উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তা আমার কাছে নিয়ে এসো। অথচ তিনি ভোর করেছেন রোযা অবস্থায়, পরে তা খেয়ে রোযা ভাঙ্গলেন।

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَت فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَن يَّسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّ هَانِىءٍ عَنْ يَّمِيْنِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اُمَّ هَانِىءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا.

২৪৫৬। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ফাতিমা (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে এবং উম্মু হানী (রা) তাঁর ডান পাশে বসলেন। রাবী বলেন, এক দাসী এক পাত্র পানীয় এনে তাঁকে দিলো। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন, অতঃপর উম্মু হানীর দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন। উম্মু হানী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে এখন ইফতার করলাম, রোযা ভাঙ্গলাম। অথচ আমি রোযা রেখেছিলাম! তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এগুলো কাযা করার ইচ্ছা রাখো? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ যদি এটা নফল (রোযা) হয়ে থাকে তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

بَابُ مَنْ رَأٰى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ যিনি বলেছেন, নফল রোযা ভঙ্গ করলে কাযা করতে হয়

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُهْدِىَ لِىْ وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَاَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَاَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَيْكُمَا صَوْمًا مَكَانَهُ يَوْمًا اٰخَرَ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ بْنُ الْاَعْرَابِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ لاَ يَثْبُتُ.

২৪৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ও হাফসা (রা)-কে কিছু খাদ্যদ্রব্য উপঢৌকন দেয়া হলো। আমরা উভয়ে ছিলাম রোযাদার। আমরা রোযা ভেঙ্গে

ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলে আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। তার প্রতি আমাদের লোভ হওয়ায় আমরা তা খেয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, তবে সেটার পরিবর্তে অন্য দিন আর একটি রোযা রাখা তোমাদের কর্তব্য। আবু সাঈদ ইবনুল আ'রাবী (র) বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

টীকা ঃ নফল রোযা আরম্ভ করে পরে কোন কারণে ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওয়াজিব (অনু.)।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী নফল রোযা রাখলে

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُوْمُ امْرَأَةٌ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

২৪৫৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত স্ত্রী রমযান মাসের রোযা ছাড়া নফল রোযা রাখবে না এবং তার উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত অন্য কোন লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দিবে না।

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِيْ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّيْ صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةً وَّاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ. وَاَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِيْ فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ اَصْبِرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لاَ تَصُوْمُ

امْرَأَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا. وَاَمَّا قَوْلُهَا اِنِّىْ لاَ اُصَلِّىْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ اَوْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ.

২৪৫৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, তখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল যখন আমি নামায পড়ি আমাকে মারধর করে। আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভংগ করতে বাধ্য করে এবং সূর্য উঠার পূর্বে সে ফজরের নামায পড়ে না। বর্ণনাকারী বলেন, সাফওয়ানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সুতরাং তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছে এ ব্যাপারে তিনি (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অভিযোগ, 'আমি যখন নামায পড়ি তখন সে আমাকে মারধর করে', তা এজন্য যে, সে এমন দু'টি দীর্ঘ সূরা দ্বারা নামায পড়ে যা পড়তে আমি তাকে নিষেধ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ (সূরা ফাতিহার পর) সংক্ষিপ্ত একটি সূরাই লোকদের (নামাযের) জন্য যথেষ্ট। আর তার অভিযোগ, 'আমাকে রোযা ভংগ করতে বাধ্য করে', তা এজন্য যে, সে প্রায়ই (নফল) রোযা রাখে। অথচ আমি একজন যুবক পুরুষ, (দিনের বেলা সঙ্গম না করে) ধৈর্যধারণ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনই বললেন ঃ কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না। আর তার অভিযোগ, 'সূর্য উঠার পূর্বে আমি (ফজরের) নামায পড়ি না', কেননা আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদা কাজকর্মে (পানি সরবরাহে) ব্যস্ত থাকে। তাই সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আমরা ঘুম থেকে জাগতে পারি না। তার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ যখনই তুমি জাগ্রত হবে তখনই নামায পড়ে নিবে।

بَابٌ فِى الصَّائِمِ يُدْعٰى اِلٰى وَلِيْمَةٍ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ রোযাদারকে বিবাহভোজের দাওয়াত দেয়া হলে

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَيْضًا عَنْ هِشَامٍ.

২৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে আহারের দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে। সে রোযাহীন হলে যেন খাবার খায়, আর রোযাদার হলে যেন তাদের জন্য দু'আ করে। হিশাম (র) বলেন, এখানে صلاة অর্থ দু'আ। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি হাফ্স ইবনে গিয়াসও হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الصَّائِمُ اِذَا دُعِىَ اِلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আহার গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে রোযাদার যা বলবে

٢٤٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ.

২৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন রোযাদার ব্যক্তিকে খাদ্য গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে সে যেন বলে, নিশ্চয়ই আমি রোযাদার।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ ই'তিকাফ সম্পর্কে

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

২৪৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান না করা পর্যন্ত, তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও।

٢٤٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً.

২৪৬৩। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি (কোন কারণে) ই'তিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ وَاِنَّهُ اَرَادَ مَرَّةً اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ اَمَرْتُ بِبِنَائِىْ فَضُرِبَ قَالَتْ وَاَمَرَ غَيْرِىْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ اِلَى الْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْبِرُّ تُرِدْنَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَاَمَرَ اَزْوَاجُهُ بِاَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الْاِعْتِكَافَ اِلَى الْعَشْرِ الْاُوَلِ تَعْنِىْ مِنْ شَوَّالٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ وَالْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ نَحْوَهُ وَرَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ مِنْ شَوَّالٍ.

২৪৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ই'তিকাফে বসার সংকল্প করলে, ফজরের নামায পড়ার পর তাঁর ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার মনস্থ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা করা হলো। আমি তা দেখে আমার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলে তা খাটানো হলো। তিনি বলেন, আমি ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপরাপর স্ত্রীও অনুরূপ তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলে তাদের জন্যও তা খাটানো হলো। অতঃপর তিনি (সা) ফজরের নামাযের পর তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কি? তারা কি নেকী হাসিল করতে চায়? আয়েশা (রা) বলেন, তিনি নির্দেশ দিলে তাঁর তাঁবু ভেঙ্গে ফেলা হলো এবং তাঁর স্ত্রীগণও হুকুম দিলে তাঁদের তাঁবুগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হলো। অতঃপর তিনি শাওয়াল মাসের প্রথম দশক পর্যন্ত ই'তিকাফ পিছিয়ে দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ইসহাক ও আল-আওযাঈ (র) হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি (সা) শাওয়াল মাসে বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।

بَابُ اَيْنَ يَكُوْنُ الْاِعْتِكَافُ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ কোথায় ই'তিকাফ করবে

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

২৪৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। নাফে' (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের যে জায়গায় ই'তিকাফ করতেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সেই স্থানটি আমাকে দেখিয়েছেন।

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

২৪৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযান মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ইনতিকাল করেন সেই বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ ই'তিকাফকারী তার প্রয়োজনে নিজ ঘরে প্রবেশ করতে পারে

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ.

২৪৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথাটি আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আর

আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।

টীকা ঃ ই'তিকাফকারী পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে বা ঘরে যেতে পারে। কিন্তু তা ব্যতীত পানাহার, জানাযা, দাফন-কাফন, রোগীর সাথে সাক্ষাত, জুমু'আর নামায ইত্যাদি উদ্দেশে মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। তবে উযু কিংবা গোসলের জন্যে বের হলে কোন ক্ষতি নেই (অনু.)।

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ اَحَدٌ مَالِكًا عَلٰى عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

২৪৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস (র) যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উরওয়া ও আমরার বর্ণনার উপর কেউই ইমাম মালেকের অনুসরণ করেননি এবং মা'মার, যিয়াদ ইবনে সা'দ প্রমুখ যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِيْ رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَاَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

২৪৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর ঘরের ফাঁক দিয়ে তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আর আমি ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর মাথাটি ধুয়ে দিতাম এবং চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে দিতাম।

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَه الْمَرْوَازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا

فِىْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا اَوْ قَالَ شَرًّا.

২৪৭০। সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) ই'তিকাফরত থাকাকালে আমি এক রাতে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর কাছে এলাম। কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পর আমি ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। তার (সাফিয়্যার) বাসস্থান ছিলো উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের সাথে। দু'জন আনসারী ব্যক্তি সেখান দিয়ে যেতে যেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাও। এ মহিলাটি হুয়াইর কন্যা সাফিয়্যা। তারা উভয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ শয়তান মানুষের শিরায়-উপশিরায় গমন করে রক্তপ্রবাহের ন্যায়। তাই আমার আশঙ্কা হলো, সে তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা বা খারাপ কিছুর উদ্রেক করে দেয় কিনা।

٢٤٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَتْ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ عِنْدَ بَابِ اُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

২৪৭১। আয-যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। সাফিয়্যা (রা) বলেন, তিনি যখন উম্মু সালামা (রা)-র দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তাঁদের পাশ দিয়ে দু'জন লোক অতিক্রম করলো। এরপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ ই'তিকাফরত ব্যক্তির রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَتْ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

২৪৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন এবং স্বাভাবিকভাবে তাকে কেবল দেখে চলে যেতেন, সেখানে (থেমে) তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। আর ইবনে ঈসা (র)-এর বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় রোগীকে দেখতে যেতেন।

টীকা ঃ মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে আসা-যাওয়ার পথে রোগীকে দেখা জায়েয (অনু.)।

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَّ يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَّلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ فِىْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ قَالَتِ السُّنَّةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

২৪৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য সুন্নাত নিয়ম হলো ঃ সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সংগম করবে না এবং অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যেতে পারবে না, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদেই ই'তিকাফ করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'উল্লিখিত বিষয়গুলোকে আয়েশা (রা) সুন্নাত বলেছেন' একথাটি আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ বলেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি এটাকে আয়েশা (রা)-র নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

٢٤٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً اَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِعْتَكِفْ وَصُمْ.

২৪৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) জাহিলী যুগে মানত করেছিলেন যে, তিনি এক রাত অথবা এক দিন কা'বা ঘরের চত্বরে ই'তিকাফ করবেন। তিনি এ সম্বন্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ রোযা রাখো এবং ই'তিকাফ করো।

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَنْكَرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُدَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللّٰهِ. قَالَ سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسِلْهَا مَعَهُمْ.

২৪৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল (র) থেকে উক্ত সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। একদা উমার (রা) ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদের বাইরে লোকদের তাকবীর ধ্বনি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! এটা কিসের শব্দ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওয়াযিন গোত্রের কয়েদীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন, এটা তাদের সেই ধ্বনি'। তিনি বললেন, এ দাসীটিকেও তুমি এদের সাথে মুক্ত করে দাও।

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারীর ই'তিকাফ

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِّنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيْ.

২৪৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীদের একজন ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি স্রাবের রক্তের রং হলুদ ও লাল দেখতেন। সুতরাং আমরা কখনো তার (দুই পায়ের মাঝখানে) একটি পাত্র রেখে দিতাম (যাতে রক্ত মাটিতে পড়তে না পারে)। এ অবস্থায় তিনি নামায পড়তেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

সুনান আবু দাউদ ৩য় খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ তৃতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

১৭২১। নাসাঈ ও ইবনে মাজা, নং ২৮৮৬; মুসলিম (আবু হুরায়রা)।

১৭২৩। বুখারী, তাকসীরুস সালাত; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ২৮৯৯; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৩৯।

১৭২৪। মুসলিম, হজ্জ, নং ৪২১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৯৯; বুখারী (অনুরূপ)।

১৭২৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪০, বাব সাফারিল মারআতি মাআ মাহ্‌রাম; তিরমিযী, রিদা, বাব কারাহিয়াতি আন-ইউসাফিরাল-মারআতু ওয়াহদাহা, নং ১১৬৯; ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৮৯৮; বুখারী (আবু সাঈদ, অনুরূপ), নং ৩৭৯, কিতাব জাযাইস-সায়দি, বাব হাজ্জিন-নিসা।

১৭২৭। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৩৮।

১৭৩০। বুখারী, হজ্জ, বাব ওয়া তাযাওয়াদু; মুসলিম, নাসাঈ।

১৭৩২। মুসনাদ আহমাদ, ১৯৭৩-৪; মুসতাদরাক হাকেম, ১/৪৪৮; বায়হাকীর সুনান আল-কুবারা, ৪খ, ৩৩৯-৪০।

১৭৩৬। মুসলিম, হজ্জ, হাজ্জিস-সাবিয়্যি, নং ১৩৩৬; মুসনাদ আহমাদ, নং ১৮৯৮, ৩১৮৭।

১৭৩৭। বুখারী, হজ্জ, মীকাত আহলিল মাদীনা; মুসলিম, ঐ, মাওয়াকীত, নং ১১৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১৪; নাসাঈ, ঐ, মীকাত আহলিল মাদীনা।

১৭৩৮। বুখারী, হজ্জ, মুহিল্লু আহলিস-শাম; মুসলিম, ঐ, মাওয়াকীত, নং ১১৮১; নাসাঈ, ঐ, মীকাত আহলিল ইয়ামান।

১৭৩৯। নাসাঈ, হজ্জ, মীকাত আহলিল ইরাক; মুসলিম, নং ১৩৮৩।

১৭৪০। তিরমিযী, হজ্জ, বাবুল-মাওয়াকীত, নং ৮৩২; মুসনাদ আহমাদ, নং ৩২০৫।

১৭৪১। ইবনে মাজা, হজ্জ, মান আহাল্লা বিউমরাহ, নং ৩০০১-২।

১৭৪২। নাসাঈ।

১৭৪৩। মুসলিম, হজ্জ, ইহরামিন নুফাসা, নং ১২০৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১১।

১৭৪৪। তিরমিযী, হজ্জ, মা তাকদিল হায়েয, নং ৯৪৫।

১৭৪৫। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, আত-তীব লিলমুহরিম, নং ১১৮৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯২৬; নাসাঈ।

১৭৪৬। বুখারী, মুসলিম, নং ১১৯০; নাসাঈ।

১৭৪৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ৩০৪৭।

১৭৫০। নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাহী, নং ৩১৩৫।

১৭৫১। নাসাঈ, ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ৩১৩৩।

১৭৫২। মুসলিম, হজ্জ, তাকলীদুল হাদয়ি, নং ১২৪৩; নাসাঈ, ঐ, আয়্যুশ-শিককায়নি ইউশআরু, নং ২৭৭৫।

১৭৫৪। বুখারী, হজ্জ, ইশআরুল-বুদন; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৭২-৩।

১৭৫৫। বুখারী, হজ্জ, তাকলীদুল গানাম; মুসলিম, ঐ, নং ১৩২১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৬।

১৭৫৭। বুখারী, হজ্জ, বাব ১০৬; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৫।

১৭৫৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭৫৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭৬০। বুখারী, হজ্জ, বাব ১০৩; মুসলিম, ঐ, নং ১৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮০১।

১৭৬১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৬, নং ২৮০৪।

১৭৬২। তিরমিযী, নং ৯১০; ইবনে মাজা, ৩১০৬; নাসাঈ।

১৭৬৩। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৫; নাসাঈ, আহমাদ, নং ১৮৬৯, ২১৮৯ ও ২৫১৮।

১৭৬৫। নাসাঈ।

১৭৬৮। বুখারী, হজ্জ, নাহরিল বুদনি কাইমাহ; মুসলিম, নাহরিল বুদনি, নং ১৩২০; নাসাঈ।

১৭৬৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৯; নাসাঈ।

১৭৭০। মুসনাদ আহমাদ, নং ২৩৫৮।

১৭৭১। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৮৬; তিরমিযী, নং ৮১৮; ইবনে মাজা, নং ২৯১৬; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ২৪, নং ২৬৬১-২।

১৭৭২। বুখারী (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত), তাহারাত, লিবাস, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৮৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১৭, যীনাত ও হজ্জ; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২৬, হজ্জ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; তিরমিযী, শামাঈল, নং ৭৪; হজ্জ (সংক্ষেপ), নং ৯৫৯।

১৭৭৩। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ (সংক্ষেপিত)।

১৭৭৪। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ২৫, নং ২৬৬৩।

১৭৭৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৮; তিরমিযী, বাবুল ইশতিরাত, নং ৯৪১; ইবনে মাজা, হজ্জ, শারত ফিল হজ্জ, নং ২৯৩৬; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৫৯, নং ২৭৬৬; বুখারী-মুসলিম-নাসাঈ (আয়েশা)।

১৭৭৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২২; তিরমিযী, নং ৮০২; ইবনে মাজা, নং ২৯৬৪; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৪৮, নং ২৭১৬।

১৭৭৮। বুখারী, হজ্জ, কাইফা তুহিল্লুল হাইদ; মুসলিম, ঐ, বাব উজূহিল ইহরাম, নং ১২১১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৬৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬৩।

১৭৭৯। বুখারী (বিস্তারিত), হজ্জ, কাইফা তুহিল্লুল হাইদ; মুসলিম, ঐ, নং ১২১১; নাসাঈ, নং ২৭৬৫; ইবনে মাজা (বিস্তারিত), নং ৩০০০।

১৭৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭৮২। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৬৪।

১৭৮৩। বুখারী, হজ্জ, বাবুত-তামাত্তু' ... ; মুসলিম, ঐ, নং ১১২; নাসাঈ, নং ২৭৬৫।

১৭৮৪। বুখারী (অনুরূপ), বাব উমরাতিত-তানঈম।

১৭৮৫। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৬৪।

১৭৮৭। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৪১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৮০।

১৭৮৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত, অনুরূপ)।

১৭৮৯। বুখারী, হজ্জ, বাব তাকদিল, হায়েয আল-মানাসিক।

১৭৯০। মুসলিম, নং ১২৪১; নাসাঈ, নং ২৮১৭।

১৭৯৪। নাসাঈ (সংক্ষেপ), হজ্জ, বাব ৫০, নং ২৭৩৮।

১৭৯৫। মুসলিম (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত), হজ্জ, নং ১২৫১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১৭, ২৯৬৮-৯।

১৭৯৬। বুখারী (অনুরূপ), হজ্জ, বাব মান বাতা বিযিল-হুলায়ফা।

১৭৯৭। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৫২, নং ২৭৪৬;।

১৭৯৮। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৪৯, নং ২৭২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৭০।

১৭৯৯। মুসনাদ আহমাদ।

১৮০০। বুখারী, হজ্জ, বাব আল-'আকীক; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৭৬; আহমাদ।

১৮০২। বুখারী, হজ্জ, বাব ১২৫; মুসলিম, ঐ, বাব ৩৩, নং ১২৪৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৮২, নং ২৯৯০।

১৮০৩। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৮২, নং ২৯৯১।

১৮০৪। মুসলিম, হজ্জ, বাব ৩০, নং ১২৩৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৭, নং ২৮১৬।

১৮০৫। বুখারী, হজ্জ, বাব মান সাকাল-বুদন, নং ১০৪; মুসলিম, হজ্জ, বাব ২৪, নং ১২২৭; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫০, নং ২৭৩৩।

১৮০৬। বুখারী, হজ্জ, বাব ১২৫; মুসলিম, ঐ, নং ১২২৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৪০, নং ২৬৮৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৪৬।

১৮০৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২২৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৭, নং ২৮১২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৮৫।

১৮০৮। নাসাঈ, নং ২৮০৯; ইবনে মাজা, নং ২৯৮৪।

১৮০৯। বুখারী, হজ্জ, বাব ১; মুসলিম, ঐ, নং ১৩৩৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ৯, নং ২৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ২৯০৯; তিরমিযী, নং ৯২৮।

১৮১০। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৩০; নাসাঈ, ঐ, বাব ১০, নং ৩৬৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯০৬।

১৮১১। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাবুল-হাজ্জি আনিল মায়্যিত, নং ২৯০৩।

১৮১২। বুখারী, হজ্জ, বাব ২৫; মুসলিম, ঐ, বাব ৩, নং ১১৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫৪, নং ২৭৪৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১৮।

১৮১৩। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাবুত-তালবিয়া, নং ২৯১৯।

১৮১৪। তিরমিযী, হজ্জ, বাব রাফইস-সাওত বিত-তালবিয়া, নং ৮২৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫৫, নং ২৭৫৪; ইবনে মাজা, নং ২৯২২।

১৮১৫। বুখারী, হজ্জ, বাব ১০১; মুসলিম, ঐ, বাব ৪৫, নং ১২৮০; নাসাঈ ঐ, বাব ২২৭, নং ৩০৮১; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৬৯, নং ৩০৪০; তিরমিযী, ঐ, বাব ৭৮, নং ৯১৮।

১৮১৬। মুসলিম (অনুরূপ), হজ্জ, বাব ৪৬, নং ১২৮৪।

১৮১৭। তিরমিযী, হজ্জ, বাব ৭৯, নং ৯১৯।

১৮১৮। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ২১, নং ২৯৩৩।

১৮২০-১৮২২। বুখারী, হজ্জ, বাব ১৭; মুসলিম, ঐ, বাব ১, নং ১১৮০; নাসাঈ, ঐ, বাব ৪৪, নং ২৭১০; তিরমিযী, ঐ, বাব ২০, নং ৮৩৫।

১৮২৩-১৮২৪। বুখারী, হজ্জ, বাব ২০; নাসাঈ, ঐ, বাব ৩৫, নং ২৬৭৭; মুসলিম, ঐ, বাব ১, নং ১১৭৭ (অনুরূপ)।

১৮২৫-১৮২৬। বুখারী, তিরমিযী, নং ৮৩৩; নাসাঈ, নং ২৬৮২।

১৮২৮। বুখারী, হজ্জ, বাব ২০; নাসাঈ (অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ), বাব ৩৪, নং ২৬৭৫।

১৮২৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, বাব ১, নং ১১৭৮; ইবনে মাজা (অনুরূপ), নং ২৯৩১; নাসাঈ, ঐ, বাব ৩২, নং ২৬৭২; তিরমিযী, ঐ, বাব ১৯, নং ৮৩৪।

১৮৩২। বুখারী (পূর্ণাঙ্গ), আস-সুলহি, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮৭৩।

১৮৩৩। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ২৩, নং ২৯৩৫।

১৮৩৪। মুসলিম, হজ্জ, বাব ২১৯, নং ৩০৬২; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫১, নং ১২৯৮।

১৮৩৫। বুখারী, হজ্জ, তিব্ব; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৩; তিরমিযী, নং ৮৩৯; নাসাঈ, বাব ৯২, নং ২৮৪৮; ইবনে মাজা, নং ৩০৮১; দারিমী, মুসনাদ আহমাদ।

১৮৩৬। বুখারী ও নাসাঈ।

১৮৩৭। নাসাঈ, নং ২৮৫২; তিরমিযী, বুয়ূ, বাব ৪৮, নং ১২৭৮।

১৮৩৮। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৫২; নাসাঈ, ঐ, বাব ৪৫, নং ২৭১২।

১৮৪০। বুখারী, হজ্জ, বাব ইগতিসাল লিল-মুহরিম; মুসলিম, ঐ, নং ১২০৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ২৭, নং ২৬৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৩৪; আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৪১৮।

১৮৪১। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪০; নাসাঈ, বাব ৯১, নং ২৮৪৫; ইবনে মাজা, নিকাহ, বাব ৪৫, নং ১৯৬৬।

১৮৪৩। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪১১; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪৫; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ. ৩৩৩ ও ৩৩৫।

১৮৪৪। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, নিকাহ; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪১০; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪২; নাসাঈ, ঐ, বাব ৯০, নং ২৮৪৩-৪; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৪৫, নং ১৯৬৫।

১৮৪৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৯৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৮২, নং ২৮৩১; বুখারী, হজ্জ, বাব মা ইয়াকতুলুল-মুহরিম; মুসলিম, নং ১২০০।

১৮৪৮। তিরমিযী, হজ্জ, বাব মা ইয়াকতুলুল-মুহরিম, নং ৮৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ঐ, নং ৩০৮৯।

১৮৪৯। মুসনাদ আহমাদ (বিস্তারিত), নং ৭৮৩-৪, ৮১৪।

১৮৫০। মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৯৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৯, নং ২৮২৩।

১৮৫১। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ৮১, নং ২৮৩০।

১৮৫২। বুখারী, হজ্জ, হিবা, জিহাদ, মাগাযী, আতইমা, যাবাইহ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৯৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সায়দ; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪৭; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৮, নং ২৮১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৩।

১৮৫৬। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, তাফসীর, তিব্ব, আয়মান; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০১; মুওয়াত্তা মালেক, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৫৩; নাসাঈ, ঐ, বাব ৯৬, নং ২৮৫৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৭৯।

১৮৬২-১৮৬৩। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৬৩; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৮৫, নং ৩০৭৭।

১৮৬৫। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৫৯; মুওয়াত্তা, ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৬৫।

১৮৬৬। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ২৯৪০।

১৮৬৭। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৫৭।

১৮৬৮। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৫৮; তিরমিযী, ঐ, ৮৫৩; নাসাঈ।

১৮৭০। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৫৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ১২২, নং ২৮৯৮ (অনুরূপ)।

১৮৭১-১৮৭২। মুসলিম (অনুরূপ), ফাতহি মাক্কা, নং ১৭৮০, জিহাদ।

১৮৭৩। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৭০; মুওয়াত্তা মালেক, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৬০; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৪৭, নং ২৯৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৪৩; দারিমী, ঐ; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১, ২৬, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪৬, ৫১, ৫৩-৪।

১৮৭৪। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, বাব ১৫৬, নং ২৯৫২; ইবনে মাজা, নং ২৯৪৬।

১৮৭৫। বুখারী, হজ্জ, ফাদলি মাক্কা; মুসলিম, ঐ, নং ১৩৩৩।

১৮৭৬। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৫৫, নং ২৯৫০।

১৮৭৭। বুখারী, হজ্জ, তালাক; মুসলিম, ঐ, নং ১২৭২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৬৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৪৮; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১৪, ২৩৭, ২৪৮, ৩০৪।

১৮৭৮। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৪৭।

১৮৭৯। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৬৫ ও ১২৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৪৯।

১৮৮০। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৭৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৭৮।

১৮৮২। বুখারী, হজ্জ, মাসাজিদ, তাফসীর সূরা আত-তূর; মুসলিম, হজ্জ নং ১২৭৬; নাসাঈ, ঐ, ২৯২৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬১; মুওয়াত্তা মালেক, হজ্জ।

১২৮৩। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৫৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬৪।

১৮৬৫। মুসলিম (অনুরূপ), নং ১২৬৪; মুসনাদ আহমাদ, নং ২৭০৭, ২৮৪৩।

১৮৮৬। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৬৬; তিরমিযী, ঐ নং ৮৬৩; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৫৪, নং ২৯৪৮; আহমাদ, ১খ, পৃ. ২৯০, ৩০৬, ৩৭৩।

১৮৮৭। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৫২।

১৮৮৮। তিরমিযী, হজ্জ, বাব কায়ফা ইয়ারমিল জিমার, নং ৯০২।

১৮৯০। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব আর-রামাল হাওলাল-বাইত, নং ২৯৫৩।

১৮৯১। মুসলিম, নং ১২৬২; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৯৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৫০; মুসলিম (জাবির), নং ১২১৮; তিরমিযী (ঐ), নং ৮৫৬; নাসাঈ (ঐ), নং ২৯৪৭, ইবনে মাজা, ঐ নং ২৯৫১।

১৮৯৩। বুখারী, হজ্জ, বাব ইসতিলামির-রুকনিল আসওয়াদ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৬২; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ, বাব রামল ফিত-তাওয়াফ; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৪২; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ৩০; দারিমী, হজ্জ, ১খ, পৃ. ৪২।

১৮৯৪। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৬৮; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১২৫৪; দারিমী, মানাসিক, ১খ, পৃ. ৭৯; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৮৬; হজ্জ, নং ২৯২৭।

১৮৯৫। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৮৯; ইবনে মাজা (ইবনে উমার, জাবের ও ইবনে আব্বাস), নং ২৯৭২।

১৮৯৭। মুসলিম (অনুরূপ), হজ্জ, বাব ১৭, নং ১৩৩০।

১৮৯৯। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৬২।

১৯০০। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৩৩, নং ২৯২১।

১৯০১। বুখারী, হজ্জ, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, সূরা আন-নাজম; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৭৭; মুওয়াত্তা (মালেক), হজ্জ, বাব জামিইস-সাঈ; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৬৯; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৬৭, নং ২৯৭১; ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৮৬।

১৯০২-১৯০৩। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৩২।

১৯০৪। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৬৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৭৩, নং ২৯৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৭৭।

১৯০৫। মুসলিম, হজ্জ, বাব হাজ্জাতিন-নাবিয়্যি (স), নং ১২১৮; নাসাঈ, ঐ (সংক্ষেপে), বাব ৪৬, নং ২৭১৩; ইবনে মাজা, মানাসিক, বাব হাজ্জাতিন-নাবিয়্যি (স), নং ৩০৭৪।

১৯০৭-১৯০৮-১৯০৯। ১৯০৫ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

১৯১০। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, হজ্জ, বাবুল-উকূফ আল-আরাফাহ, মুসলিম, হজ্জ, বাব উকূফ, নং ১২১৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ২০১, নং ৩০১৫।

১৯১১। তিরমিযী, হজ্জ, বাব খুরূজ ইলা মিনা..., নং ৮৮০।

১৯১২। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৬৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৮৯, নং ৩০০০।

১৯১৪। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব আল-মানযিল বিআরাফাহ, নং ৩০০৯।

১৯১৬। নাসাঈ, হজ্জ, বাবুল-খুতবাতি ইয়াওমি আরাফাহ, নং ৩০১১।

১৯১৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮৩; নাসাঈ, ঐ, বাব ২০১, নং ৩০১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১১।

১৯২০। বুখারী; মুসলিম, নং ১২৮২; নাসাঈ, নং ৩০২২; দারিমী, ৩খ, পৃ. ৬০; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১১।

১৯২১। বুখারী, উযু, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮০; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০২৮; মাওয়াকীত, নং ৬১০; ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ৩০১৯।

১৯২২। তিরমিযী (অনুরূপ ও বিস্তারিত), বাব আল-আরাফাহ কুল্লিহা মাওকাফ, নং ৮৮৫।

১৮২৩। বুখারী, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী, বাব হাজ্জাতিল বিদা; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮৬; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১৭।

১৯২৫। বুখারী, উযু, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮০; নাসাঈ, নং ৬১০ ও ৩০২৮।

১৯২৬। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, সালাত, নং ৭০৩; হজ্জ নং ১২৮৬; নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৩৩।

১৯২৯। তিরমিযী, হজ্জ, বাবুল-জুমূই বাইনাল-মাগরিব ওয়াল-ইশা বিল-মুযদালিফা, নং ৮৮৭।

১৯৩১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮৮; তিরমিযী, নং ৮৮৭; নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৩৩।

১৯৩৪। বুখারী, হজ্জ, বাব ৯৯; মুসলিম, ঐ, নং ১২৮৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৩০।

১৯৩৫। তিরমিযী, হজ্জ (বিস্তারিত), নং ৮৮৫; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০১০।

১৯৩৬। ১৯০৭ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

১৯৩৭। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৪৫৫; মুসলিম, নং ১২১৮; ইবনে মাজা, নং ৩০৪৮।

১৯৩৮। বুখারী, হজ্জ, ফাদাইল আসহাবিন-নাবিয়্যি (স); তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৯৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২২; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৬০; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ১৪, ২৯, ৩৯, ৪২, ৫০, ৫২।

১৯৩৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯২-৮৯৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২৫।

১৯৪০। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ২২১, নং ৩০৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২৫; তিরমিযী, নং ৮৯২।

১৯৪১। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৬৭; ইবনে মাজা।

১৯৪২। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩০২৭।

১৯৪৩। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৫৩; বুখারী, ঐ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৯১ (অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ); মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ।

১৯৪৪। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৫৫ (সংক্ষিপ্ত), ৩০২৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৮৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২৩।

১৯৪৫। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ৭৬, নং ৩০৫৮; বুখারী, তা'লীকান।

১৯৪৬। বুখারী, মাগাযী, হজ্জ, আদাব, হুদূদ, দিয়াত; মুসলিম, ঈমান, নং ৬৬।

১৯৪৭। নাসাঈ আদাহী; বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত)।

১৯৪৮। বুখারী, তাওহীদ, বাব ২৪, মাগাযী, বাব ৭৭; তাফসীর সূরা আত-তাওবা, বাদউল খালক, নং ২; মুসলিম, কাসামা, নং ২৯; মুসনাদ আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৩৭; ইবনে মাজা, সুন্নাহ।

১৯৪৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ২১০, নং ৩০৪৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১৫; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৫৯।

১৯৫০। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৯১; নাসাঈ, ঐ, বাব ২১০, নং ৩০৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১৬; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৫৯; মুসনাদ আহমাদ, ৪খ, পৃ. ২৬১-২৬২।

১৯৫৭। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৮৮, নং ২৯৯৯।

১৯৫৮। বুখারী, হজ্জ, মুসলিম, ঐ, নং ১৩১৫।

১৯৫৯। বুখারী, হজ্জ, বাব ৮৩; মুসলিম, সালাত, নং ৬৯৪; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, বাব ৩, নং ১৪৫০।

১৯৬৫। বুখারী, তাকসীরুস-সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৬৯৬; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮২; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, বাব ৩, নং ১৪৪৬।

১৯৬৬। ইবনে মাজা, মানাসিক (অনুরূপ), নং ৩০৩১।

১৯৭০। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৬৪।

১৯৭১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৯৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ২২১, নং ৩০৬৫; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৭৫, নং ৩০৫৩।

১৯৭২। বুখারী, হজ্জ, বাব রাম্‌ইল-জিমার।

১৯৭৪। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৯০১; নাসাঈ, ঐ, বাব ২২৫, নং ৩০৭২।

১৯৭৫। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৭১; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০৩৬, ৩০৩৭; মুওয়াত্তা (মালেক), হজ্জ।

১৯৭৬। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৫৫।

১৯৭৭। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৮০, বাব আদাদিল হাসা আল্লাতী ইউরমা বিহাল-জিমার।

১৯৭৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৩।

১৯৮০। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৩।

১৯৮১। বুখারী, উযু; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১২।

১৯৮৩। বুখারী, হজ্জ, বাব ১২৪; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৭ (অনুরূপ); নাসাঈ, ঐ, বাব ২২৩, নং ৩০৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৫০।

১৯৮৬। বুখারী, উমরা, বাব মান ই'তামারা কাবলাল-হাজ্জ।

১৯৮৭। বুখারী ও মুসলিম (আংশিক)।

১৯৮৮। নাসাঈ, তিরমিযী, হজ্জ, বাব ফী উমরাতি রামাদান, নং ৯৩৯ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা (সংক্ষিপ্ত), নং ২৯৯৩।

১৯৯০। নাসাঈ (অনুরূপ, সংক্ষেপে); ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৯৩ (সংক্ষেপে)।

১৯৯২। বুখারী, হজ্জ, বাব কাম ই'তামারা রাসূলুল্লাহ (স); মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৩৬ ও ৯৩৭।

১৯৯৩। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০০৩।

১৯৯৪। বুখারী, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৫৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮১৫।

১৯৯৫। বুখারী, উমরা, বাব উমরাতিত-তানঈম; তিরমিযী, হজ্জ, বাব ঐ, নং ৯৩৪; ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ঐ, নং ২৯৯৯; নাসাঈ।

১৯৯৬। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৩৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ১০৪, নং ২৮৬৬ ও ২৮৬৭।

১৯৯৭। বুখারী, মাগাযী (আল-বারাআ); মুসলিম, জিহাদ (আল-বারাআ), নং ১৭৮৩।

১৯৯৮। বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (সংক্ষেপে)।

২০০০। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ২৬১১ ও ২৬১২।

২০০১। নাসাঈ, হজ্জ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৬০।

২০০২। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৭; ইবনে মাজা, ঐ, বাব তাওয়াফিল-বিদা; নং ৩০৭০।

২০০৩। বুখারী, হজ্জ, হায়েয, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২১১; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪৩; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৯১; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০১২; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ. ৩৮ (আরো বহু স্থানে)।

২০০৪। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৪৬।

২০০৭। নাসাঈ ও বুখারীর তারীখুল কাবীর।

২০০৮। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩১১; তিরমিযী, ঐ, নং ৯২৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৬৭।

২০০৯। মুসলিম, হজ্জ, বাব ইসতিহ্বাবিন-নুযূল বিল-মুহাসসাব, নং ১৩১৩।

২০১০। বুখারী, হজ্জ, বাব ৪৫, জিহাদ, বাব ১৮০; মানাকিব আল-আনসার, বাব ৩৯, মাগাযী, বাব ৪৮; তাওহীদ, বাব ৩১; ইবনে মাজা, হজ্জ বাব ২৬; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ২৩৭ (অন্যান্য স্থানেও)

২০১১। বুখারী, হজ্জ, বাব ৪৪; মুসলিম, ঐ, নং ১৩১৪; নাসাঈ (বিস্তারিত)।

২০১২। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ (অনুরূপ), নং ১২৭৫।

২০১৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২০১৪। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৬; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৫১।

২০১৬। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৫৮; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৬১, নং ২৯৫৮।

২০১৭। বুখারী, জানাইয, বাব ৭৬, ইলম, বাব ৩৯, সায়দ, বাব ৯; বুয়ূ; বাব ২৮; লুকতা, বাব ৭, জিয্য়া, বাব ২২; মাগাযী, বাব ৫৩, দিয়াত, বাব ৮; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৫; নাসাঈ, ঐ (ইবনে আব্বাস), নং ২৮৭৭; সায়দ, নং ২৮৯৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০৯।

২০১৮। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৩।

২০১৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮১; ইবনে মাজা, নং ৩০০৬।

২০২০। বুখারী, তারীখুল কাবীর।

২০২১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩১৬; মুসনাদ আহমাদ, নং ২৯৪৬, ৩১১৪, ৩৪৯৫।

২০২২। বুখারী, উমরা; মুসলিম, নং ১৩৫২; তিরমিযী, নং ৯৪৯; নাসাঈ, নং ১৪৫৫; ইবনে মাজা, নং ১০৭৩।

২০২৩-২০২৫। বুখারী, হজ্জ, মাসাজিদ, সুতরাতুল মুসাল্লী, তাতাব্বু'; জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৯; মুওয়াত্তা (মালেক), হজ্জ; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৭৪; নাসাঈ, মাসাজিদ, কিবলা, হজ্জ, বাব দুখূলিল বায়ত, নং ২৯০৮।

২০২৭। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, আম্বিয়া।

২০২৮। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৭৬; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৯১৫।

২০২৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৬৩।

২০৩১। বুখারী ও নাসাঈ (অনুরূপ)।

২০৩২। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৪১৬।

২০৩৩। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৯৭; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০৯; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭০১। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও বর্ণিত।

২০৩৪। বুখারী, ফাদাইলুল মাদীনা, বাব ১; জিয়্য়া, বাব ১০; ফারাইদ, বাব ২১; ই'তিসাম, বাব ৫; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৭০; তিরমিযী, আবওয়াবুল ওয়ালা ওয়াল-হিবা, নং ২১২৮; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ১২৬ ও ১৫১, ২খ, পৃ. ৩৯৮।

২০৩৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ১০৩৭।

২০৩৭। ঐ, নং ১৪২০।

২০৪০। বুখারী, ফাদলুস-সালাত ফী মাসজিদ মাক্কা ওয়াল-মাদীনা; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৯৯; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯৯।

২০৪৩। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৩৮৭।

২০৪৪। বুখারী, হজ্জ, মুসলিম, ঐ, নং ১২৭৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৬৬২।

২০৪৬। বুখারী, সাওম, নিকাহ; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০০; নাসাঈ, নিকাহ, বাবুল হিসসি আলান-নিকাহ; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৪৫; মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৫৯২, ৪০২৩ ও ৪১১২।

২০৪৭। বুখারী, নিকাহ, বাবুল-ইকফা বিদ-দীন; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৬৬; নাসাঈ, নিকাহ (জাবের); ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৫৮।

২০৪৮। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, বাব ৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০০; নাসাঈ, ঐ, বাব নিকাহিল-আবকার; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৬০।

২০৪৯। নাসাঈ, নিকাহ, বাব তাযবীজিয-যানিয়া।

২০৫০। নাসাঈ, নিকাহ, বাব কারাহিয়াতি তাযবীজিল আকীম।

২০৫১। নাসাঈ, নিকাহ, বাব তাযবীযিয-যানিয়া; তিরমিযী, সূরা নূর, নং ৩১৭৬।

২০৫৩। বুখারী, নিকাহ; নাসাঈ, ঐ (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত)।

২০৫৪। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৩৬৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১১১৫; বুখারী, নিকাহ; নাসাঈ, ঐ।

২০৫৫। তিরমিযী, নং ১১৪৭; নাসাঈ, নিকাহ (সমার্থক); বুখারী, ফারদুল খুমুস; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৪৪; নাসাঈ; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৩৭।

২০৫৬। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, রিদা; নং ১৪৪৯; নাসাঈ, নিকাহ, বাব তাহরীমিল জুম্‌ই বাইনাল-উখতায়ন; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৩৯।

২০৫৮। বুখারী, নিকাহ, লা রিদা বা'দাল হাওল; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৫; নাসাঈ, নিকাহ।

২০৬০। মুসনাদ আহমাদ, নং ৪১১৪।

২০৬১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৩; নাসাঈ, নিকাহ; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৪৩।

২০৬২। মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫২; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৫০; নাসাঈ, নিকাহ; ইবনে মাজা, নং ১৯৪২।

২০৬৩। মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৫০; নাসাঈ, নিকাহ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৪১।

২০৬৪। নাসাঈ, নিকাহ, বাব হাককির-রিদা; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৩।

২০৬৫। বুখারী, নিকাহ (তা'লীকান); নাসাঈ, ঐ, বাব তাহরীমিল-জুমই বাইনাল মারআতি ওয়া খালাতিহা; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৬।

২০৬৬। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪০৮; নাসাঈ, ঐ।

২০৬৭। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৮৭৮ ও ৩৫৩০; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১২৫।

২০৬৮। বুখারী, তাফসীর সূরা নিসা; মুসলিম, তাফসীর, নং ৩০১৮; নাসাঈ, নিকাহ, বাবুল-কিসতি ফিল-আসদিকাতি।

২০৬৯। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ফাদাইলুস-সাহাবা, বাব ফাদাইল ফাতিমা (রা), নং ২৪৪৯; ইবনে মাজা, নিকাহ, বাবুল গায়রাতি, নং ১৯৯৯।

২০৭০। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৭১। বুখারী, নিকাহ, আল-খামীস, আল-জুমুআ; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৪৯; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৬৬; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৯৮।

২০৭২। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০৬; নাসাঈ, ঐ, বাব তাহরীমিল-মুতআ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৬২; মুসনাদ আহমাদ, নং ১৫৪০২ (অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ)।

২০৭৩। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৫৪০১।

২০৭৪। বুখারী, নিকাহ; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৮৩; নাসাঈ, ঐ, বাব শিগার।

২০৭৬। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৩৫; নাসাঈ, তালাক, বাব ইহ্লালিল-মুতাল্লাকাতি ছালাছান; মুসনাদ আহমাদ, নং ৪২৮৩, ৪২৮৪, ৪৩০৮ ও ৪৪০৩।

২০৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৭৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১১।

২০৮০। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪০৮ (বিস্তারিত); তিরমিযী, ঐ, নং ১১৩৪; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৬৭।

২০৮১। মুসলিম, বুয়ূ, নং ১৪১২; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৬৮।

২০৮২। মুসলিম, নিকাহ, বাব নাদাবিন নাজর ইলা ওয়াজহিল মারআতি ...।

২০৮৩। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০২।

২০৮৫। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৮১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০১।

২০৮৬। নাসাঈ, নিকাহ, বাব আল-কিসতি ফিল-আসদিকাতি।

২০৮৭। বুখারী, নিকাহ, তালাক, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, বাব ৪০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, নং ২৯৮৫; নাসাঈ।

২০৮৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১০; নাসাঈ, বুয়ূ, বাব আর-রাজুল ইয়াবীউল-বায়আতা...।

২০৯০। বুখারী, তাফসীর সূরা আন-নিসা; ইকরাহ, বাব মিনাল-ইকরাহ।

২০৯২। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭১; নাসাঈ।

২০৯৩। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১০৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ইসতি'মারিস-ছায়্যিব ফী নাফসিহা।

২০৯৪। বুখারী, নিকাহ (সমার্থক); মুসলিম, ঐ, নং ১৪১৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ঐ।

২০৯৬। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৭৫; মুসনাদ আহমাদ, নং ২৪৬৯।

২০৯৮। মুসলিম, নিকাহ, নং ৪১২১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০৮; নাসাঈ, ঐ, বাব ইসতি'যানিল বিকরি।

২০৯৯। মুসলিম, নাসাঈ।

২১০০। নাসাঈ, নিকাহ, বাব ইসতি'যানিল-বিকর।

২১০১। বুখারী, নিকাহ; নাসাঈ, ঐ, বাবুস-ছায়্যিব ইউযাব্বিজুহা আবূহা ওয়াহিয়া কারিহাহ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭৩।

২১০৫। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪২৬; নাসাঈ, ঐ, বাবুল কিসতি ফিস সিদাকাত; ইবনে মাজা; ঐ, নং ১৮৮৬।

২১০৬। মুসনাদ আহমাদ (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত), নং ২৮৫, ২৮৭ ও ৩৪০; নাসাঈ, নিকাহ, বাবুল কিসতি ফিস-সিদাকাত।

২১০৯। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৯৪; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯০৭।

২১১০। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৪৮৮০।

২১১১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২৫; নাসাঈ, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ১১১৪; ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), ঐ, নং ১৮৮৯।

২১১৪। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১৪৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৯১।

২১১৬। মুসনাদ আহমাদ, নং ৪০৯৯, ৪১০০ ও ৪২৭৬।

২১১৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১০৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৯২।

২১১৯। মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৮১৮।

২১২০। বুখারী, তারীখ, ১খ, পৃ. ৩৪৩ ও ৩৪৫; সুনান আল-বায়হাকী, ৭খ, পৃ. ১৪৭।

২১২১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২২; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭৬।

২১২২। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৭।

২১২৪। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৬১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৩৯।

২১২৫। নাসাঈ, নিকাহ।

২১২৮। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৯২।

২১২৯। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫৫; নাসাঈ, ঐ।

২১৩০। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৯১।

২১৩৩। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৪১; নাসাঈ, ঐ।

২১৩৪। নাসাঈ, আশরাতিন নিসা; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৭১।

২১৩৫। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ।

২১৩৬। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-আহযাব; মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭৬; নাসাঈ, তালাক, বাব আত-তাওকীত ফিল-খিয়ার।

২১৩৮। বুখারী, নিকাহ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৭০।

২১৩৯। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪১৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, বাবা আশ-শুরূত ফিন-নিকাহ।

২১৪০। তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৯ (আবু হুরায়রা)।

২১৪১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৩৬।

২১৪২। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৫০।

২১৪৩। মুসনাদ আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৫৫৩।

২১৪৫। তিরমিযী (আংশিক), নং ১১৬৩।

২১৪৬। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৫।

২১৪৭। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৬।

২১৪৮। মুসলিম, ইসতি'যান, নং ২১৫৯; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৭; মুসনাদ আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৩৫৭ ও ৩৬১।

২১৪৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৮।

২১৫০। বুখারী, নিকাহ; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৯৩; মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৬০৯, ৩৬৬৮ ও ৪১৭৫ (অংশবিশেষ)।

২১৫১। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৫৮।

২১৫২। বুখারী, ইসতি'যান, বাব ১২; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৫৭।

২১৫৩। মুসলিম, কাদর, বাব ২১।

২১৫৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৫৫। মুসলিম, রিদা', নং ১৪৫৬; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আন-নিসা, নং ৩০২০; নাসাঈ, নিকাহ, বাব ওয়াল-মুহসানাত মিনান-নিসা।

২১৫৬। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৪১।

২১৫৮। তিরমিযী (সংক্ষিপ্ত), নিকাহ, নং ১১৩১।

২১৫৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৬০। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯১৮।

২১৬১। বুখারী, বাদউল খালক, বাব ১, উযু, বাব ৮, দাওয়াত, বাব ৫৫, তাওহীদ, বাব ১৩, নিকাহ, বাব ৬৬; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৪; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১০৯২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৯; দারিমী, নিকাহ, বাব ২৯; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১৭, ২২০, ২৪৩, ২৮৩ ও ২৮৬।

২১৬২। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯২৩।

২১৬৩। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৫; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮২; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯২৫।

২১৬৫। মুসলিম, হায়েয, নং ৩০২ (আবু দাউদ ২৫৮ নং হাদীস); তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮১; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৮৯, হায়েয, নং ৩৬৯; দারিমী, উযু, নং ১০৮; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১৩২ ও ২৪৬; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৪৪।

২১৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৮৫ (আবু দাউদ, নং ২৬৯)।

২১৬৭। বুখারী, হায়েয, বাব ৫ (আবু দাউদ, নং ২৬৮); মুসলিম, নং ২৯৩ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); তিরমিযী, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬।

২১৬৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০ (আবু দাউদ, নং ২৬৪, ২৬৫ ও ২৬৬); মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ২১৬৯।

২১৬৯। নাসাঈ।

২১৭০। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৩৮; নাসাঈ, ঐ, বাব আল-'আযল।

২১৭২। বুখারী, নিকাহ, বাব ৯৭; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৩৮; নাসাঈ, ঐ (আযল)।

২১৭৩। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৮৯।

২১৭৪। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৮; নাসাঈ (সংক্ষেপে); তিরমিযী।

২১৭৫। নাসাঈ।

২১৭৬। বুখারী, শুরূত; মুসলিম, নিকাহ, নং ৩৮, বুয়ূ, নং ১২; তিরমিযী, তালাক, নং ১১৯০; নাসাঈ, নিকাহ।

২১৭৮। ইবনে মাজা; নং ২০১৮।

২১৭৯। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০১৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ওয়াক্তিত-তালাক লিল-ইদ্দাত।

২১৮০। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৮২। বুখারী, তালাক, বাব ইযা তাল্লাকতুমুন-নিসা; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৭১; নাসাঈ, ঐ।

২১৮৪। বুখারী, তালাক, ইযা তুল্লিকাতিল-হায়েয; মুসলিম, ঐ, বাব ৭, নং ১৪৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৭৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০২২।

২১৮৫। নাসাঈ, তালাক, বাব ওয়াক্তিত-তালাক লিল-ইদ্দাত।

২১৮৬। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০২৫।

২১৮৭। মুসনাদ আহমাদ, নং ২০৩১ ও ৩০৮৮।

২১৮৮। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৮২; নাসাঈ, ঐ, বাব তালাকিল আব্‌দ।

২১৮৯। তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮০; তিরমিযী, ঐ।

২১৯০। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৮১।

২১৯১। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৯৩। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪৬; বাব তালকিল মুকরাহ।

২১৯৪। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৮৪।

২১৯৫। নাসাঈ, নিকাহ।

২১৯৬। মুসনাদ আহমাদ, নং ২৩৮৭।

২২০০। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭২; নাসাঈ, ঐ।

২২০১। বুখারী, বাদউল ওয়াহ্‌য়ি, ঈমান, বাব ৪১, ইত্‌ক, বাব ৬, নিকাহ, বাব ৫, নুযূর, বাব ২৩, হিয়াল, বাব ১, তালাক, বাব ১১, মানাকিবুল আনসার, বাব ৪৫; মুসলিম, ইমারা, নং ১৯০৭; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৪৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং

৭৫; তালাক; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২২৭; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২৪ ও ৪৩; দারা কুতনী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, মুওয়াত্তা মালেক।

২২০২। বুখারী, গাযওয়া তাবূক ও অন্যত্র; মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৯; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩১০১; নাসাঈ, তালাক, বাব ইলহাকী বিআহলিক।

২২০৩। বুখারী, তালাক; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৫২; নাসাঈ, ঐ।

২২০৪। নাসাঈ, তালাক, বাব আমরুকে বিয়াদিকে; তিরমিযী, নং ১১৭৮।

২২০৮। তিরমিযী, নং ১১৭৭; ইবনে মাজা, নং ২০৫১।

২২০৯। বুখারী, তালাক, বাবুত তালাক ফিল-ইগলাক; মুসলিম, ঈমান, নং ২০১; তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮৩; নাসাঈ, ঐ, মান তাল্লাকা ফী নাফসিহি; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৪০।

২২১২। বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৮, নিকাহ, বাব ১২; মুসলিম, ফাদাইলুল আমাল, নং ১৫৪; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আম্বিয়া, নং ৩১৬৫; আহমাদ, ২খ, পৃ. ৪০৩।

২২১৩। তিরমিযী, তালাক, নং ১২০০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০২৬।

২২২১। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৫; নাসাঈ, ঐ, বাব যিহার; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৯৯।

২২২২। পূর্বোক্ত বরাত।

২২২৭। নাসাঈ, তালাক, বাব ফিল-খুলই।

২২২৯। তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮৫; নাসাঈ, ঐ, বাব খোলা।

২২৩১। বুখারী, তালাক (সমার্থক)।

২২৩২। বুখারী, তালাক, বারীরা প্রসঙ্গ; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৪; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৭৭; নাসাঈ, ঐ; দারা কুতনী।

২২৩৩। মুসলিম, ইত্‌ক, নং ৯; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৪; নাসাঈ, তালাক।

২২৩৪। মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৪; নাসাঈ, তালাক।

২২৩৫। বুখারী, তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৫; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৭৪; নাসাঈ, ঐ।

২২৩৭। ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫৩২; নাসাঈ, তালাক।

২২৩৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ২২৩৮।

২২৩৯। ইবনে মাজা, নিকাহ, বাব আয-যাওজাইনে ইউসলিমু আহাদুহুমা কাবলাল আখার।

২২৪০। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১৪৩; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০০৯।

২২৪১। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫২; তিরমিযী, নং ১১২৮ (ইবনে উমার); ইবনে মাজা; নং ১৯৫৩; মুসনাদ আহমাদ, নং ৪৬০৯।

২২৪৩। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৯।

২২৪৪। নাসাঈ, তালাক।

২২৪৫। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯২; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৬।

২২৫৩। মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯৫; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৮।

২২৫৪। বুখারী, তালাক; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আন-নূর, নং ৩১৭৮; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৭।

২২৫৫। নাসাঈ, তালাক।

২২৫৬। মুসনাদ আহমাদ, নং ২১৩১; আবু দাউদ তায়ালিসী, নং ২৬৬৭।

২২৫৭। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ৫; নাসাঈ, তালাক; আহমাদ, নং ৪৫৮৭।

২২৫৯। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯৪; তিরমিযী, তালাক, নং ১২০৩; নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৯; মুসনাদ আহমাদ, নং ৪৫২৭; মুওয়াত্তা মালেক।

২২৬০। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ১৫০০; তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১২৯; নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০০২।

২২৬১। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৬৩। নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, ফারাইদ, নং ২৭৪৩।

২২৬৪। মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৪১৬।

২২৬৭। বুখারী, মানাকিব, বাব ২৩; ফাদাইল আসাহাবিন নাবিয়্যি (স), বাব ১৭; ফারাইদ, বাব ৩১; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৯; তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১৩০; নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৪৯; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ৮২ ও ২২৬।

২২৬৯। নাসাঈ, তালাক, বাবুল কুরআ ফিল-ওয়ালাদ।

২২৭০। নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৪৮।

২২৭২। বুখারী, নিকাহ, বাব লা নিকাহ ইল্লা বিওয়ালী।

২২৭৩। বুখারী, বুয়ূ, ফারাইদ, বাব ১৮ ও ২৮; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৭; নাসাঈ, তালাক, বাব ফিরাশুল-আমাতি; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০০৪; দারিমী (সংক্ষেপে), নিকাহ, বাব ৪১; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৭ (আবু হুরায়রা) ও ২১২১ (আবু উমামা)।

২২৭৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ৪১৬-৭, ৪৬৭, ৫০২ ও ৮২০।

২২৭৭। নাসাঈ, তালাক, বাব ইসলামি আহাদিয-যাওজাযন; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৫১; তিরমিযী, তালাক, নং ১৩৫৭।

২২৭৮। তিরমিযী (আল-বারাআ), বির, নং ১৯০৫; বুখারী (বারাআ), মাগাযী, বাব উমরাতিল কাযা; সুলহ, বাব কাইফা ইয়াকতুবু হাযা মা সালাহা।

২২৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৮০। মুসনাদ আহমাদ, নং ৭২০ ও ৯৩১; বায়হাকীর সুনান, ৮খ, পৃ. ৬।

২২৮২। নাসাঈ, তালাক, বাব মাসতাছনা মিন ইদ্দাতিল মুতাল্লাকাত।

২২৮৩। নাসাঈ, তালাক, বাবুর-রুজআতি; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০১৬।

২২৮৪। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৮০; নাসাঈ, ঐ, বাব নাফাকাতিল হামিল ...।

২২৮৫। মুসলিম, নং ১৪৮০ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); তিরমিযী, তালাক, বাবুল মুতাল্লাকাতি ছালাছান লা সুকনা লাহা; নাসাঈ, তালাক, বাব নাফাকাতিল বায়েনা।

২২৮৯। মুসলিম, তালাক, নং ৩৮ ও ৪০; নাসাঈ, ঐ।

২২৯০। মুসলিম, তালাক, নং ৪১; নাসাঈ, তালাক, বাব নাফাকাতিল হামিল।

২২৯১। মুসলিম, তালাক, নং ৪৬ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); তিরমিযী, ঐ, নং ১১৮০; নাসাঈ, ঐ, বাবুর-রুখসাতি ফী খুরূজিল মাবতূতাহ।

২২৯২। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৩২; বুখারী, তালাক (তা'লীকান)।

২২৯৩। বুখারী, তালাক, বাব ফিল মুতাল্লাকাতি ইযা খাশিয়া আলাইহা... (অনুরূপ); মুসলিম, ঐ, নং ৪০।

২২৯৫। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৮১ (সংক্ষেপে)।

২২৯৭। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৮৩; নাসাঈ, ঐ, বাব খুরূজিল মুতাওয়াফফা আনহা বিন-নাহার; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৩৪।

২২৯৮। নাসাঈ, তালাক, বাব নুসখিল মাতাইল-মুতাওয়াফফা আনহা...।

২২৯৯। বুখারী, তালাক, বাব তুহিদ্দিল মুতাওয়াফফা আনহা যাওজুহা...; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৮৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৯৭; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮৪।

২৩০০। তিরমিযী, তালাক, নং ১২০৪; নাসাঈ, ঐ, বাব মাকামিল মুাওয়াফফা আনহা যাওজুহা ...; ইবনে মাজা; ঐ, নং ২০৩১।

২৩০১। বুখারী, তালাক, বাব ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফফাওনা মিনকুম...; নাসাঈ, ঐ, বাবুর-রুখসাতি লিল-মুতাওয়াফফা আনহা যাওজুহা।

২৩০২। বুখারী, জানাইয, বাব হাদ্দিল মারআতি আলা গাইরি যাওজিহা; হায়েদ, বাব ১২; তালাক, বাব ৪৬ ও ৪৯; মুসলিম, তালাক, নং ৯৩৮; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮৭।

২৩০৪। নাসাঈ, তালাক, বাব মা ইয়াজতানিবুল হাদাতু মিনাস-ছিয়াব।

২৩০৫। নাসাঈ, তালাক, বাবুর-রুখসাতি লিল-হাদাতি আন-তামতাশিতা।

২৩০৬। বুখারী, তালাক, বাব ওয়া উলাতুল হামলি আজালুহুন্না; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৮৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ইদ্দাতিল হামিল; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০২৭।

২৩০৭। নাসাঈ, তালাক, বাব ফী ইদ্দাতিল হামিল ...; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৩০।

২৩০৮। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৮৩।

২৩০৯। নাসাঈ, তালাক, বাব ইহলালিল মুতাল্লাকাতি ছালাছান; বুখারী, তালাক, বাব ইযা তাল্লাকাহা ছালাছান; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৩; নাসাঈ, তালাক, বাব ইহলালিল মুতাল্লাকাতি ছালাছান; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৩২।

২৩১০। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা; আদাব, বাব ২০; তাওহীদ, বাব ৪০, দিয়াত, বাব ১; হুদূদ, বাব ২০; মুসলিম, ঈমান, নং ৮৬; তিরমিযী, তাফসীর সূরা-আল-ফুরকান, নং ৩১৮১; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম; আহমাদ, ১খ, পৃ. ২৮০, ৪২১, ৪২৪, ৪৬২; ৬খ, পৃ. ২৮৪-৫।

২৩১১। মুসলিম।

২৩১৪। বুখারী, সাওম, বাব উহিল্লা লাকুম লাইলাতাস-সিয়াম ... ও তাফসীর; নাসাঈ, সাওম; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৭২।

২৩১৫। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা; মুসলিম, সাওম, নং ১১৪৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩১৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৯৮।

২৩১৯। বুখারী, সাওম, বাব ইযা রাআইতুমুল হিলাল; মুসলিম, সাওম, নং ১০৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৪২।

২৩২০। মুসলিম, সাওম, নং ১০৮০; নাসাঈ, সাওম, নং ২১২২; বুখারী, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৪।

২৩২২। তিরমিযী, নং ৬৮৯; আহমাদ, নং ৩৭৭৬, ৩৮৪০, ৩৮৭১, ৪২০৯, ৪৩০০।

২৩২৩। বুখারী, সাওম, বাবু শাহরা ঈদ লা ইয়ানকুসান; মুসলিম, ঐ, নং ১০৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৯২।

২৩২৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৯৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬০।

২৩২৬। নাসাঈ, সাওম, নং ২১২৮-৯।

২৩২৭। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৮৮ (অনুরূপ); নাসাঈ, ঐ, নং ২১২১ ও ২১২৬; মুসলিম, ঐ, নং ১০৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৫।

২৩২৮। বুখারী, সাওম, বাব ৬১; মুসলিম, ঐ, বাব সাওমি সারারি শা'বান।

২৩৩২। মুসলিম, সাওম, নং ১০৮৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৯৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২১১৩; আহমাদ, নং ২৭৯০।

২৩৩৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৮৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৪৫।

২৩৩৫। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১০৮২; ইবনে মাজা, নং ১৬৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৮৪ ও ৬৮৫।

২৩৩৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৭৭; ইবনে মাজা, নং ১৬৪৮।

২৩৩৭। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫১।

২৩৪০। তিরমিযী, নং ৬৯১; নাসাঈ, নং ২১১৫; ইবনে মাজা, নং ১৬৫২।

২৩৪৩। মুসলিম, নং ১০৯৬; নাসাঈ, নং ২১৬৮; তিরমিযী, নং ৭০৯।

২৩৪৬। মুসলিম, সাওম, নং ১০৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৭৩; তিরমিযী, নং ৭০৬।

২৩৪৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১০৯৩; ইবনে মাজা, নং ১৬৯৬; আহমাদ, নং ৩৬৫৪, ৪১৪৭ ও ৩৭০৭।

২৩৪৮। তিরমিযী, সাওম, নং ৭০৫।

২৩৪৯। বুখারী, সাওম, তাফসীর; মুসলিম, নং ১০৯০; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৭৪-৫।

২৩৫০। মুসনাদ আহমাদ, নং ৯৪৬৮।

২৩৫১। বুখারী, সাওম, বাব ৪২; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৯৮; মুসলিম, ঐ, নং ১১০০।

২৩৫২। বুখারী, সাওম, বাব মাতা ইয়াহিল্লু ফিতরুস সাইম; মুসলিম, ঐ, নং ১১০১।

২৩৫৩। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৯৮; বুখারী, (সাহল ইবনে সা'দ), বাব ৪৪; মুসলিম, নং ১০৯৮; তিরমিযী, নং ৬৯৯; ইবনে মাজা, নং ১৬৯৭; নাসাঈ।

২৩৫৪। মুসলিম, সাওম, নং ১০৯৯; নাসাঈ, নং ২১৬০; তিরমিযী, নং ৭০২।

২৩৫৫। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৯৫; ইবনে মাজা, নং ১৬৯৯।

২৩৫৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৯৪।

২৩৫৯। বুখারী, সাওম, বাব ইযা ইফতারা ... ছুম্মা তালাআতিশ-শাম্‌স; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭৪।

২৩৬০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১০২; আহমাদ, নং ৪৭২১।

২৩৬১। বুখারী, সাওম, বাবুল-বিসাল।

২৩৬২। বুখারী, সাওম; বাব মান লাম ইয়াদা কাওলায-যূর; তিরমিযী, ঐ, নং ৭০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৮৯।

২৩৬৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫১; নাসাঈ, ঐ, নং ২২১৮-১৯; বুখারী, ঐ।

২৩৬৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৭২৫; বুখারী, সাওম, তারজুমাতুল বাব।

২৩৬৫। নাসাঈ, সাওম (সংক্ষেপে)।

২৩৬৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৮৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৮৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৭।

২৩৬৭। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮০।

২৩৬৮। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮১।

২৩৭২। বুখারী, তিব্ব, বাব ১১; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৭৫; ইবনে মাজা, নং ১৬৮২; মুওয়াত্তা মালেক, সিয়াম, নং ৩০ ও ৩২।

২৩৭৩। তিরমিযী, নং ৭৭৭; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮২।

২৩৭৫। বুখারী, সাওম, বাবুল-হাজামাহ।

২৩৭৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭১৯।

২৩৮০। তিরমিযী, সাওম, নং ৭২০; নাসাঈ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭৬।

২৩৮১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮৭।

২৩৮২। বুখারী, সাওম, বাবুল-মুবাশারা লিস-সাইম; মুসলিম, ঐ, নং ১১০৬; নাসাঈ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮৪।

২৩৮৩। মুসলিম, সাওম, নং ৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৮৩।

২৩৮৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৩৮ ও ৩৭২; হাকেম, ১খ, পৃ. ৪৩১।

২৩৮৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৩৮ ও ৩৭২ : হাকেম, ১খ, পৃ. ৪৩১।

২৩৮৮। বুখারী, সাওম, বাবুস সাইম ইউসবিহু জুনুবান; মুসলিম, ঐ, নং ১১০৯।

২৩৮৯। মুসলিম, সাওম, নং ১১১০।

২৩৯০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১১; তিরমিযী, ঐ, নং ৭২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭১।

২৩৯৪-২৩৯৫। বুখারী, সাওম, বাব ইযা জামাআ ফী রামাদান; মুসলিম, ঐ, নং ১১১০; নাসাঈ (অনুরূপ)।

২৩৯৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭২৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭২।

২৩৯৮। বুখারী, সাওম, বাব ... ইযা আকালা নাসিয়ান; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৭২১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭৩।

২৩৯৯। বুখারী, সাওম, .. মাতা ইয়াকদী কাদাআ রামাদান; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৯৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩২১।

২৪০০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৭।

২৪০২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২১; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৯৬ ও ২৩৮৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭১১।

২৪০৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১২১; নাসাঈ (অনুরূপ)।

২৪০৪। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৮৯।

২৪০৫। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১৮।

২৪০৬। মুসলিম, সাওম, নং ১১২০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩১১; তিরমিযী, ঐ, নং ৭১২

২৪০৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৫৯।

২৪০৮। তিরমিযী, সাওম, নং ৭১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৭৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬৭।

২৪০৯। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬৩।

২৪১৫। নাসাঈ, সাওম।

২৪১৬। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৩৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৭১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭২২; নাসাঈ, ঐ।

২৪১৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৭২।

২৪১৯। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৭৩; নাসাঈ, ঐ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪২ (কা'ব ইবনে মালেক) ও ১১৪১ (নুবায়শা)।

২৪২০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭২৩।

২৪২১। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭২৬।

২৪২২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৪ (আবু হুরায়রা); নাসাঈ।

২৪২৬। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩০।

২৪২৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৯৩।

২৪২৮। নাসাঈ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৪১।

২৪২৯। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৪২।

২৪৩০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭১১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৪৮।

২৩৩১। নাসাঈ, সাওম, নং ২৩৫৮।

২৪৩২। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৪৮।

২৪৩৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭১৬।

২৪৩৪। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৭৯।

২৪৩৫। বুখারী ও মুসলিম।

২৪৩৬। নাসাঈ, সাওম, নং ২৩৬০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৪৫ (আয়েশা); নাসাঈ, ঐ, নং ২১৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৯।

২৪৩৭। নাসাঈ, সাওম।

২৪৩৮। বুখারী, সাওম; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৯।

২৪৩৯। মুসলিম, সাওম; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৯; নাসাঈ।

২৪৪০। নাসাঈ, হজ্জ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৩২।

২৪৪১। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৮৯।

২৪৪২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৩; নাসাঈ।

২৪৪৩। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২৬।

২৪৪৪। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৪।

২৪৪৫। মুসলিম, সাওম, নং ১১৩৪।

২৪৪৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৩৩; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৫৪; নাসাঈ।

২৪৪৭। নাসাঈ।

২৪৪৮। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৯৩ : ইবনে মাজা , ঐ, নং ১৭১২।

২৪৪৯। নাসাঈ, সাওম, নং ২৪৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০৭।

২৪৫০। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৪২ : নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৭০।

২৪৫১। নাসাঈ, সাওম, নং ২৪১৮ (বিস্তারিত)।

২৪৫২। নাসাঈ, সাওম, নং ২৪২১।

২৪৫৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৬৩ : নাসাঈ, ঐ, নং ২৪১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০৯।

২৪৫৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৩৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০০।

২৪৫৫। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩২৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০১; বায়হাকী।

২৪৫৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩২।

২৪৫৭। নাসাঈ, সাওম।

২৪৫৮। মুসলিম, যাকাত, নং ১০২৬; বুখারী, সাওম ও নিকাহ; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৮২।

২৪৬০। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫০; নিকাহ, নং ১৪২৯ (ইবনে উমার); তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮০; নাসাঈ; বুখারী, নিকাহ, বাব হাক্কি ইজাবাতিল-ওয়ালীমা।

২৪৬১। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৫০; নাসাঈ।

২৪৬২। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৭২; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৯০।

২৪৬৩। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭০।

২৪৬৪। বুখারী, ই'তিকাফ, বাব ই'তিকাফিন-নিসা; মুসলিম, ঐ, নং ১১৭৩; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭১; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৯১ (সংক্ষেপে)।

২৪৬৫। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৭১।

২৪৬৬। বুখারী, ই'তিকাফ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭০।

২৪৬৭। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, হায়েদ, নং ২৯৭; তিরমিযী, সাওম, নং ৮০৪; নাসাঈ, হায়েদ, নং ৩৮৬; তাহারাত, নং ২৭৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৩৩।

২৪৬৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৭০ ও ২৪৭১। বুখারী, আহকাম, বাব ২১; বাদউল খাল্‌ক, বাব ১১; ই'তিকাফ, বাব ১১ ও ১২; ইবনে মাজা, সিয়াম, বাব ৬৫; দারিমী, রিকাক, বাব ৬৬; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১৫৬, ২৮৫ ও ৩০৯; ৬খ, পৃ. ৩৩৭; মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৫।

২৪৭৩। নাসাঈ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র)।

২৪৭৪। নাসাঈ; তিরমিযী, নুযুর, নং ১৫৩৯।

২৪৭৫। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৬।

২৪৭৬। বুখারী, ই'তিকাফ, বাব ই'তিকাফিল মুসতাহাদাতি; ইবনে মাজা, সিয়াম, নং ১৭৮০।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-843-029-0 set

সুনান আবু দাউদ

৪র্থ খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[চতুর্থ খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় :
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট : ২০০৮
শাবান : ১৪২৯
ভাদ্র : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত পঞ্চাশ টাকা

Sunan Abu Dawood (Vol. IV)
Translated by Mawlana Muhammad Musa and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st Edition August 2008 Price Taka 350.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাঊদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ মুসলিম ও জামে আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাঊদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাঊদ-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর এবার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হলো।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাঊদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে– এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন, যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়-১৬ ঃ জিহাদ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ হিজরত ও যাযাবর জীবন সম্পর্কে ॥ ২১

অনুচ্ছেদ-২ ঃ হিজরত কি শেষ হয়ে গেছে? ॥ ২২

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সিরিয়ায় বসবাস করা সম্পর্কে ॥ ২৩

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে ॥ ২৪

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব ॥ ২৫

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ভবঘুরে জীবন অবলম্বন করা নিষেধ ॥ ২৫

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ জিহাদশেষে প্রত্যাবর্তন এবং তার ফযীলাত ॥ ২৬

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় রূমীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফযীলাত অধিক ॥ ২৬

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য সমুদ্রযাত্রা ॥ ২৭

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করেছে তার মর্যাদা ॥ ৩০

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আবাসে অবস্থানকারীরা মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদের মান-সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করবে ॥ ৩১

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুজাহিদ বাহিনী গনীমত লাভ ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করলে ॥ ৩২

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আল্লাহ্‌র পথে নামায-রোযা এবং যিক্‌রের প্রতিদান বৃদ্ধি সম্পর্কে ॥ ৩২

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধে গিয়ে মারা যায় ॥ ৩৩

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সীমান্ত প্রহরার ফযীলাত ॥ ৩৩

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মহান আল্লাহর রাস্তায় সতর্ক প্রহরার মর্যাদা ॥ ৩৪

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যুদ্ধ বর্জন করার ক্ষতি ॥ ৩৬

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ বিশেষ কতক লোকের যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশ গ্রহণের হুকুম রহিত করা হয়েছে ॥ ৩৭

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ গ্রহণযোগ্য ওযরের প্রেক্ষিতে জিহাদে যোগদান না করার অবকাশ আছে ॥ ৩৭

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যে কাজে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায় ॥ ৩৯

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ বীরত্ব ও কাপুরুষতা সম্পর্কে ॥ ৪০

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা নিজেদের হাতে তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না ॥ ৪১

স্থদ-২৩ ঃ তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ ॥ ৪২
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থ আশা করে ॥ ৪৩
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে ॥ ৪৪
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা ॥ ৪৬
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ শহীদদের শাফা'আত কবুল করা হবে ॥ ৪৭
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ শহীদের কবরের কাছে নূর দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্পর্কে ॥ ৪৭
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ জিহাদে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান ॥ ৪৮
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ যুদ্ধের জন্য ভাড়াটে সৈনিক বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করার অনুমতি ॥ ৪৯
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করার সময় নিজের সাথে বেতনভুক খাদেম নেয় ॥ ৫০
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ পিতা-মাতার অমতে জিহাদে যোগদান করা যায় না ॥ ৫১
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ॥ ৫২
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ স্বৈরাচারী শাসকের নেতৃত্বে জিহাদ করা ॥ ৫২
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অন্যের সওয়ারীতে আরোহণ করে কোন ব্যক্তির জিহাদে যোগদান করা ॥ ৫৩
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি সওয়াব ও গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে ॥ ৫৪
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) বিক্রি করে ॥ ৫৫
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান হওয়ার পরপর সেখানেই নিহত হলো ॥ ৫৬
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে ব্যক্তি ঘটনাক্রমে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয় ॥ ৫৭
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যুদ্ধের সূচনায় দু'আ করা ॥ ৫৮
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শহিদী মৃত্যু কামনা করে ॥ ৫৯
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ঘোড়ার কপাল ও লেজের চুল কাটা মাকরূহ ॥ ৬০
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ ঘোড়ার পছন্দনীয় রং ॥ ৬০
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঘুড়ীকে ঘোড়ার মধ্যে শুমার করা ॥ ৬১
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ কোন ধরনের ঘোড়া অপছন্দনীয় ॥ ৬২
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ উত্তমরূপে পশুর সেবাযত্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ॥ ৬২
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ গন্তব্যে অবতরণ ॥ ৬৪
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ ধনুকের রশি দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা ॥ ৬৫
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া এবং এর নিতম্বে হাত বুলানো ॥ ৬৫
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা ॥ ৬৬
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ জাল্লালায় সওয়ার হওয়া নিষেধ ॥ ৬৬
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ পশুর নাম রাখা ॥ ৬৭

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ যুদ্ধযাত্রার সময় ডাক দিয়ে বলা ঃ হে আল্লাহর অশ্বারোহী জন্তুযানে আরোহণ করো ॥ ৬৭
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পশুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ ॥ ৬৮
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ চতুষ্পদ জন্তুকে পরস্পর লড়াইয়ে উত্তেজিত করা নিষেধ ॥ ৬৮
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ পশুর শরীরে দাগ দেয়া ॥ ৬৯
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া ও প্রহার করা নিষেধ ॥ ৬৯
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ ঘোটকী ও গাধার যৌনমিলন ঘটানো উচিৎ নয় ॥ ৬৯
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ একই পশুতে একত্রে তিনজন আরোহণ করা ॥ ৭০
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ নিষ্প্রয়োজনে পশুর পিঠে বসে থাকা অনুচিৎ ॥ ৭০
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ আরোহীশূন্য সজ্জিত ঘোড়া বা উট ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ দ্রুত গতিতে পথ চলা এবং পথের উপর ঘুমানো নিষেধ ॥ ৭২
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ রাতের প্রথমাংশে ভ্রমণ করা উচিত ॥ ৭২
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ যানের মালিক সামনের দিকে বসার অধিকারী ॥ ৭৩
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে ফেলা ॥ ৭৩
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ প্রতিযোগিতামূলক দৌড় ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ মানুষের মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা ॥ ৭৬
অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ বাজিতে দুই ঘোড়ার মাঝে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করানো ॥ ৭৬
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে তাড়া দেয়া ॥ ৭৭
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ তরবারি অলংকৃত করা ॥ ৭৮
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করা ॥ ৭৮
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ কোষমুক্ত তরবারি লেনদেন করা নিষেধ ॥ ৭৯
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ দুই আঙ্গুলের মাঝখানের চামড়া কাটা নিষেধ ॥ ৭৯
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ বর্ম (সামরিক পোশাক) পরিধান করা ॥ ৮০
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ॥ ৮০
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ দুর্বল ও অক্ষম ঘোড়া ও লোকের সাহায্য দান ॥ ৮১
অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ সাংকেতিক নামে ডাকা ॥ ৮২
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ সফরে রওয়ানা হওয়ার দু'আ ॥ ৮৩
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ বিদায়কালীন দু'আ ॥ ৮৪
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ যান-বাহনে চড়ার সময় যে দু'আ পড়বে ॥ ৮৫
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ কোন স্থানে অবতরণ করে যে দু'আ পড়তে হয় ॥ ৮৬
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ রাতের প্রথমভাগে সফর করা অনুচিৎ ॥ ৮৭

ি৩ ঃ কোন দিন সফরে রওনা হওয়া উত্তম ॥ ৮৭
হদ-৮৪ ঃ ভোরবেলা সফরে রওয়ানা হওয়া ॥ ৮৭
ুচ্ছেদ-৮৫ ঃ একাকী সফর করা সমীচীন নয় ॥ ৮৮
অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ সফরকারীদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়া ॥ ৮৮
অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করা ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ সেনাবাহিনীর মহাদল ও উপদলে কতজন সৈনিক থাকা উত্তম এবং সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ॥ ৯০
অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ শত্রুর জনপদে অগ্নিসংযোগ করা ॥ ৯৩
অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ গুপ্তচর প্রেরণ ॥ ৯৩
অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ পথচারীদের জন্য পথিপার্শ্বের খেজুর খাওয়া ও পশুর দুধ পান করা ॥ ৯৪
অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ গাছতলায় আপনা আপনি পড়ে থাকা ফল খাওয়া সম্পর্কে ॥ ৯৫
অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ যিনি বলেন, দুধ দোহন করবে না ॥ ৯৬
অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ নেতার আনুগত্য ॥ ৯৬
অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ সামরিক বাহিনীর এক স্থানে সমবেত হয়ে থাকার নির্দেশ ॥ ৯৮
অনুচ্ছেদ ৯৭ ঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কামনা করা অনুচিত ॥ ৯৯
অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে ॥ ১০০
অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো ॥ ১০০
অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন ॥ ১০২
অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ রাতের বেলা অতর্কিতে আক্রমণ ॥ ১০৩
অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন ॥ ১০৩
অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে ॥ ১০৩
অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ কেউ দৃঢ়ভাবে সিজদায় পড়ে থাকলে তাকে হত্যা করা নিষেধ ॥ ১০৬
অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন ॥ ১০৭
অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ মুসলিম বন্দীকে কুফরী করতে বাধ্য করা হলে ॥ ১০৯
অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ মুসলমান (নিজেদের বিরুদ্ধে) গোয়েন্দার বিধান ॥ ১১০
অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ যিম্মী গোয়েন্দা সম্পর্কে ॥ ১১৩
অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম ব্যক্তির মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি ॥ ১১৩
অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার উত্তম সময় ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলার সময় নীরব থাকার নির্দেশ ॥ ১১৬
অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ যুদ্ধের সময় বাহন থেকে নীচে নামা ॥ ১১৬

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন ॥ ১১৭
অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ কয়েদী হিসাবে বন্দী হওয়া ॥ ১১৭
অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা ॥ ১১৯
অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হওয়া ॥ ১২০
অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ মুকাবিলার সময় উপস্থিত হলে তরবারি চালানো ॥ ১২১
অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ মল্লযুদ্ধ ॥ ১২১
অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ ॥ ১২২
অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী হত্যা নিষেধ ॥ ১২৩
অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ শত্রুকে আগুনে পোড়ানো সংগত নয় ॥ ১২৫
অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ যে ব্যক্তি তার পশু গনীমতের অর্ধেক অথবা অংশবিশেষ দেয়ার চুক্তিতে ভাড়া দেয় ॥ ১২৭
অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ বন্দীদেরকে শক্ত করে বাঁধা ॥ ১২৮
অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ বন্দীকে মারধর করে এবং হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে তথ্য উদ্ধার করা ॥ ১৩১
অনুচ্ছেদ- ১২৪ ঃ ইসলাম গ্রহণের জন্য বন্দীদের চাপ দেয়া সংগত নয় ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান না জানিয়ে যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ বন্দীদের হাত-পা বেঁধে হত্যা করা ॥ ১৩৬
অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কয়েদীকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করা নিষেধ ॥ ১৩৭
অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ মুক্তিপণ গ্রহণ না করে বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ॥ ১৩৭
অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ মালের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়া ॥ ১৩৮
অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ যুদ্ধজয়ের পর শত্রু এলাকায় ইমামের অবস্থান ॥ ১৪২
অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ যুদ্ধ-বন্দীদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করা ॥ ১৪৩
অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের (অভিভাবক থেকে) পৃথক করা ॥ ১৪৪
অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ কোন মুসলমানের সম্পদ শত্রুবাহিনীর হস্তগত হওয়ার পর পুনরায় মালিক তা গনীমতরূপে হস্তগত করে ॥ ১৪৫
অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ মুশরিকদের গোলাম পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করলে ॥ ১৪৬
অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ শত্রু এলাকার খাদ্যদ্রব্য আহার করা বৈধ ॥ ১৪৭
অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনীর রসদপত্রের ঘাটতি দেখা দিলেও গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার পূর্বে তা ব্যবহার করা নিষেধ ॥ ১৪৮
অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ শত্রুর এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য সাথে করে নিয়ে আসা ॥ ১৪৯

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ শত্রুদেশে লোকের উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা ॥ ১৫০
অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ কেউ গনীমতের কোন জিনিস ব্যবহার করলে ॥ ১৫০
অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে ॥ ১৫১
অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী ॥ ১৫২
অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ গনীমতের সামান্য জিনিসও আত্মসাৎ করলে ইমামের তা গ্রহণ না করা এবং আত্মসাৎকারীর ব্যক্তিগত মাল-সামান ভস্মীভূত না করা ॥ ১৫৩
অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি ॥ ১৫৪
অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ গনীমত আত্মসাৎকারীর কথা গোপন রাখা নিষেধ ॥ ১৫৬
অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ নিহত শত্রুর মালপত্র হত্যাকারীর প্রাপ্য ॥ ১৫৬
অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ ইমাম ইচ্ছা করলে নিহতের পরিত্যক্ত মাল হত্যাকারীকে নাও দিতে পারেন। নিহতের ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ॥ ১৫৯
অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ নিহত কাফেরের পরিত্যক্ত সামানপত্রে খুমুস নাই ॥ ১৬১
অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ যে ব্যক্তি আহত মুমূর্ষু কাফেরকে হত্যা করবে সেও তার পরিত্যক্ত মাল থেকে উপহারস্বরূপ কিছু পাবে ॥ ১৬১
অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার পর কেউ উপস্থিত হলে অংশ পাবে না ॥ ১৬২
অনুচ্ছেদ-১৫১ ঃ নারী ও গোলামকে গনীমতের অংশ প্রদান ॥ ১৬৪
অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ মুশরিকদের গনীমতের অংশ প্রদান সম্পর্কে ॥ ১৬৭
অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ গনীমতের মাল থেকে ঘোড়ার অংশ প্রদান ॥ ১৬৮
অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ যাদের মতে পদাতিকের জন্য এক ভাগ নির্ধারিত ॥ ১৬৯
অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ গনীমত থেকে ব্যক্তিবিশেষকে পুরস্কার দেয়া ॥ ১৭০
অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ মুজাহিদদের অর্জিত গনীমত থেকে ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানকারীদের পুরস্কার দেয়া ॥ ১৭৩
অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ যিনি বলেন, অতিরিক্ত দেয়ার পূর্বেই এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করতে হবে ॥ ১৭৬
অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানশেষে মূল বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন ॥ ১৭৮
অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ সোনা-রূপা ও গনীমতের প্রাথমিক অংশ থেকে অতিরিক্ত দেয়া ॥ ১৮০
অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ ফাই থেকে ইমামের নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়া ॥ ১৮১
অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ ওয়াদা পূরণ করা ॥ ১৮২
অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ ইমামের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলা সকলের কর্তব্য ॥ ১৮২
অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ মুসলিম নেতা ও শত্রুপক্ষের মধ্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকলে তিনি শত্রুদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন ॥ ১৮৩

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ চুক্তি পূর্ণ করা এবং প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা রক্ষা করা ॥ ১৮৪
অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ দূত বা পত্রবাহক ॥ ১৮৪
অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ স্ত্রীলোকের প্রদত্ত নিরাপত্তা ॥ ১৮৬
অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধি স্থাপন ॥ ১৮৬
অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ অজ্ঞাতসারে শত্রুর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের দলভুক্ত বলে প্রকাশ করা ॥ ১৯১
অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ সফরের উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা ॥ ১৯৪
অনুচ্ছেদ-১৭০ ঃ নিষেধাজ্ঞার পর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি ॥ ১৯৪
অনুচ্ছেদ-১৭১ ঃ সুসংবাদ দান করার জন্য কাউকে পাঠানো ॥ ১৯৫
অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ সুসংবাদদানকারীকে কিছু উপহার দেয়া ॥ ১৯৬
অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা ॥ ১৯৭
অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ গভীর রাতে সফর থেকে ফিরে আসা ॥ ১৯৯
অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানানো ॥ ২০০
অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ যুদ্ধে যেতে অক্ষম হয়ে পড়লে সংগৃহীত রসদপত্র অন্য যোদ্ধাকে দেয়া উত্তম ॥ ২০০
অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায পড়া ॥ ২০১
অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ বণ্টনকারীর পারিশ্রমিক ॥ ২০২
অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ জিহাদে গিয়ে ব্যবসা করা ॥ ২০২
অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ শত্রু এলাকায় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যাওয়া ॥ ২০৩
অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ মুশরিকদের এলাকায় অবস্থান করা ॥ ২০৪

অধ্যায়-১৭ ঃ কুরবানীর নিয়ম-কানুন ॥ ২০৫

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কুরবানী করা ওয়াজিব ॥ ২০৫
অনুচ্ছেদ-২ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ॥ ২০৬
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন যিলহজ্জের দশ তারিখ পর্যন্ত তার চুল না কাটে ॥ ২০৭
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কুরবানীর জন্য যে ধরনের পশু উত্তম ॥ ২০৭
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে বয়সের পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয ॥ ২০৯
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কুরবানীর জন্য যে ধরনের পশু বর্জনীয় ॥ ২১২
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ কুরবানীর গরু ও উটে কতজন শরীক হওয়া যায় ॥ ২১৫
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জামা'আতের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করা ॥ ২১৬

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইমামের ঈদের মাঠে কুরবানী করা ॥ ২১৬
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা ॥ ২১৬
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ জীব-জন্তুকে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানানো নিষেধ এবং কুরবানীর জন্তুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা ॥ ২১৮
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুসাফিরও কুরবানী করবে ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আহলে কিতাবদের যবেহকৃত জন্তুর বর্ণনা ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ বেদুঈনদের দম্ভ প্রকাশার্থে যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২২১
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চকমকি পাথর দিয়ে যবেহ করা ॥ ২২১
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যবেহ করা সম্পর্কে ॥ ২২৪
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ উত্তমরূপে যবেহ করা ॥ ২২৪
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা যবেহ করা সম্পর্কে ॥ ২২৫
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ এমন গোশত আহার করা, যা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে কিনা জানা নাই ॥ ২২৬
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ আতীরা (রজব মাসের কুরবানী) ॥ ২২৭
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ আকীকার বর্ণনা ॥ ২২৮

অধ্যায়-১৮ ঃ শিকারের নিয়ম-কানুন ॥ ২৩৪
অনুচ্ছেদ-১ ঃ শিকার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা ॥ ২৩৪
অনুচ্ছেদ-২ ঃ শিকার করার বর্ণনা ॥ ২৩৫
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ জীবিত পশুর দেহের অংশবিশেষ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ॥ ২৪১
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শিকারের নেশা মানুষকে কর্মবিমুখ করে দেয় ॥ ২৪১

অধ্যায়-১৯ ঃ ওসিয়াতের নিয়ম-কানুন ॥ ২৪৩
অনুচ্ছেদ-১ ঃ সম্পদশালী ব্যক্তির ওসিয়াত করে যাওয়া কর্তব্য ॥ ২৪৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ ওসিয়াতকারীর জন্য তার সম্পদের কতটুকু ওসিয়াত করা বৈধ ॥ ২৪৪
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন করা গুরুতর অন্যায় ॥ ২৪৫
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ওসিয়াতের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসিয়াত বাতিল করা হয়েছে ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ খাওয়া-দাওয়ায় ইয়াতীমকে একত্র রাখা ॥ ২৪৮
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ইয়াতীমের মাল থেকে অভিভাবকের কিছু গ্রহণ করা ॥ ২৪৯
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইয়াতীমের মেয়াদ কখন শেষ হয় ॥ ২৪৯

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইয়াতীমের মাল খাওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী ॥ ২৫০
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সমস্ত মাল কাফনের জন্য ব্যয় করা সম্পর্কে ॥ ২৫১
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিস দান করলো। সে পুনরায় ওসিয়াত অথবা মিরাসী সূত্রে তার মালিক হলো ॥ ২৫১
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছু ওয়াক্‌ফ করে ॥ ২৫২
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা ॥ ২৫৪
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ যে ব্যক্তি ওসিয়াত না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে দান খয়রাত করা ॥ ২৫৫
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মুসলমান অভিভাবক বা ওয়ারিস কর্তৃক মৃত কাফের অথবা হরবীর ওসিয়াত পূরণ করা কি অত্যাবশ্যক? ॥ ২৫৬
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মালদার মৃতের দেনা পরিশোধ করতে ওয়ারিসদের সময় দান করা ও তাদের প্রতি সদয় হওয়া ॥ ২৫৭

অধ্যায়-২০ ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব ॥ ২৫৮

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ফারায়েয শিক্ষা করা ॥ ২৫৮
অনুচ্ছেদ-২ ঃ কালালাহ (পিতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) ॥ ২৫৮
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যার সন্তান নাই কিন্তু বোন আছে ॥ ২৫৯
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিসী স্বত্ব ॥ ২৬১
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দাদী-নানীর অংশ ॥ ২৬৩
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ ॥ ২৬৫
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ আসাবার মীরাস ॥ ২৬৬
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যাবিল আরহামের মীরাস ॥ ২৬৬
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ লি'আনকারিণীর সন্তানের মীরাস ॥ ২৭০
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুসলমান কি কাফেরের ওয়ারিস হবে? ॥ ২৭১
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মৃতের মীরাস বণ্টনের পূর্বে যদি কোন ওয়ারিস মুসলমান হয় ॥ ২৭৩
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ওয়ালাআ ॥ ২৭৩
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির হাতে মুসলমান হলে ॥ ২৭৬
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ওয়ালাআ বিক্রয় করা ॥ ২৭৬
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সদ্য প্রসূত শিশু কান্নার পর মারা গেলে ॥ ২৭৬
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ আত্মীয়তার উত্তরাধিকারিত্ব চুক্তির উত্তরাধিকারিত্বকে রহিত করেছে ॥ ২৭৭
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ জাহিলী যুগের শপথ বা চুক্তি ॥ ২৭৯
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ স্বামীর রক্তমূল্যে স্ত্রী ওয়ারিস হবে ॥ ২৮০

অধ্যায়-২১ ঃ কর, ফাই ও প্রশাসন ॥ ২৮১

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে শাসনকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ॥ ২৮১

অনুচ্ছেদ-২ ঃ নেতৃত্ব পদ প্রার্থনা করা ॥ ২৮২

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ অন্ধ ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করা ॥ ২৮৩

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মন্ত্রী নিয়োগ করা ॥ ২৮৩

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সমাজপতি সম্পর্কে ॥ ২৮৩

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কাতিব বা সচিব নিয়োগ করা ॥ ২৮৫

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত আদায়কারীর সওয়াব ॥ ২৮৬

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) কর্তৃক তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা ॥ ২৮৭

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) সম্পর্কে ॥ ২৮৮

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কর্মচারীদের খাদ্য ও রেশনের ব্যবস্থা করা ॥ ২৮৯

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সরকারী কর্মকর্তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্পর্কে ॥ ২৯০

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ যাকাতের কোন জিনিস আত্মসাৎ করা ॥ ২৯১

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ জনগণের প্রয়োজনের সময় ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাদের থেকে তার একান্তে বিচ্ছিন্ন থাকা ॥ ২৯১

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ফাইলব্ধ সম্পদ বণ্টন ॥ ২৯৩

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মুসলমানদের সন্তানদের ভাগ দেয়া ॥ ২৯৪

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সেনাবাহিনীতে যোগদানের বয়সসীমা ॥ ২৯৫

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ শেষ যমানায় অসৎ উদ্দেশ্যে উপঢৌকন দেয়া হবে ॥ ২৯৬

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দান প্রাপকদের নাম তালিকাভুক্ত করা ॥ ২৯৭

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বিশেষ অংশ বা 'সাফী' ॥ ২৯৯

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মহানবী (সা) গনীমতের মাল থেকে যে এক-পঞ্চমাংশ নিতেন তা ব্যয়ের খাতসমূহ এবং নিকটাত্মীয়দের অংশ ॥ ৩১২

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গনীমতের সম্পদে সেনাপতি বা নেতার অংশ ॥ ৩২৬

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মদীনা থেকে ইহূদীদেরকে কেন উচ্ছেদ করা হয়েছে ॥ ৩৩০

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বনূ নাযীর গোত্রের তথ্যাবলী সম্পর্কে ॥ ৩৩৪

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ খায়বারের ভূমি সংক্রান্ত নির্দেশসমূহ ॥ ৩৩৮

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মক্কা সম্পর্কিত তথ্যাবলী ॥ ৩৪৬

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ তায়েফ বিজয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী ॥ ৩৪৯

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ ইয়ামানের ভূমি সম্পর্কে যেসব নির্দেশ এসেছে ॥ ৩৫১

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদীদের উচ্ছেদের বিবরণ ॥ ৩৫৩
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ সন্ধির মাধ্যমে এবং জোরপূর্বক দখলকৃত এলাকা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা স্থগিত রাখা ॥ ৩৫৫
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ জিয্য়া আদায় করার বর্ণনা ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ মজুসীদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করার বর্ণনা ॥ ৩৫৯
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ জিয্য়া আদায়ে কঠোরতা করা নিষেধ ॥ ৩৬১
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যিম্মীদের ব্যবসায়ের লাভ থেকে উশূর (এক-দশমাংশ শুল্ক) আদায় করা ॥ ৩৬১
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বছরের কোন সময় যিম্মী মুসলমান হলে ॥ ৩৬৫
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ইমাম (শাসক) কর্তৃক মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ ॥ ৩৬৫
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ জায়গীর হিসাবে কাউকে জমি দান করা ॥ ৩৭০
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ পতিত জমি আবাদ করা ॥ ৩৭৯
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ খাজনা ধার্যকৃত জমি ক্রয় করা ॥ ৩৮৩
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ ইমাম বা কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক চারণভূমি রক্ষিত করা ॥ ৩৮৪
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রিকায বা গুপ্তধন ও তার বিধান ॥ ৩৮৫
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কাফেরদের ধনভর্তি পুরাতন কবর খোদাই করা ॥ ৩৮৬

অধ্যায়-২২ ঃ জানাযা ॥ ৩৮৮

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোগ-ব্যাধির কারণে মুমিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় ॥ ৩৮৮
অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন ব্যক্তি নিয়মিত কোন সৎকাজ করতে থাকে, অতঃপর রোগ বা সফরের কারণে তা করতে বাধাগ্রস্ত হলে ॥ ৩৯১
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ॥ ৩৯২
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া ॥ ৩৯৩
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পদব্রজে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ উযু করে রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলাত ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রোগীকে বারবার দেখতে যাওয়া ॥ ৩৯৬
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কারো চক্ষু প্রদাহ হলে তাকে দেখতে যাওয়া ॥ ৩৯৬
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ প্লেগ-মহামারী উপদ্রুত এলাকা ত্যাগ করা ॥ ৩৯৬
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করা ॥ ৩৯৭
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ করা ॥ ৩৯৮
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নয় ॥ ৩৯৯
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আকস্মিক মৃত্যু ॥ ৩৯৯

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলাত ॥ ৪০০
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির নখ ও লজ্জাস্থানের চুল কাটা ॥ ৪০১
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা বাঞ্ছনীয় ॥ ৪২
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু রোগীর পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয় ॥ ৪০৩
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে যে ধরনের কথা বলবে ॥ ৪০৩
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া ॥ ৪০৪
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়া ॥ ৪০৪
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ইন্না লিল্লাহ পড়া সম্পর্কে ॥ ৪০৫
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মৃতের লাশ ঢেকে রাখা ॥ ৪০৬
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে কুরআন পাঠ করা ॥ ৪০৬
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ বিপদ-মুসীবতের সময় (মসজিদে) বসা ॥ ৪০৭
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মৃতের জন্য শোক প্রকাশ ॥ ৪০৭
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা ॥ ৪০৮
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা ॥ ৪০৯
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ বিলাপ করে কাঁদা ॥ ৪১০
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মৃতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো ॥ ৪১৩
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ শহীদকে গোসল দেয়া সম্পর্কে ॥ ৪১৩
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ গোসলের সময় মৃতের সতর ঢেকে দেয়া ॥ ৪১৬
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মৃতকে কিভাবে গোসল দিবে ॥ ৪১৭
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ কাফনের বর্ণনা ॥ ৪১৯
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ কাফনের জন্য মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ ॥ ৪২২
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ স্ত্রীলোকের কাফনের বর্ণনা ॥ ৪২৩
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মৃতের জন্য কস্তুরী ব্যবহার করা ॥ ৪২৩
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ লাশ দ্রুত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা এবং বিলম্ব করা মাকরূহ ॥ ৪২৪
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর গোসল করা ॥ ৪২৪
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ লাশকে চুমা দেয়ার বর্ণনা ॥ ৪২৬
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রাতের বেলা দাফন করা ॥ ৪২৫
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ মৃতদেহ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নেয়া এবং তা অবাঞ্ছনীয় ॥ ৪২৭
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ জানাযার নামাযের কাতার ॥ ৪২৭
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ॥ ৪২৮
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ জানাযায় অংশগ্রহণ এবং লাশের সাথে যাওয়ার ফযীলাত ॥ ৪২৮

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ আগুন সাথে নিয়ে লাশের অনুগমন ॥ ৪৩০
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ লাশের সম্মানার্থে দাঁড়ানো ॥ ৪৩০
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ সওয়ারীতে চড়ে লাশের সাথে যাওয়া ॥ ৪৩২
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ লাশের আগে আগে যাওয়া ॥ ৪৩৩
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা ॥ ৪৩৪
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ ইমাম আত্মহননকারীর জানাযা পড়বে না ॥ ৪৩৪
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ হদ্দ কার্যকর করার ফলে অপরাধী নিহত হলে তার জানাযা পড়বে ॥ ৪৩৭
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ শিশুর লাশের জানাযা পড়া ॥ ৪৩৯
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ মসজিদে জানাযার নামায পড়া ॥ ৪৩৯
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ সূর্য উদয় ও অস্তকালে লাশ দাফন করা ॥ ৪৪০
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ একই সাথে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের লাশ উপস্থিত হলে কার লাশ আগে থাকবে ॥ ৪৪১
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ মৃতের জানাযা পড়ার সময় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ॥ ৪৪১
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ জানাযার তাকবীর সংখ্যা ॥ ৪৪৫
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ জানাযার নামাযে কিরাআত পড়া ॥ ৪৪৫
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মৃতের জন্য দু'আ করা ॥ ৪৪৬
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ কবরের উপর (দাফন করার পর) জানাযা পড়া ॥ ৪৪৮
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ মুশরিকদের দেশে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের জানাযা ॥ ৪৪৯
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ একই কবরে একাধিক লাশ দাফন এবং কবরের নিশানা রাখা ॥ ৪৫০
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ কবর খননকারী খননকালে হাড় দেখতে পেলে সে স্থান পরিহার করবে কিনা ॥ ৪৫১
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ কবরের ধরন ॥ ৪৫১
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ কতজন কবরে (লাশ রাখার জন্য) নামবে ॥ ৪৫২
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ লাশ কিভাবে কবরে রাখতে হবে ॥ ৪৫২
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ কবরের পাশে কিভাবে বসবে ॥ ৪৫৩
অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ লাশ কবরে রাখার সময় তার জন্য দু'আ করা ॥ ৪৫৩
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ কোন মুসলমানের মুশরিক নিকটাত্মীয় মারা গেলে ॥ ৪৫৪
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ কবর গভীর করে খনন করা ॥ ৪৫৪
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কবর সমতল করা ॥ ৪৫৫
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ দাফনশেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ॥ ৪৫৭

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কবরের কাছে পশু যবেহ করা নিষিদ্ধ ॥ ৪৫৭
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ পরবর্তী কালে কবরের উপর জানাযা পড়া ॥ ৪৫৮
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা ॥ ৪৫৮
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ কবরের উপর বসা নিষেধ ॥ ৪৫৯
অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ কবরস্থানের উপর দিয়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় হাঁটা ॥ ৪৬০
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কবর থেকে লাশ স্থানান্তরিত করা ॥ ৪৬১
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা ॥ ৪৬২
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ কবর যিয়ারত করা ॥ ৪৬২
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ মহিলাদের কবর যিয়ারত করতে যাওয়া ॥ ৪৬৩
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় যা বলবে ॥ ৪৬৪
অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কেউ ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার দাফন-কাফনের বিধান ॥ ৪৬৪

অধ্যায়-২৩ ঃ শপথ ও মানত ॥ ৪৬৭

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মিথ্যা শপথ করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী ॥ ৪৬৭
অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে ব্যক্তি পরের ধন আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে ॥ ৪৬৭
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ নবী (সা)-র মিম্বারের উপর মিথ্যা শপথ করা কঠিন গুনাহ ॥ ৪৭০
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা ॥ ৪৭০
অনুচ্ছেদ- ৫ ঃ আমানতের উল্লেখ করে শপথ করা মাকরূহ ॥ ৪৭২
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ছলনার আশ্রয় নিয়ে শপথ করা ॥ ৪৭৩
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শপথ করা ॥ ৪৭৪
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি হলফ করে বলে, সে তরকারি খাবে না ॥ ৪৭৫
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ শপথে ইনশাআল্লাহ যোগ করা ॥ ৪৭৫
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথের ধরন ও পদ্ধতি ॥ ৪৭৬
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজের জন্য শপথ ভঙ্গ করা ॥ ৪৭৭
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কসম শব্দটি কি ইয়ামীন শব্দের সমার্থবোধক? ॥ ৪৭৯
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা ॥ ৪৮০
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শপথ ভঙ্গের কাফফারা কত সা'? ॥ ৪৮১
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ শপথের কাফফারায় মুমিন বাঁদী আযাদ করা ॥ ৪৮২
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মানত করা বাঞ্ছনীয় নয় ॥ ৪৮৪
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাপের কাজে মানত করা ॥ ৪৮৫
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ গুনাহের কাজের মানত করেন তা ভঙ্গ করলে যাদের মতে কাফফারা দিতে হবে ॥ ৪৮৬

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার মানত করেছে ॥ ৪৯১
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করা ॥ ৪৯৩
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কেউ কাযা রোযা অপূর্ণ রেখে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে ॥ ৪৯৪
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মানত পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে ॥ ৪৯৫
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মালিকানাস্বত্বহীন জিনিসের মানত ॥ ৪৯৮
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ দান করার মানত করে ॥ ৫০০
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জাহিলী যুগের মানত সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ ॥ ৫০২
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মানত করেছে ॥ ৫০৩
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ অর্থহীন শপথ ॥ ৫০৩
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি হলফ করেছে– সে খাদ্য গ্রহণ করবে না ॥ ৫০৪
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ ॥ ৫০৫
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কথা বলার পর শপথকারীর 'ইনশা আল্লাহ' বলা ॥ ৫০৭
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি এমন মানত করলো যা পূর্ণ করার সামর্থ্য তার নাই ॥ ৫০৮
পরিশিষ্ট-১ ঃ চতুর্থ খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাত ॥ ৫১০
পরিশিষ্ট-২ ঃ ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ॥ ৫৩৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১৬

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ হিজরত ও যাযাবর জীবন সম্পর্কে

٢٤٧٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّىْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

২৪৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ হায়! হিজরতের ব্যাপারটা খুবই কঠিন। তোমার কি কিছু উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এর সদাকা (যাকাত) আদায় করো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি নদীর ওপাড়ে থেকে কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তোমার কাজের সওয়াব থেকে কিছুই কমাবেন না।

٢٤٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُوْ اِلٰى هٰذِهِ التِّلاَعِ وَاَنَّهُ اَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَاَرْسَلَ اِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا

عَائِشَةُ أَرْفُقِيْ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ.

২৪৭৮। আল-মিকদাম ইবনে শুরায়হ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বনে-জঙ্গলে চলে যাওয়া (ইবাদতের জন্য নির্জনবাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জনবাসের জন্য এই উচ্চভূমিতে যেতেন। তিনি একবার অরণ্য ভূমিতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি আমার কাছে সদাকার একটি উট পাঠালেন যাতে কখনো আরোহণ করা হয়নি। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। কেননা সহানুভূতি ও অনুগ্রহ কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে। আর সহানুভূতি উঠে গেলে তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

بَابٌ فِي الْهِجْرَةِ هَلْ انْقَطَعَتْ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ হিজরত কি শেষ হয়ে গেছে?

٢٤٧٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

২৪৭৯। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (কুফরী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে) হিজরত করা শেষ হবে না– যতক্ষণ তওবার দরজা বন্ধ না হবে। আর তওবার দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হবে।

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

২৪৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ (আজকের পর থেকে) হিজরত নেই (কেননা

মক্কা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)। কিন্তু জিহাদ ও সৎ কাজের সংকল্প (সব সময়) অবশিষ্ট থাকবে। যখন তোমাদের জিহাদে যোগদানের জন্য বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন বেরিয়ে পড়ো।

٢٤٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتّٰى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

২৪৮১। আমের (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র কাছে আসলো। তখন তার নিকট কিছু সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। সে তার কাছে এসে বসলো এবং বললো, আপনি আমাকে এমন কিছু অবহিত করুন যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপরাপর মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করেছে সে-ই প্রকৃত মুহাজির।

بَابٌ فِىْ سُكْنَى الشَّامِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সিরিয়ায় বসবাস করা সম্পর্কে

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ اَهْلِ الْاَرْضِ اَلْزَمُهُمْ مُهَاجِرَ اِبْرَاهِيْمَ وَيَبْقٰى فِى الْاَرْضِ شِرَارُ اَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ اَرْضُوْهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللّٰهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ.

২৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (মদীনায়) হিজরতের পর আর একটি হিজরত (সিরিয়ার দিকে) সংঘটিত হবে। দুনিয়ার যেসব লোক এসময় ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে (সিরিয়ায়) সমবেত হবে তখন তারাই হবে উত্তম। তখন দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায়

খারাপ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের আবাসস্থল তাদেরকে স্থানান্তরে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদেরকে খারাপ জানেন। আর আগুন তাদেরকে বাঁদর ও শূকরের সাথে একত্র করবেন।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ قُتَيْلَةَ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيْرُ الْاَمْرُ اِلٰى اَنْ تَكُوْنُوْا جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَاِنَّهَا خِيَرَةُ اللّٰهِ مِنْ اَرْضِهِ يَجْتَبِىْ اِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَاَمَّا اِذْ اَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوْا مِنْ غُدُرِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَوَكَّلَ لِىْ بِالشَّامِ وَاَهْلِهِ.

২৪৮৩। ইবনে হাওয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে যখন জিহাদের জন্য সুসংবদ্ধ তিনটি সেনাদল গঠিত হবে, সিরিয়ার সেনাবাহিনী, ইয়ামানের সেনাবাহিনী এবং ইরাকের সেনাবাহিনী। ইবনে হাওয়ালা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি সেই যুগ পাই তবে কোন দলের সঙ্গী হওয়া আমার জন্য কল্যাণকর মনে করেন? তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যই সিরীয় বাহিনীর সাথে যোগদান করবে। কেননা তখন এ এলাকাটাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম হবে। আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের এখানে একত্র করবেন। যদি তুমি সিরিয়া যেতে রাজী না হও তবে অবশ্যই ইয়ামানীয় বাহিনীর সঙ্গী হবে। তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের কূপগুলো থেকে পানি উত্তোলন করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার উসীলায় সিরিয়া ও এর অধিবাসীদের জীবনোপকরণের যামিন হয়েছেন।

بَابٌ فِىْ دَوَامِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ.

২৪৮৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একদল লোক ন্যায়ের পক্ষে অনবরত জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করা পর্যন্ত।

بَابٌ فِىْ ثَوَابِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ اَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْمَلُ اِيْمَانًا قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللّٰهَ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ قَدْ كُفِىَ النَّاسُ شَرَّهُ.

২৪৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন ধরনের মুমিন ব্যক্তিরা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আর যে ব্যক্তি (জিহাদে অক্ষম হওয়ার কারণে অথবা কঠিন নৈতিক বিপর্যয়ের সময়ে) তার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ রাখার জন্য কোন গিরিখাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ السِّيَاحَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ভবঘুরে জীবন অবলম্বন করা নিষেধ

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوْخِىُّ اَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ بِالسِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِى الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৪৮৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘুরেফিরে বেড়ানোর (যাযাবর জীবন অবলম্বনের) অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের যাযাবর জীবন হলো মহামহিম আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ الْقَفَلِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ জিহাদশেষে প্রত্যাবর্তন এবং তার ফযীলাত

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ شُفَىِّ بْنِ مَاتِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ.

২৪৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিহাদশেষে প্রত্যাবর্তনও জিহাদেরই মত (সওয়াব)।

بَابُ فَضْلِ قِتَالِ الرُّوْمِ عَلٰى غَيْرِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় রূমীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফযীলাত অধিক

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا اُمُّ خَلَّادٍ وَهِىَ مُتَنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُوْلٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتِ تَسْئَلِيْنَ عَنْ ابْنِكِ وَاَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ فَقَالَتْ اَنْ اُرْزَأَ ابْنِىْ فَلَنْ اُرْزَأَ حَيَائِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّهُ قَتَلَهُ اَهْلُ الْكِتَابِ.

২৪৮৮। আবদুল খাবীর ইবনে সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, একজন স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তার ডাকনাম ছিল উম্মু খাল্লাদ (রা)। তিনি ছিলেন ঘোমটা (মুখমণ্ডল আবৃত) অবস্থায়। তিনি তার নিহত পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে (খোঁজ করতে) আসছিলেন। তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কতিপয় সাহাবী বললেন, তুমি মুখ ঢাকা অবস্থায় (পর্দা করে) তোমার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছো (এতো কঠিন অবস্থায়ও পর্দা রক্ষা করেছো)! তিনি বললেন, যদিও আমার ছেলের বিয়োগব্যথা আমাকে পর্যুদস্ত করেছে, কিন্তু আমার লজ্জা-শরমকে পর্যুদস্ত করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ছেলের জন্য দু'জন শহীদের সমান সওয়াব রয়েছে। তিনি (উম্মু খাল্লাদ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন ঃ কেননা তাকে আহলে কিতাবরা হত্যা করেছে (এজন্য দ্বিতীয় সওয়াব)।

بَابٌ فِىْ رُكُوْبِ الْبَحْرِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য সমুদ্রযাত্রা

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ بِشْرٍ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ اِلاَّ حَاجٌّ اَوْ مُعْتَمِرٌ اَوْ غَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا.

২৪৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যেন হজ্জ, ওমরা অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য ছাড়া সমুদ্রযাত্রা না করে। কেননা সমুদ্রের নীচে আগুন রয়েছে, আর আগুনের নীচে সমুদ্র রয়েছে (সমুদ্র হচ্ছে বিপদসংকুল)।

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اُخْتُ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ فَاِنَّكِ مِنْهُمْ. قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ.

قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَاندَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ.

২৪৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মিলহান-কন্যা এবং উম্মু সুলাইমের (আমার মায়ের) বোন উম্মু হারাম (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সহসা তিনি ঘুম থেকে হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, (আমার উম্মাতের) কিছু সংখ্যক লোক (জিহাদের উদ্দেশ্যে) এই (ভূমধ্য) সাগর পাড়ি দিচ্ছে। যেন তারা রাজার মত সিংহাসনে বসে আছে। তিনি (উম্মু হারাম) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। উম্মু হারাম বলেন, তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আনাস (রা) বলেন, পরে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর তারা (উসমান রা.)-র খিলাফতকালে রূমীয় খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে) নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাকেও (উম্মু হারাম) সাথে নেন। যুদ্ধ থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনকালে, তাকে (উম্মু হারামের) বাহন হিসাবে একটি খচ্চর দেয়া হলো। এটা তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলো, ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেলো এবং তিনি মারা গেলেন।

٢٤٩١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ اِلٰى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُسَ.

২৪৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুবা নামক পল্লীতে যেতেন, তিনি মিলহান-কন্যা উম্মু হারাম (রা)-র বাড়িতে উঠতেন। তিনি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি (নবী) উম্মু হারামের বাড়িতে গেলেন। তিনি তাঁকে আহার করালেন এবং তার মাথার উঁকুন বেছে দিতে বসলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, মিলহান-কন্যা সাইপ্রাসে মৃত্যুবরণ করেন।

٢٤٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُخْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِيْ قَالَ لاَ وَسَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الرُّمَيْصَاءُ اُخْتُ اُمِّ سُلَيْمٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

২৪৯২। উম্মে সুলাইম (রা)-র বোন রুমায়সা (উম্মু হারাম রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি (উম্মু হারাম) নিজের মাথা ধৌত করছিলেন। তিনি (মহানবী) হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে মাথা ধৌত করতে দেখে হাসছেন? তিনি বললেন ঃ না। এ হাদীসের পরবর্তী অংশ বাড়তি-কমতিসহ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আর-রুমায়সা (রা) উম্মু সুলাইম (রা)-র দুধবোন ছিলেন।

٢٤٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ الْقَيْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ.

২৪৯৩। উম্মু হারাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হজ্জ বা জিহাদের উদ্দেশ্যে) সমুদ্রে সফরকারীর নৌযানের ঝাঁকুনিতে যে বমি হয় তার জন্য একজন শহীদের সওয়াব এবং সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য দু'জন শহীদের সওয়াব রয়েছে।

٢٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيْقٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ سَمَاعَةَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৪৯৪। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন প্রকারের লোক, তাদের জন্য মহামহিম আল্লাহই দায়িত্বশীল। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হলো, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে নিরাপদে তার প্রাপ্য সওয়াব ও গনীমতসহ তার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করাবেন। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ যামিন থাকেন। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে তার প্রাপ্য সওয়াব ও গনীমত সহকারে বাড়ি পৌঁছাবেন। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে, আল্লাহ তার জন্য দায়িত্বশীল।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করেছে তার মর্যাদা

٢٤٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ فِى النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ اَبَدًا.

২৪৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন কাফের ও (জিহাদের ময়দানে) তার (মুসলিম) হত্যাকারী কখনও দোযখে একত্র হবে না।

بَابٌ فِيْ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আবাসে অবস্থানকারীরা মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদের মান-সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করবে

٢٤٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ اَهْلِهِ اِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا قَدْ خَلَفَكَ فِيْ اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلاً صَالِحًا وَكَانَ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى اَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ قَالَ فَاَبٰى عَلَيْهِ وَقَالَ قَعْنَبٌ اَنَا اُرِيْدُ الْحَاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَاَسْتَعِيْنُ عَلَيْهَا بِرَجُلٍ وَاَيُّنَا لاَ يَسْتَعِيْنُ فِيْ حَاجَتِهِ قَالَ اَخْرِجُوْنِيْ حَتّٰى اَنْظُرَ فَاُخْرِجَ فَتَوَارٰى قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَمَا هُوَ مُتَوَارٍ اِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَمَاتَ.

২৪৯৬। ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুজাহিদদের স্ত্রী-পরিজনের মান-সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করা বসে থাকা (যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে যাওয়া) লোকদের উপর তাদের মায়েদের মান-সম্ভ্রম হেফাজত করার সমতুল্য। বসে থাকা লোকদের কোন ব্যক্তি মুজাহিদদের কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের প্রতিনিধিত্ব করলো (সে এ সুযোগে তাদের খিয়ানত করলো), এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে মুজাহিদ ব্যক্তির সামনে দাঁড় করানো হবে। তাকে বলা হবে, এ ব্যক্তি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে (এবং তাতে খেয়ানত করেছে)। এখন তুমি তার নেক কাজ থেকে যা চাও নিয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ তোমাদের কি ধারণা (মুজাহিদ তার সমস্ত নেক কাজ নিয়ে নিতে পারে)!

আবু দাউদ (র) বলেন, কা'নাব (র) ছিলেন একজন ধার্মিক লোক। ইবনে আবু লাইলা (র) কা'নাবকে বিচারক নিয়োগ করতে চাইলে তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি যদি আমার এক দিরহামের প্রয়োজন পূরণ করতে চাই, তবে সেজন্য কোন

লোকের সাহায্য কামনা করবো। তিনি আরো বলেন, আমাদের মধ্যে কে না তার প্রয়োজনে অপরের সাহায্য চায়? তিনি বলেন, তাকে বাইরে নিয়ে আসো যাতে আমি দেখতে পাই। অতএব তাকে বাইরে আনতে গেলে তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন। সুফিয়ান (র) বলেন, তার লুকায়িত অবস্থায় ঘর ধসে পড়লে তিনি নিহত হন।

بَابٌ فِى السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুজাহিদ বাহিনী গনীমত লাভ ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করলে

٢٤٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَانِىءٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً اِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ اَجْرِهِمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَيَبْقٰى لَهُمُ الثُّلُثُ فَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ.

২৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন দল আল্লাহর পথে জিহাদ করে গনীমত লাভ করলো। তারা তাদের পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে গেলো এবং আখেরাতের জন্য একভাগ বাকি থাকলো। যদি তারা গনীমত লাভ করতে না পারে তবে তাদের সম্পূর্ণ পুরস্কার আখেরাতে দেয়া হবে।

بَابٌ فِىْ تَضْعِيْفِ الذِّكْرِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আল্লাহর পথে নামায-রোযা এবং যিক্‌রের প্রতিদান বৃদ্ধি সম্পর্কে

٢٤٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ وَسَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

২৪৯৮। সাহল ইবনে মু'আয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা ও যিক্‌র মহান আল্লাহর পথে খরচের তুলনায় সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সাত শত গুণ বৃদ্ধি পায়।

بَابُ فِيْمَنْ مَاتَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধে গিয়ে মারা যায়

٢٤٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ يَرُدُّ اِلٰى مَحْكُوْلٍ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ اَبَا مَالِكٍ الْاَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَاتَ اَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ اَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ اَوْ بَعِيْرُهُ اَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ اَوْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ اَوْ بِاَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَاِنَّهُ شَهِيْدٌ وَاِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ.

২৪৯৯। আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হলো, অতঃপর মারা গেলো অথবা নিহত হলো সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। অথবা ঘোড়া বা উট তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করলো অথবা বিষধর প্রাণী তাকে দংশন করলো অথবা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী বিছানায় মৃত্যুবরণ করলো, এসব ক্ষেত্রেও সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে এবং তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।

بَابُ فِيْ فَضْلِ الرِّبَاطِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সীমান্ত প্রহরার ফযীলাত

٢٥٠٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلاَّ الْمُرَابِطَ فَاِنَّهُ يَنْمُوْ لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ.

২৫০০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাজ (করার ক্ষমতা এবং তা থেকে সওয়াব লাভ) শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সীমান্ত প্রহরার সওয়াব ও প্রতিদান বন্ধ হয়

না। কিয়ামত পর্যন্ত তার কাজের সওয়াব বর্ধিত হতে থাকবে এবং সে কবরের যাবতীয় বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকবে।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْحَرَسِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মহান আল্লাহর রাস্তায় সতর্ক প্রহরার মর্যাদা

٢٥٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى السَّلُوْلِىُّ اَبُوْ كَبْشَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ اَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ صَلاَةً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ انْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ حَتّٰى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَاِذَا اَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ اَبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوْا اِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىُّ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ وَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِىْ اَعْلاَهُ وَلاَ نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مُصَلاَّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ اَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَتَلَفَّتُ اِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ اِلٰى خِلاَلِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اِنِّىْ انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ اَمَرَتْنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَ اَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لاَ اِلاَّ مُصَلِّيًا اَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ اَنْ لاَّ تَعْمَلَ بَعْدَهَا.

২৫০১। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা (সাহাবারা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হোনাইনের যুদ্ধের জন্য সফরে বের হলেন। রাত আসা পর্যন্ত তারা একে অপরকে অনুসরণ করে চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাদের মধ্যে থেকে গিয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে উঠলাম। আমি দেখতে পেলাম, হাওয়াযিন গোত্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত লোক, উট-বকরী সবকিছু তারা হোনাইন প্রান্তরে একত্র করেছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ আগামীকাল এসব কিছু গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হাতে এসে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দিতে পারবে? আনাস ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তিনি বললেন ঃ তবে সওয়ার হয়ে আসো। তিনি তার একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি এ গিরিপথের দিকে মনোযোগ দাও এবং এর শেষ প্রান্তে গিয়ে পাহারা দাও। সাবধান! আমরা যেন তোমার অসতর্কতার কারণে ধোঁকা না খাই (শত্রু কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত না হই)। যখন ভোর হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য বেরিয়ে আসলেন। তিনি দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়ার পর বললেন ঃ তোমাদের ঘোড়সওয়ারের কি খবর? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। অতঃপর নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন আর গিরিপথের (ঘাঁটির) দিকে তাকাতে থাকলেন। নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের ঘোড়সওয়ার এসে গেছে। সাহাবারা বললেন, আমরা গাছের ফাঁক দিয়ে গিরিপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে আসতে দেখলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলো। অতঃপর বললো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী গিরিপথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলাম। যখন ভোর হলো, আমি উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছো? তিনি বললেন, নামায ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পায়খানা-পেশাব) ছাড়া নামিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তো (বেহেশত) তোমার জন্য অবধারিত করেছো, এরপর তুমি কোন (অতিরিক্ত নেক) কাজ না করলেও চলবে।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যুদ্ধ বর্জন করার ক্ষতি

٢٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

২৫০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেলো অথচ জিহাদ করলো না বা মনে মনেও জিহাদের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলো না, সে মুনাফিকি অবস্থায় মারা গেলো।

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

২৫০৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কখনও জিহাদ করেনি অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়নি অথবা কোন মুজাহিদ পরিবারের উপকারও করেনি, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের পূর্বে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করবেন।

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

২৫০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের ধন-মাল, জীবন-প্রাণ ও মুখের কথায় জিহাদ করো।

بَابٌ فِيْ نَسْخِ نَفِيْرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ বিশেষ কতক লোকের যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশগ্রহণের হুকুম রহিত করা হয়েছে

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا. وَمَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى قَوْلِهِ يَعْمَلُوْنَ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً.

২৫০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মহান আল্লাহর বাণী) ঃ "তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না করো, তবে তিনি তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন..." (সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ৩৯)। "মদীনার অধিবাসী,... তারা যা করে" পর্যন্ত (সূরা আত-তাওবা ঃ ১২০-১২১)। উল্লিখিত আয়াতগুলোর হুকুম নিম্নের আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়েছে। "ঈমানদার লোকদের সকলের একসঙ্গে বের হওয়া জরুরী ছিলো না..." (সূরা আত-তাওবা ঃ আয়াত ১২২)।

٢٥٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنِيْ نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ "اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا قَالَ فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ.

২৫০৬। নাজদা ইবনে নুফাই' (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, তবে তিনি তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৯)। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, (যারা যুদ্ধের জন্য বের হয়নি) তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ মওকুফ রাখা হয়েছিল (ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল)। আর এটাই ছিল তাদের শাস্তি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُوْدِ مِنَ الْعُذْرِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ গ্রহণযোগ্য ওযরের প্রেক্ষিতে জিহাদে যোগদান না করার অবকাশ আছে

٢٥٠٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِيَتْهُ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى فَخِذِيْ فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيْءٍ اَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اُكْتُبْ فَكَتَبْتُ فِيْ كَتِفٍ "لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ... وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ" اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. فَقَامَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لَمَّا سَمِعَ فَضِيْلَةَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَضٰى كَلاَمَهُ غَشِيَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِيْنَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِيْ وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ يَا زَيْدُ فَقَرَأْتُ لاَ يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا. قَالَ زَيْدٌ فَاَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهَا فَاَلْحَقْتُهَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِيْ كَتِفٍ.

২৫০৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই ছিলাম। প্রশান্তি ও নীরবতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরু আমার উরুর উপর পতিত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর চেয়ে অধিক ভারি কোন জিনিস অনুভব করিনি। অতঃপর ওহীর অবস্থা তাঁর উপর থেকে বিদূরিত হলে তিনি বললেন ঃ লেখো! অতএব আমি কাঁধের (হাড়ের) উপর লিখলাম, "যেসব মুসলমান ঘরে বসে থাকে... আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকগণ..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ৯৫)। ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) যখন মুজাহিদদের সম্মান ও মর্যাদার কথা শুনলেন, তিনি দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে যারা জিহাদ করতে অক্ষম তাদের অবস্থা কি হবে? যখন তিনি তার কথা শেষ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ওহী নাযিল হওয়াকালীন)

প্রশান্তি ও নীরবতা আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাঁর উরু আমার উরুর উপর পতিত হলো। আমি প্রথমবারের মত দ্বিতীয়বারও অনুরূপ ওজন অনুভব করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ওহীর প্রভাব কেটে গেলো। তিনি বললেন ঃ হে যায়েদ! পাঠ করো। আমি পাঠ করলাম, "যেসব মুসলমান ঘরে বসে থাকে তারা সমকক্ষ নয়....."। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ "অক্ষমতার কারণ ছাড়াই" (অর্থাৎ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-এর পর غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ বাক্যাংশটুকু যোগ কর)। তিনি পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করলেন। যায়েদ (রা) বলেন, দ্বিতীয়বার মহান আল্লাহ এককভাবে এ বাক্যাংশটুকু (غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ) নাযিল করলেন। আমি নির্দিষ্ট স্থানে এটা জুড়ে দিলাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! হাড়ের ফাটা স্থানে উল্লেখিত বাক্যাংশটুকু জুড়ে দেয়ার দৃশ্যটা এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

٢٥٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ اِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

২৫০৮। মূসা ইবনে আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা (মুজাহিদগণ) তো মদীনায় কিছু লোক রেখে এসেছো। তোমরা যে স্থানই সফর করো না কেন, যাই খরচ করো না কেন এবং যে কোন প্রান্তর অতিক্রম করো না কেন, তারা তোমাদের সাথেই আছে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কিভাবে আমাদের সাথে আছে, অথচ তারা তো মদীনায়ই অবস্থান করছে! তিনি বললেন ঃ তাদেরকে ওজর-অক্ষমতা প্রতিরোধ করে রেখেছে।

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যে কাজে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায়

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

২৫০৯। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সে প্রকৃতই যেন জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি কল্যাণকামিতা সহকারে কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনা করলো, সেও যেন জিহাদ করলো।

٢٥١٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى بَنِىْ لِحْيَانَ وَقَالَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ اَجْرِ الْخَارِجِ.

২৫১০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিহ্য়ান গোত্রের বিরুদ্ধে (একদল মুজাহিদকে অভিযানে) প্রেরণ করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ প্রত্যেক ঘরের প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্ধেক লোক) জিহাদে যোগদান করবে। অতঃপর তিনি পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি বাইরে যাওয়া ব্যক্তির পরিবার ও ধন-মালের কল্যাণকর হেফাজত করবে তার জন্য জিহাদে গমনকারীর অর্ধেক সওয়াব রয়েছে।

بَابٌ فِى الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ বীরত্ব ও কাপুরুষতা সম্পর্কে

٢٥١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ شَرُّ مَا فِىْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

২৫১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তির চরিত্রে লালসা-কৃপণতা এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতা রয়েছে সে খুবই নিকৃষ্ট।

بَابٌ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা নিজেদের হাতে তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না

٢٥١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ نُرِيْدُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَالرُّوْمُ مُلْصِقُوْا ظُهُوْرِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِيْنَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُلْقِىْ بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَظْهَرَ الْاِسْلاَمَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيْمُ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ فَالْاِلْقَاءُ بِأَيْدِيْنَا اِلَى التَّهْلُكَةِ اَنْ نُقِيْمَ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. قَالَ اَبُوْ عِمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ اَيُّوْبَ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ.

২৫১২। আবু ইমরান আসলাম ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনা থেকে কনস্টান্টিনোপলে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন 'আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)। রূমীয় সৈন্যরা শহরের প্রাচীর-বেষ্টনীর বহির্ভাগ থেকে (প্রাচীরকে পিছনে রেখে) প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। জনৈক মুসলিম সৈনিক শত্রুবাহিনীর উপর হামলা করে বসলো। লোকেরা বললো, হায়, হায়! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বললেন, এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করলেন এবং দীন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, আমরা মনে মনে বললাম, এসো! আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়েই থাকি এবং এগুলোকে

ঠিকঠাক করি। মহান আল্লাহ্ তখন এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমরা (ধন-সম্পদ) আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯৫)। আমাদের নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ হলো, আমরা ধন-সম্পদ নিয়েই ব্যস্ত থাকবো এবং এর পরিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবো, আর জিহাদ পরিত্যাগ করবো (এরূপ করলে আমরা ধ্বংস হবো)। আবু ইমরান (রা) বলেন, (উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে) আবু আইউব আল-আনসারী (রা) সব সময় মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, এমনকি তিনি (কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন,) মৃত্যুর পর তাকে সেখানে দাফন করা হয়।

بَابٌ فِى الرَّمْىِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ

٢٥١٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلاَّمٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ اِلاَّ ثَلاَثٌ تَاْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ. وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

২৫১৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একটি তীরের সাহায্যে মহান আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তীর প্রস্তুতকারী, যদি সে তার এ পেশায় কল্যাণের (জিহাদের) আশা রাখে, তীর নিক্ষেপকারী (জিহাদের মাঠে) এবং যে ব্যক্তি তা নিক্ষেপের উপযোগী করে নিক্ষেপকারীর হাতে দেয়। তোমরা তীরন্দাজী ও ঘোড়সোয়ারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। তোমাদের অশ্বারোহীর প্রশিক্ষণের চেয়ে তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ আমার কাছে অধিক প্রিয়। তিন ধরনের খেলাধুলা গ্রহণযোগ্য– কোন ব্যক্তির তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা ও আমোদ-স্ফূর্তি করা এবং

তীর-ধনুকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর অনাগ্রহবশত তা পরিত্যাগ করলো, সে আল্লাহর দেয়া এক নেয়ামতকে পরিত্যাগ করলো, অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে এই নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো।

٢٥١٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىٍّ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ.

২৫১৪। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপরে বলতে শুনেছি ঃ "তাদের মুকাবিলা করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করো" (সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬০)। খবরদার! তীরন্দাজীর মধ্যেই শক্তি নিহিত, সাবধান! তীরন্দাজীর মধ্যেই শক্তি নিহিত, জেনে রাখো! তীরন্দাজীর মধ্যেই শক্তি নিহিত।

بَابُ فِيْمَنْ يَغْزُوْ وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থ আশা করে

٢٥١٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَّرِيَاءً وَسُمْعَةً وَّعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.

২৫১৫। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিহাদ দুই ধরনের। যে ব্যক্তি (জিহাদে) আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, ইমামের আনুগত্য করে, উত্তম জিনিস (ধন-প্রাণ) খরচ করে, সহকর্মীর সাথে মোলায়েম ব্যবহার করে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বিরত থাকে, তার নিদ্রা ও জাগরণ সব কিছুই সওয়াব ও পুরস্কার লাভের উপায় হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও খ্যাতি ছড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্যাচরণ করে এবং পৃথিবীতে

বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে জিহাদের কোন প্রতিদান ও সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না।

٢٥١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشَجِّ عَنِ ابْنِ مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَجْرَ لَهُ فَاَعْظَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ وَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ لاَ اَجْرَ لَهُ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ لاَ اَجْرَ لَهُ.

২৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে এবং এর দ্বারা সে কিছু পার্থিব উপকরণ হাসিল করতে চায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জিহাদে তার কোন সওয়াব ও প্রতিদান লাভ হলো না। লোকেরা এ কথায় হতবাক হলো। তারা লোকটিকে বললো, তুমি পুনর্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। মনে হয় তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারোনি। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখে এবং কিছু পার্থিব স্বার্থ লাভের আশা রাখে। তিনি বললেন ঃ তার জন্য কোন পুরস্কার নেই। লোকেরা বললো, তুমি পুনর্বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। সে তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তার জন্য কোন প্রতিদান নেই।

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে

٢٥١٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ اَعْرَبِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ اَعْلٰى فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৫১৭। আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, এক ব্যক্তি স্মরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি লোকের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য যুদ্ধ করে, অপর ব্যক্তি গনীমত লাভের জন্য যুদ্ধ করে এবং অপর ব্যক্তি তার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমাকে (দীনকে) সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে কেবল সে-ই মহামহিম আল্লাহর পথে জিহাদ করে।

٢٥١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِيْ وَائِلٍ حَدِيْثًا اَعْجَبَنِيْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৫১৮। আমর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইলের কাছে এমন একটি হাদীস শুনলাম, যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করলো...। হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

٢٥١٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْوَضَّاحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَئِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَلٰى اَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ اَوْ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِيْكَ الْحَالِ.

২৫১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার মত) জিহাদ এবং (তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মত) যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি যদি ধৈর্য ও আত্মবিশ্লেষণ সহকারে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো তবে আল্লাহ তোমাকে এ দু'টি গুণে ভূষিত করে কিয়ামতের দিন হাযির করবেন। আর যদি তুমি প্রদর্শনেচ্ছা নিয়ে এবং ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো, তবে আল্লাহ তোমাকে রিয়াকারী

(কপট) ও ধনলোভী হিসাবে হাশরের মাঠে উপস্থিত করবেন। হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি যে মানসিক অবস্থা নিয়ে যুদ্ধ করবে অথবা নিহত হবে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ অবস্থায় (কিয়ামতের দিন) উত্থিত করবেন।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা

٢٥٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ بِاُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُّبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوْا فِى الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৫২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের) বললেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো, তাদের রূহগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ রঙের পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। তারা বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, এখানকার ফলমূল খায় এবং 'আরশের ছায়ায় ঝুলানো সোনার ফানুসের মধ্যে বসবাস করে। তারা যখন নিজেদের মনঃপূত খাবার, পানীয় ও বাসস্থান পেলো, তখন বললো, আমাদের ভাইদের কাছে কে আমাদের এ খবর পৌঁছে দিবে, আমরা বেহেশতের মধ্যে জীবিত আছি, এখানে আমাদেরকে নিয়মিত রিযিক দেয়া হচ্ছে। তারা (এটা জানতে পারলে) জিহাদ করতে অনাগ্রহী হবে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অলসতার প্রশ্রয় দিবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমি তাদের কাছে তোমাদের এ খবর পৌঁছে দিবো। রাবী বলেন, মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে নিয়মিত রিযিক পাচ্ছে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯)।

٢٥٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيْمِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِى الْجَنَّةِ.

২৫২১। হাসনাআ বিনতে মু'আবিয়া আস-সারীমিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি (চাচা) বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোক বেহেশতে যাবে? তিনি বললেন ঃ নবীগণ (আ) বেহেশতে যাবেন, শহীদগণ বেহেশতে যাবে, শিশুরা বেহেশতে যাবে এবং (জাহিলী যুগে) জীবন্ত প্রথিত শিশু কন্যারা বেহেশতে যাবে।

بَابٌ فِى الشَّهِيْدِ يَشْفَعُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ শহীদদের শাফা'আত কবুল করা হবে

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِىُّ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِىُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ اَيْتَامٌ فَقَالَتْ اَبْشِرُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الشَّهِيْدُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيْدِ.

২৫২২। নিমরান ইবনে উতবা আয-যামারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মুদ দারদা (রা)-র কাছে প্রবেশ করলাম, আমরা ছিলাম ইয়াতীম। তিনি আমাদের বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তর ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করবে এবং তার সুপারিশ কবুল করা হবে। আবু দাউদ বলেন, সঠিক হচ্ছে রাবাহ ইবনুল ওলীদ (ওলীদ ইবনে রাবাহ নয়, ইনি হাদীসের অধস্তন রাবী)।

بَابٌ فِى النُّوْرِ يُرٰى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ শহীদের কবরের কাছে নূর দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্পর্কে

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ لاَ يَزَالُ يُرٰى عَلٰى قَبْرِهِ نُوْرٌ. قَالَ لَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ نَحْوَهُ.

২৫২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী যখন মারা গেলেন লোকেরা আমাদের বলতো, তার কবরের কাছে সর্বদা নূর দেখা যায়।

٢٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ اَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا دَعَوْنَا لَهُ وَقُلْنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاَتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ شَكَّ شُعْبَةُ فِىْ صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ اِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

২৫২৪। উবাইদ ইবনে খালিদ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তাদের একজন (যুদ্ধক্ষেত্রে) নিহত হলো এবং অপরজন তার (কিছু দিন) পর এক জুমু'আর দিন অথবা তার কাছাকাছি কোন এক দিন মারা গেলো। আমরা তার জানাযা পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা (দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য) কি বলেছ? আমরা (তাঁকে) জানালাম, আমরা তার জন্য দু'আ করেছি এবং বলেছি, 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো এবং তাকে তার সাথীর সাথে মিলিত করো'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে প্রথম ব্যক্তির নামাযের পরেও দ্বিতীয় ব্যক্তির নামায, রোযা ও অন্যান্য কাজগুলো কোথায় গেলো? রোযার (কথাও উল্লেখ করা হয়েছিলো কিনা) ব্যাপারে (অধস্তন রাবী) শো'বা সন্দেহে পতিত হয়েছেন। এ দুই ব্যক্তির (মর্যাদার) মধ্যে আসমান-জমীনের ব্যবধান।

بَابٌ فِى الْجَعَائِلِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ জিহাদে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান

٢٥٢٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو

بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنٰى وَاَنَا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِىِّ عَنِ ابْنِ اَخِيْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيْهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ مَنْ اَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ اَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا اَلاَ وَذٰلِكَ الْاَجِيْرُ اِلٰى اٰخِرِ قَطْرَةٍ مِّنْ دَمِهِ.

২৫২৫। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ অচিরেই বড়ো বড়ো শহর তোমাদের অধীনস্থ হবে এবং সুসংগঠিত সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। তোমরা তাতে সৈনিক হিসাবে নিয়োজিত হবে। তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি (বিনা পারিশ্রমিকে) উক্ত বাহিনীতে (জিহাদ করার জন্য) যোগদান করা পছন্দ করবে না। (জিহাদে যোগদান থেকে) রেহাই পাওয়ার জন্য সে তার জনপদ থেকে পলায়ন করবে। অতঃপর সে বিভিন্ন জনপদ অনুসন্ধান করবে। সে নিজেকে তাদের কাছে পেশ করে বলবে, কে আমাকে মজুরীর বিনিময়ে কাজে লাগাবে এবং অমুক সেনাবাহিনীতে যোগদান করা থেকে বাঁচাবে? কে আমাকে মজুর নিয়োগ করবে এবং অমুক সেনাবাহিনীতে যোগদান করা থেকে বাঁচাবে? সাবধান! এ ব্যক্তি তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত মজুরই থাকবে (কোন দিনই মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না)।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى اَخْذِ الْجَعَائِلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ যুদ্ধের জন্য ভাড়াটে সৈনিক বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করার অনুমতি

٢٥٢٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْغَازِىْ اَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ اَجْرُهُ وَاَجْرُ الْغَازِىْ.

২৫২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিহাদকারীর জন্য তার প্রতিদান রয়েছে এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদপত্র দানকারীর জন্য তার অর্থ-সম্পদ খরচের প্রতিদান এবং জিহাদকারীর প্রতিদান রয়েছে (দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করার সময় নিজের সাথে বেতনভুক খাদেম নেয়

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ اَنَّ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ قَالَ اَذَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِىْ خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ اَجِيْرًا يَكْفِيْنِىْ وَاُجْرِىَ لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلاً فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيْلُ اَتَانِىْ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ مَا السُّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِىْ فَسَمِّ لِىْ شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ اَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيْمَتُهُ اَرَدْتُ اَنْ اُجْرِىَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيْرَ فَجِئْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ اَمْرَهُ فَقَالَ مَا اَجِدُ فِىْ غَزْوَتِهِ هٰذِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ دَنَانِيْرَهُ الَّتِىْ سَمَّى.

২৫২৭। আবদুল্লাহ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। ইয়া'লা ইবনে মুনইয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য ডাক দিলেন। আমি ছিলাম খুবই বৃদ্ধ এবং আমার কোন খাদেম ছিলো না। আমি আমার প্রয়োজন পূরণ করার মত একজন শ্রমিক খোঁজ করলাম এবং তাকে (গনীমতের) অংশ দিবো (বলে চিন্তা করলাম)। আমি এক ব্যক্তিকে পেয়ে গেলাম। যুদ্ধের জন্য রওয়ানা করার সময় ঘনিয়ে এলে সে এসে আমাকে বললো, আমি জানি না কি পরিমাণ অংশ পাওয়া যাবে এবং আমার অংশে কতটুকু পড়বে। অতএব গনীমতের মাল পাওয়া যাক বা না যাক, আমার জন্য মজুরী নির্ধারণ করুন। আমি তার জন্য তিন দীনার মজুরী নির্ধারণ করলাম। যখন গনীমত বণ্টনের সময় হলো, আমি তাকে এর একটা অংশ দেয়ার ইচ্ছা করলাম। তখন দীনারের কথাও মনে পড়লো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আমি এ যুদ্ধের বিনিময়ে দুনিয়া এবং আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত দীনার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ وَاَبَوَاهُ كَارِهَانِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ পিতা-মাতার অমতে জিহাদে যোগদান করা যায় না

٢٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا.

২৫২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি হিজরত করার জন্য দীক্ষা (বায়'আত) নিতে আপনার কাছে এসেছি এবং আমার মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও। তুমি যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাদেরকে হাসাও (খুশি করো)।

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُجَاهِدُ قَالَ اَلَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْعَبَّاسِ هٰذَا الشَّاعِرُ اِسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ.

২৫২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা (জীবিত) আছে কি? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাদের সেবা করো, এটাই তোমার জন্য জিহাদ। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আবুল আব্বাস হলেন কবি, তার নাম আস-সায়েব ইবনে ফাররূখ।

٢٥٣٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ دَرَّاجًا اَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ اَبَوَاىَ فَقَالَ اَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَاْذِنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَاِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

২৫৩০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকা থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাজির হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়ামানে তোমার কেউ আছে কি? সে বললো, আমার পিতা-মাতা আছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কি তোমাকে (জিহাদে যোগদানের) অনুমতি দিয়েছে? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি চাও। যদি তারা তোমাকে অনুমতি দেয় তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করো, অন্যথায় তুমি তাদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন করো।

بَابٌ فِى النِّسَاءِ يَغْزُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা

٢٥٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لِيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى.

২৫৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুলাইমের মাকে এবং আরো কতিপয় আনসার মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তারা মুজাহিদদের পানি সরবরাহ করতেন এবং আহতদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের সেবাযত্ন করতেন।

بَابٌ فِى الْغَزْوِ مَعَ اَئِمَّةِ الْجَوْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ স্বৈরাচারী শাসকের নেতৃত্বে জিহাদ করা

٢٥٣٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ نُشْبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِى اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِى الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ.

২৫৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় ঈমানের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। (এক) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা পড়ে তার অনিষ্টসাধন করা থেকে (হাত-মুখকে)

বিরত রাখা, কোন গুনাহের কারণে তাকে কুফরীর দিকে ঠেলে না দেয়া এবং (শরী'আত বিরোধী) কোন কাজ করার অপরাধে তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার না করা। (দুই) আমাকে (রাসূল হিসাবে) প্রেরণের সময় থেকে আমার উম্মতের সর্বশেষ দলের দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোন যালিম শাসকের যুলুম অথবা কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ এটাকে রহিত করতে পারবে না। (তিন) তাকদীরে ঈমান আনা।

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

২৫৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শাসকের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য), চাই সে পুণ্যবান হোক অথবা পাপিষ্ঠ। যে কোন মুসলমানের পিছনে নামায পড়া তোমাদের ওপর ওয়াজিব, চাই সে নেককার হোক অথবা পাপিষ্ঠ, এমনকি সে কবীরা গুনাহ করলেও। প্রত্যেক মুসলমানের (মৃতের) জানাযা নামায পড়া (তোমাদের ওপর) ওয়াজিব, চাই সে সৎকর্মশীল হোক অথবা পাপাচারী, এমনকি সে (মৃত্যুর পূর্বে) কবীরা গুনাহ করলেও।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُوْ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অন্যের সওয়ারীতে আরোহণ করে কোন ব্যক্তির জিহাদে যোগদান করা

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَّغْزُوَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمْ اِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لِاَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ

يَحْمِلُهُ اِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِىْ اَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ اِلَىَّ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً قَالَ مَا لِىْ اِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ اَحَدٍ مِنْ جَمَلِىْ.

২৫৩৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (মহানবী) যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সংকল্প করলেন। তিনি বললেন ঃ 'হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক আছে, যাদের (জিহাদ করার মত) আর্থিক সামর্থ্যও নাই এবং তাদের (সাহায্য করার মত) আত্মীয়-স্বজনও নাই। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার (সওয়ারী ও আহারের) সাথে এদের দুই অথবা তিনজনকে শরীক করে নেয়।' আমাদের কারো সওয়ারীর অবস্থা ছিলো যে, পালা করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিলো না। জাবের (রা) বলেন, আমি তাদের দুই অথবা তিনজনকে আমার সাথে মিলিয়ে নিলাম। তিনি (জাবের) বলেন, আমার একটি মাত্র উট ছিল। আমিও অন্যদের মত পালা করে তাতে সওয়ার হলাম।

টীকা ঃ অনুচ্ছেদটির এ অর্থও হতে পারে– জিহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে নিজের জন্তুযানে অন্যের মালপত্র বহন করা।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَغْزُوْ يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالْغَنِيْمَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি সওয়াব ও গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

٢٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ ضَمْرَةُ ابْنُ زُغْبٍ الْاَيَادِىُّ حَدَّثَهُ قَالَ نَزَلَ عَلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَوَالَةَ الْاَزْدِىُّ فَقَالَ لِىْ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَغْنَمَ عَلٰى اَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِىْ وُجُوْهِنَا فَقَامَ فِيْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ اِلَىَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلاَ تَكِلْهُمْ اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوْا عَنْهَا وَلاَ تَكِلْهُمْ اِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْسِرُوْا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ اَوْ عَلٰى هَامَتِىْ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ اِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ اَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالْاُمُوْرُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِىْ هٰذِهِ مِنْ رَأْسِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصِىٌّ.

২৫৩৫। দামরা ইবনে যুগব আল-আয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা আল-আযদী (রা) আমার এখানে মেহমান হলেন। তিনি আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি পদাতিক বাহিনীকে গনীমত অর্জনের জন্য (যুদ্ধে) পাঠালেন। আমরা ফিরে আসলাম, কিন্তু মোটেই গনীমত অর্জন করতে পারলাম না। তিনি আমাদের চেহারায় কষ্ট ও শ্রান্তি-ক্লান্তি লক্ষ্য করলেন। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদেরকে আমার গলগ্রহ করো না (কেননা আমি তাদের আর্থিক সাহায্য করতে অক্ষম)। তাদের দুর্বলতা ও নিঃসহায়তা দূর করে দাও। তাদেরকে তাদের নিজেদের গলগ্রহও করো না, অন্যথায় তারা জিহাদ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। তাদেরকে অন্য লোকেরও গলগ্রহ করো না, তাহলে তারা (লোকেরা) তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাবে"। (ইবনে হাওয়ালা বলেন), অতঃপর তিনি আমার মাথা অথবা মাথার তালুতে হাত রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে, খেলাফত (বাইতুল) মাকদিসের ভূমিতে (সিরিয়ায়) চলে গেছে, তখন মনে করবে ভূ-কম্পনসমূহ, চিন্তা-পেরেশানী ও বিপদ-মসিবত কাছে এসে গেছে। সেদিন কিয়ামত মানুষের এত নিকটে এসে যাবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার যত কাছে আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা হলেন হিম্‌স-এর অধিবাসী।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْرِى نَفْسَهُ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) বিক্রি করে

٢٥٣٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْهَزَمَ يَعْنِىْ اَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ.

২৫৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের মহান প্রভু এমন এক ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যে মহামহিম আল্লাহর পথে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। তার সব সঙ্গী পলায়ন করেছে, কিন্তু সে জানতে পারলো তার ওপর (আল্লাহর) কি (হক) রয়েছে। সে পুনরায় (একাধিক কাফেরকে হত্যা করতে) প্রত্যাবর্তন করলো। অতঃপর তার রক্ত প্রবাহিত হলো (নিহত হলো)। মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দার দিকে

তাকিয়ে দেখো, সে আমার কাছে যা (সওয়াব) আছে তার আশায় এবং আমার কাছে যা (শাস্তি) রয়েছে তার ভয়ে (কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে) প্রত্যাবর্তন করেছে এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছে (নিহত হয়েছে)।

بَابُ فِيْمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান হওয়ার পরপর সেখানেই নিহত হলো

٢٥٣٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ اَنْ يُّسْلِمَ حَتّٰى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ اَيْنَ بَنُوْ عَمِّىْ قَالُوْا بِاُحُدٍ قَالَ اَيْنَ فُلَانٌ قَالُوْا بِاُحُدٍ قَالَ اَيْنَ فُلَانٌ قَالُوْا بِاُحُدٍ فَلَبِسَ لَاْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوْا اِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ اِنِّىْ قَدْ اٰمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتّٰى جُرِحَ فَحُمِلَ اِلٰى اَهْلِهِ جَرِيْحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِاُخْتِهِ سَلِيْهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ اَوْ غَضَبًا لَهُمْ اَمْ غَضَبًا لِلّٰهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلّٰى لِلّٰهِ صَلَاةً.

২৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে উকাইশের জাহিলী যুগের কিছু সুদ অনাদায়ী ছিল। সেগুলো আদায় না করা পর্যন্ত তিনি মুসলমান হওয়া পছন্দ করলেন না। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়? লোকেরা বললো, উহুদ প্রান্তরে গিয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কোথায়? লোকেরা বলল, তিনি উহুদে গিয়েছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? লোকেরা বললো, তিনি ওহুদের যুদ্ধে গিয়েছেন। তিনি তার যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন এবং নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। অতঃপর তিনি সেদিকে (উহুদে) রওয়ানা করলেন। মুসলমানগণ তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমর! আমাদের থেকে তুমি অন্যদিকে যাও (আমাদের মধ্যে প্রবেশ করো না, কেননা তুমি কাফের)। তিনি বললেন, আমি তো ঈমান এনেছি। তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আহত হলেন। আহত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সা'দ ইবনে মু'আয (রা) তার বাড়িতে আসলেন। তিনি তার বোনকে বললেন, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি তোমার গোত্রের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য অথবা তাদের (দুশমনদের) প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে অথবা আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করেছো? তিনি

(আমর) বললেন, আমি বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করেছি। তিনি মারা গেলেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করলেন। অথচ তিনি আল্লাহর জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও পড়ার সুযোগ পাননি।

টীকা ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই আমর (রা) যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। আহত অবস্থায় বাড়িতে নীত হওয়ার পর তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কোন নামায পড়ার সুযোগ পাননি। ইসলাম গ্রহণের ফলে পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَمُوْتُ بِسِلاَحِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে ব্যক্তি ঘটনাক্রমে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়

٢٥٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبُو دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ كَذَا قَالَ هُوَ يَعْنِى ابْنَ وَهْبٍ وَعَنْبَسَةُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ جَمِيْعًا عَنْ يُوْنُسَ قَالَ اَحْمَدُ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِىْ قِتَالاً شَدِيْدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذٰلِكَ وَشَكَوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

২৫৩৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, খায়বারের যুদ্ধ শুরু হলো, আমার ভাই ঘোরতর যুদ্ধ করলেন। ঘটনাক্রমে তার তরবারি তার দিকে ঘুরে গেলো, ফলে তিনি এর আঘাতেই নিহত হলেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ (বিভিন্ন রকম কথা) বলাবলি করলেন। তারা তার মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হলেন এবং বললেন, তিনি নিজ অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছেন (সম্ভবত তারা এটাকে আত্মহত্যা বলে অনুমান করেছেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে মুজাহিদ সৈনিক সাধক হিসেবে মারা গেছে। (অধস্তন রাবী) ইবনে শিহাব (র) বলেন, অতঃপর আমি সালামা ইবনুল আকওয়ার এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি তার পিতার সূত্রে

একই কথা বললেন। তবে এ বর্ণনায় একটু ব্যতিক্রম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা মিথ্যা অনুমান করেছে। সে সাধক ও মুজাহিদ হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।

٢٥٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَغَرْنَا عَلٰى حَىٍّ مِّنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَاَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُوْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوْهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَشَهِيْدٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَاَنَا لَهُ شَهِيْدٌ.

২৫৩৯। মু'আবিয়া ইবনে আবু সাল্লাম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা আবু সাল্লামের সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (সাহাবী) বলেন, আমরা জুহাইনা গোত্রের এক উপ-গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালালাম। মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাদের এক ব্যক্তির অনুসরণ করে তার উপর আঘাত হানলো, কিন্তু আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ফলে তরবারি ঘুরে এসে তার নিজের উপরই পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের ভাইয়ের খবর লও। লোকেরা তার খোঁজ নেয়ার জন্য দ্রুত বেরিয়ে পড়লো। তারা তাকে মৃত অবস্থায় পেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্রেই জড়িয়ে নিলেন (কাফন দিলেন), অতঃপর তার জানাযা পড়লেন এবং দাফন করলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি শহীদ হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি তার পক্ষে সাক্ষী থাকলাম।

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যুদ্ধের সূচনায় দু'আ করা

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ

عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا. قَالَ مُوْسٰى وَحَدَّثَنِىْ رِزْقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ الْمَطَرِ.

২৫৪০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি সময়ের দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না অথবা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। আযানের সময়ের দু'আ এবং যুদ্ধের সময়ে যখন একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। (অধস্তন রাবী) মূসা ইবনে ইয়াকূব বলেন, আমাকে রিয্ক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, তিনি আবু হাযেমের সূত্রে, তিনি সাহল ইবনে সা'দের সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বৃষ্টির সময়ের দু'আও (কবুল হয়)।

بَابُ فِيْمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শহিদী মৃত্যু কামনা করে

٢٥٤١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ يَرُدُّ اِلٰى مَحْكُوْلٍ اِلٰى مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ اَوْ قُتِلَ فَاِنَّ لَهُ اَجْرَ شَهِيْدٍ. زَادَ ابْنُ الْمُصَفّٰى مِنْ هُنَا وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِىْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيْحُهَا رِيْحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ.

২৫৪১। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি উষ্ট্রীর দু'বার দুধ দোহনের মাঝখানে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সশরীরে আল্লাহর পথে (জিহাদে যোগদান করে) নিহত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দু'আ করলো, অতঃপর মারা গেলো অথবা নিহত হলো, তার জন্য শহীদের প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে। (অধস্তন রাবী) ইবনুল মুসান্না এখান থেকে আরো বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি

আল্লাহর রাস্তায় আহত হলো অথবা আহত হওয়ার মত বিপদে পতিত হলো, কিয়ামতের দিন তার এ জখম পূর্বের মত তাজা (রক্ত প্রবাহিত) অবস্থায় উপস্থিত হবে। এর রং হবে জা'ফরানের রঙের মত এবং এর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর ঘ্রাণের মত। মহান আল্লাহর পথে (জিহাদে গিয়ে) যে ব্যক্তির শরীরে ফোঁড়া উঠলো, তার (অথবা তার এ ক্ষতের) উপর শহীদের সীলমোহর অংকিত থাকবে।

টীকা ঃ 'উষ্ট্রীর দু'বার দুধ দোহনের মাঝখানে' অর্থাৎ সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে যায় (অনু.)।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِى الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ঘোড়ার কপাল ও লেজের চুল কাটা মাকরূহ

٢٥٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ وَهٰذَا لَفْظُهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَقُصُّوْا نَوَاصِىَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ اَذْنَابَهَا فَاِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ.

২৫৪২। উতবা ইবনে আব্দ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ঘোড়ার কপালের, ঘাড়ের ও লেজের চুল কেটে খাটো করবে না। কেননা এর লেজ মাছি তাড়ানোর জন্য, ঘাড়ের চুল (শরীর গরম করে) শীত নিবারণের জন্য এবং কপালের চুলে কল্যাণ ও সৌন্দর্য রয়েছে।

بَابٌ فِيْمَا يَسْتَحِبُّ مِنْ اَلْوَانِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ ঘোড়ার পছন্দনীয় রং

٢٥٤٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَانِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَدْهَمَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ.

২৫৪৩। আবু ওয়াহ্‌ব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের অবশ্যই কালো মিশ্রিত লাল বর্ণের এবং সাদা কপাল ও সাদা পদবিশিষ্ট ঘোড়া অথবা গাঢ় লাল বর্ণের এবং সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া অথবা সাদা-কালো রঙের এবং সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকা উচিৎ।

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ كُمَيْتٍ اَغَرَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ وَسَأَلْتُهُ لِمَ فَضَّلَ الْاَشْقَرَ قَالَ لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اَشْقَرَ.

২৫৪৪। আবু ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের অবশ্যই গাঢ় লাল বর্ণের এবং সাদা কপাল ও পদবিশিষ্ট ঘোড়া অথবা কালো মিশ্রিত লাল রঙের এবং সাদা কপাল ও পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকা উচিত।... অতঃপর তিনি (আবু মুগীরা অথবা মুহাম্মাদ ইবনে আওফ) উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাজির বলেন, আমি তাকে (আকীল ইবনে শাবীবকে) জিজ্ঞেস করলাম, গাঢ় লাল বর্ণকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হলো? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অভিযানকারী দল প্রেরণ করেছিলেন। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে সে ছিল গাঢ় লাল বর্ণের ঘোড়ার সওয়ারী।

٢٥٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْخَيْلِ فِىْ شُقْرِهَا.

২৫৪৫। ঈসা ইবনে আলী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কল্যাণ ও প্রাচুর্যের দিক থেকে) লাল বর্ণের ঘোড়াকে অনুগৃহীত করা হয়েছে।

بَابُ هَلْ تُسَمَّى الْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ মাদীকে ঘোড়ার মধ্যে শুমার করা

٢٥٤٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّى الْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

২৫৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোটকীকেও ঘোড়ার মধ্যে শুমার করতেন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ কোন ধরনের ঘোড়া অপছন্দনীয়

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ يَكُوْنُ الْفَرَسُ فِىْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى بَيَاضٌ اَوْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَفِىْ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَىْ مُخَالِفٌ.

২৫৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেকালযুক্ত (শ্বেতিযুক্ত) ঘোড়া অপছন্দ করতেন। শেকাল হলো, কোন ঘোড়ার পিছনের দিকেন ডান পায়ে এবং সামনের দিকের বাম পায়ে সাদা বর্ণ হওয়া, অথবা সামনের দিকের ডান পায়ে এবং পিছনের দিকের বাম পায়ে সাদা রং হওয়া। আবু দাঊদ (র) বলেন, অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ উত্তমরূপে পশুর সেবাযত্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً.

২৫৪৮। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (ক্ষুধায়) উটটির পেট পিঠের

সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা এসব বাকশক্তিহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এটা সুস্থ থাকলে এর পিঠে আরোহণ করো এবং উত্তমরূপে একে আহার করাও।

٢٥٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ اِلَىَّ حَدِيْثًا لاَ اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ وَكَانَ اَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا اَوْ حَائِشَ نَخْلٍ قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ تَتَّقِى اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِىْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّهَا فَاِنَّهُ شَكَا اِلَىَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

২৫৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (তাঁর খচ্চরের পিঠে) তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন। তিনি আমাকে গোপনে কিছু কথা বললেন এবং সতর্ক করে দিলেন, আমি যেন কোন লোককে তা অবহিত না করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পায়খানা-পেশাব) পূরণের সময় গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য উচ্চ টিলা অথবা ঘন খেজুরকুঞ্জ পছন্দ করতেন। তিনি এক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং হঠাৎ একটি উট তাঁর নজরে পড়লো। উটটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে কান্না শুরু করে দিলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির কাছে গেলেন এবং এর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। উটটি কান্না থামালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ উটের মালিক কে? তিনি আবারো ডাকলেন ঃ উটটি কার? এক আনসারী যুবক এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এই যে নিরীহ প্রাণীটির একচ্ছত্র মালিক বানালেন, এর (অধিকার) সম্পর্কে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করছো না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত ফেলে রেখেছো এবং এর দ্বারা কঠিন কাজ আদায় করছো।

٢٥٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْحَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَنِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ وَمَلَأَ خُفَّهُ فَاَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ.

২৫৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা চলতে চলতে চরম পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করলো। সে কূপ থেকে উঠে এসে দেখলো, একটি কুকুর জিব বের করে ছটফট করছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি চাটছে। সে মনে মনে বললো, আমার যেরূপ পিপাসা লেগেছিল কুকুরটিরও অনুরূপ পিপাসা লেগেছে। সে পুনরায় কূপের মধ্যে নেমে গিয়ে তার পায়ের মোজায় পানি ভরে তা মুখে কামড়ে ধরে উঠে আসলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব প্রাণীর সেবা-যত্নের জন্যও কি আমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে? তিনি বললেন ঃ প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর সেবা-যত্নের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

بَابٌ فِىْ نُزُوْلِ الْمَنَازِلِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ গন্তব্যে অবতরণ

٢٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ الرِّحَالَ.

২৫৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন (সফরে) কোন স্থানে অবতরণ করতাম, আমাদের বাহনের পিঠ থেকে হাওদা নামিয়ে এর বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নামায পড়তাম না।

بَابٌ فِىْ تَقْلِيْدِ الْخَيْلِ بِالْاَوْتَارِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ ধনুকের রশি দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِىْ مَبِيْتِهِمْ لاَ يُبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِّنْ وَتَرٍ وَلاَ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ. قَالَ مَالِكٌ اُرٰى اَنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَجْلِ الْعَيْنِ.

২৫৫২। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাশীর আল-আনসারী (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি (আবু বাশীর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক পাঠালেন। (অধস্তন রাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর (র) বলেন, আমার ধারণা তিনি (আব্বাদ) বলেছেন, লোকেরা তখন ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। (ঘোষক বললেন,) উটের গলায় ধনুকের রশির পট্টি অথবা সাধারণ পট্টি যেন অবশিষ্ট না থাকে, এগুলো যেন কেটে ফেলা হয়। (অধস্তন রাবী) মালেক (র) বলেন, আমার মনে হয় চোখের কুনজর যাতে না লাগে সেজন্য এই পট্টি বাঁধা হতো।

টীকা ঃ কোরবানী অথবা মান্নতের উটের গলায় নিদর্শনস্বরূপ যে পট্টি বা মালা বাঁধা হয় তাকে কিলাদা বলে (অনুবাদক)।

بَابُ اِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْحِ عَلٰى اَكْفَالِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ঘোড়ার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া এবং এর নিতম্বে হাত বুলানো

٢٥٥٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَانِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِىِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَاَعْجَازِهَا اَوْ قَالَ اَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلاَ تُقَلِّدُوْهَا الْاَوْتَارَ.

২৫৫৩। আবু ওয়াহ্‌ব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (সর্বদা) ঘোড়া (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত রাখো এবং এর কপালের চুলে ও নিতম্বে হাত বুলাও। অথবা তিনি বলেছেন ঃ এর নিতম্বে হাত বুলাও এবং গলায় কিলাদা (মালা) পরিয়ে দাও, কিন্তু ধনুকের তারের কিলাদা পরিও না।

بَابٌ فِىْ تَعْلِيْقِ الْأَجْرَاسِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِى الْجَرَّاحِ مَوْلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ.

২৫৫৪। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে দলের (জন্তুর গলায়) ঘণ্টা থাকে রহমাতের ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয় না।

٢٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ اَوْ جَرَسٌ.

২৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দলে বা যাদের সাথে ঘণ্টা অথবা কুকুর থাকে, রহমাতের ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয় না।

٢٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ.

২৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘণ্টা বা নুপুর হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।

بَابٌ فِىْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ জাল্লালায় সওয়ার হওয়া নিষেধ

٢٥٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِىَ عَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ.

২৫৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাল্লালা ধরনের জন্তুর পিঠে সওয়ার হতে নিষেধ করা হয়েছে।

টীকা ঃ যে জন্তু বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং এর দুর্গন্ধ তার সারা শরীর, এমনকি গোশতেও সংক্রমিত হয়েছে, এরূপ জন্তুকে জাল্লালা বলে (অনু.)।

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الْاِبِلِ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا.

২৫৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালা ধরনের উটে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُسَمِّىْ دَابَّتَهُ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ পশুর নাম রাখা

٢٥٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.

২৫৫৯। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উফায়ের নামীয় একটি গাধার পিঠে তাঁর পিছনে আরোহী ছিলাম।

بَابٌ فِى النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيْرِ يَا خَيْلَ اللّٰهِ ارْكَبِىْ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ যুদ্ধযাত্রার সময় ডাক দিয়ে বলা ঃ হে আল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনী! জন্তুযানে আরোহণ করো

٢٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمّٰى

خَيْلَنَا خَيْلَ اللّٰهِ اِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِيْنَةِ وَاِذَا قَاتَلْنَا.

২৫৬০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, আমরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খাইলুল্লাহ (আল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনী) নামে ডাক দিতেন। আর আমরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংঘবদ্ধ থাকতে, ধৈর্য অবলম্বন করতে এবং ধীরস্থির থাকতে আদেশ দিতেন। যুদ্ধ চলাকালেও তিনি অনুরূপ আদেশ দিতেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পশুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ

٢٥٦١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالُوْا هٰذِهِ فُلاَنَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُوْا عَنْهَا فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ فَوَضَعُوْا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ.

২৫৬১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি অভিশাপের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কে? তারা (সাহাবাগণ) বললেন, এটা অমুক স্ত্রীলোক, সে তার জন্তুযানকে অভিশাপ দিচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে ফেলো। কেননা এটা অভিশপ্ত। লোকেরা তাই করলো। ইমরান (রা) বলেন, আমি যেন সেই সাদা-কালো রঙের উষ্ট্রীটি দেখতে পাচ্ছি।

بَابٌ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ চতুষ্পদ জন্তুকে পরস্পর লড়াইয়ে উত্তেজিত করা নিষেধ

٢٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ قُطْبَةَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

২৫৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ জন্তুকে পরস্পর লড়াইয়ে উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِىْ وَسْمِ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ পশুর শরীরে দাগ দেয়া

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِىْ حِيْنَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَاِذَا هُوَ فِىْ مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا اَحْسِبُهُ قَالَ فِىْ اٰذَانِهَا.

২৫৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার নবজাত ভাইয়ের তাহ্নীক (কল্যাণের জন্য দু'আ) করানোর উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি খোঁয়াড়ের মধ্যে মেষের শরীরে দাগ দিচ্ছিলেন। তিনি (অধস্তন রাবী শো'বা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (হিশাম) মেষপালের কানে দাগ দেয়ার কথা বলেছেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া ও প্রহার করা নিষেধ

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ اَمَا بَلَغَكُمْ اَنِّىْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِىْ وَجْهِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فِىْ وَجْهِهَا فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ.

২৫৬৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া একটি গাধা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জানতে পারোনি, যে ব্যক্তি তার পশুর মুখমণ্ডলে দাগ দেয় অথবা এর মুখমণ্ডলে প্রহার করে আমি তাকে অভিসম্পাত করেছি? (রাবী বলেন,) অতঃপর তিনি (মহানবী) এটা করতে নিষেধ করলেন।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزٰى عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ ঘোটকী ও গাধার যৌনমিলন ঘটানো উচিৎ নয়

٢٥٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ

حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

২৫৬৫। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি খচ্চর উপঢৌকন দেয়া হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলেন। আলী (রা) বললেন, আমরা যদি গাধা ও ঘোটকীর যৌনমিলন ঘটাতে পারতাম তবে আমাদেরও এরূপ খচ্চর হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিঃসন্দেহে মূর্খরাই এ কাজ করে থাকে।

بَابٌ فِىْ رُكُوْبِ ثَلاَثَةٍ عَلٰى دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ একই পশুতে একত্রে তিনজন আরোহণ করা

٢٥٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِى الْعِجْلِىَّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اُسْتُقْبِلَ بِنَا فَاَيُّنَا اُسْتُقْبِلَ اَوَّلاً جَعَلَهُ اَمَامَهُ فَاسْتُقْبِلَ بِىْ فَحَمَلَنِىْ اَمَامَهُ ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ اَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ وَاِنَّا لَكَذٰلِكَ.

২৫৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাদের (ছোটদের) নিয়ে যাওয়া হতো। আমাদের মধ্যে যে সবার আগে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতো, তিনি তাকে তাঁর বাহনে সামনের আসনে বসাতেন। একদা আমাকে সবার আগে পৌঁছানো হলে তিনি আমাকে তাঁর বাহনে সামনের আসনে বসালেন, অতঃপর হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে পৌঁছানো হলো। তিনি তাকে পিছনের আসনে বসালেন। আর আমরা (তিনজন) অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম।

بَابٌ فِى الْوُقُوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ নিষ্প্রয়োজনে পশুর পিঠে বসে থাকা অনুচিৎ

٢٥٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَاِنَّ اللّٰهَ اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَاتِكُمْ.

২৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পশুর পিঠকে মিম্বার বানানো থেকে সাবধান হও। কেননা আল্লাহ পশুকে তোমাদের অনুগত বানিয়েছেন তোমাদের জনপদ থেকে জনপদে পৌঁছার জন্য, তোমাদের দৈহিক কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারতে না (অথচ পশু তোমাদের নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিচ্ছে)। তিনি জমিনকে তোমাদের অবস্থানের উপযোগী করে বানিয়েছেন। সুতরাং এর ওপর তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করো।

بَابٌ فِى الْجَنَائِبِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ আরোহীশূন্য সজ্জিত ঘোড়া বা উট

٢٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ اِبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ فَاَمَّا اِبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ بِجَنِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ اَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْا بَعِيْرًا مِّنْهَا وَيَمُرُّ بِاَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَمْ اَرَهَا كَانَ سَعِيْدٌ يَقُوْلُ لاَ اُرَاهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاَقْفَاصُ الَّتِىْ يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ.

২৫৬৮। সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কতগুলো উট শয়তানের অধীন হয়ে যায় এবং কতগুলো ঘরও শয়তানের অধীন হয়ে যায় (যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়)। যে উট শয়তানের অধীন হয়ে যায় তা আমি দেখেছি। তোমাদের কেউ আরোহীশূন্য সুসজ্জিত উট সাথে নিয়ে বের হয়। সে এটাকে অত্যন্ত মোটাতাজা করেছে। সে এর পিঠে কাউকে সওয়ার করায় না। সে তার এক ভাইকে যেতে দেখলো, যে চলতে অক্ষম। অথচ তাকে সে তার উটে করে বহন করলো না। যে ঘরটি শয়তানের হয়ে যায়

তা আমি দেখিনি। সাঈদ (র) বলতেন, আমি মনে করি, শয়তানের ঘর বলতে এমন হাওদাকে বুঝায় যা লোকেরা রেশমের আবরণে ঢেকে রাখে।

টীকা ঃ "যে উট শয়তানের হয়ে যায় তা আমি দেখেছি" বক্তব্যটুকু আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর। এ হাদীস থেকে জানা গেলো, নিজ যান-বাহনে স্থান সংকুলান হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাতে তার অপর ভাইকে তুলে নেয় না, সেটি শয়তানের বাহন। মহানবী (সা) বলেন ঃ "তোমার বাহনে সংকুলান হলে তাতে তোমার ভাইকে তুলে নাও" (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ سُرْعَةِ السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيْسِ فِى الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ দ্রুত গতিতে পথ চলা এবং পথের উপর ঘুমানো নিষেধ

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ ابْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْاِبِلَ حَقَّهَا وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَاَسْرِعُوا السَّيْرَ فَاِذَا اَرَدْتُمُ التَّعْرِيْسَ فَتَنَكَّبُوْا عَنِ الطَّرِيْقِ.

২৫৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যখন তৃণভূমি (অথবা তৃণ হওয়ার মওসুমে) সফর করো, তোমাদের উটের হক আদায় করো (তাকে ঘাস দাও)। আর যখন শুষ্ক এলাকা (খরার মওসুমে) ভ্রমণ করো তবে খুব দ্রুত গতিতে চলো। তোমরা যদি শেষ রাতে ঘুমাতে চাও, তবে রাস্তা থেকে সরে যাও।

٢٥٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَقَّهَا وَلاَ تَعَدَّوُا الْمَنَازِلَ.

২৫৭০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে 'হাক্কাহা' শব্দের পর আরো আছে, তোমরা মনযিল (গন্তব্যস্থল) অতিক্রম করো না (রাত কাটানোর জন্য পরিচিত স্থানে তাঁবু ফেলো)।

بَابٌ فِى الدُّلْجَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ রাতের প্রথমাংশে ভ্রমণ করা উচিত

٢٥٧١- حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ

الرَّازِىُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَاِنَّ الْاَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ.

২৫৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের প্রথমাংশে তোমাদের ভ্রমণ করা উচিত। কেননা রাতের বেলা পৃথিবীকে ভাঁজ করে রাখা হয় (ভ্রমণের অনুকূল হয়)।

بَابُ رَبُّ الدَّابَّةِ اَحَقُّ بِصَدْرِهَا

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ যানের মালিক সামনের দিকে বসার অধিকারী

٢٥٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّىْ اِلاَّ اَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ.

২৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা বুরাইদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গাধা নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আরোহণ করুন এবং এটা বলে সে পিছনে সরে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, সামনের দিকে বসার ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে অগ্রগণ্য। অবশ্য তুমি যদি আমাকে তা ছেড়ে দাও (সেটা ভিন্ন কথা)। সে বললো, আমি তা আপনাকে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর তিনি তাতে আরোহণ করলেন।

بَابُ فِى الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে ফেলা

٢٥٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنِىْ اَبِى الَّذِىْ

اَرْضَعَنِىْ وَهُوَ اَحَدُ بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِىْ تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَكَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى جَعْفَرٍ حِيْنَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتّٰى قُتِلَ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

২৫৭৩। ইবনে আব্বাদ (র) তার পিতা আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার রিদাঈ (দুধ) পিতা বলেছেন, তিনি মুররা ইবনে আওফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি মুতার যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি যেন জা'ফারকে দেখছি, তিনি তার গাঢ় লাল রঙের ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ছেন। তিনি এর পা কেটে ফেললেন। অতঃপর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়।

بَابٌ فِى السَّبَقِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ প্রতিযোগিতামূলক দৌড়

٢٥٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ ابْنِ اَبِىْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ نَصْلٍ.

২৫৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উটের ক্ষুর, ঘোড়ার ক্ষুর অথবা তীরের ফলা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা জায়েয নাই।

টীকা ঃ ঘোড়দৌড়, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় যে জিনিস পুরস্কারের জন্য বাজি রাখা হয় তাকে আরবীতে সাবাক (سبق) বলা হয়। জিহাদের জন্য যেসব জীব ও অস্ত্র ব্যবহার করা হয় কেবল সেসব ক্ষেত্রেই বাজি রেখে প্রতিযোগিতা করা জায়েয।

সৈনিকদেরকে সামরিক কলাকৌশল ও কার্যক্রমে পারদর্শী করে তোলার জন্য তাদের মধ্যে এতদসম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা শুধু জায়েযই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয়। তৎকালীন যুগে উট ও ঘোড়া যুদ্ধের বাহন হিসেবে এবং তীর, বল্লম ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাহনকে দ্রুতগামী ও সুঠামদেহী করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। তীর নিক্ষেপে লক্ষ্যভেদ করার জন্য তিনি সৈনিকদের মাঝে চাঁদমারীর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও বিভিন্ন সামরিক কলাকৌশলে সৈনিকদেরকে পারদর্শী করে তোলা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামরিক কার্যক্রম সামনে রাখলে আমরা তা

সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে চিত্তবিনোদন ও আমোদ-স্ফূর্তির নামে যেসব ঘোড়দৌড় ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা যদিও মুবাহ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে হারামে পর্যবসিত হয়। বাজি রেখে ঘোড়দৌড়ের পাল্লা দেয়া সুস্পষ্টভাবেই হারাম (অনু.)।

٢٥٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.

২৫৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিপছিপে ঘোড়াগুলোর মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা নির্দিষ্ট করলেন হাফিয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা' নামক উপত্যকা পর্যন্ত (পাঁচ মাইলের দূরত্ব)। যেসব ঘোড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না সেগুলোর মধ্যে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা করান সানিয়্যাতুল বিদা' থেকে যুরায়েক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত (এক মাইল দূরত্ব)। আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন প্রতিযোগিতার অন্যতম বিজয়ী বা অংশগ্রহণকারী।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا.

২৫৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের মাধ্যমে ঘোড়াকে ছিপছিপে ও সুঠামদেহী করাতেন।

টীকা ঃ প্রথমে ঘোড়াকে প্রচুর খাবার খাইয়ে মোটাতাজা ও শক্তিশালী করা হয়। অতঃপর খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে এর শরীর হালকা ও ছিপছিপে করা হয়। এরূপ প্রশিক্ষণ দেয়ার পর ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হয়। আরবী ভাষায় এই পদ্ধতিকে ইদমার (اضمار) বলা হয় (অনু.)।

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِى الْغَايَةِ.

২৫৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করাতেন এবং পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণকারী ঘোড়ার জন্য দূরত্ব নির্দিষ্ট করে দিতেন।

بَابٌ فِى السَّبَقِ عَلَى الرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ মানুষের মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِيُّ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلَىَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِىْ فَقَالَ هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

২৫৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং তাঁকে অতিক্রম করে গেলাম (বিজয়ী হলাম)। অতঃপর আমি যখন মাংসবহুল (মোটা) হয়ে গেলাম, পুনরায় তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছনে ফেলে দিলেন (বিজয়ী হলেন)। তিনি বলেন ঃ এ বিজয় সেই (পূর্ববর্তী) বিজয়ের পরিবর্তে।

بَابٌ فِى الْمُحَلَّلِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ বাজিতে দুই ঘোড়ার মাঝে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করানো

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِىْ وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ اَنْ يُّسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ اَمِنَ اَنْ يُّسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ.

২৫৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি দু'টি ঘোড়ার মাঝে তার ঘোড়াকে প্রবেশ করালো। কিন্তু তার ঘোড়াটি এমন যে, তা প্রতিযোগিতায় অন্যগুলোকে অতিক্রম করে যাবে বলে বিশ্বাস করা যায় না– তাহলে এটা জুয়া নয়। আর যে ব্যক্তি দৌড় প্রতিযোগিতায় দু'টি ঘোড়ার মাঝে তার ঘোড়া প্রবেশ করালো এবং সে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত যে, তার ঘোড়া অন্যগুলোকে অতিক্রম করে যাবে, এটা জুয়া।

٢٥٨٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رِجَالٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَهٰذَا اَصَحُّ عِنْدَنَا.

২৫৮০। আয-যুহরী (র) থেকে আব্বাদের সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীস মা'মার, শু'আইব ও উকাইল (র)- আয-যুহ্‌রী (র) একদল জ্ঞানী ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে এই সনদ সূত্রই সর্বাধিক সহীহ।

بَابٌ فِى الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِى السِّبَاقِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে তাড়া দেয়া

٢٥٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ جَمِيْعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ. زَادَ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهِ فِى الرِّهَانِ.

২৫৮১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়) দাবড়ানোর জন্য কোন লোককে নিজের ঘোড়ার পিছনে নিযুক্ত করা বা নিজের ঘোড়ার পার্শ্বদেশে খোঁচা মারা জায়েয নেই। ইয়াহ্‌ইয়া (র) তার বর্ণিত হাদীসে 'রিহান' (ঘোড়দৌড়) শব্দটিও উল্লেখ করেছেন।

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِى الرِّهَانِ.

২৫৮২। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই জালাব ও জানাব হয়ে থাকে।

টীকা ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় 'জালাব' (جَلَبٌ) শব্দের অর্থ হচ্ছে– কোন ব্যক্তিকে নিজের ঘোড়ার পিছনে লাগিয়ে দেয়া। দৌড়ের সময় সে ঘোড়াকে উচ্চস্বরে ধাওয়া করবে। ফলে তা অন্যান্য ঘোড়াকে অতিক্রম করে চলে যাবে। 'জানাব' (جَنَبٌ) শব্দের অর্থ হচ্ছে– দৌড়ের ঘোড়ার পাশে আরো একটি ঘোড়া প্রস্তুত রাখা। প্রথমটি ক্লান্ত হয়ে পড়লে অপরটিকে ব্যবহার করা। এসব কাজ নাজায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِى السَّيْفِ يُحَلَّى

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ তরবারি অলংকৃত করা

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً.

২৫৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির হাতলের অগ্রভাগ রূপা দিয়ে বাঁধানো ছিল।

٢٥٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً. قَالَ قَتَادَةُ وَمَا عَلِمْتُ اَحَدًا تَابَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৫৮৪। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বাঁটের অগ্রভাগ রূপা দিয়ে বাঁধানো ছিল। কাতাদা (র) বলেন, কেউ এ হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

٢٥٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَقْوٰى هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ حَدِيْثُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ وَالْبَاقِيَةُ ضِعَافٌ.

২৫৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন...। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, উক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে অধিক শক্তিশালী হলো সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র)-এর হাদীস, অবশিষ্ট সবগুলো দুর্বল।

بَابٌ فِى النَّبْلِ يَدْخُلُ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করা

٢٥٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ

جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ اَنْ لاَّ يَمُرَّ بِهَا اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنُصُوْلِهَا.

২৫৮৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে বসে তীর বণ্টন করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলা ধরে রাখতে নির্দেশ দিলেন।

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا اَوْ فِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ اَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اَنْ تُصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২৫৮৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার তীরসহ আমাদের মসজিদ অথবা বাজার অতিক্রম করে, তবে সে যেন তীরের ফলা হাতের মধ্যে রাখে অথবা তিনি বলেন ঃ সে যেন তার তীরের ফলা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। অন্যথায় তা কোন মুসলমানের (মানুষের) গায়ে লেগে যেতে পারে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ اَنْ يُّتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ কোষমুক্ত তরবারি লেনদেন করা নিষেধ

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً.

২৫৮৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোষমুক্ত তরবারি আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُّقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ.

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ দুই আঙুলের মাঝখানের চামড়া কাটা নিষেধ

٢٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ.

২৫৮৯ সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই আঙ্গুলের মাঝখানের চামড়া কাটতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ চামড়ার খাপ থেকে সহজে তরবারি বের করার জন্য মাঝখানের চামড়া কাটা হয় অথবা ছিদ্র করা হয়। তাতে খাপ থেকে তরবারি পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকায় এভাবে কাটতে নিষেধ করা হয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِىْ لُبْسِ الدُّرُوْعِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ বর্ম (সামরিক পোশাক) পরিধান করা

٢٥٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَسِبْتُ اَنِّىْ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ اَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ.

২৫৯০। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) একই নামের অপর এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বর্ম পরিধান করে বের হলেন অথবা দু'টি বর্ম পরিধান করলেন।

بَابٌ فِى الرَّيَاتِ وَالْاَلْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা

٢٥٩١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

২৫৯১। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের মুক্তদাস ইউনুস ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা কিরূপ (কি রঙের)

ছিল তা জিজ্ঞেস করার জন্য মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আমাকে আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র কাছে পাঠালেন। তিনি (বারাআ) বললেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো রঙের এবং বর্গাকৃতির (এবং দেখতে) চিতাবাঘের (চামড়ার) মত।

٢٥٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَرْوَزِىُّ وَهُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ لِوَاهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ اَبْيَضَ.

২৫৯২। জাবের (রা) মারফু' হাদীস হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। মক্কায় প্রবেশের দিন তাঁর পতাকা ছিল সাদা রঙের।

٢٥٩٣- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيْرِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ اٰخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَاَيْتُ رَايَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ.

২৫৯৩। সিমাক (র) থেকে তার গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি তাদের অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা দেখেছি। তা ছিল হলুদ বর্ণের।

টীকা ঃ যুদ্ধের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামরিক বাহিনীর সাথে পতাকা থাকতো। এর রং কোন সময় কালো, কোন সময় সাদা, আবার কখনো হলুদ হতো। সন্ধি বা নিরাপত্তা ঘোষণার সময় তিনি সাধারণত সাদা নিশান ওড়াতেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْاِنْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ দুর্বল ও অক্ষম ঘোড়া ও লোকের সাহায্য দান

٢٥٩٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ الْفَزَارِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَبْغُوْنِى الضُّعَفَاءَ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ اَخُوْ عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ.

২৫৯৪। জুবাইর ইবনে নুফাইর আল-হাদরামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু দারদা

(রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার কাছে দুর্বলদের (বৃদ্ধ, ইয়াতীম, বিধবা, অক্ষম, বিকলাঙ্গ) খোঁজ করে নিয়ে এসো। কেননা তোমাদের মাঝে যারা দুর্বল তাদের উসীলায় তোমরা রিযিক এবং সাহায্য প্রাপ্ত হও। আবু দাঊদ (র) বলেন, (অধস্তন রাবী) যায়েদ ইবনে আরতাত হলেন আদী ইবনে আরতাতের ভাই।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُنَادِىْ بِالشِّعَارِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ সাংকেতিক নামে ডাকা

٢٥٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدُ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

২৫৯৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের পরিচিতি (সাংকেতিক ডাক) ছিল 'আবদুল্লাহ', আর আনসারদের পরিচিতি ছিল 'আবদুর রহমান'।

٢٥٩٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ زَمَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ شِعَارُنَا اَمِتْ اَمِتْ.

২৫৯৬। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বাক্‌র (রা)-র সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করেছিলাম। তখন আমাদের সাংকেতিক পরিচয় ছিল 'আমিত, আমিত'।

টীকা ঃ বর্তমানে এরূপ সাংকেতিক শব্দ ও চিহ্ন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় (অনু.)।

٢٥٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ صُفْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ.

২৫৯৭। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যদি রাতের অন্ধকারে শত্রুবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হও তবে তোমাদের সাংকেতিক পরিচয় (ডাক) হবে, 'হা-মীম লা ইউনসারূন"।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَافَرَ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ সফরে রওয়ানা হওয়ার দু'আ

٢٥٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

২৫৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা হতেন, এ দু'আ পাঠ করতেন, "হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবার-পরিজনের অভিভাবক। হে আল্লাহ! সফরের দুঃখ-কষ্ট থেকে, বিপদাপদে পতিত হয়ে ফিরে আসা থেকে এবং সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের উপর কুদৃষ্টি পড়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য জমিনকে অনুকূল করে দাও এবং সফরকে সহজ ও আরামপ্রদ করে দাও।"

٢٥٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّ عَلِيًّا الْاَزْدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا. اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَنَا الْبُعْدَ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ. وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا وَاِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلاَةُ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৫৯৯। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আলী আল-আযদী (র) তাকে অবহিত করেছেন, ইবনে উমার (রা) তাকে শিখিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে উটের পিঠে সোজা হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে এ আয়াত পাঠ করতেন ঃ "মহান পবিত্র তিনি, যিনি এটা আমাদের অনুগত ও অধীন বানিয়েছেন, অন্যথায় একে বশ করার ক্ষমতা আমাদের ছিলো না। আমাদেরকে নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে" (সূরা আয-যুখরুফ ঃ আয়াত ১৩-১৪)। অতঃপর এ দু'আ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি (আমরা) আমার (আমাদের) এ সফরে পুণ্য ও তাকওয়া চাই এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার সুযোগ চাই। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ ও অনুকূল করে দাও। হে আল্লাহ! দূরত্বকে আমাদের জন্য অতিক্রমের উপযোগী করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই তো সফরসঙ্গী এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদের অভিভাবক"। তিনি যখন ফিরে আসতেন, এ দু'আই পাঠ করতেন, শুধু এটুকু বাড়িয়ে বলতেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনী যখন কোন উঁচু স্থানে বা টিলায় উঠতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং নীচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন। অতঃপর নামাযে এভাবেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ সিজদা থেকে ওঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয় এবং রুকূ-সিজদায় অবস্থানকালে তাসবীহ পাঠ করতে হয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوِدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ বিদায়কালীন দু'আ

٢٦٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ اُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

২৬০০। কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে বললেন, এসো তোমাকে বিদায় দেই, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দিয়েছেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে তোমার দীন, আমানত (বিশ্বস্ততা) ও শেষ আমলের হেফাজতের জন্য দু'আ করছি"।

٢٦٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِىُّ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

২৬০১। আবদুল্লাহ আল-খাতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় দেয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের দীন, আমানত ও সর্বশেষ আমলের হেফাজতের জন্য দু'আ করছি"।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا رَكِبَ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ যান-বাহনে চড়ার সময় যে দু'আ পড়বে

٢٦٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَاُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ.

২৬০২। আলী ইবনে রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তার কাছে আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হলো। তিনি পা-দানিতে পা রেখে বললেন, 'বিসমিল্লাহ'। এর পিঠে আরোহণ করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য"। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি এটাকে আমাদের অনুগত করে দিলেন, অথচ একে বাধ্য-অনুগত করার জন্য আমরা মোটেই সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী" (সূরা আয-যুখরুফ ঃ আয়াত ১৩-১৪)। পুনরায় তিনি তিনবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর বললেন, "(হে আল্লাহ!) তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমিই আমার উপর যুলুম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না"। অতঃপর তিনি হাসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে মুমিনদের নেতা! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, আমি যেরূপ করেছি (দু'আ পড়েছি), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেরূপ করতে দেখেছি। তিনি হাসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান যখন সে বলে, "(হে আমার প্রভু!) তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা করো"। আর বান্দা এ কথা জানে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ কোন স্থানে অবতরণ করে যে দু'আ পড়তে হয়

٢٦٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ حَدَّثَنِىْ شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ فَاَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ.

২৬০৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন, রাত ঘনিয়ে আসলে বলতেন ঃ "হে জমিন! আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট থেকে, তোমার মধ্যে সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে এবং তোমার বুকে যেসব অনিষ্ট চলাফেরা করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি সিংহ, কালো বিষধর সাপ, বিচ্ছু, নগরবাসী, অনিষ্ট জন্মদানকারী ও এদের ঔরসজাতের অনিষ্ট থেকে"।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ রাতের প্রথমভাগে সফর করা অনুচিৎ

٢٦٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَعِيْثُ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْفَوَاشِىْ مَا يَفْشُوْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

২৬০৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সাঁঝের অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের গৃহপালিত জন্তু ছেড়ে দিও না। কেননা সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে সাঁজের অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত শয়তানেরা বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

بَابٌ فِىْ اَىِّ يَوْمٍ يَسْتَحِبُّ السَّفَرُ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কোন দিন সফরে রওনা হওয়া উত্তম

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِى سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

২৬০৫। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কমই বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিন সফরে বের হতেন।

بَابٌ فِى الْاِبْتِكَارِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ ভোরবেলা সফরে রওয়ানা হওয়া

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهَا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ.

২৬০৬। সাখর আল-গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মাতকে ভোরের কল্যাণ দান করো"। তিনি যখন কোন ক্ষুদ্র বাহিনী অথবা বিশাল বাহিনী কোথাও পাঠাতেন, দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখর (রা) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি দিনের প্রথমভাগেই তার পণ্যদ্রব্য পাঠাতেন, ফলে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং তার ধন-সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ একাকী সফর করা সমীচীন নয়

٢٦٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.

২৬০৭। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সফরকারী হলো একটি শয়তান, আর দু'জন একত্রে সফরকারী হলো দু'টি শয়তান। কিন্তু তিনজন একত্রে সফরকারী হলো প্রকৃত সফরকারী কাফেলা।

بَابٌ فِى الْقَوْمِ يُسَافِرُوْنَ يُؤَمِّرُوْنَ اَحَدَهُمْ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ সফরকারীদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়া

٢٦٠٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ.

২৬০৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনজন লোক একত্রে সফর করলে তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে যেন আমীর নিযুক্ত করে।

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِاَبِىْ سَلَمَةَ فَاَنْتَ اَمِيْرُنَا.

২৬০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনজন লোক একত্রে সফরে বের হলে তারা তাদের একজনকে যেন নিজেদের আমীর নিযুক্ত করে। নাফে' (র) আবু সালামাকে বললেন, তাহলে আপনি আমাদের সফরকারী দলের নেতা।

بَابٌ فِى الْمَصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করা

٢٦١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّسَافِرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ اُرَاهُ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالَهُ الْعَدُوُّ.

২৬১০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু এলাকায় কুরআন শরীফ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (অধস্তন রাবী) মালেক বলেন, আমার মনে হয় শত্রুদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি (মহানবী) নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ ইবনে আবদুল বার্ বলেছেন, ক্ষুদ্র বাহিনীর পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কুরআন সাথে নিবে না, এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল বাহিনীর সাথে কুরআন নেয়া ইমাম মালেকের মতে জায়েয নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে জায়েয। বর্তমানকালে এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে গেছে। কারণ পৃথিবীর যে কোন দেশেই কুরআনের মুদ্রিত কপি পাওয়া যায় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْجُيُوْشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ সেনাবাহিনীর মহাদল ও উপদলে কতজন সৈনিক থাকা উত্তম এবং সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম।

٢٦١١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ

حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ الاَفٍ وَلَنْ يُّغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ مُرْسَلٌ.

২৬১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সফরে বা কোথাও ভ্রমণে গেলে চারজন সঙ্গী হওয়া উত্তম। অভিযানকারী দলে (ক্ষুদ্রবাহিনীতে) চার শত এবং সেনাবাহিনীতে চার হাজার সৈন্য থাকা উত্তম। আর কমপক্ষে বারো হাজার সৈন্য হলে কখনও পরাজিত হয় না।

টীকা ঃ মূল শব্দ হলো 'সারিয়া' ও 'জায়শ'। ক্ষুদ্র বাহিনীকে বা অভিযানকারী দলকে সারিয়া বলে। এটা মূল বাহিনীর একটা অংশ। আর জায়শ হলো মূল সেনাবাহিনী। তখনকার যুগে হাদীসে বর্ণিত সংখ্যক সৈন্য নিয়েই সারিয়া ও জায়শ গঠিত হতো। বর্তমান যুগের ব্যাটালিয়ান বা রেজিমেন্টের সাথে সারিয়ার এবং বিগ্রেড বা ডিভিশনের সাথে জায়শের তুলনা করা যেতে পারে। একটি রেজিমেন্টে চার শত থেকে আট শত, একটি ব্রিগেডে চার হাজার থেকে ছয় হাজার এবং একটি ডিভিশনে পনের হাজার থেকে বিশ হাজার সৈন্য থাকে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া

٢٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ اَمِيْرًا عَلٰى سَرِيَّةٍ اَوْ جَيْشٍ اَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ اِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى اِحْدٰى ثَلاثِ خِصَالٍ اَوْ خِلالٍ فَاَيَّتُهَا اَجَابُوْكَ اِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلامِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذَالِكَ اَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَاَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا وَاخْتَارُوْا دَارَهُمْ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يُجْرٰى

عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِىْ يُجْرٰى عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ نَصِيْبٌ اِلاَّ اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَادْعُهُمْ اِلٰى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَجَابُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَا يَحْكُمُ اللّٰهُ فِيْهِمْ وَلٰكِنْ اَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوْا فِيْهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ.

২৬১২। সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোন সেনাদল বা সামরিক অভিযানের অধিনায়ক নিয়োগ করে পাঠাতেন, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার জন্য এবং অধীনস্থ মুসলিম বাহিনীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ তুমি যখন মুশরিক বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তাদেরকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করবে। অতঃপর তারা তোমার প্রস্তাবিত বিষয়ের যে কোন একটি মেনে নিলে তুমি তা অনুমোদন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। (প্রস্তাবগুলো হলো,) (এক) তুমি তাদেরকে ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দিবে। তারা যদি এটা মেনে নেয় তবে তাদের ইসলাম গ্রহণ অনুমোদন করবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় চলে আসার আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবে, তারা যদি তাই করে তবে মুহাজিরদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধা তারাও পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যে কর্তব্য অর্পিত হয়েছে তাদের উপরও তা বর্তাবে। আর যদি তারা (বাড়ি-ঘর ছাড়তে) রাজী না হয় এবং নিজেদের এলাকায়ই থাকতে চায়, তবে তাদের জানিয়ে দিবে, তাদের মর্যাদা বেদুঈন মুসলমানদের অনুরূপ। তাদের উপরও আল্লাহর সেসব হুকুম (শরী'আত) জারি করা হবে যা মুমিনদের উপর জারি আছে। আর তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ না করলে ফাই ও গনীমতের কোন অংশ তারা পাবে না। (দুই) তারা যদি তা (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে, তবে তাদের জিয্য়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। এটা যদি তারা মেনে নেয় তবে তা অনুমোদন করবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। (তিন) তারা যদি তা (জিয্য়া

প্রদান) করতে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর তুমি যখন কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করবে এবং তারা যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক দুর্গ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য তোমার কাছে ফরিয়াদ জানায়, তবে তুমি তাদের সেই প্রস্তাব মানবে না। কেননা আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কি হুকুম দিবেন তা তোমাদের জানা নেই। তবে তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে আত্মসমর্পণ করাবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের সুবিধামত তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা)-ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٦٢١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْاَنْطَاكِيُّ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْزُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوْا وَلاَ تَغْدُرُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا.

২৬১৩। সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না, লাশ বিকৃত করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না।

٢٦١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيْرًا وَلاَ امْرَاَةً وَلاَ تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

২৬১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের উপর অবিচল থেকে জিহাদ করো। অতি বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর ও স্ত্রীলোকদের হত্যা করো না এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না। তোমাদের গনীমত একত্র করো, তোমাদের নিজেদের অবস্থার সংশোধন করো এবং সৎ কাজ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।

بَابٌ فِى الْحَرَقِ فِىْ بِلاَدِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ শত্রুর জনপদে অগ্নিসংযোগ করা

٢٦١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخِيْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ.

২৬১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনী নাদীর গোত্রের 'বুওয়াইরা' নামক খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিলেন এবং কেটে ফেললেন, তখন মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমরা খেজুরের যে গাছ কেটে ফেলেছো অথবা যেগুলোকে এর শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো, এ সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে ছিল। এটা পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করার জন্য ছিল" (সূরা আল-হাশর ঃ আয়াত ৫)।

٢٦١٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ مُبَارِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَغِرْ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا وَحَرِّقْ.

২৬১৬। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া (র) বলেন, আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক সেনাবাহিনীর দায়িত্বভার দিয়ে বললেন ঃ তুমি খুব ভোরে উবনা' নামক জনপদ আক্রমণ করো এবং অগ্নিসংযোগ করো।

٢٦١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّىُّ سَمِعْتُ اَبَا مُسْهِرٍ قِيْلَ لَهُ اُبْنٰى قَالَ نَحْنُ اَعْلَمُ هِىَ يُبْنَا فِلَسْطِيْنَ.

২৬১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-গায্যী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসহিরকে বলতে শুনেছি, তাকে উবনা নামক জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমরা তো জানি ফিলিস্তীনের 'ইউবনা' নামক স্থানকেই 'উবনা' বলা হয়।

بَابٌ فِىْ بَعْثِ الْعُيُوْنِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ গুপ্তচর প্রেরণ

٢٦١٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيْرُ اَبِيْ سُفْيَانَ.

২৬১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়াননের বাহিনী কি করে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বুসাইসা' নামক এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠালেন।

بَابٌ فِيْ ابْنِ السَّبِيْلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ পথচারীদের জন্য পথিপার্শ্বের খেজুর খাওয়া ও পশুর দুধ পান করা

٢٦١٩- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ الرَّقَّامُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ عَلٰى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَاِنْ اَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَاِنْ اَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَاِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ.

২৬১৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন পশুপালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে আর এর সাথে যদি মালিককে উপস্থিত পায় তবে তার কাছে অনুমতি চাইবে। যদি সে অনুমতি দেয় তবে দুধ দোহন করে পান করবে। আর যদি সেখানে মালিক উপস্থিত না থাকে তবে তিনবার ডাক দিবে। যদি কেউ সাড়া দেয় তবে অনুমতি চেয়ে নিবে। আর কেউ যদি সাড়া না দেয়, তবে দুধ দোহন করে পান করবে, কিন্তু সাথে করে নিতে পারবে না।

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ اَصَابَنِيْ سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَاَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِيْ ثَوْبِيْ فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِيْ وَاَخَذَ ثَوْبِيْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا عَلَّمْتَ اِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ اَطْعَمْتَ اِذْ كَانَ جَائِعًا اَوْ قَالَ سَائِغًا وَاَمَرَ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِيْ وَاَعْطَانِيْ وَسْقًا اَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِّنْ طَعَامٍ.

২৬২০। আব্বাদ ইবনে শুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দুর্ভিক্ষে অথবা ক্ষুধায় আক্রান্ত হলাম। আমি মদীনার কোন এক বাগানে ঢুকলাম, খেজুরের খোশা পরিষ্কার করে তা খেলাম এবং কিছু খেজুর কাপড়ে বেঁধে নিয়ে চললাম। বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধর করলো এবং আমার কাপড়টা ছিনিয়ে নিলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনা বললাম। তিনি লোকটিকে (ডেকে এনে) বললেন ঃ সে এ ব্যাপারে যেহেতু অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে শিখাওনি। সে ক্ষুধার্ত ছিল তুমি তাকে খাওয়াওনি। তিনি আমার কাপড় ফেরত দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। সে তা ফেরত দিলো এবং আমাকে এক ওয়াসক অথবা অর্ধ ওয়াসক খাদ্যদ্রব্য দান করলো।

٢٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ رَجُلاً مِّنَّا مِنْ بَنِيْ غُبَرَ بِمَعْنَاهُ.

২৬২১। এ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ গাছতলায় আপনা আপনি পড়ে থাকা ফল খাওয়া সম্পর্কে

٢٦٢٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ حَكَمٍ الْغِفَارِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ عَنْ عَمِّ اَبِيْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا اَرْمِيْ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلاَمُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قَالَ اٰكُلُ قَالَ فَلاَ تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِيْ اَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهُ.

২৬২২। আবু রাফে' ইবনে আমর আল-গিফারী (র)-র চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) বলেন, আমি কিশোর বয়সে আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়ে খেজুর পাড়তাম। আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন ঃ হে বালক! তুমি খেজুর গাছে ঢিল মারো কেন? সে বললো, খেজুর খাওয়ার জন্য। তিনি বললেন ঃ ঢিল ছুড়ে খেজুর পেড়ো না, বরং গাছতলায় যা পড়ে থাকে তা খাও। অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ! এর পেট ভরে দাও, একে পরিতৃপ্ত করো।

بَابُ فِيْمَنْ قَالَ لاَ يَحْلُبُ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ যিনি বলেন, দুধ দোহন করবে না

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

২৬২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মালিকের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি তার (মালিকের) পশুর দুধ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, কেউ তার গুদাম ঘরে ঢুকে তা ভেঙ্গে তার খাদ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে যাক? বস্তুত তাদের পশুর স্তনসমূহে তাদের খাবার গোলাজাত করে রাখা হয়েছে। সুতরাং মালিকের অনুমতি ছাড়া কেউ তার পশুর দুধ দোহন করবে না।

بَابُ فِى الطَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ নেতার আনুগত্য

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ. اَخْبَرَنِيْهِ يَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২৬২৪। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, (আল্লাহর বাণী) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দেরও" (সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ৫৯)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে আদী (রা)-কে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে অভিযানে প্রেরণ করেন। এ সময় তাকে (আবদুল্লাহ) উপলক্ষ করে এ আয়াত নাযিল হয়।

٢٦٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّسْمَعُوْا

لَهُ وَيُطِيْعُوْا فَاَجَّجَ نَارًا وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَقْتَحِمُوْا فِيْهَا فَاَبَى قَوْمٌ اَنْ يَدْخُلُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَاَرَادَ قَوْمٌ اَنْ يَدْخُلُوْهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا اَوْ دَخَلُوْا فِيْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا وَقَالَ لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

২৬২৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল পাঠালেন এবং এক ব্যক্তিকে এর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি (মহানবী) তাদেরকে (সৈনিকদেরকে) তার (আমীরের) কথা শোনার ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি (আমীর) আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে অস্বীকার করলো এবং বললো, আমরা তো আগুন থেকেই পলায়ন করেছি (দোযখের আগুন থেকে বাঁচার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি)। তাদের অপর কিছু লোক আগুনে ঝাঁপ দিতে মনস্থ করলো। ব্যাপারটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তারা যদি আগুনে ঝাঁপ দিতো তবে চিরকাল তাতেই অবস্থান করতো। তিনি আরো বললেন ঃ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল উত্তম ও ন্যায়সংগত কাজে।

٢٦٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

২৬২৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অধিনায়ক বা আমীর যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ কাজ করার নির্দেশ না দেয়, তার আদেশ শোনা এবং আনুগত্য করা মুসলিম ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য, তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। যখন সে পাপকাজের নির্দেশ দেয়, তখন তার আদেশ শোনা ও আনুগত্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

٢٦٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِّنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لَوْ رَأَيْتَ مَا لاَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعَجَزْتُمْ اِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِيْ اَنْ تَجْعَلُوْا مَكَانَهُ مَنْ يَّمْضِى لِاَمْرِيْ.

২৬২৭। উকবা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিশর ইবনে 'আসিম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অভিযানকারী দল পাঠালেন। আমি তাদের এক ব্যক্তিকে একটি তরবারি দিলাম। লোকটি (অভিযান থেকে) ফিরে এসে আমাকে বললো, তুমি যদি দেখতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (ত্রুটি ও অযোগ্যতার জন্য) কিভাবে তিরস্কার করেছেন! তিনি বলেছেন ঃ আমি যখন তোমাদের এক ব্যক্তিকে পাঠালাম, কিন্তু সে আমার হুকুম তামিল করতে পারলো না, আমার নির্দেশ কার্যকর করার জন্য অন্য ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে তোমরা কেন অপরাগ হলে?

بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنْ اِنْضِمَامِ الْعَسْكَرِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ সামরিক বাহিনীর এক স্থানে সমবেত হয়ে থাকার নির্দেশ

٢٦٢٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَيَزِيْدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ اَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصَ وَهٰذَا لَفْظُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ اَبَا عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً قَالَ عَمْرٌو وَكَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً اِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

২৬২৮। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন স্থানে অবতরণ করে ছাউনী ফেলতো এবং বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এসব গিরিপথে ও উপত্যকায় তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা শয়তানের ষড়যন্ত্রের ফল। (রাবী বলেন) এরপর থেকে যে

মনযিলেই তিনি অবতরণ করতেন, সাথের লোকজন দলবদ্ধ থাকতো। এমনকি বলা হতো, একটি কাপড় যদি তাদের উপর বিছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের সবাইকেই এর মধ্যে ঢেকে নেয়া যায়।

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُّنَادِيْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

২৮২৯। সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস আল-জুহানীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মু'আয) বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। একদা সৈনিকেরা তাঁবু ফেলে স্থান সংকীর্ণ করে ফেললো এবং রাস্তা বন্ধ করে দিলো। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে লোকদের মাঝে ঘোষণা দিতে পাঠালেন ঃ যে ব্যক্তি স্থান সংকীর্ণ করে ফেলেছে এবং যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, তার জিহাদ নেই।

٢٦٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَسِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

২৬৩০। সাহল ইবনে মু'আয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করেছি।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّى لِقَاءِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ৯৭ ঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কামনা করা অনুচিত

٢٦٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ. ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

২৬৩১। উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর মুক্তদাস সালেম আবুন নাদর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার (উমরের) কাতিব (সচিব) ছিলেন। তিনি বলেন, উমার (রা) যখন হারূরার যুদ্ধে রওয়ানা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) তাকে পত্র লিখে জানালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সময়ে যেসব যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি বলেছেন ঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা শত্রুবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। যখন তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হও, ধৈর্য ধারণ করো। তোমরা জেনে রাখো, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত"। পুনরায় তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী (বৃষ্টি বর্ষণকারী) ও শত্রুবাহিনী পর্যুদস্তকারী, তুমি তাদেরকে পরাজিত করো এবং আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো।"

بَابُ مَا يُدْعٰى عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ.

২৬৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তখন পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তির উৎস ও সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যেই আমি কৌশল অবলম্বন করি, তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার সাহায্যেই জিহাদ করি"।

بَابُ فِيْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ মুশরিকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো

٢٦٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ اَسْاَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ وَقَدْ اَغَارَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبٰى سَبْيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِىْ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ فِىْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ نَبِيْلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَشْرَكْهُ فِيْهِ اَحَدٌ.

২৬৩৩। ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধের সময় মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো সম্পর্কে জানতে চেয়ে নাফে' (র)-র কাছে চিঠি লিখলাম। তিনি আমাকে লিখে জানালেন, তা তো ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুসতালিকের জনপদ আক্রমণ করলেন। তারা ছিল অসচেতন। আর তাদের পশুগুলো তখন পানি পান করছিল। তিনি তাদের যুদ্ধে সক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করলেন, অবশিষ্টদের বন্দী করলেন। সেদিনই জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস তাঁর হস্তগত হন। এ ঘটনা আবদুল্লাহ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বাহিনীতে শরীক ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি একটি উত্তম হাদীস। ইবনে আওন (র) নাফে' (র)-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস বর্ণনায় কেউ তার সাথে অংশগ্রহণ করেননি।

٢٦٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيْرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَاِذَا سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلاَّ اَغَارَ.

২৬৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের ওয়াক্তে আক্রমণ করতেন এবং (আযান শোনার জন্য) কান সজাগ রাখতেন। তিনি আযানধ্বনি শুনতে পেলে (জনপদে মুসলমান আছে বলে) আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ করতেন।

٢٦٣٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَسْجِدًا اَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوْا اَحَدًا.

২৬৩৫। ইবনে ইসাম আল-মুযানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ জনপদে তোমরা কোন মসজিদ দেখতে পেলে অথবা মুআযযিনের আযানধ্বনি শুনতে পেলে কাউকে হত্যা করো না।

بَابُ الْمَكْرِ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

২৬৩৬। আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-র কাছে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুদ্ধ ধোঁকা বা রণকৌশল মাত্র।

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ غَزْوَةً وَرّٰى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُوْلُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَجِىْءْ بِهِ اِلاَّ مَعْمَرٌ يُرِيْدُ قَوْلَهُ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِنَّمَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ.

২৬৩৭। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিলে তিনি দেখাতেন, যেন অন্য দিকে যাচ্ছেন। তিনি বলতেন ঃ যুদ্ধ একটা প্রতারণা বা রণকৌশল মাত্র। আবু দাউদ (র) বলেন, কেবল মা'মার (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি তার সনদ সূত্রে নির্দেশ করতে চেয়েছেন তার বিবরণ– 'যুদ্ধ হলো চাতুরী'। তিনি আমর ইবনে দীনার (র)-জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার-এর হাদীস হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত।

টীকা ঃ 'ওয়াররা' বা 'তাওরিয়া' শব্দের অর্থ– মনে মনে একরূপ ইচ্ছা করে প্রকাশ্যে অন্যরূপ ব্যক্ত করা (অনু.)।

بَابٌ فِى الْبَيَاتِ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ রাতের বেলা অতর্কিতে আক্রমণ

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَاَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا اَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ اَمِتْ اَمِتْ. قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ اَهْلِ اَبْيَاتٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

২৬৩৮। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। আমরা রাতের বেলা মুশরিকদের আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করলাম। ঐ রাতে আমাদের সাংকেতিক শব্দ ছিল 'আমিত, আমিত'। সালামা (রা) বলেন, আমি সেই রাতে নিজ হাতে সাত মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছি।

بَابٌ فِيْ لُزُوْمِ السَّاقَةِ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ.

২৬৩৯। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাদেরকে বললেন, যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে সবার পিছনে থাকতেন। তিনি দুর্বলদের চালিয়ে নিতেন, তাদেরকে নিজের বাহনের পিছনে উঠিয়ে নিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।

بَابٌ عَلٰى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

٢٦٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا مَنَعُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৬৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত মানবজাতি "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই" একথা মেনে না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা এ কলেমা বলবে তাদের জান-মাল আমার (আক্রমণ) থেকে রক্ষা পাবে। তবে এ কলেমার হকের ব্যাপারে ভিন্ন কথা। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ মহামহিম আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

٢٦٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَنْ يَّأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَاَنْ يُّصَلُّوْا صَلاَتَنَا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَائُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

২৬৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত মানবজাতি এই সাক্ষ্য না দিবে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং আমাদের কিবলাকে নিজেদের কিবলা না বানাবে, আমাদের পদ্ধতিতে যবেহকৃত পশু না খাবে এবং আমাদের নামায না পড়বে' ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারা যখন এগুলো করবে, তাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করা আমাদের জন্য হারাম (তাদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের)। তবে ইসলামী বিধানে তাদের শাস্তি দেয়া হলে সেটা ভিন্ন কথা। মুসলমানদের দেয়া সুযোগ-সুবিধা তারাও ভোগ করবে এবং মুসলমানদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের উপরও বর্তাবে।

٢٦٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَعْنَاهُ.

২৬৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি ... অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

টীকা ঃ 'ইসলামী বিধানে শাস্তি দেয়া হলে সেটা ভিন্ন কথা'– এর তাৎপর্য হলো, কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর যদি শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করে, তবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার উপর শাস্তির দণ্ড কার্যকর হবে। কিন্তু এ অপরাধের প্রকৃত বিচার কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতেই হবে (অনু.)।

٢٦٤٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً اِلَى الْحُرُكَاتِ فَنَذِرُوْا بِنَا فَهَرَبُوْا فَاَدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتّٰى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَكَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ. قَالَ اَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّٰى تَعْلَمَ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَالَهَا اَمْ لاَ مَنْ لَكَ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى وَدِدْتُ اَنِّيْ لَمْ اُسْلِمْ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

২৬৪৩। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আল-হুরুকাত নামক এলাকায় অভিযানে পাঠালেন। তারা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলায়ন করলো। আমরা তাদের এক ব্যক্তিকে ধরে ফেললাম। তাকে যখন আমরা ঘেরাও করলাম, সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কলেমা পড়লো। আমরা তাকে আঘাত হানলাম এবং হত্যা করলাম। আমি এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র সামনে কে তোমার জন্য সুপারিশ করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো তরবারির ভয়ে কলেমা পড়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তরবারির ভয়েই কলেমা পড়েছে কিনা, তা তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখলে না কেন? কিয়ামতের দিন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র সামনে কে তোমাকে নাজাত দিবে? (রাবী বলেন,) তিনি অবিরত একথা বলতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল, এ দিনটির পূর্বে আমি যদি মুসলমান না হতাম (তবে কতইনা উত্তম ছিল)!

টীকা ঃ আল-হুরুকাত এলাকার লোকেরা এক সময় অপর একটি গোত্রের সব লোককে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এজন্যই এ গোত্রের নাম হুরুকাত গোত্র হয়েছে। এটা ছিল জুহায়না গোত্রের উপগোত্র (অনু.)।

٢٦٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِيْ فَضَرَبَ اِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاَذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَفَاَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَطَعَ يَدِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ.

২৬৪৪। আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন কাফেরের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলাম। সে তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেললো। অতঃপর সে আমার পাল্টা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বললো, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়েছি'। হে আল্লাহর রাসূল! একথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করবো? এ ব্যাপারে আপনার কী মত? তিনি বললেন ঃ না, তাকে হত্যা করো না। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তবে এ হত্যাকাণ্ডের পূর্বে তুমি যে মর্যাদায় ছিলে, সে ঐ মর্যাদায় পৌছে যাবে। আর সে এ কালেমা পড়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তুমি তার অবস্থায় পৌছে যাবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنْ اِعْتَصَمَ بِالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ কেউ দৃঢ়ভাবে সিজদায় পড়ে থাকলে তাকে হত্যা করা নিষেধ

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً اِلٰى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ فَاَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلَ. قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ قَالَ لاَ تَرَايَا نَارَاهُمَا. قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا جَرِيْرًا.

২৬৪৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস'আম গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। (তারা সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলো) এদের কিছু লোক অবিচলভাবে সিজদায় পড়ে আছে। (তারা ইতিপূর্বে মুসলমান হয়েছিল এবং কাফেরদের এলাকায় বসবাস করতো। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের সম্পর্কে অবহিত ছিলো না)। তাদেরকে তড়িঘড়ি হত্যা করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের ওয়ারিশদেরকে (মোট রক্তপণের) অর্ধেক রক্তপণ.(দিয়াত) প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি এমন সব মুসলমান থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! রক্তপণের অর্ধেক রহিত হলো কেন? তিনি বললেন ঃ দুই এলাকার আগুন এক করে দেখা যাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার, হুশাইম, খালিদ আল-ওয়াসিতী এবং আরো একদল রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা জারীর (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠের বিধান ও দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) বিধান সমান নয়। কোন মুসলমানের কাফেরদের সাথে বসবাস করা উচিত নয়। যেহেতু তারা মুসলমান, অথচ হিজরত করেনি, যোদ্ধাদের সন্দেহমূলক হত্যার জন্য রক্তপণও কম দিতে হবে (অনু.)।

بَابٌ فِى التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন

٢٦٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ اِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيْفٌ فَقَالَ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ قَرَأَ اَبُوْ تَوْبَةَ اِلٰى قَوْلِهِ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ.

২৬৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা (কাফেরদের) দু'শো লোকের

উপর বিজয়ী হবে" (সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬৫)। এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ মুসলমানদের উপর ধার্য করে দিলেন, একজন মুসলিম সৈন্যের বিরুদ্ধে দশজন কাফের সৈন্য থাকলে সে পলায়ন করতে পারবে না। এটা তাদের কাছে খুবই কঠোর নির্দেশ বলে মনে হলো। অতঃপর তাদের জন্য সহজ হুকুম আসলো। মহান আল্লাহ বলেন, "এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। তিনি জানতে পেরেছেন, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি একশত জন ধৈর্যশীল লোক থাকে তবে তাদের দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে" (সূরা আল-আনফাল ঃ আয়াত ৬৬)। ইমাম তিরমিযী বলেন, অধস্তন রাবী আবু তাওবা (র) 'ইয়াগলিবূ মিআতাইন' পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, আল্লাহ যখন তাদের সংখ্যা অনুপাতে সহজতর ব্যবস্থা দিলেন, সেই অনুপাতে তাদের ধৈর্যও কমে গেলো।

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ مِّنْ سَرَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيْمَنْ حَاصَ فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ فَنَثْبُتُ فِيْهَا لِنَذْهَبَ وَلاَ يَرَانَا اَحَدٌ. قَالَ فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا اَنْفُسَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ اَقَمْنَا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ ذَهَبْنَا. قَالَ فَجَلَسْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ فَاَقْبَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ لاَ بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ اَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ.

২৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত কোন এক সামরিক অভিযানকারী দলের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, তারা (কাফেরদের মোকাবিলা না করে) পলায়ন করলো। আমিও ফেরারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা বিপদমুক্ত হয়ে বাইরে এসে পরামর্শ করলাম, এখন কি করা যায়? আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি এবং (আল্লাহর) ক্রোধের পাত্র হয়েছি। আমরা বললাম, চলো আমরা মদীনায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি এবং দ্বিতীয়বার জিহাদের সুযোগ আসলে তাতে যোগদান করবো। ইবনে উমার (রা) বলেন, অতঃপর

আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং পরস্পর বললাম, আমরা যদি নিজেদেরকে (অপরাধী হিসেবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করি এবং আমাদের জন্য যদি তওবার সুযোগ থাকে তবে মদীনায় থেকে যাবো। আর যদি এর বিপরীত কিছু হয় তবে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাবো। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, আমরা ফজরের নামাযের পূর্বেই (মসজিদে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, আমরা দাঁড়িয়ে বললাম, আমরা তো পলাতক সৈনিক। তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ না, বরং তোমরা তো পুনরায় যুদ্ধে যোগদানকারী। ইবনে উমার (রা) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর হাতে চুমা দিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তো মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

٢٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ يَوْمِ بَدْرٍ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ- الانفال : ١٦.

২৬৪৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি পশ্চাদমুখী হবে..." (সূরা আল-আনফাল ঃ ১৬)।

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম। আমাদের অবহিত করেছেন আল-ইমাম আল-হাফেজ আবু বাক্‌র আহ্‌মাদ ইবনে আলী ইবনে ছাবিত আল-খাতীব আল-বাগদাদী (র), তিনি বলেন, আল-ইমাম আল-কাযী আবু আমর আল-কাসিম ইবনে জা'ফার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ আল-হাশিমী (র) বলেন, আমাদের অবহিত করেছেন আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনে আহ্‌মাদ ইবনে আমর আল-লু'লু'ঈ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী (র) ২৭৫ হিজরীর মুহাররাম মাসে, তিনি বলেন–

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ মুসলিম বন্দীকে কুফরী করতে বাধ্য করা হলে

٢٦٤٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَكَشَوْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًا وَجْهُهُ

فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضَرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَعْجَلُوْنَ.

২৬৪৯। খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে অভিযোগ করে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না? তিনি উঠে বসলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রঙিন হয়ে গেলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের কোন লোককে ধরে নিয়ে আসা হতো। জমিনে গর্ত করে তাকে তাতে পুঁতে দেয়া হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো, তা দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এরূপ নির্মম অত্যাচারও তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তার শরীরের অবশিষ্ট গোশত হাড় থেকে লোহার চিরুনী দিয়ে পৃথক করে তা তুলার মত পেঁজা হতো। এ নির্মম অত্যাচারও তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! তিনি এ কাজকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি ভ্রমণকারী সান'আ থেকে হাদারামাওত পর্যন্ত নিরাপদে যাতায়াত করবে। তার জন্য আল্লাহর ভয় এবং তার মেষপালের জন্য বাঘের ভয় ছাড়া আর কোনরূপ ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।

টীকা ঃ সান'আ ইয়ামানের একটি শহরের নাম। এর বর্তমান নাম সানা, উত্তর ইয়ামানের রাজধানী। 'হাদারামাওত' ইয়ামানের সীমান্তে অবস্থিত একটি জনপদের নাম। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য হাদীসটির মধ্যে বিরাট শিক্ষণীয় তাৎপর্য রয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِىْ حُكْمِ الْجَاسُوْسِ اِذَا كَانَ مُسْلِمًا

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ মুসলমান (নিজেদের বিরুদ্ধে) গোয়েন্দার বিধান

٢٦٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلُمِّى الْكِتَابَ قَالَتْ مَا عِنْدِىْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْتُ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا حَاطِبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ فَاِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَاِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ بِمَكَّةَ فَاَحَبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ ذَالِكَ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ بِهَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ بِىْ مِنْ كُفْرٍ وَلاَ ارْتِدَادٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ اَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

২৬৫০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে, আয-যুবাইর ও আল-মিকদাদ (রা)-কে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা রওদা খাখ নামক স্থানে যাও। সেখানে এক বৃদ্ধা নারীকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটা চিঠি আছে, তোমরা তা উদ্ধার করে নিয়ে আসো। আমরা রওয়ানা হলাম, আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে চললো। আমরা 'রওদাতে' পৌঁছে এক বৃদ্ধা নারীকে দেখতে পেলাম এবং তাকে বললাম, পত্রখানা বের করে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমি বললাম, হয় পত্রটি বের করে দাও, অন্যথায় তোমার পরিধেয় বস্ত্র খুলে অনুসন্ধান করবো। আলী (রা) বলেন, সে তার চুলের খোপার মধ্য থেকে একটি পত্র বের করে দিলো। আমরা তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। দেখা গেলো, তা হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে পাঠানো। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামরিক

তৎপরতার কিছু তথ্য তাদেরকে জানানোর জন্য লেখা ছিল। তিনি হাতিবকে বললেন ঃ তুমি এ কী করলে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিবেন না। কুরাইশ বলে আমার পরিচিতি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আমি বংশগতভাবে কুরাইশ নই। এখানকার মুহাজিরদের অনেকের মক্কার কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তা আছে। তারা তাদের মাধ্যমে মক্কায় অবস্থিত তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন। তাদের সাথে আমার কোন বংশগত আত্মীয়তা নেই। তাই আমি তাদের কিছু উপকার করে আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার মনস্থ করেছিলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি কুফরী গ্রহণ করে বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে কিছু করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তোমাদের সত্য কথাই বলেছে। উমার (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে ফেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি জানো না, আল্লাহ নিজেই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি নজর রাখছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যেভাবে চাও কাজ করে যাও, আমি তোমাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দিয়েছি।

টীকা ঃ 'রওদা খাখ' মদীনা থেকে মক্কার দিকে বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। পত্রবাহক স্ত্রীলোকটি পূর্বে বনু আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাসী ছিল। পরে তাকে আযাদ করে দেয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ তথ্যই ছিল উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু (অনু.)।

টীকা ঃ কাফেরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা কোন মুসলমানের জন্য কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এক শ্রেণীর ফিকহ্‌বিদের মত হলো, এ ধরনের কোন মুসলিম গোয়েন্দাকে হত্যা করাই সাধারণ আইন। তবে এ শাস্তি হ্রাস করার বা নিছক তিরস্কার করে ছেড়ে দেয়ার বলিষ্ঠ কারণ বিদ্যমান থাকলে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম শাফিঈ ও অন্য কয়েকজন ফিকহ্‌বিদের মতে, মুসলিম গোয়েন্দাকে দণ্ডিত করা হবে, কিন্তু তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা ও আওযাঈ'র মতে, তাকে দৈহিক শাস্তি ও দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা দেয়া হবে। ইমাম মালেকের মতে, তাকে হত্যা করা হবে। মালিকী আইনবিদ আশহাব বলেন, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের বিশাল এখতিয়ার রয়েছে। অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থাদৃষ্টে তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারেন। আসবাগ বলেন, বিদেশী যুদ্ধমান গোয়েন্দার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু মুসলমান ও যিম্মী গুপ্তচরকে হত্যার পরিবর্তে নির্যাতন করা যেতে পারে (অনু.)।

٢٦٥١- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ اَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَارَ اِلَيْكُمْ وَقَالَ فِيْهِ قَالَتْ مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَاَنَخْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا فَقَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ لَاَقْتُلَنَّكِ اَوْ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২৬৫১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন, হাতিব মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে পাঠালো। তাতে লেখা ছিল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন'। আলী (রা) উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে আরো বলেন, মেয়েলোকটি বললো, 'আমার কাছে কোন চিঠি নাই'। আমরা তার উট বসালাম এবং তার কাছে কোন চিঠি পেলাম না। আলী বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর নাম নিয়ে শপথ করা হয়! তুমি হয় চিঠি বের করে দিবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْجَاسُوْسِ الذِّمِّىِّ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ যিম্মী গোয়েন্দা সম্পর্কে

٢٦٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ اَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لاَبِيْ سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيْفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اِنِّىْ مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنِّىْ مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً لاَ نَكِلُهُمْ اِلٰى اِيْمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ.

২৬৫২। ফুরাত ইবনে হাইয়ান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। সে ছিল আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর এবং জনৈক আনসার ব্যক্তির আশ্রিত। সে আনসারদের এক সমাবেশের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললো, 'আমি মুসলমান'। আনসারদের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে বলছে, 'আমি মুসলমান'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যাদেরকে আমি তাদের ঈমানের উপর সোপর্দ করে ছেড়ে দেই। ফুরাত ইবনে হাইয়ান তাদের একজন।

টীকা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যিম্মী বলা হয়। অর্থাৎ তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব (যিম্মা) মুসলমানদের (অনু.)।

بَابٌ فِى الْجَاسُوْسِ الْمُسْتَأْمَنِ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম ব্যক্তির মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি

٢٦٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ

عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَاَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَنِيْ اِيَّاهُ.

২৬৫৩। ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। এসময় মুশরিকদের এক গোয়েন্দা তাঁর কাছে আসলো। সে কিছু সময় তাঁর সাহাবাদের কাছে বসে থাকার পর চুপিসারে চলে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে খোঁজ করো এবং হত্যা করো। সালামা (রা) বলেন, আমি সবার আগে গিয়ে তাকে হত্যা করলাম এবং তার সাথের মাল-সামান ছিনিয়ে নিলাম। সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেই দিলেন।

টীকা ঃ কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি লাভ করে শেষোক্ত প্রবেশ করলে তাকে 'আল-মুসতামান' (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম) বলে (অনু.)।

٢٦٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ وَهِشَامًا حَدَّثَاهُمْ قَالاَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حِقْوِ الْبَعِيْرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدّٰى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَاٰى ضَعْفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُوْ اِلٰى جَمَلِهِ فَاَطْلَقَهُ ثُمَّ اَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَسْلَمَ عَلٰى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ هِيَ اَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَامَ فَخَرَجْتُ اَعْدُوْ فَاَدْرَكْتُهُ وَرَاْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَاَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْاَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِيْ فَاَضْرِبُ رَاْسَهُ فَنَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا اَقُوْدُهَا فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ مُقْبِلاً فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ

فَقَالُوْا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ فَقَالَ لَهُ سَلَبُهُ اَجْمَعُ قَالَ هَارُوْنُ هٰذَا لَفْظُ هَاشِمٍ.

২৬৫৪। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সালামা (রা) আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা দুপুরের আহার করছিলাম। আমাদের অধিকাংশ লোক ছিল পদাতিক ও দুর্বল। ইতোমধ্যে একটি লোক লাল বর্ণের একটি উটে আরোহণ করে আমাদের কাছে আসলো। সে উটের কোমর থেকে রশি খুলে নিয়ে তার উটটিকে বাঁধলো। অতঃপর এসে লোকদের সাথে আহার করতে বসে গেলো। যখন সে তাদের মধ্যে দুর্বল লোক এবং সওয়ারীর স্বল্পতা লক্ষ্য করলো, দৌড়ে তার উটের কাছে গেলো। সে তার উটের রশি খুললো এবং এটাকে বসিয়ে তার পিঠে চড়লো। অতঃপর তার উট হাঁকিয়ে চলে গেলো। আসলাম গোত্রের একটি লোক ছাই রঙের একটি উষ্ট্রী নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। এটাই ছিল দলের সেরা জন্তুযান। রাবী বলেন, আমি দৌড়ে তার পিছনে পিছনে ছুটলাম। আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, উষ্ট্রীর মাথা ঐ লোকটির উটের পাছার কাছে ছিল। আমিও সামনে অগ্রসর হয়ে তার উটের পিছু ধরে ফেললাম। আমি আরো অগ্রসর হয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং উটটিকে বসিয়ে দিলাম। উটটি যখন হাঁটু গেড়ে বসলো, আমি খাপ থেকে তরবারি বের করে লোকটির মাথায় আঘাত হানলাম। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি তার বাহন ও মালপত্র নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝখান দিয়ে আমার সামনে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বললো, সালামা ইবনুল আকওয়া। তিনি বলে দিলেন ঃ নিহতের সমস্ত মাল-সামান তার প্রাপ্য।

بَابٌ فِىْ أَىِّ وَقْتٍ يَسْتَحِبُّ اللِّقَاءَ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার উত্তম সময়

٢٦٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ اَنَّ النُّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلُ النَّصْرُ.

২৬৫৫। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা)

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে তা বিলম্বিত করতেন যাবত না সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তো, বাতাসের প্রবাহ শুরু হতো এবং সাহায্য অবতীর্ণ হতো।

بَابُ فِيْ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলার সময় নীরব থাকার নির্দেশ

٢٦٥٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

২৬৫৬। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যুদ্ধ চলাকালে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

٢٦٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَطَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

২৬৫৭। আবু বুরদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি নবী (সা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ যুদ্ধের সময় বাহন থেকে নীচে নামা

٢٦٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوْا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ.

২৬৫৮। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের মুখোমুখি হলেন এবং মুসলমানরা পলায়নপর হলো, তখন তিনি তাঁর খচ্চর থেকে অবতরণ করে পায়ে হাঁটতে লাগলেন (কোন বিশেষ কারণে)।

টীকা ঃ হুনাইনের যুদ্ধ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। মক্কার তিন মাইল দূরে হুনাইন নামক উপত্যকায় মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারী হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الْخُيَلاَءِ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন

٢٦٥٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ فَاَمَّا الَّتِىْ يُحِبُّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيْبَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِىْ غَيْرِ رِيْبَةٍ. وَاِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللّٰهُ فَاَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِىْ يُحِبُّ اللّٰهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاخْتِيَالُهُ فِى الْبَغْىِ قَالَ مُوسٰى وَالْفَخْرِ.

২৬৫৯। জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ এক ধরনের আত্মসম্মানবোধকে আল্লাহ পছন্দ করেন, আর এক ধরনের আত্মসম্মানবোধকে তিনি ঘৃণা করেন। মহান আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন তা হলো, সন্দেহজনক বিষয় পরিহারের বেলায় আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শন। সন্দেহজনক বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। তদ্রূপ এক ধরনের অহংকার প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, আর এক ধরনের অহংকারকে পছন্দ করেন। আল্লাহ যে ধরনের অহংকার প্রদর্শনকে পছন্দ করেন তা হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় অহংকার প্রদর্শন করা (তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য) এবং দান-খয়রাত করার ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করা। মহান আল্লাহ যে ধরনের অহংকার প্রদর্শনকে ঘৃণা করেন তা হলো, যুলুম-অত্যাচার ও বিদ্রোহমূলক কাজে অহংকার প্রদর্শন করা। অধস্তন রাবী মূসা তার বর্ণনায় খুয়ালা শব্দের পর ফাখর (অহংকার) শব্দেরও উল্লেখ করেছেন।

টীকা ঃ দান-খয়রাতের বেলায় অহংকার প্রদর্শন করার অর্থ– প্রদর্শনেচ্ছার মনোভাব পরিত্যাগ করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দান-খয়রাত করা (অনু.)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْسِرُ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ কয়েদী হিসাবে বন্দী হওয়া

٢٦٦٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ

سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوْا لَهُمْ هُذَيْلٌ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَجَأُوْا اِلٰى قَرْدَدٍ فَقَالُوْا لَهُمْ اَنْزِلُوْا فَاَعْطُوْا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلاَ اُنْزِلُ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةِ نَفَرٍ وَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ لِيْ بِهٰؤُلاَءِ لَاُسْوَةً فَجَرُّوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ لِيَقْتُلُوْهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِيْ اَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنْ تَحْسَبُوْا مَا بِيْ جَزَعًا لَزِدْتُ.

২৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেম ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে দশজন লোককে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। হুযাইল গোত্রের প্রায় এক শত তীরন্দাজ তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লো। আসেম (রা) তাদের এই প্রস্তুতি টের পেয়ে নিজ সঙ্গীদের নিয়ে একটি টিলায় আত্মগোপন করলেন। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাদেরকে বললো, তোমরা নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো। আমরা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। আসেম (রা) বললেন, কাফেরদের প্রদত্ত নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতিতে আমি কখনও টিলা থেকে অবতরণ করবো না। তারা তীর নিক্ষেপ করে আসেম (রা)-সহ সাতজনকে শহীদ করলো। অবশিষ্ট তিনজন কাফেরদের প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে টিলা থেকে নেমে আসলেন। এ তিনজন হলেন খুবাইব (রা), যায়েদ ইবনুদ দাছেনা (রা) ও অপর এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবনে তারিক রা.)। কাফেররা তাদেরকে কাবু করে ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তৃতীয় জন বললেন, এটা তো প্রথমেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। আমি আমার (নিহত) সহকর্মীদের সাথে

মিলিত হওয়াই পছন্দ করি। কাফেররা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিতে চাইলে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। ফলে তারা তাকেও শহীদ করলো। খুবাইব (রা) বন্দী অবস্থায় থেকে গেলেন। কাফেররা তাকেও হত্যা করার জন্য একত্র হলো। খুবাইব (রা) নাভীর নীচের চুল পরিষ্কার করার জন্য একটা ক্ষুর চেয়ে নিলেন (এবং তা চেঁছে ফেললেন)। কাফেররা যখন তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, খুবাইব (রা) তাদেরকে বললেন, আমাকে দুই রাক'আত নামায পড়ার অবকাশ দাও। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা এ ধারণা করবে বলে আমি আশংকা না করতাম যে, আমি ভীত হয়ে পড়েছি, তবে আমি নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম।

٢٦٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

২৬৬১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমর ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে উসাইদ ইবনে জারিয়া আস-ছাকাফী এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সহযোগী ছিলেন। উল্লেখিত সনদে তিনি উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْكُمَنَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা

٢٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ اُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ اِنْ رَأَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوْا مِنْ مَكَانِكُمْ هٰذَا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ وَاِنْ رَاَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَاَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ. قَالَ فَاَنَا وَاللّٰهِ رَاَيْتُ النِّسَاءَ يُسْنِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ اَىْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةِ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالُوْا وَاللّٰهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَأَتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ وَاَقْبَلُوا مُنْهَزِمِيْنَ.

২৬৬২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)-র নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে (একটি গিরিপথের নিরাপত্তা বিধানের জন্য) নিযুক্ত করলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ যদি তোমরা দেখো, পাখি আমাদের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তবুও তোমাদের ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি দেখো, আমরা শত্রুদের পরাজিত ও পদদলিত করেছি, তবুও ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ মুশরিকদের পরাস্ত করলেন। আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম, শত্রুপক্ষের নারীরা পাহাড়ে উঠছে (পলায়ন করছে)। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)-র সঙ্গীরা বললো, হে লোকেরা! গনীমতের মাল সংগ্রহ করো। তোমাদের সঙ্গীরা বিজয়ী হয়েছে। এখনও কিসের অপেক্ষা করছো? একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কী বলেছেন তা কি তোমরা ভুলে গেছো? তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা এখন যাবো এবং গনীমত সংগ্রহ করবো। অতএব তারা সেখান থেকে চলে আসলো। ফলে তাদের মুখের উপর মারা হলো এবং তাদের পরাজয় হলো।

টীকা ঃ ৩য় হিজরী/৬২৫ খৃষ্টাব্দে কোরাইশ কাফেরদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হওয়া

٢٦٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ يَعْنِيْ اِذَا غَشَوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ.

২৬৬৩। হামযা ইবনে আবু উসাইদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমরা যখন বদর প্রান্তরে সারিবদ্ধ হচ্ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন শত্রুসৈন্য তোমাদের পাল্লার মধ্যে এসে যাবে তখন তোমরা তীর ছুড়বে এবং হাতে কিছু তীর রেখে দিবে (সব খরচ করবে না)।

بَابٌ فِيْ سَلِّ السُّيُوْفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ মুকাবিলার সময় উপস্থিত হলে তরবারি চালানো

٢٦٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ نَجِيْحٍ وَلَيْسَ بِالْمَلَطِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ اَبِيْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتّٰى يَغْشَوْكُمْ.

২৬৬৪। মালেক ইবনে হামযা ইবনে আবু উসাইদ আস-সাইদী (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন বললেন ঃ শত্রুরা তীরের পাল্লার মধ্যে এসে গেলে তোমাদের ধনুক থেকে তীর ছুড়বে এবং তোমাদের তরবারির নাগালে না আসা পর্যন্ত তরবারি চালনা করবে না (খাপ থেকে তরবারি বের করবে না)।

بَابٌ فِي الْمُبَارَزَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ মল্লযুদ্ধ

٢٦٦٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِيْ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَاَخُوْهُ فَنَادٰى مَنْ يُّبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ اِنَّمَا اَرَدْنَا بَنِيْ عَمِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ فَاَقْبَلَ حَمْزَةُ اِلٰى عُتْبَةَ وَاَقْبَلْتُ اِلٰى شَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيْدِ ضَرْبَتَانِ فَاَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ.

২৬৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের দিন যুদ্ধ করার জন্য 'উতবা ইবনে রবী'আ সামনে অগ্রসর হলো। তার পুত্র এবং তার ভাই তাকে অনুসরণ করলো। 'উতবা ডেকে বললো, কে আছো আমার মোকাবিলা করার মত? কয়েকজন আনসার যুবক (কাতারের মধ্য থেকে) তার প্রতিউত্তর করলো। 'উতবা বললো, তোমরা কে? তারা তাকে উত্তরদানে অবহিত করলো। সে বললো, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার

আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা আমাদের চাচতো ভাইদের চাই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উঠো হে আলী, উঠো হে হামযা, উঠো হে 'উবায়দা ইবনুল হারিস। হামযা (রা) 'উতবার দিকে এবং আমি (আলী) শায়বার দিকে অগ্রসর হয়ে উভয়কে হত্যা করলাম। উবায়দা (রা) ও ওলীদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলো। উভয়ে উভয়কে আহত করলো। অতঃপর আমরা ওলীদের দিকে ধাবিত হয়ে তাকে হত্যা করলাম এবং আহত উবায়দাকে তুলে নিয়ে আসলাম।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ

٢٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ.

২৬৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে ঈমানদার সম্প্রদায়ই অধিক সহনশীল (হত্যার ব্যাপারেও তারা সীমালঙ্ঘন করে না)।

٢٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ اَنَّ عِمْرَانَ اَبَقَ لَهُ غُلاَمٌ فَجَعَلَ لِلّٰهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَاَرْسَلَنِيْ لِاَسْأَلَ لَهُ فَاَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَاَتَيْتُ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.

২৬৬৭। আল-হায়্যাজ ইবনে ইমরান (ইবনে ফাসীল রা.) থেকে বর্ণিত। ইমরান (রা)-র একটি গোলাম পলায়ন করলো। তিনি আল্লাহর নামে মানত করলেন, তিনি যদি তাকে কাবু করতে পারেন তবে তার হাত কেটে ফেলবেন। তিনি আমাকে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করতে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-র কাছে পাঠালেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত

করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর আমি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-র কাছে এসে তাকেও একই কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মানুষের নাক-কান কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন।

بَابٌ فِيْ قَتْلِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী হত্যা নিষেধ

٢٦٦٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

২৬৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধে) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

٢٦٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّ رَبَاحِ بْنِ رَبِيْعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ انْظُرْ عَلٰى مَا اجْتَمَعَ هٰؤُلاَءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيْلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ قُلْ لِخَالِدٍ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيْفًا.

২৬৬৯। রাবাহ ইবনে রবী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে একটা জিনিসের কাছে ভিড় জমাতে দেখলেন। এক লোককে পাঠিয়ে তিনি বললেন ঃ দেখে আসো, ঐ লোকগুলো কি জন্য ভীড় জমিয়েছে। লোকটি এসে বললো, তারা একটি নিহত মহিলার লাশের কাছে জমায়েত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তো যুদ্ধ করতো না। একে কেন হত্যা করা হলো! বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে

ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ খালিদকে বলো, কোন নারী বা কোন শ্রমিককে হত্যা করবে না।

٢٦٧٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ.

২৬৭০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন) মুশরিক বৃদ্ধদের হত্যা করো এবং তাদের অল্প বয়স্কদের অবশিষ্ট রাখো।

٢٦٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَعْنِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ اِلاَّ امْرَأَةٌ اِنَّهَا لَعِنْدِيْ تَحَدَّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوْقِ اِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا اَيْنَ فُلاَنَةُ قَالَتْ اَنَا قُلْتُ وَمَا شَأْنُكِ قَالَتْ حَدَثٌ اَحْدَثْتُهُ قَالَتْ فَانْطُلِقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا قَالَتْ فَمَا اَنْسٰى عَجَبًا مِّنْهَا اِنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَّبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ اَنَّهَا تُقْتَلُ.

২৬৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের অর্থাৎ বনী কুরাইযার কোন নারীকে হত্যা করা হয়নি। তবে একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করা হয়েছে। সে আমার কাছে বসে কথা বলছিল। তার অট্টহাসিতে তার পেট ও পিঠে ভাঁজ পড়ে যাচ্ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নাম ধরে ডেকে বললো, অমুক স্ত্রীলোকটি কোথায়? সে বললো, আমি। আমি (আয়েশা) বললাম, তোমার কি হয়েছে (তোমাকে কেন ডাকা হচ্ছে)? সে বললো, আমি যা ঘটিয়েছি সেজন্য (সে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেছিল)। আয়েশা (রা) বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হলো। এসময় আমি যতটা অবাক হয়েছিলাম তা আজো ভুলতে পারিনি। তাকে অচিরেই হত্যা করা হবে একথা জেনেও সে পেট ও পিঠে ভাঁজ সৃষ্টি করে অট্টহাসি দিচ্ছিল।

٢٦٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَكَانَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

২৬৭২। আস-সা'ব ইবনে জাছ্ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতের বেলা মুশরিকদের বাসস্থানে আক্রমণ করলে তাদের নারী ও শিশুরাও মারা পড়তে পারে (এর হুকুম কি)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমর ইবনে দীনার (র) বলতেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যুহরী (র) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ শত্রুকে আগুনে পোড়ানো সংগত নয়

٢٦٧٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّرَهُ عَلٰى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا وَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاَحْرِقُوْهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِيْ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوْهُ وَلاَ تُحْرِقُوْهُ فَاِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

২৬৭৩। মুহাম্মাদ ইবনে হামযা আল-আসলামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কোন এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে আমীর নিযুক্ত করলেন। তিনি (হামযা রা.) বলেন, আমরা অভিযানে বের হয়ে পড়লাম। তিনি বলে দিলেন ঃ তোমরা যদি অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। আমি যখন পিঠ ফিরে চলে যাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে আবার ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে হত্যা করবে, আগুন দিয়ে জ্বালাবে না। কেননা আগুনের প্রভুই কেবল আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

٢٦٧٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ اَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি অমুক অমুক ব্যক্তিকে পাও... হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَأٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

২৬৭৫। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ রা.) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে কোথাও গেলেন। আমরা দু'টি বাচ্চাসহ একটি (চড়ুই জাতীয়) পাখি দেখতে পেলাম। আমরা তার বাচ্চা দুটোকে ধরে নিলাম। মা পাখিটা সাথে সাথে আসলো এবং পাখা ঝাঁপটিয়ে বাচ্চার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বললেন ঃ এর বাচ্চা নিয়ে এসে কে একে অস্থিরতায় ফেললো? বাচ্চাগুলো এদের মায়ের কাছে ফেরত দাও। তিনি আমাদের পুড়িয়ে দেয়া একটা পিঁপড়ার ঢিবি দেখতে পেয়ে বললেন ঃ কে এগুলি জ্বালিয়ে দিলো? আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন ঃ আগুনের প্রভু ছাড়া আগুন দিয়ে কোন কিছুকে শাস্তি দেয়ার কারো অধিকার নেই।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُكْرِىْ دَابَّةً عَلَى النِّصْفِ اَوِ السَّهْمِ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ যে ব্যক্তি তার পশু গনীমতের অর্ধেক অথবা অংশবিশেষ দেয়ার চুক্তিতে ভাড়া দেয়

٢٦٧٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ زُرْعَةَ يَحْيَي بْنُ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ نَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَخَرَجْتُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ اَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقْتُ فِى الْمَدِيْنَةِ اُنَادِيْ اَلاَ مَنْ يَّحْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ فَنَادٰى شَيْخٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلٰى اَنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتّٰى اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَاَصَابَنِيْ قَلاَئِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلٰى حَقِيْبَةٍ مِّنْ حَقَائِبِ اِبِلِهِ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ فَقَالَ مَا اَرٰى قَلاَئِصَكَ اِلاَّ كِرَامًا قَالَ اِنَّمَا هِىَ عَنِيْمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلاَئِصَكَ يَا ابْنَ اَخِيْ فَغَيْرَ سَهْمِكَ اَرَدْنَا.

২৬৭৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে যোগদানের জন্য ঘোষণা দিলেন। ইত্যবসরে আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে ফিরে আসলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রথম দল রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি মদীনার অলিগলিতে ডেকে ডেকে বললাম, এমন কে আছে, একজন লোককে সওয়ারী দিতে পারে, তার জন্য তার (গনীমতের) অংশ রয়েছে। আনসার সম্প্রদায়ের এক প্রবীণ লোক ডেকে বললেন, তার অংশ আমি নিতে চাই। সে আমাদের বাহনের পিছনে সওয়ার হবে এবং আহারাদি আমাদের সাথেই করবে। আমি (রাবী) বললাম, হাঁ, ঠিক আছে। প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, তাহলে আসো এবং মহান আল্লাহ্র আশু বরকতের উপর ভরসা করে রওয়ানা করো। রাবী বলেন, আমি আমার উত্তম সহযোগীর সাথে রওয়ানা হলাম। (এ

যুদ্ধে) আল্লাহ আমাদের গনীমতের মাল দান করলেন। আমার ভাগে কিছু উট পড়লো। আমি এগুলো দ্রুত হাঁকিয়ে আমার সেই উত্তম বন্ধুর কাছে নিয়ে আসলাম। প্রবীণ ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তার উটের পালানের উপর বসলেন, অতঃপর বললেন, এগুলোকে আমার দিকে পিঠ করে হাঁকাও। তিনি পুনরায় বললেন, এগুলো আমার দিকে মুখ করে হাঁকাও। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার উটগুলোকে আমার কাছে খুবই উত্তম মনে হয়। তিনি (রাবী) বললেন, আমি আপনার সাথে যে চুক্তি করেছিলাম এগুলো তো আপনার সেই মাল। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার অংশ (উটগুলো) তুমি নিয়ে যাও। তোমার গনীমতের ভাগ নেয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُوْثَقُ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ বন্দীদেরকে শক্ত করে বাঁধা

٢٦٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَجِبَ رَبُّنَا تَعَالٰى مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ.

২৬৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকের অবস্থা দেখে বিস্মিত হবেন, যাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

টীকা ঃ কোন এক যুদ্ধে কিছু সংখ্যক কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে তারা শৃংখলিত অবস্থায় মুসলিম ভূখণ্ডে নীত হয়। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করে (অনু.)।

٢٦٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيْثٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ غَالِبٍ اللَّيْثِيَّ فِيْ سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيْهِمْ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّشِنُّوا الْغَارَةَ عَلٰى بَنِى الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيْدِ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ لَقِيَنَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَاَخَذْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا اُرِيْدُ الْاِسْلَامَ وَاِنَّمَا خَرَجْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا اِنْ تَكُ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرُّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا.

২৬৭৮। জুনদুব ইবনে মাকীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে গালিব আল-লাইছী (রা)-কে এক সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তিনি (নবী) তাদেরকে কাদীদের বনূ মালূহ গোত্রকে কয়েক দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। আমরা রওয়ানা হয়ে যখন কাদীদ এলাকায় পৌঁছলাম, সেখানে আল-হারিছ ইবনুল বারসাআ আল-লাইছীর সাক্ষাত পেলাম। আমরা তাকে গ্রেপ্তার করলাম। সে বললো, আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। আমরা বললাম, যদি তুমি মুসলমান হও, তবে তোমাকে একদিন ও একরাত বেঁধে রাখাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি অন্য কিছু হও (মুসলমান না হও) তবে আমরা তোমাকে শক্ত করে বাঁধবো। অতঃপর আমরা তাকে শক্ত করে বাঁধলাম।

٢٦٧٩- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِيْ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ اِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَاَعَادَ مِثْلَ هٰذَا الْكَلَامِ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ ذَا ذَمٍّ.

২৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা ছুমামা ইবনে উসাল নামক বনী হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলো। সে ছিল ইয়ামামাবাসীদের নেতা। তাকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বাঁধা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে বললেন ঃ হে ছুমামা! তোমার কাছে কি আছে (আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা)? সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ রয়েছে (অথবা সম্পদ রয়েছে)। আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন যার রক্তের (হত্যার) প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে একজন সম্মানী লোককে অনুগ্রহ করলেন। আর যদি আপনি ধন-সম্পদ আশা করেন, তবে যত চান দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে চলে গেলেন। যখন পরবর্তী সকাল হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে ছুমামা! তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে বলে আশা করো? সে পূর্বের মতই উত্তর দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরিত্যাগ করলেন। তৃতীয় দিনের সকাল হলে এদিনও সে একই উত্তর দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ছুমামাকে ছেড়ে দাও। সে মসজিদের নিকটেই খেজুর বাগানে গেলো, অতঃপর (এখানকার একটি কূপে) গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করলো। সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অধস্তন রাবী ঈসা বলেন, লাইছ (র) আমাদের অবহিত করেছেন যে, ছুমামা বললো, আপনি আমাকে হত্যা করলে এক অপরাধীকেই হত্যা করলেন।

٢٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُدِمَ بِالْاُسَارٰى حِيْنَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ اٰلِ عَفْرَاءَ فِيْ مُنَاخِهِمْ عَلٰى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ. قَالَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ قَالَ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَعِنْدَهُمْ اِذْ اَتَيْتُ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ الْاُسَارٰى قَدْ اُتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَاِذَا اَبُوْ يَزِيْدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِيْ نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوْعَةً يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُمَا قَتَلَا اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ انْتَدَبَا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُتِلَا يَوْمَ بَدْرٍ.

২৬৮০। ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে যুরারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইয়াহইয়া) বলেন, (বদরের যুদ্ধের) বন্দীদেরকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) 'আফরা পরিবারের কাছে 'আফরার পুত্র 'আওফ ও মুআব্বিজের পাশে উটশালায় ছিলেন। রাবী বলেন, এটা তাদের উপর পর্দার বিধান আরোপিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। রাবী বলেন, সাওদা (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের কাছেই ছিলাম। আমি ফিরে এলে বলা হলো, এরা সব বন্দী। এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি আমার ঘরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার ঘরেই ছিলেন। আমাদের ঘরের এক কোণে আবু ইয়াযীদ সুহাইল ইবনে 'আমরকে দেখলাম। তার উভয় হাত তার ঘাড়ের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা। অতঃপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আওফ ইবনে আফরা ও মুআব্বিজ ইবনে আফরা (রা) বদরের যুদ্ধের দিন আবু জাহল ইবনে হিশামকে হত্যা করেন। তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারা আবু জাহলকে চিনতেন না। তারা দু'জনও বদর যুদ্ধে নিহত হন।

টীকা ঃ আবু জাহলের হত্যাকারীদ্বয় তাকে চিনতেন না। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাকে চিনিয়ে দিলে তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ বন্দীকে মারধর করে এবং হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে তথ্য উদ্ধার করা

٢٦٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ اَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوْا اِلٰى بَدْرٍ فَاِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيْهَا عَبْدٌ اَسْوَدُ لِبَنِى الْحَجَّاجِ فَاَخَذَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ اَيْنَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا لِىْ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِهِ عِلْمٌ وَلٰكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَاِذَا قَالَ لَهُمْ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ دَعُوْنِىْ اُخْبِرُكُمْ فَاِذَا تَرَكُوْهُ قَالَ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِاَبِىْ سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ وَلٰكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَدْ اَقْبَلُوْا وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَسْمَعُ ذٰلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ

قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَتَضْرِبُوْنَهُ اِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُوْنَهُ اِذَا كَذَبَكُمْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ اَبَا سُفْيَانَ قَالَ اَنَسٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُخِذَ بِاَرْجُلِهِمْ فَسُحِبُوْا فَاُلْقُوْا فِىْ قَلِيْبِ بَدْرٍ.

২৬৮১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য ডাকলেন। তারা বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা হাজ্জাজ গোত্রের একটি কালো গোলামকে কোরাইশদের পানি বহনকারী উটের সাথে পেয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাকে ধরে নিয়ে আসলেন। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন, বলো, আবু সুফিয়ান কোথায়? সে বললো, আল্লাহর শপথ! তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, বরং কোরাইশের লোকেরা আসছে। এদের সাথে আবু জাহল, উতবা ও শায়বা ইবনে রাবী'আ এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ রয়েছে। সে যখন তাদেরকে একথা জানালো, তারা তাকে মারধর করতে লাগলেন। সে চিৎকার করে বললো, ছাড়ো! ছাড়ো! আমি বলছি! তারা তাকে ছেড়ে দিলে সে বললো, আল্লাহর শপথ! আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে এই কোরাইশ বাহিনী এসেছে। এদের সাথে আবু জাহল, রাবীআর দুই পুত্র উতবা ও শায়বা এবং খালাফের পুত্র উমাইয়া রয়েছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে রত ছিলেন। তিনি এ কথাগুলো শুনলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! সে যখন তোমাদের সত্য কথা বলে, তোমরা তাকে মারো, আর যখন মিথ্যা বলে তখন ছেড়ে দাও। এই কোরাইশ বাহিনী তো আবু সুফিয়ানকে বাঁচানোর জন্য এসেছে (সে সিরিয়া থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসছিল)। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা আগামীকাল অমুকের চিৎপাত হওয়ার স্থান, (এই বলে) তিনি জমিনের উপর নির্দিষ্ট স্থানে হাত রাখলেন। এটা আগামীকাল অমুকের চিৎপাত হওয়ার স্থান, সাথে সাথে তিনি জমিনের নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর হাত রাখলেন। এই জায়গাটা আগামীকাল অমুকের কুপোকাত হওয়ার স্থান। এই বলে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর হাত রাখলেন। আনাস (রা)

বলেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাদের (উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কেউই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত রাখার স্থান অতিক্রম করতে পারেনি (প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট স্থানে নিহত হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং সেই মোতাবেক তাদের লাশের ঠ্যাং ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বদরের একটি অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হলো।

بَابٌ فِى الْأَسِيْرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ- ১২৪ ঃ ইসলাম গ্রহণের জন্য বন্দীদের চাপ দেয়া সংগত নয়

٢٦٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى السِّجِسْتَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ وَهٰذَا لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلٰى نَفْسِهَا اِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ اَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا اُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيْرِ كَانَ فِيْهِمْ مِنْ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا لَا نَدَعُ اَبْنَاءَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْمِقْلَاةُ الَّتِيْ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ.

২৬৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জাহিলী যুগে) যে নারীর বাচ্চা বেঁচে থাকতো না সে নিজে মানত করতো, যদি তার সন্তান বেঁচে থাকে তবে তাকে ইহূদী ধর্মে দীক্ষিত করা হবে। যখন ইহূদী বনী নাযীর গোত্রকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ হলো, তাদের মধ্যে আনসারদের কতিপয় সন্তান ছিল। আনসারগণ বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ছেড়ে দিতে পারবো না (ইহূদীদের সাথে দিবো না)। তখন মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, "দীনের ব্যাপারে (গ্রহণে) কোন জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল পথকে ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, যেসব স্ত্রীলোকের সন্তান বাঁচে না তাদেরকে 'মিকলাত' বলা হয়।

بَابُ قَتْلِ الْأَسِيْرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْاِسْلَامَ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান না জানিয়ে যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা

٢٦٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا

اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اَمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى النَّاسَ اِلاَّ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَاَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنَ اَبِىْ سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَاَمَّا ابْنُ اَبِيْ سَرْحٍ فَاِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتّٰى اَوْقَفَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبٰى عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَقُوْمُ اِلٰى هٰذَا حَيْثُ رَاٰنِىْ كَفَفْتُ يَدِيْ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوْا مَا نَدْرِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِيْ نَفْسِكَ اَلاَّ اَوْمَاْتَ اِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِنَبِىٍّ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَعْيُنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ اَخَا عُثْمَانَ لِاُمِّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ اِذْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

২৬৮৩। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন মক্কা বিজয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন (ক্ষমা ঘোষণা করলেন), চারজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত। তিনি তাদের নামও বলে দিলেন। তন্মধ্যে ইবনে আবু সারহও ছিল। অতঃপর রাবী হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন। সা'দ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আত্মগোপন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনসাধারণকে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণের জন্য ডাকলেন, উসমান (রা) তাকে নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড় করালেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আবদুল্লাহর বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি মাথা তুলে তার দিকে তাকালেন। তিনি তিনবার তাকালেন এবং প্রতিবারই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনবারের পর তিনি আবদুল্লাহর বায়'আত গ্রহণ করলেন, অতঃপর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি সঠিক নির্দেশ উপলব্ধি করার মত কোন বুদ্ধিমান লোক ছিলো না? সে তার সামনে দাঁড়াতো এবং যখন দেখতো আমি তার বায়'আত গ্রহণ না করার জন্য হাত গুটিয়ে নিচ্ছি তখন সে তাকে হত্যা করতো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মনের ইচ্ছা আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি। আপনি যদি

আমাদেরকে চোখের ইশারা করতেন! তিনি বললেন ঃ কোন নবীর পক্ষে চোখের খেয়ানতকারী হওয়া শোভা পায় না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারহ উসমান (রা)-র দুধভাই এবং ওলীদ ইবনে উকবা তার বৈপিত্রেয় ভাই ছিল। উসমান (রা)-র খেলাফতকালে ওলীদ শরাব পান করলে তিনি তাকে শাস্তি (হদ্দ) প্রদান করেন।

٢٦٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اَرْبَعَةٌ لاَ اُؤَمِّنُهُمْ فِيْ حِلٍّ وَّلاَ حَرَمٍ فَسَمَّاهُمْ. قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقِيْسٍ فَقُتِلَتْ اِحْدَاهُمَا وَاُفْلِتَتِ الْاُخْرٰى فَاَسْلَمَتْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ اَفْهَمْ اِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ الْعَلاَءِ كَمَا اُحِبُّ.

২৬৮৪। সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ চার ব্যক্তির জন্য হেরেম শরীফ বা তার বাইরে কোথাও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নাই। তিনি তাদের নামও বলে দিলেন। তিনি মাকীসের দুই গায়িকা ক্রীতদাসীর নামও উল্লেখ করলেন। এদের একটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো এবং অপরটি পলায়ন করলো। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইবনুল আলার কাছ থেকে এ হাদীসের সনদ উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারিনি।

٢٦٨٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ ابْنِ خَطَلٍ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ.

২৬৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। যখন তিনি শিরস্ত্রান খুললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল কা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে খাতালের নাম আবদুল্লাহ এবং আবু বারযা আল-আসলামী (রা) তাকে হত্যা করেছিলেন।

টীকা ঃ ইবনে খাতাল প্রথমে মুসলমান হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠান। তার সাথে একটি মুসলমান গোলামও দেয়া হয়। এক জায়গায় সফরে বিরতি দিয়ে সে তাকে খাবার পাকানোর হুকুম দিয়ে ঘুমিয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে সে দেখলো, গোলামটি খাবার তৈরি করেনি। ফলে সে তাকে হত্যা করে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। মক্কায় ফিরে গিয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুৎসা করার জন্য দু'টি বাঁদী নিযুক্ত করে। মক্কা বিজয়ের দিন সে কা'বার গেলাফের মধ্যে আত্মগোপন করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাকে যমযম কূপের কাছে অথবা মাকামে ইবরাহীমের কাছে হত্যা করা হয় (অনু.)।

بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْأَسِيْرِ صَبْرًا

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ বন্দীদের হাত-পা বেঁধে হত্যা করা

٢٦٨٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اَنْ يَّسْتَعْمِلَ مَسْرُوْقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ اَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوْقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ فِيْ اَنْفُسِنَا مَوْثُوْقَ الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَرَادَ قَتْلَ اَبِيْكَ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ النَّارُ فَقَدْ رَضِيْتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৬৮৬। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাহহাক ইবনে কায়েস (রা) মাসরূক (র)-কে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। উমারা ইবনে উকবা তাকে বললেন, আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করবেন, যে উসমান (রা)-র হত্যাকারীদের মধ্যে বেঁচে থাকা একজন? মাসরূক (র) উমারাকে বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাদেরকে একটি হাদীস বলেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমার (উমারা) পিতাকে (উকবা) মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তোমার পিতা বললো, আমার বাচ্চাদের কি অবস্থা হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আগুন (বিদ্রূপ করে)। মাসরূক বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার (উমারা) জন্য যা পছন্দ করেছেন, আমিও তোমার জন্য তাই পছন্দ করি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সিজদারত ছিলেন তখন উকবা ইবনে আবু মুঈত তাঁর মাথায় উটের পঁচা নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। এতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর উপক্রম হয়েছিল (অনু.)।

بَابٌ فِىْ قَتْلِ الْأَسِيْرِ بِالنَّبْلِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কয়েদীকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করা নিষেধ

٢٦٨٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ تِعْلٰى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ اَعْلَاجٍ مِّنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوْا صَبْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاَعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ.

২৬৮৭। উবায়েদ ইবনে তি'লা (তাগলা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমানের সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। শত্রু পক্ষের চারটি হৃষ্টপুষ্ট লোককে ধরে আনা হলো। তিনি তাদের বিরুদ্ধে রায় দিলেন এবং সেই মোতাবেক তাদেরকে হাত-পা বেঁধে হত্যা করা হলো। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ব্যতীত অন্য সব রাবী ইবনে ওয়াহ্‌ব থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ "হাত-পা বেঁধে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে"। এ খবর আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা)-র কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হা-পা বাঁধা অবস্থায় কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করতে শুনেছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! একটি মুরগীকেও আমি এভাবে বেঁধে হত্যা করতে রাজী নই। একথা আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওলীদ (র)-র কানে পৌঁছলে তিনি চারটি গোলাম আযাদ করেন।

بَابٌ فِى الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيْرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ মুক্তিপণ গ্রহণ না করে বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন

٢٦٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَي بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ثَمَانِيْنَ رِجَالاً مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

لِيَقْتُلُوْهُمْ فَاَخَذَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْمًا فَاَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৬৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কার মুশরিকদের আশি ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য (হুদায়বিয়ার সময়) ফজরের নামাযের ওয়াক্তে আত-তানঈম পর্বত থেকে তাদের উপর চড়াও হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় ধরে ফেললেন এবং তারা আনুগত্য প্রকাশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মহামহিম আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হস্ত তাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٦٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ ابْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَاَطْلَقْتُهُمْ لَهُ.

২৬৮৯। যুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বললেন ঃ মুতইম ইবনে আদী জীবিত থাকলে এবং সে এসব নাপাক ও নীচ বন্দীদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করলে আমি তার অনুরোধ রক্ষা করে এদেরকে ছেড়ে দিতাম।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মক্কায় ফিরে আসলে মুতইম ইবনে আদী তাকে আশ্রয় দান করে এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে জীবিত থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীমুক্তির মাধ্যমে তার সেই ঋণ পরিশোধ করতেন (অনু.)।

بَابٌ فِىْ فِدَاءِ الْاَسِيْرِ بِالْمَالِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ মালের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়া

٢٦٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُوْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَاَخَذَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ

لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ. مِّنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُمُ الْغَنَائِمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ اِسْمِ اَبِىْ نُوْحٍ فَقَالَ اَيْشٍ تَصْنَعُ بِاِسْمِهِ اِسْمُهُ اِسْمٌ شَنِيْعٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُهُ قُرَادٌ وَالصَّحِيْحُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ.

২৬৯০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "কোন নবীর জন্য শোভা পায় না যে, তার কাছে যুদ্ধবন্দী থাকবে, যতক্ষণ সে পৃথিবীর বুক থেকে শত্রু-বাহিনীকে আচ্ছা করে নির্মূল না করবে... তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৬৭-৬৮) পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাদের (মুসলমানদের) জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দিয়েছেন।

٢٦٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْعَنْبَسِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِدَاءَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعَ مِائَةٍ.

২৬৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের মুশরিক যুদ্ধ-বন্দীদের জন্য চারশো (দিরহাম) মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন।

٢٦٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ اَهْلُ مَكَّةَ فِىْ فِدَاءِ اُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِىْ فِدَاءِ اَبِى الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيْهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيْجَةَ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلٰى اَبِى الْعَاصِ قَالَتْ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً وَقَالَ اِنْ رَاَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوْا لَهَا اَسِيْرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِىْ لَهَا. قَالُوْا نَعَمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ عَلَيْهِ اَوْ وَعَدَهُ اَنْ يُّخَلِّىَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ

اِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتّٰى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتّٰى تَأْتِيَا بِهَا.

২৬৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মক্কাবাসীরা তাদের বন্দীদের মুক্তিপণের অর্থ প্রেরণ করলো, রাসূল-কন্যা যয়নব (রা. তার স্বামী) আবুল আসের মুক্তিপণ প্রেরণ করলেন এবং মুক্তিপণের সাথে তার গলার হারটিও পাঠালেন। তার মাতা খাদীজা (রা) আবুল আসের সাথে বিবাহ উপলক্ষে হারটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হারটি দেখতে পেলেন তখন তার (যয়নব অথবা খাদীজা) কথা মনে পড়লো। তিনি ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি সাহাবাদের বললেন ঃ যদি তোমরা সমীচীন মনে করো তবে যয়নবের বন্দীকে ছেড়ে দিও এবং তার প্রেরিত মুক্তিপণও তাকে ফেরত দিও। সাহাবারা বললেন, হাঁ, ঠিক আছে। আবুল আসের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে যয়নবকে তাঁর কাছে আসার পথ পরিষ্কার করে দিবে। তাকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) ও একজন আনসারীকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা ইয়াজিজ উপত্যকায় অবস্থান করবে। যয়নব সেখানে এসে তোমাদের সাথে মিলিত হলে তোমরা তাকে সঙ্গে করে (মদীনায়) চলে আসবে।

টীকা ঃ আবুল আস (রা) পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় যয়নব (রা)-কে তার হাতে তুলে দেন। তিনি আবু বাক্র (রা)-র যুগে কোন এক যুদ্ধে শহীদ হন। ইয়াজিজ মক্কার নিকটস্থ একটি উপত্যকার নাম (অনুবাদক)।

٢٦٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ يَعْنِىْ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِىْ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِمَّا السَّبْيَ وَاِمَّا الْمَالَ. فَقَالُوا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ جَاؤُوْا تَائِبِيْنَ وَاِنِّىْ قَدْ رَأَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ

اَنْ يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَائُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرَفَائُهُمْ فَاَخْبَرُوْا اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا.

২৬৯৩। মারওয়ান ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযিন গোত্রের লোক যখন মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তারা তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ আমার সাথে এদেরকে দেখছো। সত্য কথাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। অতএব তোমরা বিবেচনা করো, তোমরা কি তোমাদের বন্দীদের ফেরত নিতে চাও, না ধন-সম্পদ ফেরত নিতে চাও। তারা বললো, আমরা বন্দীদের ছাড়িয়ে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর গুণগান করার পর (সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে (অনুতপ্ত হয়ে) তোমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দেয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তা করতে চায়, সে যেন তা করে (বন্দীকে মুক্তি দেয়)। আর যে ব্যক্তি মুক্তিপণ চায়, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গনীমত পাওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে দিবো, সেও যেন বন্দীদের ছেড়ে দেয়। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সন্তুষ্ট মনে (মুক্তিপণ ছাড়াই) তাদেরকে মুক্ত করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কে মুক্তিপণ ছাড়া আর কে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে ইচ্ছুক তা আমি স্বতন্ত্রভাবে জানতে পারলাম না। অতএব তোমরা চলে যাও এবং বিষয়টি তোমাদের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আমার কাছে পেশ করো। লোকেরা চলে গেলো এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলো। নেতৃবৃন্দ এসে তাঁকে জানালেন, সকলেই বন্দীদেরকে (বিনিময় ছাড়াই) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুক্তি দেয়ার সম্মতি দিয়েছে।

٢٦٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَاَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ اَمْسَكَ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَاِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ

فَرَائِضَ مِنْ اَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيْئُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْنَا ثُمَّ دَنَا يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعِيْرٍ فَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هٰذَا وَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَاَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ فَقَامَ رَجُلٌ فِىْ يَدِهِ كُبَّةٌ مِّنْ شَعْرٍ فَقَالَ اَخَذْتُ هٰذِهِ لِاُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةً لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا مَا كَانَ لِىْ وَلِبَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ اَمَّا اِذَا بَلَغَتْ مَا اَرٰى فَلاَ اَرَبَ لِىْ فِيْهَا وَنَبَذَهَا.

২৬৯৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি (পিতা) তার দাদা থেকে উপরোল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের নারী ও শিশুদের তাদের নিকট ফেরত দাও। যে ব্যক্তি নিজ অংশ বিনিময় ব্যতীত ফেরত দিতে রাজী নয়, আমরা তাকে ছয়টি উট বিনিময় হিসাবে দিবো। যখনই গনীমতের মাল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের হস্তগত হবে তখনই তা থেকে এটা পরিশোধ করা হবে (অতএব সে যেন বন্দীদের ছেড়ে দেয়)। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের কাছে আসলেন। তিনি তার কুঁজ থেকে কিছু পশম নিয়ে বললেন ঃ হে লোকসকল! এই 'ফাই'-এ আমার কোন অংশ নাই, এমনকি এই পশমটুকু পরিমাণও নয়, সাথে সাথে পশমসহ আঙ্গুল উঁচু করে দেখালেন, শুধুমাত্র এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত। আবার তাও তোমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করা হয়। অতএব তোমরা সুঁই-সূতাটা পর্যন্ত জমা করো। এক ব্যক্তি এক টুকরা পশমী সূতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এই সূতাটুকু গদির কম্বলের ছেঁড়া অংশ মেরামত করতে নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (তাতে) আমার এবং আবদুল মোত্তালিব গোত্রের অংশ আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম (কিন্তু মুজাহিদদের অংশ তুমি ক্ষমা করিয়ে নাও)। লোকটি বললো, আমি যখন দেখছি এটুকুও গুনাহের কারণ হচ্ছে তাই আমার এটা দরকার নাই। এই বলে সে সূতাটুকু ছুড়ে ফেলে দিলো।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يُقِيْمُ عِنْدَ الظُّهُوْرِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ যুদ্ধজয়ের পর শত্রু এলাকায় ইমামের অবস্থান

٢٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَلَبَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرَصَةِ ثَلاَثًا قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى اِذَا غَلَبَ قَوْمًا اَحَبَّ اَنْ يُّقِيْمَ بِعَرَصَتِهِمْ ثَلاَثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ يَطْعَنُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيْمِ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ لِاَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَلَمْ يُخْرِجْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ بِاٰخِرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُقَالُ اِنَّ وَكِيْعًا حَمَلَ عَنْهُ فِىْ تَغَيُّرِهِ.

২৬৯৫। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তিন দিন অবস্থান করতেন। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আছে, যখন তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ী হতেন, তাদের এলাকায় তিন দিন অবস্থান করা তিনি উত্তম মনে করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র) এই হাদীসটির ত্রুটি নির্দেশ করতেন। কেননা হাদীসটি সাঈদ ইবনে আবু আরূবার প্রথম দিককার হাদীস নয়। কেননা ৪৫ (হিজরী) সনে তার স্মরণশক্তির মধ্যে পরিবর্তন (দুর্বলতা) এসে যায়। আর এ হাদীসটি তার শেষ বয়সেই বর্ণিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদ (র) বলেন, তার স্মরণশক্তির এই পরিবর্তনের যুগেই ওয়াকী' (র) তার কাছ থেকে হাদীস লাভ করেন।

بَابٌ فِى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْىِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ যুদ্ধ-বন্দীদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করা

٢٦٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلاَثٍ وَّثَمَانِيْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَّسِتِّيْنَ وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ.

২৬৯৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাঁদী ও তার সন্তানকে পৃথক করেছিলেন (দু'জনকে দুই ক্রেতার কাছে বিক্রি করেছিলেন)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাকে এভাবে বিক্রয় করতে নিষেধ করলেন এবং এই বিক্রয় বাতিল করে দিলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, (রাবী) মায়মূন (র) আলী (রা)-র সাক্ষাত পাননি। মায়মূন (র) আল-জামাজিমের যুদ্ধে ৮৩ হিজরীতে নিহত হন। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাররার ঘটনা ৬৩ হিজরী সনে ঘটেছিল এবং ইবনুয যুবাইর (রা) ৭৬ হিজরীতে শহীদ হন।

টীকা ঃ আবু দাঊদের ভাষ্যগ্রন্থ 'বাযলুল মাজহূদে' ৪৫-এর ব্যাখ্যায় ১৪৫ উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কি ১৪৫ বছর বয়স না ১৪৫ হিজরী সন তা উল্লেখ করা হয়নি।

'আল-জামাজিম' ঃ তাবারিস্তান ও খোরাসানের মধ্যবর্তী জুরজান অঞ্চলে অবস্থিত ডাক যোগাযোগের একটি স্থান (সিক্কা)। মাওয়ান বংশীয়দের শাসনামলে জামাজিম যুদ্ধ সংঘটিত হয় (সম্পাদক)।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِيْنَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের (অভিভাবক থেকে) পৃথক করা

٢٦٩٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيْهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوْا فَجِئْتُ بِهِمْ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فِيْهِمُ امْرَأَةٌ مِّنْ فَزَارَةَ وَعَلَيْهَا قَشْعٌ مِّنْ اَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ اَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ بِنْتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِىَ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْجَبَنِىْ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّوْقِ فَقَالَ لِىْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِىَ الْمَرْأَةَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِىَ لَكَ فَبَعَثَ بِهَا اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ وَفِىْ اَيْدِيْهِمْ اَسْرٰى فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ.

২৬৯৭। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, আমরা আবু বাক্‌র (রা)-র সাথে (এক অভিযানে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আমাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। আমরা ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে হামলা করে তাদেরকে তছনছ করে দিলাম। অতঃপর আমি কিছু

লোক দেখতে পেলাম। তাদের সাথে শিশু ও স্ত্রীলোকও ছিল। আমি একটি তীর নিক্ষেপ করলাম। তা গিয়ে তাদের এবং পাহাড়ের মাঝখানে পড়লো। তারা দাঁড়িয়ে গেলো। আমি তাদেরকে ধরে আবু বাক্‌রের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে ফাযারা গোত্রের এক মহিলা ছিল। সে শুকনা চামড়া পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার কন্যাও তার সাথে ছিল। সে (কন্যাটি) ছিল আরবের অন্যতম সুন্দরী। তার কন্যাকে আবু বাক্‌র (রা) আমাকে (গনীমত হিসাবে) দান করলেন। আমি মদীনায় ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! মেয়েটি আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করো। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! সে (তার সৌন্দর্য) আমাকে হতবাক করেছে। আমি তার কাপড় খুলি নাই (তার সাথে সহবাস করি নাই)। তিনি (রাসূল) নিশ্চুপ থাকলেন। পরবর্তী দিনের সকাল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে কন্যাটি আমাকে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে অনাবৃত করি নাই। সে আপনার জন্যই। তাকে (মেয়েটিকে) তিনি মক্কাবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের (মক্কাবাসীদের) হাতে কিছু (মুসলমান) বন্দী ছিল। (তাদের মুক্ত করার জন্য) তিনি এই মেয়েটিকে (মক্কাবাসীদের কাছে) বিনিময় হিসাবে ফেরত দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করলেন।

بَابٌ فِي الْمَالِ يُصِيْبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِي الْغَنِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ কোন মুসলমানের সম্পদ শত্রুবাহিনীর হস্তগত হওয়ার পর পুনরায় মালিক তা গনীমতরূপে হস্তগত করে

٢٦٩٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عُمَرَ اَبَقَ اِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسِمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ.

২৬৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমারের একটি ক্রীতদাস পলায়ন করে শত্রুবাহিনীতে চলে গেলো। মুসলিম সেনানীরা যুদ্ধে জয়যুক্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইবনে উমারের কাছে ফেরত দিলেন, গনীমত হিসাবে বণ্টন করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি ব্যতীত অন্য রাবীগণ বলেছেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) গোলামটি তাকে ফিরিয়ে দেন।

٢٦٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৬৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার একটি ঘোড়া ছুটে গেলে তা শত্রুবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের যুগে তা পুনরায় তাকে ফেরত দেয়া হয়। (অপর এক বর্ণনায় আছে) ইবনে উমারের একটি গোলাম পলায়ন করে রূম এলাকায় চলে যায়। মুসলমানরা রূমীয়দের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) গোলামটি পুনরায় তাকে ফেরত দেন।

بَابٌ فِيْ عَبِيْدِ الْمُشْرِكِيْنَ يَلْحَقُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيُسْلِمُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ মুশরিকদের গোলাম পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করলে

٢٧٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ خَرَجَ عُبْدَانٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ مَوَالِيْهِمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا خَرَجُوْا اِلَيْكَ رَغْبَةً فِيْ دِيْنِكَ وَاِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَبًا مِّنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُدَّهُمْ اِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا اُرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى يَبْعَثَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَّضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلٰى هٰذَا وَاَبٰى اَنْ يَّرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৭০০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন সন্ধি স্থাপনের পূর্বে মুশরিকদের কয়েকটি ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পালিয়ে আসে। তাদের মনিবরা তাঁকে লিখে পাঠালো এবং বললো, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর শপথ! এরা তোমার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার কাছে আসে নাই। তারা তাদের গোলামী থেকে (মুক্তিলাভের জন্য) পালিয়ে এসেছে। কতিপয় লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মনিবরা সত্যই বলেছে, এদেরকে তাদের কাছে ফেরত পাঠান। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ হে কোরাইশগণ! আমি দেখছি তোমরা অন্যায় থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোক না পাঠাবেন যারা তোমাদের এই অপরাধের জন্য তোমাদের ঘাড় মটকাবে। তিনি তাদেরকে ফেরত দিতে অসম্মতি জানালেন এবং বললেন ঃ এরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে মুক্ত ও স্বাধীন।

بَابٌ فِىْ اِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ শত্রু এলাকার খাদ্যদ্রব্য আহার করা বৈধ

٢٧٠١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ جَيْشًا غَنِمُوْا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ.

২৭০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদল সৈনিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গনীমত হিসাবে কিছু খাদ্যশস্য ও মধু লাভ করলো। কিন্তু তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ কেটে নেয়া হয়নি।

٢٧٠٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَالْقَعْنَبِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّىَ جِرَابٌ مِّنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لاَ اُعْطِىْ مِنْ هٰذَا اَحَدًا الْيَوْمَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ اِلَىَّ.

২৭০২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন চর্বিভর্তি একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। আমি এসে তা তুলে নিলাম। অতঃপর আমি বললাম, এই চর্বি থেকে আজ অন্য কাউকে একটুও দিবো না। রাবী

বলেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন।

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى اِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ শত্রু এলাকায় সেনাবাহিনীর রসদপত্রের ঘাটতি দেখা দিলেও গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার পূর্বে তা ব্যবহার করা নিষেধ

٢٧٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ لَبِيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَاَصَابَ النَّاسَ غَنِيْمَةٌ فَانْتَهَبُوْهَا فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّهْبٰى فَرَدُّوْا مَا اَخَذُوْا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.

২৭০৩। আবু লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কাবুল নামক এলাকায় এক যুদ্ধে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-র সাথে ছিলাম। গনীমত সংগ্রহের সুযোগ আসলে লোকেরা তা লুণ্ঠন করলো। আবদুর রহমান (রা) দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "গনীমত বণ্টনের পূর্বে তা থেকে কিছু নিতে নিষেধ করতে শুনেছি।" অতএব লোকেরা যা নিয়েছিল তা ফেরত দিলো। তিনি সেগুলোকে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

টীকা ঃ কাবুল– তাখারিস্তানের সীমান্তবর্তী একটি শহর, যা উমায়্যা রাজত্বকালে বিজিত হয়। এটা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল নয় (সম্পাদক)।

٢٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ مُجَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ يَعْنِي الطَّعَامَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

২৭০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সাহাবাদের) জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খাদ্যদ্রব্য থেকেও এক-পঞ্চমাংশ বের করতেন? তিনি (কোন এক সাহাবী) বললেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমরা খাদ্যদ্রব্য পেলাম। লোকেরা আসতো এবং প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতো।

٢٧٠٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَاَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَجَهْدٌ وَاَصَابُوْا غَنَمًا فَانْتَهَبُوْهَا فَاِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِيْ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ عَلٰى قَوْسِهِ فَاَكْفَأَ قُدُوْرَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اَوْ اِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ.

২৭০৫। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি একজন আনসারীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আনসার লোকটি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। লোকেরা ভীষণ অন্নকষ্টের শিকার হলো। ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক বকরী তাদের হস্তগত হলো। বণ্টনের পূর্বে তারা তা লুটপাট করে নিয়ে নিলো। আমাদের হাঁড়িগুলোতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধনুকে ভর দিয়ে এখানে আসলেন। তিনি ধনুক দিয়ে গোশতের হাঁড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিলেন এবং তা বালির সাথে মিশিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ এই লুটের গোশত মৃত জীবের গোশতের চেয়ে কিছু কম নয় (কোন পার্থক্য নেই)। অথবা বলেছেন ঃ মৃত লাশ এই লুটের মালের চেয়ে কিছু কম নয় (কোন পার্থক্য নেই)।

بَابٌ فِيْ حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ শত্রুর এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য সাথে করে নিয়ে আসা

٢٧٠٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ حَرْشَفٍ الْاَزْدِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلاَ نَقْسِمُهُ حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ اِلٰى رِحَالِنَا وَاَخْرِجَتَنَا مِنْهُ مَمْلُوْءَةٌ.

২৭০৬। আবদুর রহমান (র)-র মুক্তদাস আল-কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আমরা

(সাহাবা) যুদ্ধের সময় (গনীমতের) উট যবেহ করে খেতাম এবং তা বন্টন করতাম না। এমনকি আমরা যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করতাম তখনও আমাদের থলি গোশ্‌তে পরিপূর্ণ থাকতো।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الطَّعَامِ اِذَا فَضُلَ عَنِ النَّاسِ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ শত্রুদেশে লোকের উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা

٢٧٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْاُرْدُنِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ رَابَطْنَا مَدِيْنَةَ قِنَّسْرِيْنَ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَا اَصَابَ فِيْهَا غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِيْنَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِى الْمَغْنَمِ فَلَقِيْتُ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مُعَاذٌ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَاَصَبْنَا فِيْهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِى الْمَغْنَمِ.

২৭০৭। আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শুরাহবীল ইবনুস সিমত (রা)-র নেতৃত্বে কিন্নাসরীন শহর (সিরিয়ার একটি প্রাচীন শহর) অবরোধ করলাম। যখন তিনি এটা জয় করলেন, মেষ ও গরু গনীমত হিসাবে পাওয়া গেলো। তিনি এর একটা অংশ আমাদের মধ্যে বন্টন করলেন এবং অবশিষ্টাংশ গনীমতের খাতে রাখলেন। পরে আমি মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম এবং এ প্রসঙ্গে তার সাথে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমাদের হাতে কতগুলি মেষ আসলো। একটা অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বন্টন করলেন এবং অবশিষ্টাংশ গনীমতের খাতে রেখে দিলেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ بِشَيْءٍ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ কেউ গনীমতের কোন জিনিস ব্যবহার করলে

٢٧٠٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ مَوْلٰى تُجِيْبٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ.

২৭০৮। রুয়াইফি' ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ও আখেরাতের উপর যার ঈমান আছে সে যেন মুসলমানদের 'ফাই'লব্ধ পশুর পিঠে (বিনা প্রয়োজনে) সওয়ার না হয়। সে সওয়ারী হিসাবে ব্যবহার করে তাকে শীর্ণকায় করে গনীমতে ফেরত দিবে এটা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের কাপড় পরিধান না করে, ব্যবহার করে পুরাতন করে তা গনীমতে জমা দিবে– এটা ঠিক নয়।

بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلاَحِ يُقَاتِلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে

٢٧٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ فَاِذَا اَبُوْ جَهْلٍ صَرِيْعٌ قَدْ ضَرَبْتُ رِجْلَهُ فَقُلْتُ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ يَا اَبَا جَهْلٍ قَدْ اَخْزَى اللّٰهُ الْاٰخِرَ قَالَ وَلاَ اَهَابُهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتّٰى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتّٰى بَرَدَ.

২৭০৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্র দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আবু জাহলকে মাটিতে ধরাশায়ী দেখলাম। আমি তার পায়ে আঘাত হানলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর দুশমন! হে আবু জাহল! অবশেষে আল্লাহ তোমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন। তিনি (রা) বলেন, আমি তাকে এ সময়

মোটেই ভয় করিনি। সে (আবু জাহল) বললো, আশ্চর্যের ব্যাপার, এক ব্যক্তিকে তার স্বজনরাই হত্যা করলো। আমি তাকে তারবারি দিয়ে আঘাত করলাম, কিন্তু তা বেকার হলো। তবে তার হাত থেকে তার তরবারিটা পড়ে গেলো। আমি তা তুলে নিয়ে তাকে পুনরায় আঘাত করলাম এবং সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো (মারা গেলো)।

بَابُ فِىْ تَعْظِيْمِ الْغُلُوْلِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী

٢٧١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّىَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيْهِ خَرَزًا مِّنْ خَرَزِ يَهُوْدَ لاَ يُسَاوِىْ دِرْهَمَيْنِ.

২৭১০। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানানো হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। তাঁর এ কথায় লোকদের চেহারায় (শঙ্কা মিশ্রিত) পরিবর্তন দেখা গেলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের সাথী আল্লাহর পথে (গনীমতের মাল) আত্মসাৎ করেছে। আমরা তার জিনিসপত্র খোঁজ করে ইহূদীদের ব্যবহৃত পুঁতির একটি মালা পেলাম, যার মূল্য ছিল দুই দিরহামেরও কম।

٢٧١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا اِلاَّ الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالْاَمْوَالَ. قَالَ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ وَادِى الْقُرٰى وَقَدْ اُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ اَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِوَادِى الْقُرٰى فَبَيْنَمَا

مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوْا ذٰلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ اَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

২৭১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে গমন করলাম। সে যুদ্ধে কাপড়-চোপড়, মালপত্র ইত্যাদি ছাড়া গনীমত হিসাবে সোনা-রূপা পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিল-কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিদ'আম নামীয় একটি কৃষ্ণকায় গোলাম উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। শেষে তারা যখন ওয়াদিল কুরায় পৌঁছলেন, এমতাবস্থায় মিদ'আম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের পালান খুলছিল। হঠাৎ একটা তীর এসে তার উপর পতিত হলে সে নিহত হয়। লোকেরা বললো, তার জন্য কল্যাণ হয়েছে, বেহেশত তার জন্য অবধারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কখনও নয়। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! গনীমতের সেই চাদর, যা খায়বারের যুদ্ধের দিন বণ্টনের পূর্বে সে নিয়েছিল, তা আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে তাকে দগ্ধ করছে। একথা যখন তারা শুনলেন, এক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি চামড়ার লম্বা টুকরা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ চামড়ার টুকরাটি আগুনের, অথবা তিনি বললেন ঃ চামড়ার এই টুকরা দু'টি আগুনের।

بَابٌ فِى الْغُلُوْلِ اِذَا كَانَ يَسِيْرًا يَتْرُكُهُ الْاِمَامُ وَلاَ يُحْرِقُ رَحْلَهُ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ গনীমতের সামান্য জিনিসও আত্মসাৎ করলে ইমামের তা গ্রহণ না করা এবং আত্মসাৎকারীর ব্যক্তিগত মাল-সামান ভস্মীভূত না করা

٢٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَامِرٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصَابَ غَنِيْمَةً اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى النَّاسِ فَيَجِيْئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ بِزِمَامٍ مِّنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فِيْمَا كُنَّا اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَقَالَ اَسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِىْ ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ. قَالَ وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَجِيْءَ بِهِ فَاعْتَزَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ اَنْتَ تَجِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ اَقْبَلَهُ عَنْكَ.

২৭১২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বণ্টন করার জন্য জমা করার উদ্দেশ্যে বিলাল (রা)-কে সাধারণ্যে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি সাধারণ্যে ঘোষণা দিলে লোকজন তাদের গনীমত নিয়ে এসে জমা করতো। তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে অবশিষ্ট মাল বণ্টন করে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ ও অবশিষ্ট মাল বণ্টনের পর (উটের নাসারন্ধ্রে ব্যবহৃত) পশমের একটা দড়ি নিয়ে উপস্থিত হলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই দড়িটা আমাদের অর্জিত গনীমতের অংশ। তিনি বললেন ঃ বিলাল যে তিন তিনবার ঘোষণা দিলো তা কি তুমি শুনতে পেয়েছিলে? লোকটি বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে কোন জিনিস তোমাকে এটা নিয়ে উপস্থিত হতে বাধা দিলো? সে কিছু ওজর পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ থাকো তুমি, কিয়ামতের দিন তোমাকে এটাসহ উপস্থিত হতে হবে। আমি তোমার কাছ থেকে এটা কখনও গ্রহণ করবো না।

بَابٌ فِيْ عُقُوْبَةِ الْغَالِّ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি

٢٧١٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النُّفَيْلِيُّ اَلاَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَصَالِحٌ هٰذَا اَبُوْ وَاقِدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ اَرْضَ الرُّوْمِ فَاُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْهُ. قَالَ فَوَجَدْنَا فِيْ مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.

২৭১৩। সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদা (র) থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ ও সালেহ

বলেন, ইনি হলেন আবু ওয়াকেদ। তিনি বলেন, আমি মাসলামা (রা)-র সাথে রূম (এশিয়া মাইনর) এলাকায় প্রবেশ করেছিলাম। গনীমত আত্মসাৎকারী এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মাসলামা (রা) সালেম (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন। সালেম বললেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ (রা)-কে তার পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে পাও, যে গনীমত আত্মসাৎ করেছে, তবে তার মালপত্র পুড়িয়ে ফেলো এবং তাকে প্রহার করো। আবু ওয়াকেদ বলেন, আমরা ধৃত ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে একখানা মাসহাফ (কুরআন) পেলাম। মাসলামা (রা) ঐ লোকটির ব্যাপারে সালেমকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মাসহাফখানি বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দান করুন।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে আত্মসাৎকৃত মাল পুড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও শাফিঈর মতে তা পোড়ানো হবে না। কেননা এটা মুজাহিদদের হক। এক্ষেত্রে কেবল শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে (অনু.)।

٢٧١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مِّنَّا مَتَاعًا فَأَمَرَ الْوَلِيْدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ وَطِيْفَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ الْحَدِيْثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ هِشَامٍ اَحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ.

২৭১৪। সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (উমায়্যা খলীফা) ওয়ালীদ ইবনে হিশামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের সাথে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) ও উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও ছিলেন। আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি কিছু মালপত্র আত্মসাৎ করলে ওয়ালীদ তার মালপত্র পুড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা পুড়ে ফেলা হলো এবং তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হলো এবং গনীমত থেকে বঞ্চিত করা হলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, দু'টি হাদীসের মধ্যে এই শেষোক্ত হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কেননা একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইবনে হিশাম যিয়াদ ইবনে সা'দের মালপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং তাকে প্রহার করেছিলেন। কেননা সে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছিল।

٢٧١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ

حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ وَمَنَعُوْهُ سَهْمَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ مَنْعَ سَهْمِهِ.

২৭১৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (শু'আইব) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) গনীমত আত্মসাৎকারীর মালপত্র পুড়িয়ে ফেলেন এবং তাকে দৈহিক শাস্তি দেন। অধস্তন রাবী আবদুল ওয়াহাবের বর্ণনায় 'গনীমত আত্মসাৎকারীকে তার প্রাপ্য অংশ থেকেও বঞ্চিত করার কথা উল্লেখ নাই'।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّتْرِ عَلٰى مَنْ غَلَّ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ গনীমত আত্মসাৎকারীর কথা গোপন রাখা নিষেধ

٢٧١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَتَمَ غَالاًّ فَاِنَّهُ مِثْلُهُ.

২৭১৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে ব্যক্তি গনীমত আত্মসাৎকারীর কথা গোপন রাখে, সে তার সমান অপরাধী।

بَابٌ فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ নিহত শত্রুর মালপত্র হত্যাকারীর প্রাপ্য

٢٧١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ

عَامِ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّانِيَةَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ لاَ هَا اللّٰهِ اِذًا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِّنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَاَعْطِهِ اِيَّاهُ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَاَعْطَانِيْهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلاَمِ.

২৭১৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (যুদ্ধে) রওয়ানা হলাম। আমরা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম, মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দিলো। আমি এক মুশরিককে দেখলাম, সে এক মুসলমানকে পরাজিত করছে। আমি ঘুরে গিয়ে পিছন দিক থেকে তার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত হানলাম। সে (তাকে ছেড়ে দিয়ে) আমার দিকে আসলো এবং আমাকে এমন জোরে চেপে ধরলো, আমি যেন মৃত্যুর স্বাদ পেয়ে গেলাম। পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এবং আমাকে ছেড়ে দিলো। অতঃপর আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে মিলিত হলাম। আমি তাকে বললাম, লোকদের কি হলো (এমন কেন হলো)! তিনি বললেন, আল্লাহর ফায়সালা এরূপই ছিল। লোকেরা আবার ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং বললেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করে থাকলে এবং তার কাছে তার প্রমাণ থাকলে

নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কি? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। দ্বিতীয় বারও তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করে থাকলে এবং তার কাছে এর প্রমাণ থাকলে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারীর প্রাপ্য। এবারও আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কি? অতঃপর আমি বসে পড়লাম। তিনি তৃতীয়বারও একথা বললেন। আমাকে দাঁড়াতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু কাতাদা! তোমার কী হয়েছে? আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছে। তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিসগুলো আমার কাছে আছে। তাকে রাজী করিয়ে এ মালগুলো আমাকে দিন। এ কথা শুনে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! কখনও হতে পারে না। আল্লাহর এক সিংহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে। (আর নিহত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বস্তু) নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবু বাক্‌র ঠিকই বলেছেন। নিহতের পরিত্যক্ত বস্তু আবু কাতাদাকে ফেরত দাও। আবু কাতাদা (রা) বলেন, সে তা আমাকে ফেরত দিলো। আমি লৌহ বর্মটি বিক্রি করে বনী সালেমা গোত্রের মহল্লায় একটি বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটাই আমার প্রথম অর্জিত সম্পদ।

٢٧١٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِىْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقَتَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً وَاَخَذَ اَسْلاَبَهُمْ وَلَقِىَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا مَعَكِ قَالَتْ اَرَدْتُ وَاللّٰهِ اِنْ دَنَا مِنِّيْ بَعْضُهُمْ اَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ فَاَخْبَرَ بِذٰلِكَ اَبُو طَلْحَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَرَدْنَا بِهٰذَا الْخَنْجَرِ وَكَانَ سِلاَحُ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخَنْجَرُ.

২৭১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধের দিন এই মর্মে ঘোষণা দিলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করতে পারবে, সে তার মালপত্রের অধিকারী হবে। সেদিন আবু তালহা (রা) বিশ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন এবং তাদের মালপত্র নিয়ে নিলেন। আবু তালহা (রা) উম্মু সুলাইম (রা)-র সাথে মিলিত হলেন। তখন উম্মু সুলাইমের হাতে

একটি বৃহদাকারের ছোরা (খঞ্জর) ছিল। তিনি বললেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে এটা কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তাদের কেউ আমার কাছে আসে, এই ছোরা দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলবো। আবু তালহা (রা) প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা হাসান হাদীস। আবু দাউদ আরো বলেন, সে যুগে এই খঞ্জর ছিল অনারবদের যুদ্ধাস্ত্র।

بَابُ فِى الْاِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ اِنْ رَأٰى وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ ইমাম ইচ্ছা করলে নিহতের পরিত্যক্ত মাল হত্যাকারীকে নাও দিতে পারেন। নিহতের ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত

٢٧١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِىْ غَزْوَةِ مُوْتَةَ وَرَافَقَنِىْ مَدَدِىٌّ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَزُوْرًا فَسَاَلَهُ الْمَدَدِىُّ طَائِفَةً مِّنْ جِلْدِهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضَيْنَا فَلَقِيْنَا جُمُوْعَ الرُّوْمِ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ اَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ فَجَعَلَ الرُّوْمِىُّ يَفْرِىْ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِىُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّوْمِىُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَعَثَ اِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاَخَذَ مِنَ السَّلَبِ. قَالَ عَوْفٌ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ اِلَيْهِ اَوْ لَاُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَبٰى اَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ عَوْفٌ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِىِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى

مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ. قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ لَهُ دُوْنَكَ يَا خَالِدُ اَلَمْ اَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَ فَاَخْبَرْتُهُ. قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا خَالِدُ لا تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْنَ لِىْ اُمَرَائِىْ لَكُمْ صَفْوَةُ اَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدْرُهُ.

২৭১৯। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-র সাথে মুতার যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। ইয়ামানের মাদাদ গোত্রীয় একজন সাহায্যকারী সৈনিক আমার সঙ্গী হলো। তার কাছে তার তরবারিটি ছাড়া আর কিছু ছিলো না। মুসলমানদের এক ব্যক্তি একটি উট যবেহ করলো। মাদাদী লোকটি তার কাছে চামড়ার কিছু অংশ চাইলো। সে তাকে কিছু চামড়া দিলো। সে এটাকে ঢালের মত করে তৈরি করলো। আমরা অগ্রসর হয়ে রোমক বাহিনীর মুখোমুখী হলাম। তাদের একটি লোক সোনার কারুকার্য খচিত জিনপোষ বাঁধা লাল ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছিল। তার অস্ত্রও স্বর্ণে মোড়া ছিল। রোমক সৈন্যটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করছিল। ইয়ামানী মাদাদ গোত্রীয় লোকটি একটি পাথরের আড়ালে ঐ লোকটির অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসেছিল। রোমক সৈন্যটি যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সে তার ঘোড়াকে আঘাত করে এর পা কেটে ফেললো। ফলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। ইয়ামানী তার উপর চেপে বসে তাকে হত্যা করলো। সে তার ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসলো। মহান আল্লাহ যখন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) লোক পাঠিয়ে তার কাছ থেকে মাল-সামান নিয়ে নিলেন। 'আওফ (রা) বলেন, আমি এসে বললাম, হে খালিদ! তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের কাছে প্রাপ্ত মাল-সামান হত্যাকারীকে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু আমার ধারণা, এক্ষেত্রে এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, তার মাল অবশ্যই তাকে ফেরত দাও। অন্যথায় তোমার এই কাজের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরবো। কিন্তু তিনি লোকটিকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে অসম্মতি জানালেন। 'আওফ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমবেত হলাম। ইয়ামানীর ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম এবং খালিদ যা করেছে তাও বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে খালিদ! কোন জিনিস তোমাকে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার জন্য এই পরিমাণ মাল আমার কাছে অত্যধিক মনে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খালিদ! তার প্রাপ্য থেকে তুমি যা নিয়েছ তা তাকে ফেরত দাও। 'আওফ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে খালিদ!

এখন হলো তো। তোমার জন্য যা ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করলাম তো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কি কথা! 'আওফ (রা) বললেন, আমি তাকে আমাদের পরস্পরের বিতর্কের কথা বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ হে খালিদ! তার মাল কখনো ফেরত দিও না। তোমরা কি আমার নিযুক্ত আমীরদের পরিত্যাগ করবে? তারা ভালো করলে তা থেকে তোমরা ফায়দা উঠাবে, আর খারাপ করলে তা তাদের মাথায় চাপাবে?

٢٧٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ سَاَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ نَحْوَهُ.

২৭২০। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) এ সূত্রে উপরের হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى السَّلَبِ لاَ يُخَمَّسُ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ নিহত কাফেরের পরিত্যক্ত সামানপত্রে খুমুস নাই

٢٧٢١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ.

২৭২১। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত কাফের ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল-সামান হত্যাকারীকে দেয়ার ফয়সালা করেছেন এবং তিনি নিহতের মালে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ধার্য করেননি।

بَابُ مَنْ اَجَازَ عَلٰى جَرِيْحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ যে ব্যক্তি আহত মুমূর্ষু কাফেরকে হত্যা করবে সেও তার পরিত্যক্ত মাল থেকে উপহারস্বরূপ কিছু পাবে

٢٧٢٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَفَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ اَبِىْ جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ.

২৭২২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবু জাহলের তরবারিটা (প্রাপ্য অংশের) অতিরিক্ত দিয়েছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) তাকে হত্যা করেছিলেন।

بَابُ فِيْمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيْمَةِ لاَ سَهْمَ لَهُ

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার পর কেউ উপস্থিত হলে অংশ পাবে না

٢٧٢٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَانَ بْنَ سَعِيْدٍ عَلٰى سَرِيَّةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ اَبَانُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَصْحَابُهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ اَنْ فَتَحَهَا. وَاِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيْفٌ فَقَالَ اَبَانُ اَقْسِمْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبَانُ اَنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ يَا اَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭২৩। সাঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা)-কে মদীনা থেকে নাজদ এলাকায় একটি সামরিক অভিযানে পাঠান। অভিযান শেষে আবান ইবনে সাঈদ (রা) ও তার সঙ্গীরা খায়বার বিজিত হওয়ার পর সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হন। তাদের ঘোড়ার জিনপোষ ছিল ছাল-বাকলের সমন্বয়ে তৈরী। আবান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকেও ভাগ দিন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদেরকে গনীমতের ভাগ দিবেন না। আবান বললেন, হে খরগোশ! তুমি একথা বলছো! তুমি তো দাল পাহাড়ের চূড়া থেকে এইমাত্র আমাদের কাছে অবতরণ করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবান! বসো। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে গনীমতের অংশ দেননি।

٢٧٢٤- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا

الزُّهْرِيُّ وَسَأَلَهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَحَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ حِيْنَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ اَنْ يُّسْهِمَ لِيْ فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وَلَدِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ هٰذَا قَاتِلُ ابْنَ قَوْقَلٍ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ يَا عَجَبًا لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلّٰى عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمٍ ضَالٍ يُعَيِّرُنِيْ بِقَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّيْ عَلٰى يَدَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰؤُلاَءِ كَانُوْا نَحْوَ عَشْرَةٍ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَرَجَعَ مَنْ بَقِيَ.

২৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমাকে (গনীমতের) অংশ প্রদান করার জন্য আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম। সাঈদ ইবনুল আস (রা)-র কোন এক পুত্র বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কোন অংশ দিবেন না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম, সে তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। একথা শুনে সাঈদ ইবনুল আস (রা) বললেন, দাল পাহাড়ের চূড়া থেকে অবতরণকারী খরগোশটির কথায় আশ্চর্য হতে হয়। সে আমাদের একজন মুসলমানের হত্যার জন্য ধমকিও দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাকে আমাদের হাতে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তার হাতে আমাদের লাঞ্ছিত করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, তারা ছিল দশজনের কাছাকাছি। তাদের মধ্যে ছয়জন নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা ফিরে যায়।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমাদের হাতে নিহত হয়ে সে (ইবনে কাওকাল) শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর আমরা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে সাঈদ ইবনুল আস (রা)-র এক পুত্র তাকে হত্যা করে। সে ছিল তখন কাফের, পরে ইসলাম গ্রহণ করে (অনু)।

٧٢٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلاَّ اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ فَاَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

২৭২৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে

এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম। তখন তিনি খায়বার এলাকা জয় করে কেবল প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি আমাদেরকে (খায়বারের গনীমত থেকে) অংশ প্রদান করলেন অথবা দান করলেন। খায়বার বিজয়ে যারা অনুপস্থিত ছিল (অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি) তিনি তাদের কাউকে গনীমতের অংশ দেননি, শুধুমাত্র অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের দিয়েছেন। কিন্তু জা'ফর (রা) ও তার সঙ্গীদের সাথে আমাদের জাহাজের যাত্রীদের (এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও) তিনি গনীমতের অংশ প্রদান করেছেন।

টীকা ঃ ৬১৫ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দল আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই জা'ফার (রা)। তারা ৬২৯ খৃস্টাব্দে খায়বার বিজয়ের সময় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে গনীমতের অংশ দেয়া হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, তাদেরকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করা হয়েছে। কেননা গনীমত শুধুমাত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই পেয়ে থাকে (অনু.)।

٢٧٢٦- حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هَانِيْءِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَعْنِىْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ اِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِىْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ وَاِنِّىْ اُبَايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِاَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ.

২৭২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন ঃ উসমান (রা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনেই গিয়েছে। আমি তার পক্ষ থেকে 'বাই'আত' গ্রহণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গনীমতের অংশ প্রদান করলেন। তিনি (উসমান) ছাড়া অনুপস্থিত অন্য কাউকে তিনি গনীমতের অংশ প্রদান করেননি।

টীকা ঃ হযরত উসমান (রা) বদর যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ঐ সময় তার স্ত্রী রাসূল-কন্যা রুকাইয়া (রা) অসুস্থ থাকার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রোগিণীর পরিচর্যার জন্য মদীনায় রেখে যান (অনু.)।

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫১ ঃ নারী ও গোলামকে গনীমতের অংশ প্রদান

٢٧٢٧- حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ

هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَا ذَكَرَ اَشْيَاءَ وَعَنْ مَمْلُوْكٍ اَلَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيْبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ اَنْ يَأْتِيَ اُحْمُوْقَةً مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ اَمَّا الْمَمْلُوْكُ فَكَانَ يُحْذَى وَاَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ يُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى وَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ.

২৭২৭। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারিজীদের নেতা নাজদাহ এই এই (কতগুলি বিষয়) উল্লেখ করে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে পত্র লিখলো। তার মধ্যে এও ছিল– ক্রীতদাস 'ফাই'-এর অংশ পাবে কি? স্ত্রীলোকেরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে যেতো এবং তাদেরকে কি (গনীমতের) অংশ দেয়া হতো? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, সে আহাম্মকী করে বসবে এ আশঙ্কা না হলে আমি তার চিঠির জবাব দিতাম না। অতঃপর তিনি চিঠির জবাবে লিখলেন, গোলামকে (পারিতোষিকস্বরূপ) গনীমতের অংশ দেয়া হতো। নারীরা আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন এবং সৈনিকদের জন্য পানি সরবরাহ করতেন।

টীকা ঃ 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে 'গনীমত', 'ফাই', 'খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) এবং 'নফল' বা 'আনফাল' শব্দগুলো বিশেষ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গনীমত এমন সব অস্থাবর সম্পত্তি যা যুদ্ধ চলাকালে শত্রুসৈন্যের কাছ থেকে মুসলিম সৈন্যদের হস্তগত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যেসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তা 'ফাই' হিসাবে গণ্য। গনীমতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টিত হতো। অবশিষ্ট একভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক প্রভৃতি লোকের জন্য নির্দিষ্ট। এই অংশটাকেই খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বলা হয়। এক কথায়, ফাই এবং খুমুস জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয়িত হতো। গনীমতের আর একটি পরিভাষা (প্রতিশব্দ) হলো, নফল, বহুবচনে আনফাল। শব্দটির অর্থ 'অতিরিক্ত' এবং কাউকে অতিরিক্ত কিছু দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। গোলাম ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গনীমতের অংশ দেয়া হতো (অনু.)।

٢٧٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُوْرِيُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. قَالَ فَاَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلٰى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اَنْ يُّضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلاَ وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ.

২৭২৮। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারূরার খারিজী নেতা নাজদাহ কয়েকটি প্রশ্ন করে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে চিঠি লিখলো– নারীরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো? তাদেরকে তিনি কি গনীমতের অংশ দিতেন? আমি (ইয়াযীদ) ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে নাজদাহকে উত্তরে জানালাম, নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতো। কিন্তু তিনি তাদের জন্য গনীমতের অংশ নির্ধারণ করতেন না, তবে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু দিতেন।

٢٧٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ قَالاَ اَخْبَرَنَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَشْرَجُ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ اَبِيْهِ اَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتٍّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ اِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَاَيْنَا فِيْهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَبِاِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِيْنُ بِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحٰى وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْقِى السَّوِيْقَ فَقَالَ قُمْنَ. حَتّٰى اِذَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ اَسْهَمَ لَنَا كَمَا اَسْهَمَ لِلرِّجَالِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَتْ تَمْرًا.

২৭২৯। হাশরাজ ইবনে যিয়াদ (র) তার পিতার মা অর্থাৎ তার দাদীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদী) পাঁচজন মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য রওয়ানা হলেন। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের গোচরিভূত তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরা এসে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কার সাথে রওয়ানা হয়েছ এবং কার অনুমতি নিয়ে রওয়ানা হয়েছ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এজন্য রওয়ানা হয়েছি যে, আমরা দড়ি পাকাবো এবং তা দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে সাহায্য করবো, আহতদের নিরাময়ের জন্য আমাদের কাছে ঔষধপত্র আছে, আমরা যোদ্ধাদের তীর-ধনুক এগিয়ে দিবো এবং তাদেরকে ছাতু (খাদ্য) তৈরি করে দিবো। তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে, চলো। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে খায়বারের যুদ্ধে বিজয় দান করলেন। তিনি পুরুষদের মত আমাদেরকেও গনীমতের অংশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদী! তা কি ছিল? তিনি বললেন, খেজুর।

٢٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرٌ مَوْلٰى اَبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَاتِيْ فَكَلَّمُوْا فِيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِيْ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَاِذَا اَنَا اَجُرُّهُ فَاُخْبِرَ اَنِّيْ مَمْلُوْكٌ فَاَمَرَ لِيْ بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ كَانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلٰى نَفْسِهِ فَسُمِّيَ اَبِي اللَّحْمِ.

২৭৩০। আবুল লাহমের মুক্তদাস উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মনিবের সাথে খায়বারের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করলেন। তিনি আমার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী আমার কোমরে তরবারি ঝুলানো হলো। তা আমি জমীনে হেঁচড়িয়ে চলতাম। পরে তিনি জানতে পারলেন যে, আমি মুক্তদাস। তিনি আমাকে কিছু আসবাবপত্র দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, একথার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গনীমতের অংশ দেন নাই। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আবু উবাইদ (র) বলেছেন, তিনি তার জন্য গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন বিধায় তার নামকরণ করা হয় আবুল লাহম (গোশতের পিতা)।

٢٧٣١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ اَمِيْحُ اَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ.

২৭৩১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমি আমার সহযোগীদের জন্য পানি সরবরাহ করেছি (ভিস্তির কাজ করেছি)।

بَابٌ فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ মুশরিকদের গনীমতের অংশ প্রদান সম্পর্কে

٢٧٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيٰى اِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَحِقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ مَعَهُ فَقَالَ اِرْجِعْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالاَ اِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ.

২৭৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিপ্রায় জানালো। তিনি বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও। আমরা মুশরিকদের সাহায্য চাই না।

بَابٌ فِىْ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ গনীমতের মাল থেকে ঘোড়ার অংশ প্রদান

٢٧٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ اَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

২৭৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সৈনিক ও তার ঘোড়াকে তিন ভাগ গনীমতের মাল প্রদান করলেন। তার নিজের এক ভাগ এবং তার ঘোড়ার দুই ভাগ।

٢٧٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَاَعْطٰى كُلَّ اِنْسَانٍ مِّنَّا سَهْمًا وَاَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ.

২৭৩৪। আবু আমরাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমরা চারজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। আমাদের সাথে একটি ঘোড়াও ছিল। তিনি আমাদের প্রত্যেককে গনীমত থেকে এক ভাগ করে দিলেন, আর ঘোড়ার জন্য দিলেন দুই ভাগ।

٢٧٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اٰلِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ اَسْهُمٍ.

২৭৩৫। আবু আমরাহ (র) এই সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ বর্ণনায় (চারজনের স্থলে) তিনজন উল্লেখ করেছেন এবং আরো বলেছেন, অশ্বারোহীর জন্য ছিল তিন ভাগ।

بَابُ فِيْمَنْ اَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ যাদের মতে পদাতিকের জন্য এক ভাগ নির্ধারিত

٢٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ بْنَ الْمُجَمِّعِ يَذْكُرُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ وَكَانَ اَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِيْنَ قَرَؤُا الْقُرْاٰنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا اِذَا النَّاسُ يَهُزُّوْنَ الْاَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوْا اُوْحِيَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوْجِفُ فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلٰى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيْمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَفَتْحٌ فَقُسِّمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ اَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَاَرَى الْوَهْمَ فِيْ حَدِيْثِ مُجَمِّعٍ اَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَ مِائَةِ فَارِسٍ وَكَانُوْا مِائَتَيْ فَارِسٍ.

২৭৩৬। মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অন্যতম কারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা যখন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, লোকেরা তাদের উটগুলোকে এক জায়গায় সমবেত হওয়ার জন্য দ্রুত হাঁকাতে লাগলো। লোকেরা পরস্পর বলাবলি করলো, দ্রুত হাঁকিয়ে নেয়ার কারণ কি? অতঃপর তারা জানতে পারলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। অন্যান্য লোকের সাথে আমরাও তাড়াতাড়ি করে ছুটলাম। আমরা 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। লোকেরা যখন তাঁর কাছে এসে সমবেত হলো, তিনি তাদেরকে "ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা" (আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি) নামক সূরা পাঠ করে শুনালেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই এটা বিজয়।

হুদায়বিয়ায় যারা উপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে খায়বার যুদ্ধের গনীমত বণ্টন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে প্রাপ্ত গনীমত আঠার ভাগে বিভক্ত করলেন। সৈন্যসংখ্যা ছিল পনের শত এবং এর মধ্যে অশ্বারোহী ছিল তিন শত। তিনি অশ্বারোহীদের দুই ভাগ এবং পদাতিকদের এক ভাগ করে গনীমত দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীস (২৭৩৩) অধিকতর সহীহ। এ হাদীস অনুসারেই আমল করা হয়। আমার মতে মুজাম্মে' (রা)-র হাদীসে (তথ্যগত) ভুল আছে। কারণ তিনি বলেছেন, অশ্বারোহী ছিল তিন শত, অথচ অশ্বারোহী ছিল দুই শত।

টীকা ঃ কুরাউল গামীম– মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّفْلِ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ গনীমত থেকে ব্যক্তিবিশেষকে পুরস্কার দেয়া

٢٧٣٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوْهَا. فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشْيَخَةُ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوْ انْهَزَمْتُمْ فِئْتُمْ اِلَيْنَا فَلاَ تَذْهَبُوْنَ بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى فَاَبَى الْفِتْيَانُ وَقَالُوْا جَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلَى قَوْلِهِ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ. يَقُوْلُ فَكَانَ ذٰلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذٰلِكَ اَيْضًا فَاَطِيْعُوْنِيْ فَاِنِّيْ اَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هٰذَا مِنْكُمْ.

২৭৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন বললেন ঃ যে ব্যক্তি এই এই কাজ করতে পারবে তাকে

গনীমত থেকে এই এই (পুরস্কার) দেয়া হবে। যুবকরা সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং প্রবীণরা পতাকার কাছে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আল্লাহ যখন তাদেরকে বিজয় দান করলেন, প্রবীণরা বললেন, আমরা তোমাদের সাহায্যকারী পৃষ্ঠপোষক ছিলাম। যদি তোমরা পরাজিত হতে, আমাদের কাছে ফিরে আসতে। অতএব আমাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা একাই গনীমতের মাল নিতে পারো না। কিন্তু যুবকরা (এ প্রস্তাব) প্রত্যাখ্যান করে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো আমাদেরকেই দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "তারা তোমার কাছে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, এই গনীমতের মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের... যখন তোমার প্রভু তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসলেন এবং ঈমানদারদের একটি দলের কাছে তা ছিল খুবই দুঃসহ" পর্যন্ত (সূরা আল-আনফাল ঃ ১-৫)। তিনি বলছেন ঃ (এই আয়াতের) সিদ্ধান্ত তাদের (উভয় দলের) জন্যই কল্যাণকর হলো। অতএব তোমরা আমারও আনুগত্য করো। কেননা আমি এর পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে ভালো জানি (এ হাদীসের একজন অধস্তন রাবীর নাম খালিদ)।

٢٧٣٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَنْ اَسَرَ اَسِيْرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيْثُ خَالِدٍ اَتَمُّ.

২৭৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন ঘোষণা করলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেছে তার জন্য এই এই (পুরস্কার)। আর যে ব্যক্তি কোন শত্রু সৈন্যকে বন্দী করেছে তার জন্যও এই এই (পুরস্কার)... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। খালিদের বর্ণিত হাদীস (পূর্বেরটি) হুশাইমের (এই) হাদীসের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ।

٢٧٣٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ قَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّوَاءِ وَحَدِيْثُ خَالِدٍ اَتَمُّ.

২৭৩৯। দাউদ (র) এই হাদীস তার সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মালে সবাইকে সমান ভাগ

দিলেন। খালিদের বর্ণিত হাদীস (পূর্বেরটি) ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদার (এই) হাদীসের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ।

٢٧٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ شَفٰى صَدْرِي الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ فَهَبْ لِيْ هٰذَا السَّيْفَ. قَالَ اِنَّ هٰذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِيْ وَلاَ لَكَ فَذَهَبْتُ وَاَنَا اَقُوْلُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلَ بَلاَئِيْ فَبَيْنَا اَنَا اِذْ جَاءَنِي الرَّسُوْلُ فَقَالَ اَجِبْ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلاَمِيْ فَجِئْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ سَأَلْتَنِيْ هٰذَا السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِيْ وَلاَ لَكَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُ لِيْ فَهُوَ لَكَ ثُمَّ قَرَأَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَسْئَلُوْنَكَ النَّفْلَ.

২৭৪০। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধশেষে একটি তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ আজকের দিন দুশমনদের (উৎপাত) থেকে আমার অন্তরকে নিরাময় দান করেছেন। অতএব আমাকে এই তরবারিটা দান করুন। তিনি বললেন ঃ এটার মালিক আমিও নই, তুমি নও। আমি (সা'দ) এই বলতে বলতে চলে আসলাম, আজকে এই তরবারি এমন এক ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত আমার কাছে এসে বললেন, চলো। আমার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই আমার ঐ কথার জন্য আমার বিরুদ্ধে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি যখন আসলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি আমার কাছে এই তরবারিটা চেয়েছিলে, অথচ এর মালিক আমিও ছিলাম না, তুমিও ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ আমাকে এর মালিক বানালেন। এখন এটা তোমার। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "তারা তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, গনীমতের মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল-আনফাল ঃ ১)। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে মাসঊদ (রা) পড়েছেন, 'ইয়াসআলূনাকান-নাফলা'।

بَابٌ فِى النَّفْلِ لِلسَّرِيَّةِ تُخْرَجُ مِنَ الْعَسْكَرِ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ মুজাহিদদের অর্জিত গনীমত থেকে ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানকারীদের পুরস্কার দেয়া

٢٧٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمُ الْمَعْنٰى كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَ سَرِيَّةً مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَّلَ اَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيْرًا بَعِيْرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ.

২৭৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে 'নাজদ' এলাকায় পাঠালেন। তিনি মূল বাহিনীর একটি অংশকে অভিযানে পাঠালেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাগে বারোটি করে (গনীমতের) উট পড়লো। অভিযানকারীদের তিনি একটি করে উট অতিরিক্ত দিলেন। এতে তাদের প্রত্যেকের ভাগে মোট তেরটি করে উট পড়লো।

٢٧٤٢- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ قَالَ الْوَلِيْدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَتْ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قُلْتُ وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لاَ يَعْدِلُ مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ هٰكَذَا اَوْ نَحْوَهُ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ.

২৭৪২। ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুল মুবারকের কাছে উপরের হাদীস বর্ণনা করলাম। আমি বললাম, ইবনে আবু ফারওয়া-নাফে'র সূত্রে হাদীসটি এভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনুল মুবারক) বললেন, তুমি যার যার নাম উল্লেখ করেছ তারা (শু'আইব ইবনে আবু হামযা ও ইবনে আবু ফারওয়া) কোন দিক থেকেই মালেক ইবনে আনাসের সমকক্ষ নন।

টীকা ঃ এ কথা বলে ইবনুল মুবারক (র) যা বুঝাতে চেয়েছেন সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব (বাযলুল মাজহূদের রচয়িতা) বলেন, শু'আইব ইবনে আবু হামযা

এবং ইবনে আবু ফারওয়ার বর্ণনার তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। অপরদিকে আবু ফারওয়া হাদীস বিশারদদের কাছে পরিত্যক্ত রাবী (অনুবাদক)।

٢٧٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبِيَّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً اِلٰى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَاَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيْرًا فَنَفَّلَنَا اَمِيْرُنَا بَعِيْرًا لِكُلِّ اِنْسَانٍ ثُمَّ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَّمَ بَيْنَنَا غَنِيْمَتَنَا فَاَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِيْ اَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلاَ عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا ثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيْرًا بِنَفْلِهِ.

২৭৪৩। নাফে' (র) থেকে ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করলেন। আমিও তাদের সাথে বের হয়ে পড়লাম। সেখানে প্রচুর পরিমাণ গনীমত আমাদের হস্তগত হলো। আমাদের অধিনায়ক আমাদের প্রত্যেককে একটি করে উট পুরস্কার দিলেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করলেন। আমাদের প্রত্যেকে বারোটি করে উট পেলো গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারি তহবিলে) রেখে দেয়ার পর। আমাদের সাথী (আমীর) আমাদেরকে যে উটগুলো আগে দিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি আমীরের এ কাজের জন্য কোন ত্রুটিও ধরেননি। এতে আমাদের প্রত্যেকের অংশে তার দেয়া অতিরিক্তটিসহ তেরোটি করে উট পড়লো।

٢٧٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الْمَعْنٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا. زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় একটি সামরিক অভিযানে পাঠালেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও দলের সাথে ছিলেন। তারা গনীমত হিসাবে বহু সংখ্যক উট হস্তগত করলেন। তাদের প্রত্যেকের ভাগে বারোটি করে উট পড়লো এবং অতিরিক্ত একটি করে উট দেয়া হলো। (অধস্তন রাবী) ইবনে মাওহাবের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত বণ্টন কোনরূপ পরিবর্তন করেননি।

٢٧٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا بَعِيْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ مِثْلَهُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَنُفِّلْنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭৪৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে উটের সংখ্যা বারো পর্যন্ত পৌঁছলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রত্যেককে একটি করে উট অতিরিক্ত দিলেন। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত একটি করে উট দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এরূপ কথা উল্লেখ নাই।

٢٧٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفْلَ سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسِ وَاجِبٌ فِيْ ذَالِكَ كُلِّهِ.

২৭৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযানে প্রেরিত যোদ্ধাদের গনীমত থেকে অতিরিক্ত দান করতেন। এটা সাধারণভাবে সমস্ত বাহিনীকে দেয়া হতো না। কিন্তু সমস্ত মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব (হিসাবে পূর্বেই নেয়া হতো)।

٢٧٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا حُيَيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِيْ ثَلاَثِ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوْا حِيْنَ انْقَلَبُوْا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا.

২৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন শত পনের জন সঙ্গী নিয়ে বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা পদাতিক (যানবাহন নাই), এদের যান-বাহনের ব্যবস্থা করো। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করো। হে আল্লাহ! এরা অন্নহীন, এদরেকে খাদ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করো।" (রাবী বলেন), আল্লাহ তাঁকে বদরের দিন বিজয় দান করলেন। যখন তারা (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করলেন, তাদের প্রত্যেকেই একটি অথবা দুইটি উট নিয়ে, পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

بَابُ فِيْمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ যিনি বলেন, অতিরিক্ত দেয়ার পূর্বেই এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করতে হবে

٢٧٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.

২৭৪৮। হাবীব ইবনে মাসলামা আল-ফিহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দান করতেন।

٢٧٤٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ اِذَا قَفَلَ.

২৭৪৯। হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট মালের এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত দান করতেন এবং যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর তাদেরকে অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ (পুরস্কার হিসাবে) অতিরিক্ত দান করতেন।

٢٧٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيَّانِ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مَكْحُوْلاً يَقُوْلُ كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لاِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ هُذَيْلٍ فَاَعْتَقَتْنِيْ فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اُرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اُرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الْعِرَاقَ وَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اُرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلَّ ذٰلِكَ اَسْأَلُ عَنِ النَّفْلِ فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُخْبِرُنِيْ فِيْهِ بِشَيْءٍ حَتّٰى لَقِيْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيْمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِى النَّفْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُوْلُ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِى الرَّجْعَةِ.

২৭৫০। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিসরে হুযাইল গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলাম। তিনি আমাকে আযাদ করে দিলেন। আমার জানামতে মিসরে দীনের যত জ্ঞান ছিল তা আমি অর্জন না করা পর্যন্ত সেখান থেকে বিদায় হইনি। অতঃপর আমি হেজাযে আসি এবং সেখানে অবস্থান করে সেখানকার কেন্দ্রগুলো থেকে জ্ঞানার্জন করলাম। অতঃপর ইরাকে আসলাম। সেখানকার কেন্দ্রগুলো থেকে জ্ঞানার্জনের পর সেখান থেকে বের হলাম। সিরিয়ায় পৌঁছে আমি এর বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করলাম

এবং গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার মত কাউকে পেলাম না। অবশেষে আমি যিয়াদ ইবনে জারিয়া আত-তামীমী নামক এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি গনীমত সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি হাবীব ইবনে মাসলামা আল-ফিহরী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি শুরুতে গনীমত থেকে এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত দান করতেন (খুমুস পৃথক করার পর) এবং যুদ্ধশেষে ফেরার পথে এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দান করতেন।

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানশেষে মূল বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন

٢٧٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِبَعْضِ هٰذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلٰى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيْهِمْ عَلٰى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافِيَ.

২৭৫১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের রক্ত বরাবর (শাস্তির ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, গোত্র-বর্ণ, উচু-নীচুর কোন পার্থক্য নাই)। একজন সাধারণ মুসলমানও (কোন ব্যক্তিকে) আমান (আশ্রয় বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি) দিতে পারে। তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সকলের কর্তব্যে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে দূরবর্তী স্থানের মুসলমানরাও তাদের পক্ষে এরূপ আশ্রয় দিতে পারে। মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। শক্তিশালী ও দ্রুত গতিসম্পন্ন সওয়ারীর অধিকারী ব্যক্তি দুর্বল ও ধীর গতিসম্পন্ন সওয়ারীর অধিকারী ব্যক্তির সাথে সাথে চলবে (তাকে পিছে ফেলে চলে যাবে না)। যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর কোন একটি অংশ গনীমতের মাল অর্জন করলে তা সকলের মধ্যে বণ্টিত হবে। কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। কোন চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে হত্যা করা যাবে না। অধস্তন রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় "আলমুসলিমূনা তাতাকাফা দিমাউহুম" এবং "ওয়ালা ইউকতালু মুমিনুন বি-কাফিরিন" বাক্যদ্বয় উল্লেখ করেননি।

٢٧٥٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلٰى اِبِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَاُنَاسٌ مَعَهُ فِيْ خَيْلٍ فَجَعَلْتُ وَجْهِيْ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ اَرْمِيْ وَاَعْقِرُهُمْ فَاِذَا رَجَعَ اِلَيَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ اَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا مِّنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِيْ وَحَتّٰى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ رُمْحًا وَثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّوْنَ مِنْهَا ثُمَّ اَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ اِلَيَّ اَرْبَعَةٌ مِّنْهُمْ وَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَلَمَّا اَسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ اَتَعْرِفُوْنِيْ قَالُوْا وَمَنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالَّذِيْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَطْلُبُنِيْ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِيْ وَلاَ اَطْلُبُهُ فَيَفُوْتَنِيْ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى فَوَارِسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُوْنَ الشَّجَرَ اَوَّلُهُمْ الْاَخْرَمُ الْاَسَدِيُّ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْاَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلٰى فَرَسِ الْاَخْرَمِ فَيَلْحَقُ اَبُوْ قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِاَبِيْ قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَتَحَوَّلَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلٰى فَرَسِ الْاَخْرَمِ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِيْ جَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُوْ قَرَدٍ فَاِذَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَمْسِ مِائَةٍ فَاَعْطَانِيْ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ.

২৭৫২। ইয়াস ইবনে সালামা (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি (সালামা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে উআইনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট লুণ্ঠন

করলো এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করলো। অতঃপর সে এবং তার অশ্বারোহী সাথীরা উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি (সালামা ইবনুল আকওয়া) মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার ডাক দিলাম, সাবধান (দলে ডাকাত পড়েছে)। অতঃপর আমি তাদের পিছু ধাওয়া করলাম। আমি তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে আহত করতে লাগলাম। তাদের কোন অশ্বারোহী যখন আমার দিকে ফিরতো, আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে যেতাম। এভাবে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলোকে আমার পিছনে ফেললাম (লুটেরাদের কবল থেকে উটগুলো ছিনিয়ে আনলাম)। সওয়ারীর বোঝা হালকা করে দ্রুত পলায়নের উদ্দেশ্যে তারা তিরিশটিরও অধিক বর্শা এবং তিরিশটির অধিক চাদর বাহনের পিঠ থেকে ফেলে দিলো। তাদের সাহায্যের জন্য উআইনা এগিয়ে এসে বললো, এর (সালামার) মোকাবিলা করার জন্য তোমাদের কয়েকজন অগ্রসর হও। আমার মোকাবিলার জন্য এদের চার ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয়ে পাহাড়ে উঠলো। আমি যখন তাদের থেকে এতটুকু দূরে ছিলাম যে, তারা আমার ডাক শুনতে পায়, আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেনো! তারা বললো, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আকওয়ার পুত্র। সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর মুখমণ্ডলকে সম্মানিত করেছেন! তোমাদের যে-ই আমাকে ধরতে চাবে, কখনো পারবে না। আর আমি যাকে ধরবো তাকে জনমের মত বিদায় দিবো। ইত্যবসরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহীদের দেখতে পেলাম। তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে চলে আসছে। আখরাম আল-আসাদী (রা) তাদের সবার আগে ছিলেন। আখরাম আল-আসাদী (রা) আবদুর রহমান ইবনে উআইনার দিকে অগ্রসর হলেন, আবদুর রহমানও তাকে দেখতে পেলো। উভয়ের মধ্যে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চললো। আখরাম (রা) তার ঘোড়াকে আঘাত করে হত্যা করলেন। আবদুর রহমানও আঘাত করে তাকে শহীদ করলো, অতঃপর তার (আখরামের) ঘোড়ায় আরোহণ করলো। এবার আবু কাতাদা (রা) আবদুর রহমানের মোকাবিলায় এগিয়ে আসলেন। দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হলো। সে আবু কাতাদা (রা)-র ঘোড়াটিকে হত্যা করলো। আর আবু কাতাদা (রা) তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি আখরামের ঘোড়ায় চেপে বসলেন। অতঃপর আমি (সালামা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। এ সময় তিনি যু-কারাদ নামক কূপের কাছে ছিলেন। এখান থেকেই আমি লুটেরাদের হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল তখন পাঁচশো লোক। তিনি আমাকে অশ্বারোহীর ভাগও দিলেন এবং পদাতিকের ভাগও দিলেন।

بَابٌ فِي النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ সোনা-রূপা ও গনীমতের প্রাথমিক অংশ থেকে অতিরিক্ত দেয়া

٢٧٥٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ

اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ اَصَبْتُ بِاَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيْهَا دَنَانِيْرُ فِيْ اِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيْدَ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْطَانِيْ مِنْهَا مِثْلَ مَا اَعْطٰى رَجُلاً مِّنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لا نَفْلَ اِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ لَاَعْطَيْتُكَ ثُمَّ اَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيْبِهِ فَاَبَيْتُ.

২৭৫৩। আবুল জুওয়াইরিয়া আল-জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-র শাসনামলে রোম (এশিয়া মাইনর) এলাকায় লাল রং-এর একটি কলস পাই। এতে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন বনী সুলাইম গোত্রের মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রা)। আমি কলসটি নিয়ে তার কাছে আসি। তিনি সৈনিকদের মধ্যে দীনারগুলো বণ্টন করে দিলেন। তিনি আমাকেও অন্যদের মতই একটি অংশ দিলেন (অর্থাৎ সবাইকে সমান অংশ দিলেন)। তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে না শুনতাম ঃ "এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করার পরই অতিরিক্ত দেয়া যেতে পারে (এর আগে নয়)", তবে আমি তোমাকে অতিরিক্ত দিতাম। অতঃপর তিনি তার অংশ থেকে আমাকে কিছু দিতে চাইলেন, কিন্তু আমি গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলাম।

٢٧٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

২৭৫৪। উল্লেখিত হাদীসটি আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে একই সূত্রে একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ ফাই থেকে ইমামের নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়া

٢٧٥٥- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ الْاَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ عَبَسَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَعِيْرٍ مِنَ

الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ وَلاَ يَحِلُّ لِىْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذَا اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ.

২৭৫৫। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের একটি উটকে সামনে রেখে (সুতরা করে) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি উটের পার্শ্বদেশের একটি পশম নিয়ে বললেন ঃ তোমাদের গনীমত থেকে আমার নিজের জন্য এতটুকুও হালাল (বৈধ) নয়, এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত। কিন্তু এই এক-পঞ্চমাংশও আবার তোমাদের প্রয়োজন পূরণেই ব্যয় করা হয়।

بَابٌ فِى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ ওয়াদা পূরণ করা

٢٧٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

২৭৫৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝাণ্ডা (পতাকা) প্রতিষ্ঠিত করা হবে। বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَسْتَجِنُّ فِى الْعُهُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ ইমামের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলা সকলের কর্তব্য

٢٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ.

২৭৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) হলো ঢালস্বরূপ (সংরক্ষক ও নিরাপত্তা বিধানকারী), তাঁর নির্দেশে যুদ্ধ করা হয়।

٢٧٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ اَنَّ اَبَا

رَافِعٍ اَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَنِيْ قُرَيْشٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُلْقِيَ فِيْ قَلْبِيَ الْاِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ اَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ لاَ اَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ اَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلٰكِنِ ارْجِعْ فَاِنْ كَانَ فِيْ نَفْسِكَ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِكَ الْاٰنَ فَارْجِعْ. قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمْتُ. قَالَ بُكَيْرٌ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا كَانَ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَالْيَوْمَ لا يَصْلُحُ.

২৭৫৮। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ নেতারা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরণ করে। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম, আমার অন্তরে ইসলামকে ঢেলে দেয়া হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আর কখনো তাদের কাছে ফিরে যাবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি ওয়াদা (চুক্তি) মোটেই ভঙ্গ করতে পারি না এবং দূতকেও আটক করে রাখতে পারি না। বরং তুমি ফিরে যাও, এখন তোমার অন্তরে যা আছে, পরেও যদি তা থাকে তবে ফিরে এসো। আবু রাফে' (রা) বলেন, অতএব আমি (মক্কায়) চলে গেলাম এবং পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ (প্রকাশ) করলাম। বুকাইর (র) বলেন, আমাকে হাসান ইবনে আলী অবহিত করেছেন যে, আবু রাফে' কিবতী গোলাম ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, কোন সম্প্রদায়ের দূত ইসলাম গ্রহণ করে আশ্রয় চাইলে বর্তমান যুগে তাকে আশ্রয় দিতে হবে। ফেরত দেয়া সেই যুগের প্রেক্ষাপটে ছিল।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيْرُ نَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ মুসলিম নেতা ও শত্রুপক্ষের মধ্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকলে তিনি শত্রুদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন

٢٧٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ اَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ

غَدْرٌ فَنَظَرُوْا فَاِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدَّ عُقْدَةً وَلاَ يَحُلَّهَا حَتّٰى يَنْقَضِيَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ.

২৭৫৯। হিময়ার বংশের সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) ও রূমীয়দের মধ্যে সন্ধি চুক্তি বিদ্যমান ছিল (একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবে না)। মু'আবিয়া (রা) তাদের জনপদে যাচ্ছিলেন এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এক ব্যক্তি আরবী অথবা তুর্কী ঘোড়ায় চড়ে এসে বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান); ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না। লোকজন দেখলো, লোকটি আমর ইবনে আবাসা (রা)। মু'আবিয়া (রা) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির সাথে অন্য কোন জাতির চুক্তি বহাল থাকলে তা মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবায়ন করে শক্তিশালীও করা যাবে না এবং ভংগও করা যাবে না অথবা তাদের দিকে তা সমভাবে নিক্ষেপ করবে (প্রকাশ্যে জানিয়ে দিতে হবে, আমরা চুক্তি ভঙ্গ করলাম)। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ না করে ফিরে আসলেন।

بَابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ চুক্তি পূর্ণ করা এবং প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা রক্ষা করা

٢٧٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِيْ غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

২৭৬০। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অকারণে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে (যিম্মীকে) হত্যা করবে, তার (হত্যাকারীর) জন্য আল্লাহ বেহেশত হারাম করে দিবেন।

بَابٌ فِي الرُّسُلِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ দূত বা পত্রবাহক

٢٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ

الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ اَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهُمَا حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ مَا تَقُوْلاَنِ اَنْتُمَا قَالاَ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا.

২৭৬১। নু'আইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যখন মুসায়লামা কাযযাবের চিঠি পড়া হলো, তার উভয় দূতকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উভয়ে কি বলো? তারা বললো, আমরা তা-ই বলি যা সে (মুসায়লামা) বলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! দূতদেরকে হত্যা করা যদি নিষিদ্ধ না হতো, আমি তোমাদের উভয়ের ঘাড়ে আঘাত করতাম (হত্যা করতাম)।

٢٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ اَنَّهُ اَتَى عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَاِنِّيْ مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِيْ حَنِيْفَةَ فَاِذَا هُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِمُسَيْلِمَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَجِيْءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلاَ اَنَّكَ رَسُوْلٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ فَاَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُوْلٍ فَاَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوْقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيْلاً بِالسُّوْقِ.

২৭৬২। হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে এলেন এবং বললেন, আমার সাথে আরবের কারো সাথে কোন শত্রুতা নাই। আমি বনূ হানীফার মসজিদে আসলাম। তখন দেখলাম, এ গোত্রের লোকেরা মুসায়লামার প্রতি ঈমান এনেছে। আবদুল্লাহ (রা) একথা শুনে তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। সে তাদেরকে নিয়ে আসলো। ইবনুন নাওয়াহা ছাড়া আর সবাইকে

তিনি তওবা করতে বললেন। তিনি তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তুমি যদি কাসেদ (দূত) না হতে, তবে আমি তোমার ঘাড় বিচ্ছিন্ন করে দিতাম। (আবদুল্লাহ রা. বলেন), কিন্তু আজ তুমি আর দূত নও। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করার জন্য কারাযা ইবনে কা'বকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে বাজারের মধ্যে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ অথবা কারাযা) বললেন, যে ব্যক্তি ইবনুন নাওয়াহাকে দেখতে চায়, সে যেন বাজারে এসে তাকে নিহত অবস্থায় দেখে যায়।

بَابٌ فِيْ اَمَانِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ স্ত্রীলোকের প্রদত্ত নিরাপত্তা

٢٧٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ هَانِيْءٍ بِنْتُ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهَا اَجَارَتْ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ وَاٰمَنَّا مَنْ اٰمَنْتِ.

২৭৬৩। উম্মু হানী (রা) বিনতে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিকদের এক লোককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে তা জানালেন। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম এবং তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছো, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

٢٧٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَجُوْزُ.

২৭৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রীলোকেরা যদি মুসলমানদের শত্রু পক্ষের কোন লোককে আশ্রয় দিতো তবে তা বৈধ বলে গণ্য হতো।

بَابٌ فِيْ صُلْحِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধি স্থাপন

٢٧٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِيْ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلاَتِ الْقَصْوٰى مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاَتْ وَمَا ذٰلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُوْنِي الْيَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ بِهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ اَتَاهُ يَعْنِيْ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ بِكَلِمَةٍ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اَيْ غُدَرُ اَوَلَسْتُ اَسْعٰى فِيْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الْاِسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَاَمَّا الْمَالُ فَاِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَّهُ اِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ

مُهَاجِرَاتُ الْاٰيَةَ فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ اَنْ يَّرُدُّوْهُنَّ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَعْنِيْ فَاَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ اَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَقَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِيْ وَاِنِّيْ لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ قَدْ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَّنِيْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِى اللّٰهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ اُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتٰى سَيْفَ الْبَحْرِ وَيَنْقَلِبُ اَبُوْ جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِاَبِيْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ.

২৭৬৫। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার (সন্ধির) বছর এক হাজারের অধিক সাহাবীসহ রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি উটের গলায় কিলাদা (কুরবানীর প্রতীক) বাঁধলেন, কুঁজ কাটলেন (পশুর) এবং উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। তিনি চলতে থাকলেন। আছ-ছানিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর 'কাসওয়া' নামের উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে বসে পড়লো। এখান থেকেই (মক্কার দিকে) যাওয়ার পথ। লোকেরা এটাকে উঠাবার জন্য হল হল শব্দ করলো। কিন্তু কাসওয়া উঠলো না, বরং আড়ি ধরে থাকলো। এভাবে দু'বার চেষ্টা করেও কোন ফল হলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কাসওয়া তো ক্লান্ত হয়নি বা এ অভ্যাসও তার নেই, বরং হাতীর প্রতিরোধকারী (আল্লাহ) একে প্রতিরোধ করেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আমার কাছে যা কিছুই দাবি করবে যদি তার মধ্যে আল্লাহর ঘরের মর্যাদা সংরক্ষণের কথা থাকে, তাহলে আমি তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিবো। তিনি উষ্ট্রীকে উঠাতে গেলে তা উঠে দাঁড়ালো। তিনি মক্কার দিকে না গিয়ে অন্য দিকে অগ্রসর হয়ে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলেন। তিনি একটি কূপের কাছে অবতরণ করলেন। তাতে খুব সামান্য পানি ছিল।

তাঁর কাছে বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা আল-খুযাঈ, অতঃপর উরওয়া ইবনে মাসঊদ আসলো। উরওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ শুরু করলো। যখনই সে তাঁর সংগে কথা বলতো সাথে সাথে তাঁর দাড়ি স্পর্শ করতো। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই তরবারি নিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। তিনি উরওয়ার হাতে তরবারির খাপ দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, তাঁর দাড়ি থেকে হাত দূরে রাখো। উরওয়া মাথা তুলে বললো, লোকটা কে? লোকেরা বললো, তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)। সে বললো, হে বিশ্বাসঘাতক! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য আদায় করি নাই (ক্ষতিপূরণ দেই নাই)? জাহিলিয়াতের যুগে (মুসলমান হওয়ার পূর্বে) তিনি একদল লোকের সহযাত্রী হয়ে (কোথাও) যাওয়ার সময় পথে তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি (মদীনায়) এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমরা তোমার ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু তোমার এগুলো তো লুণ্ঠন করা মাল। এসব মালের আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি (রাবী) হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আলীকে) বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) যে বিষয়ে সন্ধি স্থাপন করেছেন তুমি তা (সন্ধিপত্র) লেখো। বর্ণনাকারী ঘটনা বললেন। সুহাইল বললো, আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তোমার দীন গ্রহণ করে তোমার কাছে চলে আসলে তাকে অবশ্যই আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে।

যখন সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা শেষ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন ঃ ওঠো, কুরবানী করো এবং মাথা মুড়াও। "অতঃপর কতিপয় স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে হিজরত করে আসলো"... (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০), আল্লাহ তাদেরকে ফেরত পাঠাতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন এবং তাদেরকে মুহরানা বাবদ যা দেয়া হয়েছিল তা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর তিনি মদীনায় ফিরে আসলেন।

আবু বাসীর (রা) নামে কুরাইশদের এক লোক (মুসলমান হয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসলেন। তাকে ফেরত নেয়ার জন্য তারা দু'জন লোক পাঠালো। তিনি দুই ব্যক্তির কাছে তাকে প্রত্যর্পণ করলেন। তারা তাকে সঙ্গে করে প্রস্থান করলো। তারা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে খেজুর খেতে বসে গেলো। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, হে অমুক! আল্লাহর শপথ! তোমার তরবারিখানা আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগছে। সে খাপ থেকে তরবারি বের করে নিয়ে বললো, হাঁ। এটা দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আবু বাসীর বললেন, আমাকে দাও না, একটু দেখি। তিনি তার কাছ থেকে তরবারিখানা হস্তগত করে তার উপর আঘাত হানলেন। ফলে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো (নিহত হলো)। অন্য ব্যক্তি পালিয়ে মদীনায় চলে আসলো এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ

করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই ব্যক্তি ভয় পেয়ে গেছে। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে, আমিও নিহত হতাম।

আবু বাসীর (রা) ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ আপনার যিম্মাদারী পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা আপনি আমাকে তাদের হাতে অর্পণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবু বাসীরের মায়ের জন্য দুঃখ, সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তার কোন সাহায্যকারী থাকতো! তিনি (আবু বাসীর) একথা শুনে বুঝতে পারলেন, তাকে পুনরায় তাদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে। তিনি পলায়ন করে সাগর-সৈকতে সাইফুল বাহার নামক স্থানে চলে আসলেন। আবু জান্দাল (রা)-ও (মক্কা থেকে) পলায়ন করে আবু বাসীরের সাথে মিলিত হলেন। এভাবে কুরাইশদের বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে পালিয়ে এসে এখানে একত্র হলেন।

টীকা ঃ সাহাবীদের সংখ্যা কোন বর্ণনায় চৌদ্দ শত আবার কোন বর্ণনায় পনের শতে উন্নিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা থেকে যাত্রা করলেন তখন তাঁর সহযাত্রীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শত এবং যখন হুদায়বিয়ায় পৌছলেন তখন এ সংখ্যা পনের শতে উন্নীত হয়। হুদায়য়বিয়া একটি গ্রামের নাম। মক্কা থেকে এর দূরত্ব বারো মাইল।

৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু এ অভিশপ্তের হাতীগুলো মুযদালিফা ও মিনার সীমান্তবর্তী আল-মুহাসসাব নামক স্থানে পৌছে শুয়ে পড়ে। এগুলোকে উঠানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। হাদীসে সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাজ্জীদেরকে এই স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (অনুবাদক)।

٢٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُمُ اصْطَلَحُوْا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَأْمَنُ فِيْهِنَّ النَّاسُ وَعَلٰى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً وَاَنَّهُ لاَ اِسْلاَلَ وَلاَ اِغْلاَلَ.

২৭৬৬। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখার শর্তে সন্ধি করলো। এ সময়ে লোকজন নিরাপদ থাকবে; আমাদের মনে কারো বিরুদ্ধে কোনরূপ কুটিলতা থাকবে না; কেউ কারো বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না এবং কোন পক্ষই বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

টীকা ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্তগুলো বিভিন্ন সূত্রে নিম্নরূপ উল্লেখিত হয়েছে ঃ এ বছর (ষষ্ঠ হিজরীতে) মুসলমানগণ উমরা না করেই ফিরে যাবে। আগামী বছর তারা উমরা করতে আসবে, কিন্তু মক্কায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না। এ সময় তারা সাথে করে কোন অস্ত্র আনতে পারবে না, শুধুমাত্র একটি করে তরবারি আনতে পারবে। মক্কায় অবস্থানরত কোন মুসলমানকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু মদীনার কোন মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকে বাঁধা দেয়া যাবে না। মক্কার কোন পৌত্তলিক বা মুসলমান মদীনায় চলে গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোন

মুসলামন মদীনা থেকে মক্কায় চলে আসলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। আরবের যে কোন গোত্র মুসলমান কিংবা অন্য কোন গোত্রের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে পারবে। কেউ কারো বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। সন্ধিচুক্তি দশ বছর বলবৎ থাকবে এবং উভয় পক্ষ এর শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে (অনুবাদক)।

٢٧٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلٌ وَابْنُ اَبِيْ زَكَرِيَّا اِلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى ذِيْ مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا وَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَّرَائِكُمْ.

২৭৬৭। হাসসান ইবনে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকহূল ও ইবনে আবু যাকারিয়া (র) খালিদ ইবনে মা'দান (র)-এর নিকট গেলেন এবং আমিও তাদের সাথে গেলাম। তিনি জুবায়ের ইবনে নুফাইর (র) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুবাইর (রা) বললেন, আমাদের সাথে যি-মিখবাব (রা)-র কাছে চলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা তার কাছে আসলাম। জুবাইর (রা) তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই তোমরা রূমীয়দের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তারা এবং তোমরা সম্মিলিতভাবে অপর এক শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে (কিতাবুল মালাহিমে ৪২৮২ নং হাদীসে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে)।

টীকা ঃ রূম বলতে তৎকালীন রূমীয় খৃষ্টান সাম্রাজ্যকে বুঝানো হচ্ছে– বর্তমান তুরস্ক ও এর চার পাশের বৃহৎ এলাকা নিয়ে এ সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত এটা একটা বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হতো।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহ্‌লে কিতাবের (ইহুদী-খৃষ্টান) সাথে শান্তিচুক্তি করা এবং একত্রে তাদের সাথে নিজ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْعَدُوِّ يُؤْتٰى عَلٰى غِرَّةٍ وَيَتَشَبَّهُ بِهِمْ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ অজ্ঞাতসারে শত্রুর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের দলভুক্ত বলে প্রকাশ করা

٢٧٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاْذَنْ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قُلْ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ سَاَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّانَا قَالَ وَاَيْضًا لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ اتَّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى اَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ اَمْرُهُ وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ قَالَ كَعْبٌ اَيَّ شَيْءٍ تَرْهَنُوْنِّيْ قَالَ وَمَا تُرِيْدُ مِنَّا فَقَالَ نِسَاءَكُمْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ اَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ عَارًا عَلَيْنَا قَالَ فَتَرْهَنُوْنِّيْ اَوْلَادَكُمْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ يُسَبُّ ابْنُ اَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ قَالُوْا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ يُرِيْدُ السِّلَاحَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اَتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَخُ رَأْسُهُ فَلَمَّا اَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوْا لَهُ قَالَ عِنْدِي فُلَانَةُ وَهِيَ اَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ قَالَ تَاْذَنُ لِيْ فَاَشُمَّ قَالَ نَعَمْ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ رَأْسِهِ فَشَمَّهُ قَالَ اَعُوْدُ قَالَ نَعَمْ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ رَأْسِهِ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى قَتَلُوْهُ.

২৭৬৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমন কে আছ, যে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারে? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পারবো। আমি তাকে হত্যা করি আপনি কি তাই চান? তিনি বললেন ঃ হাঁ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বললেন, সেখানে গিয়ে আমাকে (অতিরঞ্জিত) কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে এসে বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সা.) আমাদের কাছে বারবার সদাকা (আর্থিক সাহায্য) চেয়ে আমাদেরকে বিরক্ত করে তুলেছে। অথচ আমরা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে ফেলেছি, তাই কিছু করতেও পারছি না। কা'ব বললো, জ্বালাতনের আর কি দেখছো! সে তোমাদেরকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তিনি বললেন, আমরা তো তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে ফেলেছি, এখনই তাঁকে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করি না। তবে তাঁর কাজের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছি।

আমরা চাচ্ছিলাম, তুমি আমাদেরকে এক অথবা দুই ওয়াসাক (খাদ্যশস্য) ধার দিবে। সে বললো, তোমরা আমার কাছে কি জিনিস বন্ধক রাখবে? তিনি বললেন, তুমি আমাদের কাছে কি আশা করো? সে বললো, তোমাদের স্ত্রীলোকদের। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি আরবের সুন্দরতম ব্যক্তি হয়ে এরূপ কথা বলছো? তোমার কাছে আমাদের মহিলাদের বন্ধক রাখলে এটা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে। সে বললো, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমাদের সন্তানেরা বড়ো হলে লোকেরা তাদের গালি দিবে এবং খোটা দিয়ে বলবে, এক অথবা দুই ওয়াসাকের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। তারা বললেন, আমরা তোমার কাছে যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখবো। সে (কা'ব) বললো, হাঁ, ঠিক আছে। (এ পর্যন্ত কথা বলে তিনি চলে গেলেন। পরবর্তী সময়ে) তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) এসে তাকে (কা'বকে) ডেকে বাইরে নিয়ে গেলেন। সে সুগন্ধিযুক্ত ছিল, তার মাথার খোশবু ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি কা'বের কাছে বসলেন। তার সাথে আরো তিন-চারজন লোক ছিল। তারাও তার সুগন্ধির উল্লেখ করলেন। কা'ব বললো, আমার কাছে অমুক স্ত্রীলোক আছে, সে তো সব সময় সুগন্ধি মেখে থাকে। তিনি বললেন, তোমাব চুল থেকে ঘ্রাণ লওয়ার অনুমতি দাও। সে বললো, আচ্ছা। তিনি তার মাথায় হাত ঢুকালেন এবং মাথার ঘ্রাণ নিলেন। তিনি বললেন, আর একবার, সে বললো, ঠিক আছে। তিনি তার মাথায় হাত ঢুকালেন। যখন তিনি তার মাথার চুল দৃঢ়ভাবে ধরলেন তখন সঙ্গীদের বললেন, এবার নাও। তারা (সাহাবীগণ) তাকে (কা'বকে) আঘাত হানলেন এবং হত্যা করলেন।

টীকা ঃ কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনার ইহুদী বনী কায়নুকা' গোত্রের সরদার ছিল। এ সম্প্রদায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অর্থসম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পদার্পণ করে এখানকার গোত্রগুলোর সাথে সহঅবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলেন। দিন দিন ইসলামের গৌরব বৃদ্ধিতে তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লো এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো। শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা) তাদেরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হিংসাত্মক ও বিদ্রোহমূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। এ গোত্রের লোকেরা পথে-ঘাটে মুসলিম মহিলাদের অপমান করতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসিত ও উদ্ভট বদনাম ছড়াতে লাগলো। তাদের এসব কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা) তৃতীয় হিজরী সনে তাদেরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করলেন এবং তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন (অনুবাদক)।

٢٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاِيْمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ.

২৭৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমান গুপ্তহত্যা নিষিদ্ধ করেছে। অতএব মুমিন কখনও গুপ্তহত্যা করতে পারে না।

টীকা ঃ আরবী 'ফাতাক' শব্দের অর্থ– কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় প্রদানের পর বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করা। ইসলাম অনুরূপ হত্যা অনুমোদন করে না। কা'ব ইবনে আশরাফকে গুপ্তহত্যা করা প্রসঙ্গে বলা যায়, মহানবী (সা) তাকে কোনরূপ নিরাপত্তামূলক প্রতিশ্রুতি দেননি। সে সর্বদা ইসলাম, ইসলামের নবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র করতো। এ ধরনের লোককে গুপ্তহত্যা করা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي التَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ সফরের উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা

٢٧٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

২৭৭০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ, হজ্জ অথবা উমরা করে ফেরার পথে সমতল ভূমি থেকে উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার-আল্লাহ মহান) বলতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর জন্য সিজদা দানকারী, তাঁরই প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমস্ত (বিদ্রোহী) দলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছেন"।

بَابٌ فِي الْاِذْنِ فِي الْقُفُوْلِ بَعْدَ النَّهْيِ

অনুচ্ছেদ-১৭০ ঃ নিষেধাজ্ঞার পর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি

٢٧٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لاَ يَسْتَئْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الْاٰيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِيْ فِى النُّوْرِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

২৭৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী, "যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা কখনও তোমার কাছে এইরূপ আবেদন করবে না যে, তাদেরকে জীবন ও সম্পদসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোভাবেই জানেন। এরূপ কোন আবেদন কেবল তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী নয়, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে, আর তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৪৪, ৪৫)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের নির্দেশ সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়েছে, "মুমিন মূলত তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর থেকে মেনে নিয়েছে। কোন সামগ্রিক কাজে তারা যখন রাসূলের সাথে একত্র হয় তখন তার অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। যেসব লোক তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা যখন তাদের কোন প্রয়োজনে ছুটি (অনুমতি) চায়, তখন তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও, তাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" (সূরা আন-নূর ঃ ৬২)।

بَابٌ فِىْ بَعْثَةِ الْبُشَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৭১ ঃ সুসংবাদ দান করার জন্য কাউকে পাঠানো

٢٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ فَاَتَاهَا فَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ اَحْمَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ يُكْنٰى اَبَا اَرْطَاةَ.

২৭৭২। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমরা আমাকে 'যুল-খালাসা' সম্পর্কে নিশ্চিত করছো না কেন? অতঃপর তিনি (জারীর) সেখানে যাত্রা করলেন এবং তা ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তার সুসংবাদ জানালেন। লোকটির ডাক নাম ছিল আবু আরতাত (রা)।

টীকা ঃ যুল-খালাসা একটি দেব-মন্দীরের নাম। এখানে দাওস, খাছ'আম, বুজাইল প্রভৃতি গোত্রসমূহের মূর্তি স্থাপিত ছিল। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যুল-খালাসা স্বয়ং একটি মূর্তির নাম (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ اَعْطَاءِ الْبَشِيْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ সুসংবাদদানকারীকে কিছু উপহার দেয়া

٢٧٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَقَصَّ ابْنُ السَّرْحِ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ حَتّٰى اِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ ثُمَّ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا فَسَمِعْتُ صَارِخًا يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ اَبْشِرْ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا اِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَامَ اِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّاَنِيْ.

২৭৭৩। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন। অতঃপর দুই রাক'আত নামায পড়ে লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। অতঃপর ইবনুস সার্‌হ হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণকে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে অনেক দিন কেটে গেলো। একদিন আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদা (রা)-র বাগানের দেয়াল টপকে সেখানে ঢুকে তাকে সালাম করলাম। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। পঞ্চাশ দিনের দিন আমি আমাদের কোন এক ঘরের ছাদে উঠে ফজরের নামায পড়লাম। সহসা আমি একটি শব্দ শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলছে, হে কা'ব ইবনে মালেক! তোমার জন্য সুসংবাদ। যে ব্যক্তি সশব্দে আমাকে সুসংবাদ জানালেন তিনি কাছে আসলে আমি আমার দুইখানা কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আমি উঠে সরাসরি মসজিদে নববীতে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। সাথে সাথে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুত এসে আমার সাথে হাত মিলালেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানালেন।

টীকা ঃ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে (৯ম হিজরী সনে) রূমীয়দের বিরুদ্ধে তাবূকের যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়। মহানবী (সা)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও কতিপয় লোক এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। এদের মধ্যে আশিজনেরও অধিক ছিল মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তারা মিথ্যা ওজর পেশ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো। কিন্তু তিনজন লোক স্পষ্ট ভাষায় তাদের অপরাধ স্বীকার করলেন। তারা হলেন, কা'ব ইবনে মালেক (রা), হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) এবং মুরারা ইবনে রবীয়া (রা)। তারা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। নবী (সা) তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সবাইকে তাদের সাথে কোনরূপ কথাবার্তা ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করে দিলেন। অতঃপর এ নির্দেশের পঞ্চাশতম দিনে তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আত-তাওবার আয়াত (১১৮) নাযিল করলেন। হাদীসে এ ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা

٢٧٧٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا جَاءَهُ اَمْرُ سُرُوْرٍ اَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلّٰهِ.

২৭৭৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন আনন্দপূর্ণ বিষয় আসলে অথবা তিনি কোন সুসংবাদ প্রাপ্ত হলে সিজদায় পড়ে যেতেন– আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

টীকা ঃ সুসংবাদ প্রাপ্তি, বিপদমুক্তি, কোন বিষয়ে সফলতা অর্জন ইত্যাদির জন্য মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য (নামায ছাড়া) সিজদা করা যায় কি না এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কতিপয় লোক বলেন, এটা বিদ'আত এবং সম্পূর্ণ হারাম। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে কৃতজ্ঞতার সিজদা জায়েয, তবে মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে এটা সুন্নাত। কেননা আবু জাহলের হত্যার সংবাদে মহানবী (সা), ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের হত্যার সংবাদে আবু বাকর (রা) এবং খারিজী জুসসাদাইর হত্যার সংবাদে আলী (রা) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা করেছিলেন (অনুবাদক)।

٢٧٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِّنْ عَزْوَرَا نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالٰى سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ اَحْمَدُ ثَلاَثًا قَالَ اِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ وَشَفَعْتُ لِاُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّيْ ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِاُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِاُمَّتِيْ فَاَعْطَانِي الثُّلُثَ الْاٰخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَشْعَثُ بْنُ اِسْحَاقَ اَسْقَطَهُ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِيْنَ حَدَّثَنَا بِهِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنْهُ مُوْسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ.

২৭৭৫। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সা'দ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন 'আযওয়ারা' নামক স্থানের নিকটে পৌঁছলাম, তিনি জন্তুযান থেকে অবতরণ করলেন, অতঃপর হাত তুলে কিছুক্ষণ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, তারপর সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তিনি অনেকক্ষণ সিজদারত অবস্থায় থাকলেন। তিনি সিজদা থেকে উঠে আবার হাত তুলে কিছুক্ষণ আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন। তিনি আবার সিজদায় পড়ে গেলেন এবং অনেক সময় কাটিয়ে দিলেন। পুনরায় উঠে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, অতঃপর সিজদায় অবনত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তিনবার করেছেন বলে (বর্ণনাকারী) আহমাদ উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর কাছে আবেদন করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। আমাকে এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি সিজদায় অবনত হলাম। আবার মাথা তুলে আমার প্রতিপালকের কাছে উম্মতের জন্য আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের আরো এক-তৃতীয়াংশের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দান করলেন। আমি পুনরায় সিজদায় পড়ে প্রতিপালককে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমি পুনরায় মাথা তুলে আমার মহান রবের কাছে উম্মতের ব্যাপারে দু'আ করলাম। তিনি আমাকে আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করলেন। আমি আমার প্রভুকে সিজদা করে শুকরিয়া জানালাম। আবু

দাউদ (র) বলেন, আহমাদ ইবনে সালেহ আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আশ'আছ ইবনে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেননি (বরং তার নাম বাদ দিয়েছেন)। মূসা ইবনে সাহল তার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ আযওয়ারা– মক্কা ও মদীনার পথে আল-জুহ্ফা-র একটি স্থানের নাম (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الطُّرُوْقِ

অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ গভীর রাতে সফর থেকে ফিরে আসা

٢٧٧٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ اَنْ يَّأْتِيَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا.

২৭৭৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির সফর থেকে গভীর রাতে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসাকে অপছন্দ করতেন।

٢٧٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلَ اللَّيْلِ.

২৭৭৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের প্রথম ভাগে সফর থেকে ফিরে এসে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়াই মানুষের জন্য উত্তম।

٢٧٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلاً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الزُّهْرِيُّ الطَّرْقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ بَأْسَ بِهِ.

২৭৭৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফর থেকে ফিরে এলাম। আমরা যখন শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন ঃ থামো! আমরা রাত হলে প্রবেশ করবো। যেন তারা (স্ত্রীরা) ধুলোবালি দূর করে চিরুনী করে এবং নিম্নাঙ্গের কেশ কেটে

পরিষ্কার করতে পারে। আবু দাঊদ বলেন, যুহরী বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা এশার নামাযের পর আসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবু দাঊদ (র) বলেন, মাগরিবের পর আসতে কোন দোষ নেই।

بَابٌ فِى التَّلَقِّى

অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানানো

٢٧٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

২৭৭৯। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, জনসাধারণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এগিয়ে গেলো। আমিও বালকদেরকে সাথে নিয়ে আল-বিদা' উপত্যকায় গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালাম।

بَابٌ فِىْ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ اِنْفَادِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ اِذَا قَفَلَ

অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ যুদ্ধে যেতে অক্ষম হয়ে পড়লে সংগৃহীত রসদপত্র অন্য যোদ্ধাকে দেয়া উত্তম

٢٧٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ فَتًى مِّنْ اَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِيْ مَالٌ اَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ اذْهَبْ اِلٰى فُلاَنٍ الْاَنْصَارِيِّ فَاِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ ادْفَعْ اِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا فُلاَنَةُ ادْفَعْ اِلَيْهِ مَا جَهَّزْتِنِيْ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لاَ تَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ اللّٰهُ فِيْهِ.

২৭৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের একটি যুবক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করার সংকল্প করেছি, কিন্তু তার প্রয়োজনীয় রসদপত্র আমার নাই। তিনি বললেন ঃ তুমি অমুক আনসারীর কাছে যাও। সে জিহাদে যাওয়ার প্রয়োজনীয় রসদপত্রের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

তুমি তাকে গিয়ে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি তাকে আরো বলো, জিহাদের জন্য আপনি যে মাল-সামান সংগ্রহ করেছেন তা আমাকে দিন। যুবকটি তার কাছে এসে একথা জানালো। আনসারী লোকটি তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে অমুক! আমার জন্য যে রসদপত্র তুমি স্তূপ করেছো তা এই যুবককে দাও, তা থেকে কিন্তু একটুও রেখে দিও না। আল্লাহর শপথ! তুমি তা থেকে সামান্য পরিমাণও রেখো না, তাহলে আল্লাহ এ দানে বরকত দান করবেন।

بَابٌ فِى الصَّلاَةِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায পড়া

٢٧٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِمَا كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَارًا قَالَ الْحَسَنُ فِي الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

২৭৮১। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে দিনের বেলায়ই ফিরে আসতেন। হাসান বসরী (র) বলেন, পূর্বাহ্নে ফিরে আসতেন। (কা'ব রা. বলেন) সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি প্রথমে মসজিদে এসে দুই রাক'আত নামায পড়তেন; অতঃপর সেখানে বসতেন।

٢٧٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَ عَلٰى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَيْتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ يَصْنَعُ.

২৭৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ সমাপন করে ফিরে এসে মদীনায় প্রবেশ করলেন। উষ্ট্রীকে মসজিদের দরজায় বসিয়ে

তিনি তাঁর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত নামায পড়লেন, অতঃপর নিজ বাড়িতে গেলেন। নাফে' (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও অনুরূপ আমল করতেন।

بَابٌ فِىْ كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ বণ্টনকারীর পারিশ্রমিক

٢٧٨٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ يَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ.

২৭৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন জিনিস বণ্টন করে দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এর তাৎপর্য কি? তিনি বলেন ঃ একটা নির্দিষ্ট জিনিসে বিভিন্ন লোকের হক থাকতে পারে। (বেশি প্রাপ্তির আশায় বণ্টনকারী কারচুপি করায়) পরে তা (অন্যের ভাগে) কম পড়ে।

٢٧٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هٰذَا وَحَظِّ هٰذَا.

২৭৮৪। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এমনও কিছু লোক আছে, যারা জনসাধারণের বণ্টনকারী নিযুক্ত হয়। তারা এ ভাগ থেকে কিছু এবং ঐ ভাগ থেকে কিছু আত্মসাৎ করে।

بَابٌ فِى التِّجَارَةِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ জিহাদে গিয়ে ব্যবসা করা

٢٧٨٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ

زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ اَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الْوَادِيْ قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَاَبْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتُ ثَلاَثَ مِائَةِ اُوْقِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

২৭৮৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যকার একজন তাকে বলেছেন, আমরা যখন খায়বার বিজয় করলাম, মুজাহিদগণ গনীমত থেকে নিজ নিজ অংশের বন্দী ও মালপত্র নিয়ে নিলো। লোকেরা তাদের গনীমতলব্ধ সম্পদ পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলো। একটি লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ এত পরিমাণ লাভ করেছি যে, এই প্রান্তরের কারো পক্ষে অনুরূপ লাভ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন ঃ হায়! তুমি কি লাভ করেছো? সে বললো, আমি ক্রয়-বিক্রয় করে 'তিনশো উকিয়া' লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা বলবো, যে তোমার চেয়েও উত্তম লাভ করেছে? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ ফরয নামাযের পর (যে ব্যক্তি) দুই রাক'আত অতিরিক্ত (নফল) নামায পড়েছে।

بَابٌ فِىْ حَمْلِ السِّلاَحِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ শত্রু এলাকায় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যাওয়া

٢٧٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ رَجُلٍ مِّنَ الضِّبَابِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اَنْ فَرَغَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ بِابْنٍ فَرَسٍ لِيْ يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ قَالَ لاَ

حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ فَاِنْ شِئْتَ اَنْ اُقِيْضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوْعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ اُقِيْضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ قَالَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ.

২৭৮৬। দিবাব গোত্রের যুল-জাওসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার একটি ঘোড়ার বাচ্চা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তখন বদরের যুদ্ধের যাবতীয় বিষয় থেকে অবসর হয়েছেন। এটার নাম ছিল ইবনুল কারহা। আমি বললাম, হে মুহাম্মাদ! আমি কারহার বাচ্চাকে নিয়ে এসেছি আপনাকে দেয়ার জন্য। তিনি বললেন ঃ এটায় আমার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি চাও তবে বদর যুদ্ধের লৌহবর্ম থেকে একটি বর্ম দিয়ে তোমার ঘোড়ার বাচ্চার বিনিময় দিতে পারি। আমি বললাম, আজকে আমি এ ঘোড়ার বাচ্চার বিনিময়ে একটি ঘোড়া নিতেও রাজী নই। তিনি বললেন ঃ তবে এটায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।

بَابٌ فِى الْاِقَامَةِ بِاَرْضِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ মুশরিকদের এলাকায় অবস্থান করা

٢٧٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَاِنَّهُ مِثْلُهُ.

২৭৮৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুশরিকের সাহচর্যে থাকে এবং এদের সাথে বসবাস করে সে তাদেরই অনুরূপ।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, পৌত্তলিক মুশরিকদের সাথে একত্রে বসবাস করা সংগত নয়। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও সংগত নয়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহও অধ্যয়ন করা যেতে পারে ঃ সূরা আলে ইমরান ২৮ নং আয়াত, সূরা আন-নিসা ১৪৪ নং আয়াত, সূরা আল-মাইদা ৫১ ও ৫৭ নং আয়াত, সূরা আত-তাওবা ২৩ নং আয়াত ইত্যাদি। তবে তাদের সাথে সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভদ্র ও অমায়িক হতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়াতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে ঃ সূরা আল-মুমতাহিনা ৮ নং আয়াত, সূরা আত-তাওবা ৬ নং আয়াত ইত্যাদি (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১৭

كِتَابُ الضَّحَايَا

(কুরবানীর নিয়ম-কানুন)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِيْجَابِ الْاَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কুরবানী করা ওয়াজিব

٢٧٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ اَبِيْ رَمْلَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوْفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هٰذِهِ الَّتِيْ يَقُوْلُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ هٰذَا خَبَرٌ مَنْسُوْخٌ.

২৭৮৮। মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলাম। রাবী বলেন, তিনি বললেন : হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের উপর প্রতি বছর একটি কুরবানী ও একটি 'আতীরা' করা কর্তব্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো 'আতীরা কাকে বলে? 'আতীরা বলতে তাই বুঝায়, যাকে লোকেরা 'রাজাবিয়াহ' বলতো। আবু দাউদ (র) বলেন, আতীরা রহিত হয়ে গেছে এবং এ হাদীসও মানসূখ (রহিত)।

টীকা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও ফিক্‌হের ইমামগণের সাধারণ মতে সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আবু ইউসুফ (র) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব।

টীকা ঃ 'আতীরা শব্দের অর্থ যবেহ করা। জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা রজব মাসে দেবতার উদ্দেশ্যে একটি ছাগী যবেহ করতো। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানরাও রজব মাসে আল্লাহর নামে কুরবানী করতো। কিন্তু পরে তা বাতিল করে দেয়া হয়। যেহেতু অনুষ্ঠানটি রজব মাসে করা হতো, তাই এটাকে রাজাবিয়াহ বলা হতো। এ নামটি সর্বজনবিদিত ছিল। নবী (সা) তাঁর কথায় সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন (অনু.)।

٢٧٨٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ اَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِدْ اِلاَّ مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّيْ بِهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ.

২৭৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি কুরবানীর দিনকে ঈদরূপে উদযাপন করার জন্য। এ দিনটিকে আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য ঈদের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। এক ব্যক্তি বললো, আপনার কি মত, আমি যদি মাদী 'মানীহা' ছাড়া অন্য কোন পশু না পাই, তবে কি এটা দিয়েই কুরবানী করবো? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু তুমি (কুরবানীর দিন) তোমার চুল ও নখ কাটবে, গোঁফ খাটো করবে এবং নিম্নাঙ্গের লোম কেটে ফেলবে। এ কাজগুলোই আল্লাহর কাছে তোমার পূর্ণ কুরবানী।

টীকা ঃ আরবের লোকেরা কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে দুগ্ধবতী গাভী বা ছাগল-ভেড়া দান করতো, প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত দুধ পান করে পরে তা মালিককে ফেরত দিবে। এ ধরনের পশুকে 'মানীহা' বলা হতো (অনু.)।

بَابُ الْاُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা

٢٧٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيَ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّيْ عَنْهُ.

২৭৯০। তাবিঈ হানাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি (দু'টি কেন)? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়াত করেছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি। তাই তাঁর পক্ষ থেকে (একটি) কুরবানী করছি।

টীকা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয, তবে ওয়াজিব নয়, নফল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও যে কোন লোক কুরবানী করতে পারে (অনু.)।

بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِى الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُّضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন যিলহজ্জের দশ তারিখ পর্যন্ত তার চুল না কাটে

٢٧٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَاِذَا اَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّيَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِخْتَلَفُوْا عَلٰى مَالِكٍ وَعَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِيْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عُمَرَ وَاَكْثَرُهُمْ قَالَ عَمْرُو. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ.

২৭৯১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোকের কুরবানী করার পশু আছে, সে যেন যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে।

টীকা ঃ ফিক্‌হবিদদের কারো কারো মতে, এ সময়ে নখ-চুল কাটা মাকরূহ তাহরীমি। আর কারো কারো মতে মাকরূহ তানজীহি। কেউ কেউ বলেছেন, হাজ্জীদের অনুকরণ করাই এ নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্য (অনু.)।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কুরবানীর জন্য যে ধরনের পশু উত্তম

٢٧٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَأُ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِيْ سَوَادٍ فَاُتِيَ بِهِ فَضَحّٰى بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ

فَفَعَلَتْ فَاَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৭৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর জন্য এমন একটা শিংওয়ালা দুম্বা নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন, যা কালোতে হাঁটে, কালোতে দেখে ও কালোতে শোয় (যার পা, চোখ ও পেট কালো)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! ছুরিটা দাও। অতঃপর তিনি বললেন ঃ পাথরে ঘষে এটা ধারালো করো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। তিনি তা নিলেন, দুম্বাকে ধরলেন এবং তা কাৎ করে শোয়ালেন। যবেহ করতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ "বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি); হে আল্লাহ! তুমি এই কুরবানী মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার ও তার উম্মাতের পক্ষ থেকে কবুল করো।" অতঃপর তিনি এটা কুরবানী করলেন।

٢٧٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ.

২৭৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সাতটি উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরবানী করেছেন এবং মদীনাতে ধূসর রং-এর এবং শিংযুক্ত দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।

٢٧٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّيْ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا.

২৭৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধূসর বর্ণের ও দুই শিংবিশিষ্ট দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন। যবেহ করার সময় তিনি 'বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' পড়েছিলেন এবং তাঁর পা পশুর ঘাড়ের উপর রেখেছিলেন।

٢٧٩٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذِّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مُوْجَئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ

وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ.

২৭৯৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন দু'টি ধূসর বর্ণের শিংওয়ালা ও খাসী করা দুম্বা যবেহ করলেন। দুম্বা দু'টিকে কেবলামুখী করে শুইয়ে তিনি বললেন ঃ "আমি সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে নিষ্ঠার সাথে নিজেকে ইব্‌রাহীমের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলাম, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।" "আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নাই। আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকেই প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই নিবেদিত। মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে তুমি কবুল করো।" অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ মহান) বলে যবেহ করলেন।

٢٧٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّيْ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ وَيَاْكُلُ فِيْ سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ.

২৭৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংওয়ালা, মোটাতাজা ও শক্তিমান একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন। এর চোখ, মুখ ও পা কালো ছিলো (আরবে এই দুম্বাকে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করা হয়)।

بَابُ مَا يَجُوْزُ فِى الضَّحَايَا مِنَ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে বয়সের পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয

٢٧٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذْبَحُوْا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ.

২৭৯৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'মুসিন্না' ছাড়া যবেহ করবে না। কিন্তু যদি তা সংগ্রহ করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে মেষের জাযা'আহ্ যবেহ করতে পারো।

টীকা ঃ পাঁচ বছর বয়সের উট ও দুই বছর বয়সের গরুকে মুসিন্না বলে। ভেড়া-ছাগলের মুসিন্না হলো এক বছর বয়স হওয়া। যে ভেড়ার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু দেখতে এক বছরের বলে মনে হয় তাকে জাযা'আহ্ বলে। হাদীসমতে, শুধু ভেড়াতেই জাযা'আহ্ দ্বারা কুরবানী করা যায়, অন্য কোন পশু নয় (অনুবাদক)।

٢٧٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طُعْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَاَعْطَانِيْ عَتُوْدًا جَذَعًا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهِ اِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُ جَذَعٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ.

২৭৯৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন। তিনি আমাকে অল্প বয়স্ক একটা জাযা'আহ্ দিলেন। যায়েদ (রা) বলেন, আমি তা ফেরত নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, এটা তো জাযা'আহ। তিনি বললেন ঃ এটাই কুরবানী করো। সুতরাং আমি সেটিই কুরবানী করলাম।

٢٧٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّيْ مِمَّا يُوَفِّيْ مِنْهُ الثَّنِيُّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُوْدٍ.

২৭৯৯। আসিম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কুলাইব) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। তার নাম মুজাশে' (রা)। তিনি বনী সুলাইম গোত্রের লোক ছিলেন। একবার বকরীর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেলো। তিনি ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ ছয় মাস বয়সের ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের স্থান পূর্ণ করতে পারে। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি হলেন মাসউদের পুত্র মুজাশে' (রা)।

٢٨٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِيْ وَجِيْرَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

২৮০০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিন ঈদের নামাযের পর আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়লো, আমাদের মত কুরবানী করলো, সে সঠিকভাবে কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করলো, তা (কুরবানীর পরিবর্তে) গোশত খাওয়ার বকরী হলো। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি তো নামাযে আসার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলাম, এ দিনটি পানাহার করার দিন। অতএব আমি তাড়াহুড়া করে কুরবানীর গোশত নিজে খেয়েছি, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদেরও খাইয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা গোশত খাওয়ার বকরী হলো। আবু বুরদা (রা) বললেন, আমার কাছে ছয়মাস পূর্ণ বয়সের একটি ছাগল আছে যা আমার গোশত খাওয়ার বকরীর চেয়েও উত্তম। এটা কি আমার কুরবানীর স্থান পূর্ণ করতে পারে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٢٨٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ اِذْبَحْهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ.

২৮০১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালু, তাকে আবু বুরদা বলে ডাকা হয়, একবার ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার বকরী হলো (কুরবানী হলো না)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে ছয় মাস বয়সের একটা ছাগল আছে। তিনি বললেন ঃ তা কুরবানী করো, তোমার পর আর কারো জন্য তা সংগত হবে না।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কুরবানীর জন্য যে ধরনের পশু বর্জনীয়

٢٨٠٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوْزُ فِى الْاَضَاحِيْ فَقَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصَابِعِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَصَابِعِهِ وَاَنَامِلِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَنَامِلِهِ فَقَالَ اَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِى الْاَضَاحِيِ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرُ الَّتِيْ لاَ تَنْقٰى قَالَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَكُوْنَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ فَقَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلٰى اَحَدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.

২৮০২। উবাইদ ইবনে ফায়রূয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ধরনের পশু কুরবানী করা জায়েয নয়? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। আমার আঙ্গুলগুলো তাঁর আঙ্গুলের চেয়ে ছোট ও তুচ্ছ। আমার আঙ্গুলের গিরাগুলোও তাঁর আঙ্গুলের গিরার চেয়ে ছোট এবং তুচ্ছ (সম্মানার্থে এভাবে বলা হয়েছে)। তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ চার প্রকারের ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। অন্ধ– যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন– যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া– যার খোঁড়ামী সুস্পষ্ট, বৃদ্ধ ও দুর্বল–

যার হাড়ের মজ্জা নাই (শুকিয়ে গেছে)। উবাইদ (র) বলেন, আমি বললাম, বয়সের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ত্রুটি থাকাটা আমি অপছন্দ করি। আল-বারাআ (রা) বললেন, তুমি যেটা অপছন্দ করো তা পরিত্যাগ করো, কিন্তু অন্যের জন্যও তা নিষিদ্ধ করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, এমন দুর্বল যে, তার হাড়ের মজ্জা নাই।

٢٨٠٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِيٍّ حَدَّثَنَا عِيْسَى الْمَعْنٰى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ ذُو مِصْرَ قَالَ اَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ اِنِّيْ خَرَجْتُ اَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ اَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِيْ غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُوْلُ فَقَالَ اَفَلاَ جِئْتَنِيْ بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَجُوْزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوْزُ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ اِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ اَشُكُّ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِيْ تُسْتَأْصَلُ اُذُنُهَا حَتّٰى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ اَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِيْ تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِيْ لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيْرَةُ.

২৮০৩। ইয়াযীদ মিসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে আবদ আস-সুলামীর কাছে এসে বললাম, হে ওলীদের বাপ! আমি কুরবানীর পশুর খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন পশুই পছন্দ হলো না। একটি বকরী পছন্দ হয়েছিল কিন্তু তার একটি দাঁত না থাকায় তাও বাদ দিলাম। এখন আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন? তিনি (উতবা) বললেন, তুমি সেটা আমার কাছে নিয়ে আসলে না কেন? আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! দাঁতপড়া পশু দিয়ে কুরবানী করা আপনার জন্য জায়েয, অথচ আমার জন্য জায়েয হবে না! তিনি বললেন, হাঁ। তুমি তো সন্দেহে পতিত হয়েছ কিন্তু আমি সন্দেহে পতিত হইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ মুসফারা (কানবিহীন), মুস্তাসালা (শিংবিহীন), বাখকা (দৃষ্টিশক্তিহীন), মুশায়্যি'আ (দুর্বল) এবং কাসরা (পা ভাঙ্গা) পশু কুরবানী করতে।

মুসফারা হলো, যে পশুর কান এমনভাবে কাটা গেছে যে, এর ছিদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। মুস্তাসালা হলো, যে পশুর শিং মূল থেকে ভেঙ্গে গেছে। বাখকা হলো, যে পশুর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। মুশায়্যি'আ হলো, যে পশু দুর্বলতার কারণে মেষের সাথে সাথে যেতেও অক্ষম। কাসরা হলো, যে পশুর পা ভেঙ্গে গেছে।

٢٨٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ نُعْمَانَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَلاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْخَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ. قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِاَبِيْ اِسْحَاقَ اَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الْاُذُنِ فَقُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْاُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الْاُذُنُ. قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ اُذُنُهَا لِلسِّمَةِ.

২৮০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই। আমরা যেন কুরবানী না করি এমন পশু দিয়ে যা কানা বা অন্ধ, যার কান অগ্রভাগ বা শেষের অংশ কাটা; যার কান পাশের দিকে ফেঁড়ে গিয়েছে অথবা গোলাকার ছিদ্র করা হয়েছে।

যুহাইর (র) বলেন, আমি আবু ইসহাককে বললাম, তিনি কি কান কাটার উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুকাবালাহ কি? তিনি বললেন, যার কানের একপাশ কেটে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, মুদাবারাহ কি? তিনি বললেন, যে পশুর কানের শেষের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। আমি বললাম, শারকা কি? তিনি বললেন, যার কান ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, খারকা কি? তিনি বললেন, যার কান সম্পূর্ণ কাটা।

٢٨٠٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّسْتَوَائِيُّ وَيُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيٍّ ابْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُضَحّٰى بِعَضْبَاءِ الْاُذُنِ وَالْقَرْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جُرَيٌّ سَدُوْسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ اِلاَّ قَتَادَةُ.

২৮০৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান কাটা ও শিং ভাঙ্গা পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, (অধস্তন রাবী) জুরাই হলেন সাদূস গোত্রীয় এবং বসরানিবাসী। তার কাছ থেকে কাতাদা (র) ছাড়া আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি।

٢٨٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَعْنِيْ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا الْاَعْضَبُ قَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ.

২৮০৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আ'দাব কোন ধরনের জানোয়ারকে বলে? তিনি বলেন, যে পশুর কান বা শিং অর্ধেক বা ততোধিক ভাঙ্গা বা কাটা গেছে।

بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُوْرِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ কুরবানীর গরু ও উটে কতজন শরীক হওয়া যায়

٢٨٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيْهَا.

২৮০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তামাত্তু হজ্জ করতাম। আমরা সাতজন লোক শরীক হয়ে একটি গরু কুরবানী করতাম। অনুরূপভাবে একটি উটও সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করতাম।

٢٨٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ.

২৮০৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উটও সাতজনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যেতে পারে)।

٢٨٠٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

২৮০৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় আমরা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক একটি উট সাতজনে এবং এক একটি গরুও সাতজনে অংশীদার হয়ে কুরবানী করেছি।

بَابٌ فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জামা'আতের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করা

٢٨١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَضْحٰى فِي الْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَاُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِيْ.

২৮১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর ঈদে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের মাঠে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবা (বক্তৃতা) শেষ করে মিম্বার থেকে নীচে নেমে আসলেন। একটি মেষ নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানী আমার ও আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ থেকে"।

بَابُ الْاِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلّٰى

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইমামের ঈদের মাঠে কুরবানী করা

٢٨١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَنَّ اَبَا اُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْبَحُ اُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلّٰى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

২৮১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে তাঁর কুরবানীর পশু যবেহ করতেন। ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابُ حَبْسِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা

٢٨١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوْا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُجْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الْاَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهَيْتَ عَنْ اِمْسَاكِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِيْ دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا.

২৮১২। আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গ্রামাঞ্চল থেকে একদল লোক এসে ঈদুল আযহার জামা'আতে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তিন দিনের খাওয়ার পরিমাণ গোশত রেখে বাকীটা সদাকা করো। আয়েশা (রা) বলেন, কিছু কাল পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্বে লোকেরা তাদের কুরবানী থেকে সুবিধা ভোগ করতো। তারা তার চর্বি জমা করে রাখতো এবং চামড়া দিয়ে পানির মশক তৈরি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কথার অর্থ কি? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক সঞ্চয় করে রাখতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে এজন্য নিষেধ করেছিলাম, তখন তোমাদের কাছে একদল গরীব লোক এসেছিল (তাদেরকেও গোশত দেয়ার জন্য)। অতএব এখন তোমরা তা খাও, সদাকা করো এবং সঞ্চয় করে রাখো।

٢٨١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَاْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ

جَاءَ اللّٰهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَأْتَجِرُوْا اَلاَ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

২৮১৩। নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করেছিলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল, গোশত যেন তোমাদের সবার কাছে পৌঁছে যায়। আল্লাহ এখন প্রশস্ততা দান করেছেন (দারিদ্র্যের প্রকোপ কমে গেছে)। এখন তোমরা তা থেকে খাও, জমা করে রাখো এবং সদাকা করে সাওয়াব অর্জন করো। জেনে রাখো! আজকের দিনটি পানাহারের দিন এবং মহামহিম আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।

بَابٌ فِى النَّهْيِ اَنْ تَصْبِرَ الْبَهَائِمَ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيْحَةِ.

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ জীব-জন্তুকে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানানো নিষেধ এবং কুরবানীর জন্তুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা

٢٨١٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

২৮১৪। শাদ্দাহ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি খাসলাত বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। (এক) আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করো সঠিক পন্থায় হত্যা করো (দ্রুত খুন করো, কষ্ট দিয়ে হত্যা করো না)। (দুই) যখন তোমরা যবেহ করো, সহানুভূতি সহকারে উত্তমরূপে যবেহ করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি উত্তমরূপে ধার দিয়ে নেয় এবং যবেহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হওয়া (রূহ বের হওয়া) পর্যন্ত ছেড়ে দেয় (চামড়া-গোশত ছাড়ানোর চেষ্টা না করে)।

٢٨١٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ اَيُّوْبَ فَرَاٰى فِتْيَانًا اَوْ غِلْمَانًا قَدْ

نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَقَالَ اَنَسٌ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

২৮১৫। হিশাম ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-র সাথে আল-হাকাম ইবনে আইয়ুবের কাছে গেলাম। তিনি দেখলেন, কয়েকটি যুবক একটি মুরগীকে চাঁদমারীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে রেখেছে। আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুকে বেঁধে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّيْ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুসাফিরও কুরবানী করবে

٢٨١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ اَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هٰذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ اُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ.

২৮১৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে থাকাকালীন অবস্থায়) কুরবানী করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে সাওবান! আমাদের জন্য বকরীর গোশতগুলো তৈরি করো। সাওবান (রা) বলেন, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তাঁকে এই গোশত খাওয়াতে থাকলাম।

بَابٌ فِيْ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আহলে কিতাবদের যবেহকৃত জন্তুর বর্ণনা

٢٨١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. فَنُسِخَ وَاسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ.

২৮১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) ঃ "যেসব জন্তুর ওপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তার গোশত খাও" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১১৮) "আর যে জন্তু আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি, তার গোশত খেয়ো না" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১২১)। এই আয়াতদ্বয়ের হুকুম আহলে কিতাবদের খাদ্যখাদকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় এবং এর হুকুম থেকে তাদেরকে পৃথক রাখা হয়েছে। তাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত নির্দেশ হলো ঃ "আজ তোমাদের (মুসলমান) জন্য সকল পবিত্র জিনিসই হালাল করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের খাদ্য খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৫)।

টীকা ঃ আহলে কিতাবদের খাদ্যদ্রব্যে তাদের যবেহকৃত পশুও শামিল রয়েছে। ইসলামী শরী'আতে যেসব খাদ্য হালাল করা হয়েছে কেবলমাত্র তাদের সেসব খাদ্যই আমাদের জন্য হালাল। অনুরূপভাবে আমাদের শরী'আতে যেসব পশু হালাল করা হয়েছে, তারা যদি আল্লাহর নাম নিয়ে তা যবেহ করে তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য হালাল। তাদের হারাম খাদ্য বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আমাদের জন্য কখনও হালাল নয় (অনু.)।

٢٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مَا ذَبَحَ اللّٰهُ فَلاَ تَأْكُلُوْهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ اَنْتُمْ فَكُلُوْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

২৮১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, "শয়তানেরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদ্ভব করে"– এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তারা (শয়তানের সহযোগীরা) বলতো, আল্লাহ যা যবেহ করেছেন (মৃত জীব) তা তোমরা আহার করছো না, অথচ তোমরা নিজেরা যা যবেহ করছো তা আহার করছো। অতঃপর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, "আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তোমরা তার গোশত খেও না"... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٨١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُوْدُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلاَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللّٰهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

২৮১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমরা নিজেরা যে পশু হত্যা করি তা খাই আর আল্লাহ যা হত্যা করেন তা খাই না। এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তা খেও না..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল-আন'আম ঃ ১২১)।

টীকা ঃ কাফেররা মুসলমানদের কটাক্ষ করে বলতো, আল্লাহ যে পশু যবেহ করেছেন (অর্থাৎ মৃত জীব) তা তোমরা খাও না, অথচ তোমরা যে পশু হত্যা করছো তা খাও। এই কথার জবাবে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ বেদুঈনদের দম্ভ প্রকাশার্থে যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٢٨٢٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غُنْدُرٌ اَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَطَرٍ.

২৮২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনদের দম্ভ প্রকাশার্থে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, অধস্তন রাবী গুনদার এটিকে ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু রায়হানার নাম আবদুল্লাহ ইবনে মাতার।

টীকা ঃ জাহিলী যুগের লোকেরা নিজেদের দানশীলতার প্রদর্শনী করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে উট যবেহ করে লোকদের খাওয়াতো। এ ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা একে অপরকে অক্ষম করার অনুষ্ঠানকে মু'আকারা বলা হতো। তাদের এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হতো না, বরং নিজেদের অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের জন্যই করা হতো (অনু.)।

بَابُ الذَّبِيْحَةِ بِالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চকমকি পাথর দিয়ে যবেহ করা

٢٨٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا

نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرِنْ اَوْ اَعْجِلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ اَوْ ظُفُرٌ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانُ مِّنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوْا فَاَصَابُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوْا قُدُوْرًا فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُوْرِ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ وَنَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ اِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ وَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا بِهِ مِثْلَ هٰذَا.

২৮২১। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিশ্চয়ই আগামী কাল সকালে শত্রুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। কিন্তু আমাদের কাছে ছুরি নাই। আমরা কি চকমকি পাথর ও লাঠির ধারালো পার্শ্ব দিয়ে যবেহ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এমন জিনিস দিয়ে দ্রুত যবেহ করো যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায়, আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করো এবং তা খাও, কিন্তু দাঁত অথবা নখ দিয়ে যবেহ করো না। আমি এর কারণ তোমাদের বলছি। দাঁত, তা হলো হাড়। আর নখ হলো হাবসী (আবিসিনীয়) সম্প্রদায়ের ছুরি। সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক সামনে অগ্রগামী হয়ে কিছু গনীমত লাভ করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন পিছনের দিকে। তারা গোশতের হাঁড়ি চুলায় বসালো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী গোশতের হাঁড়িগুলো উপুর করে ফেলে দেয়া হলো। তিনি তাদের মধ্যে (গনীমত) বণ্টন করলেন এবং এক একটি উটকে দশ-দশটি বকরীর সমান ধরলেন। দলের মধ্যকার একটি উট পলায়ন করলো। এ সময় তাদের কাছে ঘোড়া ছিলো না। এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করলো এবং আল্লাহ তা'আলা এটাকে প্রতিরোধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ধরনের পশুর মধ্যেও পালাতে তৎপর এমন প্রকৃতির পশুও রয়েছে, যা বন্য পশুর মধ্যে রয়েছে। অতএব এসব পশুর মধ্যে যেটাই এভাবে পলায়ন করবে তোমরা এর সাথে এরূপই করো (তীর নিক্ষেপে কাবু করো)।

٢٨٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَحَمَّادًا الْمَعْنٰى وَاحِدٌ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ اَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اصَّدْتُ اَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَاَمَرَنِيْ بِاَكْلِهِمَا.

২৮২২। মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান অথবা সাফওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'টি খরগোশ শিকার করে তা চকমকি পাথর দিয়ে যবেহ করলাম। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে এর গোশত খেতে অনুমতি দিলেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ এবং জমহূর ওলামার মতে খরগোশের গোশত খাওয়া হালাল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং ইবনে আবু লাইলা (র) খরগোশ খাওয়া মাকরূহ বলেছেন (অনু.)।

٢٨٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّهُ كَانَ يَرْعٰى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ اُحُدٍ فَاَخَذَهَا الْمَوْتُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ فَاَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ فِيْ لَبَّتِهَا حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهَا ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا.

২৮২৩। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বনূ হারেসার এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, সে উহুদ পাহাড়ের কোন এক উপত্যকায় একটি মাদি উট চড়াচ্ছিল। উটটির মৃত্যু এসে হাজির হলো। এটাকে যবেহ করার জন্য সে কোন অস্ত্র পেলো না। একটি পেরেক নিয়ে সে উটটির বুকের উপরের অংশে ঢুকিয়ে দিলো। ফলে রক্ত প্রবাহিত হলো। অতঃপর লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলো। তিনি তাকে এর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٢٨٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ اَحَدُنَا اَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنٌ اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ.

২৮২৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত, আমাদের কারো হাতে যদি শিকার এসে যায় এবং

তার কাছে যদি চাকু বা ছুরি না থাকে তবে সে কি চকমকি পাথর এবং লাঠির ধারালো পার্শ্বদেশ দিয়ে তা যবেহ করবে? তিনি বললেন ঃ যেভাবে পারো রক্ত প্রবাহিত করো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো।

بَابٌ فِيْ ذَبِيْحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যবেহ করা সম্পর্কে

٢٨٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ اَوِالْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لَاَجْزَأَ عَنْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ يَصْلُحُ هٰذَا اِلاَّ فِى الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

২৮২৫। আবুল আশরাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কণ্ঠনালী অথবা সিনার উপরিভাগ ছাড়া কি যবেহ করা যায় না? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি তার রানে (উরুতে) যখম করতে পারো তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ জাতীয় যবেহ কেবলমাত্র সংকটাপন্ন অবস্থায় অথবা বন্য প্রাণীর বেলায় প্রযোজ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে যবেহ গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা ঃ আল-'মুতারাদ্দিয়াতু' অর্থ পতনে মৃত জন্তু। অর্থাৎ উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা মাটি বা দেয়াল চাপা পড়ে মরণাপন্ন জন্তু। এই অবস্থায় দ্রুত জীবিত উদ্ধার করা অসম্ভব হলে পশুর দেহের যে স্থানে সম্ভব ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করতে হয়। অতঃপর মৃত অবস্থায় উদ্ধার হলেও তার গোশত খাওয়া বৈধ (অনু.)।

بَابٌ فِي الْمُبَالَغَةِ فِى الذَّبْحِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ উত্তমরূপে যবেহ করা

٢٨٢٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيْسٰى وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيْسٰى فِيْ

حَدِيْثِهِ وَهِيَ الَّتِيْ تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الْاَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتّٰى تَمُوْتَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ نَزَلَ عِكْرِمَةُ عَلٰى اَبِيْهِ بِالْيَمَنِ كَانَ مَعْمَرٌ اِذَا حَدَّثَ عَنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِذَا حَدَّثَ عَنْهُ اَهْلُ الْيَمَنِ كَانَ لاَ يُسَمِّيْهِ.

২৮২৬। ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানী পদ্ধতিতে যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে ঈসা বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, 'শরীতাতিশ শাইতান' বা শয়তানী পদ্ধতিতে যবেহ হলো ঃ যবেহ করে ঘাড়ের রগ না কেটে শরীরের চামড়া তুলে পশুকে এই অবস্থায় রেখে দেয়া, ফলে তা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আবু দাউদ (র) বলেন, এই আমর ইবনে আবদুল্লাহকে আমর বারক বলা হয়। ইকরিমা (র) ইয়ামানে তার পিতার সাথে সাক্ষাত করেন। মা'মার (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে বলতেন আমর ইবনে আবদুল্লাহ। আর ইয়ামানবাসী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে তার নাম উল্লেখ করতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা যবেহ করা সম্পর্কে

٢٨٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِيْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ اَنُلْقِيْهِ اَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ اُمِّهِ.

২৮২৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যবেহকৃত পশুর পেটের মধ্যকার বাচ্চা (ভ্রূণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি চাও বাচ্চার গোশত খেতে পারো। মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মাদি উট, গাভী ও বকরী কুরবানী যা যবেহ করে থাকি এবং এর পেটের মধ্যে ভ্রূণ পেয়ে থাকি। আমরা কি এই

ভ্রূণ ফেলে দিবো না এর গোশত খাবো? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছা করলে খেতে পারো। কেননা মাকে যবেহ করাই এটাকে যবেহ করার শামিল।

টীকা ঃ জমহুর ওলামা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ শায়বানী (র)-র মতে, যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা (ভ্রূণ) মৃত অবস্থায় বের হলেও তা খাওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে, মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না; কিন্তু জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে যবেহ করার পর খাওয়া হালাল (অনু.)।

٢٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ.

২৮২৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পশুকে যবেহ করাই তার গর্ভস্থিত ভ্রূণের যবেহের জন্য যথেষ্ট।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ اللَّحْمِ لاَ يَدْرِي اَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ.

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ এমন গোশত আহার করা, যা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে কিনা জানা নাই

٢٨٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُحَاضِرٌ الْمَعْنٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ وَمَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا حَدِيْثُوْا عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُوْنَ بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِيْ اَذَكَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَمْ لَمْ يَذْكُرُوْا اَنَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللّٰهَ وَكُلُوْا.

২৮২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একদল লোক, যারা জাহিলী যুগের কাছাকাছি (নও মুসলিম), আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে তা যবেহ করেছে কিনা আমরা জানি না। আমরা কি এ গোশত খেতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম লও, অতঃপর খাও।

بَابٌ فِي الْعَتِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ আতীরা (রজব মাসের কুরবানী)

٢٨٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ فِيْ اَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللّٰهَ وَاَطْعِمُوْا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِيْ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتّٰى اِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اِسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيْجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ اَحْسِبُهُ قَالَ عَلَى بْنِ السَّبِيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ. قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِاَبِيْ قِلاَبَةَ كَمِ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ.

২৮৩০। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুবাইশা (রা) বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চস্বরে বললো, আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে কুরবানী করতাম। এখন আপনি আমাদের কি আদেশ করেন? তিনি বললেন ঃ যে কোন মাসেই যবেহ করো আল্লাহর নামে করো, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করো। রাবী (নুবাইশা) বলেন, লোকটি পুনরায় বললো, আমরা জাহিলী যুগে 'ফারা'আ' করতাম, এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কি হুকুম দেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক চরে বেড়ানো উটে ফারা'আ রয়েছে। তোমাদের পশুরা এটাকে খাওয়ায় (এর জন্য ঘাস-পানি বহন করে নিয়ে আসে)। যখন তা ভার-বোঝা বহনের উপযোগী হবে তখন তা যবেহ করো। নাসর (র) বলেন, হাজ্জীদের বহন করার মত উপযোগী হওয়ার পর একে যবেহ করে তার গোশত তুমি সদাকা করো। খালিদ (র) বলেন, আমার ধারণা, তিনি (আবু কিলাবা) পথিকদের জন্য সদাকা করার কথা বলেছেন। কেননা এটাই উত্তম। খালিদ (র) বলেন, আমি আবু কিলাবাকে বললাম, কতটি চরে বেড়ানো উটে একটি ফারা'আ? তিনি বললেন, একশোটি।

٢٨٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ.

২৮৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন আর কোন ফারা'আ নাই এবং আতীরাও নাই।

টীকা ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা তাদের দেব-দেবীর নামে রজব মাসে ছাগল-ভেড়া উৎসর্গ করতো, এটাকে 'আতীরা' বা 'রাজাবিয়া' বলা হতো। উট-ভেড়া-ছাগলের প্রথম বাচ্চা তারা তাদের ঠাকুর-দেবতার নামে উৎসর্গ করতো, এটাকে ফারা'আ বলা হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানরাও আল্লাহর নামে এ ধরনের অনুষ্ঠান করতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো বাতিল করা হয় (অনু.)।

٢٨٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ الْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ.

২৮৩২। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফারা'আ হলো উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা, যা তারা ঠাকুর-দেবতার নামে উৎসর্গ করার জন্য যবেহ করতো।

٢٨٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِيْنَ شَاةً شَاةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمْ اَلْفَرَعُ اَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الْاِبِلُ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ ثُمَّ يَاْكُلُهُ وَيُلْقِيْ جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيْرَةُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ.

২৮৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রতি পঞ্চাশটি বকরীতে একটি বকরী আতীরা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, কতিপয় লোক বলেছেন, 'ফারা'আ' হলো উটের প্রথম বাচ্চা, যা তারা (জাহিলী যুগের লোকেরা) তাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করতো। অতঃপর তারা এর গোশত খেতো এবং চামড়াটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা হতো। 'আতীরা' বলা হয় রজব মাসের প্রথম দশ দিনের কুরবানীকে (জাহিলী যুগের প্রথা)।

بَابٌ فِي الْعَقِيْقَةِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ আকীকার বর্ণনা

٢٨٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ اَوْ مُتَقَارِبَتَانِ.

২৮৩৪। উম্মে কুর্‌য আল-কা'বিআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পুত্র সন্তানের জন্য সমবয়স্ক দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী দিয়ে আকীকা করতে হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, 'মুতাকাফিয়ান' অর্থ সমবয়স্ক অথবা তার কাছাকাছি।

٢٨٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلٰى مَكْنَاتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ اَذُكْرَانًا كُنَّ اَمْ اِنَاثًا.

২৮৩৫। উম্মে কুর্‌য (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'পাখিকে তার বাসায় নিরাপদে থাকতে দাও।' আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি ঃ আকীকার জন্য পুত্র সন্তানের তরফ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করতে হয়। আকীকার জন্য খাসী অথবা বকরী যাই হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই।

٢٨٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هُوَ الْحَدِيْثُ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ وَهْمٌ.

২৮৩৬। উম্মে কুর্‌য (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুত্র সন্তানের জন্য সমবয়স্ক দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী (আকীকা করতে হয়)। আবু দাউদ (র) বলেন, এটিই আসল হাদীস। আর সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ আছে।

٢٨٣٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمّٰى فَكَانَ قَتَادَةُ اِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ اِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيْقَةَ اَخَذْتَ مِنْهَا صُوْفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ اَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوْضَعُ عَلٰى يَافُوْخِ السَّبِيِّ حَتّٰى يَسِيْلَ عَلٰى رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خُوْلِفَ هَمَّامٌ فِيْ هٰذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَاِنَّمَا قَالُوْا يُسَمّٰى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهٰذَا.

২৮৩৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ (আকীকা) করতে হয়, মাথা মুড়াতে হয় এবং রক্ত রঞ্জিত করতে হয়। (অধস্তন রাবী বলেন,) কাতাদাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রক্ত দিয়ে কিভাবে রঞ্জিত করতে হয়? তিনি বললেন, যখন তুমি আকীকার পশু যবেহ করো, তা থেকে একটা পশম নিয়ে তা রক্তে রঞ্জিত করো। অতঃপর তা বাচ্চার মাথায় নরম তালুতে রেখে দাও। যখন মাথা থেকে রক্ত সূতার ন্যায় গড়িয়ে পড়ে তখন মাথা ধোয়াতে হয়। অতঃপর তা ন্যাড়া করতে হয়। আবূ দাউদ বলেন, 'রক্তরঞ্জিত করা' শব্দটি হাম্মামের ধারণাপ্রসূত, অন্যরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস অনুসারে এখন আমল করা যাবে না।

টীকা ঃ আকীকার পশুর রক্ত দিয়ে শিশুর মাথা রঞ্জিত করা জাহিলী যুগের প্রথা ছিল। এ প্রথাকে পরবর্তী কালে রহিত করা হয়েছে (অনু.)।

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُسَمّٰى اَصَحُّ. كَذَا قَالَ سَلَّامُ بْنُ اَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَاِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمّٰى وَرَوَاهُ اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُسَمّٰى.

২৮৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়। আবু দাউদ বলেন, 'ইউদমা' শব্দের পরিবর্তে 'ইউসাম্মা' অধিক নির্ভুল।

٢٨٣٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى.

২৮৩৯। সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি সন্তানের সাথে আকীকা রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (আকীকা করো) এবং তার সাথের কষ্টদায়ক ও অপবিত্র জিনিসগুলো দূর করো।

٢٨٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِمَاطَةُ الْاَذٰى حَلْقُ الرَّأْسِ.

২৮৪০। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা দ্বারা মাথা কামানো বুঝানো হয়েছে।

٢٨٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

২৮৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইন (রা)-র পক্ষ থেকে এক একটি ভেড়া আকীকা করেছেন।

٢٨٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْعُقُوْقَ كَاَنَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ وَقَالَ مَنْ

وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ.

২৮৪২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতার সূত্রে, আমার ধারণা তিনি (শু'আইব)-তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ কষ্ট পাওয়াকে মোটেই পছন্দ করেন না। মনে হয় এজন্য তিনি (রাসূল) আকীকাকে 'মাকরূহ' (কষ্ট) নামকরণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ যার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে যেন তার পক্ষ থেকে যবেহ করে (আকীকা করে)। সে যেন পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়স্ক দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করে। তাঁকে 'ফারা'আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ ফারা'আ দিতে হবে। আর তোমরা যদি এটাকে বয়স্ক, শক্তিশালী, ইবনে মাখাদ অথবা ইবনে লাবূন হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দাও, অতঃপর তা কোন বিধবাকে দান করো অথবা আল্লাহর পথে (জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি) বাহন হিসেবে দান করো, তবে তা একে যবেহ করে এর গোশত ও লোম চটচটে করার তুলনায় উত্তম হবে। অথবা তোমার উটকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করার চেয়ে এবং তোমার দুধের পাত্র উপুর করে দেয়ার চেয়ে অনেক ভাল কাজ হবে।

টীকা ঃ ইবনে মাখাদ– এক বছর বয়সের উটকে বলা হয়। ইবনে লাবূন– দু'বছর বয়সের উটকে বলা হয় (অনু.)।

٢٨٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

২৮৪৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ছিলাম, তখন আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী যবেহ করতো এবং এর রক্ত শিশুর মাথায় মাখতো। আল্লাহ যখন ইসলামী জীবনব্যবস্থা নিয়ে আসলেন,

আমরা একটি বকরী যবেহ করতাম, শিশুর মাথা ন্যাড়া করতাম এবং তাতে যা'ফরান মেখে দিতাম।

টীকা : শিশু কন্যা বা পুত্র যাই হোক, তার জন্মের সাথে সাথে তাকে শুনিয়ে আযানের শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করতে হয় (তিরমিযী, আদাহী, বাবুল আযান ফী উযুনিল মাওলূদ, নং ১৫১৪), সপ্তম দিনে নাম রাখতে হয় এবং সামর্থ্য থাকলে আকীকা করতে হয়। ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে আকীকা করা মুসতাহাব (পছন্দনীয়), বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান নয়। কোন কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা ভেড়া এবং কোন কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে ছাগল বা ভেড়া যবেহ করার কথা বলা হয়েছে।

তবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন (রা) উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে মেষ যবেহ করেছেন (আবূ দাউদ, নং ২৮৪১; তিরমিযী, আদাহী, ১৫১৪ নং হাদীসের অধীন; ও ১৫১৯ নং হাদীসে)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ছেলে-মেয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবেহ করতেন (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, আকীকা, নং ৪)। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-ও তাই করতেন (ঐ, নং ৭)।

উল্লেখ্য যে, একই শিশুর একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে, তাতে গরু বা উটও যবেহ করা যেতে পারে এবং পুত্র-কন্যা উভয়ের পক্ষ থেকে একাধিক পশু যবেহ করা যেতে পারে। এটা সন্তানের অভিভাবকের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১৮

كِتَابُ الصَّيْدِ

(শিকারের নিয়ম-কানুন)

بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ শিকার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা

٢٨٤٤-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَيْدٍ اَوْ زَرْعٍ اِنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

২৮৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণ, শিকার অথবা কৃষিক্ষেতের পাহারা ইত্যাদি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, তার পারিশ্রমিক (সওয়াব) থেকে দৈনিক এক কীরাত করে বিয়োগ করা হয়।

টীকা ঃ মহানবী (সা) বলেন, এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান (বুখারী, ঈমান, বাব ৩৫, নং ৪৭; মুসলিম, জানাইয, বাব ১৭, নং ২১৯৫/৫৬। ইবনে মাজার এক হাদীসে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ বলা হয়েছে (জানাইয, বাব ৩৪, নং ১৫৪১),অপর হাদীসে দুই পাহাড়ের সমতুল্য বলা হয়েছে (নং ১৫৩৯) (অনু.)।

٢٨٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمَمِ لاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ.

২৮৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর সৃষ্ট প্রজাতির মধ্যে কুকুর যদি একটি প্রজাতি না হতো তবে আমি এগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এগুলোর মধ্যে গাঢ় কালো কুকুরগুলিকে হত্যা করো।

٢٨٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى اِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ يَعْنِيْ بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ.

২৮৪৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি কোন স্ত্রীলোকও যদি বনভূমি থেকে তার কুকুরসহ উপস্থিত হয় তবে তাও যেন আমরা হত্যা করি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা শুধু কালো কুকুর হত্যা করো।

بَابٌ فِي الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ শিকার করার বর্ণনা

٢٨٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اِنِّيْ اُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ اَفَاَكُلُ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ اَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ فَاُصِيْبُ اَفَاَكُلُ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَاَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَاِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

২৮৪৭। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারে পাঠিয়ে থাকি। এটা আমার জন্য শিকার ধরে নিয়ে আসে, আমি কি তা খাবো? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারে পাঠাও, এগুলো তোমার জন্য যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খেতে পারো। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কুকুরগুলো যদি শিকারকে হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ এরা যদি শিকার হত্যা করে ফেলে এবং তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর শরীক না থাকে তবে তা খেতে পারো। আমি পুনরায় বললাম, আমি পালকবিহীন ধাতুর পাত (এক ধরনের তীর) নিক্ষেপ করে যদি শিকার ধরতে পারি, তবে তা খেতে পারি কি? তিনি বললেন ঃ

পালকবিহীন ধাতুর পাত নিক্ষেপের সময় যদি আল্লাহর নাম নিয়ে থাকো এবং এটা শিকারকে জখম করে থাকে তবে খাও। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হয়ে থাকে তবে তা খেও না।

٢٨٤٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اِنَّا نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ لِيْ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ سْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَاِنْ قَتَلَ اِلاَّ اَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهِ.

২৮৪৮। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করে বললাম, আমরা এই কুকুরগুলোকে শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি আমাকে বললেন ঃ যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারের জন্য ছাড়ো, সেগুলো তোমার জন্য যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খাও, এমনকি মৃত অবস্থায় নিয়ে আসলেও এবং তা থেকে সে যদি না খেয়ে থাকে তবে তা খেতে পারো। কুকুর যদি তা থেকে খেয়ে থাকে তবে তুমি সেটা খেও না। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে নিজের জন্য ঐ শিকার ধরেছে।

٢٨٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِيْ مَاءٍ وَلاَ فِيْهِ اَثَرٌ غَيْرِ سَهْمِكَ فَكُلْ وَاِذَا اخْتَلَطَ بِكِلاَبِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهَا.

২৮৪৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার তীর নিক্ষেপ করলে এবং পরবর্তী সকালে তা তোমার হাতে আসলো, শিকার পানির মধ্যেও পতিত পাওনি এবং তাতে তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য কোন চিহ্নও নাই, তবে তা খেতে পারো। তোমার কুকুরের সাথে যদি অন্য কুকুর দেখতে পাও তবে শিকার খেও না। কেননা তোমার জানা নাই, হয়ত প্রশিক্ষণহীন কুকুরটিই শিকার হত্যা করে থাকবে।

٢٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ فَلاَ تَأْكُلْ.

২৮৫০। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার শিকার যদি তীরসহ পানিতে পড়ে ডুবে যায় এবং তাতে শিকারের মৃত্যু হয়, তবে তুমি তা খেও না।

٢٨٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْبَازُ إِذَا أَكَلَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَالْكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِهَ وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلاَ بَأْسَ.

২৮৫১। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কোন কুকুর অথবা বাজ পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকারের জন্য ছেড়ে দিলে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করলে– সে তোমার জন্য যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খাও। আমি বললাম, যদি সে তা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ সে যদি শিকার হত্যা করে এর কোন অংশ না খেয়ে থাকে, তবে সে তা তোমার জন্যই শিকার করেছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, বাজ পাখি শিকারের কিছু আহার করলে তা দূষণীয় নয়। আর কুকুর তা থেকে আহার করলে তা খাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু শুধু রক্ত পান করলে তা আহার করা দূষণীয় নয়।

٢٨٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ.

২৮৫২। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলেন ঃ যখন তুমি তোমার কুকুর শিকারে পাঠাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ করো; অতঃপর সে যে শিকার ধরে নিয়ে আসে তা খাও, এমনকি তা থেকে কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেললেও তা খেতে পারো। আর তোমার ধনুক যা তোমাকে ফিরিয়ে দেয় তাও খাও।

টীকা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে সা'দ (রা), ইবনে উমার (রা) এবং ইমাম মালেক (র) বলেন, শিকার থেকে কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেললেও তা খাওয়া হালাল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে, ধৃত শিকার থেকে কুকুর কিছুটা খেয়ে নিলে তা খাওয়া হারাম। তারা আদী ইবনে হাতেম (রা) বর্ণিত (২৮৪৮ নং) হাদীসের ভিত্তিতে এমত প্রকাশ করেছেন (অনু.)।

٢٨٥٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِيْ اَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيْهِ سَهْمُهُ اَيَأْكُلُ قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَ اَو قَالَ يَأْكُلُ اِنْ شَاءَ.

২৮৫৩। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, অতঃপর শিকার দুই বা তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর মৃত অবস্থায় পায়। এর শরীরের সাথে তার তীরও থাকে। এটা কি সে খেতে পারে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সে ইচ্ছা করলে খেতে পারে।

٢٨٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَقُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِيْ قَالَ اِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَاِلاَّ فَلاَ تَأْكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ اُرْسِلُ كَلْبِيْ فَاَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا اٰخَرَ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ لِاَنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ.

২৮৫৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (পালকহীন ও মধ্যবর্তী অংশ মোটা) তীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি এর ধারালো দিকের আঘাতে শিকার ধরা পড়ে তবে খাও। যদি প্রস্থের দিকের চোট লেগে মারা যায় তবে খেও না। কেননা তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মরে যাওয়া প্রাণীর সমতুল্য (হারাম)। আমি বললাম, শিকার ধরতে আমার কুকুর পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়ে থাকো খাও, অন্যথায় খেও না। আর কুকুর যদি শিকার থেকে খেয়ে থাকে তবে তা খেও না। কেননা সে তা নিজের জন্য ধরেছে। আদী (রা) বললেন, আমার কুকুর শিকারে পাঠিয়ে থাকি এবং এর সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই।

তিনি বললেন ঃ শিকার খেও না। কেননা তুমি শুধু তোমার কুকুরের উপরই আল্লাহর নাম নিয়েছো।

টীকা ঃ লাঠি, পাথর, ঢিল, গুলতি ইত্যাদি নিক্ষেপ করে শিকার করা প্রাণী যদি সাথে সাথে মারা যায় এবং অস্ত্র দিয়ে যবেহ করার সুযোগ না পাওয়া যায় তবে এটাকে 'ওয়াকীয' বলে। এর গোশত খাওয়া হারাম। কেননা এসব জিনিসের ধারে নয় বরং আঘাতে শিকার মারা যায়। যে কোন অস্ত্র দিয়েই শিকার করা হোক না কেন, যদি শিকার জীবিত অবস্থায় হাতে আসে তবে অবশ্যই ধারালো অস্ত্র দ্বারা তা যবেহ করতে হবে। জীবিতাবস্থায় হাতে আসার পর যবেহ করার আগেই যদি তা মারা যায় তবে এর গোশত খাওয়া হারাম। বন্দুকের গুলির ভিতরের টোটা যদি সূঁচালো হয় তবে শিকার মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলেও খাওয়া যাবে। ভিতরের সীসা যদি গোলাকার হয় এবং শিকার যদি যবেহ করার পূর্বেই মারা যায় তবে একদল বিশেষজ্ঞের মতে তা খাওয়া যাবে না। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর মতে এই ক্ষুদ্র গোলাকার টোটাগুলো যখন সেকেণ্ডে সাড়ে পাঁচশো গজ পথ অতিক্রম করে তখন এটা বায়ুমণ্ডলের তাপে ও চাপে ধারালো অস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। এ সত্যটি বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং বন্দুকের গুলি যে কোন সাইজেরই হোক না কেন তার শিকার খাওয়া জায়েয। বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর লিখিত রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "বন্দুকের শিকার হারাম না হালাল" প্রশ্নোত্তর পাঠ করা যেতে পারে (অনু.)।

٢٨٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَائِذُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا اصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

২৮৫৫। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে শিকার ধরতে ছাড়লে তা খাও। তোমার সাধারণ কুকুরকে শিকার ধরতে পাঠালে যদি তা যবেহ করার সুযোগ পাও তবে খাও।

٢٨٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ

قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعَلَّمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ.

২৮৫৬। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু ছা'লাবা! তোমার তীর ও কুকুর তোমাকে যে শিকার এনে দেয় তা খাও। অধস্তন রাবী ইবনে হারবের বর্ণনায় 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' এবং 'কাওসের' স্থলে 'ইয়াদ' (তীর) শব্দের উল্লেখ আছে। তাতে আরো আছে, জীবিত হোক বা না হোক তা খেতে পারো।

٢٨٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَعْرَابِيًا يُقَالُ لَهُ اَبُوْ ثَعْلَبَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَاَفْتِنِيْ فِيْ صَيْدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيًا اَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنِيْ فِيْ قَوْسِيْ قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَنِّيْ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصُلَّ اَوْ تَجِدْ فِيْهِ اَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ قَالَ اَفْتِنِيْ فِيْ اٰنِيَةِ الْمَجُوْسِ اِذَا اضْطَرَرْنَا اِلَيْهَا قَالَ اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيْهَا.

২৮৫৭। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি (শু'আইব) তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু ছা'লাবা (রা) নামে এক বেদুঈন এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার শিকারী কুকুর আছে। এর শিকার সম্পর্কে আমাকে ফতোয়া দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমার শিকারী কুকুর থেকে থাকে, তবে এগুলো তোমার জন্য যা ধরে নিয়ে আসে তা খাও। তিনি আরো বললেন, যদি তা যবেহ করার সুযোগ না পাই? তিনি বললেন ঃ খেতে পারো। সাহাবী বললেন, কুকুর যদি তা থেকে কিছু খায়? তিনি বললেন ঃ যদি সে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে তবুও তা আহার করতে পারো। তিনি আবার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তীর-ধনুক সম্পর্কে ফতোয়া দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার তীর তোমাকে যা ফেরত দেয় তা খাও। তিনি আরো বললেন ঃ তা যবেহ করার সুযোগ পাও বা না পাও। সাহাবী

বললেন, শিকার যদি নিখোঁজ হয়ে থাকে। তিনি বললেন ঃ যদি তাতে তোমার তীর ছাড়া অন্য কিছুর চিহ্ন না থাকে তবে খেতে পারো। তিনি বললেন, অগ্নি-উপাসক মাজূসীদের রান্নার এবং খাবারের পাত্র ব্যবহার সম্পর্কে ফতোয়া দিন; যখন এগুলো ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় না থাকে। তিনি বললেন ঃ এগুলো ধুয়ে নাও এবং তাতে করে খাও।

بَابٌ اِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةٌ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ জীবিত পশুর দেহের অংশবিশেষ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে

٢٨٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

২৮৫৮। আবু ওয়াকেদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা (বিচ্ছিন্ন অংশ) মৃত বলে গণ্য (এবং খাওয়া হারাম)।

بَابٌ فِيْ اِتِّبَاعِ الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শিকারের নেশা মানুষকে কর্মবিমুখ করে দেয়

٢٨٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ اَتَى السُّلْطَانَ افْتَتَنَ.

২৮৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অরণ্যে বসবাস করে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শিকারের পিছে পিছে ছুটে সে কর্মবিমুখ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি রাজা-বাদশার কাছে যাতায়াত করে সে বিপদগ্রস্ত হয়।

٢٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْاَنْصَارِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى مُسَدَّدٍ قَالَ وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتَتَنَ زَادَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا اِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللّٰهِ بُعْدًا.

২৮৬০। আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাজা-বাদশার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখে সে বিপদগ্রস্ত হয়। যে বান্দা রাজা-বাদশার সাথে যতো অধিক ঘনিষ্ঠ হয় সে আল্লাহ থেকে ততো দূরে সরে যায়।

٢٨٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَاَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ.

২৮৬১। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিকারের প্রতি তুমি তীর নিক্ষেপ করলে, অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তা পেলে এবং তার মধ্যে তোমার তীর আটকে থাকলে তা খেতে পারো, যদি তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি না হয়ে থাকে।

অধ্যায় ঃ ১৯

كِتَابُ الْوَصَايَا

(ওসিয়াতের নিয়ম-কানুন)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সম্পদশালী ব্যক্তির ওসিয়াত করে যাওয়া কর্তব্য

٢٨٦٢-حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

২৮৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওসিয়াত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে ওসিয়াতনামা না লিখে রেখে দুই রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নাই।

টীকা ঃ 'ওসিয়াত' শব্দের অর্থ কল্যাণ কামনা করা। মৃত্যুর সময়ে নিজের কোন সম্পদ নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে দান করে যাওয়ার নাম ওসিয়াত। ইমাম যুহরী, আবু মিযলায ও দাউদ যাহেরীর মতে, ওসিয়াত করা ফরয। কিন্তু অন্যান্য সকল ইমামের মতে, মীরাস থেকে বঞ্চিত আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দের জন্য ওসিয়াত করা মুস্তাহাব। যারা মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে তাদের জন্য ওসিয়াত করা সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। জমহুর আলিমগণের মতে, সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, যার কোন ওয়ারিস নাই তার পক্ষে সমস্ত মাল ওসিয়াত করা জায়েয। ইসলামী আইন মোতাবেক ওসিয়াত করে গেলে তা পূর্ণ করা ওয়ারিসদের জন্য ফরয (অনু.)।

٢٨٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ شَاةً وَلاَ اَوْصٰى بِشَيْءٍ.

২৮৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সময় কোন অর্থ-সম্পদ বা উট-বকরী কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছু ওসিয়াতও করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِيْ مَالِهِ.

অনুচ্ছেদ-২ ঃ ওসিয়াতকারীর জন্য তার সম্পদের কতটুকু ওসিয়াত করা বৈধ

٢٨٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا قَالَ ابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ اتَّفَقَا اُشْفِيَ فِيْهِ فَعَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ فِيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَدْفَعُهَا اِلٰى فِى امْرَأَتِكَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِيْ قَالَ اِنَّكَ اِنْ تُخَلَّفَ بَعْدِيْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ لاَ تَزْدَادُ بِهِ اِلاَّ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

২৮৬৪। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (সা'দ) একবার রোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নাই। দুই-তৃতীয়াংশ (⅔) সম্পদ সদাকা করা যাবে কি? তিনি বললেন ঃ না। তবে অর্ধেক (½) পরিমাণ? তিনি বললেন ঃ না। তবে এক-তৃতীয়াংশ (⅓)? তিনি বললেন, হাঁ, তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়াত করা যায়। তবে এ পরিমাণটাও অধিক হয়ে যাচ্ছে। তোমার ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে– এরূপ দুঃস্থ অবস্থায় তাদেরকে রেখে

যাওয়ার চেয়ে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। তুমি যা কিছুই (তাদের জন্য) খরচ করবে, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবারের গ্রাসটি তুলে দাও তার বিনিময়েও (তুমি পুরস্কৃত হবে)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার হিজরত থেকে পরিত্যক্ত হবো? (আপনি মদীনায় চলে যাবেন আর আমি অসুখের কারণে এখানে পড়ে থাকবো)? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আমার পিছনে থেকে যাও এবং আমার অনুপস্থিতিতেও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করতে থাকো তাহলে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমি আশা করি তুমি বেঁচে থাকবে এবং একদল তোমার দ্বারা উপকৃত হবে, আর অন্য দল তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর তিনি এই দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরত পরিপূর্ণ করে দিন; তাদেরকে হিজরতের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন না।" নিঃস্ব সা'দ ইবনে খাওলা (রা) মক্কায় ইন্তেকাল করেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্মরণ করে অনুশোচনা করতেন।

টীকা ঃ ঈসা ইবনে দীনারের মতে, সা'দ ইবনে খাওলা (রা) মক্কা থেকে হিজরত করেননি এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারীর মতে, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানেই মারা যান। ইবনে হিশাম বলেছেন, তিনি আবিসিনিয়ায় (দ্বিতীয় দলের সাথে) হিজরত করেন, বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় ইন্তেকাল করেন (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْاِضْرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন করা গুরুতর অন্যায়

٢٨٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

২৮৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের সদাকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ সুস্থ ও সচ্ছল অবস্থায় সদাকা করা– যখন তোমার বেঁচে থাকার আশা আছে এবং গরীব ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। (দান-খয়রাতের ব্যাপারে) এত দেরী

করো না যে, প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু। কেননা তখন সেটা অমুকের জন্য নির্দিষ্ট হয়েই গেছে।

٢٨٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنْ يَّتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِيْ حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ.

২৮৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান-খয়রাত করা তার মৃত্যুর সময়ে একশো দিরহাম দান করার চেয়েও উত্তম।

٢٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ اَوِ الْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَرَاَ عَلَيَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتّٰى بَلَغَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَعْنِي الْاَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ.

২৮৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ষাট বছর ধরে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে কাটালো, অতঃপর তাদের মৃত্যু আসলো। এমতাবস্থায় তারা ওসিয়াতের মাধ্যমে (ওয়ারিসদের) ক্ষতিসাধন করলো। তাদের এ অপরাধের কারণে তাদের জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়ে যায়। শাহর ইবনে হাওশাব (র) বলেন, অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) আমার সামনে এই আয়াত এখান থেকে পাঠ করলেন ঃ "মৃত ব্যক্তির কৃত ওসিয়াত ও ঋণ আদায় করার পর (তার পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে)।... এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২, ১৩)। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই আশ'আছ ইবনে জাবের (র) হলেন নাসর ইবনে আলীর দাদা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّخُوْلِ فِى الْوَصَايَا

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ওসিয়াতের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া

٢٨٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِيْ سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِيْ فَلاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ مِصْرَ.

২৮৬৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু যার! আমি তোমাকে (প্রশাসনিক ব্যাপারে ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কাজে) দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি আমার নিজের জন্য যা উত্তম মনে করি তোমার জন্যও তা পছন্দ করি। তুমি দুই ব্যক্তির মাঝখানে ফয়সালাকারী হয়ো না (উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করার দায়িত্ব নিও না) এবং ইয়াতীমের ধন-সম্পদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস কেবলমাত্র মিসরবাসী মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসিয়াত বাতিল করা হয়েছে

٢٨٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ. فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذٰلِكَ حَتّٰى نَسَخَتْهَا اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ.

২৮৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, (কুরআনের আয়াত) ঃ "তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওসিয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮০)। এভাবেই ওসিয়াতের প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কিত বিধান (সূরা নিসায়) নাযিল হলে এই আয়াত মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়াত করা

٢٨٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

২৮৭০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়াত করা যাবে না।

بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيْمِ فِي الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ খাওয়া-দাওয়ায় ইয়াতীমকে একত্র রাখা

٢٨٧١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ. وَاِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا. انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتّٰى يَاْكُلَهُ اَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ. فَخَلَطُوْا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ.

২৮৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ যখন এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ "ইয়াতীমের ধন-মালের কাছেও যেও না, কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়, যতদিন না সে তার যৌবনে পদার্পণ করে" (সূরা ইসরা ঃ ৩৪) এবং "যারা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা মূলত আগুন দিয়েই নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা অবশ্যই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে" (সূরা

আন-নিসা ঃ ১০)। তখন যাদের কাছে ইয়াতীম ছিল তারা নিজেদের খাদ্য থেকে ইয়াতীমের খাদ্য এবং তাদের পানীয় থেকে ইয়াতীমের পানীয় পৃথক করে দিলো। এতে কোন সময় খাদ্য উদ্বৃত্ত হলে তা রেখে দেয়া হতো, পরে সে হয় তা খেতো অন্যথ্যায় তা নষ্ট হয়ে যেতো। অভিভাবকদের কাছে ব্যাপারটা অসহনীয় মনে হলো। তারা প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরলো। অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। বলো, তাদের ব্যাপারে কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। যদি তোমাদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখো, তাতে কোন দোষ নাই। কেননা তারা তোমাদেরই ভাই-বন্ধু" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২০)। অতঃপর তারা নিজেদের পানাহার তাদের পানাহারের সাথে একত্র করে নিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا لِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ اَنْ يَّنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ.

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ইয়াতীমের মাল থেকে অভিভাবকের কিছু গ্রহণ করা

٢٨٧٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ وَلِيَ يَتِيْمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ.

২৮৭২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি একজন গরীব মানুষ। আমার কোন ধন-সম্পদ নাই। আমার কাছে একটি ইয়াতীম বালক আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে খেতে পারো কিন্তু কোনক্রমেই অপচয় করা চলবে না, অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না এবং তোমার নিজের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করা যাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ مَتٰى يَنْقَطِعُ الْيَتِيْمُ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইয়াতীমের মেয়াদ কখন শেষ হয়

٢٨٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رُقَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ شُيُوْخًا مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ.

২৮৭৩। আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একথা মুখস্থ করে নিয়েছি, "যৌবনপ্রাপ্ত হলে আর ইয়াতীম থাকে না এবং সকাল থেকে রাত (সারা দিন) পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করা জায়েয নয়।"

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِيْ اَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইয়াতীমের মাল খাওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী

٢٨٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ.

২৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, যে প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা ন্যায়সংগত কারণ (বিচার বিভাগের অনুমোদন) ব্যতীত হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ ও দুর্নীতি-বিমুখ মুমিন স্ত্রীলোকদের নামে ব্যভিচারের দুর্নাম রটনা করা।

٢٨٧٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجُوْزْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا.

২৮৭৫। উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবীরা গুনাহ কি কি? তিনি বললেন ঃ এর সংখ্যা নয়টি। অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে ঃ মুসলিম পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বাইতুল হারামের (কা'বা ঘরের) চত্বরে নিষিদ্ধ কাজকে হালাল গণ্য করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সমস্ত মাল কাফনের জন্য ব্যয় করা সম্পর্কে

٢٨٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ.

২৮৭৬। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তার একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমরা যখন তা দিয়ে তার মাথা পর্যন্ত ঢাকতাম তখন তার পা দুটো বেরিয়ে যেতো। আবার যখন তার পদদ্বয় ঢাকতাম তখন মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেতো। রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কম্বল দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং ইযখির (সুগন্ধি ঘাস) দিয়ে পদদ্বয় ঢেকে দাও।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوْصٰى لَهُ بِهَا اَوْ يَرِثُهَا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিস দান করলো। সে পুনরায় ওসিয়াত অথবা মিরাসী সূত্রে তার মালিক হলো

٢٨٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِى الْمِيْرَاثِ. قَالَتْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَيُجْزِئُ اَوْ يَقْضِيْ عَنْهَا اِنْ اَصُوْمَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَاِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ اَفَيُجْزِئُ اَوْ يَقْضِىْ عَنْهَا اَنْ اَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

২৮৭৭। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। মা ঐ বাঁদীটি রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার দানের জন্য সওয়াবের অধিকারীও হয়েছ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বাঁদীটিও তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। স্ত্রীলোকটি বললেন, তিনি এক মাসের রোযা বাকি রেখে মারা গেছেন। আমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখলে কি তা তার জন্য যথেষ্ট হবে বা তার রোযা পূর্ণ হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তিনি বললেন, আমার মা হজ্জ করেননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে বা তার হজ্জ পূর্ণ হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

টীকা ঃ কিতাবুল আয়মান ওয়ান-নুযূর-এর ১২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يُوْقِفُ الْوَقْفَ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছু ওয়াক্‌ফ করে

٢٨٧٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

২৮৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) খায়বারের (গনীমতের) এক খণ্ড জমি লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি খায়বার এলাকায় এক খণ্ড জমি পেয়েছি যা অপেক্ষা উত্তম সম্পদ আমি আর কখনও পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি হুকুম দেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি চাও তবে জমির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের অযোগ্য করে এ থেকে প্রাপ্ত লাভ দান-খয়রাত করতে পারো। উমার (রা) জমিটা এভাবেই ওয়াক্‌ফ করলেন ঃ আসল জমিটা বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না এবং তাতে কোনরূপ উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি তা দান করলেন অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দাস মুক্ত করার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের (পথিক) জন্য। (অধস্তন রাবী) মুসাদ্দাদ (র) বিশরের সূত্রে মেহমানের কথাও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একমত হয়ে তারা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি এই সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী হবে তা থেকে সে সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজের এবং বন্ধুদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারবে।

٢٨٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَسَخَهَا لِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ فِيْ ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ نَافِعٍ قَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ قَالَ وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ وَاِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيْقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيْبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَرْقَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ اَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِيْ فِيْهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ وَرَقِيْقَهُ الَّذِيْ فِيْهِ وَالْمِائَةَ الَّتِيْ اَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِيْ تَلِيْهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيْهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ اَهْلِهَا اَنْ لاَ يُبَاعَ وَلاَ يُشْتَرٰى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَاٰى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَذِي الْقُرْبٰى وَلاَ حَرَجَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اِنْ اَكَلَ اَوْ اٰكَلَ اَوِ اشْتَرٰى رَقِيْقًا مِنْهُ.

২৮৭৯। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র ওয়াকফ দলীল সম্পর্কে বলেন, আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে ওয়াকফ দলীলটির অনুলিপি প্রদান করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা উমার (রা) তার সাম্‌গ নামক ফলের বাগান ওয়াক্‌ফ করেছেন– এটা তারই দলীল।... অতঃপর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সম্পূর্ণ হাদীসটি নাফে' কর্তৃক বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উমার (রা) বলেন, এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় পুঞ্জীভূত করা যাবে না। দলীলে উল্লেখিত খাতসমূহে এই সম্পত্তির আয় ব্যয় করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য ব্যয় করতে হবে। অতঃপর ইয়াহইয়া পুরা বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। দলীলে আরো উল্লেখ ছিল, সাম্‌গের মুতাওয়াল্লী প্রয়োজন মনে করলে বাগানের আয় থেকে গোলাম খরিদ করতে পারবে (বাগানের কাজে নিয়োগের জন্য)। ওয়াক্‌ফের এ দলীল (উমারের মুক্তদাস) মু'আইকিব (রা) নকল করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) এর সাক্ষী হন। দলীলের অনুলিপি নিম্নরূপ ঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা এবং মুমিনদের আমীর উমার এ ওসিয়াত করছেন। তার ইন্তেকালের পর সাম্‌গের সম্পত্তি, সিরমা ইবনুল আকওয়া (বাগান) এবং এখানে কর্মরত গোলাম, খায়বারের একশো ভাগ জমি এবং সেখানে কর্মরত গোলাম এবং খায়বারের নিকটস্থ উপত্যকায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে একশো ভাগ জমি দিয়েছেন– এসবের আজীবন মুতাওয়াল্লী হবে হাফসা (রা)। তার মৃত্যুর পর এর মুতাওয়াল্লী হবে তার পরিবারের বিচক্ষণ ব্যক্তি। মুতাওয়াল্লী নিম্নের শর্তগুলো মেনে চলবে ঃ এ সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না। ক্রয় করে এর সাথে আরো সম্পত্তি যোগ করা যাবে না। মুতাওয়াল্লী তার বিবেকমত এর আয় প্রার্থনাকারী, বঞ্চিত শ্রেণী এবং গরীব নিকটাত্মীয়দের জন্য খরচ করবে। সে এ মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ নিতে পারবে এবং গোলাম ক্রয় করতে পারবে (এসব জমিতে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের জন্য)"।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা

٢٨٨٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أُرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

২৮৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যখন মারা যায়, তার কাজ করার সুযোগও রহিত হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুর পরও তিনটি জিনিস থেকে (সওয়াব আসা) বন্ধ হয় না। তা হলো, সদকায়ে জারিয়া (জনকল্যাণমূলক দান) থেকে; এমন জ্ঞান যা দ্বারা (তার মৃত্যুর পরও) মানুষ উপকৃত হয় এবং সৎ ও চরিত্রবান সন্তান, যে তার (মৃত পিতা-মাতার) জন্য দু'আ করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ যে ব্যক্তি ওসিয়াত না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে দান খয়রাত করা

٢٨٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَاَعْطَتْ اَفَتُجْزِئُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَتَصَدَّقِيْ عَنْهَا.

২৮৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক স্ত্রীলোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা যান। যদি এভাবে তিনি মারা না যেতেন, তবে দান-খয়রাত করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তিনি কি এর সওয়াব প্রাপ্ত হবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করো।

٢٨٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِيْ مَخْرَفًا وَاِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

২৮৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি, তবে তাতে কি তার কোন উপকার হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, আমার একটি বাগান আছে। আপনাকে সাক্ষী রেখে বাগানটি তার কল্যাণের জন্য দান করলাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصِيَّةِ الْحَرَبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মুসলমান অভিভাবক বা ওয়ারিস কর্তৃক মৃত কাফের অথবা হরবীর ওসিয়াত পূরণ করা কি অত্যাবশ্যক?

٢٨٨٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصٰى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُّعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتّٰى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِيْ أَوْصٰى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ.

২৮৮৩। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। আল-আস ইবনে ওয়াইল ওসিয়াত করেছিল যে, তার পক্ষ থেকে যেন এক শত গোলাম আযাদ করা হয়। তার পুত্র হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। অতঃপর তার অপর পুত্র আমর (রা) বাকি পঞ্চাশটি আযাদ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, ব্যাপারটা অন্তত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করে নেই। অতএব নবী (সা)-এর কাছে এসে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা তার পক্ষ থেকে একশো গোলাম আযাদ করার ওসিয়াত করে গেছেন। হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করেছে, এখনও পঞ্চাশটি আযাদ করা বাকি আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি মুসলমান হতো, আর তোমরা যদি তার পক্ষ হয়ে তা আযাদ করতে অথবা দান-খয়রাত করতে অথবা হজ্জ করতে তবে তার কাছে এর সওয়াব পৌঁছতো।

টীকা ঃ মুসলমান মৃতের জন্য তার ওয়ারিসগণ কোন সওয়াবের কাজ করলে সে তা প্রাপ্ত হয় এবং যে তা করে সেও সওয়াবের অধিকারী হয়। কিন্তু কাফেরের পক্ষ থেকে তার মুসলমান ওয়ারিসগণ কোন সওয়াবের কাজ করলে সে তার প্রতিফল পায় না, কিন্তু যারা করে তারা পায় (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَمُوْتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يَسْتَنْظِرُ غُرَمَاؤُهُ وَيَرْفُقُ بِالْوَارِثِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মালদার মৃতের দেনা পরিশোধ করতে ওয়ারিসদের সময় দান করা ও তাদের প্রতি সদয় হওয়া

٢٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ شُعَيْبَ بْنَ اِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَاَبٰى فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ عَلَيْهِ فَاَبٰى عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنْظِرَهُ فَاَبٰى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২৮৮৪। ওয়াহ্ব ইবনে কাইসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জাবের তাকে অবহিত করেন যে, তার পিতা জনৈক ইহূদীর কাছে তিরিশ 'ওয়াসক' খেজুর দেনা রেখে মারা যান। জাবের (রা) তার কাছে অবকাশ (সময়) চাইলে সে অবকাশ দিতে অস্বীকার করে। জাবের (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করে তার জন্য ইহূদীর কাছে সুপারিশ করতে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদীর কাছে গিয়ে তাকে তার পাওনার পরিবর্তে জাবেরের গাছের খেজুর গ্রহণ করতে বললেন। তা নিতে সে অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঋণ পরিশোধ করতে সময় দেয়ার জন্য ইহূদীকে বললেন। সে তাও মানতে রাজী হলো না। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ২০

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(ওয়ারিসী স্বত্ব)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ফারায়েয শিক্ষা করা

٢٨٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

২৮৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইলম তিন প্রকার। এর বাইরে যা আছে তা অতিরিক্ত। (১) মুহকাম আয়াতসমূহ (২) প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী সুন্নাত (সহীহ হাদীস) এবং (৩) ন্যায্যভাবে বণ্টনের জন্য ফারায়েয সম্পর্কিত জ্ঞান।

টীকা ঃ মুহকাম আয়াতসমূহ কুরআনের মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতিসমূহ এসব আয়াতে বিধৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই আয়াতসমূহই দীন ইসলামের মূল ভিত্তি। তাই এই আয়াতগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ফরয। এর বিপরীতে রয়েছে 'মুতাশাবেহ' আয়াত যার অর্থ ও ভাব স্পষ্ট নয়, দ্ব্যর্থবোধক। 'সুন্নাত' বলতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোটা জীবন, তাঁর হাদীস ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝায়। ফরীযায়ে আদেলা বলতে দায়ভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ফারায়েয সম্পর্কিত আইন-কানুন জানা থাকলেই আদল ও ইনসাফ সহকারে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিসগণের মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন করা সম্ভব (অনু.)।

بَابٌ فِى الْكَلٰلَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কালালাহ (পিতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)

٢٨٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ اُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ وَلِيْ اَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ.

২৮৮৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমাকে দেখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) পদব্রজে এসে হাযির হলেন। তখন আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম, তাই তাঁর সাথে কথা বলতে পারলাম না। তিনি উযু করলেন এবং তাঁর উযুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। আমি সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধন-সম্পদ কি করবো? আমার কয়েকটি বোন আছে। জাবের (রা) বলেন, অতঃপর মীরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো ঃ "লোকে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদের কালালাহ সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন..." (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)।

টীকা ঃ 'কালালাহ' (اَلْكَلٰلَةُ) শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে কালালাহ্ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যার কোন সন্তান নাই এবং যার পিতা-মাতাও জীবিত নেই। আবার কারো মতে যে লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাকে 'কালালাহ' বলে। আইনবিদগণ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন (অনু.)।

بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اَخَوَاتٌ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যার সন্তান নাই কিন্তু বোন আছে

٢٨٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِيْ سَبْعُ اَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَخَ فِيْ وَجْهِيْ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اُوْصِيْ لِاَخَوَاتِيْ بِالثُّلُثِ قَالَ اَحْسِنْ قُلْتُ الشَّطْرَ قَالَ اَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِيْ فَقَالَ يَا جَابِرُ لاَ اُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هٰذَا وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِيْ لِاَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ قَالَ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُوْلُ اُنْزِلَتْ فِيَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ.

২৮৮৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমার তত্ত্বাবধানে আমার সাতটি বোন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমার মুখমণ্ডলে ফুঁ দিলেন। আমি চেতনা ফিরে পেয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার বোনদের জন্য আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বললেন ঃ (বোনদের প্রতি) অনুগ্রহ করো। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ (বোনদের প্রতি) ইহসান করো। আমাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে জাবের! মনে হয় না এই রোগে তুমি মরবে। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন এবং তোমার বোনদের বিষয়টা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তোমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন। অধস্তন রাবী বলেন, জাবের (রা) বলতেন, আমার ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "লোকে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)।

٢٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ فِى الْكَلٰلَةِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ.

২৮৮৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কালালাহ' সম্পর্কিত আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। "লোকে তোমাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন" (৪ ঃ ১৭৬)।

٢٨٨٩- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِيْ مُجَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى الْكَلٰلَةِ فَمَا الْكَلَالَةُ قَالَ تُجْزِئُكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ قُلْتُ لِاَبِيْ اِسْحَاقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا قَالَ كَذٰلِكَ ظَنُّوْا اَنَّهُ كَذٰلِكَ.

২৮৮৯। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! "লোকে তোমাকে কালালাহ সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে"। কালালাহ কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ যে আয়াত গরমকালে নাযিল হয়েছে তাই (সূরা আন-নিসার ১৭৬ নং আয়াত) তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি (আবু বাক্‌র) আবু ইসহাককে বললাম, 'কালালাহ' সেই ব্যক্তিকে বলে যে মারা গেলো অথচ তার সন্তানও নাই পিতাও নাই। তিনি বললেন, হাঁ, লোকেরা এরূপই বুঝেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الصُّلْبِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিসী স্বত্ব

٢٨٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ الْاَوْدِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ فَقَالاَ لابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا بِنْتَ الْابْنِ شَيْئًا وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَاِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَاَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنِّيْ سَأَقْضِيْ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاُخْتِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمِّ.

২৮৯০। হুযাইল ইবনে শুরাহবীল আল-আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও সালমান ইবনে রবী'আ (রা)-র কাছে এসে তাদেরকে কন্যা, পুত্রের কন্যা ও সহোদর বোনের মীরাস (ওয়ারিসী স্বত্ব) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। তারা উভয়ে বললেন, মৃতের কন্যা অর্ধেক ও সহোদর বোন অর্ধেক পাবে। তারা পুত্রের কন্যাকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করেননি। তুমি ইবনে মাসউদ (রা)-কে গিয়েও জিজ্ঞেস করো। আশা করি তিনিও আমাদের অনুরূপই বলবেন। লোকটি তার কাছে এসে প্রশ্ন করলো এবং তাকে তাদের কথাও বললো। তিনি বললেন, (ঐরূপ বললে) তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। আমি এ ব্যাপারে সেই ফয়সালাই দিবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। কন্যার অর্ধেক এবং পুত্রের কন্যার (পৌত্রীর) ছয় ভাগের এক ভাগ– দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য। অবশিষ্ট অংশ (১/৩) সহোদর বোনের।

٢٨٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى جِئْنَا امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فِي الْاَسْوَافِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ

بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لاَ تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ الآيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

২৮৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়ে আল-আসওয়াফের নিকটে এক আনসারী মহিলার কাছে উপস্থিত হলাম। একটি স্ত্রীলোক তার দুই কন্যাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই মেয়ে দু'টি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-র কন্যা। তিনি আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আল্লাহর শপথ! এদেরকে কখনও বিবাহ দেয়া যাবে না যদি এদের বিষয়-সম্পত্তি না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদের ব্যাপারে আল্লাহ-ই ফয়সালা দিবেন। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে সূরা আন-নিসার আয়াত "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন"... (১১ আয়াত থেকে ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত) নাযিল হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ঐ মহিলা ও তার প্রতিপক্ষকে (দেবর) আমার কাছে ডেকে আনো। তিনি মেয়ে দু'টির চাচাকে বললেন ঃ এদেরকে সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ দাও, এদের মাকে আট ভাগের এক ভাগ দাও এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তোমার। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, বিশর (উর্ধতন রাবী) বর্ণনায় ভুল করেছেন। আসলে মেয়ে দু'টি সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-র কন্যা। কেননা সা'দ ইবনে কায়েস (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার যে 'হেরেম' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার নাম আল-আসওয়াফ (اَلاَسْوَاف)।

٢٨٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هُوَ اَصَحُّ.

২৮৯২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনুর রবী' (রা)-র স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সা'দ (রা) দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং দু'টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসই অধিক সঠিক।

٢٨٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَسَّانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ اُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.

২৮৯৩। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে একটি বোন ও একটি কন্যার প্রত্যেককে মৃতের সম্পত্তির অর্ধেক অর্ধেক দিলেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জীবিত ছিলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মু'আয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মতিক্রমে অনুরূপভাবে বণ্টন করেছেন (অনু.)।

بَابٌ فِي الْجَدَّةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দাদী-নানীর অংশ

٢٨٩٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِيْ حَتّٰى اَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتِ

الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِيْ قُضِيَ بِهِ اِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ وَلٰكِنْ هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا مَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

২৮৯৪। কাবীসা ইবনে যুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মৃতের নানী এসে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাছে তার মীরাস দাবি করলো। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশ নির্ধারিত নেই। আমার জানামতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও কিছু নাই। তুমি এখন যাও, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলে আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাকে (নাতীর পরিত্যক্ত) সম্পত্তির ছয় ভাগের-এক ভাগ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার সাথে তখন আর কেউ ছিল কি? আল-মুগীরা (রা) বললেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) ছিলেন। অতএব আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) যা বললেন, তিনিও তাই বললেন। আবু বাক্‌র (রা) তাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে এক দাদী এসে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তোমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে কিছু নেই। প্রথমে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নানীর ব্যাপারে ছিল। আর আমার নিজের পক্ষ থেকে বণ্টন নীতিতে পরিবর্ধন করার কোন এখতিয়ার আমার নাই। তুমিও এক-ষষ্ঠাংশের অধিক পাবে না। তোমরা যদি (দাদী-নানী) উভয়ে বর্তমান থাকো তবে তা ($\frac{১}{৬}$ অংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে (অর্ধেক অর্ধেক করে) ভাগ হবে। যদি তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কোন একজন বর্তমান থাকে তবে তা সে একাই পাবে।

٢٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَبُو الْمُنِيْبِ الْعَتَكِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ اِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْنَهَا اُمٌّ.

২৮৯৫। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদী ও নানীর জন্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন; যদি তাদের সাথে (মৃতের) মা জীবিত না থাকে।

টীকা ঃ মৃতের মা থাকলে দাদী-নানী মৃতের সম্পদের অংশ পায় না (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ

٢٨٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ ابْنِيْ مَاتَ فَمَا لِيَ مِنْ مِيْرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ اِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَلاَ يَدْرُوْنَ مَعَ اَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ قَالَ قَتَادَةُ اَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ.

২৮৯৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমার পৌত্র মারা গেছে। আমি কি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবো? তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। সে যখন চলে যাচ্ছিল, তিনি পুনরায় তাকে ডেকে বললেন ঃ আরও এক-ষষ্ঠাংশ তুমি পাবে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তিনি পুনরায় তাকে ডেকে বললেন ঃ অতিরিক্ত ষষ্ঠাংশ তুমি উপহার হিসাবে পেলে। কাতাদা (র) বলেন, এটা সুস্পষ্ট জানা নেই কখন সে এক-ষষ্ঠাংশ পায় (আর কখন এক-তৃতীয়াংশ)। কাতাদা বলেন, ন্যূনতম অংশ যা দাদা অংশীদার হয়ে থাকে তা হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ।

টীকা ঃ মৃতের দুই কন্যা ও দাদা ছিল। তাদের দুই-তৃতীয়াংশ দেয়ার পর দাদা যবিল ফুরূয হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং আসাবা হিসাবে অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পেলো (অনু.)।

٢٨٩٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ اَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ قَالَ مَعْقِلُ ابْنُ يَسَارٍ اَنَا وَرَّثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لاَ اَدْرِيْ قَالَ لاَ دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِيْ اِذًا.

২৮৯৭। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (উপস্থিত লোকদের) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদার জন্য কতটুকু অংশ নির্ধারণ করেছেন তা তোমাদের মধ্যে কার জানা আছে? মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) বললেন, আমি জানি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বললেন, কার সাথে (তাকে ওয়ারিস করেছেন)? মা'কিল (রা) বললেন, তা আমার জানা নেই। তিনি (উমার) বললেন, যদি তুমি না-ই জানো তাহলে তোমার কথায় কোন উপকার হলো না।

بَابٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ আসাবার মীরাস

٢٨٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ اَشْبَعُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِاَوْلٰى ذَكَرٍ.

২৮৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মৃতের পরিত্যক্ত) সম্পদ আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুসারে যাবিল ফুরূযদের মধ্যে বণ্টন করো। যাবিল ফুরূযগণ নিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তা মৃতের নিকটাত্মীয় পুরুষ ব্যক্তি পাবে।

টীকা ঃ যাদের অংশ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরূয বা আসহাবুল ফারায়েয বলে। এদের সংখ্যা বারো ঃ পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মা ও দাদী-নানী। যাদের অংশ কুরআন-হাদীসে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, তবে যাবিল ফুরূযদেরকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকে দিতে বলা হয়েছে– এরূপ হকদারকে 'আসাবা' বলে। নিকটতম ব্যক্তি বলতে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতম ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। 'আসাবা কেবলমাত্র পুরুষরাই হয়ে থাকে (অনু.)।

بَابٌ فِيْ مِيْرَاثِ ذَوِى الْاَرْحَامِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যাবিল আরহামের মীরাস

٢٨٩٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَانِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ لُحَيٍّ عَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَاَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ لَهُ وَاَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

২৮৯৯। আল-মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সন্তান ও ঋণ রেখে মারা যায় তার যিম্মাদার আমি।

কখনো কখনো তিনি বলেছেন ঃ 'তার যিম্মাদার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল'। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। যার কোন ওয়ারিস নেই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার রক্তপণ আদায় করবো। যার কোন ওয়ারিস নেই, মামা তার ওয়ারিস, সে তার রক্তপণ দিবে এবং তার ওয়ারিস হবে।

টীকা ঃ আসাবাদের অবর্তমানে যারা মৃতের ওয়ারিস হয় তাদেরকে 'যাবিল আরহাম' বলে। 'আমি তার ওয়ারিস' অর্থাৎ তার ধন-সম্পদ সরকারী কোষাগারে জমা হবে। অন্যদিকে ঋণ ও নিঃসহায় সন্তান রেখে গেলে তার দায়-দায়িত্বও সরকার নিবে। 'তার রক্তপণ' আদায় করবো অর্থাৎ সে যদি রক্তপণ আদায়যোগ্য কোন অপরাধ করে থাকে তাও সরকার বহন করবে। মামা যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত। যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে মামা মৃতের ওয়ারিস হয় (অনু.)।

٢٩٠٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْهَوْزَانِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيْعَةً فَاِلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَاَنَا مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَاَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ.

২৯০০। আল-মিকদাম আল-কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার চেয়েও অধিক নিকটে। যে ব্যক্তি ঋণ অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার দায়িত্বে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। যার অভিভাবক নাই আমি (সরকার) তার অভিভাবক। আমি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবো এবং তার বন্দী মুক্ত করবো। যার ওয়ারিস নাই, মামা তার ওয়ারিস। সে তার সম্পদের অধিকারী হবে এবং তার বন্দী মুক্ত করবে। আবু দাউদ বলেন, ضَيْعَةٌ শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সদস্য।

٢٩٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيْقٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ اَفُكُّ عُنِيَّهُ وَاَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عُنِيَّهُ وَيَرِثُ مَالَهُ.

২৯০১। আল-মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার কোন ওয়ারিস নাই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার বন্দী মুক্ত করবো এবং তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবো। যার কোন ওয়ারিস নাই, মামা তার ওয়ারিস। সে তার বন্দী মুক্ত করবে এবং তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

٢٩٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيْمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْا مِيْرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ سُفْيَانَ اَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ اَرْضِهِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاَعْطُوْهُ مِيْرَاثَهُ.

২৯০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুক্তদাস মারা গেলো এবং কিছু জিনিস রেখে গেলো। কিন্তু তার কোন সন্তান বা আত্মীয় ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার পরিত্যক্ত মীরাস তার গ্রামের কোন লোককে দাও। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার এলাকার কেউ এখানে আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে এর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র দাও।

٢٩٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جِبْرِيْلَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ مِيْرَاثَ رَجُلٍ مِّنَ الْاَزْدِ وَلَسْتُ اَجِدُ اَزْدِيًّا اَدْفَعُهُ اِلَيْهِ قَالَ فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ اَزْدِيًّا حَوْلاً قَالَ فَاَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَجِدْ اَزْدِيًّا اَدْفَعُهُ اِلَيْهِ

قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ اَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ اِلَيْهِ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ عَلَيَّ الرَّجُلَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ انْظُرْ اَكْبَرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ اِلَيْهِ.

২৯০৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আয্দ গোত্রের এক লা-ওয়ারিস ব্যক্তির কিছু মাল আমার কাছে আছে। আমি সেই বংশের এমন কোন লোককে পেলাম না যার কাছে তা হস্তান্তর করতে পারি। তিনি বললেন ঃ কোন আয্দীকে এক বছর ধরে খুঁজে দেখো পাও কিনা। লোকটি এক বছর পর এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আয্দ গোত্রের এমন কোন লোককে পাইনি যার কাছে এই মাল হস্তান্তর করতে পারি। তিনি বললেন ঃ খোঁজ করে দেখো, খুজা'আ গোত্রের প্রথম যে ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকে এই মাল দাও। সে যখন চলে যাচ্ছিল তিনি বললেন ঃ লোকটিকে ডেকে আনো। সে তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন ঃ খুজা'আ গোত্রের কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তালাশ করে তার কাছে এই মাল হস্তান্তর করো।

٢٩٠٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَسْوَدَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جِبْرَائِيْلَ بْنِ اَحْمَرَ اَبِيْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيْرَاثِهِ فَقَالَ الْتَمِسُوْا لَهُ وَارِثًا اَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ وَارِثًا وَلاَ ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوْهُ الْكَبِيْرَ مِنْ خُزَاعَةَ. قَالَ يَحْيٰى قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اُنْظُرُوْا اَكْبَرَ رَجُلٍ مِّنْ خُزَاعَةَ.

২৯০৪। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুজা'আ গোত্রের এক (লা-ওয়ারিস) ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। তিনি বললেন ঃ তার কোন ওয়ারিস বা আত্মীয়-স্বজন আছে কি না খোঁজ করো। কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিস বা আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পেলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই মালপত্র খুজা'আ গোত্রের প্রবীণতম ব্যক্তিকে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, খুজা'আর প্রবীণতম ব্যক্তিকে খোঁজ করো।

٢٩٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَهُ

أَحَدٌ قَالُوْا لاَ اِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ لَهُ.

২৯০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার এক মুক্তদাস ছাড়া তার অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কেউ আছে কি? লোকেরা বললো, তার মুক্তদাসটি ছাড়া আর কেউ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ তাকে দিলেন।

بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ লি'আনকারিণীর সন্তানের মীরাস

٢٩٠٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِيْ لاَعَنَتْ عَلَيْهِ.

২৯০৬। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্ত্রীলোকেরা তিনটি লোকের মীরাস লাভ করতে পারে ঃ (১) তার মুক্তদাসের মীরাস (২) তার কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মীরাস এবং (৩) যে সন্তান সম্পর্কে সে লি'আন করেছে তার মীরাস।

টীকা ঃ লি'আন শব্দের অর্থ একে অন্যকে অভিশাপ করা। স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপনের পর সাক্ষীর অভাবে স্বামী নিজেকে সত্যবাদী এবং স্ত্রী তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য কুরআনের নির্দেশিত নিয়মে (সূরা নূরের ৬-৯ আয়াত) উভয়ে যে শপথ করে তাকে লি'আন বলে (অনু.)।

٢٩٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوْسَى بْنُ عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا مَكْحُوْلٌ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ لاُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.

২৯০৭। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারিণীর সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে তার ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং তার (মায়ের) মৃত্যুর পর তার পরবর্তীগণ ওয়ারিস হবে।

٢٩٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ اَخْبَرَنِيْ عِيْسَى اَبُوْ

مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

২৯০৮। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি তার দাদার সূত্রে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুসলমান কি কাফেরের ওয়ারিস হবে?

٢٩٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

২৯০৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের এবং কাফের ব্যক্তি মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।

টীকা ঃ 'কোন কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না' এ বিষয়ে সব ইমামই একমত। কিন্তু 'কোন মুসলমান কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে কি না'– এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। মু'আয ইবনে জাবাল, আমীর মু'আবিয়া, তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও মাসরূকের মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে, কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে ওয়ারিস হবে না। কোন মুসলমান মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে সে অন্য মুসলমানের মীরাস পাবে না– এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কিন্তু তার পরিত্যক্ত সম্পদে কোন মুসলমান ওয়ারিস হবে কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, রবী'আহ ও ইবনে আবী লাইলার মতে, ওয়ারিস হতো পারবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে, মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) মুসলমান থাকাকালে যে সম্পদ উপার্জন করেছে তা মুসলমান ওয়ারিসগণ পাবে; আর মোরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা বাইতুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা হবে (অনু.)।

٢٩١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ وَذَاكَ اَنَّ بَنِى كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيْ.

২৯১০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জে যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামী কাল সকালে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ আকীল (ইবনে আবু তালিব) কি আমাদের জন্য কোন মনযিল (বাড়ি) অবশিষ্ট রেখেছে? (মীরাসী সূত্রে তিনি আবু তালিবের যা পেয়েছিলেন সব বিক্রি করে ফেলেছেন)। পুনরায় তিনি বললেন ঃ আমরা বনী কিনানার উপত্যকায় অবতরণ করবো; যেখানে বসে কুরাইশরা কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল– অর্থাৎ আল-মুহাস্সাব নামক স্থানে। এ স্থানেই বনী কিনানার লোকেরা কুরাইশদেরকে বনী হাশিম গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিল যে, তারা হাশিম গোত্রের সাথে কোনরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করবে না।

٢٩١١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

২৯১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হয় না।

٢٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ اَنَّ اَخَوَيْنِ اِخْتَصَمَا اِلٰى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ يَهُوْدِيٌّ وَمُسْلِمٌ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ اَنَّ مُعَاذًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْاِسْلاَمُ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ.

২৯১২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে বর্ণিত। একদা দুই সহোদর ভাই তাদের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মুরের সামনে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তাদের পিতা ইহূদী অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তাদের একজন ছিল মুসলমান, অপরজন ইহূদী। অতঃপর তিনি (মু'আয) মুসলমান ব্যক্তিকেও উত্তরাধিকারী বানালেন। তিনি বললেন, আবুল আসওয়াদ আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন, মু'আয (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ইসলাম (তার প্রাধান্যকে) বৃদ্ধি করে, কমায় না। অতঃপর তিনি মুসলমান ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী বানালেন।

٢٩١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ

الدِّيْلِيِّ اَنَّ مُعَاذًا اُتِيَ بِمِيْرَاثِ يَهُوْدِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯১৩। আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (র) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদীর পরিত্যক্ত সম্পদে ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপার নিয়ে তার মুসলিম উত্তরাধিকারী মু'আয (রা)-র কাছে আসলো... উপরের হাদীসের অনুরূপ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

بَابُ فِيْمَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مِيْرَاثٍ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মৃতের মীরাস বণ্টনের পূর্বে যদি কোন ওয়ারিস মুসলমান হয়

٢٩١٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَاِنَّهُ عَلٰى قَسْمِ الْاِسْلَامِ.

২৯১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে যে মীরাস বণ্টিত হয়েছে তা যার জন্য বণ্টন করা হয়েছে তারই থাকবে (এর কোন পরিবর্তন হবে না)। আর যে 'মীরা বণ্টন' ইসলামী যুগ পেয়েছে তা ইসলামী নীতি অনুসারে বণ্টিত হবে।

টীকা ঃ এ অনুচ্ছেদটির দু'টি দিক রয়েছে ঃ (ক) কোন মুসলমান একটি কাফের ও একটি মুসলমান সন্তান রেখে মারা গেলো। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে কাফের ছেলেটি মুসলমান হলো। এ ক্ষেত্রে সে ওয়ারিস হবে না।

(খ) কোন কাফের একটি মুসলমান ও একটি কাফের সন্তান রেখে মারা গেলো। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে কাফের ছেলেটি মুসলমান হলো। এ ক্ষেত্রে সে কাফের পিতার ওয়ারিস হবে। জমহূর ওলামার মতে, এ মাসয়ালাটির মূলনীতি হলো ঃ "মৃত্যুর সাথে সাথেই উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা মৃত্যুর মুহূর্তেই মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়ে যায় (অনু.)।

بَابُ فِي الْوَلَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ওয়ালাআ

٢٩١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُرِيءَ عَلٰى مَالِكٍ وَاَنَا حَاضِرٌ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى

اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ.

২৯১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আযাদ করার উদ্দেশ্যে একটি বাঁদী ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। বাঁদীর মালিক বললো, আমরা তাকে আপনার কাছে এই শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, তার 'ওয়ালাআ' আমাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন ঃ এই শর্ত তোমার জন্য বাঁধার সৃষ্টি করবে না। কেননা যে ব্যক্তি আযাদ করে 'ওয়ালাআ'র অধিকার তার জন্যই সংরক্ষিত থাকে।

টীকা ঃ আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে 'ওয়ালা'আ' বলে। তার মৃত্যুর পর তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে তার আযাদকারীই তার ওয়ারিস হবে (অনু.)।

٢٩١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ.

২৯১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করেছে এবং সদয় ব্যবহার করেছে (আযাদ করেছে) ওয়ালাআ তার প্রাপ্য।

٢٩١٧ (الف)- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِي الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ اُمُّهُمْ فَوَرِثُوْهَا رِبَاعَهَا وَوَلاَءَ مَوَالِيْهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيْهَا فَاَخْرَجَهُمْ اِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً لَهُ فَخَاصَمَهُ اِخْوَتُهَا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ اَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوْا اِلَى هِشَامِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ اَوْ اِلَى

اِسْمَاعِيْلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هٰذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِيْ مَا كُنْتُ اُرَاهُ قَالَ فَقَضٰى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيْهِ اِلَى السَّاعَةِ.

২৯১৭ (ক)। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রিয়াব ইবনে হুযায়ফা এক মহিলাকে বিবাহ করে এবং তার গর্ভে তিনটি সন্তান জন্ম হয়। অতঃপর তাদের মা মারা গেলে তারা তার ঘরবাড়ি ও তার আযাদকৃত গোলামদের ওয়ালাআর উত্তরাধিকারী হয়। আমর ইবনুল আস (রা) ছিলেন তাদের (পিতার দিক থেকে) আত্মীয় (আসাবা)। পরবর্তীকালে তিনি তাদেরকে সিরিয়ায় পাঠালে তারা সেখানে (মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে) মারা যায়। অতঃপর আমর ইবনুল আস সেখানে (সিরিয়ায়) আসলেন। তখন তার (স্ত্রীলোকটির) মুক্তদাস কিছু মালপত্র রেখে মারা গেলো। স্ত্রীলোকটির ভাইয়েরা তার (আমরের) বিরুদ্ধে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে অভিযোগ দায়ের করে। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পিতা বা পুত্র যে ওয়ালাআ সঞ্চয় করলো সেগুলো তার আসাবার প্রাপ্য (মায়ের ওয়ারিসগণ তা পাবে না)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, উমার (রা) তাকে (আমর) একটি রায় লিখে দিলেন। এতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ও অন্য এক ব্যক্তি সাক্ষী ছিল। আবদুল মালেক যখন (৬৮৫ খৃ.) খলীফা হলেন, তখন হিশাম ইবনে ইসমাঈল অথবা ইসমাঈল ইবনে হিশামের কাছে অনুরূপ একটি অভিযোগ দায়ের করে। তিনি বিষয়টি আবদুল মালেকের কাছে পাঠিয়ে দেন। আবদুল মালেক বললেন, আমার মনে হয় এর ফয়সালা ইতিপূর্বে আমার নজরে পড়েছে। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র রায় অনুসারেই রায় দিলেন। আর সেই ওয়ালাআর সম্পত্তি এখনো আমাদের অধিকারে আছে।

٢٩١٧ (ب) حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّاسُ يَتَّهِمُوْنَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ خِلَافَ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِلاَّ اَنَّهُ رَوٰى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ بِمِثْلِ هٰذَا.

২৯১৭ (খ)। আবু দাউদ (র)... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন এই হাদীসের ব্যাপারে আমর ইবনে শু'আইব (র)-কে দোষারোপ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) থেকে এ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির হাতে মুসলমান হলে

٢٩١٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ يَزِيْدُ اِنَّ تَمِيْمًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ.

২৯১৮। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (অধস্তন রাবী) ইয়াযীদের বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তার (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে (ইসলামের) নীতি কি? তিনি বললেন ঃ তার জীবনে ও মরণে ঐ মুসলমান ব্যক্তি তার নিকটতম বন্ধু।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الْوَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ওয়ালাআ বিক্রয় করা

٢٩١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

২৯১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাআ বিক্রয় এবং হেবা (দান) করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الْمَوْلُوْدِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوْتُ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সদ্য প্রসূত শিশু কান্নার পর মারা গেলে

٢٩٢٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ.

২৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে কান্নার শব্দ করে মারা গেলে তাকে ওয়ারিস গণ্য করতে হবে।

بَابُ نَسْخِ مِيْرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيْرَاثِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ আত্মীয়তার উত্তরাধিকারিত্ব চুক্তির উত্তরাধিকারিত্বকে রহিত করেছে

٢٩٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ. كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَنَسَخَ ذٰلِكَ الْاَنْفَالُ فَقَالَ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ.

২৯২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) ঃ "যাদের সাথে তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)। আগের যুগে লোকেরা পারস্পরিক চুক্তি বা শপথের মাধ্যমে একে অপরের ওয়ারিস হতো, অথচ তাদের মধ্যে বংশীয় বা আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাতো না। এই সুযোগ রহিত করা হয়েছে সূরা আল-আনফালের এই আয়াত দ্বারা ঃ "আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক হকদার" (আয়াত নং ৭৫)।

٢٩٢٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ. قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ تُوْرِثُ الْاَنْصَارَ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ. قَالَ نَسَخَتْهَا وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوْصِيْ لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ.

২৯২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত ঃ "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের অংশ তাদেরকে দান করো" (সূরা

আন-নিসা ঃ ৩৩)। তিনি বলেন, মুহাজিররা হিজরত করে মদীনায় আগমন করার পর, আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃ-বন্ধনের ভিত্তিতে আনসারদের মীরাস লাভ করতেন। যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু সম্পদ রেখে যায়, আমরা এর প্রত্যেকটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি... (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩), তিনি বলেন, "যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তাদের অংশ তাদেরকে দাও", উপরের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে। কিন্তু সাহায্য, উপদেশ, সহযোগিতা, ওসিয়াত ইত্যাদি করার নির্দেশ বহাল রয়েছে, তবে (উপরোক্ত পন্থায়) ওয়ারিস হওয়ার রীতি বাতিল হয়েছে।

٢٩٢٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلٰى اُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيْعِ وَكَانَتْ يَتِيْمَةً فِيْ حِجْرِ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَرَأْتُ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَقَالَتْ لاَ تَقْرَأْ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّمَا نَزَلَتْ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حِيْنَ اَبَى الْاِسْلاَمَ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لاَ يُوَرِّثَهُ فَلَمَّا اَسْلَمَ اَمَرَهُ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيْبَهُ زَادَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَمَا اَسْلَمَ حَتّٰى حُمِلَ عَلَى الْاِسْلاَمِ بِالسَّيْفِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ عَاقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ طَلْحَةَ عَاقَدَتْ.

২৯২৩। দাঊদ ইবনুল হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রবী'র কন্যা এবং সা'দের মাতার কাছে কুরআন পড়তাম। সা'দের মা ছিলেন ইয়াতীম। তিনি আবু বাক্‌র (রা)-র তত্ত্বাবধানে লালিত হয়েছেন। আমি এ আয়াত পড়লাম ঃ "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দাও"। তিনি বললেন, "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে..." এ আয়াত পড়ো না। কেননা এই আয়াত আবু বাক্‌র (রা) ও তার ছেলে আবদুর রহমানের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সে যখন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো, আবু বাক্‌র (রা) শপথ করে বললেন, সে তার উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানকে মীরাসের অংশ দেয়ার জন্য আবু বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। (অধস্তন রাবী) আবদুল আযীয আরো বর্ণনা করেছেন, তরবারি তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার পূর্বে সে ইসলাম কবুল করে নাই।

٢٩٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَكَانَ الْاَعْرَابِيُّ لاَ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلاَ يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ.

২৯২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) ঃ "যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে– তারা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার কোন সম্পর্ক নেই– যতক্ষণ তারা হিজরত না করে" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭২)। বেদুঈনরা মুহাজিরদের ওয়ারিস হতো না এবং মুহাজিরগণও তাদের ওয়ারিস হতেন না। উপরের আয়াতকে রহিত করা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা ঃ "আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়গণ পরস্পরের মধ্যে অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন" (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৫)।

টীকা ঃ প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পরের মীরাসের অংশীদার হবেন। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভিত্তিতে মীরাসের হকদার হবে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়। অবশ্য কারো সাথে মৌখিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি থাকলে নিজের ইচ্ছা মাফিক যে কোন কিছু তাকে দেয়া যায় (অনু.)।

بَابٌ فِي الْحِلْفِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ জাহিলী যুগের শপথ বা চুক্তি

٢٩٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ وَاَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً.

২৯২৫। জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (বিপর্যয় সৃষ্টি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি গর্হিত কাজ করার জন্য) চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইসলামে বৈধ নয়। জাহিলী যুগের এ জাতীয় চুক্তির উপর ইসলাম কঠোরতা আরোপ করেছে (কল্যাণের কাজ সম্পাদন ও সত্য-ন্যায়ের সাহায্য করা বাধ্যতামূলক করে)।

٢٩٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِنَا فَقِيْلَ لَهُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ فَقَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِنَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا.

২৯২৬। আসেম আল-আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (আনাস) ঘরে বসে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ ইসলামে কোন হলফ নাই? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। এ কথাটা তিনি (আনাস) দুই-তিনবার বললেন।

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ স্বামীর রক্তমূল্যে স্ত্রী ওয়ারিস হবে

٢٩٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ وَرِّثْ اِمْرَأَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاَعْرَابِ.

২৯২৭। সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, শোণিত মূল্য (দিয়াত) আসাবাদের জন্য। স্ত্রী তার স্বামীর শোণিত মূল্যের কোন ওয়ারিস হয় না। দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন ঃ আশয়াম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার রক্তপণের ওয়ারিস বানাও। অতঃপর উমার (রা) নিজের মত পরিবর্তন করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাহহাক) বেদুঈনদের আমেল (প্রশাসক) নিযুক্ত করেছিলেন।

অধ্যায় ঃ ২১

كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْئِ وَالْاِمَارَةِ

(কর, ফাই ও প্রশাসন)

بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامُ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে শাসনকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

٢٩٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

২৯২৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। জনগণের শাসক তাদের অভিভাবক। তাকে তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পরিবারের কর্তা তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। তাকে এ সবের রক্ষণাবেক্ষণের হিসাব দিতে হবে। ক্রীতদাস তার মনিবের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক, এ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল রাখাল এবং তোমাদেরকে তোমাদের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ নেতৃত্ব পদ প্রার্থনা করা

٢٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيْهَا إِلٰى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

২৯২৯। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! রাষ্ট্রীয় বা সরকারী পদ চেয়ে নিও না। কেননা তোমার চাওয়ার কারণে যদি তোমাকে নেতৃত্ব পদ দেয়া হয়, তাহলে তোমাকে এ পদের হাওয়ালা করা হবে (এমতাবস্থায় তুমি আল্লাহর সাহায্য বঞ্চিত হবে)। আর যদি কোনরূপ প্রার্থনা ছাড়াই তোমাকে নেতৃত্ব পদ দেয়া হয়, তবে তুমি দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে (আল্লাহর) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

٢٩٣٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ جِئْنَا لِتَسْتَعِيْنَ بِنَا عَلٰى عَمَلِكَ فَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَاعْتَذَرَ أَبُوْ مُوْسٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى مَاتَ.

২৯৩০। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দুই ব্যক্তির সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাশাহহুদ পাঠের পর বললো, আমরা আপনার কাছে এই উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আপনি আমাদেরকে আপনার প্রশাসনে কর্মচারী নিয়োগ করে আমাদের সাহায্য করবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার সাথীর অনুরূপ কথা বললো। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি পদ প্রার্থনা করে তোমাদের মধ্যে সে-ই আমাদের দৃষ্টিতে বড় খেয়ানতকারী। অতঃপর আবু মূসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওজরখাহি করে বললেন, আমি জানতাম না যে, তারা আপনার কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছে। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এদের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেননি।

بَابٌ فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ অন্ধ ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করা

٢٩٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ.

২৯৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-কে দু'বার মদীনাতে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন।

بَابٌ فِيْ اِتِّخَاذِ الْوَزِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মন্ত্রী নিয়োগ করা

٢٩٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ.

২৯৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন সৎপন্থী উযীর বা মন্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেন। আমীর যদি ভুল করে– সে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি তার স্মরণ থাকে, তবে উযীর তাকে সহযোগিতা করে। যদি তিনি তার অমঙ্গল চান তবে একটি খারাপ লোককে তার উযীর নিযুক্ত করেন। যখন সে (আল্লাহর হুকুম) ভুলে যায়, মন্ত্রী তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি তার স্মরণ থাকে তবে সে তার সহযোগিতা করে না।

بَابٌ فِي الْعِرَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সমাজপতি সম্পর্কে

٢٩٣٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ

الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلٰى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيْرًا وَلاَ كَاتِبًا وَلاَ عَرِيْفًا.

২৯৩৩। আল-মিকদাদ ইবনে মা'দিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (মিকদাদের) কাঁধে হাত মেরে বললেন ঃ হে কুদাইম! তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত আমীর (শাসক), কাতিব (সচিব) অথবা সমাজপতি না হও তবে তুমি কল্যাণ লাভ করলে, নাজাত পেলে।

٢٩٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْاِسْلاَمُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ عَلٰى أَنْ يُّسْلِمُوْا فَأَسْلَمُوْا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ عَلٰى أَنْ يُّسْلِمُوْا فَأَسْلَمُوْا وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ أَوْ لاَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَهُوَ عَرِيْفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى أَبِيْكَ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ جَعَلَ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ عَلٰى أَنْ يُّسْلِمُوْا فَأَسْلَمُوْا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ فَقَالَ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُّسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَّرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَلَهُمْ إِسْلاَمُهُمْ وَإِنْ لَّمْ يُسْلِمُوْا قُوْتِلُوْا عَلَى الْإِسْلاَمِ. وَقَالَ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَهُوَ عَرِيْفُ الْمَاءِ وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ. فَقَالَ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلٰكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ.

২৯৩৪। গালিব আল-কাত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি পর্যায়ক্রমে জনৈক ব্যক্তি, তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা কোন এক ঝর্ণার আশেপাশে বসবাস করতো। তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে ঝর্ণার তত্ত্বাবধায়ক তার সমগ্র লোকদেরকে বললেন, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তিনি তাদেরকে এক শত উট দিবেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। পূর্বের ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তাদের মধ্যে উট বণ্টন করলেন। পরে তিনি তাদের কাছ থেকে উটগুলো ফেরত নেয়ার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তার ছেলেকে ডেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। তিনি তাকে বলে দিলেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে বলো, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি তার গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে এক শত উট দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি উটগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করেন। এখন তিনি তাদের কাছ থেকে উটগুলো ফেরত নিতে চান। তিনি কি এগুলো ফেরত নিতে পারেন, না তা তাদেরই প্রাপ্য? তিনি তোমাকে হাঁ অথবা না বললে পুনরায় তুমি তাঁকে বলবে, আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তিনিই ঐ কূপের মোড়ল। তিনি আপনার কাছে আবেদন করেছেন তার মৃত্যুর পর আমাকে সেখানকার মোড়ল নিয়োগ করার জন্য।

সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার ও তোমার পিতার প্রতি সালাম! সে বললো, আমার পিতা তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে এক শত উট দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের ইসলামী জিন্দেগীকে সুন্দর করেছে। এখন তিনি উটগুলো তাদের কাছ থেকে ফেরত নিতে চান। অতএব তিনি কি এগুলোর হকদার না তারা? তিনি বললেন ঃ এখন যদি সে উটগুলো তাদের কাছে সোপর্দ করতে চায় তবে সে তাই করুক। আর যদি সে তা ফেরত নিতে চায় তবে সে তাদের চেয়ে এর অধিক হকদার (ফেরত নিতে পারে)। তারা যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার উপকারিতা তারাই লাভ করবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করতো তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হতো। সে পুনরায় বললো, আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনিই ওখানকার পানির উৎসের মোড়ল। তিনি তার অবর্তমানে আমাকে মোড়ল নিয়োগ করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় মোড়লের প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মোড়ল ছাড়া চলে না (শালিস, বিচার ইত্যাদির জন্য)। কিন্তু মোড়লগণ (বেইনসাফ ও পক্ষপাতিত্ব করার কারণে) দোযখে যাবে।

بَابٌ فِيْ اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কাতিব বা সচিব নিয়োগ করা

٢٩٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ

كَعْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস-সিজিল্ল নামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন কাতিব (সচিব) ছিল।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় সরকারী কাজের রেকর্ড ও ফাইলপত্র সংরক্ষণের জন্য তাঁর ছাব্বিশজন সচিব ছিল। আস-সিজিল্ল (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না (অনু.)।

بَابٌ فِى السَّعَادَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত আদায়কারীর সওয়াব

٢٩٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسْبَاطِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

২৯৩৬। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সততা ও নিষ্ঠা সহকারে যাকাত আদায়কারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমান মর্যাদাসম্পন্ন যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে ফিরে আসে।

٢٩٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ.

২৯৩৭। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খাজনা আদায়কারীরা (তাদের অন্যায় ও যুলুমের কারণে) বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٢٩٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ مَغْرَاءَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ الَّذِيْ يَعْشُرُ النَّاسَ يَعْنِىْ صَاحِبَ الْمَكْسِ.

২৯৩৮। ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা জনগণের নিকট থেকে উশর অর্থাৎ খাজনা আদায় করে তাদেরকে তহসিলদার বলে।

بَابٌ فِى الْخَلِيْفَةِ يَسْتَخْلِفُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) কর্তৃক তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা

٢٩٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَسَلَمَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّىْ إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لاَ يَعْدِلُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

২৯৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, আমি (কাউকে) খলীফা নিযুক্ত করবো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কাউকে) খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। যদি আমি খলীফা নিয়োগ করি তাও করতে পারি। কেননা আবু বাক্‌র (রা) খলীফা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (উমার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা)-র কথা উল্লেখ করায় আমি বুঝতে পালাম, তিনি (উমার) কোন ব্যক্তিকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ মনে করার মত লোক নন এবং তিনি (রাসূলুল্লাহর সা. নীতি অনুসরণ করে) কোন ব্যক্তিকে খলীফা নিয়োগ করবেন না।

টীকা ঃ আবু বাক্‌র (রা) তার অন্তিমকালে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), উসমান (রা), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) ও অপরাপর বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনা করে উমার (রা)-কে খলীফা মনোনীত করে যান। তালহা (রা) তার রুক্ষ স্বভাবের কথা উল্লেখ করে নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আবু বাক্‌র (রা) বললেন, খেলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে চাপলে তিনি কোমল হয়ে যাবেন। আর হয়েছিলেন তাই।

উমার (রা) ২৩ হিজরী সনের ২৬ যিলহজ্জ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হন এবং ২৪ হিজরী সনের পহেলা মুহাররম ইন্তেকাল করেন। তার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসলে লোকেরা তাকে তার পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করার কথা বলেন। তিনি সরাসরি খলীফা নিয়োগ না করে বরং বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবার মধ্য থেকে ৬ জন সাহাবা, যেমন উসমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), যুবাইর (রা), সা'দ (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করে দেন। এই পরিষদই উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেন (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) সম্পর্কে

٢٩٤٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنَّا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.

২৯৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শ্রবণ করার এবং আনুগত্য করার অঙ্গীকার (বায়'আত) করেছি। তিনি আমাদেরকে দীক্ষা দিতেন, "তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী"।

টীকা ঃ মানুষের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মহানবী (সা) নির্দেশ দান করতেন। সামর্থ্যের বাইরে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করতেন না (অনু.)।

٢٩٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَّأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِىْ فَقَدْ بَايَعْتُكِ.

২৯৪১। উরওয়া (র) থকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের কিভাবে বায়'আত করতেন সে সম্পর্কে আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজ হাতে কোন নারীকে স্পর্শ করতেন না, শুধু তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতেন। যখন তিনি কোন নারীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন এবং সে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতো তিনি বলতেন ঃ তুমি এখন যেতে পারো, তোমার কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছি।

٢٩٤٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.

২৯৪২। আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছিলেন। তার মা যয়নাব বিনতে হুমাইদ (রা) তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একে বায়'আত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে এখনও ছোট, অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

بَابٌ فِىْ أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কর্মচারীদের খাদ্য ও রেশনের ব্যবস্থা করা

٢٩٤٣- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُوْ طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

২৯৪৩। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে আমরা কোন সরকারী কাজে নিয়োগ করবো, তার আহার ব্যবস্থাও আমরা করবো। এরপর সে যদি অতিরিক্ত কিছু নেয় তবে তা আত্মসাৎ হিসাবে গণ্য হবে।

٢٩٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِىْ بِعُمَّالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيْتَ فَإِنِّىْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِىْ.

২৯৪৪। ইবনুস সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য নিয়োগ করলেন। যখন আমি এ কাজ সমাপ্ত করলাম, তিনি আমাকে বেতন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য এ কাজ করেছি (বিনিময়ের আশায় নয়)। তিনি বললেন, যা দেয়া হচ্ছে তা নাও। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সরকারী দায়িত্ব পালন করেছি। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন।

٢٩٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا. قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ.

২৯৪৫। আল-মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাদের পদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছে সে যেন একজন স্ত্রী সংগ্রহ করে নেয়। যদি তার খাদেম না থাকে, তবে সে যেন একটি খাদেম সংগ্রহ করে নেয়। তার যদি বাসস্থান না থাকে তবে সে যেন একটি বাসস্থান সংগ্রহ করে নেয় (এসব কিছুই সরকারী খরচে সংগৃহীত হবে)। যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে সে প্রতারক অথবা চোর।

بَابٌ فِيْ هَدَايَا الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ সরকারী কর্মকর্তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্পর্কে

٢٩٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيْءُ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ أَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيْهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدٰى لَهُ أَمْ لاَ لاَ يَأْتِيْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

২৯৪৬। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। তার নাম ইবনুল লুতবিয়্যাহ বলে কথিত। কিন্তু ইবনুস সারহ তার নাম ইবনুল উতবিয়্যা বলেছেন।

সে কর্মস্থল থেকে (মদীনা) ফিরে এসে (রাসূলুল্লাহকে) বললো, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন (হাদিয়া) দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ কর্মচারীর কি হলো! আমরা তাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই। আর সে ফিরে এসে বলে, এটা আপনাদের আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকে না কেন? দেখুক তাকে কোন উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? তোমাদের মধ্যে যে কেউ এভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে সে তা নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। যদি সেটা উট, গাভী অথবা বকরী হয়, তবে তা চিৎকার করবে (তার খেয়ানতের কথা বলবে)। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত এত উপরে তুললেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি!

بَابٌ فِىْ غُلُوْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ যাকাতের কোন জিনিস আত্মসাৎ করা

٢٩٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُوْدٍ لاَ أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِىْءُ وَعَلٰى ظَهْرِكَ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ. قَالَ إِذًا لاَ اَنْطَلِقَ قَالَ إِذًا لاَ أُكْرِهُكَ.

২৯৪৭। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি বললেন ঃ যাও, আবু মাসউদ। কিন্তু এরূপ যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তুমি আত্মসাৎ করা যাকাতের উট পিঠে বহন করে হাযির হবে আর তা চিৎকার করতে থাকবে। যদি এরূপ হয় তাহলে আমি তোমার কোন কাজে আসবো না (তোমার কোন উপকার করতে পারবো না)। আবু মাসউদ (রা) বললেন, তাহলে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। তিনি বললেন ঃ আমিও তোমাকে জোরাজুরি করবো না।

بَابُ فِيْمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَجَبَةِ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ জনগণের প্রয়োজনের সময় ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাদের থেকে তার একান্তে বিচ্ছিন্ন থাকা

٢٩٤٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ

حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الأَزْدِىَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلاَنٍ وَهِىَ كَلِمَةٌ تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

২৯৪৮। আবু মরিয়ম আল-আযদী (রা) বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-র কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে অমুক আমার, কাছে তোমার আগমনে স্বাগতম! এটা আরবদের একটি বাকরীতি। আমি বললাম, আমি একটি হাদীস শুনেছি। আমি তা আপনাকে অবহিত করবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তিকে মহামহিম আল্লাহ মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। সে তাদের প্রয়োজন ও দাবি-দাওয়া পূরণ এবং তাদের অভাব-অনটনের সময় আড়ালে (দূরে) অবস্থান করলো। আল্লাহ তা'আলাও তার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পূরণ এবং অভাব-অনটন দূর করা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন। রাবী বলেন, অতঃপর মু'আবিয়া (রা) জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন।

٢٩٤٩- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوْتِيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوْهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

২৯৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছামত তোমাদেরকে কোন জিনিস (কম অথবা বেশী) প্রদান করি না এবং আমার ইচ্ছামত তোমাদেরকে তা থেকে বিরতও (বঞ্চিত) রাখি না। আমি শুধুমাত্র কোষাধ্যক্ষ বা বণ্টনকারী। আমাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয় সেখানেই ব্যয় করি।

টীকা ঃ মহানবী (সা)-এর কাজের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন (অনু.)।

٢٩٥٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ

ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَىْءَ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهٰذَا الْفَىْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِّنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ اَنَا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

২৯৫০। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ফাই সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, ফাই লাভের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অগ্রাধিকারী নই এবং এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কেউই কারোর চেয়ে অগ্রাধিকারী নয়। বরং মহিমান্বিত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের বণ্টননীতি অনুযায়ী আমরা নিজ নিজ অবস্থানে আছি। কাজেই ব্যক্তি ও তার প্রাচীনত্ব, ব্যক্তি ও তার বীরত্ব, ব্যক্তি ও তার সন্তান-সন্ততি এবং ব্যক্তি ও তার প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করে তা বণ্টন করা হবে।

টীকা ঃ ফাই, গনীমত ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তির অবদানকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হতো (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ قَسْمِ الْفَىْءِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ফাইলব্ধ সম্পদ বণ্টন

٢٩٥١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِيْنَ فَإِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ.

২৯৫১। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মু'আবিয়া (রা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আপনার প্রয়োজন বলুন। তিনি বললেন, আযাদকৃত গোলামদের অংশ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। কেননা আমি (ইবনে উমার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তাঁর কাছে ফাইলব্ধ মাল আসলে প্রথমেই তিনি আযাদকৃত গোলামদের অংশ দান করতেন।

টীকা ঃ যে গোলাম তার মনিবের সাথে এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে পারলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এ ধরনের গোলামকে মুকাতাব গোলাম বলা হয়। ধার্যকৃত অর্থ সে এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। হাদীসে তাদের কথাই বলা হয়েছে (অনু.)।

٢٩٥٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

২৯৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আংটির একটি থলে নিয়ে আসা হলো। তিনি দাসত্বমুক্ত মহিলা ও বাঁদীদের মধ্যে তা বণ্টন করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা (রা) দাসত্বমুক্ত পুরুষ লোক ও ক্রীতদাসদের মধ্যে ফাই বণ্টন করতেন।

٢٩٥٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهْلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا. زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا.

২৯৫৩। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন ফাইলব্ধ সম্পদ আসতো, তিনি সেদিনই তা বণ্টন করে দিতেন। তিনি বিবাহিতদের দুইভাগ এবং অবিবাহিতদের এক ভাগ দিতেন। ইবনুল মুসাফফার বর্ণনায় আরো আছে, আমাদেরকে ডাকা হলো এবং আমাকে আম্মারের আগে ডাকা হলো। আমার নামে ডাক পড়লো, তিনি আমাকে দুই ভাগ দিলেন। কেননা আমার পরিবার-পরিজন ছিল। আমার পর আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ডাক পড়লো, তাকে এক ভাগ দেয়া হলো (কেননা তিনি অবিবাহিত ছিলেন)।

بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মুসলমানদের সন্তানদের ভাগ দেয়া

٢٩٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

২৯৫৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক নিকটে। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার পরিবার-পরিজনের জন্য। যে ব্যক্তি ঋণ অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার যিম্মায় এবং এর দায়দায়িত্ব আমার উপর।

٢٩٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا.

২৯৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য। আর যে ব্যক্তি অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তা আমার যিম্মায়।

٢٩٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَن تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

২৯৫৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার নিজের চেয়েও অধিক নিকটে (কল্যাণকামী)। যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য।

بَابُ مَتَى يَفْرُضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتَلَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সেনাবাহিনীতে যোগদানের বয়সসীমা

٢٩٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.

২৯৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধের দিন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হলো। তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি তাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দেন নাই। খন্দকের যুদ্ধের সময় পনর বছর বয়সে তাকে পুনরায় তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দিলেন।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَّةِ الْاِفْتِرَاضِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ শেষ যমানায় অসৎ উদ্দেশ্যে উপঢৌকন দেয়া হবে

٢٩٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الْحَوَارِىِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِّنْ أَهْلِ وَادِى الْقُرٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً أَوْ حُضَضًا وَقَالَ أَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دَيْنِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمِ ابْنِ مُطَيْرٍ.

২৯৫৮। সুলাইম ইবনে মুতাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মুতাইর আমার কাছে আলোচনা করেছেন। তিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি আস-সুয়াইদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, এক ব্যক্তি ঔষধের খোঁজে তার কাছে আসলো। সে বললো, আমাকে এমন এক ব্যক্তি অবহিত করেছেন, যিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। এ সময় তিনি লোকদের সমাবেশে ওয়াজ-নসীহত করছিলেন। তিনি তাদেরকে উত্তম কাজের আদেশ এবং গর্হিত কাজ করতে নিষেধ করছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ হে লোকসকল! ততক্ষণ উপঢৌকন গ্রহণ করো যতক্ষণ তা উপঢৌকনের পর্যায়ে থাকে। কুরাইশরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং এ সময় দান কর্জের আকারে পাওয়া যাবে, তখন তোমরা তা পরিত্যাগ করবে।

٢٩٥٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَادِى الْقُرٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيْمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ أَوْ كَانَ رُشًا فَدَعُوْهُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৫৯। সুলাইম ইবনে মুতাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ তিনি তখন লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বললো, হে আল্লাহ! হাঁ (তিনি পৌঁছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি বললেন ঃ কুরাইশরা যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং উপঢৌকন ঘুষে পরিণত হবে তখন তোমরা এ জাতীয় উপঢৌকন গ্রহণ করো না। (প্রথম রাবী সম্পর্কে) বলা হলো, কে এই ব্যক্তি? লোকেরা বললো, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী যুল-যাওয়ায়েদ (রা)।

بَابٌ فِيْ تَدْوِيْنِ الْعَطَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দান প্রাপকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

٢٩٦٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِّنَ الْأَنْصَارِ كَانُوْا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيْرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوْشَ فِيْ كُلِّ عَامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذٰلِكَ الثَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِيْنَا الَّذِيْ أَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا.

২৯৬০। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত একদল যোদ্ধা তাদের অধিনায়কের সাথে পারস্যে অবস্থান করছিলেন। উমার (রা) প্রতি বছর সেনাবাহিনীকে স্থানান্তর করতেন। একবার তিনি অন্য কাজে (সরকারী বিভাগসমূহের সংস্কারে) ব্যস্ত থাকায় স্থানান্তরের কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে সীমান্তের সেনাদল (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন

করে। উমার (রা) তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করলেন এবং তাদেরকে ধমকালেন। অথচ তারা সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তারা বললেন, হে উমার! আপনি আমাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। আপনি আমাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত ও অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে ঃ এক বাহিনীর পিছনে অপর বাহিনী প্রেরণ এবং পরের বাহিনী তদস্থলে অবস্থান করবে।

٢٩٦١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِىْ فِيْمَا حَدَّثَهُ ابْنُ لِعَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَىْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَدْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللّٰهُ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيْهَا بِخُمُسٍ وَلاَ مَغْنَمٍ.

২৯৬১। আদী আল-কিন্দী (র)-র এক পুত্র থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) কর্মচারীদের লিখলেন, যে ব্যক্তি ফাই-এর খাতসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইবে তাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নির্দেশিত নীতি অনুসরণ করতে বলবে। কেননা মুমিনগণ তার অনুসৃত নীতিকে ন্যায়ানুগ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছে। মহান আল্লাহ উমার (রা)-র মুখ ও অন্তর দ্বারা সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি উপঢৌকন প্রবর্তন ও নির্ধারণ করেছেন। জিয্য়া প্রদানের বিনিময়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ জিয্য়াতে এক-পঞ্চমাংশ নেই বা এটা গনীমতের অনুরূপ সম্পদও নয়।

টীকা ঃ ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মালের নিরাপত্তার যে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে এবং তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকে– এজন্য তাদের কাছ থেকে যে কর গ্রহণ করা হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'জিয্য়া' বলে (অনু.)।

٢٩٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ.

২৯৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উমারের মুখে সত্যকে স্থাপন করেছেন। তিনি সত্য কথাই বলতেন (ন্যায়নিষ্ঠার সাথেই কথা বলতেন)।

بَابٌ فِيْ صَفَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنَ الْأَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বিশেষ অংশ বা 'সাফী'

٢٩٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلٰى سَرِيْرٍ مُفْضِيًا إِلٰى رِمَالِهِ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَإِنِّيْ قَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ بِشَيْءٍ فَاقْسِمْ فِيْهِمْ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِيْ بِذٰلِكَ فَقَالَ خُذْهُ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ثُمَّ جَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا. قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا يَعْنِيْ عَلِيًّا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَجَلْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْهُمَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولٰئِكَ النَّفَرَ لِذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى أُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالاَ نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. فَكَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَفَاءَ عَلٰى رَسُوْلِهِ بَنِى النَّضِيْرِ فَوَاللّٰهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُوْنَكُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِىَ أُسْوَةَ الْمَالِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى أُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ. فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا إِلٰى أَبِىْ بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا تُوُفِّىَ قُلْتُ أَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِىُّ أَبِىْ بَكْرٍ فَوَلِيْتُهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ أَلِيَهَا فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا وَأَنْتُمَا جَمِيْعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيْهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلٰى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيْهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّىْ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ لِأَقْضِىَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ وَاللّٰهِ لاَ أَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِنَّمَا سَأَلاَهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاَ أَنَّهُمَا جَهِلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَإِنَّهُمَا كَانَا لاَ يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوَابَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أُوْقِعُ عَلَيْهِ اِسْمَ الْقَسَمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

২৯৬৩। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেশ বেলা হলে উমার (রা) আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য পাঠালেন। আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি খেজুরের ছোবরার তৈরী একটি তক্তপোষের উপর বসে আছেন। আমি যখন তার কাছে উপস্থিত হলাম, তিনি বললেন, হে মালেক! তোমার কাওমের কিছু সংখ্যক লোক আমার কাছে এসেছে। আমি কিছু জিনিস তাদেরকে দেয়ার হুকুম করেছি। তুমি তাদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আমি বললাম, আপনি যদি আমি ছাড়া অন্য কাউকে বন্টনের এ দায়িত্ব দিতেন (সেটাই ভালো হতো)। তিনি বললেন, এটা নাও (এবং বন্টন করো)। খাদেম ইয়ারফা এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! উসমান ইবনে আফফান (রা), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি বললেন, হাঁ, তাদেরকে আসতে বলো। অতএব তারা প্রবেশ করলেন। ইয়ারফা পুনরায় এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আল-আব্বাস ও আলী (রা) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলে তারা প্রবেশ করলেন। আল-আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ও আলীর মাঝে ফয়সালা করে দিন। উপস্থিত কতক লোক বললেন, হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন এবং তাদের শান্তি বিধান করুন। মালেক ইবনে আওস (রা) বলেন, আমার মনে হলো, তারা উভয়ে উসমান (রা) ও তার সাথের লোকদেরকে এ উদ্দেশ্যে আগে এখানে পাঠিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, ধৈর্য ধরো, শান্ত হও। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের সেই মহান আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, যাঁর নির্দেশে আসমান ও জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আপনাদের কি জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য?" তারা সকলে বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি আলী ও আল-আব্বাসকে বললেন, আপনাদের উভয়কে সেই মহান আল্লাহর শপথ করে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমীন অস্তিত্বমান। আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন উত্তরাধিকার নাই, অমারা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য?" তারা উভয়ে বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করেছেন, বিশেষত্ব দিয়েছেন, তাতে অন্য কোন লোককে বিশেষত্ব দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যে ধন-মাল আল্লাহ তাদের (ইহুদীদের) দখল থেকে বের

করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, তা এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট ছুটিয়েছ। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান" (সূরা আল-হাশর ঃ ৬)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী নাযীর গোত্রের ধন-সম্পদ ফাইস্বরূপ দান করেছেন। আল্লাহর শপথ! এই সম্পদের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেননি এবং তিনি তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের ভরণপোষণের পরিমাণ নিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করতেন।

উমার (রা) পুনরায় উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি আপনাদের সেই মহান আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আসমান ও জমীন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে! এসব আপনারা কি জানেন? তারা বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি আল-আব্বাস ও আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমীন টিকে আছে! আপনাদের কি এসব জানা আছে? তারা উভয়ে বললেন, হাঁ। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, এখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। আপনি এবং ইনি (আলী) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে আসলেন। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পদে আপনার মীরাস দাবি করলেন এবং ইনি তার স্ত্রীর পিতার সম্পদে তার (স্ত্রীর) মীরাস দাবি করলেন। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকারূপে গণ্য।" আল্লাহ জানেন, তিনি (আবু বাক্‌র) ছিলেন সত্যবাদী, কল্যাণকামী, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি (খলীফা হিসাবে) উক্ত সম্পদের মুতাওয়াল্লী হলেন। আবু বাক্‌র (রা) যখন ইন্তেকাল করেন, আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও উত্তরসুরি এবং আবু বাক্‌র (রা)-রও প্রতিনিধি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি এখন এই সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। আপনি এবং ইনি আমার কাছে এসেছেন। আপনাদের উভয়ের ছিল একই উদ্দেশ্য, একই কথা। আমি তা আপনাদের নিকট অর্পণ করতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে, আপনারা আল্লাহর ওয়াদা মেনে চলবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদের বেলায় যে নীতি অবলম্বন করেছেন আপনাদেরকেও তা অনুসরণ করতে হবে।

উল্লেখিত শর্তে আপনারা তা আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। অতঃপর আপনারা পুনরায় আমার কাছে এসেছেন। আপনারা চাচ্ছেন, এখন আমি পূর্বের ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা দেই। আল্লাহর শপথ! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এর বিপরীত ফয়সালা করবো না। যদি আপনারা এর ব্যবস্থাপনায় অপারগ হন, তবে এর দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত করুন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আল-আব্বাস (রা) ও আলী (রা) এই সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার তাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করার জন্য উমার (রা)-র কাছে আবেদন করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "আমরা যা রেখে যাই তাতে উত্তরাধিকার প্রযুক্ত নয়। এটা সদাকা হিসাবে গণ্য"। এ হাদীস তাদের উভয়ের জানা ছিলো না তা নয়। বরং তারাও সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, এই প্রেক্ষিতে উমার (রা) বললেন, এ সম্পদ আমি ভাগ-বাটোয়ারা করবো না, বরং এর পূর্বাবস্থায়ই এটাকে রেখে দিবো।

টীকা ঃ মহানবী (সা) কোন যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করলে গনীমতের সম্পদে অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে তাঁর অংশ ছাড়াও সেনাপতি হিসাবে একটা বিশেষ অংশও পেতেন। এটাই সাফী (صَفِيْ) নামে পরিচিত (অনু.)।

٢٩٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَعْنِيْ عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُوْقَعَ عَلَيْهِ اِسْمُ قَسْمٍ.

২৯৬৪। মালেক ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (উপরে উল্লেখিত) এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ে অর্থাৎ আলী ও আব্বাস (রা) খায়বারের সেই ফাইলব্ধ সম্পদ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলেন– যা বনী নাযীর গোত্রের নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ফাই হিসাবে) দান করেছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার (রা)-র ইচ্ছা ছিল এই মালের উপর ভাগ-বণ্টনের নামটাও যেন পতিত হতে না পারে।

٢٩٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنٰى أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِهِ قُوْتَ سَنَةٍ فَمَا بَقِيَ جَعَلَ فِي الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ.

২৯৬৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাযীর গোত্রের সম্পদ এমন ছিল, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দান করেন। এগুলো অর্জন করতে মুসলমানদের না ঘোড়া দাবড়াতে হয়েছে আর না উট। এই মাল বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এর আয় থেকে তিনি তাঁর পরিবারের সারা বছরের

ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো তা দিয়ে ঘোড়া ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতেন। ইবনে আবদাহ (র) বলেন, ঘোড়া ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তা ব্যয় করা হতো।

٢٩٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرٰى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ. وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاسْتَوْعَبَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ قَالَ أَيُّوْبُ أَوْ قَالَ حَظٌّ إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُوْنَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ.

২৯৬৬। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন, (মহান আল্লাহর বাণী), "আর যে ধন-মাল আল্লাহ তাদের দখল থেকে বের করে তাঁর রাসূলের হস্তগত করে দিলেন, তা অর্জনের জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট দৌড়াওনি" (সূরা আল-হাশর ঃ ৬)। আয-যুহরী (র) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, উরাইনা, ফাদাক ইত্যাদি এলাকা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যা কিছুই আল্লাহ এই জনপদের লোকদের থেকে তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য। (উপরন্তু এই মাল) সেইসব মুহাজিরের জন্যও, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পদ থেকে বিতারিত ও বহিষ্কৃত হয়েছে। (এই মাল তাদের জন্যও) যারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে দারুল হিজরতেই (মদীনায়) বসবাসকারী ছিল। আর যারা তাদের পরে হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে..." (দ্র. সূরা আল-হাশর ঃ ৭-১০)। এই আয়াতগুলো সব লোককে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমন কোন মুসলমান নাই যার যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অধিকার নাই (প্রত্যেকেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে)। আইউব (র) বলেন, অথবা রাবী حَقٌّ (অধিকার)-এর স্থলে حَظٌّ (অংশ) শব্দ বলেছেন। হাঁ, তোমাদের কিছু গোলাম এ থেকে বাদ পড়েছে।

٢٩٦٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً أَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

২৯৬৭। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) নিজের বক্তব্যের অনুকূলে যুক্তি পেশ করে বললেন, শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই ফাই-এর সম্পদে তিনটি বিশেষ অংশ ছিল ঃ বনী নাযীর, খায়বার ও ফাদাক। বনী নাযীর এলাকা থেকে প্রাপ্ত আয় দৈনন্দিনের প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করা হতো (যেমন মেহমানদারী, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও মুজাহিদদের যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি)। ফাদাক থেকে অর্জিত আয় মুসাফির বা পথিক-পরিব্রাজকদের সাহায্য ও আপ্যায়নের জন্য ব্যয় করা হতো। খায়বার এলাকার আয়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। দুই অংশ মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হতো এবং অপর অংশ দ্বারা তাঁর পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা হতো। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকতো তা নিঃস্ব গরীব মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করা হতো।

٢٩٦٨- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ

خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبٰى أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَّدْفَعَ إِلٰى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا.

২৯৬৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-কে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাছে লোক পাঠালেন। তিনি তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পদে তার ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করলেন। উক্ত সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মদীনায় ও ফাদাকে ফাইস্বরূপ এবং খায়বারে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে দান করেছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস নাই, আমাদের পরিত্যক্ত জিনিস সদাকা হিসাবে গণ্য।" মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার এই মাল থেকে কেবল ভরণপোষণের পরিমাণই গ্রহণ করবে। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর এই সদাকার যে অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল আমি তার কিছুমাত্র পরিবর্তন করবো না। এই মালের ব্যাপারে আমি ঠিক সেরূপ নীতিই অনুসরণ করবো যেরূপ নীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করেছেন। আবু বাক্‌র (রা) উক্ত সম্পদের কোন অংশ ফাতিমা (রা)-র কাছে হস্তান্তর করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

٢٩٦٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ حِيْنَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ فِىْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِىْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَّزِيْدُوْا عَلَى الْمَأْكِلِ.

২৯৬৯। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) তাকে এই হাদীসটি অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পরিত্যক্ত সদাকা, ফাদাকের ফাই ও খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদে (খলীফা আবু বাক্‌রের নিকট) নিজের উত্তরাধিকার দাবি করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস নাই, আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা।" এই মাল থেকে অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া এই সম্পদ থেকে মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার তাদের ভরণপোষণের জন্য পরিমাণ মত গ্রহণ করবে (এটা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে না)।

٢٩٧٠- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ اِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِيْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِيَ الْاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ.

২৯৭০। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে এই হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন। উরওয়া এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আবু বাক্‌র (রা) ফাতিমা (রা)-কে এই সম্পদ থেকে অংশ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন নীতিই পরিত্যাগ করবো না। তিনি যেটা যেভাবে করেছেন আমি ঠিক সেটা সেভাবেই করবো। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যদি আমি তাঁর নির্দেশের কিছু পরিমাণও ছেড়ে দেই বা ব্যতিক্রম করি তবে আমি বাঁকা পথে চলে যাবো। (রাবী বলেন), মদীনায় অবস্থিত মহানবীর সদাকার সম্পত্তি উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-র নিকট অর্পণ করলেন। পরে আলী (রা) একাই তা দখল করে নেন। খায়বার ও ফাদাকের সম্পত্তি উমার (রা) নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, এই দু'টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাকার সম্পত্তি। তাঁর বিভিন্নমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য এটা ব্যয় করা হতো। তিনি এই সম্পত্তি সমসাময়িক রাষ্ট্রপ্রধানের তত্ত্বাবধানে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, তখন পর্যন্ত তা এভাবেই ছিল (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ছিল)।

٢٩٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ قَوْلِهِ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ. قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ فَدَكَ وَقُرًا قَدْ سَمَّاهَا لاَ اَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلَيْهِ بِالصُّلْحِ قَالَ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ قِتَالٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيْرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوْهَا عَنْوَةً افْتَتَحُوْهَا عَلٰى صُلْحٍ فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ.

২৯৭১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী, "তা অর্জনের জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট হাঁকাওনি..." সম্পর্কে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাক ও অন্য একটি গ্রামের লোকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। গ্রামের নাম তিনি (যুহরী) উল্লেখ করলেও আমি (মা'মার) মনে রাখতে পারিনি। তিনি এসময় অপর একটি জনপদ অবরোধ করেছিলেন। তারা মহানবী (সা)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলো। মহান আল্লাহ বললেন, "তা অর্জনের জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট হাঁকাওনি"। অর্থাৎ তা বিনা যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে। যুহরী বলেন, বনী নাযীর গোত্রের এলাকাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। তারা এ এলাকাটি বল প্রয়োগে জয় করেননি, বরং সন্ধির মাধ্যমে জয় করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করলেন এবং আনসারদের এ থেকে কিছুই দেননি। মাত্র দু'জন (আনসার) লোককে দিয়েছেন। কেননা তাদের (সাহায্যের) খুবই প্রয়োজন ছিল।

٢٩٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيْرِ بَنِيْ هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا اَيِّمَهُمْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ اَنْ يَّجْعَلَهَا لَهَا فَاَبٰى فَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ وُلِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَيَاتِهِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا اَنْ وُلِّيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلاَ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ

اَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَرَأَيْتُ اَمْرًا مَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ وَاِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ رَدَدْتُهَا عَلٰى مَا كَانَتْ يَعْنِيْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْخِلاَفَةَ وَغَلَّتُهُ اَرْبَعُوْنَ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَتُوُفِّيَ وَغَلَّتُهُ اَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ اَقَلَّ.

২৯৭২। আল-মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে যখন খলীফা নিযুক্ত করা হলো, তিনি মারওয়ানের পুত্রদেরকে ডেকে একত্র করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এর আয়ে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করতেন, গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করতেন, হাশিম গোত্রের নাবালক শিশুদের দান করতেন এবং তাদের স্বামীহীনা নারীদের বিবাহে খরচ করতেন। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এই সম্পত্তি চাইলে তিনি তা দিতে সম্মত হননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা এভাবেই থাকলো। আবু বাক্‌র (রা) যখন খলীফা হলেন, তিনি তার জীবদ্দশায় এই সম্পত্তির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করলেন। উমার (রা)-ও খলীফা হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত উভয় পূর্বসূরীর নীতি অনুসারে কাজ করলেন। অতঃপর মারওয়ান (উসমান রা. অথবা নিজের শাসনামলে) এই সম্পত্তি জায়গীর হিসাবে দখল করে নেন। এখন উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এর মালিক। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বললেন, আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সম্পত্তি ফাতিমা (রা)-কে দিতে অস্বীকার করলেন তা আমার জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে! তাতে আমার কোন অধিকার নাই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি অবশ্যই এই সম্পত্তিকে সেই অবস্থায় নিয়ে যাবো যে অবস্থায় তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল।

আবু দাউদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন উক্ত সম্পত্তির মূল্য ছিল চল্লিশ হাজার দীনার এবং তাঁর ইন্তেকালের সময় এর মূল্য দাঁড়ায় চার হাজার দীনার। তিনি জীবিত থাকলে এর মূল্য আরো কমে যেতো।

٢٩٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِيْ يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهِ.

২৯৭৩। আবুত তুফাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার মীরাস দাবি করলেন। রাবী বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যখন কোন নবীকে জীবন ধারণের কোন উৎসের ব্যবস্থা করে দেন, তাঁর পরে তার হকদার হয় তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি।

٢٩٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَؤُوْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَؤُوْنَةُ عَامِلِيْ يَعْنِيْ اَكَرَةَ الْاَرْضِ.

২৯৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ওয়ারিসগণ আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটি দীনারও বন্টন করবে না। আমার স্ত্রীদের ভরণপোষণ ও কর্মচারীদের বেতন দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আমার কর্মচারী' অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক।

٢٩٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَجُلٍ فَاَعْجَبَنِيْ فَقُلْتُ اُكْتُبْهُ لِيْ فَاَتٰى بِهِ مَكْتُوْبًا مُذَبَّرًا دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ عَلٰى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدٍ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ اِلاَّ مَا اَطْعَمَهُ اَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلٰى اَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِيَهَا اَبُوْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِيْ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ.

২৯৭৫। আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির কাছে আমি একটি হাদীস শুনলাম এবং তা আমার পছন্দ হলো। আমি বললাম, এটা আমাকে লিখে দিন। তিনি তা পরিষ্কারভাবে লিখে নিয়ে আসলেন ঃ আব্বাস (রা) ও আলী (রা) উমার (রা)-র কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তার কাছে তালহা (রা), যুবাইর (রা), সা'দ (রা) ও আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত ছিলেন। তারা উভয়ে (আব্বাস ও আলী) বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তালহা (রা), যুবাইর (রা), আবদুর রহমান (রা) ও সা'দ (রা)-কে উমার (রা) বললেন, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত মাল সদাকা হিসাবে গণ্য, শুধু তাঁর পরিবারের খাওয়া-পরার জন্য যতটুকু ব্যয় হয় তা ছাড়া। আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নাই"? তারা বললেন, হাঁ, জানি। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাল থেকে নিজ পরিবারের জন্য খরচ করতেন এবং অবশিষ্ট অংশ দান করে দিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। আবু বাক্‌র (রা) দুই বছর যাবত তাঁর সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সম্পত্তির আয় যেসব খাতে ব্যয় করতেন, আবু বাক্‌রও তাই করলেন। আবুল বাখতারী হাদীসের কিছু অংশ মালেক ইবনে আওস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدْنَ اَنْ يَّبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

২৯৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র কাছে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের এক-অষ্টমাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করবেন। আয়েশা (রা) তাদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা হিসাবে গণ্য?"

٢٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ اَلاَ تَتَّقِيْنَ اللّٰهَ اَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَاِنَّمَا هٰذَا الْمَالُ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَاِذَا مُتُّ فَهُوَ اِلٰى مَنْ وَلِيَ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِيْ.

২৯৭৭। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সনদ পরম্পরায় (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আছে– আমি (আয়েশা) বললাম, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনোনি ঃ "আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই। আমরা যা রেখে যাই তা সদাকা। এই (ফাইয়ের) সম্পত্তি মুহাম্মাদ-পরিবারের দৈনন্দিনের খরচা ও মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট। আমার ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি খলীফা হবে, এই সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে থাকবে?"

بَابٌ فِيْ بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মহানবী (সা) গনীমতের মাল থেকে যে এক-পঞ্চমাংশ নিতেন তা ব্যয়ের খাতসমূহ এবং নিকটাত্মীয়দের অংশ

٢٩٧٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَسَمْتَ لِاِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَّاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِيْ نَوْفَلٍ مِنْ ذٰلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ

قَسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِيْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْهِمْ قَالَ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيْهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ.

২৯৭৮। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং উসমান ইবনে আফফান (রা) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন সম্পর্কে আলাপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, যা তিনি (নবী) হাশিম বংশের ও মুত্তালিব বংশের লোকদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাই মুত্তালিব বংশীয়দের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করলেন, আর আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আপনার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনের দিক থেকে তারা এবং আমরা একই পর্যায়ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাশিম বংশীয়রা এবং মুত্তালিব বংশীয়রা একই জিনিস (এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই)। জুবাইর (রা) বলেন, তিনি বনী আবদে শামস ও বনী নাওফাল বংশীয়দেরকে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে দেন নাই, যেভাবে তিনি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবদেরকে তা দিয়েছেন। রাবী বলেন, আবু বাক্‌র (রা)-ও এক-পঞ্চমাংশের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করতেন। ব্যতিক্রম ছিল, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দেরকে (ধনী হওয়ার কারণে) এক-পঞ্চমাংশ থেকে ভাগ দিতেন না, যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দিতেন। কিন্তু উমার (রা) এবং পরবর্তীতে উসমান (রা) তাদেরকে তা থেকে দিয়েছেন।

টীকা ঃ আবদে মানাফের চার ছেলে, হাশিম, মুত্তালিব, নাওফাল ও আবদে শামস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশিম বংশে, উসমান (রা) আবদে শামস বংশে এবং জুবাইর (রা) নাওফাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের মধ্যে পূর্ব থেকেই সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ৬১৭ খৃষ্টাব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশ বনূ হাশিমকে যখন সামাজিকভাবে বয়কট করা হয় তখন নাওফাল ও আবদে শামস গোত্রের লোকেরা তাদের বিপক্ষে যোগদান করে। কিন্তু এই চরম দুর্যোগের সময়ও মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা হাশিম গোত্রের লোকদের পরিত্যাগ করেনি, বরং পূর্বেকার সম্পর্ক অটুট রেখেছে। এ কারণেই মহানবী (সা) তাদেরকে গনীমতের অংশ দিয়ে তাদের ইহসানের প্রতিদান দিলেন (অনু.)।

٢٩٧٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ ابْنُ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِيْ نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ

وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِيْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيْهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ.

২৯৭৯। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবকে যেভাবে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছিলেন, তদ্রূপ বনী আবদে শামস ও বনী নাওফালকে তা থেকে কোন অংশই দেন নাই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করেছিলেন, আবু বাক্‌র (রা)-ও ঠিক সেভাবেই বণ্টন করেছেন। তবে ব্যতিক্রম ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে যেভাবে দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে (ধনবান হওয়ার কারণে) সেভাবে দেন নাই। কিন্তু উমার (রা) ও তার পরবর্তী খলীফা (উসমান রা.) তাদেরকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছেন।

٢٩٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِى الْقُرْبٰى فِيْ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِيْ نَوْفَلٍ وَبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتّٰى اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِيْ وَضَعَكَ اللّٰهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ اِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ اَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نَفْتَرِقُ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ اِسْلاَمٍ وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৮০। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন খায়বার এলাকা বিজিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাশিম বংশীয় ও মুত্তালিব বংশীয় আত্মীয়দের মধ্যে গনীমত বণ্টন করলেন, কিন্তু নাওফাল ও আবদে শামস বংশীয়দেরকে বাদ দিলেন। আমি ও উসমান ইবনে আফফান (রা) রওয়ানা হয়ে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হাশিম বংশীয়দের মর্যাদা অস্বীকার করি না। কেননা আল্লাহ আপনাকে এই বংশে পয়দা করেছেন। কিন্তু মুত্তালিব গোত্রের ভাইদের জন্য কি করা হলো। তাদেরকে গনীমতের অংশ দিলেন, অথচ আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন। আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে আমরা ও তারা একই পর্যায়ের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আমরা ও মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা না জাহিলিয়াতের সময়ে (ইসলাম-পূর্ব যুগে) সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, আর না ইসলামী যুগে। আমরা এবং তারা একই জিনিস।' এই বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন।

٢٩٨١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِيْ ذِى الْقُرْبٰى قَالَ هُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

২৯৮১। আস-সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (গনীমত সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখিত সূরা আনফাল ঃ ৪১) যিল-কুরবা (নিকটাত্মীয়)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নিকটাত্মীয় বলতে মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

٢٩٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ حِيْنَ حَجَّ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَقُوْلُ لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِقُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذٰلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَاَبَيْنَا اَنْ نَقْبَلَهُ.

২৯৮২। ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বিদ্রোহের বছর (হারূরা অঞ্চলের খারিজী নেতা) হজ্জ করতে এসেছিল। (গনীমতের মালে) নিকটাত্মীয়ের অংশ সম্পর্কে জানতে চেয়ে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে চিঠি বা লোক পাঠালেন। তিনি লিখলেন, এ ব্যাপারে আপনার কি মত তা জানাবেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, (আয়াতে নিকটাত্মীয় বলতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দের বুঝানো হয়েছে। তিনি নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করেছেন। উমার (রা) (তার শাসনামলে) আমাদেরকে প্রাপ্য অংশ থেকে কম দিলেন। আমরা দেখলাম, এতে আমাদের অধিকার খর্ব হয়েছে। তাই আমরা তাকে তা ফেরত দিলাম এবং তা গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলাম।

٢٩٨٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ وَلاَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيَاةَ اَبِيْ بَكْرٍ وَحَيَاةَ عُمَرَ فَاُتِيَ بِمَالٍ فَدَعَانِيْ فَقَالَ خُذْهُ فَقُلْتُ لاَ اُرِيْدُهُ فَقَالَ خُذْهُ فَاَنْتُمْ اَحَقُّ بِهِ قُلْتُ قَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ.

২৯৮৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক-পঞ্চমাংশের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র জীবদ্দশায় এটা তার নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে থাকলাম। অতঃপর উমারের কাছে কিছু মাল আসলে তিনি (উমার) আমাকে ডেকে বললেন, এগুলো নাও। আমি বললাম, আমি এগুলো চাই না। পুনরায় তিনি বললেন, এগুলো নাও, কেননা তুমিই এটার অধিক হকদার। আমি বললাম, আমি এর মুখাপেক্ষী নই। অতঃপর তিনি তা বাইতুল-মালে জমা করে নিলেন।

টীকা ঃ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশকে 'খুমুস' বলা হয়। এই খুমুসকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগের উপর আলী (রা)-কে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয় (অনু.)।

٢٩٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيْدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اجْتَمَعْتُ اَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُوَلِّيَنِيْ حَقَّنَا مِنْ هٰذَا الْخُمُسِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيلاَ يُنَازِعُنِيْ اَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلاَّنِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ اٰخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِيْ عُمَرَ فَاِنَّهُ اَتَاهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى

وَبِالْمُسْلِمِيْنَ اِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِيْ اِلَيْهِ اَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيْتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لاَ يُرَدُّ عَلَيْنَا اَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا.

২৯৮৪। আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি, আব্বাস (রা), ফাতিমা (রা) এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একত্র হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কিতাবে আমাদের জন্য গনীমতের এক-পঞ্চমাংশে যে ভাগ নির্ধারিত করা হয়েছে, আপনি সমীচীন মনে করলে আপনার জীবদ্দশায়ই আমাকে তার মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করুন। আমি তা এমনভাবে বণ্টন করবো, যেন কেউ আপনার মৃত্যুর পর আমার সাথে বিবাদ না করতে পারে। আলী (রা) বলেন, তিনি তাই করলেন। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তা বণ্টন করলাম। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) আমাকেই এর মোতাওয়াল্লী রাখলেন এবং উমারের খিলাফতকাল পর্যন্ত তা চলতে থাকলো। তার শাসনামলের শেষের বছর যথেষ্ট ধন-সম্পদ এসে জমা হলো। তিনি এ থেকে আমাদের অংশ পৃথক করলেন এবং তা নেয়ার জন্য আমার কাছে খবর পাঠালেন। আমি বললাম, এ বছর এই সম্পদের অংশ আমাদের প্রয়োজন নাই, বরং অন্যান্য মুসলমানের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং তা তাদেরকে দিন। তিনি তা তাদেরকে দিলেন। উমারের পর আর কেউই আমাকে এই মাল (এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ) নেয়ার জন্য কখনো ডাকেনি। উমারের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে আমি আব্বাস (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, হে আলী! আজ তুমি আমাদেরকে এমন এক জিনিস থেকে বঞ্চিত করলে, যা আর কোন দিন আমাদেরকে দেয়া হবে না। আব্বাস (রা) ছিলেন বিচক্ষণ লোক।

٢٩٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلاَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَغْنَا مِنَ السِّنِّ مَا تَرٰى وَاَحْبَبْنَا اَنْ نَتَزَوَّجَ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَ اَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلْنُؤَدِّ

اِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي الْعُمَّالُ وَلْنُصِبْ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ مِرْفَقٍ فَاَتٰى عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَسْتَعْمِلُ اَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيْعَةُ هٰذَا مِنْ اَمْرِكَ قَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ فَاَلْقٰى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَنَا اَبُوْ حَسَنٍ الْقَوْمُ وَاللّٰهِ لاَ اَرِيْمُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ حَتّٰى نُوَافِقَ صَلاَةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ اَسْرَعْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ اِلٰى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُمْنَا بِالْبَابِ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِاُذُنِيْ وَاُذُنِ الْفَضْلِ ثُمَّ قَالَ اَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ فَاَذِنَ لِيْ وَلِلْفَضْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ قَلِيْلاً ثُمَّ كَلَّمْتُهُ اَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ قَدْ شَكَّ فِيْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ كَلَّمَهُ بِالَّذِيْ اَمَرَنَا بِهِ اَبَوَانَا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتّٰى طَالَ عَلَيْنَا اَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ اِلَيْنَا شَيْئًا حَتّٰى رَاَيْنَا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيْدُ اَنْ لاَ تَعْجَلاَ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَمْرِنَا ثُمَّ خَفَّضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاْسَهُ فَقَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ اُدْعُوْا لِيْ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَدُعِيَ لَهُ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا نَوْفَلُ اَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَاَنْكَحَنِيْ نَوْفَلُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْعُوْا لِيْ مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُبَيْدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاَخْمَاسِ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَحْمِيَةَ اَنْكِحِ الْفَضْلَ فَاَنْكَحَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُسَمِّهُ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ.

২৯৮৫। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নাওফাল আল-হাশিমী (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ আল-হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাকে অবহিত করেছেন। তার পিতা রবী'আ ইবনুল হারিস এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ ও ফাদল ইবনে আব্বাসকে বললেন, তোমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বিবাহ করতে আগ্রহী। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক কল্যাণকামী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের সমাদরকারী। আমাদের উভয়ের পিতার মোহরানা আদায় করে আমাদের বিবাহ করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি নাই। হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সদাকা (যাকাত) বিভাগের কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করুন। অপরাপর কর্মচারীরা আপনাকে যা দিচ্ছে আমরাও আপনাকে তাই দিবো এবং সদাকা থেকে আমরা নির্ধারিত অংশ (বেতন হিসাবে) লাভ করবো। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ বলেন, আমরা এই আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, এমন সময় আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এসে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্য থেকে কোন লোককে সদাকা (যাকাত) বিভাগে নিয়োগ করবেন না। রবী'আ তাকে বললেন, এটা আপনি নিজের মত বলছেন। আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। সেজন্য আপনার প্রতি আমরা কোন হিংসা পোষণ করি না। একথা শুনামাত্র আলী (রা) তার গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি হাসানের পিতা– যার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আল্লাহর শপথ! যে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের পুত্রদ্বয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাচ্ছো, তারা এতে নিরাশ হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমি ও ফাদল বের হয়ে পড়লাম। পৌঁছে দেখি যুহরের নামায শুরু হচ্ছে। আমরা লোকদের সাথে নামায পড়লাম। অতঃপর আমি আর ফাদল তড়িঘড়ি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার (কোঠা বা ঘর) দরজার কাছে গেলাম। তিনি এ সময় যয়নাব বিনতে জাহশের ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন। তিনি আমার ও ফাদলের কান ধরে বললেন ঃ তোমাদের গোপন মতলবটা প্রকাশ করে ফেলো। এ বলে তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ও ফাদলকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ যাবত পরস্পরকে

কথা তুলতে বললাম। অতঃপর আমি অথবা ফাদল তাঁর কাছে কথা তুললাম– যা বলার জন্য আমাদের উভয়ের পিতা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলেন। মনে হলো তিনি আমাদের কথার কোন উত্তর দিবেন না। ইত্যবসরে দেখতে পেলাম, যয়নাব (রা) পর্দার আড়াল থেকে হাত দিয়ে ইশারা করে আমাদেরকে বললেন, তাড়াহুড়া করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিষয়টি নিয়েই চিন্তা করছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা অবনত করলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ এই সদাকা (যাকাত) হচ্ছে মানুষের (সম্পদের) আবর্জনা বা ময়লা। এটা মুহাম্মাদের জন্যও হালাল নয় এবং মুহাম্মাদের পরিবারের লোকদের জন্যও হালাল নয়। নাওফাল ইবনুল হারিসকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। সুতরাং তাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন ঃ হে নাওফাল! আবদুল মুত্তালিবকে বিবাহ করাও (তোমার কন্যা তাঁর নিকট বিবাহ দাও)। অতঃপর নাওফাল আমাকে বিবাহ করালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাহমিয়া ইবনে জাযইকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। এই ব্যক্তি যুবাইদ গোত্রের লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (গনীমতের) এক-পঞ্চমাংশ আদায়ের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। মাহমিয়াকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ফাদলকে তোমার কন্যার সাথে) বিবাহ করাও। অতএব তিনি তার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহমিয়াকে বললেন ঃ উঠো! উভয়ের পক্ষ থেকে এক-পঞ্চমাংশের তহবিল থেকে এতো এতো মোহর আদায় করে দাও। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আমার কাছে মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

٢٩٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَانِيْ شَارِفًا مِّنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَّرْتَحِلَ مَعِيْ فَنَأْتِيْ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَاغِيْنَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ

وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ اِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَقْبَلْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَاِذَا بِشَارِفَيَّ قَدِ اجْتُبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا فَلَمْ اَملِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوْا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَاَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِيْ غِنَائِهَا : اَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ. فَوَثَبَ اِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا فَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَاُذِنَ لَهُ فَاِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ فَاِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

২৯৮৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন গনীমতের সম্পদ থেকে আমার ভাগে একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রী পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমাকে আর একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রী দান করেন। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা

ফাতিমার সাথে বাসর যাপনের ইচ্ছা করলাম। এজন্য আমি কাইনুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সঙ্গে গিয়ে ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) আনার জন্য ঠিক করলাম। ইচ্ছা ছিল ঐগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা আমার বিবাহভোজে কিছুটা সাহায্য হবে। আমি আমার উষ্ট্রী, হাওদা, ঘাসের জাল, দড়ি ইত্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত হলাম। উষ্ট্রী দু'টি এক আনসারীর ঘরের পাশে শোয়া ছিল। সব কিছু সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখতে পেলাম– আমার উষ্ট্রী দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং পেট ফেঁড়ে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এ নিষ্ঠুর কাজ করেছে? লোকে বললো, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এই অপকর্ম করেছে। সে আনসারদের কতক শরাবপায়ীর সাথে এ ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। তাকে ও তার সঙ্গীদের এক ক্রীতদাসী গান গেয়ে শুনিয়েছে। সে তার গানের মধ্যে বলেছে, 'সাবধান হে হামযা! মোটাতাজা উষ্ট্রীর দিকে লক্ষ্য করো'। এতে উত্তেজিত হয়ে তিনি তার তরবারির দিকে ছুটলেন, উষ্ট্রী দু'টির কুঁজ কাটলেন এবং পেট ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিলেন। আলী (রা) বলেন, আমি সেখান থেকে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চেহারা দেখেই আমার বিপদ বুঝতে পারলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কী হয়েছে? আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজকের মত দুর্দিন আমার জন্য আর কখনো আসেনি। হামযা আমার উষ্ট্রী দু'টিকে অত্যাচার করেছে। সে এর কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পেটের দু'পাশ ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর সে এখনও একটি ঘরের মধ্যে মদখোরদের সাথে মত্ত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর নিয়ে ডাকলেন। তা গায়ে জড়িয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চললেন। আমি ও যায়েদ ইবনে হারিসাও তার অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে অবস্থান করছিলেন তিনি সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। ঘরে প্রবেশ করে তিনি লোকজনকে মাতাল অবস্থায় দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আর হামযা ছিলেন নেশাগ্রস্ত, রক্তচক্ষু। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর দৃষ্টি সরিয়ে তিনি তাঁর হাঁটুদ্বয়ের প্রতি নযর করলেন, কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর নাভির দিকে লক্ষ্য করলেন; পুনরায় দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন; অতঃপর বললেন, তোমরা তো আমার পিতার দাস বৈ কিছু নও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, হামযা এখন নেশাগ্রস্ত। মাতাল অবস্থায় তার ক্রোধ আরো বেড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে আসলাম।

টীকা ঃ এটা শরাব পান হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা (অনু.)।

٢٩٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ اَنَّ اُمَّ الْحَكَمِ اَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَى الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ اِحْدَاهُمَا اَنَّهَا قَالَتْ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ اَنَا وَاُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ اَنْ يَّأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ وَلٰكِنْ سَاَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. قَالَ عَيَّاشٌ وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৮৭। আল-ফাদল ইবনুল হাসান আদ-দামরী (র) থেকে বর্ণিত। যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র দুই কন্যা উম্মুল হাকাম অথবা দবা'আহ (রা) তার কাছে বলেছেন। তাদের উভয়ের একজনের কাছ থেকে অপরজন বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসলো। আমি, আমার বোন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের দুরবস্থার কথা বললাম। কিছু যুদ্ধবন্দী আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে আবেদন করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বদরের ইয়াতীমগণ (যাদের পিতারা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন) তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার পেয়েছে। বরং আমি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের সন্ধান দিবো যা তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর (খাদেম) চেয়ে অধিক কল্যাণকর হবে। তোমরা প্রতি নামাযের পর তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান), তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহিমান্বিত), তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর কর্তৃত্বশীল) এই তাসবীহ পড়বে। আইয়াশ (র) বলেন, মহিলাদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন ছিলেন।

٢٩٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ عَنْ اَبِي الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ اَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّيْ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مِنْ اَحَبِّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ اِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَ فِيْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَ فِيْ نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتّٰى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوْ اَتَيْتِ اَبَاكِ فَسَأَلْتِيْهِ خَادِمًا فَاَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَاَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ فِيْ يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا فَلَمَّا اَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ اَمَرْتُهَا اَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيْهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيْهِ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ يَا فَاطِمَةُ وَاَدِّيْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِيْ عَمَلَ اَهْلِكِ فَاِذَا اَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِيْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدِيْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبِّرِيْ اَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ.

২৯৮৮। ইবনে আ'বুদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করবো না? তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তাঁর কাছে ফাতিমা (রা)-ই ছিল সর্বাপেক্ষা স্নেহভাজন। আমি বললাম, হাঁ, বলুন। তিনি বললেন, যাঁতা ঘুরানোর ফলে তার (ফাতিমার) হাতে এবং কলসে করে পানি টানতে টানতে তার কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘরে ঝাড়ু দেয়ার ফলে তার পরনের কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে যেতো। এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (যুদ্ধবন্দী হিসাবে) কিছু সংখ্যক খাদেম আসলো। আমি ফাতিমাকে বললাম, তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চাইতে! সে এসে দেখলো, তাঁর কাছে লোকজন বসে কথা বলছে। ফাতিমা ফিরে আসলো। পরদিন সকাল বেলা তিনি ফাতিমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি প্রয়োজনে তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে? ফাতিমা চুপ থাকলো। আমি (আলী) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বলছি। চাকতি ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে এবং কলসে করে পানি টানতে টানতে তার কাঁধে দাগ পড়ে গেছে। আপনার কাছে (গনীমতের) কিছু সংখ্যক খাদেম আসলে আমি তাকে হুকুম

দিয়েছিলাম, আপনার কাছে গিয়ে খাদেম চাওয়ার জন্য। এতে তার কষ্ট অনেকটা লাগব হবে। নবী (সা) বললেন ঃ হে ফাতিমা! আল্লাহকে ভয় করো, তোমার প্রতিপালকের নির্ধারিত ফরয (কর্তব্য) আদায় করো এবং সংসারের কাজকর্ম সম্পাদন করো। যখন বিছানায় শুইতে যাও তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ো। এভাবে এক শত পূর্ণ হবে। এটা তোমার জন্য খাদেমের চেয়েও কল্যাণকর। ফাতিমা (রা) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট আছি।

٢٩٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يُخْدِمْهَا.

২৯৮৯। ইমাম যুহরী (র) আলী ইবনে হোসাইনের নিকট থেকে উল্লেখিত ঘটনা বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, তাকে (ফাতিমাকে) তিনি খাদেম দেন নাই।

٢٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ عِيْسٰى كُنَّا نَقُوْلُ اِنَّهُ مِنَ الْاَبْدَالِ قَبْلَ اَنْ نَسْمَعَ اَنَّ الْاَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِيْ قَالَ حَدَّثَنِي الدَّخِيْلُ بْنُ اِيَاسِ بْنِ نُوْحِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ سِرَاجِ بْنِ مَجَّاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَّاعَةَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ دِيَةَ اَخِيْهِ قَتَلَتْهُ بَنُوْ سَدُوْسٍ مِنْ بَنِيْ ذُهْلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لِاَخِيْكَ وَلٰكِنْ سَاُعْطِيْكَ مِنْهُ عُقْبٰى فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ مِنْ اَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِيْ بَنِيْ ذُهْلٍ فَاَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا وَاَسْلَمَتْ بَنُوْ ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَّاعَةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَاَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ بِاِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفِ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ اَرْبَعَةِ اٰلَافِ بُرٍّ وَاَرْبَعَةِ اٰلَافِ شَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةِ اٰلَافِ تَمْرٍ كَانَ فِيْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَّاعَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَّاعَةَ

بْنِ مُرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلَمٰى اِنِّي اَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ مِنْ اَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ اَخِيهِ.

২৯৯০। মুজ্জা'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার ভাইয়ের রক্তমূল্য দাবি করলেন। যুহল গোত্রের সাদূস উপগোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি যদি কোন মুশরিকের রক্তমূল্য প্রবর্তন করতাম তবে তোমার ভাইয়ের রক্তমূল্যের ব্যবস্থাই আগে করতাম। তবে আমি তোমার জন্য এর বিনিময়ের ব্যবস্থা করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তার জন্য এক শত উট দেয়ার একটা ফরমান লিখিয়ে দিলেন। মুশরিক যুহল গোত্রের কাছ থেকে যে গনীমত পাওয়া যাবে তার পঞ্চমাংশ থেকে সর্বপ্রথম এই দাবি পূরণ করা হবে'। সে উটের কিছু অংশ নিয়ে নিলো এবং যুহল গোত্রের লোক ইতিমধ্যে মুসলমান হয়ে গেল। আবু বাক্র (রা)-র খিলাফতকালে মুজ্জা'আহ তার কাছে অবশিষ্ট উট দাবি করলো। সে তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানও নিয়ে আসলো। আবু বাক্র (রা) ইয়ামান প্রদেশে ধার্যকৃত সদাকা থেকে তার জন্য বার হাজার সা' খাদ্যশস্য দেয়ার নির্দেশ দিলেন। চার হাজার সা' আটা, চার হাজার সা' বার্লি এবং চার হাজার সা' খেজুর দিয়ে তা পরিশোধ করা হবে। মুজ্জা'আহকে লিখিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এ পত্রখানা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বনূ সুলমা গোত্রের মুজ্জা'আহ ইবনে মুরারাকে লিখিত। তার ভাইয়ের রক্তপণের বিনিময়ে আমি তাকে এক শত উট প্রদান করবো। মুশরিক বনী যুহল গোত্রের কাছ থেকে যে গনীমত পাওয়া যাবে তার এক-পঞ্চমাংশ থেকে সর্বপ্রথম এ দাবি পূরণ করা হবে।"

টীকা ঃ এক সা' প্রায় তিন সের নয় ছটাকের সমান। মুজ্জা'আহ (রা) পরে ইসলামগ্রহণ করেন (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গনীমতের সম্পদে সেনাপতি বা নেতার অংশ

٢٩٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ اِنْ شَاءَ عَبْدًا وَاِنْ شَاءَ اَمَةً وَاِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ.

২৯৯১। আমের আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (গনীমতের সম্পদে একটা বিশেষ) অংশ নির্ধারিত ছিল। এ অংশটা

সাফী (صَفِيٌّ) নামে আখ্যায়িত ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে তা গোলাম, বাঁদী অথবা ঘোড়া যাই হোক, গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পূর্বেই নিয়ে নিতেন।

٢٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَأَزْهَرُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِّنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

২৯৯২। ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদকে (গনীমতের সম্পদে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অংশ এবং তাঁর বিশেষ অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি যুদ্ধে উপস্থিত না থাকলেও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে তাঁকে (গনীমতের) একটা অংশ দেয়া হতো। তাঁর বিশেষ অংশ (সাফী) খুমুস বের করার পূর্বেই পৃথক করে রাখা হতো।

٢٩٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِى ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذٰلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ اِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ.

২৯৯৩। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে তাঁর জন্য (গনীমত থেকে) একটা বিশেষ অংশ থাকতো। যেভাবে বা যেখানেই চাইতেন সেভাবেই তিনি এটা নিয়ে নিতেন। (হুয়াই-কন্যা সাফিয়্যা (রা) ছিলেন এই অংশ থেকে। যখন তিনি সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না তখন তাঁর জন্য একটা সাধারণ অংশ রাখা হতো কিন্তু তা তাঁর পছন্দ নির্ভর ছিলো না।

٢٩٩٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.

২৯৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা) সাফীর [মহানবী (সা.)-এর বিশেষ অংশের] অন্তর্ভুক্ত।

٢٩٩٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ تَعَالَى الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا.

২৯৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারে আগমন করলাম। আল্লাহ তা'আলা (নবীর আকাঙ্ক্ষিত) দুর্গের পতন ঘটালেন। হুয়াইয়ের কন্যা সফিয়্যার রূপ-সৌন্দর্যের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করা হলো। তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা এবং তার স্বামী এই (খায়বারের) যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য বেছে নিলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা সাদ্দুস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি মাসিক ঋতু থেকে পবিত্র হলেন (এবং ইদ্দাতও পূর্ণ হলো)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে নির্জনবাস করলেন।

٢٩٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা) প্রথমে দিহ্য়া আল-কালবী (রা)-র অধীনে ছিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীনে আসেন।

٢٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَعَ فِيْ سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيْلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِيْ بَيْتِهَا صَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَيٍّ.

২৯৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দিহ্য়া আল-কালবী (রা)-র ভাগে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। তিনি তাকে উম্মু সুলাইম (রা)-র কাছে অর্পণ করলেন

সুসজ্জিত করে বধূবেশে সাজানোর জন্য। হাম্মাদ (র) বলেন, আমার মনে হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই উম্মু সুলাইমের ঘরে ইদ্দাত পূর্ণ করবে।

٢٩٩٨- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جُمِعَ السَّبْيُ يَعْنِيْ بِخَيْبَرَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ قَالَ يَعْقُوْبُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا مَا تَصْلُحُ اِلاَّ لَكَ قَالَ اُدْعُوْهُ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

২৯৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধবন্দীদেরকে একত্র করা হলো। দিহ্য়া আল-কালবী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যুদ্ধ বন্দীদের মধ্য থেকে একটি বন্দিনী দান করুন। তিনি বললেন ঃ যাও, একটি বাঁদী নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে বেছে নিলেন। অপর এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে আপনি দিহ্য়াকে দান করলেন। অথচ সে কেবল আপনার জন্যই উপযুক্ত। কেননা হুয়াই কন্যা বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর গোত্রের মোহনীয়া মহিলা (তার পিতা ছিল উভয় গোত্রের নেতা)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাফিয়্যাসহ দিহ্য়াকে ডেকে নিয়ে আসো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দিহ্য়াকে বললেন ঃ একে বাদ দিয়ে বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একটি দাসী নিয়ে নাও। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে বিবাহ করলেন।

٢٩٩٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلٌ اَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ اَدِيْمٍ اَحْمَرَ فَقُلْنَا كَاَنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ اَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هٰذِهِ الْقِطْعَةَ الْاَدِيْمَ الَّتِيْ فِيْ يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَا مَا فِيْهَا فَاِذَا فِيْهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى بَنِيْ زُهَيْرِ بْنِ اُقَيْشٍ اِنَّكُمْ اِنْ شَهِدْتُمْ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ

اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَاَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ اَنْتُمْ اٰمِنُوْنَ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هٰذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৯৯৯। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল-মিরবাদ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। উস্‌কো খুস্‌কো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তার হাতে ছিল এক টুকরা লাল রং-এ রঞ্জিত চামড়া। আমরা বললাম, সম্ভবত তুমি বনাঞ্চলের বাসিন্দা। লোকটি বললো, হাঁ। আমরা বললাম, তোমার হাতের চামড়ার ঐ রংগীন টুকরাটি আমাদের কাছে দাও। সে তা আমাদের দিলো এবং আমরা তার উপরের লেখাগুলো পড়লাম। তাতে লেখা ছিল ঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বনী যুহাইর ইবনে উকাইস গোত্রের লোকদেরকে। তোমরা যদি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং গনীমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করো, তা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ এবং নেতার (বিশেষ) অংশ (সাফী) আদায় করো, তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই পত্র তোমাকে কে লিখে দিয়েছে? সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

بَابُ كَيْفَ كَانَ اِخْرَاجُ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মদীনা থেকে ইহূদীদেরকে কেন উচ্ছেদ করা হয়েছে

٣٠٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَحَدَ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَاَهْلُهَا اَخْلاَطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ وَالْيَهُوْدُ وَكَانُوْا يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ فَاَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيْهِمْ

اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْاٰيَةَ فَلَمَّا اَبٰى كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ اَنْ يَنْزِعَ عَنْ اَذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ اَنْ يَّبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُوْنَهُ فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا قَتَلُوْهُ فَزِعَتِ الْيَهُوْدُ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ كَانَ يَقُوْلُ وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَنْ يَّكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُوْنَ اِلٰى مَا فِيْهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً صَحِيْفَةً.

৩০০০। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা) সেই তিন ব্যক্তির অন্যতম যাদের তওবা কবুল হয়েছিল। (ইহূদী সরদার) কা'ব ইবনে আশরাফ কুরাইশ কাফেরদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো এবং বিভিন্নভাবে উসকানি দিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন এখানকার লোকেরা মিলেমিশে বসবাস করতো। তাদের মধ্যে কতক মুসলমান, কতক মূর্তিপূজক মুশরিক এবং কতক ইহূদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইহূদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "(মুসলমানগণ), তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়ে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট থেকে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬)। কা'ব ইবনে আশরাফ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার জন্য সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-কে একদল লোক পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-কে তাকে হত্যা করার জন্য পাঠালেন। অতঃপর তিনি (রাবী) তার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করলেন। যখন তাকে হত্যা করা হলো, ইহূদী ও মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সকালবেলা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, রাতের বেলা কতিপয় লোক আমাদের সাথীর কাছে এসেছিল এবং সে তাদের হাতে নিহত হয়েছে। কা'ব ইবনে আশরাফ যে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো তা তিনি তাদের কাছে উল্লেখ করলেন। ইহূদী ও মুশরিকদেরকে তাদের বিরোধী ভূমিকা থেকে বিরত রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মধ্যে ও তাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে আহ্বান করলেন। অতঃপর তিনি নিজের এবং সমস্ত মুসলমানের এবং ইহূদী ও মুশরিকদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন।

٣٠٠١- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ الْيَهُوْدَ فِيْ سُوْقِ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا اَصَابَ قُرَيْشًا قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ لاَ يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ اَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِّنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا اَغْمَارًا لاَ يَعْرِفُوْنَ الْقِتَالَ اِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ اَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَاَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ قَرَأَ مُصَرِّفٌ اِلٰى قَوْلِهِ فِئَةٌ تُقٰتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَدْرٍ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ.

৩০০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে এসে বনূ কাইনুকা গোত্রের বাজারে ইহূদীদেরকে একত্র করে বললেন ঃ হে ইহূদী সম্প্রদায়! কুরাইশদের মত পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করো। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি স্বয়ং ধোঁকায় নিপতিত হবেন না। কেননা আপনি কুরাইশদের এমন একটি দলের সাথে যুদ্ধ করেছেন যারা না জানে যুদ্ধকৌশল আর না জানে যুদ্ধ করতে। আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তবে বুঝতে পারতেন আমরা কেমন যুদ্ধবাজ লোক! আপনি কখনো আমাদের মতো লোকের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হননি। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন, "(হে মুহাম্মাদ)! যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে বলে দাও, সেদিন খুব নিকটে যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। যারা (বদরে) পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল... (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২-১৩)।

٣٠٠٢- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ بِنْتُ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهَا مُحَيِّصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ عَلٰى شُبَيْبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ يَهُوْدَ كَانَ يُلَابِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُوَيِّصَةُ اِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ جَعَلَ حُوَيِّصَةُ يَضْرِبُهُ وَيَقُوْلُ اَيْ عَدُوَّ اللّٰهِ اَمَا وَاللّٰهِ لَرُبَّ شَحْمٍ فِيْ بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ.

৩০০২। মুহাইয়্যাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ইহূদী পুরুষদের যাকেই কাবুতে পাবে তাকেই হত্যা করবে। মুহাইয়্যাসা (রা) ইহূদী ব্যবসায়ী শুবাইবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এ সময় মুহাইয়্যাসা (রা) ইহূদীদের সাথে একই এলাকায় বসবাস করতেন। তার বড় ভাই হুয়াইআসা তখনো মুসলমান হননি। তিনি যখন শুবাইবাকে হত্যা করলেন, হুয়াইআসা তাকে প্রহার করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহর দুশমন (মুহাইয়্যাসা), আল্লাহর শপথ! তার মালের অনেক চর্বি তোর পেটে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

٣٠٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلَّا فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

৩০০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বেরিয়ে

আসলেন। তিনি বললেন ঃ চলো, ইহূদীদের এলাকায় যাই। আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে ইহূদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো শান্তিতে থাকতে পারবে। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় বললেন ঃ তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ এটাই (দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই) আমার উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয় বারও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করার পর বললেন ঃ জেনে রাখো! এই ভূখণ্ডের মালিকানা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই ভূখণ্ড (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করতে চাই। অতএব, তোমরা কোন বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করে দাও। অন্যথায় জেনে রাখো! এ ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল।

بَابٌ فِيْ خَبَرِ النَّضِيْرِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বনূ নাযীর গোত্রের তথ্যাবলী সম্পর্কে

٣٠٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوْا اِلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْاَوْثَانَ مِنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ اِنَّكُمْ اٰوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَاِنَّا نُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ اَوْ لَنَسِيْرَنَّ اِلَيْكُمْ بِاَجْمَعِنَا حَتّٰى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَاءَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ اجْتَمَعُوْا لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمْ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيْدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيْدُكُمْ بِاَكْثَرَ مِمَّا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَكِيْدُوْا بِهِ اَنْفُسَكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا اَبْنَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوْا فَبَلَغَ ذٰلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ

اِلَى الْيَهُوْدِ اِنَّكُمْ اَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُوْنِ وَاِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا اَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلاَ يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَهِيَ الْخَلاَخِيْلُ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيْرِ بِالْغَدْرِ فَاَرْسَلُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ اِلَيْنَا فِيْ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلاَثُوْنَ حَبْرًا حَتّٰى نَلْتَقِيْ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوْا مِنْكَ فَاِنْ صَدَّقُوْكَ وَاٰمَنُوْا بِكَ اٰمَنَّا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ وَاللّٰهِ لاَ تَأْمَنُوْنَ عِنْدِيْ اِلاَّ بِعَهْدٍ تُعَاهِدُوْنِيْ عَلَيْهِ فَاَبَوْا اَنْ يُّعْطُوْهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدَ عَلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِى النَّضِيْرِ وَدَعَاهُمْ اِلٰى اَنْ يُّعَاهِدُوْهُ فَعَاهَدُوْهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلٰى بَنِي النَّضِيْرِ بِالْكَتَائِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتّٰى نَزَلُوْا عَلَى الْجَلاَءِ فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيْرِ وَاحْتَمَلُوْا مَا اَقَلَّتِ الْاِبِلُ مِنْ اَمْتِعَتِهِمْ وَاَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَخَشَبِهَا فَكَانَ نَخْلُ بَنِى النَّضِيْرِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ تَعَالٰى وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَاَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَا ذَوِيْ حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غَيْرِهِمَا وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ فِيْ اَيْدِيْ بَنِيْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

৩০০৪। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশ কাফেররা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সহযোগী আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে একটি পত্র পাঠালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। (চিঠির ভাষ্য ছিল) ঃ তোমরা আমাদের এক

ব্যক্তিকে (মহানবী) আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো অথবা তাকে বহিষ্কার করো। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে হামলা করবো, তোমাদের যুদ্ধবাজ লোকদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদের বন্দী করবো।

এই চিঠি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার মূর্তিপূজক সঙ্গীদের কাছে পৌঁছলো– তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একতাবদ্ধ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পেরে তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে কুরাইশদের চরমপত্র (চরম হুমকি) পৌঁছেছে। আসলে তারা তোমাদের ততটা ক্ষতি করতে পারবে না– যতটা ক্ষতি তোমরা নিজেরা তোমাদের জন্য ডেকে আনবে। কেননা তোমরা নিজেদের ভাই-বন্ধু ও সন্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ কথা শুনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো (এবং যুদ্ধের মনোভাব ত্যাগ করলো)।

এ কথা কুরাইশ কাফেরদের কানে গিয়ে পৌঁছলো। বদর যুদ্ধের পর কুরাইশ কাফেররা ইহূদীদেরকে লিখলো, তোমরা অস্ত্রে সুসজ্জিত ও দুর্গের অধিকারী লোক। তোমরা হয় আমাদের সাথীর (মুহাম্মাদ সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, অন্যথায় আমরা এই এই পদক্ষেপ নিবো। তখন আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীলোকদের বেড়ি পরানোর (বাঁদী বানানোর) মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

ইহূদীদেরকে লেখা এই পত্রের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন। বনূ নাযীর গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে সঙ্ঘবদ্ধ হলো। তারা লোক পাঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি আপনার তিরিশজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে বের হন এবং আমরাও আমাদের তিরিশজন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে বের হই। আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবো। তারা আপনার কথা (আপনার ধর্মমত) শুনবে। যদি তারা (আলেমগণ) আপনার (ধর্মের) সত্যতা স্বীকার করে আপনার প্রতি ঈমান আনে, তবে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনবো।

তিনি সাহাবাদেরকে তাদের এই প্রস্তাবের কথা জানিয়ে দিলেন। পরের দিন সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্যসহ তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে অবরোধ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা যতক্ষণ আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ না হবে ততক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। কিন্তু তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে তারা অস্বীকার করলো। ফলে সেদিনই তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন।

পরের দিন তিনি বনূ নাযীরকে ত্যাগ করে সেনাবাহিনী নিয়ে বনূ কুরাইযাকে অবরোধ করলেন। তিনি তাদেরকে সন্ধি করার জন্য আহ্বান জানালেন। তারা তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পরের দিন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে বনূ নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। তারা দেশত্যাগ করতে সম্মত হলো। তারা

দেশত্যাগ করলো। তাদের উটগুলে যতটা বোঝা বহন করতে সক্ষম তারা তা নিয়ে নিলো এবং ঘরের দরজা ও কাঠগুলোও খুলে নিয়ে গেলো।

বনূ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান এককভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানায় আসলো। আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে এই বাগান দান করলেন এবং শুধু তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহ যে ধন-সম্পদ তাদের দখল থেকে বের করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, তা অধিকার করার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট হাঁকাওনি" (সূরা আল-হাশর ঃ ৬)।

বিনা যুদ্ধে এই সম্পদ অর্জিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পত্তির অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দান করলেন এবং তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। দু'জন অভাবী আনসারকেও তিনি এর ভাগ দিলেন এবং অন্য কোন আনসারকে এর ভাগ দেন নাই। সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাকার খাতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই অংশটা ফাতিমা (রা)-র বংশধরদের তত্ত্বাবধানে ছিল।

টীকা ঃ ৬২২ খৃস্টাব্দে মহানবী (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন এখানে প্রধানত চারটি গোত্রের লোক বসবাস করতো : খৃস্টান আওস ও খাযরাজ এবং ইহূদী বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযা। এখানকার কাইনুকা' বনূ কুরাইযারই একটি শাখাগোত্র ছিল। তাছাড়া এখানে কিছু সংখ্যক পৌত্তলিকও বসবাস করতো। নবী (সা) মদীনায় পদার্পণ করেই তাদের সকলের সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটা 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করে। ইহূদী গোত্রগুলো শান্তিচুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বনূ কাইনুকা বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধের পর তারা অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দেশদ্রোহিতার অপরাধে তৃতীয় হিজরী সনে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। উহুদের যুদ্ধের সময় বনূ নাযীর গোত্র কুরাইশদের সাহায্য করে সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। এমনকি মহানবী (সা) একদা কোন কারণে তাদের বসতি এলাকায় গেলে এক ব্যক্তি ঘরের ছাদ থেকে তাঁর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করে। এসব গুরুতর কার্যকলাপের জন্য চতুর্থ হিজরী সনে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময় (৬২৭ খৃ.) মদীনা যখন চরম সংকটের সম্মুখীন হয় এবং কাফেররা কয়েক দিক থেকে শহরটিকে অবরোধ করে ফেলে তখন বনূ নাযীর গোত্র শত্রুপক্ষের সমর্থন করে। যুদ্ধের পর তাদেরকেও মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

বিতারিত ইহূদীরা সিরিয়ার সীমান্তবর্তী খায়বার নামক এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারা এখানে সমবেত হয়ে এখানকার বনূ সা'দ ও বনূ গাতাফান গোত্রদ্বয়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। তাদের সহযোগিতায় চার হাজারের একটি সশস্ত্র বাহিনী সংগ্রহ করে তারা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। এমনকি তারা কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করে। এ খবর পেয়ে মহানবী (সা) পনের শত সৈন্য নিয়ে ৬২৯ খৃস্টাব্দে খায়বার আক্রমণ করেন। এলাকাটি দখল করে তিনি তার অর্ধাংশ মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক নিজের পরিবারের ভরণপোষণ, বিভিন্ন সরকারী প্রয়োজন পূরণ, যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ, বিপদাপদ মোকাবিলা ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্যের জন্য নিজ কর্তৃত্বে রেখে দেন। ইহূদীরা আত্মসমর্পণ করে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সেখানে বসবাস করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে আবেদন করে। তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। এরপরও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। বনূ কুরাইযার এক স্ত্রীলোক বকরীর গোশতের সাথে বিষ প্রয়োগ করে তা খেতে দিয়ে মহানবী (সা)-কে হত্যার কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অতঃপর তিনি তাদেরকে এখান থেকেও বিতাড়িত করেন (অনু.)।

٣٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ يَهُودَ النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى النَّضِيرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَوْلاَدَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ وَيَهُوْدَ بَنِيْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِيٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ.

৩০০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইহূদী বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর গোত্রদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীর গোত্রকে উচ্ছেদ করলেন এবং বনূ কুরাইযা গোত্রের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন এবং তাদেরকে উচ্ছেদ করেননি। অতঃপর বনূ কুরাইযাও যখন সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের স্ত্রীলোক, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন। কিন্তু তাদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলো। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করলেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাসকারী সমস্ত ইহূদী গোত্রকে উচ্ছেদ করলেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র গোত্র বনূ কাইনুকা, ইহূদী বনূ হারিসা গোত্র এবং মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য সব ইহূদীদেরকে তিনি মদীনা থেকে বিতাড়িত করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ اَرْضِ خَيْبَرَ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ খায়বারের ভূমি সংক্রান্ত নির্দেশসমূহ

٣٠٠٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى الْاَرْضِ وَالنَّخْلِ وَاَلْجَاَهُمْ اِلٰى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوْهُ عَلٰى اَنَّ لِرَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلَقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلٰى اَنْ لاَ يَكْتُمُوْا وَلاَ يُغَيِّبُوْا شَيْئًا فَاِنْ فَعَلُوْا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ وَلاَ عَهْدَ فَغَيَّبُوْا مَسْكًا لِحُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيْرِ حِيْنَ اُجْلِيَتِ النَّضِيْرُ فِيْهِ حُلِيُّهُمْ وَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْيَةَ اَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ قَالَ اذْهَبَتْهُ الْحُرُوْبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقُتِلَ ابْنَ اَبِي الْحُقَيْقِ وَسُبِيَ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ وَاَرَادَ اَنْ يُّجْلِيَهُمْ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلْ فِيْ هٰذِهِ الْاَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطْرُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْ كُلَّ امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ ثَمَانِيْنَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ شَعِيْرٍ.

৩০০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেখানকার জমি ও খেজুর বাগান দখল করলেন এবং তাদেরকে তাদের দুর্গে ও বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। তারা তাঁর সাথে এই শর্তে সন্ধি করলো ঃ সোনা, রূপা ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাবেন। অপরদিকে তাদের প্রত্যেকের উট যে পরিমাণ মাল বহন করে নিয়ে যেতে পারবে তা তারা নিতে পারবে, কোন কিছু লুকাতে পারবে না এবং গায়েব করে দিতেও পারবে না। যদি তারা তা করে তবে তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নাই (মুসলমানদের কোন দায়দায়িত্ব নাই) এবং কোন চুক্তিও কার্যকর থাকবে না। তারা হুয়াই ইবনে আখতাবের স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই করা চামড়ার থলেটা গোপন করে ফেললো। সে খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে নিহত হয়েছিল। যখন বনূ নাযীর গোত্রকে (মদীনা থেকে) উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন সে এ থলে ভর্তি করে তাদের স্বর্ণমুদ্রা সাথে করে নিয়ে এসেছিল।

রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাই'আহকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুয়াই ইবনে আখতাবের স্বর্ণমুদ্রার থলেটা কোথায়? সে বললো, যুদ্ধের সময় তা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ হয়ে গেছে। সাহাবাগণ তা খোঁজ করে পেয়ে গেলেন। তিনি ইবনে আবুল হাকীককে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দী করলেন। তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করলেন। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাদেরকে ছেড়ে দিন, আমরা এখানকার জমিজমা চাষাবাদ করবো। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক আমরা নিবো আর অর্ধেক আপনাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রত্যেককে (এখানকার উৎপন্ন ফসল থেকে) আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক বার্লি দিতেন।

٣٠٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَنْ نُخْرِجَهُمْ اِذَا شِئْنَا وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَاِنِّيْ مُخْرِجٌ يَهُوْدَ فَاَخْرَجَهُمْ.

৩০০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বললেন, হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের ইহূদীদেরকে এই শর্তে সেখানকার কৃষি ভূমিতে নিযুক্ত করলেন ঃ "আমরা যখন ইচ্ছা তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করবো।" অতএব সেখানকার ইহূদীদের হাতে যার যে মাল রয়েছে সে যেন তা হস্তগত করে নেয়। কেননা আমি ইহূদীদেরকে বহিষ্কার করবো। অতঃপর তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করলেন।

٣٠٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّقِرَّهُمْ عَلٰى اَنْ يَّعْمَلُوْا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ اَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمَّا اَرَادَ عُمَرُ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ اَرْسَلَ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُنَّ اَنْ اَقْسِمَ لَهَا نَخْلاً بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُوْنُ لَهَا اَصْلُهَا وَاَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِيْنَ وَسْقًا فَعَلْنَا وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ نَعْزِلَ الَّذِيْ لَهَا فِي الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا.

৩০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার এলাকা যখন বিজিত হলো, ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলো যে, তাদেরকে সেখানে বসবাস করতে দেয়া হোক। তারা জমিতে কাজ করবে এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উল্লেখিত শর্তে আমি তোমাদেরকে যতদিন ইচ্ছা বসবাসের অনুমতি দিলাম। তারা এই শর্তে সেখানে থেকে গেলো। খায়বারে উৎপন্ন খেজুরের অর্ধেক কয়েক ভাগে ভাগ করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উৎপন্ন ফসলের) এক-পঞ্চমাংশ নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রত্যেককে এক-পঞ্চমাংশ থেকে একশো ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক বার্লি দিতেন। অতঃপর উমার (রা) যখন (তার খিলাফতকালে) ইহূদীদেরকে উচ্ছেদ করতে মনস্থ করলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের বলে পাঠালেন ঃ "আপনাদের মধ্যে যিনি চান আমি অনুমানের ভিত্তিতে একশো ওয়াসাক খেজুর হওয়ার পরিমাণ গাছ তাকে ছেড়ে দিতে পারি। এ অবস্থায় বাগানের ও গাছের তত্ত্বাবধান এবং পানিসেচের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। অনুরূপভাবে কৃষি উৎপাদনের বেলায়ও তাদের প্রত্যেককে অনুমানের ভিত্তিতে বিশ ওয়াসাক পরিমাণ বার্লি উৎপাদনের জমি ছেড়ে দিতে পারি। এ ক্ষেত্রেও জমির তত্ত্বাবধান ও সেচের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। তাদের কেউ ইচ্ছা করলে, পূর্ব থেকে যেভাবে এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমরা (একশো ওয়াসাক খেজুর ও বিশ ওয়াসাক বার্লি) বণ্টন করে আসছি, সেভাবেও গ্রহণ করতে পারেন।

٣٠٠٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ.

৩০০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (ইহূদীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করলেন। আমরা শক্তিবলে তা দখল করলাম। অতঃপর বন্দীদের একত্র করা হলো।

٣٠١٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا.

৩০১০। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকা দু'ভাগে ভাগ করলেন। অর্ধেকটা তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা ও নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য রাখলেন এবং বাকি অর্ধেক মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন। তিনি তাদের মধ্যে এটা আঠারো ভাগে বিভক্ত করলেন।

٣٠١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلٰى سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوَطِيْحَةَ وَالْكُتَيْبَةَ وَمَا اُحِيْزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ نِصْفَ الْاٰخَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الشِّقَّ وَالنَّطَاةَ وَمَا اُحِيْزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا اُحِيْزَ مَعَهُمَا.

৩০১১। বাশীর ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার এলাকা ফাইস্বরূপ দান করলেন, তিনি তা ছত্রিশ অংশে বিভক্ত করলেন। এর প্রতিটি অংশ আবার এক শত অংশে বিভক্ত ছিল। এর অর্ধেকটা তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রেখে দিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আল-ওয়াতীহাহ্, আল-কুতায়বা এবং এতদুভয়ের পার্শ্ববর্তী ও সংলগ্ন এলাকাসমূহ রেখে দিলেন। অবশিষ্ট অর্ধেক তিনি মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এ ভাগে ছিল আশ-শাক্ক, আন-নাতাআহ ও এতদুভয় সংলগ্ন এলাকা। এ দুই অর্ধাংশের সংলগ্নেই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ।

٣٠١٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اٰدَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِيْ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِيْنَ لِمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الْاُمُوْرِ وَالنَّوَائِبِ.

৩০১২। বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীকে এই হাদীসটি আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, (খায়বারের সম্পদের) অর্ধাংশে ছিল মুসলমানদের অংশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ। অবশিষ্ট অর্ধেক তিনি মুসলমানদের বিভিন্নমুখি প্রয়োজন পূরণ ও বিপদাপদ মোকাবিলার জন্য পৃথক করে রাখেন।

٣٠١٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلٰى سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلَّ سَهْمٍ مَائَةَ سَهْمٍ فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ النِّصْفُ مِنْ ذٰلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيْ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُوْدِ وَالْاُمُوْرِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ.

৩০১৩। আনসার সম্প্রদায়ের মুক্তদাস বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার এলাকা জয় করলেন, তিনি তা ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত করলেন। এর প্রত্যেক অংশকে আবার এক শত ভাগে বিভক্ত করলেন। মোট সম্পদের অর্ধাংশ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের জন্য। অবশিষ্ট অর্ধাংশ তিনি প্রতিনিধি দলের আপ্যায়ন, বিভিন্ন কাজের (যুদ্ধাস্ত্র, যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা এবং জনসাধারণের বিপদাপদ মোকাবিলা করার জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন।

٣٠١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى بْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلاَثِيْنَ سَهْمًا جَمْعًا فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلَّ سَهْمٍ مِائَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ اَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الْوَطِيْحَ وَالْكُتَيْبَةَ وَالسُّلاَلِمَ وَتَوَابِعِهَا فَلَمَّا

صَارَتِ الْاَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُوْنَهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُوْدَ فَعَامَلَهُمْ.

৩০১৪। বাশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যখন খায়বার এলাকার সম্পদ ফাইস্বরূপ দান করলেন, তিনি সমস্ত সম্পদকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করলেন। এর অর্ধেক-আঠার ভাগ সম্পদকে তিনি মুসলমানদের জন্য রাখলেন। এর প্রতিটি ভাগ একশো (মোট আঠার শত) ভাগে বিভক্ত ছিল। সাহাবাদের সাথে তাদের প্রত্যেকের ভাগের সমান একটি ভাগ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পেলেন। বাকি আঠার ভাগ (অর্ধেক) তিনি নিজের (সরকারী) প্রয়োজন পূরণ এবং মুসলমানদের সমূহ বিপদাপদ মোকাবিলার জন্য পৃথক করে রাখলেন। এ অংশে ছিল আল-ওয়াতীহ, আল-কুতাইবা, আস-সালালিম এবং এগুলোর সাথে সংযুক্ত এলাকা। যখন এ সম্পদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের হাতে এসে গেলো, তখন তাদের এমন কোন কাজের লোক ছিলো না যারা এসব জমি চাষাবাদ করতে পারে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থানীয় ইহুদীদের ডেকে এনে তাদেরকে জমির কাজে নিযুক্ত করলেন (অর্থাৎ ভাগচাষে দিলেন)।

٣٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ لِيْ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ اَحَدُ الْقُرَّاءِ الَّذِيْنَ قَرَأُوا الْقُرْاٰنَ قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلاَثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا.

৩০১৫। মোজাম্মে' ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একজন অন্যতম কারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ছিলেন। তিনি বলেন, খায়বারের গনীমত হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যেও বণ্টন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানকার সম্পদের অর্ধাংশ আঠার ভাগে বিভক্ত করলেন। সৈন্যসংখ্যা ছিল পনেরশো', এর মধ্যে অশ্বারোহী ছিল তিনশো। তিনি অশ্বারোহীদের প্রত্যেককে দুই ভাগ এবং পদাতিকদের প্রত্যেককে এক ভাগ করে গনীমতের মাল দান করলেন।

٣٠١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ وَبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالُوْا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ اَهْلِ خَيْبَرَ فَتَحَصَّنُوْا فَسَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ اَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوْا عَلٰى مِثْلِ ذٰلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ.

৩০১৬। আয-যুহরী, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার কতিপয় সন্তান থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, খায়বার বিজয়ের পর সেখানে অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক লোক দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলো এবং এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। তিনি তাদের আবেদন কবুল করলেন। ফাদাকের লোকেরা যখন এটা শুনতে পেলো, তারাও অনুরূপ প্রস্তাব করলো (তিনি তাদেরকেও এলাকা ত্যাগ করার অনুমতি দিলেন)। এ এলাকাটি বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কেননা এটা জয় করতে ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি এবং উটও হাঁকাতে হয়নি।

টীকা ঃ বনূ নাযীর গোত্রের লোকেরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফাদাকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে (অনু.)।

٣٠١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقُرِيءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكُتَيْبَةُ اَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَفِيْهَا صُلْحٌ قُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا الْكُتَيْبَةُ قَالَ اَرْضُ خَيْبَرَ وَهِيَ اَرْبَعُوْنَ اَلْفَ عَذْقٍ.

৩০১৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের কোন এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কোন এলাকা সন্ধির মাধ্যমে দখল করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-হারিস ইবনে মিসকীনের সামনে (কিছু) পাঠ করা হলো। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ইবনে ওয়াহ্‌ব তোমাদেরকে

অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ইবনে শিহাবের সূত্রে মালেক আমাকে বলেছেন, খায়বারের কিছু এলাকা শক্তি প্রয়োগ এবং কিছু এলাকা সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত করা হলো। আমি (ইবনে ওয়াহ্‌ব) মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল-কুতাইবা' বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, খায়বারের জমি। এখানে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ ছিল।

٣٠١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ اَهْلِهَا عَلَى الْجَلاَءِ بَعْدَ الْقِتَالِ.

৩০১৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের পর শক্তি প্রয়োগ করে খায়বার এলাকা জয় করেছেন। যুদ্ধের পর সেখানকার বাসিন্দাদেরকে অবরুদ্ধ দুর্গ থেকে এই শর্তে বাইরে আসতে দেয়া হয় যে, তারা এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যাবে।

٣٠١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَّمَ سَائِرَهَا عَلٰى مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ.

৩০১৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করলেন। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ সেখানে উপস্থিত এবং হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী (কিন্তু খায়বারে) অনুপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

٣٠٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً اِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

৩০২০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি পরবর্তীকালের মুসলমান না থাকতো (অথবা পরবর্তী বংশধরদের কথা চিন্তা না করতাম) তবে আমি যে কোন জনপদই জয় করতাম, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়বার এলাকা বণ্টনের নীতি অনুসারে সাথে সাথে বণ্টন করে দিতাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَبَرِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মক্কা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

٣٠٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ

ادْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِاَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَاَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ.

৩০২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর (দিন) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। মাররুয-যাহরান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি (আবু সুফিয়ান) ইসলাম গ্রহণ করলেন। আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান এমন লোক যে, এই (নেতৃত্বের) গৌরব অর্জনে আগ্রহী। যদি আপনি তার জন্য কিছু করতেন! তিনি বললেন ঃ হাঁ, যে ব্যক্তি (আজ) আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সেও নিরাপদ।

٣٠٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللّٰهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْهُ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ اِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشٍ فَجَلَسْتُ عَلٰى بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَلِّيْ اَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِيْ اَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوْا اِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ فَاِنِّيْ لَاَسِيْرُ اِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ اَبِيْ سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِيْ فَقَالَ اَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ قُلْتُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ قَالَ فَمَا الْحِيْلَةُ قَالَ فَرَكِبَ خَلْفِيْ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

يُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ اِلٰى دُوْرِهِمْ وَاِلَى الْمَسْجِدِ.

৩০২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুজাহিদদের নিয়ে) যখন মাররুয-যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন, আব্বাস (রা) মনে মনে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! তারা এসে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনার পূর্বে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন তবে এটা কুরাইশদের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। আমি (আব্বাস) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের পিঠে বসে মনে মনে বললাম, যদি আমি এমন একজন লোক পেতাম যার মক্কায় যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সে মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানস্থল সম্পর্কে অবহিত করতো এবং তাঁর কাছে এসে তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করতো। এই চিন্তা করতে করতে আমি সওয়ারী অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার কথোপকথন শুনতে পেলাম। আমি বললাম, হে আবু হানযালা। সে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বললো, আবুল ফাদল নাকি? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো, আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক! কি ব্যাপার? আমি বললাম, এই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথের সৈন্যবাহিনী। সে বললো, কি কৌশল অবলম্বন করা যায়? আব্বাস (রা) বলেন, সে (আবু সুফিয়ান) আমার পিছনে সওয়ার হলো এবং তার সঙ্গী ফিরে গেলো। যখন ভোর হলো, আমি তাকে নিয়ে সকাল সকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান এমন লোক যে এই (নেতৃত্ব) গৌরব অর্জনে আগ্রহী, তার জন্য কিছু করুন। তিনি বললেন, হাঁ। যে ব্যক্তি (আজ) আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ; যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে (বাড়ির বাইরে আসবে না) সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদুল হারামে আশ্রয় নিবে সেও নিরাপদ। রাবী বলেন, লোকেরা নিজেদের বাড়ি-ঘর ও মসজিদুল হারামে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

٣٠٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوْا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا قَالَ لاَ.

৩০২৩। ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কা বিজয়ের দিন কি তারা কোন গনীমত লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন, না।

٣٠٢٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا

ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَاَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْاَنْصَارِ قَالَ اُسْلُكُوْا هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلاَ يُشْرِفَنَّ لَكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ اَنَمْتُمُوْهُ فَنَادٰى مُنَادٍ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَعَمَدَ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ فَدَخَلُوا الْكَعْبَةَ فَغَصَّ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ اَخَذَ بِجَنْبَتَيِ الْبَابِ فَخَرَجُوْا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلاَمِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ مَكَّةُ عَنْوَةٌ هِيَ قَالَ اَيْشَ يَضُرُّكَ مَا كَانَتْ قَالَ فَصُلْحٌ قَالَ لاَ.

৩০২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও খালিদ ইবনুল ওলীদকে ঘোড়ায় চড়ে (পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য) পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আনসারদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তারা আসলে তিনি বললেন ঃ তোমরা এই এই পথ ধরে যাও। যে ব্যক্তিই তোমাদের সামনে পড়বে তাকে হত্যা করবে। একজন ঘোষক ঘোষণা করলেন, আজ আর কুরাইশরা অবশিষ্ট থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলো সে নিরাপদ। যে অস্ত্র সমর্পণ করলো সেও নিরাপদ। কুরাইশ নেতারা কা'বা ঘরে ঢোকার ইচ্ছা করলো এবং তাতে ঢুকলো। ফলে তাদের ভীড়ে কা'বা ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে (ইবরাহীমে) নামায পড়লেন, অতঃপর দরজার দু'দিকের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালেন। তারা বের হয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইসলামের বাই'আত গ্রহণ করলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَبَرِ الطَّائِفِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ তায়েফ বিজয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

٣٠٢٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ

الْكَرِيْمِ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ عَقِيْلِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيْفٍ اِذْ بَايَعَتْ قَالَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلاَ جِهَادَ وَاَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ سَيَتَصَدَّقُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ اِذَا اَسْلَمُوْا.

৩০২৫। ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যখন (মদীনায় এসে নবী (সা)-র কাছে) বাই'আত গ্রহণ করলো, তখন তারা কি কি শর্ত আরোপ করলো? তিনি বললেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই শর্ত আরোপ করলো যে, তারা সদাকা (যাকাত) দিবে না এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন সদাকাও (যাকাত) দিবে, জিহাদও করবে।

টীকা ঃ আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র সেনাপতিত্বে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তায়েফ বিজিত হয় (অনু.)।

٣٠٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ مَنْجُوْفٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ لَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُوْنَ اَرَقَّ لِقُلُوْبِهِمْ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يُحْشَرُوْا وَلاَ يُعْشَرُوْا وَلاَ يُجَبُّوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اَنْ لاَ تُحْشَرُوْا وَلاَ تُعْشَرُوْا وَلاَ خَيْرَ فِيْ دِيْنٍ لَيْسَ فِيْهِ رُكُوْعٌ.

৩০২৬। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তাদেরকে তিনি মসজিদে অবস্থান করালেন, যাতে তাদের মন নরম হয়। তারা তাঁর প্রতি শর্ত আরোপ করলো যে, তাদেরকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যাবে না, তাদের কাছ থেকে উশর (উৎপাদিত ফসলের যাকাত) বা যাকাত আদায় করা যাবে না এবং তাদেরকে নামায পড়তেও বাধ্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও উশর প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। তবে যে দীনের মধ্যে রুকূ (নামায) নাই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ اَرْضِ الْيَمَنِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ ইয়ামানের ভূমি সম্পর্কে যেসব নির্দেশ এসেছে

٣٠٢٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِيْ هَمْدَانُ هَلْ اَنْتَ اٰتٍ هٰذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٍ لَنَا فَاِنْ رَضِيْتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ وَاِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمْ فَجِئْتُ حَتّٰى قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِيْتُ اَمْرَهُ وَاَسْلَمَ قَوْمِيْ وَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْكِتَابَ اِلٰى عُمَيْرِ ذِيْ مُرَّانَ قَالَ وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ اِلَى الْيَمَنِ جَمِيْعًا فَاَسْلَمَ عَكٌّ ذُوْ خَيْوَانَ قَالَ فَقِيْلَ لِعَكٍّ اِنْطَلِقْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ مِنْهُ الْاَمَانَ عَلٰى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ فَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَكٍّ ذِيْ خَيْوَانَ اِنْ كَانَ صَادِقًا فِيْ اَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيْقِهِ فَلَهُ الْاَمَانُ وَذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ.

৩০২৭। আমের ইবনে শাহর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইয়ামানের উদ্দেশে) বের হলেন। হামদান গোত্রের লোকেরা আমাকে বললো, তুমি কি আমাদের প্রতিনিধি হয়ে এ লোকটির (রাসূলুল্লাহর) কাছে যাবে? তুমি যেসব ব্যাপারে তাঁর সাথে সমঝোতায় আসবে আমরা তা গ্রহণ করবো। আর যেটাকে তুমি অপছন্দ করবে আমরাও তা অপছন্দ করবো। আমি বললাম, হাঁ, যাবো। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁর ফয়সালা মেনে নিলাম এবং আমার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়ের যি-মাররান (রা)-র কাছে একখানা পত্র লিখালেন। রাবী বলেন, তিনি মালেক ইবনে মুরারা আর-রাহাবীকে সমস্ত ইয়ামনবাসীর নিকট (দীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য) প্রেরণ করলেন। অতঃপর আককু যু-খাইওয়ান ইসলাম কবুল করলো। রাবী বলেন, আক্কু-কে বলা হলো, তুমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁর কাছ থেকে তোমার গ্রাম ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আসো। অতএব সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তার জন্য নিরাপত্তাপত্র লিখালেন। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আককু যি-খাইওয়ানের প্রতি। যদি সে (ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তার গ্রাম, তার ধন-সম্পদ ও তার দাস-দাসীর যিম্মাদারী ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা) এ চিঠির মুসাবিদা লিখেছিলেন।

টীকা ঃ ৬৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের দিকে ইয়ামানের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে (অনু.)।

٣٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ يَعْنِي ابْنَ اَبْيَضَ عَنْ جَدِّهِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ كَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ حِيْنَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا اَخَا سَبَاءٍ لاَ بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ اِنَّمَا زَرْعُنَا الْقُطْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ تَبَدَّتْ سَبَاءُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ بِمَأْرِبَ فَصَالَحَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَبْعِيْنَ حُلَّةَ بَزٍّ مِنْ قِيْمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَاٍ بِمَأْرِبَ فَلَمْ يَزَالُوْا يُؤَدُّوْنَهَا حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوْا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا صَالَحَ اَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلَلِ السَّبْعِيْنَ فَرَدَّ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى مَا وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى مَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ انْتَقَضَ ذٰلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ.

৩০২৮। আবয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, তখন তাঁর সাথে সদাকা (যাকাত) সম্পর্কে আলাপ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে সাবার অধিবাসীগণ! সদাকা অবশ্যই দিতে হবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কৃষি উৎপাদন হলো তুলা। আর 'সাবার' অধিবাসীরা তো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাদের কেউ অবশিষ্ট নেই, শুধু

মা'রিব শহরে মুষ্টিমেয় লোক আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তর জোড়া মু'আফিরী কাপড়ের মূল্যের বিনিময়ে তাদের সাথে সন্ধি করলেন। বাজ্জিল মা'আফিরের (কাপড় উৎপাদনকারী) লোকেরা প্রতি বছর এটা নিয়মিত আদায় করবে। মা'রিবে বসবাসকারী সাবার এই অবশিষ্ট লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত এই কর প্রদান করে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কর্মচারীরা তাঁর সাথে আব্য়াদ ইবনে হাম্মালের সত্তর জোড়া কাপড় প্রদানের চুক্তি লংঘন করে। আবু বাক্র (রা) এটা জানতে পেরে পূর্বের চুক্তিই পুনর্বহাল করলেন। আবু বাক্র (রা)-র মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকলো। আবু বাক্র (রা)-র মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি রহিত হয়ে গেলো এবং তারা অপরাপর মুসলমানদের ন্যায় সদাকা দিতে থাকলো।

টীকা ঃ 'সাবা' কুরআনে উল্লেখিত একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম। এলাকাটি বর্তমান ইয়ামানের অন্তর্ভুক্ত। 'মা'রিব' সাবার রাজধানী ছিল। বিলকিস এ রাজ্যের রাণী ছিলেন (অনু.)।

بَابٌ فِىْ اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদীদের উচ্ছেদের বিবরণ

٣٠٢٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصٰى بِثَلاَثَةٍ فَقَالَ اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَ فَاُنْسِيْتُهَا وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ اَدْرِيْ اَذَكَرَ سَعِيْدٌ الثَّالِثَةَ فَنَسِيْتُهَا اَوْ سَكَتَ عَنْهَا.

৩০২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে ওসিয়াত (উপদেশ) করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের (পৌত্তলিকদের) বহিষ্কার করো। আর আমি যেভাবে রাষ্ট্রদূতদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছি তোমরাও অনুরূপ ব্যবহার করবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। অথবা তিনি বলেছেন, আমি (ইবনে আব্বাস) তা ভুলে গেছি। আল-হুমাইদী (র)-সুফিয়ান (র) বলেন, সাঈদ (র) কি তৃতীয় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং আমি তা বিস্মৃত হয়েছি, না তিনি তা উল্লেখ করা থেকে নীরব থেকেছেন– এ ব্যাপারে আমি কিছু স্মরণ করতে পারছি না।

টীকা ঃ মুশরিকদের বহিষ্কার সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, এ নির্দেশ শুধু মদীনার জন্য প্রযোজ্য ছিল। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, হেজাজ অর্থাৎ মক্কা, মদীনা ও ইয়ামামা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইয়ামান এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ তিনি বলেছেন, আমি ভুলে গেছি অথবা তিনি নীরব থেকেছেন– কথাটার অর্থ এও হতে পারে : অধস্তন রাবী সুলায়মান বলেন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের তৃতীয় বিষয়টি বলা থেকে চুপ থেকেছেন; অথবা সাঈদ বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) তৃতীয় বিষয়টি আমাকে বলেছেন কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। ইমাম মালেক তার 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে তৃতীয় বিষয়টি এরূপ উল্লেখ করেছেন : لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ وَثَنًا يُّعْبَدُ 'আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার কবরকে পূজ্যমূর্তিতে পরিণত করো না' (অনু.)।

٣٠٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ اَتْرُكُ فِيْهَا اِلاَّ مُسْلِمًا.

৩০৩০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি অবশ্যই আরব উপদ্বীপ থেকে ইহূদী-খৃস্টানদের বহিষ্কার করবো। এখানে আমি মুসলমানদের ছাড়া আর কাউকে থাকতে দিবো না।

٣٠٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ.

৩০৩১। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... উপরের হাদীসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু পূর্বের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ।

٣٠٣٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُوْنُ قِبْلَتَانِ فِيْ بَلَدٍ وَّاحِدٍ.

৩০৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একই জনপদে (রাষ্ট্রে) দু'টি কিবলা থাকতে পারে না।

টীকা ঃ এ দ্বারা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)।

٣٠٣٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِيْ اِلٰى اَقْصَى الْيَمَنِ اِلٰى تُخُوْمِ الْعِرَاقِ اِلَى الْبَحْرِ.

৩০৩৩। উমার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, আরব উপদ্বীপের সীমা না হলো ঃ একদিকে ওয়াদিল কুরা থেকে ইয়ামানের সীমান্ত পর্যন্ত এবং অপরদিকে ইরাকের সীমান্ত থেকে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত।

টীকা ঃ আরব সাগর, ভূমধ্য সাগর, দাজলা ও ফোরাত নদী পরিবেষ্টিত এলাকা ; অথবা দৈর্ঘ্যে এডেন থেকে সিরিয়ার সীমান্ত এবং প্রস্থে জেদ্দা থেকে ইরাকের সবুজ-শ্যামল ভূমি পর্যন্ত এলাকা জাযীরাতুল আরাবের (আরব উপদ্বীপের) অন্তর্ভুক্ত (কামূস)।

٣٠٣٤- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِيءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكَ اَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ اَجْلٰى اَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْمَاءَ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلاَدِ الْعَرَبِ فَاَمَّا الْوَادِيْ فَاِنِّىْ اَرٰى اَنَّمَا لَمْ يُجْلِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الْيَهُوْدِ اَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ اَرْضِ الْعَرَبِ. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ اَجْلٰى عُمَرُ يَهُوْدَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.

৩০৩৪। আবু দাউদ (র) বলেন, হারিস ইবনে মিসকীনের সামনে (একটি হাদীস) পাঠ করা হলো। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আশহাব ইবনে আবদুল আযীয বলেন, মালেক বলেছেন, উমার (রা) নাজরানবাসীদের উচ্ছেদ করেছেন কিন্তু তাইমার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করেননি। কেননা এটি আরব উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। ওয়াদিল কুরা সম্পর্কে আমি (মালেক) যতদূর জানি, সেখানকার ইহূদীদের নির্বাসন দেয়া হয়নি। কারণ তারা (উমার) এ এলাকাটিকে আরব উপদ্বীপের অংশ মনে করতেন না। মালেক (র) বলেন, উমার (রা) নাজরান ও ফাদাক এলাকার ইহূদীদের উচ্ছেদ করেছিলেন।

بَابٌ فِيْ اِيْقَافِ اَرْضِ السَّوَادِ وَاَرْضِ الْعَنْوَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ সন্ধির মাধ্যমে এবং জোরপূর্বক দখলকৃত এলাকা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা স্থগিত রাখা

٣٠٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيْزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِيْنَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ اِرْدَبَّهَا وَدِيْنَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ. قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلٰى ذٰلِكَ لَحْمُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

৩০৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন ইরাকবাসীরা তাদের পরিমাপ পদ্ধতি ও দিরহাম ব্যবহার করা বন্ধ করে দিবে। সিরিয়ার অধিবাসীরাও তাদের পরিমাপ পদ্ধতি ও দীনার ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে। মিসরবাসীরাও তাদের পরিমাপ পদ্ধতি ও দীনার ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে। পরে তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছো সেখানেই ফিরে আসবে (অর্থাৎ কাফেররা তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিবে)। অধস্তন রাবী যুহাইর এ কথাটা তিনবার উচ্চারণ করেছেন যে, এ হাদীসের উপর আবু হুরায়রার রক্ত-মাংস সাক্ষী থাকলো।

টীকা ঃ এসব দেশ মদীনার শাসনাধীন এসে যাবে। ফলে উল্লেখিত অঞ্চলের লোকেরা কেন্দ্রের প্রবর্তিত মুদ্রা ও পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধ্য হবে (অনু.)।

٣٠٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَاَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَاَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

৩০৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে কোন জনবসতিতে এসে উপস্থিত হও এবং সেখানে অবস্থান করো (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে কোন এলাকা দখলে আসলে) তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট অংশই পাবে (তা গনীমতরূপে বণ্টিত হবে না)। আর যে কোন জনপদই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো (এবং যুদ্ধ করে তোমরা তা দখল করলে), এখান থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের।

بَابٌ فِيْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ জিয্য়া আদায় করার বর্ণনা

٣٠٣٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى اُكَيْدِرِ دُوْمَةَ فَاَخَذُوْهُ فَاَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

৩০৩৭। আনাস ইবনে মালেক ও উসমান ইবনে আবু সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনুল ওলীদকে দূমাতুল জান্দালের (খৃস্টান শাসক) উকাইদির ইবনে আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে (অভিযানে) প্রেরণ করলেন। তারা (খালিদ ও তার সাথীরা) তাকে গ্রেফতার করে নবী (সা)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। তিনি তার জীবনভিক্ষা দিলেন এবং জিয্য়া দেয়ার শর্তে তার সাথে সন্ধি করলেন।

٣٠٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ.

৩০৩৮। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিলেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (অমুসলিম) ব্যক্তির নিকট থেকে এক দীনার করে জিয্য়া আদায় করবে অথবা এর সমমূল্যের ইয়ামানে উৎপাদিত মু'আফিরী কাপড় আদায় করবে।

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৩০৩৯। মু'আয (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٠٤٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هَانِيْءٍ اَبُوْ نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَئِنْ بَقِيْتُ لِنَصَارٰى بَنِيْ تَغْلِبَ لَاَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَاَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَاِنِّيْ كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنْ لَا يُنَصِّرُوْا اَبْنَاءَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَبَلَغَنِيْ عَنْ اَحْمَدَ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِنْكَارًا شَدِيْدًا. قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَقْرَأْهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِى الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ.

৩০৪০। যিয়াদ ইবনে হুদাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যদি বেঁচে থাকি তবে খৃস্টান বনূ তাগলিব গোত্রের যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে অবশ্যই হত্যা করবো এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করবো। কেননা আমি তাদের ও নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র লিখেছিলাম ঃ "তারা তাদের সন্তানদের খৃস্টান বানাতে পারবে না।"

আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি একটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস। আমি জানতে পারলাম, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হাদীসটি চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারো কারো মতে এটা মাতরূক (পরিত্যক্ত) হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। অধস্তন রাবী আবদুর রহমান ইবনে হানীর কারণে লোকেরা এটাকে মুনকার হাদীস মনে করতেন। আবু আলী বলেন, ইমাম আবু দাঊদ যখন তার এই সংকলন দ্বিতীয়বার পাঠ করে শুনান, তখন তিনি এর মধ্যে উল্লেখিত হাদীসটি আর পাঠ করেননি।

٣٠٤١- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ نَجْرَانَ عَلٰى اَلْفَىْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِيْ صَفَرٍ وَالنِّصْفُ فِيْ رَجَبٍ يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَعَارِيَةِ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا وَثَلاَثِيْنَ فَرَسًا وَثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا وَثَلاَثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ اَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُوْنَ بِهَا وَالْمُسْلِمُوْنَ ضَامِنُوْنَ لَهَا حَتّٰى يَرُدُّوْهَا عَلَيْهِمْ اِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ ذَاتُ غَدْرٍ عَلٰى اَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بِيْعَةٌ وَلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَلاَ يُفْتَنُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوْا حَدَثًا اَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَقَدْ اَكَلُوا الرِّبَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا انْقَضُوْا بَعْضَ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ اَحْدَثُوْا.

৩০৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের সাথে বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় প্রদানের শর্তে সন্ধি স্থাপন করলেন। তারা অর্ধেক কাপড় সফর মাসে এবং বাকি অর্ধেক রজব মাসে মুসলমানদের কাছে পরিশোধ করবে এবং তারা তিরিশটি লৌহবর্ম, তিরিশটি ঘোড়া, তিরিশটি উট এবং প্রত্যেক প্রকারের তিরিশটি করে যুদ্ধাস্ত্র তাদেরকে জিহাদ করার জন্য ধার দিবে। যদি ইয়ামানে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে বা বিদ্রোহ করে তবে তা দমন করার জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে। যুদ্ধের পর মুসলমানরা এগুলো তাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এই ধার দেয়ার বিনিময়ে তাদের (নাজরানের খৃস্টানদের) গীর্জাসমূহ ধ্বংস করা হবে না, তাদের পুরোহিতদের বহিষ্কার করা হবে না এবং তাদের ধর্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। চুক্তির এ শর্তগুলো ততক্ষণই বলবৎ থাকবে যতক্ষণ

তারা কোনরূপ বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি না করবে এবং সুদের ব্যবসায় লিপ্ত না হবে। (অধস্তন রাবী) ইসমাঈল বলেন, নাজরানবাসীরা সুদের কারবারে লিপ্ত হয়ে এ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিল।

بَابٌ فِيْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ মজুসীদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করার বর্ণনা

٣٠٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ اِبْلِيْسُ الْمَجُوْسِيَّةَ.

৩০৪২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পারস্যের অধিবাসীদের নবী যখন মারা গেলেন, ইবলীস তাদেরকে অগ্নিপূজায় লিপ্ত করলো।

٣٠٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ وَاَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ اِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اُقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِيْ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَحَرِيْمِهِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيْرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلٰى فَخِذِهِ فَاَكَلُوْا وَلَمْ يُزَمْزِمُوْا وَاَلْقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ اَوْ بَغْلَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

৩০৪৩। বাজালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহনাফ ইবনে কায়েসের চাচা জাযই ইবনে মু'আবিয়ার কাতেব (সচিব) ছিলাম। উমার (রা)-র মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তার লেখা একখানা পত্র আমাদের হস্তগত হলো। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা করো, প্রত্যেক মুহরিম মুজূসী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করো এবং তাদেরকে যামযামা থেকে বিরত রাখো। আমরা একদিনে তিন জাদুকরকে হত্যা করলাম এবং আল্লাহর কিতাবে (মুহরিম হিসাবে) বিধিবদ্ধ প্রতিটি মজূসী পুরুষ ও তার মুহরিম

স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম। তিনি (জাযই) অনেক খাবার তৈরি করিয়ে পারসিকদের ডাকালেন। তিনি তার উরুর উপর তরবারি রাখলেন। তারা খাবার খেলো কিন্তু যামযামা করলো না। তারা এক অথবা (রাবীর সন্দেহ) দুই খচ্চর বোঝাই রূপা (কর হিসাবে) উপস্থিত করলো। কিন্তু উমার (রা) কখনো মজূসীদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করেননি। যখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাজার' এলাকার মজূসীদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করেছেন তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন।

টীকা ঃ মজূসীরা খাবার গ্রহণের সময় অস্পষ্ট স্বরে যে মন্ত্র পাঠ করতো তার নাম 'যামযামা'(অনু.)।

٣٠٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَسْبَذِيِّيْنَ مِنْ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَهُمْ مَجُوْسُ اَهْلِ هَجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلْتُهُ مَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فِيْكُمْ قَالَ شَرٌّ قُلْتُ مَهْ قَالَ الْاِسْلَامُ اَوِ الْقَتْلُ. قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَتَرَكُوْا مَا سَمِعْتُ اَنَا مِنَ الْاَسْبَذِيِّ.

৩০৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহরাইনের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ওমানের রাজবংশের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। এরা হাজার এলাকার মজূসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে কিছুক্ষণ তাঁর কাছে অবস্থান করলো, অতঃপর বেরিয়ে আসলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের জন্য কি ফয়সালা দিলেন? সে বললো, অবাঞ্ছিত ফয়সালা। আমি বললাম, চুপ করো! সে বললো, হয় ইসলাম গ্রহণ করো অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকেরা আবদুর রহমান (রা)-র বক্তব্যই গ্রহণ করলো এবং আসবাযীর কাছে শ্রুত আমার বক্তব্য বর্জন করলো।

টীকা ঃ আসবাযী বা উসবাযী। শব্দটির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। শাব্দিক অর্থ অশ্ব-পূজারী। (১) উমানের শাসক, (২) অগ্নি-উপাসক, (৩) বাহ্‌রাইনের আসবায নামক এলাকার বাসিন্দা, (৪) পারসিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নাম। উমানের শাসক আল-মুনযির ইবনে সাওয়া আল-আসবাযী (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী (অনু.)।

بَابٌ فِى التَّشْدِيْدِ فِيْ جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ জিয্য়া আদায়ে কঠোরতা করা নিষেধ

٣٠٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلٰى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِّنَ الْقِبْطِ فِيْ اَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا.

৩০৪৫। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা) দেখলেন, হিমসের শাসক কিছু সংখ্যক কিবতীকে তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করার জন্য রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনি বললেন, এ কী? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যারা দুনিয়াতে মানুষকে অকারণ শাস্তি দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

بَابٌ فِىْ تَعْشِيْرِ اَهْلِ الذِّمَّةِ اِذَا اخْتَلَفُوْا بِالتِّجَارَةِ.

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যিম্মীদের ব্যবসায়ের লাভ থেকে উশূর (এক-দশমাংশ শুল্ক) আদায় করা

٣٠٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ اُمِّهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ.

৩০৪৬। হারব ইবনে উবাইদুল্লাহ (র) থেকে তার নানা অর্থাৎ তার মায়ের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (নানা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উশূর (এক-দশমাংশ বাণিজ্য শুল্ক) ইহূদী ও নাসারাদের (ব্যবসায়িক পণ্যের) উপর ধার্য করা হবে এবং মুসলমানদের উপর ধার্য হয় না।

টীকা ঃ দু'টি স্বতন্ত্র পরিভাষা– উশ্‌র (عُشْرٌ এক-দশমাংশ) ও উশূর (عُشُوْرٌ - শুল্ক)। জমির উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ বা উশর মুসলমানদের উপর ধার্য হয়। তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ধার্য হয়। আর অমুসলিমদের ব্যবসায়িক পণ্যের উপর উশূর (বাণিজ্য শুল্ক) ধার্য হয়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে

উক্ত বাণিজ্যশুল্ক আরোপ করা জরুরী নয়, ঐচ্ছিক। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অমুসলিম দেশে বাণিজ্যরত মুসলমানদের উপর বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করা হলে, মুসলিম দেশের অমুসলিমদের উপর বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করা হবে (অনু.)।

٣٠٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَرَاجُ مَكَانَ الْعُشُوْرِ.

৩০৪৭। হারব ইবনে উবাইদুল্লাহ (র) তার সনদ পরম্পরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই (উপরের) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে উশূরের স্থলে খারাজ (খাজনা) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُعَشِّرُ قَوْمِيْ قَالَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى.

৩০৪৮। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বাক্‌র ইবনে ওয়াইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি তার মামার কাছ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে উশূর আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ উশূর ইহূদী ও খৃস্টানদের উপর ধার্য হয়।

٣٠٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ تَغْلِبَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِى الْاِسْلَامَ وَعَلَّمَنِيْ كَيْفَ اٰخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِيْ مِمَّنْ اَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلَّمَا عَلَّمْتَنِيْ قَدْ حَفِظْتُ اِلاَّ الصَّدَقَةَ اَفَاُعَشِّرُهُمْ قَالَ لاَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى النَّصَارٰى وَالْيَهُوْدِ.

৩০৪৯। ছাকীফ গোত্রের হারব ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমাইর (র) থেকে তার নানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (নানা) বনূ তাগলিব গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন। আমার গোত্রের যে সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের কাছ থেকে কিভাবে সদাকা (যাকাত) আদায় করবো তাও তিনি আমাকে শিক্ষা

দিলেন। আমি তাঁর কাছে পুনরায় ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তার সবই আমার মনে আছে। আমি সদাকার বিধান মনে রাখতে পারিনি। আমি কি তাদের কাছ থেকে উশূর আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ না, উশূর কেবলমাত্র ইহুদী-খৃস্টানদের উপর ধার্য হয়।

٣٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا اَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ عُمَيْرٍ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا مُنْكَرًا فَاَقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلَكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوْا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوْا نِسَاءَنَا فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِرْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ اَلاَ اِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِمُؤْمِنٍ وَاَنِ اجْتَمِعُوْا لِلصَّلاَةِ قَالَ فَاجْتَمَعُوْا ثُمَّ صَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَةٍ قَدْ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلاَّ مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلاَ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ وَعَظْتُ وَاَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ بِاِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ اَكْلَ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطَوْكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ.

৩০৫০। সুলাইম গোত্রের ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারে অবতরণ করলাম। তাঁর সাথে যেসব সাহাবা এসেছিলেন তারাও। খায়বার এলাকার সরদার ছিল বিদ্রোহী ও ধুর্ত। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাদের গাধাগুলোকে যবেহ করা, আমাদের ফল খাওয়া এবং আমাদের স্ত্রীলোকদেরকে নির্যাতন করা তোমাদের জন্য কি হালাল? একথা শুনে নবী আলাইহিস সালাম ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি ইবনে আওফকে বললেন ঃ তুমি ঘোড়ায় চড়ে ঘোষণা করে দাও ঃ "কেবলমাত্র মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য জান্নাত হালাল নয়; তোমরা নামাযের জন্য একত্র হও।" রাবী বলেন, তারা (সাহাবাগণ) একত্র হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের

নামায পড়ালেন; অতঃপর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে মত প্রকাশ করবে, আল্লাহ কোন জিনিস হারাম করেননি, শুধু তাই (হারাম করেছেন) যা এই কুরআনে আছে। সাবধান! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কোন কোন ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছি এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছি তা কুরআনেরই অনুরূপ বা তার অতিরিক্ত (অধিক)। আহলে কিতাবদের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা, তাদের স্ত্রীলোকদের নির্যাতন করা এবং তাদের উপর ধার্যকৃত ফল (জিয়্য়া) তোমাদের দিলে তাদের ফল খাওয়া তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা হালাল (জায়েয) করেননি।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমার আদেশ-নিষেধের সংখ্যা কুরআনের আদেশ-নিষেধের সংখ্যার সমান অথবা তার চেয়ে বেশী (অনু.)।

٣٠٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَتَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوْنَكُمْ بِاَمْوَالِهِمْ دُوْنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَيُصَالِحُوْنَكُمْ عَلٰى صُلْحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلاَ تُصِيْبُوْا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذٰلِكَ فَاِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ.

৩০৫১। জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খুব সম্ভব তোমরা এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর বিজয়ী হবে। তারা নিজেদের জীবন ও সন্তানদের রক্ষার জন্য তোমাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিবে। সাঈদ (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, তারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে। তোমরা তাদের কাছ থেকে ধার্যকৃত পরিমাণের অধিক আদায় করো না। কেননা এটা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়।

٣٠٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَخْرٍ الْمَدَنِيُّ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اٰبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩০৫২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কিছু সংখ্যক সন্তান থেকে বর্ণিত। তারা তাদের বাপ-চাচার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যারা ছিল পরস্পর আত্মীয়, তিনি বলেন ঃ সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির উপর যুলুম করবে অথবা তার প্রাপ্য কম দিবে অথবা তার সামর্থ্যের বাইরে তাকে কিছু করতে বাধ্য করবে অথবা তার সম্মতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু আদায় করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষেবাদী হবো।

بَابٌ فِى الذِّمِّىِّ الَّذِيْ يُسْلِمُ فِىْ بَعْضِ السَّنَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বছরের কোন সময় যিম্মী মুসলমান হলে

٣٠٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلٰى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ.

৩০৫৩-৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের উপর জিয্য়া ধার্য হবে না।

٣٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ يَعْنِيْ عَنْ تَفْسِيْرِ هٰذَا فَقَالَ اِذَا اَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ.

৩০৫৪। সুফিয়ান সাওরী (র)-কে উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে তার উপর জিয্য়া ধার্য হবে না।

بَابٌ فِى الْاِمَامِ يُقْبِلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ইমাম (শাসক) কর্তৃক মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ

٣٠٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ لَقِيْتُ بِلاَلاً مُؤَذِّنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ اَنَا الَّذِيْ اَلِيْ ذٰلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اِذَا اَتَاهُ الْاِنْسَانُ

مُسْلِمًا فَرَاٰهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِيْ فَانْطَلِقْ فَاسْتَقْرِضْ فَاشْتَرِيْ لَهُ الْبُرْدَةَ فَاكْسُوْهُ وَاَطْعِمْهُ حَتّٰى اعْتَرَضَنِيْ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ يَا بِلَالُ اِنَّ عِنْدِيْ سَعَةً فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ مِنِّيْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِاُؤَذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَاِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ اَقْبَلَ فِيْ عِصَابَةٍ مِّنَ التُّجَّارِ فَلَمَّا اَنْ رَاٰنِيْ قَالَ يَا حَبَشِيُّ قُلْتُ يَا لَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِيْ وَقَالَ لِيْ قَوْلاً غَلِيْظًا وَقَالَ لِيْ اَتَدْرِيْ كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ قَرِيْبٌ قَالَ اِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَرْبَعٌ فَاخُذُكَ بِالَّذِيْ عَلَيْكَ فَاَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَخَذَ فِيْ نَفْسِيْ مَا يَأْخُذُ فِيْ اَنْفُسِ النَّاسِ حَتّٰى اِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لِيْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِيْ كُنْتُ اَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِيْ عَنِّيْ وَلاَ عِنْدِيْ وَهُوَ فَاضِحِيْ فَأْذَنْ لِيْ اَنْ ابِقَ اِلٰى بَعْضِ هٰؤُلَاءِ الْاَحْيَاءِ الَّذِيْنَ قَدْ اَسْلَمُوْا حَتّٰى يَرْزُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَسُوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِيْ عَنِّيْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا اَتَيْتُ مَنْزِلِيْ فَجَعَلْتُ سَيْفِيْ وَجِرَابِيْ وَنَعْلِيْ وَمِجَنِّيْ عِنْدَ رَأْسِيْ حَتّٰى اِذَا انْشَقَّ عَمُوْدُ الصُّبْحِ الْاَوَّلِ اَرَدْتُ اَنْ اَنْطَلِقَ فَاِذَا اِنْسَانٌ يَسْعٰى يَدْعُوْ يَا بِلَالُ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَاِذَا اَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ اَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ اَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْاَرْبَعَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ اِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَاِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا اَهْدَاهُنَّ اِلَيَّ عَظِيْمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِى الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ قُلْتُ قَدْ قَضَى اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ اَفَضَلَ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ انْظُرْ اَنْ تُرِيْحَنِيْ مِنْهُ فَاِنِّيْ لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ اَهْلِيْ حَتّٰى تُرِيْحَنِيْ مِنْهُ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِيْ فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِيْ لَمْ يَأْتِنَا اَحَدٌ فَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيْثَ حَتّٰى اِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْغَدِ دَعَانِيْ قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ اَرَاحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ شَفَقًا مِنْ اَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلٰى اِمْرَأَةٍ اِمْرَأَةٍ حَتّٰى اَتٰى مَبِيْتَهُ فَهٰذَا الَّذِيْ سَأَلْتَنِيْ عَنْهُ.

৩০৫৫। আবদুল্লাহ আল-হাওযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলেপ্পোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন বিলাল (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি বললাম, হে বিলাল! আমাকে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ কিভাবে চলতো? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (রাসূল হিসাবে) প্রেরণের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর পরিবারের যাবতীয় ব্যাপারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলাম। তাঁর কাছে যখন কোন মুসলমান আসতো এবং তিনি তাকে বস্ত্রহীন দেখতেন, আমাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন এবং আমি কর্জ করার জন্য বের হয়ে পড়তাম। আমি তার জন্য কাপড় কিনে নিয়ে এসে তাকে পরিয়ে দিতাম এবং আহার করাতাম। এমতাবস্থায় মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, হে বিলাল! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। তুমি অন্য কারো কাছে ধার না করে আমার কাছ থেকে কর্জ নিও। অতএব আমি তাই করলাম।

ইতিমধ্যে আমি একদিন উযু করে নামাযের আযান দেয়ার জন্য উঠলাম। এমন সময় মুশরিক লোকটি একদল ব্যবসায়ীর সাথে এসে উপস্থিত হলো। সে আমাকে দেখামাত্র বললো, হে হাবশী। আমি বললাম, উপস্থিত আছি। সে আমাকে কটূক্তি করাতে আমার মনে খুব বাঁধলো। সে আমাকে আরো বললো, তুমি কি জানো, তোমার ও এই মাসের মাঝে কত দিন বাকী আছে? আমি বললাম, নিকটেই (ঋণ পরিশোধের সময়)। সে

বললো, তোমার ও তার (ঋণ পরিশোধের সময়ের) মাঝে চার দিনের ব্যবধান আছে। মাসশেষে আমি তোমাকে আমার দেয়া ঋণের পরিবর্তে ধরে নিয়ে যাবো; অতঃপর মেষপালের রাখাল নিযুক্ত করে তোমাকে তোমার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবো।

অন্যান্য লোকের মত স্বভাবতই আমাকে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার পেয়ে বসলো। এ অবস্থায় আমি যখন ইশার নামায আদায় করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিজনের কাছে ফিরে আসলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি তা মঞ্জুর করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি যে মুশরিক ব্যক্তির কাছ থেকে কর্জ নিয়েছিলাম সে আমাকে এই এই কথা বলেছে। আমার এই ঋণ পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য আপনারও নেই, আমারও নেই। সে আমাকে অপদস্থ করে ছাড়বে। আপনি আমাকে ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে এরূপ যে কোন মুসলিম জনপদে পলায়ন করার অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচুর সম্পদের ব্যবস্থা করে দেয়া পর্যন্ত, যা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ করা যাবে, ততোদিন আমাকে আত্মগোপনের অনুমতি দিন।

একথা বলে আমি আমার ঘরে চলে আসলাম। আমি আমার তরবারি, মোজা, জুতা ও ঢাল গুছিয়ে আমার মাথার কাছে রাখলাম। ইচ্ছা ছিল, ভোরের আভা ফুটে উঠলেই বের হয়ে পড়বো। হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে আমাকে বললো, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে স্মরণ করেছেন। আমি রওয়ানা হয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। দেখি কি, চারটি উট পিঠে বোঝাই মাল নিয়ে বসে আছে। আমি অনুমতি চাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহ তা'আলা তোমার দেনা পরিশোধ করার জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন। পুনরায় তিনি বললেন ঃ তুমি কি বসা এই চারটি জন্তু দেখতে পাচ্ছো না? আমি বললাম, হাঁ, দেখছি। তিনি বললেন ঃ এই উট এবং এদের পিঠে বোঝাই সব মাল তোমার জন্য। এদের পিঠ বোঝাই বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য– এগুলো ফাদাকের শাসক আমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো নিয়ে তোমার দেনা পরিশোধ করো। আমি তাই করলাম (নিয়ে নিলাম এবং দেনা পরিশোধ করলাম)।

অতঃপর বিলাল (রা) বললেন, আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে যে মাল আছে তার অবস্থা কি, দেনা কি পরিশোধ হয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত দেনা পরিশোধ করার তৌফিক দিয়েছেন। এখন আর কিছু বাকি নাই। তিনি বললেন ঃ কিছু মাল অবশিষ্ট আছে কি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ অবশিষ্ট মাল তাড়াতাড়ি ব্যয় করো। তুমি যতক্ষণ আমাকে এই অবশিষ্ট মাল থেকে রেহাই না দিবে, ততক্ষণ আমি আমার পরিবারের কারো কাছে যাবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়ে আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছের মালের অবস্থা কি? আমি বললাম, তা আমার কাছেই আছে। কোন লোকই আমার কাছে আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই রাত কাটালেন। রাবী হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করলেন। এমনকি পরবর্তী দিনের ইশার নামায পড়ে তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছের অবশিষ্ট মালের অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে তা থেকে চিন্তামুক্ত করেছেন। তিনি তাকবীর বললেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, হয়তো তাঁর মৃত্যু হয়ে যাবে অথচ ঐ মাল তাঁর কাছে থেকে যাবে। অতঃপর আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসে এক এক করে তাদের প্রত্যেককে সালাম দিলেন, এভাবে তিনি তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। এই হলো ঘটনা যা তুমি (আবদুল্লাহ আল-হাওযানী) আমাকে জিজ্ঞেস করেছো।

টীকা ঃ 'আলেপ্পো' সিরিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পর বিলাল (রা) মদীনা থেকে এখানে চলে আসেন (অনু.)।

٣٠٥٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِمَعْنٰى اِسْنَادِ اَبِيْ تَوْبَةَ وَحَدِيْثِهِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَا يَقْضِيْ عَنِّيْ فَسَكَتَ عَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَمَزْتُهَا.

৩০৫৬। মু'আবিয়া (র) থেকে আবু তাওবার সূত্রে (উপরে) বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে, বিলাল বললেন, ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য আপনারও নাই আমারও নাই। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। এ অবস্থাটা আমার কাছে খুব অসহনীয় ও কঠিন মনে হলো।

٣٠٥٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ اَهْدَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ اَسْلَمْتَ قُلْتُ لاَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِالْمُشْرِكِيْنَ.

৩০৫৭। ইয়াদ ইবনে হিমার থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উষ্ট্রী উপঢৌকন দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইসলাম কবুল করেছ? আমি বললাম, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

টীকা ঃ সামাজিক ও মানবিক সৌজন্য রক্ষার্থে অমুসলিম ব্যক্তির উপহারাদি গ্রহণ এবং তাকেও উপহারাদি প্রদান জায়েয। ইয়াদ ইবনে হিমার পরে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন (অনু.)।

بَابٌ فِيْ اِقْطَاعِ الْاَرَضِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ জায়গীর হিসাবে কাউকে জমি দান করা

٣٠٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَهُ اَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

৩০৫৮। ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামাওত এলাকায় তাকে একখণ্ড জমি জায়গীর হিসাবে দান করেছিলেন।

٣٠٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

৩০৫৯। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) নিজ সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ اَزِيْدُكَ اَزِيْدُكَ.

৩০৬০। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আমাকে ঘর তোলার জন্য একখণ্ড জমি দিলেন এবং তীরের ফলা দিয়ে এর সীমা চিহ্নিত করে দিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাকে আরো দিবো, আরো দিবো।

টীকা ঃ "আরো দিবো, আরো দিবো" কথাটার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা ঃ এ পরিমাণ কি তোমার জন্য যথেষ্ট না, আরো দিবো? এটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর চেও না; আপাতত এটুকুই লও, পরে আরো দিবো (অনু.)।

٣٠٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اِلَّا الزَّكَاةُ اِلَى الْيَوْمِ.

৩০৬১। রবী'আ ইবনে আবূ আবদুর রহমান (র) একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানীকে আল-ফুর' অঞ্চলের আল-'কাবালিয়া' নামক স্থানের খনিসমূহ জায়গীরস্বরূপ দান করেছিলেন। আজ পর্যন্ত এর উপর যাকাত ছাড়া অন্য কিছু ধার্য করা হয়নি।

টীকা ঃ ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে, খনিজ দ্রব্যের যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে, খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে। বর্তমান কালে জনস্বার্থে খনিজ সম্পদের মালিক হয় সরকার। অতএব তাতে যাকাত বা খুমুস আরোপের প্রশ্ন উঠে না (অনু.)।

٣٠٦٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا. وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَعْطٰى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِلاَلَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ اَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلٰى بَنِى الدِّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

৩০৬২। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাইনা গোত্রের বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্ন ভূমির খনিসমূহ (জায়গীরস্বরূপ) দান করেছিলেন। তিনি তাকে কুদস পাহাড়ের কৃষিভূমিও দান করেছিলেন। আব্বাস ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী 'জালসিয়া' ও 'গাওরিয়া' শব্দের স্থলে পর্যায়ক্রমে 'জালসা' ও 'গাওরা' শব্দের উল্লেখ করেছেন। তিনি কোন মুসলমানের মালিকানাধীন জমি তাকে দান করেননি বা এ জমির উপর কোন মুসলমানের মালিকানা স্বত্ব ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (হারিসকে) একটি সনদও লিখে দিয়েছিলেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ মুযাইনা গোত্রের বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্নভূমির খনিসমূহ এবং কুদস পাহাড় সংলগ্ন কৃষিভূমি (জায়গীরস্বরূপ) দান করেছেন। তিনি কোন মুসলমানের হক তাকে দান করেননি। অন্যান্য রাবী জালসিয়া ও গাওরিয়ার পরিবর্তে জালসা ও গাওরা শব্দ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ মহানবী (সা) তাকে এটা দান বা উপঢৌকনস্বরূপ দিয়েছিলেন। তাই এতে মুসলমানদের হক এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) ধার্য করা হয়নি (অনু.)।

٣٠٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْحُنَيْنِيَّ قَالَ قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِي كِتَابَ قَطِيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَا اَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ اَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. زَادَ ابْنُ النَّضْرِ وَكَتَبَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

৩০৬৩। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাইনা গোত্রের বিলাল ইবনুল হারিসকে কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্ন ভূমির খনিসমূহ (জায়গীর হিসাবে) দান করেছিলেন। ইবনুন নাদর (র) তার বর্ণনায় বলেন, এর (কাবালিয়ার) সংলগ্ন ভূমি এবং যাতুন-নুসুব এলাকাও। অতঃপর উভয় রাবী একইরূপ বর্ণনা করেছেন এবং কুদস পাহাড়ের কৃষিভূমিও। তিনি বিলাল ইবনুল হারিসকে কোন মুসলমানের হক দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে দিয়েছিলেন ঃ বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবালিয়ার উচ্চ ও নিম্ন ভূমির খনিসমূহ এবং এর সংলগ্ন কুদস পাহাড়ের কৃষিভূমি দান করলেন। তিনি তাকে কোন মুসলমানের মালিকানাধীন জমি দান করেননি। ইবনে আব্বাসও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনুন নাদরের বর্ণনায় আরো আছে, মহানবী (সা)-এর দানপত্রটি উবাই ইবনে কা'ব (রা) লিখেছিলেন।

٣٠٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ عَنْ سُمَىٍّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ اَبْيَضَ ابْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ. قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِيْ بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا اَنْ وَلّٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ اِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمٰى مِنَ الْاَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ اَخْفَافُ الْاِبِلِ.

৩০৬৪। আব্ইয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি তাঁর কাছে দান হিসাবে 'লবন কূপটি' চাইলেন। ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, এটা মা'রিবে (ইয়ামানে) অবস্থিত ছিল। তিনি (নবী) তাকে তা দান করলেন। আব্ইয়াদ যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, আপনি কি জানেন তাকে কী দান করেছেন? আপনি তাকে প্রস্রবণের (ঝরণার) অফুরন্ত পানি দিয়েছেন। তিনি (লোকটি) বলেন, অতঃপর তিনি (নবী) তার কাছ থেকে এটা ফেরত নিলেন। তিনি বলেন, আব্ইয়াদ তাঁকে এও জিজ্ঞেস করেন, আরাক গাছের কোনটি রক্ষিত করা যায়। তিনি বললেন ঃ যা ক্ষুর পায় না। ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, ক্ষুর বলতে উটের পায়ের ক্ষুর বুঝানো হয়েছে।

টীকা ঃ 'প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি দিয়েছেন' অর্থাৎ প্রস্রবণের পানি যেভাবে অনায়াসে পাওয়া যায়, এ কূপের লবণও তেমনি অনায়াসে পাওয়া যায়। যেসব খনিজ দ্রব্য অল্প পরিশ্রমেই তোলা যায় তা সরকারী মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। 'উটের ক্ষুর পায়না' অর্থাৎ উট তার মাথা উপরে উত্তোলন করে গাছের যতখানি তার নাগালে পায়, তার পাতা খায়। আরাক গাছের পাতা উটের খাদ্য। তাই এটা ব্যক্তিবিশেষকে রক্ষিত করে রাখার অধিকার দেয়া হয়নি (অনু.)।

٣٠٦٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ مَا لَمْ تَنَلْهُ اَخْفَافُ الْاِبِلِ يَعْنِيْ اِنَّ الْاِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهٰى رُئُوْسِهَا وَيُحْمٰى مَا فَوْقَهُ.

৩০৬৫। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মাখযূমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যা

উটের ক্ষুর পায় না' অর্থাৎ উট তার নাগালে (আরাক গাছের) যতখানি পায় ততখানি খায়, এর উপরে যা থাকে তা রক্ষিত করা যায় (অনু.)।

٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِمَى الْاَرَاكِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِمٰى فِى الْاَرَاكِ فَقَالَ اَرَاكَةٌ فِيْ حِظَارِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حِمٰى فِى الْاَرَاكِ قَالَ فَرَجٌ يَعْنِيْ بِحِظَارِى الْاَرْضَ الَّتِيْ فِيْهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا.

৩০৬৬। আব্ইয়াদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরাক গাছ সমৃদ্ধ ভূমি তাকে দান করার জন্য আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আরাক গাছের ভূমি ব্যক্তিগত ... দেয়া যায় না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তা আমার জমির প্রাচীরের মধ্যে থাকলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আরাক গাছ সমৃদ্ধ ভূমি রক্ষিত করা যায় না। ফারাজ (রাবী) বলেন, হিদার (حِظَارٌ) হলো চারদিক ঘেরা কৃষি জমি।

٣٠٦٧- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا ثَقِيْفًا فَلَمَّا اَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِيْ خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ حِيْنَئِذٍ عَهْدَ اللّٰهِ وَذِمَّتَهُ اَنْ لاَ يُفَارِقَ هٰذَا الْقَصْرَ حَتّٰى يَنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ صَخْرٌ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ ثَقِيْفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلٰى حُكْمِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَا مُقْبِلٌ اِلَيْهِمْ وَهُمْ فِيْ خَيْلٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَدَعَا لِاَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاَحْمَسَ فِيْ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا وَاَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّ صَخْرًا اَخَذَ عَمَّتِيْ وَدَخَلَتْ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ اِلَى الْمُغِيْرَةِ عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ وَسَأَلَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِبَنِيْ سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَتَرَكُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَنْزِلْنِيْهِ اَنَا وَقَوْمِيْ قَالَ نَعَمْ فَاَنْزَلَهُ وَاَسْلَمَ يَعْنِي السُّلَمِيِّيْنَ فَاَتَوْا صَخْرًا فَسَأَلُوْهُ اَنْ يَّدْفَعَ اِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَاَبَوْا فَاَتَوْا نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَسْلَمْنَا وَاَتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ اِلَيْنَا مَاءَنَا فَاَبٰى عَلَيْنَا فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا اَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ اِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ قَالَ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذٰلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ اَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَاَخْذِهِ الْمَاءَ.

৩০৬৭। উসমান ইবনে আবু হাযেম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা সাখর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সাখর (রা) যখন এটা জানতে পারলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যের জন্য কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিনা বিজয়ে ফিরে আসতে দেখলেন। তখন সাখর (রা) আল্লাহর নামে শপথ করলেন এবং নিজে দায়িত্ব নিলেন যে, যতক্ষণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দুর্গ থেকে বের হয়ে না আসবে ততক্ষণ তিনি তা অবরোধ করে রাখবেন। ব্যাপার তাই হলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। তখন সাখর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে চিঠি লিখলেন ঃ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর, হে আল্লাহর রাসূল! ছাকীফ গোত্রের লোকেরা আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করেছে। আমি তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা ঘোড়সওয়ার অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পেরে জামা'আতে নামায পড়ার জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি

আহ্‌মাস গোত্রের জন্য দশবার দু'আ করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আহমাস গোত্রের ঘোড়া ও জনশক্তিতে বরকত দিন'।

অতঃপর সব লোক তাঁর কাছে আসলো। তাদের পক্ষ থেকে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! সাখর (রা) আমার ফুফুকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন ঃ হে সাখর! যখন কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের রক্তের (জীবনের) ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে। মুগীরার ফুফুকে তার কাছে ফেরত দাও। তিনি (সাখর) তাকে মুগীরার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি (সাখর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বনূ সুলাইম গোত্রের পানির কূপটি প্রার্থনা করলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার ভয়ে এই কূপ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল। সাখর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে ও আমার গোত্রকে এই কূপের কাছে বসবাস করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। তিনি তাদেরকে সেখানে বসবাস করার অনুমতি দিলেন।

ইতিমধ্যে সুলাইম গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা তার (সাখর) কাছে এসে তাদের কূপ ফেরত চাইলো। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর সাখরের কাছে এসে আমাদের কূপটি ফেরত চাইলাম, কিন্তু তিনি তা ফেরত দিতে রাজী নন। নবী (সা) তাকে ডেকে এনে বললেন ঃ হে সাখর! কোন সম্প্রদায় যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করে। সুতরাং তাদের পানির কূপটি তাদেরকে ফেরত দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! ঠিক আছে (ফেরত দিচ্ছি)। এ সময় আমি লক্ষ্য করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। কারণ সাখরের কাছ থেকে বাঁদী (মুগীরার ফুফু) ও কূপ ফেরত নেয়া হয়েছিল। (অর্থাৎ সাখর (রা) দুর্গ অধিকার করলেন, কিন্তু তাকে কোন প্রতিদান দেয়া গেলো না। উপরন্তু ঐ দু'টি জিনিসও তার কাছ থেকে ফেরত নেয়া হলো)।

٣٠٦٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ سَبُرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْجُهَنِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَاَقَامَ ثَلاَثًا ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى تَبُوْكَ وَاِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوْهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ ذِى الْمَرْوَةِ فَقَالُوْا بَنُوْ رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ اَقْطَعْتُهَا لِبَنِيْ رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَمْسَكَ فَعَمِلَ ثُمَّ

سَأَلْتُ اَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ بِبَعْضِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْنِيْ بِهِ كُلِّهِ.

৩০৬৮। সাবুরা ইবনে আবদুল আযীয ইবনুর রবী' আল-জুহানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুহাইনা গোত্রের বসতিতে) একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে মসজিদের স্থানে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি তাবূকের দিকে রওয়ানা হলেন। জুহাইনা গোত্রের লোকেরা এক প্রশস্ত ভূমিতে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলো। তিনি তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে কারা বসবাস করে? তারা বললো, জুহাইনা গোত্রের উপগোত্র বনূ রিফা'আ। তিনি বললেন ঃ আমি এ জমিটা বনূ রিফা'আকে দিলাম। তারা এটা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলো। তাদের মধ্যে কেউ নিজ অংশ বিক্রি করে দিল আবার কেউ বিক্রি করলো না। তারা এতে কৃষিকাজ করলো। ইবনে ওয়াহ্ব (র) বলেন, আমি সাবুরার পিতা আবদুল আযীযকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কাছে এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

টীকা ঃ 'দাওমা' শব্দের অর্থ মোটা গাছ, ঘন বৃক্ষরাজী, মাকাল ফলের গাছ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এখানে তখন মসজিদ ছিলো না। পরবর্তী কালে তা নির্মিত হয়েছে (অনু.)।

٣٠٦٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ اٰدَمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلاً.

৩০৬৯। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার স্বামী) যুবায়েরকে এক খণ্ড খেজুর বাগান জায়গীরস্বরূপ দান করেছিলেন।

٣٠٧٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ اَبِيْهِمَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُمَا قَالَتْ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَقَدَّمَ صَاحِبِيْ تَعْنِيْ حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ عَلَيْهِ وَعَلٰى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِيْ تَمِيْمٍ بِالدَّهْنَاءِ اَنْ لاَ يُجَاوِزَهَا اِلَيْنَا مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ

مُسَافِرٌ اَوْ مُجَاوِزٌ فَقَالَ اُكْتُبْ لَهُ يَا غُلاَمُ بِالدَّهْنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ اَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِيْ وَهِيَ وَطَنِيْ وَدَارِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الاَرْضِ اِنْ سَأَلَكَ اِنَّمَا هٰذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَاَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمْسِكْ يَا غُلاَمُ صَدَقَتِ الْمِسْكِيْنَةُ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمُ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْفُتْيَانِ.

৩০৭০। উলাইবার কন্যাদ্বয় সফিয়া ও দুহাইবা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে মাখরামার কন্যা কাইলা (রা)-র তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি তাদের পিতার দাদী ছিলেন। তিনি তাদের উভয়কে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমার সঙ্গী বাক্‌র ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের প্রতিনিধি হুরাইস ইবনে হাসসান অগ্রসর হয়ে নিজের ও তার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণের বাই'আত কবুল করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও বনূ তামীম গোত্রের মধ্যে আদ-দাহনাকে সীমান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে দিন। তাদের কেউ এ স্থানটি অতিক্রম করে আমাদের এদিকে আসতে পারবে না, তবে পথিক ও মুসাফিরের কথা স্বতন্ত্র। তিনি বললেন ঃ হে যুবক! তাকে আদ-দাহনা সম্পর্কে লিখে দাও। কাইলা (রা) বলেন, আমি যখন দেখলাম, তিনি তাকে ঐ স্থানটি লিখে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে ফেলেছেন, তখন আমার চিন্তা হলো। কেননা আদ-দাহনা ছিল আমার জন্মভূমি। এখানেই রয়েছে আমার ঘরবাড়ী। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার কাছে সঠিক সীমানা ইনসাফ সহকারে বলেনি। এই আদ-দাহনা হচ্ছে উট বাঁধার এবং বকরী চরাবার জায়গা বা চারণভূমি। বনূ তামীম গোত্রের নারী ও শিশুরা এর পিছনেই রয়েছে (অর্থাৎ এর পাশেই তাদের বসবাস)। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ হে যুবক! থামো (লিখো না)। এ মহিলাটি সত্যিই বলেছে। মুসলমান পরস্পরের ভাই। একজনের পানি এবং গাছের দ্বারা অন্যজন উপকৃত হবে এবং বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করবে।

٣٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ جُنُوْبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ اُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ اُمِّهَا عَقِيْلَةَ بِنْتِ اَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ اَبِيْهَا اَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ اِلٰى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ اِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّوْنَ.

৩০৭১। আসমার ইবনে মুদাররিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (ইসলামের) বাই'আত গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পানির উৎসের কাছে সর্বপ্রথম পৌছেছে, যার কাছে তার পূর্বে অন্য কোন মুসলমান পৌছেনি, তা তারই। রাবী বলেন, লোকেরা বেরিয়ে পড়লো এবং (পানিতে নিজের মালিকানা লাভ করার জন্য একে অপরের আগে) নিশান দিতে লাগলো।

٣٠٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَاَجْرٰى فَرَسَهُ حَتّٰى قَامَ ثُمَّ رَمٰى بِسَوْطِهِ فَقَالَ اَعْطُوْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

৩০৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের (রা)-কে তার ঘোড়ার এক দৌড় পরিমাণ জমিন জায়গীরস্বরূপ দান করলেন। তিনি তার ঘোড়া ছুটালেন, অতঃপর তা থেমে গেলো, তিনি সেখানে তার চাবুক নিক্ষেপ করলেন। নবী (সা) বললেন ঃ তাকে তার চাবুক পৌছার স্থান পর্যন্ত দাও।

بَابٌ فِيْ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ পতিত জমি আবাদ করা

٣٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

৩০৭৩। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পতিত জমি আবাদ করবে তা তারই হবে। অন্যায়ভাবে দখলকারীর পরিশ্রমের কোন প্রাপ্য (মূল্য) নেই।

٣٠٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ اَحَدُهُمَا نَخْلاً فِيْ اَرْضِ الْاٰخَرِ فَقَضٰى لِصَاحِبِ الْاَرْضِ بِاَرْضِهِ وَاَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ اَنْ يُّخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَاِنَّهَا لَتُضْرَبُ اُصُوْلُهَا بِالْفُؤُسِ وَاِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتّٰى اُخْرِجَتْ مِنْهَا.

৩০৭৪। ইয়াহ্ইয়া ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেই তার মালিক হবে। হাদীসটি উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উরওয়া (র) বলেন, যিনি আমাকে এই হাদীসটি বলেছেন, তিনি আমাকে আরো অবহিত করেছেন যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য আসলো। তাদের একজন অন্যজনের জমিতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। তিনি জমির মালিকের পক্ষে জমি তারই বলে রায় দিলেন এবং খেজুর গাছের মালিককে জমি থেকে গাছ তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, আমি দেখলাম, গাছটির গোড়ায় অবিরত কোদাল পড়ছে। গাছটি বেশ লম্বা ছিল। অবশেষে সেখান থেকে গাছটি তুলে ফেলা হলো।

٣٠٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكْثَرُ ظَنِّيْ اَنَّهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ فَاَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِيْ اُصُوْلِ النَّخْلِ.

৩০৭৫। ইবনে ইসহাক (র) তার নিজস্ব সনদসূত্রে অনুরূপ (উপরে উল্লেখিত) হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় আছে, উরওয়া (র) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলেছেন। আমার ধারণায় খুব সম্ভব তিনি হলেন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম, লোকটি খেজুর গাছের জড় কাটছে।

٣٠٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْاٰمُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَضٰى اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضُ اللّٰهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا جَاءَنَا بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ.

৩০৭৬। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন ঃ জমিনও আল্লাহর, বান্দাহও আল্লাহর। যে ব্যক্তি পতিত জমি কৃষি উপযোগী করবে সে-ই এর অগ্রগণ্য প্রাপক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীস আমাদের কাছে এমন লোকেরাই নিয়ে এসেছেন, যারা তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্য নামায নিয়ে এসেছেন।

টীকা ঃ এর অর্থ হাদীসটি খুবই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত (অনু.)।

٣٠٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلٰى اَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

৩০৭৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মালিকানাহীন) জমির চারপাশে দেয়াল (আল) বেঁধেছে তা তারই প্রাপ্য।

٣٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ الْعِرْقُ الظَّالِمُ اَنْ يَّغْرِسَ الرَّجُلُ فِيْ اَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذٰلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا اَخَذَ وَاحْتَفَرَ وَغَرَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

৩০৭৮। মালেক (র) থেকে বর্ণিত। হিশাম (র) বলেন, অন্যায়ভাবে দখলকারী ঐ ব্যক্তি, যে নিজের অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অন্যের জমিতে গাছ লাগায়। মালেক (র) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (কারো) পতিত জমি থেকে কিছু নেয়, এতে গর্ত খনন করে অথবা কিছু রোপণ করে সে-ই যালেম।

٣٠٧٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيٰى عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوْكَ فَلَمَّا اَتٰى وَادِي الْقُرٰى اِذَا امْرَأَةٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ اُخْرُصُوْا فَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اَحْصِيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَيْنَا تَبُوْكَ فَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِيْ بِبَحْرِهِ قَالَ فَلَمَّا اَتَيْنَا وَادِي الْقُرٰى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ كَانَ فِيْ حَدِيْقَتِكِ قَالَتْ عَشْرَةَ اَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ.

৩০৭৯। আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। যখন তিনি ওয়াদিল কুরা এলাকায় পৌঁছলেন, এক মহিলাকে তার বাগানের মধ্যে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন ঃ এ বাগানে কি পরিমাণ ফল হতে পারে তা অনুমান করো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই (বাগানের ফল) দশ ওয়াসাক অনুমান করলেন। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল হয় তা ওজন করে দেখবে। আমরা তাবূকে এসে পৌঁছলাম। আইলার সামন্ত-রাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর উপহার পাঠালেন। তিনি রাজাকে একটি চাদর দিলেন এবং জিয্য়ার বিনিময়ে তার এলাকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করে তাকে সনদপত্র লিখে পাঠালেন। রাবী বলেন, আমরা যখন ওয়াদিল কুরায় প্রত্যাবর্তন করলাম, তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ তোমার বাগানে কতো ফল এসেছে? সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশ ওয়াসাক অনুমান করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি খুব তাড়াতাড়ি মদীনায় পৌঁছতে চাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে আমার সাথে দ্রুত (মদীনায়) পৌঁছতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি রওয়ানা করে।

٣٠٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُوْمٍ عَنْ زَيْنَبَ اَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِيْنَ مَنَازِلَهُنَّ اَنَّهَا تَضِيْقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرِجْنَ مِنْهَا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُوَرَّثَ دُوْرَ الْمُهَاجِرِيْنَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ.

৩০৮০। যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উঁকুন তুলছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে উসমান ইবনে আফফান (রা)-র স্ত্রী এবং কতক মুহাজির স্ত্রীলোকও উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের বাসস্থানের অপর্যাপ্ততা ও সংকীর্ণতার অভিযোগ তাঁর কাছে পেশ করলেন। তাদেরকে (স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসগণ কর্তৃক) ঘর থেকে বহিষ্কার করা হতো। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন ঃ মুহাজিরদের (মৃত্যুর পর) তাদের স্ত্রীগণ তাদের বাসস্থানের উত্তরাধিকারী হবে। অতএব আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ইন্তেকাল করলে তার স্ত্রী তার মদীনার বাসস্থানের ওয়ারিস হলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّخُوْلِ فِيْ اَرْضِ الْخَرَاجِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ খাজনা ধার্যকৃত জমি ক্রয় করা

٣٠٨١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِيْ عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِىءَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩০৮১। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (কোন কাফেরের নিকট থেকে) জিযয়ার জমি ক্রয় করেছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হলো।

٣٠٨٢- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ اَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِيْ سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِيْ شَبِيْبُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْاِسْلاَمَ ظَهْرَهُ قَالَ فَسَمِعَ مِنِّيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِيْ اَشَبِيْبٌ حَدَّثَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ اِلَيَّ بِالْحَدِيْثِ قَالَ فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَاَعْطَيْتُهُ فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِيْ يَدَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ حِيْنَ

سَمِعَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبُ شُعْبَةَ.

৩০৮২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিয়্য়া আরোপিত জমি ক্রয় করে সে তার হিজরত বাতিল করলো। আর যে ব্যক্তি কোন কাফেরের অমর্যাদা তার ঘাড় থেকে নিজ ঘাড়ে তুলে নিলো, সে যেন ইসলাম থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। অধস্তন রাবী সিনান (র) বলেন, খালিদ ইবনে মা'দান আমার কাছে এ হাদীসটি শুনলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শাবীব কি তোমাকে এ হাদীস শুনিয়েছেন? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি যখন পুনরায় তার কাছে যাবে তাকে বলবে, তিনি যেন আমাকে এ হাদীসটি লিখে দেন। সিনান বলেন, শাবীব তাকে এ হাদীসটি লিখে দিলেন। আমি যখন খালিদের কাছে আসলাম, তিনি আমার কাছে লিখিত কাগজটি চাইলেন। আমি সেটা তাকে দিলাম। তিনি তা পড়ে নিজ মালিকানাধীন সমস্ত জিয়্য়ার জমি ছেড়ে দিলেন, এই হাদীস শুনার পর। আবু দাউদ (র) বলেন, এই ইয়াযীদ ইবনে খুমাইর আল-ইয়াযান্নী (অধস্তন রাবী) শো'বার ছাত্র নন।

بَابٌ فِى الْاَرْضِ يَحْمِيْهَا الْاِمَامُ اَوِ الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ ইমাম বা কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক চারণভূমি রক্ষিত করা

٣٠٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ.

৩০৮৩। আস-সা'ব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত চারণভূমি রক্ষিত করার অধিকার অপর কারো নেই। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নাকী'-র চারণভূমি রক্ষিত করেছিলেন।

টীকা ঃ জাহিলিয়াতের যুগে ধনী লোকেরা চারণভূমিসমূহ তাদের পশু চড়ানোর জন্য জবরদখল করে রাখতো। এতে সাধারণ মানুষের পশু চড়াতে কষ্ট হতো। মহানবী (সা) এসে এ প্রথা রহিত করে দেন। একমাত্র সরকার ব্যতীত কারো জন্য এভাবে চারণভূমি সংরক্ষণের অনুমতি নাই (অনু.)।

٣٠٨٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ وَقَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৩০৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আস-সা'ব ইবনে জাসসামা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনার নিকটবর্তী) আন-নাকী' নামক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো চারণভূমি সংরক্ষণ করার অধিকার নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرِّكَازِ وَمَا فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রিকায বা গুপ্তধন ও তার বিধান

٣٠٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

৩০৮৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে এ হাদীস বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গুপ্তধনে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হবে।

٣٠٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيْ.

৩০৮৬। আল-হাসান (র) বলেন, রিকায অর্থ ইসলাম-পূর্ব যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত সঞ্চিত ধন।

টীকা ঃ 'রিকায' হানাফী মতে– শব্দটির অর্থ হলো, ভূগর্ভে প্রাপ্ত দ্রব্য, চাই খনিতে প্রাপ্ত হোক বা কোথাও প্রোথিতরূপে। অন্যান্য ইমামদের মতে, এর অর্থ হলো, জাহিলী যুগে জমিনে প্রোথিত দ্রব্য (অনু.)।

٣٠٨٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الزَّمْعِيُّ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اُمِّهَا كَرِيْمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهَا قَالَتْ ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيْعِ الْخَبْخَبَةِ فَاِذَا جُرْذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِيْنَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِيْنَارًا دِيْنَارًا حَتّٰى اَخْرَجَ

سَبْعَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا ثُمَّ اَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِىْ فِيْهَا دِيْنَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَهَبَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هَوَيْتَ اِلَى الْجُحْرِ قَالَ لاَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا.

৩০৮৭। আল-মিকদাদ (রা)-কন্যা কারীমা (র) থেকে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হিশামের কন্যা দাবাআ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-মিকদাদ (রা) নিজ প্রয়োজনে নাকীউল খাবখাবা নামক স্থানে গেলেন। তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন, একটি বিরাট ইঁদুর গর্ত থেকে একটি একটি করে দীনার বের করছে। এটা একাধারে সতেরটি দীনার বের করে, অতঃপর একটি লাল রঙ্গের পুটুলি বের করলো। তার মধ্যেও একটি দীনার ছিল। সর্বমোট আঠারটি দীনার হলো। এগুলো নিয়ে তিনি (মিকদাদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে ঘটনা অবহিত করলেন এবং বললেন, এর যাকাত নিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি গর্তের মধ্য থেকে বের করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এই সম্পদে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।

بَابُ نَبْشِ الْقُبُوْرِ الْعَادِيَةِ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمَالُ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কাফেরদের ধনভর্তি পুরাতন কবর খোদাই করা

٣٠٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ اَبِيْ بُجَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ خَرَجْنَا مَعَهُ اِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا قَبْرُ اَبِيْ رِغَالٍ وَكَانَ بِهٰذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ اَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِيْ اَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهٰذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيْهِ وَاٰيَةُ ذٰلِكَ اَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِّنْ ذَهَبٍ اِنْ اَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ اَصَبْتُمُوْهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

৩০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তায়েফের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কবরটি আবু রিগালের (সে ছিল ছাকীফ গোত্রের উর্ধতন পুরুষ এবং সামূদ জাতির লোক)। সে গযব থেকে বাঁচার জন্য হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থান করতো। সে যখন (হেরেমের মধ্য থেকে) বের হয়ে এই স্থানে পৌছলো তখন সে সেই গযবে পতিত হলো, যাতে তার জাতির লোকেরা ধ্বংস হয়েছিলো। তাকে এখানে কবরস্থ করা হয়েছে। এর নিদর্শন হলো, তার সাথে লাঠি সদৃশ একটি স্বর্ণদণ্ড দাফন করা হয়েছে। যদি তোমরা তার কবর খুঁড়ে দেখো তবে এটা তার সাথেই পাবে। লোকেরা দ্রুত তার কবর খুঁড়ে (স্বর্ণের) লাঠিটা বের করে আনলো।

টীকা ঃ কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, 'আবু রিগাল' সামূদ কওমের লোক ছিলো। আবার কেউ বলেছেন, তামীম গোত্রের যে ব্যক্তি আবরাহাকে কা'বা ঘরের দিকে পথ দেখিয়ে এনেছিলো এ সেই আবু রিগাল (অনু.)।

অধ্যায় ঃ ২২

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযা)

بَابُ الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوْبِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোগ-ব্যাধির কারণে মুমিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়

٣٠٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُوْرٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ أَخِي الْخُضْرِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ هُوَ الْخُضْرُ وَلٰكِنْ كَذَا قَالَ قَالَ إِنِّيْ لَبِبِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوْهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِيْ يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ

عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيْهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِىْ كِسَائِىْ فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِىْ فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِىْ فَهُنَّ أُولاَءِ مَعِىْ. قَالَ ضَعْهُنَّ عَنْكَ فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلاَّ لُزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَتَعْجَبُوْنَ لِرُحْمِ أُمِّ الأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَوَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ اَللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا اِرْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ.

৩০৮৯। আল-খুদর গোত্রের নামকরা তীরন্দাজ আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নুফাইলী বলেন, শব্দটি 'খাদরি' নয়, বরং খুদর, কিন্তু ব্যবহারে ঐরূপ প্রচলিত হয়ে গেছে। তিনি (আমের) বলেন, আমি আমাদের শহরেই ছিলাম। ইত্যবসরে আমরা কিছু পতাকা উড্ডীন দেখতে পেলাম। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি? তারা বললো, এসব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা। আমি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি তখন একটি গাছের নিচে তাঁর জন্য বিছানো একটি কম্বলের উপর বসা ছিলেন। তাঁর চারপাশে তাঁর সাহাবাগণও বসা ছিলেন। আমি তাদের কাছে বসলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করে দেন, এটা তার অতীতের গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য নসীহত (শিক্ষা) গ্রহণের উপায় হয়। পক্ষান্তরে কোন মুনাফিক রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তাকে তা থেকে মুক্তি দেয়া হলো। সে এমন উটতুল্য যাকে তার মালিক সজোরে বাঁধলো আবার ছেড়ে দিলো। কিন্তু সে কিছুই বুঝলো না, কেনই বা মালিক তাকে কষিয়ে বাঁধলো আবার কেনই বা ছেড়ে দিলো। তাঁর আশপাশে বসা লোকদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! রোগ আবার কি? আল্লাহর শপথ! আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি আমাদের এখান থেকে উঠে যাও, কেননা তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

(রাবী বলেন) আমরা তাঁর কাছে বসে আছি। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তার গায়ে ছিল কম্বল এবং তার হাতে কি একটা জিনিস ছিলো। সে

বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যখনই আমি আপনাকে দেখতে পেলাম, তখনই আপনার কাছে উপস্থিত হলাম। গাছপালার মধ্য দিয়ে আমি পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় আমি পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সেগুলো ধরে আমার কম্বলের মধ্যে রাখলাম। বাচ্চাগুলোর মা এসে আমার মাথার উপর চক্কর দিতে লাগলো। আমি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের জন্য কম্বলের মধ্য থেকে বের করে দিলাম। পাখিটি এসে বাচ্চাগুলোর সাথে মিলিত হলো। আমি সবগুলোকে আমার কম্বল দিয়ে লেপটিয়ে ধরে ফেললাম। এখন সবগুলো পাখি আমার সাথে আছে। তিনি বললেন ঃ সেগুলো বের করে রাখো। অতএব আমি তা বের করে রাখলাম। কিন্তু মা পাখিটা বাচ্চাদের রেখে যেতে চাইলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন ঃ বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটার মায়া-মমতায় তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছো না! তারা বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন! বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটার যে স্নেহ ও মমতা রয়েছে, আল্লাহ অবশ্য-অবশ্যই তাঁর বান্দাদের প্রতি আরো অধিক দয়াশীল। তুমি যেখান থেকে বাচ্চাগুলোকে ধরে নিয়ে এসেছো মা-সহ তাদেরকে সেখানে রেখে এসো। অতএব সে পাখিগুলো নিয়ে সেখানে রেখে আসলো।

٣٠٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيْصِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ السُّلَمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللّٰهُ فِيْ جَسَدِهِ أَوْ فِيْ مَالِهِ أَوْ فِيْ وَلَدِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلٰى ذٰلِكَ. ثُمَّ اتَّفَقَا حَتّٰى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى.

৩০৯০। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির জন্য বিনাশ্রমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদার আসন নির্ধারিত হলে আল্লাহ তার দেহ অথবা মাল অথবা সন্তানকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদার স্তরে উপনীত হয়।

بَابٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন ব্যক্তি নিয়মিত কোন সৎকাজ করতে থাকে, অতঃপর রোগ বা সফরের কারণে তা করতে বাধাগ্রস্ত হলে

٣٠٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ.

৩০৯১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার দুইবার নয়, বহুবার বলতে শুনেছি ঃ কোন বান্দা যখন নেক কাজ করে, অতঃপর রোগ অথবা সফর তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখে, এমতাবস্থায় সুস্থ ও আবাসে অবস্থানকালে তার কৃত সৎ কাজের ন্যায় তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।

٣٠٩٢- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ قَالَتْ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

৩০৯২। উম্মুল 'আলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তিনি বললেন ঃ হে 'আলার মা! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আগুন যেভাবে সোনা-রূপার মলিনতা দূর করে তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলমানের রোগের দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করেন (ক্ষমা করেন)।

٣٠٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَيَّةُ آيَةٍ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. قَالَ أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ إِنَّ الْمُسْلِمَ

تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أَوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافَى بِأَسْوَءِ عَمَلِهِ وَمَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ أَلَيْسَ يَقُولُ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. قَالَ ذَاكُمُ الْعَرَضُ يَا عَائِشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ.

৩০৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে কঠোর আয়াতটি আমি অবশ্যই জানি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আয়েশা! তা কোন আয়াত? তিনি বললেন, আল্লাহর তা'আলার বাণী, "যে পাপ করবে, সে-ই তার প্রতিফল প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ বিরুদ্ধে সে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩)। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি জানো, কোন মুসলমান যখন বিপদগ্রস্ত অথবা নির্যাতনের স্বীকার হয়, এতে তার কাজের খারাপ দিকগুলো (পাপকাজ) দূরীভূত হয়ে যায়? যার হিসাব নেয়া হবে সে মারা পড়বে বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ কি বলেননি, "যার কিতাব (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে" (সূরা আল-ইনশিকাক ঃ ৮)? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! এর অর্থ কেবল আমল পেশ করা। অন্যথায় যার হিসাবে কড়াকড়ি করা হবে সে তো মারা পড়বে (শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই)।

بَابٌ فِى الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

٣٠٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَىٍّ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيْهِ الْمَوْتَ. قَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ يَهُوْدَ. قَالَ فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ. فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَىٍّ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ فَنَزَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

৩০৯৪। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই

(মুনাফিক সর্দার) মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে বের হলেন। তিনি যখন তার কাছে প্রবেশ করলেন তার চেহারায় মৃত্যুর ছাপ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে ইহূদীদেরকে ভালোবাসতে (সম্পর্ক রাখতে) নিষেধ করতাম। আবদুল্লাহ বললো, তাদের (ইহূদীদের) প্রতি আস'আদ ইবনে যুরারাহ বিদ্বেষ পোষণ করে কী পেয়েছে (সেও তো মারা গেছে)। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে আবদুল্লাহ (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেছে। তাকে কাফন দেয়ার জন্য আপনার একটি জামা দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের জামাটি খুলে তাকে দান করলেন।

টীকা ঃ মোনাফিক নেতা উবাই ইবনে কা'ব ইবনে সালূলকে মহানবী (সা)-এর জামা দেয়া প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ চারটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (এক) মহানবী (সা) উবাই-পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে জামা দিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। (দুই) উবাইর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কোন জিনিস চাইলে সে তাঁকে তা দিয়েছে, কখনো অসম্মতি প্রকাশ করেনি। (তিন) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধে বিবস্ত্র অবস্থায় বন্দী হন এবং তার পরিধানের উপযোগী জামাও পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন উবাই ইবনে কা'ব তার জামাটি তাকে দান করে। এর প্রতিদানস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জামা তার কাফনের জন্য দান করেন। (চার) জামা দেয়ার ঘটনাটি সূরা আত-তওবার ৮৪ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার, যেখানে মেনাফিকদের জানাযা পড়তে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِىْ عِيَادَةِ الذِّمِّىِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া

٣٠٩٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلاَمًا مِنَ الْيَهُوْدِ كَانَ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ.

৩০৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী যুবক (রাসূলের খাদেম) রোগাক্রান্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তার পিতার দিকে তাকালো। সেও তার শিয়রেই বসা ছিলো। তার পিতা তাকে বললো, আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে আসতে আসতে বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি দিলেন।

بَابُ الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পদব্রজে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

٣٠٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلاً وَلاَ بِرْذَوْنٍ.

৩০৯৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। তিনি খচ্চর অথবা তুর্কী ঘোড়ায় চড়ে আসেননি।

بَابُ فِيْ فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلٰى وُضُوْءٍ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ উযু করে রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলাত

٣٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ رَوْحِ ابْنِ خُلَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا الْخَرِيْفُ قَالَ الْعَامُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّوْنَ مِنْهُ الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّيءٌ.

৩০৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোন (রুগ্ন) মুসলিম ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর খারীফ (সত্তর বছরের) পথ দূরে রাখা হবে। আমি (সাবিত আল-বানানী) আবু হামযাকে জিজ্ঞেস করলাম, খারীফ শব্দের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, বছর (বা এক বছর)। আবু দাঊদ (র) বলেন, বসরার মুহাদ্দিসগণ কেবল 'উযু অবস্থায় রোগী দেখার' বাক্যাংশটুকু বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ যে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার লোক আছে তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। আর যার এরূপ লোক নাই তার তত্ত্বাবধান করা ওয়াজিব।

টীকা ঃ 'এক খারীফ' অর্থ এক বছরের পথ। কোন লোক কোন রোগীকে দেখতে গেলে তাকে জাহান্নাম

থেকে সত্তর বছরের পথের দূরত্বে রাখা হবে। অন্য এক বর্ণনায় সত্তর খারীফের স্থলে ষাট খারীফ উল্লেখিত হয়েছে (অনু.)।

٣٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ.

৩০৯৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন ব্যক্তি বিকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সঙ্গী হয় এবং তারা তার জন্য ভোর হওয়া পর্যন্ত (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। উপরন্তু বেহেশতে তাকে একটি বাগান দেয়া হয়। আর যে কোন লোক দিনের প্রথমভাগে তাকে দেখতে আসে তার সাথেও সত্তর হাজার ফেরেশতা রওয়ানা হয় এবং তারা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। বেহেশতে তাকেও একটি বাগান দেয়া হয়।

٣٠٩٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَرِيْفَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَكَمِ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ.

৩০৯৯। আলী (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরোল্লেখিত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত। কিন্তু এই বর্ণনায় খারীফ (خَرِيْف) শব্দের উল্লেখ নেই।

٣١٠٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ غُلاَمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ أَبُوْ مُوْسٰى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُوْدُهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَاقَ مَعْنٰى حَدِيْثِ شُعْبَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أُسْنِدَ هٰذَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ صَحِيْحٍ.

৩১০০। আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' (র) বলেন, আবু মূসা (রা) অসুস্থ আল-হাসান ইবনে আলী (রা)-কে দেখতে এলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের

বর্ণনা শো'বা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র নবী (সা) পর্যন্ত পৌছানো হয়েছে, কিন্তু তা যথার্থ নয়।

بَابٌ فِى الْعِيَادَةِ مِرَارًا

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রোগীকে বারবার দেখতে যাওয়া

٣١٠١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُصِيْبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

৩১০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা'দ ইবনে মু'আয (রা) যখন (তার বাহুতে) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য মসজিদের মধ্যে একটি তাঁবু টানালেন। যাতে তিনি নিকট থেকে তাকে সর্বদা দেখতে পারেন।

بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمْدِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কারো চক্ষু প্রদাহ হলে তাকে দেখতে যাওয়া

٣١٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَىَّ.

৩১০২। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখে ব্যথা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন।

بَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ প্লেগ-মহামারী উপদ্রুত এলাকা ত্যাগ করা

٣١٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّاعُوْنَ.

৩১০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কোন এলাকায় প্লেগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কথা শুনতে পেলে সেখানে যেও না। আর তা যদি কোন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরাও সেখানে থেকে থাকো, তবে সে এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে এসো না।

টীকা ঃ প্লেগ-মহামারী আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার সেখান থেকে পলায়ন করলে অন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলতে পারে। এজন্যই হাদীসে প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করতে বলা হয়েছে (অনু.)।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করা

٣١٠٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِىْ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِىْ وَبَطْنِىْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ.

৩১০৪। সা'দ-কন্যা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা বলেছেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমার কপালে হাত রাখলেন এবং আমার বুক ও পেট মলে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্তি দান করুন এবং তার হিজরতকে পূর্ণ করুন।

টীকা ঃ সা'দ (রা) বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল হিজরতের স্থান মদীনায় তার মৃত্যু হোক। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর বরকতে তিনি রোগমুক্ত হন। এরপরও তিনি চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন (বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১২১০ নম্বর হাদীস দ্রষ্টব্য)।

٣١٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ. قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِى الْأَسِيْرُ.

৩১০৫। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করো, রুগ্ন ব্যক্তির সাথে দেখা-সাক্ষাত করো এবং বন্দীকে মুক্ত করো। সুফিয়ান আস-সাওরী (র) বলেন, 'আল-'আনী' অর্থ বন্দী।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ করা

٣١٠٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَبُوْ خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ.

৩১০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন রোগীকে দেখতে যায় যার অন্তিম সময় আসেনি, সে যেন তার সামনে সাতবার বলে ঃ "আমি মহান আরশের প্রভু মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন," তাহলে (দর্শনকারীর দু'আর কল্যাণে) তাকে নিশ্চয়ই রোগমুক্তি দান করা হবে।

٣١٠٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيٍّ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِيْ لَكَ إِلٰى جَنَازَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِلٰى صَلاَةٍ.

৩১০৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে আরোগ্য দান করো যাতে সে তোমার উদ্দেশ্যে শত্রুকে আঘাত হানতে পারে এবং তোমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য জানাযায় বা নামাযে শরীক হতে পারে।"

بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّى الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নয়

٣١٠٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ.

৩১০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের উপর বিপদাপদ আসার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, আমাকে ততক্ষণ জীবিত রাখো এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দান করো"।

٣١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৩১০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসে অনুরূপ।

بَابٌ فِىْ مَوْتِ الْفُجْأَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আকস্মিক মৃত্যু

٣١١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِىِّ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ.

৩১১০। বনী সুলাইম গোত্রের উবায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধস্তন রাবী মুসাদ্দাদ

কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এটা মরফূ' হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন আবার কখনও উবায়েদ ইবনে খালিদের কাছ থেকে মওকুফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ আকস্মিক মৃত্যু গযবের দ্বারা গ্রেপ্তারস্বরূপ।

টীকা ঃ কেননা আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তওবা করার সুযোগ পাওয়া যায় না, রোগাক্রান্ত হলে গুনাহ মাফ হওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তাও হারাতে হয়। এজন্য মহানবী (সা) আকস্মিক মৃত্যু থেকে পানাহ চাইতেন। শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবী (র) তার 'আশি'আতুল লুম'আত' গ্রন্থে একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন, আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্য সৌভাগ্য, কেননা সে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আর কাফিরের জন্য এ ধরনের মৃত্যু গযবস্বরূপ (অনু.)।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলাত

٣١١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ عَتِيْكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُوْ أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيْعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ. قَالُوْا وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمَوْتُ. قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ

الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْجُمْعُ أَنْ يَكُوْنَ وَلَدُهَا مَعَهَا.

৩১১১। জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তিনি দেখলেন, সে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সশব্দে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সারা দিতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে"- সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৬) পাঠ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবুর রবী'! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাজিত হলাম (আমরা তোমার হায়াত কামনা করেছি কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত লিখন বিজয়ী হয়েছে। একথা শুনে) স্ত্রীলোকেরা সজোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং কাঁদতে লাগলো। ইবনে আতীক (রা) তাদেরকে থামাতে চেষ্টা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওদেরকে স্বঅবস্থায় ছেড়ে দাও। যখন ওয়াজিব হয়ে যাবে, কোন ক্রন্দনকারিণীই কাঁদবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াজিবের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যু। আবদুল্লাহ ইবনে সাবিতের কন্যা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি মনে করেছিলাম, তুমি (পিতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত) শহীদ হবে। কেননা তুমি জিহাদের সরঞ্জাম ও রসদপত্র সংগ্রহ করেছিলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ নিশ্চয়ই তার নিয়াত অনুসারে তার প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তোমরা কাকে শহীদ বলে গণ্য করো? তারা বললেন, আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) নিহত ব্যক্তিকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়া ব্যক্তি ছাড়াও সাত প্রকার শহীদ আছে। মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তি শহীদ, পক্ষাঘাতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ এবং প্রসবকালীন কষ্টে মারা যাওয়া স্ত্রীলোক শহীদ। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-জুমউ' অর্থ গর্ভবতী স্ত্রীলোক (যে গর্ভাবস্থায় মারা যায়)।

بَابُ الْمَرِيْضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির নখ ও লজ্জাস্থানের চুল কাটা

٣١١٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ

عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا لِقَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنْ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَتْهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِيًا وَهُوَ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيهَا فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْمَعُوا يَعْنِي لِقَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ.

৩১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনুল হারিস ইবনে আমের ইবনে নাওফাল খুবাইব (রা)-কে ক্রয় করেছিল। ইনি সেই খুবাইব যিনি বদর যুদ্ধের দিন আল-হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রা) বন্দী অবস্থায় তাদের কাছে ছিলেন। তারা তাকে হত্যা করার জন্য জড়ো হলো। তিনি হারিসের কন্যার কাছে ক্ষৌরি হওয়ার জন্য একটি ছুরি চাইলেন। সে তাকে তা এনে দিলো। তার অজান্তে তার শিশু পুত্রটি খুবাইবের কাছে এসে পড়লো। স্ত্রীলোকটি এসে দেখলো, ছেলেটি তার উরুর উপর বসে আছে। আর তার হাতে সেই ধারাল ছুরি। সে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তার চেহারা দেখে তিনি (খুবাইব) তা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, তুমি কি আশংকা করছো আমি একে হত্যা করবো? (তোমার ভয় নেই), আমি কখনও তা করবো না।

টীকা ঃ ২৬৬০ নং হাদীসও পাঠ করুন। খুবাইব (রা)-কে আত-তানঈম-এ হত্যা করা হয়। বর্তমান মসজিদ আয়েশা (রা) ঐ স্থানেই নির্মাণ করা হয়েছে (অনু.)।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা বাঞ্ছনীয়

٣١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ.

৩১১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মারা না যায় (অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দিবেন এই ধারণা যেন পোষণ করে)।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَطْهِيْرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু রোগীর পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয়

٣١١٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا.

৩১১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো, তিনি নতুন কাপড় নিয়ে ডাকলেন এবং তা পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন লোক যে কাপড় পরিধান করে মারা যায়, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ কাপড়েই উঠানো হবে।

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে যে ধরনের কথা বলবে

٣١١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَعْقِبْنَا عُقْبٰى صَالِحَةً قَالَتْ فَأَعْقَبَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১১৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হও তখন উত্তম কথা বলো। কেননা তোমরা যা বলো তার সাথে সাথে ফেরেশতারা আমীন আমীন

বলেন। আবু সালামা (রা) যখন মারা গেলেন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কী বলবো? তিনি বললেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও এবং আমাদেরকে কল্যাণকর পরিণতি দান করো।" উম্মু সালামা (রা) বলেন, এই দু'আর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আমার কল্যাণময় পরিণতি দান করলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর সাথে আমার বিবাহ হলো)।

بَابٌ فِى التَّلْقِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

٣١١٦- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِىُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ أَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩১১৬। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার সর্বশেষ বাক্য হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই), সে বেহেশতে যাবে।

টীকা ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি পড়তে সক্ষম হয় তবে তাকে কলেমা শাহাদাত ও তওবা-ইস্তিফগার ইত্যাদি পড়ানো এবং রোগী নিজে না পড়তে পারলে তার কাছে সশব্দে এগুলো পড়াকে তালকীন বলে (অনু.)।

٣١١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ.

৩১১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত (মুমূর্ষু) ব্যক্তিদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) তালকীন দাও।

بَابُ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়া

٣١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ أَبُوْ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ

سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَتَغْمِيْضُ الْمَيِّتِ بَعْدَ خُرُوْجِ الرُّوْحِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُقْرِئَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَيْسَرَةَ رَجُلاً عَابِدًا يَقُوْلُ غَمَّضْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلِّمَ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا فِىْ حَالَةِ الْمَوْتِ فَرَأَيْتُهُ فِىْ مَنَامِىْ لَيْلَةَ مَاتَ يَقُوْلُ أَعْظَمُ مَا كَانَ عَلَىَّ تَغْمِيْضُكَ لِىْ قَبْلَ أَنْ أَمُوْتَ.

৩১১৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামা (রা)-র কাছে প্রবেশ করলেন। তখনও তার চোখ খোলা ছিলো। তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তিনি বললেন ঃ নিজেদের জন্য কল্যাণ কামনা ছাড়া তোমরা অযথা কিছু বলো না। কেননা তোমরা যা বলবে তার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ আমীন (আল্লাহ কবুল করুন) বলবেন। পুনরায় তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করো। তার পেছনে যারা রয়ে গেলো, তুমিই তাদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে সারা জাহানের প্রতিপালক! তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তা আলোকিত করে দাও।"

আবু দাউদ (র) বলেন, রূহ বের হয়ে যাওয়ার পর চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। আবু মাইসারা (র) নামক একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি বলেছেন, আমি ইবাদতপ্রিয় জা'ফার আল-মু'আল্লিম (র)-এর মৃত্যুকালে তার চোখ বন্ধ করে দিয়েছি। তার মৃত্যুর রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম এবং তিনি বললেন, আমার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তুমি যে আমার চোখ বন্ধ করে দিয়েছিলে তা ছিল আমার প্রতি তোমার মহাঅনুগ্রহ।

بَابٌ فِى الْاِسْتِرْجَاعِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ইন্না লিল্লাহ পড়া সম্পর্কে

٣١١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَأْجُرْنِىْ فِيْهَا وَأَبْدِلْ لِىْ بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا.

৩১১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো উপর বিপদ-মুসীবত এসে পড়ে তখন সে যেন বলে, "আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আমার বিপদের কথা পেশ করলাম। অতএব আমাকে এর উত্তম প্রতিফল দান করো এবং এ বিপদকে আমার জন্য কল্যাণকর বস্তুতে পরিবর্তন করে দাও।"

بَابٌ فِى الْمَيِّتِ يُسَجَّى

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মৃতের লাশ ঢেকে রাখা

٣١٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّىَ فِىْ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ.

৩১২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর ইন্তেকালের পর) একটি ডোরাদার কাপড় (চাদর) দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল।

بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে কুরআন পাঠ করা

١٣٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّىٍّ الْمَرْوَزِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُا يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ. وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلاَءِ.

৩১২১। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত (মুমূর্ষু) ব্যক্তিদের নিকট তোমরা "সূরা ইয়াসীন" পাঠ করো।

টীকা ঃ সূরা ইয়াসীনে ঈমান ও আখিরাত সম্পর্কে জরুরী আলোচনা রয়েছে। মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে তা পাঠ করলে তার অন্তর ঈমানের বলে বলীয়ান হয় এবং তার মৃত্যুবরণ সহজ হয় (অনু.)।

بَابُ الْجُلُوْسِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ বিপদ-মুসীবতের সময় (মসজিদে) বসা

٣١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْحُزْنُ. وَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

৩১২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) যখন শহীদ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে বসলেন। তাঁর চেহারায় চিন্তা ও অস্থিরতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো।

টীকা ঃ উক্ত সাহাবীত্রয় মুতার যুদ্ধে শহীদ হন (অনু.)।

بَابُ التَّعْزِيَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মৃতের জন্য শোক প্রকাশ

٣١٢٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَبَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَعْنِيْ مَيِّتًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذَى بَابَهُ وَقَفَ فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا ذَهَبَتْ إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ قَالَتْ أَتَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ أَوْ

عَزَّيْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدٰى قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيْهَا مَا تَذْكُرُ. قَالَ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدٰى فَذَكَرَ تَشْدِيْدًا فِيْ ذٰلِكَ فَسَأَلْتُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْكُدٰى فَقَالَ الْقُبُوْرُ فِيْمَا أَحْسَبُ.

৩১২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একটি লাশ কবরস্থ করলাম। আমরা যখন অবসর হলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন। আমরাও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে থামলেন। আমরা এক মহিলার মুখোমুখি হলাম। রাবী বলেন, আমি অনুমান করলাম, তিনি (নবী সা.) মহিলাটিকে চিনতে পেরেছেন। মহিলা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন দেখা গেলো, তিনি তো ফাতিমা (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হে ফাতিমা! কোন জিনিস তোমাকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করলো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই বাড়ির লোকদের কাছে এসেছিলাম তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ খুব সম্ভব তুমি তাদের সাথে কবর পর্যন্ত গিয়েছিলে! তিনি বললেন, মা'আযাল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয় চাই। স্ত্রীলোকদের কবরস্তানে যাওয়ার ব্যাপারে) আমি আপনার যাবতীয় আলোচনা শুনেছি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তাদের সাথে কবরস্তানে যেতে তাহলে আমি তোমাকে এই করতাম। তিনি এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করলেন। আমি (মুফাদ্দাল) রবী'আকে اَلْكُدٰى শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার ধারণামতে শব্দটির অর্থ কবর।

بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা

٣١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتٰى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَأَةٍ تَبْكِيْ عَلٰى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِيْ أَنْتَ بِمُصِيْبَتِيْ فَقِيْلَ لَهَا هٰذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلٰى بَابِهِ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى أَوْ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

৩১২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার কাছে গেলেন। সে তার ছেলের মৃত্যুশোকে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ধৈর্য ধরো। স্ত্রীলোকটি বললো, তুমি আমার মতো বিপদে পড়ো নাই। তাকে বলা হলো, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহিলাটি তাঁর বাড়িতে আসলো, কিন্তু দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেলো না। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ প্রকৃত ধৈর্য তো বিপদের প্রারম্ভে বা প্রথম চোটেই।

بَابٌ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা

٣١٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ وَسَعْدٌ وَأَحْسِبُ أُبَيًّا أَنَّ ابْنِىْ أَوِ ابْنَتِىْ قَدْ حُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ فَقَالَ قُلْ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ إِلٰى أَجَلٍ فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا فَوَضَعَ الصَّبِىَّ فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هٰذَا قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

৩১২৫। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যয়নাব রা.) তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। আমি এবং সা'দ (রা) তাঁর সাথে ছিলাম। খুব সম্ভব উবাই (রা)-ও আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলে পাঠালেন, আমার একটি শিশু পুত্র অথবা (রাবীর সন্দেহে) কন্যা মুমূর্ষুপ্রায়। আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি তাকে (কন্যাকে) লোক মারফত সালাম পাঠিয়ে বললেন ঃ বলো, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন এবং যা দান করেন তা সবই তাঁর। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল আছে। তিনি পুনরায় কিরা-কসম দিয়ে লোক পাঠালেন (তিনি যেন অবশ্যই আসেন)। তিনি সেখানে গেলেন। বাচ্চাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে রাখা হলো। তখন তার প্রাণ ছটফট করছিল।

এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সা'দ (রা) তাঁকে বললেন, এ কি? তিনি বললেন ঃ এর নামই হচ্ছে দয়া-মায়া, আল্লাহ যাদেরকে চান তাদের অন্তরে তা স্থাপন করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদেরকে দয়া করেন।

٣١٢٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضٰى رَبُّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

৩১২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর নামানুসারে তার নাম রাখলাম (ইবরাহীম)। (অতঃপর ইমাম বুখারী) হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত হচ্ছে, আমরা শুধুমাত্র এমন কথাই বলবো যাতে আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন (অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহ...)। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত ও মর্মাহত।

بَابٌ فِي النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ বিলাপ করে কাঁদা

٣١٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ.

৩১২৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (মৃত্যুশোকে) বিলাপ করে উচ্চস্বরে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

٣١٢٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

৩১২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাপকারিণীকে এবং তা শ্রবণকারিণীকে অভিসম্পাত করেছেন।

٣١٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهَلْ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هٰذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ.

৩১২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। এ কথা আয়েশা (রা)-র কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, কেমন কথা, ইবনে উমার কোত্থেকে শুনেছে! একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এই কবরের বাসিন্দাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর তার পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি করছে। অতঃপর তিনি (আয়েশা) এই আয়াত পাঠ করলেন, "একের (পাপের) বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬৪, বনী ইসরাঈল ঃ ১৫, ফাতির ঃ ১৮, যুমার ঃ ৩৯, নাজম ঃ ৩৮)। হান্নাদ (র) আবু মু'আবিয়ার বরাতে বলেন, তিনি (নবী সা.) এক ইহুদীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

٣١٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ ثَقِيلٌ فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ أَوْ تَهُمَّ بِهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَسَكَتَتْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى قَالَ يَزِيدُ لَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا مَا قَوْلُ أَبِي

مُوْسٰى لَكِ اَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَكَتَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ.

৩১৩০। যায়েদ ইবনে আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ আবু মূসা (রা)-কে দেখতে গেলাম, তার স্ত্রী কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, তুমি কি শোননি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, শুনেছি। রাবী বলেন, তিনি কান্না থামিয়ে নিশ্চুপ হলেন। রাবী বলেন, আবু মূসা (রা) যখন ইন্তেকাল করলেন, ইয়াযীদ বলেন, আমি মহিলার সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য আবু মূসার কী কথা ছিল? (তিনি বলেছিলেন), তুমি কি শোননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? অতঃপর আপনি চুপ করলেন। স্ত্রীলোকটি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী (মৃত্যুশোকে) মাথা মুড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদে এবং কাপড় ছিঁড়ে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব মহিলারা নিজেদের কেউ মারা গেলে মাথা ন্যাড়া করতো এবং আরো অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠান পালন করতো (অনু.)।

٣١٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَلَى الرَّبَذَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أُسَيْدُ ابْنُ أَبِيْ أُسَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيْهِ أَنْ لاَّ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَلاَ نَنْشُرَ شَعْرًا.

৩১৩১। আসীদ ইবনে আবু আসীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে) বাই'আত গ্রহণকারী এক মহিলার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যেসব সৎকাজ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে এও ছিল যে, আমরা (শপথ ভংগ করে) কখনও তাঁর অবাধ্য হবো না, (মৃত্যুশোকে) মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করবো না, বুক চাপড়াবো না, ধ্বংস ডাকবো না, কাপড়-চোপড় ফাঁড়বো না এবং চুল এলোমেলো করবো না।

بَابُ صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মৃতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো

٣١٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ.

৩১৩২। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জা'ফর পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠাও। কেননা তাদের কাছে এমন দুঃসংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে (খাবার তৈরি থেকে) ব্যতিব্যস্ত রাখবে।

টীকা ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো মুস্তাহাব। তবে তিন দিনের অতিরিক্ত নয় (অনু.)।

بَابٌ فِي الشَّهِيدِ يُغْسَلُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ শহীদকে গোসল দেয়া সম্পর্কে

٣١٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ. قَالَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৩৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি তীর এসে এক ব্যক্তির বুকে অথবা কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলো এবং তাতে সে মারা গেলো। সে যেভাবে নিজের কাপড় পরিহিত ছিলো ঠিক সেভাবেই তাকে (মৃতকে) ঐ কাপড়ে জড়ানো হলো। এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিলাম।

টীকা ঃ শহীদদেরকে বিনা গোসলে রক্তমাখা দেহে দাফন করতে হয়। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ একমত (অনু.)।

٣١٣٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الطَّرْطُوسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ

يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَأَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. وَهٰذَا لَفْظُ زِيَادٍ.

৩১৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, তাদের শরীর থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও চামড়ার বস্ত্র খুলে নিতে হবে এবং তাদের রক্ত ও পরিধানের বস্ত্রসহ তাদেরকে দাফন করতে হবে।

٣١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

৩১৩৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। তাদেরকে রক্তমাখা দেহেই দাফন করা হয়েছে এবং তাদের জানাযাও পড়া হয়নি।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈর মতানুসারে শহীদগণের জানাযা পড়তে হবে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে শহীদদের জানাযা পড়তে হবে। তাদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে যে হাদীস উল্লেখ আছে, তার ধারণা অনুযায়ী এগুলোই অধিক বিশ্বস্ত। তবে যারা জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়নি, বরং অন্য কারণে মারা গিয়েছে, কিন্তু শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তাদের গোসল দিতে হবে এবং জানাযা পড়তে হবে (অনু.)।

٣١٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ يَعْنِي الْمَرْوَانِيَّ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعْنٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يُحْشَرَ مِنْ بُطُوْنِهَا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلٰى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُوْنَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. زَادَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

৩১৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রা)-র (মৃতদেহের) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, তার (অংগ-প্রত্যংগ কেটে চরমভাবে) লাশ বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ যদি (হামযার বোন) সাফিয়্যার অন্তর দুঃখ না পেতো তাহলে আমি তার লাশ ফেলে রাখতাম এবং হিংস্র জন্তু তা খেয়ে নিতো। কিয়ামতের দিন তাকে এদের পেট থেকেই উত্থিত করা হতো। এ সময় কাফনের কাপড়ের অভাব ছিলো, কিন্তু মৃতদেহের সংখ্যা ছিল অধিক। ফলে এক, দুই, এমনকি তিন ব্যক্তিকে একই কাপড়ে জড়িয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। (অধস্তন রাবী) কুতাইবার বর্ণনায় আরো আছে ঃ অতঃপর তাদেরকে একই কবরে দাফন করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করতেন ঃ এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন পারদর্শী ছিল। তিনি তাকে কবরে কিবলার দিকে (ডানপাশে) রাখতেন।

٣١٣٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ.

৩১৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রা)-র লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তার মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছে। তিনি হামযা (রা) ছাড়া অন্য কোন শহীদের জানাযা পড়েননি।

٣١٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى أُحُدٍ وَيَقُوْلُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلٰى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

৩১৩৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুই-দুইজনকে একই কাপড়ে কাফন দিতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করতে থাকলেন ঃ এদের মধ্যে কে অধিক কুরআন শিখেছে। যখন তাদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হতো তাকেই তিনি প্রথমে কবরে রাখতেন। তিনি বললেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষী হবো। (রাবী বলেন), তিনি তাদেরকে রক্তমাখা দেহে দাফন করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের গোসল দিলেন না।

٣١٣٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى أُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ.

৩১৩৯। লাইস (র) থেকে (উপরে উল্লেখিত হাদীসের) অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবী সা.) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুই-দুইজনকে একই কাপড়ে একত্রে কাফন দিলেন।

بَابٌ فِيْ سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ গোসলের সময় মৃতের সতর ঢেকে দেয়া

٣١٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ.

৩১৪০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার উরু (রান) কখনও অনাবৃত করো না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করো না।

টীকা ঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সবসময় ঢেকে রাখা ফরয। এ অংশটুকু সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রান বা উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত (অনু.)।

٣١٤١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا نَدْرِيْ أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا أَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتّٰى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِيْ صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَدْلُكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ دُوْنَ أَيْدِيْهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ.

৩১৪১। আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাহাবীগণ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (লাশের) গোসল দিতে চাইলেন, তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, আমরা যেভাবে সাধারণ লোকের মৃতদেহ থেকে বস্ত্র খুলে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কি সেভাবে বস্ত্রহীন করে নিবো না কি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রসহ তাঁকে গোসল দিবো? যখন তারা এ নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। ঘুমের ঘোরে তাদের প্রত্যেকের থুতনি (চিবুক) নিজ নিজ বুকের সাথে ঠেকে গেলো। এমতাবস্থায় ঘরের এককোণ থেকে অদৃশ্য আওয়াজ আসলো। কে সেই আওয়াজ দিলো তা জানা গেলো না। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড়ে আবৃত অবস্থায়ই গোসল দাও।" একথা শুনে তারা জেগে উঠলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দিলেন। তারা জামার উপর পানি ঢাললেন এবং হাতের পরিবর্তে জামা দিয়ে তাঁর শরীর রগরালেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে মনে আসতো তাহলে তাঁর স্ত্রীরাই তাঁর গোসল দিতেন।

টীকা ঃ পরে যে কথাটি আয়েশা (রা)-র মনে পড়লো তা হচ্ছে- নবী (সা) তাকে বলেছিলেন ঃ "তুমি যদি আমার জীবদ্দশায় মারা যাও তাহলে আমি তোমাকে গোসল দিবো এবং কাফন পরাবো।" ফাতিমা (রা)-কে আলী (রা) গোসল দিয়েছিলেন। জমহুর আলেমদের মতে স্বামীকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী গোসল দিতে পারে। কিন্তু কুফার ফিক্‌হবিদদের মতে স্বামীকে গোসল দেয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয হলেও স্ত্রীকে গোসল দেয়া স্বামীর জন্য জায়েয নয় (অনু.)।

بَابُ كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মৃতকে কিভাবে গোসল দিবে

٣١٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنٰى عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ

فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَالِكٍ تَعْنِي إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا.

৩১৪২। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যয়নাব রা.) যখন ইনতিকাল করলেন, তিনি আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন ঃ আবশ্যকবোধে তোমরা তাকে কুল পাতাসহ সিদ্ধ পানি দিয়ে তিন অথবা পাঁচ অথবা তদপেক্ষা অধিকবার গোসল করাও। শেষবারে কাফুর বা কিছু কাফুর দিবে। যখন তোমরা গোসল দেয়া শেষ করবে আমাকে খবর দিবে। (রাবী বলেন) অতএব আমরা গোসল দেয়া শেষ করে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তাঁর একখানা কাপড় ছুড়ে দিয়ে আমাদেরকে বললেন ঃ এটা তাকে জামা হিসেবে পরিয়ে দাও। মালেকের বর্ণনায় আছে, তা ছিলো তাঁর পরিধানের কাপড়।

٣١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُوْ كَامِلٍ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ أَنَّ يَزِيْدَ ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ.

৩১৪৩। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তার (যয়নাব রা.) চুলগুলো তিন গোছায় ভাগ করেছিলাম।

٣١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَضَفَرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا.

৩১৪৪। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তার (যয়নাবের) মাথার চুলগুলোকে তিন গোছায় বিভক্ত করলাম। অতঃপর কপালের চুল (এক গোছা) এবং মাথার দু'পাশের চুল (দুই গোছা) তার পিছনের দিকে ফেলে দিলাম।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে মহিলাদের চুল দু'ভাগে বিভক্ত করে বুকের উপর ছেড়ে দিতে হয়। হাদীসে উল্লেখিত নিয়ম উম্মে আতিয়্যার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত (অনু.)।

٣١٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِيْ غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

৩১৪৫। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যার (যয়নাবের) গোসল সম্পর্কে তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং উযুর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল দেয়া শুরু করবে।

٣١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هٰذَا. وَزَادَتْ فِيهِ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ.

৩১৪৬। ইমাম আবু দাউদ বলেন, তার উর্ধ্বতন রাবী মালেক (র) তার বর্ণনা পরম্পরায় সাহাবী উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে হাফসা (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে একথাগুলোও রয়েছে ঃ (নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে বললেন)... অথবা (তাকে) সাতবার বা ততোধিক বার গোসল দান করো– যদি তোমরা আবশ্যক মনে করো।

٣١٤٧- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.

৩১৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে আতিয়্যা (রা)-র কাছে (মৃতের) গোসল দেয়ার বিধান শিখেছেন। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেছেন, কুলের পাতাসহ গরম করা পানি দিয়ে দুইবার এবং কাফুর (কর্পুর) মিশ্রিত পানি দিয়ে একবার গোসল দিতে হবে।

بَابٌ فِي الْكَفَنِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ কাফনের বর্ণনা

٣١٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

৩১৪৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন খুতবা দিলেন (বক্তৃতা করলেন)। তাতে তিনি তাঁর এক

সাহাবীর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল এবং রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে রাতের বেলা কবর দেয়ার ব্যাপারে তিরস্কার করলেন, যাতে (লোকের) তার জানাযা পড়ার সুযোগ পায়। হাঁ, কেউ যদি রাতে কবর দিতে একান্তই বাধ্য হয়ে পড়ে সেটা ভিন্ন কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে কাফন পরালে সে যেন তাকে উত্তমরূপে কাফন দেয়।

টীকা ঃ কোন কোন মনীষী বলেছেন, মৃতকে রাতের বেলা দাফন করলে বহুলোক জানাযায় শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য মহানবী (সা) রাতের বেলা লাশ দাফন করাতে তিরস্কার করেছেন। হাসান বসরীর মতে রাতের বেলা দাফন করা মাকরূহ, তবে জরুরতের সময় জায়েয। জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যক) আলেমের মতে, রাতের বেলা দাফন করা জায়েয। কেননা আবু বাকর (রা)-সহ বহু সংখ্যক মনীষীকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছে।

টীকা ঃ 'উত্তম' অর্থে এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত কাফনকেই বুঝানো হয়েছে। কাপড় নতুন এবং মূল্যবান হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই (অনু.)।

٣١٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخْرِجَ عَنْهُ.

৩১৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর ইন্তেকালের পর) একটি ডোরদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তাঁর উপর থেকে তা তুলে নেয়া হয় এবং সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিলো।

٣١٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ.

৩১৫০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন মারা যায় এবং তার পরিজন যদি সচ্ছল হয় তবে তারা যেন ডোরাদার ইয়ামানী চাদর দিয়ে তার কাফন দেয়।

٣١٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ

قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ قَالَ أَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

৩১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়ামানের তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাফনে কোন কামীস (জামা) ও পাগড়ী ছিলো না।

٣١٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِىَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ.

৩১৫২। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা)-র কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে সুতীর কাপড়ের কথা উল্লেখ আছে। কেউ আয়েশা (রা)-র কাছে লোকজনের বক্তব্য 'তাঁর কাফনে দু'টি সাদা কাপড় ও একটি কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর ছিলো' উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইয়ামানী চাদরখানা (তাঁর কাফনের জন্য) দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাহাবাগণ তা ফেরত দিয়েছেন এবং তারা তাঁকে ঐ চাদর দিয়ে কাফন দেননি।

٣١٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيْصِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَقَمِيْصِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ.

৩১৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এগুলো ছিল নাজরান এলাকার তৈরী। এই তিনখানা কাপড়ের একটি ছিল চাদর, একটি ছিল লুঙ্গি এবং অপরটি ছিল মৃত্যুশয্যায় তাঁর পরনের জামা। আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় আছে, তিনখানা কাপড়ে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল– লাল বর্ণের দু'টি চাদর এবং যে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُغَالاَةِ فِى الْكَفَنِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ কাফনের জন্য মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ

٣١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُوْ مَالِكٍ الْجَنْبِىُّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ لاَ تُغَالُ لِىْ فِىْ كَفَنٍ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَغَالَوْا فِى الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيْعًا.

৩১৫৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাফনের জন্য যেন বেশী দামী কাপড় ব্যবহার করা না হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কাফনের জন্য তোমরা বেশী দামী কাপড় ব্যবহার করো না। কেননা তা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে।

টীকা ঃ আবু বাকর (রা) মৃত্যুর সময় তাঁর কন্যা আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, আমার পরনের জামা ও লুঙ্গিটি ধুয়ে পরিষ্কার করে এ দিয়ে আমার কাফন দিও। আয়েশা (রা) বললেন, আব্বা! আমরা কি এতই গরীব যে, আপনাকে পুরাতন কাপড়ে কাফন দিবো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নতুন কাপড়গুলো বরং জীবিতদেরই বেশী প্রয়োজন হবে (অনু.)।

٣١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الْإِذْخِرِ.

৩১৫৫। আবু ওয়াইল (র) থেকে খাব্বাব (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তার কাফনের জন্য একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমরা তা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে তার পদদ্বয় উন্মুক্ত হয়ে যেতো, আবার তার পদদ্বয় ঢাকলে তার মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ দিয়ে তার মাথা পর্যন্ত ঢেকে দাও এবং তার উভয় পায়ের উপর ইযখির ঘাস বিছিয়ে দাও।

٣١٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِىْ نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.

৩১৫৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম কাফন হচ্ছে হুল্লা এবং কুরবানীর জন্য উত্তম পশু হচ্ছে শিংবিশিষ্ট দুম্বা।

টীকা ঃ হুল্লা ইয়ামানের তৈরী কাপড়ের জোড়া। এতে একটি লুঙ্গি একটি চাদর থাকতো (অনু.)।

بَابٌ فِيْ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ স্ত্রীলোকের কাফনের বর্ণনা

٣١٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ أَبِيْ سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ قَالَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

৩১৫৭। ছাকীফ গোত্রের কানিফের কন্যা লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলছুম (রা)-র ইন্তেকালের পর তার গোসল দানকারী মহিলাদের সাথে আমিও ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কাফনের জন্য) প্রথমে দিলেন ইজার (তহবন্দ), অতঃপর কামীস (জামা), অতঃপর ওড়না (দোপাট্টা), অতঃপর চাদর, অতঃপর অন্য একটি কাপড় দিলেন। তা দ্বারা কাফনের উপর দিয়ে লাশ পেচিয়ে দেয়া হলো। লায়লা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাফনের কাপড়সহ দরজার কাছে বসা ছিলেন। তিনি একটা একটা করে কাপড়গুলো আমাদেরকে দিলেন।

بَابٌ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মৃতের জন্য কস্তুরী ব্যবহার করা

٣١٥٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ

أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ طِيْبِكُمُ الْمِسْكُ.

৩১৫৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরীই সর্বোত্তম।

بَابُ تَعْجِيْلِ الْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ লাশ দ্রুত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা এবং বিলম্ব করা মাকরূহ

٣١٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُوْ سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَزْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ إِنِّيْ لاَ أُرٰى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ فَآذِنُوْنِيْ بِهِ وَعَجِّلُوْا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.

৩১৫৯। আল-হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তালহা ইবনুল বারাআ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন ঃ আমি দেখছি তালহার মৃত্যু আসন্ন। অতএব তোমরা আমাকে তার খবর জানাবে এবং দ্রুত তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে। কেননা কোন মুসলমানের মৃতদেহ তার পরিবারের মধ্যে আটকে রাখা সংগত নয়।

টীকা ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "তোমরা লাশ যথাসম্ভব দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো। সে উত্তম লোক হয়ে থাকলে– তোমরা তাকে উত্তম স্থানের দিকে (দ্রুত) এগিয়ে দিলে। আর সে বদকার লোক হলে তোমরা তাকে তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে রাখলে" (তিরমিযী, জানাইয, বাব ৩০, নং ১০১৫)।

بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর গোসল করা

٣١٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الْمَيِّتِ.

৩১৬০। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি যুবায়ের (রা)-কে এ হাদীস শুনিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার অবস্থায় গোসল করতেন ঃ সহবাসের গোসল, জুমু'আর দিনের গোসল, রক্তমোক্ষণ করানোর গোসল এবং মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল।

টীকা ঃ মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর গোসল করা ওয়াজিব নয়, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য গোসলের কথা বলা হয়েছে (অনু.)।

٣١٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

৩১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো সে যেন গোসল করে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করলো সে যেন উযু করে।

٣١٦٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ يُجْزِيْهِ الْوُضُوْءُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَدْخَلَ أَبُوْ صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِيْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ قَالَ وَحَدِيْثُ مُصْعَبٍ ضَعِيْفٌ فِيْهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

৩১৬২। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা সম্পর্কিত হাদীস মানসূখ হয়েছে। আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের কাছে শুনেছি, তাকে মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার পর গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

হলে তিনি বললেন, তার জন্য উযুই যথেষ্ট। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আবু সালেহ এ হাদীসের সনদে তার ও আবু হুরায়রার মাঝখানে ইসহাকের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুস'আবের হাদীস দুর্বল। তাতে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তদনুসারে আমল করা হয় না।

بَابٌ فِيْ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ লাশকে চুমা দেয়ার বর্ণনা

٣١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتّٰى رَأَيْتُ الدُّمُوْعَ تَسِيْلُ.

৩১৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসমান ইবনে মাযউনের লাশে চুমা দিতে দেখেছি। আমি তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখেছি।

টীকা ঃ উসমান ইবন মাযউন (রা) মহানবী (সা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। তাকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-র অন্যতম ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম সাহাবী ছিলেন (অনু.)।

بَابٌ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রাতের বেলা দাফন করা

٣١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ نَاوِلُوْنِيْ صَاحِبَكُمْ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.

৩১৬৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা লোকেরা কবরস্থানে আগুন (আলো) দেখতে পেলো। তারা সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলো। তিনি

বললেন ঃ তোমাদের সাথীকে আমার কাছে দাও। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি উচ্চস্বরে যিকির করতো।

بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ মৃতদেহ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নেয়া এবং তা অবাঞ্ছনীয়

٣١٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلٰى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلٰى فِيْ مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ.

৩১৬৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে দাফনের জন্য আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক এসে ঘোষণা করলেন, নিহতদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে (উহুদের ময়দানে) দাফন করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমরা তাদেরকে (পূর্বের স্থানে) ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম।

টীকা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বেলায় এই বিধান। অন্যথায় সাধারণ মৃতের বেলায় প্রয়োজনবোধে তাদের লাশ অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ও সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) আল-আকীক নামক স্থানে ইনতেকাল করেন এবং তাদের লাশ মদীনায় এনে দাফন করা হয়। আরো অনেক সাহাবীর লাশ অন্যত্র নিয়ে দাফন করা হয়েছে (আওনুল মা'বূদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪)।

بَابٌ فِي الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ জানাযার নামাযের কাতার

٣١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا أَوْجَبَ. قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ لِلْحَدِيْثِ.

৩১৬৬। মালেক ইবনে হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক মারা গেলে এবং মুসলমানদের তিন কাতার লোক তার জানাযা পড়লে (আল্লাহ তার জন্য বেহেশত) নির্ধারণ করেন। অতঃপর জানাযায় কম লোক হলে মালেক (র) তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করে দিতেন, এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য।

টীকা ঃ 'জানাযা' শব্দের অর্থ লাশ বা মৃতদেহ। মৃতদেহকে সামনে রেখে যে নামায পড়া হয় তাকেও প্রচলিত অর্থে জানাযা বলে। এ নামায ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কতক লোক পড়লে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পূরণ হয়ে যায়। আর কেউ না পড়লে সকলেই গুনাহগার হয় (অনু.)।

بَابُ اِتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ

٣١٦٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيْنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

৩১৬৭। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মহিলাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

টীকা ঃ উম্মু আতিয়্যা (রা)-র বিবৃতির তাৎপর্য হলো– রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করাকে হারাম ঘোষণা করেননি, বরং নিরুৎসাহিত করেছেন। অর্থাৎ মহিলারা ইচ্ছা করলে জানাযার নামাযে শরীক হতে পারে, কিন্তু শরীক না হওয়াই তাদের জন্য উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে মহিলাদের জানাযার জামা'আতে উপস্থিত হওয়া অনুচিত (অনু.)।

بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيْعِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ জানাযায় অংশগ্রহণ এবং লাশের সাথে যাওয়ার ফযীলাত

٣١٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

৩১৬৮। আবু সালেহ (র) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন করে এবং তার জানাযা পড়ে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি লাশের অনুগমন

করে এবং দাফন শেষ করা পর্যন্ত শরীক থাকে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। এ দু'টির মধ্যকার ক্ষুদ্রটি উহুদ পাহাড়ের সমান অথবা উভয়ের একটি উহুদ পাহাড়ের সমান।

টীকা ঃ এক কীরাত এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ। এখানে শব্দটি সওয়াব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিমাণ আল্লাহই ভালো জানেন। উহুদ পাহাড়ের উল্লেখ করে বিরাট পুরস্কারের দিকে ইংগিত করা হয়েছে (অনু.)।

٣١٦٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ صَخْرٍ وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ ابْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ.

৩১৬৯। দাউদ ইবনে আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। দাউদের পিতা আমের (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ক্ষুদ্র কুটিরবাসী খাব্বাব (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমার! আপনি কি শুনছেন না আবু হুরায়রা (রা) কী বলছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতের ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে তার পিছনে পিছনে যায় এবং তার জানাযা আদায় করে... সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমার (এই হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য) আয়েশা (রা)-র কাছে লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা ঠিকই বলেছেন।

٣١٧٠- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.

৩১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি এমন চল্লিশজন লোক তার জানাযায় শরীক হয় যারা কখনও আল্লাহর সাথে শরীক করে নাই তবে তার জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

بَابٌ فِيْ اِتِّبَاعِ الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ আগুন সাথে নিয়ে লাশের অনুগমন

٣١٧١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ زَادَ هَارُوْنُ وَلاَ يُمْشٰى بَيْنَ يَدَيْهَا.

৩১৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শোরগোল ও কান্নাকাটি করে এবং আগুন নিয়ে লাশের পিছে পিছে যাওয়া যাবে না। (অধস্তন রাবী) হারূনের বর্ণনায় আরো আছে, লাশের আগে আগেও চলা যাবে না।

بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ লাশের সম্মানার্থে দাঁড়ানো

٣١٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ.

৩১৭২। আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা জানাযা (লাশ) বহন করে নিয়ে যেতে দেখলে তা নিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত অথবা নিচে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়িয়ে থাকো।

٣١٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتّٰى تُوْضَعَ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ فِيْهِ حَتّٰى تُوْضَعَ بِالْأَرْضِ. وَرَوَاهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتّٰى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ.

৩১৭৩। ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন লাশের সাথে সাথে যাও তখন তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসো না। আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান সাওরী এই হাদীসখানা সুহাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার পিতার সূত্রে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ লাশ মাটিতে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকো। আবু মু'আবিয়াও হাদীসটি সুহাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ লাশ কবরে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকো। আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) আবু মু'আবিয়ার তুলনায় অধিক স্মৃতিধর।

٣١٧٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُوْمُوْا.

৩১৭৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা (লাশ) নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তা দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর আমরা তা বহন করতে অগ্রসর হয়ে দেখি সেটা এক ইহূদীর লাশ। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো এক ইহূদীর লাশ। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই মৃত্যু একটি ভয়াবহ ঘটনা। অতএব যখন তোমরা কোন লাশ নিয়ে যেতে দেখবে, উঠে দাঁড়াবে।

টীকা ঃ শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবী (র) তাঁর "আশি'আতুল 'লুম'আত" গ্রন্থে বলেছেন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃতের প্রতি সম্মান ও তার ঈমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব (অনু.)।

٣١٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ

مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

৩১৭৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশ নিয়ে যেতে দেখে প্রথমে দাঁড়াতেন, অতঃপর বসে থাকতেন (দাঁড়ানো ত্যাগ করেন)।

টীকা ঃ হাসান ইবনে আলী, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র মতে, লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াতে হবে এবং লাশের সাথে যারা যাবে তারা মৃতদেহ কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না। উল্লেখিত সাহাবাদের এ মত সমর্থন করেছেন ঃ ইমাম আওযাঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ও মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র)। তাদের মতে উল্লেখিত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়নি। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আলকামা, আসওয়াদ, নাফে ইবনে জুবায়ের, আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ', আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, মৃতদেহ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশ মানসূখ হয়েছে। কিন্তু লাশের অনুগমনকারীরা লাশ মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না– এ নির্দেশ বহাল রয়েছে (অনু.)।

٣١٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ فِي الْجَنَازَةِ حَتّٰى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ هٰكَذَا نَفْعَلُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اجْلِسُوْا خَالِفُوْهُمْ.

৩১৭৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে জানাযা (লাশ) নিয়ে যাওয়া হলে তিনি দাঁড়াতেন এবং তা কবরে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন। একদা এক ইহুদী আলেম তাঁর কাছে এসে বললো, আমরাও এরূপ করে থাকি। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ তাদের বিপরীত করার জন্য তোমরা বসে পড়ো।

بَابُ الرُّكُوْبِ فِي الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ সওয়ারীতে চড়ে লাশের সাথে যাওয়া

٣١٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبٰى أَنْ يَّرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِىَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِىْ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ.

৩১৭৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি সওয়ারীর জন্তু আনা হলো। তিনি তখন একটি লাশের সাথে সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। যখন তিনি (লাশ দাফন করে) অবসর হলেন, তাঁকে সওয়ারী দেয়া হলে তিনি তাতে আরোহণ করলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ ফেরেশতারা পদব্রজে লাশের সাথে যাচ্ছিলেন। তাদের হেঁটে যাওয়া অবস্থায় আমার সওয়ারীতে চড়ে যাওয়া সংগত মনে করলাম না। তারা বিদায় নিলে আমি সওয়ারীতে আরোহণ করলাম।

টীকা ঃ প্রয়োজনবোধে যানবাহনে আরোহণ করে লাশের সাথে সাথে যাওয়া জায়েয (অনু.)।

٣١٧٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُوْدٌ ثُمَّ أُتِىَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتّٰى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعٰى حَوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৭৮। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনুদ দাহ্দাহ্ (রা)-এর জানাযা পড়লেন। আমরাও তাতে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর একটি ঘোড়া আনা হলে, তিনি তা বেঁধে রাখলেন, অতঃপর তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি দ্রুত যেতে থাকলে আমরাও তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) চারপাশে সাথে সাথে দৌড়িয়ে যেতে থাকলাম।

بَابُ الْمَشْىِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ লাশের আগে আগে যাওয়া

٣١٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

৩১৭৯। সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে লাশের আগে আগে যেতে দেখেছি।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা ও আওযাঈ'র মতে, লাশের পিছনে চলাই উত্তম, তবে আগে আগে যাওয়াও দূষণীয় নয়। ইমাম মালেক, শাফি'ঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে, লাশের আগে আগে চলাই উত্তম। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য কতিপয় ইমামের মতে, আগে-পিছে উভয়ই সমান (অনু.)।

٣١٨٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.

৩১৮০। যিয়াদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। অধস্তন রাবী ইউনুস (র) বলেন, আমার ধারণা, যিয়াদ পরিবারের লোকেরা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি (যিয়াদ) হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সওয়ারীতে আরোহিত ব্যক্তি লাশের পিছনে পিছনে যাবে এবং পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তি লাশের পিছনে, সামনে, ডানে, বামে এবং নিকটস্থ হয়েও যেতে পারে। অপূর্ণাঙ্গভাবে প্রসবিত বাচ্চারও জানাযা পড়তে হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে।

টীকা ঃ এই হাদীস অনুসারে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মৃত্যু অবস্থায় প্রসবিত বাচ্চারও জানাযা পড়তে হবে। কেননা হাদীসে জীবিত থাকার শর্ত নাই। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ'র মতে, জীবিত প্রসবিত হলেই কেবল জানাযা পড়তে হবে। তিরমিযী (বাব ৪৩, নং ১০৩২) ও ইবনে মাজা (বাব ২৬, নং ১৫০৮) গ্রন্থে জাবের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস তাদের দলীল (অনু.)।

بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা

٣١٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

৩১৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মৃতের দাফন-কাফনের কাজ ত্বরান্বিত করবে। কেননা সে যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকে তবে তো ভালো। তাকে তোমরা তার কল্যাণকর পরিণতির দিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিলে। আর যদি অন্যরূপ (মন্দ লোক) হয় তবে অমঙ্গল। আর অমঙ্গলকে (দ্রুত) তোমাদের ঘাড় থেকে রেখে দিলে।

٣١٨٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ فِيْ جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِىْ مَشْيًا خَفِيْفًا فَلَحِقَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلاً.

৩১৮২। উয়াইনা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুর রহমান) উসমান ইবনে আবুল আস (রা)-র লাশের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা মৃদু গতিতে হাঁটছিলাম। ইতিমধ্যে আবু বাক্‌রা (রা) এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তার চাবুক উত্তোলন করে বললেন, আমরা অবশ্যই দেখছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (লাশ নিয়ে) দ্রুত গতিতে গিয়েছি।

٣١٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ عُيَيْنَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالاَ فِيْ جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوٰى بِالسَّوْطِ.

৩১৮৩। উয়াইনা (র) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে তিনি বলেছেন, এই ঘটনা আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)-র জানাযার সাথে সংশ্লিষ্ট। আবু বাক্‌রা (রা) তার খচ্চর দৌড়ালেন এবং (দ্রুত চলার জন্য লোকদেরকে) তার চাবুক দিয়ে ইশারা করলেন।

٣١٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِىْ مَاجِدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْىِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَا دُوْنَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلَ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلاَ تَتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ

تَقَدَّمَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَحْيَى الْجَابِرُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا كُوْفِيٌّ وَأَبُوْ مَاجِدَةَ بَصْرِيٌّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ مَاجِدَةَ هٰذَا لاَ يُعْرَفُ.

৩১৮৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানাযার (লাশের) সাথে সাথে যাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ দ্রুত কদমে যেতে হবে (তবে দৌড়ে নয়)। যদি তা উত্তম লোকের জানাযা হয়ে থাকে তবে তাকে আমরা দ্রুত তার উত্তম পরিণতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। যদি (মৃত ব্যক্তি) এর বিপরীত হয়ে থাকে তবে আগুনের বাসিন্দারা ধ্বংস হয়েছে। জানাযা (লাশ) আগে আগে থাকবে আর লোকজন তার পিছে পিছে যাবে। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে যায় সে যেন জানাযার সাথেই যাচ্ছে না (অর্থাৎ সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত)।

আবু দাউদ (র) বলেন, রাবী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। তিনি হলেন ইয়াহ্ইয়া আল-জাবির। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, তিনি হলেন কূফার অধিবাসী আর আবু মাজিদা হলেন বসরার অধিবাসী। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আবু মাজিদা হলেন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী।

টীকা ঃ 'খাবাব' (اَلْخَبَبُ) শব্দটি ধীরে চলা, রং ঢং ও তামাশা করে চলা ইত্যাদি বুঝায়।

টীকা ঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ আপত্তি উত্থাপন করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসের রাবী আবু মাজিদ অপরিচিত (মাজহূল) লোক। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) এবং ইমাম বুখারী বলেছেন, সে যঈফ (দুর্বল)। অতএব, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। আবু দাউদ (র)-এর পর্যালোচনা থেকেও তাই প্রতিভাত হয় (অনু.)।

بَابُ الْإِمَامِ لاَ يُصَلِّىْ عَلٰى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ ইমাম আত্মহননকারীর জানাযা পড়বে না

٣١٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ

فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَاٰهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا لاَ أُصَلِّيْ عَلَيْهِ.

৩১৮৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো (বা তার পরিবারের লোকেরা কান্নাকাটি করতে লাগলো)। তার এক প্রতিবেশী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কিভাবে জানলে? সে বললো, আমি তাকে দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই সে মরেনি। রাবী বলেন, লোকটি ফিরে গেলো এবং পুনর্বার তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো। সে (প্রতিবেশী) পুনরায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, সে মারা গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই সে মারা যায়নি। রাবী বলেন, সে ফিরে গেলো এবং পুনর্বার তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। রোগীর স্ত্রী তার প্রতিবেশীকে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে খবর দাও। সে বললো, হে আল্লাহ! এর (রোগীর) প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করো। রাবী বলেন, লোকটি রোগীর কাছে এসে দেখলো, সে তার কাছে রক্ষিত তীরের ফলার সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে। সে পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জানালো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কিভাবে জানলে? লোকটি বললো, আমি দেখেছি, সে তার তীরের সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি সরাসরি দেখেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে আমি তার জানাযা পড়বো না।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মহত্যার মত কবীরা গুনাহ্র প্রতি ঘৃণাবশত তার জানাযার নামায পড়েননি, যাতে লোকজন উপদেশ গ্রহণ করে। ঘৃণাবশত কতিপয় লোকের জানাযা পড়া নিষেধ। যেমন আত্মহত্যাকারী, ডাকাতি অথবা ব্যভিচার করতে গিয়ে নিহত হওয়া ব্যক্তি ইত্যাদি। উমার ইবনে আবদুল আযীয ও আল-আওযাঈ (র)-এর মতে আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়া নিষেধ। কিন্তু জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ)-এর মতে তার জানাযার নামায পড়তে হবে (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُوْدُ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ হদ্দ কার্যকর করার ফলে অপরাধী নিহত হলে তার জানাযা পড়বে

٣١٨٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ

نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلٰى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

৩১৮৬। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'ইয ইবনে মালেকের জানাযা পড়েননি এবং তার জানাযা পড়তে নিষেধও করেননি।

টীকা ঃ 'হদ্দ' বা শাস্তির দণ্ড কার্যকর করে যাকে হত্যা করা হয়েছে তার জানাযা পড়া হবে কিনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বিমত রয়েছে। ইমাম মালেকের মতে শাসক এদের জানাযা পড়বে না, তবে জনগণ পড়বে। ইমাম আহমাদ বলেন, ইমাম অথবা গণ্যমান্য লোকেরা যেন এদের জানাযা না পড়ে। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ প্রমুখ বলেন, যারা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও কিবলার অনুসারী তারা চাই ফাসেক হোক বা শাস্তির দণ্ডপ্রাপ্ত হোক তাদের জানাযা পড়া হবে। মা'ইয ইবনে মালেক (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি যেনা করে তার স্বীকারোক্তি করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর হদ্দ কার্যকর করেন এবং এতে তিনি মারা যান।

অতএব শাস্তি কার্যকর করার ফলে অপরাধী মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে, তাকে মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন করতে হবে, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং তার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মা'ইয (রা) মারা যাওয়ার পর মহানবী (সা) তার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেন এবং তার জানাযার নামায পড়ান (বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ২৫, নং ৬৮২০ ফাকালান-নাবিয়্যু (সা) খাইরান ওয়া সাল্লা আলাইহি)। যদিও আবু দাঊদের বর্ণনাগুলোতে মহানবী (সা) কর্তৃক তার প্রশংসা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি তার জানাযা পড়েননি বলে উল্লেখিত হয়েছে (আবু দাঊদ, নং ৪৪২১ ও ৪৪৩০)।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা) বললেন ঃ তোমরা মা'ইয ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে এমন তওবা করেছে যে, তা উম্মাতের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলে তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে (মুসলিম, হুদূদ, বাব ৪, নং ৪৪৩১/২২)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মা'ইয (রা)-র ঘটনার পর একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দুই ব্যক্তিকে মা'ইয সম্পর্কে কটূক্তি করতে শুনলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি একটি গাধার লাশ দেখতে পান। তিনি লোক দু'টিকে ডেকে এনে বলেন, তোমরা উভয়ে এই লাশের গোশত খাও। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি খাওয়া যায়! তিনি বললেন, তোমাদের এক ভাই সম্পর্কে এইমাত্র কটূক্তি করে তোমরা যা আহার করলে তা তো এটা আহার করার চেয়েও নিকৃষ্ট। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এখন সে তো জান্নাতের ঝর্ণাসমূহে আনন্দে সাঁতার কাটছে (আবু দাঊদ, হুদূদ, বাব ২৪, নং ৪৪২৮)।

এক ব্যক্তি শরাব পানের অপরাধে শাস্তিভোগের পর চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে এক লোক বললো, হে আল্লাহ! তাকে অভিশপ্ত করুন।... নবী (সা) বললেন ঃ তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর শপথ! আমি যতদূর জানি, সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে (বুখারী, হুদূদ, বাব ৫, নং ৬৮৮০)। অপর বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ তোমাকে অপমানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সহায়তা করো না (বুখারী, ঐ, নং ৬৭৮১)।

এই হলো অপরাধী সম্পর্কে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গি। শাস্তি দেয়া হয় ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের জন্য, শিক্ষা গ্রহণের জন্য, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ শিশুর লাশের জানাযা পড়া

٣١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম (রা) আঠার মাস বয়সে মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়েননি।

টীকা ঃ কতক মনীষী বলেছেন, নবী (সা)-এর সন্তান হওয়ার যে সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদা তিনি লাভ করেছেন, এজন্য তাঁর জানাযা পড়া হয়নি। যেমন নবী-রাসূল এবং শহীদদের জানাযা পড়া হয় না তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে। এ ছাড়াও কতগুলো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সেদিন নবী (সা) কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) নামাযে ব্যস্ত থাকায় তার জানাযা পড়ার সুযোগ পাননি; অথবা তিনি না পড়লেও অন্যরা জানাযা পড়েছেন; অথবা তিনি জামা'আতে পড়েননি, স্বতন্ত্রভাবে পড়েছেন (অনু.)।

٣١٨٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ وَائِلِ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَهِىَّ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَقَاعِدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِىِّ قِيْلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ لَيْلَةً.

৩১৮৮। ওয়াইল ইবনে দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বাহীকে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম (রা) যখন ইন্তেকাল করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বসার স্থানে তার (ইবরাহীমের) জানাযা আদায় করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে ইয়া'কূব আত-তালাকানীর সামনে এ হাদীস পাঠ করলাম। ইবনুল মুবারক (র) আপনাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়া'কূব ইবনে কা'কা'র সূত্রে, তিনি আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীমের জানাযা পড়েছেন। তখন তার বয়স হয়েছিল সত্তর দিন।

টীকা ঃ এটি মুরসাল হাদীস। উপরের হাদীসই সহীহ (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ মসজিদে জানাযার নামায পড়া

٣١٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ.

৩১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।

টীকা ঃ আয়েশা (রা)-র বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফিঈ (র) মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয মনে করেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (র) মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহ মনে করেন, তবে সংগত কোন অসুবিধা থাকলে মসজিদে পড়া যায় (অনু.)।

٣١٩٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيْهِ.

৩১৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইদার দুই পুত্র– সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন।

٣١٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

৩১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (যুক্তিসংগত ওজর ব্যতীত) মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায পড়েছে, এতে তার কোন গুনাহ হবে না (বা সে কোন সওয়াব পাবে না)।

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ সূর্য উদয় ও অস্তকালে লাশ দাফন করা

٣١٩٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ

عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ.

৩১৯২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে এবং আমাদের মৃত ব্যক্তিদের লাশ দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উদিত হওয়ার সময় থেকে তা উপরে না উঠা পর্যন্ত; ঠিক দুপুরের সময় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় তা সম্পূর্ণ ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন।

টীকা ঃ এ তিন সময়ে নামায পড়া নিষেধ (অনু.)।

بَابُ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ একই সাথে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের লাশ উপস্থিত হলে কার লাশ আগে থাকবে।

٣١٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوْمٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلاَمُ مِمَّا يَلِيَ الْإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُوْ قَتَادَةَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالُوْا هٰذِهِ السُّنَّةُ.

৩১৯৩। আল-হারিস ইবনে নাওফালের মুক্তদাস আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে কুলছুম (রা) ও তার ছেলের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। ছেলেকে ইমামের সন্নিকটে রাখা হলো। আমি এর প্রতিবাদ করলাম। উপস্থিত জনতার মধ্যে ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী, আবু কাতাদা ও আবু হুরায়রা (রা)-ও ছিলেন। তারা বললেন, এটাই সুন্নাত তরীকা।

بَابُ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ মৃতের জানাযা পড়ার সময় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন

٣١٩٤- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ نَافِعٍ أَبِيْ غَالِبٍ

قَالَ كُنْتُ فِيْ سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ وَمَعَهَا نَاسٌ كَثِيْرٌ قَالُوْا جَنَازَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيْقٌ عَلَىٰ بُرَيْذِيْنَتِهِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيْهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا الدِّهْقَانُ قَالُوْا هٰذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لاَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوْا يَا أَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوْهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُشْرِكُوْنَ فَحَمَلُوْا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُوْرِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُوْنَهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللّٰهُ بِالرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ مُنْذُ الْيَوْمِ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيْءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُبْتُ إِلَى اللّٰهِ فَأَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَايِعُهُ لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقْتُلَهُ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لاَ يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَذْرِيْ قَالَ إِنِّيْ لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلاَّ لِتُوَفِيَ بِنَذْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ أَلاَّ أَوْمَضْتَ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِىٍّ أَنْ يُوْمِضَ. قَالَ أَبُوْ غَالِبٍ فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيْعِ أَنَسٍ فِىْ قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَحَدَّثُوْنِىْ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوْشُ فَكَانَ الْإِمَامُ يَقُوْمُ حِيَالَ عَجِيْزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ نَسَخَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ فِىْ قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ إِنِّىْ قَدْ تَبْتُ.

৩১৯৪। নাফে' আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-মিরবাদের গলিপথে যাচ্ছিলাম। জানাযা (আমাকে অতিক্রম করে) যাচ্ছিল, তার সাথে ছিল অনেক লোক। তারা বললো, আবদুল্লাহ ইবনে উমাইরের (উমার) মৃতদেহ। আমিও লাশের পিছনে চললাম। ইতিমধ্যে আমি একজন লোককে দেখতে পেলাম, যার গায়ে ছিল হালকা কাপড়। তিনি একটি ছোট্ট মাথাবিশিষ্ট ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন এবং নিজ মাথায় এক টুকরা কাপড় দিয়ে রোদ থেকে আত্মরক্ষা করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি? লোকেরা বললো, আনাস ইবনে মালেক (রা)। লাশ যখন নামিয়ে রাখা হলো, আনাস (রা) দাঁড়িয়ে তার জানাযা পড়ালেন। আমি তার পিছনেই দাঁড়ালাম; তার ও আমার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক ছিলো না। তিনি লাশের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তিনি চার তাকবীরে নামায পড়লেন এবং নামায না দীর্ঘ করলেন আর না সংক্ষিপ্ত করলেন।

অতঃপর তিনি গিয়ে বসলে লোকেরা বললো, হে আবু হামযা! এই আনসারী মহিলার (জানাযা পড়ুন)। লাশ তার নিকটে নিয়ে আসা হলো। সে একটি সবুজ গেলাফে আবৃত ছিল। তিনি তার নিতম্ব বরাবর দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি যে নিয়মে পুরুষ লোকটির জানাযা পড়লেন ঠিক সেভাবেই তার জানাযা আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বসলে আলা ইবনে যিয়াদ তাকে বললেন, হে আবু হামযা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার নামাযের অনুরূপ নিয়মেই মৃতের নামায আদায় করতেন? তিনিও কি স্ত্রীলোকদের নামাযে চার তাকবীর বলতেন এবং পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলাদের কোমর বরাবর দাঁড়াতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

তিনি (আলা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হামযার পিতা! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি তাঁর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে যোগদান করেছি। মুশরিকরাও আমাদের বিরুদ্ধে বের হলো। তারা আমাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করলো। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের লোকেরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করছে। শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি আমাদের উপর আক্রমণ

করে যাচ্ছিল। সে তরবারির আঘাতে আমাদের আহত করতে এবং মারতে লাগলো। পরিশেষে আল্লাহ তাদের পরাস্ত করলেন। তিনি তাদের নিয়ে এলেন এবং তারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের বায়'আত করলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, আমার একটি মানত আছে। তা হলো, সেদিন যে লোকটি আমাদের আহত করে যাচ্ছিল, আল্লাহ যদি তাকে আমাদের করায়ত্ত করেন তবে আমি তাকে হত্যা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার কথা শুনে) নীরব থাকলেন। লোকটিকে হাযির করা হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি (অনুতপ্ত হয়েছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বায়'আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন এবং অপর ব্যক্তিকে তার মানত পূর্ণ করার সুযোগ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সাহাবী) তাকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, তিনি (সাহাবী) কিছুই করছেন না, তখন তিনি তার (শত্রুপক্ষের লোকটিকে) বায়'আত গ্রহণ করলেন। সেই সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মানত কিভাবে পূর্ণ হবে? তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমার মানত পূর্ণ করার জন্য তার বায়'আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইশারা করেননি কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন নবীর পক্ষে ইশারা করে কিছু বলা শোভন নয়।

আবু গালিব (র) বলেন, স্ত্রীলোকের কোমর বরাবর আনাস (রা)-র দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে বললেন, পূর্বে এরূপই করা হতো। কেননা তখন কোন খাটিয়ার ব্যবস্থা ছিলো না। অতএব ইমাম মহিলাদের কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে লোকদের ও লাশের মাঝে একটি আড়াল (পর্দা) সৃষ্টি করতো।

টীকা ঃ আল-মিরবাদ' ইরাকের অন্তর্গত বসরার একটি জায়গার নাম।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ'র মতে স্ত্রীলোকের জানাযায় ইমাম তার কোমর বরাবর দাঁড়াবে। ইমাম আহমাদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ইমাম পুরুষের লাশের মাথা এবং মহিলার লাশের কোমর বরাবর এবং ইমাম মালেক (র)-এর মতে পুরুষের কোমর ও নারীর কাঁধ বরাবর দাঁড়াবে। হানাফী মাযহাব মতে, নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযায় ইমাম লাশের বুক বরাবর দাঁড়াবে (অনু.)।

٣١٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسْطَهَا.

৩১৯৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এক মহিলার জানাযা পড়েছিলাম। তিনি নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি তার নামাযে তার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

টীকা ঃ সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকদের অনুর্ধ চল্লিশ দিন যে রক্তস্রাব হয় তাকে 'নিফাস' বলে (অনু.)।

بَابُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ জানাযার তাকবীর সংখ্যা

٣١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوْا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ.

৩১৯৬। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা (রাসূল সা. ও সাহাবাগণ) কাতারবন্দী হয়ে চার তাকবীরে নামায আদায় করলেন। আমি (আবু ইসহাক) আশ-শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কে এ হাদীস বলেছেন? তিনি বললেন, একজন বিশ্বস্ত লোক যার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সাক্ষাত করেছেন।

٣١٩٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ الْمُثَنّٰى اَتْقَنُ.

৩১৯৭। ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) আমাদের জানাযার নামাযে চার তাকবীর দিতেন। একদা তিনি এক জানাযায় পাঁচ তাকবীর দিলেন। আমি এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনও) পাঁচ তাকবীরও দিতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইবনুল মুছান্নার হাদীসটি যত্নসহকারে স্মরণ রেখেছি।

টীকা ঃ জানাযার তাকবীর সংখ্যা চার হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত (অনু.)।

بَابُ مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ জানাযার নামাযে কিরাআত পড়া

٣١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ اِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ.

৩১৯৮। তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে জানাযার নামায পড়েছি। তিনি সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করলেন। তিনি বললেন, এটা (ফাতিহা পাঠ করা) সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈর মতে, জানাযার নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান সাওরীর মতে, নবী (সা) জানাযার নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন সাহাবী তা দু'আ অথবা সানা হিসাবেই পাঠ করেছেন, কিরাআত হিসাবে নয়। শুধু নামাযেই কিরাআত পাঠ করা জরুরী (অনু.)।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মৃতের জন্য দু'আ করা

٣١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

৩১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে।

٣٢٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبُو الْجُلاَسِ عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ اَوْ سِنَانٍ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ شَمَّاخٍ قَالَ شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَمَعَ الَّذِيْ قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَلاَمٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَيُوْ هُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ لَهُ فَاغْفِرْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَخْطَأَ شُعْبَةُ فِيْ اِسْمِ عَلِيِّ بْنِ شَمَّاخٍ قَالَ فِيْهِ عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاسٍ. قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ الْمَوْصِلِيَّ يُحَدِّثُ اَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ اَنِّيْ جَلَسْتُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَجْلِسًا اِلاَّ نَهٰى فِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

৩২০০। আলী ইবনে শাম্মাখ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ানের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মৃতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জানাযা পড়তেন তাতে আপনি তাঁকে কি দু'আ পড়তে শুনেছেন? তিনি বললেন, তুমি কি এই কথার সাথেই আমাকে জিজ্ঞেস করছো? মারওয়ান বললেন, হাঁ। ইবনে শাম্মাখ বলেন, ইতিপূর্বে তাদের উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। আবু হুরায়রা বললেন, তিনি এই দু'আ পড়তেন, "হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো, তুমি তাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করেছো, তুমি তার রূহ হরণ করেছো, তুমি তার গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জানো। আমরা তোমার কাছে তার সুপারিশকারীরূপে এসেছি, তুমি তাকে মাফ করো।"

আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) আলী ইবনে শাম্মাখ (র)-এর নামে ভুল করেছেন। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন, উসমান ইবনে শাম্মাস। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আমি আহ্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাওসিলীকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, আমি যে সভায়ই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র)-এর সাথে যোগদান করেছি, তাতে তিনি আবদুল ওয়ারিছ ও জা'ফর ইবনে সুলায়মানের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٠١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

৩২০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযা পড়তেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়ো, পুরুষ-স্ত্রী এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ!

তার (মৃত্যুতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে তার) সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং তার (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।"

٣٢٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ وَحَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ.

৩২০২। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এ দু'আ করতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে থাকলো, তুমি তাকে কবরের ফিতনা ও বিপদ থেকে রক্ষা করো।" আবদুর রহমানের বর্ণনায় আছে ঃ "তোমার দায়িত্বে ও তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে থাকলো। অতএব তুমি তাকে কবরের বিপদ ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। তুমিই প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো এবং তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করো। কেননা তুমিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ কবরের উপর (দাফন করার পর) জানাযা পড়া

٣٢٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ اَوْ رَجُلاً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقِيْلَ مَاتَ فَقَالَ اَلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِيْ بِهِ قَالَ دُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ.

৩২০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোক অথবা পুরুষলোক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। একদা তাকে দেখতে না পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? তিনি বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে (কবর) দেখিয়ে দিলে তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযা পড়লেন।

টীকা ঃ ওলামা সাধারণ দাফন করার পরও জানাযা পড়া জায়েয মনে করেন, পূর্বে জানাযা পড়া হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নাখঈর মতে, পূর্বে জানাযা না পড়া হয়ে থাকলে এবং লাশ গলে গিয়ে না থাকলে দাফন করার পরও জানাযা পড়া জায়েয (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوْتُ فِيْ بِلاَدِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ মুশরিকদের দেশে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের জানাযা

٣٢٠٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.

৩২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যেদিন নাজ্জাশী মারা যান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানালেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে ঈদের মাঠে গেলেন এবং সেখানে সারিবদ্ধ হলেন, অতঃপর চার তাকবীরে জানাযা পড়লেন।

টীকা ঃ 'নাজ্জাশী' তৎকালীন আবিসিনিয়ার শাসকের উপাধি ছিল। তার নাম নিয়ে মতোবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারীর মতে তার নাম 'আসহামাহ'। মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে একমাত্র নাজ্জাশীই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাদেরকে নিয়ে গায়েবী জানাযা পড়েছিলেন। এই হাদীস অনুসারে ইমাম শাফিঈ অনুপস্থিত লাশের গায়বী জানাযা জায়েয মনে করেন। আজ-কাল মক্কা-মদীনাসহ বিশ্বের হানাফী আলেমগণও এরূপ জানাযা পড়ে থাকেন এবং তা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, এরূপ জানাযা জায়েয নয় (অনু.)।

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْطَلِقَ اِلٰى اَرْضِ النَّجَاشِيِّ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّهُ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلاَ مَا اَنَا فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ لَاَتَيْتُهُ حَتّٰى اَحْمِلَ نَعْلَيْهِ.

৩২০৫। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। রাবী অতঃপর পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেছেন...। নাজ্জাশী বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সেই রাসূল, যাঁর সম্পর্কে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি যদি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত না থাকতাম তবে আমি তাঁর কাছে যেতাম এবং তাঁর জুতাজোড়া বহন করতাম।

টীকা ঃ ৬১৫ খৃষ্টাব্দে (নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে) এগারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা সর্বপ্রথম ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের যাওয়ার দুই-তিন মাস পর আঠারজন মহিলাসহ প্রায় একশোজন মুসলমান তথায় হিজরত করে তাদের সাথে মিলিত হন। মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে নাজ্জাশী তাদের প্রতি যে মানবিকতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন, তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে (অনু.)।

بَابٌ فِيْ جَمْعِ الْمَوْتٰى فِيْ قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ একই কবরে একাধিক লাশ দাফন এবং কবরের নিশানা রাখা

٣٢٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ اُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً اَنْ يَّأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ كَثِيْرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِيْ يُخْبِرُنِيْ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ اَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ اَخِيْ وَاَدْفِنُ اِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِيْ.

৩২০৬। আল-মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা) মারা গেলে তার লাশ নিয়ে আসা হলো, অতঃপর তা দাফন করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে একটি পাথর নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন। কিন্তু সে তা তুলে আনতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার দুই হাতা গুটালেন। (অধস্তন রাবী) কাসীর (র) বলেন, আল-মুত্তালিব বললেন, যে ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমাকে বলেছেন তিনি বললেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি যখন তিনি তাঁর দুই হাতের (জামার) আস্তিন গুটিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তা (পাথর) দুই হাতে বেষ্টন করে তুলে এনে তার (উসমান ইবনে মাযউনের কবরের) শিয়রে স্থাপন করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবো এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার কাছে দাফন করবো।

টীকা ঃ উসমান ইবনে মাযউন (রা) মহানবী (সা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। তাকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذٰلِكَ الْمَكَانَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ কবর খননকারী খননকালে হাড় দেখতে পেলে সে স্থান পরিহার করবে কিনা

٣٢٠٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

৩২০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা যেন তার জীবিতকালে তার হাড় চূর্ণ করাতুল্য।

بَابٌ فِى اللَّحْدِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ কবরের ধরন

٣٢٠٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

৩২০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লাহ্দ (কবর) আমাদের জন্য, শাক্ক (কবর) আমাদের ছাড়া অন্যদের জন্য।

টীকা ঃ কারো মতে 'আমাদের' অর্থে মুসলমান এবং 'অন্যদের' অর্থে ইহুদী-খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও মুসলমানদের মত দাফন করা হয়। আবার কারো মতে, 'আমাদের' অর্থে মদীনাবাসীদের এবং অন্যদের অর্থে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা মদীনার মাটি শক্ত ও লাহ্দ কবরের উপযোগী এবং মক্কার মাটি বালুকাময় ও নরম এবং শাক্ক কবরের উপযোগী। অন্যথায় উভয় ধরনের কবর খননই জায়েয (অনু.)।

بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ কতজন কবরে (লাশ রাখার জন্য) নামবে

٣٢٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَوِ ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ.

৩২০৯। আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলী (রা), আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) গোসল করিয়েছিলেন। তারাই তাঁকে কবরে নামিয়ে রেখেছিলেন। আশ-শা'বী (র) বলেন, মারহাব অথবা ইবনে আবু মারহাব আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তারা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কেও তাদের সাথে শরীক করলেন। দাফন সম্পন্ন করে আলী (রা) বললেন, মৃত ব্যক্তির দাফন কাজ তার পরিবারের লোকদেরই সম্পন্ন করা উচিত।

٣٢١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي مَرْحَبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً.

৩২১০। আবু মারহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে অবতরণ করেছিলেন। আমি যেন তাদের চারজনকে এখনও দেখছি।

بَابُ كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ লাশ কিভাবে কবরে রাখতে হবে

٣٢١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَى الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ.

৩২১১। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হারিস (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়াত করে গেলেন– আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) যেন তার জানাযা পড়ান। অতএব তিনি তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখলেন (পায়ের দিক আগে নামালেন)। তিনি বললেন, এটাই সুন্নাত তরীকা।

টীকা ঃ শাফিঈ মতে, মুর্দাকে মাথার দিক থেকে কবরে নামানো সুন্নাত; হানাফী মতে ডান দিক থেকে নামানো সুন্নাত (অনু.)।

بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ কবরের পাশে কিভাবে বসবে

٣٢١٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ.

৩২১২। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম, তখনও কবর খনন করা শেষ হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখি হয়ে বসে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে বসলাম।

بَابُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ লাশ কবরে রাখার সময় তার জন্য দু'আ করা

٣٢١٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الصِّدِّيْقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

৩২১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লাশ কবরে রাখতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার (দীনের) উপর রাখা হলো।"

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوْتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ কোন মুসলমানের মুশরিক নিকটাত্মীয় মারা গেলে

٣٢١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَأْتِيَنِيْ فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَاَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ.

৩২১৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা আবু তালিব মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি গিয়ে তোমার পিতার গর্ত খনন করে তাকে মাটি দিয়ে আমার কাছে না আসা পর্যন্ত মাঝখানে অন্য কিছু করো না। রাবী বলেন, আমি তাকে মাটি দিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। অতএব আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন।

بَابٌ فِيْ تَعْمِيْقِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ কবর গভীর করে খনন করা

٣٢١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الْاَنْصَارُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالُوْا اَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ قِيْلَ فَاَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ قُرْاٰنًا. قَالَ اُصِيْبَ اَبِيْ يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ فَدُفِنَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اَوْ قَالَ وَاحِدٍ.

৩২১৫। হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমরা আহত হয়েছি এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে (লাশ দাফন করার ব্যাপারে) কি হুকুম করেন? তিনি বললেন ঃ প্রশস্ত কবর খনন করো এবং একই কবরে দুই-তিন জনকে দাফন করো। জিজ্ঞেস করা হলো, কাকে অগ্রগামী করা হবে (ডানপাশে রাখা

হবে)? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক কুরআন জানতো। তিনি (হিশাম) বলেন, সেদিন আমার পিতা আমের (রা)-ও শহীদ হয়েছিলেন। তাকে দু'জনের অথবা (তিনি বলেছেন) একজনের সাথে কবর দেয়া হয়েছে।

টীকা ঃ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একই কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা যেতে পারে, অন্যথায় নয় (অনুবাদক)।

٣٢١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ يَعْنِى الْاَنْطَاكِىَّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيْهِ وَاَعْمِقُوْا.

৩২১৬। হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) থেকে একই সনদ সূত্রে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ কবর গভীর করো।

٣٢١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي بْنَ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩২১৭। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের (র) থেকে এ সূত্রে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِىْ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কবর সমতল করা

٣٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ هَيَّاجٍ الاَسَدِىِّ قَالَ بَعَثَنِىْ عَلِىٌّ قَالَ لِيْ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ اَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتُهُ وَلاَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتُهُ.

৩২১৮। আবুল হাইয়ায আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এমন কাজে পাঠাচ্ছি যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা হলো ঃ কোন উঁচু কবর দেখলে আমি যেন তা সমতল না করা পর্যন্ত পরিত্যাগ না করি এবং কোন প্রতিকৃতি দেখলে তা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেই।

٣٢١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُوْذِسَ بِأَرْضِ الرُّوْمِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رُوْذِسُ جَزِيْرَةٌ فِي الْبَحْرِ.

৩২১৯। আমর ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। আবু আলী আল-হামদানী (র) তাকে এ হাদীস অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)-র সাথে আর-রূম (এশিয়া মাইনর) এলাকার অন্তর্ভুক্ত রূযেস দ্বীপে ছিলাম। আমাদের এক ব্যক্তি এখানে মারা গেলো। তার কবরের ব্যাপারে ফাদালা (রা) নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা সমতল করা হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবর সমতল করার জন্য নির্দেশ দিতে শুনেছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'রূযেস' সমুদ্রে অবস্থিত একটি দ্বীপের নাম।

٣٢٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفِيْ لِيْ عَنْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِيْ عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُوْرٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ يُقَالُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২২০। আল-কাসেম (ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাকর রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র কাছে এসে বললাম, ফুফু! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দুই সাথী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কবর খুলে আমাকে একটু দেখান। তিনি তিনটি কবরই আমাকে (পর্দা) খুলে দেখালেন। আমি দেখলাম তা খুব উঁচুও ছিলো না আবার একেবারে সমতলও ছিলো না। কবর তিনটির উপর আল-আরসা নামক স্থানের লাল কাঁকর বিছানো ছিলো। আবূ আলী (র) বলেন, কথিত আছে যে, সম্মুখভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, আবু বাকর (রা)-র কবর তাঁর মাথার দিকে এবং উমার (রা)-র কবর তাঁর পায়ের দিকে অবস্থিত। উমার (রা)-র মাথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের কাছে।

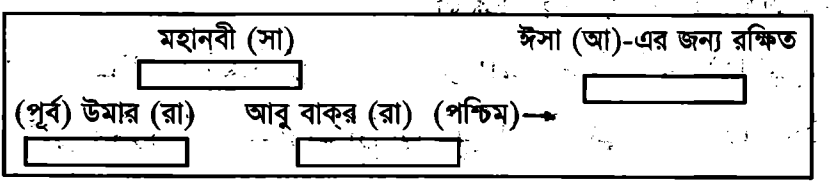

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِىْ وَقْتِ الْاِنْصِرَافِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ দাফনশেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

٣٢٢١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَحِيْرِ بْنِ رَيْسَانَ عَنْ هَانِىءٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْأَلُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَحِيْرُ بْنُ رَيْسَانَ.

৩২২১। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সে যেন (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে সেজন্য দু'আ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কবরের কাছে পশু যবেহ করা নিষিদ্ধ

٣٢٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَقْرَ فِى الْاِسْلاَمِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً اَوْ شَاةً.

৩২২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে কোন হত্যা বা বলিদান নেই। আবদুর রাযযাক (র) বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা কবরের কাছে গরু অথবা ছাগল বলিদান করতো।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে যেসব লোক মানুষকে প্রশস্ত মনে পানাহার করিয়ে সুনাম অর্জন করতো, তাদের কবরের পাশে উট যবেহ করা হতো। তাদের ধারণা ছিল, এসব লোকের মৃত্যুর পর তাদেরকে পশু-পাখির গোশত খাওয়ানো হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুসংস্কারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِيْنٍ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ পরবর্তীকালে কবরের উপর জানাযা পড়া

٣٢٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৩২২৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বের হয়ে উহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে মৃতের জন্য জানাযার অনুরূপ নিয়মে নামায পড়লেন, অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন।

টীকা ঃ উহুদ যুদ্ধের অষ্টম বছরে মহানবী (সা) যুদ্ধের শহীদদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার পদ্ধতিতে তাদের জন্য দু'আ করেন। এটা তার জানাযার নামায ছিলো না– এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত রয়েছে (অনু.)।

٣٢٢٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِىْ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ.

৩২২৪। ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীব (র) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট বছর পর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য নামায পড়েছেন জীবিত ও মৃতের জন্য দু'আ করার ন্যায়।

بَابٌ فِى الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা

٣٢٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَاَنْ يُّقَصَّصَ وَيُبْنٰى عَلَيْهِ.

৩২২৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের উপর বসতে, তাতে চুনকাম করতে এবং তার উপর কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

٣٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَوْ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَفِىَ عَلَىَّ مِنْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ حَرْفٌ وَاَنْ.

৩২২৬। জাবের (রা) থেকে এ সূত্রেও একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত। রাবী উসমানের বর্ণনায় আছে, তাতে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে নিষেধ করেছেন। সুলায়মান ইবনে মূসার বর্ণনার আরো আছে, নবী (সা) কবরের উপর লিখতেও নিষেধ করেছেন। উসমানের বর্ণনায় অতিরিক্ত কথা মুসাদ্দাদের বর্ণনায় নাই।

٣٢٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

৩২২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহ সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْقُعُوْدِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ কবরের উপর বসা নিষেধ

٣٢٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ.

৩২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জ্বলন্ত অংগারের উপর বসা এবং তাতে তার পরিধেয় বস্ত্র পুড়ে যাওয়া, অতঃপর তার (শরীরের) চামড়া পর্যন্ত ভেদ করা– কবরের উপর তার বসা অপেক্ষা উত্তম।

٣٢٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى اَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا.

৩২২৯। আবু মারছাদ আল-গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবরের উপর বসো না এবং তার দিকে ফিরে নামায পড়ো না।

بَابُ الْمَشْىِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِى النَّعْلِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ কবরস্থানের উপর দিয়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় হাঁটা

٣٢٣٠- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوْسِىِّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ بَشِيْرٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اُمَاشِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثُمَّ حَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةٌ فَاِذَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فِى الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمٰى بِهِمَا.

৩২৩০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে তার নাম ছিল জাহম ইবনে মা'বাদ। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বললেন, জাহম। নবী (সা) বললেন ঃ বরং তোমার নাম বাশীর। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি

মুশরিকদের কতিপয় কবরের কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন ঃ এরা বিরাট কল্যাণ লাভের আগেই অতীত হয়ে গেছে (ইসলাম আসার পূর্বেই মারা গেছে)। কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কতিপয় কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন ঃ এরা প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন– সে জুতা পায়ে কবরস্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ হে জুতা পরিধানকারী! তোমার জন্য দুঃখ হয়, জুতা খুলে ফেলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালো। তাঁকে চিনতে পেরে সে তার পায়ের জুতাজোড়া খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো।

٣٢٣١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

৩২৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয়, অতঃপর তার সাথীরা সেখান থেকে ফিরে যেতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

بَابٌ فِىْ تَحْوِيْلِ الْمَيِّتِ لِلْاَمْرِ يَحْدِثُ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কবর থেকে লাশ স্থানান্তরিত করা

٣٢٣٢– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِىْ رَجُلٌ فَكَانَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذٰلِكَ حَاجَةٌ فَاَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَمَا اَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِىْ لَحْيَتِهِ مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ.

৩২৩২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে (একই কবরে) অন্য এক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছিলো। এজন্য আমি তার লাশ অন্যত্র সরিয়ে নিতে চাইলাম। ছয় মাস পর আমি তাকে (পিতাকে) তুলে (অন্য একটি কবরে দাফন করলাম)। তার শরীরের কোন অংশই পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র দাড়ির কিছু চুল মাটির সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিলো।

টীকা ঃ সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে এক স্থানে দাফন করার পর সেখান থেকে অন্যত্র সরানো জায়েয নয়। তবে অপরের জমিতে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দাফন করলে সরানো যায় (অনু.)।

بَابٌ فِى الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

٣٢٣٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ شَهِيْدٌ.

৩২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিলো। তারা তার উত্তম প্রশংসা করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (বেহেশত অথবা শুভ প্রতিদিন) তার জন্য ওয়াজিব (অবধারিত) হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তাঁর সামনে দিয়ে আর একটি লাশ নিয়ে গেলো। তারা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো। তিনি বললেন ঃ (দোযখ অথবা পরিণতি) তার জন্য ধার্য হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

بَابٌ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ কবর যিয়ারত করা

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ تَعَالٰى عَلٰى اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَاسْتَاْذَنْتُ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاُذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ.

৩২৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবরের কাছে আসলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর চারপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আমার মহান প্রভুর কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর আমি তার কবর

যিয়ারত করার অনুমতি প্রার্থনা করলাম এবং আমাকে তার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

টীকা ঃ কবর যিয়ারত করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দু'আ করতে হয়। কুরআন পাঠ করলে খুবই উপকার হয়। কিন্তু কোনক্রমেই কবরে সিজদা দেয়া, মৃতের কাছে কিছু চাওয়া জায়েয নয়।

টীকা ঃ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা গ্রন্থসমূহেও সন্নিবেশিত হয়েছে। এটা সহীহ হাদীস। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায়, মহানবী (সা)-এর মাতা (এবং পিতাও) কুফরী প্রথার উপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ মতই পোষণ করেন। কতিপয় লোক বলেন, মি'রাজের রাতে তাদেরকে রূহ জগতে মুসলমান করে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ অভিমত যথার্থ নয়। কেননা তিনি (৬২০ খৃ.) মি'রাজের পর এবং (৬২২ খৃ.) মদীনায় হিজরতের পর তাঁর মায়ের যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন (অনুবাদক)।

٣٢٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِىْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً.

৩২৩৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। কেননা কবর যিয়ারতের মধ্যে (নসীহত গ্রহণ করার) সুযোগ রয়েছে।

بَابٌ فِىْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُوْرَ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ মহিলাদের কবর যিয়ারত করতে যাওয়া

٣٢٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

৩২৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে আলোকসজ্জাকারীদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

টীকা : মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে সম্ভবত ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, নিত্য বহির্গমনের অভ্যাসে পরিণত না হলে নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে বাধা নেই। কারণ পুরুষদের মত নারীদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করার

প্রয়োজন রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, অনভিপ্রেত কিছু ঘটনার সম্ভাবনা না থাকলে অধিকাংশ আলেমের মতে মহিলাদের কবর যিয়ারতে যেতে কোন বাধা নেই। "নবী (সা) কোথাও যাওয়ার সময় এক নারীকে একটি কবরের নিকট কাঁদতে দেখে বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।" ইবনে হাজার (র) বলেন, নবী (সা) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকট বসতে নিষেধ করেননি। এতে তাঁর অনুমোদন প্রমাণিত হয়। হাকেম নীশাপুরী তার আল-মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছে যে, আয়েশা (রা) তাঁর ভাই আবদুর রহমানের কবর যিয়ারত করতে গেলে তাঁকে বলা হলো, নবী (সা) কি এটা নিষেধ করেননি? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি নিষেধ করেছিলেন এবং পরে তার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কবর যিয়ারত করতে গেলে কি বলবো? তিনি বলেন, তুমি বলবে ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদ দিয়ার মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন..." (তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬০-১)। অতএব নারীগণ শালীনতা বজায় রেখে কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে, তবে সশব্দে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা নিষেধ (অনু.)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا مَرَّ بِالْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় যা বলবে

٣٢٣٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ

৩২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতে গিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে মৃত্যুপুরীর মুমিনগণ। আল্লাহর মর্জিমাফিক আমরাও তোমাদের সাথে অচিরেই মিলিত হবো।"

بَابُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কেউ ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার দাফন-কাফনের বিধান

٣٢٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ كَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا

الْحَدِيْثِ خَمْسُ سُنَنٍ كَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ اَىْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ اَىْ اَنَّ فِى الْغَسَلاَتِ كُلِّهَا سِدْرًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ.

৩২৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো। তার উষ্ট্রী তাকে (পিঠ থেকে) ফেলে দিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। ফলে সে ইহরাম অবস্থায় মারা যায়। তিনি বললেন ঃ তাকে তার ইহরামের দুই কাপড় দিয়েই কাফন পরাও, বরই পাতার নির্যাস দেয়া পানি দিয়ে তাকে গোসল দাও এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে এই হাদীসের পাঁচটি নীতি বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শুনেছি। (১) 'তার ইহরামের কাপড় দু'টি দিয়েই তাকে কাফন দাও'– অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে দুই কাপড়েই কাফন দিতে হবে। (২) 'তাকে কুল পাতা মিশিয়ে ফুটানো পানি দিয়ে গোসল দাও"– অর্থাৎ প্রতিটি লাশ কুল পাতার নির্যাস মেশানো পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে। (৩) ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মাথা ঢেকে দিও না। (৪) তার শরীরে সুগন্ধি লাগিও না এবং (৫) তার সমস্ত মাল থেকে প্রথমে তার কাফনের ব্যবস্থা করো (অতঃপর দেনা পরিশোধ করো, অতঃপর অবশিষ্ট মাল ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করো)।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র) মুহরিমকে তার ইহরামের দুই কাপড়েই কাফন করতে বলেন। ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, এটা তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মুহরিমকেও অন্যান্য মুর্দার ন্যায় কাফন দিতে হবে।

টীকা ঃ প্রত্যেক ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি হজ্জের সময় 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...' বলে যে দু'আটি পাঠ করে তাকে তালবিয়াহ বলে। পরবর্তী হাদীসে 'তাহলীল' অর্থাৎ কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উল্লেখিত হয়েছে (অনু.)।

٣٢٣٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَاَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ اَيُّوْبُ ثَوْبَيْهِ وَقَالَ عَمْرٌو ثَوْبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ اَيُّوْبُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَقَالَ عَمْرٌو فِىْ ثَوْبَيْهِ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ.

৩২৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (নবী) বলেন ঃ তাকে দুই কাপড়ে কাফন দাও। আবু দাউদ (র) সুলায়মান থেকে, তিনি আইউব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ثَوْبَيْهِ শব্দ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমর فِىْ ثَوْبَيْهِ শব্দ

বর্ণনা করেছেন। একমাত্র সুলায়মানই وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ (তাকে সুগন্ধিযুক্ত করো না) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنٰى سُلَيْمَانَ فِىْ ثَوْبَيْهِ.

৩২৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও সুলায়মানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٤١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تَغُطُّوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ.

৩২৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে তার ইহরাম অবস্থায় তার উষ্ট্রী (পিঠ থেকে) ফেলে দিয়ে হত্যা করে। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন ঃ তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও, কিন্তু তার মাথা (কাফন দিয়ে) ঢেকে দিও না এবং তার শরীরে সুগন্ধি দিও না। কেননা তাকে (কিয়ামতের দিন) তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

অধ্যায় ঃ ২৩

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

(শপথ ও মানত)

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মিথ্যা শপথ করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী

٣٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ مَصْبُوْرَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩২৪২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আটক অবস্থায় মিথ্যা শপথ করে সে নিজের জন্য জাহান্নামের বাসস্থান নির্ধারণ করে।

টীকা ঃ কেউ শাসকের চাপের মুখে শপথ করতে বাধ্য হলে সে যেন মিথ্যা শপথ না করে এবং কৃত শপথ পূর্ণ করে। মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ (অনু.)।

بَابُ فِيْمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لِاَحَدٍ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে ব্যক্তি পরের ধন আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে

٣٢٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَقَالَ الْاَشْعَثُ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

৩২৪৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। আশ'আছ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! এ হাদীস আমার মোকদ্দমার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমার এবং এক ইহূদীর মধ্যে একটি অংশীদারী জমি ছিল। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দলীল-প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বললেন ঃ শপথ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে শপথ করবে এবং আমার জমি তার হাতে চলে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের জন্য কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭)।

٣٢٤٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ كُرْدُوْسٌ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضِيْ اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْ هٰذَا وَهِيَ فِيْ يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اُحَلِّفُهُ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ اَنَّهَا اَرْضِيْ اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْتَطِعُ اَحَدٌ مَالاً بِيَمِيْنٍ اِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ اَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضُهُ.

৩২৪৪। আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি ও হাদরামাওত এলাকার এক ব্যক্তি ইয়ামানে অবস্থিত এক খণ্ড জমির মালিকানা দাবি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। হাদরামাওতের লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ জমি এই ব্যক্তির পিতা আমার কাছ থেকে জবরদখল করে নিয়েছে। এখন তা এই ব্যক্তির কাছে আছে। তিনি বললেন ঃ

তোমার কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তবে সে আল্লাহর নামে শপথ করে এ কথা বলুক, "আমার এ জমিটা যে তার পিতা জবরদখল করে নিয়েছে তা সে জানে না।" এ কথা শোনামাত্র কিন্দী শপথ করার জন্য উদ্ধত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কোন লোক শপথের মাধ্যমে অন্য কারো মাল আত্মসাৎ করবে, সে হাত-পা কাটা অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হবে। এ কথা শুনে কিনদী বললো, নিঃসন্দেহে এ জমিটা তার।

٣٢٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى اَرْضٍ كَانَتْ لِاَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِيْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذَاكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

৩২৪৫। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজর আল-হাদরামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদরামাওত থেকে এক ব্যক্তি এবং কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আমার একটা পৈত্রিক সম্পত্তি জবরদখল করে নিয়েছে। কিনদী বললো, এটা আমার দখলেই আছে। আমিই তা চাষাবাদ করে আসছি, এতে তার কোন স্বত্ব নাই। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বললেন ঃ তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তোমাকে কিনদীর শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো দুষ্ট লোক। সে মিথ্যা শপথ করতে পরোয়া করবে না। সে কোন কিছুরই ভয় করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এছাড়া তোমার কোন বিকল্প নেই। কিনদী শপথ করতে অগ্রসর হলো। সে যখন পিঠ ফিরালো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জেনে রাখো! সে যদি অন্যের সম্পদ জুলুমের

মাধ্যমে ভোগদখল করার জন্য শপথ করে, তবে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।

টীকা ঃ হাদরামাওতের অধিবাসীকে হাদরামী এবং কিনদার অধিবাসীকে কিন্দী বলে। প্রথমোক্ত এলাকা বাইরাইনের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষোক্ত এলাকা ইরাকে অবস্থিত (অনু.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْظِيْمِ الْيَمِيْنِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ (ص)

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ নবী (সা)-র মিম্বারের উপর মিথ্যা শপথ করা কঠিন গুনাহ

٣٢٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مِنْ اٰلِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْلِفُ اَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلٰى يَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ اَخْضَرَ اِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

৩২৪৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মিম্বারের কাছে দাঁড়িয়ে মিথ্যা শপথ করবে, তা একটি তাজা মিসওয়াকের জন্যই হোক না কেন– সে তার বাসস্থান দোযখে ঠিক করে নিলো অথবা আগুন (দোযখ) তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেলো।

بَابُ الْيَمِيْنِ بِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা

٣٢٤٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ.

৩২৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে এবং তার শপথের মধ্যে বলে, লাতের শপথ; সে যেন বলে– "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই।" আর যে ব্যক্তি তার সহযোগীকে বলে, আসো তোমার সাথে জুয়া খেলি; সে যেন কিছু দান-খয়রাত করে।

টীকা ঃ 'লাত'– তৎকালীন আরব মুশরিকদের একটি প্রতিমার নাম (অনু.)।

٣٢٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلاَ بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالْاَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوْا اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.

৩২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নিজেদের পিতা-মাতা অথবা দেবদেবীর নামে শপথ করো না। তোমরা কেবল আল্লাহর নামেই শপথ করবে। তোমরা আল্লাহর নামে কেবল সে বিষয়েই শপথ করবে যে সম্পর্কে তোমরা সত্যবাদী।

টীকা ঃ একমাত্র আল্লাহর নামেই শপথ করা জায়েয। অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (অনু.)।

٣٢٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهُ وَهُوَ فِىْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَسْكُتْ.

৩২৪৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি কাফেলায় ছিলেন। তিনি তার পিতার নামে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কারো শপথ করার প্রয়োজন হয় তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় চুপ থাকে।

٣٢٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَعْنَاهُ اِلٰى بِاٰبَائِكُمْ زَادَ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهٰذَا ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا.

৩২৫০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন... 'বাপ-দাদার নামে শপথ করো না' পর্যন্ত উপরের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, উমার (রা)

বলেন, আমি আর কখনও ব্যক্তিগতভাবে বা অপরের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ শব্দ দ্বারা শপথ করিনি।

٣٢٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ.

৩২৫১। সাঈদ ইবনে আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে শপথ করতে শুনলেন, "না! এই কা'বার শপথ।" ইবনে উমার (রা) তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করলো সে শির্ক করলো।

٣٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ فِىْ حَدِيْثِ قِصَّةِ الْاَعْرَابِىِّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ.

৩২৫২। আবু সুহাইল নাফে ইবনে মালেক ইবনে আবু আমের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-র কাছে জনৈক বেদুইনের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস শুনেছেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার (বেদুইনের) পিতার শপথ! যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে কৃতকার্য হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করলো। তার পিতার শপথ!

টীকা ঃ হাদীস বিশারদ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে পিতার নামে শপথ করা হয়েছিল অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে শব্দটি মুখে এসে গিয়েছে অথবা 'রব' শব্দটি উহ্য আছে, অর্থাৎ 'তার পিতার প্রভুর শপথ' (অনু.)।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْاَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫ ঃ আমানতের উল্লেখ করে শপথ করা মাকরূহ

٣٢٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ

الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

৩২৫৩। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমানতের (উল্লেখ করে) শপথ করবে, সে আমাদের কেউ নয়।

بَابُ الْمَعَارِيْضِ فِى الْاَيْمَانِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ছলনার আশ্রয় নিয়ে শপথ করা

٣٢٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ. قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبَّادُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ.

৩২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার শপথ তোমার প্রতিপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আব্বাদ ইবনে আবু সালেহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু সালেহ একই ব্যক্তি।

٣٢٥٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ ابْنُ حُجْرٍ فَاَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ اَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَّهُ اَخِىْ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَّهُ اَخِىْ قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ.

৩২৫৫। সুয়াইদ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের সাথে ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)-ও ছিলেন। তার এক শত্রু তাকে ধরে ফেললো।

আমাদের দলের লোকেরা এ ব্যাপারে শপথ করতে সংকোচবোধ করলো। আমি হলফ করে বললাম, সে আমার ভাই। ফলে শত্রু তাকে ছেড়ে দিলো। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ঘটনা অবহিত করলাম এবং বললাম, লোকেরা এভাবে শপথ করাকে অন্যায় মনে করেছে। অতএব আমি শপথ করে বললাম, সে আমার ভাই। তিনি বললেন ঃ তুমি সঠিক বলেছো। কেননা এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةِ غَيْرِ الْاِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শপথ করা

٣٢٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ قِلَابَةَ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ.

৩২৫৬। সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গাছের নীচে (হুদায়বিয়ায়) শপথ গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত ছাড়া অন্য কোন মিল্লাতের (ধর্ম গ্রহণের) নামে মিথ্যা শপথ করলো (যেমন আমি যদি এ কাজ করি তবে ইহূদী হয়ে যাবো)– সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হবে। কোন ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে তাকে কিয়ামতের দিন ঐ অস্ত্র দিয়ে অবিরত শাস্তি দেয়া হবে। কোন লোক এমন জিনিসের মানত করে যার মালিক সে নয়, এই মানতের কোন মূল্য নেই।

٣٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا.

৩২৫৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হলফ করে বললো, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত। যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তবে সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ اَنْ لاَ يَتَأَدَّمَ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি হলফ করে বলে, সে তরকারি খাবে না

٣٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ تَمْرَةً عَلٰى كِسْرَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ.

৩২৫৮। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি রুটির উপর খেজুর রেখে বললেন ঃ এটা হলো এটার তরকারী।

٣٢٥٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ يَحْيٰ عَنْ يَزِيْدَ الْاَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ مِثْلَهُ.

৩২৫৯। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে এই সনদসূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ শপথে ইনশাআল্লাহ যোগ করা

٣٢٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى.

৩২৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করার সাথে ইনশা আল্লাহ (আল্লাহর মর্জি) বললো, সে ব্যতিক্রম করলো (তার কোন গুনাহ নেই শপথ ভঙ্গ করাতে)।

٣٢٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ وَهٰذَا حَدِيثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ.

৩২৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করে 'ইনশা আল্লাহ' বললো, সে ইচ্ছা করলে শপথ পূর্ণও করতে পারে আবার নাও করতে পারে, এতে কোন দোষ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথের ধরন ও পদ্ধতি

٣٢٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهٰذِهِ الْيَمِينِ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

৩২৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শপথ করতেন ঃ "লা ওয়া মুকাল্লিবিল কুলূব" (না! অন্তরের পরিবর্তনকারীর শপথ)।

টীকা ঃ আল্লাহর গুণবাচক নাম বা গুণের উল্লেখ করে শপথ করা জায়েয (অনু.)।

٣٢٦٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ.

৩২৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে শপথ করলে, তখন বলতেন ঃ "লা ওয়াল্লাযী নাফসু আবিল কাসিমে বিয়াদিহ" (না! শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আবুল কাসিমের অর্থাৎ মুহাম্মাদের প্রাণ)।

٣٢٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ ابْنُ حُبَّابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُوْلُ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَلَفَ يَقُوْلُ لاَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

৩২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হলফ করতেন তখন বলতেন ঃ "লা ওয়া আসতাগফিরুল্লাহ" (না! আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই)।

٣٢٦٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَيَّاشٍ السُّمَعِيُّ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَلْهَمٌ وَحَدَّثَنِيْهِ اَيْضًا الْاَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيْطٍ اَنَّ لَقِيْطَ بْنَ عَامِرٍ خَرَجَ وَافِدًا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيْطٌ فَقَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرُ اِلٰهِكَ.

৩২৬৫। আসিম ইবনে লাকীত (রা) থেকে বর্ণিত। লাকীত ইবনে আসিম (রা) একটি প্রতিনিধি দলসহ রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হলেন। লাকীত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "লাআমরু ইলাহিকা" (তোমার ইলাহ-এর শপথ)।

بَابُ الْحِنْثِ اِذَا كَانَ خَيْرًا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজের জন্য শপথ ভঙ্গ করা

٣٢٦٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِيْنِيْ وَاَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ قَالَ اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِيْنِيْ.

৩২৬৬। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন কাজ করার শপথ করি, অতঃপর তার বিপরীত দিকে কল্যাণ দেখতে পাই, তাহলে ইনশা আল্লাহ আমি শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিবো এবং অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবো। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আমি অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবো এবং আমার শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করবো।

٣٢٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِيْنَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيْهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

৩২৬৭। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি কোন বিষয়ে শপথ করলে, অথচ তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে। এ অবস্থায় তুমি কল্যাণকর কাজটি করো এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম আহমাদ (র) শপথ ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফফারা আদায় করা জায়েয মনে করেন।

٣٢٦٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ نَحْوَهُ قَالَ فَكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَادِيْثُ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رُوِىَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ.

৩২৬৮। আবদুর রহমান (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছে ঃ "প্রথমে কাফফারা আদায় করো, অতঃপর কল্যাণকর কাজটি করো।" আবু দাউদ (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদ আবু মূসা আল-আশ'আরী, আদী ইবনে হাতেম ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কতগুলোতে শপথ ভঙ্গের পর কাফফারা

আদায় করার কথা আছে, অপরগুলোতে শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

بَابٌ فِى الْقَسْمِ هَلْ يَكُوْنُ يَمِيْنًا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কসম শব্দটি কি ইয়ামীন শব্দের সমার্থবোধক?

٣٢٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَقْسَمَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ.

৩২৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে (কোন বিষয়ে) শপথ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ শপথ করো না।

টীকা ঃ এই অধ্যায়ে 'কসম', 'হলফ' ও 'ইয়ামীন' শব্দ তিনটি সমার্থবোধক। এর অর্থ শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা। কসম ও হলফ শব্দ দু'টি বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত (অনু.)।

٣٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ يَحْيٰى وَكَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ اَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَأْتَ بَعْضًا فَقَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ لَتُحَدِّثَنِّىْ مَا الَّذِىْ اَخْطَأْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ.

৩২৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। এই বলে সে স্বপ্নে যা দেখেছে তা বর্ণনা করলো। আবু বাক্‌র (রা) এর ব্যাখ্যা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি স্বপ্নের কিছু অংশের ব্যাখ্যা ঠিক বলেছ, আর কিছুটা ভুল করেছ। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক; আমি কি ভুল করেছি তা বলে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ শপথ করো না।

٣٢٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ زَادَ فِيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ.

৩২৭১। ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় 'শপথ' শব্দের উল্লেখ নাই। তবে এতে আরো আছে, তিনি আবু বাকর (রা)-কে তার ভুল সম্পর্কে অবহিত করেননি।

بَابٌ فِي الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা

٣٢٧٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوْبَ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلٰى قَدْ فَعَلْتَ وَلٰكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِاِخْلاَصِ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُرَادُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.

৩২৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। বাদীর কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইলেন। কিন্তু তার কাছে কোন দলীল-প্রমাণ ছিলো না। তিনি বিবাদীকে শপথ করতে বললেন। সে বললো, মহান আল্লাহর নামে শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, (আমি জানি) তুমি (মিথ্যা শপথ) করেছ। কিন্তু তোমাকে নিষ্ঠার সাথে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই' বলার কারণে ক্ষমা করা হয়েছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কাফফারা দেয়ার নির্দেশ দেননি।

টীকা ঃ 'তুমি মিথ্যা শপথ করেছো'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী অথবা ইলহামের মাধ্যমে তার মিথ্যাবাদিতার কথা জানতে পেরেছিলেন।

টীকা ঃ হাদীসের ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, অপেক্ষাকৃত ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কাফফারা আদায়

করতে হবে। এমনকি নবী (সা) নিজের ব্যাপারেও কাফফারা আদায় করার কথা বলেছেন। এটাই বর্তমান মনীষীদের প্রসিদ্ধ মত (অনু.)।

بَابُ كَمِ الصَّاعُ فِى الْكَفَّارَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শপথ ভঙ্গের কাফফারা কত সা'?

٣٢٧٣- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى اَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْمُزَنِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَسْلَمَ ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَخٍ لِصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَوَهَبَتْ لَنَا اُمُّ حَبِيْبٍ صَاعًا حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ اَخِىْ صَفِيَّةَ عَنْ صَفِيَّةَ اَنَّهُ صَاعُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَسٌ فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ.

৩২৭৩। আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীব আমাদেরকে একটি সা' দিলেন। তিনি তার দ্বিতীয় স্বামী (রাসূল-পত্নী) সাফিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রের সূত্রে আমাদেরকে বলেছেন, তিনি সাফিয়ার (ফুফু) সূত্রে বলেছেন, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা'। আনাস (ইবনে ইয়াদ) বলেন, আমি তা যাচাই করে দেখলাম, তার ওজন হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের সময়কার আড়াই মুদ্দের সমান।

টীকা ঃ মুদ্দ ও সা' তৎকালে আরব এলাকায় প্রচলিত বাটখারা বা পরিমাপের একটি একক (অনু.)।

٣٢٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ اَبُوْ عُمَرَ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا مَكُّوْكٌ يُقَالُ لَهُ مَكُّوْكُ خَالِدٍ وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُوْنَ. قَالَ مُحَمَّدٌ صَاعُ خَالِدٍ صَاعُ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ.

৩২৭৪। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাল্লাদ আবু আমর (র) বলেন, 'মাক্কূক খালিদ' নামে কথিত আমাদের একটি মাক্কূক ছিল। তা হারূনুর রশীদের আমলের পরিমাপকের দ্বিগুণ ছিল। মুহাম্মাদ (র) বলেন, খালিদের সা' ছিল হিশাম ইবনে মালেকের সা'।

٣٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ اَبُوْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ لَمَّا وَلِىَ خَالِدٌ الْقَسْرِىُّ اَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ قَتَلَهُ

الزَّرَنْجُ صَبْرًا فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَمَدَّ اَبُوْ دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُوْنَ كَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ. قَالَ وَرَأَيْتُهُ فِى النَّوْمِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ فَقَالَ اَدْخَلَنِى الْجَنَّةَ قُلْتُ فَلَمْ يَضُرُّكَ الْوَقْفُ.

৩২৭৫। উমায়্যা ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন খালিদ আল-কাসরী (হিজাজ ও কূফার) গভর্ণর হলেন তখন সা'-কে দ্বিগুণ করলেন। তাতে এক সা' ষোল রতলের সমান হলো। আবু দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ খাল্লাদকে নিগ্রোরা বন্দী করে হত্যা করে। তিনি তার হাতের ইশারায় বলেন, এভাবে। আবু দাঊদ (র) তার হাত প্রসারিত করেন এবং হস্তদ্বয়ের তালু মাটির দিকে উপুর করে বলেন, আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করেছেন। আমি বললাম, তাহলে আপনার আটকাবস্থা আপনার ক্ষতি করতে পারেনি।

بَابٌ فِى الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ শপথের কাফফারায় মুমিন বাঁদী আযাদ করা

٣٢٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَارِيَةٌ لِىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَفَلَا اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا قَالَ فَجِئْتُ بِهَا قَالَ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৩২৭৬। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি বাঁদী আছে। আমি তাকে জোরে একটি থাপ্পড় মেরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এটা দুঃখজনক মনে হলো। আমি বললাম, তাকে আযাদ করে দেই? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। রাবী বলেন, আমি তাকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায় আছেন? সে বললো, আসমানে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তাকে আযাদ করো, কেননা সে ঈমানদার।

٣٢٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيْدِ اَنَّ اُمَّهُ اَوْصَتْهُ اَنْ يُّعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ اَوْصَتْ اَنْ اُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِىْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوْبِيَّةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اَفَاُعْتِقُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْعُوْهَا لِىْ فَدَعَوْهَا فَجَاءَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَبُّكِ فَقَالَتْ اَللّٰهُ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيْدَ.

৩২৭৭। আশ-শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তার মা একটি মুমিন বাঁদী আযাদ করার জন্য তাকে ওসিয়াত করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা তার পক্ষ থেকে একটি মুমিন বাঁদী আযাদ করার জন্য আমাকে ওসিয়াত করেছেন। কিন্তু আমার কাছে নুবার একটি কাফ্রী ক্রীতদাসী আছে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের শেষাংশের অনুরূপ। আমি কি তাকে দাসত্বমুক্ত করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাকে আমার কাছে ডেকে আনো। অতএব তিনি তাকে ডাকলে সে এসে উপস্থিত হলো নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার প্রতিপালক কে? সে বললো, আল্লাহ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বললো, আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে দাসত্বমুক্ত করো। কেননা সে ঈমানদার। আবু দাউদ (র) বলেন, খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ এটাকে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং আশ-শারীদের নাম উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ নূবা বর্তমান সুদানের একটি জনপদের নাম। এখানেই হযরত বিলাল (রা) জন্মগ্রহণ করেন (অনু.)।

٣٢٧٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجُوْزَجَانِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللّٰهُ فَاَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ بِاِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا فَمَنْ اَنَا فَاَشَارَتِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى السَّمَاءِ يَعْنِىْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৩২৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি কৃষ্ণকায় বাঁদীসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি মুমিন দাসী আযাদ করতে হবে। তিনি (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে তার হাতের আঙ্গুলে আসমানের দিকে ইশারা করলো। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আকাশের দিকে ইশারা করে বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন ঃ তুমি তাকে দাসত্বমুক্ত করো, কেননা সে মুমিন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মানত করা বাঞ্ছনীয় নয়

٣٢٧٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّذْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَيَقُوْلُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النَّذْرَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا.

৩২৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানত কোন কিছুই ফিরাতে পারে না, শুধু কৃপণের কিছু অর্থ ব্যয় হয় মাত্র। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানত কোন কিছুই প্রতিরোধ বা প্রতিহত করতে পারে না।

٣٢٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَأْتِى ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْئٍ لَمْ اَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ

وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيْلِ يُؤْتٰى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتٰى مِنْ قَبْلُ.

৩২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মানত আদম সন্তানের তাকদীরকে এমন কিছু যোগান দিতে পারে না– যা আমি তার জন্য নির্ধারণ করিনি। বরং আমি তার তাকদীরে যা নির্ধারণ করেছি কেবল তাই মানত তাকে এনে দেয়। তা কৃপণের ধন থেকে কিছু পরিমাণ বের করে দেয়। তার কাছে এমন কিছু নিয়ে আসে যা ইতিপূর্বে তার কাছে আসেনি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّذْرِ فِى الْمَعْصِيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাপের কাজে মানত করা

٣٢٨١– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

৩২৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যাচরণ না করে।

٣٢٨٢– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِى الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا هٰذَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ قَالَ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

৩২৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা (বক্তৃতা) দিচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি একটি লোককে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার ব্যাপারে (নাম-পরিচয়) জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো, সে আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। তিনি বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও– সে যেন কথাবার্তা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পূর্ণ করে।

بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً اِذَا كَانَ فِىْ مَعْصِيَةٍ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ গুনাহের কাজের মানত করেন তা ভঙ্গ করলে যাদের মতে কাফফারা দিতে হবে

٣٢٨٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

৩২৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গুনাহের কাজে মানত করা জায়েয নেই। এর কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফফারার সমান।

টীকা ঃ শপথ বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে এক বেলা মধ্যম মানের খাদ্যদ্রব্য দেয়া অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তি এর একটিও করতে সক্ষম না হবে সে তিন দিন রোযা রাখবে (দ্র. সূরা আল-মাইদা ঃ ৮৯)।

٣٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمَعْنَاهُ وَاِسْنَادِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ شَبُّوْيَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِىْ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ حَدَّثَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَدَلَّ ذٰلِكَ اَنَّ الزُّهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ مَا حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ اَفْسَدُوْا عَلَيْنَا هٰذَا الْحَدِيْثَ. قِيْلَ لَهُ وَصَحَّ اِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ اَيُّوْبُ كَانَ اَمْثَلَ مِنْهُ يَعْنِىْ اَيُّوْبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَقَدْ رَوَاهُ اَيُّوْبُ.

৩২৮৪। ইবনুস সারহ (র)... ইবনে শিহাব (র) থেকে তার নিজস্ব সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ ইবনে শাব্বুয়াহ (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনুল মুবারক (র) এই হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, আবু সালামা (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথা ইঙ্গিত করে যে, আয-যুহ্রী (র) আবু সালামার নিকট এ হাদীস শোনেননি। আর আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আইউব ইবনে সুলায়মান (র) আমাদের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে

শুনেছি, তারা আমাদের জন্য হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলেছেন। তাকে বলা হলো, আপনি কী মনে করেন, এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত করা হয়েছে– একথা কি সত্য? ইবনে আবু উয়াইস ব্যতীত অপর কেউ কি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, বিশ্বস্ততায় আইউব ইবনে সুলায়মান ইবনে বিলাল আবু উয়াইসের সম-পর্যায়ের। হাদীসটি আইউবও বর্ণনা করেছেন।

٣٢٨٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ. قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ اِنَّمَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ اَرْقَمَ وَهِمَ فِيْهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِىُّ وَاَرْسَلَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى بَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِاِسْنَادِ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ.

৩২৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পাপকাজে কোনরূপ মানত নেই। এর জরিমানা শপথ ভঙ্গের জরিমানার অনুরূপ"। আহ্‌মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী (র) বলেন, সঠিক সনদসূত্র হলো ঃ আলী ইবনুল মুবারক-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাছীর-মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর-তার পিতা-ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল-মারওয়াযী এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ হাদীস সম্পর্কে সুলায়মান ইবনে আরকাম সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তার থেকে আয-যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মুরসালরূপে (অর্থাৎ আল-মারওয়াযীর নামোল্লেখ ব্যতীত)-আবু সালামা-আয়েশা (রা) সূত্রে। আবু দাউদ (র) বলেন, বাকিয়্যা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আল-আওযাঈ-ইয়াহইয়া-মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর-আলী ইবনুল মুবারকের সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٢٨٦– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ

اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زَحْرٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ.

৩২৮৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, তার বোন পদব্রজে এবং খালি মাথায় হজ্জ করার মানত করেছে (এর হুকুম কি?)। নবী (সা) বললেন ঃ তাকে ওড়না পড়তে, যানবাহনে আরোহণ করতে এবং তিন দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দাও।

٣٢٨٧- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلَى لِبَنِىْ ضَمْرَةَ وَكَانَ اَيَّمَا رَجُلٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِىَّ اَخْبَرَنَا بِاِسْنَادِ يَحْيٰى مَعْنَاهُ.

৩২৮৭। মাখলাদ ইবনে খালিদ (র)... আবু সাঈদ আর-রু'আয়নী উপরোক্ত হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত সনদের অনুরূপ সনদে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٨٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِىْ اَنْ تَمْشِىَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ فَاَمَرَتْنِىْ اَنْ اَسْتَفْتِىَ لَهَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

৩২৮৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বোন পদব্রজে বাইতুল্লাহ (কা'বা ঘর) তাওয়াফ করতে যাওয়ার মানত করলেন। তিনি এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে আমাকে হুকুম দিলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ সে যেন পদব্রজেও যায় এবং যানবাহনেও যায়।

٣٢٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْبَيْتِ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا.

৩২৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন পদব্রজে বাইতুল্লায় (হজ্জে) যাওয়ার মানত করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সওয়ারীতে করে আসার এবং একটি কোরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

٣٢٩٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩২৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন, উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন পদব্রজে হজ্জ করার মানত করেছেন তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার মানতের মুখাপেক্ষী নন। তাকে যানবাহনে চড়ে হজ্জে আসার নির্দেশ দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। খালিদ (র)-ও ইকরিমা (র)-নবী (সা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اُخْتَ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنٰى هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ وَقَالَ فِيْهِ مُرْ اُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنٰى هِشَامٍ.

৩২৯১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন... হিশামের হাদীসের সমার্থবোধক। রাবী কুরবানীর উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনায় আরো আছে, 'তোমার বোনকে নির্দেশ দাও– সে যেন জন্তুযানে চড়ে (হজ্জে যায়)। আবু দাউদ (র) বলেন, খালিদ (র) এ হাদীস ইকরিমার সূত্রে হিশামের হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ يَعْنِىْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهَا.

৩২৯২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন পদব্রজে হজ্জ করার মানত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বোনের জন্য কোন রকম কঠোরতা সৃষ্টি করে রাখেননি। সে যেন বাহনে চড়ে এসে হজ্জ করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে।

٣٢٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَاِنَّهَا لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ مَشْىِ اُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً.

৩২৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোন পদব্রজে হজ্জ করার মানত করলেন। অথচ তার সেই দৈহিক সামর্থ্য ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই মহামহিম আল্লাহ তোমার বোনের পদব্রজে যাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। অতএব সে যেন বাহনে চড়ে যায় এবং একটি উট কুরবানী করে।

٣٢٩٤- حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِىَ اِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِمَشْىِ اُخْتِكَ اِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا.

৩২৯৪। উক্‌বা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার বোন বাইতুল্লাহ শরীফে পদব্রজে যাওয়ার মানত

করেছে। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বোনের বাইতুল্লাহ শরীফে হেঁটে যেতে বাধ্য করার কিছু তৈরী করে রাখেননি।

٣٢٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِىَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩২৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে হেঁটে যেতে দেখলেন। তার সম্পর্কে তিনি জানতে চাইলে লোকেরা বললো, সে এভাবে হেঁটে (হজ্জ করতে) যাওয়ার জন্য মানত করেছে। তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তির নিজেকে এভাবে কষ্ট দেয়া থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি তাকে সওয়ারীতে চড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনে আবু আমর এ হাদীস আল-আ'রাজ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلِ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ يَقُوْدُهُ بِخِزَامَةٍ فِىْ اَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّقُوْدَهُ بِيَدِهِ.

৩২৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘর তাওয়াফকালে এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে গিয়ে দেখতে পেলেন– তার নাকে আংটিযুক্ত রশি লাগিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তা কেটে ফেললেন এবং তার হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার মানত করেছে

٣٢٩٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا

حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلّٰهِ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ اِذًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ نَحْوَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি (মক্কা) বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ যদি আপনাকে মক্কা বিজয়ের গৌরব দান করেন, তবে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে বাইতুল মুকাদ্দাসে দুই রাক'আত নামায পড়বো বলে মানত করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এখানে সেই নামায পড়ে নাও। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বললেন ঃ এখানে (মসজিদে হারামে) পড়ো। সে আবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা আছে (সেখানে গিয়ে নামায পড়ার)। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرًا وَقَالَ عَبَّاسٌ ابْنُ حَنَّةَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هٰهُنَا لَاَجْزَاَ عَنْكَ صَلاَةً فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وَقَالَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২৯৮। উমার ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবার সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত। এ বর্ণনায় আরো আছে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! তুমি যদি এখানে (কা'বার চত্বরে) তোমার মানতের নামায পড়ে নিতে তাহলে এটা তোমার বাইতুল মাকদিসে নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট হতো (তোমার মানত পূর্ণ হতো, বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না)।

بَابٌ فِيْ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করা

٣٢٩٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا.

৩২৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফতোয়া জানতে চেয়ে বললেন, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তার একটি মানত রয়েছে যা তিনি পূরণ করে যেতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করো।

٣٣٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ اِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللّٰهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتّٰى مَاتَتْ فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا اَوْ اُخْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا.

৩৩০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক স্ত্রীলোক সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে মানত করলো, আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন তবে সে এক মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ তাকে সমুদ্রের বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু রোযা রাখার পূর্বেই সে মারা গেলো। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে কিনা এ সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আবু হানীফার মতে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে না। কেননা তিরমিযী শরীফে

আছে, "যে ব্যক্তি রোযা বাকি রেখে মারা গেলো তার পক্ষ থেকে প্রতিটি রোযার জন্য যেন একজন মিসকীনকে আহার করানো হয়।" মুওয়াত্তায় উল্লেখ আছে, "তোমাদের কেউ যেন কারো পক্ষ থেকে রোযা না রাখে।" ইমাম নববীর মতে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখাই উত্তম। ইমাম আহমাদেরও এই মত (অনু.)।

٣٣٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِي الْمِيْرَاثِ قَالَتْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَمْرٍو.

৩৩০১। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আমার মাকে একটি বাঁদী দান করেছিলাম। তিনি বাঁদীটি রেখে মারা গেছেন। নবী (সা) বললেন ঃ 'তুমি পুরস্কার (সওয়াব) পাওয়ার অধিকারিণী হয়েছ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সে পুনরায় তোমার মালিকানায় ফিরে এসেছে'। সে বললো, তিনি এক মাসের রোযা বাকি রেখে মারা গেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আমর ইবনে আওন বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কেউ কাযা রোযা অপূর্ণ রেখে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে

٣٣٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ الْمَعْنٰى عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ عَلٰى اُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَتَهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُّقْضٰى.

৩৩০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন যে, তার মায়ের এক মাসের রোযা বাকি আছে।

(অতঃপর বলেন,) আমি কি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করবো? তিনি বলেন ঃ যদি তোমার মা ঋণগ্রস্ত থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? মহিলা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য পরিশোধ করা অধিক অগ্রগণ্য।

٣٣٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

৩৩০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রোযা অনাদায়ী রেখে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَّفَاءِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মানত পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٣٣٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى رَاْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ اَوْفِىْ بِنَذْرِكِ قَالَتْ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيْهِ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِصَنَمٍ قَالَتْ لاَ قَالَ لِوَثَنٍ قَالَتْ لاَ قَالَ اَوْفِىْ بِنَذْرِكِ.

৩৩০৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, একজন স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার মাথার উপর দফ বাজানোর মানত করেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার মানত পূর্ণ করো। স্ত্রীলোকটি আবার বললেন, আমি অমুক অমুক জায়গায় যবেহ করার মানত করেছি। রাবী বলেন, এসব স্থানে পৌত্তলিক যুগের লোকেরা যবেহ করতো। তিনি বললেন ঃ মূর্তির জন্য? স্ত্রীলোকটি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ প্রতিমার জন্য? মহিলাটি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমার মানত পূর্ণ করো।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসলে স্ত্রীলোকটি তাঁর মাথার উপর দফ বাজানোর মানত করেছিলেন। 'দফ' ঢোল জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। এর একদিকের মুখ খোলা থাকে। দফ বাজানো মুবাহ (অনু.)।

٣٣٠٥- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِّنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ قَالُوْا لاَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْهَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ.

৩৩০৫। সাবেত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবেহ করার মানত করেছিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবেহ করার মানত করেছি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন মূর্তি আছে? লোকেরা বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি তাদের কোন মেলা বসতো? লোকেরা বললো, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার মানত পূর্ণ করো। কেননা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের জন্য কৃত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তাতেও কোন মানত নেই।

٣٣٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ اَبِيْ فِيْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اُبْدِيْهِ بَصَرِيْ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِيْ وَهُوَ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْاَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُوْلُوْنَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِيْ فَاَخَذَ بِقَدَمِهِ. قَالَتْ فَاَقَرَّ لَهُ

وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اِنْ وُلِدَ لِىْ وَلَدٌ ذَكَرٌ اَنْ اَنْحَرَ عَلٰى رَأْسِ بُوَانَةَ فِىْ عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهَا قَالَتْ خَمْسِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بِهَا مِنَ الْاَوْثَانِ شَىْءٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلّٰهِ قَالَتْ فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَوْفِ عَنِّىْ نَذْرِىْ فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا.

৩৩০৬। কারদাম-কন্যা মায়মূনা (রা) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম এবং লোকজনকে বলতে শুনলাম– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার পিতা তাঁর নিকট এলেন, তখন তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহিত ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল সচিবের চাবুকের ন্যায় একটি চাবুক। আমি লোকজনকে এবং বেদুঈনদের বলতে শুনলাম, চাবুক, চাবুক। আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর পা ধরলেন। রাবী বলেন, আমার পিতা তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং তাঁর কথা শুনলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি মানত করেছিলাম যে, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি বুওয়ানার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু সংখ্যক মেষ যবেহ করবো। অধস্তন রাবী বলেন, আমার মনে হয় মায়মূনা (রা) পঞ্চাশ সংখ্যক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি কোন প্রতিমা আছে। তিনি বললেন, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি আল্লাহর নামে কৃত তোমার মানত পূর্ণ করো। রাবী বলেন, তিনি তার মেষগুলো একত্র করে যবেহ করতে লাগলেন। তার মধ্য থেকে একটি মেষ ছুটে পালালো। তিনি এই বলতে বলতে তার পিছু ধাওয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার পক্ষ থেকে আমার মানত পূর্ণ করুন'। অতএব তিনি সেটির নাগাল পেয়ে তাও যবেহ করলেন।

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهَا نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ هَلْ بِهَا وَثَنٌ اَوْ عِيْدٌ مِنْ اَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لاَ قُلْتُ اِنَّ اُمِّىْ هٰذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْىٌ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ اَنَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৩৩০৭। কারদাম ইবনে সুফিয়ান-কন্যা মায়মূনা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেখানে কি প্রতিমা আছে অথবা জাহিলী যুগের কোন মেলা বসে? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এই আমার মা, তার একটি মানত ও পদব্রজে (হজ্জ করার) সংকল্প আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

بَابٌ فِى النَّذْرِ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মালিকানাস্বত্বহীন জিনিসের মানত

٣٣٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عَقِيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ فَاُسِرَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ وَثَاقٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلاَمَ تَأْخُذُنِىْ وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ نَأْخُذُكَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيْفٍ قَالَ وَكَانَ ثَقِيْفٌ قَدْ اَسَرُوْا رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيْمَا قَالَ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَوْ قَالَ وَقَدْ اَسْلَمْتُ فَلَمَّا مَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَهِمْتُ هٰذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسٰى نَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ اِنِّىْ مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَاَنْتَ تَمْلِكُ اَمْرَكَ اَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ جَائِعٌ فَاَطْعِمْنِىْ اِنِّىْ ظَمْاٰنٌ فَاسْقِنِىْ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ حَاجَتُكَ اَوْ قَالَ هٰذِهِ حَاجَتُهُ قَالَ فَفُوْدِىَ الرَّجُلُ بِعَدُ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَحَبَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ فَاَغَارَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى سَرْحِ الْمَدِيْنَةِ فَذَهَبُوْا بِالْعَضْبَاءِ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهَا وَاَسَرُوْا امْرَاَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَكَانُوْا اِذَا كَانَ

اللَّيْلُ يُرِيْحُوْنَ اِبِلَهُمْ فِىْ اَفْنِيَتِهِمْ قَالَ فَنُوِّمُوْا لَيْلَةً وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لاَ تَضَعُ يَدَهَا عَلٰى بَعِيْرٍ اِلاَّ رَغَا حَتّٰى اَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ قَالَ فَاَتَتْ عَلٰى نَاقَةٍ ذَلُوْلٍ مُجَرَّسَةٍ قَالَ فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ نَاقَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَجِىْءَ بِهَا وَاُخْبِرَ بِنَذْرِهَا فَقَالَ بِئْسَ مَا جَزَتْهَا اَوْ جَزَيْتِيْهَا اِنَ اللّٰهُ اَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْمَرْأَةُ هٰذِهِ امْرَأَةُ اَبِىْ ذَرٍّ.

৩৩০৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আল-'আদবা' নামক উষ্ট্রী বনী আকীল গোত্রের এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। এটি হজ্জে আসা কাফেলার আগে আগে চলতো। রাবী বলেন, লোকটিকে বন্দী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেঁধে নিয়ে আসা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থায় একটি গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন। আল-আদবার মালিক বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাকে এবং হাজ্জীদের আগে আগে চলা আমার উষ্ট্রীকে কি অপরাধে গ্রেপ্তার করলেন? তিনি বললেন ঃ তোমাকে তোমার বন্ধুগোত্র ছাকীফদের অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাবী বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে রেখেছিলো। আল-আদবার মালিক বললো, আমি মুসলমান অথবা সে বলেছে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি এ কথাগুলো মুহাম্মাদ ইবনে ঈসার কাছ থেকে শিখেছি। তিনি (নবী সা.) যখন সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন, লোকটি তাঁকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি তার ডাকে ফিরে এসে বললেন ঃ তুমি কি বলতে চাও? সে বললো, আমি মুসলমান। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি বন্দী হওয়ার পূর্বে এ কথা বলতে তাহলে তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যেতে। আবু দাউদ (র) বলেন, অতঃপর আমি সুলায়মানের বর্ণিত হাদীসে প্রত্যাবর্তন করলাম। লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি ক্ষুধার্ত আমাকে খাবার দিন, আমি পিপাসার্ত, আমাকে পান করান। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাই তোমার উদ্দেশ্য অথবা এটাই তার উদ্দেশ্য। রাবী বলেন, এই বন্দীর বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে

আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আদবা নামক উষ্ট্রীটি নিজের সওয়ারীর জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর মুশরিকরা মদীনায় এসে এখানকার মাঠে চড়ে বেড়ানো উটগুলো লুণ্ঠন করলো। তারা আদবাকেও নিয়ে গেলো এবং একজন মুসলিম মহিলাকেও বন্দী করে নিয়ে গেলো। রাবী বলেন, তারা রাতের বেলা উটগুলোকে আরাম করার জন্য মাঠে ছেড়ে দিত। এক রাতে তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। (মুসলিম বন্দী) স্ত্রীলোকটি গিয়ে যে উটের গায়েই হাত দিলেন সেটা আওয়াজ করলো। এভাবে তিনি আল-আদবার কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি একটি অনুগত ও সুদক্ষ উষ্ট্রীর কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি তার পিঠে সওয়ার হলেন, অতঃপর আল্লাহর নামে মানত করলেন, আল্লাহ যদি মুশরিকদের কবল থেকে তাকে মুক্তি দেন তবে তিনি এ পশুটি যবেহ করবেন। তিনি যখন মদীনায় পৌঁছে গেলেন লোকেরা চিনতে পারলো যে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর পৌঁছানো হলে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে নিয়ে আসা হলো এবং তার মানত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন ঃ তুমি উষ্ট্রীকে যে প্রতিদান দিতে চাও তা খুবই নির্মম। আল্লাহ তাকে যে উষ্ট্রীর সাহায্যে মুক্তি দিয়েছেন সে তাকে যবেহ করতে চায় (অর্থাৎ যার পিঠে চড়ে সে মুক্তি পেয়েছে তাকে সে যবেহ করে তার প্রতিদান দিতে চায়)। আল্লাহর নাফরমানীর কাজে মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মানত করা ও তা পূর্ণ করা জায়েয নয়। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ মহিলা ছিলেন আবু যার (রা)-র স্ত্রী।

بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ দান করার মানত করে

٣٣٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ.

৩৩০৯। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমি আমার সমস্ত মাল থেকে পৃথক হয়ে

যাবো এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দেয়াই তোমার জন্য উত্তম। কা'ব (রা) বলেন, আমি বললাম, খায়বার এলাকায় প্রাপ্ত আমার অংশ নিজের জন্য রেখে দিলাম।

٣٣١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِ اِنِّىْ اَنْخَلِعُ مِنْ مَالِىْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلٰى خَيْرٌ لَكَ.

৩৩১০। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার তওবা কবুল হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি আমার সমস্ত মাল থেকে পৃথক হয়ে যাবো... 'তোমার জন্য উত্তম' পর্যন্ত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٣١١- حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَبُوْ لُبَابَةَ اَوْ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَهْجُرَ دَارَ قَوْمِى الَّتِىْ اَصَبْتُ فِيْهَا الذَّنْبَ وَاَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجْزِىءُ عَنْكَ الثُّلُثُ.

৩৩১১। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি অথবা আবু লুবাবা অথবা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অপর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার তওবা কবুল হওয়ার বিনিময়ে আমি আমার গোত্রের যে বাড়িতে অপরাধের শিকার হয়েছি তা ত্যাগ করবো এবং আমার সমস্ত মাল দান-খয়রাত করবো। তিনি বলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ দান করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٣٣١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصَّةُ لِاَبِىْ لُبَابَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ بَنِى السَّائِبِ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ مِثْلَهُ.

৩৩১২। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) বলেন, আবু লুবাবা (রা) ছিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক। ঘটনাটি আবু লুবাবা (রা) সংশ্লিষ্ট। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইউনুস-ইবনে শিহাব-বনু সায়েব ইবনে আবু লুবাবা সূত্রে বর্ণনা করেন। আয-যুবায়দী-আয-যুহরী-হুসাইন ইবনুস সায়েব ইবনে আবু লুবাবা সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فِىْ قِصَّتِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اِلَى اللّٰهِ اَنْ اَخْرُجَ مِنْ مَالِىْ كُلِّهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ صَدَقَةً قَالَ لاَ قُلْتُ فَنِصْفَهُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلُثَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنِّىْ سَاَمْسِكُ سَهْمِىْ مِنْ خَيْبَرَ.

৩৩১৩। কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার (তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার) ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ায় আমি আমার সমস্ত মাল থেকে মুক্ত হয়ে যাবো এবং আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে দান করবো। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, খায়বারে প্রাপ্ত সম্পদ আমার নিজের জন্য রেখে দিবো।

بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْاِسْلاَمَ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জাহিলী যুগের মানত সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

٣٣١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ.

৩৩১৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলিয়াতের যুগে মানত করেছিলাম, মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মানত পুরা করো।

بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মানত করেছে

٣٣١٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ.

৩৩১৫। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানতের কাফফারা শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ।

٣٣١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৩৩১৬। মুহাম্মাদ ইবনে আওফ (র)... উকবা ইবনে আমের (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابُ لَغْوِ الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ অর্থহীন শপথ

٣٣١٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى الصَّائِغَ عَنْ عَطَاءٍ فِى اللَّغْوِ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ كَلَّا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ الصَّائِغُ رَجُلًا صَالِحًا قَتَلَهُ اَبُوْ مُسْلِمٍ بِعَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ.

وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوْفًا.

৩৩১৭। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অর্থহীন শপথ সম্পর্কে বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির নিজ ঘরে বসে বলা– কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! এবং হাঁ, আল্লাহর শপথ! (এগুলো অর্থহীন শপথ"। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবরাহীম আস-সায়েগ (স্বর্ণকার) ছিলেন একজন দীনদার লোক। আবু মুসলিম খুরাসানী তাকে আরানদাস নামক স্থানে হত্যা করেন। রাবী বলেন, তিনি (স্বর্ণপিণ্ডে আঘাত করার জন্য) হাতুড়ি উত্তোলনের সাথে সাথে আযানধ্বনি শুনতে পেলে (আঘাত না করে) তা রেখে দিতেন (অর্থাৎ নামায পড়ার প্রস্তুতি নিতেন)। আবু দাঊদ (র) বলেন, বিভিন্ন সনদে আয়েশা (রা) থেকে মওকূফ হাদীসরূপেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلٰى طَعَامٍ لاَ يَأْكُلُهُ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি হলফ করেছে– সে খাদ্য গ্রহণ করবে না

٣٣١٨– حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَوْ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ بِنَا اَضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لاَ اَرْجِعَنَّ اِلَيْكَ حَتّٰى تَفْرَغَ مِنْ ضِيَافَةِ هٰؤُلاَءِ وَمِنْ قِرَاهُمْ فَاَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوْا لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى يَأْتِيَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَضْيَافُكُمْ اَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوا لاَ قُلْتُ قَدْ اَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَاَبَوْا وَقَالُوْا وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَجِيْءَ فَقَالُوْا صَدَقَ قَدْ اَتَانَا بِهِ فَاَبَيْنَا حَتّٰى تَجِيْءَ قَالَ فَمَا مَنَعَكُمْ قَالُوْا مَكَانَكَ قَالَ فَوَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوْا وَنَحْنُ وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَطْعَمَهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ فِى الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ قَالَ قَرِّبُوْا طَعَامَكُمْ قَالَ فَقُرِّبَ طَعَامُهُمْ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوْا فَاُخْبِرْتُ اَنَّهُ اَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ صَنَعَ وَصَنَعُوْا قَالَ بَلْ اَنْتَ اَبَرُّهُمْ وَاَصْدَقُهُمْ.

৩৩১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কয়েকজন মেহমান আসলো। রাতের বেলা আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য যেতেন। তিনি আমাদের বলে গেলেন, তুমি মেহমানদের থেকে অবসর হওয়ার পর আমি আসবো। (অর্থাৎ আমার আসতে দেরী হবে, তুমি এদের আহারের ব্যবস্থা করবে)। তিনি তাদের খাবার নিয়ে আসলেন। মেহমানগণ বললেন, আবু বাক্‌র (রা) আসার আগে আমরা খাবার গ্রহণ করবো না। তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মেহমানরা কি করছেন, তাদের খাওয়া-দাওয়া করিয়েছ? ঘরের লোকেরা বললো, না। আমি বললাম, আমি তাদের খাবার নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তারা আপনাকে ছেড়ে খেতে রাযি হননি। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা খাবো না তিনি (আপনি) ফিরে না আসা পর্যন্ত। অতিথিরা বললেন, আবদুর রহমান সত্যিই বলেছেন। তিনি আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে সম্মত হইনি। তিনি বললেন, কোন জিনিস তোমাদেরকে বাধা দিলো? তারা বললেন, আপনার অনুপস্থিতি। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আজ রাতে আহার করবো না। তারাও বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরাও রাতে আহার করবো না যতক্ষণ আপনি না খাবেন। তিনি বললেন ঃ আমি এ রাতের মত অনিষ্টকর রাত আর কখনো দেখিনি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, খাবার নিয়ে আসো। রাবী বলেন, তাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করা হলো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খেতে আরম্ভ করলেন, তারাও খেলেন। আমি জানতে পারলাম, তিনি (পিতা) সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তিনি (রাতে) যা করেছেন এবং মেহমানরা যা করেছেন তা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বরং তুমি অধিক সৎকাজ সম্পাদনকারী ও সত্যবাদী। (কেননা তিনি শপথ ভঙ্গ করে অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজ করেছেন)।

٣٣١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَهُ. زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِيْ كَفَّارَةً.

৩৩১৯। ইবনুল মুছান্না (র)... আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত... এই হাদীসও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। সালেম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরো আছে– তিনি বলেন, কাফ্‌ফারার বিষয় আমি কিছু অবহিত হতে পারিনি।

بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ

٣٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ

حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَخَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاثٌ فَسَأَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ اِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِىْ عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِىْ فِىْ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَكَلِّمْ اَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَمِيْنَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَفِيْمَا لاَ تَمْلِكُ.

৩৩২০। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাস বণ্টনের একটা ব্যাপার ছিল। এক ভাই অন্য ভাইয়ের কাছে তা বণ্টন করার দাবি করলে সে বললো, তুমি যদি পুনরায় মীরাস বণ্টন করার কথা বলো তবে আমি আমার সমস্ত মাল কা'বা ঘরের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবো। উমার (রা) লোকটিকে বললেন, কা'বা ঘর তোমার মালের মুখাপেক্ষী নয়। তোমার শপথের জরিমানা আদায় করো এবং তোমার ভাইয়ের সাথে (ভাগ-বাটোয়ারার) কথা বলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান প্রভুর অবাধ্যাচরণে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনে এবং যে জিনিসের তুমি মালিক নও তাতে তোমার কোনরূপ শপথ ও মানত জায়েয নেই।

٣٣٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نَذْرَ اِلاَّ فِيْمَا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ وَلاَ يَمِيْنَ فِىْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ.

৩৩২১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজেই কেবল মানত করা যেতে পারে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করা নিষিদ্ধ।

٣٣٢٢- حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ وَلاَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِىْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ

فَانٌ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهِ اِلاَّ فِيْمَا لاَ يُعْبَأُ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُلْتُ لِاَحْمَدَ رَوٰى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ تَرَكَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ وَكَانَ اَهْلاً لِذٰلِكَ قَالَ اَحْمَدُ اَحَادِيْثُهُ مَنَاكِيْرُ وَاَبُوْهُ لاَ يُعْرَفُ.

৩৩২২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতার সূত্রে, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মধ্যে তার কোনো মানতও নেই শপথও নেই; আল্লাহর নাফরমানীর কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারেও কোনো মানত গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো লোক শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে সে তার শপথ পরিত্যাগ করে অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবে। পূর্বের শপথ পরিত্যাগ করাটাই শপথ ভঙ্গের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উধৃত এই বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত সহীহ হাদীসের বক্তব্য হলো– "তাকে তার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে," কিন্তু যেসব হাদীস যথার্থ নয় সেগুলো ব্যতীত। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ (র)-কে বললাম, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবায়দুল্লাহর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্মাদ (র) বলেন, কিন্তু তিনি পরে এটি বর্জন করেছেন এবং তা করতে যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। আহ্মাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবায়েদের হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যাত এবং তার পিতা অজ্ঞাত পরিচয়।

টীকা ঃ 'মানতও নেই, শপথও নেই'– কেউ যদি গুনাহের কাজ করার জন্য মানত অথবা শপথ করে, তা পূর্ণ করা তার জন্য জায়েয নয়। কোনো লোক যদি মানত করে– অমুকের গোলামটি অথবা জিনিসটি সে আল্লাহর নামে আযাদ করে দিবে, তবে তা পূর্ণ করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা তার শপথ অথবা মানত সঠিক হয়নি। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে এসব ক্ষেত্রে কোনো কাফফারা দিতে হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে উভয় ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গের কাফফারার সম-পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে (অনু.)।

بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِى بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কথা বলার পর শপথকারীর 'ইনশা আল্লাহ' বলা

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ

اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ اَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْنَدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيْكٍ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

৩৩২৩। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই কুরাইশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। অতঃপর তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহর মর্জি হলে) বললেন। আবু দাউদ (র) বলেন, একাধিক রাবী হাদীসটি শারীক-সিমাক-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-ওলীদ (র) শারীকের সূত্রে বলেছেন, অতঃপর তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি।

٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاللّٰهِ لاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ فِيْهِ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيْكٍ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

৩৩২২৪। ইকরিমা (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (মারফূ' হাদীসরূপে) বর্ণনা করেন, তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। অতঃপর তিনি বললেন, ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান)। পুনরায় তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো ইনশা আল্লাহ তা'আলা। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি অচিরেই কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। তারপর তিনি চুপ থাকলেন, অতঃপর বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ। আবু দাউদ (র) বলেন, ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) শারীক (র) থেকে হাদীসের শেষাংশে আরো বর্ণনা করেছেন, 'অতঃপর তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি'।

টীকা ঃ 'অতঃপর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি'– কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণনাকারীর এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা অষ্টম হিজরীতে মুসলমানরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেউ বলেছেন, হাদীসটি সুস্পষ্টভাবেই মক্কা বিজয়ের পূর্বের এবং ঐ কথাটিও মক্কা বিজয়ের পূর্বের (অনু.)।

بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি এমন মানত করলো যা পূর্ণ করার সামর্থ্য তার নাই

٣٣٢٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ قُدَيْكٍ قَالَ

حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ وَكِيْعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْهِنْدِ اَوْقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৩২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি নাম উল্লেখ না করে (নির্দিষ্ট না করে) মানত করলে তার জরিমানা শপথ ভঙ্গের জরিমানার অনুরূপ। কোনো ব্যক্তি গুনাহের কাজে মানত করলে তার জরিমানা শপথ ভঙ্গের জরিমানার সমান। কোন লোক এমন মানত করলো যা পূর্ণ করা তার সামর্থ্যের বাইরে, তার কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ। কোনো লোক সামর্থ্য অনুযায়ী মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী' প্রমুখ রাবীগণ এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবুল হিন্দ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তারা এটাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে মওকূফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

সুনান আবু দাউদ ৪র্থ খণ্ডের
প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ ৪র্থ খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

২৪৭৭। বুখারী, আদাব, বাব ৯৫; মুসলিম, ইমারাত, নং ৮৭; নাসাঈ, বায়আত, বাব ১১২; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৬৪।

২৪৭৮। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৪ (অনুরূপ)।

২৪৭৯। দারিমী, জিহাদ, বাব ৬৯; আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৯৯।

২৪৮০। বুখারী, জিহাদ, বাব ফাদলিল জিহাদ; হজ্জ, বাব ফাদলিল হারাম, মুসলিম, ইমারাত, নং ১৩৫৩; হজ্জ, বাব তাহ্‌রীম মাক্কা; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৯০; নাসাঈ, জিহাদ; দারিমী, জিহাদ, ২খ, পৃ. ২৩৯, আহমাদ, নং ১৯৯১, ২৩৯৬ ও ২৮১৮।

২৪৮১। বুখারী, ঈমাম, বাব ৪, রিকাক, বাব ২৬; মুসলিম, ঈমান, নং ৪০।

২৪৮২। আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৮৪, ১৯৯, ২০৯, নং ৫৫৬২, ৬৮৭১, ৬৯৫২।

২৪৮৫। বুখারী, জিহাদ, বাব আফদালিন-নাস, রিকাক; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৮৮; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৬০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৭৮; নাসাঈ, জিহাদ, বাব ফাদলি মান জাহাদা বিনাফসিহি ওয়া মালিহি।

২৪৯০। বুখারী, তা'বীব, বাব ১২; জিহাদ, বাব ৩, ৮, ৬৩, ৭৫; ইসতি'যান, বাব ৪১; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১২; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৪৫ ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৭৬; নাসাঈ, ঐ; দারিমী, ঐ, নং ২৪২৬; মালিক; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ২৪০ ও ২৬৪।

২৪৯১। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৯৫। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯১।

২৪৯৬। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৭; নাসাঈ, জিহাদ, বাব হুরমাতি নিসাইল মুজাহিদীন।

২৪৯৭। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯০৬; নাসাঈ, জিহাদ; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৮৫; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৬৯।

২৫০০। তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬২১।

২৫০২। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১০; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩০৯৯।

২৫০৩। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৬২।

২৫০৪। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩০৯৮; দারিমী, জিহাদ, ২খ, পৃ. ২১৩; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১২৪, ১৫৩ ও ২৫১; ইবনে হিব্বান, নং ১৬১৮।

২৫০৭। বুখারী, জিহাদ, ফাদাইলুল কুরআন, তাফসীর; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৮; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩০৩৪; জিহাদ, নং ১৬৭০; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১০৪।

২৫০৮। বুখারী, মাগাযী, জিহাদ; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১১; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৬৪-৫।

২৫০৯। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬২৮; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৫৯।

২৫১০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮৯৬।

২৫১২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৭৬।

২৫১৩। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৩৭; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৬০৮; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১৯।

২৫১৪। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১৭; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮১৩।

২৫১৫। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৯০; মালিক, ঐ।

২৫১৭। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯০৪; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৪৬; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৮৩।

২৫২০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৮৭ (ইবনে মাসউদ)।

২৫২৪। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৮৭, বাব ৭৭; আহ্‌মাদ, নং ১৩৮৯, ১৪০১, ১৪০৩ ও ১৫৩৪।

২৫২৮। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৮২।

২৫২৯। বুখারী, জিহাদ, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৪৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৭১; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১০৫; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৬৫, নং ১৭২, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৭, ২২১।

২৫৩১। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮১০; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭৫।

২৫৩৬। আহ্‌মাদ (বিস্তারিত), নং ৩৯৪৯।

২৫৩৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০২; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৫২।

২৫৪১। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৪৩; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৫৪; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৯২।

২৫৪৩। নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৫৯৫।

২৫৪৫। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৫; আহ্‌মাদ, নং ২৪৫৪।

২৫৪৭। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৭৫; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৮; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৯০; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৫৯৬।

২৫৪৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৪২, ফাদাইল, নং ২৪২৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪০।

২৫৫০। বুখারী, মুসাকাত, বাব ৯; মাজালিম, বাব ২৩; আদাব, বাব ২৭; মুসলিম, সালাম, নং ২২৪৪; মুওয়াত্তা, সিফাতুন নাবিয়্যি (সা), নং ২৩; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৩৭৫, নং ৮৮৬১, পৃ. ৫১৭, নং ১০৭১০, পৃ. ৫২১, নং ১০৭৬২।

২৫৫২। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৩৯; মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৫; মালিক, আল-জামে।

২৫৫৩। নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৫৯৫।

২৫৫৫। মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৩; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৩।

২৫৫৬। মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৪।

২৫৫৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৫; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৫৩; ইবনে মাজা, যাবাইহ্; মালিক, আদাহী, নং ২৮; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ২১৯, ২২৬, ২৪১, ২৫৩ ও ৩২১।

২৫৫৯। বুখারী, জিহাদ, বাব ৪৬; মুসলিম, ঈমান, নং ৩০; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২২৮।

২৫৬১। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৫।

২৫৬২। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৮।

২৫৬৩। বুখারী, লিবাস, বাব ২২; যাবাইহ্, বাব ৩৫; মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৯।

২৫৬৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৭; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১০ (সমার্থবোধক)।

২৫৬৫। আহমাদ, নং ৭৬৬, ৭৮৫ ও ১৩৫৮।

২৫৬৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪২৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৩; আহ্‌মাদ, নং ১৭৪৩।

২৫৬৯। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯২৬; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৬২, বাব ৭৫।

২৫৭২। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৪।

২৫৭৪। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০০; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৬১৬; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৮; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ২৫৬, ৩৫৮, ৪২৫ ও ৪৭৪।

২৫৭৫। বুখারী, সালাত, জিহাদ ও ই'তিসাম; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৭০; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৯; নাসাঈ, খায়েল, নং ৩৬১৪; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৭; দারিমী, জিহাদ, নং ২৪৩৪; মুওয়াত্তা, জিহাদ, নং ৪৫।

২৫৭৬। ইবনি মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৭।

২৫৭৮। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৭৯; আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৩৯, ১২৯, ১৮২, ২৬১ ও ২৮০।

২৫৭৯। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৬।

২৫৮১। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১২৩; নাসাঈ, নিকাহ।

২৫৮৩। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭৬।

২৫৮৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭৭; তিরমিযী, ১৬৯১ নং হাদীসের পরে।

২৫ ৮৬। মুসলিম, বিরর, নং ২৬১৪; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৩৫০।

২৫৮৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, বিরর, নং ২৬১৫; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭৬৯ (জাবির); ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৮।

২৫৮৮। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৬৪।

২৫৯১। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৮০; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ২৯৭।

২৫৯২। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ৮১৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬৭৯; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৮৬৯, বাব ১০৬; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮১৭।

২৫৯৩। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৮১;' ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮১৮ (ইবনে আব্বাস); নাসাঈ (আনাস)।

২৫৯৪। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০২; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৮০; বুখারী, ঐ, বাব ৭৬; আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ১৯৮, ১খ, পৃ. ১৭৩।

২৫৯৬। দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৫৫; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ৪৬।

২৫৯৭। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৮২; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ২৮৯।

২৫৯৮। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৫০৩; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪২-৩।

২৫৯৯। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪৪; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৪৪।

২৬০০। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮২৬ (অনুরূপ); তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৩৮; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৭, ২৫, ৩৮, ১৩৬, ২৫৮।

২৬০২। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৪৩; আহ্‌মাদ, নং ৭৫৩, ৯৩০, ১০৫৬।

২৬৬৩। আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৩২, ৩খ, পৃ. ১২৪।

২৬০৪। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৩; আহ্‌মাদ, নং ১৪৩৯৩, ১৪৯৫৬ ও ১৫৩১৯।

২৬০৬। তিরমিযী, বুয়ূ, বাব ৬, নং ১২১২; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৩৬।

২৬ ০৭। মালিক, ইসতি'যান, বাব ৩৫; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৭৪, আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৭৬ ও ২১৪।

২৬১০। বুখারী, জিহাদ, বাব ১২৯; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৯; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৭৯; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৬, ৭, ১০, ৫৫, ৬৩, ৭৬ ও ১২৮; মালিক, জিহাদ, নং ৮।

২৬১১। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৫; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭২৮;

২৬১২। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৩১; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৭, দিয়াত, নং ১৪০৮; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫৮।

২৬১৫। বুখারী, মুযারাআ, বাব ৬; জিহাদ, বাব ১৫৪; মাগাযী, বাব ১৪; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৬; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫২; তাফসীর, নং ৩২৯৮ (সূরা হাশর); ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৪; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৮; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৬৩।

২৬১৬। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৩।

২৬১৮। মুসলিম, ইমারাত, ১৯০১; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১৩৬।

২৬১৯। তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৯৬।

২৬২০। নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪১০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯৮।

২৬২২। তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৮৮; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯৯।

২৬২৩। বুখারী, লুকতা, বাব ৪৮; মুসলিম, লুকতা, নং ১৭২৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২৩০২; মালিক, ইসতি'যান, নং ১৭।

২৬২৪। বুখারী, তাফসীর (সূরা নিসা); মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৩৪; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৭২; নাসাঈ, বাইআত, নং ৪১৯৯; আহ্‌মাদ, নং ৩১২৪।

২৬২৫। বুখারী, আহ্‌কাম; আখবারুল আহাদ, বাব ১; মাগাযী; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৪০; নাসাঈ, বাইআত, নং ৪২১০; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৮২, ৯৪ ও ১২৪।

২৬২৬। বুখারী, আহ্‌কাম; জিহাদ; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৩৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৭; নাসাঈ, বাইআত, নং ৪২১১; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৬৪।

২৬২৭। আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ১৯৩।

২৬৩১। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, ঐ, নং ১৭৪২; ইমারাত, নং ১৯০২; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৫৯।

২৬৩২। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৩০; আহ্‌মাদ, নং ৪৮৫৭, ৪৮৭৫ ও ৫১২৪।

২৬৩৪। মুসলিম, সালাত, নং ৩৮২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৮; দারিমী, সিয়ার, ২খ, পৃ. ২১৭।

২৬৩৫। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৪৯।

২৬৩৬। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৫৭; মুসলিম, ঐ, নং ১৭৪০।

২৬৩৮। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪০; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ৪৬; দারিমী, ২খ, পৃ. ২১৯।

২৬৪০। বুখারী, যাকাত, ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন; মুসলিম, ঈমান, নং ২১; তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬১০; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৪৫, জিহাদ, নং ৩০৯২; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯২৭।

২৬৪১। বুখারী, সালাত, বাব ফাদলি ইসতিকবালিল কিবলাহ; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০০৬; কিতাবুত তাহ্‌রীম।

২৬৪৩। বুখারী, গাযাওয়াত, বাব ৪৫; দিয়াত, বাব ওয়ামান আহ্‌য়াহা; মুসলিম, ঈমান, নং ৯৬।

২৬৪৪। বুখারী, গাযাওয়াত, দিয়াত; মুসলিম, ঈমান, নং ৯৫।

২৬৪৫। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬০৪।

২৬৪৬। বুখারী, তাফসীর, সূরা আনফাল।

২৬৪৭। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৬; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৭, ৮৬ ও ১১১।

২৬৪৯। বুখারী, ইকরাহ।

২৬৫০। বুখারী, মাগাযী, বাব ৯; তাফসীর, সূরা মুমতাহানা; আদাব, বাব ৭৪; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৪; তিরমিযী, তাফসীর সূরা মুমতাহানা; দারিমী রিকাক, নং ৪৮; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৮০, ২খ, পৃ. ২৯৬।

২৬৫৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৩৬।

২৬৫৪। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৪।

২৬৫৫। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১২; বুখারী, জিয্‌য়া।

২৬৫৮। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৬৭।

২৬৫৯। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫৯।

২৬৬০। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৭০।

২৬৬২। বুখারী, মাগাযী, জিহাদ, তাফসীর।

২৬৬৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ৭৮।

২৬৬৬। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৮১; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৩৯৩।

২৬৬৮। বুখারী, জিহাদ (ইবনে উমার); মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৪; তিরমিযী, ঐ, নং

১৫৯৬; দারিমী, সিয়ার; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪১; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১২২ ও ১২৩।

২৬৬৯। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৮২।

২৬৭০। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৩।

২৬৭২। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৪৬; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৫; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭০; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৩৯।

২৬৭৩। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৩ (আবু দাউদ, নং ২৬১৬)।

২৬৭৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭১; বুখারী, নাসাঈ।

২৬৭৭। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৪৪।

২৬৭৯। বুখারী, সালাত, খুসূমাত, বাব ৭১; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৪;

২৬৮১। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৭৯।

২৬৮৩। নাসাঈ, তাহ্‌রীমুদ দাম, নং ৪০৭৩ (আবু দাউদ, নং ৪৩৫৯)।

২৬৮৫। বুখারী, জাযাউস সায়দ, বাব ১৮; জিহাদ, বাব ১৬৯; মাগাযী, বাব ৪৮; লিবাস, বাব ১৭; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৭; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৯৩; নাসাঈ, মানাসিক, নং ২৮৭০; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ১৮০৫; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৬০; মানাসিক, নং ১৯৪৪; মালিক।

২৬৮৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০৮; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৬০ (সূরা ফাত্‌হ); আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১২৪ ও ২৯০।

২৬৮৯। বুখারী, খুমুস, মাগাযী, বাব ১২।

২৬৯০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৩ (বিস্তারিত)।

২৬৯৩। বুখারী, ওয়াকালা, বাব ৭; খুমুস, বাব ১০; মাগাযী, বাব ৫৪; ইত্‌ক, বাব ১৩; আহ্‌কাম।

২৬৯৪। আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১৮৪।

২৬৯৫। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, বাব ৮; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫১; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৬১; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১৪৫, ৪খ, পৃ. ২৯।

২৬৯৭। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৫।

২৬৯৯। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৮৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৪৭।

২৭০০। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭১৬ (বিস্তারিত), মানাকিব আলী (রা)।

২৭০২। বুখারী, ফারদুল খুমুস, বাব ২০; মাগাযী, বাব ৩৮; যাবাইহ্‌, বাব ২২; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৭২; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৪০; দারিমী, সিয়ার, নং ২৫০৩; আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ৮৬, ৫খ, পৃ. ৫৬।

২৭১০। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৪৮।

২৭১১। বুখারী, আয়মান, বাব ৩৩; মাগাযী, বাব ৩৮; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৮৫৮; মুওয়াত্তা, জিহাদ, নং ২৫।

২৭১৩। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৬১।

২৭১৭। বুখারী, ফারদুল খুমুস, বুয়ূ, মাগাযী, আহ্কাম; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৫৭১; মুওয়াত্তা, জিহাদ; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৬২।

২৭১৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০৯, বাব গায়ওয়াতিন নিসা মাআর রিজাল।

২৭১৯। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৩।

২৭২৩। বুখারী, মাগাযী, বাব ৩৮, তা'লীকান।

২৭২৪। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার।

২৭২৫। বুখারী, মাগাযী, গাযওয়া খায়বার; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৫৯৫; মুসলিম।

২৭২৮। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮১২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৬; নাসাঈ, কাসমিল ফাই (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত)।

২৭৩০। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৭; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫৫; আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২২৩; হাকিম, ২খ, পৃ. ১৩১।

২৭৩২। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮১৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৮৫৮; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৩২।

২৭৩৩। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৫৪; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫৪; দারিমী, সিয়ার, নং ২৪৭৫; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২ ও ৬২।

২৭৪০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৮; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আনফাল, নং ৩০৮০; নাসাঈ।

২৭৪৪। বুখারী, জিহাদ (অনুরূপ), মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৯; মুওয়াত্তা, জিহাদ।

২৭৪৫। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৪৯।

২৭৪৮। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫১।

২৭৫০। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৮৫।

২৭৫২। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০৬ (পূর্ণাঙ্গ)।

২৭৫৫। নাসাঈ, কাসমিল ফাই, নং ৪১৪৩ (অনুরূপ); ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৫০।

২৭৫৬। বুখারী, জিয্য়া, বাব ২২; আদাব, বাব ৯৯; হিয়াল, বাব ৯; ফিতান, বাব ২১; মুসলিম, জিহাদ, বাব ৮; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৪২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮১।

২৭৫৭। বুখারী, জিহাদ, নং ১০৯; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৪১; নাসাঈ, বাইআত, নং ২৪০১।

২৭৫৮। আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৮।

২৭৫৯। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮০।

২৭৬০। নাসাঈ, কাসামা, বাব তা'জীমি কাতলিল মু'আহিদ।

২৭৬১। আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৪৮৭।

২৭৬৩। বুখারী, গোসল, সালাত, জিহাদ, আদাব; মুসলিম, হায়েদ, নং ৩৩৬; সালাতুল মুসাফিরীন; মালিক; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭৩৫; নাসাঈ, তাহারাত; দারিমী, ১খ, পৃ. ৩৩৯; আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৩৪৩, ৪২৩ ও ৪২৫।

২৭৬৫। মুসলিম ও নাসাঈ (বিস্তারিত ও সংক্ষেপিত); বুখারী, জিহাদ, বাব ৫৯; শুরূত, বাব ১৫।

২৭৬৭। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৮৯।

২৭৬৮। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৫৮; রাহ্‌ন, বাব ৩; মাগাযী, বাব ১৫; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০১।

২৭৭০। বুখারী, উমরা, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪৪; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৫০; নাসাঈ।

২৭৭২। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৫৪ ও ১৯২।

২৭৭৩। বুখারী, গাযওয়া তাবূক; মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৯; নাসাঈ, তালাক।

২৭৭৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭৮; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৯।

২৭৭৬। বুখারী, নিকাহ, বাব ১২০; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৩।

২৭৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৭৮। বুখারী, নিকাহ, বাব ১২২; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮১।

২৭৭৯। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৯৬ ও মাগাযী; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৮।

২৭৮০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৪।

২৭৮১। বুখারী, জিহাদ, বাব ১৯৮; সালাত, বাব ৫৯, তাফসীর সূরা তাওবা, বাব ১৮; মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৯; সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৬; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭৩২।

২৭৮৮। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১২৫; নাসাঈ, আল-ফার' ওয়াল-আতীরা, নং ৪২২৭।

২৭৮৯। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৭০।

২৭৯০। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৫।

২৭৯১। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৬৭।

২৭৯২। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৩।

২৭৯৩। বুখারী, হজ্জ, বাব ১১৮।

২৭৯৪। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৯৪; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১২০।

২৭৯৫। ইবনে মাজা, আদাহী, নং ৩১২১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২০।

২৭৯৬। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৬; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১২৮।

২৭৯৭। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৮৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৪১।

২৭৯৮। বুখারী, আদাহী; মুসলিম, ঐ, নং ১৯৬৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫০০; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩৮; আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৪৪৯।

২৭৯৯। ইবনে মাজা, আদাহী, নং ৩১৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৮৯।

২৮০০। বুখারী, আদাহী; মুসলিম, ঐ, নং ১৯৬১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫০৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪০০; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৮০।

২৮০২। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৭৪; মালিক, দাহায়া।

২৮০৪। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৪৯৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৪২ (সংক্ষিপ্ত); আহ্মাদ, নং ৮৫১।

২৮০৫। নাসাঈ, আদাহী, নং ৪৩৮২; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৪৫, আরো দ্র. নং ১৫০৩।

২৮০৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩০৮; মালিক, আদাহী, নং ৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯০৪; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৯৮; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৭৮।

২৮০৮। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৯৮-৯৯।

২৮০৯। ২৮০৭ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

২৮১০। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫২১।

২৮১১। বুখারী, হজ্জ, বাব ১১৬; আদাহী; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৩৭১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬১।

২৮১২। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৩৬।

২৮১৩। নাসাঈ, আদাহী; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬০; মুসলিম।

২৮১৪। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৫।

২৮১৫। মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৫; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০৯; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৪৪১৯; দারিমী, আদাহী, নং ১৯৬৭।

২৮১৬। বুখারী, যাবাইহ; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৮৬; নাসাঈ, আদাহী, নং ৪৪৪৪।

২৮১৮। ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৭৩।

২৮১৯। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আনআম, নং ৩০৭১।

২৮২১। বুখারী, শিরকাত, জিহাদ, যাবাইহ্, সায়দ; মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৬৮; তিরমিযী, আদাহী, নং ২৮৯১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪০৮; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৮৩; দারিমী, আদাহী, বাব ১৫; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ৪৬৩-৪।

২৮২২। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪০৫; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৪৪।

২৮২৪। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪০৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৭৭।

২৮২৫। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৪৮১; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪১৩।

২৮২৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৪৭৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৯৯।

২৮২৯। বুখারী, সায়দ, বুয়ূ', তাওহীদ; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৪১; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৭৪; মালিক, যাবাইহ্।

২৮৩০। নাসাঈ, আতীরা, নং ৪২৩৩; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৭।

২৮৩১। বুখারী, আকীকা; মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৬; নাসাঈ, আতীরা, নং ৪২২৭; তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১২; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৮।

২৮৩৬। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১৬; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬২; নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২২১।

২৮৩৭। বুখারী, আকীকা, নং ৫৪৭২।

২৮৩৮। তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫২২; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৫; নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২২৫।

২৮৩৯। বুখারী, আকীকা; তিরমিযী, আদাহী, নং ১৫১৫; নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২১৯; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৬৪; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ১৭, ১৮, ২১৪, ৫খ, পৃ. ১২।

২৮৪১। নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২২৫;

২৮৪২। নাসাঈ, আকীকা, নং ৪২১৭।

২৮৪৪। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৭৫; তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৯০; ইবনে মাজা; ঐ, নং ৩৩০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৯৪।

২৮৪৫। তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৮৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২০৪।

২৮৪৭। বুখারী, যাবাইহ্, বাব ৩; তাওহীদ, বাব ১৩; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯২৯; তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৬৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৬৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২১২ ও ৩২১৪।

২৮৪৮। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, বাব ২, নং ১৯২৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২০৮।

২৮৫০। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, বাব ৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৬৯।

২৮৫১। তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৬৭ (সংক্ষিপ্ত)।

২৮৫৪। বুখারী, সায়দ; মুসলিম, ঐ, নং ১৯২৯; তিরমিযী, ঐ, ১৪৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২১৪।

২৮৫৫। বুখারী, যাবাইহ্, সায়দ; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪২১৭।

২৮৫৬। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২১১ (সংক্ষেপে)।

২৮৫৭। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩০১।

২৮৫৮। তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৮০ (পূর্ণাঙ্গ); ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২১৬।

২৮৫৯। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৫৭; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩১৪।

২৮৬২। বুখারী, ওয়াসায়া; মুসলিম, ঐ, নং ১৬২৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২১১৯; জানাইয, নং ৯৭৪; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৪৫ ও ৩৭০২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৯৯; মালিক, বাব ১; দারিমী, ওয়াসায়া, নং ৩১৭৯; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৪, ১০, ৩৪, ৫০, ৫৭, ১১৩, ১২৮, নং ৬১০০।

২৮৬৩। মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৯৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৫১।

২৮৬৪। বুখারী, ওয়াসায়া, জানাইয, বাব ৩৬, মানাকিবুল আনসার, বাব ৪৯, নাফাকাত, বাব ১, মারদা, বাব ১৩ ও ১৬, দাওয়াত, বাব ৪৩, ফারাইদ, বাব ৬; মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬২৮; তিরমিযী, ওয়াসায়া, নং ২১১৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭০৮; মালিক, ঐ, বাব ৪।

২৮৬৫। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ১০৩২; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৪১; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২৩১, ২৫০, ৪১৫ ও ৪৪৭।

২৮৬৭। তিরমিযী, ওয়াসায়া, নং ২১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭০৪।

২৮৬৮। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৫; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৯৭।

২ ৮৭০। তিরমিযী, ওয়াসায়া, নং ২১২১-২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১২-৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৭৩।

২৮৭১। নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৯৯।

২৮৭২। নাসাঈ, ওয়াসায়া, ওয়াসামা, নং ৩৬৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১৮।

২৮৭৪। বুখারী, ওয়াসামা, তিব্ব, মুহারিবীন; মুসলিম, ঈমান, নং ১৪৪; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৭০১।

২৮৭৬। বুখারী, জানাইয, বাব ২৮; মানাকিবুল আনসার, বাব ৪৫; মাগাযী, বাব ১৭ ও ২৬; রিকাক, বাব ১৬; মুসলিম, জানাইয, নং ৪৬; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৫২; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯০৪; আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ১০৯ এবং অন্যত্র।

২৮৭৭। মুসলিম, সাওম, নং ১১৪৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯২৯; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৫৯ (আবু দাউদ, নং ১৬৫৬)।

২৮৭৮। বুখারী, শুরূত, বাব ১৯; ওয়াসায়া, বাব ২৮; আয়মান, বাব ৩৩; মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৫; তিরমিযী, আহকাম, নং ১৩৭৫; নাসাঈ, আহ্‌বাস, নং ৩৬২৭; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৩৯৬; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ১১-১২।

২৮৮০। মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬৩১; নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৮১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৭৬।

২৮৮১। নাসাঈ, ওয়াসায়া, নং ৩৬৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১৭; বুখারী, ঐ।

২৮৮২। বুখারী, ওয়াসায়া; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮৫; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৬৯।

২৮৮৪। বুখারী, ওয়াসায়া; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৬৬; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪৩৪।

২৮৮৫। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৪।

২৮৮৬। বুখারী, ফারাইয, বাব মীরাছুল ইখওয়াতি ওয়াল-আখাওয়াত; মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২০৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২৮।

২৮৮৮। বুখারী, ফারাইয; মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৮; নাসাঈ।

২৮৮৯। তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা, নং ৩০৪৫; মুসলিম, ফারাইদ, নং ১৬১৭; ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭২৬।

২৮৯০। বুখারী, ফারাইয; তিরমিযী, ঐ, নং ৩০৯৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২১।

২৮৯১। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২০৯৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২০।

২৮৯৩। বুখারী, ফারাইয, বাব, মীরাছিল বানাত।

২৮৯৪। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২৪।

২৮৯৬। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০০।

২৮৯৭। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩৩ (সমার্থক)।

২৮৯৮। বুখারী, ফারাইয; মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২০৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৪০।

২৮৯৯। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩৮।

২৯০২। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৩৩।

২৯০৫। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৪১।

২৯০৬। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৪২।

২৯০৯। বুখারী, মাগাযী, ফারাইয, বাব লা ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফির; হজ্জ; মুসলিম, ফারাইয, নং ১৬১৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২১০৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭২৯; দারিমী, ঐ, বাব ২৯; মালিক, বাব ১০; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ২০০ ও ২০৮।

২৯১০। বুখারী, ফারাইয, মাগাযী, জিহাদ, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫১; ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩০; মানাসিক, ২৯৪২।

২৯১১। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ২১০৯।

২৯১৪। ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৮৫; ফারাইয, নং ২৭৪৯ (ইবনে উমার)।

২৯১৫। বুখারী, ফারাইয; মুসলিম, 'ইত্‌ক, নং ১৫০৪; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৫; তালাক, নং ৩৪৭৯; বুয়ূ', নং ৪৬৪৬।

২৯১৬। বুখারী, ফারাইয, বাব মীরাছিস-সাইবাহ; তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১২৬; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৭৯।

২৯১৭। ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৩২।

২৯১৮। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৫২।

২৯১৯। বুখারী, 'ইত্‌ক, ফারাইয; মুসলিম, 'ইতক, নং ১৫০৬; তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৩৬; মালিক, ইত্‌ক; ইবনে মাজা, ফারাইয, নং ২৭৪৭।

২৯২২। বুখারী, তাফসীর সূরা নিসা।

২৯২৫। মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫৩০।

২৯২৬। বুখারী, ই'তিসাম, বাব ১৬; কাফালা, আদাব, বাব ৬৮; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫২৯; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১১১, ১৪৫ ও ২৮১।

২৯২৭। তিরমিযী, ফারাইয, নং ২১১১; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪২।

২৯২৮। বুখারী, জুমুআ, ইসতিকরাদ, ওয়াসায়া, 'ইত্‌ক, নিকাহ, আহ্‌কাম; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৫০৭।

২৯২৯। বুখারী, আয়মান, কাফ্‌ফারাত, আহ্‌কাম; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫২; ইমারাত, নং ১৩; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৯; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৩৮৬; ইবনে মাজা।

২৯৩০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৪, বাবুন নাহী আন তালাবিল ইমারাত; বুখারী, আহ্‌কাম, বাব মা ইয়াকরাহু মিনাল হিরসি আলাল-ইমারাত।

২৯৩৬। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৯।

২৯৩৯। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৩; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৬।

২৯৪০। বুখারী, আহ্‌কাম; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৭; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪১৯২; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৯৩।

২৯৪১। বুখারী, আহ্‌কাম (সংক্ষেপে); শুরূত (সমার্থক); তালাক (সংক্ষেপে); মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৬।

২৯৪২। বুখারী, আহ্‌কাম, বাব বায়আতিস সাগীর।

২৯৪৪। বুখারী, আহ্‌কাম, বাব রিযকিল হুক্‌কাম ওয়াল-আমিলীনা আলাইহা; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬০৫; আহ্‌কাম, ১খ, পৃ. ৫২ (আবু দাউদ, নং ১৬৪৭)।

২৯৪৬। বুখারী, আহ্‌কাম, বাব হাদায়াল উম্মাল; হেবা, আয়মান, হিয়াল; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮২৩; দারিমী, যাকাত, সিয়ার; আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ৪২৩।

২৯৪৮। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৩২-৩৩।

২৯৫৪। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৪৫; সাদাকাত, নং ২৪১৬; মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৬৭ (বিস্তারিত); নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৪ (আবু দাউদ, নং ৩৩৪৩)।

২৯৫৫। বুখারী, ফারাইয, কাফালা, ইসতিকরাদ, তাফসীর সূরা আহ্‌যাব; মুসলিম, ফারাইয, নং ১৬১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২০৯১; জানাইয, নং ১০৭০; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৪৫; সাদাকাত, নং ২৪১৬; ফারাইয, নং ২৭৩৮; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৫।

২৯৫৭। বুখারী, মাগাযী, শাহাদাত; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৮; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১১; আহ্‌কাম, নং ১৩৬১; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪৩; তালাক, নং ৩৪৬১ (আবু দাউদ, নং ৪৪০৬)।

২৯৬২। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১০৮।

২৯৬৩। বুখারী, ই'তিসাম, ফারদুল খুমুস, ফারাইয; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১০; নাসাঈ, কাসমুল ফাই, নং ৪১৪০।

২৯৬৫। বুখারী, জিহাদ, বাব ৮০; মুসলিম, ঐ, নং ১৭৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭১৯; নাসাঈ, কাসমুল ফাই, নং ৪১৪৫।

২৯৬৮। বুখারী, ফারদুল খুমুস, বাব ১; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৯; নাসাঈ, কাসমুল ফাই, নং ৪১৪৬ (সংক্ষেপে)।

২৯৭৪। বুখারী, ফারদুল খুমুস; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬০।

২৯৭৬। বুখারী, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৮।

২৯৭৮। বুখারী, কাসমুল ফাই; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১৪১; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৮১।

২৯৮২। নাসাঈ, কাসমুল ফাই নং ৪১৩৯।

২৯৮৬। বুখারী, ফারদুল খুমুস; মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৭৯।

২৯৮৮। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিকির, নং ২৭২৭ (আবু দাউদ, আদাব, নং ৫০৬২-৩)।

২৯৯৬। বুখারী, জিহাদ, বুয়ূ'; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫৭; মুসলিম, নিকাহ, নং ৮৭।

২৯৯৭। মুসলিম, নিকাহ, নং ৮৭।

২৯৯৮। বুখারী, নিকাহ, জিহাদ; মুসলিম, নিকাহ, নং ৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৩৮২।

৩০০০। বুখারী, মাগাযী, বাব কাতলি কা'ব ইবনিল আশরাফ; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮০১; নাসাঈ।

৩০০৩। বুখারী, জিয্য়া, ইকরাহ, ই'তিসাম; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৫; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৪৫১।

৩০০৫। বুখারী, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৬।

৩০০৮। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫১।

৩০০৯। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৩৬৫।

৩০২০। বুখারী, হারছ, খুমুস, মাগাযী।

৩০২৪। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৮০ (বিস্তারিত)।

৩০২৯। বুখারী, জিহাদ, জিয্য়া, মাগাযী; মুসলিম, ওয়াসিয়াত, নং ১৬৩৭; আহ্মাদ, ৪খ, পৃ. ২৭১।

৩০৩০। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬০৬।

৩০৩২। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৩৩।

৩০৩৫। মুসলিম, ফিতান, বাব লা তাকূমুস-সাআতু ... কুরাত জাবাল যাহাব।

৩০৩৬। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৫৬।

৩০৩৮। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২৩ (বিস্তারিত); নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৩ (আবু দাউদ, নং ১৫৭৬)।

৩০৪৩। বুখারী, জিয্য়া (সংক্ষেপে); তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৬; নাসাঈ।

৩০৪৫। মুসলিম, বিরর, বাব ৩৩, নং ৬৬৫৭/১১৭; আহ্মাদ, ৩খ, নং ১৫৪০৫।

৩০৫৩। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৩৩।

৩০৫৭। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৭৭।

৩০৫৮। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৮১।

৩০৬৪। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৮০; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৭৫।

৩০৭০। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৫ (সংক্ষিপ্ত)।

৩০৭৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭৮-৯; নাসাঈ।

৩০৭৯। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৯২।

৩০৮৩। বুখারী, জিহাদ, শুরব।

৩০৮৫। বুখারী, যাকাত, দিয়াত; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭১০; তিরমিযী, আহ্কাম, নং

১৩৭৭; যাকাত নং ৬৪২; ইবনে মাজা, লুকতা, বাব ৪; দিয়াত, নং ২৬৭৩, মালিক, যাকাত, বাব ৯।

৩০৮৭। ইবনে মাজা, লুকতা, নং ২৫০৮।

৩০৯১। বুখারী, জিহাদ।

৩০৯৩। বুখারী-মুসলিম।

৩০৯৪। বুখারী, জানাইয, লিবাস, তাফসীর; মুসলিম, লিবাস; ফাদাইল, তাওবা; তিরমিযী, তাফসীর সূরা তাওবা, নং ৩০৯৭; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯০১-২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫২৩।

৩০৯৫। বুখারী, মারদা, জানাইয।

৩০৯৬। বুখারী, তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৫০।

৩০৯৯। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৪২।

৩১০১। বুখারী, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৯।

৩১০৩। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২২১৮।

৩১০৪। বুখারী, মারদা, বাব ওয়াদইল ইয়াদ আলাল-মারীদ (পূর্ণাঙ্গ)।

৩১০৫। বুখারী, আতইমা, নিকাহ, আহ্কাম, জিহাদ, তিব্ব।

৩১০৬। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৮৪।

৩১০৭। ইবনে হিব্বান, হাকেম।

৩১০৮। বুখারী, মারদা; মুসলিম, ফিতান, নং ২৬৮০; তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৭১; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮২১; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪২৬৫।

৩১১১। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮৪৭, জিহাদ; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮০৩; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯১৪ (আবু হুরায়রা)।

৩১১২। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়াতির-রাজী'।

৩১১৩। মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৭৭; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১৬৭।

৩১১৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭৭; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৪৭ ও ১৫৯৮।

৩১১৭। মুসলিম, জানাইয, নং ৯১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৪৫।

৩১১৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৪।

৩১১৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯১৮ (পূর্ণাঙ্গ)।

৩১২০। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, জানাইয, নং ৯৪২।

৩১২১। নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ...; ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৪৮।

৩১২২। বুখারী, জানাইয, মাগাযী; মুসলিম, জানাইয, নং ৯৩৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৪৮।

৩১২৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮৮১।

৩১২৪। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৮৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৯৬।

৩১২৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৮৮।

৩১২৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩১৫; বুখারী, জানাইয (অনুচ্ছেদাধীন)।

৩১২৭। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৩৬; নাসাঈ।

৩১২৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৫১।

৩১৩০। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৮৬৬।

৩১৩২। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬১০।

৩১৩৪। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৫১৫।

৩১৩৬। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০১৬।

৩১৩৮। বুখারী, জানাইয; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৩৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৪।

৩১৩৯। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৪০। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৬০।

৩১৪১। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৬৪, বাব গুসলির রাজুলি ইমরাআতাহু ...।

৩১৪২। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৮; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮২।

৩১৪৩। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯০।

৩১৪৪। মুসলিম, জানাইয, নং ৪১, বাব গুসলিল মায়্যিত।

৩১৪৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৪২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৫৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮৫।

৩১৪৬। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৮৯।

৩১৪৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৭৪।

৩১৫০। ৩১২০ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

৩১৫১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৯৬।

৩১৫২। তিরমিযী; জানাইয, নং ৯৯৬; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯০০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৬৯।

৩১৫৩। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৭১।

৩১৫৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৪৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৮৫২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯০৪।

৩১৫৬। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৭৩।

৩১৫৮। মুসলিম, আদাব, নং ২২৫২; তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯০৬।

৩১৬১। তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৩১৬৩। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৪৫৬।

৩১৬৪। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৫৭।

৩১৬৫। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৭; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০০৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৬।

৩১৬৬। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০২৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯০।

৩১৬৭। বুখারী, জানাইয, বাব ইত্তিবাইন নিসাইল জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯২৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৭৭।

৩১৬৮। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৯৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৩৯।

৩১৬৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৫৬।

৩১৭০। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৪৭-৮ (পূর্ণাঙ্গ); ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৮৯ (সমার্থক); তিরমিযী, ঐ, নং ১০২৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৯৩।

৩১৭২। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪২।

৩১৭২। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯১৫, ২০০০।

৩১৭৪। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৬০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯২৩।

৩১৭৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪৪ (অনুরূপ)।

৩১৭৬। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪৫।

৩১৭৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৮৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০১৩।

৩১৭৯। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০০৭; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৮২।

৩১৮০। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৩১; নাসাঈ, ঐ, ১৯৪৪; ইবনে মাজা, ঐ।

৩১৮১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১০১৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৭৭।

৩১৮৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯১৩।

৩১৮৪। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০১১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৮৪ (সংক্ষিপ্ত)।

৩১৮৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭৮ (সংক্ষেপে ও সমার্থক); নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৬৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৬৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫২৬।

৩১৮৬। মুসলিম, জানাইয, নং ১৬৯৪, ১৬৯৫; বুখারী, জানাইয, হাদীসে মাইয; (আবু দাউদ, ৪৪৩০ ও ৪৪৩১ নং হাদীসও দ্র., কিতাবুল হুদূদ)।

৩১৮৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৩৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৮।

৩১৯০। মুসলিম, জানাইয, নং ১০১।

৩১৯১। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৫১৭।

৩১৯২। মুসলিম, সালাত, নং ৮২৫; তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ১০১৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫১৯।

৩১৯৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৭৯।

৩১৯৪। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯৪।

৩১৯৫। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৩৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯৩।

৩১৯৬। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৫৪; বুখারী, ঐ।

৩১৯৭। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১০২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫০৫।

৩১৯৮। বুখারী, জানাইয, (৬৫) বাব কিরাআতিল ফাতিহাতিল কিতাব আলাল জানাযা, নং ১৩৩৫, তিরমিযী, ঐ, বাব ৩৯, নং ১০২৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৭, নং ১৯৮৯-৯১।

৩১৯৯। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৯৭।

৩২০১। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৮৮।

৩২০২। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৯৯।

৩২০৩। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫২৭।

৩২০৪। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, ঐ, নং ৯৫১; তিরমিযী, ঐ, নং ১০২২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৩৪।

৩২০৭। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৫৪-৫, মুসলিম, ঐ, নং ৯৬৬।

৩২১২। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৪৮; আহ্‌মাদ, হাকেম।

৩২১৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৯০; জানাইয, নং ২০০৮।

৩২১৫। তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১৩; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০১২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬০।

৩২১৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৩৩।

৩২১৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৩২।

৩২২৩। বুখারী, জানাইয, মাগাযী; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২২৯৬।

৩২২৪। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৩২২৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭০; নাসাঈ, ঐ, নং ২০২৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬২।

৩২২৬। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০২৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬৩ (সংক্ষেপে)।

৩২২৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫২৯; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৪৯।

৩২২৮। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬৬।

৩২২৯। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭২; নাসাঈ; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫০।

৩২৩০। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৬৮।

৩২৩১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৭০; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫১ ও ২০৫৩।

৩২৩২। বুখারী, জানাইয, বাব হাল ইউখরাজুল মায়্যিত মিনাল কাবরি (অনুরূপ); নাসাঈ, ঐ, নং ২০২৩ (অনুরূপ)।

৩২৩৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৩৪-১৯৩৫; বুখারী, ঐ, বাব ছানাইন-নাস আলাল-মায়্যিত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৪৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৪৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫৮।

৩২৩৪। মুসলিম, জানাইয, বাব ৩৬, নং ২২৫৮/১০৫ ও ২২৫৯/১০৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ১০১, নং ২০৩৬; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৪৮, নং ১৫৭২।

৩২৩৫। মুসলিম, জানাইয, নং ৯৭৭; নাসাঈ, ঐ, নং ২০৩৪ (অনুরূপ); তিরমিযী, ঐ, নং ১০৫৪।

৩২৩৬। তিরমিযী, সালাত, নং ৩২০; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৫৭৫ (সংক্ষেপ)।

৩২৩৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪৯; নাসাঈ; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪৩০৬।

৩২৩৮। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৬; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৫১; নাসাঈ, মানাসিক; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০৮৪।

৩২৪১। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৫; নাসাঈ, মানাসিক, নং ২৭১৪।

৩২৪৩। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, ঈমান, নং ২০; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৯; নাসাঈ, কুদাত; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২৩।

৩২৪৫। মুসলিম, ঈমান, নং ২২৩; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৪০; নাসাঈ।

৩২৪৬। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২৫।

৩২৪৭। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৪৭; তিরমিযী, নূযূর নং ১৫৪৫; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯৬; নাসাঈ, নুযূর।

৩২৪৯। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৪৬; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯৪।

৩২৫০। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৫১। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৫।

৩২৫২। ৩৯২ নং হাদীসের বরাত দ্র. (২য় খণ্ড)।

৩২৫৪। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৩; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৫৪; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১২০।

৩২৫৫। ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১১৯।

৩২৫৬। বুখারী, নুযূর, জানাইয, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ১৭৬; তিরমিযী, আয়মান, নং ১৫৪৩; নাসাঈ, আয়মান; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১১৯।

৩২৫৭। নাসাঈ, নুযূর, কাফ্ফারাত; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১০০।

৩২৬০। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩১; নাসাঈ, নুযূর; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১০৫ ও ২১০৬; তিরমিযী, আয়মান, নং ১৫৩২ (আবু হুরায়রা)।

৩২৬২। বুখারী, কাদর, তাওহীদ, আয়মান; তিরমিযী, আয়মান; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯২।

৩২৬৪। ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২০৯৩।

৩২৬৬। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৪৯; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১০৭।

৩২৬৭। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৫২; নাসাঈ, নুযূর; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৯।

৩২৭০। বুখারী, রু'য়া; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪৯৪; ইবনে মাজা, তা'বীর রু'য়া, নং ৩৯১৮।

৩২৭৬। মুসলিম, সালাত, তিব্ব; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ২১৯; মালিক, ইতাকা।

৩২৭৭। নাসাঈ, ওয়াসায়া, বাব ফাদলিস সাদাকাত আলাল-মায়্যিত।

৩২৭৯। বুখারী, আয়মান, কাদর; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৩৯; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৩২; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৮; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১২২।

৩২৮০। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪০ (অনুরূপ); নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৩৫; ইবনে মাজা, নুযূর, নং ২১২৩; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৮।

৩২৮১। বুখারী, আয়মান; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৬; নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৩৯; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১২৬।

৩২৮২। বুখারী, নুযূর; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১৩৬।

৩২৮৩। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৪।

৩২৮৫। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫২৫।

৩২৮৬। তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৪৪; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৪৫; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১৩৪।

৩২৮৮। বুখারী, জাযাউস-সায়দ, নুযূর; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪৪; নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৪৫।

৩২৯৯। বুখারী, আয়মান; মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৩৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫৪৬; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৪৮; ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১৩২।

৩৩০০। নাসাঈ, নুযূর, নং ৩৮৫০।

৩৩০১। মুসলিম, সিয়াম, নং ১১৪৯; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৬৭; হজ্জ; ইবনে মাজা, সিয়াম, নং ১৭৫৯, আহ্কাম।

৩৩০২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৮।

৩৩০৩। বুখারী; সাওম, মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৭; নাসাঈ (আবু দাউদ, নং ২৪০০)।

৩৩০৬। ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১৩১ (অর্থানুরূপ)।

৩৩০৮। মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪১; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৬৮ (আংশিক); নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৮০ (অংশবিশেষ); ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১২৪ (অংশবিশেষ)।

৩৩০৯। নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৫৬ (সংক্ষিপ্ত); বুখারী ও মুসলিমে বিস্তারিত।

৩৩১৪। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৬; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৩৯; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৫১।

৩৩১৫। মুসলিম, নুযূর, নং ১৬৪৫; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৮৬৩।

৩৩১৮। বুখারী, আদাব; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৫৭।

৩৩২২। নাসাঈ, নুযূর, বাবুল-ইয়ামীন ফীমা রা ইয়ামলিকু, নং ৩৮২৩।

৩৩২৫। ইবনে মাজা, কাফ্ফারাত, নং ২১২৮।

পরিশিষ্ট-২

সুনান আবী দাউদ

ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

৩. كِتَابُ الصَّلوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৪. كِتَابُ صَلوةِ الاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৫. كِتَابُ صَلوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৬. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৭. كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ (রমযান মাস)

৮. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৯. كِتَابُ الْوِتْرِ (বিতর নামায)

১০. كِتَابُ الزَّكوةِ (যাকাত)

১১. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১২. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১৩. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১৪. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৫. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

১৬. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

১৭. كِتَابُ الضَّحَايَا (কুরবানী)

১৮. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

১৯. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

২০. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন)

২১. كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ وَالاِمَارَةِ (খাজনা ফাই ও প্রশাসন)

২২. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)

২৩. كِتَابُ الاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ (শপথ ও মানত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

২৪. كِتَابُ الْبُيُوْعِ (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

২৫. كِتَابُ الاِجَارَةِ (ইজারা)

২৬. كِتَابُ الْقَضَاءِ (বিচার ব্যবস্থা)

২৭. كِتَابُ الْعِلْمِ (ইলম বা জ্ঞানচর্চা)

২৮. كِتَابُ الاَشْرِبَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)

২৯. كِتَابُ الاَطْعِمَةِ (খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

৩০. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

৩১. كِتَابُ الْكُهَانَةِ وَالطِّيَرِ (ভাগ্য গণনা ও শুভাশুভ লক্ষণ)

৩২. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)

৩৩. كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَةِ (কুরআনের শব্দাবলী কিরাআত)

৩৪. كِتَابُ الْحَمَّامِ (গোসলখানা)

৩৫. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩৬. كِتَابُ التَّرَجُّلِ (চুল আচড়ানো)

৩৭. كِتَابُ الْخَاتِمِ (আংটি, সীলমোহর)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)

৩৮. كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ (কলহ)

৩৯. كِتَابُ الْمَهْدِيِّ (ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব)

৪০. كِتَابُ الْمَلَاحِمِ (যুদ্ধ-বিগ্রহ)

৪১. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ বিশেষ শাস্তি)

৪২. كِتَابُ الدِّيَاتِ (শোণিত পণ)

৪৩. كِتَابُ السُّنَّةِ (সুন্নাতের অনুসরণ)

৪৪. كِتَابُ الْاَدَبِ (শিষ্টাচার)

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-843-029-0 set

সুনান আবু দাউদ

৫ম খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[পঞ্চম খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদ
আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
বি.কম. (অনার্স), এম.কম., এম. এম.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি : ২০১০
মুহাররাম : ১৪৩১
মাঘ : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

Sunan Abu Dawood (Vol. V)
Translated by Mawlana Muhammad Musa and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st January 2010 Price Taka 320.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাঊদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ মুসলিম ও জামে' আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাঊদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাঊদ-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পর এবার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাঊদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে– এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন, যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়-২২ ঃ কিতাবুল বুয়ূ' (ব্যবসা-বাণিজ্য) ॥ ১৯

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ব্যবসায়ে শপথ ও অহেতুক কথাবার্তার আশ্রয় নেয়া হয় ॥ ১৯

অনুচ্ছেদ-২ ঃ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ॥ ২০

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা ॥ ২০

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সুদখোর ও সুদদাতার পরিণতি ॥ ২৩

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সুদ মাফ করে দেয়া বা রহিত ঘোষণা করা ॥ ২৩

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা মাকরূহ (দূষণীয়) ॥ ২৪

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ মাপে কিছু বেশী দেয়া এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কিছু মেপে দেয়া ॥ ২৫

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– মদীনার পরিমাপই মানসম্মত পরিমাপ ॥ ২৬

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের ব্যাপারে কঠোরতা ॥ ২৭

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা অনুচিৎ ॥ ২৯

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করা ॥ ২৯

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুদ্রার আন্ত-বিনিময় ॥ ৩০

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ রূপার কারুকার্য খচিত তরবারি রৌপ্য মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৩২

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ ॥ ৩৪

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৩৫

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ এ সম্পর্কে রুখসাত বা অনুমতি প্রসঙ্গে ॥ ৩৬

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ এই প্রসঙ্গে নগদ বিক্রি করা ॥ ৩৬

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর (ক্রয়-বিক্রয়) ॥ ৩৬

অনুচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৩৮

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ 'আরিয়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৩৮

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ 'আরিয়্যার পরিমাণ সম্পর্কে ॥ ৩৯

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ 'আরিয়্যার ব্যাখ্যা ॥ ৩৯

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা ॥ ৪০
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পর্কে ॥ ৪৩
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ প্রতারণা বা ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৪৪
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৪৬
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অংশীদারী ব্যবসা ॥ ৪৭
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ সহ-অংশীদার বা মুদারিব পুঁজির মালিকের বিপরীত করলে ॥ ৪৭
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যের মাল দিয়ে ব্যবসা করে ॥ ৪৮
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মূলধনবিহীন অংশীদার কারবার ॥ ৪৯
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা ॥ ৫০
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ ভাগচাষ কঠোরভাবে নিষেধ ॥ ৫৩
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মালিকের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া তার জমিতে কৃষিকাজ করা ॥ ৫৯
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুখাবারা (বর্গাচাষ) সম্পর্কে ॥ ৫৯
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বাগান ও জমি বর্গা দেয়া ॥ ৬১
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করা ॥ ৬৩

ইজারা (ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়) ॥ ৬৫

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ শিক্ষকের পারিশ্রমিক ॥ ৬৫
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ চিকিৎসকদের পারিশ্রমিক ॥ ৬৬
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ রক্তমোক্ষণকারীর উপার্জন সম্পর্কে ॥ ৬৮
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ ক্রীতদাসীর উপার্জন সম্পর্কে ॥ ৭০
অনুচ্ছেদ ঃ গণকের ভেট ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ ষাঁড় দ্বারা পাল দেয়ানোর মজুরি গ্রহণ করা খারাপ ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ স্বর্ণকার সম্পর্কে ॥ ৭১
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মালদার গোলাম বিক্রি করলে তার বিধান ॥ ৭৩
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ অগ্রগামী হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হওয়া ॥ ৭৪
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ধোঁকাপূর্ণ দালালী করা নিষেধ ॥ ৭৫
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহুরে লোকের বিক্রি করা নিষেধ ॥ ৭৫
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ কয়েক দিন ধরে দুধ দোহন না করে যে পশুর পালান ফুলানো হয়েছে তা ক্রয় করার পর অপছন্দ হলে ॥ ৭৭
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ অসৎ উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য মজুত করা নিষেধ ॥ ৭৮

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ দিরহাম (মুদ্রা) ভাঙ্গা ॥ ৮০
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেয়া ॥ ৮০
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ প্রতারণা করা বা ভেজাল দেয়া নিষেধ ॥ ৮১
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার এখতিয়ার সম্পর্কে ॥ ৮২
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ ইকালা (অনুতাপজনিত চুক্তি রদ)-এর ফযীলাত ॥ ৮৫
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ একই চুক্তিতে দু'টি লেনদেন ॥ ৮৫
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আল-ঈনাহ প্রকৃতির লেনদেন ॥ ৮৬
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৮৭
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ বিশেষ কোন ফলের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ অগ্রিম ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত না করা পর্যন্ত অপরের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ ॥ ৮৯
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ 'জায়েহাহ' শব্দের ব্যাখ্যা ॥ ৯০
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ পানির প্রবাহে বাধা দেয়া নিষেধ ॥ ৯১
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা ॥ ৯৩
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ বিড়ালের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে ॥ ৯৩
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে ॥ ৯৪
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ শরাব ও মৃত জীবের মূল্য সম্পর্কে ॥ ৯৫
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ (ক্রয় করে) হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রি করা সম্পর্কে ॥ ৯৮
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি বলে, যেন ঠকানো না হয় ॥ ১০১
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উরবান (বায়নার অর্থ পরিশোধ) প্রসঙ্গে ॥ ১০২
অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস বিক্রি করে যা তার কাছে নাই ॥ ১০৩
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা ॥ ১০৩
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ গোলাম বা বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ॥ ১০৪
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কেউ গোলাম খরিদ করে কাজে নিয়েগের পর তার মধ্যে ত্রুটি পেলো ॥ ১০৪
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ পণ্যের বিদ্যমানতায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে ॥ ১০৬
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ শুফ'আ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার) ॥ ১০৭
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ দেউলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তির কাছে যে হুবহু নিজের মাল পায় ॥ ১০৯
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ যে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন পশুকে সুস্থ-সবল করলো ॥ ১১১
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ বন্ধক সম্পর্কে ॥ ১১২

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ সন্তানের সম্পদ পিতার ভোগ করা জায়েয ॥ ১১৩
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ কোন ব্যক্তি অবিকল নিজের মাল অন্যের কাছে পেলে ॥ ১১৪
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ নিজের আয়ত্তাধীন মাল থেকে নিজের প্রাপ্য রেখে দেয়া ॥ ১১৫
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ হাদিয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করা ॥ ১১৬
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ দান (হেবা) করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া ॥ ১১৭
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য উপঢৌকন গ্রহণ ॥ ১১৮
অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কোন ব্যক্তি তার সন্তানদের মধ্যে কাউকে অধিক দান করলে ॥ ১১৯
অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কিছু দান করা ॥ ১২২
অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ জীবনস্বত্ব ॥ ১২২
অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ যে ব্যক্তি জীবনস্বত্ব সম্পর্কে বলে, তার ওয়ারিসদের জন্যও ॥ ১২৪
অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ রুকবা পদ্ধতির জীবনস্বত্ব ॥ ১২৬
অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ ধারকৃত জিনিস নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ ॥ ১২৭
অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ কেউ কোন জিনিস নষ্ট করলে তার অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিবে ॥ ১৩০
অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ গবাদি পশু কারো ফসল নষ্ট করলে ॥ ১৩১

অধ্যায়-২৩ ঃ কিতাবুল কাদা' (বিচার ব্যবস্থা) ॥ ১৩৩

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিচারকের পদ প্রার্থনা করা ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিচারক ভুল করলে ॥ ১৩৩
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিচার প্রার্থনা করা এবং তাড়াহুড়া করে রায় দেয়া ॥ ১৩৫
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ উৎকোচের চরম পরিণতি ॥ ১৩৬
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত উপঢৌকন ॥ ১৩৭
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পন্থা ॥ ১৩৮
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিচারক যদি ভুল রায় প্রদান করেন ॥ ১৩৮
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদীর আসন গ্রহণের নিয়ম ॥ ১৪০
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের রায় দেয়া নিষেধ ॥ ১৪১
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিম্মীদের বিবাদ মীমাংসা করার বর্ণনা ॥ ১৪১
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ বিচারকার্য পরিচালনায় ইজতিহাদের গুরুত্ব ॥ ১৪২
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সন্ধি স্থাপন করা ॥ ১৪৩
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ সাক্ষ্য দেয়ার বর্ণনা ॥ ১৪৫

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ প্রকৃত ঘটনা না জেনে যে ব্যক্তি মোকদ্দমায় সাহায্য করে ॥ ১৪৬

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ॥ ১৪৭

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় ॥ ১৪৭

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ শহরবাসীর পক্ষে বেদুঈনের সাক্ষ্য ॥ ১৪৮

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দুধপান সম্পর্কিত ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া ॥ ১৪৮

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যিম্মীদের সাক্ষ্য এবং সফরকালে ওসিয়াত করা সম্পর্কে ॥ ১৫০

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ বিচারক একজন মাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিতে পারেন, যদি তিনি তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হন ॥ ১৫১

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ এক শপথ ও একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে রায়দান ॥ ১৫৩

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ একই জিনিসের দু'জন দাবিদারের কারুরই সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই ॥ ১৫৬

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বিবাদীকে শপথ করতে হবে ॥ ১৫৮

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ শপথ কিভাবে করতে হয় ॥ ১৫৮

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ বিবাদী যিম্মী হলে সে কি শপথ করবে? ॥ ১৫৯

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অনুপস্থিত বিষয়ে নিজের জানামতে শপথ করা ॥ ১৬০

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যিম্মীকে কিভাবে শপথ করে বলা হবে ॥ ১৬১

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি নিজ অধিকার আদায়ের জন্য শপথ করে ॥ ১৬২

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ঋণ পরিশোধ না করলে আটক করা যাবে কি? ॥ ১৬৩

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ওয়াকালা (প্রতিনিধি নিয়োগ) ॥ ১৬৪

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ বিচার সংক্রান্ত আরো কয়েকটি সমস্যা ॥ ১৬৫

অধ্যায়-২৪ ঃ কিতাবুল ইল্‌ম (জ্ঞান) ॥ ১৭০

অনুচ্ছেদ-১ ঃ জ্ঞানার্জনের ফযীলাত ॥ ১৭০

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আহলে কিতাবের হাদীস (কথাবার্তা) বর্ণনা করা ॥ ১৭২

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখা ॥ ১৭৩

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী ॥ ১৭৬

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ নিশ্চিতভাবে না জেনে আল্লাহর কিতাব থেকে আলোচনা করা ॥ ১৭৭

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কথার পুনরাবৃত্তি করা ॥ ১৭৭

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দ্রুত গতিতে কথা বলা ঠিক নয় ॥ ১৭৮

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা ॥ ১৭৯

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জ্ঞানের কথা গোপন করা বড়ো গুনাহ ॥ ১৮০
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ফযীলাত ॥ ১৮০
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ বনী ইসরাঈলীদের থেকে শোনা কথা বর্ণনা করা ॥ ১৮১
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা ॥ ১৮২
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কিসসা-কাহিনী সম্পর্কে ॥ ১৮২

অধ্যায়-২৫ ঃ কিতাবুল আশরিবা (পানীয় দ্রব্যসমূহ) ॥ ১৮৬

অনুচ্ছেদ-১ ঃ শরাব (মদ) পান হারাম ॥ ১৮৬
অনুচ্ছেদ-২ ঃ শরাব উৎপাদনের জন্য আঙ্গুর নিংড়ানো ॥ ১৮৯
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মদের সিরকা বানানো সম্পর্কে ॥ ১৮৯
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শরাব যেসব উপাদানে তৈরি হয় ॥ ১৯০
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে কোন নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম ॥ ১৯১
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দাযী (এক প্রকার বীজ) সম্পর্কে ॥ ১৯৫
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ শরাবের পাত্র সম্পর্কে ॥ ১৯৬
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ দু'টি জিনিসের একত্রে মিশ্রণ ॥ ২০২
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কাঁচা খেজুরের নবীয (শরবত) ॥ ২০৪
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নবীযের বৈশিষ্ট্য ॥ ২০৪
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মধুর শরবত ॥ ২০৬
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নবীযে যখন কড়া ভাব এসে যায় ॥ ২০৮
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা ॥ ২০৯
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা ॥ ২০৯
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চামড়ার মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা ॥ ২১০
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা ॥ ২১০
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ ॥ ২১১
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ পাত্রের মধ্যে চুমুক দিয়ে পানি পান করা ॥ ২১১
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সাকী (পরিবেশনকারী) কখন পান করবে ॥ ২১২
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া এবং তাতে নিঃশ্বাস ফেলা ॥ ২১৩
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দুধ পান করার সময় কি বলবে ॥ ২১৩
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা অথবা ঢেকে রাখা ॥ ২১৪

অধ্যায়-২৬ ঃ কিতাবুল আত্‌ইমা (খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য) ॥ ২১৭

অনুচ্ছেদ-১ ঃ দাওয়াত কবুল করা ॥ ২১৭
অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিবাহে ওলীমা অনুষ্ঠান করা উত্তম ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কত দিন বিবাহভোজের আয়োজন করা যেতে পারে ॥ ২১৯
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সফর থেকে ফিরে এসে আহারের আয়োজন করা ॥ ২২০
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মেহমানদারী সম্পর্কে ॥ ২২০
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ অন্যের সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে ভোগ করা রহিত হওয়া সম্পর্কে ॥ ২২৩
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দুই প্রতিযোগীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা ॥ ২২৩
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ দাওয়াতকৃত ব্যক্তি (মেহমান) অবাঞ্ছিত কিছু দেখলে ॥ ২২৪
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ দুইজন দাওয়াতকারী একত্রে আসলে কে অগ্রাধিকার পাবে ॥ ২২৫
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইশার নামায ও রাতের খাবার একত্রে উপস্থিত হলে ॥ ২২৫
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আহার শুরু করার সময় উভয় হাত ধোয়া ॥ ২২৬
অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে হাত ধোয়ার বর্ণনা ॥ ২২৭
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ তাড়াহুড়ার সময় হাত না ধুয়েও আহার করা যায় ॥ ২২৭
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ খাদ্যদ্রব্যের সমালোচনা করা অবাঞ্ছনীয় ॥ ২২৮
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ একত্রে খাদ্য গ্রহণ করা ॥ ২২৮
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া ॥ ২২৯
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ ॥ ২৩১
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাত্রের উপরিভাগ (চূড়া) থেকে খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৩২
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যে দস্তরখানে অপছন্দনীয় খাবারও থাকে সেখানে বসে খাওয়া ॥ ২৩৩
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ডান হাত দিয়ে আহার গ্রহণ ॥ ২৩৪
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ গোশত খাওয়া ॥ ২৩৪
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ লাউয়ের তরকারী (বা লাউ) খাওয়া ॥ ২৩৫
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ছারীদ খাওয়া ॥ ২৩৬
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কোন খাদ্যের প্রতি ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা পোষণ করা ॥ ২৩৬
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ জাল্লালা ও তার দুধ খাওয়া নিষেধ ॥ ২৩৭
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৩৮
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ খরগোশের গোশত খাওয়া ॥ ২৩৯

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৪০
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ হুবারার গোশত খাওয়া ॥ ২৪২
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ও অন্যান্য মাটির প্রাণী ॥ ২৪২
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ যেসব জিনিস সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা উক্ত হয়নি ॥ ২৪৩
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ হায়েনার গোশত খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৪৪
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ হিংস্র জীব খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৪৫
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া ॥ ২৪৭
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ টিড্ডি বা পঙ্গপাল খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৪৯
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ভেসে আসা মৃত মাছ খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৫০
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি মৃত জীব আহার করতে বাধ্য হয় ॥ ২৫০
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ দুই রং-এর খাদ্য একত্র করা ॥ ২৫২
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ পনীর খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৫২
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ সিরকা (টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয়) ॥ ২৫৩
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রসুন খাওয়া সম্পর্কে ॥ ২৫৩
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ খেজুর সম্পর্কে ॥ ২৫৭
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পোকায় ধরা খেজুর পরীক্ষা করে খাওয়া ॥ ২৫৭
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ আহারের সময় একত্রে দু'টি খেজুর নেয়া ॥ ২৫৮
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ দুই ধরনের বস্তু একত্রে মিশিয়ে খাওয়া ॥ ২৫৮
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ আহলে কিতাবের পাত্র ব্যবহার করা ॥ ২৫৯
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ সমুদ্রে বিচরণশীল প্রাণী সম্পর্কে ॥ ২৬০
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পতিত হলে ॥ ২৬১
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ মাছি খাদ্যদ্রব্যে পতিত হলে ॥ ২৬২
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ পড়ে যাওয়া গ্রাস (লোকমা) ॥ ২৬৩
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ খাদেম বা পাচকের মালিকের সাথে খাওয়া ॥ ২৬৩
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ রুমাল ব্যবহার করা ॥ ২৬৪
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ আহারশেষে যা বলতে হয় ॥ ২৬৪
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আহারশেষে হাত পরিষ্কার করা ॥ ২৬৫
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আহারশেষে খাদ্যের মালিকের জন্য দু'আ করা ॥ ২৬৬

অধ্যায়-২৭ ঃ কিতাবুত তিব্ব (চিকিৎসা) ॥ ২৬৭

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মানুষের চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিৎ ॥ ২৬৭
অনুচ্ছেদ-২ ঃ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ॥ ২৬৭
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রক্তমোক্ষণ ॥ ২৬৮
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রক্তমোক্ষণের স্থান ॥ ২৬৯
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ রক্তমোক্ষণের উত্তম সময় ॥ ২৭০
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ শিরা কর্তন ও রক্তমোক্ষণের স্থান ॥ ২৭০
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ তপ্ত লোহা দ্বারা দাগানো ॥ ২৭১
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ নাকে ঔষধ ব্যবহার করা ॥ ২৭১
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নুশরাহ (জিনের আছর) ॥ ২৭২
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বিষের প্রতিষেধক বা রোগ প্রতিষেধক ॥ ২৭২
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবহার ॥ ২৭৩
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ আজওয়া নামক খেজুরের গুণাগুণ ॥ ২৭৪
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আলজিভ ফোলা সম্পর্কে ॥ ২৭৫
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সুরমা ব্যবহার ॥ ২৭৬
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ বদনযর লাগা ॥ ২৭৬
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ শিশুর দুধপান মেয়াদে সহবাস করা সম্পর্কে ॥ ২৭৭
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ তাবীয লটকানো ॥ ২৭৭
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে ॥ ২৭৯
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ঝাড়ফুঁক করার নিয়ম ॥ ২৮১
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার তদবীর ॥ ২৮৮
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গণক সম্পর্কে ॥ ২৮৮
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে ॥ ২৮৯
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মাটিতে রেখা টেনে এবং পাখির উড্ডয়ন দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা ॥ ২৯০
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ অশুভ লক্ষণ ॥ ২৯১

অধ্যায়-২৮ ঃ কিতাবুল ইত্ক (দাসত্বমুক্তি) ॥ ২৯৮

অনুচ্ছেদ-১ ঃ চুক্তিবদ্ধ দাস স্থিরীকৃত পরিমাণের অংশবিশেষ পরিশোধ করার পর অক্ষম হয়ে পড়লে বা মারা গেলে ॥ ২৯৮
অনুচ্ছেদ-২ ঃ মুকাতাবের চুক্তি ভঙ্গ হলে তাকে বিক্রয় করা যায় ॥ ২৯৯
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্তি ॥ ৩০২

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কেউ শরীকানা দাসের নিজ অংশ দাসত্বমুক্ত করলে ॥ ৩০৩
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ গোলামকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কাজ করানো ॥ ৩০৪
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যারা বলেন, গোলামকে কাজে নিয়োজিত করা যাবে না ॥ ৩০৫
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ কোন ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় মুহাররাম গোলামের মালিক হলে ॥ ৩০৮
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উম্মে ওয়ালাদের দাসত্বমুক্তি ॥ ৩০৯
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা ॥ ৩১১
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করলে ॥ ৩১২
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে ॥ ৩১৩
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ জারজ সন্তান আযাদ করা ॥ ৩১৪
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ গোলাম আযাদ করার সওয়াব ॥ ৩১৪
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কোন্ ধরনের দাস মুক্ত করা অধিক উত্তম ॥ ৩১৫
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সুস্থ অবস্থায় আযাদ করার মর্যাদা ॥ ৩১৭

অধ্যায়-২৯ ঃ কিতাবুল হুরূফ ওয়াল-কিরাআত (কুরআনের কিরাআত ও পাঠের বিভিন্ন নিয়ম) ॥ ৩১৮

অধ্যায়-৩০ ঃ কিতাবুল হাম্মাম (গণ-স্নানাগার) ॥ ৩৩৩
অনুচ্ছেদ-১ ঃ গোসলখানায় প্রবেশ ॥ ৩৩৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিবস্ত্র হওয়া নিষিদ্ধ ॥ ৩৩৪
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিবস্ত্র হওয়া সম্পর্কে ॥ ৩৩৬

অধ্যায়-৩১ ঃ কিতাবুল-লিবাস (পোশাক-পরিচ্ছদ) ॥ ৩৩৮
অনুচ্ছেদ-১ ঃ কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় যা বলবে ॥ ৩৩৮
অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ নতুন কাপড় পরলে তার জন্যে দু'আ করা ॥ ৩৪০
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কামীস বা জামা ॥ ৩৪০
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লম্বা ঢিলা জামা (ওভারকোট) ॥ ৩৪১
অনুচ্ছেদ ঃ খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরিধান করা ॥ ৩৪২
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পশম ও লোমের তৈরী পোশাক পরিধান করা ॥ ৩৪৩
অনুচ্ছেদ ঃ উন্নত মানের পোশাক পরিধান করা ॥ ৩৪৪

অনুচ্ছেদ ঃ মোটা পোশাক পরিধান করা ॥ ৩৪৫
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ রেশম ও পশম মিশ্রিত কাপড় পরিধান করা ॥ ৩৪৬
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রেশমী পোশাক পরা নিষেধ ॥ ৩৪৭
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রেশমী পোশাক পরিধান করা নিষেধ ॥ ৩৪৯
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ রেশমী সূতার সেলাই ও কারুকার্য করার অনুমতি আছে ॥ ৩৫৩
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ওযরবশত রেশম বস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয ॥ ৩৫৩
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার জায়েয ॥ ৩৫৪
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর পরিধান করা ॥ ৩৫৫
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ সাদা কাপড় পরিধান করা ॥ ৩৫৫
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ময়লাযুক্ত ও ছেঁড়া কাপড় পরা অনুচিৎ এবং ময়লা কাপড় ধৌত করা ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ হলুদ রং-এ রঞ্জিত করা ॥ ৩৫৭
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সবুজ রং ব্যবহার করা ॥ ৩৫৮
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ লাল রং ব্যবহার করা ॥ ৩৫৯
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ লাল রং ব্যবহারের অনুমতি ॥ ৩৬১
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কালো রং ব্যবহার করা ॥ ৩৬২
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কাপড়ের ঝালর বা আঁচল ॥ ৩৬২
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পাগড়ি ব্যবহার ॥ ৩৬৩
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ আঁটসাট কাপড় পরা নিষেধ ॥ ৩৬৪
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বোতাম খোলা রাখা জায়েয ॥ ৩৬৫
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ চাদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা ॥ ৩৬৫
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নিচে ঝুলিয়ে পরার পরিণতি ॥ ৩৬৬
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ গর্ব-অহংকার সম্পর্কে ॥ ৩৭২
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিকের সীমা ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নারীদের পোশাক ॥ ৩৭৪
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৯) ॥ ৩৭৫
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত করে" (সূরা নূর ঃ ৩১) ॥ ৩৭৬
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ নারীদের শরীরের যে অংশ অনাবৃত রাখতে পারে ॥ ৩৭৭
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ দাস তার মহিলা মনিবের চুল দেখতে পারে ॥ ৩৭৭

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "যৌন কামনা রহিত পুরুষ" (২৪ ঃ ৩০) ॥ ৩৭৮
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ "আর মুমিন মহিলাদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে" (২৪ ঃ ৩১) ॥ ৩৮০
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ওড়না ব্যবহারের নিয়ম ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ নারীদের জন্য মিহি কাপড় ব্যবহার ॥ ৩৮২
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কাপড়ের আঁচলের পরিমাণ ॥ ৩৮২
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে ॥ ৩৮৩
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যাদের মতে মৃত জন্তুর চামড়া কাজে লাগানো যাবে না ॥ ৩৮৬
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ চিতা বাঘের ও হিংস্র জন্তুর চামড়া সম্পর্কে ॥ ৩৮৭
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ পায়ে জুতা পরিধানের নিয়ম ॥ ৩৯০
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ বিছানাপত্র ॥ ৩৯২
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দরজা-জানালায় পর্দা ঝুলানো ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ ॥ ৩৯৫
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ছবি সম্পর্কে ॥ ৩৯৫

অধ্যায়-৩২ ঃ কিতাবুত-তারাজ্জুল (চুল আঁচড়ানো) ॥ ৪০০

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক প্রদর্শন নিষিদ্ধ ॥ ৪০০
অনুচ্ছেদ-২ ঃ সুগন্ধি পছন্দ করা ॥ ৪০১
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ চুল পরিপাটি করা ॥ ৪০২
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ নারীদের জন্য খেযাব ব্যবহার করা জায়েয ॥ ৪০২
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কৃত্রিম চুল লাগানো নিষেধ ॥ ৪০৩
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া ঠিক নয় ॥ ৪০৬
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় নারীদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার । ৪০৭
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জাফ্‌রানী রঙের সুগন্ধি লাগানো পুরুষের জন্য নিষেধ ॥ ৪০৮
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মাথার চুল রাখার নিয়ম ॥ ৪১১
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ চুলের সিঁথি সম্পর্কে ॥ ৪১২
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ (বাব্‌রি) চুল লম্বা করা সম্পর্কে ॥ ৪১৩
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পুরুষের চুলের গুচ্ছ ॥ ৪১৪
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মাথা কামানো ॥ ৪১৪
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শিশুদের কেশগুচ্ছ ॥ ৪১৫

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চুলের গুচ্ছ রাখার অনুমতি ॥ ৪১৬
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গোঁফ কেটে ফেলা ॥ ৪১৬
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাকা চুল, দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ ॥ ৪১৮
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে ॥ ৪১৮
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ হলদে রঙের খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে ॥ ৪২১
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করা ॥ ৪২১
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গজদন্ত ব্যবহার সম্পর্কে ॥ ৪২২

অধ্যায়-৩৩ ঃ কিতাবুল খাতাম (আংটি) ॥ ৪২৪

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আংটি ব্যবহার সম্পর্কে ॥ ৪২৪
অনুচ্ছেদ-২ ঃ আংটি বর্জন করা সম্পর্কে ॥ ৪২৬
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ স্বর্ণের আংটি সম্পর্কে ॥ ৪২৭
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লোহার আংটি সম্পর্কে ॥ ৪২৮
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আংটি ডান হাতে পরবে নাকি বাম হাতে ॥ ৪৩০
অনুচ্ছেদ-৬ নূপুর সম্পর্কে ॥ ৪৩১
অনুচ্ছেদ-৭ সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো ॥ ৪৩২
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ মহিলাদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা ॥ ৪৩৩

পরিশিষ্ট-১ ॥ ৪৩৬

সুনান আবু দাঊদ ৫ম খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ ॥ ৪৩৬

পরিশিষ্ট-২ ॥ ৪৬২

সুনান আবু দাঊদ ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ॥ ৪৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ২২

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

(ব্যবসা-বাণিজ্য)

بَابٌ فِى التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلْفُ وَاللَّغْوُ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ব্যবসায়ে শপথ ও অহেতুক কথাবার্তার আশ্রয় নেয়া হয়

٣٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاِسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ.

৩৩২৬। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (প্রথমদিকে) আমরা (ব্যবসায়ীরা) সামাসিরাহ (দালাল সম্প্রদায়) নামে অভিহিত হতাম। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে এই নামের তুলনায় অধিক সুন্দর নাম দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায়িক লেনদেনে অবাঞ্ছিত ও অযথা কথাবার্তা এবং অপ্রয়োজনীয় শপথ করা হয়ে থাকে। অতএব তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সাথে সাথে দান-খয়রাত করে তাকে ত্রুটিমুক্ত করো।

٣٣٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبَسْطَامِىُّ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ وَعَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَحْضُرُهُ الْكِذْبُ وَالْحَلْفُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الزُّهْرِىُّ اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ.

৩৩২৭। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার এই বর্ণনায় আছে, তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ (ব্যবসায়িক কাজে) মিথ্যা কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় শপথ করা হয়ে থাকে। আবদুল্লাহ আয-যুহরীর বর্ণনায় আছে, অবাঞ্ছিত কথাবার্তা ও মিথ্যা (শপথ করা) হয়ে থাকে।

بَابٌ فِىْ اِسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন

٣٣٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيْمًا لَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيْرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اُفَارِقُكَ حَتّٰى تَقْضِيَنِىْ اَوْ تَأْتِيَنِىْ بِحَمِيْلٍ قَالَ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هٰذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهَا لَيْسَ فِيْهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৩২৮। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে দশ দীনার ঋণ দিয়েছিল। সে তা আদায় করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে লাগলো। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার পিছু ছাড়বো না যতক্ষণ তুমি আমার পাওনা পরিশোধ না করবে অথবা যামিনদার নিয়ে আসবে। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যামিন হলেন। অতঃপর সে তার ওয়াদা মোতাবেক সোনা নিয়ে আসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই সোনা তুমি কোথায় পেলে? সে বললো, খনি থেকে। তিনি বললেন ঃ আমাদের এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই এবং এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

بَابٌ فِىْ اِجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা

٣٣٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ وَلاَ اَسْمَعُ اَحَدًا بَعْدَهُ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ اَحْيَانًا يَقُوْلُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مَثَلاً اِنَّ اللّٰهَ حَمٰى حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ وَاِنَّهُ مَنْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّخَالِطَهُ وَاِنَّهُ مَنْ يُّخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَّجْسُرَ.

৩৩২৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝখানে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে। (রাবী বলেন), কখনও কখনও তিনি (রাবী) مُتَشَابِهَاتٌ শব্দের পরিবর্তে مُشْتَبِهَةٌ শব্দ বলেছেন (অর্থ একই)। আমি তোমাদের সামনে এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করেছেন চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা)। আর আল্লাহর নির্ধারিত চারণভূমি হলো হারামসমূহ (নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ)। যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার কাছে চড়ায়, তার পশু সেখানে (নিষিদ্ধ এলাকায়) ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে জড়ায় সে হারাম বস্তুতে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে পারে।

٣٣٣٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ.

৩৩৩০। আমের আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরোল্লেখিত হাদীসটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ এতদুভয়ের (হালাল ও হারামের) মাঝখানে অনেক সন্দেহজনক জিনিস আছে (তা না হালাল না হারাম)। এ সম্পর্কে অনেক লোকই জ্ঞান রাখে না। এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করবে সে তার দীন ও ঈমান এবং মান-সম্মানকে কলুষমুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ বা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়বে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে।

٣٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ خَيْرَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ

سَنَةً عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ هِنْدٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقٰى اَحَدٌ اِلاَّ اَكَلَ الرِّبَا فَاِنْ لَّمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

৩৩৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের ওপর এমন এক যুগ আসবে, যখন (সুদী লেনদেন এত ব্যাপক হবে যে,) একটি লোকও সুদখোর ছাড়া পাওয়া যাবে না। সে যদি সরাসরি সুদ নাও খায় তবুও তার ধোঁয়া তাকে স্পর্শ করবে। ইবনে ঈসার বর্ণনায় আছে ঃ তার ধুলা তাকে স্পর্শ করবে।

٣٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْحَافِرَ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِىْ امْرَأَةٍ فَجَاءَ فَجِيْءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوْا فَنَظَرَ اٰبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْكُ لُقْمَةً فِىْ فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا فَاَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرْسَلْتُ اِلَى الْبَقِيْعِ يَشْتَرِىْ لِىْ شَاةً فَلَمْ اَجِدْ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى جَارٍ لِىْ قَدِ اشْتَرٰى شَاةً اَنْ اَرْسِلْ اِلَىَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى امْرَأَتِهِ فَاَرْسَلَتْ اِلَىَّ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمِيْهِ الْاُسَارٰى.

৩৩৩২। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি (কুলাইব) আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (আনসারী) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য

রওয়ানা হলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের কাছে দাঁড়িয়ে খননকারীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ পায়ের দিকটা আরো প্রশস্ত করো, মাথার দিকটা আরো প্রশস্ত করো। তিনি যখন (দাফনশেষে) প্রত্যাবর্তন করছিলেন, এক মহিলার পক্ষ থেকে দাওয়াত দানকারী এসে তাঁকে স্বাগতম জানালেন। তিনি তার বাড়িতে আসলে খাদ্য পরিবেশন করা হলো। তিনি খাবারে হাত রাখলে দলের সবাই হাত বাড়িয়ে খাওয়া শুরু করলো। রাবী বলেন, আমাদের মুরব্বীরা লক্ষ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের একটি গ্রাস মুখে তুলে তা নাড়াচাড়া করছেন। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, বকরীর মালিকের বিনা অনুমতিতে এটা নিয়ে আসা হয়েছে। স্ত্রীলোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বকরী ক্রয়ের জন্য বকী'তে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তা পাওয়া গেলো না। অতঃপর আমার প্রতিবেশীর কাছে এই বলে লোক পাঠালাম, তুমি যে বকরীটি ক্রয় করেছ তা তোমার ক্রয়মূল্যে আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু তাকে (বাড়িতে) পাওয়া গেলো না। আমি তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালাম। সে বকরীটা পাঠিয়ে দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ গোশত বন্দীদের খাইয়ে দাও।

টীকা ঃ বকী' মদীনার নিকটবর্তী একটি বাজারের নাম, অপর বর্ণনায় নকী' বলা হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ اٰكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সুদখোর ও সুদদাতার পরিণতি

٣٣٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

৩৩৩৩। আবদুর রহমান ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী ও তার হিসাব রক্ষক সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন।

بَابٌ فِىْ وَضْعِ الرِّبَا

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সুদ মাফ করে দেয়া বা রহিত ঘোষণা করা

٣٣٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا شَبِيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ

مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৩৩৩৪। সুলায়মান ইবনে 'আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ('আমর ইবনুল আহওয়াস) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জাহিলী যুগের সমস্ত প্রকারের সুদ রহিত করা হলো। তোমরা (ঋণদাতাগণ) মূলধন ফেরত পাবে। তোমরাও যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না। জাহিলী যুগের সমস্ত রকম রক্তের (হত্যার) প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করা হলো। আমি প্রথমেই আল-হারিস ইবনে 'আবদুল মুত্তালিবের হত্যার প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করছি। (রাবী বলেন) সে বনী লাইস গোত্রে দুধপানরত ছিল। হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল। তিনি (সা) বলেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? উপস্থিত জনতা বলেন, হাঁ, তিনবার। তিনি তিনবার বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

بَابٌ فِى الْكَرَاهِيَّةِ الْيَمِيْنِ فِى الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা মাকরূহ (দূষণীয়)

٣٣٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ لِلْكَسْبِ وَقَالَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শপথ অধিক পণ্য বিক্রির সহায়ক হতে পারে কিন্তু তা এর মধ্যকার বরকত ও প্রাচুর্যকে দূর করে দেয়। ইবনুস সারহির বর্ণনায় আছে ঃ আয়-উপার্জনের (মধ্যকার বরকত) দূর করে দেয়। তিনি হাদীসটি পর্যায়ক্রমে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবু হুরায়রার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالْاَجْرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ মাপে কিছু বেশী দেয়া এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কিছু মেপে দেয়া

٣٣٣٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَاَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَاَرْجِحْ.

৩৩৩৬। সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আমি এবং মাখরাফা আল-'আবদী 'হাজার' (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) থেকে ব্যবসায়ের জন্য কাপড় কিনে আনলাম। পরে আমরা তা মক্কায় নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাদের সাথে একটি পাজামার দর করলেন, আমরা তাঁর নিকট তা বিক্রি করলাম। এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন ঃ ওজন করে দাও এবং প্রাপ্য অপেক্ষা একটু বেশী দাও।

٣٣٣٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِاَجْرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

৩৩৩৭। আবু সাফওয়ান ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখনও তিনি হিজরত করেননি। ...হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা উপরের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি তার বর্ণনায় "পারিশ্রমিকের বিনিময়ে" কথাটা উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, কায়েসও সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ানের বর্ণনাই সঠিক।

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ فَقَالَ دَمَغْتَنِىْ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

৩৩৩৮। ইবনে আবু রিযমা (র) আমাদের কাছে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি শো'বাকে বললেন, সুফিয়ান আপনার বিপরীত বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, তুমি আমার মস্তিষ্কই খেয়ে ফেললে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈনের কাছে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তিই সুফিয়ানের বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করবে, সে ক্ষেত্রে সুফিয়ানের বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে।

٣٣٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ اَحْفَظَ مِنِّىْ .

৩৩৩৯। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানের স্মরণশক্তি আমার স্মরণশক্তির তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

بَابٌ فِىْ قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– মদীনার পরিমাপই মানসম্মত পরিমাপ

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِى الْمَتْنِ وَقَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ فَقَالَ وَزْنُ الْمَدِيْنَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاخْتُلِفَ فِى الْمَتْنِ فِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا.

৩৩৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওজনের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রচলিত ওজনই মানসম্মত এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে মদীনায় প্রচলিত পরিমাপই মানসম্মত। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-ফিরয়াবী এবং আবু আহমাদ এ হাদীস সুফিয়ানের সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। হাদীসের মূল পাঠের ক্ষেত্রে ইবনে দুকাইন তাদের উভয়ের সাথে একমত হয়েছেন। আবু আহমাদ ইবনে উমারের পরিবর্তে ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেছেন। ওলীদ ইবনে মুসলিম

এ হাদীস হানযালার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ 'ওজনের ক্ষেত্রে মদীনার ওজন এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে মক্কার পরিমাপ' কার্যকর হবে। আবু দাঊদ বলেন, আতার সূত্রে মালেক ইবনে দীনার কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের মূল পাঠে (মতনে) মতভেদ আছে।

بَابٌ فِى التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের ব্যাপারে কঠোরতা

٣٣٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِيْ فُلاَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ فِى الْمَرَّتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اُنَوِّهْ بِكُمْ اِلاَّ خَيْرًا اِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَدّٰى عَنْهُ حَتّٰى مَا بَقِىَ اَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَىْءٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمْعَانُ بْنُ مُشَنَّجٍ.

৩৩৪১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কেউ উপস্থিত আছে কি? কোন লোকই সাড়া দিলো না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কেউ উপস্থিত আছে কি? এবারও তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দিলো না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কোন লোক আছে কি? এবার এক ব্যক্তি উঠে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ প্রথম দু'বারের ডাকে তোমাকে সাড়া দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি তোমাদেরকে একমাত্র কল্যাণের জন্যই ডেকে থাকি। তোমাদের গোত্রের এই ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সামুরা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, সেই ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে সব ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। তার কোন পাওনাদারই আর অবশিষ্ট থাকলো না। আবূ দাঊদ (র) বলেন, সামআনের পিতার নাম মুশান্নাজ।

٣٣٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ بْنَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ يَقُوْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَّلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَّمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءٌ.

৩৩৪২। আবু বুরদা ইবনে মূসা আল-আশ'আরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত কবীরা গুনাহসমূহের পরে সবচেয়ে গুরুতর গুনাহ হলো, কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে হাযির হলো এবং এই ঋণ পরিশোধ করার মত কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি।

٣٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاُتِىَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ اَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا نَعَمْ دِيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىُّ هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

৩৩৪৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার জানাযা পড়তেন না। একদা তাঁর কাছে একটি লাশ নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার ওপর কোন ঋণ আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, দুই দীনার ঋণ আছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ যখন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী করলেন, তিনি বললেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের তার নিজের সত্তার চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। অতএব যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তা তার ওয়ারিসগণের প্রাপ্য।

٣٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ

سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ قَالَ عُثْمَانُ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ اِشْتَرٰى مِنْ عِيْرٍ تَبِيْعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَاَرْبَحَ فِيْهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلٰى اَرَامِلِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لاَ اَشْتَرِيْ بَعْدَهَا شَيْئًا اِلاَّ وَعِنْدِيْ ثَمَنُهُ.

৩৩৪৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে ঃ নবী (সা) ব্যবসায়ী কাফেলার কাছ থেকে (কিছু মাল) ক্রয় করলেন। তাঁর কাছে এর দাম ছিল না (বাকীতে ক্রয় করেছেন)। পরে তিনি এগুলো মুনাফাসহ বিক্রি করলেন। তিনি লাভের অংশটা আবদুল মুত্তালিব গোত্রের বিধবা ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার কাছে বিনিময় মূল্য না থাকা অবস্থায় এরপর আমি আর কখনও কিছু ক্রয় করবো না।

بَابٌ فِى الْمَطْلِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা অনুচিৎ

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ.

৩৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা করা অন্যায়। ঋণী ব্যক্তি (তোমাদের কারো পাওনা পরিশোধের দায়িত্ব) কোন সচ্ছল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করলে সে যেন তা অনুমোদন করে।

بَابٌ فِىْ حُسْنِ الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করা

٣٣٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ

لَمْ اَجِدْ فِى الْاِبِلِ اِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

৩৩৪৬। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতি বয়সের একটি উট ধার করলেন (কোন মুজাহিদের জন্য)। অতঃপর তাঁর কাছে (বাইতুল মালে) যাকাতের উট আসলে তিনি আমাকে উঠতি বয়সের একটি উট দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, (বাইতুল মালে) শুধু ছয়-সাত বছর বয়সের উট আছে (যা তার কাছ থেকে ধার করা উট অপেক্ষা উত্তম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেটিই তাকে দাও। কেননা লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে উত্তমরূপে ধার পরিশোধ করে।

٣٣٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ.

৩৩৪৭। মুহারিব ইবনে দিছার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি , নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি আমার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশী দিলেন।

بَابُ فِى الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুদ্রার আন্ত-বিনিময়

٣٣٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءً وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَّهَاءً وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَّهَاءً وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءً.

৩৩৪৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে যদি উভয় দিক থেকে নগদ আদান-প্রদান (ও পরিমাণে সমান) না হয় তবে তা সুদী বিনিময় হবে। গমের বিনিময় গমের সাথে, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ (ও পরিমাণে সমান) লেনদেন না হয় তবে তা সুদী কারবার হবে। খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময়, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ

আদান-প্রদান (ও পরিমাণে সমান) না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। যবের সাথে যবের বিনিময়, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী বিনিময় হবে।

টীকা ঃ একই জাতীয় বা একই শ্রেণীভুক্ত বস্তুর পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে যখন বিনিময়ই উদ্দেশ্য হয়, তখন উভয় পক্ষের বস্তু পরিমাণে সমান, নগদ ও উপস্থিত আদান-প্রদান হতে হবে। অন্যথায় সুদী লেনদেন হবে। যেমন এক মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ ধানের অধিক গ্রহণ করা যাবে না। ধানের শ্রেণীর মধ্যে মানের বা বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে উভয়ের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য থাকলে তা বিক্রয় করে নগদ অর্থে অপর পক্ষের ধান ক্রয় করতে হবে। এই নিয়ম সকল প্রকার খাদ্যশস্যের বেলায় প্রযোজ্য। যদি কর্যে হাসানা (সৌজন্যমূলক ঋণ) উদ্দেশ্য হয়, তবে নগদ আদান-প্রদান না হলেও সুদী লেনদেন হবে না (অনুবাদক)।

٣٣٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مُدْيٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى. وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَاَمَّا نَسِيْئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَاَمَّا نَسِيْئَةً فَلاَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ وَهِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِاِسْنَادِهِ.

৩৩৪৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বর্ণ, স্বর্ণ-পিণ্ড বা স্বর্ণ মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় এবং রূপা, রূপার পিণ্ড বা রূপার মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় নগদ নগদ ও সমান সমান হতে হবে। গমের সাথে গমের বিনিময়, যবের সাথে যবের বিনিময়, খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় এবং লবণের সাথে লবণের বিনিময় পরিমাণে ও ওজনে সমান হতে হবে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত নিবে সে সুদের কারবার অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। রূপার বিনিময়ে সোনা বা সোনার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করা, এক্ষেত্রে পরিমাণে কম-বেশী হলে কোন দোষ নেই, তবে নগদ আদান-প্রদান হতে হবে, ধারে বিনিময় হতে পারবে না। যবের বিনিময়ে গম অথবা গমের বিনিময়ে যব বিক্রি করা, এক্ষেত্রেও পরিমাণে কম-বেশী হলে কোন দোষ নেই, তবে নগদ আদান-প্রদান হতে হবে, বাকিতে নয়। আবূ দাঊদ (র) বলেন, সা'ঈদ ইবনে আবী আরূবা ও হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ কাতাদার সূত্রে এবং তিনি মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) থেকে তার সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ وَزَادَ قَالَ فَاِذَا اخْتُلِفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْهُ كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

৩৩৫০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই (বিষয়বস্তু সম্পন্ন) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় কিছু কমবেশী আছে। এতে এতটুকু বেশী আছে, নবী (সা) বলেন ঃ এসব ক্ষেত্রে এক জাতীয় বস্তুর বিনিময় অন্য জাতীয় বস্তুর সাথে হলে সেক্ষেত্রে তোমরা ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারো। তবে উপস্থিত (নগদ) আদান-প্রদান হতে হবে।

بَابٌ فِىْ حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ রূপার কারুকার্য খচিত তরবারি রৌপ্য মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ ابْنُ مَنِيْعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيْعٍ فِيْهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيْرَ اَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَرَدَّهُ حَتّٰى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى اَرَدْتُ التِّجَارَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التِّجَارَةَ.

৩৩৫১। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মালা (হার) নিয়ে আসা হলো। এতে স্বর্ণদানাও ছিল এবং পুঁতিও ছিল। (অধস্তন রাবী) আবু বকর ও ইবনে মানী' বলেন, এই

মালায় স্বর্ণদানার সাথে পুঁতির দানা লটকানো ছিল। মালাটি এক ব্যক্তি নয় অথবা সাত দীনারে ক্রয় করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উভয় প্রকারের দানা পৃথক না করা পর্যন্ত এর ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। লোকটি বললো, আমি শুধু পুঁতির দানাগুলো লাভ করতে চাচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেনঃ উভয় প্রকার দানা পৃথক না করা পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। অতঃপর সে মালাটি ফেরত দিলো, অতঃপর তা থেকে সোনা পৃথক করা হলো। অধস্তন রাবী ইবনে ঈসা বলেন, এর দ্বারা আমি ব্যবসা বুঝেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ঈসার পাণ্ডুলিপিতে 'হিজারাতা' শব্দ ছিল। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করে 'তিজারাতা' শব্দ বসিয়ে দিয়েছেন।

টীকা ঃ স্বর্ণ দানার সাথে অন্য দানা মিশ্রিত অবস্থায় মালাটি স্বর্ণ মুদ্রার সাথে বিনিময় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণদানা পৃথক করে এর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ না করা পর্যন্ত স্বর্ণ দীনারের সাথে এর বিনিময় জায়েয হবে না। মালার স্বর্ণ অপেক্ষা দীনারের স্বর্ণ কিছু বেশী হতে হবে। এ অতিরিক্ত স্বর্ণটুকু পুঁতির দাম হবে। যদি মালার স্বর্ণ এবং দীনারের স্বর্ণ এক সমান হয়, তবে পুঁতিগুলো অতিরিক্ত পাওয়া গেলো। আর এ অতিরিক্ত অংশটুকুই সুদ হিসাবে গণ্য হবে (অনুবাদক)।

٣٣٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ.

৩৩৫২। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমি বারো দীনার মূল্যে একটি মালা (হার) ক্রয় করলাম। এই মালায় স্বর্ণ-দানাও ছিল, পুঁতিও ছিল। আমি সোনার দানাগুলো পৃথক করে দেখলাম, তা পরিমাণে বারো দীনারের চেয়েও অধিক। বিষয়টি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলে তিনি বলেন ঃ উভয় প্রকারের দানা পৃথক করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়।

٣٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ الْجَلاَّحِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَنَشٌ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُوْدَ الْاَوْقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّيْنَارِ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّيْنَارَيْنِ

وَالثَّلاَثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

৩৩৫৩। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এবং ইহূদীদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম। আমরা তাদের কাছ থেকে এক দীনারের বিনিময়ে এক আওকিয়া (এক তোলা সাত মাশা) সোনা ক্রয় করলাম। অধস্তন রাবী কুতায়বা ছাড়া অপরাপর রাবীগণ দুই অথবা তিন দীনারের কথা উল্লেখ করেছেন, অতঃপর সবাই একইরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করো না– দাড়ি-পাল্লার উভয় দিক ওজনে সমান না হলে।

بَابٌ فِىْ اِقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ

٣٣٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ اٰخُذُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِىْ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُوَيْدَكَ اَسْأَلُكَ اِنِّىْ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ اٰخُذُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِىْ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَأْسَ اَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.

৩৩৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বাকী' নামক বাজারে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রি করতাম, কিন্তু মূল্য গ্রহণকালে আমি (ক্রেতার কাছ থেকে) দীনারের পরিবর্তে দিরহাম গ্রহণ করতাম। আবার কখনও দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দীনার গ্রহণ করতাম। অর্থাৎ আমি এটির (দীনারের) পরিবর্তে ঐটি (দিরহাম)

গ্রহণ করতাম। আবার কখনও এটির (দিরহামের) পরিবর্তে ঐটি (দীনার) নিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তখন হাফসার (রা) ঘরে ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিকে লক্ষ করুন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আমি আল-বাকী' নামক বাজারে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রি করি কিন্তু দিরহামে মূল্য গ্রহণ দীনারে। আবার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করি কিন্তু দীনার গ্রহণ করি। অর্থাৎ আমি এটার (দীনারের) পরিবর্তে এটা (দিরহাম) গ্রহণ করি এবং ঐটির (দীনারের) বিনিময়ে এটি (দিরহাম) নিয়ে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ গ্রহণে কোন দোষ নেই, তবে সেদিনের বাজারদর অনুসারে গ্রহণ করবে এবং কিছু অমীমাংসিত না রেখে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তা করবে।

টীকা ঃ দীনার-স্বর্ণ মুদ্রা এবং দিরহাম-রৌপ্য মুদ্রা। স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রার সাথে রূপা বা রূপার মুদ্রার বিনিময় হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেন হতে হবে। বাকিতে হলে সুদী কারবার হবে। কারণ বিনিময়যোগ্য উভয় প্রকারের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়েও যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে পরিমাপ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন হতে হবে (অনুবাদক)।

٣٣٥٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا.

৩৩৫৫। সিমাক (র) তার সনদসূত্রে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি بِسِعْرِ يَوْمِهَا বাক্যাংশটুকু উল্লেখ করেননি। পূর্ববর্তী বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ।

بَابٌ فِى الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً.

৩৩৫৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে, এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, তবে ইমাম মালেকের মতে পশু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির হতে হবে। ইমাম আহমাদ ও কূফাবাসীদের মতে, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। উপরন্তু হাদীসটির সবগুলো সনদই দুর্বল। মূলত এটি একটি মুরসাল (তাবিঈর) হাদীস অথবা ইব্ন আব্বাস (রা)-র বক্তব্য (মওকূফ হাদীস), রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য নয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ এ সম্পর্কে রুখসাত বা অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٣٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ فِىْ قِلاَصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৩৩৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি সামরিক অভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। সৈনিকদের প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় উটের অভাব দেখা দিলো। তিনি তাকে যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে (জনসাধারণের কাছ থেকে) উট ধার করার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী তিনি যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দুই দুইটি উটের বিনিময়ে এক একটি উট গ্রহণ করলেন।

টীকা ঃ বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারের জন্য এরূপ বিনিময় ধারে করাও জায়েয (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ ذٰلِكَ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ এই প্রসঙ্গে নগদ বিক্রি করা

٣٣٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرٰى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ.

৩৩৫৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি গোলামের বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করেছেন।

بَابٌ فِى التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর (ক্রয়-বিক্রয়)

٣٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ

بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

৩৩৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ আবু আইয়াশ (র) তাকে অবহিত করেছেন, তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বার্লির বিনিময়ে গমের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সা'দ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, উভয়ের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম? তিনি বললেন, গম। রাবী বলেন, তিনি (সা'দ) যায়েদকে এর বিনিময় করতে নিষেধ করলেন। তিনি (সা'দ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাকা খেজুরের বিনিময়ে খুরমা (শুকনা খেজুর) ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ পাকা খেজুর শুকানো হলে কি ঘাটতি হয়? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এ ধরনের বিনিময় করতে নিষেধ করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাও এ হাদীস মালেকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٦٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيْئَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِىْ مَخْزُوْمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩৩৬০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে খুরমা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, উক্ত হাদীস ইমরান ইবনে আবী আনাস বনূ মাখযূমের মুক্তদাস–সা'দ (রা)-নবী (স) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ পাকা খেজুর ও খুরমার (শুকনো খেজুর) বিনিময় সমপরিমাণের মধ্যে হলে ইমাম আবু হানীফার মতে তা জায়েয; কিন্তু শর্ত হলো উভয় পক্ষের লেনদেন উপস্থিত ও নগদ হতে হবে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْمُزَابَنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.

৩৩৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করে গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে, আঙ্গুরের পরিমাণ কিশমিশে অনুমান করে (শুকালে কি পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করে) ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং খেতের কৃষিজাত দ্রব্য গমের মাধ্যমে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিম্নরূপ : (ক) বাগানে গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা পেড়ে শুকালে কি পরিমাণ খুরমা হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করে গাছের খেজুর অগ্রিম ক্রয় করা। (খ) বাগানের গাছে যে আঙ্গুর রয়েছে তা শুকালে কি পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করা। অতঃপর মালিককে সেই পরিমাণ কিশমিশ প্রদান করে গাছের আঙ্গুর ক্রয় করা। (গ) ক্ষেতে যে ফসল রয়েছে তাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করা। অতঃপর ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করে মালিকের কাছ থেকে জমির ফসর ক্রয় করা। উল্লেখিত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়কে 'মুযাবানা' বলে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ 'আরিয়া পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ.

৩৩৬২। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুরমা ও খেজুরের 'আরিয়া পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

٣٣٦٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا.

৩৩৬৩। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরী (শুকনা) খুরমার বিনিময়ে (গাছের মাথার) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি 'আরিয়া পদ্ধতিতে খেজুর অনুমান করে (অর্থাৎ শুকালে এত পরিমাণ খুরমা হতে পারে) ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। ফলের ক্রেতা পরিবার তা তাজা অবস্থায় খাবে।

بَابٌ فِىْ مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ 'আরিয়্যার পরিমাণ সম্পর্কে

٣٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِىُّ فِيْمَا قَرَأَ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ جَابِرٍ اِلٰى اَرْبَعَةِ اَوْسُقٍ.

৩৩৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কম অথবা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ সীমার মধ্যে থেকে 'আরিয়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আবু দাঊ (র) বলেন, জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে 'চার ওয়াসাক' উল্লেখ আছে।

টীকা ঃ পাঁচ ওয়াসাক প্রায় সাতাশ মনের সমান। ৩৫৬১ নং হাদীসের নিচের আরিয়্যা-এর ব্যাখ্যা দেখুন (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ 'আরিয়্যার ব্যাখ্যা

٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ

قَالَ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِى الرَّجُلَ النَّخْلَةَ اَوِالرَّجُلُ يَسْتَثْنِىْ مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ اَوِالْاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيْعُهَا بِتَمْرٍ.

৩৩৬৫। আমর ইবনুল হারিস (র) থেকে আবদে রব্বিহি ইবনে সা'ঈদ আল-আনসারীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইবনে সা'ঈদ) বলেন, 'আরিয়্যা হলো– কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে তার বাগানের একটি খেজুর গাছ দান করলো অথবা কোন ব্যক্তি তার খেজুর বাগান থেকে কোন লোককে একটি অথবা দু'টি খেজুর গাছ এই বলে নির্দিষ্ট করে দিলো যে, এই গাছের ফল সে নিবে। অতঃপর প্রকৃত মালিক শুকনা খেজুরের বিনিময়ে দান করা খেজুর গাছের তাজা ফল ক্রয় করে নিলো (এই পদ্ধতিই হলো 'আরিয়্যা)।

٣٣٦٦- حَدَّثَنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ الْعَرَيَا اَنْ يَّهِبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ اَنْ يَّقُوْمَ عَلَيْهَا فَيَبِيْعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

৩৩৬৬। ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আরিয়্যা হলো– এক ব্যক্তি তার কিছু খেজুর গাছ অপর ব্যক্তিকে দান করলো। অতঃপর দান গ্রহীতার বাগানে আসা-যাওয়া বা গাছে খেজুর রাখাটা মালিকের অমনোপুত হলো। এমতাবস্থায় সে (দান গ্রহীতা) তার গাছের খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে মালিকের কাছে বিক্রি করে দিলো (এটাকেই 'আরিয়্যা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বলে)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ.

৩৩৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ গাছের ফল খাওয়ার বা কাজে লাগার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা আলেম সমাজের মতে নিষেধ। এই মতের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে সাবেত, 'আইশা ও আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈও এ মতই গ্রহণ করেছেন। হানাফী মাযহাব মতে ফুল থেকে ফল বের হওয়ার পর যে কোন অবস্থায় তা বিক্রি করা জায়েয। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মধ্যে ফল পেকে যাওয়া পর্যন্ত গাছে থাকার শর্ত আরোপ করলে তা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٣٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ.

৩৩৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল বা হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং শীষ জাতীয় বস্তু (পেকে শুষ্ক ও সাদা রংধারী) না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপরই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

٣٣٦٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَاَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ.

৩৩৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গনীমত বণ্টনের পূর্বে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাব্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে সংগ্রহ করার পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত খেজুরের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কোমরবন্ধ না লাগিয়ে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ আরবরা সাধারণত লম্বা এবং ঢিলা জামা পরিধান করে থাকে। তৎকালে লোকেরা প্রায়ই জামার নীচে অন্য কাপড় পরিধান করতো না। এরূপ অবস্থায় কোমরবন্ধ লাগিয়ে নামায পড়তে বলা হয়েছে। কারণ জামার বোতাম খোলা অবস্থায় রুকূ-সিজদা করলে সতর অনাবৃত হওয়ার আশংকা আছে (অনুবাদক)।

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تُشْقِحَ قِيْلَ وَمَا تُشْقِحَ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

৩৩৭০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল-হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জাবের

(রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, تُشَقِّحُ শব্দের অর্থ কি? তিনি বললেন, تُشَقِّحُ শব্দের অর্থ লাল ও হলুদ হওয়া এবং তা খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

٣٣٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ.

৩৩৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুর কালো রং ধারণ করার পূর্বে এবং খাদ্যশস্য পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ قَبْلَ اَنْ يَّبْدُوَ صَلاَحُهَا فَاِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ اَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَاَصَابَهُ قُشَامٌ وَاَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُوْمَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيْرُ بِهَا فَاَمَّا لاَ فَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ.

৩৩৭২। ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফল (খাওয়ার ও কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমি আবুয যিনাদকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) সাহল ইবনে হাসামা থেকে এবং তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (যায়েদ) বলেন, লোকেরা ফল (খাওয়ার ও কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতো। তারা যখন ফল কাটতো তখন ক্রেতা এসে হাজির হতো। ক্রেতা বলতো, ফলে মড়ক লেগেছে, পোকা লেগেছে, অসুখ লেগেছে। এগুলো সে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতো এবং মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করতো অথবা মোটেই দিতে চাইতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাদের ঝগড়া চরমে উঠলে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরামর্শের ছলে বললেন ঃ ফল পেকে খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়-বিক্রয় করো না। এ নির্দেশ ছিল তাদের অত্যধিক ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ এড়ানোর জন্য।

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ اِلاَّ بِالدَّنَانِيْرِ اَوْ بِالدَّرَاهِمِ اِلاَّ الْعَرَايَا.

৩৩৭৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই দীনার অথবা দিরহামের মাধ্যমে হতে হবে। কিন্তু 'আরিয়ার অনুমতি আছে।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ السِّنِيْنَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পর্কে

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الثُّلُثِ شَيْءٌ وَهُوَ رَأْىُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

৩৩৭৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গাছের বা বাগানের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য কর্তন করার ব্যবস্থা রেখেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, 'এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ'-এর কথা নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। এটা মদীনাবাসীদের অভিমত।

টীকা ঃ ক্রীত ফল বা শস্য প্রাকৃতিক কোন কারণে বা মড়কে নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রেতার কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ করা বিক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়; তবে ন্যায়নীতি, ইহসান ও দয়া-অনুগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে মুস্তাহাব বা সুন্নাত। ইমাম আহমাদ এবং হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের মতে, যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ততটুকু মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দেয়া বিক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক। এ হাদীসের ভিত্তিতে ফিক্‌হবিদগণ আরো বলেছেন, ক্ষেতের ফসল আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে চাষীদের খাজনা আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফ হবে (অনুবাদক)।

٣٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ اَحَدُهُمَا بَيْعِ السِّنِيْنَ.

৩৩৭৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মু'আওয়ামা' নিষিদ্ধ করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল অথবা ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র) বলেছেন, مُعَاوَمَةٌ শব্দটির অর্থ হলো, কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা।

টীকা ঃ দুই, তিন অথবা ততোধিক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের পারিভাষিক নাম হলো 'মু'আওয়ামা'। যে জিনিস উপস্থিত নেই অথবা যা এখনো উৎপন্নই হয়নি তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই। কারণ পরবর্তী বছর ক্ষেতে শস্য অথবা বাগানে ফল উৎপন্ন নাও হতে পারে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা রয়েছেই (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْغَرَرِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ প্রতারণা বা ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

৩৩৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (অধস্তন রাবী) উসমানের বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি কাঁকর নিক্ষেপে ক্রয়-বিক্রয় থেকেও বিরত থাকতে বলেছেন।

টীকা ঃ কাঁকর নিক্ষেপ করে পণ্যে অথবা বিক্রেতার দেহে লাগাতে পারলে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে। এটা এক প্রকার জুয়া। অতএব এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। চাঁদমারি করে ক্রয়-বিক্রয়ও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

٣٣٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَاَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ اَوْ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

৩৩৭৭। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ের দু'টি পদ্ধতিকে এবং পোশাক পরিধানের দু'টি নিয়মকে নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীদ্বয় হলো 'মুলামাসা ও মুনাবাযা'। আর পোশাক পরিধানের প্রণালী

দু'টি হলো, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান না করে শুধু এক চাদরে সমস্ত শরীর আবৃত করে চাদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা (এতে নিশ্চয়ই সতর খুলে যাবে)। অথবা লুঙ্গি বা এ ধরনের কাপড় পরিধান করে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসা, অথচ নিম্নদেশ উন্মুক্ত রয়েছে (এতেও সতর খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে)।

টীকা ঃ 'মুলামাসা' হলো, দিনে বা রাতে ক্রেতা বিক্রেতার কাপড়টি হাতে স্পর্শ করলেই সে তা ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। তার বিবেচনা করার কোন সুযোগ থাকবে না। 'মুনাবাযা' হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা নিজের কোন বস্তু প্রতিপক্ষের দিকে ছুড়ে মারলেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٣٧٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ اَنْ يَّشْتَمِلَ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَّقُوْلَ اِذَا نَبَذْتُ اِلَيْكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ اَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ فَاِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ.

৩৩৭৮। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ লুঙ্গি ইত্যাদি না পরে শুধু একটি চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করা এবং চাদরের উভয় দিক বাম কাঁধে উঠিয়ে রাখা এবং ডান দিক খোলা রাখা। 'মুনাবাযা' হলো ঃ (ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে) ক্রেতা অথবা বিক্রেতার এ কথা বলা– আমি যখন এই কাপড় ছুড়ে মারবো তখন ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর 'মুলামাসা' হলো– হাত দিয়ে কাপড়টি স্পর্শ করলে তা খুলে দেখা যাবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না; যখনই ক্রেতা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে তখনই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

٣٣٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا.

৩৩৭৯। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ ...সম্পূর্ণ হাদীসটি (অধস্তন রাবী) সুফিয়ান ও 'আবদুর রায্যাকের সূত্রে বর্ণিত (ওপরের) হাদীসের অনুরূপ।

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

৩৩৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পশুর) পেটের বাচ্চার (যা এখনো ভূমিষ্ঠই হয়নি) বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِيْ نُتِجَتْ.

৩৩৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, 'পেটের বাচ্চার বাচ্চা' অর্থাৎ উষ্ট্রী নিজের পেট থেকে যে বাচ্চা প্রসব করবে সেই বাচ্চা পরবর্তী কালে আবার যে বাচ্চা প্রসব করবে তা ক্রয় করা।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا صَالِحُ ابْنُ عَامِرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى هٰكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِيْ يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْرِكَ.

৩৩৮২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানব জাতির উপর এমন একটা কঠিন সময় আসবে যে, ধনী ব্যক্তিরা তাদের হাতের জিনিস (অন্যের জন্য) খরচ করতে চরম কৃপণতা করবে, অথচ তাদেরকে কৃপণতা করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি (নির্দেশ দেয়া হয়েছে দানশীল হওয়ার)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা পারস্পরিক

সহৃদয়তা ভুলে যেও না" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৭)। চরম ঠেকায় পড়ে লোকেরা ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবরদস্তিমূলকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে, ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ কোন কারণে চরম ঠেকায় পড়ে ক্রয় বা বিক্রয় করা। এই সুযোগে মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিরা স্বল্প মূল্যে তা ক্রয় করে। অথচ এরূপ অবস্থায় ঠেকায় পড়া ব্যক্তিকে সহায়তা করা ছিলো সমাজের কর্তব্য। অথবা কোন ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগে তার সম্পত্তি বিক্রয় করতে বাধ্য করা। এই উভয় ধরনের লেনদেনই শরীআত বিরোধী (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الشِّرْكَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অংশীদারী ব্যবসা

٣٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

৩৩৮৩। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় (অংশীদার) থাকি, যতক্ষণ তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন এক অংশীদার অন্যজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন আমি তাদের মধ্য থেকে সরে যাই।

بَابٌ فِى الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ সহ-অংশীদার বা মুদারিব পুঁজির মালিকের বিপরীত করলে

٣٣٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيْبِ ابْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَىُّ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِى ابْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِىَّ قَالَ اَعْطَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ بِهِ اُضْحِيَةً اَوْ شَاةً فَاشْتَرٰى شَاتَيْنِ فَبَاعَ اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَاَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِىْ بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرٰى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ.

৩৩৮৪। উরওয়া ইবনে আবুল জা'দ আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি কুরবানীর পশু অথবা বকরী ক্রয় করার জন্য একটি দীনার দিলেন। তিনি দু'টি বকরী ক্রয় করলেন এবং পরে একটি বকরী এক দীনারে বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর তিনি একটি বকরী ও একটি দীনারসহ তাঁর (নবীর) কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তার ক্রয়-বিক্রয়ে বকরতের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি যদি মাটিও খরিদ করতেন, তাতেও লাভবান হতেন।

٣٣٨٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ اَخُوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ اَبِىْ لَبِيْدٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ الْبَارِقِىُّ بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ.

৩৩৮৫। উরওয়া আল-বারেকী (রা) এই সনদসূত্রে একই হাদীস শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِىْ لَهُ اُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهَا بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى لَهُ اُضْحِيَةً بِدِيْنَارٍ وَجَاءَ بِدِيْنَارٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ اَنْ يُّبَارَكَ لَهُ فِىْ تِجَارَتِهِ.

৩৩৮৬। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্য একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে তাকে একটি দীনারসহ বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনারে তা ক্রয় করে দুই দীনারে বিক্রি করে দিলেন। তিনি পুনরায় ফিরে গিয়ে এক দীনারে তাঁর জন্য একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে একটি দীনারসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনারটি সাদাকা (দান) করে দিলেন এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করলেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِىْ مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যের মাল দিয়ে ব্যবসা করে

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَمْزَةَ اَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْاَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوْا وَمَنْ صَاحِبُ الْاَرُزِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْغَارِ حِيْنَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ اذْكُرُوْا اَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ وَقَالَ الثَّالِثُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّىْ اسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا اَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَاَبٰى اَنْ يَّأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتّٰى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِىْ فَقَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا.

৩৩৮৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক ফারাক চাউলের অধিকারী ব্যক্তির মত হতে সক্ষম সে যেন তাই হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাউলওয়ালা কে? উত্তরে তিনি গুহার মুখে পাথরচাপা পড়ে আটকে পড়া লোকদের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাদের প্রত্যেকে পরস্পরকে বললো, তোমরা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে উত্তম কাজটি স্মরণ করো। নবী (সা) বলেন ঃ তাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি এক ব্যক্তিকে এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সন্ধ্যা হলে আমি তার প্রাপ্য তার কাছে পেশ করলাম, কিন্তু সে তা নিতে রাজি হলো না এবং সে চলে গেলো। আমি তার মজুরী কাজে খাটালাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। পরবর্তী কালে লোকটি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করলো এবং বললো, আমার (পূর্বের) প্রাপ্যটা দিন। আমি তাকে বললাম, ঐসব গরু ও তার রাখালদের নিয়ে যাও। সে ঐগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেলো।

টীকা ঃ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-পূর্ববর্তী কোন এক যুগের তিনজন ঈমানদার লোকের ঘটনা। তারা কোথাও যাওয়ার সময় পথে তাদেরকে বৃষ্টিতে পেলো। নিকটস্থ পাহাড়ের গুহায় তারা আশ্রয় নিলো। পাহাড়ের একটি প্রকাণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তারা এটা সরাতে পারলো না। অতঃপর নিজেদের জীবনের সর্বোত্তম কাজের উল্লেখ করে তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তাঁর করুণায় পাথরটি অপসারিত হয়। হাদীসটি বিস্তারিতভাবে সহীহ বুখারীর কিতাবুল বুয়ূ' বাব ৯৮, নং ২২১৫ উল্লেখিত হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الشِّرْكَةِ عَلٰى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মূলধনবিহীন অংশীদার কারবার

৩৩৮৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ.

৩৩৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, 'আম্মার ও সা'দ (রা) চুক্তি করলাম, আমরা বদরের যুদ্ধে যা পাবো, সমভাবে আমরা কয়েকজনেই তার অংশীদার হবো। তিনি বলেন, সা'দ দুইজন শত্রুসৈন্য বন্দী করে নিয়ে আসলেন কিন্তু আমি ও আম্মার কিছুই অর্জন করতে পারলাম না।

بَابٌ فِى الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা

٣٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا كُنَّا نَرٰى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتّٰى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ لَيَمْنَحُ اَحَدُكُمْ اَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَّعْلُوْمًا.

৩৩৮৯। 'আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা ভাগচাষকে আপত্তিকর মনে করতাম না। কিন্তু পরে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আমি ('আমর) একথা তাউসের কাছে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, আমাকে ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ করতে নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পক্ষে (আপন ভাইকে) বিনিময় ব্যতিরেকে ধাররূপে জমি দেয়া, এর উপর নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম।

টীকা ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এ প্রথা জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, এ প্রথা নাজায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফি'ঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে এ প্রথা জায়েয। হানাফী মাযহাবের ফতোয়া এই শেষোক্ত মতের ওপর, তবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে। 'কর গ্রহণ করা' অর্থাৎ বর্গার অংশ গ্রহণ করা (অনুবাদক)।

٣٣٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا اَتَاهُ رَجُلاَنِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.

৩৩৯০। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলেন, আল্লাহ রাফে' ইবনে খাদীজকে মাফ করুন। আল্লাহর শপথ! আমি হাদীস সম্পর্কে তার চেয়ে বেশী জানি। একদা তাঁর (নবী সা.-এর) কাছে দুই ব্যক্তি আসলো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, আনসার সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি এসেছিল। তারা উভয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তবে তোমরা ভাগচাষ করো না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) কেবল এতটুকুই শুনলেন যে, "তোমরা ভাগচাষ করো না।"

٣٣٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لُبَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِىْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَرَنَا اَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ.

৩৩৯১। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাল-নালার নিকটবর্তী কৃষিভূমি ভাগচাষে দিতাম। এতে আপনা আপনি পানি প্রবাহিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণ মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ দীনার অথবা দিরহাম অর্থাৎ নগদ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অন্যের জমি ক্রয় করে চাষ করা জায়েয। অনেক সময় ভূস্বামী উর্বর জমির উৎপন্ন ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতো এবং অনুর্বর অংশ চাষীকে দিতো। এতে দেখা যেতো, চাষীর অংশে কোন ফসলই হতো না। ফলে বেচারা চাষীর সমস্ত শ্রমই বৃথা যেতো। এ হাদীসে এবং পরবর্তী হাদীসে এ পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

٣٣٩٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا

الْاَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لِلْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَنْظَلَةُ ابْنُ قَيْسٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَاَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلاَّ هٰذَا فَلِذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَاَمَّا شَيْءٌ مَضْمُوْنٌ مَعْلُوْمٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَحَدِيْثُ اِبْرَاهِيْمَ اَتَمُّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوُهُ.

৩৩৯২। হানযালা ইবনে কায়েস আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বর্ণ (দীনার) ও রূপার (দিরহাম) বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকেরা খাল-নালার পার্শ্ববর্তী জমি, পাহাড়ের পাদদেশের জমি এবং অন্যান্য কৃষিভূমি ভাগচাষে দিতো। এতে দেখা যেতো, এ অংশে কোন ফসলই উৎপন্ন হতো না কিন্তু অপর অংশে যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হতো। আবার এমনও হতো, এ অংশের ফসল নিরাপদ থাকতো কিন্তু অপর অংশের ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতো। আর ভাগচাষে দেয়া ছাড়া জমি বন্দোবস্ত প্রদানের অন্য কোন পন্থাও প্রচলিত ছিলো না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষের ব্যাপারে হুমকি প্রদান করেছেন। তবে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকলে কোন দোষ নেই। ইবরাহীমের বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ।

٣٣٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقُلْتُ اَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ اَمَّا بِالذَّهَبِ الْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

৩৩৯৩। হানযালা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে জমি বর্গা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ করতে নিষেধ করেছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, স্বর্ণ (দীনার) ও রূপার (দিরহামের) বিনিময়ে? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হলে কোন আপত্তি নেই।

بَابٌ فِى التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ ভাগচাষ কঠোরভাবে নিষেধ

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ اَرْضَهُ حَتّٰى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ الْاَنْصَارِىَّ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمَّىَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ اَهْلَ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْدَثَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ وَكَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنَانٍ الْحَنَفِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ رَوٰى زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَتٰى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ. وَكَذَا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ

عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ.

৩৩৯৪। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) অবহিত করেছেন যে, ইবনে উমার (রা) তার জমি ভাগচাষে দিতেন। যখন তিনি জানতে পারলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ আল-আনসারী (রা) বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন, আবদুল্লাহ (রা) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, হে ইবনে খাদীজ! আপনি জমি বর্গা দেয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কি হাদীস বর্ণনা করেন? রাফে' (রা) 'আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে বললেন, আমি আমার দুই চাচার কাছে শুনেছি, তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা নবী পরিবারের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ভালো করেই জানতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ভাগচাষে কৃষিকাজ করা হতো। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) এই ভেবে শঙ্কিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সম্ভবত এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যা তার জানা নেই। অতঃপর তিনি জমি বর্গা দেয়া থেকে বিরত থাকলেন।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, আইউব, ওবায়দুল্লাহ, কাছীর ইবনে ফারকাদ এবং মালেক এরা সবাই নাফে'র সূত্রে এবং তিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সূত্রে এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আওযাঈ' (র) হাফস ইবনে 'ইনান থেকে, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি রাফে' (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি (এই হাদীসটি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা (র) হাকীম থেকে, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাফে'র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলূল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (এই হাদীস) শুনেছেন? তিনি (রাফে') বললেন, হাঁ। এমনিভাবে ইকরিমা ইবনে 'আম্মার (র) আবুন- নাজ্জাশীর সূত্রে এবং তিনি রাফে'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (হাদীসটি) শুনেছি। আওযাঈ' (র) আবুন-নাজ্জাশীর সূত্রে, তিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সূত্রে এবং তিনি তার চাচা যুহায়ের ইবনে রাফে'র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (এই হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন।

٣٣٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ

رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ اَتَاهُ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَنْفَعُ لَنَا وَاَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

৩৩৯৫। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ভাগচাষ করতাম। (রাবী বলেন), তিনি উল্লেখ করলেন, তার কোন এক চাচা তার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা আমাদের জন্য তার চেয়ে অধিক লাভজনক ও কল্যাণকর। রাবী বলেন, আমরা (রাফে'কে) বললাম, তা কীভাবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়। সে যেন তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদানের বিনিময়ে বর্গা না দেয়।

٣٣٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ اَنِّيْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ بِمَعْنٰى اِسْنَادِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَحَدِيْثِهِ.

৩৩৯৬। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া'লা ইবনে হাকীম (র) আমাকে লিখে পাঠালেন, আমি (ইয়া'লা) সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের কাছে 'উবায়দুল্লাহর সনদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনেছি।

٣٣٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ يَرْفَقُ بِنَا. وَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ اَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا اَنْ يَّزْرَعَ اَحَدُنَا اِلاَّ اَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا اَوْ مَنِيْحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.

৩৩৯৭। ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই আমাদের জন্য অধিক লাভজনক। তিনি নিষেধ করেছেন ঃ আমাদের কেউ যেন ভাগচাষের শর্তে কারো জমিতে কৃষিকাজ না করে। কিন্তু তার যদি নিজের জমি থাকে অথবা কেউ যদি তাকে এমনি চাষ করতে জমি দান করে তবে সে তাতেই চাষাবাদ করবে।

٣٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفَعُ لَكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنٰى عَنْ اَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ لِيَدَعْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ. قَالَ شُعْبَةُ اُسَيْدُ ابْنُ اَخِيْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ.

৩৩৯৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। উসাইদ ইবনে যুহাইর (র) বলেছেন, রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যা ছিল তোমাদের জন্য লাভজনক। তবে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য (তার চেয়ে) অধিক লাভজনক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে বর্গা চাষাবাদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয় (যার অতিরিক্ত জমি আছে) সে যেন তা তার অপর ভাইকে কোন বিনিময় ব্যতীতই চাষাবাদ করতে দেয়, অন্যথায় সে যেন তা অনাবাদী বা পরিত্যক্ত রেখে দেয়।

টীকা ঃ 'অনাবাদী বা পরিত্যক্ত রেখে দেয়' কথাটা ভর্ৎসনা বা হুমকিস্বরূপ বলা হয়েছে। কারণ জমি অনাবাদী রাখা সম্পদ বিনষ্ট করার শামিল। ইসলামী শরী'আত এটা কখনও পছন্দ করে না। কোন বিনিময় ছাড়াই নিজ জমি অন্য মুসলমান ভাইকে চাষাবাদ করে লাভবান হতে দেয়া মহত্ত্বের লক্ষণ (অনুবাদক)।

٣٣٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ

الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَثَنِيْ عَمِّيْ اَنَا وَغُلاَمًا لَهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِى الْمُزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرٰى بِهَا بَأْسًا حَتّٰى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ فَاَتَاهُ فَاَخْبَرَهُ رَافِعٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى بَنِىْ حَارِثَةَ فَرَاٰى زَرْعًا فِىْ اَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ اَلَيْسَ اَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّهُ زَرْعُ فُلاَنٍ قَالَ فَخُذُوْا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوْا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَاَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا اِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيْدٌ اَفْقَرُ اَخَاكَ اَوْ اَكْرِهُ بِالدَّرَاهِمِ.

৩৩৯৯। আবু জা'ফর আল-খাতমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমাকে ও তার এক (গোলাম অথবা) ছেলেকে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর কাছে পাঠালেন। রাবী বলেন, আমরা তাকে বললাম, ভাগচাষের ব্যাপারে আপনার কিছু বক্তব্য আমরা জানতে পেরেছি। তিনি বললেন, ইবনে উমার (রা) যতক্ষণ পর্যন্ত রাফে' ইবনে খাদীজের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন ততক্ষণ তিনি ভাগচাষ আপত্তিকর মনে করেননি। ইবনে উমার (রা) তার (রাফে') কাছে আসলে রাফে' (রা) তাকে অবহিত করলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী হারিসা গোত্রের কাছে আসলেন। তিনি যুহায়েরের জমিটা ফসলে ভরপুর দেখে বললেন ঃ যুহায়েরের জমিতে কী সুন্দর ফসল ফলেছে! লোকেরা বললো, ফসলটা যুহায়েরের নয়। তিনি বললেন ঃ এটা কি যুহায়েরের জমি নয়? লোকেরা বললো, হাঁ, কিন্তু ফসল অমুক লোকের। তিনি বললেনঃ তোমাদের ফসল তোমরা নিয়ে নাও এবং তাকে কৃষিকাজের খরচ ফেরত দাও। রাফে' (রা) বলেন, আমরা আমাদের জমিতে উৎপাদিত ফসল নিয়ে নিলাম এবং তাকে কৃষির খরচ ফেরত দিলাম। সাঈদ (র) বলেন, তোমার ভাইয়ের দারিদ্র্য দূর করো (অর্থাৎ তোমার জমিটা তাকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদের জন্য দান করো) অথবা দিরহামের বিনিময়ে ভাড়া দাও (নগদ বিক্রি করো)।

٣٤٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ.

৩৪০০। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কৃষিকাজ করতে পারে। (এক) যে ব্যক্তির নিজস্ব জমি আছে তাতে সে কৃষিকাজ করতে পারে। (দুই) যে ব্যক্তি ধারে জমি নিয়েছে সে তাতে কৃষিকাজ করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি সোনা (দীনার) ও রূপার (দিরহাম) বিনিময়ে জমি ভাড়া নিয়েছে সে তাতে কৃষিকাজ করতে পারে।

٣٤٠١- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدٍ اَبِىْ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اِنِّىْ لَيَتِيْمٌ فِىْ حِجْرِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ اَخِىْ عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ اَكْرَيْنَا اَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كِرَى الْاَرْضِ.

৩৪০১। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে ইয়া'কূব আত-তালাকানীর কাছে (হাদীসটি) পাঠ করলাম। আপনাদেরকে ইবনুল মুবারক, সাঈদ আবু শুজা'র সূত্রে বলেছেন, তিনি বললেন, আমাকে উসমান ইবনে সাহল ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেছেন। তিনি (উসমান) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজের কাছে ইয়াতীম হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছি। আমি তার সাথে হজ্জও করেছি। তার কাছে আমার ভাই ইমরান ইবনে সাহল এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের অমুক জমিটা দু'শো দিরহামের বিনিময়ে অমুককে ধার দিয়েছি। তিনি (রাফে') বললেন, এটা পরিত্যাগ করো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি ধার দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّهُ زَرَعَ اَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيْهَا فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْاَرْضُ فَقَالَ زَرْعِىْ بِبَذْرِىْ وَعَمَلِىْ لِىَ الشَّطْرُ وَلِبَنِىْ فُلاَنٍ الشَّطْرُ فَقَالَ اَرْبَيْتُمَا فَرُدَّ الْاَرْضَ عَلٰى اَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ.

৩৪০২। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি জমিতে শস্য উৎপাদন করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি

জমিতে পানি দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফসল কার এবং জমি কার? রাফে' (রা) বললেন, আমার খরচে ও আমার শ্রমে উৎপাদিত ফসল। আমার অর্ধেক ভাগ এবং অমুকের পুত্রের (জমির মালিকের) অর্ধেক ভাগ। তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে সুদের কারবারে লিপ্ত হলে! মালিককে জমি ফিরিয়ে দাও এবং তোমার খরচপাতি তার কাছ থেকে বুঝে নাও।

بَابٌ فِىْ زَرْعِ الْاَرْضِ بِغَيْرِ اِذْنِ صَاحِبِهَا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মালিকের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া তার জমিতে কৃষিকাজ করা

٣٤٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

৩৪০৩। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার জমিতে কৃষিকাজ করেছে সে উৎপাদিত ফসলের কোন অংশ পাবে না। অবশ্য সে তার খরচপাতি ফেরত পাবে।

بَابٌ فِى الْمُخَابَرَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুখাবারা (বর্গাচাষ) সম্পর্কে

٣٤٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَمُسَدَّدٌ اَنَّ حَمَّادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْاٰخَرُ بَيْعِ السِّنِيْنَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.

৩৪০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা', 'মুহাকালা', মুখাবারা ও 'মু'আওয়ামা' (পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়) করতে নিষেধ করেছেন। আবুয-যুবাইর হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন, তাদের

(হাম্মাদ ও সাঈ'দ ইবনে মীনা'আ) উভয়ের একজন 'মু'আওয়ামা' বর্ণনা করেছেন এবং অন্যজন 'বায়'উস সিনীন' (কয়েক বছরের অগ্রিম চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয়) শব্দ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাদের বর্ণনাধারা একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তিনি (নবী সা) সানাইয়াও নিষেধ করেছেন; তবে 'আরিয়ার' অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ মুহাকালা ও মুযাবানা উভয়টিই একই শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়। তবে মুহাকালা শস্য ও ফলের বেলায় আর মুযাবানা খেজুর ও আঙ্গুরের বেলায় হয়ে থাকে। নগদ মূল্যের বিনিময়ে জমি ধার দেয়া জায়েয, এখানে যে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ রয়েছে তা রাবীর ধারণামাত্র। 'মুখাবারা', যাকে আমরা বর্গা বা ভাগচাষ বলে থাকি। 'সানাইয়া' হলো, কোন জিনিস বিক্রি করে তা থেকে অনির্দিষ্টভাবে কিছু অংশ বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা (অনুবাদক)।

٣٤٠٥- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيْدَ السَّيَّارِىُّ اَبُوْ حَفْصٍ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا اِلاَّ اَنْ يُّعْلَمَ.

৩৪০৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা', 'মুহাকালা' ও 'সানাইয়া' করতে নিষেধ করেছেন, তবে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে সানাইয়া (ব্যতিক্রম) করা যেতে পারে।

٣٤٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِى الْمَكِّىَّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

৩৪০৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি 'মুখাবারা' (জমি বর্গা দেয়া) ত্যাগ করেনি তার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দাও।

٣٤٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ اَنْ تَأْخُذَ الْاَرْضَ بِنِصْفٍ اَوْ ثُلُثٍ اَوْ رُبُعٍ.

৩৪০৭। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা বা ভাগচাষ করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস

করলাম, মুখাবারা কি? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি কারো জমি অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে চাষ করো (তাই ভাগচাষ)।

টীকা ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ নিম্নের হাদীসসমূহের মাধ্যমে মানসূখ (রহিত) হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْمُسَاقَاةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বাগান ও জমি বর্গা দেয়া

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

৩৪০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের কৃষিভূমি সেখানকার ইহূদীদেরকে চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, উৎপন্ন ফল অথবা ফসলের অর্ধেক ভাগ তারা পাবে।

٣٤٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ اِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلٰى اَنْ يَّعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَاَنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا.

৩৪০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের খেজুর বাগান ও জমি খায়বারের ইহূদীদেরকে এই শর্তে চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের খরচে তা চাষাবাদ করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উৎপন্ন ফলের অর্ধেক দিবে।

٣٤١٠- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ اَنَّ لَهُ الْاَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالْاَرْضِ مِنْكُمْ فَاَعْطِنَاهَا عَلٰى اَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ فَزَعَمَ اَنَّهُ

اَعْطَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ اِلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِىْ يُسَمِّيْهِ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِىْ ذِهْ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا اَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ فَاَنَا اَلِىْ حَزْرَ النَّخْلِ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِىْ قُلْتُ قَالُوْا هٰذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ قَدْ رَضِيْنَا اَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِىْ قُلْتَ.

৩৪১০। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার এলাকা জয় করলেন। তিনি শর্ত আরোপ করলেন ঃ সেখানকার জমি এবং যাবতীয় সোনা ও রূপা তাঁর প্রাপ্য। খায়বারে বসবাসকারী ইহূদীরা বললো, আমরা আপনাদের চেয়ে কৃষিকাজ অধিক ভালো জানি। অতএব এখানে আমাদেরকে চাষাবাদ করতে দিন, উৎপাদিত ফলের অর্ধেক আপনাদের এবং অর্ধেক আমাদের। তিনি উল্লেখিত শর্তে তাদেরকে জমি চাষাবাদ করতে দিলেন। যখন খেজুর কাটার সময় হয়ে আসলো, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি তাদের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করলেন। মদীনাবাসীরা حَزَرَ (অনুমান) শব্দের স্থলে خَرْصَ শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি বললেন, এতে এই এই পরিমাণ খেজুর হবে। তারা বললো, হে ইবনে রাওয়াহা! আপনি পরিমাণের চেয়ে বেশী অনুমান করেছেন। তিনি বললেন, আমি প্রথমে খেজুর সংগ্রহ করাবো। আমি যে পরিমাণ অনুমান করেছি তার অর্ধেক তোমাদের দিবো। তারা বললো, এটাই সঠিক কথা বলেছেন। আর হকের জন্যই আসমান-জমিন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আপনি যা বলেছেন তা গ্রহণ করতেই আমরা রাজী আছি।

٣٤١١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِى الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ.

৩৪১১। জা'ফার ইবনে বুরকান (র) তার সনদ পরম্পরায় একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করলেন। তিনি صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ-এর ব্যাখ্যায় সোনা ও রূপা বলেছেন।

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ اَخْبَرَنَا كَثِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ اَخْبَرَنَا مَيْمُوْنٌ عَنْ مِقْسَمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَقَالَ فَاَنَا اَلِىْ جِذَاذَ النَّخْلِ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِىْ قُلْتُ.

৩৪১২। মিকসাম (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার এলাকা জয় করলেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ (অধস্তন) রাবী যায়েদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। রাবী বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) খেজুরের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করলেন এবং বললেন, আমি নিজেই খেজুর কাটবো এবং আমি অনুমানে যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছি তার অর্ধেক তোমাদের দিবো।

بَابٌ فِى الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করা

٣٤١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُّؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُوْدَ يَأْخُذُوْنَهُ بِذٰلِكَ الْخَرْصِ اَمْ يَدْفَعُوْنَهُ اِلَيْهِمْ بِذٰلِكَ الْخَرْصِ لِكَىْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ اَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ.

৩৪১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রতি বছর) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে (খায়বারে) পাঠাতেন। তিনি সেখানকার বাগানের খেজুর পুষ্ট হওয়ার পর এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করতেন। অতঃপর তিনি ইহূদীদেরকে এখতিয়ার দিতেন– হয় তারা এই অনুমানের ভিত্তিতে তাদের অংশ গ্রহণ করবে অথবা এই অনুমানের ভিত্তিতে তাদের (মুসলমানদের) হাতে অর্পণ করবে। এটা এজন্য করা হতো যাতে ফল খাবারযোগ্য হওয়ার এবং বণ্টনের পূর্বে যাকাত নির্ধারণ করা যায়।

٣٤١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ خَيْبَرَ فَاَقَرَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوْا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ.

৩৪১৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে খায়বার এলাকা ফাই হিসাবে দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (ইহূদীদেরকে) সেখানে যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকতে দিলেন। তিনি সেখানকার জমি (উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দেয়ার শর্তে) তাদেরকে চাষাবাদ করতে

দিলেন। তিনি সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে পাঠালেন। তিনি অনুমানের ভিত্তিতে তাদের ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করলেন।

٣٤١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ اَنَّ الْيَهُوْدَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ اَخَذُوا التَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُوْنَ اَلْفَ وَسْقٍ.

৩৪১৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে রাওয়াহা (রা) সেখানকার (খায়বারের) বাগানের ফলের পরিমাণ অনুমান করে চল্লিশ হাজার ওয়াস্‌ক নির্ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি ইহূদীদের এখতিয়ার দিলে তারা বিশ হাজার ওয়াস্‌ক ফল প্রদানের শর্তে তা নিজেদের দখলে নিলো।

اَلْاِجَارَةُ

ইজারা (ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়)

بَابٌ فِىْ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ শিক্ষকের পারিশ্রমিক

٣٤١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْاٰنَ وَالْكِتَابَ فَاَهْدٰى اِلَىَّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِىْ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاَسْاَلَنَّهُ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ اَهْدٰى اِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ اُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْاٰنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِىْ عَنْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

৩৪১৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহলে সুফফার কিছু লোককে কুরআন পাঠ এবং লেখা শিখাতাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার পাঠায়। আমি বললাম, এটা কোন মূল্যবান সম্পদ নয়। এটা দিয়ে আমি আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর নিক্ষেপ করবো। কিন্তু আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবো এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। সুতরাং আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার পাঠিয়েছে। লোকজনের সাথে তাকেও আমি লেখা এবং কুরআন শিক্ষা দিতাম। ধনুকটা খুব মূল্যবান মালও নয়। আমি এর দ্বারা আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর নিক্ষেপ করবো। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি দোযখের শিকল গলায় পরতে ভালোবাস, তবে তা গ্রহণ করো।

টীকা ঃ কুরআন শিক্ষা দিয়ে, কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন মন্ত্ররূপে পাঠ করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হাসান বসরী, শা'বী, ইকরিমা, সুফিয়ান সাওরী, মালেক, শাফিঈ ও আবু হানীফার সহচরবৃন্দের মতে, বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম যুহরী, আবু

হানীফা ও ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ-এর মতে তা নাজায়েয। বর্তমান কালের সব মতের আলেমগণ বিভিন্ন কারণে শিক্ষক, ইমাম ও মুআয্যিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয বলেন (অনুবাদক)।

٣٤١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِىْ عُبَادَةُ ابْنُ نُسَىٍّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ فَقُلْتُ مَا تَرٰى فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا اَوْ تَعَلَّقْتَهَا.

৩৪১৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম হাদীসটিই পূর্ণাঙ্গ। এ বর্ণনায় আছে ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ একটি জ্বলন্ত অংগার, যা তুমি তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখলে।

بَابٌ فِىْ كَسْبِ الْاَطِبَّاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ চিকিৎসকদের পারিশ্রমিক

٣٤١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوْا فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا فَنَزَلُوْا بِحَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ قَالَ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَىِّ فَشَفَوْا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا بِكُمْ لَعَلَّ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَىْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ فَلاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ شَىْءٌ يَشْفِىْ صَاحِبَنَا يَعْنِىْ رُقْيَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِنِّىْ لَاَرْقِىْ وَلٰكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَاَبَيْتُمْ اَنْ تُضَيِّفُوْنَا مَا اَنَا بِرَاقٍ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لِىْ جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَاَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيَتْفِلُ حَتّٰى بَرِئَ كَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَاَوْفَاهُمْ جُعْلَهُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوْا

فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَأْتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتُمْ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

৩৪১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী সফরে বের হলেন। তারা এক বেদুঈন জনপদে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। তারা তাদের কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। রাবী বলেন, ঘটনাক্রমে এই জনপদের মাতব্বর ব্যক্তিকে (সাপ বা বিচ্ছু) দংশন করলো। তারা তাকে নিরাময় করার জন্য অনেক কিছুই করলো, কিন্তু কোনটাই তার উপকারে আসলো না। তাদের মধ্যে কেউ বললো, তোমরা যদি এখানে যাত্রাবিরতিকারী দলের কাছে যেতে! হয়ত তাদের কারো কাছে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমাদের সর্দারের উপকারে আসতে পারে। তাদের কতিপয় লোক এসে বললো, আমাদের সর্দারকে (বিষাক্ত জীবে) দংশন করেছে। তার নিরাময়ের জন্য আমরা অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু তা তার কোন উপকারে আসেনি। তোমাদের কেউ কি ঝাড়ফুঁক জানে? দলের মধ্যকার একজন বললেন, নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুঁক জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করেছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে রাজী হওনি। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে পারিশ্রমিক দিতে রাজী না হবে, আমি ঝাড়ফুঁক করবো না। তারা তার পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু বকরী দেয়ার চুক্তি করলো। তিনি রোগীর কাছে এসে 'উম্মুল কিতাব' (সূরা ফাতিহা) পাঠ করলেন এবং তার ওপর থুথু নিক্ষেপ করলেন। এতে সে নিরাময় লাভ করলো এবং মনে হলো সে যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। রাবী বলেন, তারা তাদের সন্ধির শর্ত পূরণ করলো এবং তার প্রাপ্য দিয়ে দিলো। দলের লোকজন বললেন, এগুলো আমাদের মধ্যে বণ্টন করো। ঝাড়ফুঁককারী ব্যক্তি বললেন, এ কাজ করো না, অন্তত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আগে জিজ্ঞেস করে নেই। সকাল সকাল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁকে ঘটনা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কী করে জানলে যে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? যাক, তোমরা ভালোই করেছো। তোমাদের সাথে আমাকেও একটা ভাগ দাও।

٣٤١٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَخِيْهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩৪১৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢٠-حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هٰذَا الرَّجُلَ فَاَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ فَرَقَاهُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَعْطَوْهُ شَيْئًا فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

৩৪২০। খারিজা ইবনুস সালত (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জনপদের কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে এসে বললো, আপনি এই ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে কল্যাণ (কুরআন) নিয়ে এসেছেন। অতএব আমাদের এই ব্যক্তিকে একটু ঝাড়ফুঁক করে দিন। (রাবী বলেন), তারা তার কাছে একটি পাগলকে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসলো। তিনি তাকে 'উম্মুল কুরআন' পড়ে তিন দিন সকাল-বিকাল ঝাড়ফুঁক করলেন। যখনই তিনি তা পড়া শেষ করতেন, নিজের থুথু একত্র করে তার ওপর নিক্ষেপ করতেন। এর ফলে সে যেন হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। তারা তাকে কিছু বিনিময় দিলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খাও এগুলো। আমার জীবনের শপথ! লোকেরা তো বাতিল মন্ত্র দ্বারা উপার্জন করে খায়। আর তুমিতো উপার্জন করেছো সত্য মন্ত্র দ্বারা।

টীকা ঃ আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে ব্যতিক্রম (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ রক্তমোক্ষণকারীর উপার্জন সম্পর্কে

٣٤٢١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ

رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ.

৩৪২১। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রক্তমোক্ষণযাত উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুরের বিক্রয়মূল্য ঘৃণিত বস্তু এবং যেনাকারিনীর উপার্জন অতি জঘন্য।

টীকা ঃ উল্লিখিত তিন প্রকারের উপার্জনই ঘৃণিত। তবে রক্তমোক্ষণ (শিংগা লাগানো) কাজের বিনিময় কোন ইমামের মতেই হারাম নয়। ব্যভিচারের বিনিময় সমস্ত ইমামের মতেই হারাম। শিকারী কুকুরের বিক্রয়মূল্য হানাফী মাযহাবমতে হারাম নয় (অনুবাদক)।

٣٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتّٰى اَمَرَهُ اَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيْقَكَ.

৩৪২২। ইবনে মুহায়্যাসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহায়্যাসা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রক্তমোক্ষণের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে এটা (ভোগ করতে) নিষেধ করলেন। তিনি বারবার তাঁর কাছে আবেদন করতে থাকলেন এবং অনুমতি চাইতে থাকলেন। অবশেষে তিনি তাকে এই নির্দেশ দিলেন ঃ ঐ আয় তোমার উটের খাদ্যে এবং তোমার গোলামের জন্য ব্যয় করো।

٣٤٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيْثًا لَمْ يُعْطِهِ.

৩৪২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক ব্যক্তিকে দিয়ে) রক্তমোক্ষণ করালেন। তিনি রক্তমোক্ষণকারীকে পারিশ্রমিক দান করলেন। যদি তিনি এটাকে নিকৃষ্ট মনে করতেন তবে তাকে তা দান করতেন না।

٣٤٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

৩৪২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তাইবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তমোক্ষণ করলো। তিনি তাকে এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তার (মালিক) পরিবারকে তার ওপর ধার্যকৃত রোজগারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ আবু তাইবা একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তৎকালে দাসদের দ্বারা উপার্জন করানো হতো (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ كَسْبِ الْاِمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ ক্রীতদাসীর উপার্জন সম্পর্কে

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ.

৩৪২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِىْ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَذَكَرَ اَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ اِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هٰكَذَا بِاَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ.

৩৪২৬। তারিক ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইবনে রিফা'আ (রা) আনসারদের এক সমাবেশে গিয়ে বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমাদেরকে (কতগুলো বিষয়ে) নিষেধ করেছেন। এই বলে তিনি কতগুলো জিনিসের উল্লেখ করলেন। তিনি আমাদেরকে (গর্হিত পন্থায়) বাঁদীর উপার্জিত আয় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে তার হাতের (কায়িক শ্রমের) উপার্জন গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে ইশারা করে বললেন যেমন রুটি তৈরি, সূতা কাটা অথবা (তুলা ও পশম) পেঁজা ইত্যাদি কাজ।

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ هُرَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ هُوَ ابْنُ خَدِيْجٍ قَالَ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ حَتّٰى يُعْلَمَ مِنْ اَيْنَ هُوَ.

৩৪২৭। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাঁদীর উপার্জনের উৎস না জানা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অর্জিত আয় ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ গণকের ভেট

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

৩৪২৮। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয়মূল্য, যেনাকারিনীর উপার্জন ও গণকের ভেট গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِىْ عَسْبِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ ষাঁড় দ্বারা পাল দেয়ানোর মজুরি গ্রহণ করা খারাপ

٣٤٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

৩৪২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ষাঁড় দ্বারা পাল (পশুর সংগম) দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে এ ধরনের মজুরী হারাম। ইমাম মালিকের মতে এ নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক। এ মতই যুক্তিসংগত (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الصَّائِغِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ স্বর্ণকার সম্পর্কে

٣٤٣٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَاجِدَةَ قَالَ

قَطَعْتُ مِنْ اُذُنِ غُلاَمٍ اَوْ قُطِعَ مِنْ اُذُنِىْ فَقَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا اِلَيْهِ فَرَفَعْنَا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ هٰذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ اُدْعُوْا لِىْ حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِىَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ وَهَبْتُ لِخَالَتِىْ غُلاَمًا وَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ يُّبَارَكَ لَهَا فِيْهِ فَقُلْتُ لَهَا لاَ تُسَلِّمِيْهِ حَجَّمًا وَلاَ صَائِغًا وَلاَ قَصَّبًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

৩৪৩০। আল-'আলা ইবনে 'আবদুর রহমান (র) থেকে আবু মাজেদা (র)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক যুবকের কান কেটে ফেলি অথবা (রাবীর সন্দেহ) কেউ আমার কানের অংশবিশেষ কেটে ফেলে। হজ্জ উপলক্ষে আবু বকর (রা) আমাদের এখানে আসলেন। আমরা তার কাছে জড়ো হলাম। তিনি আমাদেরকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উমার (রা) বলেন, এটা তো কিসাসের উপযোগী অপরাধ। আমার কাছে একজন নাপিত বা রক্তমোক্ষণকারীকে ডেকে নিয়ে এসো, যাতে সে এর ওপর কিসাস কার্যকর করতে পারে। রক্তমোক্ষণকারীকে ডেকে নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আমার খালাকে একটি গোলাম উপহার দিয়েছিলাম। আমার আশা ছিল, এর মাধ্যমে তাকে বরকত ও প্রাচুর্য দান করা হবে। আমি তাকে বলে দিলাম, একে রক্তমোক্ষণকারী, স্বর্ণকার অথবা কসাইয়ের হাতে সোপর্দ করবেন না। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল আ'লা (র) ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনূ সাহ্ম গোত্রীয় ইবনে মাজিদা (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

٣٤٣١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَاجِدَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩৪৩১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ... ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٤٣٢- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُرَقِىُّ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ

رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِمَعْنَاهُ.

৩৪৩২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মালদার গোলাম বিক্রি করলে তার বিধান

٣٤٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

৩৪৩৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রীতদাস বিক্রি করে এবং যদি তার (দাসের) কোন মাল থাকে তবে ঐ মাল বিক্রেতারই থেকে যাবে। অবশ্য যদি ক্রেতা (নিজের জন্য) শর্ত করে তবে তা সে-ই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন খেজুর গাছ তা'বীর করার পর বিক্রি করে তবে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতার স্বত্ব হবে, কিন্তু যদি ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করে তবে ভিন্ন কথা।

টীকা ঃ নর খেজুর গাছের ফুল মাদী খেজুর গাছের ফুলের সাথে মিশ্রিত করে দেয়ার নাম তা'বীর (অনু.)।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ النَّخْلِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِىُّ وَنَافِعٌ فِىْ اَرْبَعَةِ اَحَادِيْثَ هٰذَا اَحَدُهَا.

৩৪৩৪। নাফে' (র) ইবনে উমার (রা) থেকে, তিনি উমার (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (ওপরে উল্লেখিত হাদীসে) শুধু গোলামের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। নাফে' (র) ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কেবল খেজুর বাগান সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, যুহ্‌রী ও নাফে' (র) চারটি হাদীস বর্ণনায় পরস্পর মতভেদ করেছেন। উপরোক্ত হাদীস সেগুলোর একটি।

٣٤٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

৩৪৩৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন ক্রীতদাস বিক্রয় করলো যার কিছু মাল-সামান রয়েছে, ঐ মাল বিক্রেতাই পাবে। কিন্তু যদি ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করে তবে ভিন্ন কথা।

بَابٌ فِى التَّلَقِّى

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ অগ্রগামী হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হওয়া

٣٤٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا الْاَسْوَاقَ.

৩৪৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের (কথাবার্তা বলার) সময় নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা না বলে। পণ্যদ্রব্য বিপণীকেন্দ্রে উপস্থিত করার পূর্বে তোমরা অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয় করতে যেও না।

٣٤٣٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّىَّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ فَاِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ اِذَا وَرَدَتِ السُّوْقَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ اَنْ يَّقُوْلَ اِنَّ عِنْدِىْ خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ.

৩৪৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে বাজারে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। কোন ক্রেতা যদি এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মিলিত হয়ে কিছু ক্রয় করে তবে পণ্যের

মালিক (বিক্রেতা) বাজারে পৌঁছার পর অবকাশ পাবে (বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারবে)। আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এই বলে অন্যের বিক্রয়ের ওপর বিক্রয় না করে যে, আমার কাছে এটা দশ টাকা দামে (অর্থাৎ কম মূল্যে) পাবে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّجَشِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ধোঁকাপূর্ণ দালালী করা নিষেধ

٣٤٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَنَاجَشُوْا.

৩৪৩৭ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ধোঁকাপূর্ণ দালালী করো না।

টীকা ঃ কোন কোন বিক্রেতা তার পক্ষে কিছু লোক রাখে। তারা প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তার অগোচরে কৃত্রিম ক্রেতা সেজে জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলে। এতে প্রকৃত ক্রেতা নিজের অজান্তে প্রতারিত হয়। এ ধরনের প্রতারণামূলক দালালী নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّهْىِ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহুরে লোকের বিক্রি করা নিষেধ

٣٤٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

৩৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহুরে লোককে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের জিনিস বিক্রি না করে দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ সে যেন তার (গ্রামের বিক্রেতার) দালাল না হয়।

٣٤٤٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ اَبَا هَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَاِنْ

كَانَ اَخَاهُ اَوْ اَبَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَ يَبِيْعُ لَهُ شَيْئًا وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.

৩৪৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি না করে, যদিও সে তার ভাই অথবা পিতা হয়। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ লোকেরা বলে থাকে, "لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ" এটা একটা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক বাক্য। অর্থাৎ তার পক্ষ হয়ে কিছু বিক্রিও করবে না এবং কিছু ক্রয়ও করবে না।

٣٤٤١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوْبَةٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلٰكِنِ اذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ فَانْظُرْ مَنْ يُّبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِيْ حَتّٰى اٰمُرَكَ وَاَنْهَاكَ.

৩৪৪১। সালেম আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তার দুধের উষ্ট্রী নিয়ে তালহা ইবনে 'উবায়দুল্লাহ (র)-র এখানে অবতরণ করেন। তিনি (তালহা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন"। তুমি বরং বাজারে চলে যাও এবং দেখো, কে তোমার উষ্ট্রী ক্রয় করতে চায়। অতঃপর আমার সাথে পরামর্শ করো, হয় আমি তোমাকে অনুমতি দিবো অথবা নিষেধ করবো।

٣٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

৩৪৪২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহরবাসী মফস্বলবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করবে না। তোমরা লোকজনকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা এক দলের দ্বারা অপর দলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

بَابُ مَنِ اشْتَرٰى مُصَارَّاةً فَكَرِهَهَا

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ কয়েক দিন ধরে দুধ দোহন না করে যে পশুর পালান ফুলানো হয়েছে তা ক্রয় করার পর অপছন্দ হলে

٣٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلِبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ.

৩৪৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, তোমরা তাদের পণ্য ক্রয় করার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। একজনের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা চলাকালে অপরজন তা ক্রয়ের আলোচনা করো না। উট-বকরীর (বিক্রি করার পূর্বে) স্তনে (কয়েক দিনের) দুধ জমা করে রাখা যাবে না। এরূপ করার পর যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, দুধ দোহনের পর তার জন্য এখতিয়ার (অবকাশ) থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ক্রয় ঠিক রাখতে পারে আর ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে সে তা ফেরত দিতে পারে। ফেরত দিলে (দুধপানের বিনিময় হিসাবে) এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুরও সাথে দিবে।

টীকা ঃ এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٤٤٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ.

৩৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো বকরী কিনবে তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তা ফেরত দিতে পারবে। তবে সাথে (দুধ পানে বিনিময়ে) এক সা' খাদ্যদ্রব্যও দিবে, কিন্তু উন্নত মানের গম দিতে বাধ্য নয়।

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيْمِىُّ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ يَعْنِى ابْنَ

اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرٰى غَنَمًا مُصَرَّاةً اِحْتَلَبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا فَفِىْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

৩৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো মেষ কিনলো, অতঃপর তার দুধ দোহন করলো। ইচ্ছা করলে সে তা রেখে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে ফেরতও দিতে পারে। তবে দুধ দোহনের বিনিময়ে সাথে এক সা' খেজুর দিতে হবে।

٣٤٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ اَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا.

৩৪৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো পশু কিনবে তার জন্য তিন দিনের অবকাশ থাকবে। যদি সে তা ফেরত দেয় তবে তার সাথে দোহনকৃত দুধের পরিমাণ বা তার দ্বিগুণ গম প্রদান করবে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْحُكْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ অসৎ উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য মজুত করা নিষেধ

٣٤٤٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ ابْنِ اَبِىْ مَعْمَرٍ اَحَدِ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِىءٌ فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ فَاِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَأَلْتُ اَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيْهِ عَيْشُ النَّاسِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَّعْتَرِضُ السُّوْقَ.

৩৪৪৭। আদী ইবনে কা'ব (রা)-র এক পুত্র মা'মার ইবনে আবু মা'মার (রা) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (জনগণের জীবিকা সংকীর্ণ করার উদ্দেশ্যে) অপরাধী ও পাপী ছাড়া আর কেউই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুদামজাত করে না। আমি (মুহাম্মাদ ইবনে আমর) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কে বললাম, আপনি তো গুদামজাত করেন। তিনি বলেন, মা'মারও তো গুদামজাত করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (কি জিনিস) গোলাজাত করা নিষেধ? তিনি বললেন, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস। আবু দাউদ (র) বলেন, আওযাঈ' (র) বললেন, যে ব্যক্তি (কোন জিনিস) বাজারজাত করার পথে প্রতিবন্ধক হয় সে-ই গুদামজাতকারী।

টীকা ঃ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অতিমুনাফা লাভের আশায় তা গুদামজাত করে রাখা নিষেধ। ইমাম মালেক (র) বলেন, এ ধরনের গুদামজাত করার নিষেধাজ্ঞা শুধু খাদ্যশস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুদামজাত করা বৈধ, বরং জরুরী। তাছাড়া মৌসুমী উৎপাদনের সুষম বণ্টনের জন্য তা গোলাজাত করে রাখাও জায়েয। যেমন কোল্ড স্টোরেজে আলু গোলাজাত করে রাখা হয় এবং তাতে সারা বছর তা বাজারে সহজলভ্য থাকে (অনুবাদক)।

٣٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَيْسَ فِى التَّمْرِ حُكْرَةٌ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهُ لاَ تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ النَّوٰى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ يُوْنُسَ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْحُكْرَةَ وَسَأَلْتُ اَبَا بَكْرِ بْنِ الْعَيَّاشِ فَقَالَ اكْبِسْهُ.

৩৪৪৮। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর গোলাজাত করা নিষিদ্ধ নয়। ইবনুল মুসান্না (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ফায়্যাদ তার বর্ণনায় রাবী হাসান বসরীকে যুক্ত করেছেন। আমরা তাকে (ইয়াহইয়া) বললাম, আপনি হাসানের বরাত দিয়ে বলবেন না (কেননা এ বর্ণনায় হাসান নেই বা হাসান এটা বর্ণনা করেননি)। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) খেজুরের আঁটি, পশুখাদ্য ও তৈলবীজ গোলাজাত করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে ইউনুসের কাছে শুনেছি, তিনি (আহমাদ) বলেন, আমি সুফিয়ানকে 'কাত্তি' (পশুখাদ্য) গোলাজাত করে রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারা (পূর্ববর্তীগণ) গোলাজাত করাকে মাকরূহ জানতেন। আমি (আহমাদ) আবু বকর ইবনুল 'আয়্যাশকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা গোলাজাত করতে পারো।

بَابٌ فِيْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ দিরহাম (মুদ্রা) ভাঙ্গা

٣٤٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُكْسَرَ سَكَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ مِنْ بَأْسٍ.

৩৪৪৯। আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা কোন বিশেষ ত্রুটি ব্যতীত ভাংতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى التَّسْعِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেয়া

٣٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلاَلٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ اَدْعُوْ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللّٰهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَاِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلِمَةٌ.

৩৪৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন ঃ বরং আমি (আল্লাহর কাছে) দু'আ করবো। অতঃঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন ঃ বরং আল্লাহই কমান এবং বাড়ান। আমি সর্বদা এ আশা করি যে, আমি যেন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে পারি যে, আমার বিরুদ্ধে কারো প্রতি জুলুম করার কোনরূপ অভিযোগ না থাকে।

টীকা ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করা সরকারের জন্য জায়েয নয়। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে, পণ্য উৎপাদক ও বাজারজাতকারীরা যথেচ্ছ মূল্য নির্ধারণ করলে, অতি মুনাফা লাভের লোভে পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করলে এবং জনগণের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ার মত জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে (অনুবাদক)।

٣٤٥١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ

سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِى دَمٍ وَّلاَ مَالٍ.

৩৪৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মূল্যের গতি নির্ধারণ করেন, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং তিনিই রিযিকদাতা। আমি সর্বদা এই আশা করি যে, আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবো যেন আমার ওপর কারো জীবন বা মালের ওপর জুলুম করার কোনরূপ অভিযোগ না থাকে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْغَشِّ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ প্রতারণা করা বা ভেজাল দেয়া নিষেধ

٣٤٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيْعُ فَاَخْبَرَهُ فَاُوْحِيَ اَلَيْهِ اَنْ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْهِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَاِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

৩৪৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে বিক্রি করো? সে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো। ইতিমধ্যে তিনি ওহী প্রাপ্ত হলেন ঃ আপনি শস্যের স্তূপের ভেতরে আপনার হাত ঢুকান। তিনি স্তূপের ভেতরে তাঁর হাত ঢুকালে হাতে ভিজা অনুভূত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

٣٤٥٣- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِىٍّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هٰذَا السِّفْسِيْرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَهَا.

৩৪৫৩। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ান সাওরী (র) 'লাইসা মিন্না'র (আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়) ব্যাখ্যা 'আমাদের মত নয়' করাকে অপছন্দ করতেন। (কেননা তিরস্কার ও ধমকের স্থলে কঠোরতা ও নির্মমতার প্রকাশ থাকতে হবে। এ ব্যাখ্যার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নেই)।

بَابٌ فِىْ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার এখতিয়ার সম্পর্কে

٣٤٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

৩৪৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে। তবে 'অবকাশ' শর্ত রাখা হলে স্বতন্ত্র কথা।

টীকা ঃ কোন কারণে ক্রেতা অথবা বিক্রেতার ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার যে অধিকার রয়েছে তাকে বাণিজ্যিক পরিভাষায় 'খিয়ার' বা 'এখতিয়ার' (অবকাশ) বলে। এ ধরনের এখতিয়ার বিভিন্নভাবে হতে পারে।

(ক) ক্রেতা পণ্যদ্রব্য না দেখেই মৌখিক কথাবার্তার ভিত্তিতে তা ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে কোন দোষ-ত্রুটি ব্যতিরেকেই শুধু না দেখার অজুহাতে সে একতরফাভাবে ক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ জন্য বিক্রেতা ক্রেতার সাথে কোনরূপ অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে পারবে না। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে রুইয়াত' (দর্শনের অবকাশ) বলে।

(খ) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, এমনকি মূল্য পরিশোধ করার পরও পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রেতা তার ক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে 'আয়েব' (ত্রুটিজনিত অবকাশ) বলে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না। পণ্যের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে পূর্বে মীমাংসা হয়ে থাকলে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে না।

(গ) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময়ে যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চুক্তি বাতিলের ব্যবস্থা রাখা হয় তবে যে কোন পক্ষ ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে শর্ত' (শর্ত ভিত্তিক অবকাশ) বলা হয়। যে পক্ষ এ ব্যবস্থা রাখবে কেবল সে পক্ষই এ চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে।

(ঘ) বিক্রেতা তার কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করার কথা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে চূড়ান্ত করার পূর্বে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত, ক্রেতাবিক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্যে ঐ পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারবে। অনুরূপভাবে ক্রেতা কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার কথা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে চূড়ান্ত করার পূর্বে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত, বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্যে ঐ বস্তু ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে পরস্পর পৃথক হয়ে গেলে একে অপরকে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে না। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে 'আক্দ' চুক্তিজনিত অবকাশ বলা হয়।

(ঙ) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি পূর্ণরূপে চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ এখনও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি; বরং নিজ নিজ স্থানেই আছে। এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতার যে কেউ কোন কারণ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। এ ধরনের অবকাশকে খিয়ারে 'মজলিস' (অকুস্থল ভিত্তিক অবকাশ) বলা হয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এ ধরনের অবকাশ সৌজন্যমূলক, বাধ্যতামূলক নয়; অন্যান্য মাযহাবে এ ধরনের অবকাশও বাধ্যতামূলক। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চূড়ান্ত হওয়ার পর যদি এক পক্ষ বলে, 'গ্রহণ করলেন তো'? উত্তরে অপর পক্ষ বললো, 'গ্রহণ করলাম', তবে এ ধরনের অবকাশ আর থাকবে না। আজ-কাল দোকানদারের ক্যাশমেমোয় বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা থাকে, "বিক্রীত মাল ফেরত লওয়া হয় না।" এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত ব্যবসায়িক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিধায় নাজায়েয। কারণ বিক্রীত দ্রব্যের মধ্যে ত্রুটি বের হতে পারে (অনুবাদক)।

٣٤٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ.

৩৪৫৫। ইবনে উমার (রা) এ সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) আরো বলেন ঃ অথবা (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়ের একজন অপরজনকে যদি বলে, বিক্রয় কার্য চূড়ান্ত করুন।

٣٤٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهُ.

৩৪৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে, কিন্তু পরেও এ অবকাশের সুযোগ রাখলে স্বতন্ত্র কথা। উভয়ের একজন ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করে কিনা এ ভয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতার একজনের অপরজন থেকে দ্রুত পৃথক হওয়া সংগত নয়।

٣٤٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْوَضِيْءِ قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَّنَا فَرَسًا بِغُلاَمٍ ثُمَّ اَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيْلُ قَامَ اِلٰى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَاَتَى الرَّجُلَ وَاَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَاَبَى الرَّجُلُ اَنْ يَّدْفَعَهُ اِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَبُوْ بَرْزَةَ صَاحِبُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيَا اَبَا بَرْزَةَ فِيْ نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَهُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اَتَرْضَيَانِ اَنْ اَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَ جَمِيْلٌ اَنَّهُ قَالَ مَا اُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.

৩৪৫৭। আবুল ওয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের দলের এক ব্যক্তি একটি গোলামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি করলো। অতঃপর তারা উভয়ে অবশিষ্ট দিন ও রাত একত্রে অবস্থান করলো। সকাল (ভোর) হলে বিদায়ের পালা আসলো। ক্রেতা তার ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধতে লাগলো। বিক্রেতা অনুতপ্ত হয়ে ক্রেতার কাছে এসে চুক্তি রদ করে ঘোড়া ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু ক্রেতা তাকে ঘোড়া ফেরত দিতে অস্বীকার করলো। তখন সে (বিক্রেতা) বললো, তোমার ও আমার মধ্যকার বিবাদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী আবু বারযা (রা) মধ্যস্থতা করবেন। তারা উভয়ে সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে অবস্থানরত আবু বারযার কাছে আসলো। তারা উভয়ে তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত হবে, আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাই দান করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে। হিশাম ইবনে হাস্সান (র) বলেন, জামীল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি (আবু বারযা) বললেন, আমি দেখছি তোমরা বিচ্ছিন্ন হওনি (অতএব এখতিয়ার আছে)।

٣٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ اَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ كَانَ اَبُوْ زُرْعَةَ اِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ خَيِّرْنِيْ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ اِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ.

৩৪৫৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যুরআ (র) কারো কাছে কিছু বিক্রি করলে তাকে অবকাশ দিতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনিও বলতেন, আমাকেও অবকাশ দাও। তিনি আরো বলতেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যেন পরস্পরের সম্মতি ব্যতীত একে অপরের কাছ থেকে পৃথক না হয়।

٣٤٥٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَحَمَّادٌ وَاَمَّا حَمَّادٌ فَقَالَ حَتّٰى يَفْتَرِقَا اَوْ يَخْتَارَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৩৪৫৯। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে। তারা যদি ক্রয়-বিক্রয়ে সততা অবলম্বন করে এবং নিজ নিজ বস্তুর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত ও প্রাচুর্য দান করা হয়ে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ও প্রাচুর্য লুপ্ত হয়ে যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, ঠিক এভাবেই সাঈদ ইবনে আবু আরূবা এবং হাম্মাদও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদের বর্ণনায় আছে ঃ পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ রয়েছে। তিনি তিনবার একথা বলেন।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ الْاِقَالَةِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ ইকালা (অনুতাপজনিত চুক্তি রদ)-এর ফযীলাত

٣٤٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ اَخْبَرَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ.

৩৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (অনুরোধে তার) সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি রদ করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

بَابُ فِيْمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ একই চুক্তিতে দু'টি লেনদেন

٣٤٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ فَلَهُ اَوْكَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا.

৩৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একই দ্রব্য বিক্রয়ে দুই রকম বিক্রয় ব্যবস্থা রাখে তাকে দুই মূল্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যই গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তা সুদ হবে।

টীকা ঃ 'একই দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে দু'রকম বিক্রয় ব্যবস্থা রাখে' অর্থাৎ নগদ মূল্যে ক্রয় করলে এতো দাম আর বাকি মূল্যে ক্রয় করলে এতো (বেশী) দাম। এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ নাজায়েয এবং সুদের পর্যায়ভুক্ত (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْعِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আল-ঈনাহ প্রকৃতির লেনদেন

٣٤٦٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِىُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اِسْحَاقَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُرَاسَانِىِّ اَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْاِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ.

৩৪৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেদের দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিবেন না। (অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দীনে ফিরে এসো, জিহাদ শুরু করো, আল্লাহ তোমাদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিবেন)।

টীকা ঃ 'ক্রেতা নির্দিষ্ট মেয়াদশেষে মূল্য পরিশোধ করবে'– এই শর্তে বিক্রেতা তার নিকট তার পণ্য বিক্রি করলো। মেয়াদান্তে বিক্রেতা ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করলো। এই পদ্ধতিকে বলা হয় আল-ঈনাহ এবং এটা নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى السَّلَفِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

٣٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ.

৩৪৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন সেখানকার লোকেরা এক, দুই অথবা তিন বছরের মেয়াদে খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কেউ অগ্রিম খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করবে তাকে নির্ধারিত পরিমাপে, নির্ধারিত ওজনে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করতে হবে।

টীকা ঃ 'বায় সালাফ' ও 'বায় সালাম' একই অর্থবোধক (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)। খাদ্যশস্য বা অন্য কোন মালের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে মাল সরবরাহ করা। ইসলামী বিধানে কতোগুলো শর্ত সাপেক্ষে এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ (অনুবাদক)।

٣٤٦٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ اَوْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ وَاَبُوْ بُرْدَةَ فِى السَّلَفِ فَبَعَثُوْنِىْ اِلٰى ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ زَادَ ابْنُ كَثِيْرٍ اِلٰى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ اَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৩৪৬৪। মুহাম্মাদ অথবা আবদুল্লাহ ইবনে মুজালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বুরদা (রা)-র মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। তারা আমাকে (মাসয়ালা জানার জন্য) ইবনে আবু আওফা (রা)-র কাছে পাঠালেন। আমি তাকে (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রা) ও উমার (রা)-র যুগে গম, বার্লি, খেজুর ও কিসমিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম। ইবনে কাসীরের বর্ণনায় اِلٰى قَوْمٍ مَّا هُوَ عِنْدَهُمْ বাক্যাংশও রয়েছে। অর্থাৎ এমন লোকদের কাছ থেকে অগ্রিম ক্রয় করতাম যাদের কাছে এগুলো আপাতত বর্তমান থাকতো না। অতঃপর হাফস ইবনে উমার ও ইবনে কাসীর একইরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আমি ইবনে আবযাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও একই কথা বললেন।

٣٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ اَبِى الْمُجَالِدِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّوَابُ ابْنُ اَبِى الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ اَخْطَاَ فِيْهِ.

৩৪৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুজালিদ (র) থেকে অথবা ইবনে আবুল মুজালিদ (র) থেকে এ হাদীস বর্ণিত। তিনি (ইবনে আবু আওফা) বলেন, লোকদের সাথে আমাদের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কালে উল্লেখিত জিনিসগুলো অনুপস্থিত থাকতো। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে আবুল মুজালিদ নামটি (র) সঠিক। শো'বা তার বর্ণনায় ভুল করেছেন (আবদুল্লাহ ইবনুল মুজালিদ বলেছেন)।

٣٤٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ غَنِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْاَسْلَمِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ فَكَانَ يَاْتِيْنَا اَنْبَاطٌ مِنْ اَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِى الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَّعْلُوْمًا وَاَجَلاً مَّعْلُوْمًا فَقِيْلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذٰلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْئَلُهُمْ.

৩৪৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সিরিয়া অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানে গিয়েছিলাম। এখানকার চাষীরা আমাদের কাছে আসলো। আমরা তাদের কাছ থেকে গম এবং যায়তূন (তৈলবীজ) নির্দিষ্ট মূল্যে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অগ্রিম ক্রয় করতাম। তাকে (আবদুল্লাহকে) বলা হলো, আপনারা কি এমন লোকের কাছ থেকে অগ্রিম ক্রয় করতেন যার কাছে তা বর্তমান থাকতো? তিনি বলেন, তাদের কাছে ঐ দ্রব্য আছে কিনা তা আমরা জিজ্ঞেস করতাম না।

بَابٌ فِى السَّلْمِ فِىْ ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ বিশেষ কোন ফলের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

٣٤٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِىٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اَسْلَفَ رَجُلاً فِىْ نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَا تَسْتَحِلُّ مَالَهُ اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تُسْلِفُوْا فِى النَّخْلِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

৩৪৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির একটি গাছের খেজুর অগ্রিম ক্রয় করলো। কিন্তু ঐ বছর মোটেই ফল ধরলো না। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ তুমি কিসের বিনিময়ে তার মাল তোমার জন্য বৈধ (হালাল) মনে করলে? তার মাল তাকে ফেরত দাও। অতঃপর তিনি বললেন ঃ গাছের খেজুর পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করো না।

بَابُ السَّلَفِ يُحَوَّلُ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ অগ্রিম ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত না করা পর্যন্ত অপরের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না

٣٤٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِى الطَّائِىَّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهِ.

৩৪৬৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বস্তু অগ্রিম ক্রয় করেছে, সে যেন ঐ বস্তুকে (হস্তগত করার পূর্বে) অপরের কাছে হস্তান্তর না করে।

بَابٌ فِىْ وَضْعِ الْجَائِحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ

٣٤٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ .

৩৪৬৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তি (ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাগানের) ফল ক্রয় করে লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে সে খুব ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকজনকে) বললেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো তাকে সাহায্য করো। লোকেরা দান-খয়রাত করলো, কিন্তু তা তার ঋণ পরিশোধ করার সমপরিমাণ হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পাওনাদারকে) বললেন ঃ যা পাচ্ছো তা নিয়ে নাও, এর অতিরিক্ত আর পাবে না।

٣٤٧٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْنٰى اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ تَمْرًا فَاَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

৩৪৭০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যদি তোমার কোন ভাইয়ের কাছে বাগানের খেজুর বিক্রি করো; অতঃপর তা (আহরণের পূর্বে) প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে কোনরূপ মূল্য আদায় করা তোমার জন্য হালাল নয়। কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে তুমি অন্যায়ভাবে মূল্য আদায় করবে?

بَابٌ فِىْ تَفْسِيْرِ الْجَائِحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ 'জায়েহাহ' শব্দের ব্যাখ্যা

٣٤٧١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ

عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ اَوْ بَرَدٍ اَوْ جَرَادٍ اَوْ رِيْحٍ اَوْ حَرِيْقٍ.

৩৪৭১। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জায়েহাহ' এমন সব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বলা হয় যা প্রকাশ্যভাবেই ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন অতিবৃষ্টি, তুষারপাত, পঙ্গপালের আক্রমণ, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি (এগুলো কেউ এড়াতে পারে না)।

٣٤٧٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ قَالَ لاَ جَائِحَةَ فِيْمَا اُصِيْبَ دُوْنَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ يَحْيٰى وَذٰلِكَ فِىْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

৩৪৭২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূলধনের এক-তৃতীয়াংশের কম বিনষ্ট হলে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে গণ্য হবে না। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, এটাই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম।

بَابٌ فِىْ مَنْعِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ পানির প্রবাহে বাধা দেয়া নিষেধ

٣٤٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ.

৩৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অতিরিক্ত পানিতে বাধা দেয়া যাবে না। তাতে অতিরিক্ত ঘাসেই বাধা প্রদান করা হবে।

টীকা ঃ চারণভূমির কাছে যে পানির ব্যবস্থা থাকে তা পান করানোর জন্য লোকেরা নিজেদের পশু নিয়ে আসে। পনি পান করাতে বাধা দিলে লোকেরা তাদের পশুকে চারণভূমিতে নিয়ে আসবে না। ফলে প্রকারান্তরে ঘাসেই বাধা দেয়া হলো। অথচ এটা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٤٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيْلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِىْ كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا فَاِنْ اَعْطَاهُ وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَّمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.

৩৪৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না– (১) যে ব্যক্তি তার কাছে রক্ষিত অতিরিক্ত পানি থেকে পথিক ব্যক্তিকে বাঁধা প্রদান করে; (২) যে ব্যক্তি আসরের পর কোন পণ্যের মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা শপথ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি ইমামের (খলীফা বা তার প্রতিনিধি) কাছে বাইআত গ্রহণ করে। সে যদি তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ দান করে তবে তার আনুগত্য করে, আর স্বার্থসিদ্ধি না হলে আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করে।

٣٤٧٥– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَقَالَ فِى السِّلْعَةِ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْاٰخَرُ وَاَخَذَهَا.

৩৪৭৫। আল-আ'মাশ (র) থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তাদেরকে পবিত্র করা হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে নির্মম শাস্তি। যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমাকে এই এই দাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। বর্তমান ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করলো এবং নির্ধারিত মূল্যে তা নিয়ে নিলো (এ ব্যক্তির জন্যও উল্লেখিত শাস্তি রয়েছে)।

٣٤٧٦– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ اَبِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَيَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اِنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

৩৪৭৬। বুহায়সা নাম্নী এক মহিলা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়ে তাঁর শরীর ও জামার মাঝখানে ঢুকে গেলেন। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! কোন জিনিস থেকে (মানুষকে) বাধা দেয়া হালাল (বৈধ) নয়? তিনি বললেন ঃ 'পানি'। তিনি আবার বললেন, হে আল্লাহর নবী! কোন জিনিস থেকে (মানুষকে) বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ 'লবণ'। তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর নবী! কোন জিনিস থেকে মানুষকে বিরত রাখা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ

তুমি যতোই কল্যাণকর কাজ করবে তোমার ততোই কল্যাণ হবে (এরূপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা হলাল নয়)।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا حَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خِدَاشٍ وَهٰذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا اَسْمَعُهُ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ.

৩৪৭৭। আবু খিদাশ (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক মুহাজির সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাহাবী) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিন তিনটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ মুসলমানগণ তিনটি জিনিসে সমানভাবে অংশীদার ঃ পানি, ঘাস ও আগুন।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা

٣٤٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

৩৪৭৮। ইয়াস ইবনে আব্দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ ইয়াস ইবনে আব্দ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থে (সিহাহ সিত্তায়) এ হাদীসটি ছাড়া তাঁর বর্ণিত আর কোন হাদীস নেই (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ বিড়ালের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে

٣٤٧٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ ابْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ

اَخْبَرَنَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

৩৪৭৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন।

টীকা ঃ বিড়ালের বিক্রয়মূল্য ভোগ করা মাকরূহ তানযীহ্। কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নিষিদ্ধ ছিল, পরে জায়েয করা হয়েছে। হাসান বসরী, শাফিঈ, আহমাদ ও মালেকের মতে, কুকুরের বিক্রয়মূল্য হারাম। আতা, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, শিকারী কুকুরের বিক্রয়মূল্য হারাম নয়। কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষের উপকারী কাজে লাগানো গেলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (ইমাম তাহাবী)। একইভাবে অন্যান্য নিরীহ বা হিংস্র প্রাণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারী কাজে লাগানো সম্ভব হলে সেই ক্ষেত্রেও একই বিধান (অনুবাদক)।

٣٤٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ.

৩৪৮০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন।

بَابٌ فِىْ اَثْمَانِ الْكِلاَبِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে

٣٤٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

৩৪৮১। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জিত আয় এবং গণক ঠাকুরের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٤٨٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَاِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا.

৩৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন। যদি কেউ কুকুরের মূল্য চাইতে আসে তবে মাটি দিয়ে তার মুষ্টি ভরে দাও।

٣٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ عَوْنُ ابْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

৩৪৮৩। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা (আবু জুহাইফা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٤٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَعْرُوْفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ.

৩৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য, গণক ঠাকুরের ভেট এবং ব্যভিচারের (যেনার) বিনিময় খাওয়া হালাল (বৈধ) নয়।

بَابٌ فِيْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ শরাব ও মৃত জীবের মূল্য সম্পর্কে

٣٤٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهُ.

৩৪৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শরাব ও এর মূল্য হারাম করেছেন, মৃত জীব ও এর মূল্যও হারাম করেছেন এবং শূকর ও এর মূল্যও হারাম করেছেন।

٣٤٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

৩৪৮৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে অবস্থানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শরাব, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়, চর্ম বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা এ দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে। এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ না, এগুলো হারাম। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন! আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করলেন, তারা তা গলিয়ে বিক্রি করলো এবং এর মূল্য ভোগ করলো।

টীকা ঃ মৃত জীব-এর চর্বি, চর্বি থেকে প্রস্তুত তৈল, এর ক্রয়-বিক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য সবই হারাম। ইহূদীদের জন্য হালাল জীবের চর্বিও হারাম ছিল (অনুবাদক)।

٣٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ.

৩৪৮৭। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (র) জাবের (রা)-র সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস আমাকে লিখে পাঠালেন। তিনি (আতা) তাতে 'এটা হারাম' বাক্যাংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٣٤٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنٰى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَرَكَةَ اَبِى الْوَلِيْدِ ثُمَّ اِتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ ثَلاَثًا اِنَّ

اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا حَرَّمَ عَلٰى قَوْمٍ اَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِىْ حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ.

৩৪৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (কা'বার) রুকনের কাছে বসে থাকতে দেখলাম। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করে হাসলেন এবং তিনবার বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহূদীদের অভিশপ্ত করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য ভোগ করতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির জন্য কোন জিনিস খাওয়া হারাম করেন তখন তার বিক্রয় মূল্যও হারাম করেন। (অধস্তন রাবী) খালিদ ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণিত হাদীসে رَاَيْتُ শব্দের উল্লেখ নাই। তিনি قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ (আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন) বাক্য বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'রুকন' বা 'রুকনে ইয়ামানী' কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করার সময় রুকন বরাবর পৌঁছে তা ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করতে হয় এবং 'বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবার', এ দোয়া পাঠ করতে হয়। কা'বা ঘরের কোণগুলোকে রুকন বলা হয় (অনুবাদক)।

٣٤٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ وَوَكِيْعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو وَالْجَعْفَرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانَ التَّغْلِبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيْرَ.

৩৪৮৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে, সে যেন নিজের জন্য শূকর খাওয়া হালাল মনে করে।

٣٤٩٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ الْاَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ.

৩৪৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষের দিকের আয়াতগুলো নাযিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে

আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনালেন। তিনি বললেন ঃ মদের ব্যবসা হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে।

٣٤٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الْاٰيَاتِ الْاَوَاخِرَ فِى الرِّبَا.

৩৪৯১। আ'মাশ (র) তার নিজস্ব সনদ সূত্রে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (সূরা বাকারার) শেষের আয়াতগুলি সূদ (হারাম হওয়া) সম্পর্কিত।

টীকা ঃ সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮১ নং আয়াত সুদ হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত আয়াত (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ اَنْ يُّسْتَوْفِىَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ (ক্রয় করে) হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রি করা সম্পর্কে

٣٤٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

৩৪৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করলো সে তা হস্তগত না করা পর্যন্ত পুনরায় বিক্রি করবে না।

٣٤٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ اِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ يَعْنِىْ جُزَافًا.

৩৪৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। আমাদের কাছে একজন লোক পাঠানো হতো যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন ঃ যে স্থানে আমরা তা ক্রয় করেছি পুনরায় বিক্রি করার পূর্বে সেখান থেকে তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য।

٣٤٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ جِزَافًا

بِاَعْلَى السُّوْقِ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ.

৩৪৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন বাজারের এক উঁচু স্থানে স্তূপে স্তূপে খাদ্যশস্য ক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়কৃত বস্তু স্থানান্তর না করা পর্যন্ত তাদেরকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِيِّ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ اَحَدٌ طَعَامًا اِشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

৩৪৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাপে খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে পুনরায় বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ زَادَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ اَلاَ تَرٰى اَنَّهُمْ يَبْتَاعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى.

৩৪৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করলো, সে যেন তা পরিমাপ করার পূর্বে পুনরায় বিক্রি না করে। (অধস্তন রাবী) আবু বকরের বর্ণনায় আরো আছে, তিনি (তাউসের পিতা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন (পরিমাপের পূর্বে বিক্রি করা যাবে না)? তিনি বলেন, তুমি কি দেখছো না! তারা সোনার (মুদ্রা) বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিক্রি করতো, অথচ তা তখনও বিক্রেতার দখলে।

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَرٰى اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ

حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.

৩৪৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বে যেন বিক্রি না করে। সুলায়মান ইবনে হরবের বর্ণনায় يَقْبِضَهُ শব্দের পরিবর্তে يَسْتَوْفِيَهُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে (অর্থ একই)। মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমার ধারণামতে প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারেই খাদ্যদ্রব্যের অনুরূপ হুকুম।

٣٤٩٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُبْلِغَهُ اِلٰى رَحْلِهِ.

৩৪৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদ্যশস্যের স্তূপ ক্রয় করে তা নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই বিক্রি করার অপরাধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে লোকদেরকে মারধোর করা হতো।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوْقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِىْ لَقِيَنِىْ رَجُلٌ فَاَعْطَانِىْ بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَاَرَدْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى يَدِهِ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِىْ بِذِرَاعِىْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّٰى تَحُوْزَهُ اِلٰى رَحْلِكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّٰى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ اِلٰى رِحَالِهِمْ.

৩৪৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাজারে গিয়ে যায়তূন (তৈলবীজ) ক্রয় করলাম। আমি যখন তা হস্তগত করলাম, এক ব্যক্তি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে একটা ভালো মুনাফা দিতে চাইলো। আমি তাকে তৈলবীজ দেয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বাহু ধরে ফেললেন। তাকিয়ে

দেখলাম, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)। তিনি বললেন, যেখানে ক্রয় করেছেন সেখানে বিক্রি করবেন না, অন্তত আপনার জায়গায় নিয়ে গিয়ে করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদেরকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর স্বস্থানে স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ عِنْدَ الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি বলে, যেন ঠকানো না হয়

٣٥٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِلاَبَةَ.

৩৫০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, সে ক্রয়-বিক্রয়কালে প্রতারিত হয় (ঠকে যায়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে, 'যেন প্রতারণা করা না হয়'। অতঃপর লোকটি যখন ক্রয়-বিক্রয় করতো তখন বলতো, 'যেন না ঠকানো হয়'।

٣٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَرُزِّىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ ثَوْرٍ الْكَلْبِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِىْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَاَتٰى اَهْلُهُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اُحْجُرْ عَلٰى فُلاَنٍ فَاِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِىْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ لاَ خِلاَبَةَ قَالَ اَبُوْ ثَوْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ.

৩৫০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকে যেতো। তার পরিবারের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর নবী! অমুককে (ক্রয়-বিক্রয় করতে) নিষেধ করে দিন। কেননা সে ক্রয়-বিক্রয় করতে গিয়ে ঠকে যায় আর এ ব্যাপারে সে খুবই অনভিজ্ঞ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বেচা-কেনা থেকে বিরত থাকার মত ধৈর্য আমার নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি বেচা-কেনা নাই ছাড়তে পারো তবে লেনদেন করার সময় বলো, খবরদার! যেন ঠকানো না হয়।

بَابٌ فِى الْعُرْبَانِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উরবান (বায়নার অর্থ পরিশোধ) প্রসঙ্গে

٣٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ فِيْمَا نُرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ اَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ اُعْطِيْكَ دِيْنَارًا عَلٰى اَنِّىْ اِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ اَوِ الْكِرَاءَ فَمَا اَعْطَيْتُكَ لَكَ.

৩৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মালেক ইবনে আনাসের কাছে (একটি হাদীস) পড়েছি। তিনি (মালেক) তা আমর ইবনে শু'আইবের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে এবং তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালেক বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন, আমার মতে এ ধরনের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ কোন লোক একটা গোলাম ক্রয় করলো অথবা পশু ভাড়া করলো, অতঃপর বললো, আমি তোমাকে এই শর্তে (বায়না হিসেবে) একটি দীনার দিলাম– (যদি আমি গোলাম ক্রয় করি তবে এটা তার মূল্যের মধ্যে গণ্য হবে অথবা তোমার পশুতে আরোহণ করি তবে এটা তার ভাড়া হিসাবে গণ্য হবে)। যদি গোলাম ক্রয় না করি অথবা পশু ভাড়া না নেই তবে এ দীনার এমনিই তুমি পাবে।

টীকা ঃ কোন বস্তু বাকিতে ক্রয় করে কিছু মূল্য পরিশোধ করা হলো। শর্ত রাখা হলো, যদি ক্রয় ঠিক রাখা হয় তবে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করা হবে। আর যদি ক্রয় ভঙ্গ করে পণ্যদ্রব্য ফেরত দেয়া হয় তবে মূল্যের পরিশোধকৃত অংশ বিক্রেতারই থেকে যাবে, ক্রেতাকে ফেরত দেয়া হবে না। এ ধরনের পদ্ধতিকে 'উরবান পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বলে। এটা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَبِيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস বিক্রি করে যা তার কাছে নাই

٣٥٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِىْ اَفَاَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ فَقَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

৩৫০৩। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক আমার কাছে এসে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায় যা আমার কাছে নেই। আমি কি তার জন্য বাজার থেকে ঐ জিনিস কিনে আনতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে যা নেই তা (অগ্রিম) বিক্রি করো না।

٣٥٠٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ حَتّٰى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

৩৫০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দ্বিবিধ শর্ত আরোপ করা, দায় বহন ছাড়া কোন বস্তু থেকে উদ্ভূত মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা তোমার দখলে নেই তা বিক্রি করা জায়েয নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট পণ্যদ্রব্য এই শর্তে বিক্রি করলো যে, ক্রেতা তাকে কিছু টাকা ধার দিবে অথবা সে ভবিষ্যতে সরবরাহ করবে এমন পণ্যের জন্য সে তাকে কিছু টাকা ধার দিবে অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিলো এবং পরে ধার গ্রহণকারীর নিকট কোন পণ্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি করলো। এ জাতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ شَرْطٍ فِىْ بَيْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা

٣٥٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِعْتُهُ يَعْنِىْ بَعِيْرَهُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ اِلٰى اَهْلِىْ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ تُرَانِىْ اِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِاَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ.

৩৫০৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিক্রি করলাম। কিন্তু এই শর্ত

রাখলাম যে, আমি তাতে আরোহণ করে বাড়ি পৌঁছবো। অতঃপর রাবী অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করলেন। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি মনে করেছ আমি তোমার উট ক্রয় করার ব্যাপারে বিলম্ব করছি, হয়ত উটটি তোমার কাছ থেকে (কম মূল্যে) নিয়ে যাবো। যাও! তুমি তোমার উটও নিয়ে যাও এবং এর মূল্যও নিয়ে যাও। দুটোই তুমি নিয়ে নাও।

টীকা ঃ 'যে বস্তুর লোকসানের দায়িত্ব বর্তায়নি ...' অর্থাৎ ক্রেতার কাছে পণ্যদ্রব্য হস্তান্তর করার পূর্বেই যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে এক্ষেত্রে ক্রেতাকে কোন ক্ষতি বহন করতে হবে না। অনুরূপভাবে সে হস্তান্তর করার পূর্বে ঐ পণ্যদ্রব্য থেকে কোন উপকারিতা লাভ করতে পারবে না (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ عُهْدَةِ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ গোলাম বা বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ.

৩৫০৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিক্রয়ের পর গোলাম অথবা বাঁদীর মধ্যে ত্রুটি দেখা দিলে বিক্রেতা তিন দিন পর্যন্ত দায়ী থাকবে (তৃতীয় দিনের পর তার আর কোন দায়িত্ব নেই)।

٣٥٠٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ اِنْ وَجَدَ دَاءً فِى الثَّلاَثِ لَيَالِىْ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَاِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاَثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ اَنَّهُ اِشْتَرَاهُ وَبِهِ هٰذَا الدَّاءُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا التَّفْسِيْرُ مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ.

৩৫০৭। কাতাদা (র) তার সনদ সূত্রে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে আরো বর্ণনা করেন, যদি সে (ক্রেতা) তিন দিনের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পায় তবে সে তা বিনা প্রমাণে ফেরত দিতে পারবে। যদি সে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ত্রুটি দেখতে পায় তাহলে ক্রেতাকে প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য করা হবে যে, তার ক্রয়ের সময়ই এই দোষ বিদ্যমান ছিল। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ ব্যাখ্যাটুকু কাতাদার নিজের।

بَابٌ فِيْمَنْ اِشْتَرٰى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কেউ গোলাম খরিদ করে কাজে নিয়েগের পর তার মধ্যে ত্রুটি পেলো

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ

خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

৩৫০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফা ঝুঁকির অনুগামী (Profit follows responsibility)।

টীকা ঃ যেমন কোন ব্যক্তি দোকানদারকে বললো, আমি তোমার ব্যবসার জন্য দশ হাজার টাকা পুঁজি দিলাম। তুমি কতো লাভ করো বা লোকসান দাও তা আমার বিবেচ্য নয়। তুমি আমাকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা বা ১০% মুনাফা দিবে। এ ধরনের চুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল এবং সুদের নামান্তর। হাদীসে বলা হয়েছে, মুনাফা পেতে হলে চুক্তিমত ব্যবসায়ের লোকসানের ঝুঁকিও বহন করতে হবে (অনুবাদক)।

٣٥٠٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِيْ عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَاَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِيْ فِيْ نَصِيْبِهِ اِلٰى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَرُدَّ الْغَلَّةَ فَاَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَاَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

৩৫০৯। মাখলাদ ইবনে খুফাফ আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং কতিপয় লোক একটি গোলামের যৌথ মালিক ছিলাম। কতিপয় শরীকের অনুপস্থিতিতে আমি তাকে কাজে নিয়োগ করলাম। সে আমার জন্য কিছু উপার্জন করে আনলো। আমার এক শরীক এই আয়ে তার অংশ দাবি করে কোন এক বিচারকের আদালতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো। বিচারক অর্জিত আয়ে আমার শরীকের অংশ ফেরত দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি উরওয়া ইবনুয যুবায়েরের কাছে এসে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। উরওয়া (র) তার (বিচারকের) কাছে এসে তাকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা শুনালেন ঃ মুনাফা ঝুঁকির অনুগামী।

٣٥١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَاَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يُّقِيْمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلاَمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ.

৩৫১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করলো। আল্লাহ যতদিন চাইলেন গোলামটি তার কাছে থাকলো। অতঃপর সে তার মধ্যে ত্রুটি লক্ষ করলো। সে বিক্রেতার বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলো। তিনি গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিলেন। বিক্রেতা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোলাম এতো দিনে যা উপার্জন করেছে (তা কি ফেরত পাবো না)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উপার্জিত আয় ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন নির্ভরযোগ নয়।

بَابُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيْعُ قَائِمٌ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ পণ্যের বিদ্যমানতায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে

٣٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اشْتَرَى الْاَشْعَثُ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا فَاَرْسَلَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِ فِىْ ثَمَنِهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ اٰلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُوْنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ قَالَ الْاَشْعَثُ اَنْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ اَوْ يَتَتَارَكَانِ.

৩৫১১। আবদুর রহমান ইবনে কায়েস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আছ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কায়েস) বলেন, আশ'আছ (রা) অবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা)-র কাছ থেকে বিশ হাজার দিরহামে কয়েকটি গোলাম খরিদ করলেন। এগুলো তিনি খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) থেকে পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) তার কাছে দাম চেয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন, আমি তো দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি কোন ব্যক্তিকে বেছে নাও, সে আমার ও তোমার মাঝে মধ্যস্থতা করবে। আশ'আছ (রা) বললেন, আপনিই আমার ও আপনার মাঝে মধ্যস্থতা করুন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মাঝে মতবৈষম্য দেখা দিলে এবং এ ব্যাপারে কারো কাছে কোন প্রমাণ না থাকলে পণ্যের মালিক যা বলে তাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে মিলে চুক্তি বাতিল করবে।

٣٥١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ بَاعَ مِنَ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيْقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلاَمُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ.

৩৫১২। আল-কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা)-র কাছে কিছু সংখ্যক গোলাম বিক্রি করলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় শব্দের কিছু কম-বেশী আছে।

بَابٌ فِى الشُّفْعَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ শুফ'আ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার)

٣٥١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ اَنْ يَّبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ بَاعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ.

৩৫১৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক অংশীদারী সম্পত্তিতে শুফ'আর অধিকার রয়েছে– চাই তা বাড়ি-ভিটা হোক বা বাগান হোক। অন্যান্য অংশীদারদের অবহিত না করে তা বিক্রি করা সংগত নয়। যদি তাকে অবহিত না করে কেউ তা বিক্রি করে তবে অপর অংশীদার শুফ'আর অধিকারী হবে। তবে সে বিক্রয়ে সম্মতি দিলে ভিন্ন কথা।

টীকা ঃ 'শুফ'আ' শব্দের অর্থ মিলানো বা মিশ্রিত করা। কোন প্রতিবেশী বা অংশীদার তার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে অপর অংশীদার বা প্রতিবেশী তা ক্রয়ে যে অগ্রাধিকার পায় তাকে শুফ'আ বলে। স্থাবর সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমিতেই শুফ'আর অধিকার সীমাবদ্ধ। অস্থাবর সম্পত্তিতে এ অধিকার বর্তায় না। ইমাম শাফিঈ'র মতে, কেবল অংশীদারদেরই শুফ'আর অধিকার রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, নিকট প্রতিবেশীরও এ অধিকার রয়েছে (অনুবাদক)।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِىْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

৩৫১৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব (স্থাবর) সম্পত্তিতে শুফ'আর ব্যবস্থা রেখেছেন যা এখনও ভাগ করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং পৃথক রাস্তা করা হয় তখন আর শুফ'আর অধিকার থাকে না।

٣٥١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَوْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَوْ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُسِمَتِ الْاَرْضُ وَحُدَّتْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهَا.

৩৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন জমীন ভাগ করা হয়ে যায় এবং সীমনাও নির্ধারিত করা হয়ে যায় তখন আর তাতে শুফ'আর অধিকার থাকে না।

٣٥١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيْدِ سَمِعَ اَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

৩৫১৬। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ (নিকট) প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে শুফ'আর অধিক হকদার।

٣٥١٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ اَوِ الْاَرْضِ.

৩৪১৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘরের (বা বাড়ির) নিকটতর প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ঘর-বাড়ি ও জমি ক্রয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

٣٥١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.

৩৫১৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিক হকদার। এ ব্যাপারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং যখন তাদের উভয়ের যাতায়াতের পথ এক হয়।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ.

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ দেউলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তির কাছে যে হুবহু নিজের মাল পায়

٣٥١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَفْلَسَ فَاَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

৩৫১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে তার কাছে যে ব্যক্তি নিজের মালপত্র অক্ষত অবস্থায় পাবে সে-ই অন্যান্য পাওনাদারদের তুলনায় ঐ মালের অধিক হকদার।

٣٥٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِىْ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَاِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِىْ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اُسْوَاةُ الْغُرَمَاءِ.

৩৫২০। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলো। যে ব্যক্তি তা ক্রয় করলো সে দেউলিয়া হলো। বিক্রেতা তার কাছ থেকে পণ্যের কোন মূল্য আদায় করতে পারলো না। কিন্তু সে তার বিক্রিত পণ্য ক্রেতার কাছে অক্ষত অবস্থায় পেলো। এমতাবস্থায় বিক্রেতাই ঐ মালের অধিক হকদার হবে। ক্রেতা যদি মারা যায় তবে পণ্যের মালিক (বিক্রেতা) অপরাপর পাওনাদারের মত একজন পাওনাদার হিসাবে গণ্য হবে।

٣٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِى الْخَبَائِرِىَّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ

الزُّبَيْدِيِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فَاِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَاَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضٰى مِنْهُ شَيْئًا اَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

৩৫২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেন ঃ ক্রেতা যদি পণ্যের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে তবে বিক্রেতা তার অবশিষ্ট পাওনার ক্ষেত্রে অপরাপর পাওনাদারের মত একজন পাওনাদার বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, তার কাছে অন্যের (বিক্রেতার) মাল অবিকল অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা তার কাছ থেকে কিছুটা মূল্য পেয়ে থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থায় সে অন্যান্য পাওনাদারের মত গণ্য হবে (অগ্রাধিকার পাবে না)।

٣٥٢٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ زَادَ وَاِنْ كَانَ قَدْ قَضٰى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْهَا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ مَالِكٍ اَصَحُّ.

৩৫২২। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... মালেকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ যদি সে মূল্যের কিছু অংশ পরিশোধ করে থাকে তবে এমতাবস্থায় বিক্রেতা অপরাপর পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু দাউদ বলেন, মালেকের বর্ণিত হাদীসটি (উপরের হাদীসের পূর্ববর্তী হাদীস) অধিকতর সহীহ।

٣٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا

هُرَيْرَةَ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا اَفْلَسَ فَقَالَ لَاَقْضِيَنَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْلَسَ اَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَنْ يَأْخُذُ بِهٰذَا اَبُو الْمُعْتَمِرِ مَن هُوَ اَىْ لاَ نَعْرِفُهُ.

৩৫২৩। উমার ইবনে খালদাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের (দেনাদার) এক দেউলিয়া ব্যক্তির মোকদ্দমায় আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে আসলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মোকদ্দমায় অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার অনুরূপ রায় দান করবো। তা হলো ঃ কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলো অথবা মারা গেলো। পাওনাদার অবিকল তার মাল ঐ ব্যক্তির কাছে পেলো। এমতাবস্থায় মালিকই ঐ মালের অধিক হকদার। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি কে গ্রহণ করবে? আবুল মু'তামির কে, অর্থাৎ আমরা তাকে চিনি না।

بَابُ فِيْمَنْ اَحْيَا حَسِيْرًا

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ যে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন পশুকে সুস্থ-সবল করলো

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَقَالَ عَنْ اَبَانَ اَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا اَهْلُهَا اَنْ يَّعْلِفُوْهَا فَسَيَّبُوْهَا فَاَخَذَهَا فَاَحْيَاهَا فَهِىَ لَهُ. قَالَ فِىْ حَدِيْثِ اَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ حَمَّادٍ وَهُوَ اَبْيَنُ وَاَتَمُّ.

৩৫২৪। আবান (র) থেকে বর্ণিত। আমের আশ-শা'বী (র) তার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি এমন একটি পশু পেলো যার মালিক এটাকে ঘাস-পানি খাওয়াতে অক্ষম। তাই তারা এটাকে (অকেজো মনে করে) স্বাধীন ছেড়ে দিলো। ঐ লোক পশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্থ-সবল করে তুললো। সে-ই পশুটির মালিক হবে। আবানের হাদীসে আছে যে, উবায়দুল্লাহ (র) আমের আশ-শা'বী (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ হাদীস কার কাছে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক

সাহাবীর নিকট শুনেছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি হাম্মাদের বর্ণিত হাদীস এবং এটি অধিক স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ।

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ فَاَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِىَ لِمَنْ اَحْيَاهَا.

৩৫২৫। আশ-শা'বী (র) তার সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন পশুকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থায় (মুমূর্ষু অবস্থায়) পরিত্যাগ করলো। অপর কোন ব্যক্তি এটাকে তুলে নিয়ে সেবা-যত্নের মাধ্যমে সুস্থ-সবল করলো। যে সুস্থ-সবল করলো সে-ই এর মালিক হবে।

بَابٌ فِى الرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ বন্ধক সম্পর্কে

٣٥٢٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَحْلِبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عِنْدَنَا صَحِيْحٌ.

৩৫২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখা হলে তার দুধ দোহন করা যাবে এবং পশুর ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তাতে আরোহণ করা যাবে; তবে পশুর ব্যয়ভারও তাকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ যে দুধ দোহন করবে অথবা সওয়ার হবে সে-ই পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আমাদের মতে হাদীসটি সহীহ।

٣٥٢٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يُغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ اَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لاَ يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩৫২৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা নবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বলেন, তারা সেইসব লোক যারা আল্লাহর মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে ধন-সম্পদও দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নূর এবং তারা নূরের আসনে বসবে। তারা ভীত হবে না– যখন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না– যখন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। আর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না" (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)।

بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ সন্তানের সম্পদ পিতার ভোগ করা জায়েয।

٣٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِىْ حَجْرِىْ يَتِيْمٌ اَفَاكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَطْيَبِ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

৩৫২৮। উমারা ইবনে উমায়ের (র) তার ফুফুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (ফুফু) আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম বালক আছে। আমি কি তার মাল থেকে খেতে পারি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজের শ্রমে উপার্জিত আহার সর্বোত্তম আহার। অবশ্য তার সন্তানও তার উপার্জন।

٣٥٢٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ

الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ زَادَ فِيْهِ إِذَا احْتَجْتُمْ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

৩৫২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত, বরং তার সর্বোত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারো। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেন, যখন তোমরা (তাদের সম্পদের) মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ো (তখন খাও)। কিন্তু এ কথাটুকু প্রত্যাখ্যাত।

٣٥٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ

৩৫৩০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে এবং তিনি (শুআইব) তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মালও আছে সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন ঃ তুমি এবং তোমার মাল উভয়ই তোমার পিতার সম্পদ। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খেতে পারো।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ কোন ব্যক্তি অবিকল নিজের মাল অন্যের কাছে পেলে

٣٥٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ.

৩৫৩১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অবিকল নিজের মাল অন্য কারো কাছে পেয়েছে সে তার অধিক হকদার। ক্রেতা তাকেই ধরবে যে তার কাছে এটা বিক্রি করেছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ ক-এর মাল খ-এর কাছে পাওয়া গেলো। ক তার মাল ফেরত নিয়ে আসবে। খ ধরবে বিক্রেতাকে, যার কাছ থেকে সে ঐ মাল ক্রয় করেছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ নিজের আয়ত্তাধীন মাল থেকে নিজের প্রাপ্য রেখে দেয়া

٣٥٣٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدًا اُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَاِنَّهُ لاَ يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَبَنِىَّ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَبَنِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ .

৩৫৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (র)-র মা হিন্দ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। তিনি আমার ও আমার সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খরচপাতি দেন না। আমি যদি তার মাল থেকে খরচের জন্য কিছু নেই, তবে তাতে কি কোন অন্যায় হবে? তিনি বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয় এরূপ ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারো।

٣٥٣٣- حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ حَرَجٍ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُنْفِقِىْ بِالْمَعْرُوْفِ.

৩৫৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ মানুষ। তার অনুমতি ছাড়াই আমি যদি তার মাল থেকে তার সন্তানদের জন্য খরচ করি তবে তাতে কি আমার কোন দোষ হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি ন্যায়সংগতভাবে তাদের জন্য খরচ করো তবে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না।

٣٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِى الطَّوِيْلَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّىِّ قَالَ كُنْتُ اَكْتُبُ لِفُلاَنٍ نَفَقَةَ اَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوْهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ فَاَدَّاهَا اِلَيْهِمْ فَاَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا. قَالَ قُلْتُ اَقْبِضِ الْاَلْفَ الَّذِىْ ذَهَبُوْا بِهِ مِنْكَ. قَالَ لاَ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

৩৫৩৪। ইউসুফ ইবনে মাহাক আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কিছু সংখ্যক ইয়াতীম ছিলো। সে তাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতো। আমি এর হিসাবপত্র লিখে রাখতাম। এরা (যখন বড় হলো) তাকে ধোঁকা দিয়ে এক হাজার দিরহামের ভুল হিসাব দিলো এবং সে তাদের তা দিয়ে দিলো। কিন্তু পরে আমি যাচাই করে ঐ পরিমাণ মাল তাদের মালের মধ্যে পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, তারা তোমার কাছ থেকে যে এক হাজার দিরহাম প্রতারণা করে নিয়ে গেছে তা ফেরত লও। সে বললো, না, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তা তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (খিয়ানত) করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ وَقَيْسٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

৩৫৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার কাছে (কিছু) আমানত রেখেছে তা তাকে ফেরত দাও। যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (খিয়ানত) করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

بَابٌ فِىْ قَبُوْلِ الْهَدَايَا

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ হাদিয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করা

٣٥٣٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِىُّ قَالاَ

حَدَّثَنَا عِيْسٰى هُوَ ابْنُ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

৩৫৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং এর পরিবর্তে তিনিও অন্যকে দিতেন।

٣٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لاَ اَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِىْ هٰذَا مِنْ اَحَدٍ هَدِيَّةً اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مُهَاجِرِيًا قُرَشِيًا اَوْ اَنْصَارِيًا اَوْ دَوْسِيًا اَوْ ثَقَفِيًا.

৩৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আজকের দিনের পর থেকে আমি কুরাইশ মুহাজির, আনসার এবং দাওস অথবা ছাকীফ গোত্রের লোক ব্যতীত আর কারো উপহার গ্রহণ করবো না।

টীকা ঃ অর্থাৎ যারা ভদ্র, উদারমনা এবং প্রতিদান আশা করে না কেবল তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করবো (অনুবাদক)।

بَابُ الرُّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ দান (হেবা) করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া

٣٥٣٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوْا اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ. قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلاَ نَعْلَمُ الْقَيْءَ اِلاَّ حَرَامًا.

৩৫৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেবা (দান) করে ফেরত নেয়, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে– যে ব্যক্তি বমি করে তা পুনরায় গলাধঃকরণ করে। হাম্মাম (র) বলেন, কাতাদা (র) বলেছেন, আমরা বমিকে হারাম বলেই জানি।

٣٥٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّعْطِىَ عَطِيَّةً اَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَاِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِىْ قَيْئِهِ.

৩৫৩৯। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির পক্ষে দান করে বা উপহার দিয়ে তা পুনরায় ফেরত নেয়া হালাল (জায়েয) নয়। কিন্তু পিতা পুত্রকে কিছু দান করে তা পুনরায় ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি দান করে পুনরায় তা ফেরত নেয়, সে এমন কুকুরতুল্য যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে পুনরায় তা খায়।

٣٥٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَاِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقِّفْ فَلْيَعْرِفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيَدْفَعْ اِلَيْهِ مَا وَهَبَ.

৩৫৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দান করা জিনিস ফেরত নেয় সে এমন কুকুরতুল্য যে বমি করে পুনরায় তা খায়। দানকারী যখন তা ফেরত চায়, তখন দানগ্রহণকারী খতিয়ে দেখবে এবং অবহিত হবে, কেন সে তার দানকৃত বস্তু ফেরত চায়। ফেরত চাওয়ার কারণ জানা গেলে তা ফেরত দিবে।

بَابٌ فِى الْهَدِيَّةِ الْقَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য উপঢৌকন গ্রহণ

٣٥٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

شَفَعَ لِاَخِيْهِ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

৩৫৪১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের জন্য কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলো। এজন্য সে তাকে কিছু উপহার দিলো এবং সে তা গ্রহণ করলো। সে সুদের ফটকসমূহের মধ্যকার একটা বিরাট ফটক দিয়ে প্রবেশ করলো।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِى النُّحْلِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কোন ব্যক্তি তার সন্তানদের মধ্যে কাউকে অধিক দান করলে

٣٥٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَاَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ وَاَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَاَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنْحَلَنِىْ اَبِىْ نُحْلاً قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ غُلاَمًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ اُمِّىْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ اِئْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَشْهِدْهُ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِى النُّعْمَانَ نُحْلاً وَاِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِىْ اَنْ اُشْهِدَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ اَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا تَلْجِئَةٌ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ قَالَ مُغِيْرَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ اَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا اَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ اَنْ يَبَرُّوْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ بَعْضُهُمْ اَكُلَّ بَنِيْكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَدَكَ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِيْهِ اَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ وَقَالَ اَبُو الضُّحٰى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ.

৩৫৪২। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু উপহার দিলেন। এ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ইসমাঈল ইবনে সালেম-এর বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে একটি গোলাম দান করেন। রাবী (নো'মান) বলেন, আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রা) তাকে (বশীরকে) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখো। তিনি (পিতা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে একথা জানালেন। তিনি বললেন, আমি আমার ছেলে নো'মানকে কিছু উপহার দিয়েছি। আমরাহ আমাকে অনুরোধ করেছে, এ ব্যাপারে আমি যেন আপনাকে সাক্ষী রাখি। রাবী বলেন, তিনি বললেন, সে ছাড়াও তোমার আরো সন্তান আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি নো'মানের মতো তোমার অন্যান্য সন্তানকেও অনুরূপ উপহার দিয়েছো? তিনি (পিতা) বললেন, না। কতিপয় মুহাদ্দিসের বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এটা অন্যায় কাজ"। আর কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এতো একজনকে ঠকিয়ে অন্যকে দেয়া হলো"। অতএব আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তুমি সাক্ষী করো। মুগীরা (র) তার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন, (নবী সাঃ বললেনঃ) "এটা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না যে, তোমার সব সন্তানই সমানভাবে সৌভাগ্যবান হোক, ভালো থাকুক? তিনি বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তবে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখো"। মুজালিদ তার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমার ওপর তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, তুমি তাদের সাথে সমান ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করবে। যেমন তাদের ওপর তোমারও অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক"। আবু দাঊদ (র) বলেন, যুহ্‌রীর বর্ণিত হাদীসে আছে, কতিপয় রাবী اَكُلَّ بَنِيْكَ (সন্তান) শব্দ এবং কতিপয় রাবী وَلَدِكَ (সন্তান) শব্দ বর্ণনা করেছেন। ইবনে খালিদ (র) বলেন, শা'বীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে; اَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ (এ ছাড়াও কি তোমার আরো সন্তান আছে?)। আবুদ্ দুহা (র) নো'মান ইবনে বশীরের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, اَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ (এছাড়াও কি তোমার আরো সন্তান আছে)।

٣٥٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَعْطَاهُ اَبُوْهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذَا الْغُلاَمُ قَالَ غُلاَمِىْ اَعْطَانِيْهِ اَبِىْ قَالَ فَكُلَّ اِخْوَتِكَ اَعْطٰى كَمَا اَعْطَاكَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ.

৩৫৪৩। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা তাকে

একটি গোলাম দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (নো'মান) জিজ্ঞেস করলেন ঃ গোলামটি কার? তিনি বললেন, আমার গোলাম, আমার পিতা আমাকে দান করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে তোমার মতো তোমার অন্য ভাইদেরকেও কি দান করেছে? নো'মান বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি একে ফেরত দাও।

٣٥٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ.

৩৫৪৪। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সন্তানদের সাথে সমান ব্যবহার করো; তোমাদের সন্তানদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করো।

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيْرٍ اِنْحَلْ اِبْنِىْ غُلاَمَكَ وَاَشْهِدْ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِىْ اَنْ اَنْحَلَ اِبْنَهَا غُلاَمًا فَقَالَتْ لِىْ اَشْهِدْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اِخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَاِنِّىْ لاَ اَشْهَدُ اِلاَّ عَلَى الْحَقِّ.

৩৫৪৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বশীর (রা)-র স্ত্রী তাকে বললেন, আপনার গোলামটি আমার ছেলেকে (নো'মান) দান করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর সাক্ষী রাখুন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, অমুকের কণ্যা (আমার স্ত্রী) আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেন তার ছেলেকে আমার গোলামটি দান করি। সে আমাকে আরো বলেছে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার আরো ভাই আছে কি? বশীর বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাকে যেরূপ দান করেছো অন্যদেরও তদ্রূপ দান করেছো কি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ এটা ঠিক নয়। আমি একমাত্র সত্য ছাড়া অন্য কিছুর সাক্ষী হই না।

بَابٌ فِىْ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কিছু দান করা

٣٥٤٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ وَحَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ اَمْرٌ فِىْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.

৩৫৪৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামী যদি স্ত্রীর মান-সম্ভ্রমের হেফাজতকারী ও দায়িত্বশীল হয় তবে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (স্বামীর অনুমতি ব্যতীত) নিজ ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করা জায়েয নয়।

٣٥٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا.

৩৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নিজ মাল থেকে) কিছু দান করা জায়েয নয়।

টীকা ঃ উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা সতর্কতামূলক। স্ত্রী অজ্ঞতা বা অসাবধানতা বশত এবং স্বামীর সাথে পরামর্শ না করে যাতে নিজ সম্পত্তি হাতছাড়া করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় স্ত্রী যদি বুদ্ধিমতি, সচেতন, সাবধানী ও পরিণামদর্শী হয় তাহলে তার সম্পত্তি যে কোন বৈধ পন্থায় হস্তান্তরে কেউ বাধা দিতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা 'তার নিজ মালিকানাধীন সম্পত্তিতে তাকে নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছেন' (দ্র. সূরা নিসা ঃ ৩২)। রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের মাঠে মহিলাদের দান-খয়রাত করতে বললে তৎক্ষণাৎ তারা তাদের পরিধানের অলংকারাদি দান করেন (দ্র. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইল্ম, বাব ৩২, নং ৯৮)। সর্বাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর করাই নিরাপদ ব্যবস্থা (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْعُمْرٰى

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ জীবনস্বত্ব

٣٥٤٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ

النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ.

৩৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উমরা বা (জীবনস্বত্ব দান করা) জায়েয।

টীকা ঃ কোন ব্যক্তি বললো, আমি আমার অমুক সম্পত্তি তোমার জীবনকাল পর্যন্ত ভোগ করার জন্য তোমাকে দান করলাম। এরূপ দানকে জীবনস্বত্ব বলে। উমরা বা জীবনস্বত্ব দেয়ার পর গ্রহীতাই এর প্রকৃত মালিক হয়ে যায়, দাতার আর কোন মালিকানা থাকে না, তা যেভাবেই দেয়া হোক না কেন। এটাই হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের মত। মালিকী মাযহাবমতে, মালিকানা দাতারই থাকবে, গ্রহীতা শুধু ফায়দা ভোগ করবে (অনুবাদক)।

٣٥٤٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৩৫৪৯। সামুরা (রা)- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। জীবনস্বত্ব দান করা জায়েয।

٣٥٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ الْعُمْرٰى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

৩৫৫০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ জীবনস্বত্ব যাকে দান করা হয়েছে সে-ই তার মালিক।

٣٥٥١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اُعْمِرَ عُمْرٰى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ.

৩৫৫১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে জীবনস্বত্ব দেয়া হয়েছে তার মালিক সে-ই। তার অবর্তমানে যারা তার উত্তরাধিকারী হয় তারাই এ জীবনস্বত্বেরও উত্তরাধিকারী হবে।

٣٥٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِىِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ.

৩৫৫২। জাবের (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ فِيْهِ وَلِعَقِبِهِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ যে ব্যক্তি জীবনস্বত্ব সম্পর্কে বলে, তার ওয়ারিসদের জন্যও

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ.

৩৫৫৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন লোক জীবনস্বত্ব দান করলো এবং বললো, তাকে এবং তার ওয়ারিসগণকে জীবনস্বত্ব দেয়া হলো। এই জীবনস্বত্বের মালিক সে ও তার ওয়ারিসগণ। এটা আর কখনো গ্রহীতার কাছ থেকে দাতার কাছে ফিরে আসবে না। কেননা সে এমনভাবে দান করেছে, যাতে উত্তরাধিকারস্বত্ব কায়েম হয়েছে।

٣٥٥٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِىْ لَفْظِهِ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৩৫৫৪। ইবনে শিহাব (জুহরী) তার সনদ পরম্পরায় উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا الْعُمْرٰى

الَّتِىْ اَجَازَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّقُوْلَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا اِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا.

৩৫৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ধরনের জীবনস্বত্ব দান করার অনুমতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন তা হলো, দাতা এরূপ বলবে ঃ এটা তোমার জন্য এবং তোমার ওয়ারিসদের জন্য। কিন্তু সে ঐরূপ না বলে বরং যদি বলে ঃ 'যতো দিন তুমি বেঁচে থাকো ততো দিন এটা তোমার জন্য", এ অবস্থায় দান (গ্রহীতার মৃত্যুর পর) দাতার দিকে ফিরে যাবে।

টীকা ঃ 'দাতার দিকে ফিরে যাবে' কথাটা জাবের (রা)-র মত (অনুবাদক)।

٣٥٥٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُرْقِبُوْا وَلاَ تُعْمِرُوْا فَمَنْ اُرْقِبَ شَيْئًا اَوْ اُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

৩৫৫৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুনরায় ফেরত পাবার আশায় তোমরা 'রুকবা'রূপে ও জীবনস্বত্বরূপে দান করো না। যে ব্যক্তিকে রুকবা অথবা জীবনস্বত্বরূপে দান করা হয় তা তার উত্তরাধিকারীগণই পাবে।

٣٥٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيْقَةً مِّنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا اِنَّمَا اَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ اِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا. قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. قَالَ ذٰلِكَ اَبْعَدُ لَكَ.

৩৫৫৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্প্রদায়ের এক স্ত্রীলোককে তার পুত্র কর্তৃক দান করা একটি খেজুর বাগান সম্পর্কে ফয়সালা দান করেছিলেন। অতঃপর স্ত্রীলোকটি মারা গেলো। তার ছেলে বললো, আমি তাকে তার জীবিতকালের জন্যই দান করেছিলাম। ছেলেটির আরো কয়েকটি ভাই ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জীবিত ও মৃত্যু উভয় অবস্থায়ই বাগানটি তার। ছেলেটি বললো, বাগানটি আমি তাকে সদাকাস্বরূপ দান করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তা তোমার থেকে আরো দূরে চলে গেছে।

بَابٌ فِى الرُّقْبٰى

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ রুকবা পদ্ধতির জীবনস্বত্ব

٣٥٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا.

৩৫৫৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জীবনস্বত্ব যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই এর স্বত্বাধিকারী। রুকবা যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই এর স্বত্বাধিকারী।

টীকা ঃ দাতা বললো, আমি তোমাকে এটা দান করলাম। যদি আমি তোমার আগে মারা যাই তবে এটা (দানকৃত বস্তু) তোমার। আর যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তবে এটা আমার। এ ধরনের দানকে 'রুকবা' বলে। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের মৃত্যু কামনা করে বা মৃত্যুর অপেক্ষা করে। এ ধরনের দান সাধারণত জায়েয। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ জাতীয় শর্তে দান করা জায়েয নয়, কিন্তু আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয। আবু হানীফা (র)-এর একটি মত এভাবে বর্ণিত আছে যে, উমরা জায়েয, গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা তার ওয়ারিসগণ পাবে এবং রুকবা হলো এক ধরনের ঋণ যা ফেরত দিতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে উমরা ও রুকবা উভয়ই জায়েয (অনুবাদক)।

٣٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تُرْقِبُوْا فَمَنْ اَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيْلُهُ.

৩৫৫৯। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কিছু জীবনস্বত্বরূপে দান করলো তা যাকে দান করা হয়েছে সে-ই হবে জীবনে-মরণে এর মালিক। তোমরা রুকবা করো না। যে ব্যক্তি কোন কিছু রুকবা করে তা গ্রহীতার মালিকানায় চলে যায়।

٣٥٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمْرٰى اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَالرُّقْبٰى هُوَ اَنْ يَّقُوْلَ الْاِنْسَانُ هُوَ لِلْاٰخِرِ مِنِّىْ وَمِنْكَ.

৩৫৬০। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমরা (জীবনস্বত্ব) হলো ঃ কোনো

ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো, তোমার জীবনকালের জন্য এটা তোমার (জন্য দান করা হলো)। দাতা যখন একথা বললো, তখন এটা গ্রহীতার এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে যাবে। আর রুকবা হলো ঃ কোন লোক বললো, যদি আমি আগে মারা যাই তবে এটা তোমার; আর যদি তুমি আগে মরে যাও তবে এটা আমার।

بَابٌ فِىْ تَضْمِيْنِ الْعَارِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ ধারকৃত জিনিস নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ

٣٥٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُوَدِّىَ ثُمَّ اِنَّ الْحَسَنَ نَسِىَ فَقَالَ هُوَ اَمِيْنُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

৩৫৬১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধার গ্রহণকারী ধার ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তার যামিন (যিম্মাদার)। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) পরবর্তীকালে এ হাদীসটি ভুলে যান। অতঃপর বলেন, ধার গ্রহণকারী হচ্ছে আমানতদার। অতএব তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

টীকা ঃ আরিয়্যা হলো– নিজের কোন জিনিস অপর ব্যক্তিকে ব্যবহার করে লাভবান হওয়ার জন্য ধার দেয়া। শর্ত হলো, মালিক কোন প্রতিদান দাবি করতে পারবে না এবং গ্রহণকারী ব্যবহার শেষে জিনিসটি হুবহু মালিককে ফেরত দিবে। তার সতর্ক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও জিনিসটি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। ওজন, পরিমাপ ও গণনাযোগ্য যেসব জিনিস ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায় সেগুলো আরিয়্যার আওতাভুক্ত নয় (অনুবাদক)।

٣٥٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اُمَيَّةَ ابْنِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ اَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ رِوَايَةُ يَزِيْدَ بِبَغْدَادَ وَفِىْ رِوَايَتِهِ بِوَاسِطَ تَغَيُّرٌ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا.

৩৫৬২। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইনের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লৌহবর্মসমূহ ধার নিলেন। তিনি (সাফওয়ান) বললেন, হে মুহাম্মাদ! জোরপূর্বক নিলে? তিনি বলেন ঃ না, বরং ধার নিলাম, ক্ষতি হলে

ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) বাগদাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াসিত-এ বর্ণিত তার হাদীসে ভিন্ন ধরনের কিছুটা পরিবর্তন আছে।

টীকা ঃ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া কুরাইশদের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) তাকে চার মাসের নিরাপত্তা দান করেন। কাফের অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে শরীক হন। এ যুদ্ধের পর তিনি মুসলমান হন। নবী (সা) তাকে প্রচুর গনীমতের মাল দান করেন (অনুবাদক)।

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اُنَاسٍ مِّنْ اٰلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ قَالَ عَارِيَةً اَمْ غَصْبًا قَالَ لاَ بَلْ عَارِيَةً فَاَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِيْنَ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ جُمِعَتْ دُرُوْعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا اَدْرَعًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ اِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ اَدْرَاعِكَ اَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ قَالَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِاَنَّ فِىْ قَلْبِى الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اَعَارَهُ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ ثُمَّ اَسْلَمَ.

৩৫৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান-পরিবারের কিছু সংখ্যক লোক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে সাফওয়ান! তোমার কাছে কি যুদ্ধাস্ত্র আছে? সে বললো, ধার চাচ্ছেন না জবরদখল? তিনি বলেন ঃ না, বরং ধার চাচ্ছি। সাফওয়ান তাঁকে তিরিশ থেকে চল্লিশটি লৌহবর্ম ধার দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করলেন। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো, সাফওয়ানের লৌহবর্মগুলো একত্র করা হলো। দেখা গেলো, এর থেকে কিছু হারিয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানকে বলেন ঃ আমরা তোমার কিছু সংখ্যক বর্ম হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিবো? সে বললো, না, হে আল্লাহর রাসূল! কেননা ঐ সময় আমার মনের অবস্থা যা ছিলো আজ তেমন নেই। আবু দাঊদ (র) বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এগুলো ধার দিয়েছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন।

٣٥٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِّنْ اٰلِ صَفْوَانَ قَالَ اِسْتَعَارَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৩৫৬৪। সাফওয়ান-পরিবারের লোকদের থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার নিলেন ...উপরের হাদীসের অনুরূপ।

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

৩৫৬৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন ওসিয়াত (জায়েয) নেই। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন স্ত্রীলোক যেন তার ঘরের কিছু খরচ না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন ঃ এটা তো আমাদের সর্বোত্তম মাল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে; মিন্‌হা (মানীহা) ফেরত দিতে হবে; ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদার দায়বদ্ধ।

টীকা ঃ যে উট, গরু, মহিষ বা ছাগল অন্যকে দুধ পান করতে দেয়া হয় তাকে 'মিন্‌হা' বা 'মানীহা' বলে। কিছু দিনের জন্য হালচাষ করতে দেয়া হলেও একে মানীহা বলা যায়। অনুরূপভাবে ফল খেতে গাছ দেয়া হলে এবং চাষ করতে জমি দেয়া হলে তাও মানীহার অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

٣٥٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُصْفُرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَتْكَ رُسُلِىْ فَاَعْطِهِمْ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا وَثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَارِيَةٌ مُّضْمُوْنَةٌ اَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَبَّانُ خَالُ هِلاَلِ الرَّائِىْ.

৩৫৬৬। সাফওয়ান ইবেন ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইয়া'লা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যখন আমার বার্তাবাহকরা তোমার কাছে আসবে, তাদেরকে তিরিশটি লৌহবর্ম ও তিরিশটি উট দিও। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে ধার দেয়ার শর্তে না ফেরত দেয়া সাপেক্ষে ধার? তিনি বলেন ঃ বরং ফেরত দেয়া সাপেক্ষে।

بَابُ فِيْمَنْ اَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ কেউ কোন জিনিস নষ্ট করলে তার অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিবে

٣٥٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فَاَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ اِحْدَاهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ زَادَ ابْنُ الْمُثَنّٰى كُلُوْا فَاَكَلُوْا حَتّٰى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا الَّتِيْ فِيْ بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى لَفْظِ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوْا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِهِ.

৩৫৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। এ সময় মুমিনদের মাতা-রাসূলের জনৈক স্ত্রী তার খাদেমকে দিয়ে এক পেয়ালা খাবার পাঠালেন। রাবী বলেন, [রাসূলুল্লাহ (সা) যার ঘরে ছিলেন] সেই স্ত্রী (রাগ করে) পাত্রে আঘাত করে পেয়ালাটা ভেঙ্গে ফেলেন। (অধস্তন রাবী) ইবনুল মুসান্না বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙ্গা টুকরা দুটো তুলে নিলেন এবং একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দিলেন, অতঃপর তাতে পড়ে যাওয়া খাবারগুলো উঠাতে লাগলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আরো আছে ঃ (তিনি বললেন ঃ) তোমরা এগুলো খাও। অতএব সকলে তা আহার করলো। ইতোমধ্যে তিনি (স্ত্রী) তার ঘর থেকে একটি ভালো পেয়ালা নিয়ে আসলেন। (আবু দাঊদ বলেন) অতঃপর আমরা মুসাদ্দাদের বর্ণিত হাদীসের শব্দে ফিরে আসলাম। তিনি (নবী) বললেন ঃ তোমরা খাও। তিনি খাদেমসহ পেয়ালাটা আটকিয়ে রাখলেন যাবত না তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন। অতঃপর অক্ষত পেয়ালাটি তিনি খাদেমের হাতে তুলে দিলেন এবং ভাঙ্গা পেয়ালাটি তাঁর ঘরে রেখে দিলেন।

٣٥٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ صَانِعًا

طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَاَخَذَنِىْ اَفْكَلٌ فَكَسَرْتُ الْاِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ اِنَاءٌ مِثْلُ اِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ.

৩৫৬৮। জাসরা বিনতে দাজাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, সফিয়ার মতো এতো সুস্বাদু খাবার রান্না করতে পারে এমন আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করে তাঁর জন্য পাঠালেন। এতে (রাগে অথবা ঈর্ষায়) আমার শরীরে কাঁপুনি ধরলো। আমি খাবারের পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কৃতকর্মের কাফফারা (জরিমানা) কি? তিনি বলেন ঃ অনুরূপ একটি পেয়ালা ও অনুরূপ এক পাত্র খাবার।

بَابُ الْمَوَاشِىْ تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ গবাদি পশু কারো ফসল নষ্ট করলে

٣٥٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَاقَةً لِّلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَاَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَهْلِ الْاَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلٰى اَهْلِ الْمَوَاشِىْ حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ.

৩৫৬৯। হারাম ইবনে মুহায়্যাসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে এর ফসল নষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিলেন ঃ দিনের বেলা মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মালের মালিকের এবং রাতের বেলা পশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পশুর মালিকের।

টীকা ঃ যেসব এলাকায় দিনের বেলা পশু ছেড়ে দেয়ার প্রচলন আছে, সেখানে দিনের বেলা ক্ষেত পাহারা দেয়ার দায়িত্ব মালিকের এবং রাতে পশু বেঁধে রাখার দায়িত্ব পশুর মালিকের। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে, দিনের বেলা পশু ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে না, তবে পশুর মালিক সাথে থাকলে দণ্ড দিতে হবে। হানাফী মাযহাবমতে, রাতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলেও দণ্ড দিতে হবে না– যদি পশুর মালিক সাথে না থাকে (অনুবাদক)।

٣٥٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ

كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَاَفْسَدَتْ فِيْهِ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقَضٰى اَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا اَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

৩৫৭০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার একটি বেয়াড়া উষ্ট্রী ছিলো। এটা একটা বাগানে ঢুকে এর ক্ষতিসাধন করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনা করা হলে তিনি ফয়সালা দিলেন ঃ বাগানের মালিক দিনের বেলা বাগানের হেফাজত করবে এবং পশুর মালিক রাতের বেলা পশুর হেফাযত করবে। রাতের বেলা পশু কোন ক্ষতি করলে তার ক্ষতিপূরণ পশুর মালিককেই বহন করতে হবে।

অধ্যায় ঃ ২৩

كِتَابُ الْقَضَاءِ

বিচার ব্যবস্থা

بَابٌ فِىْ طَلَبِ الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিচারকের পদ প্রার্থনা করা

٣٥٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِىْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

৩৫৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে বিচারকের পদে নিয়োগ করা হলো, সে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ হলো।

٣٥٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِىِّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

৩৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে জনগণের বিচারক নিয়োগ করা হলো, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো।

بَابٌ فِى الْقَاضِىْ يُخْطِئُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিচারক ভুল করলে

٣٥٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِىُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ أَبِىْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ

فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ شَىْءٍ فِيْهِ يَعْنِىْ حَدِيْثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ.

৩৫৭৩। ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিচারক হলো তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বিচারক হবে জান্নাতী এবং অপর দুই শ্রেণীর বিচারক হবে দোযখী। বেহেশতী হবে সেই বিচারক যে সত্যকে অনুধাবন করে তদনুযায়ী ফয়সালা দান করে। যে বিচারক প্রকৃত সত্যকে জেনেও তার বিপরীত ফয়সালা দেয় সে দোযখী। অনুরূপভাবে যে বিচারক অজ্ঞতা প্রসূত ফয়সালা দান করে সেও জাহান্নামী। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীস সর্বাধিক সহীহ, অর্থাৎ ইবনে বুরায়দার হাদীস– বিচারক তিন শ্রেণীর।

٣٥٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ.

৩৫৭৪। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিচারক যখন রায় দেয়ার মনস্থ করে এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে যদি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে, তবে তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। রায় দেয়ার জন্য চিন্তা-গবেষণা করে সে যদি ভুল করে বসে তবে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে। আমি এ হাদীস আবূ বকর ইবনে হাযম (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে একইভাবে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧٥- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ أَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

৩৫৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হলো এবং তা পেয়েও গেলো। যদি তার ইনসাফ ও ন্যায়বিচার যুলুমকে পরাজিত করে তবে সে বেহেশতী হবে। আর যার যুলুম ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে পরাস্ত করে সে জাহান্নামী হবে।

٣٥٧٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِىْ يَحْيَى الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ. إِلٰى قَوْلِهِ اَلْفٰسِقُوْنَ. هٰؤُلَاءِ الْأٰيَاتُ الثَّلَاثُ نَزَلَتْ فِىْ يَهُوْدَ خَاصَّةً فِىْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ.

৩৫৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ যারা আল্লার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফের..... তারাই ফাসেক" (সূরা মাইদা ঃ ৪৫-৪৭) পর্যন্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উল্লেখিত আয়াত তিনটি ইহূদীদের, বিশেষ করে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর গোত্রকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে।

بَابٌ فِىْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিচার প্রার্থনা করা এবং তাড়াহুড়া করে রায় দেয়া

٣٥٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِىِّ الْأَزْرَقِ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىُّ جَالِسٌ فِىْ حَلْقَةٍ فَقَالَا أَلَا رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْحَلْقَةِ أَنَا فَأَخَذَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ.

৩৫৭৭। আবদুর রহমান ইবনে বিশর আল-আযরাক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিনদার দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে এসে হাযির হলো। আবু মাসউদ (রা) তখন এক বৈঠকে বসা ছিলেন। তারা উভয়ে বললো, এমন কেউ আছে কি, যে

আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিতে পারে? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, আমি। আবু মাসঊদ (রা) এক মুষ্টি কাঁকর তুলে তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, থামো! বিচারের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা নিন্দনীয়।

٣٥٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ بِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ. وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ بِلاَلِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ.

৩৫৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থনা করে এবং তা পাওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দেয়া হয় (সাহায্য বঞ্চিত অবস্থায়)। আর যে ব্যক্তি উক্ত পদের জন্য লালায়িত হয় না এবং তা অর্জন করার জন্য কারো সহযোগিতাও চায় না, (তাকে যদি এই পদে নিয়োগ করা হয়) তবে আল্লাহ তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন।

٣٥٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.

৩৫৭৯। আবু মূসা (রা) বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পদের লোভ করে আমরা তাকে কখনো আমাদের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করবো না।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّشْوَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ উৎকোচের চরম পরিণতি

٣٥٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

৩৫৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

بَابٌ فِىْ هَدَايَا الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত উপঢৌকন

٣٥٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَدِىُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِىُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِىْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّىْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. قَالَ وَأَنَا أَقُوْلُ ذٰلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِىَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهٰى.

৩৫৮১। আদী ইবনে উমায়রা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যদি আমাদের সরকারী কোন দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়, আর সে যদি আমাদের সরকারী তহবিল থেকে একটি সূঁই অথবা তার অধিক কিছু আত্মসাৎ করে তবে সে খেয়ানতকারী। কিয়ামতের দিন সে তার এই খেয়ানতের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে কালো বর্ণের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। রাবী বলেন, আমি যেন তাকে দেখছি। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কথা বললে? সে বললো, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ আমি তো একথা বলেছি, যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করেছি, সে কম-বেশি যা আদায় করে নিয়ে আসবে তা জমা দিবে। তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে সে তা গ্রহণ করবে, আর তাকে যা থেকে বিরত থাকতে বলা হবে সে তা থেকে বিরত থাকবে।

بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পন্থা

٣٥٨٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

৩৫৮২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামান এলাকায় বিচারক করে পাঠালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন নব্য যুবক, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন, তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শোনবে ঠিক তদ্রূপ অন্য পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার মূল সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে। আলী (রা) বলেন, অত:পর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কখনো সন্দেহে পতিত হইনি।

بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিচারক যদি ভুল রায় প্রদান করেন

٣٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

৩৫৮৩। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি একজন মানুষই। তোমরা আমার কাছে তোমাদের মোকদ্দমা পেশ করে থাকো। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে অধিক দক্ষতার সাথে বা বাকপটুতার সাথে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম হতে পারে। ফলে আমি তার বিবরণ অনুসারে তার পক্ষে রায় দিয়ে বসতে পারি। এভাবে আমি যদি তাদের কোন ভাইয়ের হক (অধিকার) থেকে কিছু অংশ তাকে দেয়ার রায় প্রদান করি তবে সে যেন তা কখনো গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে এভাবে জাহান্নামের একটি টুকরাই দিলাম।

٣٥٨٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلاَنِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَقِّىْ لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ.

৩৫৮৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি তাদের মীরাস সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থি হলো। মৌখিক দাবি ছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের কাছে ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ... রাবী উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একথা শুনে তারা উভয়ে কাঁদতে লাগলো এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, আমার প্রাপ্য তোমাকে ছেড়ে দিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে বললেন ঃ তোমরা যখন এরূপ করছো তখন একটা কাজ করো। বিতর্কিত বস্তুটি উভয়ে ভাগ করে নাও, যা নষ্ট হয়েছে তা অনুমান করো, অতঃপর বিবেচনা করে যার যা প্রাপ্য হয় যথানিয়মে তাকে তা দান করো।

٣٥٨٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّىْ إِنَّمَا أَقْضِىْ بَيْنَكُمْ بِرَأْيِىْ فِيْمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَّ فِيْهِ.

৩৫৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে রাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ (উপরের) হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, দু'জন লোক তাদের মীরাস ও কিছু পুরানো জিনিসপত্র নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। তিনি (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করবো আমার নিজের রায় অনুযায়ী, যে সম্পর্কে আমার ওপর কিছু নাযিল হয়নি।

٣٥٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْىَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيْبًا لِأَنَّ اللّٰهَ كَانَ يُرِيَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ.

৩৫৮৬। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব রায় দিয়েছেন তা সঠিক ও নির্ভুল। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দিতেন। কিন্তু আমাদের রায় হচ্ছে ধারণা ও শ্রমের পর্যায়ভুক্ত। (অর্থাৎ আমাদের ওপর ওহী আসে না। আমরা চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করে সিদ্ধান্ত বের করি। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত সব সময় সঠিক নাও হতে পারে)।

টীকা ঃ এখানে সূরা নিসার ১০৫ নম্বর আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতটি হলো ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا. "(হে রাসূল), আমরা এ কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, তদনুযায়ী লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না"।

٣٥٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عُثْمَانَ الشَّامِيُّ وَلَا إِخَالُنِيْ رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْنِيْ حَرِيْزَ بْنَ عُثْمَانَ.

৩৫৮৭। আবু উসমান আশ-শামী (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন), আমার মতে হারীয ইবনে উসমানের চেয়ে কোন সিরীয়ই অধিক উত্তম নয়।

بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদীর আসন গ্রহণের নিয়ম

٣٥٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا

مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ.

৩৫৮৮। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, বাদী ও বিবাদী উভয়ে বিচারকের সামনে বসবে।

بَابُ الْقَاضِيْ يَقْضِيْ وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের রায় দেয়া নিষেধ

٣٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

৩৫৮৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পুত্র আবদুর রহমানকে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বিচারক যেন ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে রায় দান না করে।

بَابُ الْحَكَمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিম্মীদের বিবাদ মীমাংসা করার বর্ণনা

٣٥٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. فَنُسِخَتْ قَالَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ.

৩৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী। কাজেই তারা যদি তোমার কাছে (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে, তবে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তাদের (ইহূদীদের) বিচার মীমাংসা করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো" (সূরা মাইদা ঃ ৪২)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতকে নিম্নের এই আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) করা হয়েছে ঃ "অতএব তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা করো" (সূরা মাইদা ঃ ৪৮)।

টীকা ঃ আসমানী কিতাবসমূহের সমষ্টিকে 'আল-কিতাব' বলা হয়। কুরআন শরীফের এক নাম 'আল-কিতাব' (অনুবাদক)।

٣٥٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيْرِ إِذَا قَتَلُوْا مِنْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُوْ قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ.

৩৫৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "কাজেই তারা যদি তোমার কাছে (নিজেদের বিবাদ নিয়ে) আসে, তাহলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, হয় তাদের বিচার করো, অন্যথায় তাদেরকে উপেক্ষা করো। যদি তুমি (বিচারের ভার নিতে) অস্বীকার করো তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার করলে ঠিক ইনসাফ সহকারেই করবে। কেননা আল্লাহ ইনসাফপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন" (সূরা মাইদা ঃ ৪২)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বনী নাযীর গোত্রের কোন লোক বনী কুরায়যার কোন লোককে হত্যা করলে তারা রক্তমূল্যের (দিয়াতের) অর্ধেক পরিশোধ করতো। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যা বনী নাযীরের কোন লোককে হত্যা করলে তাদেরকে পূর্ণ রক্তমূল্য আদায় করতে হতো। উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করলেন।

টীকা ঃ ইহুদী বনী নাযীর গোত্রের লোকেরা নিজেদেরকে ইহুদী বনী কুরায়যার লোকদের চেয়ে সম্ভ্রান্ত মনে করতো। এজন্যই নাযীর গোত্রের কেউ কুরায়যা গোত্রের কাউকে হত্যা করলে তারা অর্ধেক রক্তমূল্য পরিশোধ করতো। কিন্তু কুরায়যার কোনো লোক নাযীরের কোনো লোককে হত্যা করলে তারা পূর্ণ রক্তমূল্য আদায় করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বৈষম্য দূর করে সমতা বিধান করেন (অনুবাদক)।

بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ বিচারকার্য পরিচালনায় ইজতিহাদের গুরুত্ব

٣٥٩٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِّنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ

أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِيْ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِ وَلاَ آلُوْ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৩৫৯২। মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-র কতিপয় সঙ্গীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্থ করলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে যখন কোন মোকদ্দমা নিয়ে আসা হবে, তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফয়সালা দিবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোন ফয়সালা না পাও? মু'আয (রা) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং আল্লাহর কিতাবে এর ফয়সালা না পাও? মু'আয (র) বললেন, আমি ইজতিহাদ করে এর ফয়সালা বের করবো এবং এ ব্যাপারে অলসতা করবো না। এ কথা শুনে তিনি মু'আযের বুকে হাত মারলেন (সাহস দিলেন), অতঃপর বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ بِمَعْنَاهُ.

৩৫৯৩। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানে পাঠালেন..... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِي الصُّلْحِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সন্ধি স্থাপন করা

٣٥٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا

مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. زَادَ أَحْمَدُ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ.

৩৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম সমাজে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা জায়েয। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আরো আছে, কিন্তু এমন সন্ধি জায়েয নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। সুলায়মান ইবনে দাঊদের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানরা নিজেদের শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য (যা চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে)।

٣٥٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ.

৩৫৯৫। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে নববীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইবনে আবু হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দিলেন। উভয়ের গলা চরমে উঠলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘর থেকে এগিয়ে এলেন এবং দরজার পর্দা তুলে তিনি কা'ব ইবনে মালেককে ডেকে বললেন ঃ হে কা'ব! তিনি সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির আছি। তিনি কা'বকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ তোমার

প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (ইবনে আবু হাদরাদকে) উঠো এবং অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করো।

بَابٌ فِى الشَّهَادَاتِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ সাক্ষ্য দেয়ার বর্ণনা

٣٥٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِىْ عَمْرَةَ الأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُّسْأَلَهَا شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ الَّذِىْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلاَ يَعْلَمُ بِهَا الَّذِىْ هِىَ لَهُ قَالَ الْهَمْدَانِىُّ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِىْ بِهَا الإِمَامَ وَالإِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ الْهَمْدَانِىِّ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنَ أَبِىْ عَمْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

৩৫৯৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে অবহিত করবো না? যে ব্যক্তি সাক্ষী তলব করার পূর্বেই সাক্ষী দেয় অথবা নিজের সাক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করে সে-ই হচ্ছে উত্তম সাক্ষী। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর সন্দেহে পড়েছেন যে, তার পিতা يَاتِىْ এবং يُخْبِرُ শব্দদ্বয়ের কোনটি বলেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় কিন্তু জানে না যে, এতে কার উপকার হচ্ছে। হামদানী বলেন, শাসককে অবহিত করা তার কর্তব্য। ইবনুস-সারহ বলেন, সে শাসককে অবহিত করবে। হামদানীর বর্ণনায়ই কেবল أَخْبَرَنَا আছে। ইবনুস সারহ (র) আবদুর রহমানের নাম বলেননি, বরং ইবনে আবু আমরার নাম উল্লেখ করেছেন।

টীকা ঃ আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তালাক, গোলাম আযাদকরণ, ওয়াকফ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অথবা যে ক্ষেত্রে বাদীর দাবি ঠিক কিন্তু তার কোন সাক্ষী নেই– এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সত্য ঘটনা জানে তার অগ্রগামী হয়ে সাক্ষ্য দেয়া সওয়াবের কাজ। অপর এক হাদীসে আছে ঃ "অচিরেই এমন একটি দলের আবির্ভাব হবে যাদেরকে সাক্ষী হিসাবে না ডাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্য দিবে।" পূর্ববর্তী হাদীস এবং এ হাদীসের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ এ হাদীসে এমন সাক্ষীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعَيِّنُ عَلَى خَصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرُهَا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ প্রকৃত ঘটনা না জেনে যে ব্যক্তি মোকদ্দমায় সাহায্য করে

٣٥٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

৩৫৯৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে রাশেদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র অপেক্ষায় বসে থাকলাম। তিনি বের হয়ে এসে আমাদের কাছে বসলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন দণ্ড (হদ্দ) কার্যকর করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে সে তা ত্যাগ (এবং তওবা) না করা পর্যন্ত আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত থাকে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন লোকের এমন দোষ গেয়ে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন। অতএব তাকে অনতিবিলম্বে তার কথা থেকে তওবা করা এবং তা ত্যাগ করা উচিত।

٣٥٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ابْنُ يَزِيدَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৫৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিবাদ-বিসম্বাদে অন্যায় সাহায্য করলো সে আল্লাহর গযবে পতিত হলো।

بَابٌ فِىْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া

٣٥٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ يَعْنِى الْعُصْفُرِىَّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِىِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ.فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ.

৩৫৯৯। খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের (ফজর) নামায পড়লেন। নামাশেষে তিনি দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন ঃ "অতএব তোমরা মূর্তির কদর্যতা থেকে দূরে থাকো, মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার করো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দাহ হও। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না" (সূরা হজ্জ ঃ ৩০-৩১)।

بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

٣٦٠٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْغِمْرِ عَلَى أَخِيْهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْغِمْرُ الْحِقْدُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْأَجِيْرُ التَّابِعُ مِثْلُ الْأَجِيْرِ الْخَاصِّ.

৩৬০০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারিনীর সাক্ষ্য এবং নিজের ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোন পরিবারের অনুকূলে তাদের খাদেম ও আশ্রিত ব্যক্তির সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, গিম্‌র অর্থ বিদ্বেষ, শত্রুতা; কানি' অর্থ ভৃত্য, আশ্রিতজন, অধীনস্থ ভৃত্য, বিশেষ ভৃত্যের অনুরূপ।

٣٦٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلٰى أَخِيْهِ.

৩৬০১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত এবং শুআইব (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমানত বিনষ্টকারী নারী-পুরুষ, যেনাকারী নারী-পুরুষ এবং কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য জায়েয নয় (গ্রহণযোগ্য নয়)।

بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلٰى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ শহরবাসীর পক্ষে বেদুঈনের সাক্ষ্য

٣٦٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.

৩৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শহরে বসবাসকারী লোকের ক্ষেত্রে বন-জঙ্গলে বা গ্রামে বা মরুভূমিতে বসবাসকারী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা ঃ শহরবাসীরা সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারী লোকের তুলনায় প্রায় সবদিক থেকে চালাক-চতুর, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথমোক্তরা সহজেই শেষোক্তদের প্রভাবিত বা বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই শহরবাসীর ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর এবং গ্রামবাসীর ক্ষেত্রে শহরবাসীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। তবে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হলে অথবা গ্রামবাসী হলেও শহরে বসবাস করে– এরূপ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে (অনুবাদক)।

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দুধপান সম্পর্কিত ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া

٣٦٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ

ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْهِ صَاحِبٌ لِىْ عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيْثِ صَاحِبِىْ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيٰى بِنْتَ أَبِىْ إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيْعًا فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ.

৩৬০৩। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকবা ইবনুল হারিস আমাকে এ হাদীসটি বলেছেন। আমার এক বন্ধুও এ হাদীসটি উকবার সূত্রে আমাকে বলেছেন। আমার বন্ধুর মাধ্যমে পাওয়া হাদীসটি আমি ভালো করে স্মরণ রেখেছি। উকবা (রা) বলেন, আবু ইহাবের কন্যা উম্মে ইয়াহ্ইয়াকে আমি বিবাহ করলাম। একজন কৃষ্ণকায় মহিলা আমাদের কাছে এসে বললো যে, সে আমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম। তিনি আমার কথায় আমল দিলেন না। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেন ঃ তুমি তা কীভাবে জানলে! সে তো যা বলার তা বলেছে। তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ত্যাগ করো।

টীকা ঃ নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে কোন শিশু তার মা ব্যতীত অপর কোন মহিলার স্তনের দুধ পান করলে ঐ মহিলা তার দুধমাতা হিসাবে গণ্য। তিনি এবং তার ছেলে-মেয়েরা ঐ শিশুর মাহ্রাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) আত্মীয় হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় অথবা ঘুমের ঘোরে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে যে কোন অবস্থায় একবার বা একাধিকবার দুধপান করলে এই আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় (অনুবাদক)।

٣٦٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّىْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَظَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ هٰذَا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ أَيُّوْبَ.

৩৬০৪। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়েদ ইবনে আবু মরিয়মের সূত্রে, তিনি উকবা ইবনুল হারিসের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনে আবু মুলাইকা) অবশ্য উকবার কাছেও সরাসরি হাদীসটি শুনেছি। কিন্তু উবায়েদের বর্ণিত হাদীসটিই আমি অধিক মুখস্থ করেছি। হাদীসটির বিষয়বস্তু উপরোল্লেখিত হাদীসের

অনুরূপ। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) হারিস ইবনে উমায়েরের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তিনি আইউবের নিকট থেকে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত একজন বিশ্বস্ত রাবী।

بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِى الْوَصِيَّةِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যিম্মীদের সাক্ষ্য এবং সফরকালে ওসিয়াত করা সম্পর্কে

٣٦٠٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوْقَاءَ هٰذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُشْهِدُهُ عَلٰى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوْفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِىَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِىُّ هٰذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِىْ كَانَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللّٰهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذَبَا وَلاَ بَدَّلاَ وَلاَ كَتَمَا وَلاَ غَيَّرَا وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضٰى شَهَادَتَهُمَا.

৩৬০৫। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। দাকূকা নামক শহরে জনৈক মুসলমানের মৃত্যু উপস্থিত হলো। সে তার কৃত ওসিয়াতের সাক্ষী রাখার মতো কোন মুসলমান পেলো না। ফলে সে দু'জন আহলে কিতাবকে সাক্ষী করে গেলো। তারা উভয়ে কুফায় এসে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র কাছে হাযির হয়ে তাকে তার ওসিয়াত সম্পর্কে অবহিত করলো এবং তার পরিত্যক্ত মালও হাযির করলো। আল-আশ'আরী (রা) বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার ঘটেছিল। তিনি উভয়কে আসর নামায পড়ার পর আল্লাহর নামে শপথ করান। তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, তারা না খেয়ানত করেছে না মিথ্যা বলেছে, না কিছু রদবদল করেছে, না কিছু গোপন করেছে, আর না কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করেছে। এটাই ছিল তার ওসিয়াত এবং এগুলো হচ্ছে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি। তিনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।

টীকা ঃ শুধু ওসিয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানের মামলায় অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন মোকদ্দমায় নয়। 'দাকূকা' হলো বাগদাদ ও ইরবিলের মধ্যবর্তী একটি এলাকার নাম (অনুবাদক)।

٣٦٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوْا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِنَا قَالَ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.

৩৬০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি (বুদাইল ইবনে আবু মরিয়ম) তামীমুদ-দারী ও আদী ইবনে বাদ্দার সাথে (সফরে) বের হলো। সাহম গোত্রের লোকটি এমন এক এলাকায় মারা গেলো যেখানে কোন মুসলমানের বসতি ছিলো না। তার সঙ্গীদ্বয় যখন তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসলো, দেখা গেলো স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা হারিয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে শপথ করালেন। পাত্রটি পরে মক্কায় পাওয়া গেলো। (পাত্রটি যাদের কাছে পাওয়া গেলো) তারা বললো, আমরা এটা তামীম ও আদীর কাছ থেকে ক্রয় করেছি। অতঃপর মৃত সাহমীর দু'জন উত্তরাধিকারী দাঁড়িয়ে শপথ করে বললো, আমাদের সাক্ষ্য তাদের (তামীম ও আদীর) সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক। আমাদের সাথীই (বুদাইল) এই পাত্রটির মালিক ছিলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে..." (সূরা মাইদা ঃ ১০৬-৮)।

بَابُ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَّقْضِيَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ বিচারক একজন মাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিতে পারেন, যদি তিনি তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হন

٣٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِّنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَشْىَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِىُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُوْنَ الأَعْرَابِىَّ فَيُسَاوِمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ وَلاَ يَشْعُرُوْنَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ فَنَادَى الأَعْرَابِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسَ وَإِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِىِّ فَقَالَ أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ الأَعْرَابِىُّ لاَ وَاللّٰهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الأَعْرَابِىُّ يَقُوْلُ هَلُمَّ شَهِيْدًا فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيْقِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

৩৬০৭। উমারাহ ইবনে খুযাইমা (র) থেকে বর্ণিত। তার চাচা তাকে অবহিত করেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঘোড়ার দাম নেয়ার জন্য তাঁর পিছে পিছে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত চলতে লাগলেন। তাতে বেদুঈন পিছে পড়ে গেলো। এ সময় কয়েকজন লোক বেদুঈনের সামনে এসে দরদাম করতে শুরু করলো। তারা জানতো না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ক্রয় করেছেন। (তারা যখন মূল্য বাড়িয়ে বললো), বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললো, যদি আপনি ক্রয় করতে চান তবে কিনুন, অন্যথায় আমি এটা বিক্রি করে দিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনের ডাক শুনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমার কাছ থেকে এটা ক্রয় করিনি? বেদুঈন বললো, আল্লাহর কসম! না, আমি আপনার কাছে তা বিক্রি করিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমার কাছ থেকে এটা ক্রয় করেছি। বেদুঈন বলতে লাগলো, তাহলে সাক্ষী নিয়ে আসুন। তখন খুযাইমা ইবনে ছাবিত (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি এটা তাঁর কাছে বিক্রি করেছো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাইমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি কী সাক্ষ্য দিচ্ছো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কথার সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাইমার একার সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করলেন।

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ এক শপথ ও এক জন সাক্ষীর ভিত্তিতে রায়দান

٣٦٠٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّىُّ قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَّشَاهِدٍ.

৩৬০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক শপথ ও একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন।

٣٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ سَلَمَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ عَمْرٌو فِى الْحُقُوْقِ.

৩৬০৯। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সালামা (রা) তার বর্ণনায় বলেন, আমর (র) বলেছেন, এটা অধিকারস্বত্ব সম্পর্কিত বিষয় ছিল।

٣٦١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ أَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِىْ رَبِيْعَةُ وَهُوَ عِنْدِىْ ثِقَةٌ أَنِّىْ حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِىَ بَعْضَ حَدِيْثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ.

৩৬১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী এবং শপথের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আর-রবী'

ইবনে সুলায়মান আল-মুআয্যিন আমার নিকট এ হাদীসে আরো কিছু বাক্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) আবদুল আযীযের সূত্রে আমাকে বলেছেন। পরে আমি তা সুহাইলকে বললে তিনি বলেন, রবীআ আমাকে বলেছেন যে, আমার মতে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, আমি তাকে এ হাদীস বললাম এবং আমি তা স্মরণ রাখতে পারলাম না। আবদুল আযীয (র) বলেন, সুহাইল একটি রোগে আক্রান্ত হলে তার স্মরণশক্তি কিছুটা হ্রাস পায় এবং তিনি তার কিছু সংখ্যক হাদীস ভুলে যান। এরপর থেকে 'রবীআ-তার পিতা' এই সূত্রে সুহাইল হাদীস বর্ণনা করতেন।

٣٦١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيتُ سُهَيْلاً فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي.

৩৬১১। রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু মুস'আবের সনদসূত্রে উপরোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান (র) বলেন, আমি সুহাইলের সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি এটা জানি না। আমি তাঁকে বললাম, রবীআ আপনার বরাতে এ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রবীআ যদি এ হাদীস আমার বরাতে তোমার নিকট বর্ণনা করে থাকেন তবে তুমি 'রবীআ-আমি' এই সূত্রে তা বর্ণনা করো।

٣٦١٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيَ الزُّبَيْبَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا أُذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ قَالَ لِي نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ بَيِّنَتُكَ قُلْتُ

سَمُرَةُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبِىْ سَمُرَةُ أَنْ يَّشْهَدَ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبٰى أَنْ يَّشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْاٰخَرِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِىْ فَحَلَفْتُ بِاللّٰهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَخَضْرَمْنَا اٰذَانَ النَّعَمِ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبُوْا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ وَلاَ تَمَسُّوْا ذَرَارِيَهُمْ لَوْلاَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً قَالَ الزُّبَيْبُ فَدَعَتْنِىْ أُمِّىْ فَقَالَتْ هٰذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِىْ فَانْصَرَفْتُ إِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِىْ اِحْبِسْهُ فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيْبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَيْنِ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ بِأَسِيْرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَّدِىْ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدَّ عَلٰى هٰذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِىْ أَخَذْتَ مِنْهَا قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَّدِىْ قَالَ فَاخْتَلَعَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيْهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اِذْهَبْ فَزِدْهُ اٰصُعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ فَزَادَنِىْ اٰصُعًا مِّنْ شَعِيْرٍ.

৩৬১২। যাবীব আল-আনবারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনবার গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা তাদেরকে তায়েফের কাছে রুকবা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলো। আমি সকলের আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া নাবিয়্যাল্লাহি ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং প্রাচুর্যও বর্ষিত হোক)। আমাদের কাছে আপনার সৈন্যবাহিনী গিয়েছে এবং তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমাদের জানোয়ারগুলোর কান চিরে ফেলেছি। যখন আনবার গোত্রের লোকেরা এসে পৌঁছলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমরা যে এই অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছ এর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? আমি

বললাম, হাঁ আছে। তিনি বললেন ঃ কে তোমার সাক্ষী? আমি বললাম, আনবার গোত্রের সামুরা এবং অন্য এক ব্যক্তি, তার নামও তাঁকে বললাম। লোকটি সাক্ষ্য দিলো (আমরা অভিযানের পূর্বেই মুসলমান হয়েছি)। সামুরা সাক্ষ্য দিতে রাজী হলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তো তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজী নয়। এখন তুমি কি তোমার অপর সাক্ষীর সাথে শপথ করবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে শপথ করালেন। আমি আল্লাহর নামে শপথ করলাম, আমরা অমুক অমুক দিন ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমাদের পশুগুলোর কান ফেঁড়ে দিয়েছি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈনিকদের বললেন ঃ যাও, তোমরা অর্ধেক মাল রাখো (আর বাকি অর্ধেক তাদেরকে ফেরত দাও) এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের গায়ে হাত দিও না। আল্লাহ তা'আলা যদি মুজাহিদদের আমল (কাজ) নিষ্ফল হওয়া অপছন্দ না করতেন তবে আমি তোমাদের এক গাছি রশিও রেখে দিতাম না। যাবীব (র) বলেন, আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, (সেনাবাহিনীর) এ লোকটি আমার বিছানা নিয়ে গেছে। আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তা তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি তার ঘাড়ে আমার কাপড় জড়িয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসলাম এবং তার পাশে একই জায়গায় দাঁড়ালাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে বললেন ঃ তোমার বন্দীর ব্যাপারে কী করতে চাও? আমি আমার হাত থেকে তাকে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ এর মায়ের কাছ থেকে তুমি যে বিছানা নিয়ে এসেছো তা একে ফেরত দাও। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! তা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। রাবী বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি লোকটির তরবারি খুলে নিয়ে তা আমাকে দিলেন, অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ যাও, তাকে কয়েক সা' খাদ্যদ্রব্য দাও। অতএব সে আমাকে কয়েক সা' বার্লি দিলো।

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ একই জিনিসের দু'জন দাবিদারের কারুরই সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই

٣٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

৩৬১৩। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি উট অথবা একটি পশুর দাবি পেশ করলো। তাদের উভয়ের কারুরই কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুটি উভয়কে দান করলেন।

٣٦١٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৩৬১৪। সাঈদ (র) তার উর্ধ্বতন রাবীদের মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

৩৬১৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একই উটের মালিকানা দাবি করলো। তাদের প্রত্যেকে দু'জন করে সাক্ষীও উপস্থিত করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে উভয়ের মধ্যে সমান অংশে বণ্টন করলেন।

٣٦١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِيْ مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذٰلِكَ أَوْ كَرِهَا.

৩৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুইজন লোক একটি জিনিসের মালিকানার দাবি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। তাদের উভয়ের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লটারী করে নির্ধারণ করে নাও কে শপথ করবে, চাই তারা এটা পছন্দ করুক বা না করুক।

٣٦١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْاِثْنَانِ الْيَمِيْنَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا. قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الْاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِيْنِ.

৩৬১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন (বাদী-বিবাদী) উভয়েই শপথ করাকে অপছন্দ অথবা পছন্দ করে, তখন উভয়ের মধ্যে কে শপথ করবে তা লটারী করে নির্ধারণ করে নাও।

٣٦١٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ.

৩৬১৮। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে মিনহালের সূত্রে একই হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঝগড়াটি ছিলো একটি পশুকে কেন্দ্র করে। বাদী-বিবাদী কারুরই কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ কে করবে তা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বিবাদীকে শপথ করতে হবে

٣٦١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

৩৬১৯। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে লিখে পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদীকে শপথ করানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ كَيْفَ الْيَمِيْنُ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ শপথ কিভাবে করতে হয়

٣٦٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ

عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِىْ لِرَجُلٍ حَلِّفْهُ احْلِفْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِى الْمُدَّعِىَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ يَحْيٰى اِسْمُهُ زِيَادٌ كُوْفِىٌّ ثِقَةٌ.

৩৬২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে শপথ করানোর সময় বললেন ঃ সেই আল্লাহর নামে শপথ করো যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমার কাছে বাদী বা অভিযোগকারীর কোনো কিছু পাওনা নেই। তিনি বিবাদীকে এ শপথ করিয়েছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু ইয়াহ্ইয়ার নাম যিয়াদ, তিনি কুফাবাসী, বিশ্বস্ত রাবী।

بَابٌ إِذَا كَانَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ বিবাদী যিম্মী হলে সে কি শপথ করবে?

٣٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذًا يَّحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِىْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً. إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

৩৬২১। আল-আশ'আছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং এক ইহূদী এক খণ্ড জমির মালিক ছিলাম। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করলো। আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বললেন ঃ শপথ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে যখনই শপথ করবে, আমি আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের জন্য কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭)।

بَابُ الرَّجُلِ يُحَلِّفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অনুপস্থিত বিষয়ে নিজের জানামতে শপথ করা

٣٦٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِّنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هٰذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ يَعْنِي لِلْيَمِينِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

৩৬২২। আল-আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি ও হাদরামাওতের এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার পিতা আমার জমি ছিনিয়ে নিয়েছিলো, বর্তমানে তা তার দখলে আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? হাদরামী বললো, না। কিন্তু আমি তাকে হলফ করে বলতে পারি, আল্লাহ্ জানেন যে, তা আমার জমি এবং তার পিতা আমার এই জমিটা জবরদখল করে নিয়েছে– একথা সে জানে না। অতঃপর কিনদী শপথ করার জন্য তৈরি হলো। এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هٰذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذٰلِكَ.

৩৬২৩। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

হাদরামাওতের এক ব্যক্তি এবং কিনদার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার পিতার এক খণ্ড জমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিনদী বললো, এটা আমার জমি, আমার হাতে আছে এবং আমিই তা চাষাবাদ করে আসছি, এর ওপর তার কোনো স্বত্বাধিকার নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বললেন ঃ তোমার কি কোনো সাক্ষী-প্রমাণ আছে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তোমাকে তার শপথের ওপর নির্ভর করতে হবে। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো এক পাপাচারী, কি শপথ করছে তার কোনো পরোয়া করবে না এবং কোনো কিছু থেকেই সে বিরত থাকে না। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার কোনো লাভ নেই, তোমাকে তার শপথের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

بَابُ الذِّمِّيِّ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যিম্মীকে কিভাবে শপথ করে বলা হবে

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ لِلْيَهُوْدِ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ عَلٰى مَنْ زَنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ فِيْ قِصَّةِ الرَّجْمِ.

৩৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদীদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যিনি মূসা (আ)-এর ওপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমরা ব্যভিচারীর জন্য তাওরাতে কী ধরনের শাস্তির উল্লেখ দেখতে পাও? পূর্ণ হাদীসটি রজম সংক্রান্ত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে (কিতাবুল হুদূদ, বাব ফী রাজমিল ইয়াহূদিয়্যায়ন, নং ৪৪৪৬-৫৫)।

٣٦٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَبُو الْأَصْبَغِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيْهِ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ.

৩৬২৫। আয-যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে, মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি যিনি জ্ঞানের অনুসরণ করেন এবং তার

স্মৃতিশক্তি থেকে বলেন যে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাবী একইভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَعْنِيْ لابْنِ صُوْرِيَا أُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ نَجَّاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى أَتَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ قَالَ ذَكَّرْتَنِيْ بِعَظِيْمٍ وَلاَ يَسَعُنِيْ أَنْ أَصْنَعَ كَ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৩৬২৬। ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সূরিয়াকে বললেন ঃ সেই আল্লাহর শপথ করে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যিনি তোমাদেরকে ফেরাউন বাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগর পার করে দিয়েছেন, তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়াদান করেছেন, 'মান্ন' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য নাযিল করেছেন এবং তোমাদের ওপর মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাওরাত নাযিল করেছেন! বলো, তোমরা কি তোমাদের সেই কিতাবে রজমের শাস্তির (ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার) নির্দেশ দেখতে পাও? ইবনে সূরিয়া বললো, আপনি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বরাত দিয়েছেন। আপনার প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দেয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلٰى حَقِّهِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি নিজ অধিকার আদায়ের জন্য শপথ করে

٣٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

৩৬২৭। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে (কোন বিষয়ে) ফয়সালা দান করলেন। যার বিপক্ষে ফয়সালা দেয়া হলো সে পিঠ ফিরিয়ে যাওয়ার সময় বললো, 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অজ্ঞতা ও বোকামীর জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু তোমাকে তো চতুর ও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। যদি কোনো কারণে তুমি হেরে যেতে তখন বলতে, আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।

بَابٌ فِى الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ঋণ পরিশোধ না করলে আটক করা যাবে কি?

٣٦٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ اَبِىْ دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوْبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.

৩৬২৮। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ না করে তবে তার মান-সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ করা যায় এবং তাকে শাস্তিও দেয়া যায়। ইবনুল মুবারক (র) বলেন, يُحِلُّ عِرْضَهُ অর্থ 'তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা বৈধ' এবং عُقُوْبَتَهُ অর্থ 'তাকে আটক করা যেতে পারে'।

٣٦٢٩- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا هِرْمَاسُ بْنُ حَبِيْبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيْمٍ لِىْ فَقَالَ لِىْ اِلْزَمْهُ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا أَخَا بَنِىْ تَمِيْمٍ مَا تُرِيْدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيْرِكَ.

৩৬২৯। হিরমাস ইবনে হাবীব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার এক ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি তার পিছনে লেগে থাকো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে তামীম গোত্রের সরদার! তোমার কয়েদীকে কি করতে চাও (হাদীসটি সুনান আবু দাউদ-এর মিসরীয় মুদ্রণে নেই)।

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ.

৩৬৩০। বাহ্‌য ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (অপরাধে লিপ্ত থাকার) অনুমানের ভিত্তিতে কয়েদ করেছিলেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ তার অপরাধের খোলাখুলি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো না। প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য তাকে কয়েদ করা হয় এবং পরে ছেড়ে দেয়া হয় (অনুবাদক)।

٣٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَخَذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ.

৩৬৩১। বাহ্‌য ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি অর্থাৎ ইবনে কুদামার বর্ণনা অনুযায়ী বাহ্‌য ইবনে হাকীমের দাদার ভাই অথবা তার চাচা, আর মুআম্মালের বর্ণনা অনুযায়ী বাহ্‌যের দাদা মুআবিয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবাদানরত অবস্থায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, পুলিশ আমার প্রতিবেশীকে কেন আটক করেছে? কথাটা তিনি দু'বার বললেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বারই তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অতঃপর তিনি একটা কিছু বললেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। মুআম্মালের বর্ণনায় وَهُوَ يَخْطُبُ বাক্যাংশটুকু নেই।

بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ওয়াকালা (প্রতিনিধি নিয়োগ)

٣٦٣٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّىْ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِىْ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغٰى مِنْكَ اٰيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى تَرْقُوَتِهِ.

৩৬৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। অধস্তন রাবী আবু নুআয়ম (র) জাবের (রা)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি (জাবের) বলেছেন, আমি খায়বার এলাকায় যেতে মনস্থ করলাম। অতএব আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, আমি খায়বারের দিকে যেতে চাই। তিনি বললেনঃ যখন তুমি আমার প্রতিনিধির কাছে আসবে তখন তার কাছ থেকে পনেরো ওয়াসক (খেজুর) নিও। যদি সে তোমার কাছে এর প্রমাণ চায় তাহলে তুমি তার কণ্ঠনালীতে হাত রাখবে।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত তাঁর প্রতিনিধিকে পূর্বেই এ ধরনের সংকেতের কথা বলে দিয়ে থাকবেন (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ বিচার সংক্রান্ত আরো কয়েকটি সমস্যা

٣٦٣٣-حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

৩৬৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রাস্তা (নির্মাণ) নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলে তা সাত গজ পরিমাণ চ্যাপ্টা করো।

٣٦٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ فَنَكَسُوْا فَقَالَ مَا لِىْ أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لَأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ أَبِىْ خَلَفٍ وَهُوَ أَتَمُّ.

৩৬৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের কাছে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। (আবু হুরায়রার কাছে এ হাদীস শুনে)

লোকেরা ঘাড় নীচু করলো। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা এ হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? আমি তোমাদের জন্য এ হাদীসটি শিরোধার্য করে দিবো (বারবার শুনিয়ে)।

٣٦٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ أَبِىْ صِرْمَةَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِىْ صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

৩৬৩৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী আবু সিরমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (অন্যায়ভাবে) কারো ক্ষতিসাধন করবে আল্লাহ তার ক্ষতিসাধন করবেন। যে ব্যক্তি অযৌক্তিকভাবে কারো বিরোধিতা করবে (বা কষ্টে নিক্ষেপ করবে) আল্লাহ তার বিরোধী হবেন (এবং তাকে কষ্টে নিক্ষেপ করবেন)।

٣٦٣٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلٰى أَبِىْ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِّنْ نَخْلٍ فِىْ حَائِطِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلٰى نَخْلِهِ فَيَتَأَذّٰى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَّبِيْعَهُ فَأَبٰى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُّنَاقِلَهُ فَأَبٰى فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّبِيْعَهُ فَأَبٰى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُّنَاقِلَهُ فَأَبٰى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيْهِ فَأَبٰى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِىِّ اِذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ.

৩৬৩৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারীর বাগানের মধ্যে তারও কয়েকটি খেজুর গাছ ছিলো। আনসারী তার পরিবার-পরিজনসহ এখানে বাস করতেন। সামুরা (রা) বাগানে আসা-যাওয়া করতেন। এতে আনসারী অসুবিধা ও কষ্টবোধ করতেন। তিনি তার খেজুর গাছগুলো ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু সামুরা (রা) এতে

রাজী হলেন না। আনসারী তাকে এটা বদল করার জন্য প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবেও রাজী হলেন না। আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে এটা বিক্রি করে দেয়ার কথা বললেন, কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তিনি এটা বদল করার প্রস্তাব দিলেন, সামুরা তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাকে এটা দান করে দাও। তিনি তাকে উৎসাহিত করে বললেন ঃ তোমার জন্য (বেহেশতে) এই এই জিনিস রয়েছে। কিন্তু তাতেও তিনি রাজী হলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি (প্রতিবেশীর পক্ষে) ক্ষতিকর, কষ্টদানকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীকে বললেন ঃ যাও, তুমি তার খেজুর গাছগুলো উপড়ে ফেলো।

٣٦٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. قَالَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ الْآيَةَ.

৩৬৩৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। হাররা নামক (কাঁকরময়) স্থান থেকে প্রবাহিত পানির বণ্টন নিয়ে যুবায়ের (রা)-র সাথে এক ব্যক্তির বিবাদ হলো। আনসারী লোকটি বললো, পানিকে প্রবাহিত হয়ে আসতে দাও। কিন্তু যুবায়ের (রা) এতে রাজী হলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়েরকে বললেন ঃ হে যুবায়ের! তোমার জমিতে পানি দাও; অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমির দিকে তা ছেড়ে দাও। রাবী বলেন, এ কথায় আনসারী ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাইতো (পক্ষপাতিত্ব)! এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি (যুবায়েরকে) বললেন ঃ তোমার জমিতে পানি দাও, অতঃপর তা আটকে রাখো যাতে আইল পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়ের (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার মতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "না, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রভুর শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ

তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না; বরং তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)।

٣٦٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيْهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِىْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُوْنَ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَهْزُوْرٍ يَعْنِى السَّيْلَ الَّذِىْ يَقْتَسِمُوْنَ مَاءَهُ فَقَضٰى بَيْنَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لاَيَحْبِسُ الْأَعْلٰى عَلَى الْأَسْفَلِ.

৩৬৩৮। ছা'লাবা ইবনে আবু মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার প্রবীণদেরকে আলোচনা করতে শুনেছেন, কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তির ইহূদী বনী কুরায়যা গোত্রের পানির সাথে অংশীদার ছিলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাহযূর মাঠ থেকে প্রবাহিত পানি সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো, যাতে বৃষ্টির পানি এসে জমা হতো। এর পানি সবাই বণ্টন করে নিয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে ফয়সালা দিলেন ঃ প্রথম ব্যক্তি পায়ের গোছা পর্যন্ত জমিতে পানি জমা করবে। অতঃপর উচ্চ ভূমির মালিক নিম্ন ভূমির মালিকের দিকে পানির প্রবাহে বাধা দিতে পারবে না।

٣٦٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى فِى السَّيْلِ الْمَهْزُوْرِ أَنْ يُّمْسَكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلٰى عَلَى الْأَسْفَلِ.

৩৬৩৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে এবং শুআইব (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযূর মাঠের পানি সম্পর্কে এই ফয়সালা দিয়েছেন ঃ পায়ের গোছা ডুবে যাওয়ার পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত এর পানি আটকিয়ে রাখা যাবে। অতঃপর উপরের ব্যক্তি নীচের ব্যক্তির জমিনের দিকে পানি ছেড়ে দিবে।

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ طُوَالَةَ وَعَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اخْتَصَمَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ فِىْ حَرِيْمِ نَخْلَةٍ فِىْ حَدِيْثِ أَحَدِهِمَا فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَفِىْ حَدِيْثِ الْاٰخَرِ فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضٰى بِذٰلِكَ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَأَمَرَ بِجَرِيْدَةٍ مِنْ جَرِيْدِهَا فَذُرِعَتْ.

৩৬৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি খেজুর গাছের পরিধি সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তা পরিমাপ করার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী মাপা হলো এবং পরিমাণে সাত গজ হলো। অপর বর্ণনা অনুযায়ী এর পরিমাণ হলো পাঁচ গজ। তিনি তদনুযায়ী ফয়সালা দিলেন। আবদুল আযীয (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ খেজুর গাছের একটি ডাল দিয়ে মাপার নির্দেশ দিলেন এবং তা দিয়ে মাপা হলো।

অধ্যায় ঃ ২৪

كِتَابُ الْعِلْمِ

(জ্ঞান)

بَابٌ فِىْ فَضْلِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ জ্ঞানার্জনের ফযীলাত

٣٦٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ.

৩৬৪১। কাছীর ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু দারদা (রা)-র সাথে দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে একজন লোক এসে বললো, হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাসূলের শহর মদীনা) থেকে এসেছি একটি হাদীসের জন্য। শুনেছি, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে তা বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোন্ উদ্দেশ্যে

আমি আসিনি। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে বেহেশতের পথসমূহের মধ্যে কোন একটি পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমানে ও জমিনে যারা আছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দু'আ প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। সাধক (আবেদ) ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদার তুলনা হচ্ছে– যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা বা প্রভাব। জ্ঞানীরা হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরি। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম বা জ্ঞানভাণ্ডার। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

টীকা ঃ ইলম শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিশ্বাস, কোন জিনিসকে তথ্য সহকারে জানা। কুরআন-হাদীসে 'আল-ইলম' বলতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক সেই জ্ঞানকে বুঝায় যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক কখনও আবিষ্কার করতে পারে না। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা সব মুসলমানের উপর ফরয। কেননা ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজন পরিমাণ জ্ঞান না থাকলে কোন লোকের পক্ষেই সঠিকভাবে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। বৈষয়িক উন্নতির জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কতিপয় লোক যে 'ফরয' আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় এবং কেউই পালন না করলে সবাই গুনাহগার হয় তাকে ফরযে কিফায়া বলে (অনুবাদক)।

٣٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ لَقِيْتُ شَبِيْبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سَوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِمَعْنَاهُ يَعْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৬৪২। আবু দারদা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

৩৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার বেহেশতের পথ সুগম করে দেন। যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে রেখেছে, তার বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

بَابُ رِوَايَةِ حَدِيْثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আহলে কিতাবের হাদীস (কথাবার্তা) বর্ণনা করা

٣٦٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هٰذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْيَهُوْدِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوْهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوْهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُ.

৩৬৪৪। ইবনে আবু নামলা আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আবু নামলা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তখন এক ইহূদীও তাঁর কাছে বসা ছিল। তাঁর সামনে দিয়ে একটি জানাযা (লাশ) বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ইহূদী বললো, হে মুহাম্মাদ! এই জানাযা (লাশ) কি কথাবার্তা বলতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহই ভালো জানেন। ইহূদী বললো, সে (কবরে) কথোপকথন করবে (কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা শুনতে পাবে না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কিতাবধারীগণ (ইহূদী-খৃস্টান) তোমাদেরকে যেসব কথাবার্তা বলে তা তোমরা বিশ্বাসও করো না এবং মিথ্যাও মনে করো না। তোমরা বলো, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলাম। তাদের কথা যদি বাতিল (মিথ্যা) হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করলে না। আর তাদের কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তা মিথ্যাও মনে করলে না।

٣٦٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ إِنِّي وَاللّٰهِ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلاَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ.

৩৬৪৫। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহুদীদের (হিব্রু ভাষা) লেখা শিক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। আমি তদনুযায়ী ইহুদীদের লেখা শিক্ষা করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! ইহুদীরা আমার পক্ষ থেকে সঠিক লিখবে বলে আমার ভরসা হচ্ছে না। রাবী বলেন, পনের দিন যেতে না যেতেই আমি তাদের লেখা আয়ত্ত করে ফেললাম। তিনি চিঠিপত্র লেখানোর ইচ্ছা করলে আমি লিখে দিতাম এবং তার কাছে (হিব্রু ভাষায়) চিঠিপত্র আসলে আমি তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম (দোভাষীর কাজ করতাম)।

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখা

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ مُغِيْثٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِىْ قُرَيْشٌ وَقَالُوْا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيْهِ فَقَالَ اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ.

৩৬৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই শুনতাম লিখে নিতাম। মনে রাখার উদ্দেশ্যেই আমি তা করতাম। কুরাইশগণ আমাকে সবকিছু লিখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শোনা সবকিছুই লিখে রাখো? তিনি তো একজন মানুষ, ক্রোধ ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলেন। অতএব আমি লেখা স্থগিত রাখলাম। আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আঙ্গুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ তুমি লিখে রাখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ থেকে সর্বাবস্থায় সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বা তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী তাঁর জীবদ্দশায়ই লিখে রেখেছেন। কিন্তু অপর কয়েকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সনদসূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ فَلْيَمْحِهُ وَحَدِّثُوْا عَنِّىْ وَلاَ حَرَجَ. "তোমরা

আমার কাছ থেকে (কুরআন ছাড়া অন্য কিছু) লিখে রেখো না। যে ব্যক্তি লিখে রেখেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোন দোষ নেই।" তাঁর অপর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ اِسْتَاْذَنَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَاْذَنْ لَنَا "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (কুরআন ছাড়া অন্য কথা অর্থাৎ হাদীস) লিখে রাখার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমতি দেননি।" ওহী লেখক সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র একটি বর্ণনায় আছে ঃ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ نَكْتُبَ شَيْئًا "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু) লিখে না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"

এসব নিষেধের মূল কারণ হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবাগণ কুরআন ও হাদীস একত্রে একই পাত্রে লিখতেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সনদসূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বসে লিখছিলেন। এমন সময় নবী (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ مَا هٰذَا تَكْتُبُوْنَ 'তোমরা কি লিখছো'? তারা বললেন, مَا نَسْمَعُ مِنْكَ 'আপনার কাছ থেকে যা শুনতে পাই'। তিনি বললেন ঃ اَكِتَابٌ مَّعَ كِتَابِ اللّٰهِ؟ 'আল্লাহর কিতাবের সাথে আর একখানি কিতাব লিখিত হচ্ছে কি'? নবী (সা) আদেশ দিলেন, اَمْحِضُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَخَلِّصُوْهُ "এরূপ লেখার নিয়ম তোমরা পরিত্যাগ করো। কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব খালেছভাবে লিপিবদ্ধ করো।" অতঃপর সংমিশ্রিত লেখা বিনষ্ট করে দেয়া হয়।

কুরআনের সাথে অন্য জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে লেখার ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কুরআনের বিশেষ ভাব, ভাষা, বাণী এবং এর গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবধারার সাথে তখনও সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়ে উঠেনি। কুরআন ও অ-কুরআনের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিবেক-বুদ্ধি তখনও তাদের মাঝে জাগ্রত হয়নি। স্মরণশক্তিসম্পন্ন সাহাবাদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যে, তারা যেন তাদের স্মৃতিশক্তিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগান।

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, "হাদীস লিখতে প্রথমদিকে নিষেধ করা হয়েছিল। কুরআন পরিচিত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। পরে যখন কুরআন সর্বজন পরিচিত হয়ে উঠলো তখন হাদীস লেখার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিল তারা কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করে বসতে পারে, এই ভয়ে তাদেরকে লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু সে নিষেধের ফলে লেখা মূলতই হারাম ছিলো না। যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিলো না তাদেরকে হাদীস লেখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।" ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, "মনে হয় হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করা প্রথম যুগের ব্যাপার ছিল। পরবর্তী কালে এটা জায়েয করা হয়েছে। আর নিষেধ করা হয়েছিল কুরআনের সাথে মিশিয়ে একই কাগজে হাদীস লিখতে। কেননা তার ফলে কুরআন ও হাদীস সংমিশ্রিত হয়ে যেতো এবং তা পাঠকদের পক্ষে বড়োই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়াতো" (আবু দাঊদের ব্যাখ্যা মা'আলিমুল সুনান)। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অপর কিছু লিখতে নিষেধ করা হলেও তাতেও ব্যতিক্রম ছিল। নিম্নের হাদীস থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَرْوِىَ حَدِيْثًا فَاَرَدْتُ اَنِّىْ اَسْتَعِيْنُ بِكِتَابِ يَدِىْ مَعَ قَلْبِىْ اِنْ رَاَيْتَ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ حَدِيْثِىْ فَاسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ.

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি, অবশ্য আপনি যদি তা পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার হাদীস লিখতে চাইলে তা স্মরণ রাখার সাথে সাথে লিখে রাখতেও পারো" (সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব মান রাখ্‌খাসা ফী কিতাবাতিল ইল্‌ম, নং ৪৮৫; হাকেম)।

শুধু তাই নয়, নবী আলাইহিস সালামের দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিম্নোক্ত কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়।

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ اِذْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْمَدِيْنَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلاً قُسْطُنْطِنِيَّةُ اَوْ رُوْمِيَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَلْ مَدِيْنَةُ هِرَقْلَ اَوَّلاً.

"আমরা বহু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কনোষ্টান্টিনপল' প্রথমে বিজিত হবে, না রোম (এশিয়া মাইনর)? তিনি বললেন ঃ না, বরং হেরাকলিয়াসের শহরই আগে বিজিত হবে (সুনানুদ দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ৪৭, নং ৪৮৬)।

সুতরাং এ হাদীস থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে বসে তাঁরই চোখের সামনে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন (অনুবাদক)।

٣٦٤٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ لاَّ نَكْتُبَ شَيْئًا مِّنْ حَدِيْثِهِ فَمَحَاهُ.

৩৬৪৭। আল-মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) মুআবিয়া (র)-র কাছে গেলেন। মুআবিয়া (রা) তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দিলেন। যায়েদ (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে না রাখার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা লেখা হয়েছিল তাও মুছে দিলেন।

٣٦٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَا كُنَّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشَهُّدِ وَالْقُرْاٰنِ.

৩৬৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) বলেন, আমরা তাশাহ্হুদ ও আল-কুরআন ব্যতীত কিছু লিখতাম না।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبُوْا لِيْ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ.

৩৬৪৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কা বিজয় হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, আবু শাহ নামীয় ইয়ামানের এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা আমাকে লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।

٣٦٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ عَمْرٍو مَا يَكْتُبُوْهُ قَالَ الْخُطْبَةَ الَّتِيْ سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِّنْهُ.

৩৬৫০। আল-ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবু আমর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কী লিখেছেন? তিনি বলেন, তৎকালে তিনি তাঁর যে ভাষণ শুনেছিলেন।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِي الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

٣٦٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمَعْنٰى عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُوْ بِشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُكَ قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهُ وَجْهٌ

وَمَنْزِلَةٌ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩৬৫১। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুবায়ের (রা)-কে বললাম, আপনি অপরাপর সাহাবীদের মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে আগুনের মধ্যে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলো।

بَابُ الْكَلاَمِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ بِلاَ عِلْمٍ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ নিশ্চিতভাবে না জেনে আল্লাহর কিতাব থেকে আলোচনা করা

٣٦٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ أَخُوْ حَزْمٍ الْقَطْعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

৩৬৫২। জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের (মনগড়া) মতে কোন কথা বলেছে, আর (ঘটনাক্রমে) তার বলাটা সঠিকও হয়েছে, তথাপি সে ভুল করেছে।

بَابُ تَكْرِيْرِ الْحَدِيْثِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কথার পুনরাবৃত্তি করা

٣٦٥٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ عَقِيْلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيْثًا أَعَادَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৩৬৫৩। আবু সাল্লাম (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক খাদেমের সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন।

بَابٌ فِيْ سَرْدِ الْحَدِيْثِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দ্রুত গতিতে কথা বলা ঠিক নয়

٣٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اسْمَعِيْ يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ أَلاَ تَعْجَبُ إِلَى هٰذَا وَحَدِيْثِهِ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحَدِّثُ الْحَدِيْثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُّحْصِيَهُ أَحْصَاهُ.

৩৬৫৪। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আয়েশা (রা)-র হুজরার (কোঠার) পাশে এসে বসলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) দু'বার বললেন, হে হুজরাবাসিনী! শুনুন। আয়েশা (রা) নামায শেষ করে উরওয়াকে বললেন, তুমি কি এই ব্যক্তি (আবু হুরায়রা) ও তার কথায় আশ্চর্যবোধ করছো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন কথা বলতেন তবে তিনি এতো স্পষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে বলতেন, যদি কোন গণনাকারী তা গণনা করতে চাইতো তবে সে অনায়াসেই তা গণনা করতে পারতো।

٣٦٥٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِيْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِيْ ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِيْ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ سَرْدَكُمْ.

৩৬৫৫। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আবু হুরায়রার আচরণ তোমাকে কি অবাক করে না? সে এসে আমার কামরার এক পাশে বসে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস পড়ে শুনাতে লাগলো। আমি তখন নামাযে রত ছিলাম। আমার নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেলো। আমি যদি তাকে পেতাম তবে তাকে বলতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মত তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না।

بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْفُتْيَا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা

٣٦٥٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْغَلُوْطَاتِ.

৩৬৫৬। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ এখানে এমন ধরনের প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা। এর ফলে অনেক সময় সমাজে অনিষ্ট ও বিপথগামিতার প্রসার ঘটে (অনুবাদক)।

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِىَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ نُعَيْمَةَ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ الطُّنْبُذِىِّ رَضِيْعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلٰى مَنْ أَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَنْ أَشَارَ عَلٰى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهٰذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ.

৩৬৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে ফতোয়া দেয়া হয়েছে...। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দেয়া হয় তার গুনাহ ফতোয়াদানকারীর উপর চাপবে। সুলায়মানের বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনেও তার ভাইকে ক্ষতিকর পরামর্শ দেয়, অথচ সে জানে যে, কল্যাণ তার বিপরীতে রয়েছে– সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

টীকা ঃ ফতোয়া হলো ইসলামী আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমগণের 'আইনগত অভিমত'। উক্ত অভিমত সরকার কর্তৃক বলবৎ হলে তা আইনে পরিণত হয় (অনুবাদক)।

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জ্ঞানের কথা গোপন করা বড়ো গুনাহ

٣٦٥٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।

بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ফযীলাত

٣٦٥٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَّسْمَعُ مِنْكُمْ.

৩৬৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (আমার কাছ থেকে) উত্তমরূপে জ্ঞানের কথা শুনে রাখো। কেননা লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে তা শুনবে, অতঃপর তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের কাছ থেকে পরবর্তীরা শুনে নিবে।

٣٦٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

৩৬৬০। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীস শুনে তা মুখস্থ রাখলো বা হেফাযত করলো এবং অপরের কাছেও পৌঁছে দিলো, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল ও চিরসবুজ করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার ব্যক্তির নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু ধারক-বাহক নিজেরা সমঝদার নয়।

টীকা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাণীর প্রচারকদের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একে অপরের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও অধিক সমঝদার হতে পারেন। আবার জ্ঞানের এমন অনেক বাহকও আছেন যাদের উক্ত জ্ঞানের গভীরে পৌঁছার যোগ্যতা নাও থাকতে পারে (অনুবাদক)।

٣٦٦١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

৩৬৬১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চেষ্টার দ্বারা আল্লাহ এক ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, পথ দেখান, তবে তা হবে তোমার জন্য একপাল লাল উটের চেয়েও কল্যাণকর।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে খায়বার অভিযানে পাঠানোর সময় তাঁকে উপরোক্ত কথা বলেছেন যে, তোমার দ্বারা একটি লোকও সৎপথে আসলে তা তোমার জন্য মূল্যবান পার্থিব সম্পদের চেয়েও উত্তম হবে (অনুবাদক)।

بَابُ الْحَدِيْثِ عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ বনী ইসরাঈলীদের থেকে শোনা কথা বর্ণনা করা

٣٦٦٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ.

৩৬৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের নিকট শোনা কথা বর্ণনা করতে পারো, এতে কোন দোষ নেই।

٣٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِىْ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ حَتّٰى يُصْبِحَ مَا يَقُوْمُ إِلاَّ اِلٰى عُظْمِ صَلاَةٍ.

৩৬৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করতেন, (আলোচনা এতো দীর্ঘ হতো যে), সকালবেলা শুধু ফরয নামায আদায় করার জন্যই আলোচনা বন্ধ করে উঠতেন।

بَابٌ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা

٣٦٦٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِىْ طُوَالَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا.

৩৬৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ইলমের (জ্ঞানের) দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে তা শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

টীকা ঃ এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত সকল প্রকার জ্ঞানই মানুষের প্রভূত উপকারে আসছে– ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা, প্রকৌশল, মানবিক সব ধরনের জ্ঞানই। এসব জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের অভিপ্রায়ে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য। নিছক পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে এসব জ্ঞান অর্জন করা হলে পার্থিব কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরাতের মহাকল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْقَصَصِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কিসসা-কাহিনী সম্পর্কে

٣٦٦٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيْرٌ أَوْ مَأْمُوْرٌ أَوْ مُخْتَالٌ.

৩৬৬৫। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমীর, তার অধীনস্থ ব্যক্তি অথবা কোন অহংকারী ব্যতীত আর কেউই কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে না।

٣٦٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَشِيْرٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَّنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِىَ مَعَهُمْ. قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ.

৩৬৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নিঃস্ব-দুর্বল একদল মুহাজিরের সাথে বসলাম। তাদের অবস্থা এতো শোচনীয় ছিলো যে, পরস্পর পরস্পরের সতর আড়াল করে বসছিলেন (পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে পূর্ণ সতর ঢাকা সম্ভব হয়নি)। একজন পাঠক আমাদেরকে (কুরআন) পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দাঁড়ালে পাঠক তার পাঠ বন্ধ করলেন। মহানবী (সা) সালাম করার পর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আমাদের কাছে কুরআন পাঠ করেন আর আমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব মনোযোগ দিয়ে শুনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন

ধৈর্যশীল লোক রেখেছেন, যাদের সাথে আমাকেও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে এসে বসলেন এবং আমাদের জামাআতকে পূর্ণাঙ্গ করলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করে গোল হয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। তারা গোলাকার হয়ে বসলেন এবং সবার চেহারা তাঁর দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি ছাড়া তাদের মধ্যে আর কাউকে চিনতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে নিঃস্ব-দুর্বল মুহাজির সমাজ! তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ। তোমরা ধনীদের চেয়ে অর্ধ দিবস আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধ দিবসের পরিমাণ হলো পাঁচ শত বছর (অর্থাৎ তোমরা ধনীদের পাঁচশো বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে)।

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ السَّلاَمِ يَعْنِى ابْنَ مُطَهَّرٍ أَبُوْ ظَفَرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً.

৩৬৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন একটি দলের সাথে বসবো যারা সকালের (ফজরের) নামায থেকে শুরু করে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার গুণগানে মশগুল থাকে। এই কাজ আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন মহিলাকে আযাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি এমন একটি দলের সাথে বসবো যারা আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। চারটি বাঁদী আযাদ করার চেয়ে এই কাজ আমার কাছে অধিক প্রিয়।

٣٦٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَىَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ. قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّىْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى. قَالَ فَقَرَأْتُ

عَلَيْهِ حَتّٰى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلٰى قَوْلِهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ... فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلاَنِ.

৩৬৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে সূরা নিসা পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে পাঠ করে শোনাবো, অথচ তা আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেনঃ আমি অন্যকে দিয়ে তা পাঠ করিয়ে শুনতে চাই। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি সূরা নিসা পাঠ করতে করতে (৪১ নম্বর আয়াত) "আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো তখন কী অবস্থা হবে!" পর্যন্ত পৌঁছে মাথা তুলে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

অধ্যায় ঃ ২৫

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

(পানীয় দ্রব্যসমূহ)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ শরাব (মদ) পান হারাম

٣٦٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيْهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِىْ إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

৩৬৬৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব হারাম হওয়ার বিধান যেদিন নাযিল হলো তখন তা পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি করা হতো ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। শরাব সেই পানীয় যা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি আশা করেছিলাম, তা সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় না নিতেন। সেগুলো হলো, দাদার মীরাস লাভ, কালালার ব্যাখ্যা ও সুদের কয়েকটি ব্যাপার।

٣٦٧٠- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخُتُّلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ. فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى. فَكَانَ مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ يُنَادِىْ أَلاَ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ. فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ. قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا.

৩৬৭০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব পান হারাম হওয়া সম্পর্কিত হুকুম তখনও নাযিল হয়নি। আমি (উমার) বললাম, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য শরাবের প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট করে দিন। অতঃপর সূরা বাকারার (২১৯ নং) আয়াত নাযিল হলো ঃ "(হে রাসূল)! তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, এতদুভয়ের মধ্যে বড় বড় পাপের উপাদান রয়েছে, যদিও এর মধ্যে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও আছে। কিন্তু উভয় কাজের পাপ ও অকল্যাণের পরিমাণ উপকারিতা থেকে অনেক বেশি।"

উমার (রা)-কে ডাকা হলো এবং তাকে এই আয়াত পাঠ করে শুনানো হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। অতঃপর সূরা নিসার (৪৩ নং) আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না; নামায তখন পড়বে যখন তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা কি পড়ছো।" এরপর থেকে যখন নামাযের জামাআত প্রস্তুত হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক জোরে ঘোষণা করতেন, সাবধান! মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও আসবে না। উমার (রা)-কে ডেকে এনে এই আয়াত পাঠ করে শুনানো হলো। তিনি আবার দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা এসবই নাপাক, শয়তানী কাজ। তোমরা এ থেকে দূরে থাকো। আশা আছে তোমরা সাফল্য লাভ করবে। শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রাখতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। এখন তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে?" (সূরা মাইদা ঃ ৯০ ও ৯১ নং আয়াত)। উমার (রা) বলেন, আমরা এসব কাজ পরিহার করলাম।

টীকা ঃ 'আস্তানা' শব্দ দ্বারা এমন সব স্থান বুঝায়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে বলিদান অথবা নযর-নিয়ায পেশ করার জন্য লোকেরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। মুশরিকদের মধ্যে এই কুসংস্কার ধর্মের অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত আছে। ইদানীং মুসলমানদের মধ্যেও এটা মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। মদ বা শরাব পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত ও সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপানের সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি সম্পর্কে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা হয়েছে। সূরা মাইদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াত দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষিত হয়েছে (অনুবাদক)।

٣٦٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ وَقَرَأَ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. فَخَلَطَ فِيْهَا فَنَزَلَتْ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ.

৩৬৭১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাকে এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে দাওয়াত করে উভয়কে শরাব পান করান তা হারাম হওয়ার পূর্বে। অতঃপর মাগরিবের নামাযে আলী (রা) তাদের ইমামতি করলেন। তিনি সূরা "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" পাঠ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখনই পড়বে, যখন তোমরা কি বলছো তা সঠিকরূপে জানতে পারবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)।

٣٦٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. نَسَخَتْهُمَا الَّتِيْ فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ.

৩৬৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত ঃ "হে ঈমানদারগণ! মাতাল অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছে যেও না..." এবং সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত ঃ "লোকেরা আপনাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, এর মধ্যে গুরুতর পাপের উপাদান রয়েছে; যদিও এর মধ্যে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে..." এ আয়াত দু'টির হুকুম সূরা মাইদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াত ঃ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, আস্তানা..." দ্বারা রহিত (মানসূখ) করা হয়েছে।

٣٦٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِيْ مَنْزِلِ أَبِيْ طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيْخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ

الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَنَادَى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هٰذَا مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৬৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শরাব হারাম ঘোষিত হয় তখন আমি আবু তালহার ঘরে শরাব পরিবেশনকারী ছিলাম। আমাদের শরাব ছিল 'ফাদীখ'। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদেরকে বললো, নিশ্চয়ই শরাব নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারীও শরাব হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা আওয়াজ শুনে বললাম, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক।

بَابُ الْعَصِيْرِ لِلْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ শরাব উৎপাদনের জন্য আঙ্গুর নিংড়ানো

٣٦٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِىْ طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِىِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ.

৩৬৭৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরাব, শরাব পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়– এদের সবাইকে আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخَمْرِ تَخَلَّلُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মদের সিরকা বানানো সম্পর্কে

٣٦٧٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ أَبِىْ هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وُرِّثُوْا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاً قَالَ لاَ.

৩৬৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ পেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ তা ঢেলে ফেলে দাও। আবু তালহা (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি একে সিরকায় রূপান্তরিত করতে পারবো না? তিনি বললেন ঃ না।

بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هِيَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শরাব যেসব উপাদানে তৈরি হয়

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا.

৩৬৭৬। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আঙ্গুর থেকে শরাব তৈরি হয়; খেজুর থেকে শরাব তৈরি হয়; মধু থেকে শরাব তৈরি হয়; গম থেকে শরাব তৈরি হয় এবং বার্লি থেকে শরাব তৈরি হয়।

٣٦٧٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيْ حَرِيْرٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ وَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

৩৬৭৭। নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আঙ্গুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, গম, বার্লি এবং এক প্রকার বীজ দিয়ে শরাব তৈরি হয়। সর্বপ্রকার নেশা উদ্রেককারী বস্তুর ব্যবহার থেকে আমি তোমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

٣٦٧٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ أَبِىْ كَثِيْرٍ الْغُبَرِىِّ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُفَيْلَةَ السَّحْمِىُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُذَيْنَةُ وَالصَّوَابُ غُفَيْلَةُ.

৩৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই প্রকার গাছের (ফল) থেকে মদ তৈরি হয়। খেজুর গাছ ও আঙ্গুর গাছ। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু কাছীর আল-গুবারীর নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে গুফায়লা আস-সাহ্মী। কেউ বলেছেন, উযায়না, সঠিক হলোক গুফায়লা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى السُّكْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে কোন নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম

٣٦٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِىْ الْاٰخِرَةِ.

৩৬৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী বস্তু শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা মদপান করে এবং এই অবস্থায় মারা যায়, আখেরাতে তাকে শরাব পান করা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। বেহেশ্তে যে ধরনের মদ পরিবেশন করা হবে তাতে বুদ্ধি-বিবেক লোপকারী উপাদান থাকবে না (অনুবাদক)।

٣٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ. قِيْلَ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَدِيْدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيْرًا لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ.

৩৬৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী বস্তু মদের শ্রেণীভুক্ত। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি একবার নেশা উদ্রেককারী জিনিস পান করলো সে তার চল্লিশ দিনের নামাযের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। সে যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করতে পারেন। সে যদি চতুর্থবার (অর্থাৎ বারবার) তা পান করে তবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের ঘা থেকে নির্গত পুঁজ-রক্ত খাওয়াবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন ঃ দোযখীদের পুঁজ। যে ব্যক্তি কোন বালককে যার হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান হয়নি, এটা পান করাবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই দোযখীদের পুঁজ-রক্ত পান করাবেন।

٣٦٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

৩৬৮১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বস্তুর অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِىِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِإِسْنَادِهِ. زَادَ وَالْبِتْعُ نَبِيْذُ الْعَسَلِ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيْهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِىْ فِىْ أَهْلِ حِمْصَ يَعْنِى الْجُرْجُسِىَّ.

৩৬৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে মধুর তৈরী শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ নেশা সৃষ্টিকর যে কোন ধরনের পানীয় হারাম। অপর বর্ণনায় আরো আছে اَلْبِتْعُ হলো মধুর তৈরী শরবত। বর্ণনাকারী (ইবনে শিহাব) বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা এই শরবত পান করতো। আবু দাঊদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, হিম্‌সবাসীদের মধ্যে বিশ্বস্ততায় রাবী ইয়াযীদ ইবনে আবদে রব্বিহি আল-জুরজুসীর সমকক্ষ বা তাঁর অনুরূপ কেউ নেই।

٣٦٨٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِّنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّٰى بِهِ عَلٰى أَعْمَالِنَا وَعَلٰى بَرْدِ بِلاَدِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوْهُ. قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ. قَالَ فَإِنْ لَّمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ.

৩৬৮৩। দায়লাম আল-হিম্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শীতপ্রধান এলাকায় বসবাস করি। আমাদেরকে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা গম থেকে তৈরি মদ পান করে ক্লান্তি দূর করি ও শীত প্রতিরোধ করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাতে কি নেশার সৃষ্টি হয়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তবে তা পরিহার করো। আমি বললাম, কিন্তু লোকেরা তা পরিত্যাগ করবে না। তিনি বললেন ঃ যদি তারা এটা পরিত্যাগ না করে তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

٣٦٨٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِّنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ. قُلْتُ وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ. قَالَ ذٰلِكَ الْمِزْرُ. ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৩৬৮৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধুর তৈরি শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটাকে 'বেত্‌'উ' বলে। আমি বার্লি ও একপ্রকার বীজের তৈরী শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা 'মিযর'। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের জানিয়ে দাও যে, নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি দ্রব্যই হারাম।

টীকা ঃ তৎকালীন আরবরা মধুর তৈরী শরবতকে বেত'উ (اَلْبِتْعُ) বলতো এবং বার্লির সাথে এক প্রকার বীজ মিশিয়ে যে শরবত তৈরি করা হতো তার নাম মিযর (اَلْمِزْرُ)। এই উভয় প্রকার পানীয় হালাল ছিল। কেননা এটা শরবত, শরাব নয় (অনুবাদক)।

٣٦٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ سَلاَّمٍ أَبُوْ عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ.

৩৬৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পান, জুয়া খেলা, কুবাহ ও গুবায়রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ নেশা উদ্রেককারী সর্বপ্রকার জিনিস হারাম।

টীকা ঃ কুবাহ (اَلْكُوْبَةُ), ঢোল, সেতার ইত্যাদি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'গুবায়রা' এক প্রকার মদ, তৎকালীন আবিসিনিয়ার লোকেরা তৈরি করতো (অনুবাদক)।

٣٦٨٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ ابْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِىِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ.

৩৬৮৬। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেশা উদ্রেককারী সর্বপ্রকার বস্তু এবং অবসন্নকারী বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ يَعْنِى ابْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ مُوْسٰى وَهُوَ عَمْرُو ابْنُ سَلْمٍ الأَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

৩৬৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নেশা উদ্রেককারী যে কোন বস্তু হারাম। যে বস্তুর এক ফারাক (ষোল রোতল) পরিমাণ পান করলে নেশার উদ্রেক হয় তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।

بَابٌ فِى الدَّاذِىِّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দাযী (এক প্রকার বীজ) সম্পর্কে

٣٦٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا.

৩৬৮৮। মালেক ইবনে আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে গানম (র) আমাদের কাছে আসলেন। আমরা 'তিলাআ' সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোক শরাব পান করবে এবং তারা এর ভিন্নতর নামকরণ করবে।

টীকা ঃ 'তিলাআ' এক প্রকার মদ, আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে ঘন করে তৈরি করা হতো। মদের নতুন 'নামকরণের' উদ্দেশ্য হতে পারে ঃ হারাম জিনিসকে হালাল করার অপকৌশল হিসেবে অথবা যুগের বিবর্তনে এর নামও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে (অনুবাদক)।

٣٦٨٩- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ وَاسِطٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَسُئِلَ عَنِ الدَّاذِىِّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ الدَّاذِىُّ شَرَابُ الْفَاسِقِيْنَ.

৩৬৮৯। সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে বর্ণিত। তাকে দাযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোক অবশ্যই শরাব পান করবে এবং তারা এর ভিন্নতর নামকরণ করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেছেন, দাযী হলো দুষ্কৃতকারীদের শরাব।

بَابٌ فِى الْأَوْعِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ শরাবের পাত্র সম্পর্কে

٣٦٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ.

৩৬৯০। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর নামক পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ দুব্বা লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার পাত্র; হানতাম মাটির সুবজ পাত্র; মুযাফফাত, তৈলাক্ত পাত্রবিশেষ এবং নাকীর কাঠের পাত্রবিশেষ। তৎকালীন আরবে এসব পাত্রে শরাব রাখা হতো। শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এসব পাত্রও অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা নিষেধ ছিল। কিন্তু যখন সর্বসাধারণের মন থেকে শরাবের আকর্ষণ দূরীভূত হয়ে যায় তখন এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় (অনুবাদক)।

٣٦٩١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَعْلٰى يَعْنِى ابْنَ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِّنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ. قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ.

৩৬৯১। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয নিষিদ্ধ করেছেন। আমি তার এ কথায় ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয হারাম ঘোষণা করেছেন", ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি শুনেছেন ইবনে উমার (রা) কি বলছেন? তিনি বললেন, কি বলছেন? (রাবী বলেন), তিনি বলছেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন, ইবনে উমার (রা) ঠিকই বলেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয হারাম ঘোষণা করেছেন"। আমি বললাম, 'জার' কি? তিনি বলেন, মাটির তৈরী যে কোন পাত্র।

টীকা ঃ নবীয খেজুর অথবা আঙ্গুরের তৈরী এক প্রকার পানীয়। আঙ্গুর অথবা খেজুর অনধিক তিন দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখলে পানি মিষ্টি হয়ে এই শরবত তৈরি হয়। তিন দিনের বেশি সময় পানিতে রাখলে তার মধ্যে মাদকতা এসে যায় এবং তা পান করা হারাম (অনুবাদক)।

٣٦٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَّرَاءَنَا. قَالَ امُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ. وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ النَّقِيْرِ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِىُّ.

৩৬৯২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রবীআ গোত্রের একটি শাখাগোত্র। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের এই জনপদ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এজন্য হারাম মাস (মুহাররম, রজব, যিলকাদ ও যিলহজ্জ) ব্যতীত অন্য কোন সময়ে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা নিজেরা গ্রহণ করবো এবং আমাদের অপর লোকদেরকেও সে দিকে আহ্বান করবো। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস গ্রহণের হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা– সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি নিজের হাত দিয়ে ইশারা করলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে ঃ 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' বলে তিনি তাদেরকে এর ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারী ফান্ডে) জমা দেয়া। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরী পাত্র, মাটির সবুজ পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র এবং কালো রং-এর পাত্র ব্যবহার করতে। ইবনে উবাইদের বর্ণনায় মুকাইয়ার শব্দের স্থলে নাকীর শব্দের উল্লেখ আছে। মুসাদ্দাদ নাকীর ও মুকাইয়ার শব্দ বর্ণনা করেছেন কিন্তু মুযাফ্ফাত শব্দের উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু জামরার নাম নাসর ইবনে ইমরান আদ-দুবাঈ।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ.

৩৬৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদের নাকীর, মুকাইয়ার, হানতাম, দুব্বা এবং মাথা কাটা কলস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। বরং তোমরা (অন্য) পাত্রে (নবীয তৈরি করে) পান করো এবং পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বেঁধে রাখো।

٣٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَا نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا.

৩৬৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদের ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত। তারা বললো, হে আল্লাহর নবী! আমরা কিসে করে পান করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুখ বন্ধ করে রাখা চামড়ার মশক ব্যবহার করাই তোমাদের কর্তব্য।

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ وَفَدُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ نَقِيْرٍ وَلاَ مُزَفَّتٍ وَلاَ دُبَّاءٍ وَلاَ حَنْتَمٍ وَاشْرَبُوْا فِي الْجِلْدِ الْمَوْكَى عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوْهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوْهُ.

৩৬৯৫। আবুল কামূস যায়েদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিল তাদেরই একজন আমাকে এ হাদীস বলেছেন। আওফের ধারণামতে তার নাম কায়েস ইবনুল নো'মান। নবী (সা) বললেন ঃ (শরাব রাখার সেই) কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, লাউয়ের খোলের পাত্রে এবং মাটির সবুজ পাত্রে (নবীয তৈরি করে) পান করো না। বরং তোমরা মুখ বন্ধকৃত চামড়ার মশকে (নবীয তৈরি করে) পান করো। যদি তা (নবীয) কড়া হয়ে যায় তবে পানি মিশিয়ে এর তেজী ভাব দূর করে নাও। যদি তা তোমাদের দুর্বল করে দেয় (অর্থাৎ কড়া না কমে) তবে তা ঢেলে ফেলে দাও।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ بَذِيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِي النَّقِيْرِ وَانْتَبِذُوْا فِي الْأَسْقِيَةِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ قَالَ فَصُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أَهْرِيْقُوْا. ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوْبَةُ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيْمَةَ عَنِ الْكُوْبَةِ. قَالَ الطَّبْلُ.

৩৬৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসে করে (নবীয তৈরি করে) পান করবো? তিনি বলেন ঃ না দুব্বায়, না মুযাফ্ফাতে আর না নাকীরে তোমরা পান করবে। তোমাদের কলসে নবীয প্রস্তুত করো। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কলসের নবীযে যদি তেজী ভাব এসে যায়? তিনি বলেন ঃ তাতে পানি ঢেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি)! তিনি তাদেরকে তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বললেন ঃ তা ঢেলে প্রবাহিত করে দাও। অতঃপর তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার

ওপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া এবং যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র (Musical instruments)। তিনি আরো বলেন ঃ সর্বপ্রকার নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি আলী ইবনে বাযীমাকে 'কুবাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা তবলা বা ঢোল।

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجِعَةِ.

৩৬৯৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুব্বা, হানতাম ও নাকীর নামক পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং জি'আহ নামক নবীয পান করতেও নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ জি'আহ বার্লি থেকে তৈরী এক প্রকার পানীয় (অনুবাদক)।

٣٦٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ وَأَنَا امُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّ فِيْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوْا إِلاَّ فِيْ ظُرُوْفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوْهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوْا وَاسْتَمْتِعُوْا بِهَا فِيْ أَسْفَارِكُمْ.

৩৬৯৮। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম। এখন আমি সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে অনুমোদন দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। কেননা তা দর্শনে স্মরণ আছে (নিজের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়)। আমি তোমাদেরকে পানপাত্র সম্পর্কে নিষেধ করেছিলাম যে, তোমরা কেবল চামড়ার পাত্রে নবীয পান করবে। এখন তোমরা যে কোন ধরনের পাত্রে পান করতে পারো। কিন্তু তোমরা কখনও মাদক দ্রব্য পান করো না। আমি তোমাদের ওপর কোরবানীর গোশতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলাম, তিন দিন পর তা আর খেও না (তিন দিনের পরিমাণ গোশত রাখতে পারো)। এখন তোমরা অবাধে তা খেতে পারো এবং তোমাদের সফরে তা কাজে লাগাতে পারো।

٣٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا قَالَ فَلاَ إِذًا.

৩৬৯৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, তিনি (জাবের) বলেন, তখন আনসারগণ বললেন, এটা ছাড়া আমাদের মোটেই চলে না। তিনি বলেন ঃ তাহলে আপত্তি নেই।

٣٧٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِىْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيْرَ فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ إِنَّهُ لاَ ظُرُوْفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوْا مَا حَلَّ.

৩৭০০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত, নাকীর ইত্যাদি পাত্রের কথা উল্লেখ করলেন (ব্যবহার নিষেধ করলেন)। এক বেদুঈন বললো, এছাড়া আমাদের অন্য কোন পাত্র নেই। তিনি বলেন ঃ যা হালাল তা পান করো (যে কোন পাত্রে)।

٣٧٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ بِإِسْنَادِهِ قَالَ اِجْتَنِبُوْا مَا أَسْكَرَ.

৩৭০১। শরীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার (ওপরের) সনদ পরমপরায় বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন ঃ তোমরা নেশা উদ্রেককারী বস্তু পরিহার করো।

٣٧٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِىْ تَوْرٍ حِجَارَةٍ.

৩৭০২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মশকে নবীয ঢালা হতো। যদি মশক না পাওয়া যেতো তাহলে পাথরের তৈরি পাত্রে তাঁর জন্য নবীয ঢালা হতো।

بَابٌ فِى الْخَلِيْطَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ দু'টি জিনিসের একত্রে মিশ্রণ

٣٧٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُّنْتَبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهٰى أَنْ يُّنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا.

৩৭০৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ও আঙ্গুরের সমন্বয়ে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করেও নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلٰى حِدَةٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩৭০৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে এবং পাকা রং ধারণকৃত ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে পানীয় তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রতিটি ফল দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে তোমরা নবীয (শরবত) তৈরি করো। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) আবু কাতাদার সূত্রে আমাকে বলেছেন, তিনি এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ ইয়াহইয়ার বর্ণনা অনুসারে 'তিনি'র কর্তা নবী (সা)। অর্থাৎ এটা নবী (সা)-এর বাণী, যা আবু কাতাদা (রা) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهٰى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ.

৩৭০৫। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে এবং আঙ্গুর ও খেজুর একত্র করে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَتْنِيْ رَيْطَةُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوٰى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ.

৩৭০৬। কাবশা বিনতে আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী জিনিস থেকে বারণ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদের খেজুরের আঁটি পাকাতে নিষেধ করেছেন এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ 'আঁটি বা বীচি পাকাতে নিষেধ করেছেন'– অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল আগুনে জ্বাল দিয়ে পরিপক্ক করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে স্বাদ ও উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيْبٌ فَيُلْقٰى فِيْهِ تَمْرٌ أَوْ تَمْرٌ فَيُلْقٰى فِيْهِ الزَّبِيْبُ.

৩৭০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আঙ্গুরের নবীয তৈরি করা হতো, অতঃপর তাতে খেজুর ছেড়ে দেয়া হতো অথবা খেজুরের নবীয তৈরি করা হতো এবং তাতে আঙ্গুর ছেড়ে দেয়া হতো।

٣٧٠٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ

التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ فَقَالَتْ كُنْتُ اٰخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَأُلْقِيْهِ فِيْ إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭০৮। সাফিয়া বিনতে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের মহিলাদের সাথে আমি আয়েশা (রা)-র কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাকে খেজুর ও আঙ্গুরের সমন্বয়ে তৈরি শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি এক মুষ্টি খেজুর ও এক মুষ্টি আঙ্গুর নিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে দিতাম। তা আঙ্গুল দিয়ে চেপে রস বের করতাম, অতঃপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করাতাম।

بَابٌ فِيْ نَبِيْذِ الْبُسْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কাঁচা খেজুরের নবীয (শরবত)

٣٧٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَ يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْشٰى أَنْ يَكُوْنَ الْمُزَّاءَ الَّذِيْ نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيْذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

৩৭০৯। কাতাদা (র) থেকে জাবের ইবনে যায়েদ ও ইকরামার সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে শুধু কাঁচা খেজুরের তৈরী শরবত অপছন্দ করতেন। তারা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার আশংকা হচ্ছে– এটা যেন মুয্যাআ না হয়। কেননা আবদুল কায়েস গোত্রকে তা পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। (হিশাম বলেন), আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুয্যাআ' কি? তিনি বলেন, হানতাম ও মুযাফ্ফাতে ভিজানো নবীয (শরবত)।

بَابٌ فِيْ صِفَةِ النَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নবীযের বৈশিষ্ট্য

٣٧١٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلٰى

مَنْ نَحْنُ قَالَ إِلَى اللّٰهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوْهَا قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ قَالَ انْبِذُوْهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَانبِذُوْهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ فِى الشِّنَانِ وَلاَ تَنْبِذُوْهُ فِى الْقُلَلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلاً.

৩৭১০। আবদুল্লাহ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা কারা, কোথাকার অধিবাসী এবং কার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে এসেছো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এখানে আঙ্গুর উৎপাদিত হয়। আমরা এগুলো কি করবো? তিনি বলেন ঃ এগুলো শুকিয়ে কিশমিশ বানাও। আমরা বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করবো? তিনি বলেন ঃ শরবত তৈরীর জন্য তা সকালে ভিজিয়ে রাখো এবং রাতে পান করো অথবা রাতে ভিজিয়ে রাখো এবং সকালে পান করো। চামড়ার মশকে তা ভিজাও। মাটির কলসীতে অথবা বড় পাত্রে নবীয তৈরি করো না। কেননা নিংড়াতে বিলম্ব হয়ে গেলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

٣٧١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِقَاءٍ يُوْكَأُ أَعْلاَهُ وَلَهُ عَزْلاَءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

৩৭১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাত্রে নবীয (শরবত) তৈরি করা হতো, তার উপরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো এবং এর নীচের দিকেও মুখ ছিল। তাঁর জন্য সকাল বেলা যে নবীয তৈরি করা হতো তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন। আবার রাতের বেলা যে নবীয তৈরি করা হতো তিনি সকাল বেলা তা পান করতেন।

٣٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيْبَ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَمَّتِىْ عَمْرَةُ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَغْتُهُ ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ نَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِيْ مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ.

৩৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সকাল বেলা নবীয তৈরি করতেন। যখন রাত আসতো তিনি তা পান করতেন। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা শেষ করে দিতেন। অতঃপর তিনি রাতের বেলা নবীয তৈরি করতেন। যখন সকাল হতো তিনি তা পান করে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সকাল-সন্ধ্যায় নবীযের পাত্র ধুয়ে নিতাম। মুকাতিল (র) বলেন, আমার পিতা তাকে বললেন, দৈনিক দুইবার? তিনি বলেন, হাঁ।

٣٧١٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ عُمَرَ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ أَوْ يُهَرَاقُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ.

৩৭১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আঙ্গুরের নবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা সারা দিন পান করতেন, দ্বিতীয় দিনও পান করতেন এবং তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত পান করতেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিতেন এবং তদনুযায়ী অবশিষ্ট শরবত খাদেমদেরকে পান করানো হতো অথবা ফেলে দেয়া হতো। আবু দাউদ (র) বলেন, খাদেমদের পান করানোর অর্থ হলো, তাতে মাদকতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তারা তা পান করতো। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উমার-এর নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবায়েদ আল-বাহ্রানী।

بَابٌ فِيْ شَرَابِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মধুর শরবত

٣٧١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي. إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ. لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً.

৩৭১৪। উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-র ঘরে আসতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা একদিন সলা-পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের যার ঘরেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করবেন, সে যেন বলে, আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি তাদের কোন একজনের ঘরে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে ঐ কথা বললেন। নবী (সা) বললেন ঃ বরং আমি যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে মধু পান করেছি। আচ্ছা আমি আজ থেকে আর কখনও তা পান করবো না। অতঃপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা কেন হারাম করে নিচ্ছেন? আপনি কি স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চান?... তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর) (সূরা তাহরীম ঃ ১-৫), এ আয়াতগুলোতে আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে তওবা করার কথা বলা হয়েছে। "নবী যখন একটা কথা নিজের একজন স্ত্রীর কাছে সংগোপনে বলেছিলেন" এ আয়াতটি 'বরং আমি মধু পান করেছি' কথার ব্যাখ্যায় নাযিল হয়েছে।

٣٧١٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْخَبَرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ. وَفِى الْحَدِيْثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْمَغَافِيْرُ مُقْلَةٌ وَهِىَ صَمْغَةٌ وَجَرَسَتْ رَعَتْ وَالْعُرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ.

৩৭১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি দ্রব্য ও মধু খুব পছন্দ করতেন। অতঃপর রাবী ওপরের হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর থেকে কেউ কোনরূপ দুর্গন্ধ পাক তা তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। এই হাদীসে উল্লেখ আছে, সাওদা (রা) বললেন, বরং আপনি মাগাফীর খেয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি মধু পান করেছি, হাফসা আমাকে মধু পান করিয়েছে। আমি বললাম, 'তাহলে মৌমাছি উরফুতের রস শোষণ করেছে।' যেসব গাছ থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে উরফুত সে ধরনের একটি গাছ (অথবা ঘাস)। আবু দাঊদ (র) বলেন, মাগাফীর হলো এক প্রকার গঁদ বা বৃক্ষনির্যাস; জারাসাত অর্থ আহার করলো এবং উরফুত হলো এক প্রকার উদ্ভিদ যা থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে।

টীকা ঃ মাগাফীর এক প্রকারের ফুল, যার ঘ্রাণে কিছুটা বাসী ও গন্ধ ভাব থাকে। মৌমাছি তা থেকে মধু আহরণ করলে তাতেও এই গন্ধ সংক্রমিত হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّبِيْذِ إِذَا غَلاَ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নবীযে যখন কড়া ভাব এসে যায়

٣٧١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيْذٍ صَنَعْتُهُ فِىْ دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

৩৭১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই রোযা রাখতেন। অতএব আমি অপেক্ষায় ছিলাম তিনি কোন দিন রোযা না রাখেন। আমি তাঁর জন্য লাউয়ের পাত্রে নবীয তৈরি করে নিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে এটা পরিবেশন করলাম। কিন্তু তাতে তেজী ভাব (মাদকতা) এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এগুলো দেয়ালের ওখানে ফেলে দাও। এটা তো তারাই পান করতে পারে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না।

بَابٌ فِى الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা

٣٧١٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

৩৭১৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ এটা মাকরূহ তানযিহি পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা। পানাহারের শিষ্টাচার হলো বসা অবস্থায় তা গ্রহণ করা। এটা তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও উপকারী, যদিও দাঁড়ানো অবস্থায় পান করাও নিষিদ্ধ নয় (অনুবাদক)।

٣٧١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالاً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هٰذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِىْ فَعَلْتُ.

৩৭১৮। আন-নায্যাল ইবনে সাবরা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) পানি চেয়ে নিয়ে তা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, কতিপয় লোক এটাকে খারাপ মনে করে যে, তাদের কেউ এরূপ করুক (দাঁড়িয়ে পান করুক)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে।

بَابُ الشَّرَابِ مِنْ فِى السِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা

٣٧١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْجَلاَّلَةُ الَّتِىْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

৩৭১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, জাল্লালায় সওয়ার হতে এবং কোন প্রাণীকে বেঁধে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে (বা এর গোশত খেতে) নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, জাল্লালা হলো, যে (হালাল) প্রাণী নাপাক খায় তা।

بَابٌ فِيْ اِخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চামড়ার মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা

٣٧٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

৩৭২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চামড়ার) মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٢١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيْهَا.

৩৭২১। আনসার সম্প্রদায়ের ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার একটি ছোট মশক নিয়ে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ পাত্রের মুখ উল্টাও। অতঃপর তিনি এর মুখ দিয়ে পানি পান করলেন।

بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা

٣٧٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُّنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَزْمٍ قَالَ لَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيْوِيْلَ بْنِ كَاسِرٍ الْمُدَّ وَكَاسِرُ الْمُدِّ كَانَ كَسَرَ الْمُدَّ عَلٰى سُلْطَانٍ فَسُمِّيَ بِهِ.

৩৭২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الشُّرْبِ فِىْ أٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ

٣٧٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّىْ لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلاَّ أَنِّىْ قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ.

৩৭২৩। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক জমিদার রূপার পাত্রে করে তার জন্য পানি আনলো। তিনি পানি ফেলে দিয়ে বললেন, আমি এটা ফেলে দিতাম না; শুধু এজন্য ফেলেছি যে, তাকে এ পাত্রে পানি পরিবেশন করতে নিষেধ করেছি, কিন্তু তবুও বিরত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ঐগুলো পার্থিব জগতে তাদের (কাফেরদের) ব্যবহারের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের ব্যবহারের জন্য।

بَابٌ فِى الْكَرْعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ পাত্রের মধ্যে চুমুক দিয়ে পানি পান করা

٣٧٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِىْ حَائِطِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِىْ شَنٍّ وَإِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ بَلٰى عِنْدِىْ مَاءٌ بَاتَ فِىْ شَنٍّ.

৩৭২৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর এক সাহাবী এক আনসারীর কাছে গেলেন। সে তখন তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমার কাছে পুরাতন কলসে রাখা গত রাতের বাসি পানি থাকে তবে নিয়ে এসো। অন্যথায় আমরা নালায় চুমুক দিয়ে পানি পান করে নিবো। লোকটি বললো, হাঁ, আমার কাছে পুরাতন কলসে রাখা বাসি পানি আছে।

بَابٌ فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সাকী (পরিবেশনকারী) কখন পান করবে

٣٧٢٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا.

৩৭২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দলের সাকী সবশেষে পান করবে।

٣٧٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.

৩৭২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ আসলো। তাতে পানি মিশানো ছিল। তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন বসা ছিল এবং বাম দিকে ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি দুধ পান করার পর তা বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন ঃ ডান দিকের ব্যক্তি, অতঃপর ডাক দিকের ব্যক্তি (ডান দিক থেকে দেয়া শুরু করতে হবে)।

٣٧٢٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ.

৩৭২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করতেন তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন ঃ এতে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করা যায়, পিপাসা দূর হয়, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

بَابٌ فِى النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ وَالتَّنَفُّسِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া এবং তাতে নিঃশ্বাস ফেলা

٣٧٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ.

৩৭২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে অথবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٢٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى أَبِىْ فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَأَكَلَ تَمْرًا فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِىْ فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

৩৭২৯। সুলায়ম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার ঘরে আসলেন। তিনি তাঁর সামনে খাদ্য পরিবেশন করলেন। তিনি 'হাইস' নামক খাবারের উল্লেখ করলেন এবং তা তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তিনি শরবত নিয়ে আসলেন এবং নবী (সা) তা পান করলেন। তারপর ডান দিক থেকে পরিবেশন করা হলো। তিনি খেজুর খেলেন এবং বীচিগুলো তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের পেটের ওপর রাখলেন। যখন তিনি বিদায় নিতে উঠলেন, আমার পিতাও দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর জন্তুযানের লাগাম ধরে বললেন, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদেরকে প্রদত্ত রিযিকে প্রাচুর্য ও বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।"

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দুধ পান করার সময় কি বলবে

٣٧٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا

مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَجَاؤُوْا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلٰى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَزَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَالِدٌ إِخَالُكَ تَقْذُرُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ أَجَلْ ثُمَّ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ.

৩৭৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনা (রা)-র ঘরে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসলেন। তাঁর সাথে ছিল খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)। এ সময় কয়েকটি লোক দু'টি গুইসাপ ভুনা করে দু'টি কাঠের উপর রেখে নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তা দেখে) থুথু ফেললেন। খালিদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হয় আপনি গুইসাপের গোশত ঘৃণা করেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ নিয়ে আসা হলো। তিনি তা পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়েও উত্তম খাবার দান করুন।" যখন সে দুধ পান করে তখন যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্য দান করুন এবং এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দিন।" কেননা একমাত্র দুধই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসের এই পাঠ (মতন) মুসাদ্দাদের (মূসা ইবনে ইসমাঈলের নয়)।

بَابٌ فِيْ إِيْكَاءِ الْآنِيَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা অথবা ঢেকে রাখা

٣٧٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقْ بَابَكَ

وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ.

৩৭৩১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে শয়ন করো। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঘরের আলো (প্রদীপ, হেরিকেন, বিজলী বাতি ইত্যাদি) নিভিয়ে ঘুমাও। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পাত্রগুলোর মুখ ঢেকে রাখো একটি কাঠ দিয়ে হলেও। তা পাত্রের মুখে আড়াআড়িভাবে দিয়ে রাখো। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পানপাত্রের (কলসের) মুখ বন্ধ করে রাখো।

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بُيُوْتَهُمْ.

৩৭৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি এভাবেই বলেছেন। এ হাদীস পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়নি। নবী (সা) বলেন ঃ বন্ধ দরজা শয়তান খুলতে পারে না, বন্ধ পাত্রে ঢুকতে পারে না বা তা খুলতে পারে না। ইঁদুর মানুষের ঘর অথবা ঘরসমূহ জ্বালিয়ে দেয়।

٣٧٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّكَّرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَهُ قَالَ وَاَكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً.

৩৭৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের শিশুদের রাতের বেলা ঘরে আবদ্ধ রাখো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় সন্ধ্যার উল্লেখ আছে। কেননা এ সময় শয়তান বা জিন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের থাবা বিস্তার করে।

٣٧٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَسْقِيْكَ نَبِيْذًا قَالَ بَلٰى قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْأَصْمَعِىُّ تَعْرِضَهُ عَلَيْهِ.

৩৭৩৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পানি চাইলেন। দলের একটি লোক বললো, আমরা কি আপনাকে নবীয পরিবশেন করবো না? তিনি বলেন ঃ হাঁ। জাবের (রা) বলেন, লোকটি দ্রুত চলে গেলো এবং একটি নবীয ভর্তি পাত্র নিয়ে ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কেন পাত্রটির মুখ ঢাকলে না? অন্তত একটি কাঠ এর উপর আড়াআড়িভাবে দিয়ে রাখলেও তো হতো।

٣٧٣٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ السُّقْيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِىَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَانِ.

৩৭৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'বুয়ূতুস-সুক্ইয়া' থেকে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হতো। কুতায়বা (র) বলেন, 'বুয়ূতুস-সুক্ইয়া' একটি কূপের নাম, এর এবং মদীনার মাঝখানে দুই দিনের পথের দূরত্ব।

অধ্যায় ঃ ২৬

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

(খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ দাওয়াত কবুল করা

٣٧٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

৩৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কাউকে যদি ওলীমা (বিবাহভোজের) দাওয়াত দেয়া হয়, তবে সে যেন তাতে যোগদান করে।

٣٧٣٧- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ.

৩৭৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে আরো আছে, সে যদি রোযাদার না হয় তাহলে যেন খায়, আর রোযাদার হলে যেন (দাওয়াতকারীকে) দু'আ করে।

টীকা ঃ শেষ শব্দটি فَلْيَدَعْ হলে সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, 'সে যেন আহার ত্যাগ করে' (সম্পাদক)।

٣٧٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

৩৭৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার (মুসলমান) ভাইকে দাওয়াত দেয় তবে সে যেন তা কবুল করে, তা বিবাহ অনুষ্ঠান বা প্রীতিভোজ যাই হোক।

٣٧٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوْبَ وَمَعْنَاهُ.

৩৭৩৯। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আইউবের সনদসূত্রে হুবহু একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِىَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

৩৭৪০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে সাড়া দেয় (দাওয়াতে উপস্থিত হয়), অতঃপর ইচ্ছা হলে খাবে, আর ইচ্ছা না হলে বিরত থাকবে।

٣٧٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُوْلٌ.

৩৭৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হলো, অথচ তা কবুল করলো না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়াই উপস্থিত হলো, সে চোররূপে প্রবেশ করলো এবং লুণ্ঠতরাজকারীরূপে বেরিয়ে আসলো।

٣٧٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৩৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো সেই বিবাহ অনুষ্ঠানের খাদ্য, যেখানে শুধু ধনীদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদেরকে উপেক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে।

بَابٌ فِىْ اِسْتِحْبَابِ الْوَلِيْمَةِ لِلنِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিবাহে ওলীমা অনুষ্ঠান করা উত্তম

٣٧٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

৩৭৪৩। ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের ঘটনা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র কাছে আলোচিত হলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নবের বিবাহে যেভাবে ওলীমা অনুষ্ঠান করেছেন, অন্য কোন স্ত্রীর বেলায় তাঁকে তদ্রূপ করতে দেখিনি। তিনি একটি বকরী দিয়ে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা করেন।

٣٧٤٤- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَّتَمْرٍ.

৩৭৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়া (রা)-র বিবাহে খেজুর ও ছাতু দিয়ে ওলীমা (বিবাহভোজ) করেছেন।

بَابٌ فِىْ كَمْ تَسْتَحِبُّ الْوَلِيْمَةُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কত দিন বিবাহভোজের আয়োজন করা যেতে পারে

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيْفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوْفًا أَىْ يُثْنٰى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَّمْ يَكُنْ اِسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلاَ أَدْرِىْ مَا اِسْمُهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيْمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِىْ مَعْرُوْفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ. قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِىْ رَجُلٌ أَنَّ

سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِىَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّانِىْ فَأَجَابَ وَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَّرِيَاءٍ.

৩৭৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে উছমান আস-সাকাফী (র) থেকে তার গোত্রের এক অন্ধ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিবাহের প্রথম দিন ওলীমা অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক, দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উত্তম এবং তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান লোক শুনানো ও লোক দেখানোর জন্য। কাতাদা (র) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র)-কে ওলীমাতে প্রথম দিন ডাকা হলে তিনি সাড়া দিলেন, দ্বিতীয় দিন দাওয়াত দেয়া হলেও কবুল করলেন এবং তৃতীয় দিন দাওয়াত দেয়া হলে তিনি দাওয়াত কবুল করলেন না। তিনি বললেন, এসব লোক মানুষকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য এগুলো করে থাকে।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُوْلَ.

৩৭৪৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। কাতাদা (পূর্ববর্তী হাদীসে) উল্লিখিত ঘটনা প্রসংগে বলেন, তৃতীয় দিনে দাওয়াত করা হলো কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি এবং যে ব্যক্তি তাকে ডাকতে এসেছিল তিনি তার দিকে ঢিল ছুড়ে মারেন।

بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সফর থেকে ফিরে এসে আহারের আয়োজন করা

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا أَوْ بَقَرَةً.

৩৭৪৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তাবূকের সফর থেকে) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনি একটি উট অথবা গরু যবেহ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الضِّيَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মেহমানদারী সম্পর্কে

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ

الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ اَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ.

৩৭৪৮। আবু শুরায়হ্ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে (মেহমানদারী করে)। ভালভাবে অতিথি সেবা করার সীমা একদিন একরাত। মেহমানদারী তিনদিন। এরপর অতিরিক্ত দিনগুলোর মেহমানদারী সদাকা হিসেবে গণ্য। তিনদিন পর আপ্যায়নকারীর বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া মেহমাননের অবস্থান করা উচিৎ নয়। এতে সে বিরক্ত হয়ে যেতে পারে। মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ 'জাইযাহ' একদিন ও একরাত-এর অর্থ কি? তিনি বলেন, কথাটির অর্থ হলো, মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন, উপহার প্রদান ও তার নিরাপত্তা বিধান করা একদিন ও একরাত। আর আতিথ্য প্রদান হলো তিনদিন।

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

৩৭৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেহমানদারী হলো তিন দিন। এর অতিরিক্ত দিনের আতিথ্য প্রদান সদাকা হিসেবে গণ্য।

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ كَرِيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضٰى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

৩৭৫০। আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একরাত মেহমানদারী করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যার আঙ্গিনায় মেহমান অবতরণ করে– একদিন মেহমানদারী করা তার ওপর ঋণ পরিশোধ করার সমতুল্য। সে ইচ্ছা করলে তার এই ঋণ পরিশোধ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে।

٣٧٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوْدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِيْ كَرِيْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.

৩৭৫১। আল-মিকদাম আবু কারীমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলো, বঞ্চিত অবস্থায় তার সকাল হলো (অর্থাৎ রাতে কেউই তার মেহমানদারী করেনি), তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জরুরী হয়ে পড়ে। তাদের খাদ্যদ্রব্য ও মাল থেকে সে তার রাতের মেহমানদারীর পরিমাণ আদায় করে নিতে পারে।

٣٧٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِيْ يَنْبَغِيْ لَهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا.

৩৭৫২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা কোন জনপদে গিয়ে যাত্রাবিরতি করি। তারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার কি মত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করো এবং তারা যদি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের আপ্যায়ন করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করো। যদি তারা তা না করে, তবে তাদের কাছ থেকে তাদের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে মেহমানের অধিকার আদায় করো।

بَابُ فِيْ نَسْخِ الضَّيْفِ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ অন্যের সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে ভোগ করা রহিত হওয়া সম্পর্কে

٣٧٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. فَكَانَ الرَجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَّأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأٰيَةُ فَنَسَخَ ذٰلِكَ الْأٰيَةُ الَّتِيْ فِي النُّوْرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ إِلٰى قَوْلِهِ أَشْتَاتًا. كَانَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْغَنِيَّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّيْ لَأَجْنَحُ أَنْ أَكُلَ مِنْهُ وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُوْلُ الْمِسْكِيْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّيْ فَأُحِلَّ فِيْ ذٰلِكَ أَنْ يَّأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

৩৭৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ভক্ষণ করো না। তবে ব্যবসায়ের লেনদেন তো পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক..." (সূরা নিসা ঃ ২৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা অন্য কারো বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করা অন্যায় বলে মনে করে। অতঃপর সূরা নূরের মাধ্যমে উপরের আয়াতের হুকুম রহিত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "এ ব্যাপারেও কোন দোষ নেই যে, কোন ব্যক্তি নিজেদের ঘর থেকে খাবে... ভিন্ন ভিন্নভাবে খাও" (সূরা নূর ঃ ৬১) পর্যন্ত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে অবস্থা এরূপ ছিলো ঃ কোন ধনী ব্যক্তি কোন লোককে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করলে সে বলতো, আমি এ থেকে খাওয়া অন্যায় মনে করি। اَلتَّجَنُّحُ অর্থ দোষ বা আপত্তি। সে আরো বলতো, এই খাদ্যে আমার চেয়ে গরীবরাই বেশী হকদার। এই প্রেক্ষিতে অন্য মুসলমানের বাড়িতে খাবার (প্রাণী) গ্রহণ বৈধ করা হয়, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের খাদ্যসামগ্রীও (মুসলমানদের জন্য) হালাল করা হয়েছে।

بَابُ فِيْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দুই প্রতিযোগীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা

٣٧٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ

حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُّؤْكَلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيْرٍ لاَ يَذْكُرُ فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُوْنُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৩৭৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অহংকারকারীর খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, জারীর (র) থেকে অধিকাংশ বর্ণনাকারীই ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। তবে হারূন আন-নাহবী তাঁর উল্লেখ করেছেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদও ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি।

بَابُ الرَّجُلِ يُدْعٰى فَيَرٰى مَكْرُوْهًا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ দাওয়াতকৃত ব্যক্তি (মেহমান) অবাঞ্ছিত কিছু দেখলে

٣٧٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ عَلِيَّ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى عِضَادَتَيِ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ اُنْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا.

৩৭৫৫। সাফীনা আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে দাওয়াত করে তার জন্য খাদ্য তৈরি করে (বাসায়) দিয়ে গেলো। ফাতিমা (রা) বললেন, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ডাকতাম, তবে তিনি আমাদের সাথে আহার করতেন। আলী (রা) তাঁকে দাওয়াত দিলেন এবং তিনি এসে দরজার চৌকাঠের উপর নিজের হাত রাখলেন। তিনি দেখতে পেলেন (ছবি অঙ্কিত) একটি রঙ্গীন পর্দা ঘরের এক দিকে টানিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বললেন, গিয়ে দেখুন, তিনি কেন ফিরে যাচ্ছেন? অতএব আমি তাঁর অনুসরণ করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

কোন জিনিস আপনাকে ফিরে আসতে বাধ্য করলো? তিনি বলেন ঃ আমার জন্য বা কোন নবীর জন্য কারুকার্য খচিত সজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা সমীচীন নয়।

بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ দুইজন দাওয়াতকারী একত্রে আসলে কে অগ্রাধিকার পাবে

٣٧٥٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِيْ سَبَقَ.

৩৭৫৬। হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তি একই সাথে দাওয়াত করলে তোমার বাড়ির নিকটতর ব্যক্তির দাওয়াত গ্রহণ করো। কেননা বাড়ির নিকটবর্তী ব্যক্তি নিকটতর প্রতিবেশী। যদি একজন দাওয়াত প্রদান করতে অন্যজনের আগে আসে তবে প্রথমে আসা ব্যক্তির দাওয়াত গ্রহণ করো।

بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْعَشَاءُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইশার নামায ও রাতের খাবার একত্রে উপস্থিত হলে

٣٧٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُوْمُ حَتّٰى يَفْرُغَ. زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتّٰى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

৩৭৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং ইশার নামাযের ইকামতও দেয়া হলে খাবার শেষ না করে নামাযে যাবে না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আরো আছে ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে উমারের রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে বা রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে তিনি আহার শেষ না করে কখনও নামাযের জন্য উঠতেন না। এমনকি ইকামত অথবা ইমামের কিরাআত শুনতে পেলেও তিনি আহার শেষ না করে উঠতেন না।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْلَى يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُؤَخَّرُ الصَّلاَةُ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ.

৩৭৫৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাবারের জন্য বা অন্য কোন কারণে নামাযের জামা'আত বিলম্বিত করা যাবে না।

٣٧٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِىْ فِىْ زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيْكَ.

৩৭৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-র সময় আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের বললেন, আমরা শুনেছি যে, রাতের আহারকে নামাযের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হতো (অর্থাৎ আগে আহার সেরে নেয়া হতো, অতঃপর নামায পড়া হতো)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি মনে করেছ আগেকার লোকদের রাতের আহার তোমার পিতার রাতের আহারের মত ছিল?

بَابٌ فِىْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আহার শুরু করার সময় উভয় হাত ধোয়া

٣٧٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا أَلاَ نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ.

৩৭৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা সেরে ফিরে আসলে তার সামনে আহার উপস্থিত করা হলো। সাহাবাগণ বললেন, আপনার জন্য উযুর পানি নিয়ে আসবো কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে তো নামাযের জন্য উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بَابٌ فِىْ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে হাত ধোয়ার বর্ণনা

٣٧٦١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِى التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ. وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوْءَ قَبْلَ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

৩৭৬১। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, "খাবার আরম্ভ করার পূর্বে উযু করার মধ্যেই খাবারের বরকত নিহিত"। আমি এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে উযু করার (হাত ধোয়ার) মধ্যেই খাদ্যের বরকত ও প্রাচুর্য নিহিত রয়েছে। সুফিয়ান (র) আহারের পূর্বে উযু করা পছন্দ করতেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা যঈফ (দুর্বল) হাদীস।

بَابٌ فِىْ طَعَامِ الْفَجَأَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ তাড়াহুড়ার সময় হাত না ধুয়েও আহার করা যায়

٣٧٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ يَعْنِىْ سَعِيْدَ ابْنَ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضٰى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيْنَا تَمْرٌ عَلٰى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً.

৩৭৬২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাব সেরে গিরিপথ থেকে নেমে আসলেন। আমাদের সামনে ঢালের ওপর খেজুর রাখা ছিল। আমরা তাঁকে খেতে ডাকলাম। তিনি আমাদের সাথে খেজুর খেলেন কিন্তু (হাতে) পানি স্পর্শ করলেন না।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ ذَمِّ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ খাদ্যদ্রব্যের সমালোচনা করা অবাঞ্ছনীয়

٣٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

৩৭৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাদ্যের ত্রুটি নির্দেশ করতেন না। যদি রুচি হতো তিনি খেতেন, আর যদি পছন্দ না হতো বাদ দিতেন।

بَابٌ فِي الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ একত্রে খাদ্য গ্রহণ করা

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِيْ وَلِيْمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلَا تَأْكُلْ حَتّٰى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ.

৩৭৬৪। ওয়াহশী ইবনে হারব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন ঃ হয়ত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আহার করো। তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা একত্রে আহার করো এবং খাদ্য

গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের আহারে বরকত দান করা হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, যদি তোমাকে কোথাও দাওয়াত করা হয় এবং আহার সামনে রাখা হয় তাহলে বাড়ির কর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আহার শুরু করো না।

بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া

٣٧٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

৩৭৬৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করার সময় ও খাবার গ্রহণ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করলে, তখন শয়তান (তার সহযোগীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান (সহযোগীদের) বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে। সে যখন খাবার সময় আল্লাহর নাম নেয় না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার যায়গাও পেলে এবং খাওয়ার সুযোগও পেলে।

٣٧٦٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتّٰى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِى الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ قَالَ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِيْ يَدِيْ مَعَ أَيْدِيْهِمَا.

৩৭৬৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহার করতে বসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া শুরু করার পূর্বে আমাদের কেউ খাদ্যের দিকে হাত বাড়াতো না। একদা আমরা তাঁর সাথে আহার করতে বসলাম। এ সময় এক বেদুঈন এমনভাবে দৌড়ে আসলো যেন কেউ তাকে পিছন থেকে তাড়া করছে। সে খাওয়ার পাত্রে হাত দিতে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একটি বালিকা দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো, যেন তাকেও কেউ পিছন থেকে তাড়া করছে। সেও খাদ্যের মধ্যে হাত ঢুকাতে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, যে খাদ্য আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া হয় না তাতে শয়তান অংশগ্রহণ করে। সে প্রথমে বেদুঈনকে নিয়ে এসেছিল তার সাথে খাদ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্য। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। অতঃপর শয়তান এই বালিকাকে নিয়ে এসেছে তার সহায়তায় খাদ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্য। আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! শয়তানের হাত এখন ওদের দু'জনের হাতের সাথে আমার হাতের মধ্যে বন্দী।

٣٧٦٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّسْتَوَائِيَّ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

৩৭৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করতে বসে, সে যেন বিসমিল্লাহ বলে (আল্লাহর নাম নিয়ে) খাবার শুরু করে। সে যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে, খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম এবং শেষেও আল্লাহর নাম (স্মরণ করি)।

٣٧٦٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلٰى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اِسْمَ اللّٰهِ اِسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ جَدُّ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ.

৩৭৬৮। উমাইয়া ইবনে মাখশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। আর এক ব্যক্তি আহার করছিল, কিন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু করেনি। আর মাত্র এক গ্রাস খাবার বাকি থাকতে সে তা মুখে দেয়ার সময় বললো, খাবারের শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলো, শয়তান তার পেটের খাবার বমি করে ফেলে দিলো।

بَابٌ فِى الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ

٣٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا.

৩৭৬৯। আলী ইবনুল আকমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কখনও আসনে বসে হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি না।

٣٧٧٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ.

৩৭৭০। মুসআব ইবনে সুলায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আনাস) কোন এক কাজে

পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে এসে দেখি তিনি বসে বসে (নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁটু উঁচু করে) খেজুর খাচ্ছেন।

٣٧٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ.

৩৭৭১। শুআইব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পিছনে কখনো দুই ব্যক্তিকেও চলতে দেখা যায়নি।

بَابٌ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাত্রের উপরিভাগ (চূড়া) থেকে খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا.

৩৭৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান (চূড়া) থেকে না খায়, বরং সে যেন তার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে। কেননা পাত্রের মধ্যখানে (চূড়ায়) বরকত নাযিল হয়।

٣٧٧٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِيْ وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا

ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا.

৩৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বড়ো কড়াই ছিল। চারজন লোক তা বহন করতো। পাত্রটির নাম ছিল 'গাররাআ'। যখন বেলা কিছুটা উপরে উঠলো এবং লোকেরা চাশতের নামায আদায় করলো তখন পাত্রটি নিয়ে আসা হলো। অর্থাৎ এর মধ্যে ঝোল মিশ্রিত রুটি ছিল। লোকেরা এর চারদিকে বসে গেলো। লোকের আধিক্যের কারণে (স্থান সংকুলানের জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু গেড়ে বসলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কিভাবে বসা হলো (নবীর মত ব্যক্তিত্ব এভাবে বসবে)! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভদ্র ও সম্মানিত বান্দাহ বানিয়েছেন। তিনি আমাকে অবাধ্য, উদ্যত ও উচ্ছৃঙ্খল বানাননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পাত্রের কিনারা থেকে খাও এবং চূড়া ছেড়ে থেকে খেও না)। এতে বরকত হবে।

بَابُ الْجُلُوْسِ عَلٰى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا

যখানে অপছন্দনীয় খাবারও থাকে সেখানে বসে খাওয়া

٣٧٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلٰى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى بَطْنِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

৩৭৭৪। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের স্থানে আহার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ (এক) যে দস্তরখানে বসে শরাব পান করা হয় এবং (দুই) উপুর হয়ে বসে পেটের ওপর ভর দিয়ে আহার গ্রহণ করা হয়। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটা মুনকার হাদীস। জাফর ইবনে বুরকান হাদীসটি যুহরীর কাছে শুনেননি।

٣٧٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ.

৩৭৭৫। জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তার কাছে হাদীসটি যুহরীর সূত্রে পৌঁছেছে।

بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ডান হাত দিয়ে আহার গ্রহণ

٣٧٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ.

৩৭৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খায়, সে যেন তার ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখনও যেন তার ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে।

[illegible]ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيْ [illegible] بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [illegible] وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

৩৭৭৭। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) [illegible] বর্ণিত [illegible] আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার [illegible]ছে এসো, আর [illegible] এবং নিকটস্থ খানা খাও।

بَابُ فِيْ أَكْلِ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ গোশত খাওয়া

٣٧٧٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيْعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَسُوْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

৩৭৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে আহার করো না। কেননা এটা আজামীদের (অনারবদের) রীতি, বরং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও। কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়।

٣٧٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ اٰكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ اللَّحْمَ بِيَدِيْ مِنَ الْعَظْمِ فَقَالَ أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيْكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عُثْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

৩৭৭৯। সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহার করছিলাম এবং হাড় থেকে গোশত ছিড়ে খাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হাড়টি তুলে মুখে লাগাও এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও, কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর। আবু দাউদ (র) বলেন, উছমান (র) সাফওয়ান (রা) থেকে কিছু শুনেননি। এটি মুরসাল হাদীস।

٣٧٨٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاقُ الشَّاةِ.

৩৭৮০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় গোশত ছিল ছাগলের হাড়ের গোশত।

٣٧٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرٰى أَنَّ الْيَهُوْدَ هُمْ سَمُّوْهُ.

৩৭৮১। আবু দাউদ (র) একই সনদ সূত্রে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহুর গোশত অধিক পছন্দ করতেন। রাবী বলেন, এই বাহুর গোশতেই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। নবী (সা) জানতেন, ইহূদীরা এতে বিষ প্রয়োগ করেছিল।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ লাউয়ের তরকারী (বা লাউ) খাওয়া

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ.

৩৭৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলো। সে তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলো। আনাস (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবারের দাওয়াতে গেলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বার্লির রুটি এবং লাউ ও শুকনা গোশত দিয়ে তৈরী তরকারী নিয়ে আসলো। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি পাত্রের চতুর্দিকে লাউয়ের টুকরা খুঁজছেন। সেদিন থেকে আমিও সব সময় এই তরকারীটা পছন্দ করে আসছি।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الثَّرِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ছারীদ খাওয়া

٣٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ السَّمْتِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

৩৭৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য ছিল তরকারীর ঝোলে ভিজানো রুটি ও খুরমা এবং মাখন ও আটার সংমিশ্রণে তৈরী রুটি। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি যঈফ।

بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কোন খাদ্যের প্রতি ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা পোষণ করা

٣٧٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيْصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

৩৭৮৪। কাবীসা ইবনে হুলব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, সে বললো, এমন কোন খাদ্য আছে কি যা খেতে আমি অপছন্দ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমার মনে কোন হালাল জিনিস যেন খটকা সৃষ্টি না করে। তাহলে তুমি নাসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। কেননা তারা প্রতিটি জিনিসেই সংশয় বোধ করতো।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জাল্লালা ও তার দুধ খাওয়া নিষেধ

٣٧٨٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

৩৭৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার গোশত খেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ.

৩৭৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.

৩৭৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালা উটে আরোহণ করতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ যে পশু বা পাখি বিষ্ঠা খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার দেহেও ঐ নাপাক বস্তুর গন্ধ সংক্রমিত হয়েছে তাকে 'জাল্লালা' বলে (অনুবাদক)।

بَابُ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٨٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ لَنَا فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

৩৭৮৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের দিন আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٧٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ.

৩৭৮৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবেহ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ, ইসহাক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আওযাঈ (র)-এর মতে তা মাক্‌রূহ (অনুবাদক)।

٣٧٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شَبِيْبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ

زَادَ حَيْوَةُ وَكُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لاَ بَأْسَ بِلُحُوْمِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِىْ بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْبَحُهَا.

৩৭৯০। খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (অধস্তন রাবী) হায়ওয়াতের বর্ণনায় আরো আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর গোশত খেতেও নিষেধ করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) এই মত পোষণ করেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ঘোড়ার গোশত খাওয়া দোষের কিছু নয় এবং উপরোক্ত হাদীস অনুসারে আমল করা হয় না। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস রহিত (মানসূখ)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদল সাহাবী ঘোড়ার গোশত খেয়েছেন। ইবনুয যুবাইর, ফাদালা ইবনে উবায়েদ, আনাস ইবনে মালেক, আসমা বিন্‌তে আবু বকর, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) ও আলকামা (র) তাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কুরায়েশগণ ঘোড়া যবেহ করতো।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ খরগোশের গোশত খাওয়া

٣٧٩١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا حَزَوَّرًا فَأَصَدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِىَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا.

৩৭৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী যুবক। আমি একটি খরগোশ শিকার করে তার গোশত ভুনা করলাম। আবু তালহা (রা) আমাকে এর পিছন দিকের গোশত নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। আমি তা নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হলাম এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।

٣٧٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىْ خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ يَقُوْلُ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصَّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةَ وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُوْلُ قَالَ قَدْ جِيْءَ بِهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيْضُ.

৩৭৯২। আবু খালিদ ইবনে হুওয়াইরিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) 'আস-সাফাহ' নামক স্থানে ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ বলেন, মক্কায় অবস্থিত একটা জায়গার নাম। এক ব্যক্তি একটি খরগোশ শিকার করে নিয়ে আসলো। সে বললো, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! (খরগোশের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে) আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর গোশত নিয়ে আসা হলো। আমি তখন সেখানে বসা ছিলাম। তিনি তা আহার করেননি এবং অন্যকেও আহার করতে নিষেধ করেননি। তিনি মনে করলেন উহার মাসিক ঋতু হয়।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٩٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَضُبًّا وَأَقِطًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقِطِ وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلٰى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার খালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মাখন, পনির ও গুইসাপের গোশত পাঠালেন। তিনি মাখন ও পনির থেকে খেলেন কিন্তু গুইসাপের গোশত খেলেন না ঘৃণাবশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে বসে তা খাওয়া হলো। যদি এটা হারাম হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে তা খাওয়া যেতো না।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গুইসাপের গোশত খাওয়া মাকরূহ। কিন্তু সর্বাধিক গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে তা খাওয়া জায়েয (অনুবাদক)।

٣٧٩٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِيْ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ أَخْبِرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوْا هُوَ ضَبٌّ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

৩৭৯৪। খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মায়মূনা (রা)-র ঘরে গেলেন। সেখানে গুইসাপের ভাজা গোশত আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিতে হাত বাড়ালে মায়মূনা (রা)-র ঘরে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলে দাও– যা নিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন। তারা বললেন, এটা গুইসাপের গোশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ (রা) বলেন, আমি বললাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু এটা আমাদের এলাকায় পাওয়া যায় না। অতএব এর গোশত আমার কাছে অরুচিকর। খালিদ (রা) বলেন, আমি হাত বাড়িয়ে তা নিয়ে খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন।

٣٧٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا قَالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُوْدًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا فِي الْأَرْضِ وَإِنِّيْ لاَ أَدْرِيْ أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ.

৩৭৯৫। ছাবিত ইবনে ওয়াদিআহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা কতগুলো

গুইসাপ ধরলাম। ছাবিত (রা) বলেন, আমি একটি গুইসাপ ভুনা করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিয়ে এসে রাখলাম। তিনি একটি কাঠ উঠিয়ে তা দিয়ে এর আঙ্গুল গণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে জমীনের বুকে একটি বিচরণশীল জীবে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিল। আমি জানি না, সেটা কোন প্রাণী? রাবী বলেন, তিনি তা আহার করেননি এবং (অন্যদের) তা খেতে নিষেধও করেননি।

٣٧٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ.

৩৭৯৬। আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارٰى

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ হুবারার গোশত খাওয়া

٣٧٩٧- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارٰى.

৩৭৯৭। বুরাইহ ইবনে উমার ইবনে সাফীনা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুবারার গোশত খেয়েছি।

টীকা ঃ লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট ও দ্রুত গতিসম্পন্ন ছাই বর্ণের একটি পাখি, যার গোশত স্বাদে হাঁস-মুরগীর গোশতের কাছাকাছি (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ও অন্যান্য মাটির প্রাণী

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِلْقَامُ بْنُ تَلِبٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الْأَرْضِ تَحْرِيْمًا.

৩৭৯৮। মিলকাম ইবনে তালিব্ব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কিন্তু আমি কখনো 'হাশরাতুল আরদ' হারাম হওয়ার ব্যাপারে (তাঁর কাছে) কিছু শুনিনি।

٣٧٩٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ ثَوْرٍ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلاَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الاٰيَةُ. قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ.

৩৭৯৯। ঈসা ইবনে নুমায়লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাকে সজারুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আপনি বলুন, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাই না যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম..." (সূরা আনআম : ১৪৫) পূর্ণ আয়াত। রাবী বলেন, এক প্রবীণ শায়েখ ইবনে উমার (রা)-কে বললেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সজারু সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বলেন ঃ "নাপাক প্রাণীর মধ্যকার একটি প্রাণী"। ইবনে উমার (রা) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে থাকেন তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন, যা আমার জানা ছিলো না।

টীকা ঃ 'হাশরাতুল আরদ' হলো মাটির গর্তে বসবাসকারী কীট-পতঙ্গ ও ক্ষুদ্র জীব-জন্তু। যেমন গুইসাপ, সজারু, ইঁদুর সদৃশ প্রাণী, বেজি ইত্যাদি। ফকীহগণের মতে এর কোনটি খাওয়া বৈধ এবং কোনটি অবৈধ (অনুবাদক)।

بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيْمُهُ

অনুচ্ছেদ–৩০ ঃ যেসব জিনিস সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা উক্ত হয়নি

٣٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ الْمَكِّيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُوْنَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلاَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِىْ مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

৩৮০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকজন কিছু জিনিস আহার করতো এবং ঘৃণাবশত কিছু জিনিস পরিহার করতো। এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নবী (সা)-কে পাঠালেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল করলেন ও কিছু জিনিস হারাম করলেন। তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন তা বৈধ। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন, "আপনি বলুন, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাই না যা আহার করা কারো জন্য হারাম..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ হায়েনার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٨٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ.

৩৮০১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ এটা তো শিকার করার মতো প্রাণী। ইহরাম অবস্থায় তা শিকার করলে একটি মেষ কোরবানী দিতে হয়।

টীকা ঃ অত্র হাদীসে দাবু' বলতে যদি মানুষখেকো হিংস্র প্রাণী হায়েনা হয়ে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি অন্য কোন ধরনের প্রাণী হয়ে থাকে তবে তার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈ ও আহ্মাদ (র)-এর মতে তা খাওয়া বৈধ এবং আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে অবৈধ (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى أَكْلِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ হিংস্র জীব খাওয়া সম্পর্কে

٣٨٠٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ.

৩৮০২। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

৩৮০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُوْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الْأَهْلِىُّ وَلاَ اللُّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَّسْتَغْنِىَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

৩৮০৪। আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু, গৃহপালিত গাধা এবং চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর হারানো মাল খাওয়া হারাম। কিন্তু যদি সে তা পরিত্যাগ করে থাকে (মূল্যবান জিনিস না হয়) তবে ভিন্ন কথা। কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলো কিন্তু তারা তাকে আতিথ্য প্রদর্শন করলো না, এমতাবস্থায় সে আতিথ্যের পরিমাণ মাল তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে।

টীকা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণকে যিম্মী বলে (অনুবাদক)।

٣٨٠٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

৩৮০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُوْدُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوْا إِلٰى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِيْنَ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

৩৮০৬। খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। ইহুদীরা এসে অভিযোগ করলো যে, লোকেরা তাড়াহুড়া করে তাদের বাঁধা পশুগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাবধান! যে কাফেররা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ন্যায়সংগত অধিকার ছাড়া তাদের মাল আত্মসাৎ করা জায়েয নয়। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে– গৃহপালিত গাধা, ঘোড়া, খচ্চর, প্রত্যেক শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু এবং প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী।

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا.

৩৮০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের গোশত আহার করতে এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ وَاَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ. قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرْتُ هٰذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِيْنَا يَقُوْلُ هٰذَا وَأَبٰى ذٰلِكَ الْبَحْرُ يُرِيْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ

৩৮০৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমর (র) বলেন, আমি আবুশ-শা'ছাকে এই হাদীস অবহিত করলে তিনি বলেন, আল-হাকাম আল-গিফারী আমাদের মাঝে এটা বলেছিলেন, কিন্তু জ্ঞানসমুদ্র ইবনে আব্বাস (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া

٣٨٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِيْ شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِيْ إِلاَّ شَيْءٌ مِّنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِيْ أُطْعِمُ أَهْلِيْ إِلاَّ سِمَانُ حُمُرٍ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِيْنِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلاَّلَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا هُوَ ابْنُ مَعْقِلٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ نَاسٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرُ أَوِ ابْنُ أَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮০৯। গালিব ইবনে আবজার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলাম। পরিবার-পরিজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত মাল আমার ছিলো না, কয়েকটি গাধা ছাড়া। ইতিপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছি। মোটাতাজা কয়েকটি গাধা ছাড়া আমার এমন কোন মাল নেই যা দিয়ে আমি পরিবার-পরিজনের আহারের ব্যবস্থা করতে পারি। অথচ আপনি গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার পরিবারের লোকদেরকে মোটতাজা গাধার গোশত খাওয়াও। নাপাক খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই আমি জনপদের বা গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছিলাম। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই আবদুর রহমান হলেন মা'কিল (রা)-র পুত্র। আবু দাঊদ (র) বলেন, শো'বা (র) এই হাদীস উবায়েদ আবুল হাসান-আবদুর রহমান ইবনে মা'কিল-আবদুর রহমান ইবনে বিশর-মুযায়না গোত্রের কতক লোকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুযায়না গোত্রের নেতা আবজার অথবা আবজারের পুত্র নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন।

٣٨١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَعْقَلٍ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدِهِمَا عَنِ الْاٰخَرِ اَحَدُهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِ بْنِ عُوَيْمٍ وَالْاٰخَرُ غَالِبُ بْنُ الْاَبْجَرِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرٰى غَالِبًا الَّذِىْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩৮১০। মিসআর (র) বলেন, আমার মতে গালিব (রা)-ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই হাদীস (ঘটনা) নিয়ে আসেন।

٣٨١١- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا.

৩৮১১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত এবং নাপাক খেতে অভ্যস্ত প্রাণীর গোশত খেতে ও তাতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ টিড্ডি বা পঙ্গপাল খাওয়া সম্পর্কে

٣٨١٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ أَوْفٰى وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ.

৩৮১২। আবু ইয়া'ফূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবী আওফা (রা)-র কাছে শুনেছি, আমি তাকে টিড্ডি খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছয়-সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর সাথে একত্রে টিড্ডি খেয়েছি।

٣٨١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

৩৮১৩। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিড্ডি খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর অসংখ্য সৈন্যবাহিনী আছে। আমি এগুলো খাই না এবং হারামও করি না। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-মু'তামির (র) উপরোক্ত হাদীস তার পিতা-আবু উছমান-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সনদে সালমান (রা)-র নামোল্লেখ করেননি (এ সূত্রে হাদীসটি মুরসাল)।

٣٨١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ قَالَ أَكْثَرُ جُنْدِ اللّٰهِ. قَالَ عَلِيٌّ اِسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِيْ أَبَا الْعَوَّامِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

৩৮১৪। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিড্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এরা আল্লাহর অসংখ্য সৈনিক। আলী (র) বলেন, আবুল আওয়াম-এর নাম ফাইদ। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) এ হাদীস আবুল আওয়াম-আবু উছমান-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সালমান (রা)-র নামোল্লেখ করেননি।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الطَّافِىْ مِنَ السَّمَكِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ ভেসে আসা মৃত মাছ খাওয়া সম্পর্কে

٣٨١٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَيُّوْبُ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَوْقَفُوْهُ عَلٰى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮১৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদ্র যা ঢেলে দেয় বা পানি সরে গেলে যা পাওয়া যায় তা খাও, আর যা মরে ভেসে উঠে আসে তা খেও না। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরী, আইউব ও হাম্মাদ (র) আবুয যুবাইরের সূত্রে জাবের (রা) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপর একটি দুর্বল সূত্রে হাদীসটি ইবনে আবু যে'ব-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ فِيْمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيِّتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি মৃত জীব আহার করতে বাধ্য হয়

٣٨١٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ

فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِيْ ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا. فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتِ اسْلَخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيْكَ قَالَ لاَ قَالَ فَكُلُوْهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.

৩৮১৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনসহ হাররায় যাত্রাবিরতি করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে। তুমি যদি পাও তবে তা ধরে রেখো। সে উটটি পেয়ে গেলো কিন্তু মালিককে তখন পেলো না। উটটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্ত্রী তাকে বললো, এটা যবেহ করো, কিন্তু সে যবেহ করতে রাজী হলো না। উটটি মারা গেলে তার স্ত্রী বললো, এর চামড়া ছাড়াও, তাহলে এর গোশত ও চর্বি আগুনে জ্বালিয়ে খেতে পারবো। স্বামী বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, তারপর। সে তাঁর কাছে এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে এমন কোন জিনিস আছে যা তোমাকে মুর্দা খাওয়া থেকে মুখাপেক্ষিহীন করতে পারে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তা খাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উটের মালিক ফিরে আসলে সে তাকে ঘটনা জানালো। সে বললো, তুমি যবেহ করলে না কেন? সে বললো, তোমার উট যবেহ করতে লজ্জাবোধ করেছি।

টীকা ঃ মৃত বা হারাম জিনিস তিনটি শর্তে ব্যবহার করা বা খাওয়া যায়। কঠিন ঠেকা ও উপায়হীন অবস্থায়, যেমন ক্ষুধা ও পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হওয়া অথবা রোগের কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া এবং এ অবস্থায় হারাম দ্রব্য ছাড়া বিকল্প কিছু না পাওয়া। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করার কুটিল ইচ্ছা মনে না থাকা। তৃতীয়ত, ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করা (অনুবাদক)।

٣٨١٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُوْ نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِيْ عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً. قَالَ ذٰلِكَ وَأَبِي الْجُوْعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْغَبُوْقُ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ وَالصَّبُوْحُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

৩৮১৭। ফুজায়' আল-আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমাদের জন্য কি মৃত জীব হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ কেন, তোমাদের খাবার কি? আমি বললাম, সকালে এক পিয়ালা দুধ এবং রাতে এক পিয়ালা দুধ খাই। আবু নুআইম বলেন, উকবা আমার কাছে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ সকালে এক পিয়ালা এবং রাতে এক পিয়ালা, আমার বাপের শপথ! আমরা সম্পূর্ণ ক্ষুধার্ত থেকে যাই। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনি মৃত জীব খাওয়া হালাল করে দিলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আল-গাবূক হলো রাতের পানীয় এবং আস-সাবূহ হলো সকালের পানীয়।

بَابٌ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ দুই রং-এর খাদ্য একত্র করা

٣٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِىْ خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِىْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا قَالَ فِىْ عُكَّةِ ضَبٍّ. قَالَ ارْفَعْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَيُّوْبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْتِيَانِىُّ.

৩৮১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুধ ও ঘিয়ে ভিজানো সাদা আটার সাদা রুটি আমার কাছে খুবই প্রিয়। জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে গিয়ে ঐ ধরনের রুটি তৈরি করে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঘি কিরূপ পাত্রে ছিল? লোকটি বললো, গুই সাপের চামড়ার পাত্রে। তিনি বলেন ঃ এটা তুলে নিয়ে যাও। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি মুনকার (গ্রহণের অযোগ্য) হাদীস। আবু দাঊদ (র) আরো বলেন, এই আইউব (র) আইউব আস-সাখতিয়ানী নন।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الْجُبْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ পনীর খাওয়া সম্পর্কে

٣٨١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِىْ تَبُوْكَ فَدَعَا بِسِكِّيْنٍ فَسَمّٰى وَقَطَعَ.

৩৮১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পনীরের একটি টিকা আসলো। তিনি চাকু নিয়ে ডাকলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে তা টুকরা টুকরা করলেন।

بَابٌ فِى الْخَلِّ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ সিরকা (টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয়)

٣٨٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

৩৮২০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরকা হলো উত্তম তরকারী।

٣٨٢١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

৩৮২১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরকা বা ঝাঁজ মিশ্রিত পানীয় উত্তম তরকারী।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الثُّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রসুন খাওয়া সম্পর্কে

٣٨٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ أَبِىْ رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِىَ بِبَدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُوْلِ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا

فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ كُلْ فَإِنِّىْ أُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ. قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ فَسَّرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ.

৩৮২২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খেলো সে যেন আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। সে যেন নিজের ঘরে বসে থাকে। তাঁর সামনে একত্রে রান্না করা বিভিন্ন প্রকার তরকারী ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। তিনি তা থেকে একটা ঘ্রাণ পেলেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার তরকারী সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন ঃ অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও। লোকটি তাঁর সাথেই ছিলো। তিনি যখন দেখলেন সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন ঃ খাও। নিশ্চয়ই আমি এমন এক মহান সত্তার সাথে অতি গোপনে কথা বলি যাঁর সাথে তোমরা কথা বলতে পারো না।

٣٨٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّوْمُ وَالْبَصَلُ وَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَشَدُّ ذٰلِكَ كُلِّهِ الثُّوْمُ أَفَتُحَرِّمُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلاَ يَقْرَبْ هٰذَا الْمَسْجِدَ حَتّٰى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيْحُهُ.

৩৮২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পিয়াজ-রসুন সম্পর্কে কথা উঠলো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এর মধ্যে রসুনের গন্ধটাই খুব তীব্র। আপনি কি এটা হারাম সাব্যস্ত করেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তা খেতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা খেলো সে যেন মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই এই মসজিদের কাছে না আসে।

টীকা ঃ কাঁচা পিয়াজ-রসুন খাওয়া মাকরূহ। রান্না করে খাওয়াতে কোন দোষ নেই (অনুবাদক)।

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رِزِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيْثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلاَثًا.

৩৮২৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (নামাযে অথবা মসজিদে) কিবলার দিকে থুথু ফেলে, কিয়ামতের দিন সে ঐ থুথু নিজের দুই চোখের মাঝখানে পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। যে ব্যক্তি এই খারাপ তরকারী (পিয়াজ) খায় সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। একথাটা তিনি তিনবার বলেছেন।

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ.

৩৮২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছ (পিয়াজ) খেলো সে অবশ্যই যেন মসজিদসমূহে না আসে।

٣٨٢٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ هِلاَلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُوْمًا فَأَتَيْتُ مُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيْحَ الثُّوْمِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا أَوْ رِيْحُهُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنِّيْ يَدَكَ. قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِيْ كُمِّ قَمِيْصِيْ إِلٰى صَدْرِيْ فَإِذَا أَنَا مَعْصُوْبُ الصَّدْرِ. قَالَ إِنَّ لَكَ عُذْرًا.

৩৮২৬। আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুন খেয়েছিলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসাল্লায় (মসজিদে) নামায পড়তে আসলাম। ইতিমধ্যে এক রাক্'আত শেষ হয়েছে। আমি যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুনের গন্ধ পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামায শেষ করে বললেন ঃ "যে ব্যক্তি এই গাছ (রসুন) থেকে আহার করলো, তার মুখের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পূর্বে সে অবশ্যই

যেন আমাদের কাছে না আসে।" আমি নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই আপনার হাতখানি আমাকে দিন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি তাঁর হাতখানি জামার ভিতর দিয়ে আমার বুক পর্যন্ত ঢুকালাম। আমার বুকে পট্টি বাঁধা ছিলো। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার জন্য ওজর।

টীকা ঃ যে কোন ওজরের কারণে তাঁর বুকে পট্টি বাঁধা ছিলো, ক্ষুধার কারণে বা অন্য কোন কারণে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পিয়াজ-রসুন খাওয়ার ওজর অনুমোদন করেন (অনুবাদক)।

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ اٰكِلُوْهُمَا فَأَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا قَالَ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ.

৩৮২৭। মু'আবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি গাছ খেতে নিষেধ করেছেন। তিন বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ গাছ দু'টো খেলো সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমাদের যদি এটা খাবার একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে তা খাও। রাবী বলেন, গাছ দু'টি হলো পিয়াজ ও রসুন।

٣٨٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجَرَّاحُ أَبُوْ وَكِيْعٍ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نُهِىَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ إِلاَّ مَطْبُوْخًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ شَرِيْكُ بْنُ حَنْبَلٍ.

৩৮২৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। রান্না করে খাওয়াতে আপত্তি নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, শরীক (র) হলেন হাম্বালের পুত্র।

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ زِيَادٍ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ قَالَتْ إِنَّ اٰخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلٌ.

৩৮২৯। আবু যিয়াদ খিয়ার ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে

পিয়াজ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে খাবার খেয়েছিলেন তাতে পিয়াজ ছিল।

بَابٌ فِى التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ খেজুর সম্পর্কে

٣٨٣٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ الْأَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ.

৩৮৩০। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপর একটি খেজুর রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ এই খেজুর এই রুটির তরকারী।

٣٨٣١- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

৩৮৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের অধিবাসীরা অভুক্ত।

بَابٌ فِىْ تَفْتِيْشِ التَّمْرِ الْمُسَوِّسِ عِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পোকায় ধরা খেজুর পরীক্ষা করে খাওয়া

٣٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوْسَ مِنْهُ.

৩৮৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পুরাতন খেজুর পরিবেশন করা হলে তিনি তা ছিঁড়ে এর মধ্য থেকে পোকা খুঁজে বের করতে থাকেন।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتٰى بِالتَّمْرِ فِيْهِ دُوْدٌ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৩৮৩৩। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পোকায় ধরা খেজুর দেয়া হতো। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ (এটি মুরসাল হাদীস)।

بَابُ الْإِقْرَانِ فِى التَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ আহারের সময় একত্রে দু'টি খেজুর নেয়া

٣٨٣٤- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ.

৩৮৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গীর অনুমতি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে দু'টি খেজুর তুলে খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ عِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ দুই ধরনের বস্তু একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٣٨٣٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

৩৮৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে শসা খেতেন।

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُوْلُ نَكْسِرُ حَرَّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا وَبَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا.

৩৮৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর দিয়ে তরমুজ খেতেন। তিনি বলতেন ঃ এটির ঠাণ্ডা ঐটির গরম কমিয়ে দিবে এবং এইটির গরম ঐটির ঠাণ্ডা কমিয়ে দিবে।

٣٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مَزْيَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَىْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ.

৩৮৩৭। বুসর আস-সুলামীর দুই পুত্র (আবদুল্লাহ ও আতিয়া) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে আসলেন। আমরা তাঁকে পনীর ও খেজুর খেতে দিলাম। তিনি পনীর ও খেজুর খুব পছন্দ করতেন।

بَابٌ فِىْ اِسْتِعْمَالِ انِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ আহলে কিতাবের পাত্র ব্যবহার করা

٣٨٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى وَإِسْمَاعِيْلُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيْبُ مِنْ اٰنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيْبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ.

৩৮৩৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা মুশরিকদের পাত্র ও পানপাত্র পেয়ে তা ব্যবহার করতাম। এতে তিনি আমাদের কোন ত্রুটি ধরেননি।

٣٨٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُوْنَ فِىْ قُدُوْرِهِمُ الْخِنْزِيْرَ وَيَشْرَبُوْنَ فِىْ اٰنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا.

৩৮৩৯। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করে বললেন, আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় যাতায়াত করে থাকি। তারা তাদের হাঁড়িতে শূকরের গোশত রান্না করে এবং তাদের পানপাত্রে শরাব পান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য হাঁড়ি-পাতিল পাও তবে তাতে পানাহার করো। আর যদি তাদেরগুলো ছাড়া অন্য কোন পাত্র সংগ্রহ করতে না পারো তবে তাদেরগুলো পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করে তাতে পানাহার করো।

بَابٌ فِيْ دَوَابِّ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ সমুদ্রে বিচরণশীল প্রাণী সম্পর্কে

٣٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ مَاءٍ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ. قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَةُ فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ وَلاَ تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوْا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ حَتّٰى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُوْنَا مِنْهُ فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ.

৩৮৪০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের একটি কাফেলাকে পাকড়াও করার জন্য আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে আমাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। তিনি আমাদের সাথে এক ব্যাগ খেজুরও দিলেন। এ ছাড়া আর কিছু আমাদের সাথে ছিলো না। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) প্রতিদিন

আমাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা বাচ্চাদের মত তা চুষে খেতাম, অতঃপর পানি পান করতাম। এভাবে আমরা রাত পর্যন্ত সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। আমরা নিজেদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা ঝড়িয়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। জাবের (রা) বলেন, আমরা সমুদ্রের কিনারার দিকে অগ্রসর হলাম। সমুদ্রের তীরে বালুর ঢিবির মত কি একটা জিনিস দেখা গেলো। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম, এটা একটা সামুদ্রিক প্রাণী, যার নাম আম্বর (তিমি) মাছ। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, এটা মৃত জীব, আমাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর তিনি মত পাল্টিয়ে বললেন, না! বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি এবং আমরা আল্লাহর পথে বের হয়েছি। তোমরাও সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ, অতএব এটা খাও। জাবের (রা) বলেন, আমরা সেখানে একমাস অবস্থান করেছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিন শতজন। আমরা প্রতিদিন তা খেয়ে মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন ঃ ওটা ছিল রিযিক (খাদ্য), আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের সাথে এর গোশত অবশিষ্ট আছে কি? থাকলে আমাকে খাওয়াও। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর গোশত পৌঁছালাম, তিনি তা আহার করলেন।

بَابٌ فِى الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পতিত হলে

٣٨٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِىْ سَمْنٍ فَأُخْبِرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْقُوْا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا.

৩৮৪১। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানানো হলে তিনি বলেন ঃ এর চারপাশের ঘি ফেলে দিয়ে বাকীটা খাও।

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِى السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ. قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبَّمَا

حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর নিমজ্জিত হয় এবং তা জমাট বাঁধা হয় তবে ইঁদুর ও এর চার পাশের ঘি ফেলে দাও। ঘি যদি তরল হয় তবে তার কাছে যেও না (খেও না)।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُوْذَوَيْهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

৩৮৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) মায়মূনা (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তা ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে বর্ণিত যুহ্‌রীর (উপরের) হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ মাছি খাদ্যদ্রব্যে পতিত হলে

٣٨٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِيْ بِجَنَاحِهِ الَّذِيْ فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ.

৩৮৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পতিত হয় তবে তা এর ভিতরে ডুবিয়ে দাও। কেননা তার এক ডানায় রয়েছে অসুখ (বিষ) আর অপর ডানায় রয়েছে নিরাময়। সে অসুস্থ পাখা ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে। অতএব এটাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দাও।

টীকা ঃ একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে মাছি বসলে অনেক লোক অহংকার বশত সম্পূর্ণ খাদ্য ফেলে দিতো বা কাজের লোকদের খেতে দিতো। অথচ শুধু মাছি পড়ায় খাদ্য-পানীয় নাপাক বা হারাম হয় না। মানুষের এ ধরনের অহংকাররূপ রোগ নির্মূল করার

জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মাছিকে খাদ্য বা পানীয়ে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, অতঃপর তা তুলে ফেলে দিয়ে ঐ খাদ্য গ্রহণ করতে বলেন। এর একটি ডানায় রোগ (অহংকার) আছে, একে খাদ্যবস্তুতে পড়তে দেখেই তোমাদের মধ্যে ঐ রোগ (অহংকার) জন্ম নেয়। ফলে তোমরা ঐ খাদ্য গ্রহণ করো না। এর অপর ডানায় আছে ঐ রোগের (অহংকারের) প্রতিশেধক। অর্থাৎ ঐ খাদ্য গ্রহণের ফলে তোমাদের অহংকার দূরীভূত হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ পড়ে যাওয়া গ্রাস (লোকমা)

٣٨٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.

৩৮৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চাটতেন এবং বলতেন ঃ যখন তোমাদের কারো গ্রাস পড়ে যায় সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। তিনি আমাদেরকে থালা পরিষ্কার করে খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই জানে না খাদ্যের কোন অংশে তার জন্য বরকত রাখা হয়েছে।

بَابٌ فِى الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلٰى

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ খাদেম বা পাচকের মালিকের সাথে খাওয়া

٣٨٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ.

৩৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম খাবার তৈরি করে যখন তার জন্য উপস্থিত করে; সে বাবুর্চিখানার উত্তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করেছে; মালিক যেন তাকে সাথে

বসিয়ে খাওয়ায়। খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয় তবে সে যেন তার হাতে অন্তত এক অথবা দুই গ্রাস খাদ্য তুলে দেয়।

بَابٌ فِى الْمِنْدِيْلِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ রুমাল ব্যবহার করা

٣٨٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

৩৮৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আহার করার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়ার অথবা খাওয়ানোর পূর্বে যেন রুমালে হাত না মোছে।

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا.

৩৮৪৮। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুল দিয়ে আহার করতেন এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়ার পূর্বে তা মোছতেন না।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ আহারশেষে যা বলতে হয়

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

৩৮৪৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দস্তরখান তুলে নেয়া হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, অশেষ পবিত্রতা ও প্রাচুর্য অবিরতভাবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যেন তোমার দেয়া রিযিক থেকে মুখাপেক্ষিহীন না হই।"

٣٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ هَاشِمٍ الْوَاسِطِىِّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

৩৮৫০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার শেষ করে বলতেন ঃ "সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করলেন।"

٣٨٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِىْ عَقِيْلٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

৩৮৫১। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাওয়া বা পান শেষ করতেন তখন বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, (খাদ্য-পানীয়) পেটে প্রবেশ করা সহজ করে দিয়েছেন এবং এগুলো বের হয়ে যাওয়ার ও ব্যবস্থা করেছেন।"

بَابٌ فِىْ غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আহারশেষে হাত পরিষ্কার করা

٣٨٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِىْ يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

৩৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হাতে গোশতের গন্ধ ও তৈলাক্ততা নিয়ে ঘুমিয়ে গেলো এবং হাত পরিষ্কার করলো না, এতে যদি তার কোন ক্ষতি হয় তবে এজন্য সে নিজেকেই যেন তিরস্কার করে।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আহারশেষে খাদ্যের মালিকের জন্য দু'আ করা

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ أَبِىْ خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ أَثِيْبُوْا أَخَاكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا إِثَابَتُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَالِكَ إِثَابَتُهُ.

৩৮৫৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহার তৈরি করলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিলেন। যখন তারা আহার শেষ করলেন, নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের প্রতিদান দাও। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার প্রতিদান কি? তিনি বললেন ঃ কোন লোককে যখন তার (দা'ওয়াতকারীর) ঘরে প্রবেশ করানো হলো, সেখানে পানাহার করানো হলো, অতঃপর তার জন্য দু'আ করলো, এটাই তার প্রতিদান।

٣٨٥٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

৩৮৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-র বাড়িতে গেলেন। সা'দ (রা) রুটি ও যায়তূন তৈল নিয়ে আসলেন। তা খাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করেছে, নেককার লোকেরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করেছে এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দু'আ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ২৭

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوٰى

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মানুষের চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিৎ

٣٨٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلٰى رُؤُوْسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَتَدَاوٰى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ.

৩৮৫৫। উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম, যেন তাঁর সাহাবীদের মাথার উপর পাখী বসে আছে, অর্থাৎ পূর্ণ শান্ত পরিবেশে দেখতে পেলাম। আমি সালাম করে বসে পড়লাম। অতঃপর এদিক-সেদিক থেকে কিছু বেদুঈন এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো; কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সব রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।

بَابٌ فِي الْحَمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ وَأَبُوْ عَامِرٍ وَهٰذَا لَفْظُ أَبِيْ عَامِرٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ وَلَنَا دَوَالِيَ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِعَلِيٍّ مَهْ إِنَّكَ نَاقِهٌ حَتّٰى كَفَّ عَلِيٌّ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيْرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هٰذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ هَارُوْنُ الْعَدَوِيَّةَ.

৩৮৫৬। উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েস আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে আমার নিকট আসলেন। আলী কেবলমাত্র আরোগ্য লাভ করেছেন, কিন্তু দুর্বলতা এখনো কাটেনি। আমাদের ঘরে খেজুর গুচ্ছ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে শুরু করলেন। আলীও খেতে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন ঃ তুমি এগুলো খেয়ো না; কেননা তুমি এখনো দুর্বল। আলী (রা) বিরত থাকলেন। বর্ণনাকারীনি বলেন, আমি যব ও বীটচিনি দিয়ে খাদ্য তৈরি করে তাঁর জন্য নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! এটা খাও, এটা তোমার জন্য উপকারী। আবু দাঊদ (র) বলেন, হারূন বলেছেন ঃ (উম্মুল মুনযির) আল-আদাবিয়্যা।

بَابُ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রক্তমোক্ষণ

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

৩৮৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা।

٣٨٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِيْ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ مَوْلَاهُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا

كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِيْ رَأْسِهِ إِلاَّ قَالَ اِحْتَجِمْ وَلاَ وَجَعًا فِيْ رِجْلَيْهِ إِلاَّ قَالَ اِخْضِبْهُمَا.

৩৮৫৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তাকে বলতেন ঃ রক্তমোক্ষণ করাও; এবং পায়ের ব্যথার অভিযোগের বেলায় বলতেন ঃ মেহেদী পাতার রস লাগাও।

بَابٌ فِيْ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রক্তমোক্ষণের স্থান

٣٨٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَثِيْرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلٰى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوٰى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ.

৩৮৫৯। আবু কাবশা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সিঁথিতে এবং দুই কাঁধের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি এই অঙ্গ থেকে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে কোন রোগের কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

٣٨٦٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ ثَلاَثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. قَالَ مَعْمَرٌ اِحْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِيْ حَتّٰى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِيْ صَلاَتِيْ وَكَانَ اِحْتَجَمَ عَلٰى هَامَتِهِ.

৩৮৬০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার ঘাড়ের দু'টি রগে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। মা'মার (র) বলেন, একদা আমি রক্ষমোক্ষণ করালে আমার জ্ঞান লোপ পেলো, এমনকি নামাযে সূরা ফাতিহা অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়তাম। তিনি তার মাথার মধ্যভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

টীকা ঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির পূর্বে আরব সমাজে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য রক্তমোক্ষণ করানো হতো। তদনুসারে মহানবী (সা)-ও এই ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন এবং অন্যদেরকেও নিতে বলেছেন। বর্তমান কালে এর পরিবর্তে যে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তা গ্রহণ করা উচিৎ (অনুবাদক)।

بَابُ مَتَى تَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ রক্তমোক্ষণের উত্তম সময়

٣٨٦١- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

৩৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি (চান্দ্র) মাসের সতেরো, উনিশ বা একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাবে, তা হবে তার সব রোগের মহৌষধ।

٣٨٦٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَتْنِيْ عَمَّتِيْ كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهٰى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَرْقَأُ.

৩৮৬২। কায়্যিসা বিনতে আবু বাক্‌রা (র) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা নিজের পরিজনকে মঙ্গলবার দিন রক্তমোক্ষণ করাতে নিষেধ করতেন। কেননা তিনি দাবি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, মঙ্গলবার দিন হলো রক্তের দিন; এদিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না।

টীকা ঃ মানবদেহে রক্ত চলাচল কখনো বন্ধ হয় না, তা অবিরত ধারায় স্রোতের মতো দৌড়াতে থাকে। 'রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না', হয়ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা বলা হয়েছে। অবশ্য বর্তমান কালেও দেখা যায়, কোন কোন রোগীর বেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ না করা হলে রক্তক্ষরণ হতে হতে সে মারা যায় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ শিরা কর্তন ও রক্তমোক্ষণের স্থান

٣٨٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى أُبَيٍّ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

৩৮৬৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই (রা)-র কাছে একজন চিকিৎসক পাঠান। অতএব সে (চিকিৎসক) তার একটি শিরা কেটে ফেলে।

٣٨٦٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ عَلٰى وَرِكِهِ مِنْ وَثْىٍ كَانَ بِهِ.

৩৮৬৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাড় মচ্‌কে গেলে তিনি এর জন্য রক্তমোক্ষণ করান।

بَابٌ فِى الْكَىِّ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ তপ্ত লোহা দ্বারা দাগানো

٣٨٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَىِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلاَ أَنْجَحْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيْمَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَمَّا اكْتَوٰى انْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

৩৮৬৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহা গরম করে শরীরে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। তবুও আমরা লোহা দাগিয়ে চিকিৎসা করেছি; কিন্তু আরোগ্য লাভ করিনি, সফলকামও হইনি। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি (ইমরান) ফেরেশতাদের সালাম শুনতে পেতেন। তিনি লোহার দাগ গ্রহণ করলে তিনি তা আর শুনতে পাননি। তিনি তা ত্যাগ করলে পুনরায় সালাম শুনতে পান।

٣٨٦٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوٰى سَعْدَ بْنِ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ.

৩৮৬৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মুআয (রা)-কে তীরের আঘাতের স্থানে গরম লোহার স্যাক দিয়ে চিকিৎসা করেছেন।

بَابٌ فِى السُّعُوْطِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ নাকে ঔষধ ব্যবহার করা

٣٨٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا

وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطَ.

৩৮৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে ঔষধ ব্যবহার করেছেন।

بَابٌ فِى النُّشْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নুশরাহ (জিনের আছর)

٣٨٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَقِيْلُ ابْنُ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

৩৮৬৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুশরাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এগুলো শয়তানের ক্রিয়া।

بَابٌ فِى التِّرْيَاقِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বিষের প্রতিষেধক বা রোগ প্রতিষেধক

٣٨٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ الْمَعَافِرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا أُبَالِىْ مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ قَوْمٌ يَعْنِى التِّرْيَاقَ.

৩৮৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যদি বিষ প্রতিষেধক পান করি বা তাবীয লটকাই বা নিজের পক্ষ থেকে কোন কবিতা বলি তবে তাতে আমার প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা করি

না (অর্থাৎ আমি এসব পছন্দ করি না)। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল যে, তিনি প্রতিষেধক গ্রহণ করেননি। তবে তিনি উম্মাতের জন্য প্রতিষেধক গ্রহণের অবকাশ রেখেছেন।

بَابٌ فِى الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوْهَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবহার

٣٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

৩৮৭০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রোগ ও ঔষধ নাযিল করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তোমরা ঔষধ ব্যবহার করো; কিন্তু হারাম ঔষধ নয়।

٣٨٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدِعٍ يَجْعَلُهَا فِىْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

৩৮৭১। আবদুর রহমান ইবনে উছমান (রা) বর্ণনা করেন, এক চিকিৎসক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

٣٨٧٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ.

৩৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَسَا سُمًّا فَسَمُّهُ فِىْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.

৩৮৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিষ পান করবে সে নিজ হাতে দোযখের আগুনে বিষ পান করবে এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٣٨٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ. قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ.

৩৮৭৪। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারেক ইবনে সুয়ায়েদ বা সুয়ায়েদ ইবনে তারেক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! এটা তো ঔষধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "না, রবং এটা ব্যাধি।"

بَابٌ فِىْ تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ আজওয়া নামক খেজুরের গুণাগুণ

٣٨٧٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِىْ فُؤَادِىْ فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُوْدٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيْفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ.

৩৮৭৫। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখাতে আসলেন এবং আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন। আমি আমার হৃদয়ে তাঁর হাতের ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি তো একজন হৃদরোগী, তুমি ছাকীফ গোত্রের হারিছ ইবনে কালাদার কাছে যাও; কেননা সে এসব রোগের চিকিৎসা করে। সে যেন মদীনার আজওয়া খেজুর থেকে সাতটি খেজুর নিয়ে বীচিসহ চূর্ণ করে, অতঃপর তোমার মুখে সেগুলো ঢেলে দেয়।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ.

৩৮৭৬। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে নিজের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোজ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন প্রকার বিষ ও যাদু তাকে ক্রিয়া করবে না।

بَابٌ فِى الْعِلاَقِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আলজিভ ফোলা সম্পর্কে

٣٨٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِىْ قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلاَمَ تَدغَوْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ. عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ بِالْعُوْدِ الْقُسْطِ.

৩৮৭৭। উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তার আলজিভ ফুলে ব্যথা হওয়ার দরুন আমি তাতে মালিশ করেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আলজিভ ফোলার কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলায় চাপ দিয়ে তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছো কেন? তোমরা উদ হিন্দী ব্যবহার করো; কেননা সাত প্রকার ব্যাধিতে তা উপকারী। শিশুদের আল্‌জিভ ফুলে ব্যথা হলে তা ঘর্ষণ করে গুড়া করে পানির সাথে

মিশিয়ে নাকের ভেতর ফোটায় ফোটায় প্রবেশ করাবে এবং ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলেও এরূপে তা পান করাতে হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ উদ (কাঠ) হলো এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ।

টীকা ঃ উদ হিন্দী অর্থ ভারতীয় কাঠ। ইউনানী শাস্ত্রমতে অগুরু কাঠ বা কোস্ত হিন্দী, যা সাধারণত সিলেট অঞ্চলে এবং আসামে পাওয়া যায়। মতান্তরে কোস্ত শিরীন যা গিরি মল্লিকা ফুল গাছের কাঠ যা বাংলাতে কুট বলা হয়, সাধারণত কাশ্মীরে পাওয়া যায়। এটাকে চন্দন কাঠও বলা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْكُحْلِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সুরমা ব্যবহার

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৩৮৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও; কেননা তা তোমাদের জন্য উত্তম পোশাক। আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো 'ইছমিদ' নামক সুরমা; কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং চোখের পাতার চুল উৎপন্ন করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ বদনযর লাগা

٣٨٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْعَيْنُ حَقٌّ.

৩৮৭৯। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ বদনযর লাগা সত্য।

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِيْنُ.

৩৮৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদনযরকারীকে আদেশ করা হতো যেন সে উযু করে এবং সেই পানি দ্বারা নযর লাগা ব্যক্তি বা বস্তু ধৌত করে দেয়।

بَابٌ فِى الْغَيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ শিশুর দুধপান মেয়াদে সহবাস করা সম্পর্কে

٣٨٨١- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ.

৩৮৮১। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। কেননা গর্ভাবস্থায় কোলের শিশুকে দুধপান করানোর মেয়াদে সহবাস করলে আরোহীকে ঘোড়া তার পিঠ থেকে ভূলুণ্ঠিত করে।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذُكِرْتُ أَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ. قَالَ مَالِكٌ اَلْغِيْلَةُ أَنْ يَّمَسَّ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ تُرْضِعُ.

৩৮৮২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) জুদামা আল-আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি ধারণা করেছিলাম যে, শিশুকে দুধ পান করানোর মেয়াদে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করবো। কিন্তু আমাকে অবহিত করা হলো যে, রোম ও পারস্যবাসীরা এরূপ করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

بَابٌ فِىْ تَعْلِيْقِ التَّمَائِمِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ তাবীয লটকানো

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هٰذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

৩৮৮৩। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই জাদুমন্ত্র, তাবীয ও অবৈধ প্রণয় ঘটানোর মন্ত্র শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (যয়নব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কি বলেন? আল্লাহর শপথ! আমার চোখ থেকে পানি পড়তো, আমি অমুক ইহূদী কর্তৃক ঝাড়ফুঁক করাতাম। যখন সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করতো, পানি পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, এগুলো তো শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে চোখে যন্ত্রণা দিতে থাকে, যখন সে ঝাড়ফুঁক দেয় তখন সে বিরত থাকে। তার চাইতে বরং তোমার জন্য এরূপ বললেই যথেষ্ট হতো, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে মানব জাতির প্রভু! যন্ত্রণা দূর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই তো আরোগ্যদাতা, তোমার দেয়া নিরাময়ই যথার্থ নিরাময়, যার পরে আর কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না"।

টীকা ঃ আর-রুকা অর্থ ঝাড়ফুঁক। কিন্তু এই হাদীসে শব্দটি জাদুমন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা নাজায়েয। শিরকমুক্ত যে কোন অর্থপূর্ণ বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে। তাবীয-তুমারেরও উপকারিতা আছে। তবে তাও শিরকমুক্ত বাক্যসম্বলিত হতে হবে। অবৈধ প্রণয় ঘটানোর মন্ত্র (তাওলা) এক প্রকার জাদু যার সাহায্যে নারী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা হয় (অনুবাদক)।

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ.

৩৮৮৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শুধুমাত্র বদনযর লাগা অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চিকিৎসায় ঝাড়ফুঁক দেয়া যায়।

بَابٌ فِى الرُّقٰى

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে

٣٨٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ ابْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِّنْ بُطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِىْ قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ الصَّوَابُ.

৩৮৮৫। মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (র) নিজ পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ছাবেত ইবনে কায়েস (রা)-র কাছে গেলেন। আহমাদ বলেন, তিনি (ছাবেত) তখন রোগাক্রান্ত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হে মানুষের প্রভু! ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছের রোগ দূর করে দাও। অতঃপর তিনি বাতহান নামক উপত্যকার কিছু ধুলামাটি নিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন এবং পানিতে মিশিয়ে তার দেহে ঢেলে দিলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনুস সারহ বলেছেন– ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ নয়)। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটিই সঠিক।

٣٨٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقٰى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا.

৩৮৮৬। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। অতঃপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন ঃ তোমাদের ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থাগুলো আমার সামনে পেশ করো; তবে ঝাড়ফুঁক যেগুলো শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোন দোষ নেই।

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِىْ أَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا الْكِتَابَةَ.

৩৮৮৭। আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাফসা (রা)-র কাছে ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন ঃ তুমি ওকে (হাফসাকে) যেরূপে লেখা শিখিয়েছ, সেরূপে ফুসকুড়ির ঝাড়ফুঁকও শিখাও না কেন?

٣٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ جَدَّتِى الرَّبَابُ قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ مَرَرْتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيْهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُوْمًا فَنُمِىَ ذٰلِكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذْ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِى وَالرُّقٰى صَالِحَةٌ فَقَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِىْ نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اَلْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ.

৩৮৮৮। রাবাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি বন্যার প্রবহমান পানির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাতে নেমে গোসল করলাম, ফলে জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু ছাবেতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আমার নেতা! ঝাড়ফুঁক কি ফলদায়ক? তিনি বলেন, শুধুমাত্র বদনযর লাগার প্রতিক্রিয়া বা সাপ-বিছার দংশনে ঝাড়ফুঁক দেয়া চলে। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'হামাহ' হলো সাপের কামড় ও বিষধর কীটের দংশন।

٣٨٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ ذَرِيْحٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ. لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهٰذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

৩৮৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শুধুমাত্র বদনযর লাগা অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন অথবা রক্ত বইতে থাকলে ঝাড়ফুঁক দেয়া যায়। অধস্তন রাবী আল-আব্বাস (র) বদনযর-এর উল্লেখ করেননি। সুলায়মান ইবনে দাউদ তা উল্লেখ করেছেন।

بَابُ كَيْفَ الرُّقٰى

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ঝাড়ফুঁক করার নিয়ম

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ يَعْنِيْ لِثَابِتٍ أَلاَ أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلٰى قَالَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ اِشْفِهِ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

৩৮৯০। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) ছাবেত (রা)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁকের বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবো না? তিনি বললেন, হাঁ। আনাস (রা) বলেন, "হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু! যন্ত্রণা ও ব্যাধি দূরকারী! রোগমুক্তি দান করো, রোগমুক্তির মালিক একমাত্র তুমিই। এমন রোগমুক্তি দান করো যার ফলে কোন প্রকার রোগ অবশিষ্ট না থাকে।"

টীকা ঃ যেসব হাদীসে ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব হচ্ছে, ঝাড়ফুঁক যাতে কুফরী কালাম ও জাহিলী যুগে প্রচলিত বিভিন্ন দেব-দেবীর নামের ঝাড়ফুঁক, যা শয়তানের কাজ, শিরক ইত্যাদি। কিন্তু কুরআনের আয়াত, মুআব্বিজাত (সূরা নাস-ফালাক), সূরা ফাতিহা বা অন্যান্য আয়াত দ্বারা বা হাদীসের বাণী দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর এমন দু'আ-কালাম দ্বারাও ঝাড়ফুঁক করা জায়েয, যা শিরকের কোন পর্যায়ে পড়ে না (অনুবাদক)।

٣٨٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ أَنَّهُ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِيْ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِيْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْسَحْهُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ. قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِيْ فَلَمْ أَزَلْ اٰمُرُ بِهِ أَهْلِيْ وَغَيْرَهُمْ.

৩৮৯১। উছমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শরীর ব্যথায় প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সাতবার তোমার ডান হাত ব্যথার স্থানে বুলাতে থাকো এবং বলো, "আমি যে ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভব করছি তা থেকে মহাসম্মানিত আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাই করলাম, আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। পরে সর্বদা আমি আমার পরিজন ও অন্যদের এরূপ করার আদেশ দিতে থাকি।

٣٨٩٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ.

৩৮৯২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের যে কেউ অথবা কারো ভাই যদি রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তবে সে যেন বলে, "হে আমাদের আসমানের রব, আল্লাহ! তোমার পবিত্র নাম, তোমার যাবতীয় হুকুম আসমান-যমীনে কার্যকর। তোমার রহমত যেরূপে আসমানে বিদ্যমান, সেরূপে যমীনেও রহমত বর্ষণ করো; আমাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ মাফ করো। তুমি পবিত্র বান্দাদের প্রভু, তোমার করুণা থেকে করুণা বর্ষণ করো এবং এ রোগ-ব্যথার জন্য তোমার আরোগ্য ব্যবস্থা থেকে রোগমুক্তি দান করো"। তাহলে সে আরোগ্য লাভ করবে।

٣٨٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ

يَحْضُرُوْنِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ.

৩৮৯৩। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভীতিজনক পরিস্থিতিতে এই বাক্যগুলো দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন ঃ "আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব ও তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট ও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আমার কাছে তার ঘেঁষা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এ বাক্যগুলো তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের শিক্ষা দিতেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য লিখে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

٣٨٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِىْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ فَقَالَ أَصَابَتْنِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيْبَ سَلَمَةُ فَأُتِىَ بِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فِىَّ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

৩৮৯৪। ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়দা (রা) বর্ণনা করে বলেন, আমি সালামা (রা)-র পায়ের গোছায় একটি ক্ষতচিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমি এখানে আঘাত পেয়েছি। লোকজন বলতে লাগলো যে, সালামা আহত হয়েছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার কাছে আনা হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি তাতে কোন ব্যথা অনুভব করি না।

٣٨٩٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكٰى يَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِيْقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِى التُّرَابِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

৩৮৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ব্যথার অভিযোগ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখের থুথু বের করে তাতে মাটি মিশিয়ে বলতেন ঃ "আমাদের এ পৃথিবীর মাটিতে আমাদের কারো থুথু মিশিয়ে আমাদের প্রভুর হুকুমে আমাদের রোগী ভালো হয়ে যায়।"

٣٨٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَدَاوَوْنَهُ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلاَّ هٰذَا. وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا قُلْتُ لاَ قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

৩৮৯৬। খারিজা ইবনুস সাল্ত আত-তামীমী (রা) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছ থেকে ফেরার পথে তিনি এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গোত্রের এক পাগল লোহার শিকলে বাঁধা ছিল। গোত্রের লোকেরা তাকে বললো, আমরা অবহিত হলাম যে, তোমাদের এক সাথী (নবী সা) নাকি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন? তোমাদের এমন কিছু জানা আছে কি যাতে তোমরা এর চিকিৎসা করতে পারো? অতএব আমি সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ফুঁক দিলাম। সে আরোগ্য লাভ করলো। তারা আমাকে এক শত বক্‌রী বখশিশ্ দিলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা খুলে বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই সূরা ব্যতীত অন্য কিছু পড়ে ফুঁকেছো কি? মুসাদ্দাদ অন্য জায়গায় বলেন, এ সূরা ছাড়া অন্য কিছু বলেছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তবে এ বখ্‌শিশ নিতে পারো। আমার জীবনের শপথ! লোকজন অলীক মন্ত্র পাঠ করে আয়-রোজগার করে! আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুঁক করে রোজগার করেছ।

٣٨٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أَنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

৩৮৯৭। খারিজা ইবনুস সাল্‌ত (রা) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি তিনদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেন। যখনি তা শেষ করেন তার মুখের থুথু একত্র করে তার উপর ছিটিয়ে দেন। দেখা গেলো সে যেন বন্দী শিকল থেকে মুক্তি পেয়েছে। অতঃপর তারা তাকে এর কিছু বিনিময় দিলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর নিয়ে এলাম। মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসের পূর্ণ অর্থ এতে বিদ্যমান।

٣٨٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ عَقْرَبٌ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

৩৮৯৮। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আস্‌লাম গোত্রের এক লোককে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর একজন সাথী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে রাতের বেলায় দংশন করার কারণে সারারাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে দংশন করেছে? তিনি বললেন, বিচ্ছু। তিনি বললেন ঃ রাতের বেলায় তুমি যদি একথা বলতে– "আমি পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে সৃষ্ট যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করিছ", আল্লাহর ইচ্ছায় কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারতো না।

٣٨٩٩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَارِقٍ يَعْنِي ابْنَ مَخَاشِنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَدِيغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ.

৩৮৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দংশিত ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করা হলো। তাকে বিছায় দংশন করেছিল। তিনি বললেন ঃ সে যদি বলতো, "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের সাহায্যে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি", তবে তা তাকে দংশন করতে পারতো না বা তার ক্ষতিসাধন করতে পারতো না।

٣٩٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوْا فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا فَنَزَلُوْا بِحَىٍّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأَرْقِىْ وَلٰكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُوْنَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لِىْ جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتّٰى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالُوْا اقْتَسِمُوْا. فَقَالَ الَّذِىْ رَقّٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَأْتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

৩৯০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একটি দল কোন এক স্থানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। পথে আরব বেদুঈনদের এক জনপদে তারা যাত্রাবিরতি করলেন। তাদের কেউ এসে বললো, আমাদের নেতাকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে। তোমাদের কেউ কিছু জানো কি যাতে তাঁর উপকার হতে পারে? সফরকারী দলের এক ব্যক্তি বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুঁক করি। কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে আতিথেয়তা চেয়েছিলাম, তোমরা তা অস্বীকার করেছ। কাজেই আমি ঝাড়ফুঁক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমার জন্য বিনিময় নির্ধারণ করো। অতএব তারা বিনিময়ে একপাল বক্‌রী দেয়ার চুক্তি করলো। তিনি রোগীর কাছে এসে সূরা ফাতিহা পাঠ করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন। সে নিরাময় লাভ করলো, মনে হলো যেন সে বন্দীর শিকল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা চুক্তি মোতাবেক সব বিনিময় পরিশোধ করে দিলো। দলের কয়েকজন বললো, এগুলো বণ্টন করে দাও। কিন্তু ঝাড়ফুঁককারী বললো, না, তা করো না, যাবত না আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাই। অতঃপর তারা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোত্থেকে শিখেছ যে, এ সূরা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? তোমরা উত্তম কাজ করেছ। এগুলো বণ্টন করে নাও আর তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ দিও।

٣٩٠١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلٰى حَىٍّ مِّنَ الْعَرَبِ فَقَالُوْا إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوْهًا فِى الْقُيُوْدِ. قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَجَاؤُوْا بِمَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِىْ ثُمَّ أَتْفُلُ. قَالَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ. قَالَ فَأَعْطُوْنِىْ جُعْلاً فَقُلْتُ لاَ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِىْ مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

৩৯০১। খারিজা ইবনুস সাল্ত আত-তামীমী (রা) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ফেরার পথে আরবের একটি জনপদে পৌঁছলাম। তারা বললো, আমরা সংবাদ পেলাম, আপনারা এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সা)-এর কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারো কাছে কোন ঔষধ বা ঝাড়ফুঁকের কিছু জানা আছে কি? কেননা আমরা একজন পাগল বেঁধে রেখেছি। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হাঁ। তখন তারা বাঁধা এক পাগলকে নিয়ে এলো। আমি তিন দিন ধরে সূরা ফাতিহা পড়ে তার উপর সকাল-সন্ধ্যা ফুঁ দিলাম এবং থুথু ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সে যেন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। অতঃপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দান করলো। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে তা নিতে পারি না। এ ঘটনা শুনে তিনি বললেন ঃ এগুলো তুমি খেতে পারো। আমার জীবনের শপথ! লোকজন তো মিথ্যা ঝাড়ফুঁক দিয়ে রোজগার করে। আর তুমি অবশ্য যথার্থ দু'আ পড়ে রোজগার করেছো।

٣٩٠٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِيْ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

৩৯০২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব করতেন, তখন তিনি নিজেই 'মুআব্বিজাত' সূরাসমূহ ('সূরা নাস' ও 'সূরা ফালাক') পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা-বেদনা আরো বেড়ে গেলে আমি তা পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে তা তাঁর ব্যথার স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।

بَابٌ فِي السُّمْنَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার তদবীর

٣٩٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّيْ أَنْ تُسَمِّنِّيْ لِدُخُوْلِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيْدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ.

৩৯০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাকে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতী বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাবেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষে তিনি আমাকে পাকা খেজুরের সাথে শসা বা খিরা আহার করাতে থাকলে আমি তাতে উত্তমরূপে হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী হলাম।

بَابٌ فِي الْكُهَّانِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গণক সম্পর্কে

٣٩٠٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوْسَى فِيْ حَدِيْثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ

مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি গণকের কাছে গেলে (মূসা তার বর্ণনায় বলেন) এবং তার কথা বিশ্বাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে (মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে– ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে) সহবাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে (মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে– স্ত্রীর সাথে) পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা থেকে সে দায়মুক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ইসলামের আওতা থেকে সে বের হয়ে যাবে।

بَابٌ فِي النُّجُوْمِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে

٣٩٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ.

৩৯০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিখলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা আয়ত্ত করলো। সে তা যতো বাড়াবে যাদুবিদ্যাও ততো বাড়াবে।

٣٩٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

৩৯০৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার অভিযানে এক রাতে সামান্য বৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি জনতার দিকে ফিরে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, সকালবেলা আমার বান্দাদের কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে। যে বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহে ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী আর নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার উপর অবিশ্বাসী আর নক্ষত্রের উপর বিশ্বাসী হয়েছে।

بَابٌ فِى الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মাটিতে রেখা টেনে এবং পাখির উড্ডয়ন দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা

٣٩٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا حَيَّانٌ قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ حَيَّانُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيْصَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ. اَلطَّرْقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ.

৩৯০৭। কাতান ইবনে কাবীসা (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পাখীর সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় করা, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করা এবং মাটিতে রেখা টেনে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। আত-তার্‌ক হলো, কংকর নিক্ষেপ করে অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা। আল-ইয়াফা হলো, মাটিতে রেখা টেনে শুভাশুভ নির্ণয় করা।

٣٩٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِى الْأَرْضِ.

৩৯০৮। আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল-ইয়াফাহ" হলো, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের উদ্দেশে পাখী উড়ানো, আর 'আত-তারক' হলো, মাটিতে রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা।

٣٩٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ.

৩৯০৯। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মাঝে কতক লোক রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করে। তিনি বলেন ঃ নবীদের মাঝে একজন নবী রেখা টানতেন। যার রেখা টানা তাঁর রেখার অনুরূপ হবে সে ঠিক আছে।

بَابٌ فِى الطِّيَرَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ অশুভ লক্ষণ

٣٩١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثًا وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

৩৯১০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বস্তুকে অশুভ বা কুলক্ষণ মানা 'শিরক', অশুভ বা কুলক্ষণ মানা শিরক। একথা তিনি তিনবার বললেন। আমাদের কারো মনে কিছু জাগতে পারে, কিন্তু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলে তিনি তা দূর করে দিবেন।

٣٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ يُجْرِبُهَا. قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ. قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ. قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ قَالَ لَمْ أُحَدِّثْكُمُوْهُ. قَالَ

الزُّهْرِىُّ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِىَ حَدِيْثًا قَطُّ غَيْرَهُ.

৩৯১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নেই। আর কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসকেও অশুভ মনে করবে না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত আছে তারও কোন বাস্তবতা নেই। এক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উটের পাল অনেক সময় মরুভূমির চারণ ভূমিতে থাকে, মনে হয় যেন নাদুস-নুদুস জংলী হরিণ। অতঃপর সেখানে কোন একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট আসে এবং আমার সুস্থ উটগুলোর সাথে থেকে এদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। তিনি বললেন ঃ প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে? মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, অতঃপর এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "রোগাক্রান্ত উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে একত্রে পানি পানের স্থানে না আনা হয়"। আবু হুরায়রা (রা)-র এ হাদীস শুনে এক ব্যক্তি বললো, আপনি কি এ হাদীস বর্ণনা করেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, সফর মাসকে অশুভ মনে করো না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত আছে তা বিশ্বাস করো না?" তিনি (আবু হুরায়ারা) উত্তরে বলেন, না, আমি এরূপ হাদীস তোমাদের কাছে বলিনি। যুহরী বলেন, আবু সালামা (রা) বলেছেন, তিনি অবশ্যই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে আমি আবু হুরায়রাকে এ হাদীস ছাড়া কখনো কোন হাদীস ভুলে যেতে শুনিনি।

٣٩١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ.

৩৯১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি নেই, পেঁচা সম্বন্ধে যেসব কথা প্রচলিত তা অবান্তর, কোন নক্ষত্রের নির্দিষ্ট তারিখে আকাশের কোন এক স্থানে অবস্থান করলে বৃষ্টিপাত হয় এরূপ বিশ্বাসও করো না এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করো না।

٣٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الْبَرْقِىِّ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ غُوْلَ.

৩৯১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভূত-প্রেত নেই।

টীকা ঃ তৎকালীন আরব মরুচারীদের বিশ্বাসমতে জিন বা শয়তান বিভিন্ন আকৃতিতে বা অবয়বে আবির্ভূত হয়ে মরুভূমিতে মানুষকে পথহারা করে (অনুবাদক)।

٣٩١٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ لاَ صَفَرَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُحِلُّوْنَ صَفَرَ يُحِلُّوْنَ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَفَرَ.

৩৯১৪। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র)-কে নবী (সা)-এর বাণী 'লা সাফারা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তৎকালীন আরবের লোকেরা সফর মাসকে (যুদ্ধের জন্য) আইনসিদ্ধ ঘোষণা করতো। তারা উপরোক্ত মাসকে এক বছর আইনসিদ্ধ এবং এক বছর নিষিদ্ধ গণ্য করতো। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন সফর নেই।

٣٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَفِّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَوْلُهُ هَامَ قَالَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُوْلُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةً قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ قَالَ سَمِعْنَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُوْنَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَفَرَ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَّقُوْلُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِى الْبَطْنِ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ هُوَ يُعْدِىْ فَقَالَ لاَ صَفَرَ.

৩৯১৫। বাকিয়া (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ (র)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী هَام অর্থাৎ পেঁচা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকজন ধারণা করতো যে, কেউ মারা গেলে দাফন করার পর সে কবর থেকে পেঁচার রূপ ধারণ করে বেরিয়ে আসে। [কাজেই তিনি (নবী সা) পেঁচা সম্বন্ধে প্রচিলিত কথা বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন]। অতঃপর তাঁর বাণী صَفَر অর্থাৎ সফর মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা শুনেছি, লোকজন জাহিলী যুগে সফর মাসে কোন কাজ করা বা কোথাও যাত্রা করাকে অশুভ ও কুলক্ষুণে মনে করতো। তাই

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর মাসকে অশুভ মনে করতে নিষেধ করেন। মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে যুগে কেউ যদি বলতো, সফর মাসে পেটে ব্যথা হয়ে থাকে। সকলে বলতো, এটা সংক্রামক। তাই তিনি বলেছেন ঃ সফর মাস এরূপ নয় যেরূপ তোমাদের ধারণা।

٣٩١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.

৩৯১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রাম রোগ নেই, কোন কিছুকে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করাও অবান্তর। ফা'ল আমার কাছে প্রিয়। ফা'ল হলো অর্থবোধক উত্তম বাক্য।

٣٩١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيْكَ.

৩৯১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হলো। তিনি বললেন ঃ তোমার মুখ থেকে নিঃসৃত তোমার শুভ লক্ষণ গ্রহণ করলাম।

٣٩١٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَقُوْلُ نَاسٌ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِى الْبَطْنِ. قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُوْلُ نَاسٌ الْهَامَةُ الَّتِىْ تَصْرُخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِىَ دَابَّةٌ.

৩৯১৮। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলতো, সফর হলো পেটের ব্যথার মাস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হামা' কি? তিনি বলেন, লোকেরা বলতো, হামা হলো দাফনকৃত লাশের চিৎকারকারী আত্মা। বস্তুত এটা মানুষের প্রেতাত্মা নয়, বরং একটা প্রাণী।

٣٩١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لاَ يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

৩৯১৯। আহমাদ আল-কুরাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ হাঁ, শুভ লক্ষণ হলো ফা'ল। অশুভ ও কুলক্ষুণে এমন কিছু নেই যা মুসলমানকে কোন কাজে বা কোথাও যাত্রা থেকে বিরত রাখতে পারে। তবে তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন অসুবিধাজনক কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তুমিই তো কল্যাণ দানকারী এবং তুমিই তো অকল্যাণ দূরকারী। তুমি ছাড়া আমাদের কোন উপায়ও নেই, শক্তিও নেই"।

٣٩٢٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اِسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَاِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَاَلَ عَنْ اِسْمِهَا فَاِذَا اَعْجَبَهُ فَرِحَ بِهَا وَرُئِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اِسْمَهَا رُئِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ.

৩৯২০। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছুকেই অশুভ মনে করতেন না। তিনি কোথাও কোন কর্মচারীকে পাঠালে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সেই নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি আনন্দিত হতেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখাতো। আর তার নাম অপছন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের নমুনা ভেসে উঠতো। আর তিনি যখন কোন জনপদে প্রবেশ করতেন, তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সেই নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি খুশী হতেন, আর তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখা যেতো। কিন্তু সেই নাম অপছন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যেতো।

٣٩٢١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى أَنَّ الْحَضْرَمِىَّ بْنَ لاَحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ

هَامَةَ وَلاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِىْ شَيْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

৩৯২১। সা'দ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ পেঁচা অশুভ নয় (বা মৃত ব্যক্তির আত্মা নয়)। ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি নেই। আর কোন বস্তুর অশুভ-অলক্ষুণে হওয়া ভিত্তিহীন। যদি কোন কিছুর মধ্যে অলক্ষুণে কিছু থাকতো, তবে ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিন জিনিসের মধ্যে থাকতো।

٣٩٢٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ قِيْلَ لَهُ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِى الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا قَوْمٌ فَهَلَكُوْا ثُمَّ سَكَنَهَا اخَرُوْنَ فَلَهَكُوْا فَهٰذَا تَفْسِيْرُهُ فِيْمَا نُرٰى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَصِيْرٌ فِى الْبَيْتِ خَيْرٌ مِّنْ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ.

৩৯২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অশুভ বা কুলক্ষণ যদি কিছুতে থাকতো তবে তা বাড়ি, স্ত্রীলোক ও ঘোড়াতে থাকতো। ঘোড়া ও বাড়ির অশুভ বা কুলক্ষুণে হওয়া সম্পর্কে মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এমন অনেক বাড়ি আছে, যাতে কোন পরিবার বসবাস করে ধ্বংস হয়ে যায়। অপর একটি পরিবার এসে বসবাস করে, আর তারাও ধ্বংস হয়ে যায়। আমার মতে এ হলো এ হাদীসের ব্যাখ্যা, তবে আল্লাহই ভালো জানেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, বন্ধ্যা নারীর চেয়ে ঘরের মাদুরটি উত্তম।

٣٩٢٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَحِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِىَ أَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا

شَدِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ.

৩৯২৩। ফারওয়া ইবনে মুসায়েক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আরদ আব্‌য়ান' নামে আমাদের একটা জমি আছে, যাতে আমরা শস্য উৎপাদন করি, কিন্তু তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ জমিটা ত্যাগ করো, কেননা রোগব্যাধি প্রাদুর্ভূত এলাকা ধ্বংস ডেকে আনে।

٣٩٢٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَدَدُنَا وَكَثِيْرٌ فِيْهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلٰى دَارٍ أُخْرٰى فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيْهَا أَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً.

৩৯২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন একটি বাড়িতে বসবাস করতাম, যেখানে আমাদের জনবল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর আমরা স্থানান্তরিত হয়ে অপর একটি বাড়িতে বসবাস করতে থাকি, এখানে আমাদের জনবল ও ধনসম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এ বাড়ি ত্যাগ করো, স্থানটি নিন্দনীয়।

٣٩٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ.

৩৯২৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাঁর সাথে খাবারের পেয়ালায় তা রেখে বললেন ঃ আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে খাও।

অধ্যায় ঃ ২৮

كِتَابُ الْعِتْقِ

(দাসত্বমুক্তি)

بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّيْ بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوْتُ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ চুক্তিবদ্ধ দাস স্থিরীকৃত পরিমাণের অংশবিশেষ পরিশোধ করার পর অক্ষম হয়ে পড়লে বা মারা গেলে

٣٩٢٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُتْبَةَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

৩৯২৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'মুকাতাব' গোলাম মুক্ত হওয়ার জন্য যে পরিমাণ মুদ্রা দেয়ার শর্ত আরোপ করেছে, তা থেকে এক দিহরাম বাকী থাকলেও সে গোলামই থেকে যাবে।

টীকা ঃ المكاتب। অর্থ মনিবের সাথে গোলামের চুক্তিনামা। যেমন গোলাম যদি এত টাকা বা অন্য সম্পদ আদায় করতে পারে, তবে সে আযাদ (অনুবাদক)।

٣٩٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلٰى مِائَةِ أُوْقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلٰى مِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ فَهُوَ عَبْدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالُوْا هُوَ وَهْمٌ وَلٰكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ اٰخَرُ.

৩৯২৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে গোলাম তার মনিবকে এক শত 'উকিয়া' দিয়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তি করেছে, আর নব্বই উকিয়া প্রদান করেছে। সে গোলামই রয়ে গেলো। আর যে গোলাম এক শত দীনার দেয়ার চুক্তি করে নব্বই দীনার আদায় করেছে, সেও গোলাম রয়ে গেলো।

টীকা ঃ اوقية (উকিয়া) রৌপ্যের ওজন। অর্ধ 'রতলের' ছয় ভাগের একভাগ। এক তোলা সাত আনা পরিমাণ (অনুবাদক)।

٣٩٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ وَمَا يُؤَدِّىْ فَلْتَحْجِبْ مِنْهُ.

৩৯২৮। উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি মুকাতাব গোলাম থাকে, আর সে চুক্তিতে আরোপিত মূল্য দেয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে তোমরা তার থেকে পর্দা করো।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتَبَةُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মুকাতাবের চুক্তি ভঙ্গ হলে তাকে বিক্রয় করা যায়

٣٩٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ إِلٰى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا إِنْ شَاءَتْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِىْ فَأَعْتِقِىْ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

৩৯২৯। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, বারীরা নাম্নী একজন মুকাতাবা বাঁদী চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধে সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে আসে। সে তখনো চুক্তিনামার কিছুই আদায় করেনি। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তুমি মনিব পরিবারে ফিরে গিয়ে বলো, তারা চাইলে আমি তোমার চুক্তির সমস্ত মূল্যই আদায় করে দিবো, আর তোমার উত্তরাধিকারী হবো আমি। বারীরা তাই করলো এবং মনিব পরিবারে গিয়ে সব খুলে বললো। কিন্তু মনিব পরিবার রাজি না হয়ে বরং বললো, তিনি ইচ্ছা করলে সওয়াবের আশায় তোমার এ উপকার করতে পারেন; কিন্তু আমরাই তোমার উত্তরাধিকারী থাকবো। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্ত করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি ওকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। বস্তুত যে আযাদ করে, উত্তরাধিকার স্বত্ব তারই প্রাপ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন ঃ লোকদের কি হলো? এরা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আর আল্লাহর কিতাবে নেই এরূপ এক শত বার শর্ত আরোপ করলেও সে তার হকদার নয়। আল্লাহর শর্তই সত্য ও সবচাইতে মজবুত।

٣٩٣٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّي كَتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِيِّ. زَادَ فِي كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

৩৯৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার চুক্তির স্থিরীকৃত মূল্য আদায়ের সাহায্য চাইতে এসে বললো, আমি আমার মনিব পরিবারের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় উকিয়া প্রদানের চুক্তিতে দলীল করেছি। অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, তোমার মনিব পরিবার রাজি হলে চুক্তির সমস্ত মূল্য একবারে দিয়ে তোমাকে আযাদ করে দিবো। আর আমি হবো তোমার উত্তরাধিকারী। ঐ প্রস্তাব নিয়ে বাঁদী তার মনিবের কাছে গেলো। এ হাদীস এই ধারায় চলেছে। তবে যুহরীর বর্ণনায় হাদীসের শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতটুকু কথা আছে ঃ লোকদের কী হলোএদের কেউ বলে, হে অমুক! তুমি আযাদ করে দাও, কিন্তু উত্তরাধিকার স্বত্ব আমার। অথচ নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকার স্বত্ব আযাদকারীর জন্যই নির্ধারিত।

٣٩٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِيْ سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلٰى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً مُلاَّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرٰى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِيْ رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِيْ مَا لاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ وَإِنِّيْ وَقَعْتُ فِيْ سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّيْ كَاتَبْتُ عَلٰى نَفْسِيْ فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِيْ كِتَابَتِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ لَكِ إِلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أُؤَدِّيْ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ. قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ فَتَسَامَعَ تَعْنِي النَّاسَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوْا مَا فِيْ أَيْدِهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوْهُمْ وَقَالُوْا أَصْهَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلٰى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِيْ سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حُجَّةٌ فِيْ أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.

৩৯৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি মুস্তালিকের যুদ্ধে 'জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ ইবনুল মুস্তালিক' বন্দিনী হয়ে ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রা) অথবা তার চাচাত ভাইয়ের ভাগে পড়েন। অতঃপর তিনি নিজেকে মুক্ত করার চুক্তিনামা করেন। তিনি খুবই রূপসী-লাবন্যময়ী মহিলা ছিলেন, এমন রূপ যা চোখ কেড়ে নেয়। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখলাম এবং এখানে তার অবস্থানে অসন্তুষ্ট হলাম। আমি ভাবলাম, যে রূপ-লাবন্যে তাকে দেখেছি, অবিলম্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে এভাবে দেখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ, আমার সামাজিক অবস্থান অবশ্যই আপনার কাছে স্পষ্ট। আমি ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের ভাগে পড়েছি। আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তিনামা করেছি, চুক্তির নির্ধারিত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর চাইতে ভালো প্রস্তাবে তুমি রাজি আছো কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে প্রস্তাবটা কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আমি চুক্তির সমস্ত অর্থ পরিশোধ করে তোমাকে বিবাহ করতে চাই। তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুয়ায়রিয়াকে বিবাহ করেছেন, একথা সব লোকের মাঝে জানাজানি হয়ে গেলো। তারা তাদের আওতাধীন সমস্ত বন্দীকে আযাদ করে ছাড়তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর বংশের লোক। আয়েশা (রা) বলেন, নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তার চাইতে বরকতময়ী মহিলা আমি আর কাউকে দেখিনি। শুধু তার মাধ্যমে বনী মুস্‌তালিকের এক শত পরিবার মুক্তি পায়। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শাসক সরাসরি বিবাহ করতে পারেন।

بَابٌ فِى الْعِتْقِ عَلٰى شَرْطٍ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্তি

٣٩٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِىْ عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِىْ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ.

৩৯৩২। সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-র দাস ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আযাদ করে দিবো এই শর্তে যে, যতো দিন তুমি জীবিত থাকবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করবে। আমি বললাম, আপনি যদি এই শর্ত আরোপ নাও করতেন, তবুও আমি আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করতাম না। অতঃপর তিনি আমাকে উক্ত শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্ত করলেন।

بَابُ فِيْمَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কেউ শরীকানা দাসের নিজ অংশ দাসত্বমুক্ত করলে

٣٩٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمَعْنٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ. زَادَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ.

৩৯৩৩। আবুল ওয়ালীদ (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামের তার অংশ আযাদ করে দিলো। অতঃপর এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কোন শরীক নেই। ইবনে কাছীর (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করার অনুমতি দিলেন।

٣٩٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شَقِيْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.

৩৯৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত দাসের তার অংশ মুক্ত করে দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পূর্ণ) দাসত্বমুক্তি অনুমোদন করেন এবং তাকে তার বাকী অংশের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করতে বলেন।

٣٩٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

৩৯৩৫। কাতাদা (র) তার সনদসূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন দাস থেকে তার অংশ আযাদ করে দেয়, তার কর্তব্য হলো তাকে পূর্ণভাবে খালাসের ব্যবস্থা করা।

٣٩٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

৩৯৩৬। কাতাদা (র) থেকে তার নিজ সনদসূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যৌথ মালিকানাধীন গোলাম থেকে যে ব্যক্তি তার নিজের অংশ আযাদ করে দিবে, সে যদি মালদার হয় তবে তার মাল খরচ করে বাকী অংশও যেন আযাদ করে দেয়।

بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ গোলামকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কাজ করানো

٣٩٣٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

৩৯৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে সে মালদার হলে পূর্ণটুকু আযাদ করার ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য। মালদার না হলে কঠিন পরিশ্রমে না ফেলে গোলামের দ্বারা কাজ করাতে পারে (যেন এর বিনিময়ে সে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়)।

٣٩٣٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ

لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِيْ قِيْمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ. وَهٰذَا لَفْظُ عَلِيٍّ.

৩৯৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অংশীদারী গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে, সে সম্পদশালী হলে তার কর্তব্য হলো তাকে পূর্ণভাবে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। আর সে সম্পদশালী না হলে গোলামটির সঠিক মূল্য নিরূপণ করার পর গোলামের দ্বারা আয়াসসাধ্য কাজ করাবে। অতঃপর তার পারিশ্রমিকের অর্থ দ্বারা মূল্য আদায় করে দিবে (ফলে সে আযাদ হবে)। আবু দাঊদ (র) বলেন, উভয় রাবীর হাদীসের বক্তব্য হলো, 'তাকে দিয়ে আয়াসসাধ্য পরিশ্রম করাবে'।

٣٩٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَرُوْبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ وَرَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَا فِيْهِ السِّعَايَةَ.

৩৯৩৯। সাঈদ (র) থেকে তার সনদসূত্রে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাঊদ (র) বলেন কোন বর্ণনায় السِّعَايَةَ শব্দটি উল্লেখ আছে এবং কোন বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

بَابُ فِيْمَنْ رَوٰى أَنَّهُ لاَ يَسْتُسْعِيَ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যারা বলেন, গোলামকে কাজে নিয়োজিত করা যাবে না

٣٩٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ أُقِيْمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ.

৩৯৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ মুক্ত করলে তার ন্যায়সংগত মূল্য নিরূপণ করতে হবে, অতঃপর সে অন্য শরীকদের অংশও পরিশোধ করবে এবং এর বিনিময়ে গোলামটি আযাদ হবে। অন্যথায় তাকে যতটুকু আযাদ করা হয়েছে সে ততটুকুই আযাদ হবে।

٣٩٤١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ.

৩৯৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। রাবী বলেন, নাফে' কখনো فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ অর্থাৎ "যা আযাদ করলো তা করলোই" এরূপ বলেছেন, আবার কখনো তা বলেননি।

٣٩٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَيُّوبُ فَلاَ أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

৩৯৪২। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আইউব (র) বলেন, আমি জানি না, হাদীসে فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ কথাটুকু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাকি নাফে' (র)-এর বক্তব্য।

٣٩٤٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِّنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ.

৩৯৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয়, তার কাছে যদি এ গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে তার উচিত তাকে পূর্ণ আযাদ করে দেয়া। আর এ পরিমাণ সম্পদ যদি তার না থাকে, তবে সে তার অংশ পরিমাণই মুক্ত হবে।

٣٩٤٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى.

৩৯৪৪। ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ইবরাহীম ইবনে মূসার বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. اِنْتَهٰى حَدِيْثُهُ إِلٰى وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلٰى مَعْنَاهُ.

৩৯৪৫। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালেক বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে এ কথাটুকু وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ তাতে উল্লেখ করেননি। তার বর্ণিত হাদীস একথায় গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে : وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

٣٩٤٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِيْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

৩৯৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কেউ শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিবে, তার কাছে এই গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার উচিত, অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তাকে আযাদ করার ব্যবস্থা করা।

٣٩٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةً لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ.

৩৯৪৭। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে এবং এ সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছে। তিনি বলেন ঃ দুই মনিবের মালিকানাধীন একটি গোলামকে এক মনিব তার অংশ আযাদ করে দিলো। আযাদকারী মনিব যদি সম্পদশালী হয়, তবে তার উচিত– সে গোলামটির যথার্থ মূল্য, না কমিয়ে না চড়িয়ে, ধার্য করে তাকে আযাদ করার ব্যবস্থা করা।

٣٩٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنِ ابْنِ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِي التَّلِبَّ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ.

৩৯৪৮। ইবনুত তালিব্বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অবশিষ্ট অংশ আযাদ করতে বাধ্য করেননি। আহমাদ (র) বলেন, ইবনুত তালিব্বা নামটি 'তা' হরফ সহযোগে (ছা সহযোগে নয়), যদিও শো'বা (র) তা-এর স্থলে ছা উচ্চারণ করেছেন।

بَابُ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ কোন ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় মুহাররাম গোলামের মালিক হলে

٣٩٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَهُوَ حُرٌّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُحَدِّثْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيهِ.

২৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারো মালিকানায় কোন নিকটাত্মীয় 'মুহাররাম' (শরী'আত যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছে) যদি দাস হয়ে আসে তবে সে মুক্ত। আবু দাউদ (র) বলেন, আরো একটি সনদসূত্রে সামুরা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, হাদীসটি কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাতে সন্দেহে পতিত হয়েছেন।

٣٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

৩৯৪৯। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কারো মালিকানায় নিকটাত্মীয় মুহাররাম ব্যক্তি গোলাম থাকলে সে সরাসরি আযাদ।

٣٩٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

৩৯৫১। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। হাসান (র) বলেন, কোন ব্যক্তি নিকট আত্মীয়ের মালিক হলে, সে সরাসরি আযাদ।

٣٩٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَعِيْدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ.

৩৯৫২। কাতাদা (র) থেকে জাবের ইবনে যায়েদ এবং হাসানের সূত্রে এরূপ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদের তুলনায় সাঈদ (র) অধিক স্মৃতিধর।

بَابٌ فِيْ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উম্মে ওয়ালাদের দাসত্বমুক্তি

٣٩٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلَانَ قَالَتْ قَدِمَ بِيْ عَمِّيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِيْ مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِيْ أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ اَلْاٰنَ وَاللّٰهِ تُبَاعِيْنَ فِيْ دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلَانَ قَدِمَ بِيْ عَمِّيْ الْمَدِيْنَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِيْ مِنَ الْحُبَابِ ابْنِ عَمْرٍو أَخِيْ أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحُبَابِ

فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللّٰهِ تُبَاعِيْنَ فِيْ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ قِيْلَ أَخُوْهُ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْتِقُوْهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيْقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَائْتُوْنِيْ أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا. قَالَتْ فَأَعْتَقُوْنِيْ وَقَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيْقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّيْ غُلَامًا.

৩৯৫৩। খারিজা কায়েস আয়লান গোত্রের সালামা বিনতে মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে নিয়ে মদীনায় আসেন এবং আমাকে আবুল ইয়াসার ইবনে আমরের ভাই হুবাব ইবনে আমরের কাছে বিক্রি করেন। অতঃপর আমি হুবাবের পুত্র আবদুর রহমানকে প্রসব করি। পরে হুবাব মারা গেলে তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কসম! এখন তুমি তার ঋণের জন্য বিক্রি হবে। একথা শুনে আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খারিজা কায়েস আয়লান গোত্রের একজন মহিলা। জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে নিয়ে মদীনা আসেন এবং আবুল ইয়াসার ইবনে আমরের ভাই হুবাব ইবনে আমরের কাছে আমাকে বিক্রি করেন। অতঃপর আমার গর্ভে আবদুর রহমান ইবনে হুবাব জন্মগ্রহণ করে। তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহর শপথ! এখন তুমি তার ঋণের জন্য বিক্রি হবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ হুবাবের অভিভাবক কে? বলা হয়, তার ভাই আবুল ইয়াসার ইবনে আমর। অতঃপর তিনি তার কাছে বলে পাঠান যে, মেয়েটিকে তোমরা আযাদ করে দাও। আর যখনই শুনবে, আমার কাছে কোন গোলাম এসেছে , তৎক্ষণাৎ তোমরা এসে যাবে। আমি এর বিনিময়ে তাকে তোমাদেরকে দিবো। তিনি (মেয়েটি) বলেন, এ ফরমান পেয়ে তারা আমাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি গোলাম আসলে তিনি তাকে আমার বিনিময়ে তাদের দিয়ে দেন।

٣٩٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

৩৯৫৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের যুগে উম্মে ওয়ালাদ বাঁদীদেরকে বিক্রি করেছি। পরে উমার (রা)-র যুগে তিনি আমাদের নিষেধ করলে আমরা বিরত হয়েছি।

টীকা ঃ বাঁদীর গর্ভে যদি মনিবের ঔরসজাত সন্তান জন্মে, তবে সে বাঁদীকে "أُمُّ وَلَدٍ" ('উম্মে ওয়ালাদ') বলা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা

٣٩٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيْعَ بِسَبْعِ مِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِ مِائَةٍ.

৩৯৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার গোলামকে এরূপ শর্ত দিয়ে রাখলো যে, সে মারা গেলে সে মুক্ত। অথচ এ গোলাম ব্যতীত তার কোন সম্পদ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ গোলাম বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে সাত শত অথবা নয় শত আরবী মুদ্রায় বিক্রি করা হলো।

٣٩٥٦- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا. زَادَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللّٰهُ أَغْنٰى عَنْهُ.

৩৯৫৬। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমার কাছে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে আরো আছে, তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমিই মুদাব্বার গোলামের মূল্যের পাওনাদার, আর আল্লাহ তা থেকে অমুখাপেক্ষী।

٣٩٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ مَذْكُوْرٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا فَضْلٌ

فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِى قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذِى رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهٰهُنَا وَهٰهُنَا.

৩৯৫৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মাযকূর নামে আনসারী এক ব্যক্তির ইয়াকূব নামে একটি গোলাম ছিল। সে মনিব মারা গেলে সে আযাদ, এরূপ ঘোষণা করে। অথচ এ গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে আনেন এবং সাহাবীদের বলেন ঃ কে একে খরিদ করবে। নুআয়েম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাহ্হাম গোলামটিকে আট শত দিরহাম মূল্যে ক্রয় করেন। তিনি (নবী সা) এ অর্থ আনসারীর কাছে অর্পণ করে বলেন ঃ তোমাদের মাঝে কেউ দরিদ্র থাকলে সে প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করবে। এরপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তা নিকট আত্মীয়দের জন্য খরচ করবে,এরপরও অবশিষ্ট থাকলে আল্লাহর পথে সৎকাজে খরচ করবে।

بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করলে

٣٩٥٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

৩৯৫৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক মুমূর্ষু ব্যক্তি তার ছয়টি দাসকে মুক্ত করে দেয়। এগুলো ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি সেই ব্যক্তিকে কড়া কথা বলে ধমকালেন। অতঃপর গোলামদের ডেকে এনে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন এবং তাদের মাঝে লটারী দিলেন। লটারীর ভিত্তিতে দু'জনকে আযাদ করে দিলেন এবং চারজনকে গোলাম হিসেবে রেখে দিলেন।

٣٩٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا.

৩৯৫৯। আবু কিলাবা (র) সনদসহ এ হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا (তিনি (সা) তাকে কড়া কথা বলেছেন) এ বাক্য উল্লেখ করেননি।

٣٩٦٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ الطَّحَّانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِىْ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِىْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

৩৯৬০। আবু যায়েদ (র) থেকে জনৈক আনসারী ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি তার দাফনের পূর্বে উপস্থিত হতে পারতাম, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না।

٣٩٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَأَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

৩৯৬১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। মুমূর্ষু অবস্থায় এক ব্যক্তি তার ছয়টি দাসকে মুক্ত করে দিলো। অথচ এগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলে তিনি তাদের মাঝে লটারী দেন। অতঃপর দু'জনকে আযাদ করে দেন এবং চারজনকে দাস হিসেবে রেখে দেন।

بَابٌ فِىْ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَّشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ.

৩৯৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সম্পদশালী গোলাম আযাদ করলে, সে তার সম্পদ পাবে; যদি না মনিব এমন শর্ত করে যে, সম্পদ তারই থাকবে।

টীকা ঃ 'সে তার সম্পদ পাবে' দ্বারা গোলামকে না মনিবকে বুঝানো হয়েছে এই বিষয়ে মতভেদ আছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ জারজ সন্তান আযাদ করা

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِيْنَةٍ

৩৯৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জারজ সন্তান তিনটা মন্দের অন্যতম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর পথে চাবুক দ্বারা উপকৃত হওয়া আমার কাছে জারজ সন্তান আযাদ করার তুলনায় অধিক প্রিয়।

টীকা ঃ 'জারজ সন্তান তিনটি মন্দের অন্যতম', অর্থাৎ তার বংশসূত্র যেনাকারী ও যেনাকারিনীর বংশসূত্রের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট; যদিও সে নিষ্পাপ এবং ওরা দু'জন অপরাধী। আবু হুরায়রা (রা)-র মতে জারজ সন্তান প্রকৃতিগতভাবে দুষ্কর্মপরায়ণ হয়ে থাকে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ ثَوَابِ الْعِتْقِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ গোলাম আযাদ করার সওয়াব

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِىْ عَبْلَةَ عَنِ الْغَرِيْفِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ. فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِىْ بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا اِنَّمَا اَرَدْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ

بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوْا عَنْهُ يُعْتِقِ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

৩৯৬৪। আল-গারীফ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' (রা)-র কাছে এসে তাকে বললাম, আমাদের কাছে এরূপ একখানি হাদীস বর্ণনা করুন, যাতে না বাড়তি কিছু আছে, না কমতি কিছু। একথা শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে, যে ঘরে ঝুলানো তার কিতাব (কুরআন) থেকে বাড়িয়ে-কমিয়ে পাঠ করে? আমরা বললাম, আমরা তো এরূপ হাদীসের আশা করেছি, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আমাদের এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, হত্যার দায়ে যার উপর দোযখের আগুন অবধারিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তার পক্ষ থেকে তোমরা দাস মুক্ত করে দাও, আল্লাহ তার (দাসের) প্রতিটি অঙ্গের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কোন্ ধরনের দাস মুক্ত করা অধিক উত্তম

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ عَنْ أَبِىْ نَجِيْحٍ السُّلَمِىِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْرِ الطَّائِفِ قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ أَبِىْ يَقُوْلُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلَّ ذٰلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عَظَامِ مُحَرِّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৯৬৫। আবু নাজীহ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তায়েফ দুর্গ অবরোধ করলাম। মুআয (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "قَصْرُ الطَّائِفِ" (তায়েফ প্রাসাদ) বা "حِصْنُ الطَّائِفِ" (তায়েফ দুর্গ)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীরের আঘাত করেছে, তার জন্য রয়েছে একটি মর্তবা। এ হাদীস এভাবে অগ্রসর হয়েছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান পুরুষ তার মুসলমান গোলামকে মুক্ত করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন এ গোলামের প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি হাড়কে (অঙ্গকে) দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে কোন মুসলমান মহিলা তার মুসলমান দাসীকে মুক্ত করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দাসীর প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন মুক্তিদাত্রীর প্রতিটি হাড়কে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

٣٩٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ ابْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنَ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.

৩৯৬৬। শুরাহ্বীল ইবনুস সিম্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা)-কে বলেন, আপনি আমাদের নিকট এরূপ একখানি হাদীস বর্ণনা করুন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার দাসীকে মুক্ত করবে, সে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।

٣٩٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُعَاذٍ إِلٰى قَوْلِهِ وَأَيُّمَا امْرِىءٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً. وَزَادَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلاَّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزٰى مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا

عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شُرَحْبِيْلَ مَاتَ شُرَحْبِيْلُ بِصِفِّيْنَ.

৩৯৬৭। শুরাহ্‌বীল ইবনুস সিমত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'ব ইবনে মুররা অথবা মুররা ইবনে কা'ব (রা)-কে বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন এরূপ একখানি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি মুআয বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস এ পর্যন্ত বর্ণনা করেন ঃ যে কোন ব্যক্তি তার মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে এবং কোন মহিলা তার মুসলমান দাসীকে আযাদ করবে। বর্ণনাকারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে কোন পুরুষ দু'জন মুসলমান দাসীকে মুক্ত করবে, এগুলো তাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবে। এ দু'জন দাসীর দু'টি হাড়ের (অঙ্গের) পরিবর্তে মুক্তিদাতার একটি হাড়কে মুক্তি দেয়া হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, সালেম (র) শুরাহ্‌বীল (র) থেকে হাদীস শুনেননি। শুরাহ্‌বীল (র) সিফ্‌ফীন যুদ্ধে শহীদ হন।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সুস্থ অবস্থায় আযাদ করার মর্যাদা

٣٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ حَبِيْبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِيْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ إِذَا شَبِعَ.

৩৯৬৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় দাস মুক্তিদাতার দৃষ্টান্ত হলো, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হওয়ার পর অপরকে উপহার দেয়।

অধ্যায় ঃ ২৯

كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَاتِ

(কুরআনের কিরাআত ও পাঠের বিভিন্ন নিয়ম)

٣٩٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

৩৯৬৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (আদেশসূচক ক্রিয়াসহ) পাঠ করেছেন। "তোমরা ইবরাহীমের স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)।

٣٩٧٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ أَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أُسْقِطْتُهَا.

৩৯৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাতে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করলো। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তির উপর করুণা বর্ষণ করুন। সে রাতে আমাকে এমন কয়টি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।

٣٩٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ فِيْ قَطِيْفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَغُلَّ مَفْتُوْحَةَ الْبَاءِ.

৩৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ" আয়াত বদরের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় একটা লাল চাদর হারানো গেলে কতক লোক বলাবলি করলো, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, "আর নবীর শান এই নয় যে, তিনি খেয়ানত করবেন। অথচ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে সে খেয়ানতকৃত বস্তুসহ কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে এবং তাদের প্রতি মোটেই যুলুম করা হবে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬১)। আবু দাউদ (র) বলেন, يَغُلَّ-এর ى-তে যবর হবে (মাদ্দ হবে না)।

٣٩٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ.

৩৯৭২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٣٩٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِيْ وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ.

৩৯৭৩। লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মুনতাফিকের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لاَ تَحْسِبَنَّ (সীন বর্ণে যের) পড়েছেন لاَ تَحْسَبَنَّ (সীনে যবর দিয়ে) পড়েননি।

٣٩٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُوْنَ رَجُلاً فِيْ

غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَأَخَذُوْا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقٰى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ.

৩৯৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অভিযানে মুসলমানগণ এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলো, যার কিছু সংখ্যক বকরী ছিল। লোকটি বললো, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তারা তাকে হত্যা করলো এবং বকরীগুলো নিয়ে নিলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "কেউ তোমাদের সালাম দিলে পার্থিব সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও" (সূরা নিসা ঃ ৯৪)। অর্থাৎ সেই বকরীগুলো।

٣٩٧٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيْدٌ كَانَ يَقْرَأُ.

৩৯৭৫। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবেত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ কিরাআত (পেশ দিয়ে) পড়তেন। পূর্ণ আয়াত হলো ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ.

"মুমিনদের মাঝে যারা কোন ওজর ছাড়াই ঘরে বসে থাকে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়" (সূরা নিসা ঃ ৯৫)।

টীকা ঃ غير শব্দের তিনটি পাঠ আছে, অবশিষ্ট দু'টি ঃ غَيْرَ ও غَيْرِ প্রতিটি পাঠই জায়েয (অনুবাদক)।

٣٩٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِىْ عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

৩৯৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের– وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ.

"আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমের বিনিময়েও কেসাস রয়েছে" (সূরা মাইদা ঃ ৪৫) এ আয়াতে اَلْعَيْنُ بِالْعَيْنِ (নূনের উপর পেশ দিয়ে) পড়েছেন।

٣٩٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِىْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

৩৯৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পড়েছেন : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

٣٩٧٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِىِّ قَالَ قَرَأْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ فَقَالَ مِنْ ضُعْفٍ قَرَأْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَىَّ فَأَخَذَ عَلَىَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ.

৩৯৭৮। আতিয়া ইবনে সা'দ আল-আওফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ (সূরা রূম ঃ ৫৪) এ আয়াতের ضُعْفٍ শব্দে যবর দিয়ে পড়েছি। তিনি বললেন, না, বরং مِنْ ضَعْفٍ হবে। কেননা তুমি আমার কাছে যেরূপ পড়েছো আমিও সেরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পড়েছিলাম। আমি যেরূপ তোমাকে সংশোধন করে দিলাম, তিনিও সেরূপে আমাকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

٣٩٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ عَقِيْلٍ عَنْ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضُعْفٍ.

৩৯৭৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ضُعْفٍ শব্দ (পেশসহ) পড়েছেন।

٣٩٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى قَالَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا.

৩৯৮০। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেছেন, بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا (মূল হলো فَلْيَفْرَحُوْا) (সূরা ইউনুস ঃ ৫৮)।

٣٩٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاجْلَحِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُوْنَ.

৩৯৮১। উবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পাঠ করেছেন: بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُوْنَ. (এখানে تَفْرَحُ ও تَجْمَعُ ক্রিয়াদ্বয়ে তা-সহ পড়েছেন)।

٣٩٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ.

৩৯৮২। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত এভাবে إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ পড়তে শুনেছেন। عمل ক্রিয়াপদকে অতীত কালের রূপে অর্থাৎ عَمِلَ পড়েছেন (সূরা হূদ ঃ ৪৬)।

٣٩٨٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. فَقَالَتْ قَرَأَهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِيُّ وَمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ.

৩৯৮৩। শাহর ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত "اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ" কিরূপে পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি (সা) "اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ" (অর্থাৎ عمل ক্রিয়া فعل ماضى রূপে এবং غَيْرَ শব্দে যবর-সহ) পড়েছেন।

٣٩٨٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى لَوْ صَبَرَ لَرَأٰى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ طَوَّلَهَا حَمْزَةُ.

৩৯৮৪। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য করতেন এবং বলতেন ঃ আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং মূসার উপরও। তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সাথীর (খিযির) কাছ থেকে আশ্চর্যজনক আরো অনেক কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি তো বলে দিলেন, এরপরও যদি আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করি, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না; নিশ্চয়ই আপনি আমার পক্ষ থেকে আপত্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছেন" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৭৬)। 'হামযা' এতে দীর্ঘ করেছেন।

٣٩٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَهَا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ. وَثَقَّلَهَا.

৩৯৮৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পাঠ করেছেন : "قَدْ بَغَلْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ" এবং এতে ভারী স্বরে অর্থাৎ তাশদীদসহ পড়েছেন।

٣٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْمِصِّيْصِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَعٍ

أَبِىْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَقْرَأَنِىْ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ مُخَفَّفَةً.

৩৯৮৬। মিসদা' আবু ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতের فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ (সূরা কাহ্ফ ঃ ৮৬) حَمِئَةٍ শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপে হালকা পাঠ করেছেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) ঠিক সেরূপ আমাকে পাঠ করিয়েছেন।

٣٩٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ عَمْرٍو النَّمَرِىُّ أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ أَخْبَرَنِىْ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّيْنَ لَيُشْرِفُ عَلٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِىْءُ الْجَنَّةُ بِوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ. قَالَ وَهٰكَذَا الْحَدِيْثُ دُرِىٌّ مَرْفُوْعَةَ الدَّالِ لاَ تُهْمَزُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا.

৩৯৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইল্লিয়্যূনবাসী (উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত) কোন এক ব্যক্তি বেহেশতীদের কাছে আসতেই তাঁর কারণে বেহেশত উজ্জ্বল হয়ে যাবে, "যেন তা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র" (সূরা নূর ঃ ৩৫), হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। دُرِّىٌّ শব্দের دال বর্ণে পেশ হবে, হামযা নয়। আর আবু বকর ও উমার (রা) এ পর্যায়ভুক্ত হবেন, বরং এর চাইতেও বেশী উত্তম হবেন।

٣٩٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَبْرَةَ النَّخَعِىُّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْغُطَيْفِىِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَإٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلاَ امْرَأَةٍ وَلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ. قَالَ عُثْمَانُ الْغَطَفَانِىِّ مَكَانَ الْغُطَيْفِىِّ وَقَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِىُّ.

৩৯৮৮। ফারওয়া ইবনে মুসাইক আল-গুতায়ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম, রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাবা' সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করুন। সেটা কি কোন জায়গা, না কি কোন মহিলা? তিনি বলেন ঃ না, তা কোন জায়গাও নয়, কোন মহিলাও নয়; বরং একজন পুরুষ, যে দশজন আরব সন্তানকে জন্ম দেয়। অতঃপর ছয়জনকে ইয়ামানে (ডান পাশে) বসবাস করতে দেন এবং চারজনকে শামে (বাম পাশে) বসবাস করতে পাঠান। উছমান (র) বলেন, 'গুতায়ফীর' স্থানে গাতাফানী হবে।

٣٩٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَبُوْ مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً وَفَذَكَرَ حَدِيْثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى حَتّٰى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ.

৩৯৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ...অতঃপর তিনি ওহীর হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো মহান আল্লাহর বাণী ঃ

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ.

(ফুয্যি'আ-এর স্থলে ফুযিআ) (সূরা সাবা ঃ ২৩)।

٣٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكِ اٰيَاتِيْ فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ الرَّبِيْعُ لَمْ يُدْرِكْ أُمَّ سَلَمَةَ.

৩৯৯০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাঠ করে ঃ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكِ اٰيَاتِيْ فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ। (সূরা যুমার ঃ ৫৯)। অর্থাৎ তিনি 'আত্মা'কে সম্বোধন করেন এবং স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ব্যবহার করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আর-রবী' (র) উম্মে সালামা (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

٣٩٩١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى النَّحْوِيُّ عَنْ يُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا فَرُوْحٌ وَّرَيْحَانٌ.

৩৯৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত এভাবে পড়তে শুনেছি ঃ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ (অর্থাৎ رُوْحٌ শব্দের রা বর্ণে পেশ দিয়ে পড়েছেন। তবে প্রচলিত কিরাআত فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ রা বর্ণে যবর আছে)। অর্থ: "শান্তি ও নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী বিদ্যমান" (নৈকট্য প্রাপ্তদের জন্য) (সূরা ওয়াকিআ ঃ ৮৯)।

٣٩٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِىْ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمْ جَيِّدًا عَنْ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ بِلاَ تَرْخِيْمٍ.

৩৯৯২। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে পাঠ করতে শুনেছি ঃ نَادَوْا يَا مَالِكُ 'ইয়া মালিকু' শব্দটাকে 'তারখীম' অর্থাৎ সংকোচন করে 'ইয়া মালি' বা ইয়া মালু' বলেননি (যা স্বাভাবিক নিয়মের আওতায় আসে। حرف ندا দ্বারা সম্বোধনকৃত اسم সংকোচন করাকে ترخيم বলা হয়, যা আরবী ব্যাকরণে প্রচলিত)।

٣٩٩٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَقْرَأَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ أَنَا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

৩৯৯৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ আয়াত পাঠ করিয়েছেন ঃ "اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ" (সূরা যারিয়া ঃ ৫৮)।

টীকা ঃ সাধারণত "اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ" এ কিরাআতই প্রসিদ্ধ।

٣٩٩٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ. يَعْنِىْ مُثَقَّلاً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مَضْمُوْمَةَ الْمِيْمِ مَفْتُوْحَةَ الدَّالِ مَكْسُوْرَةَ الْكَافِ.

৩৯৯৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পাঠ করতেন: "فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ" (অর্থাৎ মীমে পেশ, দালে যবর এবং কাফে যের)। অর্থ: "কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি" (সূরা কামার ঃ ১৫)?

٣٩٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الذِّمَارِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.

৩৯৯৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কিরাআত পড়েছেন ঃ اَيَحْسَبُ اَنَّ مَالَه اَخْلَدَه (সূরা হুমাযাহ ঃ ৩) (প্রশ্নবোধক আলিফসহ)।

٣٩٩٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَمَّنْ أَقْرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَّلاَ يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ بَعْضُهُمْ أَدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأَبِىْ قِلاَبَةَ رَجُلاً.

৩৯৯৬। আবু কিলাবা (র) থেকে সেই সূত্রে বর্ণিত যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পড়েছেন ঃ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلاَ يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ. (সূরা ফাজর ঃ ২৬)। আবু দাউদ (র) বলেন, কতক রাবী খালিদ ও আবু কিলাবার মধ্যস্থলে আরো একজন রাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ لاَ يُعَذِّبُ শব্দের 'যাল' বর্ণে যবর দিয়ে بناء مفعول হিসেবে পড়েছেন, অথচ প্রচলিত কিরাআতে 'যাল বর্ণে ও يُوْثِقُ শব্দের 'ছা' বর্ণে যের হিসেবে প্রসিদ্ধ (অনুবাদক)।

٣٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ أَنْبَأَنِىْ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأَ عَاصِمٌ وَالأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَأَبُوْ جَعْفَرٍ يَزِيْدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَّاحٍ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

كَثِيْرٍ الدَّارِيُّ وَأَبُوْ عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَحُمَيْدُ الْأَعْرَجُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ لاَ يُعَذِّبُ وَلاَ يُوْثِقُ إِلاَّ الْحَدِيْثَ الْمَرْفُوْعَ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِالْفَتْحِ.

৩৯৯৭। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে পাঠ শিখিয়েছেন; তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কাছে পাঠ করেছেন এবং এ ব্যক্তি যার কাছে পাঠ করেছেন, তিনি বলেন, এ আয়াতের পাঠ এই: فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذَّبُ অর্থাৎ لاَ يُعَذِّبُ শব্দের 'যাল' বর্ণে যবর। আবু দাউদ (র) বলেন, আসিম, আ'মাশ, তালহা ইবনে মুসাররিফ, আবু জাফর ইয়াযীদ ইবনুল কা'কা', শায়বা ইবনে নাসসাহ, নাফে' ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর আদ-দারী, আবু আমর ইবনুল 'আলা, হামযা আয-যায়্যাত, আবদুর রহমান আল-আ'রাজ, কাতাদা, আল-হাসান আল-বাসরী, মুজাহিদ, হুমায়েদ আল-আ'রাজ (র), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) প্রমুখ لاَ يُعَذِّبُ وَلاَ يُوْثِقُ পড়েছেন। কিন্তু মরফূ' হাদীসে উক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) لاَ يُعَذَّبُ পড়েছেন (যাল বর্ণে যবরসহ)।

٣٩٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِيْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا ذَكَرَ فِيْهِ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَقَالَ جِبْرَائِلَ وَمِيْكَائِلَ.

৩৯৯৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা হাদীসে জিব্‌রাঈল ও মিকাঈলের উল্লেখ করেন এবং বলেন, جِبْرَائِلَ ও مِيْكَائِلَ। (কোন কিরাআতে جِبْرِيْلُ ও مِيْكَالُ পড়া হয়)।

٣٩٩٩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ ذُكِرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّوْرِ

فَقَالَ عَنْ يَّمِيْنِهِ جِبْرَائِيْلُ وَعَنْ يَّسَارِهِ مِيْكَائِلُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ خَلَفٌ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ أَرْفَعِ الْقَلَمَ عَنْ كِتَابَةِ الْحُرُوْفِ مَا أَعْيَانِىْ شَيْءٌ مَا أَعْيَانِىْ جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِلُ.

৩৯৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে খাযিম (র) বলেন, আ'মাশ (র)-এর নিকট উল্লেখ করা হলো, জিবরাঈল ও মীকাঈল-এর কিরাআত কিরূপ? আ'মাশ (র) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগাওয়ালার (ইসরাফীল আ) আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তার ডানপাশে জিব্‌রাঈল ও তার বামপাশে মীকাঈল থাকবেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, খালাফ (র) বললেন, আমি চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো লেখা বন্ধ করে কলম রেখে দেইনি। কোন কিছুই আমাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত বা অপারগ করেনি, এমনকি জিবরীল ও মীকাঈলও আমাকে ক্লান্ত করেনি।

٤٠٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ مَعْمَرٌ وَرُبَّمَا ذَكَرَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَءُوْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ مَرْوَانُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسٍ وَمِنَ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ.

৪০০০। ইবনুল মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার ও উছমান (রা) এ আয়াত مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এই রীতিতে অর্থাৎ 'মীম'-এর সাথে আলিফ-সহ পড়েন। মারওয়ান সর্বপ্রথম 'আলিফ ছাড়া مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়েন। আবু দাঊদ (র) বলেন, যুহ্‌রী (র) আনাস (রা) থেকে এবং যুহ্‌রী সালিম-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস দু'টির তুলনায় উপরোক্ত হাদীস অধিক সহীহ। (সূরা ফাতিহা ঃ ৩)।

٤٠٠١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِىُّ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ الْقِرَاءَةُ الْقَدِيْمَةُ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

৪০০১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠ বর্ণনা করেন অথবা অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, প্রাচীন কিরাআত হলো مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি প্রতিটি আয়াত পাঠের পর বিরতি দিতেন।

٤٠٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلٰى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَقَالَ هَلْ تَدْرِىْ أَيْنَ تَغْرُبُ هٰذِهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَامِيَةٍ.

৪০০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একই গাধার পিঠে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ "এটা উষ্ণ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৮৬)।

টীকা ঃ এ আয়াতে حَامِيَةٍ শব্দে 'হা'র সাথে আলিফ মিলিয়েছেন। প্রচলিত কিরাআতে حَمِئَةٍ 'হা'র সাথে আলিফ নেই, তবে 'ইয়া'র স্থানে 'হামযা' আছে।

٤٠٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ مَوْلًى لاِبْنِ الأَسْقَعِ رَجُلَ صِدْقٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِىْ صُفَّةِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ أَىُّ اٰيَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ أَعْظَمُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ.

৪০০৩। ইবনুল আস্‌কা' (রা)-র মুক্তদাস থেকে ইবনুল আস্‌কা'র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে (ইবনুল আস্‌কা'কে) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের আঙ্গিনায় তাদের কাছে আসলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর স্বত্বাধীন। তাঁর অনুমতি ছাড়া এরূপ কে আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের কোন কিছুই তারা নিজেদের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহকে ও যমীনকে ধারণ করে রেখেছে। তাঁর পক্ষে এতদুভয়ের হেফাযত কোন কষ্টকর নয়। আর তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)।

٤٠٠٤-حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَيْتَ لَكَ فَقَالَ شَقِيْقٌ إِنَّا نَقْرَؤُهَا هِيْتُ لَكَ يَعْنِىْ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ.

৪০০৪। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত هَيْتَ لَكَ ('তা'র উপর যবর দিয়ে) পড়েছেন। শাকীক (র) বললেন, আমরা তো এ আয়াত هِيْتُ لَكَ ('হা'তে যের ও 'তা'র উপর পেশ দিয়ে) পড়ি। ইবনে মাসঊদ (রা) বললেন, আমাকে যে রীতিতে পড়তে শিখানো হয়েছে, আমি সেভাবেই পড়তে ভালোবাসি। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৩)।

٤٠٠٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ إِنَّ أُنَاسًا يَقْرَؤُنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقَالَتْ هِيْتُ لَكَ فَقَالَ إِنِّىْ أَقْرَأُ كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ.

৪০০৫। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে বলা হলো, কিছু সংখ্যক লোক এ আয়াত পড়ে وَقَالَتْ هِيْتُ لَكَ ('হা'র নীচে যের

এবং 'তা'র উপর পেশ)। তিনি বললেন, আমাকে যেভাবে শিখানো হয়েছে আমি সেভাবেই পড়তে ভালোবাসি। এই বলে তিনি পাঠ করলেন وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ('হা'র উপর ও 'তা'র উপর যবর)।

٤٠٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم.

৪০০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বনী ইস্‌রাঈলকে বলেন, "তোমরা নতশিরে দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করো আর বলতে থাকো, "মার্জন করো", তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করা হবে" (সূরা বাকারা ঃ ৫৮)। প্রচলিত কিরাআতে تُغْفَرْلَكُمْ-এর স্থলে نَغْفِرْلَكُمْ প্রসিদ্ধ।

٤٠٠٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

৪০০৭। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٤٠٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا سُوْرَةً أَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ مُخَفَّفَةً حَتّٰى أَتٰى عَلٰى هٰذِهِ الْاٰيَاتِ.

৪০০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়েছে আর তিনি আমাদের কাছে তা পাঠ করেছেন ঃ "একটি সূরা যা আমরা নাযিল করলাম এবং বিস্তারিত বর্ণনা করলাম" (সূরা নূর ঃ ১)। আবু দাঊদ (র) বলেন, অর্থাৎ হালকাভাবে (فَرَضْنٰهَا, فَرَّضْنٰهَا নয়)। অতঃপর তিনি সামনের দিকে পড়তে থাকেন।

অধ্যায় ঃ ৩০

كِتَابُ الْحَمَّامِ

(গণ-স্নানাগার)

بَابُ الدُّخُوْلِ فِى الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ গোসলখানায় প্রবেশ

٤٠٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِىْ عُذْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَّدْخُلُوْهَا فِى الْمَيَازِرِ.

৪০০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাম্মামে (গোসলখানায়/গণ-স্নানাগারে) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন, অতঃপর পুরুষদের লুঙ্গি-পাজামা পরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে নারী-পুরুষ একত্রে গণ-স্নানাগারে গোসল করতো। কখনো তারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গোসল করতো। মহানবী (সা) প্রাথমিক পর্যায়ে সকলকে গণ-স্নানাগারে গোসল করতে নিষেধ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুরুষদেরকে বিবস্ত্র না হয়ে তথায় গোসল করার অনুমতি দেন (সম্পাদক)।

٤٠١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِىْ تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ

اللّٰهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيْرٌ أَبَا الْمَلِيْحِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪০১০। আবুল মালীহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ার কয়েকজন মহিলা আয়েশা (রা)-র কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা সিরিয়াবাসী। তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত সেই শহরের অধিবাসী, যেখানে মহিলারাও গণ-স্নানাগারে প্রবেশ করে। তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মহিলা নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার পরিধেয় বস্ত্র খোললে বা বিবস্ত্র হলে সে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ফেড়ে ফেললো অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি জারীর (র) বর্ণিত এবং এটি পূর্ণাঙ্গ। তবে জারীর (র) এভাবে উল্লেখ করেননি, আবুল মালীহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন।

٤٠١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ.

৪০১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের হাতে অনারবদের বহু অঞ্চল বিজিত হবে এবং তথায় তোমরা এমন কতগুলো ঘর দেখবে যেগুলোকে গণ-স্নানাগার বলা হয়। লুঙ্গি-পায়জামা ছাড়া কোন পুরুষ যেন তাতে প্রবেশ না করে এবং পীড়িতা ও নেফাসওয়ালী ছাড়া অন্য নারীদের তাতে প্রবেশ করতে তোমরা নিষেধ করো।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিবস্ত্র হওয়া নিষিদ্ধ

٤٠١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

৪০১২। ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বিবস্ত্র অবস্থায় উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন। তোমাদের কেউ গোসল করতে চাইলে সে যেন গোপনীয়তা (পর্দা) অবলম্বন করে।

٤٠١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ ابْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْأَوَّلُ أَتَمُّ.

৪০১৩। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসখানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, প্রথমোক্ত বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ।

٤٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ أَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخِذِىْ مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.

৪০১৪। যুরআ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জারহাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই 'জারহাদ' আস্‌হাবে সুফ্‌ফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বসলেন, আর আমার উরুদেশ তখন অনাবৃত ছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো না যে, উরুদেশ গোপন (আবৃত) অঙ্গ?

٤٠١٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَىٍّ وَّلَا مَيِّتٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ نَكَارَةٌ.

৪০১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার উরুদেশ অনাবৃত (বেপর্দা) করো না এবং জীবিত ও মৃত লোকের উরুর দিকে দৃষ্টিপাত করো না।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّعَرِّىْ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিবস্ত্র হওয়া সম্পর্কে

٤٠١٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأُمَوِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيْلاً فَبَيْنَا أَمْشِىْ فَسَقَطَ عَنِّىْ يَعْنِىْ ثَوْبِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوْا عُرَاةً.

৪০১৬। আল-মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বহন করে হাঁটছিলাম, হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্র খসে পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন ঃ কাপড় সামলিয়ে নাও, তোমরা উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করো না।

٤٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِىْ وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَّ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اَللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُّسْتَحْيٰى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

৪০১৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার সামনে অনাবৃত করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক লোক যখন পরস্পর একসাথে থাকে? তিনি বলেন ঃ যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন ঃ লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চাইতে বেশী হকদার (অর্থাৎ নির্জনে থাকলেও বিবস্ত্র থাকা যাবে না)।

٤٠١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِىْ ثَوْبٍ.

৪০১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন স্ত্রীলোকও অন্য স্ত্রীলোকের গোপন অঙ্গ দেখবে না। আর কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে একই কাপড়ের ভিতরে একত্রে শয়ন করবে না এবং কোন স্ত্রীলোকও অপর স্ত্রীলোকের সাথে একই কাপড়ের ভিতরে শয়ন করবে না।

٤٠١٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلٰى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ إِلٰى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ. قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيْتُهَا.

৪০১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এবং কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের সাথে একই বিছানায় শয়ন করবে না, কিন্তু যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে বাপ-মা ছেলের সাথে অথবা ছোট সন্তান বাবার সাথে একই বিছানায় শয়ন করতে পারে। রাবী বলেন, তিনি তৃতীয় আর একটা কথা বলেছেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি।

অধ্যায় ঃ ৩১

كِتَابُ اللِّبَاسِ

(পোশাক-পরিচ্ছদ)

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় যা বলবে

٤٠٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيْصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. قَالَ أَبُوْ نَضْرَةَ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا قِيْلَ لَهُ تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৪০২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, জামা হোক অথবা পাগ্‌ড়ি হোক, এর নামোল্লেখ করে এই দোআ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমিই এটা আমাকে পরিধান করিয়েছো। তোমার কাছে এটার জন্যে এবং এটা যার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে তার জন্যে কল্যাণ কামনা করি। আর এটার অনিষ্ট ও যার জন্য এটা তৈরি হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। আবু নাদরা (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কেউ নতুন কাপড় পরিধান করলে তাকে বলা হতো, 'تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى' "এই কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরান হয় এবং মহান আল্লাহ যেন এর পরে তোমায় আরো কাপড় পরার সুযোগ দেন"। অর্থাৎ তুমি দীর্ঘজীবী হও।

٤٠٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

৪০২১। আল-জুরায়রী (র) থেকে তার সনদসহ উপরে বর্ণিত হাদীসের অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٠٢٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ أَبَا سَعِيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالثَّقَفِيُّ سَمَاعُهُمَا وَاحِدٌ.

৪০২২। আল-জুরায়রী (র) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল ওয়াহ্হাব আস-ছাকাফী (র) তাতে আবু সাঈদ (রা)-র উল্লেখ করেননি। হাম্মাদ ইবনে সালামা-আল-জুরায়রী-আবুল 'আলা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা ও আস-ছাকাফীর এ হাদীস শ্রবণ একই ধরনের বা একই রূপ।

٤٠٢٣- حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

৪০২৩। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এই দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খাদ্য খাওয়ালেন এবং আমার পক্ষ থেকে কোন কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়াই রিযিক দান করলেন", তার আগে-পিছের সব গুনাহ মাফ করা হবে।

তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাপড় পরার সময় এই দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কোন শক্তি ও ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন", তার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করা হবে।

بَابٌ فِىْ مَا يُدْعٰى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ নতুন কাপড় পরলে তার জন্যে দু'আ করা

٤٠٢٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِكِسْوَةٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهٰذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِىَ بِهَا فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ أَبْلِىْ وَأَخْلِقِىْ مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلٰى عَلَمٍ فِى الْخَمِيْصَةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُوْلُ سَنَاهُ سَنَاهُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِىْ كَلاَمِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ.

৪০২৪। উম্মে খালিদ বিন্‌তে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (লোকদের দান করার জন্য) কতগুলো পরিধেয় বস্ত্র হাযির করা হলো। তার মধ্যে কালো রঙ্গের ডোরাদার ছোট একটি পশমী চাদর ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মতে কে এটা পাওয়ার যোগ্য? সকলেই চুপ রইলো। তিনি বললেন ঃ উম্মে খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আনা হলে তিনি চাদরটি তাকে পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বললেন ঃ এটা পরিধান করো এবং পুরাতন করো। আর তিনি চাদরের লাল অথবা হল্‌দে রঙের চিহ্নের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে উম্মে খালিদ! খুব সুন্দর! খুব চমৎকার!! سَنَاهُ শব্দের অর্থ– হাব্‌শী ভাষায় সুন্দর বা চমৎকার।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقَمِيْصِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কামীস বা জামা

٤٠٢٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ

عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ.

৪০২৫। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল জামা।

٤٠٢٦- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَمِيْصٍ.

৪০২৬। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন পোশাক ছিলো না।

٤٠٢٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ.

৪০২৭। আস্‌মা বিন্‌তে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লম্বা ঢিলা জামা (ওভারকোট)

٤٠٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى أَنَّ اللَّيْثَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ

خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ. زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ أَرَضِيَ مَخْرَمَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ.

৪০২৮। মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো লম্বা ঢিলা জামা বণ্টন করেন; কিন্তু মাখরামা (রা)-কে কিছু দেননি। মাখরামা (রা) ছেলেকে বললেন, হে বৎস! চলো, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই। অতঃপর তার সাথে আমি সেখানে গেলাম। তিনি বললেন, ভিতরে প্রবেশ করে তাঁর নিকট আমার আগমনের খবর দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি একটি লম্বা ঢিলা জামা পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমার জন্য এটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামা (রা) তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এবার মাখরামা খুশী হয়েছে।

بَابُ فِيْ لَبْسِ الشُّهْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরিধান করা

٤٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِيْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيْهِ النَّارُ.

৪০২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের উদ্দেশে পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেরূপ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

٤٠٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ.

৪০৩০। আবু আওয়ানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গর্ব অহংকারের উদ্দেশে যে পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে।

٤٠٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ مُنِيْبٍ الْجُرَشِيِّ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

৪০৩১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

টীকা ঃ হাদীসটি ব্যাপকার্থক। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বা অনুকরণ করা নিষেধ। কেননা বাহ্যিক অনুকরণে আকীদা-বিশ্বাসেও অনুকরণ শুরু হয়ে যায়। কাজেই যারা এরূপ করে, প্রতিফল দিবসে বিজাতির সাথে তাদের হিসাব নেয়া হবে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ لُبْسِ الصُّوْفِ وَالشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পশম ও লোমের তৈরী পোশাক পরিধান করা

٤٠٣٢ (١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. وَقَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا.

৪০৩২ (১)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বের হলেন, তাঁর গায়ে ছিল কারুকার্য খচিত কালো পশমী চাদর।

٤٠٣٢ (٢)- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِىِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِىْ خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِىْ.

৪০৩২(২)। উতবা ইবনে আব্দ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমাকে চাদর পরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালাম। তিনি আমাকে 'কাতান' জাতীয় দু'টি সূক্ষ্ম কাপড় পরিয়ে দিলেন। আমি আমার গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমি সকল বন্ধু-বান্ধবের চাইতে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধানকারী।

٤٠٣٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ لِىْ أَبِىْ يَا بُنَىَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ لِبَاسِ الصُّوْفِ.

৪০৩৩। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস! তুমি যদি দেখতে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বৃষ্টিতে ভিজে এরূপ হলাম যে, আমাদের শরীর থেকে ভেড়ার গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ পশমী পোশাক।

بَابُ لُبْسِ الْمُرْتَفِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ উন্নত মানের পোশাক পরিধান করা

٤٠٣٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِىْ يَزَنَ أَهْدٰى إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاَثَةٍ وَّثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا أَوْ ثَلاَثٍ وَّثَلاَثِيْنَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.

৪০৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যূ-ইয়াযান এলাকার অধিপতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন পাঠালেন, যা তিনি তেত্রিশটি উট বা তেত্রিশটি উটনীর বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। তিনি (সা) তা গ্রহণ করলেন।

٤٠٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرٰى حُلَّةً بِبِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ قَلُوْصًا فَأَهْدَاهَا إِلٰى ذِىْ يَزَنٍ.

৪০৩৫। ইস্‌হাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশাধিক তাজা তরুণ উটনীর বিনিময়ে একটি মূল্যবান পোশাক ক্রয় করলেন এবং তা যূ-ইয়াযান- অধিপতির কাছে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠালেন।

টীকা ঃ بِضْعٌ শব্দ দ্বারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়।(অনুবাদক)।

بَابُ لِبَاسِ الْغَلِيْظِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোটা পোশাক পরিধান করা

٤٠٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الْمَعْنٰى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِىْ يُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ فَأَقْسَمَتْ بِاللّٰهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِىْ هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

৪০৩৬। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র কাছে হাযির হলে তিনি 'ইয়ামান' দেশে তৈরী একটি মোটা লুঙ্গি ও 'মুলাব্বাদা' নামক একটি মোটা চাদর বের করে এনে আল্লাহর শপথ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহজগত ত্যাগ করার সময় এই দু'টি কাপড় তাঁর পরিধানে ছিল।

٤٠٣٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُوْ ثَوْرٍ الْكَلْبِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِىُّ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُوْرِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ ائْتِ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ. قَالَ أَبُوْ زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً جَمِيْلاً جَهِيْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوْا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هٰذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعِيْبُوْنَ عَلَىَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْحُلَلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ أَبِىْ زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِىُّ.

৪০৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারিজীরা যখন আলী (রা)-র দল ত্যাগ করে 'হারূরা' নামক এলাকায় চলে গেলো, আমি তখন আলী (রা)-র কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, তুমি এদের কাছে যাও। অতঃপর আমি ইয়ামান দেশে তৈরী উত্তম ও আকর্ষণীয় পোশাক পরলাম। আবু যুমায়েল বলেন, ইবনে আব্বাস লাবণ্যময় সুপুরুষ ও বলিষ্ঠদেহী ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম। তারা আমাকে 'খোশআমদেদ' জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে

ইবনে আব্বাস! এ পোশাকটা কোন্ ধরনের? তিনি বললেন, তোমরা যার জন্য আমাকে দোষারোপ করছো, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর চেয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করতে দেখেছি। আবু দাউদ (রা) বলেন, আবু যুমাইলের নাম সিমাক, পিতা ওয়ালীদ আল-হানাফী।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخَزِّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ রেশম ও পশম মিশ্রিত কাপড় পরিধান করা

٤٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِىُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارٰى عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالإِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِهِ.

৪০৩৮। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বোখারাতে রেশম ও পশমের তৈরী কালো পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তিকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখতে পেলাম। (তাকে পাগড়ি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন। হাদীসের মূল পাঠ উছমানের রিওয়ায়াত অনুযায়ী এবং 'আখবারা' শব্দে তার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٠٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِىُّ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ عَامِرٍ أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ وَاللّٰهِ يَمِيْنٌ أُخْرٰى مَا كَذَبَنِىْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ وَذَكَرَ كَلاَمًا قَالَ يَمْسَخُ مِنْهُمْ اٰخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَعِشْرُوْنَ نَفْسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكْثَرَ لَبِسُوا الْخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

৪০৩৯। আবদুর রহমান ইবনে গানম আল-আশআরী (র) বলেন, আবু আমের (রা)

অথবা আবু মালেক (রা) আমাকে বলেছেন, আল্লাহর শপথ এবং পুনরায় শপথ, কখনও তিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে, যারা পশম ও রেশমের তৈরী পোশাক এবং রেশমী পোশাক পরিধানকে বৈধ গণ্য করবে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন শূকর ও বানরের আকৃতিতে পরিবর্তিত করা হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশের অধিক সাহাবী রেশম ও পশম মিশ্রিত সূতার তৈরী পোশাক পরেছেন। আনাস ও আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রেশমী পোশাক পরা নিষেধ

٤٠٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفُوْدِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

৪০৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজায় একজোড়া রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এই পোশাকটি কিনতেন তবে জুমুআর দিন ও প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতকারের সময় পরতে পারতেন! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ পোশাক সেই ব্যক্তিই পরে যার আখেরাতে কোন কিছু প্রাপ্য নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু রেশমী কাপড় আসলে তিনি তা থেকে উমার ইবনুল খাত্তাবকে একজোড়া কাপড় দিলেন। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটা আমাকে ব্যবহার করতে দিলেন, অথচ 'উতারিদের' (কাপড় ব্যবসায়ীর নাম) কাপড় সম্পর্কে আপনি তো এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে এটা পরতে দেইনি। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এটা মক্কায় তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

টীকা ঃ কোন কাপড়ে রেশমী সুতার বুনানো ডোরা বা রেশমী কাপড়ের সঞ্জাব দেয়া হলে, সে কাপড় ব্যবহার পুরুষের জন্যও জায়েয। তবে তা দুই আঙ্গুল, তিন বা চার আঙ্গুল চওড়ার বেশী হতে পারবে না।

টীকা ঃ চর্মরোগ থাকলে যদি সূতী কাপড়ে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তবে রেশমী কাপড় পরা পুরুষের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

٤٠٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ. وَقَالَ تَبِيْعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ.

৪০৪১। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, তা ছিল মোটা রেশমী পোশাক। আর সে ঘটনার ব্যাপারে বলেন, অতঃপর তিনি তার কাছে একটি মোটা রেশমী জুব্বা পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি এটা বিক্রি করো এবং তোমার প্রয়োজন মেটাও।

٤٠٤٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلٰى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلاَثَةً وَأَرْبَعَةً.

৪০৪২। আবু উছমান আন-নাহ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) উতবা ইবনে ফারকাদের কাছে ফরমান লিখে পাঠান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে এভাবে এভাবে দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম থাকলে তা পুরুষের জন্য জায়েয।

٤٠٤٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّيْ لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا فَأَمَرَنِيْ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ.

৪০৪৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ একজোড়া রেশমী চাদর এলো। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করে তাঁর কাছে আস্লাম এবং তাঁর মুখমণ্ডলে

অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার পরার জন্য এটা পাঠাইনি। অতঃপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তা টুকরা করে আমার পরিবারের স্ত্রীলোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলাম।

بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রেশমী পোশাক পরিধান করা নিষেধ

٤٠٤٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ.

৪০৪৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে, স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূ'তে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٠٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

৪০৪৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত। তাতে রুকূ' ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٠٤٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا زَادَ وَلاَ أَقُوْلُ نَهَاكُمْ.

৪০৪৬। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত এ হাদীসে একথাটুকু বাড়িয়েছেন, "তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন এটা আমি বলছি না।"

٤٠٤٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ الرُّوْمِ أَهْدٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقَةً مِّنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ

بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا. قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيْكَ النَّجَاشِيِّ.

৪০৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি কিংখাব উপঢৌকন পাঠালেন। তিনি তা পরিধান করলেন। আমি যেন তাঁর হাত দু'টিকে নাড়াচাড়া করতে দেখছি। অতঃপর তিনি জা'ফারের কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ আমি তো তোমাকে তা ব্যবহারের জন্য দেইনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তবে আমি এটা কি করবো? তিনি (সা) বলেন ঃ তোমার ভাই নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়ে দাও।

٤٠٤٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ وَلاَ أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ. قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيْصِهِ. قَالَ وَقَالَ أَلاَ وَطِيْبُ الرِّجَالِ رِيْحٌ لاَ لَوْنَ لَهُ أَلاَ وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَ رِيْحَ لَهُ. قَالَ سَعِيْدٌ أُرَاهُ قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوْا قَوْلَهُ فِيْ طِيْبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ.

৪০৪৮। হাসান বস্‌রী (র) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লাল রঙের জিনপোষে সওয়ার হই না, হলদে (কুসুম) রঙের কাপড় পরি না এবং রেশম আটকানো জামা পরিধান করি না। রাবী বলেন, হাসান এ কথার দ্বারা জামার পকেটের দিকে ইশারা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ জেনে রাখো! পুরুষ এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে, যার কোন বর্ণ নেই এবং স্ত্রীলোক এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং আছে কিন্তু ঘ্রাণ নেই। সা'ঈদ (র) বলেন, আমি মনে করি স্ত্রীলোকের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত কথার দ্বারা তাঁরা এরূপ বুঝেছেন যে, স্ত্রীলোক যখন বাইরে যায় তখন যেন এমন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে যার গন্ধ নেই, আর যখন স্বামীর কাছে থাকে, তখন যেরূপ ইচ্ছা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।

٤٠٤٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ يُكْنٰى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيْلِيَا وَكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِيْ صَاحِبِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلٰى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِيْ هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِيْ رَيْحَانَةَ قُلْتُ لاَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَّجْعَلَ الرَجُلُ فِيْ أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبٰى وَرُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبُوْسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِيْ سُلْطَانٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ خَبَرُ الْخَاتَمِ.

৪০৪৯। আবুল হুসাইন হায়ছাম ইবনে শাফী'(র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মা'আফির গোত্রের আবু আমের নামক আমার এক সাথী বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়তে রওয়ানা হলাম। 'আয্দ' গোত্রীয় আবু রায়হানা (রা) নামক এক সাহাবী তখন বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের ওয়ায-নসীহত করতেন। আবুল হুসাইন বলেন, আমার সাথী আমার পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আবু রায়হানার বক্তৃতা শুনেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি কাজ নিষেধ করেছেন ঃ (১) দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করা, (২) উল্কি অঙ্কন করা, (৩) চুল উপড়িয়ে ফেলা, (৪) বিবস্ত্র অবস্থায় এক পুরুষের অপর পুরুষের সাথে একই বিছানায় শয়ন করা, (৫) বিবস্ত্র অবস্থায় এক মহিলার অপর মহিলার সাথে এভাবে একই বিছানায় শয়ন করা, (৬) অনারবদের ন্যায় পুরুষের কাপড়ের নিম্নভাগে রেশম ব্যবহার করা অথবা (৭) অনারবদের ন্যায় কাঁধের উপর রেশম লাগানো, (৮) লুটতরাজ করা, (৯) চিতাবাঘের উপর সওয়ার হওয়া অর্থাৎ বাঘের চামড়ার গদিতে বসা এবং (১০) বাদ্শাহ ব্যতীত অন্য লোকের আংটি ব্যবহার করা। আবু দাউদ (র) বলেন, আংটি সংক্রান্ত বর্ণনাটি নিঃসঙ্গ (আর কোন রাবীর বর্ণনায় নেই)।

٤٠٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ.

৪০৫০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নরম তুলতুলে রেশমী জিনপোষে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٠٥١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ.

৪০৫১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, রেশমী কাপড় পরিধান এবং নরম তুলতুলে লাল রঙের রেশমী জিনপোষে বসতে নিষেধ করেছেন।

٤٠٥٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هٰذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا فِيْ صَلاَتِيْ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَانِمٍ.

৪০৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারুকার্য খচিত একটি চাদর পরে নামায পড়েন, আর এর কারুকার্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায়। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ এই চাদরটা নিয়ে আবু জাহমের (উপহারদাতার) কাছে যাও, এর কারুকার্য আমার নামাযে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং তার সাদা চাদর নিয়ে এসো। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু জাহ্ম ইবনে হুযায়ফা (রা) হলেন বনু আদী ইবনে কা'ব ইবনে গানিম বংশীয়।

٤٠٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ آخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَعُ.

৪০৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ রেশমী সূতার সেলাই ও কারুকার্য করার অনুমতি আছে

٤٠٥٤-حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَبُوْ عُمَرَ مَوْلٰى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى السُّوْقِ اشْتَرٰى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأٰى فِيْهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِيْنِىْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ.

৪০৫৪। আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রা)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ্ আবু উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বাজারে একটি সিরীয় পোশাক ক্রয় করতে দেখলাম। তিনি তাতে লাল রঙের সূতা দেখে ফেরত দিলেন। আমি আস্‌মা (রা)-র কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি এক দাসীকে ডেকে বললেন, হে দাসী! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুব্বাটা আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে কারুকার্য খচিত পকেটে, দুই আস্তিনে ও আগে-পিছের ফাড়া স্থানে রেশমী কাজ করা একটা জুব্বা বের করে আনলেন।

٤٠٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيْرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

৪০৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু রেশমের তৈরী পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। তবে রেশমের কারুকার্য খচিত ও কাপড়ের দুই পাড়ে রেশমী সূতা থাকলে কোন ক্ষতি নাই।

بَابٌ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِعُذْرٍ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ওযরবশত রেশম বস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয

٤٠٥٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِىْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

৪০৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)-কে তাদের শরীরে চর্মরোগের কারণে সফরকালে রেশমী জামা পরার অনুমতি দিয়েছেন।

بَابٌ فِى الْحَرِيْرِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার জায়েয

٤٠٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِىْ [illegible] الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِى الْغَافِقِىَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ إِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِىْ.

৪০৫৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে রেশম ও বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ এই দু'টি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

٤٠٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّانِ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأٰى عَلٰى أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا سِيَرَاءَ قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ.

৪০৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলছূম(রা)-র পরিধানে একটি রেশমী চাদর দেখেছেন। রাবী বলেন, السيراء হলো রেশমী সুতা দ্বারা কারুকার্য খচিত রেশমী চাদর।

٤٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْرِىَّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِىْ قَالَ مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

৪০৫৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছেলেদের পরিধান থেকে রেশমী পোশাক খুলে ফেলতাম এবং মেয়েদের গায়ে থাকতে দিতাম। মিস'আর (র) বলেন, এ ব্যাপারে আমি আমর ইবনে দীনারকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি কিছু বলতে পারেননি।

بَابٌ فِىْ لُبْسِ الْحِبَرَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর পরিধান করা

٤٠٦٠- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْجَبَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ.

৪০৬০। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন পোশাক পছন্দনীয় ছিল অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল? তিনি বলেন, কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর।

بَابٌ فِى الْبِيَاضِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ সাদা কাপড় পরিধান করা

٤٠٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৪০৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা তোমাদের পোশাকের মধ্যে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরকেও সাদা কাপড়ে কাফন দিও। আর তোমাদের উত্তম সুরমা হলো 'ইছ্‌মিদ' নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং পলকের চুল উৎপন্ন করে।

بَابٌ فِى الْخُلْقَانِ وَفِىْ غَسْلِ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ময়লাযুক্ত ও ছেঁড়া কাপড় পরা অনুচিৎ এবং ময়লা কাপড় ধৌত করা

٤٠٦٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مَسْكِيْنٌ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلاً اٰخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ.

৪০৬২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। তিনি বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন ঃ লোকটি কি তার চুলগুলো পরিপাটি করে রাখার কিছু পায় না? তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত আরেক ব্যক্তিকে দেখে বলেন ঃ লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না?

٤٠٦٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَىِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ اٰتَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَإِذَا اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

৪০৬৩। আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কম দামী কাপড় পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন ধরনের সম্পদ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া ও গোলাম ইত্যাদি সম্পদ দান করেছেন। তিনি (সা) বলেন ঃ যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, সুতরাং আল্লাহর নেআমত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে প্রকটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

بَابٌ فِى الْمَصْبُوْغِ بِالصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ হলুদ রং-এ রঞ্জিত করা

٤٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ أَسْلَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبَغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتّٰى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ.

৪০৬৪। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার দাড়িতে পীত রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে তার কাপড়েও ঐ রং লেগে যেতো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি পীত রং লাগান কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রং লাগাতে দেখেছি এবং তাঁর কাছে এর চাইতে প্রিয় অন্য কোন রং ছিলো না। তিনি দাড়িতে রং লাগানোর সময় তাঁর কাপড়ে, এমনকি তাঁর পাগ্‌ড়িতেও এ রং লেগে যেতো।

টীকা ঃ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) কাতাম (কালো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস) ও মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন এবং উমার ফারূক (রা) কেবল মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে জানা গেলো যে, আবু বকর (রা) সব সময় উভয় বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত খেযাব ব্যবহার করতেন। কারণ শুধু কাতামের রং ব্যবহারে চুল কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তা নিষিদ্ধ ও খুব নিন্দনীয় যা অন্য হাদীস থেকে জানা যায় (কারামাত আলী জৌনপুরী)।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব তাঁর বাংলা (অনূদিত) বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের (২৫১ নং পৃষ্ঠায়) ২২৬৯ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী-নাসারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের রীতি বর্জন করে চলো (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতেও উদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে চুল-দাড়ি রং করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই, এতদ্দৃষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং বা কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। কিন্তু মুসলিম শরীফে কালো খেযাব নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেম তা নাজায়েয বলেছেন। উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে এক শ্রেণীর আলেম বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব যুহরীর বিবৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন–

كنا نخضب السواد اذا كان الوجه جديدا فلما نقص الوجه والاسنان تركناه.

অর্থ ঃ "আমরা কালো খেযাব ব্যবহার করতাম যাবত চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হতো। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন এসে যেতো এবং দাঁতও খসিয়ে পড়তো তখন কালো খেযাব বর্জন করতাম" (ফতহুল বারী, ২-০২)।

সাহাবীগণের মধ্যে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), ওকবা ইবনে আমের (রা), হাসান (রা) এবং হোসাইন (রা) কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলতেন (শায়খুল হাদীস)।

কালো রং-এর খেযাব (চুলের কলপ) ব্যতীত অন্যান্য রং-এর খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। যারা কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা), সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা) ও জারীর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীগণের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহ্‌রী, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী (র) কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তাহ্‌রীম বলেছেন। বস্তুত কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, "এখানে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কোনটিই অপরিহার্যরূপে পালনীয় পর্যায়ের নয় এবং এটাই সর্বজন স্বীকৃত মত। এ কারণেই এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্নমত পোষণকারীগণ একে অপরের সমালোচনা করেননি" (সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ভাষ্য দ্র.)।

কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তাহ্‌রীমের পর্যায়ভুক্ত হলে খেযাব না লাগিয়ে চুল-দাড়ি সাদা রাখাও মাকরূহ তাহ্‌রীমের পর্যায়ভুক্ত হতো। কারণ হাদীসে সাদা চুল-দাড়ি খেযাব ব্যবহার করে ভিন্ন রং-এ পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোন আলেমই চুল-দাড়ি সাদা রাখাকে মাকরূহ বলেননি। কালো খেযাব ব্যবহারের অনুকূলেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রঙ্গিন করো তার মধ্যে কালো খেযাব খুবই উত্তম, তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা কাফেরদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকর (ইবনে মাজা, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খিদাব বিস-সাওয়াদ, নং ৩৬২৫)।

ফাতাওয়া আলমগীরীতে বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য লাল রং-এর খেযাব ব্যবহার সুন্নাত এবং তা মুসলমানদের পরিচয়বাহী চিহ্ন (আলামত)। আর শত্রবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য মুসলিম সৈনিকদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার প্রশংসনীয়। আর নারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশে কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ, অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ আলেম তা সাধারণভাবেই জায়েয হিসেবে অনুমোদন করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নারীরা যেমন পুরুষদের উদ্দেশে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করে, আমিও তেমন তাদের উদ্দেশে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করি (যাথীরা)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হেনা, কাতাম (কালো রংবাহী উদ্ভিজ্য) ও ওয়াসমা দ্বারা দাড়ি ও মাথার চুল খেযাব করা উত্তম। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী তা দূষণীয় নয় (আল-যীনাহ, ৫খ., পৃ. ৩৫৯; আরও দ্র. আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যা, ২খ., পৃ. ৩০৪ প.) (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الْخُضْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সবুজ রং ব্যবহার করা

٤٠٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى نَحْوَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ.

৪০৬৫। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তাঁর পরিধানে দু'টি সবুজ রঙের চাদর দেখতে পেলাম।

بَابٌ فِى الْحُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ লাল রং ব্যবহার করা

٤٠٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِىْ وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُّوْرًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَفَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ.

৪০৬৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি টিলা থেকে অবতরণ করছিলাম। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। আমার পরিধানে ছিল ঈশৎ লালের সাথে পীত বর্ণের একটি চাদর। তিনি বললেন ঃ তোমার পরিধানে এ চাদর কেন? আমি তাঁর অসন্তুষ্টি বুঝতে পারলাম এবং বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলাম, পরিবারের লোকজন উনুনে রান্না করছে। অতএব আমি চাদরটা আগুনে ফেলে দিলাম। অতঃপর আমি প্রত্যুষে তাঁর কাছে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তোমার চাদরটার কি হলো? আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি বরং সেটা তোমার পরিবারের কোন নারীকে ব্যবহার করতে দিলেই পারতে। কেননা নারীদের জন্য এতে কোন দোষ নেই।

٤٠٦٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ الْمُضَرَّجَةُ الَّتِىْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلاَ الْمُوَرَّدَةِ.

৪০৬৭। হিশাম ইবনুল গায (র) বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসে اَلْمُضَرَّجَةُ বলতে এমন রং বুঝানো হয়েছে যা গাঢ় লালও নয় এবং ফিকে লালও নয়।

٤٠٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوْ عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ أُرَاهُ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ مَصْبُوْغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدًا فَقَالَ مَا هٰذَا

فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ فَقُلْتُ اَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُوَرَّدٌ وَطَاوُسٌ قَالَ مُعَصْفَرٌ.

৪০৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। (আবু আলী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন) এ সময় আমার পরিধানে একটি হলদে গোলাপী রং মিশানো কাপড় ছিল। তিনি বললেন ঃ এরূপ কাপড় পরেছ কেন? অতঃপর আমি চলে এলাম এবং কাপড়টি পুড়ে ফেললাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাপড়টা কি করেছ? আমি বললাম, পুড়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার পরিবারের কোন স্ত্রীলোককে তা ব্যবহার করতে দিলে না কেন?

٤٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দু'টি লাল কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দেননি।

٤٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَارِثَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَرَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَوَاحِلِنَا وَعَلٰى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيْهَا خُيُوْطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَرٰى هٰذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا.

৪০৭০। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হাওদাগুলোতে ও উটের পিঠে তুলার লাল সূতার ডোরাযুক্ত চাদরসমূহ দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি, লাল রং তোমাদের কাবু করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথায় আমরা লাল কাপড় সরানোর জন্য এত দ্রুত ছুটলাম যে, কতগুলো উট ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো। আমরা চাদরগুলো খুলে ফেললাম।

٤٠٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِيْ أَصْلِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبَجِّ السُّلَيْحِيِّ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْبِغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغَرَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رأى الْمَغَرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ.

৪০৭১। হুরায়েছ ইবনুল আবাজ্জ আস-সালীহী (র) থেকে বর্ণিত। বনী আসাদের জনৈকা মহিলা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যয়নব (রা)-র কাছে হাযির ছিলাম। আমরা তার কাপড়ে লাল গেরুয়া রং লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করেন এবং এই গেরুয়া রং দেখে ফিরে যান। যয়নব (রা) এ অবস্থা দেখে অনুধাবন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কাপড় ধুয়ে ফেলেন এবং সবটুকু লাল রং উঠিয়ে ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে তা দেখতে না পেয়ে ঘরে প্রবেশ করেন।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ লাল রং ব্যবহারের অনুমতি

٤٠٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

৪০৭২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল কানের নিম্নভাগ (লতি) পর্যন্ত লম্বা ছিল। আর আমি তাঁকে লাল রং-এর চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। এর পূর্বে তাঁর চেয়ে চমৎকার কিছু কখনো দেখিনি।

٤٠٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ.

৪০৭৩। হেলাল ইবনে আমের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মিনা' উপত্যকায় লাল বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। আর আলী (রা) তাঁর সামনে থেকে তাঁর বক্তব্য উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

بَابٌ فِي السَّوَادِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কালো রং ব্যবহার করা

٤٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَبَغْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيْهَا وَجَدَ رِيْحَ الصُّوْفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ.

৪০৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটা কালো চাদর রঞ্জিত করে দেই। অতঃপর তিনি তা পরিধান করেন। ঘর্মাক্ত হয়ে যাওয়াতে তিনি পশমের দুর্গন্ধ পেয়ে তা খুলে রেখে দেন। রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি (উর্ধতন রাবী) বলেছেন, সুগন্ধি তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

بَابٌ فِي الْهُدْبِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কাপড়ের ঝালর বা আঁচল

٤٠٧٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبِيدَةَ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.

৪০৭৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দেখি যে, তিনি চাদর জড়িয়ে আছেন, আর চাদরের ঝালর তাঁর দুই পায়ের উপর ঝুলছে।

بَابٌ فِي الْعَمَائِمِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পাগড়ি ব্যবহার

٤٠٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

৪০৭৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٤٠٧٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

৪০৭৭। আমর ইবনে হুরাইছ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখলাম, আর তাঁর পাগড়ির দু'দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর ঝুলছিল।

٤٠٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ.

৪০৭৮। আবু জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে রুকানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এই রুকানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মল্লযুদ্ধে (কুস্তিতে) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মল্লযুদ্ধে ভূপাতিত করেন। আর সেই রুকানা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের মাঝে ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, টুপির উপর পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করা।

٤٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرَّبُوْذَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُوْلُ عَمَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِىْ.

৪০৭৯। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং তার প্রান্তভাগ আমার সামনে ও পিছনে ঝুলিয়ে দেন।

بَابٌ فِىْ لَبْسَةِ الصَّمَّاءِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ আঁটসাট কাপড় পরা নিষেধ

٤٠٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَ أَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِىْ ثَوْبَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ.

৪০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইভাবে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (১) মানুষের এমনভাবে লেপ্টে পোশাক পরা যে, লজ্জাস্থান আকাশের দিকে উন্মুক্ত হয়ে থাকে, (২) কাপড় এরূপে পরিধান করা যে, শরীরের একদিক বের হয়ে থাকে, আর বাকী কাপড় কাঁধে ফেলে রাখা হয়।

٤٠٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

৪০৮১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত ভিতরে রেখে আঁটসাট কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে জড়সড় হয়ে দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ হাঁটু পেটের সাথে মিশিয়ে এক কাপড়ে লেপ্টে থাকা নিষেধ; কেননা অসতর্ক মুহূর্তে একটু নড়াচড়া করতেই গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে)।

بَابٌ فِى حَلِّ الْاَزْرَارِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বোতাম খোলা রাখা জায়েয

٤٠٨٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ ابْنِ قُشَيْرٍ أَبُوْ مَهَلٍ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَهْطٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِىْ فِىْ جَيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنَهُ قَطُّ إِلاَّ مُطْلِقَىْ أَزْرَارِهِمَا فِىْ شِتَاءٍ وَلاَ حَرٍّ وَلاَ يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا.

৪০৮২। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়'আত (শপথ বাণী পড়ে আনুগত্য স্বীকার) করতে গেলাম। আমরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি আমার হাত তাঁর জামার বুকের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে মোহরে নবূওয়াত স্পর্শ করলাম। 'উরওয়া (র) বলেন, এরপর থেকে মুআবিয়া ও তার ছেলেকে দেখেছি সর্বদা তাদের জামার বোতাম খুলে রাখতে। শীতেকাল হোক কি গরমকাল, তারা কখনো বোতাম লাগাতেন না।

بَابٌ فِى التَّقَنُّعِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ চাদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা

٤٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ.

৪০৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঠিক দুপুরের প্রথমভাগে (প্রচণ্ড গরমের সময়) আমরা সকলে আমাদের ঘরে বসে আছি। এমন সময় এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে বললো, ওই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর মুড়ি দিয়ে এদিকে আসছেন। তিনি তো এরূপ সময়ে সাধারণত আমাদের এখানে আসেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নিচে ঝুলিয়ে পরার পরিণতি

٤٠٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ غِفَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ وَأَبُوْ تَمِيْمَةَ اِسْمُهُ طَرِيْفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِيْ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُوْلُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ. قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِيْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. قَالَ قُلْتُ اَعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا. قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ شَاةً. قَالَ وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا

مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ.

৪০৮৪। আবু জুরায়্যি জাবের ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সব লোক তাঁর মতামতই মেনে চলে, তিনি যা কিছু বলেন সকলেই তা পালন করে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ইনি তারা বললো, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি (তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে) সালাম দিয়ে দু'বার বললাম "عَلَيْكَ السَّلاَمُ" (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি বললেন ঃ "عَلَيْكَ السَّلاَمُ" বলো না, কেননা عَلَيْكَ السَّلاَمُ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে সালাম করা হয়। বরং তুমি বলো, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যাকে তুমি বিপদে পড়ে ডাকলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দিবেন; দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করবেন; ঘাস-পানিহীন বিজন মরু প্রান্তরে তোমার সওয়ারী পশু হারিয়ে গেলে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার কাছে তা ফিরিয়ে দিবেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে আমাকে উপদেশ দেয়ার অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন ঃ কাউকে তুমি কখনো গালি দিও না। রাবী বলেন, এর পরে আমি কখনো আযাদ, গোলাম, উট ও ছাগল কোন কিছুকেই গালি দেইনি। তিনি (সা) বলেন ঃ ভালো কাজে কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের (সদাচরণের) অন্তর্ভুক্ত। তোমার পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠিয়ে রাখো, যদি এতে সন্তুষ্ট না হও তবে গোছা পর্যন্ত পরতে পারো। আর গোছার নিচে ঝুলিয়ে পরা থেকে সাবধান থেকো; কেননা এরূপ করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ অহংকার পছন্দ করেন না। কেউ যদি তার জ্ঞাত তোমার মধ্যকার কোন ত্রুটি উল্লেখ করে তোমাকে কটুকথা বলে এবং লজ্জিত করে তবে তুমি কিন্তু তার জ্ঞাত দোষত্রুটি উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দিও না। কেননা এর কৃতকর্মের প্রতিফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

٤٠٨٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ جَانِبَىْ إِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ إِنِّىْ لاَتَعَاهَدُ (اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدُ) ذٰلِكَ مِنْهُ. قَالَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ.

৪০৮৫। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার ও গরিমাবশে

পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। একথা শুনে আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমার লুঙ্গির একদিক মাঝে মাঝে ঝুলে পড়ে। আমি তো সেদিকে সর্বদা সতর্ক ও যত্নবান হতে পারি না। তিনি বললেন ঃ যারা অহংকারবশে এরূপ করে আপনি তো তাদের ন্যায় নন।

٤٠٨٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ.

৪০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি (গোছার নীচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যাও, উযু করে এসো। লোকটি গিয়ে উযু করে আসতেই তিনি তাকে আবার বললেন ঃ যাও, উযু করে এসো। (উপস্থিত) এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আপনি তাকে উযু করার আদেশ দিলেন, অতঃপর নীরব থাকলেন? তিনি বলেন ঃ লোকটি লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। মহান আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না– যে ব্যক্তি গোছার নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ে।

٤٠٨٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ.

৪০৮৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের (ক্ষমা করে) পবিত্রও করবেন না, আর তারা ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? নিঃসন্দেহে এরা বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি (সা) একথাটা তিনবার ব্যক্ত করলেন,

আর আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কোন ধরেনর লোক? এরা তো ব্যর্থ ও অধপতিত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে রাখে; (২) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা অথবা শঠতাপূর্ণ শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।

٤٠٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ الْمَنَّانُ الَّذِيْ لاَ يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ.

৪০৮৮। আবু যার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসই বর্ণনা করেন। তাঁর প্রথম হাদীস হলো পূর্ণাঙ্গ হাদীস। রাবী বলেন, اَلْمَنَّانُ (আল-মান্নান) হলো এরূপ ব্যক্তি, যে কাউকে কোন কিছু দান করলেই খোঁটা দেয়।

٤٠٨٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِيْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ وَكَانَ جَلِيْسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلاَةٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْحٌ وَتَكْبِيْرٌ حَتّٰى يَأْتِيَ أَهْلَهُ. قَالَ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ. قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِيْ يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلٰى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلاَنٌ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّيْ وَأَنَا الْغُلاَمُ الْغِفَارِيُّ كَيْفَ تَرٰى فِيْ قَوْلِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا أَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتّٰى سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُّؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ

سُرَّ بِذٰلِكَ فَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُوْلُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتّٰى أَنِّىْ لَأَقُوْلُ لَيَبْرُكَنَّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ. قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِضُهُمَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِىُّ لَوْلاَ طُوْلُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلٰى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلٰى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلٰى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِى النَّاسِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَةِ فِى النَّاسِ.

৪০৮৯। কায়েস ইবনে বিশর আত-তাগ্‌লিবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু দারদা (রা)-র সঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেন, সে সময় দামিশকে ইবনুল 'হান্‌যালিয়া' (রা) নামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বাস করতেন, যিনি নিঃসঙ্গ থাকতেন, লোকজনের সাথে খুব কমই মেলামেশা করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় নামাযেই লিপ্ত থাকতেন, নামায শেষ হলে তস্‌বীহ-তাহলীলে মশগুল হতেন, এরপর বাড়ি ফিরে যেতেন। তিনি (রাবীর পিতা) বলেন, একদা আমরা আবু দারদা (রা)-র কাছে বসা, এমন সময় তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, আপনি এমন একটি কথা শুনান যা আমাদের উপকারে আসবে, অথচ আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অভিযানে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সে বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বসার স্থানে বসে পড়লো এবং তার পাশের এক ব্যক্তিকে বললো, যদি তুমি দেখতে, আমরা যখন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখী হই, তখন অমুক কোন শত্রুর উপর বর্শা নিক্ষেপ করলো, আর শত্রুকে বললো, নে, সামাল দে এই বর্শাটা, আমি তো গিফার বংশের ছেলে। সে বললো, আমার মতে তার সওয়াব বরবাদ হয়ে গেছে। অপর এক ব্যক্তি তার এ মন্তব্য শুনে বললো, আমার মতে তার কোন অন্যায় হবে না। অতঃপর তারা এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে ঝগড়া বাধিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে একথা গেলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ পবিত্র, সওয়াব পাওয়াতে এবং প্রশংসিত হওয়াতে কোন আপত্তি নেই। আমি আবু দারদা (রা)-কে খুশী হতে দেখলাম। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বারবার একথা বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি বললাম, তিনি হয়ত তার হাঁটুদ্বয়ে চেপে বসবেন।

তিনি বলেন, অপর একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে অনুরোধ জানালেন, আপনি এমন কিছু বলুন যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ ঘোড়ার জন্য খরচকারী খোলা হাতে দানকারীর ন্যায় যে দান করা থেকে নিবৃত্ত হয় না। অতঃপর আরেক দিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, এমন একটি কথা বলুন, যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বলেছেন ঃ খুরায়েম আল-আসাদী খুবই ভালো মানুষ, তবে তার চুলের গোছা (বাব্‌রি চুল) যদি এত লম্বা না হতো এবং গোছার নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে না পরতো! তাঁর এ মন্তব্য শুনে খুরায়েম (রা) সাথে সাথে একটি বড়ো চাকু (ক্ষুর) নিয়ে বাব্‌রি চুল কেটে তা কানের লতি পর্যন্ত রাখেন, আর পায়ের গোছার অর্ধভাগ পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র উঠিয়ে পরতে শুরু করেন।

অতঃপর আরো একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দারদা (রা) তাকে অনুরোধ করেন, আপনি আমাদের এমন একটি কথা শুনান, যা দ্বারা আমরা উপকৃত হবো; কিন্তু আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তো তোমাদের ভাইদের কাছে যাচ্ছো, সুতরাং তোমাদের সওয়ারীগুলোকে ঠিক্‌ঠাক করে নাও এবং কাপড়-চোপড় পরিপাটি করো, তোমরা যেন লোকসমাজের তিলক চিহ্ন (কেন্দ্রবিন্দু)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কদর্য ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু নু'আয়েম হিশাম থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন ঃ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَةِ فِى النَّاسِ "তোমরা এমন পরিপাটি হও, যেন তোমরা মানব সমাজে তিলক চিহ্ন"।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ গর্ব-অহংকার সম্পর্কে

٤٠٩٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِى ابْنَ السَّرِىِّ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ الْمَعْنَى عَنْ عطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنِ الأَغَرِّ أَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ إِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ.

৪০৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনে ঃ মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার হলো আমার চাদর এবং মহত্ব হলো আমার লুঙ্গি। যে কেউ এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।

٤٠٩١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَسْمَلِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ.

৪০৯১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে যাবে না, আর যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে যাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-কাসমালীও আল-আ'মাশ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُوْ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلاً جَمِيْلاً فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَىَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيْتُ مِنْهُ مَا تَرَاهُ حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوْقَنِىْ

أَحَدٌ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِيْ وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِيْ أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذٰلِكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

৪০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। লোকটি অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সৌন্দর্যকে ভালোবাসি। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে কেউ আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক তা আমি চাই না, এমনকি কেউ যদি বলে, আমার জুতার ফিতার (তস্‌মা) চাইতে তার তস্‌মাটা ভালো, তাও পছন্দ করি না। এরূপ করা কি অহংকারের পর্যায়ে পড়ে? তিনি (সা) বললেন ঃ না, বরং অহংকার হলো সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে ঘৃণা করে।

بَابُ فِيْ قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিকের সীমা

٤٠٩٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلٰى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ.

৪০৯৩। আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-কে লুঙ্গি ব্যবহারের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি এ ব্যাপারে যথার্থরূপে অবহিত ব্যক্তির কাছেই এসেছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি-পাজামা) নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত থাকবে, তবে গোছাদ্বয় পর্যন্ত রাখলেও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু গোছাদ্বয়ের নীচে গেলে তা দোযখের আগুনে শাস্তি ভোগ করবে। যে অহংকারবশে নিজের লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

٤٠٩٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪০৯৪। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হেঁচড়ানো হলো লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ি ব্যবহারে। যে ব্যক্তি অহংকারবশে এর কোনটি হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

٤٠٩٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبَّادٌ عَنْ أَبِى الصَّبَاحِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ سُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْإِزَارِ فَهُوَ فِى الْقَمِيْصِ.

৪০৯৫। ইয়াযীদ ইবনে আবু সুমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গির ব্যাপারে যা বলেছেন, জামার ব্যাপারেও তাই বলেছেন।

٤٠٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ. قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هٰذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُهَا.

৪০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়াহ্য়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইকরিমা (র) আমর কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে লুঙ্গি পরতে দেখেছেন। তিনি লুঙ্গির পাড় (কিনারা) সামনের দিকে পায়ের পিঠে ছেড়ে দিয়েছেন এবং পিছনের পাড় কিছুটা উপরে উঠিয়েছেন। আমি (ইকরিমা) তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এভাবে লুঙ্গি পরেছেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে লুঙ্গি পরতে দেখেছি।

بَابٌ فِىْ لِبَاسِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নারীদের পোশাক

٤٠٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

৪০৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে।

٤٠٩٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

৪০৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন যেসব পুরুষ নারীর অনুরূপ পোশাক পরে এবং যেসব নারী পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরে।

٤٠٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَبَعْضُهُ قَرَأْتُ عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

৪০৯৯। ইবনে আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে বলা হলো যে, জনৈকা নারী (পুরুষদের সেণ্ডেলের অনুরূপ) পাদুকা ব্যবহার করে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষবেশী নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন।

بَابٌ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ.

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৯)

٤١٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُوْرَةُ النُّوْرِ عَمَدْنَ إِلٰى حُجُوْرٍ أَوْ حُجُوْزٍ شَكَّ أَبُوْ كَامِلٍ فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا.

৪১০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের সম্পর্কে খুব ভালো মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সূরা নূর যখন নাযিল হয়, তখন তারা লুঙ্গি বা এ জাতীয় পোশাক ফেড়ে ওড়না বানিয়ে নেন।

٤١٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ.

৪১০১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হয়–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"হে নবী! আপনার স্ত্রী-কন্যাদেরকে এবং অন্যান্য মুমিনদের মহিলাগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। তাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়" (সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯)—তখন থেকে আনসার মহিলারা তাদের মাথায় এমন চাদর জড়িয়ে বেরুতেন, মনে হতো যেন তাতে (কালো রংয়ের কারণে) কাক বসে আছে।

بَابٌ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত করে" (সূরা নূর ঃ ৩১)

٤١٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوْا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ شَقَقْنَ أَكْنَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ مُرُوْطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

৪১০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রথম সারির মুহাজির মহিলাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কেননা আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত

করে" (২৪ ঃ ৩১), তখন তারা তাদের সেলাইবিহীন কাপড় ফেড়ে তা দিয়ে ওড়না বানিয়ে নেন।

٤١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ رَأَيْتُ فِىْ كِتَابِ خَالِىْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৪১০৩। ইবনুস সার্‌হ (র) বলেন, আমি আমার মামার পাণ্ডুলিপিতে আকীল-ইবনে শিহাব (র) থেকে ভিন্নতর সনদসূত্রে একই হাদীস একই অর্থে লিপিবদ্ধ দেখেছি।

بَابُ فِيْمَا تُبْدِئُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِيْنَتِهَا

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ নারীদের শরীরের যে অংশ অনাবৃত রাখতে পারে

٤١٠٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِىُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوْبُ ابْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُّرٰى مِنْهَا إِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا وَأَشَارَ إِلٰى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

৪১০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বকর (রা) পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হে আসমা! মেয়েলোক যখন সাবালিকা হয়, তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়, এই বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। খালিদ ইবনে দুরাইক (র) আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাত পাননি। আর সাঈদ ইবনে বাশীরও তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

بَابُ فِى الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلٰى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ দাস তার মহিলা মনিবের চুল দেখতে পারে

٤١٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

৪১০৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি (সা) আবু তাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার আদেশ প্রদান করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আবু তাইবা) তার দুধভাই অথবা নাবালেগ গোলাম ছিলেন।

٤١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا. قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ.

৪১০৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গোলামকে সাথে নিয়ে ফাতিমা (রা)-র কাছে আসলেন, যে গোলামটি তিনি তাকে দান করেছিলেন। ফাতিমা (রা)-র পরিধানে এরূপ একটি কাপড় ছিল যা দিয়ে তিনি মাথা ঢাকতে চাইলে পা দু'টিতে পৌঁছে না; আর পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ অবস্থা দেখে বলেন ঃ তোমার কোন গুনাহ হবে না, কেননা এখানে তো শুধু তোমার পিতা ও তোমার গোলামই আছে।

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "যৌন কামনা রহিত পুরুষ" (২৪ ঃ ৩০)

٤١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ

عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَرَى هٰذَا يَعْلَمُ مَا هٰهُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هٰذَا فَحَجَبُوهُ.

৪১০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এক নপুংসক গোলাম আসা-যাওয়া করতো। সবাই তাকে 'যৌন কামনা রহিত পুরুষ' হিসেবে গণ্য করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় সে তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে ছিল এবং সে একটি নারীর প্রশংসা করে বললো, সে (নারীটি) যখন সামনের দিকে আসে মনে হয় চারভাঁজে আসছে আর যখন পিছনের দিকে যায় মনে হয় আটভাঁজে যাচ্ছে (বেশী মোটা ছিল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন ঃ আমি তো দেখছি, সে এ ব্যাপারে (নারীদের গুপ্ত বিষয়ে) অভিজ্ঞ। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। অতঃপর সবাই তার থেকে পর্দা অবলম্বন করলেন।

٤١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

৪১০৮। মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ (র) ...আয়েশা (রা) থেকে এই সনদসূত্রেও উপরের হাদীসের মর্মানুরূপ বর্ণিত আছে।

٤١٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ. زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

৪১০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী এ হাদীসেই একথাটুকুও বর্ণনা করেছেন, "তিনি (সা) তাকে আল-বায়দা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সে (হিজড়াটি) প্রতি শুক্রবার খাবারের সন্ধানে শহরে আসতো।

٤١١٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

৪১১০। আল-আওযা'ঈ এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন যে, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে সে তো অনাহারে মারা যাবে। কাজেই তিনি প্রতি সপ্তাহে দু'বার শহরে আসার জন্য তাকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর সে খাবার সংগ্রহ করে ফিরে যাবে।

بَابٌ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ "আর মুমিন মহিলাদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে" (২৪ ঃ ৩১)

٤١١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْاٰيَةُ فَنُسِخَ وَاسْتُثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا الْاٰيَةُ.

৪১১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْاٰيَةَ উপরের আয়াতের হুকুম থেকে "বৃদ্ধা মহিলা যাদের বিবাহের যোগ্যতা নেই" (২৪ ঃ ৩১) আয়াত দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

٤١١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَبْهَانُ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَيْسَ أَعْمٰى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَلاَ تَرٰى إِلٰى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اعْتَدِّيْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ.

৪১১২। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম এবং তাঁর কাছে মায়মূনা (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাক্তূম (রা) আসলেন। আর এ ঘটনা আমাদের উপর পর্দার হুকুম নাযিলের পরের। তিনি (সা) বললেন ঃ তোমরা তার (ইবনে উম্মে মাক্তূম) থেকে আড়ালে যাও। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি দৃষ্টিহীন নয়? সে তো আমাদের দেখছে না, চিনতেও পারছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদিও সে দৃষ্টিহীন হয়ে থাকে কিন্তু তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখছো না?

আবু দাঊদ (র) বলেন, এই বিধান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ (খাস)। তুমি কি ইবনে উম্মে মাক্তূম (রা)-র বাড়িতে ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-র ইদ্দাত পালনের বিষয়টি লক্ষ করো না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-কে বলেছেন ঃ "তুমি ইবনে উম্মে মাক্তূমের বাড়িতে ইদ্দাতকাল অতিবাহিত করো। কারণ সে একজন অন্ধ লোক। তুমি তার সেখানে খোলামেলা পোশাকে থাকতে পারবে"।

٤١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلٰى عَوْرَتِهَا.

৪১১৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নিজ দাসীকে নিজ দাসের সাথে বিবাহ দিলে সে যেন তার আবরণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে।

٤١١٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ اَوْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ وَهِمَ فِيْهِ وَكِيْعٌ.

৪১১৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার ক্রীতদাসীকে গোলামের কাছে অথবা মজদুরের কাছে বিবাহ দিলে, সে তার (ক্রীতদাসীর) নাভির নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করবে না।

بَابُ كَيْفَ الْاِخْتِمَارِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ওড়না ব্যবহারের নিয়ম

٤١١٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلٰى أَبِيْ أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا

وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مَعْنٰى قَوْلِهِ لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ يَقُوْلُ لاَ تَعْتَمَّ مِثْلَ الرَّجُلِ لاَ تُكَرِّرْهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ.

৪১১৫। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আসলেন, তখন তিনি ঘোমটা পরিহিত ছিলেন। তিনি বলেন, এক ভাজে ঘোমটা দাও, দুই ভাজে নয়, দুই পেঁচ দিও না। আবু দাউদ (র) বলেন, তাঁর একথা "لية لا ليتين"-এর অর্থ হলো, তোমরা পুরুষদের পাগড়ির ন্যায় একাধিক ভাজ করো না।

بَابٌ فِيْ لُبْسِ الْقُبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ নারীদের জন্য মিহি কাপড় ব্যবহার

٤١١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِيْ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صِدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيْصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لاَ يَصِفُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪১১৬। দিহ্ইয়া ইবনে খালীফা আল-কাল্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কতগুলো মিসরীয় কাতান কাপড় আসলো। তিনি সেগুলো থেকে আমাকে একটা কাতান দিলেন এবং বললেন ঃ এটাকে দুই টুকরা করো। এক টুকরা কেটে জামা তৈরি করো এবং অপরটি তোমার স্ত্রীকে ওড়না বানাতে দাও। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় নবী (সা) বলেন ঃ তোমার স্ত্রীকে বলো, এর নীচে যেন অপর একটা কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে তার দেহাবয়ব দেখা না যায়।

بَابٌ فِيْ قَدْرِ الذَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কাপড়ে আঁচলের পরিমাণ

٤١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُرْخِيْ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا. قَالَ فَذِرَاعٌ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ.

৪১১৭। সাফিয়া বিনতে আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন তিনি পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারীদের ইযার ব্যবহারের হুকুম কি? তিনি বললেন ঃ তারা এক বিঘত নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, তাতেও তার কিছু অংশ খোলা থাকবে। তিনি বললেন ঃ তবে এক হাত ঝুলিয়ে পরো; এর বেশী নয়।

٤١١٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَأَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ.

৪১১৮। উম্মে সালামা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, অপর সূত্রে সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٤١١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا.

৪১১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীনদের (নবী সা-এর স্ত্রীদের) জন্য এক বিঘত আঁচল (পায়ের গোছার দিকে) ঝুলানোর অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তারা আরো বাড়িয়ে দেয়ার প্রার্থনা জানালে তিনি তাদের জন্য আরো এক বিঘত বাড়ানোর অনুমতি দেন। অতঃপর তারা আমাদের কাছে তাদের কাপড় পাঠিয়ে দিতেন, আমরা একগজ করে মেপে দিতাম।

بَابٌ فِيْ أُهُبِ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে

٤١٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ

أَبِىْ خَلَفٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ أُهْدِىَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلاَّ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

৪১২০। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্তদাসীকে যাকাতের একটি বকরী দান করা হলো। পরে এটা মারা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া পাকা করলে না কেন? তবে তো এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মৃত। তিনি বলেন ঃ এটা তো খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٤١٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ فَقَالَ أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.

৪১২১। যুহ্‌রী (র) থেকে এই হাদীস বর্ণিত। তবে মায়মূনা (রা)-র উল্লেখ নেই। রাবী বলেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাও না কেন? অতঃপর একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেন, তবে রাবী চামড়া পাকা করার কথা উল্লেখ করেননি।

٤١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُوْلُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الأَوْزَاعِىُّ وَيُوْنُسُ وَعُقَيْلٌ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِىُّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَحَفْصُ ابْنُ الْوَلِيْدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ.

৪১২২। মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) চামড়া পাকা করা শব্দটিকে অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, চামড়া দ্বারা হরেক কাজে উপকৃত হওয়া যায়। আবু দাউদ বলেন, আওযায়ী, ইউনুস ও 'উকায়েল যুহরী বর্ণিত হাদীসে "الدِّبَاغُ" কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু যুবায়দী, সা'ঈদ ইবনে আবদুল আযীয এবং হাফ্‌স ইবনে ওলীদ "الدِّبَاغُ" –এর উল্লেখ করেছেন।

٤١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

৪১২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ চামড়া পাকা করা হলে পবিত্র হয়।

٤١٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُّسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

৪১২৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত জন্তুর চামড়া পাকা করার পর কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

٤١٢٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَتٰى عَلٰى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا.

৪১২৫। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। 'তাবূক' যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বাড়িতে গেলেন এবং ঝুলন্ত একটা মশক দেখে তা থেকে পানি চাইলেন। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মৃত জন্তুর চামড়ার তৈরী মশক। তিনি বলেন ঃ পাকা করলেই এটা পবিত্র হয়ে যায়।

٤١٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِيْ غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيْهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيْ مَيْمُوْنَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُوْدَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا.

فَقَالَتْ أَوَيَحِلُّ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.

৪১২৬। আল-আলিয়া বিনতে সুবাই' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ প্রান্তরে আমার বকরী ছিল। সেখানে মহামারী দেখা দিলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র কাছে গিয়ে তা তাকে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এর চামড়া নিয়ে এসে কাজে লাগাতে পারো। আমি বললাম, এটার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, কয়েকজন কুরাইশী পুরুষ প্রায় গাধার সমান তাদের একটি বকরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ঃ তোমরা যদি এর চামড়া রেখে দিতে? তারা বললো, এটা তো মৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানি ও ছলম বৃক্ষের পাতার রস এটাকে পবিত্র করে।

بَابُ مَنْ رَوٰى أَنْ لاَ يَسْتَنْفِعُ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যাদের মতে মৃত জন্তুর চামড়া কাজে লাগানো যাবে না

٤١٢٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

৪১২৭। আবদুল্লাহ ইবনে 'উকায়েম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তরুণ যুবক, তখন 'জুহায়না' গোত্রের এলাকায় অবস্থানকালে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পত্র পড়ে শুনানো হয়। তাতে ছিল, "তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও পেশিতন্তু দ্বারা উপকৃত হয়ো না।"

টীকা ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হয়ত এই যে, মৃত জীবের চামড়া ও তন্তু প্রক্রিয়াজাত না করে ব্যবহার করা নিষেধ (সম্পাদক)।

٤١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوْا وَقَعَدْتُ

عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوْا إِلَيَّ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ فَإِذَا دُبِغَ لاَ يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً.

৪১২৮। আল-হাকাম ইবনে উতায়বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন লোকসহ 'জুহায়না' গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে উকায়েম (রা)-র কাছে গেলেন। হাকাম বলেন, তারা ভেতরে গেলেন আর আমি বাইরে দরজার পাশে বসে থাকলাম। অতঃপর তারা বেরিয়ে এসে আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উকায়েম (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর এক মাস পূর্বে জুহায়না গোত্রে এই কথা লিখে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন ঃ তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও তন্তু কাজে লাগিও না"। আবু দাউদ (র) বলেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল (র) বলেছেন, প্রক্রিয়াজাত না করা পর্যন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে। প্রক্রিয়াজাত করার পর একে শান্ন ও কিরবাহ (পাকা চামড়া) বলা হয়।

بَابٌ فِيْ جُلُوْدِ النَّمُوْرِ وَالسِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ চিতা বাঘের ও হিংস্র জন্তুর চামড়া সম্পর্কে

٤١٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ. قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لاَ يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪১২৯। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশমের তৈরী গদি ও চিতা বাঘের চামড়ার তৈরী গদিতে সওয়ার হয়ো না। রাবী বলেন, মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত নন।

٤١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ.

৪১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতারা চিতা বাঘের চামড়ার তৈরী আসনে আসীন ব্যক্তির সাথী হয় না।

٤١٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيْكَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِيْنَ إِلٰى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ فُلاَنٌ أَتَعُدُّهَا مُصِيْبَةً فَقَالَ لَهُ وَلِمَ لاَ أَرَاهَا مُصِيْبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجْرِهِ فَقَالَ هٰذَا مِنِّيْ وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةٌ أَطْفَاهَا اللّٰهُ. قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتّٰى أُغِيْظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِيْ وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِيْ. قَالَ أَفْعَلُ. قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هٰذَا كُلَّهُ فِيْ بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّيْ لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلٰى أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيْمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ.

৪১৩১। খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা),

আমর ইবনুল আসওয়াদ ও কিন্নাসিরীনবাসী বনী আসাদের এক ব্যক্তি একত্রে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র কাছে গেলেন। মুআবিয়া (রা) মিক্দাম (রা)-কে বললেন, জানতে পেলাম, হাসান ইবনে আলী ইনতেকাল করেছেন। একথা শুনে মিক্দাম (রা) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পড়লেন। অমুক ব্যক্তি (মুআবিয়া) তাকে বললেন, এর মৃত্যুকে আপনি কি বিপদ গণ্য করেন? তিনি বললেন, এটাকে আমি বিপদ মনে করবো না কেন, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোলে নিয়ে বলতেন ঃ হাসান আমার এবং হুসাইন আলীর। আসাদী বললো, তিনি ছিলেন একটি জ্বলন্ত কয়লা যাকে আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর মিক্দাম (রা) বলেন, আমি তো আজ আপনাকে অসন্তুষ্ট না করে ছাড়বো না। তিনি বললেন, হে মুআবিয়া! আমি যদি সত্য বলি তবে আমাকে সমর্থন করবেন। আর যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন। তিনি বললেন, তাই করবো। তিনি বলেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ (পুরষের জন্য) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি আবার বললেন, আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক (পুরুষের জন্য) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আবারও বললেন, আল্লাহর শপথ করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে এবং এর চামড়ার তৈরী আসনে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো আপনার প্রাসাদে এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। মুআবিয়া (রা) বলেন, হে মিক্দাম! আমি জানতাম যে, তোমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবো না। খালিদ (র) বলেন, অতঃপর মুআবিয়া (রা) তার জন্য এত পরিমাণ সম্পদ দেয়ার আদেশ দেন, যা অপর দু'জন সাথীর জন্য দেননি। আর তার ছেলের জন্য দুই শত দীনার প্রদান করেন। মিক্দাম (রা) এগুলো তার সাথীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। রাবী বলেন, আসাদী এখানে যা পেলো তা থেকে কাউকে কিছু দেয়নি। এ খবর মুআবিয়ার কানে গেলে তিনি বলেন, মিক্দাম তো একজন লম্বা হাতের দানশীল ব্যক্তি, আর আসাদী হলো নিজের জন্য আটকিয়ে রাখতে পটু।

٤١٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَيَحْيَى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ.

৪১৩২। আবুল মালীহ ইবনে উসামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِنْتِعَالِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ পায়ে জুতা পরিধানের নিয়ম

٤١٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ أَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

৪১৩৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ (সফরে) তোমার জুতা বেশী রেখো। কেননা জুতা পরে সব সময় সফর করা যায়।

٤١٣٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ.

৪১৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার দু'টি তস্‌মা ছিল।

٤١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُوْ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

৪১৩৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

٤١٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْشِىْ أَحَدُكُمْ فِى النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا.

৪১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে অথবা উভয় পা থেকে তা খুলে রাখবে।

٤١٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِيْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِيْ فِيْ خُفٍّ وَّاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ.

৪১৩৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত সে এক জুতা পায়ে দিয়ে চলবে না, আর এক মোযা লাগিয়েও চলবে না এবং বাঁ হাতে খাবে না।

٤١٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ نَهِيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَّخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ.

৪১৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসার সময় পায়ের জুতা খুলে পাশে রেখে দেয়া সুন্নাত।

٤١٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِيْنُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

৪১৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুতা পায়ে দেয়ার সময় ডান পা থেকে আরম্ভ করবে এবং খোলার সময় বাম পা থেকে শুরু করবে। আর ডান পা জুতা পরার সময় প্রথম হবে এবং খোলার সময় শেষে হবে।

٤١٤٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.

৪১৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি কাজেই যথাসাধ্য ডান থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন। পবিত্রতা অর্জনে, চুলে চিরুনী করতে এবং জুতা পরতে তিনি ডান থেকে শুরু করাতেন। মুসলিম (র) বলেন, মেস্ওয়াক করতেও ডান থেকে আরম্ভ করতেন। তবে তার বর্ণনায় فِىْ شَأْنِه كُلِّه শব্দ নেই। আবু দাঊদ (র) বলেন, মু'আয (র) শো'বা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন; কিন্তু তিনি سِوَاكِهِ শব্দ উল্লেখ করেননি।

٤١٤١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُا بِأَيَامِنِكُمْ.

৪১৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন পোশাক বা জুতা পরো ও উযু করো, তখন ডান থেকে আরম্ভ করো।

بَابٌ فِى الْفَرَشِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ বিছানাপত্র

٤١٤٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِىْ هَانِىءٍ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِّلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِّلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

৪১৪২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানাপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ একটি বিছানা পুরুষের জন্য, একটি নারীর জন্য এবং একটি দরকার অতিথির জন্য। আর চতুর্থটি হলো শয়তানের জন্য।

٤١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ عَلٰى يَسَارِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ أَيْضًا عَلٰى يَسَارِهِ.

৪১৪৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে গিয়ে তাঁকে বাম কাতে বালিশে ঠেস দিয়ে বসা দেখলাম।

٤١٤٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رِفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْأَدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رِفْقَةٍ كَانُوْا بِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰؤُلَاءِ.

৪১৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়ামানের একদল সঙ্গী-সাথীকে দেখতে পান যে, তাদের বাহনের গদিগুলো ছিল চামড়ার তৈরী। তিনি বলেন, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের (সঙ্গী-সাথীর) সাদৃশ্য দেখতে চায়, তবে যেন এদেরকে দেখে নেয়।

٤١٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا الْأَنْمَاطُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ.

৪১৪৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমরা কি নরম গদি বানিয়েছ? আমি বললাম, নরম গদি পাবো কোথায়? তিনি বলেন ঃ অচিরে অবশ্যই তোমাদের জন্য নরম গদি হবে।

٤١٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَنِيْعٍ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ.

৪১৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বালিশ যাতে মাথা রেখে তিনি রাতে ঘুমাতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরী, ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল-বাকল।

٤١٤٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجْعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ.

৪১৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভেতরে খেজুরের ছাল-বাকল ভরা চামড়ার তৈরী একটি তোষক ছিল।

٤١٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪১৪৮। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার বিছানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার স্থানের ঠিক সামনে ছিল।

بَابٌ فِيْ اِتِّخَاذِ السُّتُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দরজা-জানালায় পর্দা ঝুলানো

٤١٤٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتٰى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلٰى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَاٰهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمُ فَذَهَبَ إِلٰى فَاطِمَةَ وَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلٰى بَنِيْ فُلاَنٍ.

৪১৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা (রা)-র কাছে এসে দরজায় পর্দা ঝুলানো দেখতে পেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন না। রাবী বলেন, অধিকাংশ সময় তিনি ভেতরে প্রবেশ করেই ফাতেমার সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাত করতেন। এসময় আলী (রা) এসে তাকে (ফাতেমাকে) চিন্তিত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসতে চেয়েও প্রবেশ করেননি। অতঃপর আলী (রা) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ফাতেমার কাছে গিয়েও প্রবেশ করলেন না। এটা তার কাছে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি তো দুনিয়াদারীর সাথে ও চাকচিক্যময় কারুকার্যের জন্য নই। একথা শুনে তিনি

(আলী) ফাতেমার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, তিনি এটাকে কি করতে আমাকে আদেশ করেন? (আলীর এ প্রস্তাব শুনে) তিনি বলেন ঃ তাকে (ফাতেমা) বলো, সেটা (পর্দা) যেন অমুক গোত্রে পাঠিয়ে দেয়।

٤١٥٠- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًّا.

৪১৫০। ইবনে ফুদায়েল (র) তার পিতার কাছ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আর পর্দাটা ছিল ডোরাযুক্ত ও রং-বেরংয়ের নক্শা খচিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلِيْبِ فِي الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ

٤١٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيْبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ.

৪১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কোন কিছুই রাখতে দিতেন না। তিনি সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতেন।

بَابُ فِي الصُّوَرِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ছবি সম্পর্কে

٤١٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ.

৪১৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না সেই ঘরে, যাতে ছবি থাকে, কুকুর থাকে এবং অপবিত্র মানুষ থাকে।

٤١٥٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ

أَبِىْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تِمْثَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ نَسْأَلْهَا عَنْ ذٰلِكَ فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذٰلِكَ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُوْلَهُ فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِىْ وَجْهِهِ فَأَتَى النَّمَطَ حَتّٰى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيْمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ. قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ.

৪১৫৩। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর থাকে, আর ছবি থাকে। (এ হাদীস শুনে) তিনি (যায়েদ) বলেন, চলো, আমরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-র কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। আমরা তার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু তালহা (রা) তো আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ এরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, না, কিন্তু আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি, এরূপ একটি হাদীস আপনাদের বলছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধাভিযানে চলে গেলেন। আমি তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আমাদের একটি পশমী কাপড় নিয়ে দরজার চৌকাঠে পর্দা হিসেবে ঝুলিয়ে দিলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন, আমি খোশ আমদেদ জানিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও মঙ্গল নাযিল হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। তিনি ঘরের

দরজার দিকে তাকাতেই পশমী পর্দা দেখেন, কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দেননি। আমি তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি পশমী (ছবিযুক্ত) কাপড়টির কাছে গিয়ে তা ফেড়ে ফেলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ আমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছেন, তা পাথর ও ইঁটকে পরিধান করাতে আদেশ দেননি। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি কাপড়টা কেটে দুইটি বালিশ তৈরি করলাম এবং ভেতরে খেজুরের ছাল-বাকল ভরে দিলাম; কিন্তু তিনি এতে আমার এ কাজ অপছন্দ করেননি।

٤١٥٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ إِنَّ هٰذَا حَدَّثَنِىْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ فِيْهِ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِى النَّجَّارِ.

৪১৫৪। সুহায়েল (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ (র) একই রূপ বর্ণনা করে বলেন, আমি বললাম, হে আম্মাজি! তিনি (আবু তালহা) তো আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা বলেছেন। বনী নাজ্জারের মুক্তদাস সা'ঈদ ইবনে ইয়াসারও একথা বলেন।

٤١٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ. قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكٰى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلٰى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ.

৪১৫৫। যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। বুস্‌র (র) বলেন, অতঃপর যায়েদ (রা) অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে গেলাম। তার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা দেখতে পেলাম। আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র পালিত পুত্র 'উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানীকে বললাম, যায়েদ (রা) তো আমাদেরকে ছবি না রাখার হাদীস শুনিয়েছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আপনি কি শুনেননি, সে হাদীসে তিনি একথাও উল্লেখে করেছেন, কাপড়ের মধ্যে যদি গাছপালা, লতাপাতা ইত্যাদির (প্রাণহীন বস্তুর) ছবি থাকে, তবে তা নিষেধাজ্ঞার বাইরে।

٤١٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا.

৪১৫৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-বাতহা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আদেশ করেন– যেন তিনি কা'বার ভেতরে গিয়ে এর মধ্যে বিদ্যমান সব ছবি মিটিয়ে দেন। অতঃপর যতক্ষণ না এর সব ছবি ভেঙ্গেচুরে মিটিয়ে দেয়া হয়, ততক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করেননি।

٤١٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جُرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

৪১৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আমার সাথে সাক্ষাত করার অঙ্গিকার করেছিলেন; কিন্তু সাক্ষাত করতে আসেননি। অতঃপর তাঁর মনে পড়ে গেলো যে, আমাদের বিছানার নীচে একটি কুকুর শাবক আছে। তিনি এটাকে বের করে দিতে আদেশ দিলে তাই করা হলো। অতঃপর তিনি নিজেই পানি দিয়ে সে স্থানটা ধুয়ে ফেলেন। জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় বললেন, যে

ঘরে কুকুর আর ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না। সকালবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর মারতে আদেশ প্রদান করেন, এমনকি ছোট বাগান পাহারার কুকুর মারতেও আদেশ দেন, বড়ো বাগানের পাহারাদার কুকুর ব্যতীত।

٤١٥٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ لِيْ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِيْ بَابِ الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَتَيْنِ تُوْطَانِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَالْيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّضَدُ شَيْءٌ تُوْضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شِبْهُ السَّرِيْرِ.

৪১৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আমার কাছে এসে বলেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি প্রবেশ করিনি। কারণ ঘরের দরজায় ছিল ছবি, ঘরের মধ্যে ছিল ছবিযুক্ত পর্দা এবং ঘরের ভেতরে ছিল কুকুর। কাজেই আপনি ঘরে ঝুলানো ছবির মাথা কেটে দেয়ার আদেশ করুন, ফলে সেটা গাছের আকৃতিতে পরিণত হবে। আর পর্দাটি কেটে দুইটি বালিশের ভেতরের কাপড় বানাতে আদেশ প্রদান করুন এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথা উপদেশ কাজ করলেন। কুকুরটি ছিল হাসান বা হুসাইনের এবং তা তাদের খাটের নীচে শুয়েছিল। তিনি সেটাকেও বের করে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা বের করে দেয়া হয়। আবু দাঊদ (র) বলেন, আন-নাদাদ হলো কাপড়-চোপড় রাখার জিনিস, গদি সদৃশ।

অধ্যায় ঃ ৩২

كِتَابُ التَّرَجُّلِ

(চুল আঁচড়ানো)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক প্রদর্শন নিষিদ্ধ

٤١٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

৪১৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে একদিন পরপর।

٤١٦٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْمَازِنِيُّ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلٰى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّيْ لَمْ اٰتِكَ زَائِرًا وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيْثًا مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ. قَالَ مَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَمَا لِيْ أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيْرُ الْأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ. قَالَ فَمَا لِيْ لاَ أَرٰى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا.

৪১৬০। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী মিসরে অবস্থানকারী ফাদালা ইবনে 'উবায়েদ (রা)-র কাছে

পৌঁছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তো শুধু আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসিনি, বরং আমি আর আপনি যে হাদীসখানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, আশা করি এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আপনার কাছে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন ব্যাপারে? তিনি বললেন, এরূপ এরূপ। তিনি বলেন, আপনি একটি স্থানের নেতা, অথচ আপনার মাথার চুল উস্কোখুস্কো দেখছি কেন? তিনি (সাহাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক দেখাতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ফাদালা) বলেন, আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলাফেরা করতে আদেশ দিতেন।

٤١٦١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ. إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِى التَّقَحُّلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ اَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

৪১৬১। আবু উমামা ছা'লাবা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কাছে দুনিয়াদারী সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি শুনতে পাও না, তোমরা কি শুনতে পাও না যে, পোশাকে-আশাকে বিনয় (নম্রতা) প্রদর্শন ঈমানের অঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রদর্শন দেখানো ঈমানের অঙ্গ। البذاذة অর্থাৎ التقحل। পোশাক-পরিচ্ছদে বাবুগিরি না দেখানো।

بَابُ فِيْ اِسْتِحْبَابِ الطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সুগন্ধি পছন্দ করা

٤١٦٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.

৪১৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উত্তম আতরদানি ছিল, তিনি তা থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

بَابُ فِيْ إِصْلاَحِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ চুল পরিপাটি করা

٤١٦٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

৪১৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মাথায় চুল আছে সে যেন এর যত্ন নেয়।

بَابُ فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ নারীদের জন্য খেযাব ব্যবহার করা জায়েয

٤١٦٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ كَرِيْمَةُ بِنْتُ هُمَامٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيْحَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ تَعْنِيْ خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ.

৪১৬৪। আলী ইবনুল মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারীমা বিনতে হাম্মাম (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা মেহেদির খেযাব ব্যবহার সম্বন্ধে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞোস করেন। তিনি বলেন, এটা ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আমি তা পছন্দ করি না। কারণ আমার প্রিয় নবী আলাইহিস্ সালাম এর গন্ধ অপছন্দ করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ মাথার চুলের খেযাব।

٤١٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ غُبْطَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ أُمُّ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ بَايِعْنِيْ. قَالَ لاَ أُبَايِعُكِ حَتّٰى تُغَيِّرِيْ كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ.

৪১৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উতবার কন্যা হিন্দ (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে বায়'আত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দু'টি হাতের তালু

পরিবর্তন না করবে, ততক্ষণ তোমাকে বায়'আত করবো না। সে দু'টি যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায়।

٤١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا مُطِيْعُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِيْ يَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ. قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ. قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِيْ بِالْحِنَّاءِ.

৪১৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা পর্দার আড়াল থেকে একটি কিতাব হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বাড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত না বাড়িয়ে বললেন ঃ আমি বুঝতে পারছি না এটা কি কোন পুরুষের হাত নাকি কোন মহিলার হাত? সে বললো, বরং মহিলার হাত। তিনি (সা) বললেন ঃ তুমি যদি মহিলা হতে, তবে অবশ্যই তোমার নখসমূহ মেহেদির রং লাগিয়ে রঞ্জিত করতে।

টীকা ঃ উপরোক্ত দু'টি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের হাত বা নখ মেহেদীর রং-এ রঞ্জিত করা উত্তম (সম্পাদক)।

بَابُ فِيْ صِلَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কৃত্রিম চুল লাগানো নিষেধ

٤١٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِيْ يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ.

৪১৬৭। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) তার রাজত্বকালে হজ্জ উপলক্ষে (মদীনায় এসে) জনতার সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি তার দেহরক্ষী পুলিশের হাত থেকে একগুচ্ছ কৃত্রিম চুল নিজ হাতে নিয়ে সকলকে

সম্বোধন করে বললেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায় (তারা এসব বিষয়ে নসীহত করছেন না কেন)? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা (কৃত্রিম চুল ব্যবহার) করতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি তাঁকে এও বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈলের মহিলারা এ কৃত্রিম চুল ব্যবহারে অভ্যস্থ হলে ধ্বংস হয়।

٤١٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

৪১৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরচুলা তৈয়ারকারিণী ও ব্যবহারকারী, দেহে উল্কি অংকনকারক ও যে অংকন করায় এসব নারীদের লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন।

٤١٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ قَالَ عُثْمَانُ وَالْمُسْتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ وَمَا لِيَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا أَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. فَقَالَتْ إِنِّي أَرٰى بَعْضَ هٰذَا عَلٰى امْرَأَتِكَ قَالَ فَادْخُلِي فَانْظُرِي فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ. وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا.

৪১৬৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্কি অংকনকারিণী ও যার দেহে অংকন করানো হয়, আল্লাহ সেই নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন। মুহাম্মাদ (র) বলেন, "যারা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে"। উসমান (র) বলেন, "আর যারা কপালের উপরের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে", অতঃপর তারা দু'জনেই ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন, "আর যারা সৌন্দর্য লাভের জন্যে রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘর্ষণ করে তা সরু করে দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে তাদের প্রতিও অভিসম্পাত। তিনি বলেন, বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা একথা শুনেন এবং সেই মহিলা কুরআন পাঠ করতেন।" পরে উভয়ে একমত হয়ে বলেন, এবং (মহিলাটি) তাঁর কাছে এসে বলেন, শুনতে পেলাম আপনি নাকি সেসব নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করছেন, যারা শরীরে উল্কি উৎকীর্ণ করায় এবং কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী, আর যারা কপালের উপরের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে, আর যারা রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘষে সরু করে, উসমান বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের প্রতি লা'নত করেছেন, আমি তাদের লা'নত করবো না এ কেমন কথা? অথচ এ ব্যাপারটা মহান আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান। তিনি (মহিলা) বলেন, আমি তো এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি; কিন্তু এ কথা তো পাইনি। তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! তুমি যদি (যথাযথভাবে) তা পড়তে, তবে অবশ্যই তা পেয়ে যেতে"। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন–

وَمَا أَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"আর রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন, তা থেকে বিরত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

তিনি (মহিলা) বললেন, আমি তো আপনার স্ত্রীকে দেখছি এসব কাজের কিছু কিছু তিনি করেন। তিনি বললেন, তবে তুমি ভেতরে গিয়ে দেখে এসো। অতঃপর তিনি ভেতরে প্রবেশ করে বেরিয়ে আসলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলে? উসমান বলেন, তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, না, এগুলো করতে দেখিনি। তিনি বললেন, (আমার স্ত্রীর মাঝে) যদি এগুলো থাকতো, তবে সে আমার সাথে থাকতে পারতো না।

٤١٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَتَفْسِيْرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِيْ تَصِلُ

الشَّعَرَ بِشَعَرِ النِّسَاءِ. وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا. وَالنَّامِصَةُ الَّتِىْ تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتّٰى تُرِقَّهُ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا. وَالْوَاشِمَةُ الَّتِىْ تَجْعَلُ الْخِيْلاَنَ فِىْ وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ. وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا.

৪১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন রোগ-ব্যাধি ছাড়া যেসব নারী পরচুলা তৈরি করে, যে নারী তা ব্যবহার করে, যে নারী ভ্রুর চুল উৎপাটন করে ও করায় এবং যে নারী দেহে উল্কি অংকন করে ও করায়, তাদের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করা হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, "اَلْوَاصِلَةُ" শব্দের ব্যাখ্যা হলো, যে নারী অপর নারীর চুলের সাথে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে। "اَلْمُسْتَوْصِلَةُ" অর্থ হলো, যে নারী এরূপ কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে। "اَلنَّامِصَةُ" অর্থ যে নারী সরু করার জন্য ভ্রুর চুল উপড়িয়ে দেয়, "اَلْمُتَنَمِّصَةُ" হলো, যে নারী এ কাজ করায়। "اَلْوَاشِمَةُ" হলো, যে নারী মুখমণ্ডলে সুরমা বা রঙের কালি জাতীয় কিছু দ্বারা চিত্র অঙ্কিত করে। "اَلْمُسْتَوْشِمَةُ" অর্থ- যে নারী উপরোক্ত কাজ করায়য়

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফার মতে মানুষের ছিন্ন চুল ব্যবহার নাজায়েয, চুল ভিন্ন অন্য কিছু হলে জায়েয। ইমাম শাফিঈর মতে চুল ভিন্ন অনুকিছু বিবাহিতদের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

٤١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ أَنَّ الْمَنْهِىَّ عَنْهُ شُعُوْرُ النِّسَاءِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَانَ أَحْمَدُ يَقُوْلُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

৪১৭১। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার (র)...সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেন, রেশমী বা পশমী সুতার কৃত্রিম চুল নারীদের জন্য ব্যবহার দূষণীয় নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, মনে হয় তার মতে নারীদের চুল দ্বারা তৈরী পরচুলা ব্যবহার নিষিদ্ধ। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর মতে রেশমী বা পশমী সুতার কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা দূষণীয় নয়।

بَابُ فِىْ رَدِّ الطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া ঠিক নয়

٤١٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعْنٰى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئَ حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ

بْنِ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيْحِ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ.

৪১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাউকে সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দেয়া হলে সে যেন তা ফেরত না দেয়। কারণ তা উত্তম সৌরভ এবং সহজে বহনযোগ্য।

بَابُ فِىْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوْجِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় নারীদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার

٤١٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيحَهَا فَهِىَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا.

৪১৭৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়েলোক যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে লোকসমাজকে এর গন্ধ বিলানোর জন্য তাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সে তখন এরূপ এরূপ। একথা বলে তিনি একটি কঠোর মন্তব্য করেন।

٤١٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى أَبِىْ رُهْمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وُجِدَ مِنْهَا رِيْحُ الطِّيْبِ يَنْفَخُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ حِبِّىْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهٰذَا الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اَلْإِعْصَارُ غُبَارٌ.

৪১৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার সাথে এরূপ একজন মহিলা সাক্ষাত করলো, যার থেকে সুগন্ধির সৌরভ আসছিল এবং তার কাপড়ের আঁচলও বাতাসে উড়ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে পরম পরাক্রমশালীর দাসী! তুমি কি মসজিদ

থেকে এসেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, মসজিদে আসার জন্যই তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি আমার পরম প্রিয়ভাজন (নবী) আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী মসজিদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে তার নামায কবুল হয় না যতক্ষণ না সে ফিরে গিয়ে জানাবতের (নাপাকীর) ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে। আবু দাউদ (র) বলেন, الاعصار (আল-ই'সার) অর্থ পুষ্পরেণু,ধূলি।

٤١٧٥-حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ. قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ الْاٰخِرَةَ.

৪১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে হাযির না হয়।

بَابُ فِى الْخَلُوْقِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জাফরানী রঙের সুগন্ধি লাগানো পুরুষের জন্য নিষেধ

٤١٧٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى أَهْلِىْ لَيْلاً وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَّقُوْنِىْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِىْ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِىَ عَلَىَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِىْ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ فَرَحَّبَ بِىْ وَقَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَّلاَ الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلاَ الْجُنُبَ وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَّتَوَضَّأَ.

৪১৭৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা আমার পরিজনদের কাছে ফিরে আসলাম। আমার হাতে চিড় ধরে গিয়েছিল। তাই পরিবারের লোকজন এতে জাফ্‌রানের রং লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তরও দেননি আর আমাকে স্বাগতমও জানাননি। বরং তিনি বললেন ঃ যাও, এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলো। আমি চলে গেলাম এবং তা ধুয়ে আবার তাঁর কাছে এলাম; কিন্তু জাফ্‌রানের কিছুটা চিহ্ন তখনো বাকী ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু আমাকে উত্তরও দেননি, খোশআমদেদও জানাননি। বরং তিনি বললেন ঃ এগুলো গিয়ে ধুয়ে এসো। আমি গিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। এবার তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে খোশআমদেদ জানালেন এবং বললেন ঃ ফেরেশতারা কাফেরের জানাযায় কল্যাণ নিয়ে উপস্থিত হন না এবং জাফ্‌রান ব্যবহারকারীর কাছে এবং নাপাক ব্যক্তির কাছেও উপস্থিত হন না। তিনি নাপাক লোকদের জন্য উযু করে ঘুমানোর ও পানাহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

٤١٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى سَمَّى ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَخَلَّقْتُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيْرٍ فِيْهِ ذِكْرُ الْغَسْلِ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ وَهُمْ حُرُمٌ قَالَ لاَ الْقَوْمُ مُقِيْمُوْنَ.

৪১৭৭। নাসর ইবনে আলী (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুসুম রং ব্যবহার করেছিলাম... পূর্বোক্ত হাদীসের বিবরণ, তবে প্রথমোক্ত সূত্রের বিবরণই পূর্ণাঙ্গ। রাবী বলেন, আমি উমার ইবনে আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজন কি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিল? তিনি বলেন, না, লোকজন ইহ্‌রামহীন ছিল।

٤١٧٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدَّيْهِ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ رَجُلٍ فِيْ جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوْقٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ.

৪১৭৮। আর-রবী' ইবনে আনাস (র) থেকে তার দু'জন দাদা বা নানার সূত্রে বর্ণিত।

তারা বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার শরীরে একটুখানি জাফ্‌রান বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, তার দুই দাদা বা নানার নাম যায়েদ ও যিয়াদ।

٤١٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ أَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

৪১৭৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য জাফ্‌রান (হলুদ) রং ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

٤١٨٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَّتَوَضَّأَ.

৪১৮০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতারা তিন ধরনের ব্যক্তির কাছে আসেন না। (১) কাফেরের লাশের কাছে অর্থাৎ জানাযায়; (২) যাফ্‌রান রঙ ব্যবহারকারীর কাছে এবং (৩) নাপাক ব্যক্তির কাছে, যদি না সে উযু করে।

٤١٨١- حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُوْنَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُسَهُمْ قَالَ فَجِيْءَ بِيْ إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِيْ مِنْ أَجْلِ الْخَلُوْقِ.

৪১৮১। ওলীদ ইবনে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীউল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের শিশুদের নিয়ে তাঁর কাছে আসতে লাগলো। তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতে থাকেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। তিনি বলেন, আমাকেও তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। এ সময় আমার দেহে জাফ্‌রান লাগানো ছিল। এই জাফ্‌রানের কারণে তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি।

٤١٧٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِيْ وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هٰذَا أَنْ يَّغْسِلَ هٰذَا عَنْهُ.

৪১৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাযির হলো। এ সময়ে তার শরীরে হলদে রঙের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আর কারো মুখমণ্ডলে তাঁর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কমই তার দিকে মুখ ফিরাতেন। সে বেরিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি তাকে আদেশ করতে এগুলো ধুয়ে ফেলার জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মাথার চুল রাখার নিয়ম

٤١٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

৪১৮৩। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কারুকার্য খচিত লাল চাদর পরিহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে সুন্দর কোন বাব্‌রি চুলওয়ালাকে দেখিনি। মুহাম্মাদের বর্ণনায় আরো আছে, তাঁর বাব্‌রি চুল কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতো। শু'বার বর্ণনায় আরো আছে, কানের লতি (নিম্নভাগ) পর্যন্ত ছিল।

٤١٨٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

৪১৮৪। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤١٨٥- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهِمَ شُعْبَةُ فِيْهِ.

৪১৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার (বাব্‌রি) চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤١٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

৪১৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল তাঁর দুই কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤١٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّةِ.

৪১৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল কানের লতির নিচে এবং ঘাড়ের উপর পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

টীকা ঃ চুলের বাব্‌রি সাধারণত তিনি প্রকার– (১) وَفْرَةٌ অর্থ- কানের লতি পর্যন্ত, (২) لِمَّةٌ অর্থ- কানের লতির একটু নীচে পর্যন্ত ও (৩) جُمَّةٌ অর্থ- কাঁধের উপরিভাগ পর্যন্ত লম্বা। রাসূলাল্লাহ (সা) لِمَّةٌ নামক বাব্‌রি রাখতেন। তবে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন বাব্‌রির বিবরণ দেখা যায়। এর অর্থ হলো, বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় তিনি এরূপে চুল রাখতেন; যেরূপে যাঁরা দেখেছেন, সেভাবেই বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ চুলের সিঁথি সম্পর্কে

٤١٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِيْ

ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَعْنِىْ يَسْدِلُوْنَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

৪১৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাব (ইহূদী-খৃস্টান) তাদের মাথার চুল (সিঁথি না করে) লম্বাভাবে ঝুলিয়ে দিতো। আর মুশরিকরা মাথায় সিঁথি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হুকুম ছিলো না, সে ব্যাপারে তিনি আহ্‌লে কিতাবের নিয়ম অনুযায়ী আমল করতে ভালোবাসতেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর কপালের চুল লম্বাভাবে ঝুলিয়ে দেন, পরে আবার সিঁথি করেন।

٤١٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوْخِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

৪১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুলে সিঁথি করতে ইচ্ছা করতাম, তখন মাথার মাঝ বরাবর দু'ভাগ করে সিঁথি করতাম এবং তাঁর দু'চোখের মাঝখান থেকে সোজা কপালের দু'দিকে চুল ছেড়ে দিতাম।

بَابٌ فِىْ تَطْوِيْلِ الْجُمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ (বাব্‌রি) চুল লম্বা করা সম্পর্কে

٤١٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِىُّ هُوَ أَخُوْ قَبِيْصَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ خُوَارٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِىَ شَعْرٌ طَوِيْلٌ فَلَمَّا رَآنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ. قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ إِنِّىْ لَمْ أَعْنِكَ وَهٰذَا أَحْسَنُ.

৪১৯০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম, তখন আমার মাথায় লম্বা চুল ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন ঃ মাছি, মাছি। তিনি বলেন, (তাঁর এ মন্তব্য শুনে) আমি ফিরে এসে চুল কেটে ফেললাম। আমি পরদিন সকালে আবার তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে কষ্ট দেইনি। আর এরূপ (চুল রাখা) হলো খুবই চমৎকার!

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পুরুষের চুলের গুচ্ছ

٤١٩١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِىءٍ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. تَعْنِىْ عَقَائِصَ.

৪১৯১। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসেন, তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি গুচ্ছ ছিল।

بَابٌ فِىْ حَلْقِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মাথা কামানো

٤١٩٢- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِىْ يَعْقُوْبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا اَنْ يَّاتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لاَ تَبْكُوْا عَلٰى اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِىْ بَنِىْ أَخِىْ فَجِىْءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوْا لِى الْحَلاَّقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَّقَ رُؤُسَنَا.

৪১৯২। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জা'ফার (রা)-র পরিজনদের তিন দিন শোক পালনের অবকাশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন ঃ আজকের পর থেকে তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না। তিনি আরো বলেন ঃ আমার ভাইয়ের ছেলেদের নিয়ে এসো। অতঃপর আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। (দুঃখ-বেদনায়) আমরা যেন পাখির বাচ্চাদের ন্যায় অসহায়। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে নাপিত ডেকে নিয়ে এসো। (নাপিত আসলে) তিনি তাকে মাথা কামানোর আদেশ দিলে সে আমাদের মাথা কামিয়ে দিলো।

بَابٌ فِى الصَّبِىِّ لَهُ ذُؤَابَةٌ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শিশুদের কেশগুচ্ছ

٤١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُّحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِىِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ.

৪১৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা'আ থেকে নিষেধ করেছেন। আর কাযা'আ হলো শিশুদের মাথায় কিছু চুল বাকী রেখে কিছু চুল কামিয়ে ফেলা।

٤١٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُّحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ.

৪১৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা'আ নিষিদ্ধ করেছেন। তা হলো শিশুদের মাথা কামিয়ে তাতে কিছু চুল অবশিষ্ট রেখে দেয়া।

٤١٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ.

৪১৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার কিছু অংশ কামানো হয়েছে আর কিছুটা বাকী

রেখে দেয়া হয়েছে। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ হয় সবটুকু কামিয়ে দাও অথবা সবটুকু রেখে দাও।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخْصَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চুলের গুচ্ছ রাখার অনুমতি

٤١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِىْ أُمِّىْ لاَ أَجُزُّهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا.

৪১৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার চুলে গুচ্ছ ছিল। আমার মা আমাকে বলেন, এটা কাটবো না, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা টানতেন এবং স্পর্শ করতেন।

٤١٩٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِىْ أُخْتِى الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوْا هٰذَيْنِ أَوْ قُصُّوْهُمَا فَإِنَّ هٰذَا زِىُّ الْيَهُوْدِ.

৪১৯৭। আল-হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র কাছে গেলাম। আমার বোন আল-মুগীরা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, (হাজ্জাজ!) তুমি তখন বালক ছিলে আর তোমার মাথায় দু'টি শিং অর্থাৎ চুলের গুচ্ছ ছিল। তিনি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে তোমার কল্যাণের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন, এ দু'টি কামিয়ে ফেলো অথবা কেটে ফেলো। কেননা এটা হলো ইহূদীদের রীতি।

بَابٌ فِىْ أَخْذِ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গোঁফ কেটে ফেলা

٤١٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ

خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

৪১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) খৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, (৩) বগলের লোম উপড়ে ফেলা, (৪) নখ কাটা ও (৫) মোঁচ কাটা।

٤١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

৪১৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোঁচ কাটতে এবং দাঁড়ি লম্বা রাখতে আদেশ দিয়েছেন।

٤٢٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدَّقِيْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمَ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مَرَّةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُقِّتَ لَنَا وَهٰذَا أَصَحُّ. صَدَقَةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

৪২০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য অন্তত চল্লিশ দিনে একবার নাভির নীচের লোম কামাতে, নখ কাটতে, মোঁচ কাটতে এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি জা'ফার ইবনে সুলায়মান-আবু ইমরান-আনাস (রা) সূত্রেও বর্ণিত। এই সূত্রে রাবী 'নবী (সা) বলেন' এভাবে বর্ণনা করেননি, বরং এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে'। এই পাঠই অপেক্ষাকৃত সহীহ। সাদাকা তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٤٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلٰى أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعَفِّي السِّبَالَ إِلاَّ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ.

৪২০১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জ ও ওমরা ব্যতীত দাঁড়ির সম্মুখ ভাগ লম্বা করে রাখতাম। আবু দাঊদ (র) বলেন, اَلْاِسْتِحْدَادُ অর্থ حَلْقُ الْعَانَةِ অর্থাৎ নাভির নীচের লোম কামিয়ে ফেলা।

টীকা ঃ اِعْفَاءٌ অর্থ চুল-দাঁড়ি ইত্যাদি লম্বা হতে দেয়া, তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া। اِرْخَاءٌ - অর্থ ঝুলিয়ে রাখা। تَوْفِيْرٌ অর্থ পূর্ণ ও বেশী হতে দেয়া। দাঁড়ি রাখার নিয়ম হিসেবে এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে বুঝা যায়, দাঁড়ি লম্বা করে রাখতে হবে, ছেঁটে ছোট করবে না। অবশ্য অপর হাদীসে আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাঁড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কিছুটা ছেঁটে রাখতেন। ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ বা ওমরা সমাপ্ত করতেন, তখন মুষ্টিবদ্ধ করে মুষ্টির নিচে যা অতিরিক্ত থাকতো, সেটুকু দাঁড়ি কেটে ফেলতেন। এরূপ আমলের কথা উমর (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে (ফাতহুল বারী, ১০খ., পৃ. ২৮৮) (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাকা চুল, দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ

٤٢٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِى الْإِسْلاَمِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةً.

৪২০২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পাকা চুল-দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা কোন মুসলমান ইসলামের ভেতরে থেকে চুল-দাঁড়ি পাকালে (সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে) কিয়ামতের দিন তার জন্য তা উজ্জ্বল নূর হবে। আর ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তার প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি সওয়াব দিবেন এবং একটি গুনাহ মাফ করবেন।

بَابٌ فِى الْخِضَابِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে

٤٢٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ

وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ.

৪২০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদী-খৃষ্টানগণ চুল-দাঁড়িতে খেযাব ব্যবহার করে না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করো।

٤٢٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُتِىَ بِأَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

৪২০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে (আবু বকরের পিতা) হাযির করা হলো। এসময় তার মাথার চুল ও দাঁড়ি এত সাদা ছিল যেন তা ছাগামার (এক প্রকার উদ্ভিদবিশেষ) মত সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খেযাব লাগিয়ে এগুলো পরিবর্তন করো কিন্তু কালোটা পরিহার করো।

٤٢٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ الدِّيْلِىِّ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

৪২০৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই বার্ধক্য পরিবর্তনের সবচাইতে উত্তম রং হলো মেহেদি ও কাতাম (কালো রং নিঃসারক এক প্রকার উদ্ভিজ্জ)।

টীকা ঃ এ হাদীসে কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অপর হাদীসে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষে সম্ভবত ব্যবহারের হুকুমের পার্থক্য (অনুবাদক)।

٤٢٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِىْ نَحْوَ النَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُوْ وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ.

৪২০৬। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত বাবরি চুল মেহেদির রঙে রঞ্জিত এবং তাঁর পরিধানে ছিল দু'টি সবুজ রঙের চাদর।

٤٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ أَرِنِيْ هٰذَا الَّذِيْ بِظَهْرِكَ فَإِنِّيْ رَجُلٌ طَبِيْبٌ قَالَ اَللّٰهُ الطَّبِيْبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيْقٌ طَبِيْبُهَا الَّذِيْ خَلَقَهَا.

৪২০৭। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বলেন, আপনার পিঠের এ বস্তুটা (খত্‌মে নবূওয়াত) আমাকে দেখান, কেননা আমি একজন চিকিৎসক। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ হলেন চিকিৎসক, আর তুমি তো একজন বন্ধু। তিনিই এর চিকিৎসক যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

٤٢٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِيْ فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَبِيْهِ مَنْ هٰذَا قَالَ ابْنِيْ قَالَ لاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ.

৪২০৮। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি ও আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তি বা তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কে? তিনি বলেন, আমার ছেলে। তিনি (সা) বলেন ঃ তার উপর খারাপ কাজ করো না। এসময় তাঁর দাঁড়ি মেহেদির রঙে রঞ্জিত ছিল।

٤٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلٰكِنْ قَدْ خَضَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

৪২০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেযাব ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তিনি (সা) তো খেযাব ব্যবহার করেননি; কিন্তু আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা খেযাব ব্যবহার করেছেন।

بَابٌ فِىْ خِضَابِ الصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ হলদে রঙের খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে

٤٢١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

৪২১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা চামড়ার তৈরী জুতা ব্যবহার করতেন এবং ওয়ার্‌ছ নামক ঘাসের রং ও যাফ্‌রান তাঁর দাঁড়িতে লাগাতেন। আর ইবনে উমারও এ রং ব্যবহার করতেন।

٤٢١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هٰذَا قَالَ فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ.

৪২১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মেহেদির খেযাব লাগিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ এ খেযাব খুবই সুন্দর। তিনি (রাবী) বলেন, অপর এক ব্যক্তি মেহেদি ও কাতামের মিশ্রিত খেযাব লাগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ এ খেযাবটি সেটার চাইতে আরো সুন্দর। পরে আরো এক ব্যক্তি হলদে রঙের খেযাব লাগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ এটি আগের দু'টির তুলনায় আরো সুন্দর।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خِضَابِ السَّوَادِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করা

٤٢١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

৪২১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরী যমানায় এমন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা কবুতরের গলার থলের ন্যায় কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করবে। তারা বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

টীকা ঃ কালো খেযাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৪০৬৪ নম্বর হাদীসের নিচের টীকায় দেখুন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْاِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গজদন্ত ব্যবহার সম্পর্কে

٤٢١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِهِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ اٰخِرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلٰى بَابِهَا. وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ وَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأٰى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى اٰلِ فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِيْنَةِ إِنَّ هٰؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِىْ أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِىْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قَلاَدَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ.

৪২১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকদের মাঝে সবশেষে ফাতিমার কাছ থেকে বিদায় নিতেন; আর সফরশেষে বাড়ি এসে সবার আগে ফাতিমার সাথেই দেখা করতেন। একদা তিনি কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন, তিনি (ফাতিমা) ঘরের দরজায় পশমী চাদর অথবা পর্দা ঝুলিয়েছেন এবং হাসান-হুসাইনকে রূপার কাঁকন পরিয়েছেন। তাই তিনি

তার ঘরে প্রবেশ করেননি। তিনি (ফাতিমা) বুঝতে পারলেন যে, এসব দেখে তিনি আমার কাছে আসেননি। তাই তিনি পর্দা টেনে ফেড়ে ফেললেন এবং কাঁকন দুটো ছেলেদ্বয়ের হাত থেকে খুলে নিয়ে তাদের সামনেই ভেঙ্গে ফেলেন। তারা দু'জন কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি তাদের হাত থেকে ভাঙ্গা অলংকার নিয়ে বললেন ঃ হে ছাওবান! তুমি এটা নিয়ে মদীনার আহ্‌লে বায়তের অমুক পরিবারে যাও। নিঃসন্দেহে এরা হলো (ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন) আমার ঘরের লোক। এরা তাদের দুনিয়ার জীবনে উত্তম খানা গ্রহণ করুক (এবং উত্তম বস্তু ব্যবহার করুক) এটা আমি চাই না। হে ছাওবান! ফাতিমার জন্য একটা পুঁতির মালা ও হাতির দাঁতের দুটো কাঁকন খরিদ করে নিয়ে এসো।

টীকা ঃ পার্থিব জীবনে চাকচিক্যময় পোশাক, অলংকার ও আসবাবপত্র, বিলাস দ্রব্য এবং উন্নত মানের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির পেছনে পড়ে থাকা নবী পরিবারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, যাতে পরজীবনে উচ্চ মর্যাদা পেতে আল্লাহর একথার সম্মুখীন না হতে হয়- أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. "তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ" (আহ্‌কাফ ঃ ২০)। হাদীসে আছে : "অধিকাংশ লোক দুনিয়াতে তৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু পরকালে তারাই ক্ষুধার্ত থাকবে" (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৩৩

كِتَابُ الْخَتَمِ

(আংটি)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

٤٢١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৪২১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন অনারব রাজা-বাদশাদের কাছে চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হলো যে, তারা তো সীলমোহরবিহীন কোন চিঠি পড়ে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি আংটি তৈরি করান, যাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (তিনটি শব্দ তিন সারিতে) অঙ্কিত করান।

٤٢١٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ. زَادَ فَكَانَ فِيْ يَدِهِ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ.

৪২১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত... ঈসা ইবনে ইউনুসের বর্ণিত উপরের হাদীসের মর্মানুসারে। এই বর্ণনায় আরো আছে, নবী (সা)-এর রূপার আংটি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতেই ছিল, অতঃপর আবু বকর (রা)-র মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতে, এরপর উমার (রা)-র মৃত্যুর পর্যন্ত তাঁর হাতে ছিল, অতঃপর উসমান (রা)-র হাতে যখন এলো,

একদা তিনি (আরীস) কূপের কাছে অবস্থানকালে হঠাৎ এটা তার হাত থেকে কূপে পড়ে যায়। পরে তার আদেশে কূপের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা হয় কিন্তু তা আর পাওয়া যায়নি।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَنَسٌ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِىٌّ.

৪২১৬। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপার তৈরী একটি আংটি (মোহর) ছিল এবং এর পাথর ছিল আবিসিনীয়।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ.

৪২১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ও তার পাথর সম্পূর্ণটাই ছিল রূপার।

٤٢١٨- حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىْ بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَاهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهِ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلٰى عُثْمَانَ حَتّٰى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ.

৪২১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি বানিয়েছিলেন এবং এর উপরিভাগে (তিন সারিতে) 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কন করিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকজন স্বর্ণের আংটি বানিয়ে নিলো। তিনি তা দেখে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং বলেন ঃ আমি চিরতরে এর ব্যবহার পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর তিনি একটি রূপার আংটি তৈরি করে নিলেন আর তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করান। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর

(রা) তা ব্যবহার (সরকারী কাজে সীলমোহর হিসেবে) করেন। তার মৃত্যুর পর উমার (রা) তা ব্যবহার করেন এবং তার পরে উসমান (রা) তা ব্যবহার শুরু করেন। একদা তার হাত থেকে 'আরীস' নামক কূপে সেটা পড়ে যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান (রা)-র হাত থেকে আংটিটি (কূপে) পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত লোকজন তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়নি।

টীকা ঃ (১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন, তা সম্ভবত পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। হারাম ঘোষিত হওয়াতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। (২) আংটি বা সীলমোহরের উপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তিন সারিতে অর্থাৎ محمد الله رسول নীচে মুহাম্মদ, মাঝে রাসূল, উপরে আল্লাহ এভাবে অঙ্কিত ছিল (অনুবাদক)।

٤٢١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِىْ هٰذَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪২১৯। ইবনে উমার (রা) এ সম্পর্কিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী (সা) একটি রূপার আংটি তৈরি করান এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটুকু অঙ্কিত করে বলেন ঃ কেউ যেন তার আংটিতে এ বাক্য অঙ্কিত না করে। অতঃপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَتَخَتَّمُ بِهِ.

৪২২০। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন...তারা খোঁজ করে আংটিটি আর পাননি। অতঃপর উসমান (রা) আর একটি আংটি তৈরি করেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য অঙ্কিত করেন। রাবী বলেন, তিনি সেটি আংটি হিসেবে ব্যবহার করতেন বা সীলমোহর হিসেবেও সরকারী কাজে ব্যবহার করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَرْكِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আংটি বর্জন করা সম্পর্কে

٤٢٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِيْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَّرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوْا وَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَّرِقٍ.

৪২২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মাত্র একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি রূপার আংটি দেখতে পান। লোকজনও আংটি তৈরি করে ব্যবহার শুরু করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ছুঁড়ে ফেলে দিলে তারাও তা ছুড়ে ফেলে দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ স্বর্ণের আংটি সম্পর্কে

٤٢٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوْقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجِ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقٰى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৪২২২। আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাস'উদ (রা) বলতেন যে, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয় অপছন্দ করতেন ঃ (১) পীত রঙের ব্যবহার, (২) বার্ধক্য (সাদা চুল) পরিবর্তন করা, (৩) পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়ানো, (৪) (পুরুষের জন্য) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা, (৫) নারীদের সৌন্দর্য স্বামী ছাড়া অপর পুরুষদের কাছে প্রকাশ করা, (৬) দাবা অথবা এ জাতীয় খেলার গুটি চালনা করা, (৭) 'মুআব্বিজাত' অর্থাৎ 'সূরা নাস' ও 'ফালাক' ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা, (৮) তাবীয ঝুলানো, (৯) লজ্জাস্থানের বাইরে বীর্যপাত করা, (১০) দুধ দানকারিনী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, তবে তা হারাম করা হয়নি। আবু দাউদ (র) বলেন, কেবল বসরার রাবীগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ মহিলাদের জন্য স্বর্ণের আংটি বা অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বর্ণের আংটি ছিল। পুরুষদের জন্য রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। তবে সাড়ে চার মাষার অধিক রূপা হলে নাজায়েয (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خَاتَمِ الْحَدِيْدِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লোহার আংটি সম্পর্কে

٤٢٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ الْمَعْنٰى أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِىِّ الْمَرْوَزِىِّ أَبِىْ طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَا لِىْ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَا لِىْ أَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ اتَّخِذْهُ مِنْ وَّرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِىِّ الْمَرْوَزِىِّ.

৪২২৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ আমি তোমার কাছ থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন? একথা শুনে লোকটি আংটি ছুড়ে ফেলে দিলো। অতঃপর সে লোহার একটি আংটি পরে হাযির হলে তিনি বলেন ঃ আমি তোমার কাছে দোযখীদের অলংকার দেখছি কেন? লোকটি এ আংটিটিও ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কিসের আংটি ব্যবহার করবো? তিনি বলেন ঃ রূপার আংটি ব্যবহার করো, তবে এক মিছ্কাল (সাড়ে চার মাষার) অধিক যেন না হয়। রাবী মুহাম্মাদ (র) 'আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম' বলেননি এবং আল-হাসান (র) 'আস-সুলামী আল-মারওয়াযী' বলেননি।

٤٢٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيٰى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالُوْا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَكِيْنٍ نُوْحُ ابْنُ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُعَيْقِيْبِ وَجَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُوْ ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

حَدِيْدٍ مَلْوِىٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ. قَالَ فَرُبَّمَا كَانَ فِىْ يَدِىْ. قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيْبُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪২২৪। ইয়াস ইবনুল হারিস ইবনে মু'আয়কীব (র) তার নানার সূত্রে বর্ণনা করেন এবং তাঁর নানা হলেন আবু যুবাব, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লোহার তৈরী একটি আংটি রূপা দিয়ে মুড়ানো ছিল। তিনি বলেন, কখনো সেটা আমার কাছে থাকতো। রাবী বলেন, মুআয়কীব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির যিম্মাদার (আমানতদার)।

টীকা ঃ পূর্বের হাদীসে লোহার আংটি পরতে নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীসে তার বিপরীত মনে হয়। তাতে বুঝা যায়, শুধু লোহার আংটি পরা নিষেধ; কিন্তু রূপা দিয়ে মুড়ানো হলে তা জায়েয। নবী (সা) এর আংটি রূপা দিয়ে মুড়ানো ছিল (অনুবাদক)।

٤٢٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيْقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهْمَ. قَالَ وَنَهَانِىْ أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِىْ هٰذِهِ أَوْ فِىْ هٰذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِىْ عَنِ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيْثَرَةِ. قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ فَقُلْنَا لِعَلِىٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيْهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ. قَالَ وَالْمِيْثَرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ.

৪২২৫। আবু বুরদা (র) থেকে আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ দু'আ করার সময় তুমি বলো, হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করো এবং সোজা পথে চালাও, আর হেদায়াতের মাধ্যমে আমাকে স্মরণে রাখো, সোজা পথে পরিচালিত করো। তীরের মত সোজা পথে চালিয়ে স্মরণে রাখো। তিনি (আলী) বলেন, তিনি আমাকে এই আঙ্গুলে অথবা এই আঙ্গুলে অর্থাৎ শাহাদাৎ আঙ্গুলে ও মধ্যমা আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আমাকে কাস্‌সী ও মীছারা (উভয়ই রেশমী বস্ত্র) পরতে নিষেধ করেছেন। আবু বুরদা (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কাস্‌সী কি? তিনি বলেন, সিরিয়া বা মিসর থেকে আমাদের এখানে আমদানীকৃত কাপড়, যাতে কমলা-লেবুর মত ডোরাকাটা থাকতো। আর মীছারা হলো স্ত্রীগণ কর্তৃক তাদের স্বামীদের জন্য উৎপাদিত জিনিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّخَتُّمِ فِى الْيَمِيْنِ أَوِ الْيَسَارِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আংটি ডান হাতে পরবে নাকি বাম হাতে

٤٢٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِىْ نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ شَرِيْكٌ وَأَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ النَبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِيْنِهِ.

৪২২৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٤٢٢٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِىْ بَاطِنِ كَفِّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأُسَامَةُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ فِىْ يَمِيْنِهِ.

৪২২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন, আর আংটির পাথর থাকতো তাঁর হাতের তালুর দিকে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ইসহাক ও উসামা ইবনে যায়েদ (র) নাফে' (র)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত উক্ত হয়েছে।

٤٢٢٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِىْ يَدِهِ الْيُسْرٰى.

৪২২৮। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার বাম হাতে আংটি পরতেন।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে, কোন বর্ণনায় বাম হাতে আংটি পরতেন। এ কারণে দুই হাতেই আংটি পরিধান করা জায়েয। তবে ডান হাতে আংটি ব্যবহার করা উত্তম (অনুবাদক)।

٤٢٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِىْ خِنْصَرِهِ الْيُمْنٰى فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هٰكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلٰى ظَهْرِهَا.

قَالَ وَلاَ يُخَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذٰلِكَ.

৪২২৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আস-সাল্‌ত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে তার ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আংটি পরতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‹ কি? তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এরূপে আংটি পরতে দেখেছি। তিনি আংটির পাথর হাতের পিঠের দিকে রাখতেন। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) অবশ্যই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি এভাবে পরতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلاَجِلِ

অনুচ্ছেদ-৬ নূপুর সম্পর্কে

٤٢٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِيْ رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا.

৪২৩০। আলী ইবনে সাহ্‌ল ইবনে যুবায়ের (র) বলেন, তাদের জনৈকা মুক্তদাসী যুবায়ের (রা)-র কন্যাকে নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার (কন্যার) পায়ে ছিল নূপুর। উমার (রা) তা কেটে ফেলে দিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি ঘন্টাধ্বনির সাথে একটি শয়তান থাকে।

٤٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ بُنَانَةَ مَوْلاَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لاَ تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلاَّ أَنْ تَقْطَعُوْا جَلاَجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرَسٌ.

৪২৩১। আবদুর রহমান ইবনে হায়্যান আল-আনসারী (রা)-র মুক্তদাসী বুনানা আয়েশা

(রা)-র সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, একদা তিনি আয়েশা (রা)-র পাশে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একটি ছোট বালিকাকে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা হয়। বালিকার পায়ে নূপুরের আওয়াজ শুনে তিনি বলেন, এর পা থেকে নূপুর না খুলে তাকে আমার কাছে প্রবেশ করাবেন না। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে ঘণ্টা থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ-৭ সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো

٤٢٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَّرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِّنْ ذَهَبٍ.

৪২৩২। আবদুর রহমান ইবনে তারাফা (রা) থেকে বর্ণিত। 'কুলাব' যুদ্ধের দিন তার দাদা আরফাজা ইবনে আস'আদের নাক কেটে যায়। তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন। তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাওয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তিনি স্বর্ণের নাক তৈরি করেন।

টীকা ঃ يَوْمُ الْكُلاَبِ বলতে কুফা এবং বস্‌রার মধ্যবর্তী একটি জলাশয়ের কাছে সংঘটিত যুদ্ধকে বুঝায়। জাহিলীযুগে উক্ত জলাশয়ের পানি ব্যবহার নিয়ে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে আরফাজা ইবনে আসআদের নাক কেটে গিয়েছিল। হিজরতের দশ বছর পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তামীম গোত্র তাতে জড়িত ছিল (অনুবাদক)।

٤٢٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَأَبُوْ عَاصِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِأَبِى الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ.

৪২৩৩। আবদুর রহমান ইবনে তারাফা (র) আরফাজা ইবনে আসআদ সূত্রে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আমার পিতা আশ্‌হাব (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আবদুর রহমান ইবনে তারাফা (র) কি তার দাদা আরফাজা (রা)-কে (জীবিত) পেয়েছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٤٢٣٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ.

৪২৩৪। মুআম্মাল ইবনে হিশাম (র)...আরফাজা ইবনে আসআদ (র) থেকে বর্ণিত। আরফাজা...এ সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ মহিলাদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা

٤٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيْهَا خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُوْدٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِى الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلِّىْ بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ.

৪২৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাজ্জাশীর কাছ থেকে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু অলংকারপত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল, যার উপরিভাগে হাব্‌শী পাথর খচিত ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে মুখ ফিরিয়ে কাঠি দ্বারা কিংবা তাঁর কোন আঙ্গুলের সাহায্যে এটা তুলে ধরেন এবং আবুল আস ও যয়নবের (নবী সা কন্যা) কন্যা উমামাকে ডেকে বলেন ঃ হে আমার আদুরে ছোট্ট নাত্‌নী! তুমি এই অলংকারটি পরে নাও।

٤٢٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ أَبِىْ أَسِيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّحَلَّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّطَوَّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّسَوِّرَ

حَبِيْبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا.

৪২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের বালা পরাতে চায়, সে যেন তাকে স্বর্ণের বালা পরতে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের হার (মালা) পরাতে ভালবাসে, সে যেন তার গলায় স্বর্ণের হার পরিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের কাঁকন পরাতে পছন্দ করে, সে যেন তার হাতে স্বর্ণের কাঁকন পরিয়ে দেয়। কিন্তু তোমরা রূপার অলংকার পরতে পারো এবং এর দ্বারা আনন্দবোধ করতে পারো।

٤٢٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنِ امْرَأَةٍ عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ.

৪২৩৭। হুযায়ফা (রা)-র বোন (ফাতিমা/খাওলা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা কি রূপার অলংকার বানাতে পারো না? জেনে রাখো! তোমাদের মাঝে যে নারীই প্রদর্শনীর জন্য স্বর্ণালংকার পরবে, তাকে সে কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

٤٢٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى أَنَّ مَحْمُوْدَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِىْ عُنُقِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِىْ أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِىْ أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪২৩৮। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন নারী স্বর্ণের হার গলায় পরবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় আগুনের হার ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর যে কোন নারী তার কানে স্বর্ণের দুল পরবে, কিয়ামতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের দুল তার কানে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

٤٢٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ

مَيْمُوْنٍ الْقَنَّادِ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ.

৪২৩৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং সোনার জিনিস পরতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু কিলাবা (র) মুআবিয়া (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

টীকা ঃ যেসব হাদীসে নারীদের জন্যও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সম্ভবত এসব হাদীস ইসলামের প্রাথমিক যুগের। পরে নারীদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার জায়েয করা হয়েছে। তবে যারা প্রদর্শনী করে বেড়ানোর জন্য স্বর্ণালংকার পরবে তাদের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীসের হুকুম ঠিকই বহাল আছে (অনুবাদক)।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট—১

সুনান আবু দাঊদ ৫ম খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাঊদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ ৫ম খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাঊদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

৩৩২৬। তিরমিযী, বুয়ূ', বাবুত-তুজ্জার, নং ১২০৮; নাসাঈ, আয়মান, বাবুল লাগবি, নং ৩৮৩১; বুয়ূ', বাবুল-হালিফ; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাবুত তাওয়াক্কী, নং ২১৪৫।

৩৩২৮। ইবনে মাজা, সাদাকাত, বাবুল-কাফালা, নং ২৪০৬।

৩৩২৯। বুখারী, আয়মান, বাব ফাদলি মান ইসতাবরাআ; বুয়ূ', বাবুল-হালালি বায়্যিনুন; মুসলিম, মুসাকাত, বাব আখযিল হালাল, নং ১৫৯৯; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব তারকিশ-শুবুহাত, নং ১২০৫; নাসাঈ, বুয়ূ', বাব ইজতিনাবিশ-শুবুহাত, নং ৪৪৫৮; ইবনে মাজা, ফিতান, বাবুল উকূফ ইনদাশ শুবুহাত, নং ৩৯৮৪।

৩৩৩০। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৩৩৩১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৬০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৭৮।

৩৩৩৩। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২০৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৭৭।

৩৩৩৪। তিরমিযী, তাফসীর সূরা তাওবা, নং ৩০৭৮; ইবনে মাজা, বাবুল খুতবাতি ইয়াওমিন-নাহ্‌র, নং ৩০৫৫।

৩৩৩৫। বুখারী, বুয়ূ', বাব ইয়ামহাকুল্লাহুর-রিবা; মুসলিম, মুসাকাত, বাবুন নাহী আনিল হিলফি, নং ১৬০৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৬৬।

৩৩৩৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩০৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৯৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২০।

৩৩৩৭। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৯৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২১।

৩৩৪০। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৯৮।

৩৩৪১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৮৯।

৩৩৪৩। বুখারী, ফারাইয, বাব মান তারাকা মালান (আবু হুরায়রা); মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৯; তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৭০, ফারাইয, নং ২০৯১; ইবনে মাজা,

মুকাদ্দিমা, নং ৪৫, সাদাকাত, নং ২৪১৫; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৫; আবু দাঊদ, নং ২৯৫৫।

৩৩৪৫। বুখারী, হাওয়ালা, বাব ইযা আহালা; মুসলিম, বুয়ূ', বাব তাহরীম মাতলিল গানী, নং ১৫৬৪; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ঐ, নং ১৩০৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৯২ ও ৪৬৯৫; ইবনে মাজা, সাদাকাত, বাবুল হাওয়ালা, নং ২৪০৩।

৩৩৪৬। মুসলিম, নং ১৬০০; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ইসতিকরাদিল বা'ঈর, নং ১৩১৮; নাসাঈ, বুয়ূ', বাব ইসতিলাফিল-হায়াওয়ান, নং ৪৬২১; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাবুস-সালমি ফিল-হায়াওয়ান, নং ২২৮৫।

৩৩৪৭। নাসাঈ, বুয়ূ', বাবুয-যিয়াদাতি ফিল-ওয়ায্ন, নং ৪৫৯৪।

৩৩৪৮। বুখারী, বুয়ূ', বায়'ইত-তাআম ওয়াল-হুকরাতি, বায়'ইত-তামর বিত-তামর, বাব বায়'ইশ-শাঈর বিশ-শাঈর; মুসলিম, মুসাকাত, বাবুস সারফ্, নং ১৫৮৬; মুওয়াত্তা, বুয়ূ', বাব ঐ, তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৩, বাব ঐ; নাসাঈ, ঐ, বাব বায়'ইত-তাম্র..., নং ৪৫৬২; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব সারফিয-যাহাব, নং ২২৫৯-৬০।

৩৩৪৯। মুসলিম, মুসাকাত, বাবুস-সারফ, নং ১৫৮৭; তিরমিযী, বুয়ূ', বাবুল হিনতাতি, নং ১২৪০; নাসাঈ, ঐ, বাব বায়ইল বুর, নং ৪৫৬৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৫৪।

৩৩৫২। মুসলিম, মুসাকাত, বাব বায়'ইল কিলাদাতি, নং ১৫৯১; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ফী শিরাইল কিলাদাতি, নং ১২৫৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৭৭।

৩৩৫৩। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৯১।

৩৩৫৪। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৮৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬২।

৩৩৫৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৩৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬২৪।

৩৩৫৮। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০২; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৩৯, নাসাঈ, ঐ, বাব বায়'ইল হায়াওয়ান বিলহায়াওয়ান।

৩৩৫৯। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২২৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪৯; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৪; মুওয়াত্তা, বুয়ূ', বাব মা ইয়াকরাহু মিন বায়'ইত-তামর।

৩৩৬১। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইয-যাবীব, বাব বায়'ইয যার'ই বিত-তা'আম; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০০; মুওয়াত্তা, ঐ, বাব ফিল-মুযাবানা।

৩৩৬২। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইল মুযাবানা; শুরব; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪২; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০২; মুওয়াত্তা, ঐ, বাব বায়'ইল আরিয়্যা।

৩৩৬৩। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইস-ছামার; শুরব; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪৬।

৩৩৬৪। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইস সামার; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৪১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০১; মুওয়াত্তা, ঐ, বাব বায়'ইল আরিয়্যা।

৩৩৬৭। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৬; মুওয়াত্তা, ঐ; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৪।

৩৩৬৮। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৫৫।

৩৩৭০। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫২৯ (জাবির)।

৩৩৭১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২২৮; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৭।

৩৩৭২। বুখারী (তা'লীকান), বুয়ূ'।

৩৩৭৩। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৬।

৩৩৭৪। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৩১-২; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৮।

৩৩৭৫। মুসলিম, নং ১৫৫৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৮।

৩৩৭৬। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫২২; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৯৪।

৩৩৭৮। বুখারী, লিবাস, বাব ইশতিমালিস-সাম্মা; সালাত, সাওম, বুয়ূ', ইসতি'যান ইত্যাদি অধ্যায়; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫১৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ৩১৭০।

৩৩৮০। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইল গারার; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬২৬; মুওয়াত্তা মালেক, ঐ, বাব মা লা ইয়াজূযু মিন বায়'ইল হায়াওয়ান।

৩৩৮১। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৩৩৮৪। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৮; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪০২; বুখারী, ফী আলামাতিন-নুবূওয়াত।

৩৩৮৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৭।

৩৩৮৭। বুখারী, বুয়ূ', আল-হারছি; মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭৪৩।

৩৩৮৮। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮৮।

৩৩৮৯। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৭; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৪০; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৫৩।

৩৩৯০। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৫৯; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬১।

৩৩৯১। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯২৫।

৩৩৯২। বুখারী, আল-হারছ ওয়াল-মুযারাআ; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৭; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৩২।

৩৩৯৩। বুখারী ও মুসলিম (জাবির রা)।

৩৩৯৪। বুখারী, আল-হারছ ওয়াল-মুযারাআ; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১১২; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৩৫।

৩৩৯৫। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৮; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ১৯২৮; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৫।

৩৩৯৮। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৫৫; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬০।

৩৩৯৯। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯২০।

৩৪০০। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯২১; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৪৯।

৩৪০১। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৫৮।

৩৪০৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৬; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৬।

৩৪০৪। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৬।

৩৪০৫। বুখারী, মুসাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৯০; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯১০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৬।

৩৪০৮। বুখারী, মুযারাআ; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫১; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৮৩; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৭।

৩৪০৯। মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৫; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৬১।

৩৪১০। ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৮; যাকাত, নং ১৮২০।

৩৪১২। ঐ বরাত।

৩৪১৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৭।

৩৪১৮। বুখারী, ইজারা, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাম, নং ২২০১; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৬; আবু দাউদ, নং ৩৯০০।

৩৪১৯। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাম, নং ৬৬।

৩৪২১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৫; মুসলিম, মুসাকাত, নং ৪০।

৩৪২২। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৬৬।

৩৪২৩। বুখারী, বুয়ূ', ইজারা।

৩৪২৪। বুখারী, ইজারা, বুয়ূ'; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৭৭; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৮।

৩৪২৫। বুখারী, ইজারা, বাব কাসবিল-বিগা।

৩৪২৬। আবু দাউদ, নং ৩৪২৭।

৩৪২৯। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৭৫।

৩৪৩৩। বুখারী, মুসাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ৮০; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৪৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৪০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১০।

৩৪৩৪। নাসাঈ (মাওকুফ হাদীসরূপে); বুখারী, মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৩; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১০।

৩৪৩৬। বুখারী, বুয়ূ' (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, ঐ, নং ১৫১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০৩; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৯।

৩৪৩৭। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২১ ও ১২২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০৫।

৩৪৩৮। বুখারী, বুয়ূ', মুসলিম, ঐ, নং ১৫১৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫১০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৪।

৩৪৩৯। বুখারী, বুয়ূ', ইজারা; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৭।

৩৪৪০। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৯৭।

৩৪৪২। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২২; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৬।

৩৪৪৩। বুখারী, বুয়ূ', মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৪।

৩৪৪৪। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৫২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৯৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৩৯।

৩৪৪৫। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৪।

৩৪৪৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৪০।

৩৪৪৭। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৫; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৪।

৩৪৪৯। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৩।

৩৪৫১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩১৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০০।

৩৪৫২। মুসলিম, ঈমান, নং ১৭৪; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩১৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৪।

৩৪৫৪। বুখারী, বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৩১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৪৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮১।

৩৪৫৫। উপরোক্ত বরাত।

৩৪৫৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৭৭।

৩৪৫৭। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮২।

৩৪৫৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৮।

৩৪৫৯। বুখারী বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৩২; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৪৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৬২।

৩৪৬০। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৯৯।

৩৪৬৩। বুখারী, সালাম; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৪; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩১১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬২০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮০।

৩৪৬৪। বুখারী, সালাম, বাবুস-সালাম ফী ওয়ায্ন মা'লূম; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮২।

৩৪৬৮। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮৩।

৩৪৬৯। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৩৪ ও ৪৬৮২; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৫৬; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৫৫।

৩৪৭০। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৪; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৩১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৯।

৩৪৭৩। বুখারী, শুরব; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৬৬; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭২; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪২৮।

৩৪৭৪। বুখারী, আশরিবা, তাওহীদ, শাহাদাত, বাব ২২, আহ্কাম, বাব ৪৮; মুসলিম, ঈমান, নং ১৭৩; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৬৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০৭, জিহাদ, নং ২৮৭০; তিরমিযী, সিয়ার (অংশবিশেষ), নং ১৫৯৫।

৩৪৭৫। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৪৭৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৬৬; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৭৬।

৩৪৮০। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮০; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৫০, তিজারাত, নং ২১৬১; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৭১।

৩৪৮১। বুখারী, বুয়ূ', ইজারা, তালাক, তিব্ব; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৬৭; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৬ ও ১১৩৩; নিকাহ, বাব কারাহিয়াতি মাহ্রিল বিগা, তিব্ব, নং ২০৭২; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৭০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৯।

৩৪৮৩। বুখারী, বুয়ূ', বাব ছুমুনিল কাল্ব।

৩৪৮৪। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪২৯৮।

৩৪৮৬। বুখারী, বুয়ূ', মাগাযী; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৮১; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৭৩; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৬৭।

৩৪৯০। বুখারী, মাসাজিদ, বুয়ূ', তাফসীর সূরা আল-বাকারা; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৮০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৬৭।

৩৪৯১। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৪৯২। বুখারী, বুয়ূ', মুহারিবীন; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬০৮; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৬।

৩৪৯৩। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬০৯।

৩৪৯৪। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইত-তাআম কাবলা আন ইউক্বাদা; মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১১; ইবনে মাজা, তিজারার্ত, নং ২২২৯।

৩৪৯৫। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬০৮।

৩৪৯৬। বুখারী, বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৫; তিরমিযী, ঐ, ১২৯১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬০৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৭।

৩৪৯৭। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইতি-তাআম কাবলা আন ইউক্বাদা; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬০৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৭।

৩৪৯৮। বুখারী, বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১২।

৩৫০০। বুখারী, বুয়ূ', ইসতিকরাদ, খুসূমাত, হিয়াল; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৮৯।

৩৫০১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৯০।

৩৫০২। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৯৬।

৩৫০৩। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৩২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮৭।

৩৫০৪। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮৮।

৩৫০৫। বুখারী, ওয়াকালা, মাসাজিদ, ইসতিকরাদ, হেবা, শুরূত, জিহাদ, নিকাহ, নাফাকাত, দা'ওয়াত; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১০৯; সালাতুল মুসাফিরীন, রিদা, ইমারাত; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৩; নাসাঈ, বুয়ূ', ৪৬৪১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০৫।

৩৫০৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৪৫, আরো দ্র. নং ২২৪৪।

৩৫০৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৯৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৪২ ও ২২৪৩।

৩৫১০। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮৬।

৩৫১১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৫২।

৩৫১২। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮৬; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭০।

৩৫১৩। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৮; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৫০।

৩৫১৪। বুখারী, শুফ্আ, বুয়ূ', শিরকাত, হিয়াল; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭০, বুয়ূ', নং ১৩১২; ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৭।

৩৫১৫। ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭০৯।

৩৫১৬। বুখারী, শুফ্আ, হিয়াল; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৬; ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৮।

৩৫১৭। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৮।

৩৫১৮। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৯; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৫০; ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৪।

৩৫১৯। বুখারী, ইসতিকরাদ; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৯; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৮০; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ৪৩৫৮।

৩৫২২। মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (মুরসাল)।

৩৫২৩। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬০।

৩৫২৬। বুখারী, রাহ্ন; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৪; ইবনে মাজা, রাহ্ন, নং ২৪৪০।

৩৫২৮। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৫৮; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৫৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৩৭।

৩৫২৯। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৫৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৩৭।

৩৫৩০। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯২, আরো দ্রষ্টব্য নং ২২৯১।

৩৫৩১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৮৫।

৩৫৩২। বুখারী, বুয়ূ', বাব ৯৫; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯৩।

৩৫৩৩। বুখারী, বুয়ূ', বাব ৯৫; মুসলিম, আকদিয়া, নং ৮; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪২২।

৩৫৩৫। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৪।

৩৫৩৬। বুখারী, হেবা; তিরমিযী, বিররু, নং ১৯৫৪।

৩৫৩৭। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৯৪০।

৩৫৩৮। বুখারী, হেবা; মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২২; নাসাঈ, হেবা, নং ৩৭২১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮৫।

৩৫৩৯। তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১৩৩; নাসাঈ, হেবা, নং ৩৭২০; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৭৭।

৩৫৪০। নাসাঈ ও ইবনে মাজা, উপরোক্ত বরাত।

৩৫৪২। বুখারী, হেবা; মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২৩; নাসাঈ, নাহ্‌ল, নং ৩৭১১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৭৫; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৬৭।

৩৫৪৩। মুসলিম, হিবাত, নং ১২; নাসাঈ, নাহ্‌ল, নং ৩৭০২।

৩৫৪৪। নাসাঈ, নাহ্‌ল, নং ৩৭১৭।

৩৫৪৫। মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২৪।

৩৫৪৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮৮।

৩৫৪৮। বুখারী, উমরা; নাসাঈ, নাহল, নং ৩৭৮৬; মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২৬।

৩৫৪৯। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৯।

৩৫৫০। বুখারী, উমরা; মুসলিম, হিবাত, বাবুল-উমরা; নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৮২।

৩৫৫১। নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৭৯।

৩৫৫২। নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৭৩।

৩৫৫৩। মুসলিম, হিবাত, বাব আল-উমরা।

৩৫৫৬। নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৬২।

৩৫৫৮। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৫১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮৩; নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৭০।

৩৫৫৯। নাসাঈ, রুকবা, নং ৩৭৩৭; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮১।

৩৫৬১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৬; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪০০।

৩৫৬৫। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৫ (সংক্ষেপে); ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৩৯৮।

৩৫৬৭। বুখারী, মাজালিম; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৫৯; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৩৪।

৩৫৬৯। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৩২।

৩৫৭০। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৫৭১। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২৫।

৩৫৭২। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩০৮।

৩৫৭৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩১৫।

৩৫৭৪। বুখারী, ই'তিসাম, বাব আজবিল হাকিম ইযা ইজতাহাদা; মুসলিম, আক্দিয়া, নং ১৭১৬; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩১৪; তিরমিযী, আহ্কাম, বাব আল-কাদী ইউসীবু... (আবু হুরায়রা); নাসাঈ, আকদিয়া, নং ৫৩৮৩ (আবু হুরায়রা)।

৩৫৭৮। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২৩-২৪।

৩৫৭৯। বুখারী, আহ্কাম, বাব মা ইয়াক্রাহু মিনাল-হিরসি আলাল-ইমারাহ; মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৭৩৩; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৩৮৪।

৩৫৮০। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩৭।

৩৫৮২। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩১ (সংক্ষেপে)।

৩৫৮৩। বুখারী, শাহাদাত, হিয়াল, বাব ১০, আহ্কাম, বাব ২০; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৩; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩৯; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪০৩; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩১৭।

৩৫৮৯। বুখারী, আহ্কাম; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৭; নাসাঈ, কুদাত, নং ৪৫০৮; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩১৬।

৩৫৯১। নাসাঈ, কুদাত, নং ৪৭৩৭।

৩৫৯২। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২৭।

৩৫৯৩। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৫৯৫। বুখারী, খুসূমাত, সুল্হ, সালাত; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৮; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪১০; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪২৯।

৩৫৯৬। মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৯; তিরমিযী, শাহাদাত, নং ২২৯৬; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬৪।

৩৫৯৯। তিরমিযী, শাহাদাত, নং ২৩১০; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৭২।

৩৬০১। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬৬; তিরমিযী, শাহাদাত, নং ২২৯৯।

৩৬০২। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬৭।

৩৬০৩। বুখারী, শাহাদাত; তিরমিযী, রিদা', নং ১১৫১; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৩২।

৩৬০৬। তিরমিযী, তাফসীর সূরা মাইদা, নং ৩০৬১; বুখারী, ওয়াসায়া, বাব ৩৫, নং ২৭৮০।

৩৬০৭। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৫১।

৩৬০৮। মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১২; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৭০।

৩৬১০। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩৬৮।

৩৬১৩। নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪২৬; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৩০।

৩৬১৫। পূর্বোক্ত নাসাঈ।

৩৬১৬। নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৪৬।

৩৬১৭। বুখারী, শাহাদাত, বাব ইযা তাসারা'আ কাওমুন ফিল-ইয়ামীন।

৩৬১৮। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২৯।

৩৬১৯। বুখারী, শাহাদাত ও হুদূদ; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১১; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ৫৪২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩২১।

৩৬২১। বুখারী, খুসূমাত; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২২; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৯৯।

৩৬২৩। মুসলিম, আয়মান, নং ১৩৯; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৪০।

৩৬২৮। ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪২৭; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৯৪।

৩৬২৯। ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪২৮।

৩৬৩০। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৭; নাসাঈ, কাতউস সারিক, নং ৪৮৭৯।

৩৬৩৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩৩৮; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬১৩।

৩৬৩৪। বুখারী, মাজালিম, আশরিবা, বাব ৩৪; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৯; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩৩৫।

৩৬৩৫। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪১; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৪২।

৩৬৩৭। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৩; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪০৯; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৮০; মুকাদ্দিমা, বাব তা'জীমি হাদীসি রাসূলিল্লাহ (সা), নং ১৫; বুখারী, শুরব, মুসাকাত; মুসলিম, ফাদাইল, নং ১২৯।

৩৬৩৯। ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৮২।

৩৬৪১। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৩; তিরমিযী, ইল্ম, ২৬৮৩ নং হাদীসের পরে।

৩৬৪৩। মুসলিম, যিক্র, নং ২৯৯৯; তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৪৮।

৩৬৪৫। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৬; বুখারী, আহ্কাম, বাব হাল ইয়াজূযু তারজুমান ওয়াহিদ।

৩৬৪৮। মুসলিম, যুহ্দ, নং ৩০০৪; তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৬৭।

৩৬৪৯। বুখারী, ইল্ম, বাব কিতাবাতিল ইল্ম; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬৬৯।

৩৬৫১। বুখারী, ইল্ম, (৩৮) বাব ইছমি মান কাযাবা আলান-নাবিয়্যি (সা); জানাইয, বাব ৩৩; আম্বিয়া, বাব ৫০; আদাব, বাব ১০৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৩৬৫; মুসলিম, যুহ্দ, বাব ১৬, নং ৩০০৪/৭৫১০ (৭২); তিরমিযী, ফিতান, বাব ৭০, ইল্ম, বাব ৮ ও ১৩, তাফসীর, বাব ১, মানাকিব, বাব ১৯; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ২৫ ও ৪৬; আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ৭, ৮৩, ১২৩, ১৫০ ইত্যাদি।

৩৬৫২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৫৩ (তাফসীর বির-রায়)।

৩৬৫৪। বুখারী, মানাকিব, বাব ২৩; মুসলিম, যুহ্‌দ, নং ৭১, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৩।

৩৬৫৫। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৪৩; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৩।

৩৬৫৭। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৩।

৩৬৫৮। তিরমিযী, ইল্‌ম, নং ২৬৪৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২৬১।

৩৬৬০। তিরমিযী, ইল্‌ম, নং ২৬৫৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২৩০; মানাসিক, নং ৩৫০৬, বাব খুতবাতি ইয়াওমিন-নাহ্‌র।

৩৬৬১। বুখারী, জিহাদ, ফাদাইলুস সাহাবা, মাগাযী; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪০৬।

৩৬৬৩। বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৫০; তিরমিযী, ইল্‌ম, বাব ১৩, নং ২৬৭১; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ৪৬; আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ১৫৯, ২০২, ২১৪।

৩৬৬৪। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ২৩, নং ২৫২; তিরমিযী, ইল্‌ম, বাব ৬, নং ২৬৫৫ (প্রায় অনুরূপ)।

৩৬৬৬। ইবনে মাজা, যুহ্‌দ, নং ৪১২২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৩৫৪; মুসলিম, যুহ্‌দ, নং ৭৪৬৩; আহ্‌মাদ, ২ খ, পৃ. ১৬৯।

৩৬৬৮। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা, নং ৩০২৭।

৩৬৬৯। বুখারী, আশরিবা, তাফসীর সূরা মাইদা; মুসলিম, তাফসীর, নং ৩০৩২; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৫৮১।

৩৬৭০। নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৫৪২; তিরমিযী, তাফসীর সূরা মাইদা, নং ৩০৫৩।

৩৬৭১। তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা, নং ৩০২৯।

৩৬৭৪। ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৩৮০।

৩৬৭৫। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৩; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৯৪।

৩৬৭৬। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৭৯।

৩৬৭৮। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৭৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৭৫।

৩৬৭৯। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০০৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৬২; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৮৯।

৩৬৮০। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৬৩ (ইবনে উমার, অনুরূপ); ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৭৭।

৩৬৮১। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৩।

৩৬৮২। বুখারী, আশরিবা, বাবুল খামর মিনাল-বিত'; মুসলিম, ঐ, ২০০১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৬৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৯৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৮৬।

৩৬৮৪। বুখারী, আহ্‌কাম; মুসলিম, আশরিবা, নং ১৭৩৩; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৬০৬ (অনুরূপ)।

৩৬৮৬। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৬৭।

৩৬৮৮। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০২০।

৩৬৯০। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৪৬।

৩৬৯১। মুসলিম, আশরিবা, নং ৪৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬২২।

৩৬৯২। বুখারী, ঈমান, ইল্‌ম; মুসলিম, ঐ, নং ১৭; আশরিবা, নং ৩৯; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০৩৪; তিরমিযী, ঈমান, নং ১৭৪১।

৩৬৯৩। মুসলিম, আশরিবা, নং ৩৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৪৯।

৩৬৯৪। নাসাঈ (মুসনাদ-মুরসাল); মুসলিম, ঈমাম, নং ১৮।

৩৬৯৭। নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫১৭৩।

৩৬৯৮। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৭; আশরিবা, নং ৬৪; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৬৫৬; তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৭০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪০৫।

৩৬৯৯। বুখারী, আশরিবা; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭১।

৩৭০০। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ২০০০।

৩৭০২। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৯৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪০০।

৩৭০৩। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ১৯৮৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭৭।

৩৭০৪। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৬৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৭।

৩৭০৫। নাসাঈ, আশরিবা, বাব ৪, নং ৫৫৪৯।

৩৭১০। নাসাঈ, আশরিবা, বাব ৫৬, নং ৫৭৩৮।

৩৭১১। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭২।

৩৭১৩। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৭৪১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৯।

৩৭১৪। বুখারী, তাফসীর সূরা তাহ্‌রীম; মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭৪; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৫০।

৩৭১৫। বুখারী, আশরিবা, তালাক; মুসলিম, তালাক, নং ২১; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৩২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩২৩।

৩৭১৬। নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৬১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪০৯।

৩৭১৭। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২৪ (অনুরূপ); তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪২৪।

৩৭১৮। বুখারী, আশরিবা; নাসাঈ, তাহারাত।

৩৭১৯। বুখারী, আশরিবা; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৬; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪২১; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৫৩।

৩৭২০। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪১৮।

৩৭২১। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৯২।

৩৭২৩। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৬৭; তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৭৯; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪১৪।

৩৭২৪। বুখারী, আশরিবা; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৩২।

৩৭২৫। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৮১; তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৯৫; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪৩৪।

৩৭২৬। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ২০২৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৯৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪২৫।

৩৭২৭। মুসলিম, আশরিবা, নং ২২০৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৮৫।

৩৭২৮। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৮৯-৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪২৮; বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (আবু কাতাদা)।

৩৭২৯। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪২; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫৭১।

৩৭৩০। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫১।

৩৭৩১। বুখারী, আশরাবি; মুসলিম, ঐ, নং ২০১২।

৩৭৩২। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১২; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৬১, আতইমা, নং ১৮১৩; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪১০।

৩৭৩৪। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ২০১০।

৩৭৩৬। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২৯।

৩৭৩৭। মুসলিম, নিকাহ, নং ৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৪।

৩৭৩৮। মুসলিম, নিকাহ, নং ১০০।

৩৭৪০। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩০; ইবনে মাজা, সিয়াম, নং ১৭৫১।

৩৭৪২। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ৩৫২১/১০৭/১৪৩২ ও ৩৫২৫/১১০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৩; দারিমী, আতইমা, বাব ২৮; মুওয়াত্তা, নিকাহ, বাব ৫০; আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ২৪১, ২৬৭, ৪০৫।

৩৭৪৩। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯০৮।

৩৭৪৪। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১০৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯০৯।

৩৭৪৮। বুখারী, আদাব, রিকাক; মুসলিম, লুকতা, নং ১৪; ঈমান, নং ৪৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৫।

৩৭৫০। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৭।

৩৭৫২। বুখারী, আদাব, মাজালিম; মুসলিম, লুকতা, নং ১৭২৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৯; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৬।

৩৭৫৫। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৬০।

৩৭৫৭। বুখারী, আযান; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৫৯; সালাত, নং ৩৫৪।

৩৭৬০। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৮।

৩৭৬১। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৭।

৩৭৬৩। বুখারী, মানাকিব, বাব সিফাতিন-নাবিয়্য (সা); মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৬৪; তিরমিযী, বিরর, নং ২০৩২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৫৯।

৩৭৬৫। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৮; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮৭।

৩৭৬৬। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৭।

৩৭৬৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৫৯।

৩৭৬৯। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৩১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৬২।

৩৭৭০। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২৪৪।

৩৭৭১। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৪, তিরমিযী, শামাইল, নং ১৪৪।

৩৭৭২। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৭৭।

৩৭৭৩। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৬৩।

৩৭৭৬। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২০; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০০।

৩৭৭৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৫৮; বুখারী, আতইমা, বাবুল-আকলি মাআল-খাদিম; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৬৭।

৩৭৮১। বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৩; তাফসীর সূরা ১৭; মুসলিম, ঈমান, নং ৩২৭-২৮; তিরমিযী, আতইমা, বাব ৩৪; কিয়ামাত, বাব ১; ইবনে মাজা, আতইমা, বাব ২৮; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৩৯৪।

৩৭৮২। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪১; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৫১।

৩৭৮৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৬৫; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৩০।

৩৭৮৫। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৫; ইবনে মাজা, যাবাইহ, নং ৩১৮৯।

৩৭৮৬। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৫৩।

৩৭৮৮। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার; যাবাইহ্, বাব লুহূমিল হিমার; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৪১; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯৪; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৩২; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৯১ (নাহ্‌ওয়াহু)।

৩৭৯০। ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৯৮; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৩৬।

৩৭৯১। বুখারী, আকীকা; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৩; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯০; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩১৭।

৩৭৯৩। বুখারী, আকীকা; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৪৫; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৪১।

৩৭৯৪। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৪৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৪১।

৩৭৯৫। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩২৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৩৮।

৩৭৯৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৯।

৩৮০১। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯২; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৩৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩২৮।

৩৮০২। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩২; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯৭; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৩২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৩০।

৩৮০৩। মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩৪।

৩৮০৫। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৩৪।

৩৮০৬। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৩৭; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৯৮।

৩৮০৭। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮০; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৫০।

৩৮০৮। বুখারী, যাবাইহ্, বাব লুহূমিল-হুমুরিল-ইনসিয়া।

৩৮১১। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৫২।

৩৮১২। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯২২; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২২; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৬১।

৩৮১৩। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২১৯, বাব সায়দিল হীতান।

৩৮১৫। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৪৭, বাবুত-তাফী মিন সায়দিল বাহ্‌র।

৩৮১৮। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৪১।

৩৮২০। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৫২; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪০; নাসাঈ, আয়মান, নং ২৮২৭; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩১৭।

৩৮২১। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৮২২। বুখারী, আযান, আতইমা, ই'তিসাম; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৭; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭০৮; ইবনে মাজা, ইকামাতিস সালাত।

৩৮২৮। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৯

৩৮৩১। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৬; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৬; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩২৭।

৩৮৩২। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৩৩।

৩৮৩৪। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৫; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৫।

৩৮৩৫। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৩; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩২৫।

৩৮৩৬। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৪।

৩৮৩৭। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৩৪।

৩৮৩৯। বুখারী, যাবাইহ্, বাব সায়দিল কাওস; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩০; তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৬৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২০৭।

৩৮৪০। মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৫৮।

৩৮৪১। বুখারী, যাবাইহ্; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯৯; নাসাঈ, ফার' ওয়া আতীরা, নং ৪২৬৩।

৩৮৪২। তিরমিযী, আতইমা, ১৭৯৯ নং হাদীসের পরে।

৩৮৪৪। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক, বাব ১৭, নং ৩৩২০; তিব্ব, বাব ৫৮, নং ৫৭৮২;

ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫০৪-৫; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৬৭; দারিমী, আতইমা, বাব ১২; আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ২২৯, ২৪৬, ২৬৩ ইত্যাদি।

৩৮৪৫। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৩৪; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৪।

৩৮৪৬। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬৩, বাব ইতআমিল মিসকীন।

৩৮৪৭। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৩১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৬৯; নাসাঈ; মুসলিম, আতইমা, নং ২০২৩।

৩৮৪৮। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৩২ ও ২১৩২।

৩৮৪৯। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৮৪।

৩৮৫০। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫৩।

৩৮৫২। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৯৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৬০-৬১।

৩৮৫৫। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৩৬।

৩৮৫৬। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৪২।

৩৮৫৭। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৭৬; বুখারী, ঐ, বাব ১৩; মুসলিম, মুসাকাত, নং ২২০৫; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ৪৮; তিব্ব, বাব ৯ ও ১২; মুওয়াত্তা, ইসতি'যান, বাব ২৭; আহমাদ, ১খ, পৃ. ১৮; ৩খ, পৃ. ১০৭।

৩৮৫৮। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫০২।

৩৮৫৯। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৮৪।

৩৮৬০। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৮৩।

৩৮৬৩। নাসাঈ, মানাসিক, নং ২৮৫১।

৩৮৬৪। মুসলিম, সালাম, নং ২২০৭; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৩।

৩৮৬৫। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৯০।

৩৮৬৬। মুসলিম, সালাম, নং ২২০৮; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৪।

৩৮৬৭। বুখারী, তিব্ব, বাবুস-সুউত; মুসলিম, সালাম, নং ৭৬; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৮।

৩৮৭০। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৫৯।

৩৮৭১। নাসাঈ, ফার', নং ৪৩৬০, বাব আদ-দিফদা'।

৩৮৭২। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, ঈমান, নং ১০৯; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৪; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৭; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৬০।

৩৮৭৩। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫০০; মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৪; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৭।

৩৮৭৬। বুখারী, আতইমা, তিব্ব; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৭, আহমাদ, ১খ, পৃ. ১৮১।

৩৮৭৭। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২৮৭; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৬২।

৩৮৭৮। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৬৬; তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯৪।

৩৮৭৯। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮৭ ও ২১৮৮।

৩৮৮১। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০১২; আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৪৫৩।

৩৮৮২। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৭৭; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০১১; নাসাঈ, ঐ।

৩৮৮৩। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩০, বাব তা'লীকিত-তামাইম।

৩৮৮৪। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫৮, বাব ফির-রুখসাতি ফির-রুক্‌য়া।

৩৮৮৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৭৩।

৩৮৮৬। মুসলিম, সালাম, নং ২২০০, বাব লা বা'সা বির-রুকা।

৩৮৮৮। আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৪৮৬।

৩৮৮৯। বুখারী, তিব্ব এবং মুসলিম, সালাম, নং ২১৯৩ (আইশা); মুসলিম, সালাম, নং ২১৯৬; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬৭ এবং ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫১৬ (আনাস ইবনে মালেক)।

৩৮৯০। বুখারী, তিব্ব, বাব রুক্‌য়াতিন-নাবিয়্যি (সা); তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৭৩।

৩৮৯১। মুসলিম, সালাম, নং ২২০২ (অনুরূপ); তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৮১; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২২।

৩৮৯২। মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ২১।

৩৮৯৩। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫১৯।

৩৮৯৪। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার।

৩৮৯৫। বুখারী, তিব্ব, বাব রুক্‌য়াতিন নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, সালাম, নং ২১৯৪; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২১।

৩৮৯৬। আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ২১১; আবু দাউদ, নং ৩৪২০।

৩৮৯৮। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫১৮ এবং মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭০৯; (আবু হুরায়রা)।

৩৯০০। বুখারী, ইজারা, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২২০১; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৬; আবু দাউদ, নং ৩৪১৮।

৩৯০২। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, মাগাযী, বাব মারাদিন-নাবিয়্যি (সা) ওয়া ওয়াফাতিহি; মুসলিম, সালাম, নং ২১৯২; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২৯।

৩৯০৩। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩২৪।

৩৯০৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩৯।

৩৯০৫। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২৬; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ২২৭ ও ৩১১।

৩৯০৬। বুখারী, সালাতুল ইসতিসকা', মাগাযী, বাব গাযওয়া হুদায়বিয়া; মুসলিম, ঈমান, নং ৭১; নাসাঈ, ইসতিসকা', নং ১৫২৬; বুখারী, আযান, বাব ইয়াসতাকবিলুল ইমাম ইযা সাল্লামা ও মুসলিম, ঈমান, নং ৭২ এবং নাসাঈ, ইসতিসকা', নং ১৫২৫ (আবু হুরায়রা, অনুরূপ)।

৩৯০৭। মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৪৭৭।

৩৯০৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৩৭ (বিস্তারিত), সালাম, নং ১২১; নাসাঈ, সাহ্‌ব (ভুল), নং ৯৩০।

৩৯১০। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৪; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩৮।

৩৯১১। বুখারী, তিব্ব, বাব লা সাফারা, লা হামাহ; মুসলিম, সালাম, নং ২২২০।

৩৯১২। মুসলিম, সালাম, নং ১০৬।

৩৯১৩। মুসলিম, সালাম, নং ১০২-১০৯, ১১১-১১৪, ১১৬ (জাবির)।

৩৯১৬। বুখারী, তিব্ব, বাব আল-ফা'ল; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৫; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩৭।

৩৯২০। মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ২৫৭, ৩০৪, ৩১৯, ৫খ, পৃ. ৩৪৭।

৩৯২২। বুখারী, তিব্ব, নিকাহ, জিহাদ; মুসলিম, সালাম, নং ২২২৫; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২৫; নাসাঈ, হিয়াল, নং ৩৫৯৮; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৯৫; মুওয়াত্তা, ইসতি'যান; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৮, ৩৬, ১১৫, ১২৬।

৩৯২৫। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৮; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৪২; মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (আশ-শারীদ ইবনে ইউসুফ)।

৩৯২৭। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬০; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫১৯।

৩৯২৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬১; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২০।

৩৯২৯। বুখারী, যাকাত, বুয়ূ', মুকাতিব, কাফফারাত, ফারাইদ, শুরূত; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০৪; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৬; ওয়ালাআ, নং ২১২৬; ইবনে মাজা, ইত্‌ক নং ২৫২১; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৫; তালাক, নং ৩৪৭৭, বুয়ূ', নং ৪৬৪৬।

৩৯৩০। বুখারী, মুকাতিব; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ৮; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৫; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২১।

৩৯৩২। ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৬।

৩৯৩৬। বুখারী, শিরকাত; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৭; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০২; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৮।

৩৯৩৭। বুখারী, ইত্‌ক, শিরকাত; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৪; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৮; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৭।

৩৯৪০। বুখারী, ইত্‌ক, মুসলিম, ঐ, নং ১৫০১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৩; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৮।

৩৯৪১। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৯৪২। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৩।

৩৯৪৩। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, ঈমান, নং ৪৮; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০২।

৩৯৪৬। মুসলিম, আয়মান, নং ৫১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৭; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০২।

৩৯৪৭। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, আয়মান, নং ৫০; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৩।

৩৯৪৯। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৫; ইবনে মাজা, ইত্ক, নং ২৫২৪।

৩৯৫১। তিরমিযী, আহ্কাম, বাব ২৮; ইবনে মাজা, ইত্ক, বাব ৫; আহ্মাদ, ৫খ., পৃ. ১৫ ও ১৮।

৩৯৫৪। ইবনে মাজা, ইত্ক, নং ২৫১৭।

৩৯৫৫। বুখারী, কাফ্ফারাত, ইক্রাহ; মুসলিম, আয়মান, নং ৫৯; ইবনে মাজা, ইত্ক, নং ২৫১৩; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪৭।

৩৯৫৭। মুসলিম, ঈমান, নং ৫৮; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪৭।

৩৯৫৮। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬৮; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৪; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬০; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৪৫।

৩৯৬১। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬০।

৩৯৬২। বুখারী, শুরব; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৩; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৪; ইবনে মাজা, ইত্ক, নং ২৫২৯।

৩৯৬৫। তিরমিযী, জিহাদ; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮১২।

৩৯৬৬। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৪৪।

৩৯৬৭। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৪৭; ইবনে মাজা, ইত্ক, নং ২৫২২।

৩৯৬৮। তিরমিযী, তাফসীর সূরা বাকারা, নং ২৯৭১; ইবনে মাজা, ইকামাতিস সালাত, ১০০৮; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৬২।

৩৯৭০। বুখারী, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৭৮৮; আবু দাউদ, নং ১২৩১।

৩৯৭১। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল ইমরান, নং ৩০১২।

৩৯৭২। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭০৬; নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৪৫০; আবু দাউদ, নং ১৫৪০।

৩৯৭৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩৮; সাওম, নং ৭৮৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৭, আবু দাউদ, নং ১৪২।

৩৯৭৪। বুখারী, তাফসীর সূরা আল ইমরান।

৩৯৭৬। তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৩০।

৩৯৭৮। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩৭।

৩৯৭৯। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩৭।

৩৯৮২। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩২।

৩৯৮৩। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩২।

৩৯৮৪। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৩৪।

৩৯৮৫। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৩৪।

৩৯৮৬। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৩৫।

৩৯৮৭। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৯৬; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৫৯; বুখারী, সিফাতুল জান্নাত; মুসলিম, জান্নাত।

৩৯৮৮। তিরমিযী, তাফসীর সূরা সাবা, নং ৩২২০।

৩৯৮৯। বুখারী, তাফসীর সূরা হিজরর ও সাবা; তিরমিযী, তাফসীর সূরা সাবা, নং ৩২২১; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৪।

৩৯৯১। তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৩৯।

৩৯৯২। বুখারী, তাফসীর সূরা যুখরুফ; মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭১; তিরমিযী, সালাত, নং ৫০৮।

৩৯৯৩। তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৪১।

৩৯৯৪। ঐ বরাত, নং ২৯৩৮।

৪০০০। তিরমিযী, কিরাআত, ২৯২৯ নং হাদীসের পরে।

৪০০১। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯২৮।

৪০০২। বুখারী, তাফসীর সূরা ইয়াসীন, বাদউল খাল্‌ক, তাওহীদ; মুসলিম, ঈমান, নং ১৫৯; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২২৫, ফিতান।

৪০০৩। আবু দাউদ, সালাত, নং ১৪৬০; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮১০।

৪০০৪। বুখারী, তাফসীর সূরা ইউসুফ।

৪০০৬। বুখারী, তাফসীর (আবু হুরায়রা); মুসলিম, তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৫৯।

৪০০৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৪৯।

৪০১০। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৫০।

৪০১১। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪৮।

৪০১২। নাসাঈ, গুসল, নং ৪০৬।

৪০১৩। নাসাঈ, গুসল, নং ৪০৭।

৪০১৫। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৬০; আবু দাউদ, নং ৩১৪০।

৪০১৬। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৪১।

৪০১৭। তিরমিযী, আদাব, নং ২৬৭০; আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ৩।

৪০১৮। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৭; হায়েয, নং ৩৩৮; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৯৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৬১।

৪০২০। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬৭।

৪০২৩। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫৪; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৮৫।

৪০২৪। বুখারী, লিবাস, আদাব, জিহাদ, মানাকিবুল আনসার।

৪০২৫। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬২।

৪০২৭। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬৫।

৪০২৮। বুখারী, লিবাস, হিবা; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৫৮; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩২৬।

৪০২৯। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০৭।

৪০৩১। আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৫০, নং ৫১১৪, আরো দ্রষ্টব্য নং ৫১১৫ ও ৫৬৬৭।

৪০৩২। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮১, ফাদাইলুস-সাহাবা, নং ২৪২৪; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৪; আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ১৬২।

৪০৩৩। তিরমিযী, কিয়ামাত, নং ২৪৮১; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৬২।

৪০৩৬। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮০।

৪০৩৮। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-হাক্কা, নং ৩৩১৮।

৪০৩৯। বুখারী (তা'লীকান), আশরিবা, বাব ফীমান ইসতাহিল্লুল খাম্‌র।

৪০৪০। বুখারী, লিবাস, আদাব, জুমুআ, হিবা, বুয়ূ'; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৬৮, নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৯৭।

৪০৪১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

৪০৪২। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ১৪; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩১৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯৩।

৪০৪৩। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৭১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩০০।

৪০৪৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৭৮; তিরমিযী, সালাত, নং ২৬৪, লিবাস, নং ১৭৩৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ১০৪১; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০২।

৪০৪৬। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪০৪৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৯।

৪০৪৯। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯৪ ও ৫১১৩।

৪০৫১। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৫৪; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৬৮।

৪০৫২। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৫৬; নাসাঈ, কিবলা, নং ৭৭২; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৫০।

৪০৫৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৯৪।

৪০৫৬। বুখারী, লিবাস, হজ্জ; মুসলিম, লিবাস, হজ্জ; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৭৬; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯২; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭২২।

৪০৫৭। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৪৭; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭২০ (আবু মূসা); নাসাঈ, যীনাত, বাব তাহ্‌রীমি লুবসিয-যাহাব।

৪০৫৮। বুখারী, লিবাস; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৯৮; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৯৯।

৪০৬০। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৮৮; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩১৭।

৪০৬১। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯৪; লিবাস, নং ১৭৫৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৬৬; জানাইয, নং ১৪৭২।

৪০৬৩। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২০।

৪০৬৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৮৮; বুখারী, লিবাস; মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৮৭।

৪০৬৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩২১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৩।

৪০৬৬। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০৩।

৪০৬৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৮।

৪০৭২। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৭; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৯৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৬০৩।

৪০৭৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৮; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৩৫; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৮৭২; যীনাত, নং ৫৩৪৬; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৮৫, জিহাদ, নং ২৮২২।

৪০৭৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৮৭, জিহাদ, নং ২৮২১।

৪০৭৮। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮৫।

৪০৮০। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪২ (আবু সাঈদ আল-খুদরী)।

৪০৮১। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৯৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪৪।

৪০৮২। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৭৮।

৪০৮৩। বুখারী, লিবাস, বাব আত-তাকান্নু' ফী ওয়াসফি হিজরাতিন-নাবিয়্যি (সা)।

৪০৮৪। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২২।

৪০৮৫। বুখারী, লিবাস; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৩৭।

৪০৮৬। আবু দাঊদ, সালাত, নং ৬৩৮।

৪০৮৭। মুসলিম, ঈমান, নং ১০৬; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২১১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৩৫; বুয়ূ', নং ৪৪৬৪; যাকাত, নং ২৫২৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০৮।

৪০৮৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪০৯০। ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১৭৪; মুসলিম, বিরর, নং ২৬২০ (আবু সাঈদ)।

৪০৯১। মুসলিম, ঈমান, নং ১৪৮; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৯৯।

৪০৯২। মুসলিম, ঈমান, নং ৯১ (ইবনে মাসঊদ)।

৪০৯৩। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৭৩।

৪০৯৪। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৭৬।

৪০৯৭। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৫; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০৪।

৪১০৫। মুসলিম, সালাম, নং ২২০৬; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৮০।

৪১০৭। মুসলিম, সালাম, নং ২১৮১।

৪১০৯। বুখারী, মাগাযী, লিবাস, নিকাহ; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮০; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০২, হুদূদ, নং ২৬১৪; আবু দাঊদ, আদাব, নং ৪৯২৯।

৪১১০। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪১১২। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৯।

৪১১৭। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৩৯, বাব যুয়ূলিন-নিসা।

৪১১৯। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৮১; নাসাঈ (উমার ইবনুল খাত্তাব)।

৪১২০। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৬৩-৩৬৪; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৩৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১০ (মায়মূনা)। বুখারী, বুয়ূ', মুসলিম, হায়েয, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৪০ (ইবনে আব্বাস)।

৪১২৩। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৬৬; নাসাঈ, কিতাবুল ফার', নং ৪২৪৬; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৮; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০৯।

৪১২৪। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১২; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৭।

৪১২৫। নাসাঈ, কিতাবুল ফার'ই ওয়াল-আতীরা, নং ৪২৪৮।

৪১২৬। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৩।

৪১২৭। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৫-৪২৫৬।

৪১২৮। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৯; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১৩।

৪১২৯। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৫৬।

৪১৩১। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৯।

৪১৩২। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৮; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৭১।

৪১৩৩। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৯৬।

৪১৩৪। বুখারী, লিবাস, ফারছুল খুমুস; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৭৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৬৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১৫।

৪১৩৬। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৭৫; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭১।

৪১৩৭। মুসলিম, লিবাস, নং ৭১।

৪১৩৯। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬১৬; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৭।

৪১৪০। বুখারী, উযু, সালাত ও আতইমা; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১২; যীনাত, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০০১।

৪১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০২; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬৬।

৪১৪২। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮৪; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৮৭।

৪১৪৩। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭১, বাব ফিল-ইত্তিকা'।

৪১৪৫। বুখারী, নিকাহ ও মানাকিব; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮৩; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৫।

৪১৪৬। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮২; তিরমিযী, কিয়ামাত, নং ২৪৭১; বুখারী, তাফসীর সূরা আত-তাহ্‌রীম, নিকাহ ও মাজালিম।

৪১৪৭। ইবনে মাজা, যুহ্‌দ, নং ৪১৫১।

৪১৪৮। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ৯৫৭।

৪১৫১। বুখারী, লিবাস, বাব নাকদিস সুওয়ার।

৪১৫২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৫০; আবু দাউদ, তাহারাত, নং ২২৭।

৪১৫৩। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০৬-২১০৭; বুখারী, বাদউল খাল্‌ক; মুসলিম, লিবাস, নং ৮৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪৯।

৪১৫৪। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪১৫৭। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০৫; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪২৮৮।

৪১৫৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৭।

৪১৫৯। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৫৮-৫৯।

৪১৬১। ইবনে মাজা, যুহ্‌দ, নং ৪১১৮।

৪১৬২। তিরমিযী, শামাইল, নং ২১৭।

৪১৬৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯৩।

৪১৬৬। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯২।

৪১৬৭। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৪৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮২।

৪১৬৮। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৫৯; আদাব, নং ২৭৮৪; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৫১; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৭।

৪১৬৯। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২৫; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৫৫; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮২; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৯।

৪১৭২। মুসলিম, কিতাবুল আলফাজ মিনাল আদাব, নং ২২৫৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৬১।

৪১৭৩। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১২৯।

৪১৭৪। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০০২, বাব ফিতনাতিন-নিসা।

৪১৭৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৩১।

৪১৭৯। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৫।

৪১৮৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৭; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৪; মানাকিব, নং ৩৬৩৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৪; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯৯।

৪১৮৪। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৪।

৪১৮৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৭।

৪১৮৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ৯৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৬।

৪১৮৭। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩৫।

৪১৮৮। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৬; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩২; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৪০, তিরমিযী, শামাইল, নং ২৯।

৪১৯০। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৫৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩৬।

৪১৯১। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩১।

৪১৯২। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২২৯।

৪১৯৩। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩০; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩৭।

৪১৯৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৫১।

৪১৯৮। বুখারী, লিবাস, বাব কাসসিশ-শারিব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৯; ইখতিতান, নং ৫০৪৬; যীনাত, নং ৫২২৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯২।

৪১৯৯। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৯; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৬৫; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২২৮; তাহারাত, নং ১৫।

৪২০০। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৯; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৮।

৪২০২। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২২; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭১; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২১; মুসলিম, ফাদাইল, নং ১০৪ (আনাস)।

৪২০৩। বুখারী, লিবাস ও আম্বিয়া; মুসলিম, লিবাস, নং ২১০৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭২; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২১; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫২ (অনুরূপ)।

৪২০৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০২; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২৪।

৪২০৫। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৮০; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২২।

৪২০৭। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৩ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); নাসাঈ, যীনাত, নং ৪৮৩৬।

৪২০৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪২০৯। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ১০৩।

৪২১০। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৪৬।

৪২১১। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২৭।

৪২১২। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭৮।

৪২১৪। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৯৯; মুসলিম, লিবাস, নং ৫৪ ও ৬৫ (অনুরূপ); ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪১।

৪২১৫। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪২১৬। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৩৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৯৯।

৪২১৭। বুখারী, লিবাস (অনুরূপ); তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৪০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২০১।

৪২১৮। বুখারী, লিবাস (অনুরূপ); মুসলিম, ঐ, নং ৫৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৪১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩২১।

৪২১৯। মুসলিম, লিবাস, নং ৫৪; তিরমিযী, শামাইল, নং ৮৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২১৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩৯।

৪২২০। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২২০।

৪২২১। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৩।

৪২২২। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯১।

৪২২৩। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৯৮।

৪২২৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২০৮।

৪২২৫। বুখারী, লিবাস (তা'লীকান); মুসলিম, দু'আ, নং ২৭২৫; লিবাস, নং ২০৮৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭৮; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮৭; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪৮।

৪২২৬। তিরমিযী, শামাইল, নং ৯০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২০৬।

৪২২৯। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৪২; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৯৫ ও নাসাঈ, লিবাস (আনাস ইবনে মালেক); তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৩৪।

৪২৩১। আবু দাঊদ, জিহাদ, নং ২৫৫৫ (আবু হুরায়রা); মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৩; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৩।

৪২৩২। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৭০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৬৪।

৪২৩৫। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪৪।

৪২৩৭। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৪০।

৪২৩৮। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৪২।

৪২৩৯। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৫৪, বাব তাহ্‌রীমিয যাহাব আলার-রিজাল।

পরিশিষ্ট-২

সুনান আবূ দাউদ

ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৩. كِتَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৪. كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৫. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৬. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৭. كِتَابُ الْوِتْرِ (বেতের নামায)

৮. كِتَابُ الزَّكٰوةِ (যাকাত)

৯. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১০. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১১. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১২. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৩. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

১৪. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

১৫. كِتَابُ الضَّحَايَا (কুরবানী)

১৬. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

১৭. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

১৮. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন)

১৯. كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَىْءِ وَالْاِمَارَةِ (খাজনা, ফাই ও প্রশাসন)

২০. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)

২১. كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ (শপথ ও মানত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

২২. كِتَابُ الْبُيُوْعِ (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

২৩. كِتَابُ الْقَضَاءِ (বিচার ব্যবস্থা)

২৪. كِتَابُ الْعِلْمِ (ইলম বা জ্ঞানচর্চা)

২৫. كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)

২৬. كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ (খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

২৭. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

২৮. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)

২৯. كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَةِ (কুরআনের শব্দাবলী ও কিরাআত)

৩০. كِتَابُ الْحَمَّامِ (গণ-স্নানাগার)

৩১. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩২. كِتَابُ التَّرَجُّلِ (চুল আচড়ানো)

৩৩. كِتَابُ الْخَاتَمِ (আংটি, সীলমোহর)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)

৩৪. كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ (কলহ-বিবাদ)

৩৫. كِتَابُ الْمَهْدِيِّ (ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব)

৩৬. كِتَابُ الْمَلَاحِمِ (যুদ্ধ-বিগ্রহ)

৩৭. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ, বিশেষ শাস্তি)

৩৮. كِتَابُ الدِّيَاتِ (শোণিত পণ)

৩৯. كِتَابُ السُّنَّةِ (সুন্নাতের অনুসরণ)

৪০. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-843-029-0 set

সুনান আবু দাউদ

৬ষ্ঠ খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[ষষ্ঠ খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

সম্পাদনা

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি.কম. (অনার্স), এম.কম., এম. এম.

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান

মাওলানা আবু সাদেক মোঃ নূরুজ্জামান

মাওলানা সাঈদ আহমাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : রবিউসসানি ১৪৩২
চৈত্র ১৪১৭
এপ্রিল ২০১১

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা

Sunan Abu Dawood Vol. 6 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition April 2011 Price Taka 450.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাঊদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ মুসলিম ও জামে' আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাঊদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাঊদ-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের পর এবার ষষ্ঠ খণ্ড (শেষ খণ্ড) প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাঊদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে- এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন, যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

অনুবাদকবৃন্দের অংশ ঃ

মাওলানা মোঃ শামসুল আলম খান ৪২৪০-৪৫৯৫ নং হাদীস

মাওলানা আবু ছাদেক মোঃ নূরুজ্জামান ৪৫৯৬-৫১৯২ নং হাদীস

মাওলানা সাঈদ আহমদ ৫১৯৩-৫২৭৪ নং হাদীস

সূচীপত্র

অধ্যায়-৩৫ ঃ কিতাবুল ফিতান (কলহ-বিপর্যয়) ॥ ১৭-৪২

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কলহ-বিপর্যয় ও তার আলামতসমূহের বর্ণনা ॥ ১৭

অনুচ্ছেদ-২ ঃ দ্বন্দ্ব-কলহের চেষ্টা করা নিষেধ ॥ ২৭

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রসনা সংযত রাখা ॥ ৩৩

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ফেতনার সময় যাযাবর হওয়ার অনুমতি ॥ ৩৪

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ফেতনার সময় যুদ্ধে জড়ানো নিষেধ ॥ ৩৪

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা গুরুতর অন্যায় ॥ ৩৫

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ শহীদ হওয়ার আশা পোষণ করা ॥ ৩৯

অধ্যায়-৩৬ ঃ (ইমাম মাহ্‌দী প্রসঙ্গ) ॥ ৪১-৪৬

অধ্যায়-৩৭ ঃ (যুদ্ধ-সংঘাত) ॥ ৪৭-৭৮

অনুচ্ছেদ-১ ঃ এক শতাব্দী কালের বর্ণনা ॥ ৪৭

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বায়যানটাইনদের সাথে যুদ্ধ ॥ ৪৭

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যুদ্ধ, সংঘাত ও বিপর্যয়ের আলামতসমূহ ॥ ৪৯

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অব্যাহতভাবে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটবে ॥ ৪৯

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাবে ॥ ৫০

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ঘোরতর যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থানস্থল ॥ ৫১

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যুদ্ধের ফলে নানাবিধ কলহ-বিবাদ ছড়াবে ॥ ৫২

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ তুর্কী ও আবিসিনীয়দের সাথে অকারণে গোলযোগ বাঁধানো নিষেধ ॥ ৫২

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ॥ ৫২

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বস্‌রা সম্পর্কে বর্ণনা ॥ ৫৪

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইথিওপিয়া সম্পর্কে বর্ণনা ॥ ৫৬

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কিয়ামতের আলামতসমূহ ॥ ৫৬

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ফুরাতের বহুমূল্য খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে ॥ ৫৮

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ॥ ৫৯

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ জাসসাস প্রসঙ্গে বর্ণনা ॥ ৬৩

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ ইবনে সায়েদের ঘটনা প্রসঙ্গে ॥ ৬৭

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ আমর ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ) ॥ ৭০

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ॥ ৭৭

অধ্যায়-৩৮ ঃ (সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও তার সুনির্দিষ্ট শাস্তি) ॥ ৭৯-১৬৩

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুরতাদ সম্পর্কে বিধান ॥ ৭৯

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে তার সম্পর্কিত বিধান ॥ ৮৪

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ॥ ৮৭

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ হদ্দ মওকুফের জন্যে সুপারিশ করা ॥ ৯১

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ শাসকের নিকট না পৌছা পর্যন্ত হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোপন রাখা উত্তম ॥ ৯৪

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কারো দ্বারা হদ্দযোগ্য অপরাধ ঘটে গেলে যতোদূর সম্ভব তা গোপন রাখা উচিৎ ॥ ৯৪

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ হদ্দের অপরাধী উপস্থিত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে ॥ ৯৫

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ হদ্দ থেকে রেহাই পাওয়ার মতো কথা বলার পরামর্শ দেয়া ॥ ৯৬

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি হদ্দের অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু অপরাধের নাম বলে না ॥ ৯৭

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মারধর করে অপরাধ তদন্ত করা ॥ ৯৭

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায় ॥ ৯৮

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যেসব জিনিস চুরির দায়ে হাত কাটা যায় না ॥ ১০০

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ছিনতাই ও প্রতারণার অপরাধে হাত কাটা ॥ ১০২

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে ॥ ১০৩

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ঋণ নিয়ে তা অস্বীকার করলে তার হাত কাটা প্রসঙ্গে ॥ ১০৪

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পাগল ব্যক্তি চুরি বা হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে ॥ ১০৬

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ অল্প বয়স্কদের হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি ॥ ১০৯

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যুদ্ধের মাঠে কেউ চুরি করলে হাত কাটা হবে কি? ॥ ১১০

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কাফন চোরের হাত কাটা ॥ ১১০

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ একই চোর যদি বারবার চুরি করে ॥ ১১১

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হাত কেটে চোরের গ্রীবার সাথে বেঁধে দেয়া ॥ ১১২

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দাস চুরি করলে তাকে বিক্রি করা ॥ ১১৩

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ রজম (পাথর মেরে হত্যা করা) সম্পর্কে ॥ ১১৩

মায়েয ইবনে মালেককে রজম করার বর্ণনা ॥ ১১৭

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ জুহায়না গোত্রের যে স্ত্রীলোককে পাথর মারার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছিলেন ॥ ১২৯

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ দুই ইহুদীকে রজম করার বর্ণনা ॥ ১৩৩

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মাহ্‌রাম নারীর সাথে যেনাকারীর শাস্তি ॥ ১৪২

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর দাসীর সাথে যেনা করে তার সম্পর্কে ॥ ১৪৩

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ কেউ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্ম করলে ॥ ১৪৫

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করে ॥ ১৪৬

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ পুরুষ লোকটি যেনার অপরাধ স্বীকার করলে এবং স্ত্রীলোকটি স্বীকার না করলে ॥ ১৪৭

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সবকিছু করে, অতঃপর কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ার পূর্বেই তওবা করে ॥ ১৪৮

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ অবিবাহিত দাসী যেনা করলে ॥ ১৪৯

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্দ কার্যকর করা ॥ ১৫০

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যেনার মিথ্যা অপবাদ উত্থাপনকারীর শাস্তি ॥ ১৫২

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ মাদক গ্রহণের শাস্তি ॥ ১৫২

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ বারবার মাদক গ্রহণের অপরাধ করলে ॥ ১৫৬

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মসজিদের ভিতরে হদ্দ কার্যকর করা ॥ ১৬২

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ হদ্দের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ ॥ ১৬২

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ তা'যীর (বিচারকের সুবিবেচনা প্রসূত শাস্তি) ॥ ১৬২

অধ্যায়-৩৯ ঃ (রক্তমূল্য) ॥ ১৬৪-২২৩

অনুচ্ছেদ-১ ঃ জীবনের বিনিময়ে জীবন (মৃত্যুদণ্ড) ॥ ১৬৪

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কারো পিতা অথবা ভাই-এর অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না ॥ ১৬৫

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শাসক/বিচারক যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেন ॥ ১৬৬

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কতলে আমদ-এর বেলায় অভিভাবক দিয়াত গ্রহণ করলে ॥ ১৭৩

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করে ॥ ১৭৫

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি কাউকে বিষ পানাহার করিয়ে হত্যা করলো তাকে কি হত্যা করা হবে? ॥ ১৭৫

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা অথবা অঙ্গছেদন করলো তাতে কি তাকেও অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে ॥ ১৮০

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাসামা (সম্মিলিত শপথ) ॥ ১৮২

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কাসামার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান বর্জন করা ॥ ১৮৬

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ হন্তা থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়া হবে ॥ ১৮৮

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কাফিরকে হত্যার দায়ে মুসলমানকে হত্যা করা হবে কি? ॥ ১৯০

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোককে দেখতে পায়, তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে? ॥ ১৯১

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যাকাত আদায়কারীর দ্বারা ভুলবশত কেউ আহত হলে ॥ ১৯২

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে হত্যা করা হলে তার কিসাসের বর্ণনা ॥ ১৯৩

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ প্রহারের কিসাস এবং শাসক তার নিজের উপর কিসাস গ্রহণের সুযোগ প্রদান ॥ ১৯৩

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মহিলারাও কিসাস ক্ষমা করতে পারে ॥ ১৯৫

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ দিয়াতের পরিমাণ কতো? ॥ ১৯৬

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কতলে শিব্‌হে আম্‌দ-এর দিয়াত ॥ ১৮৮

অনুচ্ছেদ ঃ উটের বয়স ॥ ২০৩

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত ॥ ২০৪

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ভ্রূণের দিয়াত ॥ ২১০

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম)-এর দিয়াত ॥ ২১৬

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর দিয়াত ॥ ২১৭

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে তাকে প্রতিহত করলে ॥ ২১৭

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ চিকিৎসা বিদ্যাহীন ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে ॥ ২১৮

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ ভুলবশত হত্যার দিয়াত ॥ ২১৯

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ দাঁতের কিসাস ॥ ২২০

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ পশু পা দিয়ে লাথি মারলে ॥ ২২১

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ নির্বাক প্রাণী, ভূ-গর্ভস্থ খনি ও কূপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা নিষ্ফল ॥ ২২১

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আগুন ছড়িয়ে পড়া ॥ ২২২

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ গরীব মালিকের দাসের অপরাধ ॥ ২২২

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ লোকজনের পারস্পরিক সংঘাত চলাকালে ঘটনাক্রমে কেউ নিহত হলে ॥ ২২৩

অধ্যায়-৪০ ঃ (সুন্নাতের অনুসরণ) ॥ ২২৪-৩২২

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সুন্নাতের ব্যাখ্যা ॥ ২২৪

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কুরআন নিয়ে মতবিরোধ ও বিতর্ক পরিহার এবং মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতের অনুসরণ নিষিদ্ধ ॥ ২২৫

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ প্রবৃত্তির অনুসারীদের থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ॥ ২২৬

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের সালাম দেয়া বর্জন করা ॥ ২২৭

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হওয়া নিষেধ ॥ ২২৮

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য ॥ ২২৮

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি সুন্নাত অনুসরণে জন্য আহ্বান করে ॥ ২৩১

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ফযীলাত ॥ ২৪১

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ খলীফাগণ সম্পর্কে ॥ ২৪২

খিলাফত ৩০ বছর ॥ ২৫০

জান্নাতী দশ সাহাবী ॥ ২৫১

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নবী (সা)-এর সাহাবীগণের ফযীলাত ॥ ২৫৭

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের ভর্ৎসনা করা নিষেধ ॥ ২৫৮

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আবু বকর (রা)-র খেলাফত লাভ প্রসঙ্গে ॥ ২৬০

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সমাজে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা চলাকালে বাকসংযমী হওয়ার নির্দেশ ॥ ২৬১

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নবীগণের (আ) মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করা ॥ ২৬৪

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মুরজিয়া সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত ॥ ২৬৬

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের দলীল ॥ ২৬৮

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ তাকদীর প্রসঙ্গে ॥ ২৭২

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে ॥ ২৮৭

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ জাহ্‌মিয়া সম্প্রদায়ের বর্ণনা ॥ ২৯০

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ ॥ ২৯৫

অনুচ্ছেদ ঃ জাহ্‌মিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত ॥ ২৯৭

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ আল-কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী ॥ ২৯৮

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পুনরুত্থান ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বর্ণনা ॥ ৩০০

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ শাফা'আতের বর্ণনা ॥ ৩০১

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি প্রসঙ্গে ॥ ৩০২

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ হাওয কাওসারের বর্ণনা ॥ ৩০৩
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কবরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তি প্রসঙ্গে ॥ ৩০৫
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ মীযান (ওজনদণ্ড) প্রসঙ্গে ॥ ৩১১
অনুচ্ছেদ- ২৭ ঃ দাজ্জালের বর্ণনা ॥ ৩১১
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ খারিজীদের প্রসঙ্গে ॥ ৩১২
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ॥ ৩১৪
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ চোরের মোকাবিলা করা সম্পর্কে ॥ ৩২১

অধ্যায়-৪১ ঃ (আচার-ব্যবহার) ॥ ৩২৩-৫৫০

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নবী (সা)-এর সহনশীলতা ও আখলাক-চরিত্র সম্বন্ধে ॥ ৩২৩
অনুচ্ছেদ-২ ঃ গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যদাবোধ ॥ ৩২৫
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে ॥ ৩২৭
অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় যা বলতে হবে ॥ ৩৩৩
অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ক্ষমাশীলতা ও অপরাধ উপেক্ষা করা ॥ ৩২৯
অনুচ্ছেদ-৫ ঃ লোকজনের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করা ॥ ৩৩০
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ লজ্জাশীলতা ॥ ৩৩৩
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ॥ ৩৩৫
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাজে-কর্মে অহমিকা প্রদর্শন দূষণীয় ॥ ৩৩৬
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ চাটুকারিতা নিন্দনীয় ॥ ৩৩৭
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বিনয় ও নম্রতা ॥ ৩৩৮
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য ॥ ৩৪০
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পথিপার্শ্বে বসা সম্বন্ধে ॥ ৩৪১
অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসার স্থান প্রশস্ত করা ॥ ৩৪৩
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি বসা ॥ ৩৪৩
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ গোলাকার হয়ে বসা ॥ ৩৪৪
অনুচ্ছেদ ঃ বৃত্তের মাঝখানে বসা ॥ ৩৪৫
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ কেউ অপরের বসার জন্য নিজের স্থান থেকে উঠে গেলে ॥ ৩৪৫
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যাদের সংস্পর্শে বসা উচিত ॥ ৩৪৬
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ বিরোধ বা বিবাদ করা নিন্দনীয় ॥ ৩৪৮
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কথা বলার আদব-কায়দা ॥ ৩৪৯

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ খুৎবাহ (ভাষণ) সম্বন্ধে ॥ ৩৫০
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ স্তর বা পদমর্যাদা অনুসারে লোকদের সাথে আচরণ ॥ ৩৫০
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি না নিয়ে বসা ॥ ৩৫১
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মানুষের কিভাবে বসা উচিৎ ॥ ৩৫২
অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিকটু পদ্ধতিতে বসা ॥ ৩৫৩
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এশার নামাযের পর নৈশ আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে ॥ ৩৫৩
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি চার হাঁটু হয়ে বসে ॥ ৩৫৪
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কানাঘুষা করা সম্বন্ধে ॥ ৩৫৪
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে ॥ ৩৫৫
অনুচ্ছেদ ঃ যিকির না করে কোন ব্যক্তির মজলিস থেকে উঠে যাওয়া মাকরূহ ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ মজলিসের কাফ্ফারা ॥ ৩৫৬
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ মজলিসে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ॥ ৩৫৮
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ লোকজন সম্পর্কে সতর্ক থাকা ॥ ৩৫৮
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ব্যক্তির হাঁটার পদ্ধতি ॥ ৩৬০
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি এক পা-এর উপর অপর পা রাখে ॥ ৩৬০
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কথাও আমানতস্বরূপ ॥ ৩৬১
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ চোগলখোর সম্পর্কে ॥ ৩৬২
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে ॥ ৩৬৩
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ গীবত (কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা) ॥ ৩৬৩
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর মানসম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করে ॥ ৩৬৭
অনুচ্ছেদ ঃ যার গীবত করা গীবত হিসেবে গণ্য হয় না ॥ ৩৬৮
অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অপবাদ দিলে সে তার জন্য বৈধ ॥ ৩৬৯
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মানুষের ছিদ্রান্বেষণ (গোয়েন্দাগিরি) ॥ ৩৭০
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মুসলমানের ত্রুটি গোপন রাখা ॥ ৩৭১
অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ॥ ৩৭২
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ পরস্পর গালিগালাজকারী ব্যক্তিদ্বয় ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ বিনয় ও নম্রতা সম্বন্ধে ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ প্রতিশোধ গ্রহণ সম্বন্ধে ॥ ৩৭৩
অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ ॥ ৩৭৫

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ বিদ্রোহ ও জুলুম নিষিদ্ধ ॥ ৩৭৬
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষ ॥ ৩৭৭
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ অভিশাপ দেয়া ॥ ৩৭৯
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ যে ব্যক্তি জালিমকে বদদোয়া করে ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে ॥ ৩৮১
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ সন্দেহ করা ॥ ৩৮৪
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ আন্তরিকতা ও নিরাপত্তা বিধান ॥ ৩৮৪
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ পরস্পরের মধ্যে আপোষরফা করা ॥ ৩৮৫
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে ॥ ৩৮৬
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ সঙ্গীত ও বাঁশী বাজানো নিন্দনীয় ॥ ৩৮৭
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ উভয় লিঙ্গধারী (হিজড়া) সম্পর্কে বিধান ॥ ৩৮৮
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পুতুল নিয়ে খেলা করা ॥ ৩৯০
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ দোলনা সম্বন্ধে ॥ ৩৯১
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ পাশা খেলা নিষেধ ॥ ৩৯৩
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ কবুতর নিয়ে খেলা করা ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ দয়া-মায়া ও করুণা ॥ ৩৯৪
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নসীহত বা কল্যাণ কামনা ॥ ৩৯৫
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ মুসলমানকে সাহায্য করা ॥ ৩৯৬
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ নাম পরিবর্তন করা ॥ ৩৯৭
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ খারাপ নাম পরিবর্তন করা ॥ ৩৯৯
অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ উপনাম ॥ ৪০৪
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আবু ঈসা উপনাম গ্রহণ সম্বন্ধে ॥ ৪০৪
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ অপর লোকের ছেলেকে 'হে আমার পুত্র' বলা ॥ ৪০৫
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ কোনো ব্যক্তির আবুল কাসেম উপনাম গ্রহণ ॥ ৪০৫
অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ নবী (সা)-এর নাম ও উপনাম একসাথে গ্রহণ ঠিক নয় ॥ ৪০৬
অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ নাম ও উপনাম দুটোই একসাথে গ্রহণের অনুমতি ॥ ৪০৭
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ সন্তানহীন লোকের উপনাম ॥ ৪০৮
অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মহিলাদের উপনাম গ্রহণ ॥ ৪০৮
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ পরোক্ষ মিথ্যাচার ॥ ৪০৯

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ কোনো ব্যক্তির বক্তব্যে 'যা'আমূ' শব্দের ব্যবহার ॥ ৪০৯
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কোনো ব্যক্তির ভাষণে 'আম্মা বা'দ শব্দের ব্যবহার ॥ ৪১০
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ আঙ্গুরকে কারম বলা এবং বাকসংযত হওয়া ॥ ৪১০
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ দাস বা সেবক যেনো তার মালিককে 'আমার প্রভু' না বলে ॥ ৪১১
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে এভাবে বলা উচিত নয় ॥ ৪১২
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ আতামার নামায সম্বন্ধে ॥ ৪১৪
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ পরিচিতি সম্পর্কে বিকল্প ব্যবস্থাও অনুমোদিত ॥ ৪১৫
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ মিথ্যাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ॥ ৪১৬
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ সুধারণা পোষণ ॥ ৪১৮
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ ওয়াদা পালন ॥ ৪১৯
অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ না পেয়েও তৃপ্তি লাভের ভান করা ॥ ৪২০
অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ রসিকতা ও কৌতুক ॥ ৪২০
অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ যে ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলে কোনো জিনিস গ্রহণ করে ॥ ৪২২
অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ বাকপটুত্ব ॥ ৪২৩
অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ কবিতা প্রসঙ্গে ॥ ৪২৫
অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ স্বপ্ন সম্বন্ধে ॥ ৪২৮
(স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভ) ॥ ৪৩১
অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ হাই তোলা ॥ ৪৩২
অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ হাঁচি দেয়া ॥ ৪৩৩
অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ হাঁচির উত্তর দেয়া ॥ ৪৩৪
অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ হাঁচির উত্তর কতোবার দিবে? ॥ ৪৩৫
অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ যিম্মীর হাঁচির উত্তর কিভাবে দিতে হবে? ॥ ৪৩৬
অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ হাঁচি দিয়ে যে ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলে না ॥ ৪৩৭

ঘুম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদমালা ॥ ৪৩৭

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে শোয় ॥ ৪৩৭
অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো ॥ ৪৩৮
অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো ॥ ৪৩৯
অনুচ্ছেদ ঃ কোন দিকে মুখ করে ঘুমাবে? ॥ ৪৪০
অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ ঘুমের সময় যা বলবে বা পড়বে ॥ ৪৪০

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ কেউ রাতে ঘুম থেকে সজাগ হলে কি বলবে? ॥ ৪৪৭
অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ ঘুমানোর তাসবীহ ॥ ৪৪৮
অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ ভোরে ঘুম থেকে উঠে কি বলবে? ॥ ৪৫২
অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ লোকজন নতুন চাঁদ দেখে কি বলবে? ॥ ৪৬৭
অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ ॥ ৪৬৮
অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির নিজ ঘরে প্রবেশের দোআ ॥ ৪৬৯
অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহের সময় যা বলবে ॥ ৪৭০
অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ বৃষ্টি সম্বন্ধে ॥ ৪৭১
অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ মোরগ ও চতুষ্পদ জীবজন্তু সম্বন্ধে ॥ ৪৭২
অনুচ্ছেদ ঃ গাধার ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ॥ ৪৭২
অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া ॥ ৪৭৩
অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তি (তার অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ॥ ৪৭৪
অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ প্ররোচনা প্রতিহত করা ॥ ৪৭৫
অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ যে ব্যক্তি নিজ মনিব পরিবারের পরিবর্তে অন্যের পরিচয় দান করে ॥ ৪৭৭
অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ বংশ ও আভিজাত্যের গৌরব ॥ ৪৭৯
অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ॥ ৪৮০
অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উত্তম কিছু দেখে তাকে ভালোবাসলে ॥ ৪৮২
অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ পরামর্শ করা ॥ ৪৮৪
অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ কল্যাণের দিকে পথ দেখানো ॥ ৪৮৪
অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ অসৎ কামনা-বাসনা ॥ ৪৮৫
অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ সুপারিশ করা ॥ ৪৮৫
অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ চিঠিপত্রে সর্বপ্রথম নিজের নাম লিখবে ॥ ৪৮৬
অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ যিম্মীর কাছে কিভাবে পত্র লিখবে ॥ ৪৮৭
অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ॥ ৪৮৭
অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ ইয়াতীমের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ফযীলত ॥ ৪৯৯
অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ ইয়াতীমের প্রতিপালনকারীর মর্যাদা ॥ ৪৯৩
অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার ॥ ৪৯৩
অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ দাস-দাসীর অধিকার ॥ ৪৯৫
অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ কর্তব্যপরায়ণ দাস সম্বন্ধে ॥ ৫০১

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ যে ব্যক্তি কোনো দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় ॥ ৫০১

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ প্রবেশানুমতি প্রার্থনা ॥ ৫০১

অনুচ্ছেদ ঃ প্রবেশানুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি ॥ ৫০৩

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ অনুমতি গ্রহণের জন্য লোকে কতোবার সালাম দিবে? ॥ ৫০৫

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ প্রবেশানুমতি লাভের জন্য দরজা খটখট করলে ॥ ৫১০

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কোনো ব্যক্তিকে ডাকা হলে সেটাই কি তার জন্য অনুমতি? ॥ ৫১১

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ বিশেষ তিন সময়ে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে ॥ ৫১১

সালাম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদমালা ॥ ৫১৩

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ সালামের প্রসার ঘটানো ॥ ৫১৩

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ সালাম বিনিময়ের নিয়ম ॥ ৫১৪

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ প্রথমে যে সালাম দেয় তার ফযীলাত ॥ ৫১৫

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ কে প্রথমে সালাম দিবে? ॥ ৫১৫

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় সাক্ষাত হলে তারা কি সালাম বিনিময় করবে ॥ ৫১৬

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া ॥ ৫১৭

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ মহিলাদেরকে সালাম দেয়া ॥ ৫১৮

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ যিম্মীদের (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) সালাম দেয়া ॥ ৫১৮

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম দেয়া ॥ ৫২০

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ আলাইকাস্ সালাম বলা শোভনীয় নয় ॥ ৫২০

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ দলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের জওয়াব দেয়া ॥ ৫২১

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ মুসাফাহা (করমর্দন) সম্পর্কে ॥ ৫২১

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ মু'আনাকা (কোলাকুলি) সম্পর্কে ॥ ৫২২

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো ॥ ৫২৩

অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ কোনো ব্যক্তির নিজ সন্তানকে চুমু দেয়া ॥ ৫২৪

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ দুই চোখের মধ্যখানে চুমু খাওয়া ॥ ৫২৫

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ গালে চুমা দেয়া ॥ ৫২৫

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ হাতে চুমা দেয়া ॥ ৫২৬

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ শরীরে চুমা দেয়া ॥ ৫২৬

অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে চুমা দেয়া ॥ ৫২৭

অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন বলা ॥ ৫২৮

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ কোন ব্যক্তির কথা– আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন ॥ ৫২৮
অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন ॥ ৫২৯
অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ালে ॥ ৫২৯
অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ কোনো ব্যক্তি বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে ॥ ৫৩০
অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ একজন অপরজনকে ডাকলে জবাবে 'লাব্বায়েক' বলা ॥ ৫৩১
অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ একজন অপরজনকে বলে, আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন ॥ ৫৩২
অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ বাড়ি-ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গে ॥ ৫৩২
অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ উপর তলায় কক্ষ নির্মাণ সম্পর্কে ॥ ৫৩৪
অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ কুল গাছ কাটা ॥ ৫৩৫
অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা ॥ ৫৩৬
অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ রাতে আগুন নিভিয়ে ফেলা ॥ ৫৩৮
অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ সাপ হত্যা করা ॥ ৫৩৯
অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ গিরগিটি হত্যা করা সম্পর্কে ॥ ৫৪৪
অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ পিঁপড়া হত্যা করা ॥ ৫৪৫
অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ ব্যাঙ হত্যা করা ॥ ৫৪৭
অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ পাথরকণা নিক্ষেপ করা ॥ ৫৪৮
অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ খতনা করা সম্পর্কে ॥ ৫৪৮
অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ রাস্তায় পুরুষদের সাথে মহিলাদের যাতায়াত সম্পর্কে ॥ ৫৪৯
অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ মানুষ কালপ্রবাহকে গালি দেয় ॥ ৫৫০

পরিশিষ্ট-১ ॥ ৫৫১
সুনান আবু দাউদ ৬ষ্ঠ খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ ॥ ৫৫১

পরিশিষ্ট-২ ॥ ৫৭৯
সুনান আবু দাউদ ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ॥ ৫৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ৩৫

كِتَابُ الْفِتَنِ

(কলহ-বিপর্যয়)

بَابُ ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কলহ-বিপর্যয় ও তার আলামতসমূহের বর্ণনা

٤٢٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِىْ هٰؤُلاَءِ وَإِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَاهُ عَرَفَهُ.

৪২৪০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা বর্ণনা করেছেন। কেউ তা স্মরণ রেখেছে, আর কেউ তা ভুলে গেছে। আমার এসব সাথী তা জানে। তার কোনো কিছু ঘটলেই আমি তা এমনভাবে স্মরণ করতে পারি যেমন কোনো ব্যক্তি তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ করতে পারে এবং সে তাকে দেখামাত্র চিনতে পারে।

٤٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوْخَ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ لِقَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللّٰهِ مَا أَدْرِىْ أَنَسِىَ أَصْحَابِىْ أَمْ تَنَاسَوْا وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهِ.

৪২৪১। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার সাথীরা কি ভুলে গেছে নাকি জেনেশুনে ভুলে আছে। আল্লাহর শপথ! ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত কলহ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তির উল্লেখ করা বর্জন করেননি, যাদের সংখ্যা হবে তিন শতাধিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম পর্যন্ত আমাদের বলে দিয়েছেন।

٤٢٤٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ فِيْ اٰخِرِهَا الْفَنَاءُ.

৪২৪২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই উম্মতের মাঝে চারটি (সাংঘাতিক ধরনের) বিপর্যয় ঘটবে। এগুলোর শেষে হবে ধ্বংস বা কিয়ামত।

টীকা ঃ ফিতনা (فتنة) শব্দটি কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পরীক্ষা, দুঃখ-কষ্ট, কলহ-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গোলযোগ, উচ্ছৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে শব্দটি উপরোক্ত সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সব ধরনের সামাজিক অনাচার, নৈরাজ্য ও অশান্তি এর অন্তর্ভুক্ত (সম্পাদক)।

٤٢٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِيْ ذِكْرِهَا حَتّٰى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاَسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّيْ وَلَيْسَ مِنِّيْ وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُوْنَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لاَ تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيْلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا

حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لاَ إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ.

৪২৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কলহ-বিপর্যয় সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন, এমনকি তিনি 'আহ্লাছ' নামক ফেতনার উল্লেখ করেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আহ্লাস' কি? তিনি বললেন ঃ পলায়ন ও লুটতরাজ। অতঃপর আসবে একটি পরীক্ষা, যা হবে আনন্দদায়ক, এর অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়া বেরুবে আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির দু'পায়ের তলা থেকে। সে ধারণা পোষণ করবে যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত, অথচ সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আমর বন্ধু হচ্ছে ধার্মিক মোত্তাকী ব্যক্তিগণ। তারপর জনগণ এমন এক ব্যক্তির অধীনে একতাবদ্ধ হবে। সে যেন পাঁজরের উপর কোমরের হাড় সদৃশ (অর্থাৎ অত্যন্ত নড়বড়ে)। অতঃপর তিনি 'দুহায়মা' বা ঘন অন্ধকারময় বিপদ প্রসঙ্গে বলেন, সেই ফেতনাটি এই উম্মতের কোন লোককেই একটি চপেটাঘাত না করে ছাড়বে না। অতঃপর যখন বলা হবে যে, তা শেষ হয়ে গেছে, তখনই তা আরো প্রসারিত হবে। এ সময় যে লোকটি সকালে মু'মিন ছিল, সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। অবশেষে সমস্ত মানুষ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি হবে ঈমানের শিবির, যেখানে মুনাফিকী থাকবে না। আর একটি মুনাফিকীর শিবির, যেখানে ঈমান থাকবে না। যখন তোমাদের এ অবস্থা হবে, তখন দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা করবে ঐদিন বা তার পরের দিন থেকে।

٤٢٤٤- (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الاخَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْكُوْفَةَ فِيْ زَمَنٍ فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَجْلِبُ مِنْهَا بِغَالاً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوْا أَمَا تَعْرِفُ هذَا هذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ

فَقَالَ إِنِّىْ قَدْ أَرَى الَّذِىْ تُنْكِرُوْنَ إِنِّىْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ هٰذَا الْخَيْرَ الَّذِىْ أَعْطَانَا اللّٰهُ تَعَالَى أَيَكُوْنُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ السَّيْفُ قَالَ قُتَيْبَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقُلْتُ وَهَلْ لِلسَّيْفِ يَعْنِىْ مِنْ بَقِيَّةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ مَاذَا قَالَ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُوْنُ قَالَ إِنْ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالَى خَلِيْفَةٌ فِى الأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلاَّ فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ. قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ. قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ هِىَ قِيَامُ السَّاعَةِ.

৪২৪৪। সুবাই' ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুসতার বিজয় হওয়ার পর আমি কূফায় আসলাম কতগুলো খচ্চর কেনার জন্য। আমি একটি মসজিদে প্রবেশ করে জনকয়েক লোক দেখতে পেলাম এবং মাঝখানে জনৈক ব্যক্তি বসে আছেন। তুমি তাকে দেখেই চিনতে পারবে যে, তিনি হিজাযের অধিবাসী। তিনি (রাবী) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? (আমি একথা জানতে চাইলে) উপস্থিত জনতা আমার প্রতি অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি কি তাকে চেনো না? তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)। হুযায়ফা (রা) বলেন, লোকজন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। আর আমি তাঁকে অকল্যাণ ও বিপদাপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। একথা শুনে জনতা তার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি যে, তোমরা তা অপছন্দ করছো। আমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন যে, মহান আল্লাহ যে কল্যাণ আমাদের দান করেছেন, এর পরে কি পূর্ববৎ কোন অশুভ অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন: হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তা থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন: তলোয়ার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর কি হবে? তিনি বললেন ঃ পৃথিবীতে যদি আল্লাহর কোন খলীফা (শাসক) থাকে, আর সে যদি তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়, অর্থাৎ যলুম করে, তবুও তার আনুগত্য করো, অন্যথায় তুমি বৃক্ষের কাণ্ড সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে মৃত্যুবরণ করো। আমি বললাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন ঃ অতঃপর আগুন ও পানি (সরোবর) সাথে নিয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। যে ব্যক্তি তার অগ্নিকুণ্ডে পতিত হবে, সে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং তার গুনাহ মাফ করা হবে।

আর যে তার সরোবরে (সুখের মরিচিকা) পতিত হবে, তার অপরাধের শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে এবং প্রতিদান বাজেয়াপ্ত করা হবে, অর্থাৎ সওয়াব বাতিল হবে। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন ঃ অতঃপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٤٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ بِهذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَقِيَّةٌ عَلى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلى دَخَنٍ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِيْ فِيْ زَمَنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَلى أَقْذَاءٍ. يَقُوْلُ قَذًى وَهُدْنَةٌ. يَقُوْلُ صُلْحٌ عَلى دَخَنٍ عَلى ضَغَائِنَ.

৪২৪৫। খালিদ ইবনে খালিদ আল-ইয়াশ্‌কুরী (র) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি বললাম, তরবারির পরে কি হবে? তিনি বলেন ঃ মানুষ আবর্জনা বা ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত থাকবে এবং ষড়যন্ত্রমূলক সন্ধি করবে। অতঃপর হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, কাতাদা একথার দ্বারা আবু বকরের যুগের ধর্মত্যাগীদের ফেতনাকেই বুঝাতেন। আর তিনি "أَقْذَاء" অর্থ বলতেন "قَذًى" অর্থ কলঙ্ক "هُدْنَةٌ" সাময়িক যুদ্ধবিরাত। "دَخَنٌ" বিদ্বেষ, অপকারেচ্ছা।

٤٢٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِيْ رَهْطٍ مِّنْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا بَنُوْ لَيْثٍ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِيْ مُوْسى قَافِلِيْنَ وَغَلَتِ الدَّوَابُّ بِالْكُوْفَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا مُوْسى أَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ فَأَذِنَ لَنَا فَقَدِمْنَا الْكُوْفَةَ فَقُلْتُ لِصَاحِبِيْ أَنَا دَاخِلٌ الْمَسْجِدَ فَإِذَا قَامَتِ السُّوْقُ خَرَجْتُ إِلَيْكَ قَالَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيْهِ حَلْقَةٌ كَأَنَّمَا قُطِعَتْ رُؤُوْسُهُمْ يَسْتَمِعُوْنَ حَدِيْثَ رَجُلٍ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلى جَنْبِيْ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هذَا قَالَ أَبَصْرِيٌّ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ وَلَوْ كُنْتَ كُوْفِيًّا لَمْ تَسْأَلْ عَنْ هذَا

قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَّسْبِقَنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ فَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ فَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ قَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيْهَا أَوْ فِيْهِمْ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِىَ قَالَ لاَ تَرْجِعُ قُلُوْبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِىْ كَانَتْ عَلَيْهِ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ.

৪২৪৬। নাসর ইবনে আসেম আল-লাইসী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে আল-ইয়াশকুরীর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন গোত্রের লোক? আমরা বললাম, আমরা লাইছ গোত্রের লোক, আপনার কাছে হুযায়ফা (রা) বর্ণিত হাদীস জানতে এসেছি। অতএব তিনি সেই হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কল্যাণময় পরিবেশের পর কি ক্ষতিকর পরিবেশ হবে? তিনি বললেন: ফেতনা ও অমঙ্গল (দেখা দিবে)। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ক্ষতিকর পরিবেশের পর কি কল্যাণকর পরিবেশ আসবে? তিনি বললেন ঃ হে হুযায়ফা! তুমি আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ করো। একথা তিনি তিনবার বলেন। তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই অমঙ্গলের পর কল্যাণ ফিরে আসবে কি? তিনি বললেন ঃ খেয়ানত ও মুনাফিকীর সাথে সন্ধি করা হবে, আর কপট একটি দল হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খেয়ানতের সাথে সন্ধি বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, মানুষের অন্তর যেরূপ ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মঙ্গলময় অবস্থার পর কি অমঙ্গল ফিরে আসবে? তিনি বললেন ঃ

অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে, আর সেই সময় ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের উপর আগুনের (দোযখের) দিকে একদল লোক আহ্বান করবে। হে হুযায়ফা! তখন তুমি যদি গাছের কাণ্ডমূল আকড়ে ধরে মরে যেতে পারো তবে সেটাই হবে তোমার জন্য তাদের কাউকে অনুসরণ করার চাইতে উত্তম।

٤٢٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ بِهذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى تَمُوْتَ فَإِنْ تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ وَقَالَ فِيْ اخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُوْنُ بَعْدَ ذلِكَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تُنْتَجْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

৪২৪৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হে হুযায়ফা!) তুমি যদি সেই সময় কোনো খলীফা (শাসক) না পাও, তবে তুমি মরে যাওয়া পর্যন্ত পালাতে থাকো। অতঃপর তুমি যদি বৃক্ষমূল শক্তভাবে আকড়ে ধরে মরেও যাও...। আর এই হাদীসের শেষাংশে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি হবে? তিনি (সা) বললেন ঃ কেউ যদি তখন ঘোড়ার বাচ্চা প্রসব করাতে চায় তবে তা প্রসব করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ফেতনার সময় থেকে মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত ঘটে যাবে)।

٤٢٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ اخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا رَقَبَةَ الاخَرِ. قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ووَعَاهُ قَلْبِيْ قُلْتُ هذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ أَطِعْهُ فِيْ طَاعَةِ اللّهِ وَاعْصِهِ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّهِ.

৪২৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি একজন ইমামের (শাসকের) হাতে হাত রেখে হৃদয়-মন দিয়ে তার

আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো, সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য তার আনুগত্য করা তার কর্তব্য। যদি অপর ব্যক্তি এসে তার (ইমামের) সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তার ঘাড়ে আঘাত হানো (হত্যা করো)। (রাবী আবদুর রহমান বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, একথা কি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার দু'টি কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে। আমি বললাম, এই যে তিনি তো আপনার চাচাতো ভাই মুআবিয়া, তিনি আমাদেরকে এই এই কাজ করার আদেশ করেন (আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন)। তিনি বললেন, আল্লাহর আনুগত্যে (আদেশসমূহে) তোমরা তার আনুগত্য করো আর আল্লাহর নাফরমানীতে (আদেশে) তার অবাধ্যচারণ করো।

٤٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ.

৪২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আরববাসীদের জন্য ধ্বংস বা আফসোস! কেননা তাদের উপর অশুভ দিন ঘনিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি তা থেকে হাত গুটিয়ে রাখবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

٤٢٥٠- قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحٌ.

৪২৫০। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ওয়াহাব থেকে এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই মুসলমানদেরকে মদীনাতে অবরোধ করা হবে, এমনকি তাদের দূরতম যুদ্ধক্ষেত্র হবে 'সালাহ' অর্থাৎ দাজ্জালের ফেতনার সময় সমস্ত মুসলমান মদীনাতে সমবেত হবে।

٤٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَسَلاَحٌ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ.

৪২৫১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাহ (সুলাহ) খায়বারের নিকটবর্তী একটি স্থান।

٤٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي تَعَالَى لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَلاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي. وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ قَالَ ابْنُ عِيسَى ظَاهِرِينَ ثُمَّ اتَّفَقَا لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى.

৪২৫২। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ (পাঠান্তরে) অথবা আমার রব পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করে দিয়েছেন এবং আমাকে এর পূর্ব ও পশ্চিম সীমা দেখানো হয়েছে। আর যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে, ততটুকুতে অচিরেই আমার উম্মতের রাজত্ব বিস্তারিত হবে। আমাকে লাল ও সাদা অর্থাৎ স্বর্ণ ও রূপার দু'টি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। আর আমি আমার মহান রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এই কথা চেয়েছি যে, তিনি তাদের সবাইকে যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদের ব্যতীত কোনো শত্রু যেন তাদের উপর অধিকার বিস্তার না করতে পারে যারা তাদের ধ্বংস করে দিবে। আর নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি

যা ফয়সালা করি, তা রদ হয় না। তবে আমি তাদের সবাইকে একসাথে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজেদের ছাড়া দিগবিদিক থেকে আগত তাদের সমূলে বিনাশকারী বিধর্মী শত্রুকে তাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে দিবো না, তবে তাদের কতক অপরদের ধ্বংস করবে এবং কতক অপরদের বন্দী করবে। আর আমি আমার উম্মতের পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত। আর আমার উম্মত যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তারা বিরত হবে না। আর আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার উম্মতের কতক গোত্র মূর্তি পূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। অবিলম্বে আমার উম্মতের মধ্যে তিরিশজন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তাদের প্রত্যেকেই দাবি (মনে) করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী এবং আমার পর কোনো নবী আসবে না। তবে আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকবে, বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি এ অবস্থায় মহান আল্লাহর আমর (কিয়ামত) এসে যাবে।

٤٢٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ.

৪২৫৩। আবু মালেক আল-আশ্আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তা হলো- (১) তোমাদের নবী তোমাদের বদদোআ করবেন না, অন্যথায় তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতে। (২) বাতিলপন্থী কখনো সত্যপন্থীদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং (৩) তোমরা সকলে একইসাথে পথভ্রষ্ট হবে না।

٤٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُورُ رَحَى الإِسْلاَمِ بِخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ

سَبْعِيْنَ عَامًا. قَالَ قُلْتُ أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ مِمَّا مَضَى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ قَالَ خِرَاشٌ فَقَدْ أَخْطَأَ.

৪২৫৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলামের চাকা অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা পঁয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশ বছর চালু থাকবে। এ সময়ে তারা ধ্বংস হলে তাদের পথ হবে তাদের পূর্ববর্তীদের পথের ন্যায়। আর এ সময় যদি তাদের দীন প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সত্তর বছর পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর গণনা কি অতীত থেকে না এখন থেকে শুরু হবে? তিনি বললেন ঃ অতীত থেকে শুরু হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, যারা 'খিরাশ' উল্লেখ করেছেন তারা ভুল করেছেন (হবে হিরাশ)।

٤٢٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ أَيُّ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

৪২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাল সংকীর্ণ হয়ে আসবে, দীনের জ্ঞান হ্রাস পাবে, সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হবে, কৃপণতা মানুষের অন্তর দখল করবে, হারাজ বেড়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'হারাজ' কি? তিন বলেন ঃ 'কতল' (গণহত্যা)।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ দ্বন্দ্ব-কলহের চেষ্টা করা নিষেধ

٤٢٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ يَكُوْنُ الْمُضْطَجِعُ فِيْهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ خَيْرًا مِنَ السَّاعِيْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ مَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ

كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُوْ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ.

৪২৫৬। মুসলিম ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তখন উপবেশনকারীর চাইতে শয়নকারী, দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবেশনকারী, পদব্রজে চলা ব্যক্তির চাইতে দাঁড়ানো ব্যক্তি এবং দ্রুত গমনকারী ব্যক্তির চাইতে হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম হবে। তিন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ যার উট আছে, সে যেনো তার উটের সাথে, যার বকরী আছে, সে তার বকরীর সাথে এবং যার ভূমি আছে সে তার ভূমি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যার এসবের কোনো কিছু থাকবে না। তিনি বললেন ঃ সে যেন তার তলোয়ারের দিকে মনোনিবেশ করে এবং পাথরের আঘাতে তরবারির ধার চূর্ণ করে দেয়, অতঃপর যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই ফেতনা থেকে নাজাত লাভ করতে।

٤٢٥٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عَيَّاشٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِيْ وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِيْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ كَابْنِ اٰدَمَ وَتَلاَ يَزِيْدُ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ الاٰيَةُ.

৪২৫৭। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি মত যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য তার হাত প্রসারিত করে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তখন আদম (আ)-এর পুত্রের মতো হয়ে যেও। ইয়াযীদ (রাবী) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: "তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করো..."(সূরা মাইদা ঃ ২৮)।

٤٢٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيْهِ وَابِصَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَتْلاَهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. قَالَ فِيْهِ قُلْتُ مَتَى ذَاكَ يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُوْنُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاَسِ بَيْتِكَ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِيْ مَطَارَةً فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيْتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

৪২৫৮। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ... অতঃপর তিনি আবু বাক্‌রা বর্ণিত হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করে বলেন, সেই ফেতনায় সব নিহত ব্যক্তিই দোষখী হবে। তিনি তাতে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ইবনে মাস'উদ! সেই পরিস্থিতি কখন হবে? তিনি বললেন, সেই মারামারি-কাটাকাটির যুগে কোনো ব্যক্তি তার বন্ধু থেকেও নিরাপদ থাকবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই যুগ যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আমাকে কি করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন, তোমার রসনা সংযত রাখবে, হাত গুটিয়ে রাখবে আর তুমি তোমার ঘরের পর্দায় পরিণত হবে অর্থাৎ কোথাও বের হবে না। অতঃপর যখন উসমান (রা) শহীদ হলেন, তখন আমার অন্তর সেই কথার দিকে উড়ে গেলো অর্থাৎ ফেতনার কথা স্মরণ হলো। সুতরাং আমি যাত্রা করে দামিশ্‌কে চলে এলাম এবং খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা)-র সাক্ষাতে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি যেই সত্তা ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই সেই আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি তাঁর কাছে ইবনে মাস'উদ বর্ণিত যে হাদীস বর্ণনা করেছি, সেই হাদীসের অনুরূপ হাদীস তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন।

٤٢٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ فَكَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا

أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ يَعْنِى عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ ادَمَ.

৪২৫৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপদের পর বিপদ আসতে থাকবে। সে সময় সকালবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, সন্ধ্যাবেলা সে কাফের হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যাবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, সে সকালবেলা কাফের হয়ে যাবে। তখন দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে বসা ব্যক্তি উত্তম হবে আর হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলো, ধনুকের ছিলাগুলো কেটে ফেলো এবং তরবারিগুলো পাথরে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। তবুও যদি তোমাদের কারো কারো কাছে কেউ এসে পড়ে, তবে যেন সে আদম (আ)-এর দু'পুত্রের মধ্যে উত্তমটির (হাবীলের) মতো হয়ে যায়।

٤٢٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ ابْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَعْنِى ابْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ إِذْ أَتى على رَأْسٍ مَنْصُوْبٍ فَقَالَ شَقِىَ قَاتِلُ هذَا فَلَمَّا مَضى قَالَ وَمَا أُرى هذَا إِلاَّ وَقَدْ شَقِىَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَشى إِلى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِىْ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هكَذَا يَعْنِى فَلْيَمُدَّ عُنُقَهُ فَالْقَاتِلُ فِى النَّارِ وَالْمَقْتُوْلُ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُمَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى بِهذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِىْ عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِىْ كِتَابِىْ اِبْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوْا سَمُرَةَ وَقَالُوْا سُمَيْرَةَ. هذَا كَلاَمُ أَبِى الْوَلِيْدِ.

৪২৬০। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র হাত ধরে মদীনার কোন এক রাস্তায় ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি ঝুলন্ত মাথার কাছে আসলেন। তিনি বললেন, এর হন্তা বড়োই দুর্ভাগা! তিনি যেতে যেতে

বললেন, আমার মতে সে অত্যন্ত দুর্ভাগা। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের কাউকে হত্যা করার জন্যে যদি কোনো ব্যক্তি অগ্রসর হয়, তাহলে তাকে এভাবে বলো ঃ হত্যাকারী দোযখে যাবে, আর নিহত ব্যক্তি বেহেশতে যাবে।

টীকা ঃ উমায়্যা খলীফা আবদুল মালেক-এর সেনাপতি নির্দয় হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-কে (৭৩ হি./৬৯২ খৃ.) হত্যা করার পর তার দেহ কয়েক দিন যাবত গাছে ঝুলিয়ে রাখে। এ হাদীসে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে (সম্পাদক)।

٤٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصَبَّرْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ اٰخُذُ سَيْفِىْ فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِىْ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ. قَالَ قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَىَّ بَيْتِىْ قَالَ فَإِنْ خَشِيْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوْءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّثَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

৪২৬১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় সাহচর্যে উপস্থিত আছি। অতঃপর রাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাতে বলেন ঃ যখন বহু মানুষ মারা যাবে এবং একটি ঘর অর্থাৎ একটি কবর একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত অথবা তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে আমার জন্য যা উত্তম মনে করেন। তিনি বললেন ঃ তোমার তখন ধৈর্য ধারণ করা উচিত অথবা তিনি

বলেন ঃ তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তিনি আমাকে ডেকে বলেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, আমি তো আপনার কল্যাণময় পরশে উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ তুমি কি করবে যখন দেখবে যে, 'আহজারুয-যায়েত' নামক স্থান রক্তে ডুবে যাচ্ছে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য এ ব্যাপারে যা উত্তম মনে করেন। তিন বললেন ঃ তুমি তোমার সমমনা লোকদের নিকট চলে যাবে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তখন আমার কাঁধে তরবারি ধারণ করবো না? তিনি বললেন ঃ তাহলে তো তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে যাবে! তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে আমাকে আপনি কি করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, যদি সেই ফেতনা আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আশঙ্কা করো যে, তরবারির ঝলক তোমাকে ঝলসিয়ে দিবে, তবে তোমার মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢেকে ফেলো। তাতে সে (হন্তা) তোমার গুনাহ ও তার গুনাহ নিয়ে ফিরে যাবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ব্যতীত আর কেউ এ হাদীসে রাবী "মুশা'আছ"-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٤٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ. قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُوْنُوْا أَحْلاَسَ بُيُوْتِكُمْ.

৪২৬২। আবু কাবশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপদের পর বিপদ আসতে থাকবে। সেই বিপদের সময় সকালবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিল, বিকেলবেলা সে কাফের হয়ে যাবে, আর সন্ধ্যায় যে ঈমানদার ছিল, সকালে সে কাফের হয়ে যাবে। সে সময়ের বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম, আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম এবং হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। লোকজন বললো, আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের বিছানার চাদরের ন্যায় (নির্জীব) হয়ে যেও।

٤٢٦٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ

يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ أَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا.

৪২৬৩। আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ফেতনা থেকে দূরে সরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যশালী; নিশ্চয়ই যে ফেতনা থেকে দূরে সরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; নিশ্চয়ই যে ফেতনা থেকে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যশালী। আর যে ব্যক্তি ফেতনাতে পতিত হয়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না উত্তম!

بَابُ فِىْ كَفِّ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রসনা সংযত রাখা

٤٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْهَا كَوُقُوْعِ السَّيْفِ.

৪২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই বধির, মুক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ফেতনার সৃষ্টি হবে, যে কেউ এর নিকটবর্তী হবে, ফেতনাও তার নিকটবর্তী হবে। আর সেই সময় মুখে কিছু বলা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় মারাত্মক হবে।

٤٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ

الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ اَللِّسَانُ فِيْهَا أَشَدُّ مِنْ وُقُوْعِ السَّيْفِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الأَعْجَمِ.

৪২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই অচিরে এরূপ ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা সমস্ত আরবকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। সেই ফেতনায় নিহতরা দোযখী হবে। জিহ্বার ব্যবহার তখন তরবারির আঘাতের চাইতেও মারাত্মক হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, সাওরী (র) লাইছ-তাউস-আল-আ'জাম (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন (আল-আ'জাম হলো যিয়াদের উপাধি)।

٤٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ قَالَ زِيَادٌ سِيْمِيْنَ كَوْشَ.

৪২৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কুদ্দূস (র) 'যিয়াদ নামক এক ব্যক্তি থেকে' না বলে 'সাদা কানবিশিষ্ট এক ব্যক্তি থেকে' বলেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى التُّبْدِىِّ فِى الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ফেতনার সময় যাযাবর হওয়ার অনুমতি

٤٢٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْمَطَرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

৪২৬৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরে বকরীই হবে মুসলমানদের উত্তম সম্পদ। তা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানি এলাকায় চলে যাবে, তাদের দীনকে ফেতনা থেকে রক্ষার জন্য ভেগে যাবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْقِتَالِ فِى الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ফেতনার সময় যুদ্ধে জড়ানো নিষেধ

٤٢٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ عَنِ

الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيْدُ يَعْنِىْ فِى الْقِتَالِ فَلَقِيَنِىْ أَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

৪২৬৮। আল-আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। আবু বাক্‌রা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, তুমি ফিরে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: দুই মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হন্তা ও নিহত উভয়ই দোযখে যাবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারী তো দোযখে যাবেই, তবে নিহত ব্যক্তি কেনো যাবে? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই সেও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ।

٤٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ الْمُتَوَكِّلِ أَخٌ ضَعِيْفٌ يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ.

৪২৬৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াককিল আল-আসকালানী (র) তার সনদসূত্রে সংক্ষেপে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াককিল সম্পর্কে বলেন, দুর্বল ভাই, তাকে হুসাইন বলা হয়।

بَابٌ فِىْ تَعْظِيْمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা গুরুতর অন্যায়

٤٢٧٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِىْ غَزْوَةِ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ بِذَلْقِيَةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْكِنَانِىُّ فَسَلَّمَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ زَكَرِيَّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوْمٍ سَمِعْتُ مَحْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَكَرِيَّا عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ. وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوْمٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

৪২৭০। খালিদ ইবনে দিহকান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা য়ালকিয়া নামক স্থানে কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। তখন ফিলিস্তীনবাসী হানী ইবনে কুলছুম ইবনে শরীক আল-কিনানী নামক জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন সম্মানিত ও উত্তম ব্যক্তি এসে আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়াকে সালাম দিলেন, যার মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। খালিদ আমাদের বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মে দারদাকে বলতে শুনেছি, আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সব গুনাহই মাফ করবেন; কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কেউ মারা গেলে অথবা কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অপর কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে (সেই গুনাহ মাফ করবেন না)। অতঃপর হানী ইবনে কুলছুম বলেন, আমি মাহমূদ ইবনুর রবী'-কে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে হত্যা করলো এবং এতে আনন্দিত হলো, আল্লাহ তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করবেন না। খালিদ আমাদের বলেন যে, ইবনে আবু যাকারিয়া পর্যায়ক্রমে উম্মে দারদা ও আবু দারদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো হারাম রক্তপাত না ঘটাবে (অর্থাৎ কোন মু'মিনকে হত্যা না করবে) ততক্ষণ পর্যন্ত সে সৎ ও হালকা পিঠবিশিষ্ট বলে পরিগণিত হবে। যখনই সে কোনো হারাম রক্তপাত ঘটাবে তখনই অবসাদগ্রস্ত ও অক্ষম-দুর্বল হয়ে পড়বে। আর হানী ইবনে কুলছুম (র) মাহমূদ ইবনুর রবী' ও উবাদা ইবনুস সামিতের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٢٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالَدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرى أَنَّهُ عَلى هُدًى فَلاَ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ تَعَالى يَعْنِيْ مِنْ ذلِكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فَاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبًا.

৪২৭১। সদাকা ইবনে খালিদ অথবা অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনে দিহকান বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-গাস্সানীকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (নবী সা) বাণী "ইগ্তাবাতা বিকাত্লিহি"র অর্থ কি? তিনি বললেন, যারা ফেতনায় পতিত হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে। অতঃপর কাউকে হত্যার পর দেখতে পাবে, নিহত ব্যক্তি হেদায়াতের উপর ছিলো। আর সে এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি বলেছেন, 'ফা'তাবাতা' অর্থ সে অত্যধিক রক্তপাত ঘটিয়েছে।

٤٢٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِيْ هذَا الْمَكَانِ يَقُوْلُ أُنْزِلَتْ هذِهِ الاٰيَةُ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا بَعْدَ الَّتِيْ فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ إِلاَّ بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

৪২৭২। মুজালিদ ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। খারিজা ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে কুরআনের এই স্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا. "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার পরিণাম হবে চিরদিনের জন্য জাহান্নাম" (৪ : ৯৩) এই আয়াতে। সূরা ফুরকানের এই আয়াত وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ. "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না এবং অন্যায়ভাবে এরূপ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন", এই আয়াতের ছয় মাস পরে নাযিল হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ ২৫ : ৬৮ আয়াত ৪ : ৯৩ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে (সম্পাদক)।

٤٢٧٣- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى إِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ فَهٰذِهِ لأُولٰئِكَ. قَالَ فَأَمَّا الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لاٰيَةَ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ فَذَكَرْتُ هٰذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ.

৪২৭৩। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করালে তিনি বলেন, সূরা ফুরকানের এই আয়াত যখন নাযিল হলো, "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো কিছুকে ইলাহ্ বলে ডাকে না এবং যে আত্মাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করে না; কিন্তু সত্য বা শাস্তি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তা করে" (যেমন কিসাস, হদ্দ ইত্যাদি)। তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে লাগলো, আমরাই তো আল্লাহর হারাম করা আত্মা হত্যা করেছি এবং আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডেকেছি ও ব্যভিচার করেছি। মহান আল্লাহ তখন নাযিল করলেন, "কিন্তু যারা তওবা করবে ও ঈমান এনে সৎকাজ করবে, আল্লাহ তাদের অন্যায়গুলো পরিবর্তন করে সওয়াব দিবেন"। আর এই আয়াত তাদের (মক্কার অন্যায়কারী মুশরিকদের, পরে নও-মুসলিম) ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, সূরা নিসার এই আয়াত সম্পর্কে "যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদারকে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম" (৪ : ৬৮)। তিনি বলেছেন, লোকটি যখন ইসলামী শরীআতের পরিচয় পাওয়ার পর কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। তার কোনো তওবা কবুল হবে না। একথা মুজাহিদের কাছে বর্ণনা করায় তিনি বললেন, কিন্তু যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তওবা করবে তার তওবা কবুল হবে।

٤٢٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فِىْ اَلَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ. أَهْلُ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ.

৪২৭৪। উপরের ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াত (যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্কে ডাকে না) মুশরিকেদের পরে নও-মুসলিমদের

ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আরো নাযিল হয়েছে "হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্গন করেছে; তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"।

٤٢٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

৪২৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে" এই আয়াতকে কোনো আয়াতই মানসূখ্ করেনি।

٤٢٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ فِيْ قَوْلِهِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.

৪২৭৬। আবু মিজ্লায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম", এটা হলো তার পরিণাম। তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে মাফও করতে পারেন।

بَابُ مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ শহীদ হওয়ার আশা পোষণ করা

٤٢٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَئِنْ أَدْرَكَتْنَا هٰذِهِ لَتُهْلِكُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ. قَالَ سَعِيْدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِيْ قُتِلُوْا.

৪২৭৭। সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তিনি ফেতনা ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তখন আমরা বললাম অথবা লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফেতনা যদি আমাদের পেয়ে বসে, তবে তো ধ্বংস করে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কখনো নয়, বরং তখন নিহত হলে তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সা'ঈদ (রা) বলেন, পরে আমি দেখতে পেলাম, আমার ভাইয়েরা সকলেই (সেই ফেতনায়) নিহত হয়েছেন।

٤٢٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِىْ هٰذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِى الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ.

৪২৭৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এই উম্মত করুণাপ্রাপ্ত, পরকালে এদের কোনো শাস্তি হবে না, আর ইহকালে তাদের শাস্তি হলো ফেতনাসমূহ, ভূমিকম্প বা ভয়ানক পরিস্থিতি ও যুদ্ধবিগ্রহ।

অধ্যায় ঃ ৩৬

كِتَابُ الْمَهْدِىِّ

(ইমাম মাহ্‌দী প্রসঙ্গ)

٤٢٧٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلاَمًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لأَبِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৪২৭৯। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এ দীন ততো দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতো দিন তোমাদের শাসকরূপে বারোজন খলীফার আবির্ভাব না হবে। তাদের প্রত্যেকে উম্মতকে তার পাশে জমায়েত করবে। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি কথা শুনলাম কিন্তু তা বুঝতে পারলাম না। পরে আমার পিতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তিনি বলেছেন ঃ তাদের সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।

٤٢٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ عَزِيْزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيْفَةً قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوْا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيْفَةً قُلْتُ لأَبِىْ يَا أَبَةِ مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৪২৮০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এ দীন (ইসলাম) বারোজন প্রতিনিধি আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ন অবস্থায় বিজয়ী থাকবে। তিনি (জাবের) বলেন, একথা শুনে উপস্থিত জনতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলো এবং চিৎকার করে

উঠলো। অতঃপর তিনি নিম্নস্বরে একটি কথা বললেন। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (সা) কি বলেছেন? তিনি বললেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তাদের সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।

٤٢٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهذَا الْحَدِيثِ. زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ.

৪২৮১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ পরে যখন তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যান, কুরায়শদের কয়েকজন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তার পরে কি হবে? তিনি বললেন ঃ অতঃপর বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

٤٢٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ اتَّفَقُوا حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِىءُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي. زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِىءُ اسْمُهُ اسْمِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَفْظُ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ الْعَرَبَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ.

৪২৮২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ সেই দিনকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন এবং আমার থেকে অথবা আমার পরিজন থেকে একজন লোক আবির্ভূত করবেন, যার

নাম ও তার পিতার নাম আমার ও আমার পিতার নামের সাথে হুবহু মিল। সে পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে যেরূপে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়েছিল। আর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসে বলেন, ততোদিন দুনিয়া যাবে না অথবা দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতোদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে, তার নাম হুবহু আমার নামই হবে।

٤٢٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِىْ بَزَّةَ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللّٰهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ يَمْلأُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا.

৪২৮৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি ইহকালের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবুও আল্লাহ আমার পরিজন থেকে অবশ্যই জনৈক ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তখনকার দুনিয়া যেরূপে যুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, সে সেরূপেই তা ন্যায়-ইনসাফে ভরে দিবে।

٤٢٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيْحِ يُثْنِىْ عَلَى عَلِىِّ بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلاَحًا.

৪২৮৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মাহ্দী আমার পরিজন থেকে ফাতেমার সন্তানদের বংশ থেকে আবির্ভূত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (র) বলেন, আমি আবুল মালীহকে আলী ইবনে নুফায়েলের প্রশংসা করতে এবং তার গুণাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

٤٢٨٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِىُّ مِنِّىْ أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجَوْرًا وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ.

৪২৮৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার বংশ থেকে মাহ্দীর আবির্ভাব হবে, সে হবে প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট ব্যক্তি। তখনকার দুনিয়া যেরূপে যুলুম-অত্যাচারে ভরে যাবে, সে তার বিপরীতে তা ন্যায়বিচার ও ইনসাফে ভরে দিবে, আর সে সাত বছর রাজত্ব করবে।

٤٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذٰلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيْمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِى الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ.

৪২৮৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জনৈক খলীফার মৃত্যুকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। এসময় মদীনাবাসী জনৈক ব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে। মক্কাবাসীরা তার কাছে এসে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে আসবে এবং তারা রুকন (ইয়ায়ানী) ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তার হাতে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) করবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে সিরিয়া থেকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে। এদেরকে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত আল-বায়দা নামক প্রান্তরে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। এই অবস্থা যখন লোকেরা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার ধার্মিক ও সাধকবৃন্দ ও ইরাকবাসীদের কয়েকটি দল তার কাছে এসে রুকন ও মাকামের মাঝখানে তার হাতে বাই'আত করবে। অতঃপর কুরাইশ বংশে জনৈক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, কাল্ব গোত্র হবে তার মাতুল গোত্র। সে তাদের

(মাহ্দীর অনুসারীদের) বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠাবে। যুদ্ধে মাহ্দীর অনুসারীরা কাল্ব বাহিনীর উপর বিজয়ী হবে। এ সময় যারা কাল্বের গনীমত নিতে উপস্থিত হবে না তাদের জন্য আফসোস। তিনি (মাহ্দী) গনীমতের মাল বণ্টন করবেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক মানুষের মাঝে কার্য পরিচালনা করবেন, আর ইসলাম সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হবে। অতঃপর তিনি সাত বছর অবস্থান করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। আর মুসলমানরা তার জানাযা নামায পড়বে। আবু দাঊদ (র) বলেন, কেউ কেউ হিশাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন, আবার কেউ বলেন, সাত বছর।

٤٢٨٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ تِسْعَ سِنِيْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِيْنَ.

৪২৮৭। কাতাদা (র) উপরে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, তিনি নয় বছর অবস্থান করবেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, মু'আয ব্যতীত অন্যরা হিশাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন।

٤٢٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ أَتَمُّ.

৪২৮৮। উম্মে সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর মু'আযের হাদীসখানিই পূর্ণাঙ্গ।

٤٢٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِمْ وَلٰكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى نِيَّتِهِ.

৪২৮৯। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্বসে যাওয়া সেই বাহিনীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন, আমি (উম্মে সালামা) জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হবে, তাদের কি হবে? তিনি বললেন ঃ তাদেরও ধ্বসিয়ে দেয়া হবে; কিন্তু তারা তাদের নিয়াত অনুযায়ী কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

٤٢٩٠- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِىْ قَيْسٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ وَلاَ يُشْبِهُهُ فِى الْخَلْقِ. ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً. يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلاً. وَقَالَ هَارُوْنُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِىْ قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ طَرِيْفٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَّرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُوْرٌ يُوَطِّىءُ أَوْ يُمَكِّنُ لاَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ.

৪২৯০। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এই ছেলেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন, আর অচিরেই তার বংশ থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে তার নাম হবে, স্বভাব-চরিত্রে তাঁর সাদৃশ্য হবে; কিন্তু গঠন আকৃতিতে সদৃশ্য হবে না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে দিবে। হারূন (র) বলেন, আমর ইবনে আবু কায়েস পর্যায়ক্রমে মুতাররিফ ইবনে তরীফ, হাসান ও হেলাল ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মা ওয়ারাউন-নাহ্‌র (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তাকে হারিছ ইবনুল হাররাছ বলে ডাকা হবে, তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন, যার নাম হবে মানসূর। তিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনকে (আহ্‌লে বায়তকে) আশ্রয় দিবেন, যেরূপ কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দান করেছিল। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা, তার ডাকে সাড়া দেয়া।

অধ্যায় ঃ ৩৭

كِتَابُ الْمَلَاحِمِ

(যুদ্ধ-সংঘাত)

بَابُ مَا يَذْكُرُ فِىْ قَرْنِ الْمِائَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ এক শতাব্দী কালের বর্ণনা

٤٢٩١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ شَرَاحِيْلَ بْنِ يَزِيْدَ الْمَعَافِرِىِّ عَنْ أَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فِيْمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ الإِسْكَنْدَرَانِىُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَاحِيْلَ.

৪২৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি এক শত বছরের শিরোভাগে এরূপ লোক (মুজাদ্দিদ) উত্থিত করবেন, যিনি এই উম্মতের দীনকে তার জন্য নতুন (সঞ্জীবিত) করবেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ আল-ইসকান্দারানীও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি শারাহীল (র)-এর অতিরিক্ত বর্ণনা করেননি।

টীকা : ইং-অনু: "Allah will raise for this community at the end of every hundred years the one who will renovate its religion for it."

بَابُ مَا يَذْكُرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّوْمِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বায়যানটাইনদের সাথে যুদ্ধ

٤٢٩٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلٌ وَابْنُ أَبِىْ زَكَرِيَّا إِلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْهُدْنَةِ قَالَ قَالَ

جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِىْ مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا امِنًا فَتَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَّرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِىْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ.

৪২৯২। হাসসান ইবনে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্হূল ও ইবনে আবু যাকারিয়া (র) খালিদ ইবনে মা'দান-এর নিকট যেতে রওয়ানা হলে আমিও তাদের সাথে গেলাম। তারা জুবাইর ইবনে নুফাইরের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন সন্ধি সম্পর্কে। তিনি বলেন, জুবাইর (র) বললেন, আপনি আমাদের সাথে নবী (সা)-এর সাহাবী যু-মিখবার (রা)-র কাছে চলুন। অতএব আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে জুবাইর (র) তাকে সন্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : অচিরেই তোমরা রোমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমাদের পশ্চাৎবর্তী একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে। তোমরা তাতে বিজয়ী হবে, গনীমত লাভ করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে। অতঃপর খৃষ্টানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উপরে উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে।

٤٢٩٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيَثُوْرُ الْمُسْلِمُوْنَ إِلٰى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتُلُوْنَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِلاَّ أَنَّ الْوَلِيْدَ جَعَلَ الْحَدِيْثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ كَمَا قَالَ عِيْسٰى.

৪২৯৩। হাস্সান ইবনে আতিয়া (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত

হয়েছে। তাতে আরো আছে: মুসলমানরা ক্ষিপ্রতার সাথে তাদের যুদ্ধাস্ত্রের দিকে ধাবিত হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শহিদী মৃত্যু দানের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। কিন্তু রাবী ওয়ালীদ এ হাদীস জুবাইর-যু-মিখবার (রা)-নবী (সা) সূত্রে ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামযা ও বিশর ইবনে বাক্র (র) আল-আওয়াঈ সূত্রে ঈসার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيْ إِمَارَاتِ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যুদ্ধ, সংঘাত ও বিপর্যয়ের আলামতসমূহ

٤٢٩٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ وَفَتْحُ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى فَخِذِ الَّذِيْ حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هٰهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

৪২৯৪। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াছরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াছরিবের বিপর্যয় যুদ্ধ-সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধ-সংঘাতের ফলে কুসতুনতীনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) বিজিত হবে এবং কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তার (মুআয) উরুতে অথবা কাঁধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করেন, অতঃপর বলেন, এটা নিশ্চিত সত্য অবশ্যম্ভাবী, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা আছো। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে লক্ষ করে বলেন।

بَابُ فِيْ تَوَاتُرِ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ অব্যাহতভাবে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটবে

٤٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ

بْنِ قُطَيْبٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

৪২৯৫। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বা বিপর্যয় ও কুসতুনতীনিয়া বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব মাত্র সাত মাসের মধ্যে ঘটবে।

٤٢٩٦- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى.

৪২৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহাযুদ্ধ ও শহর (কন্সটান্টিনোপল) বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে মসীহ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীসখানি উপরে বর্ণিত 'ঈসার হাদীসের চাইতে অধিকতর সহীহ্।

بَابٌ فِي تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাবে

٤٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

৪২৯৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে আহারের পাত্রের চতুর্দিকে সমবেত হয়, অচিরেই বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই সমবেত হবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি? তিনি বললেন: তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার সদৃশ। আর আল্লাহ তো তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, আর তিনি তোমাদের অন্তরে 'আল-ওয়াহন' (দুর্বলতা, ভীরুতা) ভরে দিবেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আল-ওয়াহ্ন' কি? তিনি বললেন: দুনিয়া প্রেম ও মৃত্যুতে নারাযী।

بَابُ فِى الْمَعْقَلِ مِنَ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ঘোরতর যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থানস্থল

٤٢٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ.

৪২৯৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যুদ্ধের দিন মুসলমানদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গূতা' নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামেশকের পাশে অবস্থিত।

٤٢٩٩- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يُّحَاصَرُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحٌ.

৪২৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই মুসলমানরা মদীনায় অবরুদ্ধ হবে এবং তাদের দূরবর্তী সীমান্ত হবে 'সালাহ' নামক স্থান।

٤٣٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَسَلاَحُ قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرَ.

৪৩০০। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম হলো সালাহ্।

بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَلاَحِمِ

অনুচ্ছেদ-৭ : যুদ্ধের ফলে নানাবিধ কলহ-বিবাদ ছড়াবে

٤٣٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ قَالَ هَارُوْنُ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّجْمَعَ اللّٰهُ عَلَى هٰذِهِ الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِّنْهَا وَسَيْفًا مِّنْ عَدُوِّهَا.

৪৩০১। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মতের তরবারি ও এর শত্রুর তরবারি দুটোকে আল্লাহ্ কখনো এই উম্মতের উপর একত্র করবেন না। অর্থাৎ শত্রুরা এদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে না।

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيْجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ : তুর্কী ও আবিসিনীয়দের সাথে অকারণে গোলযোগ বাঁধানো নিষেধ

٤٣٠٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيْ سُكَيْنَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُحَرَّرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوْكُمْ.

৪৩০২। আবু সুকাইনা নামক মুক্তিপ্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমরা হাবাশীদের থেকে বিরত থাকো যাবত তারা তোমাদের থেকে বিরত থাকে এবং তুর্কীদেরও ত্যাগ করো যাবত তারা তোমাদের ত্যাগ করে।

بَابٌ فِيْ قِتَالِ التُّرْكِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٤٣٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ

سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبِسُوْنَ الشَّعْرَ.

৪৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যাবত না মুসলমানরা তুর্কী জাতির সাথে যুদ্ধ করবে, তাবৎ কিয়ামত হবে না। সেই জাতির মুখমণ্ডল হবে বর্মের ন্যায় চওড়া আর মাংসল। তারা পশমী পোশাক পরে।

٤٣٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الأُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

৪৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে জাতি পশমযুক্ত স্যান্ডেল ব্যবহার করবে সেই জাতির সাথে যতোদিন তোমরা যুদ্ধ না করবে, ততোদিন কিয়ামত হবে না। আর যতোদিন তোমরা ছোট চোখ, চেপ্টা নাক ও বর্মের মতো চওড়া ও মাংসল মুখমণ্ডলবিশিষ্ট জাতির সাথে যুদ্ধ না করবে, ততোদিন কিয়ামত হবে না।

٤٣٠٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَدِيْثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ يَعْنِى التُّرْكَ قَالَ تَسُوْقُوْنَهُمْ ثَلاَثَ مِرَارٍ حَتّٰى تُلْحِقُوْهُمْ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِى السِّيَاقَةِ الأُوْلٰى فَيَنْجُوْا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِى الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

৪৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন: তোমাদের সাথে ছোট চোখবিশিষ্ট জাতি অর্থাৎ তুর্কীরা যুদ্ধ করবে। তিনি বলেন, তোমরা তাদের তিনবার তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, অবশেষে

আরব উপদ্বীপে তাদের নাগালে পাবে। প্রথম তাড়ানোতে যারা ভেগে যাবে, তারা রক্ষা পাবে, আর দ্বিতীয় তাড়ানোতে কতক রক্ষা পাবে আর কতক ধ্বংস হবে; আর তৃতীয়বার তাদের মূলোৎপাটিত করা হবে অথবা অনুরূপ শব্দ বলেছেন।

بَابٌ فِيْ ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বস্‌রা সম্পর্কে বর্ণনা

٤٣٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِيْ بِغَائِطٍ يُسَمُّوْنَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دَجْلَةُ يَكُوْنُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُوْنُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ. قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ وَتَكُوْنُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِذَا كَانَ فِيْ اخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُوْ قَنْطُوْرَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوْا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلاَثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُوْنَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوْا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُوْنَ لأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوْا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُوْنَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُوْرِهِمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ.

৪৩০৬। মুসলিম ইবনে আবু বাক্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাজ্‌লা (তাইগ্রিস) নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকায় 'বস্‌রা' নামক স্থানে আমার উম্মতের কতক লোক বসতি স্থাপন করবে। সেই নদীর উপরে সেতু থাকবে আর নাগরিকের সংখ্যা হবে প্রচুর। আর এটা হবে মুহাজিরদের শহরসমূহের একটি। শেষ যমানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ছোট চোখবিশিষ্ট 'কানতূরা' গোত্র সেই নদীর অববাহিকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে এবং উক্ত শহরের বাসিন্দারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল গরুর লেজ ধরে মরুভূমিতে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজবে এবং কাফের হয়ে যাবে। তৃতীয় দল তাদের পিছনে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি রেখে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শহীদ হবে।

٤٣٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ

الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى الْحَنَّاطُ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُوْنَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ أَوِ الْبُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلاَءَهَا وَسُوْقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيْهَا فَإِنَّهُ يَكُوْنُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيْتُوْنَ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ.

৪৩০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: হে আনাস! নিশ্চয়ই মানুষ (মুসলমান) বিভিন্ন শহরের পত্তন করবে। আর জেনে রাখো, তার মধ্যে বসরা অথবা বুসায়রা নামক একটি শহরও হবে। তুমি যদি এর পাশ দিয়ে যাও অথবা এতে প্রবেশ করো তবে সাবধান থেকো এর লবণাক্ত যমীন থেকে, এর 'কাল্ল' নামক স্থান থেকে এবং বাজার ও নেতাদের দরজা থেকে এবং আশেপাশে থাকো। কেননা এটা ধ্বসে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে আর ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হবে। আর একদল লোক রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে; কিন্তু প্রত্যুষে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হবে।

টীকা ঃ কানতূরা জাতি বলতে তাতারীদের বুঝানো হয়েছে। এরা মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছিল। কেননা হালাকু খান তার দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে মুস্তানসিরের সমস্ত পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় (অনুবাদক)।

٤٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ انْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الأُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِيْ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِيْ فِيْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُوْلُ هذِهِ لأَبِيْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لاَ يَقُوْمُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ.

৪৩০৮। ইবরাহীম ইবনে দিরহাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমরা হজ্জ করতে যাচ্ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি আমাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কাছাকাছি উবুল্লাহ নামে একটি শহর আছে কি? আমরা বললাম , হাঁ। সে বললো, তোমাদের মাঝে কে এই দায়িত্ব নিবে যে, আমার পক্ষ থেকে 'আল-আশ্শার মসজিদে' দুই অথবা চার রাক্আত নামায পড়বে? আর এ কথাটা তিনি আবু হুরায়রার জন্য বলতেন যে, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন মসজিদুল আশশারে এমন কতক শহীদকে পাঠাবেন যাদের ব্যতীত অন্য কেউ বদরের শহীদদের সাথে দাঁড়াতে পারবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, এই মসজিদখানি (ফুরাত) নদীর তীরে অবস্থিত।

টীকা ঃ এ হাদীসে সম্ভবত কারবালার শহীদগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ ذِكْرِ الْحَبَشَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইথিওপিয়া সম্পর্কে বর্ণনা

٤٣٠٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوْكُمْ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

৪৩০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যতোদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ছেড়ে থাকে, তোমরাও তাদের ছেড়ে দাও। কেনোনা ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ কা'বার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবে না।

بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কিয়ামতের আলামতসমূহ

٤٣١٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَمِعُوْهُ يُحَدِّثُ فِي الاٰيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَّالُ. قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ الاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأَظُنُّ أَوَّلُهُمَا خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

৪৩১০। আবু যুরআ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাতে মারওয়ানের কাছে একদল লোক এসে শুনতে পেলো যে, তিনি কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে বর্ণনা করছেন যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এর প্রথম আলামত। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের কাছে গিয়ে একথা আলোচনা করলাম। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে যা বলতে শুনেছি তিনি তার কিছুই বলেননি। (তিন বলেছেন) নিঃসন্দেহে এর প্রথম প্রকাশিতব্য আলামতটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মানব জাতির উপর পূর্বাহ্নে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ। এই দু'টির যে কোনো একটি আগে এবং অপরটি এর পরপরই প্রকাশিত হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ সময় তিনি কিতাব পাঠ করছিলেন। আর আমার মনে হয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয়টাই প্রথম প্রকাশিত হবে।

٤٣١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَهَنَّادٌ الْمَعْنى قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ الْقَزَّازُ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا نَتَحَدَّثُ فِىْ ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَكُوْنَ أَوْ لَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتّى تَكُوْنَ قَبْلَهَا عَشْرُ ايَاتٍ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوْجُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَالدَّجَّالِ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالدُّخَانُ وَثَلاَثُ خُسُوْفٍ خَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٍ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبَ وَاخِرُ ذلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوْقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

৪৩১১। হুযায়ফা ইবনে আসীদ আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের ছায়ায় বসে কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর চরমে উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই[illegible]ই ওয়াসাল্লাম বললেন: দশটি আলামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো কিয়ামত সংঘ[illegible]টিত হবে না। সেগুলো হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, 'দাব্বাতুল আরদ' নামক জন্তুর আবির্ভাব, ইয়াজূজ-মাজূজ, দাজ্জাল ও ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) ও ধোঁয়ার প্রক[illegible]াশ, আর তিনটি ভূমিধ্বস: পাশ্চাত্যে একটি, প্রাচ্যে একটি ও আরব উপদ্বীপে একটি। এগুলো[illegible]র পরেই ইয়ামানের আদান (এডেন) নামক স্থানের নীচু ভূমি থেকে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ার) দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

٤٣١٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا.

৪৩১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সূর্য তার অস্তাচল থেকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। যখন তা উদয় হবে এবং যতো লোক তা দেখবে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু "সেদিন তার ঈমান কোন উপকারে আসবে না– যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি" (সূরা আনআম : ১৫৮)।

بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ ফুরাতের বহুমূল্য খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে

٤٣١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَّحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

৪৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের খনি উন্মুক্ত করে দিবে। অতএব যে কেউ সেখানে হাযির থাকবে সে যেনো তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

٤٣١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

৪৩১৪। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি তাতে বলেন: ফুরাত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দিবে।

بَابُ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব

٤٣١٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِىْ تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِىْ تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذلِكَ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِىْ يَرى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً. قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىُّ هكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ.

৪৩১৫। রিবঈ' ইবনে হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ও আবু মাস'উদ (রা) একত্র হলে হুযায়ফা (রা) বললেন, দাজ্জালের সাথে যা কিছু থাকবে, এ সম্বন্ধে আমি অবশ্যই তার চাইতে ভালো জানি। নিশ্চয়ই তার সাথে পানির সমুদ্র ও আগুনের কুণ্ড থাকবে। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি, মূলত সেটা আগুন। যে কেউ এর সাক্ষাত পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে, তা যেন পান করে, তাহলেই সে পানি পাবে। আবু মাস'উদ আল-বদ্‌রী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।

٤٣١٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بُعِثَ نَبِىٌّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ.

৪৩১৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : প্রত্যেক প্রেরিত নবীই তাঁর উম্মতদের মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রাখো, সে হবে কানা, আর তোমাদের মহান রব তো কানা নন্। আর তার দু'চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে।

٤٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ

ك ف ر.

৪৩১৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার- শো'বা (র) সূত্র ك (কাফ), ف (ফা), ر (রা) এভাবে উল্লেখ আছে।

٤٣١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

৪৩১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উপরে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মুসলমান তা (কাফের লেখাটি) পড়তে পারবে।

٤٣١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ هٰكَذَا قَالَ.

৪৩১৯। আবুদ-দাহমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনলে সে যেনো তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর শপথ! যে কোনো ব্যক্তি তার কাছে এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগরিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করবে। তিনি এরূপই বলেছেন।

٤٣٢٠- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّيْ قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتّٰى خَشِيْتُ أَنْ لاَّ تَفْعَلُوْا إِنَّ مَسِيْحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيْرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوْسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلاَ جَحْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَلِيَ الْقَضَاءَ.

৪৩২০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লোকজনের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি এজন্য যে, আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? নিশ্চয়ই মসীহে দাজ্জাল হবে বেঁটে, মুরগীর পাবিশিষ্ট ও কুঞ্চিত কেশধারী, এক চোখবিশিষ্ট আলোহীন এক চোখধারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি তোমাদের কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব্ অন্ধ নন্। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনুল আসওয়াদ (র) বিচারক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন।

٤٣٢١- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنْ يَّخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ. قُلْنَا وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّهِ هذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لاَ اُقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

৪৩২১। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন: আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয় তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি হবে নিজ থেকে তার প্রতিপক্ষ। আর আল্লাহ হবেন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পক্ষের দায়িত্বশীল। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেনো সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে; কেননা এটাই হবে ফেতনা থেকে তার নিরাপত্তার প্রধান মাধ্যম। আমরা জিজ্ঞেস

করলাম, সে পৃথিবীতে কতো দিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন: চল্লিশ দিন। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান ও একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের (সাধারণ) দিনগুলোর সমান। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটা এক বছরের সমান হবে, সে দিনে একদিন ও এক রাতের নামায (পাঁচ ওয়াক্ত) কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করবে (তদনুসারে নামায পড়বে)। অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং 'লুদ্দ' নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে কাবুতে পাবেন এবং হত্যা করবেন।

٤٣٢٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

৪৩২২। আবু উমামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। আর এর অনুরূপ অর্থে নামাযের উল্লেখ করেন।

٤٣٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ ايَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ اخِرِ الْكَهْفِ.

৪৩২৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে (পড়বে), সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, হিশাম আদ-দাস্তাওয়াঈ কাতাদার সূত্রে এরূপই বলেছেন; কিন্তু তিনি একথাটি এরূপ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শেষের কয়েকটি আয়াত হেফাযত করবে (পড়বে), আর শো'বা বলেছেন, যে কাহফের শেষাংশ মুখস্ত রাখবে (পড়বে সে নাজাত পাবে)।

٤٣٢٤- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ادَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَعْنِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ

رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الاِسْلاَمَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ.

৪৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাঝে কোনো নবী নেই। আর তিনি তো অবতীর্ণ হবেন। তোমরা তাঁকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারি উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি অর্থাৎ দুধে আল্‌তা তাঁর দেহের রং হবে এবং তাঁর মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল থেকে যেনো বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। আল্লাহ ইসলাম ছাড়া তাঁর যুগের সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি (ঈসা আ) পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বে।

بَابٌ فِيْ خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ জাসসাস প্রসঙ্গে বর্ণনা

٤٣٢٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الاخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِيْ حَدِيْثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيْهِ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ إِلى ذلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِي الأَغْلاَلِ يَنْزُوْ فِيْمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا الدَّجَّالُ خَرَجَ نَبِيُّ الأُمِّيِّيْنَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَطَاعُوْهُ أَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ أَطَاعُوْهُ قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ.

৪৩২৫। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়তে বিলম্ব করলেন। অতঃপর (ঘর থেকে) বের হয়ে এসে তিনি বলেন: তামীম আদ-দারী আমার নিকট যে ঘটনা বর্ণনা করেছে সেটিই আমাকে আটকে রেখেছে। সে সমুদ্রের উপদ্বীপের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আমাকে বলেছে, হঠাৎ আমি একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম যে, সে তার চুল টানছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো, আমি জাসসাসা, গুপ্তচর, তুমি ওই প্রাসাদে যাও। অতঃপর আমি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি তার কুঞ্চিত কেশ টানছে, সে মযবুত শিকলে বাঁধা অবস্থায় আকাশ ও যমীনের মাঝখানে ছট্‌ফট করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বললো, আমি তো দাজ্জাল। নিরক্ষরদের নবী এখন আবির্ভূত হয়েছেন কি? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো, লোকেরা তাঁকে মান্য করছে না, অমান্য করছে? আমি বললাম, তারা বরং মান্য করছে। সে বললো, এটাই তাদের জন্য কল্যাণকর।

٤٣٢٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِىْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِىُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ إِنِّىْ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلاَ رَغْبَةٍ وَلكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيْمًا الدَّارِىَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِىْ حَدِيْثًا وَافَقَ الَّذِىْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِىْ أَنَّهُ رَكِبَ فِىْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ وَأَرْفَئُوْا إِلَى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوْا فِىْ أَقْرَبِ السَّفِيْنَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيْرَةُ الشَّعْرِ. قَالُوْا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوْا إِلَى هذَا الرَّجُلِ فِىْ هذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا

الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ. قَالَ إِنِّيْ أَنَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ وَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِيْ بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. قَالَتْ حَفِظْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৩২৬। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করছে যে, নামাযের জন্য সমবেত হও। অতএব আমি বের হয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে মিম্বারে উঠে বসে বললেন: প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। পুনরায় বললেন: তোমরা কি জানো, কেনো আমি তোমাদের একত্র করেছি? উপস্থিত সকলেই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন: কোনো ভয়-ভীতি বা কোনো কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য আমি তোমাদের সমবেত করিনি; বরং তোমাদের একত্র করেছি এজন্যে যে, তামীম আদ-দারী খৃস্টান ছিল। সে এসে বাইআত করে মুসলমান হয়েছে, আর আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা শুনিয়েছে, আমি তোমাদের কাছে সে সম্পর্কে যা বলেছি, তারই অনুরূপ। সে বলেছে যে, একদা সে 'লাখ্‌ম ও জুযাম' গোত্রের তিরিশজন লোকের সাথে সমুদ্রযানে ভ্রমণ করছিল। এসময় সমুদ্র তরঙ্গ তাদের নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলাধূলা করে (ঝড়ের কবলে পড়ে) সূর্যাস্তের সময় উপকূলের দ্বীপে ভিড়িয়ে দেয়। অতঃপর তারা জাহাজের কাছেই কতোক্ষণ বসে থেকে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে। সেখানে তারা ঘন-লম্বা লোমবিশিষ্ট এক জন্তুর সাক্ষাত পেয়ে বললো, তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি (বা কে)? সে বললো, আমি জাসসাসা, তোমরা এই মন্দিরের লোকটির কাছে যাও, কেননা সে তোমাদের খবরের প্রতি খুবই আগ্রহী। তিনি (তামীম) বলেন, যখন সে একটি লোকের নাম বলে দিলো, তখন সে পিশাচী শয়তান কিনা এই ভয়ে ভীত হয়ে আমরা দ্রুতগতিতে চলতে লাগলাম। অতঃপর মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম বিরাট বপুর অধিকারী এক ব্যক্তি, সেরূপ মযবুত গড়ন এবং কঠিন ও কদাকার আকৃতির লোক ইতিপূর্বে আমরা আর কখনো দেখিনি। তার দু'টি হাত ঘাড়ের সাথে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, সে তাদের কাছে 'বাইসান'-এর খেজুর বাগান ও যুগার ঝর্না সম্পর্কে, আর উম্মী (নিরক্ষর) নবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে বললো, আমিই মসীহ (দাজ্জাল)।

অনতিবিলম্বে আমাকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সেটা নিশ্চয়ই বাহ্‌রে শাম অথবা ইয়ামন সাগরে হবে, না বরং সেটা প্রাচ্যের দিকে হবে। এই কথা তিনি দু'বার বলেন এবং পূর্ব দিকে ইশারা করে দেখান। তিনি (ফাতেমা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মুখস্ত করেছি। আর হাদীস এই ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ আছে। আগ্রহী পাঠকগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ডে 'তামীম দারী' (রা) নিবন্ধটি পাঠ করতে পারেন (সম্পাদক)।

٤٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِىٌّ غَرِقَ فِى الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسْوَرٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ.

৪৩২৭। আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ে মিম্বারে উঠলেন। এ দিনের পূর্বে তিনি জুমুআর দিন ছাড়া অন্য কোনো সময় তাতে উঠেননি। অতঃপর তিনি (রাবী) উপরের ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে সুদ্‌রান বসরী, ইবনে মেসওয়ারের সাথে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। তিনি (তামীম দারী) ব্যতীত আর কেউ নিরাপদে ফিরে আসতে পারেনি।

٤٣٢٨- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّهُ بَيْنَمَا أُنَاسٌ يَسِيْرُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَنَفِدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيْرَةٌ فَخَرَجُوْا يُرِيْدُوْنَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ فَقُلْتُ لأَبِىْ سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِهَا قَالَتْ فِىْ هٰذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَسَأَلَ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالَ هُوَ الْمَسِيْحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِىْ سَلَمَةَ إِنَّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ شَيْئًا مَا

حَفِظْتُهُ. قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَائِدٍ. قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ. قَالَ وَإِنْ مَاتَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ. قَالَ وَإِنْ أَسْلَمَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ.

৪৩২৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে বলেন: একদা কিছু সংখ্যক লোক সমুদ্র ভ্রমণ করছিল। এ সময় তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে একটি দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হলো। পরে তারা রুটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো এবং গোয়েন্দার (জাসসাসার) সাক্ষাত মিললো। আমি (ওলীদ) আবু সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জাসসাসা' কি? তিনি বললেন, একটি নারী, যে তার দেহের ও মাথার চুল টেনে বেড়ায়। সে বললো, ওই দালানে যাও। অতঃপর উপরে বর্ণিত হাদীস বলেন। আর সে (দালানের লোকটি অর্থাৎ দাজ্জাল) 'নাখ্‌লে বাইসান' ও 'আইনে যুগার' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি (সা) বলেন, সে লোকটিই মসীহ দজ্জাল। অতঃপর ইবনে আবু সালামা আমাকে (ওলীদকে) বলেন, নিশ্চয়ই এই হাদীসের কিছু অংশ আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বলেন, জাবের (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, সে-ই ইবনে সায়েদ। আমি বললাম, সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, যদিও সে মারা গিয়ে থাকে। আমি বললাম, সে তো মুসলমান হয়েছিল। তিনি বললেন, যদিও সে মুসলমান হয়েছিল। আমি বললাম, সে তো মদীনায় প্রবেশ করেছিল। তিনি বললেন, যদিও সে মদীনায় প্রবেশ করেছিল।

بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ ইবনে সায়েদের ঘটনা প্রসঙ্গে

٤٣٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَائِدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَنْتُ بِاللّٰهِ

وَرُسُلِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيْئَةً وَخَبَّأَ لَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ يَعْنِي الدَّجَّالَ وَإِنْ لاَ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ فِي قَتْلِهِ.

৪৩২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীসহ ইবনে সায়েদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। এ সময় সে (ইবনে সায়েদ) কয়েকজন বালকের সাথে 'মাগালা' গোত্রের দুর্গের পাশে খেলাধুলা করছিল। সেও ছিল বালক বয়সী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে তার পিঠ স্পর্শ করার পূর্ব পর্যন্ত সে কিছুই টের পায়নি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আমি যে রাসূলুল্লাহ, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও? তিনি (রাবী) বলেন, ইবনে সায়েদ তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিরক্ষরদের নবী। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কি আসে? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদীও আসে, মিথ্যাবাদীও আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তোমার ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে গেলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমার জন্য একটি বিষয় গোপন রেখেছি। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তার জন্য গোপন রেখেছিলেন : "যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাবে" (সূরা দুখান : ১০)। ইবনে সায়্যাদ বললো, সেটা ধোঁয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: দূর হ! তুমি তোমার অনুমান থেকে কখনো অগ্রসর হতে পারবে না। উমার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আমি এর ঘাড়ে আঘাত হানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তবে তুমি তার অর্থাৎ দাজ্জালের উপর শক্তি খাটিয়েও কাবু করতে পারবে না; আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় কোন কল্যাণ নেই।

٤٣٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ

الرَّحْمنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ وَاللّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ.

৪৩৩০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, ইবনে সায়্যাদই যে মসীহে দাজ্জাল, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

٤٣٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَحْلِفُ بِاللّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّهِ فَقَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِاللّهِ تَعَالَى عَلَى ذٰلِكَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৩১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখলাম, আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলেছেন যে, ইবনে সায়্যাদই দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর শপথ করছেন! তিনি বললেন, আমি উমারকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ ব্যাপারে আল্লাহর শপথ করতে শুনেছি; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অস্বীকার করেননি।

٤٣٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

৪৩৩২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে সায়্যাদকে 'হাররা'র যুদ্ধের দিন হারিয়ে ফেলেছি।

টীকা : মদীনার একটি পাথরময় মাঠ। এখানে ইয়াযীদের সেনাবাহিনী অনেক নিরস্ত্র সাহাবীকে হত্যা করে। হাদীসে যুদ্ধের সেই দিনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে এখানে শহর গড়ে উঠেছে (সম্পাদক)।

٤٣٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُوْنَ دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّهِ تَعَالَى.

৪৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিরিশ সংখ্যক দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে মহান আল্লাহর রাসূল।

٤٣٣٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابًا دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى رَسُوْلِهِ.

৪৩৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিরিশ মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করবে।

٤٣٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِىُّ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَرٰى هٰذَا مِنْهُمْ يَعْنِى الْمُخْتَارَ قَالَ عَبِيْدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّءُوْسِ.

৪৩৩৫। ইবরাহীম আন-নাখাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবীদা আস-সালমানীর সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আমি আবীদা আস-সালমানীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মনে করেন যে, সে ওসবদের অর্থাৎ আল-মুখতার (ইবনে আবু উবায়েদ আছ-ছাকাফী) অন্তর্ভুক্ত? আবীদা বলেন, সে তো নেতৃস্থানীয় দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা : যুবক ইবনুস-সাইদ বা ইবনে সায়্যাদ দাজ্জাল হতে পারে এরূপ একটা সন্দেহ রাসূলুল্লাহ (সা) তার সম্পর্কে করেছেন এবং কোনো কোনো সাহাবীও, যদিও তিনি তা ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কা'বা শরীফে হজ্জ করেছেন, মসজিদে নববীতে নামায পড়েছেন এবং তার মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) তার জানাযা পড়েছেন। তারপরও তার জীবদ্দশা পর্যন্ত তার সম্পর্কে সাহাবীগণের একটা বিরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল (অনুবাদক)।

بَابُ الأَمْرِ وَالنَّهْىِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ আমর ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ)

٤٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَا هٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا

تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ. إِلى قَوْلِهِ فَسِقُوْنَ. ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلى يَدَى الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

৪৩৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বনী ইসরাঈলের সমাজে সর্বপ্রথম এভাবে ত্রুটি ঢুকেছে: তাদের কোন ব্যক্তি অপরজনের সাক্ষাতে বলতো, এই যে! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং যা কিছু (অন্যায়) করছো, তা পরিত্যাগ করো। কেননা এগুলো করা তোমার জন্য বৈধ নয়। পরের দিন আবার তার সাথে সাক্ষাত হলে তার অপকর্ম তার সাথে একত্রে পানাহার করতে ও মেলামেশা করতে তাকে বিরত রাখতো না (অর্থাৎ সে যদিও অন্যায়ে লিপ্ত, তবুও তাকে আর একাজ থেকে বারণ করতো না)। যখন তাদের অবস্থা এরূপ হলো, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে একাকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন: "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল... ফাসিকূন" (পাপাচারী) পর্যন্ত (সূরা মাইদা : ৭৮-৮১)। পুনরায় তিনি বলেন: কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে এবং অবশ্যই যালেমের দুই হাত ধরে তাকে সৎপথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং সত্যের উপর অবিচল থাকতে বাধ্য করবে।

٤٣٣٧- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ الْحَنَّاطُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. زَادَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِىُّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ. وَرَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ.

৪৩৩৭। ইবনে মাস'উদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত

হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে: অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে একাকার করে দিবেন, অতঃপর তোমাদের অভিসম্পাতে করবেন, যেমন তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

٤٣٣٨- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ الْمَعْنَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُوْنَ هٰذِهِ الاٰيَةَ وَتَضَعُوْنَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ. وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُوْ أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ فِيْهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَّعْمَلُهُ.

৪৩৩৮। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আল্লাহর হাম্‌দ ও সানার (প্রশংসা ও গুণগান) করার পর বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা তো এই আয়াত পড়ে থাকো কিন্তু একে যথাস্থানে প্রয়োগ করো না। আল্লাহর বাণী : "তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মাইদা : ১০৫)। তিনি খালিদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: মানুষ যখন দেখতে পায় যে, কোনো যালেম যুলুম করছে অথচ সে তার দু'হাত চেপে ধরে না (অর্থাৎ যুলুম বন্ধ করতে বাধ্য করে না) অবিলম্বে আল্লাহ তাদের সবাইকে শাস্তি দিবেন। আর আমর (র) হুশায়েম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যায়-অপরাধ ও পাপ কাজ হতে থাকে, এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের আছে, অথচ বন্ধ করছে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে চরম শাস্তি দিবেন। আবু দাউদ (র) বলেন, খালিদ, আবু উসামা ও একদল রাবী যেরূপ বলেছেন, এরূপ বর্ণনা তিনি করেছেন। এ বর্ণনায় শো'বা বলেন, "যে সম্প্রদায়ে অন্যায়-অপরাধ চলতে থাকে, আর অন্যায়কারীদের চাইতে তাদের সংখ্যা বেশী হলে"।

٤٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ أَظُنُّهُ

عَنِ ابْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوْتُوْا.

৪৩৩৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কোনো ব্যক্তি কোনো জাতির মধ্যে বাস করছে যাদের মাঝে পাপাচার হচ্ছে, তারা সেই পাপাচার প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ করছে না, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদের চরম শাস্তি দিবেন।

٤٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ وَفَّاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

৪৩৪০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কেউ কোনো অন্যায় হতে দেখলে, সে হাতের (ক্ষমতা) সাহায্যে তা দমন করতে সক্ষম, তাহলে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা যেনো প্রতিরোধ করে। 'হান্নাদ' এ হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেননি। তবে ইবনুল আলা তা পূর্ণ করছেন। তা হলো–যদি হাতের দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে জিহ্বা দ্বারা, আর যদি জিহ্বা দ্বারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে অন্তর দ্বারা (পরিকল্পনা করবে), আর সেটাই দুর্বলতর ঈমান।

٤٣٤١- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذِهِ الاٰيَةِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْنِى بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ فِيْهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ. وَزَادَنِىْ غَيْرُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ. قَالَ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

৪৩৪১। আবু উমাইয়া আশ-শা'বানী (র) বলেন, আমি আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সা'লাবা! আপনি এই আয়াত 'আলাইকুম আনফুসাকুম' (৫ : ১০৫) সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি এ ব্যাপারে অবহিত ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করেছেন। আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন: তোমরা বরং পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কৃপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তিতাড়িতকে অনুসরণ করা হচ্ছে ও পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে, তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং জনগণ যা করছে তা ত্যাগ করো। কেননা তোমাদের সামনে এরূপ যুগ আসছে, যখন ধৈর্য ধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার মতো কষ্টকর হবে। এ সময় যথার্থ কাজ সম্পাদনকারীকে তার অনুরূপ পঞ্চাশজনের সমান পুরস্কার দেয়া হবে। অপর বর্ণনায় আরো আছে : শ্রোতা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে কি সেই সময়কার পঞ্চাশজনের সমান বিনিময় দেয়া হবে? তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে।

٤٣٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ أَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أَوْ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِىَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوْا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ تَأْخُذُوْنَ مَا تَعْرِفُوْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْنَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ أَمْرَ

عَامَّتِكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هكَذَا رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

৪৩৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরূপ একটি যুগ সম্পর্কে তোমরা কি মনে করো? অথবা তিনি বলেন: অচিরেই এমন একটি যুগ আসবে, যখন মানুষকে চালুনির ন্যায় চালা হবে এবং তাতে নিকৃষ্ট মানুষ অবশিষ্ট থাকবে। তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার ও আমানতসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে আর অনৈক্য দেখা দিবে, অতঃপর এরূপ হয়ে যাবে। এই বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলসমূহ একটা আরেকটার ভেতরে ঢুকিয়ে দেখালেন। উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা তাহলে কি করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: যেগুলো সম্বন্ধে সঠিক বলে জানো, সেগুলো গ্রহণ করবে; আর যেগুলো জানো না, সেগুলো পরিত্যাগ করবে। বিশেষভাবে তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করো এবং সাধারণের চিন্তা ত্যাগ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী (সা) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٣٤٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ أَبِى الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوْا هكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذلِكَ جَعَلَنِى اللّهُ فِدَاكَ قَالَ اَلْزَمْ بَيْتَكَ وَاَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَلَيْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

৪৩৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফেতনার আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন: তোমরা যখন দেখবে যে, মানুষের ওয়াদা-অঙ্গীকার নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী কমে গেছে, আর তারা এরূপ হয়ে গেছে– এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। রাবী বলেন, একথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আমাকে আপনার (আদেশ মানার) জন্যে উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেন: তুমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, আর তোমার রসনা সংযত রাখো; আর যা জানাশুনা আছে তাই

গ্রহণ করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো। আর তোমার নিজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের ব্যাপার সম্পর্কে বিরত থাকো।

٤٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ.

৪৩৪৪। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: স্বৈরাচারী বাদশা অথবা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা সবচাইতে উত্তম জিহাদ।

٤٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ ابْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

৪৩৪৫। আল-উরস ইবনে উমায়রা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো স্থানে যখন অন্যায়-অপরাধ করা হয়, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হলো বা তা অপছন্দ করলো, সে অনুপস্থিতদের মতই অর্থাৎ তার গুনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজের স্থান থেকে অনুপস্থিত থেকেও তাতে সন্তুষ্ট থাকলো, তাহলে সে অন্যায়ে উপস্থিতদের শামিল হলো।

٤٣٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا.

৪৩৪৬। আদী ইবনে আদী (র) থেকে বর্ণিত। এ সনদেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস উক্ত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন: যে ব্যক্তি অন্যায়ের কাছে উপস্থিত থেকেও তা অপছন্দ করলো, সে অনুপস্থিতের মতোই।

٤٣٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

وَهذَا لَفْظُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَّهْلِكَ النَّاسُ حَتّى يَعْذِرُوْا أَوْ يُعْذِرُوْا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

৪৩৪৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষের ব্যক্তিগত পাপাচার ব্যাপকাকার ধারণ না করা পর্যন্ত এবং তাদের কোন ওজর-আপত্তি পেশের সুযোগ থাকা পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবে না।

بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া

٤٣٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّى بِنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِىْ اخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هذِهِ فَإِنَّ عَلى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقى مِمَّنْ هُوَ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِىْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ هذِهِ الأَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْقى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيْدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذلِكَ الْقَرْنُ.

৪৩৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষভাগে এক রাতে আমাদের সাথে নিয়ে এশার নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: তোমরা আজকের এই রাতটি দেখতে পাচ্ছো তো? নিশ্চয়ই আজ থেকে এক শতাব্দীর মাথায় (শেষে) বর্তমান পৃথিবীতে বসবাসরত কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যে লোকদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলো

'এক শত বছর' সংক্রান্ত যেসব হাদীস তারা বর্ণনা করেন তাকে কেন্দ্র করে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যারা এখন পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদের কেউ শত বছর পর জীবিত থাকবে না। তিনি এই কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে (এবং নতুন শতাব্দী শুরু হবে)।

٤٣٤٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ هذِهِ الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ.

৪৩৪৯। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দিনের অর্ধেক সময়ের মধ্যে এই উম্মতের হিসাব নিয়ে ফয়সালা করতে আল্লাহ মোটেই অক্ষম নন।

٤٣٥٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ. قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ.

৪৩৫০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিশ্চয়ই আমি দৃঢ়ভাবে এ কামনা করতে পারি যে, আমার উম্মত তার রবের কাছে মাত্র অর্ধদিনের অবকাশে (হিসাব দিতে) মোটেই অক্ষম হবে না। সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, অর্ধদিন সৌর বৎসরের কতো দিনের সমান হবে? তিনি বললেন, পাঁচ শত বছরের সমান।

অধ্যায় : ৩৮

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

(সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও তার সুনির্দিষ্ট শাস্তি)

بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ ارْتَدَّ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুরতাদ সম্পর্কে বিধান

٤٣٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ اَكُنْ لأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ وَيْحَ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪৩৫১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) কিছু সংখ্যক ইসলামত্যাগীকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন। ইবনে আব্বাস (রা) তা জানতে পেরে বলেন, আমি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী অনুসরণ করে এদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কাউকে আল্লাহর শাস্তির উপকরণ দ্বারা শাস্তি দিও না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য মোতাবেক এদের মৃত্যুদণ্ড দিতাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা করো। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এ হাদীস শুনে আলী (রা) বলেন, আহ! ইবনে আব্বাস (রা) সত্য বলেছেন।

টীকা ঃ 'হুদূদ' শব্দ হাদ্দ-এর বহুবচন। এর অর্থ, চতু:সীমা, প্রতিবন্ধক, প্রান্তভাগ, বাধা-বন্ধন ইত্যাদি। কুরআনের বহু স্থানে এর উল্লেখ আছে। সেগুলো দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা বুঝানো হয়েছে। ইসলামী আইনে কতোগুলো নির্দিষ্ট অপরাধকে 'হুদূদ' শিরোনামাধীনে আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব অপরাধের শাস্তিও কুরআন-হাদীস দ্বারা সুনির্ধারিত। যেমন ধর্মত্যাগ, যেনা, যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ, চুরি, ডাকাতি, সশস্ত্র বিদ্রোহ, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি। এসব অপরাধ ও এগুলোর শাস্তিকে একবাক্যে 'হুদূদ' বলা হয় (সম্পাদক)।

٤٣٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

৪৩৫২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তার রক্তপাত করা অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ নয়– যদি না সে তিনটি অপরাধের মধ্যে কোনও একটি করে থাকে: (১) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে; (২) কেউ কাউকে হত্যা করলে; তার বিনিময়ে হত্যা অর্থাৎ কিসাস ও (৩) সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারী ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)।

٤٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّهِ إِلاَّ فِىْ إِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْيُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

৪৩৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে কোন মুসলমান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল, তাকে হত্যা করা বৈধ নয় তিনটি অপরাধের যে কোন একটিতে লিপ্ত না হলে : (১) বিবাহের পর কেউ যেনা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে, (২) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হবে অথবা তাকে দেশ থেকে নির্বাসন (বা কারাদণ্ড) দেয়া হবে, (৩) আর কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে কেসাসস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে।

٤٣٥٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوْسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِىْ

رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَّمِيْنِىْ وَالاخَرُ عَنْ يَّسَارِىْ فَكِلاَهُمَا سَأَلاَ الْعَمَلَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا مُوْسى أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِىْ عَلى مَا فِىْ أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ وَكَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. قَالَ لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوْسى أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ أَنْزِلْ وَأَلْقى لَهُ وَسَادَةً فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ. قَالَ مَا هذَا قَالَ هذَا كَانَ يَهُوْدِيًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِيْنَهُ دِيْنَ السَّوْءِ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّهِ وَرَسُوْلِهِ. قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُوْمُ أَوْ أَقُوْمُ وَأَنَامُ وَأَرْجُوْ فِىْ نَوْمَتِىْ مَا أَرْجُوْ فِىْ قَوْمَتِىْ.

৪৩৫৪। আবু বুরদা (র) বলেন, আবু মূসা (রা) বলেছেন, আমি আশ্আরী গোত্রের দু'জন লোককে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তাদের একজন আমার ডানপাশে এবং অপরজন বামপাশে ছিল। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চাকুরী প্রার্থনা করলো। তিনি নীরব রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! তুমি কি বলো? আমি বললাম, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! এরা এদের মনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা চাকুরী প্রার্থনা করবে। তিনি (আবু মূসা) বলেন, আমি তাঁর ঠোঁটের নীচে মেস্ওয়াকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা যেন ফুলে আছে। তিনি বললেন: যে ব্যক্তি সরকারী পদে নিয়োগের প্রার্থনা করে আমরা তাকে কখনো তাতে নিয়োগ করি না। তুমি বরং চলে যাও হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। অতঃপর তিনি তাকে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন এবং তার পরে মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে পাঠান। রাবী বলেন, মু'আয (রা) তার কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, নেমে আসুন এবং তার জন্যে একটা বালিশ (বিছানা) পেতে দিলেন। তার কাছে ছিল একটা বাঁধা লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে?

তিনি বললেন, লোকটা ছিল ইহুদী, পরে ইসলাম গ্রহণ করে, পরে আবারো সে তার খারাপ ধর্মে ফিরে যায়। তিনি (মু'আয) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মোতাবেক তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবো না। তিনি বলেন, হাঁ, আপনি বসুন। মু'আয (রা) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মোতাবেক তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ততক্ষণ আমি বসবো না। একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তার হুকুমে তাকে হত্যা করা হয়। পরে তারা দু'জন রাত জেগে ইবাদত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তাদের একজন মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি তো রাতে ঘুমাই ও জেগে ইবাদতও করি, অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদতও করি, ঘুমাই এবং ইবাদতের মধ্যে আমি (আল্লাহর কাছে) যা কামনা করি, ঘুমের মধ্যেও তাই কামনা করি।

٤٣٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحيى وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لاَ أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ. قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ.

৪৩৫৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে অবস্থানকালে মু'আয (রা) একদা আমার কাছে এলেন। একটি লোক ইহুদী ছিল, সে মুসলমান হয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে যায়। মু'আয (রা) এসে বলেন, একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি আমার জন্তুযান থেকে অবতরণ করবো না। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তাল্হা ও বুরায়দা এতদুভয়ের একজন বলেন, হত্যা করার পূর্বে তাকে (তওবা করে) ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

٤٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِهذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِيَ أَبُوْ مُوسى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَاهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبى فَضَرَبَ عُنُقَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الاَسْتِتَابَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي مُوْسى لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الأَسْتِتَابَةَ.

৪৩৫৬। একই ঘটনা প্রসঙ্গে আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আবু

মূসার কাছে ইসলাম ধর্মত্যাগী একটি লোককে (ধরে) নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বিশ দিন অথবা এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানান। অতঃপর মু'আয (রা) এসেও তাকে (ফিরে আসতে) আহ্বান জানান; কিন্তু সে অস্বীকার করে। সুতরাং তাকে হত্যা করা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু বুরদা থেকে আবদুল মালেক ইবনে উমায়েরের বর্ণিত হাদীসে 'ইসলামে ফিরে আসার' কথা উল্লেখ করেননি। আর ইবনে ফুদায়েল শায়বানীর সূত্রে সা'ঈদ ইবনে আবু বুরদা- তার পিতা- আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন; তাতেও 'ইসলামে ফিরে আসার' জন্য আহ্বান করার কথা উল্লেখ করেননি।

٤٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتّٰى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ.

৪৩৫৭। উপরের ঘটনা প্রসঙ্গে কাসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি (মু'আয) অবতরণ করেননি। আর তাকে ইসলামে ফিরে আসার আহ্বানও করা হয়নি।

٤٣٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى السَّرْحِ يَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবুস সার্‌হ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওহী) লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে এবং সে কাফেরদের সাথে মিশে যায় (ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে)। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু উসমান ইবনে আফফান (রা) তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

٤٣٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّىُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ بِهِ حَتّٰى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَقُوْمُ إِلَى هٰذَا حِيْنَ رَانِيْ كَفَفْتُ يَدَيَّ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوْا مَا نَدْرِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِيْ نَفْسِكَ أَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ.

৪৩৫৯। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু সার্‌হ উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আত্মগোপন করে। তিনি তাকে নিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহকে বাই'আত করুন। তিনি (নবী সা) মাথা উঠিয়ে তিনবার তার দিকে তাকান এবং প্রতিবারই বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনবারের পর তাকে বাই'আত করেন। অতঃপর তিনি সাহাবাদের দিকে ফিরে বলেন: তোমাদের মধ্যে কি সঠিক নির্দেশ উপলব্ধি করার মতো কেউ ছিলো না যে, এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতো, আর যখন দেখতো আমি তার বাই'আত গ্রহণ না করার জন্য হাত গুটিয়ে নিচ্ছি, তখন সে তাকে হত্যা করতো? সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মনের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারিনি। আপনি কেন আমাদের চোখ দিয়ে ইশারা করলেন না? তিনি বললেন: কোন নবীর পক্ষে চোখের খেয়ানতকারী হওয়া শোভা পায় না।

٤٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

৪৩৬০। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: ক্রীতদাস ভেগে গিয়ে যদি মুশরিক হয়ে যায়, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ।

بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে তার সম্পর্কিত বিধান

٤٣٦١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخُتَّلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ

عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتِمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللّٰهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ قَالَ فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلَ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ اشْهَدُوْا إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

৪৩৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক অন্ধ লোকের একটি 'উম্মে ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করতো এবং তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। সে (অন্ধ লোকটি) তাকে নিষেধ করতো; কিন্তু সে বিরত হয়নি। সে তাকে ভর্ৎসনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হয়নি। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, এক রাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বলেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি: যে ব্যক্তি একাজ করেছে, সে যদি না দাঁড়ায়, তবে তার উপর আমার অধিকার আছে। একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম; কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমকাতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত

মুক্তার মতো আমার দু'টি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেলো।

٤٣٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

৪৩৬২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা ইহুদী নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করতো এবং তাঁর সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্ত নিষ্ফল বলে ঘোষণা করেন।

٤٣٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِىْ بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِىْ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِىْ غَضَبَهُ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ مَا الَّذِىْ قُلْتَ انِفًا قُلْتُ ائْذَنْ لِىْ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ أَكُنْتَ فَاعِلاً لَوْ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ وَاللّهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهذَا لَفْظُ يَزِيْدَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَىْ لَمْ يَكُنْ لأَبِىْ بَكْرٍ أَنْ يَّقْتُلَ رَجُلاً إِلاَّ بِإِحْدَى الثَّلاَثِ الَّتِىْ قَالَهَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وكَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقْتُلَ.

৪৩৬৩। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি একটি লোকের প্রতি (তাঁকে গালি দেয়ার জন্যে) যারপরনাই ক্রোধান্বিত হলেন। আমি তাকে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফা! আমাকে অনুমতি দিন, তাকে হত্যা করি। তিনি (আবু বারযা) বলেন, আমার একথায় তার ক্রোধ দূর হয়ে যায়। তিনি উঠে বাড়ির ভেতরে চলে যান। অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে (ভেতরে নিয়ে) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এইমাত্র কি বলেছ? আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি তোমাকে আদেশ করতাম, তুমি কি তাই করতে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, না, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কোন মানবের এ অধিকার নেই।

আবু দাউদ (র) বলেন, এই মূল পাঠ রাবী ইয়াযীদের। আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, অর্থাৎ নবী (সা) যে তিনটি অপরাধের কোনটিতে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার কথা বলেছেন– তাদের ব্যতীত অপর কাউকে হত্যা করা আবু বকরের জন্য বৈধ নয় : কেউ ধর্ম ত্যাগ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি যেনায় লিপ্ত হলে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যাকারী। তবে নবী (সা)-এর হত্যা করার কর্তৃত্ব ছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُحَارَبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিদ্রোহ প্রসঙ্গে

٤٣٦٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَّشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوْا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِىْءَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوْا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ فَهؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوْا اللّهَ وَرَسُوْلَهُ.

৪৩৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল অথবা উরায়না গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক (ইসলাম গ্রহণ করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। মদীনায় বসবাস তাদের পক্ষে (স্বাস্থ্যগত ও আবহুওয়াগত কারণে) অনুপযোগী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (যাকাতের) উটের পালের নিকট যেতে বলেন এবং এগুলোর পেশাব ও দুধ পান করতে তাদের আদেশ দেন। অতএব তারা সেখানে চলে গেলো। পরে তারা সুস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে এবং উট পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দিনের প্রথম ভাগে এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পিছনে লোক পাঠান। উঠন্ত বেলায় তাদের ধরে নিয়ে আসা হয়। তাঁর আদেশে তাদের হাত-পা কাটা হয় এবং উত্তপ্ত শলাকা তাদের চোখে বিদ্ধ করে উত্তপ্ত রোধে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চাইলেও তা দেয়া হয়নি। আবু কিলাবা বলেন, এরা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা চুরি করেছে, হত্যা করেছে, ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

٤٣٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ.

৪৩৬৫। আইউব (র) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। রাবী বলেন, তাঁর (নবী সা) আদেশে লৌহ শলাকা উত্তপ্ত করা হয় এবং তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হয় আর হাত-পা কেটে দেয়া হয় এবং তাদের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করেননি।

টীকা ঃ অপরাধীদের হাত-পা-নাক-কান কাটাকে 'মুছ্লা' বলা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রকারের শাস্তি বাতিল করা হয়েছে। কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একাজ করেছেন এজন্যে যে, বিদ্রোহীরা উটের রাখালকে হাত-পা-নাক-কান কেটেছিল। কিসাস হিসেবে তিনিও তাদেরকে এরূপ শাস্তি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একবারই এ ধরনের শাস্তি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

٤٣٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأُتِيَ بِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا.

৪৩৬৬। উপরে বর্ণিত হাদীসে আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুসন্ধানে পদচিহ্ন বিশারদ একদল লোক পাঠান। অতঃপর তাদের ধরে নিয়ে আসা হলো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ/বিদ্রোহ করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের একদিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্বাসিত (কারাগারে নিক্ষেপ) করা হবে। এটাই তাদের ইহকালের অপমান, আর পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" (সূরা আল্-মাইদা ঃ ৩৩)।

٤٣٦٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَقَالَ فِى أَوَّلِهِ اسْتَاقُوا الإِبِلَ وَارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلاَمِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيْهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوْا.

৪৩৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়। হাদীসের প্রথমাংশে তিনি বলেন, তারা উট ছিনতাই করে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। আনাস (রা) আরো বলেন, আমি তাদের একজনকে পিপাসার যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে মাটি কামড়াতে দেখেছি। অবশেষে তারা মারা যায়।

٤٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَهُ. زَادَ ثُمَّ نُهِىَ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلاَفٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلاَّمِ بْنِ مِسْكِيْنٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيْعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرَا مِنْ خِلاَفٍ وَلَمْ أَجِدْ فِىْ حَدِيْثِ أَحَدٍ قَطْعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلاَفٍ إِلاَّ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

৪৩৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে উপরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। এই রিওয়ায়াতে আরো আছে, অতঃপর তিনি 'মুস্লা' (অঙ্গহানি) নিষিদ্ধ করেন। এ বর্ণনায় 'বিপরীত দিক থেকে' কথাটুকুর উল্লেখ নেই। আনাস (রা) থেকে অন্যান্য রাবীগণও উক্ত বাক্যাংশটুকু উল্লেখ করেননি। আমি হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস ব্যতীত আর কোন রাবীর হাদীসে 'বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কর্তন'-এর কথা পাইনি।

٤٣٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ

اللّٰهِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوْا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوْهَا وَارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِي اثَارِهِمْ فَأُخِذُوْا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. قَالَ وَنَزَلَتْ فِيْهِمْ اٰيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمُ الَّذِيْنَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِيْنَ سَأَلَهُ.

৪৩৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট লুট করে নিয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ঈমানদার রাখালকে হত্যা করে। অতঃপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠান! তাদের ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং চোখ উপড়ে ফেলেন। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, এদের সম্পর্কে 'মুহারাবার' আয়াত (৫:৩৩) নাযিল হয়। হাজ্জাজ যখন আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি এদের সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٣٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوْا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا.

৪৩৭০। আবুয-যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট চুরি করেছিল তিনি তাদের হাত-পা কাটলে এবং আগুন দিয়ে তাদের চোখ উৎপাটন করলে এজন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আয়াত নাযিল করেন : "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হবে..." (সূরা আল্-মাইদা ঃ ৩৩)।

٤٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ يَعْنِي حَدِيْثَ أَنَسٍ

৪৩৭১। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের ঘটনা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।

٤٣٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ فِى الْمُشْرِكِيْنَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُّقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذٰلِكَ أَنْ يُّقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ الَّذِىْ أَصَابَ.

৪৩৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো: তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা যমীন থেকে নির্বাসিত (কারাগারে নিক্ষেপ) করা হবে। পার্থিব জীবনে এগুলো তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু তাদের পাকড়াও করার পূর্বে তারা যদি তওবা করে (তবে শাস্তি দিও না)। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়" (সূরা আল্-মাইদা ঃ ৩৩-৩৪)– আয়াত দু'খানি মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে কেউ যদি তওবা করে ফিরে আসে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পূর্বে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নে কোন বাধা থাকবে না।

টীকা : এটি ইবনে আব্বাস (রা)-র ব্যক্তিগত অভিমত। অন্যথায় সকল মাযহাবের আলেমগণের অভিমত এই যে, কোন মুশরিক (প্রতিমা পূজারী) ডাকাতি করার পর ধরা পড়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তার উপর উপরোক্ত শাস্তি প্রযোজ্য হবে না (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الْحَدِّ يَشْفَعُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ হদ্দ মওকুফের জন্যে সুপারিশ করা

٤٣٧٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

৪৩৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মাখযূমী মহিলার চুরি সংক্রান্ত অপরাধ কুরাইশদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুললে তারা বললো, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে আলোচনা করবে? তারা বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ-ই এ প্রসঙ্গে (সুপারিশ করতে) কথা বলতে সাহস করতে পারে। অতঃপর (তাদের অনুরোধে) উসামা তাঁর কাছে একথা বলাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে উসামা! তুমি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ মওকুফের সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন: তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার মর্যাদাশীল কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর তাদের দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতো। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি: মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম।

٤٣٧٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيْهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ وَرَوَى مَسْعُوْدُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيْفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً

سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَسْتَعِيْرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَرَقَتْ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ اَلْحَدِيْثُ. وَقَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ سَرَقَتْ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ نَحْوَهُ.

৪৩৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মাখযুমী মহিলা জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার আদেশ প্রদান করেন... লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে দেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে ওয়াহ্‌ব এ হাদীস ইউনুসের সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেন (লাইস যেরূপ বলেছেন): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা বিজয়কালে জনৈকা মহিলা চুরি করে। লাইস ইউনুসের সূত্রে ইবনে শিহাব থেকে সনদসহ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, জনৈকা মহিলা ধার নিতো। মাস'উদ ইবনুল আস্‌ওয়াদ নিজস্ব সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর সমার্থক হাদীস বর্ণনা করে বলেন: সে (নারীটি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে একটি মখমলের চাদর চুরি করে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবুয যুবায়ের (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা নারী চুরি করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নব (রা)-র আশ্রয় চায়। হাদীসের বাকি অংশের বক্তব্যে ধার নেয়ার অথবা চুরি করার কথা উল্লেখ আছে।

٤٣٧٥- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ.

৪৩৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা উত্তম গুণাবলীর লোকদের পদস্খলন (ছোটখাট ত্রুটি) এড়িয়ে যাও– হদ্দের অপরাধ ব্যতীত।

بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُوْدِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ শাসকের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোপন রাখা উত্তম

٤٣٧٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

৪৩৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা আপসে তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোপন রাখো। অন্যথায় তা আমার কাছে পৌঁছলে তার শাস্তি বাস্তবায়িত হবেই।

টীকা : যেহেতু হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিচারকের পক্ষেও তা ক্ষমা করা বা ভিন্নতর শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়, তাই রাসূলুল্লাহ (সা) এসব অপরাধ যথাসম্ভব গোপন রাখার উপদেশ দিয়েছেন (সম্পাদক)।

بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কারো দ্বারা হদ্দযোগ্য অপরাধ ঘটে গেলে যতোদূর সম্ভব তা গোপন রাখা উচিৎ

٤٣٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

৪৩৭৭। ইয়াযীদ ইবনে নু'আয়েম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মায়েয নামক জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে চারবার (যেনার অপরাধের) স্বীকারোক্তি করে। সুতরাং তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দান করেন। আর তিনি (মায়েযের পৃষ্ঠপোষক) হায্যালকে বলেন, তুমি যদি এটা তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে, তাহলে তোমার কল্যাণ হতো।

٤٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ

ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ هَزَّالاً أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ.

৪৩৭৮। ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। হায্যাল মায়েযকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (তার অপরাধের কথা) তাঁকে অবহিত করতে আদেশ দান করেন।

بَابُ فِيْ صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيْءُ فَيُقِرُّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ হদ্দের অপরাধী উপস্থিত হয়ে স্বীকারোক্তি করলে

٤٣٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيْدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوْا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هٰذَا فَأَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوْذَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوْهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ.

৪৩৭৯। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈকা মহিলা নামায পড়ার উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে। সে চিৎকার দিলো এবং ইত্যবসরে লোকটি সটকে পড়ে। অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে (ভুলবশত) বললো, এই লোকটি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছে। এ

সময় মুহাজিরদের একটি দল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকটি বললো, ওই লোকটি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছে। অতএব তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে লোকটিকে ধরে ফেললেন, যার সম্পর্কে স্ত্রীলোকটি বলেছিল যে, সে তাকে ধর্ষণ করেছে। অতঃপর তারা তাকে তার কাছে নিয়ে আসলে সে বললো, হাঁ, এই সেই ব্যক্তি। তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তার সম্পর্কে রায় দান করতেই আসল অপরাধী দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই অপরাধী। তিনি ধর্ষিতা মহিলাটিকে বললেন: তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন আর নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন। যে ধর্ষণের অপরাধী তার ব্যাপারে তিনি বললেন: তোমরা একে পাথর মারো। তিনি (নবী সা) বললেন: সে এমন তওবা করেছে যে, মদীনাবাসী যদি এরূপ তওবা করে, তবে তাদের পক্ষ থেকে তা অবশ্যই কবুল হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আসবাত ইবনে নাসর (রা)-ও সিমাক (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى التَّلْقِيْنَ فِى الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ হদ্দ থেকে রেহাই পাওয়ার মতো কথা বলার পরামর্শ দেয়া

٤٣٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ مَوْلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنْ أَبِىْ أُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيْءَ بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاَثًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَنْ أَبِىْ أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৮০। আবু উমাইয়া আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলো। যে অপরাধের কথা স্বীকারোক্তি করেছে ঠিকই; কিন্তু তার কাছে কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার তো মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ, আমি চুরি করেছি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার তার কাছে একথার

পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু সে বরাবর একই উত্তর দেয়। অতঃপর তিনি আদেশ দিলে তার হাত কাটা হয় এবং তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন: তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর কাছে তওবা করো। সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন: হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনে আসেম (র) হাম্মাম-ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ-আনসার গোত্রীয় আবু উমায়া (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلاَ يُسَمِّيْهِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি হদ্দের অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু অপরাধের নাম বলে না

٤٣٨١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنِّىْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ تَوَضَّأْتَ حِيْنَ أَقْبَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِيْنَ صَلَّيْنَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ اللّهَ قَدْ عَفَا عَنْكَ.

৪৩৮১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। অতএব আপনি আমাকে শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি যখন এসেছো তখন কি উযু করেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: আমরা নামায আদায়ের সময় তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: চলে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

بَابٌ فِى الإِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মারধর করে অপরাধ তদন্ত করা

٤٣٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَرَازِىُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِيِّيْنَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوْا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيْلَهُمْ فَأَتَوُا

النُّعْمَانَ فَقَالُوْا خَلَّيْتَ سَبِيْلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ فَقَالُوْا هذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هذَا حُكْمُ اللّهِ وَحُكْمُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهذَا الْقَوْلِ أَىْ لاَ يَجِبُ الضَّرْبُ إِلاَّ بَعْدَ الاِعْتِرَافِ.

৪৩৮২। আযহার ইবনে আবদুল্লাহ আল-হারাযী (রা) থেকে বর্ণিত। কিলা'আ এলাকার কিছু লোকের মাল চুরি হলে তারা একদল তাঁতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা (অভিযুক্তদের নিয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী নু'মান ইবনে বশীরের কাছে আসলে তিনি তাদের কয়েক দিন আটকে রাখেন, অতঃপর ছেড়ে দেন। অভিযোগকারীরা এসে নু'মান (রা)-কে বললো, মারধর ও তদন্ত ছাড়াই আপনি তাদের ছেড়ে দিলেন? নু'মান (রা) বললেন, তোমরা কী চাও? তোমরা যদি চাও আমি তাদের মারধোর করি। আর তাতে যদি তোমাদের মাল উদ্ধার হয় তবে তো ভালো। অন্যথায় আমি তাদের পিঠে যেরূপ আঘাত করবো, সেরূপ আঘাত তোমাদের পিঠেও করবো। তারা বললো, এটা কি আপনার ফয়সালা? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই কথা দ্বারা তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করার পরই প্রহার করা যেতে পারে।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে আটক করা যায়, কিন্তু তদন্ত চলাকালে দৈহিক শাস্তি দিয়ে তার থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা মোটেই জায়েয নয়, বরং মারাত্মক জুলুম হিসেবে গণ্য। তথাকথিত বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় মানুষকে আটক করে অমানুষিক নির্যাতন করে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। এমনকি অভিনব লোমহর্ষক নির্যাতনে বন্দীর জীবনটাও শেষ হয়ে যায়, বাঁচলেও পঙ্গু অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। এই লোমহর্ষক নির্যাতনকারীদেরকে একদিন কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে (সম্পাদক)।

بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيْهِ السَّارِقُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায়

٤٣٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

৪৩৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর যুগের) এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটতেন।

٤٣٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَلْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

৪৩৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী পরিমাণ সম্পদ চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হবে। আহমাদ ইবনে সালেহ বলেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী সম্পদ চুরির অপরাধে হাত কাটা যায়।

٤٣٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

৪৩৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর সময়কার) তিন দিহরাম মূল্যের ঢাল (বর্ম) চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন।

টীকা ঃ তিন দিরহাম মূলত এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের সমান। কেননা ১২ দিরহাম এক দীনারের সমান (অনুবাদক)।

٤٣٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

৪৩৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক চোরের হাত কেটেছেন, যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে তিন দিরহাম মূল্যের একটি বর্ম চুরি করেছিল।

٤٣٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ.

৪৩৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনার অথবা দশ দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটেছেন।

টীকা : কোন কিছু চুরি করলেই বাছবিচার না করে হাত কাটা যাবে না। এটি একটি গুরুতর শাস্তি। কেবল সরকারী কর্তৃপক্ষই অপরাধীকে বিচারের আওতায় এনে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে হাত কাটার শাস্তি দিতে পারে, কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের এ অধিকার নেই। (১) হস্তগত বস্তু মাল হওয়া, (২) উক্ত মাল অপরের দখলে থাকা, (৩) তা গোপনে হস্তগত করা, (৪) তা নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করা, (৫) তা চোরের পূর্ণ দখলে আসা, (৬) চুরিকৃত মালের পরিমাণ (হানাফী মতে) দশ দিরহাম মূল্যের হওয়া, (৭) মালটি অস্থাবর প্রকৃতির হওয়া এবং (৮) তা স্থানান্তরের পিছনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকা। এর কোন একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যায় না। উপরন্তু চোরের সাথে মালিকের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে বা সে দুর্ভিক্ষ-দুর্বিপাকে পড়ে চুরি করলে উক্ত শাস্তি দেয়া যায় না (সম্পাদক)।

بَابُ مَا لاَ قَطْعَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যেসব জিনিস চুরির দায়ে হাত কাটা যায় না

٤٣٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِىْ حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِىِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنَّ مَرْوَانَ اَخَذَ غُلاَمِىْ وَهُوَ يُرِيْدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِىَ مَعِىْ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ.

৪৩৮৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ক্রীতদাস এক ব্যক্তির বাগান থেকে খেজুরের চারা চুরি করে এনে তার মনিবের বাগানে রোপন করে। চারাগাছের মালিক তা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় এবং এ ক্রীতদাসের ব্যাপারে তৎকালীন মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামের দরবারে বিচার প্রার্থী হয়। মারওয়ান ক্রীতদাসটিকে বন্দী করে রাখেন এবং তার হাত কাটতে মনস্থ করেন। গোলামটির মনিব রাফে' ইবনে খদীজা (রা)-র কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তিনি (রাফে') তার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: ফল আর খেজুরের চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। লোকটি বললো, মারওয়ান তো আমার গোলামকে ধরে রেখেছেন আর তার হাত কাটতে চাচ্ছেন। আমি চাই, আপনি আমার সাথে তার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে যা শুনেছেন, তা তাকে অবহিত করবেন। কাজেই রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) তার সাথে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'ফল আর খেজুরের চারা চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না'। অতঃপর মারওয়ানের আদেশে ক্রীতদাসকে ছেড়ে দেয়া হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, 'কাছার' শব্দের অর্থ খেজুরের চারা।

٤٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيْلَهُ.

৪৩৮৯। উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) বলেন, মারওয়ান তাকে (ক্রীতদাসটিকে) কয়েকটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।

٤٣٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ

خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَلَعَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْجَرِيْنُ الْجُوْخَانُ.

৪৩৯০। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: কোন ক্ষুধার্ত লোক তা খেলে এবং কাপড়ে বেধে নিয়ে না গেলে তার কোন অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি কাপড়ে বেধে তা থেকে কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে এর দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর কেউ যদি এমন স্থান থেকে তা চুরি করে, যেখানে ফল শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে, আর চুরিকৃত ফলের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। আর কেউ উপরোক্ত মূল্যের কম পরিমাণ চুরি করলে তাকে দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, খেজুর শুকানোর স্থানকে 'জারীন' বলে।

بَابُ الْقَطْعِ فِى الْخَلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ঃ ছিনতাই ও প্রতারণার অপরাধে হাত কাটা

٤٣٩١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

৪৩৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যক্তি দিবালোকে লুণ্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٤٣٩٢- بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

৪৩৯২। একই সনদসূত্রে তিনি (জাবের) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতারকের হাত কাটা যাবে না।

٤٣٩٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. زَادَ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهذَانِ الْحَدِيْثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَنِيْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِيْنَ الزَّيَّاتِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৯৩। জাবের (রা) এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তবে তাতে আরো আছে: লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় আবুয-যুবাইর থেকে শোনেননি। আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে অবহিত হয়েছি যে, তিনি বলেছেন, ইবনে জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ইয়াসীন আয-যায়্যাত-এর নিকট শুনেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মুগীরা ইবনে মুসলিম হাদীসদ্বয় আবুয-যুবাইর-জাবের (রা)-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيْمَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যে ব্যক্তি নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে

٤٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِيْ ثَمَنِ ثَلاَثِيْنَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّيْ فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِيْنَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيْعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلاَّ كَانَ هذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ. وَرَوَاهُ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيْصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ.

وَرَوَاهُ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ. وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৯৪। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তিরিশ দিরহাম মূল্যের আমার একটি (পশমী) চাদরে মসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। এক ব্যক্তি এসে আমার কাছ থেকে তা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তাকে হাতেনাতে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দান করেন। রাবী বলেন, আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে বললাম, মাত্র ত্রিশটি দিরহামের কারণে আপনি তার হাত কাটবেন? আমি তার কাছে এটা বাকীতে বিক্রি করছি। তিনি বললেন: তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসার পূর্বে তা করলে না কেনো? আবু দাঊদ (র) বলেন, যায়েদা সিমাকের সূত্রে জুআইদ ইবনে হুযায়ের থেকে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, সাফওয়ান ঘুমিয়েছিলেন। তাউস ও মুজাহিদ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি নিদ্রিত ছিলেন। চোর এসে তার মাথার নীচ থেকে চাদরটি চুরি করে নিয়ে যায়। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, চোরটি তার মাথার নীচ থেকে চাদরটা টান দিয়ে নিয়ে যায়। তিনি জাগ্রত হয়ে চিৎকার দেন এবং তাকে ধরে ফেলা হয়। যুহরী (র) সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার চাদরটাকে তিনি বালিশ বানিয়ে মাথার নীচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় এক চোর এসে তার চাদরটা হস্তগত করে। তিনি তাকে ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন।

بَابُ فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ঋণ নিয়ে তা অস্বীকার করলে তার হাত কাটা প্রসঙ্গে

٤٣٩٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُوْمِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيْهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ هَلْ مِنْ

امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ فِيْهِ فَشُهِدَ عَلَيْهَا.

৪৩৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মাখযূমী মহিলা বিভিন্ন জিনিস ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, জুয়াইরিয়া– নাফে সূত্রে আরো আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন: এমন কোন স্ত্রীলোক আছে কি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করবে? একথা তিনি তিনবার বলেন। আর সে স্ত্রীলোকটি সেখানে উপস্থিত ছিল; কিন্তু সে দাঁড়ায়ওনি এবং কথাও বলেনি। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে গানাজ নাফে'র সূত্রে সাফিয়া বিনতে আবু উবায়েদ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়।

٤٣٩٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ هِشَابٍ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَلاَ تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِيَ الَّتِيْ شَفَعَ فِيْهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ.

৪৩৯৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক অপরিচিত স্ত্রীলোক কয়েকজন সুপরিচিত লোকের নামে কিছু অলংকার ধার নেয়। অতঃপর সে এগুলো বিক্রি করে দেয়। তাকে ধরে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দান করেন। এই সেই স্ত্রীলোক যার জন্য উসামা ইবনে যায়েদ (রা) সুপারিশ করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে যা বলার বলেছিলেন।

٤٣٩٧– حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا.

৪৩৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযূম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক জিনিসপত্র ধার নেয়ার পর তা অস্বীকার করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটতে নির্দেশ দেন। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত এই হাদীসে এ কথাটুকুও আছে: তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে দেন।

টীকা : ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করলে তার শাস্তি হস্ত কর্তন। কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে এটি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। তাতে হাত কাটার বিধান নেই। হাদীসের মূল পাঠে বিভিন্নতার কারণে এ মতভেদ ঘটেছে। মূলত চুরির অপরাধেই উক্ত নারীর হাত কাটা হয়েছিল যা অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় (সম্পাদক)।

بَابُ فِي الْمَجْنُوْنِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيْبُ حَدًّا

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পাগল ব্যক্তি চুরি বা হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে

٤٣٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

৪৩৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ শরীয়াতের কোন বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য নয়) : (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়; (২) (পাগলা) রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়।

٤٣٩٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُوْنَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيْهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هٰذِهِ قَالُوْا مَجْنُوْنَةُ بَنِيْ فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوْا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا بَالُ هٰذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا. قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.

৪৩৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেনার অপরাধে জনৈকা উন্মাদিনীকে ধরে উমারে (রা)-র কাছে আনা হয়। তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এসময় আলী (রা) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, সে অমুক গোত্রের উন্মাদিনী, যেনা করেছে। উমার (রা) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে ফিরে যাও। অতঃপর তিনি তার (উমারের) কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জানেন না যে, তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে: (১) পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হবে, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হবে এবং (৩) নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হবে। তিনি বললেন, হাঁ (জানি)। তিনি বলেন, তাহলে তাকে পাথর মারা হবে কেন? তিনি বলেন, কোন কারণ নেই। তিনি (আলী) বলেন, তবে তাকে ছেড়ে দিন। রাবী বলেন, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

٤٤٠٠- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ. وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ. قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ.

৪৪০০। আ'মাশ (র) থেকে এ সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত। এই বর্ণনায় আছে: তিনি বলেন : নাবালেগ যতক্ষণ না বুদ্ধিমান (সাবালেগ) হবে। তিনি বলেন : পাগল বা উন্মাদ যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হবে। রাবী বলেন, উমার (রা) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকেন।

٤٤٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَعْنى عُثْمَانَ قَالَ أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا سَبِيْلَهَا.

৪৪০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র পাশ দিয়ে যাওয়ার... উসমান ইবনে আবু শায়বা (র)-এর হাদীসের সমার্থবোধক।

তিনি বলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিন প্রকার লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে : (১) নির্বোধ পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়। একথা শুনে উমার (রা) বলেন, আপনি সত্যিই বলেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি দণ্ডিতা পাগলিনীকে ছেড়ে দেন।

٤٤٠٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبِىُّ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِىٌّ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ فَقَالَ ادْعُوا لِىْ عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِىٌّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَإِنَّ هذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِىْ فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِىْ أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِىْ بَلاَئِهَا. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِىْ فَقَالَ عَلِىٌّ وَأَنَا لاَ أَدْرِىْ.

৪৪০২। আবু যিব্য়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হান্নাদ আল-জানবী বলেছেন, যেনাকারী জনৈক স্ত্রীলোককে উমার (রা)-র কাছে হাযির করা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দান করেন। আলী (রা) এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ছেড়ে দিলেন। এ সংবাদ উমার (রা) কানে গেলে তিনি আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান। আলী (রা) তার কাছে এসে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিন প্রকার লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে– (১) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়, (২) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) উন্মাদ, যতক্ষণ না সুস্থ হয়। আর এ তো অমুক গোত্রের পাগলিনী। সে যা করেছে, সম্ভবত উন্মাদ অবস্থায় তা করেছে। রাবী বলেন, উমার (র) বলেন, আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞাত। অতঃপর আলী (রা)-ও বলেন, আমিও তো অজ্ঞাত।

٤٤٠٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ.

৪৪০৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে– (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয় এবং (৩) উন্মাদ, যতক্ষণ না বিবেকসম্পন্ন হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ পর্যায়ক্রমে কাসেম ইবনে ইয়াযীদ-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তাতে 'বার্ধক্যজনিত কারণে নিস্তেজ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি' কথাটুকুও আছে।

بَابُ فِى الْغُلاَمِ يُصِيْبُ الْحَدَّ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ অল্প বয়স্কদের হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি

٤٤٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَطِيَّةُ الْقُرَظِىُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ.

৪৪০৪। আতিয়া আল-কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী কুরায়যার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তারা (মুসলমানরা) দেখতো, যার নাভীর নীচে চুল উঠেছে– তাকে হত্যা করা হতো; আর যার উঠেনি, তাকে হত্যা করা হতো না। আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদের তা উঠেনি।

٤٤٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَكَشَفُوْا عَانَتِىْ فَوَجَدُوْهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُوْنِىْ فِى السَّبْىِ.

৪৪০৫। আবদুল মালেক ইবনে উমায়ের (র) থেকে উপরের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। আতিয়া (র) বলেন, তারা (মুসলমানরা) আমার নাভীর নিম্নদেশ অনাবৃত করে দেখতে পেলো যে, সেখানে চুল উঠেনি; সুতারং তারা আমাকে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করলো।

٤٤٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.

৪৪০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উহুদ যুদ্ধের সময় তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক

ছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি দেননি। আবার খন্দকের যুদ্ধকালেও তাকে হাযির করা হয়, তখন তিনি পনর বছর বয়সের তরুণ। কাজেই তিনি তাকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে) অনুমতি দেন।

٤٤٠٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ.

৪৪০৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনয, নাফে' (র) বলেছেন, আমি উপরে বর্ণিত হাদীসখানি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এ বয়সটাই নাবালেগ ও সাবালেগের মধ্যকার সীমারেখা।

بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ فِى الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যুদ্ধের মাঠে কেউ চুরি করলে হাত কাটা হবে কি?

٤٤٠٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيْدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِىِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِىْ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِى الْبَحْرِ فَأُتِىَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ الاَيْدِىْ فِى السَّفَرِ وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُهُ.

৪৪০৮। জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বুসর ইবনে আরতাত (রা)-র সাথে নৌযুদ্ধে ছিলাম। এ সময় মিসদার নামক এক চোরকে ধরে তার কাছে হাযির করা হয়। সে একটি উষ্ট্রী চুরি করেছিল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সফরে (চোরের) হাত কাটা যাবে না। যদি তা না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই এর হাত কেটে দিতাম।

টীকা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে হদ্দ সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা নিষেধ (সম্পাদক)।

بَابٌ فِىْ قَطْعِ النَّبَّاشِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কাফন চোরের হাত কাটা

٤٤٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ عَنِ

الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ. قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللّٰهُ لِىْ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمَانَ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ.

৪৪০৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন: হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যপূর্ণ দরবারে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কী করবে– যখন (অসংখ্য) মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তখন একটি ঘর অর্থাৎ কবরের ক্রয়মূল্য হবে একটি ক্রীতদাসের মূল্যের সমান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করেন। তিনি বললেন: তুমি তখন ধৈর্যধারণ করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটতে হবে; কেননা সে মৃত ব্যক্তির ঘরে হানা দেয়।

টীকা : ইবনে আব্বাস (রা), সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, যুহ্‌রী, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর মতে তার হাত কাটা যাবে না, সে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে আবু ইউসুফ (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মতে তার হাত কাটা যাবে। উমার, ইবনে মাসউদ, আইশা (রা), আবু ছাওর, হাসান বসরী, শাফিঈ, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, হাম্মাদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রমুখ শেষোক্ত মত পোষণ করেন (সম্পাদক)।

بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ একই চোর যদি বারবার চুরি করে

٤٤١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ الْهِلاَلِىُّ حَدَّثَنَا جَدِّىْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِىْءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِىْءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ. قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِىْءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ

اقْتُلُوْهُ. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ. ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوْهُ. فَأُتِىَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِىْ بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.

৪৪১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জনৈক চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো চুরি করেছে। তিনি বললেন: এর হাত কেটে দাও। রাবী বলেন, অতএব তার হাত কেটে দেয়া হয়। অতঃপর তাকে দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো চুরি করেছে। তিনি আদেশ দিলেন, তোমরা এর অপর হাত কেটে দাও। রাবী বলেন, তার হাত কেটে দেয়া হয়। তৃতীয়বার তাকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে হত্যা করো। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন: তাহলে তোমরা তার অঙ্গ (একটি পা) কেটে দাও। রাবী বলেন, এবার তার পা কাটা হয়। অতঃপর চতুর্থবার তাকে ধরে এনে তাঁর কাছে হাযির করা হলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন: তাহলে তাকে (অপর পা) কেটে দাও। তিনি (রাবী) বলেন, এবার তার অপর পা কাটা হয়। অতঃপর পঞ্চমবার তাকে ধরে নিয়ে হাযির করা হলে তিনি (নবী সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। জাবের (রা) বলেন, অতএব আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলাম এবং হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে একটি কূপে ফেলে দিয়ে তার উপর পাথরচাপা দিলাম।

টীকা : হানাফী ফকীহগণের মতে হদ্দ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব না হলে অপরাধী তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। যেমন উক্ত চোরের চার হাত-পা-ই কাটা গেছে। পঞ্চমবার চুরির ক্ষেত্রে হানাফী মতে তা'যীরের আওতায় শাস্তি হবে, মৃত্যুদণ্ড হবে না। তারা ৪৩৫২ নং হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ফকীহগণ ৪৪১০ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, উপরোক্ত ব্যক্তি ধর্মত্যাগ, রাজদ্রোহ বা অনুরূপ কোন গুরুতর অপরাধ করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় (সম্পাদক)।

بَابُ فِى السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِىْ عُنُقِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হাত কেটে চোরের গ্রীবার সাথে বেঁধে দেয়া

٤٤١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ.

৪৪১১। আবদুর রহমান ইবনে মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, গ্রীবার সাথে চোরের কাটা হাত বেঁধে দেয়া কি সুন্নাতের অন্তর্গত? তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক চোরকে নিয়ে আসা হয়, অতঃপর তার হাত কাটা হয় এবং নির্দেশমত তা তার গ্রীবার সাথে বেঁধে দেয়া হয়।

بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوْكِ إِذَا سَرَقَ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দাস চুরি করলে তাকে বিক্রি করা

٤٤١٢- حَدَّثَنَا مُوْسى يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ.

৪৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাস যদি চুরি করে তবে তাকে মাত্র এক নশ্ অর্থাৎ বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলো।

بَابُ فِى الرَّجْمِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ রজম (পাথর মেরে হত্যা করা) সম্পর্কে

٤٤١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

৪৪১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী: "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যেসব স্ত্রীলোক অশ্লীল কাজ (ব্যভিচার) করে, তবে তোমাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তিকে তাদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাও। অতঃপর তারা যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অবসান ঘটায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ (বিধান) বের করে দেন" (সূরা নিসা ঃ ১৫)। মেয়েদের সম্পর্কে একথা বলে পুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অতঃপর উভয়ের সম্পর্কে একত্রে আলোচনা করেছেন: "আর তোমাদের মধ্যে দু'জন নারী-পুরুষ যদি এই অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের শাসন করো। অনন্তর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে রেহাই দিও" (সূরা নিসা ঃ ১৬)। উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ 'বেত্রাঘাত' সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অতএব আল্লাহ্র বাণী: "ব্যভিচারিনী এবং ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো" (সূরা নূর ঃ ২)।

٤٤١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ السَّبِيلُ الْحَدُّ. قَالَ سُفْيَانُ فَاذُوهُمَا الْبِكْرَانِ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ الثَّيِّبَاتُ.

৪৪১৪। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী, 'আস-সাবীল' অর্থাৎ হদ্দ। সুফিয়ান (র) বলেন, 'ফাআযূহুমা' অর্থ অবিবাহিতের শাস্তি এবং 'ফাআমসিকূহুন্না ফিল বুয়ূত' অর্থ বিবাহিতের শাস্তি।

٤٤١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْىُ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ.

৪৪১৫। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তাদের (ব্যভিচারীর) জন্য বিধান নির্ধারণ করেছেন: বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।

٤٤١٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالاَ

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ قَالاَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

৪৪১৬। ইয়াহ্য়ার সনদসহ উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস হাসান থেকে বর্ণিত। এই সনদে আছে: তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।

٤٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ رَوْحِ ابْنِ خُلَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُوْدُ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَإِلَى ذلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ فَانْطَلَقَ فَاجْتَمَعُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا. ثُمَّ قَالَ لاَ لاَ أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيْهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى وَكِيْعٌ أَوَّلَ هذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هذَا إِسْنَادُ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَانَ قَصَّابًا بِوَاسِطَ.

৪৪১৭। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকেও নবী (সা)-এর উপরোক্ত হাদীস অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। লোকজন সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-কে বললো, হে ছাবিতের পিতা! হদ্দ সংক্রান্ত আয়াত ইতিমধ্যে নাযিল হয়েছে। অতএব আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে দেখতে পান তাহলে আপনি কি করবেন? তিনি বলেন, আমি তরবারির আঘাতে উভয়কে নিস্তব্ধ করে দিতাম। আমি কি যাবো এবং চারজন সাক্ষী জমায়েত করবো, আর এই সুযোগে তারা তাদের অপকর্ম সেরে নিবে? অতএব তারা গিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমায়েত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সাবিতের পিতাকে দেখেননি, তিনি এই এই কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তরবারিই যথেষ্ট সাক্ষী। অতঃপর তিনি বলেন: না, না, আমি আশঙ্কা করি যে, কোন উন্মত্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারে। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী'র এ হাদীসের প্রথমাংশ আল-ফাদল ইবনে দালহাম (র) আল-হাসান-কাবীসা ইবনে হুরাইস-সালামা ইবনুল মুহাব্বিক-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনুল মুহাব্বিক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদসূত্র, যাতে আছে : 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে সংগমে লিপ্ত হয়'। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-ফাদল ইবনে দালহাম হাদীসের হাফেজ নন। তিনি ওয়াসিত অঞ্চলের কসাই ছিলেন।

٤٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّيْ خَشِيْتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَّقُوْلَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ اَوِ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْلاَ أَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهَا.

৪৪১৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার ভাষণে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন। আর তিনি তাঁর উপর যা নাযিল করেছেন, রজম সংক্রান্ত আয়াত তার অন্তর্ভুক্ত। আমরা তা পাঠ করেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ব্যভিচারীদের) রজম করেছেন আর আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। তবে আমার আশঙ্কা (সংশয়) হচ্ছে, কালপ্রবাহের দীর্ঘতায় কেউ হয়তো বলে বসবে, আমরা তো আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) রজম সংক্রান্ত আয়াত পাচ্ছি না। অতঃপর তারা আল্লাহর নাযিলকৃত একটা ফরয পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হবে। (জেনে রাখো) বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারের অপরাধে দায়ী প্রমাণিত হলে অথবা অন্তঃসত্তা হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে তাদেরকে রজম করা অবধারিত। আল্লাহর শপথ! লোকেরা যদি একথা না বলতো যে, উমার আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) কিছু বর্ধিত করেছেন, তাহলে আমি অবশ্যই এ আয়াত লিখে দিতাম।

بَابُ رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ

মায়েয ইবনে মালেককে রজম করার বর্ণনা

٤٤١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلاَنَةَ. قَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

৪৪১৯। ইয়াযীদ ইবনে নু'আয়েম ইবনে হায্যাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক ইয়াতীম ছিল। সে আমার পিতার লালন-পালনে ছিল। সে এক গোত্রের জনৈকা বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে। আমার পিতা তাকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁকে তোমার কৃতকর্মের ব্যাপারে অবহিত করো। তিনি হয়তো তোমার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করবেন। বস্তুত এর দ্বারা তিনি তার অপরাধ থেকে মুক্তির সন্ধানই চেয়েছেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর সে তাঁর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো যেনা করেছি; সুতরাং আমার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়িত করুন। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ব্যভিচার করেছি; আমার উপর

আল্লাহর কিতাব বাস্তবায়িত করুন। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবারো বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যেনা করেছি; আমার উপর আল্লাহর কিতাব (নির্ধারিত শাস্তি) বাস্তবায়িত করুন। একথা সে চারবার বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি তো চারবার একথা বললে, তা কার সাথে? সে বললো, অমুক নারীর সাথে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে শুয়েছ? সে বললো, হাঁ। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার শরীরে শরীর মিশিয়েছ? সে বললো, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? সে বললো, হাঁ। রাবী বলেন, অতঃপর তাকে আল-হাররা এলাকায় (শিলাময় প্রান্তরে) নিয়ে যাওয়া হলো। যখন তাকে পাথর মারা শুরু হলো, সে আঘাতের চোটে আতঙ্কিত হলো এবং দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েছ (রা) এমতাবস্থায় তার সাক্ষাৎ পেলেন যে, তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তাকে ধরতে অপারগ হলো। তিনি (আবদুল্লাহ) উটের সামনের পায়ের হাড় তুলে তার দিকে নিক্ষেপ করেন এবং তাতে সে নিহত হয়। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন। তিনি বললেন: তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? সে হয়তো তওবা করতো, আর আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন।

٤٤٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لِيْ حَدَّثَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ذٰلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ أَتَّهِمُ. قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِيْنَ ذَكَرُوْا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِيْنَ أَصَابَتْهُ أَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيْثَ. قَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّوْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِيْ قَتَلُوْنِيْ وَغَرُّوْنِيْ مِنْ نَفْسِيْ وَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِيْ فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ

فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ وَجِئْتُمُوْنِيْ بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلاَ. قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيْثِ.

৪৪২০। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়েয ইবনে মালেকের ঘটনা আসেম ইবনে উমার ইবনে কাতাদার কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আমার কাছে বলেছেন, এরা আসলাম গোত্রের কতক লোক যাদেরকে আমি দোষারোপ করি না এবং যাদের নিকট থেকে তুমি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন' বর্ণনা করছো। আমি এ হাদীস হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অতএব আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র কাছে এসে বললাম, আসলাম গোত্রের কয়েকজন লোক বর্ণনা করছে যে, পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে মায়েযের সন্ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করাতে তিনি বলেন: 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন'? অথচ আমি তো এ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত নই। তিনি (জাবের) বললনে, হে ভাতিজা! এ হাদীস সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে আমি সবচাইতে বেশী জানি। কেননা আমিও লোকটিকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা যখন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাথর মারা শুরু করলাম তখন পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে সে আমাদের কাছে চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার আপনজনেরাই আমাকে হত্যার জন্য দায়ী। তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। তারা আমাকে অবহিত করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হত্যা করবেন না। (এসব কথার পরও) আমরা তাকে হত্যা না করে ছাড়িনি। অতঃপর আমরা যখন ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন: তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেনো এবং আমার কাছে নিয়ে এলে না কেনো? যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুতাপ কবুল করতেন। কিন্তু তিনি হদ্দ পরিত্যাগ করার জন্যে একথা বলেননি। রাবী বলেন, এবার আমি এ হাদীসের মর্ম বুঝতে পারলাম।

টীকা : ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, শাস্তি কার্যকর করাকালে অপরাধী পালাতে থাকলে তার পিছু ধাওয়া না করে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তবে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার না করলে দণ্ডিত হবে। ইমাম মালেক (র)-এর একমত অনুযায়ী সে পালাতে থাকলেও তাকে রেহাই দেয়া যাবে না (সম্পাদক)।

٤٤٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمَجْنُونٌ هُوَ قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ أَفَعَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ. فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

৪৪২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়েয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো যে, সে যেনা করেছে। (একথা শুনে) তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে কয়েকবার একথা বললো, আর তিনি প্রতিবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি তার গোত্রের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন: সে কি পাগল? তারা বললো, এ বালা তার নেই। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে এটা করেছ? সে বললো, হাঁ। অতএব তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। আর তিনি (সা) তার জানাযার নামায পড়েননি।

টীকা : যেদিন মায়েযের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় নবী (সা) সেদিন তার সালাতে জানাযা আদায় করেননি। তবে পরের দিন লোকজনকে একত্র করে তিনি তার সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং তার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেন (সম্পাদক)।

٤٤٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ.

৪৪২২। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়েয ইবনে মালেককে দেখেছি, যখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। সে ছিল বেঁটে, মাংসল ও বলিষ্ঠ গড়নের লোক, তার দেহে কোনো চাদর ছিল না। সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, সে যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সম্ভবত তুমি তাকে চুমা দিয়েছ। সে বললো, না, আল্লাহর

শপথ! এ দুর্ভাগা নিশ্চয়ই যেনা করেছে। রাবী (জাবের) বলেন, অতঃপর তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি (সা) ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন: জেনে রাখো! আমরা যখনই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাই, আর এদিকে যদি তাদের কেউ পিছনে থেকে গিয়ে পাঠা ছাগলের ন্যায় ভ্যাভ্যা করে এবং কোন নারীকে যৎকিঞ্চিৎ বীর্য দান করে, জেনে রাখো! আল্লাহ যদি আমাকে তাদের কারো উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেন, তবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে নারীদের থেকে প্রতিহত করবো।

টীকা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে চারটি ভিন্ন সভায় চারবার, ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে এক সভায় চারবার এবং ইমাম মালেক ও শাফিঈ (র)-এর মতে একবারের স্বীকারোক্তিই দণ্ডিত করার জন্য যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, যেনার ক্ষেত্রে দণ্ড কার্যকর করার সময়ও স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং শাস্তি মওকুফ হবে (সম্পাদক)।

٤٤٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بِهذَا الْحَدِيْثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ سِمَاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

৪৪২৩। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে উপরের হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে পূর্বোক্ত বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ। তিনি বলেন, সে দু'বার এই কথা বলে। সিমাক বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনে জুবায়েরের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, সে বরং চারবার একথা বলেছে।

٤٤٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِيْ عَقِيْلٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيْلُ.

৪৪২৪। শো'বা (র) বলেন, আমি সিমাককে 'কুছবাহ'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, অল্প দুধ (তবে হাদীসে দুধ বলতে বীর্য বুঝানো হয়েছে)।

٤٤٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِيْ فُلاَنٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

৪৪২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালেককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সম্বন্ধে যে সংবাদ আমার কানে পৌঁছেছে তা সত্য নাকি? সে বললো, আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে কিরূপ সংবাদ পৌঁছেছে? তিনি বললেন : শুনতে পেলাম, তুমি নাকি অমুক গোত্রের জনৈকা বাঁদীর সাথে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। অতঃপর সে চারবার একথার সাক্ষ্য দেয় (স্বীকারোক্তি করে)। সুতরাং তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর তাকে পাথর মারা হয়।

٤٤٢٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

৪৪২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেনা করেছে বলে দু'বার স্বীকারোক্তি করে। তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। সে আবারো এসে দু'বার যেনার স্বীকারোক্তি করে। অতঃপর তিনি (সা) বলেন: তুমি নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিয়েছ। তোমরা একে নিয়ে যাও এবং 'রজম' করো।

٤٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنِيْ يَعْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ أَفَنَكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُوْسَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا لَفْظُ وَهْبٍ.

৪৪২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালেককে বললেন: তুমি সম্ভবত চুমু খেয়েছো অথবা হাতে স্পর্শ করেছ অথবা তাকিয়েছ। সে বললো, না। তিনি বললেন: তবে কি তুমি যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। রাবী বলেন, সে একথা বলতেই তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। রাবী মূসা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেননি, বরং এটি ওয়াহ্‌ব-এর বর্ণনা।

٤٤٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذٰلِكَ مِنْكَ فِي ذٰلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً قَالَ فَمَا تُرِيْدُ بِهٰذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيْدُ أَنْ تُطَهِّرَنِيْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أُنْظُرْ إِلَى هٰذَا الَّذِيْ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالاَ نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ انْزِلاَ فَكُلاَ مِنْ جِيْفَةِ هٰذَا الْحِمَارِ فَقَالاَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هٰذَا قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيْكُمَا انِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُ الاٰنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيْهَا.

৪৪২৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আসলাম গোত্রীয় ব্যক্তি (মায়েয) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, সে জনৈকা নারীর সাথে হারাম কাজ (ব্যভিচার) করেছে। প্রতিবারই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পঞ্চমবার সে একথা বললে তিনি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার সাথে যেনা করেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার লজ্জাস্থান কি তার লজ্জাস্থানে ঢুকেছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: যেরূপ সুরমা শলাকা সুরমাদানীতে ঢুকে যায় এবং রশি যেরূপ কূপের মধ্যে ঢুকে পড়ে? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি জানো, যেনা কি? সে বললো, হাঁ, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বৈধভাবে যে সহবাস করে, আমি ঐ নারীর সাথে অবৈধভাবে (হারাম) তা করেছি। তিনি বললেন: তোমার একথা বলার উদ্দেশ্য কি? সে বললো,

আপনি আমাকে পবিত্র করবেন, এই আমার উদ্দেশ্য। অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে আদেশ দিলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান যে, তাঁর দু'জন সাহাবী একে অপরকে বলছেন, লোকটিকে দেখো, আল্লাহ যার অপরাধ গোপন রাখলেন, অথচ নিজেকেই সে রক্ষা করতে পারলো না, অতঃপর কুকুরের মতো তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। তিনি তাদের একথা শুনে চুপ থাকলেন এবং কিছু সময় চলার পর একটি গাধার লাশের কাছে এলেন যার পা উপরের দিকে উত্তোলিত ছিল। তিনি বললেন: অমুক অমুক কোথায়? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইতো আমরা এখানে। তিনি বললেন: তোমরা দু'জন নেমে গিয়ে এ গাধার গোশত খাও। তারা বললো, হে আল্লাহর নবী! এটা কি কেউ খেতে পারে? তিনি বললেন: তোমরা এখনি তোমাদের এক ভাইয়ের মর্যাদা নিয়ে যেরূপ মন্তব্য করেছ, তা এর গোশত খাওয়ার চাইতেও গুরুতর। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার আত্মা! নিশ্চয়ই সে এখন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহে (আনন্দে) ডুব মারছে।

٤٤٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَمٍّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ زَادَ وَاخْتَلَفُوْا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وُقِفَ.

৪৪২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে– হাসান ইবনে আলী বলেন, রাবীগণ বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেন। কেউ বলেছেন, লোকজন মাযেয়কে গাছের সাথে বেঁধেছিল আবার কেউ বলেছেন, তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।

٤٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ. قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

৪৪৩০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি (মায়েয) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেনার কথা স্বীকার করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারো স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এরূপে সে চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন: তোমার পাগলামী রোগ আছে নাকি? সে বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাথর মারার আদেশ করলেন। ঈদগাহে তাকে পাথর মারা হয়। পাথরের আঘাত যখন তাকে সন্ত্রস্ত করে তুললো সে ভাগতে লাগলো। অতঃপর তাকে ধরে এনে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন, তবে তার জানাযা পড়েননি।

٤٤٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ ابْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَوَاللّٰهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ وَلٰكِنَّهُ قَامَ لَنَا. قَالَ أَبُوْ كَامِلٍ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتّٰى أَتٰى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلاَمِيْدِ الْحَرَّةِ حَتّٰى سَكَتَ. قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ.

৪৪৩১। আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয ইবনে মালেককে পাথর মারার আদেশ করলে আমরা তাকে নিয়ে আল-বাকী' নামক স্থানে গেলাম। আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে বাঁধিওনি এবং তার জন্য গর্তও খনন করিনি; কিন্তু তবু সে (শাস্তি ভোগের জন্য) দাঁড়িয়ে থাকে। আবু কামেল বলেন, তিনি (আবু সা'ঈদ) বলেছেন, অতঃপর আমরা তার শরীরে হাড়, মাটির ঢিলা ও কংকর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। সে (আঘাতের চোটে) দৌড়াতে লাগলো, আমরাও তার পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। অবশেষে সে সেই প্রস্তরময় প্রান্তরের এক প্রান্তে গিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। অবশেষে সে চুপ হয়ে (মারা) গেলো। রাবী বলেন, তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেননি, তাকে গালিও দেননি।

٤٤٣٢- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوْا يَسُبُّوْنَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوْا يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ فَنَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيْبُهُ اللّٰهُ.

৪৪৩২। আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়। তিনি এ হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হাদীস নয়। তিনি বলেন, উপস্থিত জনতা লোকটিকে গালি দিতে শুরু করলে তিনি তাদের নিষেধ করলেন। রাবী বলেন, তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলে তিনি তাদের নিষেধ করে বললেন: লোকটি গুনাহ করেছে, আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

٤٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا.

৪৪৩৩। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েযের মুখের গন্ধ শুঁকলেন, হয়তো সে মদ খেয়ে মাতাল কিনা।

٤٤٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اِعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اِعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

৪৪৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, 'গামেদ' গোত্রের সেই স্ত্রীলোকটি ও মায়েয ইবনে মালেক যদি তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতো অথবা তিনি বলেন, তারা (একবার) স্বীকারোক্তির পর যদি আর পুনর্বার না বলতো, তবে তিনি (সা) তাদের তলব করতেন না। তিনি তাদেরকে পাথর তো মেরেছেন (হুকুম দিয়েছেন) চারবার স্বীকারোক্তি করার পর।

٤٤٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُلاَثَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلاَجِ

حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّجْلاَجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِى السُّوْقِ فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيْمَنْ ثَارَ وَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ أَبُوْ هٰذَا مَعَكِ فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌّ حَذْوَهَا أَنَا أَبُوْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُوْ هٰذَا مَعَكِ فَقَالَ الْفَتٰى أَنَا أَبُوْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتّٰى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّٰى هَدَأَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُوْمِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هٰذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيْثِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ فَإِذَا هُوَ أَبُوْهُ فَأَعَنَّاهُ عَلٰى غُسْلِهِ وَتَكْفِيْنِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا أَدْرِىْ قَالَ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ وَهٰذَا حَدِيْثُ عَبْدَةَ وَهُوَ أَتَمُّ.

৪৪৩৫। খালিদ ইবনুল লাজলাজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাজারে বসে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় জনৈকা স্ত্রীলোক একটি শিশুসহ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু লোক তার সাথে ভীর করছিল এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার সাথের এ শিশুর পিতা কে? সে চুপ থাকলো। তার পাশে দাঁড়ানো এক যুবক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই এ শিশুটির পিতা। তিনি তার (স্ত্রীলোকটির) দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার সাথের এ শিশুটির পিতা কে? যুবকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর পিতা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চারপাশের লোকজনের নিকট তার সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বললো, তাকে তো আমরা ভালো লোক বলেই জানি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হাঁ। অতঃপর তাঁর হুকুমে লোকটিকে পাথর মারা হয়। তিনি (লাজলাজ) বলেন, আমরা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, তার জন্য গর্ত খোদলাম এবং তাকে তাতে রাখলাম, অতঃপর তাকে রজম করলাম। ফলে সে মারা গেলো। একজন লোক এসে পাথর নিক্ষেপে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে

লাগলো। আমরা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বললাম, এই লোকটি এসে অপবিত্র (নিহত) ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে তো মহামহিম আল্লাহর কাছে মৃগনাভীর চাইতে অধিক সুগন্ধযুক্ত। পরে দেখা গেলো যে, আগন্তুক লোকটি নিহত ব্যক্তির পিতা। অতঃপর আমরা তাকে এর গোসল, কাফন ও দাফন কাজ করতে সাহায্য করলাম। তিনি (খালিদ) বলেন, তার জানাযার নামায পড়া হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে সে কি বলেছে তা আমি জানি না।

٤٤٣٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ جَمِيْعًا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ هذَا الْحَدِيْثِ.

৪৪৩৬। খালিদ ইবনুল লাজলাজ (র) থেকে তার পিতার বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের কতকাংশ বর্ণিত আছে।

٤٤٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُوْنَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا.

৪৪৩৭। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে স্বীকারোক্তি করলো যে, সে এক নারীর সাথে যেনা করেছে। সে তাঁর নিকট সেই নারীর নামও বলেছে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) সেই নারীর নিকট লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার করে। অতএব তিনি পুরুষ লোকটির উপর বেত্রাঘাতের হদ্দ কার্যকর করেন এবং নারীকে রেহাই দেন।

٤٤٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوْفًا عَلَى جَابِرٍ. وَرَوَاهُ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِنَّ رَجُلاً زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ.

৪৪৩৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যেনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাকে হদ্দ-এর অধীন বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তাঁকে অবহিত করা হয় যে, সে বিবাহিত; কাজেই তিনি নির্দেশ দিলে তাকে পাথর মারা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে বাকর আল-বুরসানী এ হাদীস ইবনে জুরাইজ-জাবের (রা) থেকে মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। আবু আসেম এ হাদীস ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে ওয়াহরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং নবী (সা)-এর উল্লেখ করেননি। তিনি (রাবী) বলেন, এক ব্যক্তি যেনা করলো, কিন্তু সে বিবাহিত কিনা তা জানা গেলো না। অতএব তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। পরে সে বিবাহিত বলে জানা গেলে তাকে রজম করা হয়।

٤٤٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ.

৪৪৩৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পুরুষটি বিবাহিত কিনা তা জানা যায়নি। সুতরাং তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। অতঃপর তার বৈবাহিক অবস্থা জানা গেলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِيْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ জুহায়না গোত্রের যে স্ত্রীলোককে পাথর মারার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছিলেন।

٤٤٤٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوَائِيَّ وَأَبَانَ ابْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَ فِيْ حَدِيْثِ أَبَانٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِيءْ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّيْ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا. لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانٍ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا.

৪৪৪০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক (আবান বর্ণিত হাদীসে বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলে যে, সে যেনা করেছে এবং সে অন্তঃসত্তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে এনে বলেন: এর সাথে উত্তম আচরণ করো। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে সন্তান প্রসব করলে অভিভাবক তাকে নিয়ে আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তিনি তাদের (সাহাবীদের) আদেশ দেন, তোমরা তার জানাযার নামায পড়ো। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়বেন? সে তো যেনা করেছে! তিনি বললেন: যার হাতে আমার আত্মা তাঁর (আল্লাহর) শপথ! সে এরূপ তওবা করেছে, যা মদীনাবাসীদের সত্তরজনের মধ্যে বণ্টন করে দিলেও তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। তুমি তার চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তিকে পাবে যে নিজের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিলো। আবান থেকে বর্ণিত হাদীসে কাপড় দিয়ে বাঁধার কথাটুকু বলেননি।

٤٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا يَعْنِيْ فَشُدَّتْ.

৪৪৪১। আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে তার কাপড় শক্তভাবে পরানো হয়।

٤٤٤٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً يَعْنِيْ مِنْ غَامِدَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

إِنِّىْ قَدْ فَجَرْتُ فَقَالَ ارْجِعِىْ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِىْ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللّٰهِ إِنِّىْ لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِىْ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِىْ حَتَّى تَلِدِىْ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فَقَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ ارْجِعِىْ فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِىْ يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِىِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فِيْمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ.

৪৪৪২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। গামেদ গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি তো ব্যভিচার করেছি। তিনি বললেন: ফিরে যাও। সে ফিরে চলে গেলো। পরদিন সকালে সে আবার তাঁর কাছে এসে বললো, আপনি যেরূপ মায়েয ইবনে মালেককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত আমাকেও সেরূপ ফিরিয়ে দিতে চান। আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই গর্ভবতী। তিনি এবারো তাকে ফিরে যেতে বললে সে চলে গেলো। পরদিন সে পুনরায় আসতেই তিন বললেন: তুমি ফিরে যাও যাবত না সন্তান প্রসব করো। সে ফিরে গেলো। যখন সে পুত্র সন্তান প্রসব করলো, তখন সেই শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে এসে বললো, এই শিশুটিকে আমি প্রসব করেছি। তিনি বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তাকে দুধ পান করাতে থাকো। অবশেষে দুধ ছাড়ানো হলে শিশুটিকে নিয়ে সে হাযির হলো। শিশুটির হাতে খাদ্যদ্রব্য ছিল, যা তখন সে খাচ্ছিল। তিনি জনৈক মুসলমানকে তার ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য গর্ত খনন করতে আদেশ দিলে তা খনন করা হলো এবং পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিলে তাকে এভাবে হত্যা করা হয়। তাকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে খালিদ (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাকে পাথর মারলে এক ফোটা রক্ত ছিটে এসে তাঁর গালে পড়তেই তিনি স্ত্রীলোকটিকে গালি দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: হে খালিদ! দয়ার্দ্র হও। যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর (আল্লাহর) শপথ! সে এরূপ তওবা করেছে যে, কোন যালেম কর আদায়কারীও যদি সেরূপ তওবা করতো, তাহলে অবশ্যই তাকে মাফ করে দেয়া হতো। অতঃপর তাঁর আদেশে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তাকে দাফন করা হয়।

٤٤٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى التُّنْدُوَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْغَسَّانِيُّ جُهَيْنَةُ وَغَامِدُ وَبَارِقُ وَاحِدٌ.

৪৪৪৩। ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা স্ত্রীলোককে রজম করেন। তার জন্য বুক সমান একটি গর্ত খনন করা হয় (এবং তাতে গেড়ে রজম করা হয়)। আবু দাঊদ (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি উসমান থেকে বর্ণনা করে এ হাদীস আমাকে বুঝিয়ে দেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, গাচ্ছানী বলেছেন, জুহায়না, গামেদ ও বারেক একই গোত্র।

٤٤٤٤- قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ ثُمَّ قَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ.

৪৪৪৪। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারেছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া ইবনে সুলায়েম উপরের সনদসহ এ হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে একথাটুকুও আছে– অতঃপর তাকে চনাবুটের মতো ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন: তার মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করো। সে যখন মারা গেলো, তাকে গর্ত থেকে বের করলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। আর এর তওবা সম্পর্কে বুরায়দা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ কথা বলেছেন।

٤٤٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ

عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

৪৪৪৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা এবং যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, দুই বিবদমান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাদের একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআন অনুসারে আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন। দ্বিতীয়জন বললো, সে ছিল তাদের দু'জনের মধে অধিক বুদ্ধিমান, হাঁ ঠিক আছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করে দিন, আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন: বলো। সে বললো, আমার ছেলে এই লোকটির শ্রমকি ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। কতক লোক আমাকে অবহিত করেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হলো–পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। সুতরাং আমি তার পক্ষ থেকে একশো বকরী ও আমার একটি দাসী জরিমানা দেই। পুনরায় আমি এ ব্যাপারে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে বলেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো– একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন, আর এই লোকটির স্ত্রীর শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। এ বৃত্তান্ত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জেনে রাখো, যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবো। তোমার বকরী ও দাসী তুমি ফিরে পাবে। অতঃপর তিনি তার ছেলেকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের নির্বাসন দেন এবং উনাইস আল-আসলামীকে আদেশ দেন অপর লোকটির স্ত্রীর নিকট যেতে এবং সে যদি (যেনার) স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করতে। অতএব সে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজম করলেন।

بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ দুই ইহুদীকে রজম করার বর্ণনা

٤٤٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الزِّنَا قَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمُ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِيْ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

৪৪৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো যে, তাদের একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন: তাওরাতে তোমরা যেনা সম্বন্ধে কি হুকুম দেখতে পাও? তারা বললো, আমরা তো তাদের (যেনার অপরাধীদের) অপমান-লাঞ্ছনা করি এবং বেত্রাঘাত করা হয়। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয়ই তাতে রজম করার হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা খোলে। তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের উপর রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তাকে হাত উঠিয়ে নিতে আদেশ দেন। সে হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো যে, তাতে রজমের আয়াত (হুকুম) বিদ্যমান। তারা বললো, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যিই বলেছেন, নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে দু'জনকেই রজম করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি পুরুষটিকে দেখলাম যে, সে নারীটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার দিকে আনত হচ্ছে।

٤٤٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِيٍّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمْ مَا حَدُّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوْهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِكُمْ

فَقَالَ الرَّجْمُ وَلَكِنْ ظَهَرَ الزِّنَا فِيْ أَشْرَافِنَا فَكَرِهْنَا أَنْ نَتْرُكَ الشَّرِيْفَ وَيُقَامُ عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَوَضَعْنَا هٰذَا عَنَّا فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوْا مِنْ كِتَابِكَ.

৪৪৪৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত এক ইহুদীকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাকে জনসমক্ষে ঘুরানো হচ্ছিল। তিনি তাদের শপথ দিয়ে বলেন যে, তাদের কিতাবে যেনাকারীর হদ্দ (শাস্তি) কী? রাবী বলেন, তারা তাঁকে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেয়। নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন: তোমাদের কিতাবে যেনাকারীর হদ্দ (শাস্তি) কী? সে বললো, রজম। কিন্তু আমাদের শরীফ লোকদের মধ্যে যেনার বিস্তার ঘটলে তাদের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া এবং অন্যদের শাস্তি দেয়া আমরা পছন্দ করলাম না। অতএব আমরা উপরোক্ত শাস্তি বাতিল করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে অপরাধীকে রজম করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন: হে আল্লাহ! তারা তোমার কিতাবের যে অংশের মৃত্যু ঘটিয়েছিল আমিই প্রথম তা পুনর্জীবিত করলাম।

٤٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُوْدٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ قَالُوْا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى أَهٰكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِكُمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِيْ بِهٰذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلٰكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي

الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا يَعْنِي هٰذِهِ الْآيَةَ.

৪৪৪৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেত্রাঘাতকৃত জনৈক ইহুদীর মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: যেনাকারীর এরূপ শাস্তির হুকুম তোমরা (কিতাবে) পেয়েছ নাকি? তারা বললো, হাঁ। অতএব তিনি তাদের একজন আলেমকে ডেকে বললেন: তোমাকে সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমাদের কিতাবে যেনাকারীদের এরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ পেয়েছ কি? সে বললো, হে আল্লাহ! না। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে আল্লাহর কসম না দিতেন, তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যেনাকারীর শাস্তি রজমের উল্লেখ পেয়েছি। কিন্তু আমাদের অভিজাত সমাজে যেনার বিস্তার ঘটলে আমরা কোনো মর্যাদাসম্পন্ন লোককে এই অপরাধে ধরতে পারলেও ছেড়ে দিতাম; তবে দুর্বলদের কাউকে পেলে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়িত করতাম। অতঃপর আমরা সকলকে আহ্বান করে বললাম, চলুন, আমরা যেনার শাস্তির ব্যাপারে সকলে ঐকমত্যে পৌঁছে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যাতে উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকদের উপর তা বাস্তবায়িত করতে পারি। অতঃপর আমরা এর শাস্তিস্বরূপ মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত করে অপমান করা এবং বেত্রাঘাত করাতে একমত হলাম এবং 'রজম' পরিত্যাগ করলাম। (এসব কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তোমার নির্দেশকে পুনর্জীবন দান করেছে, তারা একে প্রাণহীন (বরবাদ) করে দেয়ার পর। অতঃপর তাঁর নির্দেশে অপরাধীকে রজম করা হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ ইহুদীদের সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল করেন: "হে রাসূল! তোমাকে যেন দু:খ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়... তারা বলে, তোমাদেরকে এই প্রকার বিধান দেয়া হলে তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তা না দেয়া হলে তোমরা বর্জন করো... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের– ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই জালেম– ইহুদীদের সম্পর্কে... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই পাপাচারী" (সূরা মাইদা : ৪১-৪৭)। তিনি বলেন, এই সমস্ত আয়াত কাফের অবাধ্যদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٤٤٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِّنْ يَهُوْدَ فَدَعَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِيْ بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا وَقَالَ امَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِأَعْلَمِكُمْ فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

৪৪৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কুফ্' নামক উপত্যকায় যেতে আবেদন জানালো। তিনি তাদের এক পাঠাগারে উপস্থিত হলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আমাদের এক লোক জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে। সুতরাং আপনি এদের সম্পর্কে ফয়সালা দিন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বালিশ পেতে দিলো। তিনি তাতে বসে তাদের বললেন: তোমরা একখানি তাওরাত নিয়ে এসো। তাওরাত নিয়ে আসা হলে তিনি তাঁর নীচের বিছানো বালিশ টেনে নিয়ে তার উপর তাওরাত রাখলেন এবং বললেন: আমি তোমার প্রতি এবং তোমায় যিনি নাযিল করেছেন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যকার অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিয়ে এসো। অতএব এক যুবককে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তিনি (ইবনে উমার) নাফে'র সূত্রে মালেক বর্ণিত (৪৪৪৬ নং) হাদীসের অনুরূপ 'রজমের' ঘটনা বর্ণনা করেন।

٤٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيْهِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمُّ قَالَ زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوْا بِنَا إِلَى

هذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُوْنَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ قَالَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ قَالُوْا يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيْهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ أَلَظَّ بِهِ النَّشْدَةَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللّٰهِ قَالَ زَنَى ذُوْ قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِنَا فَأُخِّرَ عَنْهُ الرَّجْمُ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِيْ أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُوْنَهُ وَقَالُوْا لاَ يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيْءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوْا عَلَى هذِهِ الْعُقُوْبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هذِهِ الاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

৪৪৫০। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও সংরক্ষণকারী। আমরা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে। এটা মা'মার বর্ণিত হাদীস এবং এটি সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। তিনি বলেন, ইহুদীদের মধ্যকার একজোড়া নারী-পুরুষ যেনা করে। তারা পরস্পরকে বললো,

চলো আমরা এই নবী (সা)-এর কাছে যাই। তাঁকে তো (ধর্মীয় বিষয়ে) সহজতর বিধান দান করে পাঠানো হয়েছে। তিনি যদি আমাদের এ ব্যাপারে রজম করার পরিবর্তে লঘু শাস্তির ফতোয়া দেন, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করবো এবং আল্লাহর কাছে এর মাধ্যমে বাহানা দাঁড় করাবো এবং বলবো, হে আল্লাহ! এটা তো আপনার এক নবী প্রদত্ত ফতোয়া। রাবী বলেন, অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। এ সময় তিনি সাহাবীদের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! যেনাকারী নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি তাদের পাঠাগারে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কথাও বলেননি। অতঃপর পাঠাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন: তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি মূসা (আ)-র প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! বিবাহিত লোক যেনা করলে তার কী হুকুম তোমরা তাওরাতে পাচ্ছো? তারা বললো, চুন-কালিতে মুখমণ্ডল রাঙিয়ে তাজ্‌বীহ্ করা হয় এবং বেত্রাঘাত করা হয়। তাজ্‌বীহ্ অর্থ হলো– যেনার অপরাধীদ্বয়কে গাধার পিঠে উঠিয়ে উভয়ের পিঠ পরস্পর মিশিয়ে এলাকা জুড়ে চক্কর দেয়া। রাবী বলেন, এ সময় এক যুবককে চুপ করে থাকতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কসম দিয়ে অনুরোধ করলে সে বললো, আল্লাহর কসম! আপনি যেহেতু আমাদের কসম দিলেন, আমরা তো তাওরাতে রজমের বিধান পাচ্ছি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে তোমরা আল্লাহর বিধানকে এতো হালকা ভাবলে কেনো? সে বললো, আমাদের কোনো এক রাজার জনৈক নিকটাত্মীয় যেনার অপরাধী সাব্যস্ত হয়; তিনি তাকে রজমের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিলেন। অতঃপর সাধারণ পরিবারের জনৈক ব্যক্তি যেনা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি তাকে রজম করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু দোষী লোকটির পক্ষের লোকেরা তাতে বাধা দিলো। তারা বললো, আপনার আত্মীয়টিকে এনে রজম না করা পর্যন্ত আমাদের এই ব্যক্তিকে রজম করা যাবে না। অতঃপর তারা এ শাস্তির উপর ফয়সালা করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি নিশ্চয়ই তাওরাতে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করবো। অতঃপর তাঁর নির্দেশে তাদেরকে (নারী-পুরুষ) রজম করা হয়। যুহরী (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, নিম্নোক্ত আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে: "নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে হেদায়াত ও আলো বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর অনুগত নবীগণ এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে বিধান দিতো" (সূরা আল-মাইদা ঃ ৪৪)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুগত নবীদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَقَدْ أُحْصِنَا حِيْنَ قَدِمَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِمْ فِى التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوْهُ وَأَخَذُوْا بِالتَّجْبِيْهِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِىٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِىْ دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوْا قَوْمًا اخَرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَلُوْهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِىْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ قَالَ وَلَمْ يَكُوْنُوْا مِنْ أَهْلِ دِيْنِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ.

৪৪৫১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, একজোড়া বিবাহিত ইহুদী নারী-পুরুষ যেনা করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসেছেন। যেনার শাস্তির ব্যাপারে তাওরাত কিতাবে রজমের বিধান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ইহুদীরা তা পরিত্যাগ করে 'তাজ্বীহ' নামক শাস্তি চালু করে। তজ্বীহ হলো– পাকানো রশি দিয়ে এক শতবার প্রহার করা এবং মুখমণ্ডলে চুন-কালি মেখে গাধার উপর এমনভাবে বসিয়ে দেয়া যে, অপরাধীর মুখ গাধার পেছন দিকে থাকে। এমনিভাবে তাকে এলাকা জুড়ে চক্কর দেয়া। অতঃপর তাদের আলেমদের একটি দল একত্র হলো এবং অপর একটি দলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলো এবং তাদের বলে দিলো যে, তাঁকে গিয়ে যেনার শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। এভাবে হাদীসের বর্ণনা গিয়েছে। এ হাদীসে আরো আছে যে, যারা তাঁর ধর্মের অনুসারী নয়, তিনি তাদের মাঝেও ফয়সালা করতেন। অতঃপর এ ব্যাপারে তাঁকে এখতিয়ার দিয়ে আল্লাহ বলেন: "তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন অথবা তাদের উপেক্ষা করুন" (সূরা মাইদা : ৪২)।

٤٤٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُوْدُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا قَالَ ائْتُوْنِىْ بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُوْرِيَا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هٰذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ قَالاَ نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِيْ فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا. قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوْهُمَا قَالاَ ذَهَبَ

سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُوْدِ فَجَاءُوْا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِيْ فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِى الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا.

৪৪৫২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী তাদের মধ্যকার যেনার অপরাধী এক পুরুষ ও এক নারীকে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে হাযির হলো। তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে বিজ্ঞ দু'জন লোক নিয়ে এসো। অতএব তারা 'সূরিয়ার' দুই পুত্রকে তাঁর কাছে হাযির করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন: তোমরা এদের (যেনার অপরাধীদের) ব্যাপারে তাওরাতে কিরূপ বিধান দেখতে পাও? তারা বললো, আমরা তাওরাতে দেখতে পাই, চারজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা পুরুষটির গুপ্তাঙ্গ স্ত্রীলোকটির গুপ্তাঙ্গে এরূপভাবে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে, যেরূপ সুরমা শলাকা সুরমাদানীতে ঢুকানো হয়, তাহলে তাদের উভয়কে রজম করা হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে কোন জিনিসটা তোমাদেরকে তাদেরকে রজম করতে বাধা দিচ্ছে? তারা উভয়ে বললো, আমাদের শাসন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। সুতরাং হত্যা করাকে আমরা অনুমোদন করি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষীদের নিয়ে আসতে ডাকলেন। তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো। তারা সাক্ষ্য দিলো যে, সুরমা শলাকা যেরূপে সুরমাদানীর ভেতরে ঢুকে যায়, ঠিক সেরূপেই তারা পুরুষটির গুপ্তাঙ্গ স্ত্রীলোকটির গুপ্তাঙ্গের মধ্যে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রজম করার নির্দেশ দেন।

٤٤٥٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُوْدِ فَشَهِدُوْا.

৪৪৫৩। ইবরাহীম ও আশ-শা'বী (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এই কথাটুকু উল্লেখ করেননি: 'তিনি সাক্ষীদের হাযির করতে বললেন। অতএব তারা এসে সাক্ষ্য দিলো'।

٤٤٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

৪৪৫৪। আশ-শা'বী (র) থেকে এই সনদ সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٤٥٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا.

৪৪৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একজোড়া ইহুদী নারী-পুরুষ যেনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রজম করার নির্দেশ দেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মাহ্‌রাম নারীর সাথে যেনাকারীর শাস্তি

٤٤٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ.

৪৪৫৬। আল-বারাআ ইবনে আযের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার একটি হারানো উট খোঁজ করতে বেরিয়েছি, এমন সময় একদল আরোহী অথবা অশ্বারোহী আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। তাদের কাছে একটি পতাকা ছিল। এই বেদুঈনরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র হিসেবে আমার চারদিকে ঘুরতে থাকে। যখন তারা একটি গম্বুজ সদৃশ স্থাপনার কাছে এসে এর ভেতর থেকে একটি লোককে বের করে হত্যা করে তখন আমি তাদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, লোকটি তার পিতার স্ত্রীকে (বিমাতাকে) বিবাহ (সঙ্গম) করেছিল।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে বিমাতাকে বিবাহ করার প্রচলন ছিল। ইসলামী শরীয়াতে কেউ যদি এ ধরনের মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা হালাল মনে করে তবে সে মুরতাদ। কাজেই তাকে হত্যা করা বৈধ (অনুবাদক)।

٤٤٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةَ أَبِيْهِ فَأَمَرَنِىْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاَخُذَ مَالَهُ.

৪৪৫৭। ইয়ায়ীদ ইবনুল বারাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাত করলাম। তার সাথে একটি ঝাণ্ডা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে (বিমাতাকে) বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাকে হত্যা করতে আর তার সম্পদ নিয়ে আসতে।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَزْنِيْ بِجَارِيَةِ اِمْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর দাসীর সাথে যেনা করে তার সম্পর্কে

٤٤٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَهُوَ أَمِيْرٌ عَلَى الْكُوْفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيْكَ بِقَضِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوْهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً. قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهٰذَا.

৪৪৫৮। হাবীব ইবনে সালেম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে হুনায়েন নামে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে। বিষয়টি কুফার গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীর (রা)-র কাছে দায়ের করা হলে তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করবো। সে (তোমার স্ত্রী) যদি এ বাঁদীকে তোমার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে, তবে আমি তোমাকে একশো বেত্রাঘাত করবো, আর যদি তা তোমার জন্য বৈধ করে না দিয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবো। পরে তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্ত্রী বাঁদীকে তার জন্য বৈধ করে দিয়েছে। কাজেই তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি হাবীব ইবনে সালেমের কাছে চিঠি লিখলে তিনি এই হাদীসখানি লিখে পাঠান।

٤٤٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يَأْتِىْ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

৪৪৫৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে, তার স্ত্রী যদি তাকে তার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে তবে একশো বেত্রাঘাত দেয়া হবে; কিন্তু যদি বৈধ করে না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করবো।

٤٤٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ قَبِيْصَةَ.

৪৪৬০। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে ফয়সালা দেন যে, সে যদি তার সাথে জোরপূর্বক একাজ করে থাকে, তাহলে দাসী আযাদ এবং তার কর্তব্য হলো– তার মতো একটি দাসী তার মনিবকে অর্থাৎ স্ত্রীকে দেয়া। আর যদি আপসে তা হয়ে থাকে, তাহলে সে তার মালিকানায় চলে যাবে এবং দাসীর মনিবকে তার মতো একটি দাসী প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস ইবনে উবাইদ, আমর ইবনে দীনার, মানসূর ইবনে যাযান ও সাল্লাম (র) আল-হাসানের সূত্রে এ হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মানসূর (র) কাবীসা (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٤٤٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا.

৪৪৬১। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে তিনি বলেন: আর সে (দাসী) যদি একাজে সম্মতি জানিয়ে থাকে, তবে সে ও তার মতো আরো একটি দাসী নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করে দাসীর মনিবকে প্রদান করতে হবে।

بَابُ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ কেউ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্ম করলে

٤٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.

৪৪৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা কাউকে যদি লূত সম্প্রদায়ের অনুরূপ কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সাথে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, একইরূপ একটি হাদীস সুলায়মান ইবনে বিলাল-আমর ইবনে আবু আমর সূত্রে বর্ণিত আছে। আব্বাদ ইবনে মানসূর (র) ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ (র) ইবরাহীম-দাউদ ইবনুল হুসাইন-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٤٦٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهُوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

৪৪৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবিবাহিতদের লাওয়াতাতে (পায়ুকামে) লিপ্ত পাওয়া গেলে রজম করা হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আসেম (র) বর্ণিত হাদীস আমর ইবনে আবু আমরের হাদীসকে দুর্বল প্রমাণিত করে।

টীকা ঃ লাওয়াতাতের শাস্তি প্রসঙ্গে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও শাফিঈর মতে তাকে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি দেয়া হবে। তাদের মতে কর্তা যদি বিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে রজম করা হবে, অন্যথায় একশো বেত্রাঘাত। যার সাথে করা হয় তাকে একশো বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দেয়া হবে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের শাস্তি একই ধরনের। ইমাম আবু হানীফার মতে অপরাধী তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে। ইমাম মালেক ও আহ্‌মাদের মতে অপরাধীকে রজম করা হবে, পায়ুকামী বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। শাফিঈর অপর মতে উভয়কে হত্যা করা হবে। তার ধরন এই যে, উভয়কে দেয়ালচাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে (সম্পাদক)।

بَابُ فِيْمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করে

٤٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ. قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيْمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ قَالَ ذٰلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هٰذَا بِالْقَوِيِّ.

৪৪৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করলে তাকে এবং পশুটিকেও তার সাথে হত্যা করো। তিনি (ইকরিমা) বলেন, আমি তাকে (ইবনে আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, পশুটির অন্যায় কি? তিনি বলেন, আমার মতে যে পশুর সাথে সঙ্গম করা হয়েছে নিশ্চয়ই তিনি তার গোশত খাওয়া অপছন্দ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়।

٤٤٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ أَنَّ شَرِيْكًا وَأَبَا الأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوْهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْ يَأْتِي الْبَهِيْمَةَ حَدٌّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو.

৪৪৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশুর সাথে সঙ্গমকারী হদ্দের আওতাভুক্ত নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আতাও এরূপই বলেছেন। হাকাম বলেছেন, আমি মনে করি তাকে বেত্রাঘাত করা উচিত; কিন্তু তা হদ্দের সীমা (১০০ বেত্রাঘাত) পর্যন্ত পৌছা উচিৎ নয়। হাসান বসরী (র) বলেন, সে যেনাকারীর সমতুল্য। আবু দাউদ (র) বলেন, আসেম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আমর ইবনে আবু আমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল প্রমাণিত করে।

টীকা : পশুর সাথে সঙ্গমের অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই। বিচারক তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ (র) প্রমুখের এই মত। রাসূলুল্লাহ (সা) হত্যা করার কথা বলেছেন হুমকিস্বরূপ (সম্পাদক)।

بَابٌ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تَقِرَّ الْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ পুরুষ লোকটি যেনার অপরাধ স্বীকার করলে এবং স্ত্রীলোকটি স্বীকার না করলে

٤٤٦٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُوْنَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا.

৪৪৬৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে স্বীকারোক্তি করে যে, সে এক স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে এবং সে তার নামও বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে যেনার কথা অস্বীকার করলো। কাজেই তিনি পুরুষটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন (সম্ভবত সে অবিবাহিত ছিল) এবং স্ত্রীলোকটিকে রেহাই দিলেন।

٤٤٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ الْبُرْدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الأَبْنَاوِيِّ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِيْنَ.

৪৪৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বাকর ইবনে লাইছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে চারবার স্বীকারোক্তি করে যে, সে জনৈকা নারীর সাথে যেনা করেছে। সে অবিবাহিত ছিল বিধায় তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর তিনি নারীটির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষী-প্রমাণ আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। নারীটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তিনি পুরুষ লোকটিকে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে আরো আশিটি বেত্রাঘাত করেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُوْنَ الْجِمَاعِ فَيَتُوْبُ قَبْلَ أَنْ يَّأْخُذَهُ الإِمَامُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সবকিছু করে, অতঃপর কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ার পূর্বেই তওবা করে

٤٤٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ فَقَالَ لِلنَّاسِ كَافَّةً.

৪৪৬৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি মদীনার উপকণ্ঠে জনৈকা নারীর সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করেছি। এখন আমি এখানে উপস্থিত। আপনি যা ইচ্ছা আমাকে শাস্তি দিন। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তোমার এ অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, তুমিও যদি তা তোমার কাছে গোপন রাখতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোন উত্তর দেননি। কাজেই লোকটি ফিরে চলে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে তুমি নামায কায়েম করো, নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ

অন্যায় বা গুনাহসমূহকে মুছে ফেলে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা এক নসীহত" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াত কি শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সমস্ত মানুষের জন্য? তিনি বললেন: বরং তা সকল মানুষের জন্য।

بَابٌ فِى الأَمَةِ تَزْنِىْ وَلَمْ تُحْصِنْ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ অবিবাহিত দাসী যেনা করলে

٤٤٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ. قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِيْ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ.

৪৪৬৯। আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অবিবাহিত দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে যেনা করেছে। তিনি বলেন: সে যেনা করলে বেত্রাঘাত করো, আবারো যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো, পুনরায় যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো। সে আবারো যেনা করলে একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব (র) বলেন, তিনি তৃতীয়বার না চতুর্থবার একথা (বিক্রির কথা) বলেছেন, তা আমার জানা নেই। আর ضَفِيْرٌ শব্দের অর্থ হলো পাকানো রশি।

٤٤٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ ابْنُ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُحِدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيْرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

৪৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কারো দাসী যেনা করলে সে তাকে যেনো শাস্তি দেয়, শুধু গালি বা তিরস্কার করেই ছেড়ে দিবে না (অথবা শাস্তি দেয়ার পর তিরস্কার করবে না)। তিনবার এরূপ করবে। চতুর্থবারও যদি সে যেনা করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে এবং একটি রশির বিনিময়ে হলেও অথবা পশমের তৈরী রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

٤٤٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللّٰهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللّٰهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

৪৪৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রতিবার তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করবে; শুধু তিরস্কার করেই ছেড়ে দিবে না (অথবা শাস্তি দেয়ার পর তিরস্কার করবে না)। চতুর্থবারও যদি সে এরূপ করে, তাহলে তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দেয়ার পর একটি চুলের রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দিবে।

بَابٌ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্দ কার্যকর করা

٤٤٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُوْدُوْنَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذٰلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوْا لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّيْ قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوْا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِيْ هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَا إِلَيْكَ فَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلاَّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوْا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوْهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

৪৪৭২। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক আনসারী সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদেরই জনৈক ব্যক্তি

রোগে আক্রান্ত হয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। তাদের কারো এক দাসী তার কাছে আসলে, সে পুলকিত ও শিহরিত হয় এবং তার সাথে সঙ্গম করে। তার গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে এলে, সে তাদেরকে তা অবহিত করে এবং বলে, তোমরা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এই ফতোয়া চাও যে, আমার কাছে আগত জনৈকা দাসীর সাথে আমি যেনা করেছি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা খুলে বললো। তারা আরো বললো, রোগে শুকিয়ে তার মতো হাড্ডিসার হতে আমরা কোনো লোককে দেখিনি। তাকে যদি আপনার কাছে বহন করে আনি তবে তার হাড়গোড় আলাদা হয়ে যাবে। তার হাড়ে চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আদেশ দিলেন: তারা যেনো একশো পাতাবিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে তার দ্বারা তাকে একবার প্রহার করে।

٤٤٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ أَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيْلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ فَقُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيْلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى فَقَالَ فِيْهِ قَالَ لاَ تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

৪৪৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের এক দাসী ব্যভিচার করে। তিনি আলী (রা)-কে ডেকে বলেন: হে আলী! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তার উপর হদ্দ কার্যকর করো। (তিনি বলেন) আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, বিরামহীনভাবে তার রক্তস্রাব হচ্ছে। কাজেই আমি তাঁর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন: হে আলী! তুমি কি কাজ সেরে এসেছ? আমি বললাম, আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, তার অবিরাম রক্তস্রাব হচ্ছে। তিনি বললেন: রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দাও, অতঃপর তার উপর হদ্দ বাস্তবায়িত করো। আর তোমাদের ডান হাতের মালিকানায় যারা আছে (অর্থাৎ দাস-দাসী) তাদের উপর হদ্দ কায়েম করো। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবুল আহ্ওয়াস (র) আবদুল আলার সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শো'বা (র) আবদুল আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসে তিনি (সা) বলেছেন: প্রসব করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে প্রহার করো না। তবে প্রথম বর্ণনাই অধিকতর সহীহ।

بَابٌ فِيْ حَدِّ الْقَاذِفِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যেনার মিথ্যা অপবাদ উত্থাপনকারীর শাস্তি

٤٤٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِيْ عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ تَعْنِي الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ.

৪৪৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সমর্থনে যখন আয়াত নাযিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং কুরআনের আয়াত (সূরা নূর ঃ ১১-১৯) তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে দু'জন পুরুষ (মিস্‌তাহ ও হাসসান) ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হয়।

٤٤٧٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ. قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَيَقُوْلُوْنَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.

৪৪৭৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকেও উপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তিনি আয়েশা (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন : যারা অশ্লীল কথা রটিয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে আদেশ দেন। পুরুষ দু'জন হলো– হাসসান ইবনে ছাবেত ও মিসতাহ ইবনে উছাছা। নুফায়লী বলেন, তারা বলতেন, নারীটি হলো হামনা বিনতে জাহ্‌শ।

টীকা : কেউ কারো বিরুদ্ধে যেনায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করলে এবং তা প্রত্যক্ষদর্শী চারজন মুসলিম বালেগ পুরুষ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত অভিযোগকে 'কাযফ' বলে। এক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপনকারীকে আশি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে সূরা নূর-এর ১১-১৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ মাদক গ্রহণের শাস্তি

٤٤٧٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِى الْخَمْرِ حَدًّا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيْلُ فِى الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاذِى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هٰذَا.

৪৪৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদক গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ হদ্দ নির্দিষ্ট করেননি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয়। এ সময় তাকে রাস্তায় দুলতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয়। সে আব্বাস (রা)-র ঘর বরাবর এলে হুঁশ ফিরে পায় এবং আব্বাস (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে (শাস্তির ভয়ে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা আলোচনা করা হলে, তিনি হাসলেন এবং বললেন: সে কি তাই করেছে? তিনি তার ব্যাপারে কোনো আদেশ দেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-হাসান ইবনে আলীর এ হাদীস কেবল মদীনাবাসীগণ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٤٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوْهُ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.

৪৪৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মাতাল ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হলে তিনি বলেন: তোমরা একে প্রহার করো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের মাঝ থেকে কেউ তাকে হাত দিয়ে মেরেছে, কেউবা জুতাপেটা করেছে আর কেউবা কাপড় দিয়ে মেরেছে। অতঃপর সে চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত লোকজনের কেউ বললো, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা এভাবে বলো না, তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না।

٤٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ بَكِّتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ مَا خَشِيتَ اللَّهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا.

৪৪৭৮। ইবনুল হাদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি তাতে বলেন, তাকে প্রহারের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন: তোমরা তাকে মৌখিক ধমক দিয়ে নসীহত করে দাও। সুতরাং তারা তার কাছে এসে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করোনি, তুমি তো আল্লাহকে ডরাওনি এবং তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লজ্জিত হওনি। অতঃপর তারা তাকে ছেড়ে দিলেন। হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেন: বরং তোমরা বলো, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার উপর করুণা বর্ষণ করো। কতক রাবীর বর্ণনায় কিছুটা অধিক বক্তব্য আছে এবং কতকের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٤٧٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

৪৪৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাদক গ্রহণের অপরাধে খেজুরের ডাল দিয়ে ও জুতা দিয়ে প্রহার করেন। আর আবু বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর উমার (রা) যখন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন, তিনি লোকদের ডেকে বললেন, অনেক লোক তো পানির উৎসসমূহে ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই এখন আপনারা মাদক গ্রহণের হদ্দ প্রসঙ্গে কি অভিমত ব্যক্ত করছেন? তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমরা এজন্য হদ্দের আওতায় লঘু শাস্তি দেয়ার অভিমত জ্ঞাপন করছি। সুতরাং তিনি এর শাস্তি হিসেবে আশি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আবু আরূবা কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপায়ীদের খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে চল্লিশ ঘা প্রহার করেছেন। শো'বা (রা) কাতাদার সূত্রে, তিনি আনাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে প্রায় চল্লিশ ঘা প্রহার করেছেন।

٤٤٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الدَّانَاجُ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ هُوَ أَبُوْ سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ اخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَاهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ وَشَهِدَ الاخَرُ أَنَّهُ رَاهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتّٰى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلّٰى قَارَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وهذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

৪৪৮০। হুসাইন ইবনুল মুনযির আর-রাকাশী ওরফে আবু সাসান (র) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে উপস্থিত। তখন ওলীদ ইবনে উকবাকে ধরে আনা হয়। হুমরান (উসমানের ক্রীতদাস) এবং অপর এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। তাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে শরাব পান করতে দেখেছে। অপর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে মদ বমি করে ফেলতে দেখেছে। উসমান (রা) বললেন, মদ পান না করলে তা বমি করতে পারে না। তাই তিনি আলী (রা)-কে তার উপর শাস্তি বাস্তবায়ন করতে আদেশ দিলেন। আলী (রা) হাসান (রা)-কে বললেন, তুমি তাকে শাস্তি

দাও। হাসান (রা) বললেন, যিনি খেলাফতের স্বাদ আস্বাদন করছেন তিনি ভার বহন করবেন। অতঃপর আলী (রা) আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে বললেন, তুমি তার উপর হদ্দ কার্যকর করো। অতএব তিনি একটি চাবুক (লাঠি) নিয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করলেন। আর আলী তা গণনা করতে থাকলেন। যখন তিনি চল্লিশে পৌঁছলেন, আলী (রা) বললেন, থামো, যথেষ্ট হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। আমি মনে করি, আবু বকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, কিন্তু উমার আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এর প্রতিটিই সুন্নাত। তবে আমি এর (চল্লিশের) পক্ষপাতী।

٤٤٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ وَلٌّ حَارُّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا وَلٌّ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هذَا كَانَ سَيِّدُ قَوْمِهِ حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ.

৪৪৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা) মদপানের অপরাধে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, আর উমার (রা) তা আশিতে পূর্ণ করেছেন। এর প্রতিটিই সুন্নাত। আবু দাঊদ (র) বলেন, আল-আসমাঈ "এর শীতলতা উপভোগকারী এর উত্তাপ সহ্য করবে" বাগধারার ব্যাখ্যায় বলেন, যে এর (খেলাফতের) সুবিধা ভোগ করবে তাকেই এর কষ্ট-কাঠিন্যের দায় বহন করতে হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু সাসান হুসাইন ইবনুল মুনযির ছিলেন তার গোত্রের নেতা।

بَابٌ إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ বারবার মাদক গ্রহণের অপরাধ করলে

٤٤٨٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ.

৪৪৮২। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: লোকে মদ পান করলে, তাদের বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় পান করলে বেত্রাঘাত করো, আবারো পান করলে তাদের হত্যা করো।

টীকা ঃ পঞ্চমবার কেউ মদ পান করলে তাকে হত্যা করো। সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্যই বলা হয়েছে। অতঃপর তা রহিত হয়েছে, তবে কঠোর শাস্তি দেয়ার আদেশ বিদ্যমান আছে (অনুবাদক)।

٤٤٨٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.

৪৪৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:... উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস। এই বর্ণনায় আছে: আমি ধারণা করেছি, তিনি পঞ্চমবারে বলেছেন: আবারো যদি সে মদ পান করে তবে তাকে হত্যা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, অনুরূপভাবে আবু গুতাইফ বর্ণিত হাদীসেও পঞ্চমবারের কথা উল্লেখ আছে।

٤٤٨٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ. وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

৪৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কেউ মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করো, আবারো মাতাল হলে বেত্রাঘাত করো, চতুর্থবারও যদি এর পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তাকে হত্যা করো। আবু দাঊদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবু সালামাও পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও আবু হুরায়রার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন: কেউ মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবারও যদি এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। আবু দাঊদ (র) বলেন, সুহায়লও পর্যায়ক্রমে আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন: চতুর্থবার যদি তারা মদ পান করে তাহলে তাদের হত্যা করো। একইভাবে ইবনে আবু নু'আয়েম ইবনে উমারের সূত্রে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং আশ-শারীদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আল-জাদলী মুআবিয়া (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: সে তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার যদি মদ পান করে, তাহলে তাকে হত্যা করো।

٤٤٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً. قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৪৪৮৫। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। তৃতীয় অথবা চতুর্থবার যদি সে এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। অতঃপর মদ পানের অপরাধে জনৈক ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। পুনরায় তাকে এই অপরাধে নিয়ে

আসা হলে তিনি এবারো তাকে বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর একই অপরাধে তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি বেত্রাঘাত করেন আর হত্যা পরিহার করেন। সেটা ছিল "অবকাশ"। সুফিয়ান বলেন, যুহরী (র) মানসূর ইবনুল মু'তামির ও মুখাওয়াল ইবনে রাশেদের উপস্থিতিতে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তোমরা দু'জন প্রতিনিধি হিসেবে ইরাকবাসীদের কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আশ-শারীদ ইবনে সুওয়াইদ, শুরাহ্বীল ইবনে আওস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবু গুতাইফ আল-কিন্দী ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٤٨٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ أَدِيْ أَوْ مَا كُنْتُ أَدِيْ مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيْهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْئٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ.

৪৪৮৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কারো উপর হদ্দ কার্যকর করলে এবং তাতে সে মারা গেলে আমি তার দিয়াত পরিশোধ করবো না, মদ পানের অপরাধী ব্যতীত। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করেননি। এর যা কিছু শাস্তি প্রচলিত তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করেছি।

٤٤٨٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ أَخِيْ رِشْدَيْنِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانَ وَهُوَ فِي الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيْتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيْدَةُ الرَّطْبَةُ ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمى بِهِ فِيْ وَجْهِهِ.

৪৪৮৭। আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেনো এখনো দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যশিবিরের মধ্যে খালিদ ইবনুল ওলীদের শিবির খুঁজছেন। এমতাবস্থায় জনৈক মদ্যপায়ীকে ধরে আনা হলো। তিনি লোকদের বললেন: তোমরা একে প্রহার করো। অতএব তাদের কেউ জুতা দিয়ে, কেউবা

লাঠি দিয়ে আর কেউবা 'মিতাখা' দিয়ে তাকে প্রহার করলো। ইবনে ওয়াহ্ব বলেন, 'মিতাখা' অর্থ– খেজুরের কাঁচা ডাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীন থেকে কিছু মাটি নিয়ে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করলেন।

٤٤٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِ خَالِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوْهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ ارْفَعُوْا فَرَفَعُوْا فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِيْنَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِيْنَ فِيْ اخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِيْنَ وَأَرْبَعِيْنَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِيْنَ.

৪৪৮৮। আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নে থাকাকালীন জনৈক মাতালকে তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি তার মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ করলেন এবং তাকে প্রহার করতে সাহাবীদের আদেশ দিলেন। তারা তাদের জুতা ও হাতে যা কিছু ছিল তা দিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের বললেন যে, বন্ধ করো অর্থাৎ থামো। অতঃপর তারা প্রহার বন্ধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা) মদ পানের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর উমারও তার রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। তিনি তার খেলাফতের পরবর্তী পর্যায়ে আশি বেত্রাঘাত করেন। অতঃপর উসমান (রা) আশি ও চল্লিশ এই দ্বিবিধ শাস্তিই প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুআবিয়া (রা) মদ পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।

٤٤٨٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَأُتِىَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوْهُ بِمَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا

وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَحَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ فَلَمَّا كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ ضَرَبَ فَحَزَرُوْهُ أَرْبَعِيْنَ فَضَرَبَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوْا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوْبَةَ قَالَ هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِيْنَ. قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يُجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ الأَزْهَرِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيْهِ.

৪৪৮৯। আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জনতার ভীড়ের মধ্যে পদব্রজে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-র শিবিরের সন্ধান করতে দেখলাম। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। তাঁর নিকট এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হলে তাঁর নির্দেশে লোকজন তাকে তাদের হাতের কাছে সহজলভ্য জিনিস দ্বারা প্রহার করে। তাদের কেউ চাবুক দ্বারা, কেউ লাঠি দ্বারা এবং কতক লোক নিজেদের জুতা দ্বারা তাকে প্রহার করে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি ধূলা নিক্ষেপ করেন। আবু বকর (রা)-র সময় এক মদ্যপকে উপস্থিত করা হলে তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে কতোস সংখ্যক বেত্রাঘাত করেছেন? তারা চল্লিশ সংখ্যক বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করে। অতএব আবু বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। উমার (রা) খলীফা হলে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) তাকে লিখে পাঠান যে, লোকজন মাদক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করছে এবং হদ্দ ও শাস্তির ভয়কে পরোয়া করছে না। উমার (রা) বলেন, আপনার কাছে যারা আছে তাদের জিজ্ঞেস করুন। তার সাথে ছিলেন সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজিরগণ। তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা আশি বেত্রাঘাত সম্পর্কে ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। রাবী বলেন, আলী (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করলে সে মিথ্যা কথা বলে। অতএব আমি মনে করি যে, তাকে মিথ্যা বলার শাস্তির অনুরূপ শাস্তি দেয়া উচিৎ।

টীকা ঃ আলী (রা) এখানে 'মিথ্যা' দ্বারা কারো বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অভিযোগ (কাযফ) উত্থাপনকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ যে কাযফ এর জন্য নির্ধারিত হদ (আশি বেত্রাঘাত) ভোগ করবে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মসজিদের ভিতরে হদ্দ কার্যকর করা

٤٤٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الشُّعَيْثِىُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيْمَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ.

৪৪৯০। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ভিতরে কিসাস গ্রহণ করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে এবং হদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ হদ্দের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ

٤٤٩١- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ যখন কাউকে প্রহার করবে, তখন তার মুখমণ্ডল পরিহার করবে (মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না)।

بَابٌ فِي التَّعْزِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ তা'যীর (বিচারকের সুবিবেচনা প্রসূত শাস্তি)

٤٤٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ.

৪৪৯১। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দ ছাড়া কাউকে দশ বেত্রাঘাতের অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

٤٤٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৪৪৯২। আবু বুরদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:... রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٤٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

৪৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ প্রহার করার সময় যেনো মুখমণ্ডল পরিহার করে।

টীকা ঃ ইসলামী আইনে তিন প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে– কিসাস, হদ্দ ও তা'যীর। মানবজীবন ও তার দেহ সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তিকে কিসাস বলে। কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের বেলায় নির্দিষ্ট কতিপয় শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এগুলোকে 'হদ্দ' বলা হয়। এর বাইরে যতো রকমের শাস্তি আছে তাকে তা'যীর বলে (সম্পাদক)।

অধ্যায় ঃ ৩৯

كِتَابُ الدِّيَاتِ

(রক্তমূল্য)

بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ জীবনের বিনিময়ে জীবন (মৃত্যুদণ্ড)

٤٤٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مُوسى عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ وَكَانَ النَّضِيْرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيْرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُوْدِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيْرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوْا ادْفَعُوْا إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيْرُ جَمِيْعًا مِنْ وَلَدِ هَارُوْنَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

টীকা ঃ "দিয়াত" অথবা "আক্‌ল" অর্থ হলো– মানুষকে হত্যা অথবা যখম করার বিনিময়ে দেয় ক্ষতিপূরণ। কেউ যদি কোন মুমিন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং সে হত্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাতে প্রাণদণ্ড হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি ক্ষমা করে দেয় বা অন্য কোনোভাবে আপোষ-রফায় সম্মত হয় তাহলে আর প্রাণদণ্ড হবে না। আর মানুষের প্রাণের জন্য দিয়াত হলো এক শত উট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে রক্তমূল্যের পরিমাণের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো বিভিন্ন মানের মুদ্রার মান ও ওজনের বিভিন্নতা, উটের বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত প্রতীয়মান হত্যার ব্যাপারে অসাবধানতা ও ভুলের তারতম্য। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থাবিশেষে আট শত দিনার, আট হাজার দিরহাম, দশ হাজার দিরহাম, বারো হাজার দিরহাম এবং উমার (রা) এক হাজার দিনার এবং বারো হাজার দিরহাম ধার্য করেন (অনুবাদক)।

৪৪৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু কুরাইযা ও বনু নযীর নামে (মদীনায়) দু'টি (ইহুদী) গোত্র ছিল। নযীর গোত্র কুরাইযার চেয়ে শক্তিশালী ও শরাফতের দাবিদার ছিল। এজন্য যখন কুরাইযার কোন লোক নযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করতো বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু যখন নযীর গোত্রের কোন ব্যক্তি কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করতো তখন এক শত ওয়াসাক[১] খেজুরের মাধ্যমে মুক্তিপণ বা দিয়াত আদায় করা হতো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়াত লাভ করলেন, তখন নযীর গোত্রীয় এক ব্যক্তি কুরাইযার এক লোককে হত্যা করলে তারা (কুরাইযার লোকেরা) বললো, তাকে (হত্যাকারীকে) আমাদের হাতে সমর্পণ করো; আমরা তাকে হত্যা করবো। কিন্তু পুরাতন প্রথানুযায়ী এ প্রস্তাবে বনী নযীর অসম্মতি জানালে তারা বললো– আমাদের ও তোমাদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন। তারপর তারা তাঁর (সা) কাছে উপস্থিত হলে এ আয়াত নাযিল হলো, "যদি তুমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করো, তাহলে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে" (সূরা মাইদা : ৪২)। আর সেই ইনসাফটি হলো প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। তারপর নাযিল হলো, "তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে (সূরা মাইদা : ৫০)। আবু দাউদ (র) বলেন, বনু কুরাইযা ও বনু নযীর সকলেই নবী হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর।

টীকা ঃ এক শত ওয়াসাক খেজুর হয় ষাট 'সা'-এর সমান। আলমগীরী ও গায়াতুল আওরাত কিতাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক সা'-এর পরিমাণ ২৭০ তোলা বা ৩ সের ৬ ছটাক (অনুবাদক)।

بَابُ لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ أَوْ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কারো পিতা অথবা ভাই-এর অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না

٤٤٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِيْ أَبْنُكَ هٰذَا قَالَ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ شَبَهِيْ أَبِيْ وَمِنْ حَلْفِ أَبِيْ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِيْ عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ. وَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

৪৪৯৫। আবু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন: সে কি তোমার ছেলে? তিনি বললেন, হাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ! তিনি (সা) বললেন: ঠিক বলেছো? তিনি (আমার পিতা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতার সাথে আমার (শারীরিক) সাদৃশ্য এবং আমার সম্পর্কে পিতার শপথকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন: "জেনে রাখো! তার কোনো অপরাধ তোমাকে অভিযুক্ত করবে না এবং তোমার কোনো অপরাধের জন্যও সে দায়ী হবে না।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন, "তোমাদের কাউকে অপরের পাপের বোঝা বহন করতে হবে না" (সূরা আন'আম : ১৬৪)।

بَابُ الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِى الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শাসক/বিচারক যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেন

٤٤٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

৪৪৯৬। আবু শুরায়হ্ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যাকে হত্যা বা আহত করা হয়েছে তাকে অবশ্যই তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে হবে। হয় সে কিসাস (সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করবে, অথবা ক্ষমা করবে, অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করবে। যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তাহলে তোমরা তার দু'হাত ধরে ফেলো (তাকে তা করতে দিও না)। যে ব্যক্তি এরপরও সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

٤٤٩٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

৪৪৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো কিসাসজনিত বিবাদ পেশ করা হলে তিনি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

٤٤٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ. قَالَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ. قَالَ وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.

৪৪৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিহত হলো। ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে তিনি তাকে (হত্যাকারীকে) নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করলেন। হত্যাকারী বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। বর্ণনাকারী বলেন, (এতদশ্রবণে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিভাবককে বললেন, 'সাবধান! যদি তার কথায় সে সত্যবাদী হয় আর এরপরও তুমি তাকে হত্যা করো তাহলে তুমি দোযখে যাবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারীর দু'হাত পিছনের দিক থেকে চামড়ার লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সে চামড়ার রশিটি টানতে টানতে চেলে গেলো। এজন্য তার নাম দেয়া হলো যুন্‌-নিসআহ্‌ বা চামড়ার রশিধারী।

٤٤٩٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُوْ عُمَرَ الْعَائِذِيُّ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيْءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ أَتَعْفُوَ قَالَ لاَ قَالَ أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ أَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اَتَعْفُوَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي

الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوْءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ.

৪৪৯৯। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় গলায় চামড়ার দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক হত্যাকারীকে নিয়ে আসা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে ডেকে বললেন, তুমি কি মাফ করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি দিয়াত নিবে? সে উত্তর করলো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি (সা) নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। সে যখন যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি (সা) পুনরায় বললেন, তুমি কি ক্ষমা করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, একে নিয়ে যাও। এভাবে চতুর্থবারে তিনি বললেন, জেনে রাখো, যদি তুমি তাকে মাফ করে দিতে তাহলে সে নিজের ও তার সাথীর গুনাহ নিয়ে ফিরতো। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব সে তাকে ক্ষমা করে দিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (হত্যাকারীকে) চামড়ার রশি টেনে টেনে চলে যেতে দেখেছি।

٤٥٠٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৪৫০০। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِيْ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّيْ دِيَتَهُ قَالَ لاَ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَمَوَالِيْكَ يُعْطُوْنَكَ دِيَتَهُ قَالَ لاَ قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْهُ فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ. فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَمُرْ فِيْهِ مَا شِئْتَ. فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ قَالَ مَرَّةً دَعْهُ يَبُوْءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُوْنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. قَالَ فَأَرْسَلَهُ.

৪৫০১। আলকামা ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হাবশী এক লোককে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, এই ব্যক্তিই আমার ভাইপোকে হত্যা করেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছো? সে (হাবশী) বললো, আমি কুঠার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছিলাম, তবে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তিনি বললেন, তোমার কি সম্পদ আছে যা দিয়ে তুমি তার দিয়াত পরিশোধ করতে পারো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো, যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দেই তাহলে তুমি কি মানুষের কাছে প্রার্থনা করে তার দিয়াত সংগ্রহ করতে পারবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তোমার মনিব গোষ্ঠী কি তোমার পক্ষ থেকে তার দিয়াত দিবে? সে বললো, না। তিনি লোকটিকে (বাদীকে) বললেন, একে নিয়ে যাও। অতঃপর সে তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জেনে রাখো! যদি সে তাকে হত্যা করে, তাহলে সেও তার মতোই হবে'। কথাটি লোকটির কানে পৌছলো যেখান থেকে সে তাঁর কথা শোনতে পাচ্ছিল। সে বললো, সে এখানে আছে; তার ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই হুকুম দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। অপর বর্ণনায় আছে, তাকে ত্যাগ করো, সে তার ও তার সাথীর গুনাহ বহন করবে ফলে সে দোযখী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে তাকে ছেড়ে দিলো।

٤٥٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلاَمَ مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُوْنَنِيْ بِالْقَتْلِ انِفًا قَالَ قُلْنَا يَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُوْنَنِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ. فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِيْ إِسْلاَمٍ قَطُّ وَلاَ أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيْ بِدِيْنِيْ بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِيَ

اللَّهُ وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُوْنَنِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৪৫০২। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসমান (রা)-র সাথে ছিলাম, যখন তিনি (বিদ্রোহীগণ কর্তৃক) অবরুদ্ধ ছিলেন। ঘরের একটি প্রবেশদ্বার ছিল। কেউ এই প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করলে সে আল-বালাত নামক স্থানের লোকের কথাবার্তা শুনতে পেতো। উসমান (রা) তাতে প্রবেশ করলেন এবং বিবর্ণ অবস্থায় আমাদের নিকট এসে বললেন, তারা এইমাত্র আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ই তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা আমাকে হত্যা করবে কেনো? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি: তিনটি অপরাধের কোনো একটি ব্যতীত মুসলমান ব্যক্তির রক্তপাত করা হালাল নয়– ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়া, বিবাহিত ব্যক্তির যেনায় লিপ্ত হওয়া এবং হত্যার অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে। আল্লাহর শপথ! আমি জাহিলী যুগে এবং ইসলামী যুগেও কখনো যেনা করিনি। আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করার পর থেকে আমি মোটেই অন্য ধর্ম গ্রহণ পছন্দ করি না এবং আমি কোন মানুষকে হত্যা করিনি। অতএব তারা কেনো আমাকে হত্যা করবে? আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান ও আবু বকর (রা) জাহিলী যুগেই মাদক গ্রহণ বর্জন করেছেন।

٤٥٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضَّمْرِيَّ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيَّ وَهٰذَا حَدِيْثُ وَهْبٍ وَهُوَ أَتَمُّ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مُوْسَى وَجَدِّهِ وَكَانَ شَهِدَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيْثِ وَهْبٍ أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلاَمِ وَذٰلِكَ أَوَّلُ غَيْرٍ قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِيْ قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُوْنَ مُحَلِّمٍ لأَنَّهُ مِنْ

خِنْدَفَ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُوْمَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاَ وَاللّٰهِ حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحَزَنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِيْ قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُوْمَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِيْ يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هذَا فِيْ غُرَّةِ الإِسْلاَمِ مَثَلاً إِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا أَسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُوْنَ فِيْ فَوْرِنَا هذَا وَخَمْسُوْنَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَذلِكَ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيْلٌ ادَمُ وَهُوَ فِيْ طَرَفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوْا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ بَلَغَكَ وَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ بِسِلاَحِكَ فِيْ غُرَّةِ الإِسْلاَمِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ عَالٍ زَادَ أَبُوْ سَلَمَةَ فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوْعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْغِيَرُ الدِّيَةُ.

৪৫০৩। মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে সা'দ ইবনে দমরা (র) তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। লাইস গোত্রীয় মুহাল্লিম ইবনে জাসসামাহ আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইসলামের (প্রাথমিক) যুগে হত্যা করে। এটা ছিল সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড যার বিচার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। এ ব্যাপারে 'উআইনা আল-আশজায়ী হত্যা সম্পর্কে আলাপ করেন। কেনোনা তিনি গাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত

ছিল এবং আকরা' ইবনে হাবেস (রা) মুহাল্লিমের পক্ষ হয়ে কথা বলেন, কেননা তিনি খিনদিফদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কথা কাটাকাটি হতে হতে তা ঝগড়া ও শোরগোলের রূপ নিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে উয়াইনা! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না? উয়াইনা বললেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ, যতোক্ষণ তাদের নারীর দুঃখভারাক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত না হবে– যেরূপ আমাদের নারীরা দুঃখভারাক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে (ততোক্ষণ দিয়াত গ্রহণ করবো না)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবার বাকবিতণ্ডা, ঝগড়া ও শোরগোল চরম আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উয়াইনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উয়াইনা! তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে না? উয়াইনা এবারও পূর্বানুরূপ উত্তর দিলেন। এরপর মুকাইতিল নামীয় বনী লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যার সাথে অস্ত্র ও হাতে ঢাল ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি (মুহাল্লিম) ইসলামের প্রথম যুগে যে কাজ করলো আমি তার এই উদাহরণ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাই না যে, ছাগলের একটি পাল জলাশয়ে উপনীত হলে যেটি প্রথমে এলো তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হলে বাকিগুলো পালায়ন করলো।[১] (আরো একটি উদাহরণ) আজ একটি বিধান প্রণয়ন করুন এবং আগামী কাল তা পরিবর্তন করুন।[২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এখনই নগদ পঞ্চাশ (উট) এবং মদীনায় ফিরে গিয়ে বাকি পঞ্চাশটি পাবে। ঘটনাটি তাঁর কোন এক সফরকালে সংঘটিত হয়েছিল। মুহাল্লিম এক দীর্ঘকায় ও বাদামী রংবিশিষ্ট লোক ছিল। সে জনতার এক পাশে উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় তাকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তারা চেষ্টা-তদবীর করতে থাকে। সে স্বস্থান ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সামনা সামনি বসলো, তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে আপনার কাছে যে অভিযোগ এসেছে– সত্যিই আমি উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত। আর আমি এজন্য আল্লাহর কাছে তওবা করছি, আপনিও আল্লাহর কাছে আমার তওবা কবুলের জন্য দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি ইসলামের প্রথম যুগে তোমার অস্ত্রের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেছো? তিনি উচ্চস্বরে বললেন, হে আল্লাহ! মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না। আবু সালামার বর্ণনায় আরো আছে: সে (মুহাল্লিম) চাদরের আঁচল দ্বারা অশ্রু মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো। ইবনে ইসহাক বলেন, তার গোত্রের লোকদের ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর মুহাল্লিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল বলেছেন, আল-গিয়ার অর্থ দিয়াত।

টীকা-১ ঃ খুনের ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটেছিল। লোকজনের অভিমত ছিল, যদি হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাহলে তার অমুসলিম গোত্র ইসলাম গ্রহণ না করে একে অবজ্ঞা করে তা থেকে দূরে চলে যাবে। যেমন পানি পান করতে আসা মেষপালের সম্মুখভাগের মেষকে তীর নিক্ষেপ করা হলে পিছনেরগুলো দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিকল্প ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যদি আরবের প্রাচীন প্রথা অনুসারে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড না দেন তাহলে আরবরা মনে করবে যে, ইসলামে কিসাসের ব্যবস্থা নেই। অতএব তারা ইসলামকে ঘৃণা করে দূরে সরে যাবে (সম্পাদক)।

টীকা-২ ঃ 'আজ একটি বিধান প্রণয়ন করুন এবং আগামী কাল তা পরিবর্তন করুন' বাক্যাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (এক) আপনি আজ আকিলা (দিয়াত) গ্রহণ করলেও স্থায়ীভাবে তার প্রচলন করতে পারবেন না, কখনো কিসাসও (সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করতে হবে। এভাবে উক্ত বিধান পরিবর্তিত হতে থাকবে। অতএব হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াই উত্তম। (দুই) আজ আপনি যদি মৃত্যুদণ্ড বর্জন করে অর্থদণ্ড আরোপ করেন এবং পরে মৃত্যুদণ্ড দান করেন, তাহলে ভবিষ্যতে এটি একটি রীতিতে পরিণত হবে। (তিন) আপনার জীবদ্দশায় আজ আপনি যদি কিসাস কার্যকর না করেন, তাহলে কাল আপনার মৃত্যুর পর আপনার এ বিধান কেউ অনুসরণ করবে না। (চার) আপনি যদি এটা না করেন তাহলে হত্যাকারী হয়ত এভাবে বলবে– আজ একটি বিধি প্রণয়ন করুন এবং আগামী কাল তা পরিবর্তন করুন। এভাবে আপনার প্রবর্তিত নিয়মটি পরিবর্তিত হতে থাকবে (সম্পাদক)।

بَابُ وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কতলে আম্‌দ-এর বেলায় অভিভাবক দিয়াত গ্রহণ করলে

٤٥٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّيْ عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِيْ هٰذِهِ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوْا.

৪৫০৪। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু শুরায়হ আল-কা'বী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শোনো হে খুযা'আ গোত্রের লোকজন! তোমরা হুযাইল গোত্রের এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছো। আর আমিই তার রক্তমূল্য পরিশোধ করবো। আমার একথার পর যাদের কোনো লোককে হত্যা করা হবে তার (নিহতের) পরিবার (উত্তরাধিকারীগণ) দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে। হয় 'আকল' (দিয়াত) গ্রহণ করবে অথবা হত্যা করবে।

٤٥٠٥- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدِى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبْ لِيْ قَالَ الْعَبَّاسُ اُكْتُبُوْا لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبُوْا لأَبِيْ شَاهٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَحْمَدَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اُكْتُبُوْا لِيْ يَعْنِيْ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, যার কোন লোককে হত্যা করা হয়েছে তার দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনোটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে: হয় তাকে রক্তমূল্য দেয়া হবে, না হয় কিসাস (হত্যার প্রতিশোধে হত্যা) কার্যকর করা হবে। তখন ইয়ামানের অধিবাসী আবু শাহ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এটি লিখিয়ে দিন। আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে এভাবে রয়েছে– আমাদের জন্য (এ নির্দেশ) লিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আবু শাহ্-এর জন্য লিখে দাও। মূল পাঠ আহ্মাদ (র)-এর। আবু দাউদ (র) বলেন, "আমাদের জন্য লিখিয়ে দিন" অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণটি।

٤٥٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْهُ وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ.

৪৫০৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কাফেরকে হত্যার অপরাধে মুমিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। কেউ মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহতের ওয়ারিসদের কাছে সোপর্দ করা হবে। তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে অথবা চাইলে দিয়াত গ্রহণ করবে।

টীকা ঃ অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে বিধর্মীকে হত্যার অপরাধে মুসলিম ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। হানাফী ফকীহগণের মতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তারা তাদের মতের সমর্থনে সূরা বাকারার ১৭৮ নং আয়াত পেশ করেন। তাদের মতে শত্রুরাষ্ট্রের কোন নাগরিক বিনা অনুমতিতে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে কেবল তার হত্যাকারী মুসলিম ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করে

٤٥٠٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَأَحْسِبُهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُعْفِيْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.

৪৫০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করলো, আমি তাকে ক্ষমা করবো না (অর্থাৎ কিসাস নেয়া হবে)।

بَابُ فِيْمَنْ سَقَى رَجُلاً سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি কাউকে বিষ পানাহার করিয়ে হত্যা করলো তাকে কি হত্যা করা হবে?

٤٥٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُوْدِيَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لاَقْتُلَكَ فَقَالَ مَا كَانَ اللّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذٰلِكِ أَوْ قَالَ عَلَيَّ. قَالَ فَقَالُوْا أَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ لاَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী নারী একটা বিষ মিশ্রিত ভুনা ছাগী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হলে তিনি তা থেকে আহার করলেন। অতঃপর তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে এজন্য জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, আমি আপনাকে হত্যা করার জন্যই এটা করেছি। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে সফল হতে দেননি অথবা তিনি বলেছেন, আমার উপর তোমাকে সফল হতে দেননি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা (সাহাবীগণ) বললেন, একে আমরা হত্যা করবোই। তিনি বললেন, না। (আনাস (রা) বলেন), আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাজিভে তা (বিষের প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন) দেখতে পেতাম।

٤٥٠٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ هَارُوْنُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْيَهُوْدِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُوْمَةً. قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيَهُوْدِيَّةُ الَّتِيْ سَمَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা বিষ মিশ্রিত ভুনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে কোনো (শাস্তিমূলক) ব্যবস্থা নেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, যে নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগ করেছিল সে হলো মারহাব নামক ইহুদীর বোন।

٤٥١٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا أَسَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ هٰذِهِ فِيْ يَدِي الذِّرَاعُ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذٰلِكَ قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَمْ يَضُرُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ أَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِيْ أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ أَبُوْ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِيْ بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ.

৪৫১০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছিলেন যে, খায়বারবাসী এক ইহুদী নারী বিষ মিশিয়ে একটা ছাগী ভুনা করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রান নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করলেন এবং তাঁর কতক সাহাবীও তাঁর সাথে খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা হাত গুটিয়ে নাও অর্থাৎ খাওয়া বন্ধ করো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ইহুদী নারীকে লোক পাঠিয়ে ডেকে এনে উপস্থিত করে বললেন, তুমি কি এ ছাগীর সাথে বিষ মিশিয়েছ? ইহুদী নারী বললো, আপনাকে কে খবর দিয়েছে? তিনি বললেন, আমার হাতের এই রান আমাকে খবর দিয়েছে। সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার তা করার উদ্দেশ্য কি? সে বললো, আমি (মনে মনে) বলেছি, যদি তিনি সত্যিই নবী হন তাহলে বিষ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নবী না হন তাহলে তার থেকে আমরা ঝামেলামুক্ত হবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। যেসব সাহাবী তাঁর সাথে ছাগীর গোশত খেয়েছেন তাদের কেউ কেউ মারা গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগীর গোশত খাওয়ার প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য তাঁর বাহুদ্বয়ের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন। আনসার বনী বায়াদার মুক্তদাস আবু হিন্দ শিং ও বল্লমের ফলা দিয়ে তাঁর রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

٤٥١١- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُوْدِيَّةٌ بِخَيْبَرَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ.

৪৫১১। [উল্লেখিত] জাবের (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বারে এক ইহুদী নারী একটা ভূনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, বিশর ইবনুল বারাআ' ইবনে মা'রূর আনসারী (বিষক্রিয়ায়) মারা যাওয়ায় তিনি ইহুদী নারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তা করতে কেনো প্ররোচিত হলে? এরপর এ হাদীসের বাণী জাবের (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। (শেষে আরো রয়েছে), অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (ইহুদী নারীকে) হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো। কিন্তু রাবী এ হাদীসে রক্তমোক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেননি।

٤٥١٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِي مَوْضِعٍ اخَرَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. زَادَ فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ قَالَتْ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِيَ.

৪৫১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন কিন্তু সদাকা (যাকাত) গ্রহণ করতেন না। রাবী আরো বলেন, খায়বারে এক ইহুদী নারী একটি ভুনা করা বকরীতে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে উপঢৌকন দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তা থেকে আহার করেন এবং লোকজনও আহার করে। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। কারণ এটি আমাকে অবহিত করেছে যে, এটি বিষযুক্ত। (বিষক্রিয়ায়) বিশর ইবনুল বারাআ ইবনে মা'রূর আল-আনসারী (রা) মারা গেলেন। তিনি ইহুদী নারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন: তুমি যা করলে তা করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? সে বললো, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমি যা করেছি তাতে আপনার ক্ষতি হবে না। আর যদি আপনি রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার কবল থেকে মানুষকে শান্তি দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর তিনি যে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন সেই সম্পর্কে বলেন: আমি অবিরত সেই গ্রাসের ব্যথা অনুভব করছি যা আমি খায়বারে আহার করেছিলাম। এই সময়ে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।

٤٥١٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ بِابْنِي شَيْئًا إِلاَّ الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا لاَ أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلاَّ ذَلِكَ فَهَذَا أَوَانُ قَطْعِ أَبْهَرِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلاً عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلاً فَيَكْتُبُونَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا.

৪৫১৩। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন তখন উম্মু মুবাশশির (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার রোগ সম্পর্কে কি ভাবছেন? আমি আমার ছেলের রোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই সেই বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত ব্যতীত যা সে খায়বারে আপনার সাথে আহার করেছিল। নবী (সা) বললেন: আমিও সেই বিষ-ব্যতীত আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই। এই মুহূর্তে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) কখনো হাদীসটি মা'মার- যুহ্‌রী-নবী (সা) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো তিনি যুহ্‌রী-আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক (র) উল্লেখ করেছেন যে, মা'মার কখনো হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেন এবং তারা তা লিপিবদ্ধ করেন এবং কখনো তিনি যথার্থ সনদসূত্রে এটিকে বর্ণনা করেন এবং তারা তা লিপিবদ্ধ করেন। আমাদের মতে এর সবই সহীহ। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইবনুল মুবারক (র) মা'মার (র)-এর নিকট এলে মা'মার (র) তার নিকট মুসনাদ (যথার্থ) সনদে বর্ণনা করেন যেগুলো তিনি আমাদের নিকট মওকূফ সনদে বর্ণনা করেছিলেন।

٤٥١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ مُبَشِّرٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الأَعْرَابِيِّ كَذَا قَالَ عَنْ

أُمِّهِ وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحِجَامَةَ.

৪৫১৪। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) তার মা উম্মু মুবাশশির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ ইবনুল আ'রাবী (র) বলেন, অতএব তিনি তার মাতার সূত্রে বলেছেন। আসলে বিশুদ্ধ হলো– তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উম্মু মুবাশশির (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি মাখলাদ ইবনে খালিদের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন জাবের (রা)-র হাদীসের অনুরূপ। রাবী বলেন, বিশর ইবনুল বারাআ ইবনে মা'রূর (রা) মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী নারীকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন: তুমি যা করেছ তা করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? রাবী জাবের (রা)-র হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হয়। রাবী এখানে রক্তমোক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা অথবা অঙ্গছেদন করলো তাতে কি তাকেও অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে

٤٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

৪৫১৫। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং যে তার দাসের অঙ্গহানি করবে আমরাও তার অনুরূপ অঙ্গহানি করবো।

٤٥١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ خَصى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَاذٍ.

৪৫১৬। কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দাসকে নির্বীর্য করবে (অণ্ডকোষ কেটে ফেলবে) আমরাও তাকে নির্বীর্য করবো। এরপর হাদীসের বাকি অংশ শো'বা ও হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু দাউদ আত-তায়ালিসী (র) হিশাম (র)-এর সূত্রে মুআয (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَكَانَ يَقُوْلُ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

৪৫১৭। কাতাদা (র) থেকে শো'বা (র)-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আরো আছে, পরে আল-হাসান (র) হাদীসটি ভুলে যান। তাই তিনি বলতেন, দাস হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

٤٥١٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَ يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

৪৫১৮। আল হাসান (র) বলেন, দাস হত্যার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

٤٥١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيْمٍ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا سَوَّارٌ أَبُوْ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا لَكَ فَقَالَ شَرٌّ أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَغَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيْرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِيْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ عُتِقَ كَانَ اِسْمُهُ رَوْحَ بْنَ دِيْنَارٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ جَبَّهُ زِنْبَاعٌ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا زِنْبَاعُ أَبُوْ رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ.

৪৫১৯। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি চিৎকার করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার (অমুকের) দাসী! তিনি বললেন, হতভাগা! তোমার কি হয়েছে তাই বলো। সে বললো, আমার অনিষ্ট হয়েছে। সে তার মালিকের দাসীর প্রতি (প্রেমাসক্ত নেত্রে) তাকিয়েছিল, এতে সে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার (লোকটির) লিঙ্গ কেটে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: লোকটিকে (মালিক) আমার কাছে নিয়ে আসো। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি দাসত্বমুক্ত; তুমি চলে যাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমায় সাহায্য করবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক মুসলমান বা মুমিনের উপর (তোমায় সাহায্য করার দায়িত্ব রয়েছে)। আবু দাউদ (র) বলেন, দাসত্বমুক্ত ব্যক্তির নাম ছিল রাওহ ইবনে দীনার। আবু দাউদ (র) বলেন, তার লিঙ্গ কর্তনকারীর নাম ছিল যিন্‌বা'। আবু দাউদ (র) বলেন, এই যিন্‌বা' আবু রাওহ ছিল দাসটির মনিব।

بَابُ الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাসামা (সম্মিলিত শপথ)

٤٥٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِىْ حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُوْدَ فَجَاءَ أَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَأَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِيْ أَمْرِ أَخِيْهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِيْ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلْيَدْفَعْ بِرُمَّتِهِ. قَالُوْا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ. قَالُوْا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِىْ نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا. قَالَ حَمَّادٌ هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ فِيْهِ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ دَمَ. وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ تُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا يَحْلِفُوْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الاِسْتِحْقَاقَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৪৫২০। সাহল ইবনে আবু হাসমা ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। মুহায়্যাসা ইবনে মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) উভয়ে খায়বারে পৌঁছে খেজুর বাগানের মধ্যে দু'জন পৃথক হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাহল নিহত হলে তারা ইহুদী সম্প্রদায়কে এজন্য দায়ী করলো। এরপর তার ভাই আবদুর রহমান ইবনে সাহল ও তার দু'জন চাচাতো ভাই হুওয়ায়্যাসা ও মুহায়্যাসা একত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন এবং আবদুর রহমান তার ভাই-এর ব্যাপারে আলাপ করতে শুরু করলো। বস্তুত সে তাদের মধ্যে বয়সে ছোট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে বড়ো, যে বড়ো অর্থাৎ যে বয়সে বড়ো তাকে আগে কথা বলতে দাও। অথবা তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো তারই শুরু করা উচিৎ। অতঃপর তারা দু'জনে তাদের সাথীর (নিহত ব্যক্তির) ব্যাপারে আলাপ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির দায়ী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজনকে শপথ করতে হবে; অতঃপর কিসাস নেয়ার জন্য আসামীকে সোর্পদ করা হবে। তারা বললো, আমরা কি করে শপথ করবো, আমরা তো (ঘটনাস্থলে) উপস্থিত ছিলাম না! তিনি বললেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তির শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ইহুদীরা তোমাদের থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কাফির সম্প্রদায় (কাজেই তাদের শপথের কি মূল্য আছে)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করলেন। সাহ্ল (রা) বলেন, আমি একদিন তাদের উটের বাথানে গিয়েছিলাম, ঐ উটগুলোর মধ্যকার একটা মাদী উট আমাকে পা দিয়ে সজোরে লাথি মেরেছিল। হাম্মাদ (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস বিশর ইবনে মুফাদ্দাল ও মালিক ইবনে ইয়াহয়া ইবনে সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে– তোমরা কি পঞ্চাশটি শপথ খেয়ে তোমাদের হত্যাকারীর রক্তের অধিকারী হবে? কিন্তু বিশর (র) তার বর্ণনায় দাম (রক্ত) শব্দ উল্লেখ

করেনি। তিনি (আবদুর রহমান) ছাড়া অন্যের (দু'জনের) বর্ণনা ইয়াহ্য়া থেকে বর্ণিত হাদীস হাম্মাদ থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীস ইবনে উয়ায়নাও ইয়াহয়া থেকে বর্ণনা করেছেন এবং "ইহুদীরা পঞ্চাশবার শপথ করে তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে" এখান থেকেই শুরু করেছেন এবং রক্তের অধিকারী হওয়ার উল্লেখ করেনি। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ(কথা) ইবনে উয়ায়না অনুমানের শিকার হয়েছেন।

টীকা ঃ "কাসামাহ" শব্দের অর্থ ভাগ করা, কর্তন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, শপথ অর্থ প্রকাশে এ শব্দটি অত্যন্ত জোরালো। আরবের সামাজিক জীবনে শপথের একটি ভূমিকা রয়েছে। শপথ গ্রহণকারী "কাসাম" শব্দ দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে তার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। যৌথ দায়িত্বের কারণে গোত্র একটি নৈতিক সত্তাবিশেষ; একারণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যক্তির শপথ গোত্রীয় শপথের মর্যাদা লাভ করে। এরূপ গোত্রীয় শপথকে 'কাসামাহ্ বলা হয়। গোত্রের পঞ্চাশজন লোক এতে অংশগ্রহণ করে এবং শপথ করে যে, তারা তাদের দাবিতে সত্য। এ কাসামাহ্ একজন অভিযোগকারীর শপথ যেমন হতে পারে অনুরূপভাবে হতে পারে অভিযুক্তের ঘোষণামূলক। অংশগ্রহণকারীরা সাক্ষী হিসেবে নয়, বরং দায়িত্বশীল হিসেবে শপথ করে; এসম্পর্কে ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। আর শপথকারী তার নিজের জীবন, আত্মা, সম্মান ও শক্তি ইত্যাদির স্পষ্ট উল্লেখ করে (অনুবাদক)।

٤٥٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ. قَالُوا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةِ

نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

৪৫২১। আবু লায়লা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু হাস্‌মার পুত্র সাহ্‌ল (রা) বর্ণনা করেন, সে (সাহ্‌ল) ও তার গোত্রের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে (আবু লায়লা) সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল ও মুহায়্যাসা উভয়ে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে খায়বারে যায়। মুহায়্যাসা তাদের কাছে ফিরে এসে সংবাদ জানালেন; আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল (রা)-কে হত্যা করে গর্তে অথবা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর সে ফিরে এসে গোত্রের লোকজনকে ঘটনার বিবৃতি দিলেন। এরপর সে ও তার ভাই হুওয়ায়্যাসা (যিনি তার চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন) এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল ও খায়বারের ঘটনায় ভুক্তভোগী মুহায়্যাসাসহ এসে, মুহায়্যাসা (এ ব্যাপারে নবী (সা)-এর সাথে) কথা বলতে উদ্যোগী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যে বয়সে বড়ো তাকে সম্মান করো এবং কথা বলার জন্য অগ্রবর্তী করো। অতঃপর পর্যায়ক্রমে হুওয়ায়্যাসা ও মুহায়্যাসা আলাপ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হয় তারা তোমাদের সাথীর দিয়াত দিবে, না হয় তাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনানো হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তাদেরকে লিখে জানালেন এবং তারাও উত্তরে লিখলো, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুওয়ায়্যাসা, মুহায়্যাসা ও আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি শপথ করে তোমাদের সাথীর দিয়াত নিতে পারবে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা তোমাদের জন্য শপথ করবে? তারা বললেন, ওরা তো মুসলমান নয়। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত আদায় করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে এক শত উট পাঠিয়ে দিলেন। সাহ্‌ল (রা) বলেন, ঐ উটগুলোর মধ্যকার একটি লাল রঙের মাদী উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

٤٥٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ. وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرَةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطِّ لِيَّةَ.

৪৫২২। আমর ইবনে শু'আইব (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসামার (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সম্মিলিত শপথের) ভিত্তিতে বাহরাতুর রুগা নামক স্থানের বনী নাসর ইবনে মালিক গোত্রের এক ব্যক্তিকে বাহরার শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত লিয়্যা উপত্যকায় মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে তাদের অর্থাৎ বনী নাসর গোত্রের লোক ছিল। কেবল মাহ্মূদই লিয়্যা উপত্যকার উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ فِيْ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কাসামার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান বর্জন করা

٤٥٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِيْ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا فَوَجَدُوْا أَحَدَهُمْ قَتِيْلاً فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُوْنِيْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هٰذَا قَالُوْا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ لَكُمْ قَالُوْا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُوْدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৪৫২৩। বুশায়ের ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তার মতে সাহ্ল ইবনে আবূ হাসমা (রা) নামক আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাকে অবহিত করেন যে, একটি ক্ষুদ্র দল খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। তখন তারা যাদের কাছে তাকে পেলেন, তাদেরকে অভিযুক্ত করে বললেন, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও জানি না। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) তাদেরকে বললেন, হত্যাকারীর বিপক্ষে তোমরা প্রমাণ পেশ করো। তারা বললেন, আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা তোমাদের জন্য শপথ করবে। তারা বললেন, আমরা ইহুদী জাতির শপথে আস্থাশীল নই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিয়াতের দাবি বাতিল করাকে সমীচীন মনে না করে তার জন্য সদাকার এক শত উট দিয়াত হিসেবে দিলেন।

٤٥٢٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُوْلاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُوْدُ وَقَدْ يَجْتَرِئُوْنَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا قَالَ فَاخْتَارُوْا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاسْتَحْلِفُوْهُمْ فَأَبَوْا فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ..

৪৫২৪। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি খায়বারে নিহত হলে তার অভিভাবকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর নিকট এ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কি এমন দু'জন সাক্ষী আছে, যারা তোমাদের সাথীর হত্যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে কোন মুসলমান নেই। আর এরা হলো সেই ইহুদী জাতি, যারা এর চেয়েও আরো জঘন্য অপকর্মের জন্য কুখ্যাত। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে বেছে নিয়ে তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করো। এ প্রস্তাবেও তারা অস্বীকৃতি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন।

٤٥٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنَّ سَهْلاً وَاللّٰهِ أَوْهَمَ الْحَدِيْثَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُوْدَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيْلٌ فَدُوْهُ فَكَتَبُوْا يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا قَاتِلاً قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ.

৪৫২৫। আবদুর রহমান ইবনে বুজায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই সাহ্ল (র) এ হাদীসখানাকে সন্দেহযুক্ত করে ফেললেছন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট এই মর্মে পত্রটি লিখেন যে, যেহেতু

তোমাদের এলাকায় নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে, কাজেই তোমরা তার দিয়াত আদায় করো। তারা আল্লাহর নামে পঞ্চাশ বার শপথ করে উত্তরে লিখে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের পক্ষ থেকে একশটি উট তার দিয়াত হিসেবে দিলেন।

٤٥٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُوْنَ رَجُلاً فَأَبَوْا فَقَالَ لِلأَنْصَارِ اسْتَحِقُّوْا فَقَالُوْا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى يَهُوْدَ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

৪৫২৬। আনসার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ইহুদীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করবে। তারা এতে সম্মত না হওয়ায় তিনি আনসার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা (শপথের মাধ্যমে তোমাদের সাথীর) দিয়াতের অধিকারী হও। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি অদৃশ্য ব্যাপারে শপথ করবো? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের উপর দিয়াত আরোপ করলেন। কেননা তাকে (নিহতকে) তাদের এলাকায় পাওয়া গেছে।

بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ হন্তা থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়া হবে

٤٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

৪৫২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। একটি বালিকাকে তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেতলিয়ে দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে; অমুকে না অমুকে? শেষে এক ইহুদীর

নাম লওয়া হলে সে মাথা দ্বারা হাঁ-সূচক ইঙ্গিত করলো। তখন ঐ ইহুদীকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে সে অপরাধ স্বীকার করলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর দিয়ে তার মাথা থেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

٤٥٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.

৪৫২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী আনসার সম্প্রদায়ের এক বালিকাকে তার অলঙ্কার ছিনতাই করার জন্য হত্যা করে এক কূপে নিক্ষেপ করে। সে তার মাথা পাথর দ্বারা থেতলিয়ে দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) আইয়ুব (র) থেকে এ হাদীসখানা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ فَقَالَتْ لاَ بِرَأْسِهَا. قَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ قَالَتْ لاَ بِرَأْسِهَا. قَالَ فُلاَنٌ قَتَلَكِ قَالَتْ نَعَمْ بِرَأْسِهَا. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

৪৫২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বালিকার পরিধানের অলঙ্কার ছিনতাই করার জন্য এক ইহুদী তার মাথা পাথর দিয়ে থেতলিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৌঁছলেন তখনও তার প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি (নবী) তাকে বললেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো, না। তিনি বললেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? তোমাক অমুক ব্যক্তি কি হত্যা করেছে? সে মাথার ইঙ্গিতে বললো, না। তিনি (আবার) বললেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে হত্যা করেছে? এবার সে মাথার ইঙ্গিতে বললো, হাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তাকে দু'টি পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করা হলো।

بَابُ أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কাফিরকে হত্যার দায়ে মুসলমানকে হত্যা করা হবে কি?

٤٥٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِيْ كِتَابِيْ هٰذَا قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا.

৪৫৩০। কায়েস ইবনে উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আল-আশতার আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এমন কোন উপদেশ দিয়েছেন যা সাধারণভাবে মানুষকে দেননি? তিনি বললেন, না; তবে শুধু এতটুকু যা আমার এই পত্রে রয়েছে। এরপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একখানা পত্র বের করেন। তাতে (লিখিত) ছিল: সকল মুসলমানের জীবন একসমান। অন্যদের বিরুদ্ধে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা সকলের জন্য পালনীয়। সাবধান! কোন মুমিন ব্যক্তিকে কোন কাফির ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককেও চুক্তি বলবৎ থাকাকালে হত্যা করা যাবে না। কেউ বিদআতের প্রবর্তন করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে। কোন ব্যক্তি বিদআত চালু করলে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিলে তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ।

টীকা ঃ 'সকল মুসলমানের জীবন এক সমান'– অর্থাৎ একজন সাধারণ মুসলমান একজন প্রভাবশালী মুসলমানকে হত্যা করলে অথবা এর উল্টো হলে সে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে। 'তারা ঐক্যবদ্ধ'– অর্থাৎ তারা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। 'একজন সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা'– অর্থাৎ একজন সাধারণ মুসলমান, যেমন দাস, নারী, শ্রমিক বা অনুরূপ পর্যায়ের কোন ব্যক্তি যদি কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে তার জান-মালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয় তবে তা সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়, কেউ এই নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে না।

অমুসলিমকে হত্যার দায়ে মুসলিম হন্তার শাস্তি সম্পর্কে মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী ফকীহগণ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে হানাফী ফকীহগণের মতে এ হাদীসের অর্থ হলো– অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্রহণ ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করলে এবং কোন মুসলমান তাকে হত্যা করলে সেই ক্ষেত্রে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। মুসলিম রাষ্ট্রের অথবা নিরপেক্ষ বা অশত্রু অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যার অপরাধে মুসলিম অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত (সম্পাদক)।

٤٥٣١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيْهِ وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيْهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ.

৪৫৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ...আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তাদের একান্ত দূরবর্তীগণও তাদের পক্ষে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় দিতে পারবে, উত্তম পশু ও দুর্বল পশুর মালিকগণ এবং পিছনে অবস্থানরত ও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ সৈন্যগণ গনীমতে সমান অংশ পাবে।

بَابُ فِيْمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য লোককে দেখতে পায়, তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে?

٤٥٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ. قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا إِلَى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَى مَا يَقُوْلُ سَعْدٌ.

৪৫৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষলোককে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না। সা'দ (রা) বললেন,

হাঁ; সেই আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দান করে মর্যাদাবান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের নেতা সা'দ কি বলে তা শোনো!

٤٥٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ.

৪৫৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ লোককে পাই তাহলে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা পর্যন্ত কি তাকে অবকাশ দিবো? তিনি বললেন: হাঁ।

টীকা ঃ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পায় তবে সে তাকে হত্যা করতে পারবে না, তবে আইনের হাতে সোপর্দ করতে পারবে (সম্পাদক)।

بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যাকাত আদায়কারীর দ্বারা ভুলবশত কেউ আহত হলে

٤٥٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ قَالُوا لاَ فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا ثُمَّ

دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ.

৪৫৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহম ইবনে হুযায়ফা (রা)-কে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। এক ব্যক্তি তার যাকাত দেয়ার ব্যাপারে তার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হলো। আবু জাহম (রা) তাকে মারধর করলে তাতে তার মাথা ফেটে যায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! কিসাস কার্যকর করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু তারা এতে সম্মত হলো না। পুনরায় তিনি বললেন, তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। কিন্তু এতেও তারা সন্তুষ্ট হলো না। পুনরায় তিনি বললেন, তোমাদেরকে এই এই পরিমাণ দেয়া হবে। এবার তারা রাযী হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি আজ বিকেলে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবো আর তখন তাদেরকে তোমাদের সম্মতির ব্যাপারে অবহিত করবো। তারা বললো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বললেন, লাইস গোত্রের এসব লোক আমার কাছে এসে কিসাসপ্রার্থী হলে আমি তাদেরকে এই এই পরিমাণ সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব করেছি এবং এতে তারা সম্মত হয়েছে– (সকলের সামনে আবার জিজ্ঞেস করলেন) তোমরা কি রাযী আছো? তারা বললো, না। এতে মুহাজিরগণ তাদের উপর চড়াও হতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করলেন এবং তারাও বিরত থাকলেন। পুনরায় তিনি তাদেরকে ডেকে পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কি সম্মত আছো? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবো এবং তখন তোমাদের সম্মতির কথা তাদেরকে অবহিত করবো। তারা বললো, হাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বললেন, তোমরা কি রাযী আছো? তারা বললো, হাঁ।

بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে হত্যা করা হলে তার কিসাসের বর্ণনা

٤٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ

الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

৪৫৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটি বালিকাকে তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে থেতলানো অবস্থায় পাওয়া গেলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে? অমুক ব্যক্তি করেছে? অমুক ব্যক্তি করেছে? শেষে এক ইহুদীর নাম উল্লেখ করা হলে সে তার মাথার ইঙ্গিতে 'হাঁ' বললো। অতঃপর সেই ইহুদীকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো এবং সে স্বীকারোক্তি করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা পাথরপেটা করে থেতলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ প্রহারের কিসাস এবং শাসক তার নিজের উপর কিসাস গ্রহণের সুযোগ প্রদান

٤٥٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

৪৫৩৬। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মালামাল বন্টন করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথের খেজুরের লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং এতে তার মুখমণ্ডলে দাগ পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এসে আমার থেকে কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করো। তিনি (উত্তরে) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি ক্ষমা করে দিলাম।

٤٥٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلاَ لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ

بِهِ ذٰلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ. قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِيْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِلاَّ أُقِصُّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ.

৪৫৩৭। আবু ফিরাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে বলেন, আমি আমার কর্মচারীদেরকে এজন্য পাঠাই না যে, তারা আপনাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালাবে এবং আপনাদের মালামাল কেড়ে নিবে। যদি কারো উপর এ ধরনের কোন কিছু করা হয়ে থাকে তাহলে সে যেনো আমার নিকট অভিযোগ করে। আমি তার বদলা গ্রহণ করবো। 'আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো নাগরিককে আদব-কায়দা শিখানোর জন্য শাস্তি দেয় তাহলে কি তার কিসাস নেয়া হবে? তিনি বললেন, হাঁ। সেই পবিত্র জাতের শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, জেনে রাখো! আমি তার কিসাস নিবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকর করতে দেখেছি।

بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মহিলারাও কিসাস ক্ষমা করতে পারে

٤٥٣٨- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَنْحَجِزُوْا يَكُفُّوْا عَنِ الْقَوَدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ يَنْحَجِزُوْا يَكُفُّوْا عَنِ الْقَوَدِ.

৪৫৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: বিবদমান পক্ষবৃন্দ যেনো কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তি কিসাস ক্ষমা করবে, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তি– যদিও সে মহিলা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, 'ইয়ানহাজিযু' শব্দের অর্থ হলো– তারা কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। আবু দাউদ (র) বলেন, নারীগণের জন্যও হত্যাকারীকে ক্ষমা করা জায়েয, যদি তিনি নিহতের ওয়ারিস হন।

٤٥٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهذَا حَدِيْثُهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيَّا فِيْ رَمْيٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ. وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ. وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوَدُ يَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ.

৪৫৩৯। ইবনে উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অদৃশ্যভাবে নিহত হলো, পাথর নিক্ষেপে, চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা) বলেই গণ্য হবে, আর এজন্য দিয়াত প্রযোজ্য হবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) হবে। এরপর উভয় বর্ণনাকারীই সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন, আর যে ব্যক্তি কিসাস কার্যকর করতে বাধা দিবে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও ক্রোধ পতিত হবে এবং তার কোনো ব্যয় ও ন্যায়পরায়ণতা অর্থাৎ ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। সুফিয়ান (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই পূর্ণাঙ্গ।

٤٥٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

৪৫৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন... রাবী সুফিয়ানের হাদীসের অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ দিয়াতের পরিমাণ কতো?

٤٥٤١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ

مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُوْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَثَلاَثُوْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَثَلاَثُوْنَ حِقَّةٌ. وَعَشْرُ بَنِيْ لَبُوْنٍ ذُكُرٍ.

৪৫৪১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যাকে ভুলবশত হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হবে এক শত উট। এর মধ্যে ত্রিশটি হবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং দশটি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উট।

٤٥٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ الاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيْمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

৪৫৪২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুদ্রায় দিয়াতের পরিমাণ ছিল আটশো দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা আট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)। সে সময় আহলে কিতাবদের জন্য ছিলো মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত দিয়াতের অর্ধেক। বর্ণনাকারী বলেন, দিয়াতের এ হার উমার (রা)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলবত ছিলো। খলীফা হয়ে তিনি ভাষণদানকালে বলেন, উটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উমার (রা) দিয়াতের পরিমাণ স্বর্ণের মালিকদের জন্য এক হাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকদের জন্য বারো হাজার দিরহাম, গাভীর মালিকদের জন্য দুই শত গাভী, ছাগলের মালিকদের জন্য দুই হাজার ছাগল ও কাপড়ের মালিক বা ব্যবসায়ীদের জন্য দুই শত জোড়া কাপড় ধার্য করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যিম্মীদের দিয়াত পূর্বের অবস্থায় রেখে দিলেন। অর্থাৎ দিয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে তাদের জন্য নির্ধারিত পূর্বের পরিমাণে বৃদ্ধি করেননি।

টীকা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, দিয়াতের মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হলো এক শত উট। উটের দাম বাড়লে দিয়াতের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

টীকা : হুল্লাহ মানে কাপড়ের জোড়া। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এখানে লুঙ্গি ও চাদরকে বুঝানো হয়েছে।

টীকা : আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র) ও আরো কেউ কেউ বলেন, যিম্মীদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে যিম্মী ও মুসলমানদের দিয়াতের পরিমাণে কোনো পার্থক্য নেই (অনুবাদক)।

٤٥٤٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِّنَ الإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ.

৪৫৪৩। আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, উটের মালিকগণ এক শত উট, গরুর মালিকগণ দুই শত গরু, ছাগলের মালিকগণ দুই হাজার ছাগল ও কাপড়ের মালিকগণ দুই শত জোড়া কাপড় (দিয়াত) দিবে এবং গমের মালিকগণ যা দিতে হবে তার পরিমাণ মুহাম্মাদ (বর্ণনাকারী) স্মরণ রাখতে পারেননি।

٤٥٤٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ مُوسَى وَقَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ.

৪৫৪৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন বা ফরয করেছেন... এর পরবর্তী অংশ মূসার হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর তিনি বলেন, খাদ্যদ্রব্যের মালিকদের জন্য যা (তিনি নির্ধারণ করেছেন) তা আমি স্মরণ রাখিনি।

٤٥٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً

وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُرٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪৫৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত হলো চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি, পঞ্চম বছরে পদাপর্ণকারী উষ্ট্রী বিশটি, দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি, তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি এবং দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী বিশটি। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য।

٤٥٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৪৫৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বনী আদী গোত্রের এক ব্যক্তি নিহত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো হাজার দিরহাম তার দিয়াত নির্ধারণ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উয়াইনা হাদীসটি আমর-ইকরিমা-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেননি।

بَابُ فِيْ دِيَةِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কতলে শিব্‌হে আম্‌দ-এর দিয়াত

٤٥٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ إِلَى هٰهُنَا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَاثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ. ثُمَّ

قَالَ أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ.

৪৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দানকালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই (কাফিরদের) দলগুলোকে পরাজিত করেছেন"। আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ থেকে মুখস্ত করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা মিলে গেছে। "জেনে রাখো! অন্ধকার যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদা ও কৌলিন্যের প্রকাশ ও দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা'বা শরীফের খেদমতের প্রথা আগের মতো বহাল থাকবে। এরপর তিনি আরো বললেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ ভুলক্রমে নরহত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়ে থাকে, এজন্য এক শত উট দিয়াত দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবতী এবং মুসাদ্দাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

٤٥٤٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.

৪৫৪৮। খালিদ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيْثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ السَّدُوْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِيْ مُوْسَى مِثْلُ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৪৫৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে তার (মুসান্দাদ) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে একখানা হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ের দিন অথবা মক্কা বিজয়কালে কা'বা শরীফের দরজায় বা কা'বার চত্বরে ভাষণ দেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসখানা ইবনে উয়ায়না আলী ইবনে যায়েদ থেকে কাসেম ইবনে রাবী'আ থেকে ও ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٥٥٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا.

৪৫৫০। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। শিব্‌হে আম্‌দ (ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ)-এর ব্যাপারে উমার (রা) সিদ্ধান্ত দেন যে, ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ত্রিশটি ও এমন চল্লিশটি গর্ভবর্তী উষ্ট্রী যার বয়স ছয় থেকে ন'য়ের মধ্যে রয়েছে, দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।

টীকা ঃ শরীয়াতের দৃষ্টিতে নরহত্যা প্রধানত তিন প্রকার। যথা- (ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা- হত্যা করার উদ্দেশ্যে দাও, বটি, তরবারি, বল্লম ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করাকে কত্‌লে আম্‌দ (ইচ্ছাকৃত হত্যা) বলে।

খ) ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ– স্বেচ্ছায় উল্লেখিত ধারালো অস্ত্র ছাড়া লাঠিসোটা ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা, যাতে নিহত ব্যক্তির শরীর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এরূপ হত্যাকে শিব্‌হে আম্‌দ বলে।

গ) ভুলক্রমে অনিচ্ছাকৃতভাবে অসাবধানতাহেতু হত্যাকে কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা) বলে (অনুবাদক)।

٤٥٥١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلاَثًا ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ حِقَّةٌ وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةٌ وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ.

৪৫৫১। আসেম ইবনে দমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন– "ভুলবশত হত্যার দিয়াত তিন ভাগে বিভক্ত ঃ তেত্রিশটি চার বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, তেত্রিশটি পাঁচ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী এবং চৌত্রিশটি তিন বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, যা ছয় থেকে নয় বছর বয়সী, দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।

٤٥٥٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِي الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ

حِقَّةً وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

৪৫৫২। আসেম ইবনে দমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত চার ভাগে বিভক্ত: চার বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী, পাঁচ বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী, তিন বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী এবং দুই বছরে পদার্পণকারী পঁচিশ উষ্ট্রী।

٤٥٥٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَّخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

৪৫৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কত্‌লে শিব্‌হে আম্‌দ-এর দিয়াত হলো- পঁচিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঁচিশটি পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, পঁচিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ও পঁচিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।

٤٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِيْ عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُوْنَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَّثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَفِى الْخَطَإِ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَّثَلاَثُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنِى لَبُوْنٍ ذُكُوْرٍ وَّعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

৪৫৫৪। উসমান ইবনে আফফান ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের মতে কঠোর দিয়াত হলো ঃ পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী গর্ভবতী উষ্ট্রী চল্লিশটি, চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী ত্রিশটি ও তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী ত্রিশটি উষ্ট্রী। আর ভুলক্রমে নরহত্যার দিয়াত হলো ঃ ত্রিশটি চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, ত্রিশটি তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী, তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট বিশটি এবং বিশটি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রী।

٤٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

৪৫৫৫। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে কঠোর দিয়াত (কতলে শিব্‌হে আম্‌দ-এর ক্ষেত্রে) হলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ ও সমার্থবোধক।

بَابُ أَسْنَانِ الإِبِلِ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِى السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالأُنْثَى حِقَّةٌ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَثَنِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِيْ بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفُ عَامٍ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اِسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِثَلاَثٍ وَجَذَعَةٌ لأَرْبَعٍ وَثَنِىٌّ لِخَمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيْسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ وَالأَصْمَعِىُّ وَالْجَذُوْعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ. قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ. وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِىَ خَلِفَةٌ فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِىَ عُشَرَاءُ. قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِىٌّ وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উবাইদ প্রমুখ বলেছেন, যখন কোন উষ্ট্রী চতুর্থ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন পুরুষ উটকে বলা হয় হিক্‌কুন ও স্ত্রী উটকে বলা হয় হিক্‌কাতুন। এরূপ নামকরণের কারণ হলো, তখন ঐ উট বা উষ্ট্রী বাহনোপযোগী ও ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়। যখন তা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন পুরুষ বা স্ত্রী

লিঙ্গভেদে যথাক্রমে জায্উন ও জায্আতুন বলা হয়। যখন তা ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে এবং তার উপর ও নীচের মাড়ির সম্মুখ ভাগের দু'টি করে মোট চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়ুন ও ছানিয়্যাতুন বলা হয়। যখন তা সপ্তম বছরে পদার্পণ করে তখন (তাকে লিঙ্গভেদে যথাক্রমে) রাবাউন ও রাব'ইয়্যাহ বলা হয়। যখন তা অষ্টম বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের চারটি দাঁতের পরবর্তী দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে লিঙ্গভেদে যথাক্রমে সাদীস্ ও সাদাস বলা হয়। যখন তা নবম বছরে পদার্পণ করে এবং তার দাঁত পুনরায় ওঠে তখন তাকে বাযেল বলা হয়। যখন তা দশম বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে মুখলিফ বলা হয়। এরপর তার আর নির্ধারিত কোন নাম নেই, বরং এক বছর বেশী হলে বাযিলে 'আম ও দু'বছর বেশী হলে বাযিলে 'আমাইন বলা হয়। এরপর এক বছর হলে মিখলাফে 'আম ও দু'বছর হলে মিখলাফে আমাইন বলা হয়, অতঃপর এভাবে নামকরণ করা হয়।

নাদর ইবনে শুমাইল (র) বলেন, এক বছর হলে বিনতু মাখাদ্, দুই বছর হলে বিনতু লাবুন, তিন বছর হলে হিক্কাহ্, চার বছর হলে জাযাআহ্, পাঁচ বছর হলে সানিয়্যা, ছয় বছর হলে রাবা', সাত বছর হলে সাদীস, আট বছর হলে বাযিল বলা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হাতিম ও আল-আসমাঈ বলেছেন, জাযাআহ্ হলো সময়, বয়স নয়। আবু হাতেম (র) বলেন, কতক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সামনের দাঁত পড়ে গেলে বলা হয় রাবাউন। আর যখন মাড়ির দাঁত পড়ে যায় তখন বলা হয় ছানী। আবু উবায়েদ (র) বলেন, যখন উষ্ট্রী গর্ভবতী হয় তখন তাকে খালিফাহ বলা হয়। অতঃপর দশ মাসের পূর্ব পর্যন্ত তাকে খালিফাহ্ই বলা হয়। কিন্তু যখন দশম মাসে পদার্পণ করে তখন তাকে 'উশারা বলা হয়। আবু হাতিম (র) বলেন, যখন উপর ও নীচের মাড়ির সামনের দু'টি করে দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়্যুগ্গন বলা হয়। যখন চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে রাবাউন বলা হয়।

بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত

٤٥٥٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ.

৪৫৫৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দিয়াতের ক্ষেত্রে আঙ্গুলগুলো সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।

٤٥٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوْقِ بنِ أَوْسٍ عَنِ الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ قُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقَ بْنَ أَوْسٍ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ غَالِبٌ التَّمَّارُ بِإِسْنَادِ أَبِى الْوَلِيْدِ. وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ غَالِبٍ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيْلَ.

৪৫৫৭। আল-আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিয়াতের ক্ষেত্রে আঙ্গুলগুলো সমান। আমি বললাম, দশটি দশটি করে? তিনি বললেন, হাঁ। হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

٤٥٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ سَوَاءٌ. قَالَ يَعْنِى الإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ.

৪৫৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটি ও এটি সমান, অর্থাৎ বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলদ্বয় (এর দিয়াত সমান)।

٤٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنى عَبْدِ الصَّمَدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ النَّضْرِ.

৪৫৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (দিয়াতের ক্ষেত্রে) আঙ্গুলগুলো সমান এবং দাঁতগুলো সমান, সম্মুখের দাঁত ও চোয়ালের দাঁত সমান; এটি ও এটি (বৃদ্ধা আঙ্গুল ও কনিষ্ঠা) সমান।

٤٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ

أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ.

৪৫৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাঁতগুলো সমান এবং আঙ্গুলগুলোও সমান (অর্থাৎ দিয়াতের ব্যাপারে বড়ো-ছোট হওয়ায় কোনো পার্থক্য হবে না)।

٤٥٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً.

৪৫৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো (এর দিয়াত) সমান হিসেবে ধার্য করেছেন।

٤٥٦٢- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِى الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ.

৪৫৬২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার সাথে পিঠ লাগিয়ে ভাষণদানকালে বলেন, আঙ্গুলগুলো দশটি দশটি করে অর্থাৎ প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি উট।

٤٥٦٣- حَدَّثَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

৪৫৬৩। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট।

٤٥٦٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ

فَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُوسى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلى أَهْلِ الْقُرى أَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِيْ قِيْمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ إِلى ثَمَانِ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةِ الاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ وَقَضى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِى الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ. قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. قَالَ وَقَضى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثُنْدُوْتَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةِ مِثْلُ ذلِكَ وَفِى الأَصَابِعِ فِيْ كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَسْنَانِ فِيْ كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. وَقَضى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوْا لاَ يَرِثُوْنَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهُمْ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدٌ هذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِىْ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ.

৪৫৬৪। আমর ইবনে শু'য়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলক্রমে হত্যার অপরাধে গ্রামের অধিবাসীদের উপর চার শত দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা ধার্য করতেন অথবা এর সম-পরিমাণ আট হাজার রৌপ্য মুদ্রা ধার্য করতেন। আর তিনি মুদ্রার সংখ্যা নির্ধারিত করতেন উটের মূল্যকে ভিত্তি করে। অতএব উটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে আর যখন তার দাম সস্তা হবে তখন কিসাসের (মুদ্রামানও) বৃদ্ধি পেতো। আর উটের বাজার দর নিম্নগামী হলে দিয়াতের পরিমাণও কমে যেতো। এ (মান বেড়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্বর্ণমুদ্রা চার শত থেকে আট শত পর্যন্ত উঠানামা করেছে এবং এর বিকল্প মূল্য অনুরূপভাবে রৌপ্য মুদ্রা আট হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরুর মালিকদের জন্য দুই শত গরু এবং ছাগলের মালিকদের জন্য দুই হাজার ছাগল দিয়াত হিসেবে ধার্য করেছেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির দিয়াত তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাস হিসেবে গণ্য বলে সিদ্ধান্ত দেন এবং আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রথমে যাবিল ফুরূয ও তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর বাদবাকি আসাবাগণ পাবে বলে হুকুম দেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো নির্দেশ দেন যে, নাকের দিয়াত হলো- যদি তা (সম্পূর্ণ) কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াত, আর যদি নাকের সম্মুখভাগ বা আংশিকভাবে কাটা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক পঞ্চাশটি উট অথবা তার মূল্য হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রা অথবা এক শত গরু অথবা এক হাজার ছাগল। আর যদি হাত কেটে ফেলা হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক এবং পা কাটার জন্যও অনুরূপ অর্ধেক দিয়াত। আর আঘাত মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছলে এজন্য এক-তৃতীয়াংশ দিয়াতস্বরূপ তেত্রিশটি উট এবং একটি উটের মূল্যের তিন ভাগের একভাগ অথবা দিয়াতের বিনিময় মূল্য– স্বর্ণ বা রৌপ্য বা গরু অথবা ছাগল দিয়ে আদায় করতে হবে। আর আঘাত যদি পেটের অভ্যন্তরে পৌঁছে তাহলেও অনুরূপ (এক-তৃতীয়াংশ) দিয়াত ধার্য হবে। আর প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি উট এবং প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি করে উট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যে, মহিলাদের অপরাধের দিয়াত তার সেই সকল আসাবা আদায় করবে যারা যাবিল ফুরূযের অংশ দেয়ার পর সম্পূর্ণ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, যেমন পুত্র, পিতা, চাচা, ভাই ইত্যাদি। আর যদি কোনো মহিলা নিহত হয় তাহলে তার রক্তমূল্য তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে অথবা তারা তার হত্যাকারীকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির (সম্পত্তির) কোনো কিছুই পাবে না। যদি তার কোনো যাবিল ফুরূয উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তারপর যারা আত্মীয় সম্পর্কের দিক থেকে নিকটতর (অর্থাৎ আসাবা) তারা উত্তরাধিকারী

হবে। মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ বলেন, এই সম্পূর্ণ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে মূসা (র) আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ দামিশকের অধিবাসী। তিনি হত্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বসরায় পলায়ন করেন।

٤٥٦٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الْعَامِلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ. قَالَ وَزَادَنَا خَلِيْلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ وَذلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُوْنَ دِمَاءٌ فِيْ عِمِّيَّا فِيْ غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.

৪৫৬৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শিব্‌হে আম্‌দ (ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ)-র দিয়াত ইচ্ছাকৃত নরহত্যার মতোই কঠোর; তবে তার কর্তাকে (শিব্‌হে আমাদের ঘাতককে) হত্যা করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, খলীল আমাদেরকে ইবনে রাশেদের সূত্রে আরো তথ্য দিয়েছেন। তা হলো: (ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ নরহত্যা হলো): শয়তান মানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অতঃপর অপরের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা ও অস্ত্র ব্যতীত বেপরোয়াভাবে জীবনহানি ঘটে।

٤٥٦٦– حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ.

৪৫৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আঘাতের ফলে কোনো অঙ্গের হাড় দৃশ্যমান হলে তার দিয়াত পাঁচটি উট।

٤٥٦٧– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

৪৫৬৭। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, আঘাতের ফলে চক্ষু যদি স্থানচ্যুত না হয় কিন্তু চোখের জ্যোতি নষ্ট হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে।

بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ভ্রূণের দিয়াত

٤٥٦٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُوْدٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدِيْ مَنْ لاَ صَاحَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَقَالَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ وَقَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.

৪৫৬৮। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তাকে ও তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করে। বাদী-বিবাদী উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করে। পক্ষদ্বয়ের একজনে বলে, আমরা কি করে এমন ব্যক্তির দিয়াত আদায় করবো যে না চিৎকার করেছে, না খেয়েছে, না পান করেছে, আর না কেঁদেছে। তিনি বললেন, এ তো বেদুঈনদের ছন্দময় গদ্য আর কি! তিনি ঐ (গর্ভস্থ শিশুর) ব্যাপারে একটি দাস দিয়াত হিসেবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং (দিয়াত) হত্যাকারী নারীর পিতৃ আত্মীয়দের (আকিলা) উপর ধার্য করলেন।

٤٥٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِيْ بَطْنِهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ.

৪৫৬৯। মানসূর (র) উল্লেখিত হাদীসখানা এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা

করেছেন এবং আরো বর্ণনা করেছেন, রাবী বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উপর ধার্য করেছেন এবং তার (নিহত মহিলার) গর্ভে যে সন্তান ছিল তার দিয়াতস্বরূপ একটি উত্তম গোলাম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٥٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِيْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ ائْتِنِيْ بِمَنْ يَّشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. زَادَ هَارُوْنُ فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلاَصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلاَدَةِ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.

৪৫৭০। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। মহিলাদের গর্ভপাত ঘটানোর অপরাধ সম্পর্কে উমার (রা) লোকজনের কাছে পরামর্শ চাইলেন। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি (ক্ষতিপূরণস্বরূপ) একটি দাস বা দাসী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (উমার) বললেন, এমন এক ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আসো যিনি তোমার পক্ষে সাক্ষী দিবে। তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-কে আনলেন। অতঃপর তিনি তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পেটে আঘাত করেছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উবাইদের সূত্রে আমি অবহিত হয়েছি যে, এই গর্ভপাতকে এজন্য 'ইমলাস' বলা হয় যে, নারী গর্ভ খালাস হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গর্ভপাত করে। একইভাবে হাত থেকে কোন জিনিস পতিত হওয়াকেও ইমলাস বলে।

٤٥٧١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ.

৪৫৭১। উমার (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমার (রা) বলেন।

٤٥٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُوْدٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

৪৫৭২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (লোকদের কাছে) এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে হামাল ইবনে মালিক ইবনুন-নাবিগা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, একদা আমি দু'জন মহিলার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করলে সে ও তার গর্ভস্থ সন্তান মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে একটি উৎকৃষ্ট গোলাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন, যদিও তাকে (হত্যাকারিণীকে কিসাসস্বরূপ) হত্যা করা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল বলেছেন, মিসতাহ হলো সূচালো মাথাযুক্ত গোলাকার খুঁটা। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আবু উবাইদ বলেছেন, মিসতাহ হলো তাঁবুর খুঁটা।

٤٥٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ. زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهٰذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هٰذَا.

৪৫৭৩। তাউস (র) বর্ণনা করেন, উমার (রা) মিম্বারে দাঁড়ালেন...রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের মর্মানুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সূত্রে "তাকে হত্যা করা হবে" বাক্যটি উল্লেখ করেননি। এরপর উৎকৃষ্ট দাস অথবা দাসীর উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) বললেন, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ), আমি যদি হাদীস না শোনতাম তাহলে ভিন্নতর নির্দেশ দিয়ে ফেলতাম।

٤٥٧٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمَّارُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ

قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتُهَا أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ وَالأُخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ.

৪৫৭৪। হামাল ইবনে মালিকের ঘটনায় ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে একটি মৃত ছেলে সন্তান প্রসব করে, যার (মাথায়) চুল গজিয়েছিল। মহিলাও মারা যায়। নবী (সা) হত্যাকারিনীর পিতৃ পক্ষীয় আত্মীয়দেরকে দিয়াত পরিশোধের নির্দেশ দেন। তার চাচা বললেন, হে আল্লাহর নবী! সে এমন একটি ছেলে প্রসব করেছে যার মাথায় চুল গজিয়েছে মাত্র। আর হত্যাকারিণীর পিতা বললো, নিশ্চয়ই সে (নিহত মহিলার চাচা) মিথ্যাবাদী। কেনোনা আল্লাহর শপথ! সে না চিৎকার করেছে, না আহার করেছে। অতএব এ ধরনের হত্যায় জরিমানা হতে পারে না। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ কি জাহিলিয়াতের ছন্দোময় বক্তৃতা ও ভবিষ্যৎ বক্তাদের মন্ত্র? শিশুটির বিনিময়ে একটি দাস প্রদান করো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাদের দু'জনের একজনের নাম ছিল মুলায়কা ও অপরজনের নাম ছিল উম্মে গুতায়েফ।

٤٥٧٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا. قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا.

৪৫৭৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হুযায়েল গোত্রের দুই নারীর একজন অপরজনকে হত্যা করে, আর এদের প্রত্যেকেরই স্বামী-সন্তান ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর পিতৃ

পক্ষীয় আত্মীয়দের উপর ধার্য করলেন এবং তার স্বামী ও সন্তানদেরকে দায়মুক্ত করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (দণ্ড কার্যকর করার ফলে) নিহত মহিলার আত্মীয়গণ বললো, তাহলে তার উত্তরাধিকার আমাদেরই প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, তার উত্তরাধিকারের অংশীদার তার স্বামী ও সন্তানগণ।

٤٥٧٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ ابْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

৪৫৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়েল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর মারামারি করে। তাদের একজন অপরজনের উপর পাথর ছুঁড়ে মেরে তাকে হত্যা করে। অতঃপর তারা (উভয়ের অভিভাবক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গর্ভস্থ শিশুর দিয়াত হিসেবে একটি মূল্যবান দাস বা দাসী দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিনীর গোত্রের লোকজনের উপর ধার্য করেন এবং দিয়াতের উত্তরাধিকারী বানান নিহতের সন্তান ও তার সাথের অন্যান্য অংশীদারকে। এতে হুযায়েল গোত্রের হামাল ইবনে মালিক ইবনে নাবিগাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে এমন একটি শিশুর, যে না পানাহার করেছে আর না কথা বলেছে, না চিৎকার করেছে, দিয়াত আমরা পরিশোধ করবো। এরূপ ক্ষেত্রে জরিমানা তো নিষ্ফল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সে যেভাবে ছন্দোবদ্ধ বক্তব্য রেখে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সে তো ভবিষ্যত বক্তাদের ভাই।

٤٥٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي

قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

৪৫৭৭। এ ঘটনায় আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই দণ্ডিত নারী যার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি দাস দিয়াতরূপে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তার (দণ্ডিতার) সন্তানরাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে এবং তার দিয়াত পরিশোধ করবে তার আত্মীয়গণ।

٤٥٧٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ فِيْ وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيْثُ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ. وَالصَّوَابُ مِائَةَ شَاةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ وَهُوَ وَهْمٌ.

৪৫৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলা অন্য এক মহিলার উপর পাথর ছুঁড়ে মারলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি সন্তানের দিয়াতস্বরূপ পাঁচ শত ছাগল ধার্য করেন এবং ঐ দিনই পাথর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এভাবেই হাদীসটিতে পাঁচ শত ছাগলের উল্লেখ আছে, কিন্তু সঠিক হলো এক শত ছাগল। আবু দাউদ (র) বলেন, রাবী আব্বাস এরূপই বলেছেন এবং এটা ভুল ধারণা মাত্র।

٤٥٧٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَرَسًا وَلاَ بَغْلاً.

৪৫৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতিসাধনের জরিমানা ধার্য করেছেন একটি উত্তম দাস বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া অথবা একটি খচ্চর। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসখানা মুহাম্মাদ

ইবনে 'আমর (র) থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ (র)-ও বর্ণনা করেছেন। তবে তারা দু'জনে ঘোড়া ও খচ্চরের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةٍ يَعْنِي دِرْهَمًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا.

৪৫৮০। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্-গুররাহ হলো পাঁচ শত দিরহাম। আবু দাউদ (র) বলেন, রবী'আহ বলেছেন, গুররাহ হলো পঞ্চাশ দীনার।

بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম)-এর দিয়াত

٤٥٨١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُؤَدِّي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ.

৪৫৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মুকাতাব তার নির্ধারিত মুক্তিপণ থেকে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে সে পরিমাণ স্বাধীন ব্যক্তির সমান দিয়াত হিসেবে আদায় করবে এবং বাকি অংশ গোলামের দিয়াতের হারে হবে।

٤٥٨٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

৪৫৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যখন মুকাতাব গোলাম হদ্দ-এর অপরাধে অভিযুক্ত হয় অথবা মৃতের ওয়ারিস হয়, তখন সে অংশীদার হবে ততোটুকুর যতোটুকু অংশ তার মুক্ত হয়েছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি উহাইব (র) আইউব-ইকরিমা-আলী-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও ইসমাঈল (র) আইউব-ইকরিমা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনে উলায়্যা এটিকে ইকরিমা (র)-এর বক্তব্য গণ্য করেছেন।

بَابٌ فِيْ دِيَةِ الذِّمِّيِّ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর দিয়াত

٤٥٨٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ.

৪৫৮৩। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির (যিম্মী) দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক। আবু দাঊদ (র) বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসী ও আবদুর রহ্মান ইবনুল হারিস (র) এ হাদীস আমর ইবনে শু'আইব (র)-এর সূত্রে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, উমার (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-র মতে যিম্মীর দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের সমান। ইমাম আহ্মাদ (র)-এর মতে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকলে পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটলে ১২ হাজার দিরহাম (পূর্ণ দিয়াত)। ইমাম মালেক (র)-এর মতে অর্ধ দিয়াত এবং ইমাম শাফিঈর মতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে তাকে প্রতিহত করলে

٤٥٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَاتَلَ أَجِيْرٌ لِيْ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ

فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعِدَتْ سِنُّهُ.

৪৫৮৪। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক কর্মচারী এক ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে সে তার হাত কামড়িয়ে ধরে এবং সে (কর্মচারী) টান দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে আনলে তার সামনের পাটির দাঁত পড়ে যায়। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি তার মামলা খারিজ করে দেন এবং বলেন: তুমি কি চাও যে, সে তার হাত তোমার মুখে পুড়ে রাখুক আর তুমি তা উটের মতো চিবাতে থাকো? রাবী বলেন, ইবনে আবু মুলাইকা (র) তার দাদার সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, আবু বকর (রা)-ও অনুরূপ ঘটনার দিয়াতের দাবি বাতিল করে দেন এবং বলেন, তার দাঁত গত হয়েছে।

٤٥٨٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ.

৪৫৮৫। ইয়া'লা ইবনে উমায়্যা (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তার বর্ণনায় আরো আছে: অতঃপর নবী (সা) বলেন, "যদি তুমি পারো তাহলে তুমিও তার মুখে হাত দাও আর সে চিবাতে থাকুক। তারপর তুমি তার মুখ থেকে তা বের করে নিয়ে আসো। অতঃপর তিনি তার দাঁতের দিয়াতের দাবি বাতিল করে দেন।

بَابُ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَأَعْنَتَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ চিকিৎসা বিদ্যাহীন ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে

٤٥٨٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هذَا لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ لاَ.

৪৫৮৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চিকিৎসা বিদ্যাহীন ব্যক্তি চিকিৎসা করলে তাতে সে দায়ী হবে। নাদর (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি আল-ওয়ালীদ একাই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ কিনা তা আমরা জ্ঞাত নই।

٤٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَى أَبِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا طَبِيْبٍ تَطَيَّبَ عَلَى قَوْمٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ تَطَيُّبٌ قَبْلَ ذٰلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوْقِ وَالْبَطُّ وَالْكَيُّ.

৪৫৮৭। আবদুল আযীয ইবনে উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বর্ণনা করেন, আমার পিতার কাছে যেসব প্রতিনিধি দল এসেছিল তার কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব ডাক্তারের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা যদি কোন গোত্রের চিকিৎসা করে এবং এর ফলে রোগীর ক্ষতি হয় তাহলে সে এজন্য দায়ী হবে। আবদুল আযীয (রা) বলেন, তবে সাধারণভাবে ডাক্তার দায়ী হবে না, বরং শিরা উন্মুক্ত করা, অস্ত্রপচার করা ও উত্তপ্ত লোহার সেঁক দেয়া ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

بَابُ فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ ভুলবশত হত্যার দিয়াত

٤٥٨٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذْكَرُ وَتُدْعٰى تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

৪৫৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দানকালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই (কাফিরদের) দলগুলোকে পরাজিত করেছেন"। আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ থেকে মুখস্ত করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা মিলে গেছে। "জেনে রাখো! অন্ধকার যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদা ও কৌলিন্যের প্রকাশ ও দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা'বা শরীফের খেদমতের প্রথা আগের মতো বহাল থাকবে। এরপর তিনি আরো বললেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃ হত্যা সদৃশ ভুলক্রমে নরহত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়ে থাকে, এজন্য এক শত উট দিয়াত দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবতী এবং মুসাদ্দাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

٤٥٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.

৪৫৮৯। খালিদ (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ দাঁতের কিসাস

٤٥٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللّهِ الْقِصَاصُ فَرَضُوْا بِأَرْشٍ أَخَذُوْهُ. فَعَجِبَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لأَبَرَّهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيْلَ لَهُ كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ.

৪৫৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনুদ নাদর (রা)-র বোন রুবাই' (রা) এক মহিলার সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (বিচারের জন্য) আসে। তিনি আল্লাহর কিতাব

অনুসারে কিসাসের নির্দেশ দেন। তখন আনাস ইবনুন নাদর (রা) বললেন, (হে নবী) আপনাকে যে পবিত্র সত্তা সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আজ তার দাঁত উপড়ে ফেলবেন না। তিনি বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো কিসাস। এরপর বিবাদী পক্ষ আরশ (দিয়াত) গ্রহণে সম্মত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে বিস্মিত হয়ে বললেন, "আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যদি তারা আল্লাহর উপর কসম করে বসে আল্লাহ তাদের কসমকে পূর্ণ করেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট শুনেছি যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, দাঁতের কিসাস কিভাবে কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, এক ফালি কাঠ দ্বারা তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

بَابٌ فِي الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ পশু পা দিয়ে লাথি মারলে

٤٥٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ.

৪৫৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জীবজন্তুর আঘাত ক্ষমাযোগ্য। খনির দুর্ঘটনা নিষ্ফল। আবু দাউদ (র) বলেন, পশুর পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় তা কাউকে পদাঘাত করলে।

টীকা ঃ জীবজন্তুর পদাঘাতে কেউ আহত হলে এজন্য মালিকের নিকট দিয়াত দাবি করা যাবে না (অনুবাদক)।

بَابٌ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ নির্বাক প্রাণী, ভূ-গর্ভস্থ খনি ও কূপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা নিষ্ফল

٤٥٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِيْ لاَ يَكُوْنُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُوْنُ بِالنَّهَارِ لاَ تَكُوْنُ بِاللَّيْلِ.

৪৫৯২। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: চতুষ্পদ জন্তু আহত করলে তা মাফ অর্থাৎ কিসাসযোগ্য নয়, খনিতে চাপা পড়ে ও কূপের মধ্যে পড়ে মারা গেলে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য মাফ এবং মাটির নীচে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত হিসেবে সরকারকে) দিতে হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, জীবজন্তুর আহত করা যদি দিবাভাগে মাঠে চরাকালে হয় এবং তার সাথে রাখাল না থাকে তাহলে ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু রাতের বেলা সংঘটিত ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।

بَابُ فِى النَّارِ تَعَدَّى

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আগুন ছড়িয়ে পড়া

٤٥٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ جُبَارٌ.

৪৫৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আগুন নিষ্ফল (বাতাস বা অন্য কোন দুর্ঘটনাক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা) ক্ষমাযোগ্য (ক্ষতিপূরণ নেই)।

بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُوْنُ لِلْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ গরীব মালিকের দাসের অপরাধ

٤٥٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءِ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.

৪৫৯৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক গরীব লোকের এক দাস অপর এক ধনী ব্যক্তির দাসের কান কেটে ফেললো। অতঃপর তার (অপরাধী গোলামের) পরিবারের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গরীব লোক (দিয়াত আদায়ে অক্ষম)। অতএব তিনি তার উপর কোন কিছুই (দিয়াত) ধার্য করলেন না।

بَابُ فِيْمَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ লোকজনের পারস্পরিক সংঘাত চলাকালে ঘটনাক্রমে কেউ নিহত হলে

٤٥٩٥- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

৪৫৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতভাবে নিহত হলে অথবা লোকজনের পাথর নিক্ষেপের সময় তার আঘাতে অথবা চাবুকের আঘাতে নিহত হলে ভুলবশত হত্যার দিয়াত প্রযোজ্য হবে। আর যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলো তার হত্যার কিসাস কার্যকর করা হবে। যে ব্যক্তি তাতে বাধা সৃষ্টি দিবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সকল মানুষের অভিশাপ।

টীকা ঃ মানব জীবন ও মানব দেহের বা তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধন করা হলে যে অর্থদণ্ড দিতে হয় তাকে ক্ষেত্রভেদে দিয়াত, আক্‌ল ও আরশ বলা হয়। যেমন ইচ্ছাকৃত নরহত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত, ভুলবশত নরহত্যার ক্ষেত্রে আক্‌ল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে আরশ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। সব কয়টি শব্দের অর্থ অর্থদণ্ড (সম্পাদক)।

অধ্যায়-৪০

كِتَابُ السُّنَّةِ

(সুন্নাতের অনুসরণ)

بَابُ شَرْحِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সুন্নাতের ব্যাখ্যা

٤٥٩٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً.

৪৫৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং খৃস্টানরাও একাত্তর বা বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।

টীকা ঃ সুন্নাত শব্দের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন বা সমর্থন, অর্থাৎ হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারকেও সুন্নাহ বলা হয়। হাদীস ও সুন্নাহ সমার্থবোধক। নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নাত বলতে সুন্নাত সালাত বুঝায় (সম্পাদক)।

٤٥٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَإِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ

سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو فِيْ حَدِيْثِهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ لِصَاحِبِهِ. وَقَالَ عَمْرٌو الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ.

৪৫৯৭। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল দোযখে যাবে এবং এক দল যাবে বেহেশতে। আর সে দল হচ্ছে আল্-জামা'আত। ইবনে ইয়াহ্য়া ও আমর (র) উল্লেখ করেন, "ব্যাপার এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজদেহে) সেসব (বিদ'আতের) প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেরূপ পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তার কোন শিরা বা গ্রন্থি বাকি থাকে না যাতে তা সঞ্চারিত হয় না।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কুরআন নিয়ে মতবিরোধ ও বিতর্ক পরিহার এবং মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতের অনুসরণ নিষিদ্ধ

٤٥٩٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الاٰيَةَ هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ إِلَى أُوْلُوا الأَلْبَابِ. قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ.

৪৫৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা পাঠ করলেন (অনুবাদ) : "তিনিই আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু সংখ্যক আয়াত মুহকাম... থেকে কিন্তু "জ্ঞানী ছাড়া কেউ

উপদেশ গ্রহণ করেনা" (৩ঃ৭ পর্যন্ত)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা দেখবে সেসব লোককে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করছে, তখন মনে করবে, এরাই সেসব লোক আল্লাহ যাদের নাম করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।

টীকা ঃ কুরআন শরীফের আয়াতগুলোকে শব্দ ও অর্থের সহজবোধ্য ও দুর্বোধ্যতার পার্থক্যক্রমে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- মুহকাম ও মুতাশাবিহ।

ক) মুহকাম- যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই পরিষ্কার, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং অস্পষ্টতাও নেই, বরং দীন বুঝার জন্য এগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। এ আয়াতগুলোকে উম্মুল কিতাব বা কুরআনের মূল বলা হয়েছে।

টীকা ঃ যা শব্দ ও অর্থগতভাবে দুর্বোধ্য, যথা হুরূফে মুকাত্তা'আত, বা সূরার প্রথমের একক বর্ণ বা কোনো কোনো দ্ব্যর্থবোধক আয়াত। এ সকল বর্ণ বা আয়াত কুরআনে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন! আমাদের শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা যে উদ্দেশ্যে ও অর্থে ব্যবহার করেছেন তা সত্য (অনুবাদক)।

بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ প্রবৃত্তির অনুসারীদের থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা

٤٥٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ.

৪৫৯৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উত্তম কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য (কাউকে) ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য (কারো প্রতি) ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা অতি উত্তম কাজ।

٤٦٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ وَنَهى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةَ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ

تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِيْلِ تَوْبَتِهِ.

৪৬০০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (র) অবহিত করেছেন যে, কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) যিনি তার পিতার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রদের মধ্য থেকে তার সহগামী ও তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে শুনেছি এবং বর্ণনাকারী ইবনুস সারহ তার (কা'বের) তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ না করে পিছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐ তিনজনের সাথে কথা বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করে দিলেন। এ অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদা (রা)-এর বাগানের দেয়ালে উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ! সে আমার সালামের জবাব দিলো না। অতঃপর রাবী তার তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন।

بَابُ تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের সালাম দেয়া বর্জন করা

٤٦٠١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُوْنِيْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ.

৪৬০১। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুই হাত ফেটে গেলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে এলাম। তারা আমাকে (আমার হাতকে) জাফরান দিয়ে রাঙিয়ে দিলো। পরের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের উত্তর না দিয়ে বললেন: তুমি ফিরে গিয়ে তোমার হাতের রং ধুয়ে ফেলো।

٤٦٠٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ

فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنَبَ أَعْطِيْهَا بَعِيْرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِيْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرَ.

৪৬০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা)-এর উট অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং যয়নব (রা)-এর নিকট তার অতিরিক্ত বাহন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রা)-কে তার বাহনটি সাফিয়্যা (রা)-কে দিতে বললেন। যয়নব (রা) বললেন, আমি কি ঐ ইহুদীনীকে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাসের কিছু দিন তার সংশ্রব ত্যাগ করলেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হওয়া নিষেধ

٤٦٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

৪৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ ও তর্ক-বিতর্ক করা কুফরী।

بَابٌ فِيْ لُزُوْمِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য

٤٦٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرِو بْنُ كَثِيْرِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ. أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلاَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا

صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

৪৬০৪। আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জেনে রাখো! আমাকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজীদ দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ কিছু। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোন প্রাচুর্যবান লোক তার গদী আঁটা আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো, তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল এবং যা হারাম পাবে তাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জেনে রাখো! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশুও হালাল নয়। অনুরূপভাবে সন্ধিবদ্ধ অমুসলিম সম্প্রদায়ের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, অবশ্য যদি সে এর মুখাপেক্ষী না হয়। আর যখন কোনো লোক কোনো কওমের কাছে আগন্তুক হিসেবে পৌঁছে তখন তাদের উচিত তার আথিত্য প্রদান করা। যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আথিত্য পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার তার রয়েছে।

٤٦٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ.

৪৬০৫। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য অথবা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছবে, তখন সে বলবে, আমি জানি না। আমরা যা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাবো শুধু তার অনুসরণ করবো।

٤٦٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ.

৪৬০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করবে যা তাতে নেই– তা প্রত্যাখ্যাত। ইবনে ঈসা (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (তাঁর কথার ব্যাখ্যা এই যে): কোনো ব্যক্তি আমাদের আচার-অনুষ্ঠানের বিপরীত কোন আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করলে তা প্রত্যাখ্যাত, বর্জনীয়।

٤٦٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

৪৬০৭। আবদুর রহমান ইবনে আমর আস-সুলামী ও হুজুর ইবনে হুজুর (র) বলেন, আমরা আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা)-র নিকট এলাম। যাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদ): "তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে: আমি তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না" (সূরা তওবা : ৯২)। আমরা সালাম দিয়ে বললাম, আমরা আপনার দর্শন লাভ করতে, আপনার রোগগ্রস্ত অবস্থার খোঁজখবর নিতে এবং আপনার কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে এসেছি। আল-ইরবাদ (রা) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেনো কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন?

তিনি বলেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, (নেতৃত্ব-আদেশ) শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে হয় একজন আবিসিনীয় গোলাম। কেনোনা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ লক্ষ করবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত অবলম্বন করবে, দৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান প্রতিটি অভিনব আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে! কেনোনা প্রতিটি অভিনব আচার-অনুষ্ঠান হলো নবরীতি (বিদ্আত) এবং প্রতিটি বিদ্আত হলো ভ্রষ্টতা।

টীকা ঃ আভিধানিক অর্থে কোনো মডেল বা আদর্শ ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলে। ইসলামের পরিভাষায় এর অর্থ হলো– এমন কোনো বিষয়, পথ বা কাজকে শরীয়াত সম্মত বলে মেনে নেয়া যা বাস্তবিকই শরীয়াতের কোনো দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। উল্লেখ্য যে, বিদ'আত ও ইজতিহাদ এক নয়। নতুন কোনো ব্যাপার বা সমস্যা উপস্থিত হলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর মর্যাদা বা সমাধান কি হবে, সে সম্পর্কে কোন্ নীতি ও রীতি অবলম্বন করা হবে তা ইজতিহাদের সাহায্যে ঠিক করা হয়। অপরদিকে বিদ'আতের ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দেয়া এবং এ সম্পর্কে শরীয়াতের সমাধান অনুসন্ধান করার সাথে এর সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনের কামনা ও ঝোঁক-প্রবণতা অনুসারে শরীয়াত বিবর্জিত কাজ করাকে বিদ'আত বলে। যেমন বৈরাগ্যবাদ, কবর পূজা, নৃত্য-গীত, অভিনয় ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে বিশেষভাবে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ'আত সম্পর্কেই সাবধান করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, খিলাফতকে বাদ দিয়ে রাজতন্ত্র, ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালনা, ব্যক্তিমালিকানা বাতিল করা ও যাকাতের পরিবর্তে ট্যাক্স, সুদ, জুয়া ইত্যাদি বিদ'আত। বিদ'আত সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেন: এর পরিণাম হলো সুস্পষ্ট গোমরাহী। আর গোমরাহীর পরিণাম হলো দোযখ (অনুবাদক)।

٤٦٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَتِيقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৪৬০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: সাবধান! চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে, কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

بَابُ مَنْ دَعَا إِلَى السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি সুন্নাত অনুসরণে জন্য আহ্বান করে

٤٦٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

৪৬০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে ডাকবে সে (নিজের সওয়াব ছাড়াও) তার অনুসরণকারীর (সওয়াবের) সমান সওয়াব পাবে, তা অনুসরণকারীদের সওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস করবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে সে (নিজের পাপ ছাড়াও) তার অনুসরণকারীর (পাপের) সম-পরিমাণ পাপে জর্জরিত হবে, তা অনুসরণকারীদের পাপ কিছুমাত্র হ্রাস করবে না।

٤٦١٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

৪৬১০। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুসলিম ব্যক্তির জিজ্ঞাসার কারণে মানুষের জন্য হারাম ছিল না এমন বস্তু হারাম হয়েছে– সে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধী।

٤٦١١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيَّ عَائِذَ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَمِيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لاَ يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَجْلِسُ إِلاَّ قَالَ اَللّٰهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُوْنَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيْهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيْهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُوْلَ مَا لِلنَّاسِ لاَ يَتَّبِعُوْنِيْ وَقَدْ قَرَأْتُ

الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيٍّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلاَلَةٌ وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيْمِ وَقَدْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِيْنِيْ رَحِمَكَ اللّٰهُ أَنَّ الْحَكِيْمَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الضَّلاَلَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُوْلُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلاَمِ الْحَكِيْمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِيْ يُقَالُ لَهَا مَا هذِهِ وَلاَ يَثْنِيَنَّكَ ذلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُوْرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ يُثْنِيَنَّكَ ذلِكَ عَنْهُ مَكَانَ يَثْنِيَنَّكَ. وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هذَا الْحَدِيْثِ بِالْمُشْتَبِهَاتِ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ وَقَالَ لاَ يَثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيْمِ حَتَّى يَقُوْلَ مَا أَرَادَ بِهذِهِ الْكَلِمَةِ.

৪৬১১। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু ইদরীস আল-খাওলানী আয়েযুল্লাহ (র) তাকে অবিহিত করছেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-র সহচর ইয়াযীদ ইবনে 'আমীরাহ তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি (ইয়াযীদ) বলেন– মুয়ায (রা) যখনই কোন ওয়াজ মাহফিলে বসতেন তখন বলতেন, আল্লাহ মহা ন্যায়বিচারক, সন্দেহকারীরা ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) একদিন বলেন, তোমাদের পরবর্তী যুগে ফেতনার সৃষ্টি হবে, তখন অঢেল সম্পদ থাকবে ও মুমিন, মুনাফিক, পুরুষ, নারী, ছোট, বড়ো, স্বাধীন ও গোলাম সকলে কুরআন শরীফ খুলে তা পড়বে (কিন্তু অর্থ বুঝবে না)। অচিরেই কেউ বলবে, লোকদের কি হয়েছে, কেনো তারা আমার অনুসরণ করছে না; আমি তো কুরআন শরীফ পড়েছি। লোকেরা তখন পর্যন্ত আমার অনুসরণ করবে না যতোক্ষণ না আমি তাদের জন্য এছাড়া নতুন কিছু প্রবর্তন করতে পারি"। অতএব তোমরা তার এ বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকবে। কেনোনা যা কিছু দীনের মধ্যে নতুন প্রবর্তন করা হয় তা গোমরাহী। আমি তোমাদেরকে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। কেনোনা শয়তান পণ্ডিতদের মুখ দিয়ে গোমরাহী কথা বলায়। আবার মুনাফিকরাও মাঝে মাঝ হক কথা বলে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুয়ায (রা)-কে বললাম, আল্লাহ আপনার উপর সদয় হোন, বিজ্ঞ ব্যক্তি যে পথভ্রষ্টতাপূর্ণ কথা বলে আর মুনাফিক সত্য কথা বলে এটা আমি কিভাবে বুঝবো? তিনি বললেন, হাঁ (সম্ভব), বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সেসব ভ্রান্তিপূর্ণ ও বাতিল কথা পরিহার করবে যা লোকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং বলবে, এ আবার কোন

ধরনে কথা। তবে এসব কথায় তোমরা বিজ্ঞদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। কেনোনা হয়ত বিজ্ঞ ব্যক্তি এসব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা থেকে ফিরে আসবে। আর তুমি হক কথা শুনামাত্র তা গ্রহণ করো, কেননা হকের মধ্যে নূর রয়েছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, মা'মার (র) যুহ্‌রীর সূত্রে এ হাদীসে وَلاَ يُنْئِيَنَّكَ শব্দ উল্লেখ করেছেন يُثْنِيَنَّكَ শব্দের পরিবর্তে (অর্থ একই) "তোমাকে যেনো ভিন্নমুখী না করে"। সালেহ ইবনে কায়সান (র) যুহ্‌রী (র)-এর সূত্রে এ হাদীসে بِالْمُشْتَبِهَاتِ (সন্দেহজনক জিনিস) শব্দ উল্লেখ করেছেন اَلْمُشْتَهِرَاتِ (সুপরিজ্ঞাত জিনিস) শব্দের পরিবর্তে এবং لاَيَثْنِيَنَّكَ শব্দ উল্লেখ করেছেন, যেমন উকাইল বলেছেন। ইবনে ইসহাক (র) যুহ্‌রী (র)-এর সূত্রে বলেছেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, হাঁ, তুমি যদি বিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্যে সন্দিহান হও, যতোক্ষণ না বলো, তিনি এ শব্দ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন!

٤٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ دُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ أَبِى الصَّلْتِ وَهذَا لَفْظُ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ وَالاِقْتِصَادِ فِيْ أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُوْنَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوْا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُوْمِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلاَّ قَدْ مَضى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيْلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيْهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِيْ خِلاَفِهَا وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ كَثِيْرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَإِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ فَأَرْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلى عِلْمٍ وَقَفُوْا وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوْا وَلَهُمْ عَلى كَشْفِ الأُمُوْرِ كَانُوْا أَقْوى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوْا فِيْهِ أَوْلى فَإِنْ كَانَ الْهُدى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوْهُمْ إِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّ مَا

حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُوْنَ فَقَدْ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ بِمَا يَكْفِيْ وَوَصَفُوْا مِنْهُ مَا يَشْفِيْ فَمَا دُوْنَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُوْنَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيْمٍ. كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَبِيْرِ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ وَلاَ ابْتَدَعُوْا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثَرًا وَلاَ أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلاَءُ يَتَكَلَّمُوْنَ بِهِ فِيْ كَلاَمِهِمْ وَفِيْ شِعْرِهِمْ يُعَزُّوْنَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ بَعْدُ إِلاَّ شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ وَلاَ حَدِيْثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَتَكَلَّمُوْا بِهِ فِيْ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِيْنًا وَتَسْلِيْمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضْعِيْفًا لأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمْضِ فِيْهِ قَدَرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذلِكَ لَفِيْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوْهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوْهُ. وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللّهُ اٰيَةَ كَذَا وَلِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَأُوْا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوْا مِنْ تَأْوِيْلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوْا بَعْدَ ذلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقْدَرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلاَ نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا نَفْعًا وَّلاَ ضَرًا ثُمَّ رَغِبُوْا بَعْدَ ذلِكَ وَّرَهِبُوْا.

৪৬১২। আবুস্ সালত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর কাছে তাকদীর (নিয়তি) সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লিখে। উত্তরে তিনি লিখেন, অতঃপর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করো, ভারসাম্যপূর্ণভাবে তাঁর হুকুম পালন করো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ করো, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভের ও সংরক্ষিত হওয়ার পর বিদ'আতীদের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করো। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমার কর্তব্য। কেনোনা এ সুন্নাত তোমাদের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে রক্ষাকবজ। তারপর জেনে রাখো! মানুষ এমন কোন বিদ'আত আবিষ্কার করেনি যার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত

হয়নি বা তার বিরুদ্ধে এমন কোন শিক্ষা নেই যা তার ভ্রান্তি প্রমাণ করে। কেনোনা অবশ্যি সুন্নাতকে এমন এক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যিনি সুন্নতের বিপরীত সম্বন্ধে অবগত। আর ইবনে ফাসির তার বর্ণনায়– "তিনি অবগত ছিলেন ভুলত্রুটি, অজ্ঞানতা ও গোঁড়ামি সম্পর্কে" একথাগুলো উল্লেখ করেননি। কাজেই তুমি নিজের জন্য ঐ পথ বেছে নাও যা অবলম্বন করেছেন তোমার পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ তাদের নিজেদের জন্য। কারণ তারা যা জানতে পেরেছেন তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তিক্ষ্ণ দূরদর্শিতার সাথে বিরত রয়েছেন এবং তারা দীনের ব্যাপারসমূহে পারদর্শী ছিলেন, আর যা করতে তারা নিষেধ করেছেন, তা জেনে-শুনেই নিষেধ করেছেন। তারা দীনের অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক মেধাবী ছিলেন। আর তোমাদের মতাদর্শ যদি সঠিক পথ হয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে গেলে। আর যদি তোমরা বলো যে, তারা দীনের মধ্যে নতুন কথা উদ্ভাবন করেছেন তবে বলবো, পূর্বকালের লোকজনই উত্তম ছিলেন এবং তারা এদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। যতোটুকু বর্ণনা করার তা তারা বর্ণনা করেছেন, আর যতোটুকু বলা প্রয়োজন তা তারা বলেছেন। এর অতিরিক্তও কিছু বলার নেই এবং এর কমও বলার নেই। আর এক সম্প্রদায় তাদেরকে উপেক্ষা করে কিছু কমিয়েছে, তারা সঠিক পথ থেকে সরে গেছে, আর যারা বাড়িয়েছে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ ছিলেন এর মাঝামাঝি সঠিক পথের অনুসারী। পত্রে তুমি তাকদীরে বিশ্বাস ও স্বীকার করা সম্পর্কে জানতে চেয়ে (আমাকে) লিখেছো। আল্লাহর কৃপায় তুমি এমন ব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছো যিনি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমার জানামতে, তাকদীরে বিশ্বাসের উপর বিদ'আতীদের নবতর মতবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়; জাহিলিয়াতের সময়ও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। জাহিল বা অজ্ঞ লোকেরা তখনও তাদের আলাপ-আলোচনা ও কবিতায় এ ব্যাপারে উল্লেখ করতো এবং তাদের ব্যর্থতার জন্য তাকদীরকে দায়ী করতো। ইসলাম এসে এ ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করেছে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর মুসলমানগণ তাঁর নিকট সরাসরি শুনেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে পরস্পর আলোচনা করেছে– তারা অন্তরে বিশ্বাস রেখে, তাদের প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণ করে, নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে এ বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর জ্ঞান, কিতাব ও তাকদীর বহির্ভূত। এতদ্ব্যতীত তা আল্লাহর অমোঘ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যদি তোমরা বলো, কেনো আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং কেনো একথা বলেছেন, তবে জেনে রাখো! তারাও কিতাবের ঐসব বিষয় পড়েছেন যা তোমরা পড়ছো; উপরন্তু তারা সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যা তোমরা জানো না। এতদসত্ত্বেও তারা বলেছেন, সবকিছু আল্লাহর কিতাব ও তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে, আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। লাভ বা ক্ষতি কোনো কিছুই আমরা নিজেদের জন্য করতে সক্ষম নই। এরপর তারা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহী ও খারাপ কাজের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থেকেছেন।

٤٦١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لابْنِ عُمَرَ صَدِيْقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَىَّ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالْقَدْرِ.

৪৬১৩। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সিরিয়ায় এক বন্ধু ছিলেন। তিনি তার সাথে পত্র বিনিময় করতেন। তিনি এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠালেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকদীরের কোন বিষয়ে সমালোচনা করছো। কাজেই এখন থেকে তুমি আর আমার কাছে (পত্র) লিখবে না। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাকদীরকে অস্বীকার করবে।

٤٦١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيْدٍ أَخْبِرْنِيْ عَنْ ادَمَ أَلِلسَّمَاءِ خُلِقَ أَمْ لِلأَرْضِ قَالَ لاَ بَلْ لِلأَرْضِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوِ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ. إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ. قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَ يَفْتِنُوْنَ بِضَلاَلَتِهِمْ إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَحِيْمَ.

৪৬১৪। খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সা'ঈদ! আদম (আ) সম্বন্ধে আমাকে বলুন, তাঁকে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না পৃথিবীর জন্য? তিনি বলেন; বরং পৃথিবীর জন্য। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, তিনি যদি নিষ্পাপ থাকতেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল না খেতেন? আরো বলুন! যদি তিনি নিজেকে সংযত রাখতেন তাহলে কি বৃক্ষের ফল না খেয়ে পারতেন? তিনি বললেন, না খেয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। আমি পুনরায় বললাম, আল্লাহ তা'আলার বাণী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন: "তোমরা কেউই কাউকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, কেবল দোযখে প্রবেশকারীকে ব্যতীত" (সূরা আস-সাফ্ফাত : ১৬২-৩)। তিনি (হাসান বসরী) বলেন, আল্লাহ যাদের জন্য

জাহান্নামে প্রবেশকে অবধারিত করে রেখেছেন, শয়তান কেবল তাদেরকেই দোযখে নিতে পারবে।

٤٦١٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ. قَالَ خَلَقَ هٰؤُلاَءِ لِهٰذِهِ وَهٰؤُلاَءِ لِهٰذِهِ.

৪৬১৫। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী "এবং তিনি তাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন" (হূদ : ১১৯)-এর ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বলেন, তিনি (আল্লাহ) এদেরকে (মুমিনদেরকে) এর (বেহেশতের) জন্য এবং এদেরকে (মুনাফিকদেরকে) এজন্য (দোযখের জন্য) সৃষ্টি করেছেন।

٤٦١٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ. إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ. قَالَ إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيْمِ.

৪৬১৬। খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে "তোমরা কেউই কাউকে আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না– কেবল দোযখে প্রবেশকারীকে ব্যতীত" এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, শুধু তাদেরকেই শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারবে যাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাকে আল্লাহ অবধারিত করে দিয়েছেন।

٤٦١٧- حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ لأَنْ يُّسْقَطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّقُوْلَ الأَمْرُ بِيَدِيْ.

৪৬১৭। হুমাইদ (র) বলেন, হাসান বসরী (র) বলতেন, তার আসমান (জান্নাত) থেকে যমীনে পতিত হওয়া এ কথা বলা তার কাছে নিম্নোক্ত কথা বলার তুলনায় উত্তম– 'বিষয়টি আমারই কর্তৃত্বে'।

٤٦١٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِيْ فُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِيْ أَنْ يَّجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعِظُهُمْ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعُوْا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ

اللّه هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّه خَلَقَ اللّهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ قَالَ الرَّجُلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ كَيْفَ يَكْذِبُوْنَ عَلى هذَا الشَّيْخِ.

৪৬১৮। হুমাইদ (র) বলেন, হাসান বসরী (র) বসরা থেকে মক্কায় আমাদের কাছে আগমন করলে মক্কা শরীফের ফকীহগণ আমাকে তার সাথে আলোচনা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশে যেন ওয়ায করেন। তিনি তাতে সম্মত হলে তারা একত্র হলেন এবং তিনি তাদের উদ্দেশে ওয়ায করলেন। আমি তার চেয়ে উত্তম বক্তা আর দেখিনি। এক ব্যক্তি বললো, হে আবু সা'ঈদ! শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি (বিস্মিত কণ্ঠে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে? আল্লাহ শয়তান, ভালো ও মন্দ সবই সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বললো, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! কি করে তারা এ শায়খের উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

٤٦١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ. قَالَ الشِّرْكُ.

৪৬১৯। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী "এভাবে আমি পাপীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি" (সূরা হিজর : ১২)। এর অর্থ হলো- শিরক।

٤٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الصَّيْدِ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ. قَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الإِيْمَانِ.

৪৬২০। হাসান বসরী (র) মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে "তাদের ও এদের বাসনার মধ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে" (সূরা সাবা : ৫৪) তিনি বলেন, তাদের ও ঈমানের মধ্যে।

٤٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسِيْرُ بِالشَّامِ فَنَادَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِيْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْنٍ مَا هذَا الَّذِيْ يَذْكُرُوْنَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكْذِبُوْنَ عَلَى الْحَسَنِ كَثِيْرًا.

৪৬২১। ইবনে 'আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় সফর করছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পিছন থেকে আমাকে ডাক দিলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তিনি রাজা' ইবনে হাইওয়াহ। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু আওন! তারা হাসান বসরী (র) সম্পর্কে এসব কি বলছে! ইবনে আওন বলেন, আমি বললাম, তারা হাসান বসরী (র)-এর উপর অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ দিচ্ছে।

٤٦٢٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوْبَ يَقُوْلُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمٌ الْقَدْرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُنَفِّقُوْا بِذٰلِكَ رَأْيَهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ شَنَانٌ وَبُغْضٌ يَقُوْلُوْنَ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا.

৪৬২২। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি আইউবকে বলতে শুনেছি, দুই ধরনের লোক হাসান বসরী (র)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। প্রথমত: তাকদীর অস্বীকারকারীগণ, তাদের এরূপ মিথ্যা বলার কারণ হলো তাদের ধারণা, এরূপ প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সন্দেহের শিকারে পরিণত করা যাবে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলো তারা যারা তার সম্বন্ধে অন্তরে শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করে। তারা বলে থাকে, তিনি কি এরূপ এরূপ কথা বলেননি?

٤٦٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ يَحْيَى بْنَ كَثِيْرٍ الْعَنْبَرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُوْلُ لَنَا يَا فِتْيَانُ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ.

৪৬২৩। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর আল-আনবারী (র) বলেন, কুররা ইবনে খালিদ (র) আমাদেরকে বলতেন, হে যুবকেরা! তোমরা হাসান বসরী (র) সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করো না যে, তিনি তাকদীর বিরোধী ছিলেন। কেনোনা তার অভিমত (বিশ্বাস) ছিল সুন্নাতের অনুসারী ও সঠিক।

٤٦٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ لَكَتَبْنَا بِرُجُوْعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِ شُهُوْدًا وَلٰكِنَّا قُلْنَا كَلِمَةً خَرَجَتْ لاَ تُحْمَلُ.

৪৬২৪। ইবনে আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা জানতাম যে, হাসান বসরী (র)-এর উক্তি এতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করবে তাহলে অবশ্যি আমরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে একটি কিতাব লিখতাম এবং লোকজনকে সাক্ষী বানাতাম। যাক আমরা একটি কথা বলেছি, এখন কে তা মশহুর করবে।

٤٦٢٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ لِي الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا.

৪৬২৫। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরী (র) আমাকে বলেছেন, আমি আর কখনো এ ধরনের কথা বলবো না।

٤٦٢٦- حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ مَا فَسَّرَ الْحَسَنُ اٰيَةً قَطُّ إِلاَّ عَلَى الإِثْبَاتِ.

৪৬২৬। উসমান আল্-বাত্তী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরী (র) যখন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন, তাকদীরকে প্রমাণ করতেন।

টীকা ঃ তাকদীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিতর্কের উদ্ভব হয় বসরাতে সাহাবায়ে কিরামের যুগের শেষ পর্যায়ে। হাসান বসরী (র) বসরার অধিবাসী হওয়ায় লোকজন সন্দেহ করে যে, তিনিও হয়ত তাকদীরে বিশ্বাসী নন। তাছাড়া তাঁর সহচর ওয়াসিল ইবনে আতা প্রমুখ তাকদীরে অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্যও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তাঁর তাকদীর বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) এখানে অনেকগুলো বর্ণনা এনে তাঁর সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন করেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي التَّفْضِيْلِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ফযীলাত

٤٦٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِيْ بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ.

৪৬২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় বলতাম, আমরা আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ কাউকে গণ্য করবো না। অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, অতঃপর আমরা নবী (সা)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কোনরূপ মর্যাদার তারতম্য করবো না।

٤٦٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ اَفْضَلُ اُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

৪৬২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় বলাবলি করতাম– নবী (সা)-এর পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর (রা), অতঃপর উমার (রা), অতঃপর উসমান (রা)।

٤٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ قَالَ ثُمَّ خَشِيْتُ أَنْ أَقُوْلَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُوْلَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةِ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৪৬২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, আবু বকর (রা)। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেন, তারপর উমার (রা)। রাবী বলেন, তারপর কে তা জিজ্ঞেস করতে শঙ্কিত হলাম। তিনি হয়ত বলতেন, উসমান (রা)। আমি বললাম, হে পিতা! তারপর আপনি? তিনি বলেন, আমি মুসলমানদের মধ্যকারই একজন।

٤٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْفِرْيَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلاَيَةِ مِنْهُمَا فَقَدْ خَطَّأَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ جَمِيْعِهِمْ وَمَا أُرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هٰذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ.

৪৬৩০। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আলী (রা) তাদের দু'জনের তুলনায় খিলাফতের অধিক হকদার ছিলেন, সে আবু বকর (রা), উমার (রা), মুহাজিরগণ ও আনসারগণের ভুল নির্দেশ করলো। আর যে ব্যক্তি এরূপ মত পোষণ করে, তার কোনো আমল আসমানে উত্তোলিত হবে বলে আমি মনে করি না।

٤٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ السَّمَّاكُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

৪৬৩১। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, খলীফাগণের সংখ্যা পাঁচজন: আবু বকর, উমার, উসমান, আলী ও উমার ইবনে আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

بَابٌ فِي الْخُلَفَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ খলীফাগণ সম্পর্কে

٤٦٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ

مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَعَلاَ بِهِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ لَتَدَعَنِّيْ فَلأَعْبُرَنَّهَا فَقَالَ اعْبُرْهَا فَقَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الاِسْلاَمِ وَاَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْاٰنُ لِيْنُهُ وَحَلاَوَتُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ اخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُحَدِّثَنِّيْ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا فَقَالَ أَقْسَمْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِّيْ مَا الَّذِيْ أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْسِمْ.

৪৬৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, এক টুকরা মেঘ থেকে মাখন ও মধু ঝরে পড়ছে এবং আমি আরো দেখলাম যে, লোকজন হাতের মুঠোয় করে তা তুলে নিচ্ছে; তাতে কেউ বেশী নিচ্ছে আবার কেউ কম নিচ্ছে। আর একখানা রশি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখলাম, তা ধরে আপনি উপরে উঠে গেলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তা ধরে উপরের দিকে উঠে গেলেন। এরপর আর এক ব্যক্তি তা ধরে উঠতে লাগলে তা ছিড়ে যায়, তারপর পুনরায় তা জোড়া দেয়া হলে সেও তা দিয়ে উপরে উঠে যায়। আবু বকর (রা) বললেন, আমার

পিতা-মাতার শপথ! আমাকে অনুমতি দিন আমিই এর ব্যাখ্যা করি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি এর ব্যাখ্যা করো। তিনি (আবু বকর রা) বললেন, মেঘ হলো ইসলামের মেঘ, আর মেঘ থেকে যে মধু ও মাখন টপকে পড়ছে তা হলো কুরআনের মাধুর্যতা ও আস্বাদ, আর কম-বেশী গ্রহণ হলো কুরআন থেকে বেশী হেদায়াত গ্রহণ ও কম গ্রহণ করা। আর আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হলো সেই সত্য যার উপর আপনি রয়েছেন এবং এটা ধরেই আল্লাহ আপনাকে উর্ধ্বে উঠাবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠবেন [তিনি হলেন, আবু বকর (রা)]। তারপর আর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরে উঠবেন [তিনি হলেন উমর (রা)]। এরপর আর এক ব্যক্তি তা ধরে উপরের দিকে উঠতেই তা ছিড়ে যাবে, তারপর পুনরায় জুড়ে দেয়া হলে তা ধরে তিনিও উপরে উঠবেন (তিনি হলেন উসমান রা.)। হে আল্লাহর রাসূল! আমি (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) ভুল বলেছি না ঠিক বলেছি বলে দিন। তিনি বললেন, কিছুটা ঠিক হয়েছে এবং কিছুটা ভুল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি শপথ করে বলছি! আমার যা ভুল হয়েছে তা হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অবশ্যি বলে দিন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি শপথ করো না।

টীকা ঃ খুলাফা বহুবচন। একবচনে খলীফা, শব্দটির অর্থ- উত্তরাধিকারী, পরে আগমনকারী, প্রতিনিধি। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিসিক্ত অর্থে মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধানের পদবীরূপে ব্যবহৃত হয়। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফাতু রাসূলিল্লাহ (আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত) বলা হতো। তাঁর পরে উমার (রা)-কে প্রথম প্রথম খলীফাতু খালীফাতি রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহর খলীফার খলীফা) বলা হতে থাকে। কিন্তু হযরত উমার (রা) নিজের জন্য আমীরুল মু'মিনীন পদবী গ্রহণ করেন। খলীফাতু রাসূলিল্লাহ উপাধিটি, যার অর্থ আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, একথাই নির্দেশ করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবুয়াতের বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া যেসব কাজ করতেন এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন তার দায়িত্বভার খলীফার উপর ন্যস্ত হয়। পরবর্তী কালে আব্বাসী যুগে এবং অন্যান্য বাদশাহগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ উপাধি ব্যবহার করেন (অনুবাদক)।

٤٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ.

৪৬৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (সা) ভুল-ত্রুটি তাকে (আবু বকর রা.) অবহিত করতে অসম্মতি জানান।

٤٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا

رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُوْ بَكْرٍ فَرُجِحْتَ أَنْتَ بِأَبِيْ بَكْرٍ وَوُزِنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرُجِحَ أَبُوْ بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرُجِحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَنُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَّةَ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৬৩৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি দেখেছি যে, আসমান থেকে যেনো একখানা নিক্তি নেমে এলো। তাতে আপনাকে এবং আবু বকর (রা)-কে ওজন করা হলো। এতে দেখা গেলো যে, আপনার ওজনই আবু বকর (রা)-র চেয়ে বেশি। অতঃপর আবু বকর ও উমার (রা)-কে ওজন করা হলে দেখা গেলো, আবু বকর (রা)-এর ওজন বেশী হয়েছে। তারপর উমার ও উসমান (রা)-কে ওজন করা হলে উমার (রা)-এর ওজন প্রাধান্য পেলো। অতঃপর নিক্তিটি উপরে তুলে নেয়া হলো। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম।

٤٦٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ.

৪৬৩৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? তারপর উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ নেই। বরং এখানে বর্ণনাকারী বলেন যে, একথা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরক্তি ভাব প্রদর্শন করে বললেন, তুমি যা দেখেছো তার ব্যাখ্যা হলো– নবুয়াতের প্রতিনিধিত্বের পর হলো রাজতন্ত্র; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।

٤٦٣٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيْطَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ. قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلاَةُ هٰذَا الأَمْرِ الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرَو بْنَ اَبَانٍ.

৪৬৩৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমাকে স্বপ্নযোগে এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, উমার (রা) আবু বকর (রা)-এর সাথে এবং উসমান (রা) উমার (রা)-এর সাথে সংযুক্ত রয়েছেন। জাবের (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে উঠে দাঁড়ালাম তখন আমরা বললাম, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর একে অপরের সাথে সংযুক্ত হলো– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁরা তারই অভিভাবক। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসখানি ইউনুস ও শু'আইব (র) বর্ণনা করেছেন, তবে তারা উভয়ে আমর ইবনে আবান (র)-এর উল্লেখ করেননি।

٤٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلْوًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيْفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيْهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ.

৪৬৩৭। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে একটি বালতি আকাশ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। অতঃপর আবু বকর (রা) এসে এর কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরে যৎসামান্য পান করলেন। তারপর উমার (রা) এসে বালতির কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরলেন এবং পেটপুরে পান করলেন। তারপর উসমান (রা) আসলেন এবং এর কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরে মনমত পান করলেন, অতঃপর আলী (রা) এসে তার কাঠের হাতলের দুই প্রান্ত ধরলে তা দোল খেতে থাকে এবং কিছু পানি তা থেকে ছিটকে তার দেহে পড়ে যায়।

٤٦٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ لَتَمْخُرَنَّ الرُّوْمُ الشَّامَ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا لاَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلاَّ دِمَشْقَ وَعَمَّانَ.

৪৬৩৮। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোমানরা (বায়যানটীয় খৃস্টানরা) সিরিয়ায় প্রবেশ করে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে এবং দামিশক ও আম্মান ব্যতীত কোনো স্থানই তাদের থেকে নিরাপদ থাকবে না।

টীকা ঃ শব্দটি 'উমান' হলে তা ইয়ামানের একটি শহর (বর্তমানে ইবাদী নামে খারিজীদের একমাত্র রাষ্ট্র উমান)। আর 'আম্মান' হলে তা সিরিয়ার একটি শহর এবং বর্তমানে জর্দানের রাজধানী (সম্পাদক)।

٤٦٣٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَعْيَسِ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَلْمَانَ يَقُوْلُ سَيَأْتِيْ مَلِكٌ مِنْ مُلُوْكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلاَّ دِمَشْقَ.

৪৬৩৯। আবদুল আযীয ইবনুল 'আলা (র) আবুল আ'য়াস আবদুর রহমান ইবনে সালমান (র)-কে বলতে শুনেছেন, সেদিন বেশী দূরে নয় যখন একজন বিদেশী বাদশাহ দামিশ্‌ক ছাড়া অন্যান্য সকল শহরের উপর বিজয়ী হবে।

٤٦٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بُرْدٌ أَبُو الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمَلاَحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوْطَةُ.

৪৬৪০। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমুল যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সমাবেশ স্থলের নাম হলো গূতা।

টীকা ঃ গূতা হলো সিরিয়ার রাজধানী দামিশ্‌ক-এর নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম (সম্পাদক)।

٤٦٤١- حَدَّثَنَا أَبُوْ ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الاٰيَةَ يَقْرَؤُهَا وَيُفَسِّرُهَا إِذْ قَالَ اللّهُ يعِيْسى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. يُشِيْرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلى أَهْلِ الشَّامِ.

৪৬৪১। 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই উসমান (রা)-এর উদাহরণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর অনুরূপ। অতঃপর তিনি (নিম্নোক্ত) আয়াত পড়ে ব্যাখ্যা করলেন (অনুবাদ): "যখন আল্লাহ্ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে আনবো। তোমাকে যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের সংশ্রব, সাহচার্য ও তাদের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে তোমাকে পবিত্র করবো" (সূরা আল ইমরান : ৫৫) এবং সে তার হাতের মাধ্যমে আমাদের সিরিয়াবাসীদের দিকে ইঙ্গিত করছিলো।

٤٦٤٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُمْ فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ أَمْ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَيَّ أَلاَّ أُصَلِّيَ خَلْفَكَ صَلاَةً أَبَدًا وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لأُجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ. زَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِى الْجَمَاجِمِ حَتَّى قُتِلَ.

৪৬৪২। রবী' ইবনে খালিদ আদ-দাব্বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে তার ভাষণে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো প্রয়োজনে প্রেরিত দূত তার নিকট বেশী সম্মানিত না তার পরিবারের মধ্যে তার প্রতিনিধি? একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমার এখন কর্তব্য হলো- তোমার পিছনে কখনো নামায না পড়া। আর আমি যদি এমন কোন দল পাই যারা তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তবে আমিও তাদের সাথে সংগ্রাম করবো। ইসহাক (র) তার হাদীসে আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, জামাজিম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন।

টীকা ঃ জামাজিম শব্দটি জুমজুমাহ শব্দের বহুবচন, অর্থ মাথার খুলি। দায়রুল জামাজিম ইরাকের একটি স্থানের নাম। এখানে আবদুর রহমান ইবনুল আশআছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হন। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত (কুররা) শহীদ হন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিল উমায়্যা রাজত্বের এক স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও নির্মম খুনী গভর্নর। উমায়্যাদের স্বার্থ রক্ষায় মানুষের জীবন ছিল তার কাছে পশুর চেয়েও তুচ্ছ। নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহ্র বার্তাবাহক, আর খলীফা হলো তার প্রতিনিধি। সাধারণত বার্তাবাহকের তুলনায় প্রতিনিধির মর্যাদা অধিক। মনে হয় হাজ্জাজ বুঝাতে চেয়েছে যে, উমায়্যা শাসক হলো নবীর প্রতিনিধি, আর নবী হলেন একজন বার্তাবাহক মাত্র। অতএব নবীর চেয়ে প্রতিনিধির মর্যাদা অধিক (নাঊযু বিল্লাহ)। এজন্যই আর-রাবী' ইবনে খালিদ মনে মনে হাদীসে উক্ত মন্তব্য করেছেন (সম্পাদক)।

٤٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْحَجَّاجَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيْهَا مَثْنَوِيَّةٌ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا لَيْسَ فِيْهَا مَثْنَوِيَّةٌ لأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللّٰهِ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْ بَابٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوْا مِنْ بَابٍ اخَرَ لَحَلَّتْ لِيْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللّٰهِ لَوْ أَخَذْتُ رَبِيْعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذٰلِكَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ حَلاَلٌ وَيَا عَذِيْرِيْ مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا هِيَ إِلاَّ رَجَزٌ مِّنْ رَجَزِ الأَعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَذِيْرِيْ مِنْ هٰذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِيْ بِالْحَجَرِ فَيَقُوْلُ إِلَى أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَوَاللّٰهِ لأَدَعَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الدَّابِرِ. قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِلأَعْمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللّٰهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

৪৬৪৩। 'আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় করো– এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। আর আমিরুল মু'মিনীন আবদুল মালেকের (নির্দেশ) শ্রবণ করো এবং অনুসরণ করো, এতেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহর শপথ! আমি লোকদেরকে যদি মসজিদের এক দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেই এবং তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তাহলে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল (তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা আমার জন্য বৈধ)। আল্লাহর শপথ! যদি আমি রাবী'আ গোত্রকে মুদার গোত্রের অপরাধের জন্য শাস্তি দেই এটাও আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ বলে গণ্য হবে। কে ওজর পেশ করবে আমার নিকট আবদে হুযাইল (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)-এর পক্ষ থেকে, সে মনে করে যে, সে যেভাবে কুরআন পড়ে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্‌র শপথ! তা তো বেদুঈনদের সঙ্গীতমালার মধ্যকার সঙ্গীতমাত্র। তা আল্লাহ তার নবীর উপর নাযিল করেননি। অনারব লোকদের পক্ষ থেকে কে আমার নিকট ওজরখাহি করবে। তাদের মধ্যকার কেউ পাথর নিক্ষেপ করে (বিশৃংখলা সৃষ্টি করে), অতঃপর বলে, দেখো! এই পাথর কতো দূর গিয়ে পৌঁছে। সে একটি নতুন ঘটনার জন্ম দিলো। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে গতকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিবো। রাবী বলেন, আমি কথাগুলো আল-আ'মাশ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও তাকে কথাগুলো বলতে শুনেছি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) স্বহস্তে কুরআন মজীদের কপি তৈরি করেন এবং লোকজনকেও তা থেকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু হযরত উসমান (রা)-র নির্দেশে সংকলিত কপি অনুসরণ করতেন না। এজন্য হাজ্জাজ বিদ্বেষবশত তাঁর কপিকে খাঁটি মনে করতো না এবং তাঁর

সমালোচনা করতো। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) যে চারজন সাহাবীর নিকট থেকে লোকজনকে কুরআন শিক্ষা করতে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। হাজ্জাজ তাঁর এতোই বিদ্বেষী ছিল যে, সে তার কুরআন পাঠকে বেদুঈনদের সঙ্গীততুল্য বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি (সম্পাদক)।

٤٦٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ هذِهِ الْحَمْرَاءُ هَبْرٌ هَبْرٌ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَدْ قَرَعْتُ عَصًا بِعَصًا لأَذَرَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِي الْمَوَالِيَ.

৪৬৪৪। আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, এসব অনারব মাওয়ালী (মুক্তদাসগণের বংশধর) হত্যা ও টুকরা টুকরা করে দেয়ার যোগ্য। আল্লাহর শপথ! আমি যদি লাঠির উপর লাঠি মারি (চরম আঘাত হানি) তাহলে তাদেরকে গত কালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিবো।

٤٦٤٥- حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ قَالَ جَمَّعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللَّهِ وَصَفِيِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ لَوْ أَخَذْتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْحَمْرَاءِ.

৪৬৪৫। সুলায়মান আল্-আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজের সাথে জুমুআর নামায আদায় করলাম। সে ভাষণ দিলো...অতঃপর বর্ণনাকারী আবূ বকর ইবনে আইয়াশের হাদীস উল্লেখ করেন। সে ভাষণে বলে, তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ও বন্ধু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কথা শ্রবণ করো ও অনুসরণ করো। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উদ্ধৃত করেন। সে বললো, আমি যদি রাবীআ গোত্রকে মুদার গোত্রের অপরাধে পাকড়াও করি। কিন্তু বর্ণনাকারী এখানে অনারবদের ঘটনাটি উল্লেখ করেননি।

খিলাফত ৩০ বছর

٤٦٤٦- حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعُمَرَ عَشْرًا وَعُثْمَانَ اثْنَيْ عَشْرَ وَعَلِيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ

هؤُلاَءِ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ عَلِيًا لَمْ يَكُنْ بِخَلِيْفَةٍ قَالَ كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنِى الزَّرْقَاءِ يَعْنِيْ بَنِيْ مَرْوَانَ ح.

৪৬৪৬। সাফীনাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নবুয়াতের ভিত্তিতে পরিচালিত খেলাফত ত্রিশ বছর অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর পরে তাঁর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ত্রিশ বছর কাল অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহর যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন। সা'ঈদ (র) বলেন, আমাকে সাফীনাহ (রা) বলেছেন, হিসেব করো, আবু বকর (রা) দুই বছর, উমার (রা) দশ বছর, উসমান (রা) বারো বছর ও আলী (রা) এতো বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। সা'ঈদ (র) বলেন, আমি সাফীনাহ (রা)-কে বললাম, এরা (মারওয়ানের বংশধরগণ) ধারণা পোষণ করে যে, আলী (রা) খলীফা ছিলেন না। তিনি বলেন, বনী যারকা অর্থাৎ মারওয়ানের বংশধরগণ মিথ্যা বলেছে।

٤٦٤٧- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ الْمَعْنَى جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ.

৪৬৪৭। সাফীনাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নবুয়াতের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ত্রিশ বছর পরিচালিত হবে। অতঃপর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন।

জান্নাতী দশ সাহাবী

٤٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيْسَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ وَسُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ ذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلاً فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فُلاَنٌ إِلَى الْكُوْفَةِ أَقَامَ فُلاَنٌ خَطِيْبًا فَأَخَذَ بِيَدِيْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَلاَ تَرَى إِلَى هٰذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ أَيْثَمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ اثَمْ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِرَاءٍ اُثْبُتْ حِرَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ قُلْتُ وَمَنِ التِّسْعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنِ الْعَاشِرُ فَتَلَكَّأَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ أَنَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

৪৬৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে যালিম আল্-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রা) বলেছেন এবং আমি শুনেছি, অমুক ব্যক্তি (মুয়াবিয়া রা.) যখন কুফায় আসলেন তখন অমুকে (মুগীরা ইবনে শো'বা রা.) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন [(তার খুৎবায় আলী (রা)-এর মর্যাদার পরিপন্থী উক্তি থাকায়] সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) আমার হাত ধরে বললেন, এ যালেম তার খুৎবায় কি বলছে তুমি কি লক্ষ করছো না? তারপর তিনি নয় ব্যক্তির জান্নাতবাসী হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন এবং আরো বললেন, আমি যদি দশম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করি তাতে আমি গুনাহগার হবো না। আবদুল্লাহ ইবনে যালিম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই নয়জন কে কে? তিনি (সাঈদ রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়টিকে কাঁপতে দেখে বললেন, ওহে হেরা স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং একজন শহীদ অবস্থান করছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সেই নয়জন কে কে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)। আমি আবার বললাম, দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি কিছু সময় চুপ থেকে অবশেষে বললেন, আমি। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-আশজা'ঈ (র) হাদীসটি সুফিয়ান-মানসূর-হেলাল ইবনে ইয়াসাফ-ইবনে হায়্যান-আবদুল্লাহ ইবনে যালিম (র) সূত্রে একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٦٤٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ ابْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا فَقَامَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّيْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ

وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنُ مَالِكٍ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ. قَالَ فَقَالُوْا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ. قَالَ فَقَالُوْا مَنْ هُوَ قَالَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ.

৪৬৪৯। আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে অবস্থানরত থাকতে এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর (প্রসঙ্গে) সমালোচনা করলে সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দশ ব্যক্তি বেহেশতের অধিবাসী হবে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতে প্রবেশ করবেন, আবু বকর (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, উমার (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, উসমান (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, আলী (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, তালহা (রা) বেহেশতে প্রবেশ করবেন, যুবাইর ইবনুল আওয়াম বেহেশতের অধিবাসী, সা'দ ইবনে মালেক (রা) বেহেশতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ বেহেশতী, আমি (সাঈদ) ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা (সাহাবাগণ) বললেন, তিনি কে? কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় তারা বললেন, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হলেন (স্বয়ং আমি) সা'ঈদ ইবনে যায়েদ।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে নয়জন সাহাবীর নাম উক্ত হয়েছে। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র নাম উক্ত হয়নি। অন্য হাদীসে তাঁর নাম উল্লেখ আছে (সম্পাদক)।

٤٦٥٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلاَنٍ فِيْ مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوْفَةِ فَجَاءَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيْرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيْدٌ مَنْ يَّسُبُّ هذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا. قَالَ لاَ أَرَى أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّوْنَ عِنْدَكَ ثُمَّ لاَ تُنْكِرُ وَلاَ تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَإِنِّيْ لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُوْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلُنِيْ عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيْتُهُ أَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُّ فِيْهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوْحٍ.

৪৬৫০। রিয়াহ (রাবাহ?) ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অমুক ব্যক্তির (মুগীরা ইবনে শো'বা) কাছে কুফার মসজিদে বসা ছিলাম এবং তার কাছে কুফার লোকজনও উপস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) আসলে তিনি তাকে সাদর সম্ভাষণ ও সালাম জানিয়ে খাটের উপর নিজের পায়ের কাছে বসালেন। অতঃপর কায়েস ইবনে আলকামা নামক কুফাবাসী এক ব্যক্তি আসলো এবং তিনি তাকেও অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সে গালাগালি করতে লাগলো। সা'ঈদ (রা) বললেন, এ ব্যক্তি কাকে গালি দিচ্ছে? তিনি বললেন, সে আলী (রা)-কে গালি দিচ্ছে। তিনি (সা'ঈদ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীকে আপনার সম্মুখে গালাগালি করছে অথচ আপনি তাকে নিষেধও করছেন না আর থামাচ্ছেনও না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমি তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি করা থেকে মুক্ত যা তিনি বলেননি, অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হবে তখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন– আবু বকর (রা) বেহেশতী, উমার (রা) বেহেশতী, রাবী অতঃপর অনুরূপ অর্থবহ হাদীসখানা বললেন। তারপর তিনি বললেন, তাদের কোনো একজনের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ, যে সাহচর্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না তাও তোমাদের কোনো ব্যক্তির সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম, যদিও সে নূহ (আ)-এর মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করে।

٤٦٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنٰى قَالاَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا فَتَبِعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ.

৪৬৫১। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের উপর উঠলেন। অতঃপর আবু বকর, উমার ও উসমান (রা) তাঁর অনুসরণ করলেন। পাহাড় কাঁপতে থাকলে আল্লাহর নবী (সা) একে পদাঘাত করে বললেন, "উহুদ স্থির হও! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক (আবু বকর) ও দু'জন শহীদ (উমার ও উসমান) রয়েছেন।

٤٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ

حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

৪৬৫২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা গাছের নিচে (বায়'আতে রিদওয়ানে) শপথ গ্রহণ করেছে তাদের কেউ দোযখে প্রবেশ করবে না।

٤٦٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيْزُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسَى فَلَعَلَّ اللّٰهَ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ اِطَّلَعَ اللّٰهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

৪৬৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এবং রাবী মূসার বর্ণনায় আছে, "আশা করা যায় যে আল্লাহ তা'আলা" এবং রাবী ইবনে সিনান (র)-এর বর্ণনায় আছে– আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে অবহিত করে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

٤٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَأَتَاهُ يَعْنِيْ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ.

৪৬৫৪। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার যমানায় রওয়ানা হলেন। অতঃপর রাবী হাদীসখানা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তখন উরওয়া ইবনে মাস'উদ এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে লাগলো। কথোপকথন চলাকালে সে বরাবর তাঁর

দাড়ি মুবারকে হাত লাগায় আর মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মাথার) কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার হাতে তরবারি ও মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তিনি তার হাতে তরবারির হাতল দিয়ে আঘাত করে বললেন, তোমার হাত তাঁর দাড়ি থেকে সরিয়ে নাও। উরওয়া মাথা তুলে বললো, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হলেন মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)।

٤٦٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِيْ تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِيْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ مَعَكَ حَتّٰى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ.

৪৬৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আমার হাত ধরে আমার উম্মত বেহেশতের যে দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করবে তা দেখালেন। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একান্ত বাসনা যে, আমি তা দেখা পর্যন্ত আপনার সাথে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে সে তুমিই।

٤٦٥٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْأَقْرَعِ مُؤَذِّنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِيْ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفِّ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهَلْ تَجِدُنِيْ فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِيْ قَالَ أَجِدُكَ قَرْنًا قَالَ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيْدٌ أَمِيْنٌ شَدِيْدٌ. قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِيْ يَجِيْءُ مِنْ بَعْدِيْ فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيْفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْثِرُ قَرَابَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَرْحَمُ اللّٰهُ عُثْمَانَ ثَلَاثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِيْ بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدَاءَ حَدِيْدٍ. قَالَ فَوَضَعَ عُمَرُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ. فَقَالَ

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّهُ خَلِيْفَةٌ صَالِحٌ وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ حِيْنَ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُوْلٌ وَالدَّمُ مُهْرَاقٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّفْرُ النَّتْنُ.

৪৬৫৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুয়ায্যিন আকরা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বিশপ (খৃস্টানদের ধর্মগুরু)-এর কাছে পাঠালেন। আমি তাকে ডেকে আনলাম। উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি আমার সম্পর্কে কোনো কিছু কিতাবে দেখতে পাও কি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আমাকে কিভাবে পাও। তিনি বললেন, আমি আপনাকে দুর্গ হিসেবে পাই। রাবী বলেন, তার উপর চাবুক তুলে তিনি (উমার) বললেন, দুর্গ মানে? সে বললো, একটি লৌহ দুর্গ ও কঠোর আস্থাভাজন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমার পরে যিনি আসবেন তাকে তুমি কেমন পাচ্ছো? তিনি বললেন, আমি তাকে পুণ্যবান খলীফা হিসেবে পাচ্ছি, তবে তিনি আত্মীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। উমার (রা) তিনবার বললেন, আল্লাহ্ উসমানের উপর দয়া করুন। তারপর তিনি (উমার রা.) বললেন, তারপর যিনি আসবেন তাকে কেমন পাচ্ছো? বিশপ বলেন, তাঁকে লোহার মরিচা হিসেবে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর উমার (রা) তার হাত তার মাথায় রেখে বলেন, হে দুর্গন্ধ, হে দুর্গন্ধ! বিশপ বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা, কিন্তু যখন তাকে খলীফা নির্বাচন করা হবে তখন তরবারি কোষমুক্ত অবস্থায় থাকবে এবং হানাহানি চলবে।

بَابُ فِيْ فَضْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নবী (সা)-এর সাহাবীগণের ফযীলাত

٤٦٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْ بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَفْشُوْا فِيْهِمُ السِّمَنُ.

৪৬৫৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারা যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি, অতঃপর যারা তাদের (সাহাবাদের) সাথে সংলগ্ন, তারপর যারা তাদের সাথে সংলগ্ন। আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি তৃতীয় স্তরটি উল্লেখ করেছেন কিনা।

তারপর এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষী হিসেবে তাদেরকে না ডাকা হলেও সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করে তা পূর্ণ করবে না। তারা আত্মসাৎ করবে এবং আমানতদার হবে না। আর তাদের মধ্যে মেদ-ভুঁড়ি প্রকাশ পাবে।

টীকা ঃ সাহাবা শব্দের অর্থ সহচর। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটির অর্থ নবী (সা)-এর সহচরগণ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ সীমাবদ্ধ ছিল, তখন শুধু যারা মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে এসেছেন তাদেরকেই সাহাবা বলা হতো। পরবর্তী কালে সাহাবার সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে এবং যারা তাঁকে সল্প সময়ের জন্য বা বাল্যকালে দেখেছেন, তারাও সাহাবা নামে খ্যাত। যেমন- আমের ইবনে ওয়াসিল আল-কিনানী, তাঁকে সর্বশেষ সাহাবী বলা হয়। তিনি শুধু শিশুকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছিলেন। সাহাবীর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো– যিনি মুসলমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ আরবী "তাবিউন" শব্দের অর্থ অনুসরণকারী। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেছেন তাদেরকে তাবিঈ বলা হয়। তাবিঈ তারা যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পরবর্তী যুগের লোক অথবা যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কোন সাহাবীর সাথে পরিচিত ছিলেন। আর যারা তাবিঈগণের সাহচর্য লাভ করেছেন তাদেরকে তাবে তাবিঈন বলা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের ভর্ৎসনা করা নিষেধ

٤٦٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৪৬৫৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তবে তা তাদের কোনো একজনের এক মুদ্দ (প্রায় চৌদ্দ ছটাক) বা অর্ধ মুদ্দ ব্যয়ের সমানও হবে না।

٤٦٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ قُرَّةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لأُنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِى الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِّمَّنْ سَمِعَ ذلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُوْنَ سَلْمَانَ وَيَذْكُرُوْنَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ فَيَقُوْلُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُ فَيَرْجِعُوْنَ إِلى حُذَيْفَةَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَّقَكَ وَلاَ كَذَّبَكَ فَأَتى حُذَيْفَةُ سَلْمَانَ وَهُوَ فِيْ مَبْقَلَةٍ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِيْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُوْلُ فِى الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَيَرْضى فَيَقُوْلُ فى الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِيْ حَتّى تُوَرِّثَ رِجَالاً حُبَّ رِجَالٍ وَرِجَالاً بُغْضَ رِجَالٍ وَحَتّى تُوْقِعَ اِخْتِلاَفًا وَفُرْقَةً وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ سَبَبْتُهُ سَبَّةً أَوْ لَعَنْتَهُ لَعْنَةً فِيْ غَضَبِيْ فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ ادَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُوْنَ وَإِنَّمَا بَعَثَنِيْ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لأَكْتُبَنَّ إِلى عُمَرَ فَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ بِرِجَالٍ فَكَفَّرَ يَمِيْنَهُ وَلَمْ يَكْتُبْ إِلى عُمَرَ وَكَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَبْلُ وَبَعْدُ كُلُّهُ جَائِزٌ.

৪৬৫৯। 'আমর ইবনে আবু কুর্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে অবস্থানকালে এমন কিছু কথা উল্লেখ করেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্য থেকে কোনো কোনো ব্যক্তিকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় বলেছিলেন। হুযায়ফা (রা)-এর কথাগুলো যারা শুনেছিলেন, তাদের কেউ কেউ এসে সালমান (রা)-র কাছে হুযায়ফা (রা)-এর বক্তব্যের বিবরণী পেশ করলে সালমান (রা) বলেন, হুযায়ফা (রা) যা বলেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। অতঃপর তারা হুযায়ফা (রা)-র কাছে ফিরে এসে বললেন, আমরা সালমান (রা)-র নিকট আপনার কথাগুলো বলেছি কিন্তু তিনি আপনার কথার সমর্থন বা অসমর্থন কোনোটাই করেননি। তারপর হুযায়ফা (রা) সালমান (রা)-এর সাথে সব্‌জি বাগানে সাক্ষাত করে বলেন, হে সালমান! যে কথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি তার সমর্থন ও সত্যতা জ্ঞাপনে তোমাকে কোন বস্তু বিরত রেখেছে? সালমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলে তাঁর সাহাবীদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে কিছু (ক্রোধ

সূচক) কথা বলতেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কারো উপর সন্তুষ্ট হয়ে সন্তোষসূচক কিছু কথা বলতেন। যদি তুমি এ বিষয়গুলোর উল্লেখ থেকে বিরত না থাকো, তাহলে তুমি (তোমার এ ভূমিকা) অনেক লোককে পরস্পর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ করবে আর এক দলকে পরস্পর মনমালিন্য ও অসন্তোষে নিক্ষেপ করবে, ফলে মতভেদ ও দলাদলির সৃষ্টি হবে। তুমি জানো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেছেন, আমার উম্মতের যাকে আমি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মন্দ বলি বা অভিশাপ দেই, কেননা আদম সন্তান হিসেবে আমিও তাদের মতো অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি। তিনি আমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য করুণার আঁধার করে প্রেরণ করেছেন। হে আল্লাহ! আমার গালি ও অভিশাপকে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রহমতে পরিণত করো। আল্লাহর শপথ! যদি তুমি বিরত না থাকো তাহলে আমি অবশ্যি উমার (রা)-কে (ব্যাপারটি) লিখে পাঠাবো। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হলে তিনি তার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিলেন, উমার (রা)-কে চিঠি লিখেননি এবং শপথ ভঙ্গের আগেই কাফ্ফারা দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, শপথ ভঙ্গের আগে বা পরে (কাফ্ফারা আদায়) উভয়টিই জায়েয।

بَابٌ فِيْ اِسْتِخْلاَفِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আবু বকর (রা)-র খেলাফত লাভ প্রসঙ্গে

٤٦٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتُعِزَّ بِرَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ دَعَاهُ بِلاَلٌ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا مَنْ يُصَلِّىْ لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِى النَّاسِ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلاً مُجْهِرًا قَالَ فَأَيْنَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْبَى اللّهُ ذلِكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَأْبَى اللّهُ ذلِكَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

৪৬৬০। আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যখন মারাত্মক রূপ ধারণ করলো তখন আমি মুসলমানদের একটি দলের সাথে তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলে তিনি বললেন, "লোকদেরকে নামায পড়াতে তোমরা কাউকে নির্দেশ দাও। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আহ্ (রা) বেরিয়ে এসে দেখলেন লোকদের মধ্যে উমার (রা) উপস্থিত আছেন, কিন্তু আবু বকর (রা) অনুপস্থিত। আমি বললাম, হে উমার! আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ান (ইমামতি করুন)। অতএব তিনি সামনে আসলেন এবং তাকবীর তাহরীমা বললেন। উমার (রা) উচ্চস্বরসম্পন্ন হওয়ায় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শব্দ শুনতে পেলেন তখন বললেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ ও মুসলমানগণ একে (আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে ইমামতির জন্য দেয়াকে) অপছন্দ করেন। তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ ও মুসলমানগণ এটা অপছন্দ করেন। অতএব আবু বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠানো হলো, কিন্তু তিনি উমার (রা)-এর ঐ ওয়াক্তের নামায পড়ানোর পরে উপস্থিত হলেন এবং এরপর থেকে তিনি লোকদের নামাযে ইমামতি করতে থাকেন।

٤٦٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ بِهذَا الْخَبَرِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ لاَ لا لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَقُولُ ذلِكَ مُغْضَبًا.

৪৬৬১। 'উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। এ হাদীসখানা সম্পর্কে তাকে আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আহ্ (রা) অবহিত করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-র কণ্ঠস্বর শোনার সাথে উঠে এসে তাঁর হুজরা থেকে মাথা বের করে ক্রোধের সাথে বললেন, না, না, না; আবু কুহাফার পুত্র যেনো লোকজনের নামাযে ইমামতি করে।

بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلاَمِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সমাজে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা চলাকালে বাকসংযমী হওয়ার নির্দেশ

٤٦٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ

بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي. وَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ.

৪৬৬২। আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে বললেন, আমার এ ছেলে (নাতি) নেতা হবে। আর আমি কামনা করি, আল্লাহ তার মাধ্যমে আমার উম্মতের দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন। হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, আশা করি আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের বৃহৎ দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাবেন।

٤٦٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلاَّ أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ.

৪৬৬৩। মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) ছাড়া অন্যান্য সকল লোকের (ব্যাপারেই) গোলযোগ ও হাঙ্গামার শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাঙ্গামা ও গণ্ডগোল তোমার (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

٤٦٦٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلاً لاَ تَضُرُّهُ الْفِتَنُ شَيْئًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوْبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيْدُ أَنْ يَّشْتَمِلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَنْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ.

৪৬৬৪। সা'লাবা ইবনে দুবায়'আহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-র কাছে গেলে তিনি বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনি, সংঘাত বা গোলযোগ যার কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা হয়ে একটি তাঁবু খাটানো দেখতে পেলাম এবং তার মধ্যে ঢুকে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সাক্ষাত পেলাম। আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি চাই না যে, তোমাদের শহরগুলোর মধ্যে কোন শহর আমাকে ঘিরে ধরবে (বসবাস করবো), যাবত না সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান হয়।

٤٦٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِيِّ بِمَعْنَاهُ.

৪৬৫৫। দুবায়'আহ ইবনে হুসাইন আস-ছা'লাবী (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٦٦٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيْرِكَ هٰذَا أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ قَالَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لٰكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ.

৪৬৬৬। কায়েস ইবনে উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম, আপনার এ সফর (মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) কি আপনার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো, না আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি এরকম কোনো নির্দেশ দেননি, বরং এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মোতাবেক।

٤٦٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

৪৬৬৭। আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুসলমানদের মধ্যে কলহ-বিবাদ চলাকালে একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে। [অর্থাৎ আলী ও মুয়াবিয়া (রা)-এর দুই দলে বিভক্ত হওয়ার সময় খারিজীরা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে]। যারা সত্যের নিকটতর তারা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

بَابٌ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নবীগণের (আ) মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করা

٤٦٦٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

৪৬৬৮। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।

٤٦٦٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَتَمُّ.

৪৬৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহূদী বললো, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। তখন এক মুসলমান তার হাত তুলে ইহুদীর মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করে। ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আমাকে মূসা আলাইহিস্ সালামের উপর অধিক মর্যাদা দিও না। কেনোনা (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ মূর্ছা যাবে। সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাবো। আর তখন মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে থাকবেন। আমি জানি না, মূসা (আ) মূর্ছা গিয়ে আমার আগে হুঁশ ফিরে পাবেন, না তিনি মূর্ছা যাবেন না অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ ব্যতিক্রম করবেন তিনি তাদের একজন কিনা। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়ার হাদীস অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

٤٦٧٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

৪৬৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি আদম সন্তানের নেতা এবং আমাকেই সর্বপ্রথম কবর থেকে তোলা হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

٤٦٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

৪৬৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির একথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মাত্তার (আ) চেয়ে উত্তম।

٤٦٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

৪৬৭২। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: কোনো নবীর একথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার (আ) চেয়ে উত্তম।

٤٦٧٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৪৬৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, ওহে সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তিনি তো ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

٤٦٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشُّعَيْرِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لاَ وَمَا أَدْرِي أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ.

৪৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার জানা নেই যে, তুব্বা' অভিশপ্ত কিনা এবং আমার জানা নেই যে, উযায়ের নবী কি না।

টীকা ঃ ইমাম হাকেম (র)-এর বর্ণনায় উক্ত হাদীসে আরো আছে: যুল-কারনায়ন নবী কিনা তা আমি জানি না। হদ্দ সংশ্লিষ্ট গুনাহের কাফফারার ব্যবস্থা আছে কিনা তা আমি জানি না (সম্পাদক)।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস তুব্বা' সম্প্রদায় ও উযায়ের সম্বন্ধে নবী (সা) তাঁর কাছে ওহী আসার পূর্বে একথা বলেছেন। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, তুব্বা'কে গালি দিও না। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উয়াযের (আ) নবী ছিলেন কিনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের দ্বিমত আছে (সম্পাদক)।

٤٦٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

৪৬৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি আত্মীয়তায় মরিয়ম (আ)-এর পুত্র ঈসা (আ)-এর নিকটতর। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নবী নেই।

بَابٌ فِي رَدِّ الإِرْجَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মুরজিয়া সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত

٤٦٧٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهَ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ.

৪৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই" এ ঘোষণাটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাধারণটি হলো জনপথ থেকে হাড় (কষ্টদায়ক বস্তু) অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ ঈমানের একটি শাখা।

٤٦٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الإِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ.

৪৬৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল–এর সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। এছাড়া তোমরা গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা দিবে।

٤٦٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

৪৬৭৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বান্দা ও কুফর (অবিশ্বাস)-এর মধ্যে (সীমারেখা) হলো নামায ত্যাগ করা।

টীকা ঃ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমেই ঈমানদার মুসলমান ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য

মৌলিক ইবাদত অনুষ্ঠিত হয় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে, অহরহ নয়। আল্লাহর বাণী : وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "তোমরা নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" (সূরা রূম : ৩১)।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"তাদের পরে এলো এক অপদার্থ গোষ্ঠী, তারা নামাযকে ধ্বংস (ত্যাগ) করলো এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হলো। অতএব তারা অচিরেই খারাপ কাজের শাস্তিকে প্রতিফল হবে" (সূরা মারয়াম : ৫৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

"নামায হলো দীনের স্তম্ভ। অতএব যে ব্যক্তি একে (নামায বা সালাতকে) কায়েম রাখলো সে দীনকে কায়েম রাখলো। আর যে ব্যক্তি একে ধ্বসিয়ে দিলো সে দীনকে ধ্বংস করলো" (সহীহ বুখারী)।

চিন্তা করুন, নামায ইসলাম ধর্মের কতো গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত। যে ব্যক্তি নামায পড়লো সে তার ধর্মকে অটুট রাখলো। আর যে ব্যক্তি বেনামাযী হলো সে তার ধর্মকে ধ্বংস করে দিলো। যে ব্যক্তি নিজ ধর্মকে ধ্বংস করে সে কি মুসলমান! অতএব নামাযের প্রতি অমনোযোগী, উদাসীন ও অবহেলাকারীরা যেনো সাবধান হয় (সম্পাদক)।

باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের দলীল

٤٦٧٩- حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بالذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.

৪৬৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে নিবিষ্ট হলেন (কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায পড়া আরম্ভ করলেন), তখন তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়া অবস্থায় মারা গেছে তাদের অবস্থা কি হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "আল্লাহ তোমাদের ঈমান (নামায) বিনষ্ট করবেন না" (সূরা বাকারা : ১৪৩)।

٤٦٨٠- حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ.

৪৬৮১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তিরা ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার।

٤٦٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلاَ دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّي.

৪৬৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নারীদের) বললেন: বুদ্ধি ও দীনদারীতে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান পুরুষকে হতভম্ব করে দেয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের (নারী জাতির) কোন একজনের চেয়ে অধিক পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখিনি। এক মহিলা বললেন, বুদ্ধি ও দীনের অপূর্ণতা কি? তিনি বললেন, বুদ্ধির অপূর্ণতা হলো- দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের অপূর্ণতা হলো- তোমাদের কেউ কেউ রমযানের রোযা ভঙ্গ করে থাকে আর একাধারে কিছুদিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকে।

٤٦٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

৪৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঈমানে পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।

٤٦٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا فَقُلْتُ أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي

لأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ.

৪৬৮৩। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মালামাল বণ্টন করছিলেন। আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করলাম যে, অমুক ব্যক্তিকে দিন, কেননা সে মু'মিন। তিনি বললেন, অথবা মুসলমান। আমি ঐ ব্যক্তিকে কোন অনুদান দেয়ার চেয়ে সেই সব লোকদেরকে দেয়া পছন্দ করি যাদেরকে না দিলে (মুরতাদ হয়ে যাবে) পরিণামে তাকে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে টেনে নেয়া হবে (জাহান্নামে যাবে)।

٤٦٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

৪৬৮৪। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে তার পিতার বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক লোককে দিলেন এবং কিছু সংখ্যক লোককে কিছুই দিলেন না। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুককে দিলেন অথচ অমুক অমুককে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও দিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অথবা মুসলমান। এভাবে সা'দ (রা) তিনবার বললেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলতে থাকলেন: অথবা মুসলমান। অতঃপর তিনি বলেন: আমি এমন সব লোককে দিয়ে থাকি এবং তাদের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় লোকদেরকে বঞ্চিত করে থাকি– এই ভয়ে যে, যদি না দেয়া হয় তাহলে (তারা মুরতাদ হয়ে যাবে এবং পরিণামে) তাদেরকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

٤٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. قَالَ نَرَى أَنَّ الإِسْلاَمَ الْكَلِمَةُ وَالإِيمَانَ الْعَمَلُ.

৪৬৮৫। মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এবং যুহরী (র) বলেছেন, আল্লাহর বাণী: "(হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" (সূরা হুজুরাত : ১৪)। এর তাৎপর্য আমরা বুঝেছি ইসলাম হলো কলেমা শাহাদাত আর ঈমান হলো আমল করা।

٤٦٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪৬৮৬। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: আমার পরে তোমরা হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পুনরায় কাফের হয়ে যেও না।

٤٦٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلاَّ كَانَ هُوَ الْكَافِرُ.

৪৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমানকে কাফের বলে, সে যদি কাফির না হয় তাহলে সে-ই কাফের।

٤٦٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

৪৬৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোনটি পাওয়া যায়, পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তার ভিতরে

মুনাফিকের একটি স্বভাব আছে। উক্ত চারটি কু-স্বভাব হলো সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, যখন প্রতিজ্ঞা করে প্রতারণা করে এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল কথা বলে।

٤٦٨٩- حدثنا أبو صالح الأنطاكي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد.

৪৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময় অবস্থায় ঈমানদার থাকতে পারে না। চোর চুরি করাকালে ঈমানদার থাকতে পারে না। মাদক দ্রব্য সেবনকারী তা পানরত অবস্থায় ঈমানদার থাকতে পারে না। এরপরও তওবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٤٦٩٠- حدثنا إسحاق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع يعني ابن يزيد حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان.

৪৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো লোক ব্যভিচার করতে থাকে তখন তার (অন্তর) থেকে ঈমান বের হয়ে তার (মাথার) উপর ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর যখন সে নিক্রান্ত হয় তখন ঈমান তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

باب في القدر

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ তাকদীর প্রসঙ্গে

٤٦٩١- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن كثير حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وَسَلَّمَ قَالَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ.

৪৬৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কাদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মতের মজুসী (অগ্নিপূজক)। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যেও না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।

٤٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوْسٌ وَمَجُوْسُ هذِهِ الأُمَّةِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ. مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوْا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقٌّ عَلَى اللّهِ أَنْ يُّلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ.

৪৬৯২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে মজূসী (অগ্নিপূজক) রয়েছে। এ উম্মতের অগ্নিপূজক হলো যারা বলে, তাকদীর বলতে কিছু নেই। তাদের মধ্যকার কেউ মারা গেলে তোমরা তার জানাযায় উপস্থিত হবে না এবং তাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যেও না। তারা হচ্ছে দাজ্জালের অনুসারী এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে দাজ্জালের সাথে মিলিয়ে দিবেন।

٤٦٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُمْ قَالاَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ ادَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ ادَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ زَادَ فِيْ حَدِيْثِ يَحْيَى وَبَيْنَ ذلِكَ وَالإِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ.

৪৬৯৩। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম (আ)-কে একমুঠো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন– যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে নিয়েছিলেন। ফলে আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতি অনুসারে (বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতির) হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ লোহিত, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ এ সকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। এরূপে কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ অসৎ ও কেউ সৎ প্রকৃতির হয়েছে।

٤٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمِخْصَرَةِ فِي الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ لَيَكُوْنَنَّ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشِّقْوَةِ لَيَكُوْنَنَّ إِلَى الشِّقْوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشِّقْوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِلشِّقْوَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَيَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَيَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.

৪৬৯৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকী' আল-গারকাদে এক জানাযার নামাযে উপস্থিত হয়েছিলাম, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বসলেন এবং তাঁর সাথের লাঠি দিয়ে মাটির উপর আঁচড় দিতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, এমন কোন নিঃশ্বাসধারী নেই যার দোযখে বা বেহেশতে নেককার বা বদকার হিসেবে ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি। আলী (রা) বলেন, উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বললো, হে আল্লাহর নবী! তাহলে আমরা কি আমাদের সে লেখার উপর নির্ভর করে কাজকর্ম করা ছেড়ে দিবো না? তারপর যার নাম

সৌভাগ্যবান হিসেবে লেখা রয়েছে সে ভালো কাজেই ব্রতী হবে, আর আমাদের মধ্যে যার নাম হতভাগা ও পাপিষ্ঠ হিসেবে আছে সে পাপ কাজেই অগ্রসর হবে। নবী সা) বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। কেনোনা প্রত্যেকের জন্য সেটাই সহজসাধ্য করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ভাগ্যবান সৎকর্ম তার জন্য সহজ হয়, আর যে অসৎ ও পাপিষ্ঠ তার জন্য পাপ কাজ সহজ হয়। অতঃপর আল্লাহর নবী (সা) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ): "সুতরাং দান করলে, মোত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে আমি তার জন্য সুগম করে দিবো কঠোর পরিণতির পথ" (সূরা লাইল : ৫-১০)।

٤٦٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِيْنَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُوْلُ هؤُلاَءِ فِي الْقَدْرِ فَوَفَّقَ اللّهُ تَعَالى لَنَا عَبْدَ اللّهِ ابْنَ عُمَرَ دَاخِلاً فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِيْ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِيْ سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ يَزْعُمُوْنَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَالأَمْرُ أُنُفٌ فَقَالَ إِذَا لَقِيْتَ أُولئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّيْ وَالَّذِيْ يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلى فَخِذَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِسْلاَمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِيْمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ. قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

৪৬৯৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসরায় সর্বপ্রথম মা'বাদ আল্-জুহানী তাকদীর সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করে। অতএত আমি ও হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান আল্-হিমায়রী হজ্জ অথবা উমরাহ করতে রওয়ানা হলাম। আমরা বললাম, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর সাক্ষাত পাই তাহলে আমরা এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবো। অতএব আল্লাহ্ আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাক্ষাত লাভে সাহায্য করলেন, যিনি মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। আমি ও আমার সাথী তাকে ঘিরে বসলাম। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার সাথী কথা বলার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমাদের এখানে কিছু সংখ্যক লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যারা কুরআন পড়ে, জ্ঞানচর্চা ও বিতর্কও করে এবং মত পোষণ করে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং প্রতিটি বিষয় পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যাচ্ছে। তিনি বললেন, যখন তুমি ঐসব লোকের সাক্ষাত পাবে তখন তাদেরকে (আমার পক্ষ থেকে) সংবাদ দিবে যে, আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন আর তারাও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ (ইবনে উমার রা.) শপথ করে বলেন, "তাদের (তাকদীরে অবিশ্বাসীদের) কারো যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান করে দেয়, তবুও তাকদীরের উপর ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাদের এ দান কবুল করবেন না"।

তারপর তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন– একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় পরিহিত ও মিশমিশে কালো চুলধারী এক ব্যক্তি আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার মধ্যে (পথিকের ন্যায়) ভ্রমণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না, আবার আমাদের মধ্যকার কেউ তাকে চিনতেও পারছে না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বসলেন। অতঃপর তাঁর (নবী সা) দুই হাঁটুর সাথে নিজের দুই হাঁটু মিশিয়ে এবং নিজের দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে বলুন ইসলাম সম্বন্ধে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম এই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল– এ ঘোষণা করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে– যদি তোমার সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন। তিনি (উমার রা) বলেন, তাঁর আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম, কারণ (অজ্ঞের ন্যায়) তিনি প্রশ্ন করছেন আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) নিজেই তার সমর্থন করছেন। পুনরায় তিনি বলেন, আমাকে বলুন ঈমান কি? তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নবী-রাসূলগণে ও পরকালে ঈমান আনবেন এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করবেন। তিনি (আগন্তুক) বললেন, হাঁ, ঠিক বলেছেন। এবার আমাকে বলুন ইহসান কি। তিনি বললেন, "আল্লাহর ইবাদত এরূপ নিষ্ঠার সাথে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে নাও পান তবুও মনে করবেন যে, তিনি আপনাকে দেখছেন। এরপর তিনি বললেন, কিয়ামত কবে হবে তা আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন: এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তিনি এবার বললেন– তবে তার (কিয়ামতের) নিদর্শনসমূহ আমায় বলে দিন। তিনি (মহানবী সা) বললেন– দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে এবং (এক কালের) নাঙ্গা পা বস্ত্রহীন শরীর দরিদ্র মেষ চারকদেরকে (পরবর্তী কালে) দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করতে দেখবে। তিনি (উমর রা) বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলেন এবং এরপর আমি তিন দিন কাটালাম। তৎপর তিনি (নবী সা) আমাকে বললেন, হে উমার! তুমি কি জানো, প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আ), তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

টীকা ঃ "দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে" এর দু'টি অর্থ হতে পারে- (ক) মনিব তার বাঁদীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করে, সন্তানগণ তাদের মাতাদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করবে এবং মাতার অবাধ্য হবে। (খ) বড়ো লোকেরা অধিক বাঁদী-দাসী রাখতে আরম্ভ করবে, বাঁদীর প্রসবিত সন্তানরা বাপের কুল পাবে বলে মাতারা তাদের দাসীস্বরূপ এবং তারা মাতাদের মনিবস্বরূপ হবে (অনুবাদক)।

٤٦٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

قَالاَ لَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَعْمَلُ أَفِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ أَوْ مَضَى أَوْ فِيْ شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الاَنَ قَالَ فِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلاَ وَمَضَى فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.

৪৬৯৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়া'মুর ও হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট তাকদীর প্রসঙ্গ এবং এ সম্বন্ধে সমালোচনাকারীদের বক্তব্যও তুলে ধরি। তারপর হাদীসখানা উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে আরো বলা হয় যে, তিনি বলেন, মুযায়না বা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা করি তা কি পূর্ব নির্ধারিত ও সিদ্ধান্তকৃত (তাকদীর) অনুযায়ী করি, না স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে? তিনি (সা) বললেন, আমাদের আমল পূর্ব-নির্ধারিত। তখন লোকটি বা উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বললো, তাহলে আমাদের আমলের আর কি মূল্য আছে? তিনি (সা) বললেন : বেহেশতবাসীর জন্য বেহেশতের উপযোগী আমল করা সহজ করে দেয়া হয় এবং দোযখীদের জন্য দোযখের উপযোগী কাজ সহজ করে দেয়া হয়।

٤٦٩٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ يَعْمُرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قَالَ فَمَا الإِسْلاَمُ قَالَ إِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَلْقَمَةُ مُرْجِيْءٌ.

৪৬৯৭। ইবনে ইয়া'মুর (র) থেকে এ হাদীসখানা শাব্দিক কিছু কম-বেশি বক্তব্যসহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, ইসলাম কি? তিনি (সা) বললেন, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং জানাবাতের (সঙ্গমজনিত অপবিত্রতার) গোসল করা। আবূ দাঊদ (র) বলেন, আলকামা ইবনে মারছাদ হলেন মুরজিয়া গোষ্ঠীভুক্ত।

টীকা ঃ মুরজিয়াদের মতে গুনাহ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং সৎকাজ ঈমানের অংশ নয়। এটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ (সম্পাদক)।

٤٦٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَ يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ. قَالَ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ وَذَكَرَ هَيْئَتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاطِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৬৯৮। আবু যার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে সাধারণত সাহাবাদের মধ্যেই বসতেন। ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আসলে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বলতে পারতেন না যে, তিনি (রাসূল) কোনজন। অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলাম যে, আমরা তাঁর জন্য একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে দেই যাতে আগন্তুকরা দেখেই তাঁকে চিনতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং আমরা তাঁর জন্য মাটি দিয়ে একটি বসার স্থান বানালাম এবং তিনি তার উপর বসলেন আর আমরা তাঁর নিকটে বসলাম। রাবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। রাবী তার দৈহিক গঠনেরও বর্ণনা দিলেন। সে উপস্থিত জনতার এক প্রান্ত থেকে সালাম দিলো। সে বললো- হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন।

٤٦٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ

اللّهِ تَعَالى مَا قَبِلَهُ اللّهُ تَعَالى مِنْكَ حَتّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلى غَيْرِ هذَا لَدخَلْتَ النَّارَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذلِكَ.

৪৬৯৯। আবু আবদুল্লাহ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা দ্বিধার উদ্রেক হয়েছে। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু (উপদেশ বাণী) বলুন যার বিনিময়ে আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার মনের এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দিবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমান ও পৃথিবীবাসী সকলকে শাস্তি দিতে পারেন। তারপরও তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী ও যালিম সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলকে দয়া করেন তাহলে তাঁর এ দয়া তাদের জন্য তাদের নেক আমল থেকে উৎকৃষ্ট হবে। সুতরাং যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান করো আর তাকদীরে বিশ্বাস না রাখো, তবে তা গ্রহণ করা হবে না– যতোক্ষণ না তুমি পুনরায় তাকদীরে বিশ্বাস করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, যা তোমার ঘটেছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে যা এড়িয়ে গেছে তা কখনো ভুলেও তোমার বেলায় ঘটবার ছিল না। আর এ বিশ্বাস ব্যতিরেকে যদি তুমি মারা যাও তাহলে নিশ্চয়ই দোযখে যাবে। ইবনুদ দায়লামী বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ উত্তর দিলেন। এরপর আমি হুযায়ফা (রা)-এর নিকট গেলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে আমি যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্বৃতি দিয়ে একই কথা বলেন (অর্থাৎ এটি নবী সা.-এর হাদীস)।

٤٧٠٠- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ عَبْلَةَ عَنْ أَبِيْ حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاَبْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الإِيْمَانِ حَتّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ تَعَالى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَاذَا اَكْتُبُ

قَالَ اُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৪৭০০। আবু হাফসাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তার ছেলেকে বললেন- হে বৎস! তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না যতোক্ষণ না তুমি জানতে পারবে– "যা তোমার উপর ঘটেছে তা তোমার থেকে ভুলেও এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার উপর ভুলেও ঘটবার ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, লেখো! কলম বললো, হে রব! কি লিখবো? তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর লেখো। হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি (তাকদীর সম্বন্ধে) এরূপ বিশ্বাস ছাড়া মারা গেলো সে আমার (উম্মতের অন্তর্ভুক্ত) নয়।

٤٧٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى يَا ادَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ ادَمُ أَنْتَ مُوْسٰى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ تَلُوْمُنِيْ عَلٰى أَمْرٍ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَنِيْ بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةٍ فَحَجَّ ادَمُ مُوْسٰى. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.

৪৭০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (উর্দ্ধ জগতে) আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করেছেন। আদম (আ) বললেন, তুমি তো সেই মূসা, আল্লাহ তোমাকে তাঁর (প্রত্যক্ষ) কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং নিজ হাতে তোমার জন্য তাওরাত (কিতাব) লিখে দিয়েছেন। তুমি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছো যা আমি করবো বলে আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে তিনি সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। সুতরাং এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

٤٧٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ. قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى. قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَفَمَا وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَبِمَ تَلُومُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ.

৪৭০২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মূসা (আ) বললেন, হে প্রভু! যে আদম (আ) আমাদেরকে ও তাঁর নিজেকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছেন, তাঁকে আমি দেখতে চাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদম (আ)-কে দেখালেন। তিনি বললেন, আপনিই আমাদের পিতা আদম (আ)? আদম (আ) তাকে বললেন, হাঁ। তারপর তিনি বললেন, আপনি সেই মহান ব্যক্তি যাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করেছেন এবং আপনাকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন, আর ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেছেন। তিনি বললেন, হাঁ। তিনি পুনরায় বললেন, আমাদেরকে ও আপনার নিজেকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করার জন্য আপনাকে কোন বস্তু উদ্বুদ্ধ করেছিল? এবার তাঁকে আদম (আ) বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা (আ)। তিনি বললেন, তুমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন নবী যাঁর সাথে আল্লাহ পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তোমার ও তাঁর মাঝে সৃষ্টি জগতের কাউকে বার্তাবাহক হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (আদম আ) বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র কিতাবে দেখতে পাওনি যে, সেটি নির্ধারিত ছিল আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (আদম আ) বললেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও নির্দেশ আমার পূর্ব

থেকেই লিপিবদ্ধ সে ব্যাপারে আমাকে কেনো অভিযুক্ত করছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সুতরাং এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

٤٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الاٰيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ. قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ الاٰيَةَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ.

৪৮০৩। মুসলিম ইবনে ইয়াসার আল্-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো: "যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পিঠ হতে তাদের সমস্ত সন্তানদেরকে বের করলেন..." (সূরা আল্-আ'রাফ : ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, আল্-কা'নাবী এ আয়াত পড়েছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে আপন (কুদরতের) ডান হাত দিয়ে তাঁর পিঠ বুলালেন তা থেকে তাঁর একদল (ভাবী) সন্তান বের করলেন এবং বললেন, আমি এদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা বেহেশতবাসীর উপযোগী কাজই করবে। তারপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলালে (অপর) একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি

এবং দোযখীদের উপযোগী কাজই এরা করবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কিসের জন্য নেককাজ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা বেহেশতীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে বেহেশতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর আল্লাহ এর বিনিময় তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোনো বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা দোযখীদের কাজ করিয়ে নেন। অবশেষে সে দোযখীদের কাজ করে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে দোযখে প্রবেশ করান।

٤٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْثُمٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ

৪৭০৪। নু'আয়ম ইবনে রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক (র) বর্ণিত হাদীস অধিক পূর্ণাঙ্গ।

٤٧٠٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

৪৭০৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ছেলেটিকে খাদির (খিযির) (আ) হত্যা করেছিলেন, তাকে কাফের হিসেবেই সীলমোহর করা হয়েছিল। যদি সে বেঁচে থাকতো তাহলে সে তার পিতা-মাতাকে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা বিব্রত করতো।

٤٧٠٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ. وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا.

৪৭০৬। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বলতে শুনেছি: "আর কিশোরটি, তার মাতা-পিতা ছিল মুমিন" (সূরা কাহ্‌ফ : ৮০)– যেদিন মোহর মারা হয়েছিল সেদিনই তাকে কাফের হিসেবে মোহর মারা হয়েছিল।

٤٧٠٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوْسى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً الاية.

৪৭০৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: খাদির (খিযির) একটি তরুণ ছেলেকে বালকদের সাথে খেলাধূলারত দেখতে পেলেন। তিনি তার মাথা ধরে কাবু করে তাকে হত্যা করেন। তখন মূসা (আ) বললেন: "আপনি এক নিষ্পাপ জীবন হত্যা করলেন..." (সূরা কাহ্‌ফ : ৭৪)।

٤٧٠٨– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنى وَاحِدٌ وَالإِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

৪৭০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেন– আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে

সমর্থিত, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (তার মূল উপাদান বা শুক্র প্রথম) চল্লিশ দিন তার মায়ের গর্ভে শুক্ররূপে থাকে, অতঃপর চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে; তারপর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডরূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার কাছে একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং তাকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়। তখন সে তার (১) রিযিক, (২) মৃত্যু, (৩) আমল (কার্যকলাপ) এবং (৪) সে নেক কি বদ তাও লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হয়। বস্তুত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেহেশতের উপযোগী কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত বা এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার সামনে তার তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে দোযখীদের কাজ করে, ফলে সে দোযখে চলে যায়। আবার তোমাদের কেউ কেউ দোযখীদের কাজ করতে করতে তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত বা অনুরূপ পরিমাণ দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার সামনে সে লেখা অগ্রবর্তী হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সেই বেহেশতে চলে যায়।

٤٧٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

৪৭০৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে বেহেশতবাসী আর কে দোযখবাসী তা কি পরিজ্ঞাত? তিনি বললেন, হাঁ। প্রশ্নকারী বললো, তাহলে কিসের জন্য আমলকারীগণ আমল করবে? তিনি (সা) বললেন, প্রত্যেকের জন্য তাই সহজসাধ্য যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٤٧١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ شَرِيْكٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُوْنٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ.

৪৭১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যারা তাকদীরে বিশ্বাস করে না তোমরা তাদের সাথে ওঠা-বসা করো না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করো না।

بَابُ فِيْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে

٤٧١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো (তাদের স্থান কোথায় হবে– বেহেশতে না দোযখে)। তিনি বললেন: আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করতো।

টীকা ঃ মুসলমানদের নাবালেগ ছেলে-মেয়ে বেহেশতে যাবে। কাফির-মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন কথা উল্লেখ রয়েছে। ফলে আলেম ও ইমামগণের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। কারো মতে তারা দোযখে যাবে। কারো মতে তাদের সম্পর্কে কিছু না বলাই উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেন, এরা বেহেশতে যাবে। কারণ আল্লাহ বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেন না। এই প্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম বলেন, এরা বেহেশতের সেবক বা সেবিকা হবে (অনুবাদক)।

٤٧١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের (নাবালেগ) সন্তানদের কি হবে (তারা বেহেশতে যাবে না দোযখে যাবে)? তিনি বললেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো নেক আমল ব্যতীতই? তিনি বললেন, আল্লাহ অধিক জ্ঞাত, তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করতো। আমি (আবার) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাফির মুশরিকদের সন্তানদের কি হবে? তিনি বললেন, তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত (পিতার অনুসারী হিসেবে দোযখে যাবে)। আমি বললাম, কোনো (বদ) আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহই অধিক অবগত যে, তারা (বেঁচে থাকলে) কি আমল করতো।

٤٧١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًّا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ فَقَالَ أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ.

৪৭১৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলো। তিনি বলেন, আমি বললাম; হে আল্লাহর রাসূল! এর কি সৌভাগ্য, সে কোনো পাপ করেনি এবং তার বয়সও পায়নি। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এর বিপরীত কি হতে পারে না? আল্লাহ তা'আলা বেহেশত ও তার অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা (বেহেশত) যখন তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। আবার তিনি দোযখ ও তার জন্য একদল ভুক্তভোগী সৃষ্টি করেছেন এবং তা তাদের জন্য যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল।

٤٧١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

৪৭১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক সন্তানই ফিতরতের উপর (সত্য ধর্মে) জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাদেরকে ইহুদী বা খৃষ্টান বানায়। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোনো কান কাঁটা দেখো কি? তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে (সন্তান) অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায় এদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আল্লাহই অধিক জ্ঞাত তারা (যদি বেঁচে থাকতো তাহলে) কিরূপ আমল করতো।

٤٧١٥- قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ

أَخْبَرَكَ يُوْسُفُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا قِيْلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ يَحْتَجُّوْنَ عَلَيْنَا بِهذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ مَالِكٌ احْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِاخِرِهِ. قَالُوْا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

৪৭১৫। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-এর নিকট বলতে শুনেছি– প্রবৃত্তির পূজারীরা আমাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে। মালেক (র) বলেন, তোমরা অপর হাদীস তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করো। তারা বলে, যে নাবালেগ অবস্থায় মারা গেছে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন: তারা (বেঁচে থাকলে) কিরূপ আমল করতো তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

٤٧١٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يُفَسِّرُ حَدِيْثَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ هذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللّٰهُ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِيْ أَصْلاَبِ ابَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. قَالُوْا بَلَى.

৪৭১৬। হাজ্জাজ ইবনুল মিনহাল (র) বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র)-কে "প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের (সত্য ধর্মের) উপর জন্মগ্রহণ করে" হাদীসখানার ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি– এ হলো আমাদের নিকট সেই ওয়াদা যা পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থানকালে আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে গিয়ে বলেছিলেন: আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলেছিল, হাঁ।

٤٧١٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِي النَّارِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبِيْ فَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحَاقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذٰلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৭১৭। আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে নারী তার কন্যা সন্তানকে কবরে জীবন্ত প্রোথিত করেছে এবং যে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে তারা উভয়ে দোযখী। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যাকারিয়া (র) বলেন, আমার পিতা-আবু ইসহাক-আমের-আলকামা-ইবনে মাসউদ (রা)– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٤٧١٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى قَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ.

৪৭১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, তোমার পিতা দোযখে। অতঃপর যখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগলো তখন তিন বললেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা দোযখে।

٤٧١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ ادَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

৪৭১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শয়তান আদম সন্তানের শিরায়-উপশিরায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়।

٤٧٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلاَ تُفَاتِحُوهُمُ الْحَدِيثَ.

৪৭২০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যারা তাকদীরে বিশ্বাস করে না তোমরা তাদের সাথে ওঠা-বসা করো না এবং তোমাদেরকে সম্বোধন করার আগে তাদেরকে সম্বোধন করো না।

بَابٌ فِي الْجَهْمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বর্ণনা

٤٧٢١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ

النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ.

৪৭২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, শেষে এ পর্যন্ত বলে বসে, (আচ্ছা) আল্লাহ তো সৃষ্টি জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? যখনই কেউ এরূপ কিছু অনুভব করবে তখন যেনো সে বলে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।

টীকা ঃ জাহম ইবনে সাফওয়ান আবু মুহরিয-এর নামানুসারে এ সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে জাহমিয়া। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে সে কিছুটা স্বাধীন মত পোষণ করতো। সে জাবরিয়াদের মতো তাকদীরের বাধ্যবাধকতায় বিশ্বাসী, মু'তাযিলাদের মতো ঈমানকে অন্তরের ব্যাপার বলে মনে করতো এবং আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও স্রষ্টা এ গুণ দু'টোকেই বিশ্বাস করতো (অনুবাদক)।

٤٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلٰى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

৪৭২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:... উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, যখন তারা এরূপ কথা (আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে) বলবে তখন তোমরা বলো, আল্লাহ একক, আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর কেউই তাঁর সাথে তুলনাযোগ্য নয়। তারপর যেনো বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং (আল্লাহর কাছে) শয়তানের (কুমন্ত্রণা) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

٤٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِيْ عِصَابَةٍ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّوْنَ هٰذِهِ قَالُوا السَّحَابَ. قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوْا وَالْمُزْنَ. قَالَ

وَالْعَنَانَ قَالُوْا وَالْعَنَانَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيِّدًا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالُوْا لاَ نَدْرِيْ قَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ وَسَبْعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلٰى ظُهُوْرِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فَوْقَ ذٰلِكَ.

৪৭২৩। আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি একদল লোকের সাথে আল্-বাতহা উপত্যকায় ছিলাম, যে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন। তাদের মাথার উপর দিয়ে একখণ্ড মেঘ উড়ে গেলো। তিনি (সা) সেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা একে কি বলে অভিহিত করো? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, 'সাহাব' (মেঘ)। তিনি বললেন, 'আল্-মুয্ন'? তারাও বললেন, এবং মুয্নও (সাদা মেঘ)। তিনি বললেন: আর 'আল্-আনান'? তারা বললেন, আল্-আনানও। আবু দাঊদ (র) বলেন, আনান শব্দটিকে আমি ভালোভাবে মুখস্ত করতে পারিনি। তিনি (সা) বললেন, তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতো? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ হলো একাত্তর বা বায়াত্তর বা তিয়াত্তর বছরের সমান। তারপর এর অনুরূপ দূরত্বে প্রথম আসমান, এভাবে পরপর সাতটি আসমানের দূরত্ব নির্দেশ করলেন। অতঃপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে যার উপর ও নীচের মধ্যকার গভীরতা আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর উপরে আটটি পাহাড়ী ছাগল রয়েছে যার ক্ষুর ও হাঁটুর মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তারপর এদের পিঠের উপরে রয়েছে মহান আরশ যার উপর ও নীচের মধ্যকার দূরত্বও আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর উপরে রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

٤٧٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৪৭২৪। সিমাক (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى هذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ.

৪৭২৫। সিমাক (র) থেকে এই সনদ সূত্রে এই দীর্ঘ হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَتِهِ وَهذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ جُهِدَتِ الأَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللّهِ عَلَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ. قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي.

৪৭২৬। জুবায়ের ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'ইম তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন অবর্ণনীয় কষ্টে পতিত হয়েছে, পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সহায়-সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং জীবজন্তু মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কেননা আমরা আপনার সুপারিশ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে যাই এবং আল্লাহ্র সুপারিশ নিয়ে আপনার কাছে আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি ধ্বংস হও! তুমি কি জানো! তুমি (কার সম্বন্ধে) কি উক্তি করছো এবং তারপর তিনি তাসবীহ পাঠ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এর (অসন্তুষ্টির) চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। তিনি আবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আল্লাহ্র সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির কাছে যাওয়া যায় না। আল্লাহর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধে, অনেক মহান। তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জানো আল্লাহ্ কে (তাঁর মাহাত্মা ও মর্যাদা কি)? তাঁর আরশ আসমানের উপরে এভাবে আছে এবং অঙ্গুলীর দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, তার উপর রয়েছে গম্বুজ সদৃশ ছাদ। তা সত্ত্বেও তা (আরশ) তাঁকে নিয়ে (তাঁর মহত্বে অভিভূত হয়ে) গোঙ্গানীর মতো শব্দ করে, যেমনটি করে আরোহীর কারণে জিনপোষ। ইবনে বাশ্শার তার হাদীসে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের উপরে এবং তার আরশ আসমানসমূহের উপরে। এরপর হাদীসখানা এভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

আবদুল আ'লা, ইবনুল মুছান্না ও ইবনে বাশশার– ইয়া'কূব ইবনে উতবা ও জুবাইর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর– তার পিতা- তার দাদা, এই সূত্রে হাদীস বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, আহ্মাদ ইবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ। একদল মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ও আলী ইবনুল মাদনী। আরেক দল রাবী হাদীসটি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন আহমাদও বলেছেন। আমি যতোটা জানতে পেরেছি– আবদুল আ'লা, ইবনুল মুছান্না ও ইবনে বাশশার একই পাণ্ডুলিপি থেকে শুনেছেন।

٤٧٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ.

৪৭২৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ্র যে সকল ফেরেশতা আরশ বহন করেন তাদের একজনের সাথে আলাপ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তার কানের লতি (নিম্নভাগ) থেকে কাঁধ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব সাতশো বছরের দূরত্বের সমান।

٤٧٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبُوْ يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هذِهِ الاٰيَةَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمٰنٰتِ إِلَى أَهْلِهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى سَمِيْعًا بَصِيْرًا. قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى عَيْنِهِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ. قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ الْمُقْرِئُ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ سَمْعًا وَبَصَرًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ.

৪৭২৮। আবু হুরায়রা (রা)-র মুক্তদাস আবু ইউনুস সুলাইম ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে এ আয়াতখানা পড়তে শুনেছি (অনুবাদ): "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। ... আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা" (সূরা নিসা : ৫৮) পর্যন্ত। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বৃদ্ধা আঙ্গুলকে কানে এবং তর্জনীকে দুই চোখের উপর রাখতে দেখেছি। (অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধা আঙ্গুল কানে ও তর্জনী চোখে রেখে আয়াতের মর্মানুসারে আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা গুণ দু'টোকে বুঝিয়েছেন)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা (আয়াতখানা) পড়তে দেখেছি এবং তার আঙ্গুল দু'টি রাখতে দেখেছি। ইবনে ইউনুস বলেন, আল-মুকরী বলেছেন, অর্থাৎ 'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা', এর অর্থ আল্লাহ্র শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, এতে জাহমিয়াদের মতবাদ রদ হয়ে যায়।

بَابُ فِي الرُّؤْيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ আল্লাহ্র দর্শন লাভ

٤٧٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَوَكِيْعٌ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ

ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسًا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الاٰيَةَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

৪৭২৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি চতুর্দশী রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো, আর একে দেখতে তোমাদের কোনো প্রকার কষ্ট হচ্ছে না। যদি তোমরা সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসর) নামায আদায়ে পরাভূত না হও তাহলে পড়ে নাও। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ো"।

٤٧٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لاَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا.

৪৭৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবো? তিনি বললেন, মেঘহীন দুপুরে তোমাদের কি (স্পষ্টভাবে) সূর্য দেখতে কষ্ট হয়? সাহাবাগণ বললেন, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মেঘহীন নির্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বললেন, না। তিনি (সা) বললেন, সেই, মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! এর একটি (চাঁদ বা সূরুজ) তোমরা যেভাবে অতি সহজে ও নির্বিঘ্নে দেখতে পাও অনুরূপভাবেই তাঁকেও তোমরা দেখতে পাবে।

٤٧٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ

وَكِيْعٍ قَالَ مُوْسَى ابْنِ حُدُسٍ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ قَالَ مُوْسَى الْعُقَيْلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَكُلُّنَا يَرى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخْلِيًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ فِيْ خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِيْنٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلٰى. قَالَ فَاللّٰهُ أَعْظَمُ. قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَخَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَاللّٰهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ.

৪৭৩১। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেকেই কি কিয়ামতের দিন তার প্রভুকে দেখতে পাবে? তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর কি নিদর্শন আছে? তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি পূর্ণিমা রাতের চাঁদ দেখতে পায় না? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ তো মহান। তিনি (সা) বলেন, তা তো (চাঁদ বা সূর্য) আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যকার একটি সৃষ্টি। অতএব আল্লাহ তো মহিমান্বিত ও মহান।

بَابٌ فِى الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহ্‌মিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত

٤٧٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِى اللّٰهُ تَعَالى السَّمٰوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنى ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِى الأَرْضِيْنَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ. قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ بِيَدِهِ الأُخْرى ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ.

৪৭৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই সর্বময় কর্তা ও মালিক, দুর্দান্ত স্বৈরাচারীরা ও অহংকারীরা কোথায়? অতঃপর পৃথিবীসমূহকে গুটিয়ে অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই মালিক, দুর্দান্ত স্বৈরাচারীরা ও অহংকারীরা কোথায়?

٤٧٣٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

৪৭৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের মহান প্রভু দয়াময় আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এসে বলতে থাকেন, ওগো কে আছো, যে (এ সময়) আমাকে ডাকছো, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছো যে আমার কাছে কিছু চাচ্ছো, আমি তাকে তা দিবো। ওগো কে আছো যে (এ সময়) আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।

بَابٌ فِي الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ আল-কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী

٤٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي.

৪৭৩৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখানে মানুষ জড়ো হতো সেখানে (আরাফাতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে নিজেকে পেশ করে বলতেন: এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার গোত্রে নিয়ে যাবে? কেনোনা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আমাকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিতে বাধার সৃষ্টি করছে।

٤٧٣٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ عَنْ عَامِرِ ابْنِ شَهْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنٌ لَهُ اٰيَةً مِّنَ الإِنْجِيْلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ أَتَضْحَكُ مِنْ كَلاَمِ اللّٰهِ تَعَالَى.

৪৭৩৫। 'আমের ইবনে শাহর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাজ্জাশীর (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তার এক ছেলে ইনজীলের একখানা আয়াত পাঠ করলে আমি হাসলাম। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনে হাসছো!

٤٧٣٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى.

৪৭৩৬। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেন, আমাকে উরওয়া ইবনুয যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা)-র হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন; তিনি বলেছেন, আমি নিজেকে এই পর্যায়ের মনে করতাম না যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সম্পর্কে এমন কথা বলবেন (আয়াত নাযিল করবেন) যা অনবরত তিলাওয়াত করা হবে।

টীকা ঃ আয়েশা (রা)-র পুত-পবিত্র নিষ্কলুস চরিত্রের উল্লেখ করে কুরআন মজীদে যে আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছে এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (দ্র. সূরা নূর : ১১-২০ নং আয়াত-সম্পাদক)।

٤٧٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ.

৪৭৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা)-র জন্য এই বলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন: "আমি তোমাদের দু'জনের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কলেমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী হতে এবং সকল প্রকার বদনজর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। অতঃপর তিনি বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম আ)-ও ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) উভয়ের জন্য এই দোয়া পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা একথার প্রমাণ যে, আল-কুরআন মাখলুক (সৃষ্টি) নয়।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনকে চূড়ান্তভাবে সঠিক, নিখুঁত ও আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী বলেছেন। এরূপ বাণী কখনো সৃষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ যেমন অনাদি, অনন্ত, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অনাদি-অনন্ত (সম্পাদক)।

٤٧٣٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ الْحَقَّ فَيَقُولُونَ الْحَقَّ الْحَقَّ.

৪৭৩৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণের কথা বলেন, তখন এক আসমানের অধিবাসীগণ (ফেরেশতাগণ) অন্য আসমান থেকে সাফা পর্বতের উপর দিয়ে শিকল টানার শব্দের অনুরূপ শব্দ শুনতে পায়। অনুরূপ আওয়াজ শুনে তারা বেহুঁশ হয়ে যায় এবং জিবরীল (আ) তাদের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকে। শেষে জিবরীল (আ) তাদের নিকট উপস্থিত হলে তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়ে তারা হুঁশ ফিরে পায়। তখন তারা বলে, তিনি (সা) বলেন: অতঃপর তারা বলে, হে জিবরীল! আপনার প্রতিপালক কী বলেছেন? তিনি বলেন, যা সত্য তাই বলেছেন। তখন তারা বলে, সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন।

بَابُ ذِكْرِ الْبَعْثِ وَالصُّوْرِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পুনরুত্থান ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বর্ণনা

٤٧٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْلَمُ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.

৪৭৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূর একটি শিং-এর ন্যায়, তাতে ফুঁ দেয়া হবে।

٤٧٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ ادَمَ تَأْكُلُ الأَرْضُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ.

৪৭৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানকে মাটি হজম করে ফেলবে, শুধু মেরুদণ্ডের নীচের হাঁড়টুকু অবশিষ্ট থাকবে। এ থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ থেকেই তাকে পুনর্গঠন করা হবে।

بَابٌ فِي الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ শাফা'আতের বর্ণনা

٤٧٤١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِيْ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ.

৪৭৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যারা কবীরাহ গুনাহকারী তাদের জন্য আমার শাফা'আত।

٤٧٤٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

৪৭৪২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মতের এক সম্প্রদায় আমার শাফাআতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তারপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর তাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী নামেই আখ্যায়িত করা হবে।

টীকা ঃ শাফা'আত শব্দের অর্থ সুপারিশ জ্ঞাপন, মধ্যস্থতা করা। আল্লাহর দরবারে একজন লোক দু'টো শর্তসাপেক্ষে শাফা'আত করতে পারবে। (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে লোককে যে পাপীর জন্য শাফা'আত করার অনুমতি দেয়া হবে কেবল সেই লোকই সে ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করতে পারবে। (২) সুপারিশ করতে পারবেন শুধু এমন ব্যক্তির জন্য যিনি অন্তত ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমান ছিল, যদিও সে কবীরাহ গুনাহকারী। কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ চলবে না (অনুবাদক)।

٤٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ.

৪৭৪৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বেহেশতের অধিবাসীরা সেখানে পানাহার করবে।

بَابُ فِيْ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

٤٧٤٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ. ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلاَلِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَّ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا.

৪৭৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বেহেশত তৈরি করে জিবরীল (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি সেখানে গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে প্রতিপালক! আপনার ইজ্জতের শপথ! এটি সম্পর্কে যে-ই শুনবে সে তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। তারপর তিনি (আল্লাহ) তাকে কষ্টসাধ্য বিষয়সমূহ দ্বারা বেষ্টিত করে পুনরায় বললেন, হে জিবরীল! এবার আবার গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি আবার গিয়ে দেখে এসে বললেন, প্রভু হে, আপনার মর্যাদার শপথ! আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যে, কেউই তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (সা) বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা

দোযখ তৈরি করে বললেন, হে জিবরীল! তুমি গিয়ে তা দেখে আসো। অতএব তিনি গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রভু! আপনার ইজ্জতের শপথ! কেউই তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। তারপর আল্লাহ্ একে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি আকর্ষণে আচ্ছাদিত করে পুনরায় জিবরীল (আ)-কে বললেন, যাও তা দেখে আসো। তিনি সেখানে গিয়ে তা দেখে এসে বললেন, হে রব্বুল আলামীন! তোমার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে যে, কেউই অবশিষ্ট থাকবে না, সকলেই তাতে প্রবেশ করে।

بَابٌ فِى الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ হাওয কাওসারের বর্ণনা

٤٧٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

৪৭৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে যে হাওয্ রয়েছে তার বিস্তৃতি জারবাহ ও আযরুহ-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

٤٧٤٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً قَالَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَّرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ. قَالَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانَ مِائَةٍ.

৪৭৪৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (এক সফরে) ছিলাম এবং এক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করার পর তিনি বললেন: হাওয কাওসারে যেসব লোক আমার নিকট উপস্থিত হবে, তাদের তুলনায় তোমরা মাত্র তাদের এক লাখ ভাগের এক ভাগ। তিনি (আবু হামযা) বললেন, আমি (যায়েদ ইবনে আরকামকে) বললাম, আপনারা তখন কতো লোক সেখানে ছিলেন? তিনি বললেন, সাত বা আট শত।

٤٧٤٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ أُغْفِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوْا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ انِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوْا اَللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ.

৪৭৪৭। আল-মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দ্রাভিভূত হলেন। অতঃপর মুচকি হাসি দিয়ে মাথা তুলে তিনি তাদেরকে অথবা তাঁকে তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেনো হাসলেন? তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি পড়লেন, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আল-কাওসার দান করেছি"। এভাবে তিনি সূরাটি সমাপ্ত করে বললেন, তোমরা কি জানো কাওসা কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তা এমন একটি পানির প্রস্রবণ যা আমার প্রভু বেহেশতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাতে অসংখ্য কল্যাণ বিদ্যমান। তাতে হাওয কাওসারও রয়েছে। আমার উম্মতগণ কিয়ামতের দিন সেখানে উপস্থিত হবে। তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে (আকাশের) তারকার সমপরিমাণ।

٤٧٤٨- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوْتُ الْمُجَيَّبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوَّفُ فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّذِيْ مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكِ الَّذِيْ مَعَهُ مَا هذَا قَالَ هذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৭৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেহেশতে পরিভ্রমণ করানো হয়। তাঁর সামনে একটি নহর উপস্থিত করা হয় যার উভয় তীর ছিল নিরেট নীলকান্ত মনি দ্বারা সুশোভিত। যে ফেরেশতা তাঁর সাথে ছিলেন, তার হাতে আঘাত করলে কস্তুরী বেরিয়ে আসে। অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সফরসঙ্গী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, এ হলো সেই কাওসার যা মহামহিমান্বিত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন।

٤٧٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُوْ طَالُوْتَ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِيْ فُلاَنٌ بِاسْمِهِ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ فِي السِّمَاطِ قَالَ فَلَمَّا رَاهُ عُبَيْدُ اللّهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هذَا الدَّحْدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّيْ أَبْقَى فِيْ قَوْمٍ يُعَيِّرُوْنِيْ بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لأَسْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ أَبُوْ بَرْزَةَ نَعَمْ لاَ مَرَّةً وَلاَ ثِنْتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثًا وَلاَ أَرْبَعًا وَلاَ خَمْسًا فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلاَ سَقَاهُ اللّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا.

৪৭৪৯। আবদুস সালাম ইবনে আবু হাযিম আবু তালূত (র) বলেন, আমি আবু বারযা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সাথে সাক্ষাত করলেন। সেখানে লোকজনের সাথে উপস্থিত মুসলিম নামীয় এক ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, উবাইদুল্লাহ তাঁকে দেখে বললো, তোমাদের এই বেঁটে ও মাংসল মুহাম্মাদী। শায়খ (আবু বারযা) কথাটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহচর্য লাভকারী আমার মতো ব্যক্তির এসব লোকের মধ্যে অবস্থান করা উচিৎ নয় যারা আমাকে (তাঁর সাহাবী হওয়ায়) দোষারোপ করে। উবাইদুল্লাহ তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহচর্য লাভ তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়, দোষের বিষয় নয়। পুনরায় সে বলে, আমি আপনার নিকট হাওয কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন? আবু বারযা (রা) বলেন, হাঁ, একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয় (বহুবার শুনেছি)। যে ব্যক্তি তা মিথ্যা জানবে তাকে আল্লাহ তা থেকে পান করাবেন না। অতঃপর তিনি অসন্তুষ্ট অবস্থায় বের হয়ে চলে গেলেন।

بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কবরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তি প্রসঙ্গে

٤٧٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

৪৭৫০। আল-বারাআ ইবনে 'আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই মুসলমানকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সে এ সাক্ষ্য দেয়– আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। এ হলো আল্লাহর এ কালামের অর্থ– "যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন..." (সূরা ইবরাহীম : ২৭)।

টীকা ঃ কবর বা সমাধি দ্বারা এখানে মাটির গর্তকে বুঝানো হয়নি, বরং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মধ্যকার সময়কে বুঝানো হয়েছে। এ সময়কে বা জগতকে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। কুরআনের ভাষায় : وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. "তাদের সামনে রয়েছে 'বারযাখ' (মধ্যবর্তী জগৎ) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত" (সূরা মুমিনূন : ১০০)। সুতরাং কাউকে যদি মাটি না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় বা পানিতে ফেলে দিলে পানির সাথে মিশে যায় বা বাঘ-ভাল্লুকে খেয়ে ফেলে ইত্যাদি কারণে সে কবর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ সে আলমে বারযাখেই অবস্থান করছে। কবর আযাবের উপর বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। পার্থিব জগতে বসে পরজগৎ সম্বন্ধে সম্যকভাবে ধারণা করা অসম্ভব। আর কোন জিনিস বুঝে না আসার অর্থ এই নয় যে, সে জিনিসের অস্তিত্ব নেই। বরং এতোটুকু বলা যায় যে, এ সম্বন্ধে আমি জানি না। অতএব কেমন করে কবরে মৃত ব্যক্তিকে বসানো হবে, কেমন করে সাপ-বিচ্ছু দংশন করবে বা কিভাবে ফেরেশতাগণ সওয়াল-জওয়াব্ করবে বা মুগুর পেটা করবে আর কিভাবে বা কবর বড়ো-ছোট করা হবে আমরা তো কিছুই দেখি না– এ ধরনের প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম, সেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য কবর আযাব সম্বন্ধে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাই মুমিনের কর্তব্য (অনুবাদক)।

٤٧٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ أَبُوْ نَصْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هٰذِهِ الْقُبُوْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَاسٌ مَاتُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالُوْا وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنِ اللّٰهُ تَعَالٰى هَدَاهُ قَالَ كُنْتُ أَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُقَالُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرَهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلٰى بَيْتٍ كَانَ

لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلكِنَّ اللّٰهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ حَتّٰى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِيْ فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِيْ فَيُقَالُ لَهُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

৪৭৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করে একটা শব্দ শুনে শঙ্কিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরগুলোর অধিবাসী কারা? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সেসব লোক যারা জাহিলী যুগে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোযখের আযাব থেকে ও দাজ্জাল সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি জন্য? তিনি বললেন, যখন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা এসে তাকে বলে, তুমি কার ইবাদত করতে? যদি আল্লাহ তাকে পথ দেখান তাহলে সে বলে, আমি আল্লাহর ইবাদত করতাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি এ ব্যক্তি (নবী সা) সম্বন্ধে কি বলতে? সে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! এরপর আর তার কাছে অন্য কিছু জিজ্ঞেস না করে তাকে নিয়ে এমন একটি ঘরে যাওয়া হয় যা তার জন্য দোযখে (তৈরী) ছিল। অতঃপর তাকে বলা হয়, এ হলো তোমার ঘর যা দোযখে তোমার জন্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে এ থেকে রক্ষা করেছেন এবং দয়া করে এর পরিবর্তে তোমার জন্য বেহেশতে একখানা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। তখন সে বলে, আমাকে একটু ছেড়ে দিন, আমি আমার পরিবার-পরিজনকে এ সুসংবাদটি দিয়ে আসি। তাকে বলা হবে, তুমি এখানে বসবাস করো। আর যখন কোনো কাফের ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলবে, তুমি কার ইবাদত করতে? সে বলবে, আমি জানি না। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি এবং (মুমিনদের) অনুসরণও করোনি। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সা) সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? সে বলবে, অন্যান্য লোক যা বলতো আমিও অনুরূপ বলতাম। তখন তার দুই কানের মধ্যস্থলে লোহার হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়। এতে সে এমন জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিজীব তা শুনতে পায়।

٤٧٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِثْلِ هذَا

الإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ فَذَكَرَ قَرِيْبًا مِنْ حَدِيْثِهِ الأَوَّلِ قَالَ فِيْهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقَ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

৪৭৫২। আবদুল ওয়াহ্হাব (র) থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সা) বলেন, যখন কোন লোককে কবরে রেখে তার সাথী-সঙ্গীরা এতটুকু দূরে চলে আসে যেখান থেকে সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে বলে... এরপর এ হাদীসখানার ভাষণ প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে কাফিরের সাথে মুনাফিকেরও উল্লেখ রয়েছে এবং বলা হয়েছে এভাবে– আর কাফির ও মুনাফিককে জিজ্ঞেস করা হবে এবং এরপর তিনি বলেন, তা (চিৎকার) শুনতে পায় মানব ও জিন ছাড়া যারা কবরের কাছে থাকে।

٤٧٥٣– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهذَا لَفْظُ هَنَّادٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ هٰهُنَا وَقَالَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ حِيْنَ يُقَالُ لَهُ يَا هٰذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. قَالَ هَنَّادٌ قَالَ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللّٰهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الإِسْلاَمُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلاَنِ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ. ثُمَّ

اتَّفَقَا قَالَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا. قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ. قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ. قَالَ وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا. قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلاَعُهُ. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا. قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَّسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا. قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ.

৪৭৫৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কবরের কাছে পৌঁছলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন করা শেষ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে ঘিরে বসলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে ছিল একখানা লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) আশ্রয় প্রার্থনা করো। এখানে (বর্ণনাকারী) জারীর তার হাদীসে আরো উল্লেখ করেন– তিনি (সা) বলেন, সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা (দাফনকার্য সমাপন করে) ফিরে যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, ওহে! তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দীন কি ও নবী কে? হান্নাদ (র) বলেন, তিনি (সা) বলেছেন, এরপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব (প্রতিপালক) কে? তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে (আবার) জিজ্ঞেস করে, তোমার দীন কি? সে বলে, ইসলাম আমার দীন। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করে, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত

হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীরের বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, এটাই হলো আল্লাহর এ কালামের অর্থ: "যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে তাদেরকে ইহজীবনে ও আখেরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম : ২৭)।

অতঃপর জারীর ও হান্নাদ উভয়ে একইভাবে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেছেন– অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য (তার কবর থেকে) বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি (নবী সা) বলেন, ফলে তার দিকে বেহেশতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে। তিনি আরো বলেন, ঐ দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

তিনি (সা) কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর ঐ দু'জনে আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করে, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তখন আকাশের দিক থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখ থেকে একখানা বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, তারপর তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। তিনি (সা) আরো বলেন, এছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। জারীরের হাদীসে আরো আছে, তিনি (সা) বলেছেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ী থাকে, যদি এ (হাতুড়ী) দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। নবী (সা) বলেন, তারপর সে (ফেরেশতা) তাকে তা দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিশ পর্যন্ত সকল সৃষ্টি জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে বিলীন হয়ে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর পুনরায় তাতে রূহ ফেরত দেয়া হয় (এভাবে অবিরাম শাস্তি চলতে থাকে)।

٤٧٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ أَبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪৭৫৪। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র)... আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... রাবী এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِيْ ذِكْرِ الْمِيْزَانِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ মীযান (ওজনদণ্ড) প্রসঙ্গে

٤٧٥٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ أَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِيْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَبِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِيْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِيْ شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ. قَالَ يَعْقُوْبُ عَنْ يُوْنُسَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِهِ.

৪৭৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কাঁদছে কেনো? তিনি বললেন, দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবার-পরিজনের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না– মীযানের কাছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে কি বেশী হবে; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান, যখন বলা হবে, "লও আমার আমলনামা পাঠ করে দেখো" (সূরা হাক্কাহ : ১৯); কেননা তখন সকলেই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে না পিছন দিক থেকে না বাম হাতে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের কাছে, যখন তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

بَابٌ فِى الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ- ২৭ ঃ দাজ্জালের বর্ণনা

٤٧٥٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ

نَبِيٌّ بَعْدَ نُوْحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَانِيْ وَسَمِعَ كَلاَمِيْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمِثْلَهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرٌ.

৪৭৫৬। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নূহ (আ)-এর পর যাঁরাই নবী হিসেবে এসেছেন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। আর আমিও তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (দাজ্জালের) বর্ণনা দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে এবং আমার কথা শুনেছে সেও হয়ত বা তার সাক্ষাত পেতে পারে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের যেরূপ মন-মানসিকতা আছে তখনও কি এরূপ থাকবে? তিনি বললেন, হয়ত আরো উত্তম।

٤٧٥٧- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّيْ لأُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّيْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

৪৭৫৭। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসম্মুখে আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসার পরে দাজ্জালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: প্রত্যেক নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করে গেছেন। নূহ (আ)-ও তাঁর কওমকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে যান। কিন্তু আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যা অন্য কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলে যাননি। তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে কানা; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন।

بَابٌ فِي الْخَوَارِجِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ খারিজীদের প্রসঙ্গে

٤٧٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْ جَهْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ.

৪৭৫৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (মুসলিম) সমাজ পরিত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজ্জু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো।

٤٧٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِيْ يَسْتَأْثِرُوْنَ بِهٰذَا الْفَيْءِ قُلْتُ أَمَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِيْ عَلَى عَاتِقِيْ ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ قَالَ أَوَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ.

৪৭৫৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার (ইনতেকালের) পরে শাসকগণ এসব ফায় নিজেদের জন্য আত্মসাৎ করলে তাদের সম্পর্কে তোমাদের ভূমিকা কি হবে? আমি বললাম, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন নিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি আমার তরবারি আমার কাঁধে রাখবো এবং তা দিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাত করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত (আমরণ) লড়ে যাবো। তিনি (সা) বলেন: আমি কি তোমাকে এর চেয়ে একটা উত্তম পথ বলে দিবো না? তা হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত (আমরণ) তুমি ধৈর্য ধারণ করবে।

٤٧٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُوْنَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ هِشَامٌ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ نَقْتُلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ.

৪৭৬০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অচিরেই তোমাদের জন্য এমন সব নেতা নিযুক্ত হবে যাদের কিছু কার্যকলাপ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু অপছন্দ করবে। তখন যে ব্যক্তি তার মুখ দিয়ে অস্বীকার করবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার অন্তর দিয়ে অপছন্দ করবে সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে তা অনুকরণ করবে সে তার দীনকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করবে। অতঃপর বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদেরকে হত্যা করবো না? ইবনে দাউদ বলেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? তিনি (সা) বললেন: না, যতোক্ষণ তারা নামায পড়বে।

٤٧٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ. قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ.

৪৭৬১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি তা ঘৃণা করলো সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলো। যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করলো সে নিরাপদ হলো। কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করলো এবং যে ব্যক্তি তার অন্তর দিয়ে অপছন্দ করলো।

٤٧٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

৪৭৬২। 'আরফাজাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে বিচিত্রমুখী দুর্নীতি ব্যাপকভাবে দেখা দিবে। মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের কাজকর্মে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে সে যে-ই হোক, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করো।

بَابٌ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

٤٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ

فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ قَالَ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

৪৭৬৩। উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ বা খাটো হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আছে, যদি তোমরা আনন্দে আত্মহারা না হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ওয়াদা সম্বন্ধে অবহিত করবো যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উবায়দা (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি একথা তাঁর থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, কা'বার প্রভুর শপথ!

٤٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ زَيْدٍ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالَتْ يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيءُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَنَعَهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا وَاللَّهِ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

৪৭৬৪। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু অপরিশোধিত স্বর্ণ পাঠালে তিনি তা চার ব্যক্তি, যথা– আকরা' ইবনে হাবিস আল-হানযলী আল-মুজাশিঈ, উয়াইনা ইবনে বদর আল-ফাযারী, যায়েদ আল-খায়ল আত-তাঈ, অতঃপর নাবহান গোত্রের এক ব্যক্তি এবং (অতিরিক্ত) আলকামা ইবনে উলাছাহ আল্-আমেরী এবং বনী কিলাব গোত্রের এক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেন। রাবী বলেন, এতে কুরাইশ ও আনসারগণ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, নাজদের অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে। তিনি (নবী) বললেন, আমি তাদেরকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করার জন্য দিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কোটরাগত চোখ, উদ্যত চিবুক, ঘন দাড়ি ও মুড়ানো মাথাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করো। তিনি (সা) বললেন, আমিই যদি অবাধ্য হই তাহলে কে আর আল্লাহর আনুগত্য করবে? আল্লাহ তো আমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে নিয়োগ করেছেন; আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না! আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, আমার মতে, তিনি (হত্যার অনুমতিপ্রার্থী) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)। তিনি বলেন, তিনি (সা) তাকে নিষেধ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি চলে গেলে তিনি (সা) বলেন, তার বংশধর থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যে গতিতে শিকারের দিকে ছুটে যায় তারাও অনুরূপভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং পৌত্তলিকদেরকে নিরাপদ রাখবে। যদি আমি তাদের সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে তাদেরকে হত্যা করবো, যেভাবে 'আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছে।

٤٧٦٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَمُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِيَّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِي الْوَلِيْدَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُوْنَ الْقِيْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُوْنَ حَتّٰى يَرْتَدَّ عَلٰى فُوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْبٰى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوْهُ يَدْعُوْنَ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَيْسُوْا مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلٰى بِاللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سِيْمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ.

৪৭৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও মতদ্বৈততা সৃষ্টি হব। তারা উত্তম উত্তম কথা বলবে, আর নিকৃষ্ট কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার হাড় অতিক্রম করবে না। তারা দীন (অর্থাৎ ইমামের আনুগত্য) থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়, তারা আর ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টিজগতে নিকৃষ্টতম। ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান যে তাদেরকে হত্যা করলো এবং তারা তাকে হত্যা করলো। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকে কিন্তু নিজেরা তার অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে সে-ই হবে আল্লাহর দরবারে (আমার উম্মতের মধ্যে) সর্বোত্তম। তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের লক্ষণ কি হবে? তিনি বললেন, মাথা মুড়ানো গোষ্ঠী।

٤٧٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ التَّسْبِيدُ اسْتِئْصَالُ الشَّعْرِ.

৪৭৬৬। আনাস (রা) থেকেও অনুরূপ একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। (যেখানে আরো আছে) তিনি বলেন, তাদের নিদর্শন হলো- তারা মাথা মুড়ানো ও টাকপড়া হবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে দেখলে হত্যা করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আত-তাসবীদ অর্থ চুল উপড়ে ফেলা।

٤٧٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৭৬৭। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন,

যখন আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আমার আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অতি প্রিয় মনে হয়। আর যখন আমি আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপার নিয়ে আলাপ করি তখন "যুদ্ধ হলো কৌশল"। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: শেষ যুগে এমন সব লোকজনের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যারা হবে বয়সে নবীন এবং প্রতিজ্ঞাহীন নির্বোধ। তারা তামাম মাখলুকের সর্বোত্তম কথা বলবে, তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপভাবে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, তাদের ঈমান কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যেখানেই এ ধরনের লোকের সাক্ষাত পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে। কেনোনা যারা এদেরকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তারা সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে।

٤٧٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ عَلِيٍّ الَّذِيْنَ سَارُوْا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَّكَلُوْا عَلَى الْعَمَلِ وَآيَةُ ذٰلِكَ أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ أَفَتَذْهَبُوْنَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُوْنَ هٰؤُلاَءِ يَخْلُفُوْنَكُمْ إِلَى ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنُوْا هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوْا فِيْ سَرْحِ النَّاسِ فَسِيْرُوْا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَلْنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً مَنْزِلاً حَتّٰى مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ. قَالَ فَلَمَّا

الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا السُّيُوْفَ مِنْ جُفُوْنِهَا فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُّنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ حَرُوْرَاءَ. قَالَ فَوَحَّشُوْا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلُّوا السُّيُوْفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قَالَ وَقَتَلُوْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ وَمَا أُصِيْبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ الْتَمِسُوْا فِيْهِمُ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوْا قَالَ فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَخْرِجُوْهُمْ فَوَجَدُوْهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيْ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ ذُلٌّ لِلْعِلْمِ أَنْ يُّجِيْبَ الْعَالِمُ كُلَّ مَنْ سَأَلَهُ.

৪৭৬৮। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব আল্‌-জুহানী (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি আলী (রা)-এর সাথে সেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, যারা খারিজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন। আলী (রা) বলেন, হে লোকসকল! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন একটি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যাদের কুরআন পাঠের সামনে তোমাদের তিলাওয়াত কিছুই নয়, তোমাদের নামায তাদের নামাযের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের রোযা তাদের রোযার তুলনায় কিছুই নয়। তারা কুরআন পাঠ করবে সওয়াব লাভের ধারণা করে, কিন্তু ফল পাবে উল্টো। তাদের নামায তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়, তারাও অনুরূপভাবে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। যেসব সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা যদি সেই সওয়াবের কথা জানতে পারে যা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখে তাদের জন্য বলেছেন, তাহলে তারা অন্যান্য আমল করা ত্যাগ করবে এবং এরই উপর নির্ভর করে বসবে। এই ফেরকার নিদর্শন হলো, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি থাকবে যার বাহু থাকবে কিন্তু হাত থাকবে না এবং তার বাহুর উপর (নারীর) স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি বোঁটা থাকবে এবং তার উপর সাদা লোম থাকবে। তোমরা কি তোমাদের ছেলেমেয়ে ও ধন-সম্পদ এদের আয়ত্তে রেখে মুআরিয়া ও সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতে চাও? আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা যে, এরাই

হচ্ছে (হাদীসে বর্ণিত) সেই সম্প্রদায়। কেনোনা এরা হারামভাবে রক্ত প্রবাহিত (নরহত্যা) করছে এবং চারণভূমি থেকে মানুষের পশু লুট করছে। অতএব তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য) আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হও।

সালামা ইবনে কুহাইল (র) বলেন, যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব তাদের (খারিজীদের) কাছে যাওয়ার ঘটনা পর্যায়ক্রমে আমার নিকট বর্ণনা করেন ও বলেন, অবশেষে আমরা একটি পুল অতিক্রম করে যখন দুই দল মুখামুখী হলাম– আর খারিজীদের দলপতি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব আর-রাসিবী। সে তাদেরকে বললো, তোমরা বল্লম নিক্ষেপ করো এবং খাপ থেকে তরবারি বের করো। এমন যেনো না হয় যে, তারা তোমাদেরকে শপথ দিয়ে বলবে যেমন হারূরার দিবসে তারা শপথ দিয়েছিল। তিনি বলেন, তারপর তারা বল্লম নিক্ষেপ করতে লাগলো ও খাপ থেকে তরবারি বের করলো এবং মুসলমানরা বল্লম নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিরোধ করলো এবং একের পর এক তারা নিহত হতে থাকলো। তিনি বলেন, ঐদিন আলী (রা)-এর পক্ষের দুই ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করলো। আলী (রা) বলেন, তোমরা নিহতদের মধ্যে মুখদাজ (ক্ষুদ্র হাতবিশিষ্ট)-কে খোঁজ করো; কিন্তু তারা তাকে পেলো না। রাবী বলেন, তারপর আলী (রা) নিজে উঠে পরস্পরের উপর পড়ে থাকা লাশের কাছে এসে বললেন, এদেরকে বের করো। তারা তাকে (মুখদাজকে) ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পেয়ে গেলে তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূলও (সঠিক সংবাদ) দিয়েছেন। এরপর উবায়দা আস্‌-সালমানী তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই! আপনি কি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। উবায়দা তিনবার শপথ করে তার নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনিও তিনবার শপথ করে একই কথা বলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, আলেম ব্যক্তির শান হলো, তার কাছে যা জানতে চাওয়া হয় তিনি তার জবাব দিবেন।

٤٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ ابْنِ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيءِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اُطْلُبُوا الْمُخْدَجَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطَقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شَعِيرَاتٌ مِثْلُ شَعِيرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ.

৪৭৬৯। আবুল ওয়াদী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বললেন, তোমরা মুখদাজকে খুঁজে বের করো। অতঃপর হাদীসখানা পূর্বানুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর

তারা তাকে ভূলুণ্ঠিত লাশসমূহের নীচ থেকে (খুঁজে) বের করলো। আবুল ওয়াদী' আরো বলেন, তাকে দেখে আমার মনে হলো সে যেন হাবসী লোক, তার পরিধানে কা'বা (জুব্বা) ছিল। তার এক হাতের উপর মেয়েলোকের স্তনের বোঁটার অনুরূপ একটি বোঁটা ছিল এবং তাতে ইয়ারবু'র লেজের লোমের ন্যায় পশম ছিল (এক ধরনের ইঁদুর জাতীয় প্রাণী)।

٤٧٧٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ إِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ يُجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيْرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِيْنِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيٍّ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُسًا لِيْ قَالَ أَبُوْ مَرْيَمَ وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثُّدَيَّةِ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السِّنَّوْرِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عِنْدَ النَّاسِ اِسْمُهُ حَرْقُوْسٌ.

৪৭৭০। আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মুখদাজ (খোঁড়া হাতবিশিষ্ট) সেকালে আমাদের সাথে মসজিদে দিনরাত উঠা-বসা করতো এবং সে ছিল দিনহীন। আমি তাকে লোকজনের সাথে আলী (রা)-র আহারে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। আমি তাকে আমার একটি আলখাল্লা দান করেছিলাম। আবু মরিয়ম বলেন, মুখদাজকে নাফে' যু- সাদয়াহ (বোঁটাধারী) নামে ডাকা হতো। আর তার হাতে নারীর স্তনের বোঁটার ন্যায় একটি বোঁটা ছিল এবং বিড়ালের লোমের ন্যায় লোম ছিল।

بَابٌ فِيْ قِتَالِ اللِّصُوْصِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ চোরের মোকাবিলা করা সম্পর্কে

٤٧٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৪৭৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কারো ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উপক্রম হলে এবং সে তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ হিসেবে গণ্য।

٤٧٧٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِيْ أَبَا أَيُّوْبَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ أَوْ دُوْنَ دَمِهِ أَوْ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

৪৭৭২। সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ। একইভাবে কেউ তার পরিবার-পরিজন ও জীবন বা ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সেও শহীদ।

টীকা ঃ আবু দাউদ (র) বলেন, মু'তাযিলাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাজার অথবা প্রায় দুই হাজার হাদীস প্রত্যাখ্যান করে (সম্পাদক)।

অধ্যায় ঃ ৪১

كِتَابُ الأَدَبِ

(আচার-ব্যবহার)

بَابٌ فِي الْحِلْمِ وَأَخْلاَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নবী (সা)-এর সহনশীলতা ও আখলাক-চরিত্র সম্বন্ধে

٤٧٧٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشُّعَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضٌ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ. قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُ هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا.

৪৭৭৩। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি (মনে মনে) বললাম আল্লাহর শপথ! আমি যাবো না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে প্রয়োজনে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যাবো। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি রওয়ানা হয়ে বাজারে খেলাধূলারত বালকদের নিকট দিয়ে যেতে খেলায় মাতলাম। হঠাৎ পিছন দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার ঘাড় ধরলেন। পিছন দিকে ফিরে আমি

দেখলাম যে, তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছি তুমি সেখানে যাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হাঁ, আমি যাচ্ছি। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি সাত বছর অথবা নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি; কিন্তু আমার মনে পড়ছে না যে, তিনি আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে বলেছেন: তুমি এটা কেনো করেছো? অথবা কোনো কাজ না করলে তিনি আমার কৈফিয়ত তলব করেননি, এ কাজ কেনো করোনি।

٤٧٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلاَمٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِيْ كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِيْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِيْ فِيْهَا أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِيْ لِمَ فَعَلْتَ هذَا أَمْ أَلاَّ فَعَلْتَ هذَا.

৪৭৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আমি দশ বছর যাবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। তখন আমি বালক ছিলাম। সব কাজ আমার মালিক যেভাবে করাতে চেয়েছেন সেভাবে করতে পারিনি। সেজন্য তিনি আমার প্রতি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি এবং কখনো আমাকে বলেননি, তুমি এটা কেনো করেছো অথবা এটা কেনো করোনি।

٤٧٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِيْنَ قَامَ فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِىٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِىُّ احْمِلْ لِيْ عَلَى بَعِيْرَىَّ هذَيْنِ فَإِنَّكَ لاَ تَحْمِلُ لِيْ مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالِ أَبِيْكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لاَ أَحْمِلُكَ حَتَّى تُقِيْدَنِيْ مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِيْ جَبَذْتَنِيْ. فَكُلُّ ذلِكَ يَقُوْلُ لَهُ الأَعْرَابِىُّ وَاللَّهِ لاَ أُقِيْدُكَهَا فَذَكَرَ

الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلاً فَقَالَ لَهُ اَحْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيْرَيْهِ هٰذَيْنِ عَلَى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَعَلَى الاٰخَرِ تَمْرًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوْا عَلَى بَرَكَةِ اللّٰهِ.

৪৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মসজিদে বসতেন, কথাবার্তা বলতেন। অতঃপর তিনি যখন উঠে যেতেন আমরাও দাঁড়াতাম এবং তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতাম। একদিন তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন এবং তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম জনৈক বেদুঈন তাঁকে নাগালে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিলো যে, তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেলো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তাঁর চাদরটা ছিল খসখসে। তিনি ফিরে তাকালেন। বেদুঈন তাঁকে বললো, এ দুই উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য আমাকে দাও। কেননা তুমি তো তোমার নিজের মাল থেকেও দিচ্ছো না আর তোমার বাবার সম্পদ থেকেও দিচ্ছো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি; না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি; না, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি আমাকে যে জোরে টান দিয়েছো তুমি তোমার উপর আমাকে তার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুই দিবো না। বেদুঈনও বারবার বলছিল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে তার প্রতিশোধ (কিসাস) নেয়ার সুযোগ দিবো না। অতঃপর রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি একটি লোককে ডেকে এনে বললেন: তার এ দুই উটের একটিতে যব এবং অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দিয়ে দাও। এরপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কল্যাণ নিয়ে ফিরে যাও।

بَابٌ فِي الْوَقَارِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যদাবোধ

٤٧٧٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا قَابُوْسُ بْنُ أَبِيْ ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

৪৭৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উত্তম পথ, গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তম আচরণ এবং মিতাচার বা পরিমিতিবোধ নবুয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।

بَابُ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে

٤٧٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ أَبِي مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْمُوْنٍ.

৪৭৭৭। সাহল ইবনে মুয়ায (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ক্রোধ বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমত যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দান করবেন।

٤٧٧٨- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَلأَهُ اللّٰهُ أَمْنًا وَإِيْمَانًا لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ دَعَاهُ اللّٰهُ. زَادَ وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشْرٌ أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلّٰهِ تَوَّجَهُ اللّٰهُ تَاجَ الْمُلْكِ.

৪৭৭৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের কোনো একজনের পুত্র থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ডাকবেন, এর স্থানে বলেন, আল্লাহ তাকে শান্তি ও ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। এরপর আরো বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকে এবং বিশর (ইবনে মানসূর) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, নম্রতা ও সদাচার হিসেবে পরিত্যাগের কথা বলেছেন, আল্লাহ তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান

করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিবাহ করবে আল্লাহ তাকে রাজ-মুকুট পরিধান করাবেন।

٤٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيْكُمْ قَالُوا الَّذِيْ لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

৪৭৭৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা মনে করো? সাহাবাগণ বললেন, যাকে কেউ মল্লযুদ্ধে হারাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, বরং প্রকৃত মল্লযোদ্ধা বীর হলো যেই ব্যক্তি রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় যা বলতে হবে

٤٧٨٠- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَأْمُرُهُ فَأَبٰى وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَبًا.

৪৭৮০। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজনের রাগ এতো চরমে উঠলো যে, আমার মনে হচ্ছিল, রাগের প্রচণ্ডতায় বোধ হয় তার নাক ফেটে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি এমন একটি বাক্য জানি যা বললে রাগের প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। তখন মু'আয (রা) বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল! সেই বাক্যটি কি? তিনি বললেন, সে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"। আবদুর রহমান বলেন, তখন মু'আয্ (রা) তাকে তা পড়ার তাকিদ দিতে থাকলেন। কিন্তু সে তা পড়তে সম্মত হলো না এবং ঝগড়া করতে থাকলো এবং তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো।

٤٧٨١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِيْ مِنْ جُنُوْنٍ.

৪৭৮১। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। ফলে এদের একজনের চোখ লাল হতে থাকে ও ঘাড়ের শিরা মোটা হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি অবশ্যই এমন একটি দোআ জানি এ ব্যক্তি তা বললে নিশ্চয়ই তার রাগ চলে যাবে। তাহলো: অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। লোকটি বললো, আপনি কি আমার পাগল ভাব দেখতে পাচ্ছেন!

٤٧٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ.

৪৭৮২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাঁড়ানো অবস্থায় যদি তোমাদের কারোর রাগের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেনো বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূরীভূত হয় তো ভালো, অন্যথায় সে যেনো শুয়ে পড়ে।

٤٧٨٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا ذَرٍّ بِهذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهذَا أَصَحُّ الْحَدِيْثَيْنِ.

৪৭৮৩। ওয়াহ্‌ব ইবনে বাকিয়্যা (র)... বাকর (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার (রা)-কে পাঠালেন... রাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, দু'টি হাদীসের মধ্যে (সনদের বিচারে) এটি অধিকতর সহীহ।

টীকা ঃ আবু দাঊদের বর্ণনায় এটি মুরাল হাদীস, কিন্তু ইমাম আহ্‌মাদের বর্ণনায় মারফূ' হাদীস (সম্পাদক)।

٤٧٨٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ وَائِلٍ الْقَاصُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

৪৭৮৪। আবু ওয়ায়েল আল্‌-কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উরওয়াহ ইবনে মুহাম্মাদ আস্‌-সা'দীর কাছে গেলাম। এক ব্যক্তি তার সাথে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগান্বিত করে ফেলে। অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং উযু করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়েই নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো ক্রোধের উদ্রেক হলে সে যেনো উযু করে নেয়।

بَابٌ فِى التَّجَاوُزِ فِى الأَمْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ক্ষমাশীলতা ও অপরাধ উপেক্ষা করা

٤٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا.

৪৭৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি কাজের যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হতো তখন তিনি দু'টির মধ্যে সহজতরটিকেই গ্রহণ করতেন, যদি না তা পাপ কাজ হতো। আর যদি

তা পাপ কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা বা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের বেলায় তিনি আল্লাহর জন্য অবশ্যই তার প্রতিশোধ নিতেন।

٤٧٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا وَلاَ امْرَأَةً قَطُّ.

৪৭৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাদেমকে (অপরাধ সত্ত্বেও) এবং কোনো মহিলাকে মারধর করেননি।

٤٧٨٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فِيْ قَوْلِهِ خُذِ الْعَفْوَ. قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ.

৪৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) আল্লাহ তা'আলার বাণী "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো" (সূরা আ'রাফ : ১৯৯) সম্পর্কে বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকজনের চারিত্রিক দুর্বলতা বা দোষত্রুটি ক্ষমা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بَابٌ فِيْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ লোকজনের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করা

٤٧٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِي الْحِمَّانِيَّ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ مَا بَالُ فُلاَنٍ يَقُوْلُ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا.

৪৭৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি এভাবে বলতেন না- তার কি হলো যে, সে একথা বলে? বরং তিনি বলতেন, লোকজনের কি হলো যে, তারা এই এই বলে।

٤٧٨٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِيْ وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هٰذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًا كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُوْمِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ.

৪৭৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তার শরীরে হলুদ রং-এর চিহ্ন ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মুখের উপর তার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করতে সংকোচবোধ করতেন। তাই লোকটি যখন চলে যেতে লাগলো তখন তিনি বললেন- তোমরা যদি এ ব্যক্তিকে তার চেহারার ঐ রং ধুয়ে ফেলতে বলতে। আর দাউদ (র) বলেন, সাল্‌ম আলী (রা) বংশীয় নন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি আদী ইবনে আরতাত (রা)-র সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি।

٤٧٩٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيْعًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ.

৪৭৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুমিন ব্যক্তি হয় সহজ-সরল ও ভদ্র প্রকৃতির, কিন্তু পাপিষ্ঠ হয় প্রতারক ও নির্লজ্জ।

٤٧٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَلَمَّا

دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لاتِّقَاءِ فُحْشِهِ.

৪৭৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন– গোত্রের নিকৃষ্ট লোক। অতঃপর তিনি বললেন- আসতে দাও। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করলো তার সাথে তিনি নম্রভাবে কথা বললেন। (সে চলে যাওয়ার পর) আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ ব্যক্তির সাথে নম্রভাবে কথা বললেন, অথচ ইতিপূর্বে আপনি তার সম্পর্কে অন্য রকম মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট গণ্য হবে, যাকে মানুষ তার অশালীন কথার ভয়ে পরিত্যাগ করেছে।

٤٧٩٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ هذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِيْنَ يُكْرَمُوْنَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ.

৪৭৯২। আয়েশা (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা! সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ওরাই যাদেরকে মানুষ তাদের ব্যাক্যবাণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্মান করে।

٤٧٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ قَطَنٍ أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً الْتَقَمَ أُذُنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنَحِّيْ رَأْسَهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يُنَحِّيْ رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَدَعُ يَدَهُ.

৪৭৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ব্যক্তি এসে কানে কানে কথা বললে যতোক্ষণ সে তার কান না সরাতো তার আগে তাঁকে কখনো নিজের কান সরিয়ে নিতে দেখিনি। আর কোনো ব্যক্তি তার হাত ধরলে যতোক্ষণ সে হাত না ছাড়তো ততোক্ষণ তিনি (নবী সা) তাঁর হাত বিচ্ছিন্ন করতেন না।

٤٧٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمَّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ. سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ فَقَالَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.

৪৭৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই। অতঃপর লোকটি প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে হাসিমুখে কথা বললেন। লোকটি চলে গেলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন প্রবেশের জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছিল আপনি তখন তার সম্পর্কে বলেছিলেন, গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই; কিন্তু প্রবেশ করলে আপনি তার সাথে হাসিখুশীভাবে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা অশালীন ও অশোভনভাষীকে পছন্দ করেন না। আবু দাউদ (র)-কে নবী (সা)-এর বাণী 'গোত্রের নিকৃষ্ট ভাই' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা (অনুপস্থিতিতে সমালোচনা) কেবল নবী (সা)-এর জন্যই খাস (অপরের জন্য নয়)।

بَابٌ فِي الْحَيَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ লজ্জাশীলতা

٤٧٩٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ.

৪৭৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে (অতিরিক্ত) লজ্জাশীলতার কারণে ভর্ৎসনা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: একে ছেড়ে দাও; কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ।

٤٧٩٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَثَمَّ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفًا فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيْثَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلاَمَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلاَ أَرَانِيْ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ كُتُبِكَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِيْهِ إِيْهِ.

৪৭৯৬। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর'। অধস্তন রাবী বুশাইর ইবনে কা'ব বলেন, আমরা বিভিন্ন পুস্তকে দেখতে পাই যে, লজ্জা দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয় এবং গাম্ভীর্য অর্জন করা যায় এবং তাতে দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়। ইমরান (রা) হাদীসখানা পুনরায় বললেন। বুশাইরও তার কথার পুনরোক্তি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এতে ইমরান (রা) রাগান্বিত হয়ে যান, ফলে তার দুই চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে এবং বলেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলছি আর তুমি এর বিপরীতে তোমার কিতাবের কথা উল্লেখ করছো। আবু কাতাদা (র) বলেন, আমরা বললাম, হে আবু নুজায়েদ! থামো থামো।

٤٧٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ أَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَ.

৪৭৯৭। আবু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পূর্বকালের নবীগণের যে কথাটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে তা হলো:

যখন তুমি নির্লজ্জ হবে তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। আবু দাউদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, শো'বা (র)-এর সূত্রে আল-কা'নাবী কর্তৃক বর্ণিত আর কোনো হাদীস আছে কি? তিনি বলেন, না।

بَابٌ فِيْ حُسْنِ الْخُلُقِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী

٤٧٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

৪৭৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে (দিনভর) রোযাদার এবং (রাতভর) ইবাদতকারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।

٤٧٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِيْ بَزَّةَ عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِىِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِىَّ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ يُقَالُ كَيْخَارَانِىٌّ وَكَوْخَارَانِىٌّ.

৪৭৯৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সচ্চরিত্রই হবে মীযানে (আমলনামার নিক্তিতে) সকল নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে ওজনদার (মীযানে সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ওজনদার আর কিছুই নেই)। আবুল ওলীদ (র) বলেন, আমি আতা আল-কায়খারানীকে বলতে শুনেছি, আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি হলেন ইয়া'কূবের পুত্র ইবরাহীম ইবনে নাফে'-এর মামা। কায়খারানী ও কাওখারানী উভয়ই বলা হয়।

٤٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبُوْ كَعْبٍ أَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

৪৮০০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে আমি তার জন্য বেহেশতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যামিনদার; আর যে ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলে না আমি তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি ঘরের জন্য দায়িত্বশীল এবং যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চে অবস্থিত একটি ঘরের যামিনদার।

٤٨٠١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيْظُ الْفَظُّ.

৪৮০১। হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জাওয়ায ও জা'যারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অমার্জিত ও অসভ্য।

টীকা ঃ জা'যারী অর্থ অমার্জিত, অহংকারী ও আত্মগর্বী (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرِّفْعَةِ فِى الأُمُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কাজে-কর্মে অহমিকা প্রদর্শন দূষণীয়

٤٨٠٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الأَعْرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.

৪৮০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আদবা" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রীকে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) কখনো হারানো যেতো না। এক বেদুঈন তার একটি যুবতী উষ্ট্রী নিয়ে এসে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলো এবং সে তাতে বিজয়ী হলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোনো কিছুর চরম উন্নতি লাভের পর আবার অবনতির দিকে প্রত্যাবর্তিত করা আল্লাহর চিরন্তন নীতি।

٤٨٠٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.

৪৮০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর কোন বস্তু উন্নতির সোপানে পৌঁছার পর সেটিকে অবনত বা ধ্বংস করা আল্লাহ তা'আলার কর্তব্য (প্রাকৃতিক বিধান)।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ التَّمَادُحِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ চাটুকারিতা নিন্দনীয়

٤٨٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ فِيْ وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ تُرَابًا فَحَثَا فِيْ وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ.

৪৮০৪। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে উসমান (রা)-এর সামনে তার প্রশংসা আরম্ভ করলো। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) মাটি তুলে নিয়ে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা চাটুকারদের সাক্ষাৎ পেলে তাদের মুখমণ্ডলে মাটি নিক্ষেপ করবে।

٤٨٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَثْنَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ثَلاَثَ

مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَلاَ أُزَكِّيهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

৪৪০৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অন্য এক লোকের প্রশংসা করলে তিনি তাকে (প্রশংসাকারীকে) তিনবার বলেন, তুমি তো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমাদের কেউ একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেনো বলে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহর কাছে তাকে নির্দোষ বলে ধারণা করি না।

٤٨٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

৪৪০৬। মুতাররিফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমরা বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, প্রকৃত নেতা হলেন আল্লাহ! আমরা বললাম, আপনি মর্যাদার দিক থেকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দানের মহান ব্রতে আপনি মহাত্মন। তিনি বললেন, তোমাদের একথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোন অসুবিধা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়।

بَابٌ فِي الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বিনয় ও নম্রতা

٤٨٠٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

৪৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নম্র ও দয়ালু, তিনি নম্রতা ও বিনয় পছন্দ করেন। তিনি বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লোককে যা দান করেন তা রূঢ় ও কঠোর স্বভাবের লোককে দান করেন না।

٤٨٠٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرِ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوْا حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُوْ إِلى هذِهِ التِّلاَعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِيْ يَا عَائِشَةُ ارْفَقِيْ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِيْ حَدِيْثِهِ مُحَرَّمَةً يَعْنِيْ لَمْ تُرْكَبْ.

৪৮০৮। আল-মিকদাম ইবনে শুরাইহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মরুভূমিতে বসবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরুভূমিতে এ ঝর্ণার দিকে যেতেন। তিনি একদা মরুভূমিতে ভ্রমণ করার মনস্ত করলেন এবং আমার কাছে বাহন হিসেবে তখনও অব্যবহৃত যাকাতের একটি উষ্ট্রী পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আয়শা! (উষ্ট্রীর প্রতি) নম্রতা প্রদর্শন করো। কেনোনা কোনো কিছুর মধ্যে বিনয়-নম্রতা বিদ্যমান থাকলে তা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কোনো কিছু থেকে তা অপসারণ করা হলে তা সেটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইবনুস সাব্বাহ (র) তার হাদীসে বলেন, 'মাহরামাহ' অর্থ ভারবাহী হিসেবে অব্যবহৃত।

٤٨٠٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

৪৮০৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যাকে নম্রতা ও বিনয়ের গুণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সকল প্রকার মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

٤٨١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الأَعْمَشُ

وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُوْنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الأَعْمَشُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِيْ عَمَلِ الاخِرَةِ.

৪৮১০। মুস'আব ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরকালের আমল ছাড়া পার্থিব সকল ব্যাপারেই তাড়াহুড়া পরিহার করতে হবে।

টীকা ঃ আখেরাতের কাজ, অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করেই তা আদায় করবে। আর পার্থিব ব্যাপারসমূহ চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে ধীরে-সুস্থে সম্পাদন করবে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ شُكْرِ الْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য

٤٨١١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.

৪৮১১। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। অথবা যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।

٤٨١٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ذَهَبَتِ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ لاَ مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.

৪৮১২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাজিরগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনসাররাই তো সকল সওয়াব নিলেন (কেননা তারা তাদের সকল সম্পদ আমাদের খেদমতে দান করেছেন)। তিনি বললেন: না, যতোক্ষণ তোমরা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দোআ করবে ও তাদের প্রশংসা করবে।

٤٨١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ

فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. قَالَ أَبُوْ دُوَادَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ شُرَحْبِيْلُ يَعْنِيْ رَجُلاً مِنْ قَوْمِيْ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوْهُ فَلَمْ يُسَمُّوْهُ.

৪৮১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কাউকে কিছু দান করা হলে সে যেনো সামর্থ্য থাকলে তার প্রতিদান দেয়। যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে সে যেনো তার প্রশংসা করে। সে তার প্রশংসা করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি তা (অনুগ্রহ) গোপন রাখলো সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব (র) এ হাদীস উমারা ইবনে গাযিয়া-শুরাহ্বীল-জাবের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি শুরাহ্বীল, অর্থাৎ আমার গোত্রের একজন সদস্য। মনে হয় তারা তাকে অপছন্দ করতো, তাই তার নাম উল্লেখ করেনি।

٤٨١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُبْلِيَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.

৪৮১৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি অনুদান পেয়ে দানকারীর প্রশংসা করলো সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো আর যে ব্যক্তি অনুদান গোপন করলো সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলো।

بَابٌ فِي الْجُلُوْسِ بِالطُّرُقَاتِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পথিপার্শ্বে বসা সম্বন্ধে

٤٨١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

৪৮১৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা পথিপার্শ্বে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও (অথবা তা পরিহার করো)। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় আলাপ-আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয় তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ নিষেধ করা।

٤٨١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرْشَادُ السَّبِيْلِ.

৪৮১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাস্তায় বসার কর্তব্য প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, (পথভুলা ব্যক্তিকে) রাস্তা বা পথ দেখানো।

٤٨١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى النَّيْسَابُوْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ.

৪৮১৭। জারীর ইবনে হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলতে শুনেছি: বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে এবং পথহারাকে পথ দেখাবে।

٤٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ فُلاَنٍ اِجْلِسِيْ فِيْ أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيْسى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَقَالَ كَثِيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ.

৪৮১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে এক প্রয়োজনে এসেছি। তিনি বললেন, হে অমুকের মা! তোমার সুবিধা মতো রাস্তার যে কোনো গলিপথে বসো এবং আমি তোমার কাছে বসে তোমার প্রয়োজন পূরণ করবো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে মহিলা বসলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসে থাকলেন যাবত না তার প্রয়োজন পূরণ হলো।

٤٨١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِيْ عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ.

৪৮১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারীর বুদ্ধি-জ্ঞানে কিছুটা জড়তা ছিল... পূর্বোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী।

بَابٌ فِيْ سِعَةِ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসার স্থান প্রশস্ত করা

٤٨٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ.

৪৮২০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বসার জন্য উত্তম হলো প্রশস্ত স্থান বা ময়দান। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান হলেন আমর ইবনে আবু আমরাহ আল-আনসারীর পুত্র।

بَابٌ فِى الْجُلُوْسِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি বসা

٤٨٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ

فِى الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ فَلْيَقُمْ.

৪৮২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ রোদের মধ্যে বসা অবস্থায় সেখানে ছায়া এসে যাওয়ায় তার দেহের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় পড়ে গেলে সে যেনো সেখান থেকে উঠে যায়।

টীকা ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই সময় দেহের কিছু অংশ রোদে ও কিছু অংশ ছায়ায় রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (সম্পাদক)।

٤٨٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ.

৪৮২২। কায়েস (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা দানরত অবস্থায় এসে রোদে দাঁড়ালেন। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তাকে ছায়ায় আনা হয়।

بَابٌ فِى التَّحَلُّقِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ গোলাকার হয়ে বসা

٤٨٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنِي الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ.

৪৮২৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ বিচ্ছিন্নভাবে এক এক স্থানে কয়েকজন করে মসজিদের মধ্যে গোলাকার হয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আমার কি হলো, আমি যে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি!

٤٨٢٤- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهذَا قَالَ كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ.

৪৮২৪। আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেনো তাদের একতাবদ্ধভাবে বসাকে পছন্দ করেছেন।

٤٨٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَارْكَانِيُّ وَهَنَّادٌ أَنَّ شَرِيكًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي.

৪৮২৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম, তখন আমাদের যে কোনো ব্যক্তি সভার প্রান্তের খালি জায়গায় বসতো।

بَابُ الْجُلُوسِ وَسْطَ الْحَلْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃত্তের মাঝখানে বসা

٤٨٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ.

৪৮২৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বৃত্তের (গোলাকার হয়ে বসা লোকজনের) মাঝখানে গিয়ে উপবেশনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ কেউ অপরের বসার জন্য নিজের স্থান থেকে উঠে গেলে

٤٨٢٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى لآلِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ.

৪৮২৭। সা'ঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাক্ষী দেয়ার জন্য আবু বাকরা (রা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন তার জন্য জনৈক ব্যক্তি তার স্থান ছেড়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তিনি সেখানে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আরো নিষেধ করেন- কোন ব্যক্তি যেনো তার হাত এমন কাপড়ে না মোছে যা তাকে দেয়া হয়নি।

٤٨٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

৪৮২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করলে অন্য এক ব্যক্তি তার জন্য তার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালো। সে সেখানে বসার জন্য যেতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সেখানে বসতে) নিষেধ করলেন।

بَابُ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجَالَسَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যাদের সংস্পর্শে বসা উচিত

٤٨٢٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ.

৪৮২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হলো কমলা-লেবু, যার ঘ্রাণ পবিত্র এবং যা সুস্বাদু। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না

তার উদাহরণ হলো খেজুর, যা সুস্বাদু কিন্তু ঘ্রাণহীন। আর যে গুনাহগার ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ লতাগুল্ম, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ কিন্তু স্বাদ তিক্ত। অপর পক্ষে যে পাপী ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না সে হানযালা বৃক্ষের ফল সদৃশ, যার স্বাদ তিক্ত কিন্তু গন্ধ নেই। আর পুণ্যবান ও সৎলোকের সংসর্গ হলো কস্তুরী বিক্রেতার সাথে তুলনীয়। তুমি কস্তুরী না পেলেও তার সুবাস পাবে এবং অসৎ লোকের সংসর্গ হলো কামাড়ের সাথে তুলনীয়। যদিও কালি ও ময়লা না লাগে, তবে ধুমা থেকে কোন প্রকারেই তুমি রক্ষা পাবে না।

٤٨٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَا الْكَلاَمِ الأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَثَلَ جَلِيْسِ الصَّالِحِ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ.

৪৮৩০। আনাস (রা)-আবু মূসা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের শুরু থেকে 'তার স্বাদ তিক্ত' পর্যন্ত বর্ণনা করেন। রাবী ইবনে মু'আযের বর্ণনায় আরো আছে, আনাস (রা) বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম, সৎকর্মশীল সাথীর উদাহরণ... এরপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪৮৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٣٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلاَنَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.

৪৮৩২। আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: তুমি মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেনো মোত্তাকী লোকে খায়।

٤٨٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَأَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ.

৪৮৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ও রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেনো লক্ষ করে যে, কার সাথে সে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছে।

٤٨٣٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ الأَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

৪৮৩৪। আবু হুরায়রা (রা) মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আত্মাসমূহ দলে দলে যুথবদ্ধ ছিল। যার সাথে পরিচয় ছিল তার সাথে তার বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় এবং যাদের মধ্যে পরিচয় ছিল না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الْمِرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ বিরোধ বা বিবাদ করা নিন্দনীয়

٤٨٣٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا.

৪৮৩৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কোনো সাহাবাকে কোনো কাজে পাঠাতেন তখন তাকে নির্দেশ দিতেন: তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ শোনাও, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না, আর সহজ করো, কঠিন করো না।

٤٨٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُوْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِيْ بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِيْ أَنْتَ أُمِّيْ كُنْتَ شَرِيْكِيْ فَنِعْمَ الشَّرِيْكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِيْ وَلاَ تُمَارِيْ.

৪৮৩৬। আস-সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে সাহাবারা আমার প্রশংসা ও সুনাম করতে আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তার সম্বন্ধে তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি সত্য বলেছেন, আপনি আমার (সফরের) সাথী ছিলেন। আপনি কতো উত্তম সুজন! আপনি না আমার বিরোধিতা করেছেন; আর না আমার সাথে বিবাদ করেছেন।

بَابُ الْهَدْيِ فِي الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কথা বলার আদব-কায়দা

٤٨٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

৪৮৩৭। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (সাহাবাগণকে নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করতেন, তখন তিনি প্রায়ই চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেন।

٤٨٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ فِيْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيْلٌ أَوْ تَرْسِيْلٌ.

৪৮৩৮। মিস'আর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন শায়েখকে মসজিদে বলতে শুনেছি, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও মন্থর গতিসম্পন্ন।

٤٨٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ كَلاَمُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَمًا فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.

৪৮৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারতো।

٤٨٤٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ قَالَ زَعَمَ الْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يُوْنُسُ وَعُقَيْلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

৪৮৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহর প্রশংসার সাথে আরম্ভ করা হয় না তা হয় পঙ্গু। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইউনুস, উকাইল, শুআইব ও সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) এ হাদীস আয-যুহ্‌রী (র)-নবী (সা) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ খুৎবাহ (ভাষণ) সম্বন্ধে

٤٨٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

৪৮৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে খুতবায় (বক্তৃতায়) আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতের সাক্ষ্য থাকে না তা পঙ্গু হাত সদৃশ।

بَابٌ فِيْ تَنْزِيْلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ স্তর বা পদমর্যাদা অনুসারে লোকদের সাথে আচরণ

٤٨٤٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ

الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ أَنَّ عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيْلَ لَهَا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ.

৪৮৪২। মায়মূন ইবনে আবু শাবীব (র) থেকে বর্ণিত। এক ভিক্ষুক আয়েশা (রা)-র নিকট এলে তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দান করেন। পোশাক পরিহিত ও সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট আর এক ব্যক্তি এলে তিনি তাকে বসালেন এবং খেতে দিলেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মানুষের সাথে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে আচরণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণিত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, মায়মূন (র) আয়েশা (রা)-র সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

টীকা ঃ আবু দাউদ (র)-এর মতে এটি মওকূফ হাদীস, অর্থাৎ আয়েশা (রা)-র বক্তব্য। অপর একটি সনদ সূত্রেও এটি আয়েশা (রা)-র বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে (সম্পাদক)।

٤٨٤٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِيْ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

৪৮৪৩। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই প্রবীণ মুসলমানকে সম্মান প্রদর্শন এবং কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি না নিয়ে বসা

٤٨٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْ

أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.

৪৮৪৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উভয়ের অনুমতি না নিয়ে কেউ যেনো দুই ব্যক্তির মাঝখানে না বসে।

٤٨٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.

৪৮৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উভয়ের অনুমতি গ্রহণ না করে (একত্রে বসা) দুই ব্যক্তিকে পৃথক করে দেয়া (তাদের মাঝখানে বসে) কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।

بَابٌ فِيْ جُلُوْسِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মানুষের কিভাবে বসা উচিৎ

٤٨٤٦- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

৪৮৪৬। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাঁটুদ্বয় খাড়া করে তা তাঁর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসতেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম হাদীস শাস্ত্রে একজন প্রত্যাখ্যাত (বর্জিত) শায়খ।

টীকা ঃ হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইমাম আবু দাঊদ ও দারা কুতনীর মতে প্রত্যাখ্যাত রাবী, ইবনে আদীর মতে বিশ্বস্ত রাবীগণ তার হাদীস গ্রহণ করেন না। ইবনে হিব্বানের মতে তিনি জাল হাদীস রচয়িতা। হাকেমের মতে তিনি দুর্বল রাবীদের নিকট থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী (সম্পাদক)।

٤٨٤٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدَّتَايَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ قَالَ مُوْسَى بِنْتِ حَرْمَلَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيْهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوْسَى الْمُتَخَشِّعَ فِى الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ.

৪৮৪৭। মাখরামা (রা)-র কন্যা কাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাঁটুদ্বয় খাড়া করে তা দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসতে দেখছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিনীতভাবে বসা অবস্থায় দেখে ভয়ে শিউরে উঠলাম।

بَابٌ فِى الْجِلْسَةِ الْمَكْرُوْهَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিকটু পদ্ধতিতে বসা

٤٨٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِيْ وَاتَّكَأْتُ عَلٰى أَلْيَةِ يَدِيْ فَقَالَ أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.

৪৮৪৮। আমর ইবনুস শারীদ (র) থেকে তার পিতা শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আমার বাম হাত পিঠের পিছে নিয়ে তার পাতার উপর বসেছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের মতো বসছো, যারা অভিশপ্ত।

بَابٌ فِى السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এশার নামাযের পর নৈশ আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে

٤٨٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثِ بَعْدَهَا.

৪৮৪৯। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাতে ও ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করতেন।

টীকা ঃ এশার নামাযের পর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ নয়, অবশ্য অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কখনো তাঁর সাহাবীগণের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করতেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি চার হাঁটু হয়ে বসে

٤٨٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ.

৪৮৫০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায সমাপন করার পর চার জানু হয়ে সস্থানে বসে থাকতেন সূর্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত।

টীকা ঃ ডান হাঁটু ডান দিকে, বাম হাঁটু বাম দিকে কাৎ করে ডান পায়ের পাতা বাম দিকে এবং বাম পায়ের পাতা ডান দিকে ছড়িয়ে বসা (বাজলুল মাজহূদ)। সংস্কৃত ভাষায় পদ্মাসন আর স্থানীয় চলতি ভাষায় 'আসন' করে বসা বলে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى التَّنَاجِيْ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কানাঘুষা করা সম্বন্ধে

٤٨٥١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْتَجِيْ اِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ.

৪৮৫১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই ব্যক্তি যেনো তাদের অপর সঙ্গীকে (একাকী) রেখে কানাঘুষা না করে। কেনোনা তা তাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে।

٤٨٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ فَقُلْتُ لابْنِ عُمَرَ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ لاَ يَضُرُّكَ.

৪৮৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :... উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। আবু সালেহ (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, লোক চারজন হলে? তিনি বললেন, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।

بَابٌ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে

٤٨٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِيْ جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

৪৮৫৩। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে বসা ছিলাম এবং তার কাছে একটি বালকও ছিল। অতঃপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলো। আমার পিতা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি বৈঠক থেকে চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসে তাহলে সে পূর্বের স্থানে বসার বেশী হকদার।

٤٨٥٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيْحٍ عَنْ كَعْبٍ الإِيَادِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْلَتِفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُوْنَ.

৪৮৫৪। কা'ব আল-ইয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু দারদা (রা)-এর সাক্ষাতে যেতাম। আবু দারদা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও বসতেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসাতাম। এরপর তিনি বৈঠক

থেকে কোথাও উঠে গেলে এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে তাঁর জুতা জোড়া বা অন্য কিছু রেখে যেতেন। এর দ্বারা তাঁর সাহাবাগণ তাঁর ফিরে আসার ইচ্ছা জ্ঞাত হতেন এবং বৈঠকে বসে অপেক্ষা করতে থাকতেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ

অনুচ্ছেদ ঃ যিকির না করে কোনো ব্যক্তির মজলিস থেকে উঠে যাওয়া মাকরূহ

٤٨٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

৪৮৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে সম্প্রদায় কোনো সমাবেশে একত্র হয়ে পুনরায় চলে যাবার সময় তাতে আল্লাহকে স্মরণ না করেই চলে গেলে তা যেন গাধার শবদেহ। আর তা তাদের জন্য দুঃখ ও পরিতাপের কারণ হবে।

٤٨٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً.

৪৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে বসলো কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করলো না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বঞ্চনা নেমে আসবে। আর কোনো ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহর নাম নিলো না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে বঞ্চনা নেমে আসবে।

بَابٌ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ মজলিসের কাফ্ফারা

٤٨٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَبِيْ هِلاَلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ

فِيْ مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلاَ يَقُوْلُهُنَّ فِيْ مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلاَّ خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

৪৮৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়টি বাক্য আছে যা কোন ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় তিনবার উচ্চারণ করলে উক্ত বাক্যগুলো তার ঐ মজলিসের ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি উক্ত বাক্যগুলো কোনো উত্তম মজলিসে ও যিকিরের মজলিসে পাঠ করে তাহলে পুস্তিকায় সীল মোহর করার অনুরূপ তা তার জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে। বাক্যগুলো হলো : "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা"। "হে আল্লাহ! মহিমা তোমার, আমি তোমার প্রশংসা সহকারে শুরু করছি। তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং অনুতপ্ত হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসছি"।

٤٨٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ بِنَحْوِ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذٰلِكَ.

৪৮৫৮। আবু হুরায়রা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِأٰخِرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضٰى. قَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِى الْمَجْلِسِ.

৪৮৫৯। আবু বারযা আল-আস্‌লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বৈঠক শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন– "হে আল্লাহ! প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি,

আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন করছি"। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি যে বাণী পাঠ করলেন অতীতে তো আপনি তা পাঠ করেননি? তিনি বললেন, মজলিসে যা কিছু হয়ে থাকে একথাগুলো তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য।

بَابٌ فِيْ رَفْعِ الْحَدِيْثِ مِنَ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ মজলিসে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন

٤٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الْوَلِيْدِ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِيْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَلِّغْنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

৪৮৬০। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সাহাবীগণের কেউ যেনো অপর সাহাবী সম্পর্কে আমার কাছে কোনো অভিযোগ না করে। কারণ আমি তোমাদের নিকট প্রশান্ত অন্তরে আসতে ভালোবাসি (বিরক্তিকর অনুভূতি নিয়ে নয়)।

بَابٌ فِى الْحَذْرِ مِنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ লোকজন সম্পর্কে সতর্ক থাকা

٤٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنِ سَيَّارٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقَفْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَّبْعَثَنِيْ بِمَالٍ إِلَى أَبِيْ سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِيْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسْ صَاحِبًا قَالَ فَجَاءَنِيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَأَنَا

لَكَ صَاحِبٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا قَالَ فَقَالَ مَنْ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ إِذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَخُوْكَ الْبِكْرِيُّ فَلاَ تَأْمَنْهُ. فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَبْوَاءِ قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِيْ بِوَدَّانَ فَتَلَبَّثُ لِيْ قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيْرِيْ حَتَّى خَرَجْتُ أُوْضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِيْ فِيْ رَهْطٍ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا رَأَى أَنْ قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوْا وَجَاءَنِيْ فَقَالَ كَانَتْ لِيْ إِلَى قَوْمِيْ حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِيْ سُفْيَانَ.

৪৮৬১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ফাগওয়া আল্-খুযাঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের মধ্যে কিছু মাল বণ্টন করার উদ্দেশ্যে আমাকে আবু সুফিয়ানের (রা) কাছে পাঠাবার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, তুমি একজন সাথী সংগ্রহ করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমর ইবনে উমায়্যা আদ-দামরী আমার কাছে এসে বললেন, জানতে পারলাম, আপনি নাকি সফরে যেতে চান এবং একজন সাথী খুঁজছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমিই সাথী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জানালাম, আমি একজন সাথী পেয়েছি। তিনি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আমর ইবনে উমায়্যা আদ-দামরী। তিনি বললেন, তুমি যখন তার গোত্রের এলাকায় পৌঁছবে তখন তার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেনোনা প্রবাদ প্রচলিত আছে : "আপন ভাইকেও নিজের জন্য নিরাপদ ভেবো না"। অতঃপর আমরা যাত্রা করে আল-আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলো। আমর ইবনে উমায়্যা বললো, আমি আমার গোত্রের কাছে এক দরকারে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি বললাম, আপনি যান, কিন্তু যেনো রাস্তা ভুলে না যান। তিনি চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সতর্ক) বাণী মনে পড়লে আমি আমার হাওদা উটের উপর শক্ত করে বেঁধে তাড়াহুড়া করে দ্রুত আল-আসাফ নামক স্থানে উপস্থিত হলে তিনিও সদলবলে আমার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। আমি অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হয়ে যাই। তাতে তারা ফিরে যায় এবং আমর ইবনে উমাইয়্যা আমার কাছে এসে বলে, গোত্রের লোকদের কাছে আমার বিশেষ কাজ ছিল। আমি বললাম, হাঁ। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে মক্কায় উপস্থিত হলাম এবং আবু সুফিয়ানের কাছে মালগুলো হস্তান্তর করলাম।

٤٨٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

৪৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একই গর্ত থেকে মু'মিন ব্যক্তি দু'বার দংশিত হয় না।

بَابٌ فِيْ هَدِى الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ব্যক্তির হাঁটার পদ্ধতি

٤٨٦٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ.

৪৮৬৩। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পথ চলতেন তখন মনে হতো তিনি যেনো সামনে ঝুঁকে হাঁটছেন।

٤٨٦٤- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهْوِىْ فِيْ صَبُوْبٍ.

৪৮৬৪। আবুত তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখেছেন? তিনি বললেন, সাদা রং মিশ্রিত, দর্শনীয় আর তিনি যখন হাঁটতেন তখন মনে হতো যে, তিনি যেনো নীচু স্থানে অবতরণ করছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ যে ব্যক্তি এক পা-এর উপর অপর পা রাখে

٤٨٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

৪৮৬৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পায়ের উপর অন্য পা রাখতে নিষেধ করেছেন। কুতাইবা (র)-এর বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি যেনো তার এক পায়ের উপর অপর পা না তোলে। কুতাইবা (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে : অর্থাৎ সে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায়।

টীকা ঃ অর্থাৎ চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় কেউ যেনো এক পা অপর পায়ের উপর তুলে না রাখে। তাতে অজান্তে আবরণীয় অঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করে তা করা দূষণীয় নয় (সম্পাদক)।

٤٨٦٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

৪৮৬৬। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে চিত হয়ে মসজিদে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

٤٨٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ.

৪৮৬৭। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফফান (রা) উভয়ে তা করতেন।

بَابٌ فِيْ نَقْلِ الْحَدِيْثِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কথাও আমানতস্বরূপ

٤٨٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

৪৮৬৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলার পর মুখ ফিরিয়ে নিলে তা (সে কথা) আমানতস্বরূপ (তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা জায়েয নয়)।

٤٨٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

৪৮৬৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল মজলিসই আমানতস্বরূপ, তিন প্রকার মজলিস ব্যতীত। তা হলো- (১) অবৈধভাবে খুন করার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত মজলিস অথবা (২) যেনার মজলিস অথবা (৩) অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাত করার মজলিস।

٤٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

৪৮৭০। আবদুর রহমান ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত হবে- স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌন সম্ভোগ করলো। পরে স্বামী এ গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করে দিলো (সেদিন আল্লাহর কাছে এটাই হবে বড়ো খিয়ানত)।

بَابٌ فِي الْقَتَّاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ চোগলখোর সম্পর্কে

٤٨٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

৪৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

بَابٌ فِيْ ذِى الْوَجْهَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে

٤٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.

৪৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দ্বিমুখী চরিত্রের মানুষ সর্বাধিক নিকৃষ্ট। তারা এক রূপ ধরে এক দলের কাছে আসে এবং অপর দলের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

٤٨٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ ابْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ نُعَيْمِ بنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ

৪৮৭৩। আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীতে দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের কিয়ামতের দিন আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে।

بَابٌ فِى الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ গীবত (কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা)

٤٨٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

৪৮৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

জিজ্ঞেস করা হলো– গীবত কী? তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে (তার অসাক্ষাতে) তোমার এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।

٤٨٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

৪৮৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়্যা (রা)-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ তিনি বেঁটে। তিনি বললেন: তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের পানির রং পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ করা পছন্দ করবো না।

٤٨٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

৪৮৭৬। সা'ঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের মানসম্মানে হস্তক্ষেপ করা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সুদের অন্তর্ভুক্ত (গুরুতর অন্যায়)।

٤٨٧٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنَ الْكَبَائِرِ السُّبَّتَانِ بِالسُّبَّةِ.

৪৮৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমান ব্যক্তির সম্মানে আঘাত হানা গুরুতর (কবীরা) গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং একবার গালি দেয়ার পরিবর্তে দু'বার গালি দেয়াও কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।

٤٨٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَأَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالاَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لَيْسَ فِيْهِ أَنَسٌ.

৪৮৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মি'রাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো– যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করতো) এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে উসমান (র) বাকিয়া (র)-এর সূত্রে। তাতে আনাস (রা)-র উল্লেখ নেই।

٤٨٧٩- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ أَبِيْ عِيْسَى السَّيْلَحِيْنِيُّ عَنْ أَبِى الْمُغِيْرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى.

৪৮৭৯। আবুল মুগীরা (র) থেকে এই সনদসূত্রে ইবনুল মুসাফ্ফা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ امَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

৪৮৮০। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ওহে সেই সকল লোক যারা শুধু শুধু মুখেই ঈমান এনেছে, অথচ ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না ও দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না। কেনোনা যারা তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষত্রুটি অনুসরণ করবেন। আর আল্লাহ কারো দোষত্রুটি অনুসন্ধান করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করে ছাড়বেন।

٤٨٨١- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৮৮১। আল-মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের গীবত করে এক গ্রাস খাবে আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম থেকে সমপরিমাণ খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি বর্ণনার পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপভাবে জান্নামের কাপড় পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা বর্ণনা) দ্বারা নাম-যশ ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছবে– আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে অনুরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রদর্শনীমূলক তাকওয়া অবলম্বন করে পার্থিব সুযোগ লুটবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে তাকে প্রদর্শনকারীদের এবং নাম-যশের কাঙ্গালদের অনুরূপ কঠোর শাস্তি দিবেন যার চর্চা মুখে মুখে হতে থাকবে (অনুবাদক)।

٤٨٨٢- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

৪৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান-মাল ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোনো ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে।

بَابُ الرَّجُلِ يَذُبُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর মানসম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করে

٤٨٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَوْ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

সাহল ইবনে মুয়ায ইবনে আনাস আল্-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিক থেকে রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীর দোযখ থেকে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার লক্ষ্যে তাকে দোষারোপ করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের সেতুর উপর প্রতিরোধ করে রাখবেন যতোক্ষণ না তার আচরণের ক্ষতিপূরণ হয়।

٤٨٨٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ

هذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قِيلَ عُتْبَةُ بْنُ شَدَّادٍ مَوْضِعَ عُقْبَةَ.

৪৮৮৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু তালহা ইবনে সাহল আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্য কোনো মুসলমানের মানসম্মান বিনষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্যপ্রাপ্তি কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের মানসম্মান নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে তাঁর সাহায্যপ্রাপ্তি কামনা করে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও উকবা ইবনে শাদ্দাদ। আবু দাউদ (র) বলেন, এই ইবনে সুলাইম হলেন নবী (সা)-এর মুক্তদাস যায়েদ (রা)-র পুত্র। আর ইসমাঈল বাশীর হলেন বনূ মাগালার মুক্তদাস। উকবা-এর স্থলে উকবা ইবনে শাদ্দাদ বলা

بَابُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যার গীবত করা গীবত হিসেবে গণ্য হয় না

٤٨٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى.

৪৮৮৫। জুনদুব (রা) বলেন, এক বেদুঈন এসে তার উটটি বসিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালে পর সে তার উটের কাছে এসে তার বাঁধন খুলে তাতে আরোহণ করলো, অতঃপর সজোরে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ (সা)-কে দয়া করুন এবং আমাদের দয়ার সাথে কাউকে

শরীক না করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা বলো তো, সে বেশি অজ্ঞ না তার উট? সে কি বলেছে তা তোমরা কি শুনোনি? সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, শুনেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَحِلُّ الرَّجُلُ قَدْ اغْتَابَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অপবাদ দিলে সে তার জন্য বৈধ

٤٨٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ أَبِيْ ضَيْغَمٍ أَوْ ضَمْضَمٍ شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِيْ عَلَى عِبَادِكَ.

৪৮৮৬। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি আবু দায়গাম বা আবু দামদাম-এর অনুরূপ হতে অপারগ? তিনি প্রতি দিনের সূচনায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আমার মান-ইজ্জতকে তোমার বান্দাদের জন্য দান-খয়রাত করলাম।

٤٨٨٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ اَبِىْ ضَمْضَمٍ قَالُوْا وَمَنْ اَبُوْ ضَمْضَمٍ قَالَ رَجُلٌ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمَعْنَاهُ قَالَ عِرْضِيْ لِمَنْ شَتَمَنِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَمِّيِّ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ أَصَحُّ.

৪৮৮৭। আবদুর রহমান ইবনে আজলান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ কি আবু দামদাম-এর অনুরূপ হতে অপারগ? লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আবু দামদাম কে? তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বেকার জাতির এক ব্যক্তি... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। সে বললো, যে ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় তার জন্য আমার মান-ইজ্জত উৎসর্গিত। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস হাশেম ইবনুল কাসেম (র) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আম্মী-ছাবেত-আনাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ-এর হাদীস অধিকতর সহীহ।

টীকা ঃ হাদীসের তাৎপর্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের আগেকার কালের আবু দামদাম নামক ব্যক্তিকে কেউ গালি দিলে বা ভর্ৎসনা করলে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না। কাতাদা (র) বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার সমালোচনাকারীকে মাফ করে দিতে পারে আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করে– হে আল্লাহ! আমার সমালোচনাকারীকে আমি অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম। তাতে সমালোচনাকারীর গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে (সম্পাদক)।

بَابُ فِي التَّجَسُّسِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মানুষের ছিদ্রান্বেষণ (গোয়েন্দাগিরি)

٤٨٨٨- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا.

৪৮৮৮। মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তুমি যদি মানুষের গোপন দোষত্রুটি অনুসন্ধান করো তাহলে তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলবে অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে দিবে। অতঃপর আবু দারদা (রা) বললেন, একথা মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর দ্বারা লাভবান করুন।

٤٨٨٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ وَأَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.

৪৮৮৯। জুবাইর ইবনে নুফাইর, কাছীর ইবনে মুররা, আমর ইবনুল আসওয়াদ, আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব ও আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমীর (শাসক) জনগণকে দোষী সন্দেহ করলে তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলবে।

٤٨٩٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقِيْلَ هذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلكِنْ إِنْ يَّظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

৪৮৯০। যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এনে বলা হলো, এ অমুক ব্যক্তি যার দাড়ি দিয়ে মদ টপকে পড়ছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় আমাদের সামনে ধরা পড়ে তাহলে এজন্য আমরা তাকে পাকড়াও করবো।

بَابٌ فِى السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মুসলমানের ত্রুটি গোপন রাখা

٤٨٩١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً.

৪৮৯১। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি (কারো মধ্যে) কোনো গোপনীয় ত্রুটি দেখতে পেয়েও তা গোপন রাখলো সে যেনো জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জীবন দান করলো।

٤٨٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَشِيْطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيْرَانَنَا هؤُلاَءِ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَإِنِّيْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَقَالَ دَعْهُمْ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرى فَقُلْتُ إِنَّ جِيْرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَّنْتَهُوْا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ قَالَ وَيْحَكَ دَعْهُمْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثٍ فِيْ هذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَ تَفْعَلْ وَلكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ.

৪৮৯২। কা'ব ইবনে আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হাইসাম (র)-কে উল্লেখ করতে শুনেছেন, তিনি উকবা ইবনে আমের (রা)-এর সচিব দুখাইনা-কে বলতে শুনেছেন, আমাদের এক প্রতিবেশী পরিবার মাদক সেবন করতো। আমি তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা ত্যাগ করেনি। আমি উকবা ইবনে আমের (রা)-কে বললাম, আমাদের ঐসব প্রতিবেশী পরিবার মাদক সেবন করে। আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা বিরত হয়নি। তাই আমি এখন পুলিশ ডেকে আনতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। এরপর আবার আমি উকবা (রা)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করলাম, আমাদের সেই প্রতিবেশীরা মদ পান থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করেছে। আমি পুলিশ ডেকে আনতে যাচ্ছি। তিনি এবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ! তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ত্যাগ করো। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... অতঃপর মুসলিম ইবনে ইবরাহীম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীস সম্পর্কে লাইস (র)-এর থেকে বর্ণনা করে আবু দাঊদ (রা) বলেন, তিনি বলেন, বরং তাদেরকে উপদেশ দাও এবং হুমকি দাও।

بَابُ الْمُؤَاخَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

٤٨٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৮৯৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায়ও ত্যাগ করবে না (বা তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না)। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।

بَابُ الْمُسْتَبَّانُ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ পরস্পর গালিগালাজকারী ব্যক্তিদ্বয়

٤٨٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِيْ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ.

৪৮৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরস্পর ভর্ৎসনাকারীদ্বয়ের মধ্যে যে প্রথমে শুরু করে উভয়ের দোষ তার উপর বর্তায়, যাবত না শেষোক্তজন সীমালংঘন করে।

بَابٌ فِي التَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ বিনয় ও নম্রতা সম্বন্ধে

٤٨٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

৪৮৯৫। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা বিনয়ী হও, যতোক্ষণ না একে অপরের উপর অত্যাচার করে এবং অহংকার করে।

بَابٌ فِي الإِنْتِصَارِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ প্রতিশোধ গ্রহণ সম্বন্ধে

٤٨٩٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِيْ بَكْرٍ فَآذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِيَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حِيْنَ انْتَصَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَوَجَدْتَّ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ.

৪৮৯৬। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু আবু বকর (রা) কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার সে আবার আবু বকর (রা)-কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার সে আবু বকর (রা)-কে গালি দিলে এবং কষ্ট দিলে এবার তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন। আবু বকর (রা) যখন প্রতিশোধ নিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এসে উপস্থিত হয়েছে। অতএব শয়তান এসে যাওয়াতে আমি আর বসতে পারি না।

٤٨٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

৪৮৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিচ্ছিল... পরবর্তী বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাঊদ (র) বলেন, সাফওয়ান ইবনে ঈসা (র) ইবনে আজলান (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন যেমন সুফিয়ান (র) বলেছেন।

٤٨٩٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الانْتِصَارِ وَلِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ. فَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيْهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَزَعَمُوْا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطَنْتُهُ لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقَحَّمُ لِعَائِشَةَ فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ سُبِّيهَا فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ وَجَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ.

৪৮৯৮। ইবনে আওন (র) বলেন, আমি প্রতিশোধ গ্রহণ ও আল্লাহর বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম– "তবে নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না" (সূরা শূরা : ৪১)। আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদ'আন তার বিমাতা উম্মু মুহাম্মাদ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন, ইবনে আওন বলেন, তাদের বর্ণনানুযায়ী তার বিমাতা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতেন। মুহাম্মাদ বলেন, উম্মুল মু'মিনীন (আয়েশা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং তখন আমার কাছে (উম্মুল মুমিনীন) যয়নব বিনতে জাহশ (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি (সা) হাত দিয়ে কিছু করতে শুরু করলেন [অর্থাৎ তিনি আয়েশা (রা)-কে স্পর্শ করতে চাইলেন]। আমি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে যয়নবের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। এরপর যয়নব (রা) অগ্রসর হয়ে আয়েশা (রা)-কে বকতে লাগলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বকতে নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি বিরত হলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে বললেন, তুমিও তাকে গালি দাও। তারপর আয়েশা (রা)-ও তাকে গালি দিলেন এবং তাকে পরাভূত করলেন। অতঃপর যয়নব (রা) আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, আয়েশা (রা) তোমাদের গালি দিয়েছে এবং এই কাজ করেছে। অতঃপর ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এলে তিনি (সা) বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! নিশ্চয়ই সে (আয়েশা) তোমার পিতার প্রিয়পাত্রী। একথা শুনে তিনি (ফাতিমা) ফিরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, আমি তাঁকে (আব্বাকে) এই এই কথা বলেছি এবং এর উত্তরে তিনি এই এই কথা বলেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন।

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ

٤٨٩٩– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ وَلاَ تَقَعُوْا فِيْهِ.

৪৮৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কোনো সাথী মারা গেলে তাকে বাদ দাও এবং তার সম্পর্কে কটূক্তি করো না।

٤٩٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

৪৯০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের গুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দোষচর্চা থেকে বিরত থাকো।

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَغْيِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ বিদ্রোহ ও জুলুম নিষিদ্ধ

٤٩٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَانَ رَجُلاَنِ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالاخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الاخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَاللّهِ لاَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللّهُ الْجَنَّةَ فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لِهذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِيْ عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِيْ يَدِيْ قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلاخَرِ اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقَتْ دُنْيَاهُ وَاخِرَتَهُ.

৪৯০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: বনী ইসরাঈল সম্প্রাদয়ে সমকক্ষ দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনে পাপকাজ করতো এবং অপরজন সর্বদা ইবাদতে সচেষ্ট থাকতো। যখনই ইবাদতে রত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখতো তখনই তাকে পাপাচার থেকে বিরত থাকতে বলতো। একদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে বললো, তুমি হেন কাজ থেকে বিরত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বললো, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি ইবাদতে রত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে? এবং পাপাচারীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করো। আর অপর ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন, তোমরা একে দোযখে নিয়ে যাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে যার ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই বরবাদ হয়ে গেছে।

٤٩٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الاٰخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

৪৯০২। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর ন্যায় অন্য কাউকে পৃথিবীতে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়ার পরও পরকালের শাস্তিও তার জন্য জমা করে রাখেননি (এরা দু'জন উভয় স্থানেই শাস্তি ভোগ করবে)।

بَابٌ فِي الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষ

٤٩٠٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

৪৯০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা অবশ্যই হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করবে। কেননা আগুন যেভাবে কাঠকে অথবা ঘাসকে হজম করে ফেলে, অনুরূপভাবে হিংসা-বিদ্বেষও মানুষের নেক আমলকে হজম করে ফেলে।

٤٩٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلاَةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ هٰذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ وَإِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْطَأْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَلاَ تَرْكَبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ قَالَ نَعَمْ فَرَكِبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَضَوْا وَقَتُوا خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا فَقَالَ أَتَعْرِفُ هٰذِهِ الدِّيَارَ فَقَالَ مَا أَعْرِفُنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا هٰذِهِ دِيَارُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ وَالْبَغْيُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ وَالْعَيْنُ تَزْنِي وَالْكَفُّ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللِّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

৪৯০৪। সাহল ইবনে আবু উমামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তার পিতা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) মদীনার গভর্ণর থাকাকালে মদীনায় আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি খুবই সংক্ষেপে নামায পড়লেন, যেনো তা মুসাফিরের নামায অথবা প্রায় তার অনুরূপ। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়ার্দ্র হোন! আমাকে বলুন, এটা কি ফরয নামায

না নফল নামায? তিনি বলেন, এটা ফরয নামায এবং তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায (তাঁর নামাযের অনুরূপ)। আমি ভুল করিনি, তবে তার যতোটুকু বিস্মৃত হয়েছি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলতেন: তোমরা নিজেদের উপর কঠোরতা চাপিও না; ফলে তোমাদের উপর কঠোরতা চাপিয়ে দেয়া হবে। অতীতে একটি সম্প্রদায় নিজেদের জন্য কঠোরতা অবলম্বন করেছিল, ফলে আল্লাহও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন। তাদের অবশেষ (উত্তরসূরি) দৃষ্টিগোচর হয় মঠে ও নির্জন প্রকোষ্ঠে। (অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন) "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ– তা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চালু করেছিল। আমি তাদেরকে এ বিধান দেইনি" (সূরা হাদীদ : ২৭)। পরবর্তী দিন সকালে তিনি গেলেন এবং বললেন, তুমি কি আরোহণ করবে না যাতে তুমি স্বচক্ষে তাদের দেখতে পাও এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারো? অতএব তারা সদলবলে সফর করলেন এবং একটি এলাকায় পৌঁছলেন যার বাসিন্দাগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, অতীতের মধ্যে বিলীন হয়েছে এবং বাসস্থানের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই জনপদ চিনতে পেরেছো? তিনি বলেন, এ হলো সেই জাতির জনপদ যাদের স্বৈরাচার ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদের ধ্বংস করেছে। নিশ্চয়ই ঈর্ষা-বিদ্বেষ সৎকর্মের নূরকে নিভিয়ে দেয় এবং স্বৈরাচার তাকে সত্যে বা মিথ্যায় পরিণত করে। চোখ যেনা করে এবং হাত-পা, দেহ, জবান ও লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে।

بَابٌ فِي اللَّعْنِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ অভিশাপ দেয়া

٤٩٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ نِمْرَانَ يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ وَهِمَ فِيهِ.

৪৯০৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো বান্দা কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয় তখন ঐ অভিশাপ

আকাশের দিকে ধাবিত হয়। অতঃপর সেই অভিশাপের আকাশে উঠার পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য রওয়ানা হয়, কিন্তু পৃথিবীতে আসার পথও বন্ধ করে দেয়ায় সে ডানে বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোনো পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে তার কাছে ফিরে আসে। তখন সেই বস্তু যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে তার উপর ঐ অভিশাপ পড়ে, অন্যথায় অভিশাপকারীর উপরই তা পতিত হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ বলেছেন, তিনি হলেন রবাহ ইবনুল ওলীদ, যিনি নিমরানের কাছে শুনেছেন। মারওয়ান আরো বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাসসান এ সম্পর্কে সন্দেহের শিকার হয়েছেন।

٤٩٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللَّهِ وَلاَ بِالنَّارِ.

৪৯০৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আল্লাহর অভিসম্পাত, আল্লাহর গযব বা দোযখের দ্বারা অভিশাপ দিও না।

টীকা ঃ অর্থাৎ এভাবে বলো না, তোমার উপর আল্লাহর গযব পড়ুক ইত্যাদি (সম্পাদক)।

٤٩٠٧- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ.

৪৯০৭। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: (কিয়ামতের দিন) অভিশাপকারীগণ সুপারিশকারীও হতে পারবে না এবং সাক্ষী দানকারীও হতে পারবে না।

٤٩٠٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ ح وَحَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ

تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

৪৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বায়ুকে অভিশাপ দিলো এবং মুসলিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে ওলটপালট হলে সে বাতাকে অভিশাপ দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি বাতাসকে অভিশাপ দিও না, কেননা সে নির্দেশপ্রাপ্ত। যা অভিশাপযোগ্য নয় কেউ তাকে অভিশাপ দিলে তা অভিশাপকারীর উপরই পতিত হয়।

بَابُ فِيْمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ যে ব্যক্তি জালিমকে বদদোয়া করে

٤٩٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَبِّخِيْ عَنْهُ.

৪৯০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার কিছু জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেলে তিনি চোরকে অভিশাপ দিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি চোরের শাস্তি হ্রাস করো না।

بَابٌ فِيْ هِجْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে

٤٩١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.

৪৯১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না, একে অপরের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, বরং আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। যে কোনো মুসলমানের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সাথে (রাগ করে) তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে বিচ্ছিন্ন থাকা জায়েয নয়।

٤٩١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

৪৯১১। আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলমানের পক্ষে তার কোনো ভাইয়ের সাথে (রাগ করে) তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। দু'জন পথিমধ্যে মুখোমুখি হলে একজন এদিকে এবং অপরজন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ দু'জনের মধ্যে সে-ই উত্তম যে সর্বাগ্রে সালাম দেয়।

٤٩١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْجَسِيُّ الرِّبَاطِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ. زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

৪৯১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে। অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উভয়ের সাক্ষাত হলে একজন সালাম দিলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সালামের উত্তর দিলে উভয়ই সালামের সওয়াব লাভ করবে। আর যদি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) সালামের জবাব না দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে। আহ্‌মাদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, সালামকারী সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

٤٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ.

৪৯১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকা সমীচীন নয়। অতঃপর যখন সে তার সাক্ষাত পেলো তখন যে পরপর তিনবার তাকে সালাম দিলো কিন্তু সে একবারও উত্তর দিলো না, তাহলে সে তার গুনাহসহ প্রত্যাবর্তন করলো।

٤٩١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

৪৯১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য তার অপর (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিন দিনের বেশী থাকা জায়েয নয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্ক পরিত্যাগ করে থাকা অবস্থায় মারা গেলো, সে দোযখে প্রবেশ করলো।

٤٩١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِيْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

৪৯১৫। আবু খিরাশ আস্-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখলো সে যেনো তাকে হত্যা করলো।

٤٩١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيُغْفَرُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلٰى

أَنْ مَاتَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هٰذَا بِشَيْءٍ وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ.

৪৯১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হয়। অতঃপর ঐদিন মুশরিক অংশীবাদী ও ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা পোষণকারীরা ছাড়া সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়। বলা হয়, তোমরা এ দু'জনকে শত্রুতা পরিহার করার অবকাশ দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ দিন যাবত তাঁর কোন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ইবনে উমার (রা) আমৃত্যু তার এক পুত্রের সাথে সম্পর্কছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশে হয়ে থাকলে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তি থেকে তার মুখমণ্ডল আঁড়াল করে রেখেছেন।

بَابٌ فِي الظَّنِّ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ সন্দেহ করা

٤٩١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا.

৪৯১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাবধান! তোমরা সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কেনোনা সন্দেহ পোষণ হলো সর্বাধিক মিথ্যাচার। পরস্পরের বিরুদ্ধে তথ্যানুসন্ধান করো না এবং গোয়েন্দাগিরি করো না।

بَابٌ فِي النَّصِيْحَةِ وَالْحِيَاطَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ আন্তরিকতা ও নিরাপত্তা বিধান

٤٩١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

৪৯১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক মুমিন ব্যক্তি অন্য মুমিন ব্যক্তির জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মু'মিনের ভাই। একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতি তাকে হেফাজত করে।

بَابٌ فِيْ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ পরস্পরের মধ্যে আপোষরফা করা

٤٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.

৪৯১৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি কি তোমাদেরকে রোযা, নামায ও দান-খয়রাতের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন কাজের কথা বলবো না? সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: পরস্পরের মধ্যে আপোসরফা করা। আর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগানো হলো ধ্বংসের কারণ।

٤٩٢٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

৪৯২০। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে দু'জনের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য কিছু কথা বাড়িয়ে বলে। আহমাদ ও মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় আছে: যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করার জন্য কিছু উত্তম কথা বলে এবং কিছু বাড়িয়ে বলে– সে মিথ্যাবাদী নয়।

٤٩٢١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلَ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلَ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلَ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

৪৯২১। উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধু তিনটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি শুনিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: যে ব্যক্তি সংশোধন ও সন্ধি স্থাপনকল্পে যেসব কথা বলে থাকে এজন্য তাকে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না। আর যুদ্ধের সময় যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যেসব কথা বলা হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে যা বলে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা বলে।

بَابٌ فِي الْغِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে

٤٩٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ بُنِيَ بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدَفٍّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

৪৯২২। মু'আব্বিয ইবনে আফরা (রা)-এর কন্যা রুবাঈ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন, যেমনটি তুমি (খালিদ ইবনে যাওকান) বসে আছো। অতঃপর কয়েকটি বালিকা তাদের দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত আমার বাপ-চাচার

গুণগান করছিল। এক পর্যায়ে একটি বালিকা বললো– "আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন কি হবে আগামী কাল"। একথা শুনে তিনি বললেন: এটা বর্জন করো, বরং আগে যা বলছিলে তাই বলো।

٤٩٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُوْمِهِ فَرَحًا بِذٰلِكَ لَعِبُوْا بِحِرَابِهِمْ.

৪৯২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করলেন তখন আবিসিনীয়রা তাঁর আগমন উল্লাসে বল্লম খেলা প্রদর্শন করে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ সঙ্গীত ও বাঁশী বাজানো নিন্দনীয়

٤٩٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلٰى أُذُنَيْهِ وَنَأٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَقَالَ لِيْ يَا نَافِعُ هَلْ يَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هٰذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هٰذَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ.

৪৯২৪। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, হে নাফে'! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, না। বর্ণনাকারী আরো বলেন, অতঃপর তিনি কান থেকে হাত তুলে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি এ ধরনের শব্দ শুনে এরূপ করেছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুনকার হাদীস।

টীকা ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) মিরকাতুস-সুউদ গ্রন্থে লিখেছেন, হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনুল হাদী বলেছেন, সুলায়মান ইবনে মূসা দুর্বল রাবী– বাস্তবিকপক্ষে একথা সঠিক নয়। সুলায়মানের হাদীস হাসান পর্যায়ের এবং কয়েকজন ইমাম তাকে শক্তিশালী রাবী বলেছেন। তারাবানীতে এর সমর্থক হাদীস বিদ্যমান আছে। ইবনে তাহের দীর্ঘ আলোচনার পর উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করেছেন (সম্পাদক)।

٤٩٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ

قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يُزَمِّرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أُدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى.

৪৯২৫। নাফে' (র) বলেন, আমি বাহনে ইবনে উমার (রা)-র পিছনে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি এক রাখালকে অতিক্রম করলেন যে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল... পরবর্তী বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, মুতইম ও নাফে'-এর মাঝখানে সুলায়মান ইবনে মূসাকে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে।

٤٩٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ عَنْ مَيْمُوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا أَنْكَرُهَا.

৪৯২৬। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রীর শব্দ শুনতে পেলেন... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি অধিকতর মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

٤٩٢٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَا أَبَا وَائِلٍ فِيْ وَلِيْمَةٍ فَجَلَعُوْا يَلْعَبُوْنَ يَتَلَعَّبُوْنَ يُغَنُّوْنَ فَحَلَّ أَبُوْ وَائِلٍ حُبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ.

৪৯২৭। সাল্লাম ইবনে মিসকীন (র) এক শায়খের বরাতে বর্ণনা করেন যিনি আবু ওয়াইল (র)-এর সাথে এক বিবাহভোজে উপস্থিত ছিলেন। লোকজন খেলাধূলা ও আনন্দ-স্ফূর্তি, সঙ্গীতে মত্ত হলো। আবু ওয়াইল (র) তার হাত দ্বারা নিজ হাঁটুদ্বয় পেঁচিয়ে ধরে বললেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই সঙ্গীত অন্তরে নিফাক (কপটতা) উৎপন্ন করে।

بَابُ الْحُكْمِ فِى الْمُخَنَّثِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ উভয় লিঙ্গধারী (হিজড়া) সম্পর্কে বিধান

٤٩٢٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْ يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ

بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هٰذَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ قَالَ إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ. قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ وَالنَّقِيْعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيْعِ.

৪৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক হিজড়াকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এর এ অবস্থা কেনো? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আন-নকী' নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, নামাযীদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবু উসামা (র) বলেন, আন-নাকী' হলো মদীনার প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, আল-বাকী' নয়।

٤٩٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيْهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْمَرْأَةُ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ عُكَنٍ فِيْ بَطْنِهَا.

৪৯২৯। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আগমন করলেন, তখন তার কাছে এক হিজড়া উপস্থিত ছিল। সে তার (উম্মে সালমার) ভাই আবদুল্লাহ (রা)-কে বলছিল, আল্লাহ আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করলে আমি আপনাকে অবশ্যই এমন এক নারীকে দেখাবো, যে চার ভাঁজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, ঐ নারীর পেটে চার ভাঁজ ছিল।

٤٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْنِى الْمُخَنَّثِينَ.

৪৯৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষ ও নারী হিজড়া যারা পুরুষ সাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি (সা) বলেছেন: তোমরা এদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দাও এবং অমুক অমুক হিজড়াকেও বের করে দাও।

بَابُ اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পুতুল নিয়ে খেলা করা

٤٩٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى الْجَوَارِىُّ فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ.

৪৯৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যান্য বালিকাদের সাথে নিয়ে পুতুল খেলা করতাম। কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় আমার ঘরে আসতেন। তিনি প্রবেশ করলে তারা (বালিকারা) বেরিয়ে যেতো এবং তিনি চলে গেলে তারা আবার প্রবেশ করতো।

٤٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هذَا الَّذِى أَرَى وَسْطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هذَا الَّذِي عَلَيْهِ قُلْتُ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

৪৯৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক অথবা খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। ঘরের তাকের উপর পর্দা ঝুলানো ছিল। বায়ু প্রবাহের ফলে তার এক পাশ সরে যায় যাতে তার খেলার পুতুলগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তিনি (সা) পুতুলগুলো দেখে বললেন, হে আয়েশা! এসব কি? উত্তরে তিনি বললেন, এগুলো আমার পুতুল। আর তিনি এগুলোর মাঝখানে কাপড়ের তৈরী দুই ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এগুলোর মাঝখানে ওটা কি দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন, ঘোড়া। তিনি (সা) বললেন, তার উপর আবার ওটা কি? তিনি বললেন, দু'টো পাখা। তিনি বললেন, এ আবার কেমন ঘোড়া, যার পাখা আছে! আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি যে, সুলাইমান (আ)-এর ঘোড়ার কয়েকটি পাখা ছিল! আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, যাতে আমি তাঁর সম্মুখ সারির দাঁত দেখতে পেলাম।

بَابٌ فِى الأَرْجُوْحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ দোলনা সম্বন্ধে

٤٩٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِيْ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ وَقَالَ بِشْرٌ فَأَتَتْنِيْ أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوْحَةٍ فَذَهَبْنَ بِيْ وَهَيَّأْنَنِيْ وَصَنَّعْنَنِيْ فَأُتِيَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَنَى بِيْ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ فَوَقَفَتْ بِيْ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيهْ هِيهْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَىْ تَنَفَّسْتُ فَأُدْخِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةَ دَخَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِى الاخَرِ.

৪৯৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় অথবা সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করেন। আমরা (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছলে একদল মহিলা এলেন। রাবী বিশরের বর্ণনায় আছে: আমার নিকট (আমার মা) উম্মু রূমান (রা) এলেন, তখন আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, আমাকে প্রস্তুত করলে এবং পোশাক পরিয়ে সাজালেন। অতঃপর

আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি আমার সাথে বাসর যাপন করলেন, তখন আমার বয়স নয় বছর। তিনি (মা) আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করালেন এবং আমি উচ্চহাসি দিলাম। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আমার মাসিক ঋতু হয়েছে। আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করানো হলো। তাতে আনসার সম্প্রদায়ের একদল মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমার জন্য কল্যাণ ও বরকত কামনা করলেন। দু'জন রাবীর একজনের হাদীস অপরজনের হাদীসের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে।

٤٩٣٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ مِثْلَهُ قَالَ عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَسَلَّمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِ.

৪৯৩৪। ইবরাহীম ইবনে সা'দ... আবু উসামা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে– তারা আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি (সা) আমাকে আনসার মহিলাদের কাছে সোপর্দ করলেন। তারা আমার মাথা ধৌত করলেন এবং আমাকে পরিপাটি করলেন। হঠাৎ কেউই আমার কাছে আসেনি পূর্বাহ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত। অতএব তারা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলেন।

٤٩٣٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوْحَةٍ وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَذَهَبْنَ بِي فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَّعْنَنِي ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

৩৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনায় আগমন করলাম তখন মহিলারা আমার নিকট আসে, আর এ সময় আমি দোলনায় খেলছিলাম। আমার মাথায় ঘন কালো ও লম্বা চুল ছিল। তারা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং আমাকে সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসে। তিনি আমার সাথে বাসর যাপন করেন। আর এ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

٤٩٣٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الأُرْجُوْحَةِ وَمَعِي صَوَاحِبَاتِي فَأَدْخَلْنَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ.

৪৯৩৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) আলোচ্য হাদীস সম্বন্ধে সনদের সাথে বর্ণনা করেন- আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি আমার বান্দবীকে নিয়ে দোলনায় ছিলাম। অতঃপর আমাকে এক ঘরে প্রবেশ করানো হলো, সেখানে আনসারদের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। তারপর তারা আমাকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানালেন।

٤٩٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَعَلَى أُرْجُوْحَةٍ بَيْنَ عَذْقَيْنِ فَجَاءَتْنِيْ أُمِّيْ فَأَنْزَلَتْنِيْ وَلِيَ جُمَيْمَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৯৩৭। ইয়াহ্য়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতিব (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা মদীনায় আগমন করে বনী হারিস ইবনুল খাযরায গোত্রে অবতরণ করি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি দু'টি খেজুর গাছের মধ্যে দোলনার উপর ছিলাম, আমার মাথায় ঘন ও লম্বা চুল ছিল। তারপর আমার আম্মাজান এসে আমাকে (দোলনা হ'তে) নামালেন।

بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ اللَّعْبِ بِالنَّرْدِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ পাশা খেলা নিষেধ

٤٩٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৪৯৩৮। আবু মূসা আল্-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো।

٤٩٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ.

৪৯৩৯। সুলায়মান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেনো শূকরের মাংস ও রক্তের মধ্যে তার হাত ডুবালো।

بَابٌ فِي اللَّعْبِ بِالْحَمَامِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ কবুতর নিয়ে খেলা করা

٤٩٤٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً.

৪৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন: এক শয়তান অপর শয়তানীর অনুসরণ করছে।

بَابٌ فِي الرَّحْمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ দয়া-মায়া ও করুণা

٤٩٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৯৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দয়াশীলদের উপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবে। মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র মুক্তদাস-এর উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন।

٤٩٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُهُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ فَقَالَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيَّ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَاحِبَ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُوْلُ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِن شَقِيٍّ.

৪৯৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত এ পবিত্র হুজরার মালিক আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি: পাপিষ্ঠ ও হতভাগা ছাড়া অন্য কারো মধ্য (অন্তর) থেকে দয়ামায়া তুলে নেয়া হয় না।

٤٩٤٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيْهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৪৯৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে দয়া ও স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকার উপলব্ধি করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

بَابٌ فِى النَّصِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নসীহত বা কল্যাণ কামনা

٤٩٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِلّٰهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ أَوْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

৪৯৪৪। তামীম আদ্-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দীন হলো কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ; দীন হলো কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ; দীন হলো কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুমিন অথবা মুসলিম নেতাগণ ও সর্বসাধারণের জন্য।

টীকা ঃ اَلنُّصْحُ শব্দের আভিধানিক অর্থ খাঁটি ও বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম, আন্তরিক। আর পরিভাষায় নসীহত এমন একটি শব্দ বাংলা ভাষায় যার একক প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। সকল প্রকার কল্যাণ কামনা ও উত্তম আচরণ-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হলো- তাওহীদের বিশ্বাসকে সকল প্রকার কুফরী ও শিরক থেকে বিশুদ্ধ করা এবং ইবাদত ও নিয়াতকে বিশুদ্ধ করা। আর আল্লাহর কিতাবের জন্য উপদেশ এর অর্থ হলো- কিতাবের প্রতিটি বাণীর উপরে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী আমল করা। আল্লাহর রাসূলের জন্য নসীহতের রূপ হলো- তাঁর নবুয়াতের উপর ঈমান এনে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। আর মু'মিনদের নেতার জন্য নসীহতের তাৎপর্য হলো- হকের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। আর জনসাধারণকে কল্যাণের পথে পরিচালিত ও পথ প্রদর্শন করাই হলো তাদের জন্য নসীহত (অনুবাদক)।

٤٩٤٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ فَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوِ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ.

৪৯৪৫। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (রা) কোনো কিছু বিক্রি করলে বা কিনলে তখন বলতেন, আমি যা আপনার কাছ থেকে কিনেছি তা আমার নিকট আপনাকে যা দিয়েছি তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কাজেই আপনার এখতিয়ার থাকলো।

بَابٌ فِي الْمَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ মুসলমানকে সাহায্য করা

٤٩٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ

عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَّمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ.

৪৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে পার্থিব বিপদসমূহের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিপদ থেকে মুক্ত করবে, বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অসচ্ছল লোকের সাথে (পাওনা আদায়ে) নরম ব্যবহার করবে, আল্লাহ তার সাথে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে নম্র ব্যবহার করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহও তার দোষত্রুটি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে গোপন করে রাখবেন। আর বান্দা যতোক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহও ততোক্ষণ তাঁর বান্দার সাহায্য করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উছমান (র) আবু মুআবিয়া (র) সূত্রে "যে ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তির সাথে নম্র ব্যবহার করবে..." কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٤٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

৪৯৪৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক নেক কাজই এক একটি সদাকা (আল্লাহর নামে দানের শামিল)।

بَابٌ فِيْ تَغْيِيْرِ الأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ নাম পরিবর্তন করা

٤٩٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ ابَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ أَبِىْ زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ.

৪৯৪৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে (হিসাব, বিচার, আমলনামা গ্রহণ

ইত্যাদির জন্য) তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে আবু যাকারিয়া (র) আবু দারদা (রা)-র সাক্ষাৎ পাননি।

٤٩٤٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلاَنُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

৪৯৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহামহিম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

٤٩٥٠- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ ابْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ.

৪৯৫০। আবু ওয়াহ্ব আল্-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান এবং নামের মধ্যে হারিস ও হাম্মাম (কৃষক ও কর্মশক্তিসম্পন্ন) বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ (যুদ্ধ ও তিক্ত) সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম।

٤٩٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ فَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

৪৯৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহকে তার জন্মগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উলের আলখাল্লা পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর উটের গায়ে তৈল মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে কিছু সংখ্যক খেজুর দিলাম। তিনি ঐ খেজুরগুলো তাঁর মুখে দিয়ে (আঁটি ছাড়িয়ে) চিবালেন এবং তার মুখ থেকে শিশুর মুখ খুলে তাতে দিলেন। তখন শিশুটি তার মুখ নাড়তে শুরু করে এবং খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আনসারদের প্রিয় খাদ্য হলো খেজুর এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

بَابٌ فِيْ تَغْيِيْرِ الإِسْمِ الْقَبِيْحِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ খারাপ নাম পরিবর্তন করা

٤٩٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اِسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيْلَةُ.

৪৯৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-র কন্যা আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে বলেন, তোমার নাম জামীলা।

٤٩٥٣- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا بَرَّةَ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هٰذَا الإِسْمِ سُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ اَللّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ.

৪৯৫৩। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মেয়ের কি নাম রেখেছো? তিনি বললেন, আমি তার নাম রেখেছি বাররা (অনুগত, পুণ্যবতী)। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আমার নামও বাররা রাখা হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ দাবি করো না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র ও

পুণ্যবান"। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এর কি নাম রাখবো? নবী করীম (সা) বললেন, এর নাম রাখো যয়নব (সৌন্দর্য)।

٤٩٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ.

৪৯৫৪। উসামা ইবনে আখদারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে এক লোকের নাম ছিল আসরাম (কর্কশ, ভয়ংকর, বিচ্ছিন্ন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, আমি আসরাম। তিনি বললেন: না, এ নাম ঠিক নয়, বরং তুমি যুর'আহ্ (শস্যবীজ)।

٤٩٥٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ. قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السِّلْسِلَةَ وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ تُسْتَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ.

৪৯৫৫। হানী' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন তার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, তখন তিনি (সা) তার গোত্রের লোকদেরকে তাকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকতে শুনে তাকে ডেকে বললেন,

আল্লাহই হলেন হাকাম (ন্যায়বিচারক ও নির্দেশদানকারী) এবং তাঁর কাছেই ন্যায়বিচার ও নির্দেশ। তোমার উপনাম কি করে আবুল হাকাম হলো? তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোকজনের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হলে তারা মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে। আমি যে সিদ্ধান দেই তাতে তারা উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ তো খুবই উত্তম কাজ! তোমার কি কোনো সন্তান আছে? হানী' (রা) বললেন, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে রয়েছে। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? আমি বললাম, শুরাইহ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আবু শুরাইহ। আবু দাউদ (র) বলেন, ইনি হলেন সেই শুরাইহ্ (রা) যিনি শিকল ভেঙ্গেছিলেন এবং তুসতার (দুর্গে) প্রবেশ করেছিলেন। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আমি অবহিত হয়েছি যে, শুরাইহ্ (রা) তুসতার (ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত) দুর্গের প্রবেশদ্বার ভেঙ্গে ফেলেন এবং একটি সুড়ঙ্গ পথে তাতে প্রবেশ করেন।

٤٩٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاَ السَّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزُونَةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشِعْبَ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاِخْتِصَارِ.

৪৯৫৬। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার নাম কি? তিনি বললেন, হাযন (বন্ধুর, কর্কশ)। তিনি (সা) বললেন: তোমার নাম সাহ্ল (সহজ-সরল)। তিনি বললেন, না, কারণ সহজ-সরলকে পদদলিত করা হয়, অপমান করা হয়। রাবী সা'ঈদ (রা) বলেন, আমি ধারণা করলাম যে, অচিরেই আমাদের উপর বিপদ বা কঠোরতা নেমে আসতে পারে (আমার দাদা মহানবী প্রদত্ত নাম পছন্দ না করার কারণে)। আবু দাউদ (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস (অবাধ্য), আযীয (পরাক্রমশালী), আতলাহ (কর্কশ), শায়তান, হাকাম (বিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ, ধূর্ত, শয়তান) ও শিহাব (উল্কা) নামকে পরিবর্তন করে রেখেছেন হিশাম

(বিধ্বস্তকারী)। তিনি হারব (যুদ্ধ)-এর পরিবর্তে সালাম (শান্তি), মুনবাইছ (শয়নকারী)-কে মুদতাদি' (জাগরিত), আফিরা (অনুর্বর) নামক এলাকাকে খাদিরা (সবুজ-শ্যামল), আদ-দালালাহ (বিপথ) উপত্যকাকে আল-হুদা (হেদায়াতের পথ), বনূ যানিয়াহ (জারজ সন্তান)-এর নাম বনুর-রিশদাহ (নির্মল সন্তান) এবং বনূ মুগবিয়া (প্রলুব্ধকারিনী বিপথগামী নারীর সন্তান)-এর বনূ রিশদা (হেদায়াতপ্রাপ্ত নারীর সন্তান) নামকরণ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত হাদীসগুলোর সনদ উল্লেখ করিনি।

٤٩٥٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ.

৪৯৫৭। মাসরূক (র) বর্ণনা করেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, মাসরূক ইবনুল আজদা'। উমার (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল-আজদা' হলো একটি শয়তান।

٤٩٥٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيْحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُوْلُ أَثَمَّ هُوَ فَيَقُوْلُ لاَ إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيْدُنَّ عَلَىَّ.

৪৯৫৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি তোমার সন্তানের নাম ইয়াসার (সম্পদ), রাবাহ (মুনাফা), নাজীহ (সফল, সমৃদ্ধ) বা আফলাহা (কৃতকার্য) রাখবে না। কেনোনা তুমি যখন জিজ্ঞেস করবে, সে কি এখানে আছে, উত্তরদানকারী বলবে, না। সামুরা (রা) (তার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন), চারটি নাম উল্লেখ করা হলো। আমার কাছে এর অতিরিক্ত আর জিজ্ঞেস করো না।

٤٩٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنِ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا.

৪৯৫৯। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমদেরকে আমাদের দাসদের নাম রাখার ব্যাপারে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, ইয়াসার, নাফে' ও রাবাহ।

٤٩٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى أَنْهى أُمَّتِيْ أَنْ يُسَمُّوْا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ. قَالَ الأَعْمَشُ وَلاَ أَدْرِيْ أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لاَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُوْلُ إِذَا جَاءَ أَثَمَّ بَرَكَةُ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَةَ.

৪৯৬০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইনশাআল্লাহ যদি আমি বেঁচে থাকি তবে আমার উম্মতকে নাফে', আফলাহ, বারকাত (প্রাচুর্য) এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করবো। আ'মাশ (র) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি নাফে' নামটি উল্লেখ করেছেন কিনা। কেনোনা কোনো লোক এসে যখন জিজ্ঞেস করে, বরকত (প্রাচুর্য) কি এখানে আছে? লোকে বলে, না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুয যুবাইর (র) জাবের (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে 'বারাকাত' নামটি উল্লেখ করেননি।

٤٩٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اِسْمٍ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَخْنَى اِسْمٍ.

৪৯৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তির নামই সবচেয়ে অরুচিকর, কুৎসিৎ বা নিকৃষ্ট হবে যার নাম মালিকুল্ আমলাক্ (রাজাধিরাজ) রাখা হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, শুআইব ইবনে আবু হামযা (র) এ হাদীস আবুয যিনাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'আখনা ইসমিন' (সর্বাধিক অশ্লীল নাম) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ فِى الأَلْقَابِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ উপনাম

٤٩٦٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ جُبَيْرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتْ هذِهِ الايَةُ فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ. قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلاَّ وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَا فُلاَنُ فَيَقُوْلاَنِ مَهْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هذَا الاسْمِ فَأَنْزِلَتْ هذِهِ الايَةُ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ.

৪৯৬২। আবু জুবাইরা ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বনী সালেমা গোত্র সম্পর্কে এ আয়াতখানা নাযিল হয়: "তোমরা একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না। কেনোনা ঈমানের পর খারাপ নামে আখ্যায়িত করা পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা হুজুরাত : ১১)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হিজরত করে) আমাদের মাঝে আগমন করেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দুই-তিনটা করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হে অমুক" এভাবে ডাকলে তারা বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! থামুন, সে ব্যক্তি এ নামে ডাকলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হলো- তোমরা একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডেকো না।

بَابُ فِيْمَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِيْ عِيْسَى

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আবু ঈসা উপনাম গ্রহণ সম্বন্ধে

٤٩٦٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يُكْنَى أَبَا عِيْسَى وَأَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِيْ عِيْسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِيْ عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِيْ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِيْ جَلْجَتِنَا فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِيْ عَبْدِ اللّهِ حَتَّى هَلَكَ.

৪৯৬৩। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) তার এক ছেলে আবু ঈসা উপনাম গ্রহণ করায় তাকে প্রহার করেন। আর মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-এর উপনাম ছিল আবু ঈসা। উমার (রা) তাকে বললেন, তোমার উপনাম (পরিবর্তন) করে আবু আবদুল্লাহ রাখলে চলে না? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ উপনাম দিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আর আমরা তো উদ্বিগ্ন আছি। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার পদবী আবু আবদুল্লাহই ছিল।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ لابْنِ غَيْرِهِ يَا بُنَىَّ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ অপর লোকের ছেলেকে 'হে আমার পুত্র' বলা

٤٩٦٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ وَسَمَّاهُ ابْنُ مَحْبُوْبٍ الْجَعْدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يُثْنِيْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوْبٍ وَيَقُوْلُ كَثِيْرُ الْحَدِيْثِ.

৪৯৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'হে আমার পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈনকে মুহাম্মাদ ইবনে মাহবূবের প্রশংসা করতে শুনেছি এবং তিনি বলেছেন, তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِى الْقَاسِمِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ কোনো ব্যক্তির আবুল কাসেম উপনাম গ্রহণ

٤٩٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَذٰلِكَ رِوَايَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ وَسُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

৪৯৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে উপনাম গ্রহণ করো না। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু সালেহ একইভাবে হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু সুফিয়ান কর্তৃক জাবের (রা) থেকে, সালেম ইবনে আবুল জা'দ কর্তৃক জাবের (রা) থেকে, সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী কর্তৃক জাবের (রা) থেকে এবং ইবনুল মুনকাদির কর্তৃক জাবের (রা) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيمَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ নবী (সা)-এর নাম ও উপনাম একসাথে গ্রহণ ঠিক নয়

٤٩٦٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلاَ يُكْنَى بِكُنْيَتِي وَمَنِ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمَّى بِاسْمِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ فِيهِ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

৪৯৬৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার নামে তার নাম রাখবে সে যেনো আমার উপনামে তার উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম গ্রহণ করবে সে যেনো আমার নামে তার নাম না রাখে। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইবনে আজলান একই অর্থে এ হাদীস বর্ণনা করেন তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে। আবু যুর'আ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি ভিন্ন দুই পাঠে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরাহ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির মূল পাঠ বিতর্কিত। যেমন আস-ছাওরী ও ইবনে জুরাইজ (র) আবুয যুবাইরের মূল পাঠ অনুসারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং মা'কিল ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) ইবনে সীরীনের মূল পাঠ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। পুনরায় এটি আবু

হুরায়রা (রা) থেকে মূসা ইবনে ইয়াসার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি দুই মূল পাঠে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাম্মাদ ইবনে খালিদ ও ইবনে আবু ফুদাইকের মধ্যে মূল পাঠ বর্ণনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ فِى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ নাম ও উপনাম দুটোই একসাথে গ্রহণের অনুমতি

٤٩٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ وُلِدَ لِيْ مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৯৬৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ইন্তেকালের পরে আমার যদি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে আমি কি তার নাম ও উপনাম আপনার নাম ও উপনামে রাখতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ। আবু বকর (র)-এর বর্ণনায় 'আমি বললাম' কথাটি নেই, বরং তিনি বলেন, আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন।

٤٩٦٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ قَدْ وَلَدْتُ غُلاَمًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِيْ أَنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِيْ أَحَلَّ اِسْمِيْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِيْ أَوْ مَا الَّذِيْ حَرَّمَ كُنْيَتِيْ وَأَحَلَّ اِسْمِيْ.

৪৯৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছি এবং তার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ আর উপনাম দিয়েছি আবুল কাসেম। আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি এটা পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোন জিনিস আমার নামে নাম রাখাকে হালাল করবে এবং উপনামকে হারাম করবে অথবা কোন জিনিস আমার উপনামে উপনাম দেয়াকে হালাল করে এবং আমার নামে নাম রাখাকে হারাম করবে!

টীকা ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী (সা)-এর নাম ও উপনাম তাঁর জীবিত অবস্থায় অন্য কারো জন্য রাখা হারাম ছিল না এবং বর্তমানেও উভয়টি একত্র করা জায়েয (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ সন্তানহীন লোকের উপনাম

٤٩٦٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِيَ أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَاهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ فَقَالُوا مَاتَ نُغَرُهُ فَقَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

৪৯৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসতেন। আর আমার একটি ছোট ভাই ছিল, তার উপনাম ছিল আবু উমায়েব এবং তার ছিল একটি ছোট পাখি (নুগার)। একে নিয়ে সে খেলা করতো। নুগার মারা গেলো। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে তাকে মর্মাহত দেখে জিজ্ঞেস করলেন: তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তার নুগার (ছোট পাখিটি) মারা গিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ওহে আবু উমায়ের! কি হয়েছে তোমার নুগায়ের?

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تُكَنَّى

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মহিলাদের উপনাম গ্রহণ

٤٩٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى قَالَ فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أُخْتِهَا. قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ.

৪৯৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রত্যেক বান্ধবীর (সতীনের) ডাকনাম আছে। আপনি আমার একটি ডাকনাম ঠিক করে দিন। তিনি বললেন: তাহলে তুমি তোমার (বোনের) ছেলে আবদুল্লাহর নামানুসারে উপনাম

গ্রহণ করো। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, যুবাইর (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ। বর্ণনাকারী (উরওয়া) বলেন, অতএব তিনি উম্মে আবদুল্লাহ উপনাম গ্রহণ করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, কুররান ইবনে তাম্মাম, মা'মার সকলেই হিশাম (র) থেকে এভাবে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু উসামা (র) হিশাম-আব্বাদ ইবনে হামযা সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। একইভাবে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও মাসলামা ইবনে কা'নাব (র) হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু উসামা যেমন বলেছেন তদ্রূপ।

بَابٌ فِى الْمَعَارِيْضِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ পরোক্ষ মিথ্যাচার

٤٩٧١- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ حِمْصٍ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

৪৯৭১। সুফ্য়ান ইবনে আসীদ আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা হলো, তুমি তোমার কোনো ভাইকে কোনো কথা বলেছো এবং সে তোমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, অথচ তুমি তাকে যা বলেছো তা ছিল মিথ্যা।

بَابٌ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوْا

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ কোনো ব্যক্তির বক্তব্যে 'যা'আমূ' শব্দের ব্যবহার

٤٩٧٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ لأَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لأَبِيْ مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوْا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا حُذَيْفَةُ.

৪৯৭২। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মাস'উদ (রা) আবু আবদুল্লাহ (রা)-কে অথবা আবু আবদুল্লাহ (রা) আবু মাস'উদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'যা'আমূ' (তারা অভিযোগ করলো, ধারণা করলো, দাবি করলো, বলা হয় যে) শব্দ সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:'যা'আমূ' শব্দটি কোনো ব্যক্তির নিকৃষ্ট ভারবাহী পশুতুল্য। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আবু আবদুল্লাহ হলেন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ أَمَّا بَعْدُ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কোনো ব্যক্তির ভাষণে 'আম্মা বা'দ শব্দের ব্যবহার

٤٩٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ.

৪৯৭৩। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (সাহাবাদের) উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং শুরুতে বললেন, আম্মা বা'দ (অতঃপর)।

টীকা ঃ আরবী ভাষায় হামদ ও ছানার পর পরবর্তী বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আম্মা বা'দ শব্দ ব্যবহার করা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْكَرْمِ وَحِفْظِ الْمَنْطِقِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ আঙ্গুরকে কারম বলা এবং বাকসংযত হওয়া

٤٩٧٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرَمَ فَإِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا حَدَائِقَ الأَعْنَابِ.

৪৯৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেনো আঙ্গুরকে কারাম না বলে। কেনোনা মুসলমানই হলো কারাম (দানশীল ও সম্ভ্রান্ত)। কাজেই তোমরা 'হাদাইকুল আ'নাব' (আঙ্গুরের বাগান) বলো।

بَابٌ لاَ يَقُوْلُ الْمَمْلُوْكُ رَبِّيْ وَرَبَّتِيْ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ দাস বা সেবক যেনো তার মালিককে 'আমার প্রভু' না বলে

٤٩٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَحَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ وَلاَ يَقُوْلَنَّ الْمَمْلُوْكُ رَبِّيْ وَرَبَّتِيْ وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَاىَ وَفَتَاتِيْ وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوْكُ سَيِّدِيْ وَسَيِّدَتِيْ فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوْكُوْنَ وَالرَّبُّ اللّٰهُ تَعَالَى.

৪৯৭৫। আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো 'আমার দাস ও আমার দাসী' না বলে এবং অধীনস্থরাও যেনো 'আমার রব, আমার রাব্বাতী' না বলে। বরং মালিক তার গোলামকে বলবে, ফাতায়া ও ফাতাতী (আমার যুবক ও আমার যুবতী)। আর অধীনস্থ লোকেরাও বলবে, আমার সাইয়েদ আমার সাইয়েদা (আমার নেতা ও আমার নেত্রী)। কেনোনা তোমরা সকলেই দাস, আর মহান আল্লাহ হলেন একমাত্র রব (প্রতিপালক)।

٤٩٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُوْنُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِيْ وَمَوْلاَىَ.

৪৯৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস স্বতন্ত্র সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাবী তাতে নবী (সা)-এর উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনায় আছে: সে যেনো বলে, আমার নেতা, আমার নেত্রী।

٤٩٧٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৯৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মুনাফিক-কে 'সাইয়েদ' (নেতা) বলবে না। কেনোনা সে যদি সাইয়েদ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের মহামহিম আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলে।

টীকা ঃ অর্থাৎ তাকে সাইয়েদ বলা হলে তার আনুগত্যও ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মুনাফিকের আনুগত্য আল্লাহর নাফরমানির নামান্তর। কাজেই সে সাইয়েদ নামে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য (অনুবাদক)।

بَابُ لاَ يُقَالُ خَبُثَتْ نَفْسِي

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে এভাবে বলা উচিত নয়

٤٩٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.

৪৯৭৮। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো না বলে, 'আমার আত্মা কলুষিত' হয়ে গেছে; বরং বলবে, আমার আত্মা অস্থির বা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে।

٤٩٧٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.

৪৯৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো না বলে, আমার আত্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে; বরং সে যেনো বলে, আমার আত্মা অস্থির বা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে।

٤٩٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ.

৪৯৮০। হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা বলো না যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক ব্যক্তি যা চায়। বরং তোমরা বলো, আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক ব্যক্তি যা চায়।

টীকা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছাই কর্ম অনুষ্ঠানের কারণ এবং এতে বান্দাহর কোন দখল নেই। বান্দা শুধু কর্ম অনুষ্ঠানকারী। আল্লাহর বাণী: "তোমরা ইচ্ছা করলেই হবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন" (সূরা তাকবীর : ২৯; আরো দ্র. সূরা দাহ্‌র : ৩০)– অনুবাদক।

٤٩٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا

خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوْ قَالَ اذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ.

৪৯৮১। 'আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। এক বক্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলো সে সঠিক পথ ও হেদায়াত লাভ করলো আর যে তাঁদের হুকুম অমান্য করলো- এ পর্যন্ত বলার পর তিনি (সা) বললেন, ওঠো! অথবা তিনি বললেন, চলে যাও! কারণ তুমি খারাপ বক্তা।

٤٩٨٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

৪৯৮২। আবুল মালীহ (র) থেকে এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জন্তুযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী হোঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বলো না শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেনোনা তুমি একথা বললে সে স্ফীত হয়ে ঘরের মতো বিশাল হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতায় হয়েছে। বরং বলো, আল্লাহর নামে। যখন তুমি "আল্লাহর নামে" বলবে তখন সে (শয়তান) হ্রাসপ্রাপ্ত হতে হতে মাছি সদৃশ হয়ে যাবে।

٤٩٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوسَى إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ فَلاَ أَرَى بِهِ ذلِكَ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

৪৯৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে বলতে শুনবে, সকল লোক ধ্বংস হয়েছে, তখন সে-ই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের কবলে পড়বে। অথবা সে যেনো তাদেরকে ধ্বংস করলো। বর্ণনাকারী মূসা (রা) শুনেছির পরিবর্তে বলেছেন উল্লেখ করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, মালেক (র) বলেছেন, সে যদি ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের অবনতি লক্ষ করে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে একথা বলে তাহলে আমার মতে এরূপ বলা দূষণীয় নয়। কিন্তু সে আত্মগর্বী হয়ে এবং লোকজনকে হেয়জ্ঞান করে একথা বললে তা হবে ঘৃণ্য আচরণ যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

بَابٌ فِيْ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ আতামার নামায সম্বন্ধে

٤٩٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَبِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلَكِنَّهُمْ يَعْتِمُوْنَ بِالإِبِلِ.

৪৯৮৪। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: বেদুঈনরা যেনো নামাযের ওয়াক্তের নামকরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরাভূত করতে না পারে। জেনে রাখো, সেটি হলো এশার নামায। কিন্তু তারা রাতের অন্ধকার আসা পর্যন্ত দেরী করে উটের দুধ দোহন করে (যার নাম 'আতামা')।

٤٩٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِيْ صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا.

৪৯৮৫। সালেম ইবনে আবুল জা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, মিস'আর বলেন, আমি মনে করি সে ব্যক্তি খুযাআ গোত্রীয়, যদি আমি নামায পড়তাম তাহলে আরাম পেতাম। উপস্থিত লোকজন অসন্তুষ্ট হলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: হে বিলাল! নামায কায়েম করো (আযান দাও)। আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারবো।

٤٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِىْ إِلى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الأَنْصَارِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ ائْتُوْنِيْ بِوَضُوْءٍ لَعَلِّىْ أُصَلِّىْ فَأَسْتَرِيْحَ قَالَ فَأَنْكَرْنَا ذلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قُمْ يَا بِلاَلُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ.

৪৯৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আনসার গোত্রীয় আমার শ্বশুরবাড়ি গেলাম রোগী দেখার জন্য। নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি তার পরিবারের কাউকে ডেকে বললেন, এই যে মেয়ে! উযুর জন্যে পানি নিয়ে আসো, যাতে আমি নামায পড়ে স্বস্তি লাভ করতে পারি। (বর্ণনাকারী) বলেন, তার একথায় আমরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: হে বিলাল! আযান দাও, আমরা নামাযের মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করবো।

٤٩٨٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسُبُ أَحَدًا إِلاَّ إِلَى الدِّيْنِ.

৪৯৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো দীনের সাথে সম্পৃক্ত করা ব্যতীত অন্যভাবে কারো পরিচয় দিতে শুনিনি।

بَابُ فِيْمَا رُوِىَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ পরিচিতি সম্পর্কে বিকল্প ব্যবস্থাও অনুমোদিত

٤٩٨٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَكِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأَبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا أَوْ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

৪৯৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা (রা)-র ঘোড়ায় চড়ে অনুসন্ধান করে এসে বললেন: আমি তো ভীতিজনক কোনো কিছুই দেখতে পাইনি। আমি অবশ্যি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগতিসম্পন্ন) পেয়েছি।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْكِذْبِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ মিথ্যাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

٤٩٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا.

৪৯৮৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মিথ্যাচার পরিহার করো। কেনোনা মিথ্যাচার পাপাচারের দিকে ধাবিত করে এবং পাপাচার দোযখে নিয়ে যায়। কোনো লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যুক হিসেবেই লেখা হয়। আর তোমরা অবশ্যি সততা অবলম্বন করবে। কেনোনা সততা নেক কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং নেক কাজ জান্নাতে নিয়ে যায়। আর কোনো লোক অনবরত সততা বজায় রাখলে এবং সততাকে নিজের স্বভাবে পরিণত করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তার নাম পরম সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়ে যায়।

٤٩٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

৪৯৯০। বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (হাকীম) তার পিতার সূত্রে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: লোকজনকে হাসাবার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার জন্য বিপদ, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য দুঃখ।

٤٩٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيْهِ قَالَتْ أُعْطِيْهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ.

৪৯৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, আসো! তোমাকে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (মাকে) জিজ্ঞেস করলেন: তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এজন্য তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লেখা হতো।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চাদেরকে থামানোর জন্য মিথ্যা ভয় দেখানো বা কিছু মিথ্যা বলে প্রলুব্ধ করাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

٤٩٩٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ حُسَيْنٍ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصٌ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ هذَا الشَّيْخُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيَّ.

৪৯৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যে কোনো শোনা কথা বলে বেড়ায়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাফ্স (র) আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, এই শায়খ অর্থাৎ আলী ইবনে হাফ্স আল-মাদাইনী ছাড়া আর কেউই এর সনদ রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছাননি।

بَابٌ فِيْ حُسْنِ الظَّنِّ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ সুধারণা পোষণ

٤٩٩٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُهَنَّا أَبِيْ شِبْلٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ أَفْهَمْهُ مِنْهُ جَيِّدًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرٍ قَالَ نَصْرٌ شُتَيْرُ بْنُ نَهَّارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مُهَنَّا ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ.

৪৯৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সুধারণা পোষণ উত্তম ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদ (র) বলেন, মুহান্না একজন ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী এবং বসরাবাসী।

٤٩٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ فَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ أَنْ يَّقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا.

৪৯৯৪। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) এ'তেকাফরত ছিলেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এক রাতে (মসজিদে) তাঁর কাছে গেলাম। কথাবার্তা শেষ করে অমি ফিরে আসার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন। তার (সাফিয়া রা.) বসবাসের স্থান ছিল উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর ঘর (বা তার ঘরের পাশে)। এ সময় আনসার সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি (এখান দিয়ে) যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই। তারা দু'জনে বললেন, 'আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি'; হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দু'জনের মনের মধ্যে খারাপ কিছু নিক্ষেপ করে কিনা।

بَابٌ فِى الْعِدَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ ওয়াদা পালন

٤٩٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيءْ لِلْمِعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.

৪৯৯৫। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে ওয়াদা পূর্ণ করার নিয়াতে ওয়াদা করে এবং কোনো কারণবশত সে ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারে এবং ওয়াদা পূরণের নির্দিষ্ট সময়ও না আসে তাহলে তার গুনাহ হবে না।

٤٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ اٰتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانِهِ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِيْ مَكَانِهِ فَقَالَ يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِرُكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هٰذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا بَلَغَنِيْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِيْ أَنَّ بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ.

৪৯৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাম্‌সাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত লাভের পূর্বেকার ঘটনা। আমি তাঁর নিকট থেকে একটা জিনিস ক্রয় করে আংশিক দাম বাকি রেখে এই বলে চলে যাই যে, আমি বাকি দাম নিয়ে এখানে এসে পৌঁছিয়ে দিবো। তারপর আমি এ ওয়াদা ভুলে গেলাম। তিন দিন পর

আমার এ ওয়াদার কথা স্মরণে আসে। আমি বাকি মূল্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, তিনি সেখানেই রয়েছেন। তিনি বললেন, ওহে যুবক! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি তিন দিন যাবত এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেছেন, আমাদের মতে ইনি হলেন আবদুল করীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)। আবু দাঊদ (র) বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে আমাদের কাছে এরূপই পৌঁছেছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, বিশর ইবনুস-সারী এ হাদীস আবদুল করীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِيمَنْ يَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ না পেয়েও তৃপ্তি লাভের ভান করা

٤٩٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَةً تَعْنِي ضَرَّةً هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِي قَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

৪৯৯৭। আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক সতীন আছে। আমি কি তাকে এরূপ বলতে পারি– আমার স্বামী আমাকে এই জিনিস দিয়েছে, অথচ বাস্তবে তা দেয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না পেয়ে পাওয়ার ভানকারী মিথ্যাচারের দু'টি পোশাক পরিধানকারীতুল্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَزَاحِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ রসিকতা ও কৌতুক

٤٩٩٨- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ. قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ.

৪৯৯৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটা উষ্ট্রীর বাচ্চা দিবো। ঐ ব্যক্তি বললো, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: উটকে তো উষ্ট্রীই জন্ম দেয়।

٤٩٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اِسْتَأْذَنَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلاَ أَرَاكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتَنِيْ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُوْ بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اِسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِيْ فِيْ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِيْ فِيْ حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا.

৪৯৯৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আয়েশা (রা)-র সরব কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। আবু বকর (রা) ভিতরে প্রবেশ করে আয়েশা (রা)-কে কাবু করে চড় মারতে উদ্ধত হলেন এবং বললেন, আমি কি লক্ষ করিনি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলছো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা)-কে বাধা দিলেন। আবু বকর (রা) রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে চলে গেলেন। আবু বকর (রা) চলে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে (কৌতুক করে) বললেন, দেখলে তো, আমি তোমাকে কি করে ঐ লোকটার হাত থেকে বাঁচালাম! রাবী বলেন, এরপর কয়েক দিন আবু বকর (রা) আর তাঁর কাছে আসলেন না। অতঃপর একদিন এসে ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে উভয়কে সন্তুষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি উভয়কে বললেন, আমাকেও তোমাদের শান্তিতে অংশীদার করো যেমনটি তোমরা আমাকে অংশীদার করেছিলে তোমাদের কলহে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমরা তাই করলাম।

٥٠٠٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ اُدْخُلْ فَقُلْتُ أَكُلِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كُلُّكَ فَدَخَلْتُ.

৫০০০। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি চামড়ার তৈরী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন। আমি (কৌতুক করে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোটা দেহসহ? তিনি বললেন, হাঁ, সমস্ত শরীরসহ আসো। তারপর আমি প্রবেশ করলাম।

٥٠٠١- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِى الْعَاتِكَةِ قَالَ إِنَّمَا قَالَ أَدْخُلُ كُلِّيْ مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ.

৫০০১। উসমান ইবনে আবুল আতিকা (র) বলেন, তাঁবুটির পরিধি অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে আওফ (রা) কৌতুক করে বলেছিলেন– আমার গোটা দেহসহ প্রবেশ করবো?

٥٠٠٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاذَا الأُذُنَيْنِ.

৫০০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কৌতুকের ছলে) আমাকে বললেন, ওহে দুই কানওয়ালা!

بَابُ مَنْ يَّأْخُذُ الشَّيْءَ مِنْ مُزَاحٍ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ যে ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলে কোনো জিনিস গ্রহণ করে

٥٠٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًا. وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَعِبًا وَلاَ جِدًا وَمَنْ

أَخْذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنَ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০০৩। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইয়াযীদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: তোমাদের কেউ যেনো তার ভাইয়ের কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ না করে– খেলাচ্ছলেই হোক কিংবা বাস্তবিকই হোক। আর যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে সে যেনো তা ফেরত দেয়। ইবনে বাশশার (র) ইবনে ইয়াযীদ-এর কথা বলেননি এবং সরাসরি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

٥٠٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

৫০০৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ হাদীস বর্ণনা করছেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করছিলেন। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে তাদের কেউ গিয়ে তার সাথের রশি (কৌতুক করে) নিয়ে আসলো। তাতে সে ভয় পেয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোনো মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ভয় দেখানো হালাল নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَدُّقِ فِي الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ বাকপটুত্ব

٥٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ الْعَوْقَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا.

৫০০৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল লোককে ঘৃণা করেন যারা বাগ্মিতা ও বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সাথে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, যেমন গরু তার জিহ্বা নেড়ে যেমনটি করে থাকে।

٥٠٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلاَمِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

৫০০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মানুষের অন্তরকে মন্ত্রমুগ্ধ করার জন্য চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা শিখে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো অনুতাপ ও অর্থব্যয় বা ফরয ও নফল কবুল করবেন না।

٥٠٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ يَعْنِي لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ.

৫০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাচ্য থেকে দুই ব্যক্তি এসে (অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে) বক্তৃতা করলো এবং উভয়ের বর্ণনা শুনে লোকজন বিমোহিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কোনো কোনো ভাষণে যাদুকরি প্রভাব আছে।

٥٠٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٌو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ.

৫০০৮। আমর ইবনুল আস (রা) একদিন বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করলো। আমর (রা) বললেন, যদি সে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতো তাহলে তার জন্য ভালো হতো। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে অথবা আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে। কেনোনা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উত্তম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ কবিতা প্রসঙ্গে

٥٠٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا. قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ بَلَغَنِيْ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجْهُهُ أَنْ يَّمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هٰذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشِّعْرِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. قَالَ كَأَنَّ الْمَعْنٰى أَنْ يَّبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ يَمْدَحِ الإِنْسَانَ فَيَصْدُقُ فِيْهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوْبَ إِلٰى قَوْلِهِ ثُمَّ يَذُمُّهُ فَيَصْدُقُ فِيْهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوْبَ إِلٰى قَوْلِهِ الاٰخَرِ فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِيْنَ بِذٰلِكَ.

৫০০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (খারাপ) কবিতা দিয়ে পেট পূর্ণ করার চেয়ে তোমাদের জন্য পূঁজ দিয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম। আবু আলী (র) বলেন, আবু উবাইদ সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি এ হাদীসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলেন, কবিতায় তার কলব ভর্তি হয়ে যাওয়ায় সে কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকির থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু কুরআন ও ইলম চর্চার প্রাধান্য থাকলে আমরা বলবো না যে, তার পেট কবিতায় ভর্তি আছে। 'কোনো কোনো ভাষণে অবশ্যই যাদুকরি প্রভাব আছে'– অর্থাৎ সে কোনো মানুষের প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করবে এবং এতো উত্তেজক বক্তব্য রাখে যে, মানুষের মন তার বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। আবার সে তার কুৎসা করলে এমনভাবে করে যে, মানুষ তা বিশ্বাস করে। ফলে তাদের অন্তর তার কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাতে মনে হয় যে, সে তার ভাষণের মাধ্যমে শ্রোতাদের উপর যেনো যাদু করেছে।

٥٠١٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

৫০১০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।

٥٠١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا.

৫০১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন এসে (অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায়) কথা বলা শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোন কোনো বর্ণনা যাদুর ন্যায় হৃদয়গ্রাহী হয়; আর কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ।

٥٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِيْ صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ صَدَقَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرَّجُلُ يَكُوْنُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بِبَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لاَ يَعْلَمُ فَيُجَلِّلُهُ ذٰلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا فَهِيَ هٰذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالأَمْثَالُ الَّتِيْ يَتَّعِظُ النَّاسُ بِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَعَرْضُكَ كَلاَمَكَ وَحَدِيْثَكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلاَ يُرِيْدُهُ.

৫০১২। সাখর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা (বুরাইদা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: কোনো কোনো বর্ণনা যাদুর মতো হয়, কোনো কোনো ইলম (জ্ঞান) অজ্ঞতা হয়ে থাকে, কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ হয় এবং কোনো কোনো কথা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সা'সা'আ ইবনে সাওহান বলেন, আল্লাহর নবী সত্য বলেছেন। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী "কোনো কোনো বর্ণনায় যাদু রয়েছে"– অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তির কাছে অপরের হক (দেনা) থাকে কিন্তু সে হকদারের সাথে এমন সুন্দর ভঙ্গীতে যুক্তিপূর্ণ কথা বলে যাতে পাওনাদারের দেনা পরিশোধ করতে হয় না। আর 'জ্ঞান অজ্ঞতা হয়ে থাকে', এর অর্থ হলো– আলেম ব্যক্তি না জেনেও জানার ভান করে, ফলে এটাই অজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কবিতাকে হিকমত বলার কারণ হলো– কোনো কোনো কবিতায় এমন সব ওয়ায-নসীহত উদাহরণ থাকে যা মানুষ গ্রহণ করে থাকে কোনো কোনো কথা বোঝাস্বরূপ– এমন ব্যক্তির কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যার উপযুক্ত সে নয় এবং সে তা শুনতেও চায় না।

٥٠١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

৫০১৩। সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্সান (রা) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন এবং উমার (রা) এ সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার (রা) তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি মসজিদে তখনও কবিতা পড়েছি যখন সেখানে তোমার চেয়ে ভালো মানুষটি উপস্থিত ছিলেন।

٥٠١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

৫০১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তবে এ হাদীসে আরো আছে, উমার (রা) আশঙ্কা করলেন যে, তিনি যদি হাস্সান (রা)-কে নিষেধ করেন তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিকে দলীল হিসেবে পেশ করবেন। তাই তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

٥٠١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِيُّ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُوْمُ عَلَيْهِ يَهْجُوْ مَنْ قَالَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانٍ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্সান (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি মিম্বার স্থাপন করতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে কাফিরদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবাঞ্ছিত কথা বলতো ব্যঙ্গ কবিতায় তার প্রতিবাদ করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হাস্সান (রা) যতোক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে থাকে ততোক্ষণ জিবরাঈল (আ) তার সাথে থাকেন।

٥٠١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ. فَنَسَخَ مِنْ ذٰلِكَ وَاسْتَثْنَى وَقَالَ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا.

৫০১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কবিদের অনুসরণ করে তারাই যারা পথভ্রষ্ট" (সূরা শু'আরা : ২২৪)। উল্লেখিত আয়াতটিকে আল্লাহ রহিত করেছেন এবং একটি ব্যতিক্রম করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, "কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে" (সূরা শু'আরা : ২২৭)।

بَابٌ فِي الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ স্বপ্ন সম্বন্ধে

٥٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ

يَقُوْلُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُوْلُ إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِيْ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

৫০১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায সমাপ্ত করে (উপস্থিত লোকদের দিকে) ফিরে বলতেন: আজ রাতে তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি? এরপর তিনি বলতেন, আমার (মৃত্যুর) পরে নবুয়াতের ধারা আর অবশিষ্ট থাকবে না শুধু সত্য স্বপ্ন ছাড়া।

٥٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

৫০১৮। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٥٠١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ أَنْ تَكْذِبَ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ. قَالَ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعْنِيْ إِذَا اقْتَرَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ.

৫০১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সময় যখন আসন্ন হবে মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না এবং যে যতো সত্যবাদী হবে তার স্বপ্নও ততো সত্য হবে। স্বপ্ন তিন প্রকার, যথা: (ক) উত্তম স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ, (খ) ভীতিপ্রদ স্বপ্ন যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (গ) মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে এবং মনে মনে কল্পনা করার কারণে যে স্বপ্ন দেখে থাকে। যে ব্যক্তি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তার উচিত ঘুম থেকে জেগে (নফল) নামায আদায় করা এবং ঐ স্বপ্ন সম্বন্ধে কারো সাথে আলাপ না করা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি স্বপ্নে পায়ে শিকল লাগানো দেখতে পাওয়াকে পছন্দ করি কিন্তু গলায় শিকল লাগানো দেখাকে পছন্দ করি না। আর স্বপ্নে শিকল দেখার তাৎপর্য

হলো- দীনের উপর অবিচল থাকা। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'যখন সময় আসন্ন হবে' অর্থাৎ যখন রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য একসমান হবে।

টীকা ঃ সময় বা কাল নিকটবর্তী বা আসন্ন হওয়ার প্রধানত তিনটি অর্থ হতে পারে। যথা- (ক) কিয়ামত নিকটবর্তী হলে, (খ) মৃত্যুর সময় কাছাকাছি আসলে, (গ) যে যে সময় দিনরাত সমান হয়ে থাকে। এ সময় মানুষের মন-মানসিকতাও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। তখন যেসব স্বপ্ন দেখে তা সত্য হয়ে থাকে। আর এক অর্থ এটাও হতে পারে, যখন মাসগুলো দিনের মতো অতিবাহিত হবে অর্থাৎ ইমাম মাহদীর যুগে (অনুবাদক)।

٥٠٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلاَ تَقُصُّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ.

৫০২০। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তা একটি পাখির পায়ের সাথে ঝুলন্ত থাকে। অতঃপর যখন তাবীর বা ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা কার্যকর হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: "বন্ধু ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না।

٥٠٢١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

৫০২১। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সুস্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার উচিৎ তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা এবং তারপর (আল্লাহ তা'আলার কাছে) ঐ স্বপ্নের কুফল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হলে ঐ স্বপ্নে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

٥٠٢٢- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ

يَّسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ.

৫০২২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তার উচিত তার বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা, আল্লাহ তা'আলার কাছে শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া ।

(স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভ)

٥٠٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَآنِيْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِى الْيَقْظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِيْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ.

৫০২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে অথবা সে যেনো আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখলো। কেনোনা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম নয়।

টীকা ঃ শয়তানের পক্ষে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক প্রতিচ্ছবি ধারণ সম্ভব নয়, কিন্তু সে অপরের অবয়ব ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নকল পরিচয় দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব সাবধান থাকতে হবে (সম্পাদক)।

٥٠٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ شَعِيْرَةً وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ يَفِرُّوْنَ بِهِ مُنْهُ صُبَّ فِىْ أُذُنِهِ الاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫০২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ছবি তৈরি করবে কিয়ামতের দিন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার না করা পর্যন্ত তার আযাব হতে থাকবে। অথচ তার পক্ষে তাতে জীবন সঞ্চার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি স্বপ্ন না দেখে স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করবে বা মিথ্যা

স্বপ্ন বলবে তাকে যবের দানায় গিঠ দিতে বলা হবে। আর যে ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শুনবে যারা তার থেকে ঐ কথা গোপন রাখতে চায় কিয়ামতের দিন তার কানে উত্তপ্ত সিসা ঢালা হবে।

٥٠٢٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِيْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِيْ الاخِرَةِ وَأَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ.

৫০২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমরা যেনো উকবা ইবনে রাফে' (রা) এর ঘরে বসে আছি এবং আমাদের সামনে "রুতাবে ইবনে তাব" নামক টাটকা খেজুর পরিবেশন করা হয়েছে। আমি এর তাবীর এভাবে করেছি যে, দুনিয়াতে আমাদের বিপুল উন্নতি ও মর্যাদা লাভ হবে এবং পরকালেও কল্যাণ লাভ হবে, আর আমাদের দীনও উত্তম।

بَابٌ فِى التَّثَاؤُبِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ হাই তোলা

٥٠٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

৫০২৬। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তির হাই আসে সে যেনো (হাত দিয়ে) তাঁর মুখ বন্ধ করে দেয়। কেনোনা শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে।

٥٠٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

৫০২৭। সুহাইল (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। নবী (সা) বলেন: নামাযরত অবস্থায় হাই উঠলে যথাসম্ভব তা চেপে রাখবে।

٥٠٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَاهْ هَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

৫০২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। অতএব যখনই তোমাদের কারো হাই আসে সে যেনো যথাসাধ্য তা প্রতিরোধ করে এবং হাহ্ হাহ্ ইত্যাদি শব্দ না করে। কেনোনা হাই তোলা শয়তানের কাজ, এতে শয়তান হাসে।

بَابُ فِي الْعَطَّاسِ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ হাঁচি দেয়া

٥٠٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَحْيَى.

৫০২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন হাঁচি আসতো তখন তিনি হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতেন এবং হাঁচির শব্দ নীচু করে দিতেন।

٥٠٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ.

৫০৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার মুসলমান ভাইদের জন্য পাঁচটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য রয়েছে। যথা সালাম দিলে সালামের জওয়াব দেয়া, হাঁচি শুনে তার উত্তর দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া এবং জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া।

بَابُ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ হাঁচির উত্তর দেয়া

٥٠٣١-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلاَ بِشَرٍّ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَرُدَّ يَعْنِي عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

৫০৩১। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সালেম ইবনে উবাইদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে (আল্‌হামদু লিল্লাহ-এর পরিবর্তে) বললো, 'আসসালামু আলাইকুম' (আপনাদের ওপর শান্তি নেমে আসুক)। সালেম (রা) বললেন, তোমার উপর ও তোমার মাতার ওপরও শান্তি নেমে আসুক। সালেম (রা) বললেন, মনে হয় তুমি আমার উত্তরে বিব্রতবোধ করছো। লোকটি বললো, ভালো বা মন্দ কোন প্রসঙ্গে আপনি আমার মায়ের উল্লেখ করবেন তা আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। সালেম (রা) পুনরায় বললেন, আমি তো উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়ই বলেছি। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'ওয়া আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা' "তোমার ও তোমার মাতার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক"। তারপর বললেন: তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিলে তার উচিৎ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" বলা। অতঃপর তিনি কিছু হামদ উল্লেখ করলেন, এবং তার কাছে যারা থাকবে তাদের উচিৎ ইয়ারহামুকাল্লাহ (তোমাকে আল্লাহ দয়া করুন) বলা; এবং হাঁচি দানকারীর উচিৎ উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে 'ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম' (আল্লাহ আপনাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন) বলা।

٥٠٣٢- حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَرَقَاءَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ الأَشْجَعِيِّ بِهذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৩২। সালেম ইবনে উবাইদ আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٠٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولُ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

৫০৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ হাঁচি দেয় তাহালে সে 'আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল'.(সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলবে। আর তার ভাই অথবা সাথী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাঁচিদাতা 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের সার্বিক অবস্থার সংশোধন করুন) বলবে।

بَابُ كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسَ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ হাঁচির উত্তর কতোবার দিবে?

٥٠٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلاَثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ.

৫০৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার ভাইয়ের হাঁচির জবাব তিনবার দাও। এরপরও হাঁচি দিতে থাকলে (আর জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই) তবে তার মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লেগেছে।

٥٠٣٥- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ

رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু নুআইম (র) এ হাদীস মূসা ইবনে কায়েস-মুহাম্মাদ ইবনে আজলান-সাঈদ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَشَمَّتِ الْعَاطِسَ ثَلاَثًا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتَهُ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَكُفَّ.

৫০৩৬। উবায়েদ ইবনে রিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হাঁচিদাতার উত্তর তিনবার দাও। এরপরও যদি সে হাঁচি দিতে থাকে তবে তোমার ইচ্ছা উত্তর দিতে পারো; আর নাও দিতে পারো।

٥٠٣٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ.

৫০৩৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে হাঁচি দিলে তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন) বললেন। লোকটি আবার হাঁচি দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: লোকটির ঠাণ্ডা লেগেছে।

بَابُ كَيْفَ يُشَمَّتُ الذِّمِّيُّ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ যিম্মীর হাঁচির উত্তর কিভাবে দিতে হবে?

٥٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

৫০৩৮। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইচ্ছা করেই হাঁচি দিতো– এই আশায় যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন: 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন ও তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন।

بَابُ فِيمَنْ يَعْطِسُ وَلاَ يَحْمَدُ اللَّهَ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ হাঁচি দিয়ে যে ব্যক্তি আল্হামদু লিল্লাহ বলে না

٥٠٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الاخَرَ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلاَنِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا. قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الاخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ.

৫০৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিলে তিনি এক ব্যক্তির হাঁচির উত্তর দিলেন এবং অপর ব্যক্তির উত্তর থেকে বিরত থাকলেন। প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সামনে তো দুই ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে। আপনি কেনো এক ব্যক্তির উত্তর দিয়ে অপর ব্যক্তির উত্তর দানে বিরত থাকলেন? তিনি বললেন: এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেছে আর এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

ঘুম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদমালা

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে শোয়

٥٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنَ اللَّبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَسْقِينَا فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ. قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫০৪০। ইয়াঈশ ইবনে তিখফা ইবনে কায়েস আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আস্‌হাবে সুফ্‌ফার সদস্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে যেতে বললেন। আমরা গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাদের আহারের ব্যবস্থা করো। তিনি হাশীশা পরিবেশন করলেন এবং আমরা খেলাম। এরপর তিনি (সা) বললেন: হে আয়েশা! আমাদেরকে আরো খাবার দাও। এবার তিনি কবুতরের মতো সামান্য হায়সা নিয়ে আসলেন এবং আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! এবার আমাদেরকে পান করাও। অতঃপর তিনি এক গামলা দুধ নিয়ে আসলেন এবং আমরা পান করলাম। পুনরায় তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে পানীয় চাইলে তিনি ছোট এক পেয়ালা পরিবেশন করলেন; আমরা পান করলাম। এবার তিনি বললেন: ইচ্ছা করলে তোমরা এখানে ঘুমাতে পারো অন্যথায় মসজিদে চলে যেতে পারো। আমার পিতা বলেন, আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলাম আমার বুকের ব্যথার কারণে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর পা দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন, এ পদ্ধতিতে শোয়া আল্লাহ ঘৃণা করেন। রাবী বলেন, আমি চোখ তুলে দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

بَابٌ فِي النَّوْمِ عَلَى السَّطْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো

٥٠٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمٌ يَعْنِي ابْنَ نُوحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ وَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

৫০৪১। আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'লা ইবনে শাইবান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন ব্যক্তি দেয়ালবিহীন ছাদে রাত যাপন করলে (ঘুমালে) তার নিরাপত্তার দায়িত্ব তিরোহিত হয়ে যায়।

بَابٌ فِي النَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো

٥٠٤٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُوْ ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فُلَانٌ لَقَدْ جَهَدْتُ أَنْ أَقُوْلَهَا حِيْنَ اَنْبَعِثُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا.

৫০৪২। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুসলমান ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (উযু করে) ও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে রাত অতিবাহিত করে (ঘুমায়) এবং রাতে (ঘুম থেকে) জেগে আল্লাহর কাছে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। ছাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, আবু যাব্য়ান (র) আমাদের এখানে এলেন এবং আমাদের নিকট মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন। ছাবিত (র) বলেন, অমুক ব্যক্তি বলেছেন, আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তা (দোয়া) পাঠের যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।

٥٠٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي بَالَ.

৫০৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাপন করে উভয় হাত ও মুখ ধুয়ে পুনরায় ঘুমালেন। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ পেশাব করেছিলেন।

بَابُ كَيْفَ يَتَوَجَّهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন দিকে মুখ করে ঘুমাবে?

٥٠٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ بَعْضِ الِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ الإِنْسَانُ فِيْ قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ.

৫০৪৪। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর কোন আত্মীয় থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে কবরে যেভাবে রাখা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা সেই পদ্ধতিতে বিছানো ছিল এবং তাঁর মাথার দিকে মসজিদ ছিল।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, লাশ কবরে যেভাবে শুইয়ে রাখা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক সেভাবে বিছানায় শুইতেন। তাতে তাঁর মুখমণ্ডল থাকতো কা'বামুখী। অর্থাৎ তিনি পশ্চিম দিকে মাথা এবং পূর্বদিকে পা রেখে ঘুমাতেন। আমাদের দেশে যেমন সাধারণত উত্তর দিকে মাথা এবং দক্ষিণ দিকে পা রেখে ঘুমানো হয়। উল্লেখ্য যে, মদীনাবাসীদের কিবলা দক্ষিণ দিকে (সম্পাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ ঘুমের সময় যা বলবে বা পড়বে?

٥٠٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৫০৪৫। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করতেন তখন তাঁর ডান হাত গালের নীচে রেখে তিনবার বলতেন: "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা" (হে আল্লাহ! তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করো)।

٥٠٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. قَالَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اخِرَ مَا تَقُوْلُ. قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ فَقُلْتُ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

৫০৪৬। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: যখন রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিবে তখন নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে ডান কাতে শুয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম ও আপনার অনুগত হলাম, আমার কাজ আপনার উপর সোপর্দ করলাম, আমার পিঠ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আপনার সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম আপনার প্রতি আগ্রহে ও ভয়ে। আপনি ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় ও নিরাপত্তার স্থান নেই। আমি আপনার সেই কিতাবে বিশ্বাস করি যা আপনি আপনার প্রেরিত নবীর উপর নাযিল করেছেন"। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর যদি তুমি (ঐ রাতে) মারা যাও তাহলে তুমি ইসলামের উপরেই মারা গেলে। এটাই হবে তোমার (শোয়ার পরে) সর্বশেষ কথা। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি বললাম, এটি আওড়াতে গিয়ে আমার মুখে 'ওয়া বিরাসূলিকাল্লাযী আরসালতা' এসে গেলে তিনি (সা) বললেন: না, বরং 'ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা'।

٥٠٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَيْتَ إِلى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِيْنَكَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫০৪৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: যখন তুমি পবিত্র হয়ে শয্যায় আশ্রয়

নিবে তখন তোমার ডান হাত মাথার নীচে রাখবে। তারপর হাদীসখানা উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٠٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهذَا. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا وَقَالَ الاخَرُ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ وَسَاقَ مَعْنَى مُعْتَمِرٍ.

৫০৪৮। আল-বারাআ (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান (র) বলেন, একজন রাবীর বর্ণনায় আছে, 'তুমি পবিত্র হয়ে যখন তোমার বিছানায় আসো'। অপর রাবীর বর্ণনায় আছে, 'তুমি তোমার নামাযের উযুর ন্যায় উযু করো'। এভাবে হাদীসের বাকী বর্ণনা মো'তামির বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ।

٥٠٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوْتُ وَإِذَا اِسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

৫০৪৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আহ্য়া ওয়া আমূতু" (হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি)। । আবার তিনি যখন জাগতেন তখন বলতেন, "আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্-নুশূর" (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করলেন)।

٥٠٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّ الأَيْمَنِ ثُمَّ لْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ.

৫০৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় আশ্রয় নেয়, সে যেনো তার পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরের দিক দিয়ে বিছানা ঝেঁড়ে নেয়। কেনোনা সে জানে না তার চলে যাওয়ার পর বিছানায় কি এসেছে। অতঃপর সে যেনো তার ডান কাতে শুয়ে বলে, প্রভু হে! তোমারই নামে আমার দেহ রাখলাম এবং তোমার নামে তা উঠাবো। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি ফিরিয়ে দাও, তবে তার নিরাপত্তা দান করো– যেভাবে তুমি তোমার নেক বান্দাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকো।

٥٠٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الاخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. زَادَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

৫০৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ! আসমান-যমীনের তথা প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক; শস্যবীজ অঙ্কুরিতকারী, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী প্রভু হে! আমি তোমার নিকট তোমার অধীনস্থ ও আয়াত্তাধীন সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কেউ থাকবে না, তুমি প্রকাশ্য এবং তোমার উপরে কিছু নেই, তুমি গোপন, তুমি ছাড়া কিছুই নেই। বর্ণনাকারী ওয়াহ্‌ব (র) তার হাদীসে আরো উল্লেখ করেন, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করো এবং অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দাও।

٥٠٥٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ يَعْنِي ابْنَ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَأَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اَللّٰهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

৫০৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার মহান সত্তা ও পূর্ণ কলেমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি– যা তোমার অধীনে আছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! তুমিই ঋণের বোঝা ও পাপের চাপ দূরীভূত করো। হে আল্লাহ! তোমার সৈন্যবাহিনী বা তোমার দলকে কখনো পরাভূত করা যায় না এবং তোমার ওয়াদার কখনো বরখেলাপ হয় না। সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমার হাত হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।"

٥٠٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوى إِلى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ.

৫০৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বিছানায় আশ্রয় নিতেন, বলতেন: প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান প্রতিপালকের জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, অথচ এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের না আছে প্রয়োজন পূর্ণকারী আর না আছে আশ্রয়দাতা।

٥٠٥٤- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى الأَزْهَرِ الأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاخْسَأْ شَيْطَانِيْ وَفُكَّ رِهَانِيْ وَاجْعَلْنِيْ فِى النَّدِيِّ الأَعْلى. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُوْ هَمَّامٍ الأَهْوَازِيُّ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ أَبُوْ زُهَيْرٍ الأَنْمَارِيُّ.

৫০৫৪। আবুল আযহার আল-আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন: আল্লাহর নামে আমার দেহ রাখলাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করো, আমার থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে

দাও, আমার ঘাড়কে মুক্ত করো এবং আমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের কাতারে স্থান দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হাম্মাম আল-আহ্ওয়াযী (র) এ হাদীস ছাওর (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (আবুল আযহারের স্থলে) আবু যুহাইর আল-আনসারীর উল্লেখ করেছেন।

٥٠٥٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنَوْفَلٍ اِقْرَأْ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ.

৫০৫৫। ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাওফাল (র)-কে বলেন: তুমি "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" সূরাটি পাঠ করে ঘুমাবে। কেনোনা তা শিরক হতে মুক্তকারী।

٥٠٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৫০৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে শোয়ার জন্য তাঁর বিছানায় এসে দুই হাত একত্র করে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন্ নাস সূরা তিনটি পাঠ করে (হাতে) ফুঁক দিতেন, অতঃপর সেই হাত দু'টো দিয়ে যতদূর সম্ভব তাঁর শরীর মসেহ করতেন এবং মাথা থেকে মসেহ আরম্ভ করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, শরীরের সম্মুখ ভাগ, অতঃপর শরীরের যেখানে যেখানে হাত পৌঁছানো সম্ভব। তিনি তা তিনবার (মসেহ) করতেন।

٥٠٥٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بِلاَلٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَّرْقُدَ وَقَالَ إِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ اٰيَةٍ.

৫০৫৭। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার পূর্বে যেসব সূরার প্রারম্ভে সাব্বাহা বা ইউসাব্বিহু রয়েছে সেগুলো পাঠ করতেন। তিনি বলেছেন, এ সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম।

টীকা ঃ সূরাসমূহ (৫৭) সূরা হাদীদ, (৫৯) সূরা হাশর, (৬২) সূরা জুমুআ, (৬৪) সূরা তাগাবুন এবং (৮৭) সূরা আল-আ'লা (সম্পাদক)।

٥٠٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ وَاوَانِيْ وَأَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ وَالَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِيْ أَعْطَانِيْ فَأَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ وَإِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

৫০৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন, আমাকে (রাতে) আশ্রয় দিলেন, আমাকে পানাহার করালেন, যিনি আমার প্রতি অসীম করুণাময় এবং আমাকে অযাচিত দান করলেন। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর প্রত্যেক অবস্থায়। হে আল্লাহ, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিকারী এবং প্রত্যেক জিনিসের ইলাহ! আমি তোমার কাছে দোযখের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٥٠٥٩- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫০৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি শয়নকালে আল্লাহকে স্মরণ করলো না, সে কিয়ামতের দিন বঞ্চিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো আসনে বসলো অথচ সেখানে সে মহামহিমান্বিত আল্লাহকে স্মরণ করলো না কিয়ামতের দিন সে বঞ্চিত হবে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ কেউ রাতে ঘুম থেকে সজাগ হলে কি বলবে?

٥٠٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ. ثُمَّ دَعَا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْوَلِيْدُ أَوْ قَالَ دَعَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

৫০৬০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে সজাগ হয়ে বললো– "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব, রাজ্য ও প্রশংসা সবই তাঁর, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমতা ছাড়া কারো কোনো উপায় নেই"; তারপর সে দুআ করে– "হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন; "বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন– দোআ করে অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় "রব্বিগফির লী"-এর উল্লেখ নেই আর এ দোআ কবুল করা হয়। এরপর সে যদি উঠে উযু করে নামায পড়ে তাহলে তার নামায কবুল করা হয়।

٥٠٦١- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. اَللّهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

৫০৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে সজাগ হতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমার

পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করছি। প্রভু হে! আমার ইলম বাড়িয়ে দাও এবং হেদায়াত দানের পর আমার অন্তরকে বাঁকা করো না এবং আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহাদানকারী।

بَابٌ فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ ঘুমানোর তাসবীহ্

٥٠٦٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ شَكَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَى بِسَبْيٍ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

৫০৬২। আলী (রা) বলেন, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে ফাতিমা (রা)-এর হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী এলে ফাতিমা (রা) একটি খাদেম চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। এ ব্যাপারে তিনি আয়েশা (রা)-কে অবহিত করে চলে গেলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলে তিনি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি (সা) এমন সময় আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন যখন আমরা ঘুমাতে যাচ্ছিলাম। তাঁর আগমনে আমরা বিছানা হতে উঠতে উদ্যত হলে তিনি বললেন: তোমরা স্বস্থানে থাকো। তিনি এসে আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের শীতল পরশ আমার বুকে অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন: আমি কি তোমাদের দু'জনকে এমন একটি উত্তম পথ দেখাবো না যা তোমাদের প্রার্থিত জিনিসের চেয়ে উত্তম হবে? তা হলো– তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আল্‌হামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলবে। আর এটা তোমাদের উভয়ের জন্য একটি খাদেম অপেক্ষা লাভজনক হবে।

٥٠٦٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لابْنِ أَعْبُدَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَكَانَتْ عِنْدِيْ فَجَرَّتْ بِالرَّحى حَتّى أَثَّرَتْ بِيَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّى أَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَأَصَابَهَا مِنْ ذلِكَ ضُرٌّ فَسَمِعْنَا أَنَّ رَقِيْقًا أُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيْهِ خَادِمًا يَكْفِيْكِ فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِيْ لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا فِى اللِّفَاعِ حَيَاءً مِّنْ أَبِيْهَا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمْسِ إِلى ال مُحَمَّدٍ فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ وَأَنَا وَاللّهِ أُحَدِّثُكَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنَّ هذِهِ جَرَّتْ عِنْدِيْ بِالرَّحى حَتّى أَثَّرَتْ فِيْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّى أَثَّرَتْ فِيْ نَحْرِهَا وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ أَتَاكَ رَقِيْقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيْهِ خَادِمًا. فَذَكَرَ مَعْنى حَدِيْثِ الْحَكَمِ وَأَتَمَّ.

৫০৬৩। আবুল ওয়ারদ ইবনে ছুমামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইবনে আ'বুদকে বলেন, আমি আমার স্ত্রী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুলালী ফাতিমার ঘটনা কি তোমার নিকট বর্ণনা করবো না? আর সে ছিল তাঁর নিকট তাঁর পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী। তাকে আমি বিবাহ করি। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে দাগ হয়ে যায়, পানির মশক বহন করায় কাঁধে দাগ হয়ে যায়; ঘর ঝাড়ু দেয়ায় ও রন্ধনশালায় রান্না করাতে তার পরিধানের কাপড়ে ময়লা ও কালি লেগে যায়; ফলে ফাতিমার বেশ কষ্ট হয়। আমরা শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যুদ্ধবন্দী এসেছে। তাই আমি তাকে বললাম, তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চেয়ে আনতে তাহলে তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং বেশ হতো। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলো, কিন্তু তখন কিছু লোক তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনারত ছিল। তাই সে লজ্জায় না বলে ফিরে আসলো। পরের দিন ভোরে

তিনি আমাদের ঘরে আসলেন, তখনও আমরা লেপের মধ্যে ছিলাম। তিনি তার (ফাতিমার) মাথার কাছে বসলে পিতার কারণে লজ্জায় সে মাথা লেপের মধ্যে লুকালো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: গতকাল মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারে তোমার কি প্রয়োজন ছিল? এভাবে তিনি দু'বার জিজ্ঞেস করলেও সে চুপ থাকলো। তখন আমি (আলী) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমিই আপনাকে তার যাওয়ার কারণ বলছি। সে আমার এখানে যাঁতা ঘুরায়। ফলে তার হাতে দাগ পড়ে গেছে, মশক ভরে পানি টানতে টানতে তার কাঁধে চিহ্ন পড়ে গেছে, ঘর ঝাড়ু দেয়, এতে তার কাপড় ময়লা হয়ে যায় এবং রান্না করায় তার কাপড়গুলো কালো হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছিলাম যে, আপনার কাছে যুদ্ধবন্দী এসেছে। আমি আপনার কাছে একজন খাদেম চাওয়ার জন্য তাকে বলেছিলাম। এরপর রাবী হাদীসখানা হাকামের হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেন আরো পূর্ণাঙ্গভাবে।

٥٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيْهِ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ فَإِنِّيْ ذَكَرْتُهَا مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا.

৫০৬৪। আলী (রা)-নবী (সা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী তাতে বলেন, আলী (রা) বললেন, আমি সিফফীন যুদ্ধের রাত ব্যতীত এ তাসবীহগুলোর পাঠ কখনো ত্যাগ করিনি– যখন থেকে আমি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শুনেছি। অবশ্য ঐ রাতের শেষ প্রহরে আমার তা স্মরণ হলে আমি তাসবীহগুলো আদায় করেছি।

٥٠٦٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَذٰلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي

الْمِيْزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالَ يَأْتِيْ أَحَدَكُمْ فِيْ مَنَامِهِ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَهُ وَيَأْتِيْهِ فِيْ صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَهَا.

৫০৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দু'টি বিষয় বা দু'টি অভ্যাসের প্রতি যে মুসলমান লক্ষ রাখবে সে অবশ্যি বেহেশতে যাবে। বিষয় দু'টি খুবই সহজ কিন্তু পালনকারীর সংখ্যা নগণ্য। প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্‌হামদু লিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বলবে। আর মুখে (পাঁচ ওয়াক্তে) এর সংখ্যা এক শত পঞ্চাশ, কিন্তু (নেকী-বদীর) মীযানে এ এক হাজার পাঁচ শত। আর যখন শয্যা গ্রহণ করবে চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার আল্‌হামদু লিল্লাহ ও তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। তা মুখে এক শত বটে কিন্তু মীযানে এক হাজার। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা হাতের আঙ্গুলে গণনা করতে (পড়তে) দেখেছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাজ দু'টো সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেনো এর আমলকারী এতো কম? তিনি বললেন: তোমরা বিছানায় ঘুমাতে গেলে শয়তান তোমাদের কোনো লোককে তা বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর নামাযের মধ্যে শয়তান এসে তার বিভিন্ন প্রয়োজনের বা গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সে ঐগুলো বলার পূর্বেই প্রয়োজনের দিকে চলে যায়।

٥٠٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنٍ الضَّمْرِيِّ أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَّأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ السَّبْيِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّسْبِيْحِ قَالَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ.

৫০৬৬। উম্মুল হাকাম বা দুবা'আ বিনতে যুবাইর (রা) এ দু'জনের একজনে অপরজন থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসে। আমি ও আমার বোন এবং ফাতিমা (রা) বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে বন্দী থেকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে আবেদন জানালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের আগে বদরের যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের ইয়াতীম সন্তানরা অগ্রগামী হয়ে গেছে (তারা আগে আসায় তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে)। অতঃপর রাবী তাসবীহ পাঠের কথা উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রত্যেক নামাযের পর, কিন্তু ঘুমের কথা উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ ভোরে ঘুম থেকে উঠে কি বলবে?

٥٠٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ.

৫০৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু কলেমা (দুআ) শিখিয়ে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে পারি। তিনি বললেন: তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমার মনের কু-প্রবৃত্তি, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেকী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। তিনি বলেন: হে আবু বকর! তুমি এ কথাগুলো যখন ভোরে উপনীত হবে, সন্ধ্যায় উপনীত হবে ও শয্যা গ্রহণ করবে তখন বলবে।

٥٠٦٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

৫০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরে জাগতেন বলতেন: "হে আল্লাহ! তোমার করুণায় আমরা ভোরে উপনীত হই, সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং বাঁচি ও মরি। আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন"। আর তিনি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং সকালে উপনীত হই, তোমারই নামে আমরা বাঁচি ও মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের উত্থান"।

٥٠٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ مَكْحُوْلٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي اَللّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَعْتَقَ اللّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا اَعْتَقَهُ اللّهُ مِنَ النَّارِ.

৫০৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি এবং সাক্ষী রাখি তোমাকে ও তোমার আরশবাহীদেরকে, তোমার ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে, নিশ্চয়ই তুমি একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তোমার বান্দা ও রাসূল"– আল্লাহ তার এক-চতুর্থাংশ দেহ দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন। যে ব্যক্তি তা দু'বার বলবে, আল্লাহ তার শরীরের অর্ধেক দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার বলবে আল্লাহ তার শরীরের তিন-চতুর্থাংশ এবং চারবার বললে তার সমস্ত শরীর দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

٥٠٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ حِيْنَ يُمْسِي اَللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَّوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫০৭০। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে– "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আমার কোনো ইলাহ নেই। আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছো, আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি আমার নিকৃষ্ট কৃতকর্মের জন্য তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার যে অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করছি এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমি যেসব অপরাধ করছি তাও আমি স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। বস্তুত তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই"। এ দুআ পাঠ করার পর সে যদি ঐ দিন অথবা ঐ রাতে মারা যায় তবে সে বেশেতবাসী হবে।

٥٠٧١- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. زَادَ فِيْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَأَمَّا زُبَيْدٌ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبْرِ أَوِ الْكُفْرِ. رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ. وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّهِ... قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُوْءَ الْكُفْرِ.

৫০৭১। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন, "আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো

ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। জারীর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ করা হয়েছে: আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই জন্য সাম্রাজ্য, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে এ রাতের মঙ্গল কামনা করছি এবং রাতের পরবর্তী মঙ্গলও কামনা করছি। আর এ রাতের সকল প্রকার অমঙ্গল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তার পরে যা আছে তার অমঙ্গল থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার রব! আমি তোমার কাছে অলসতা, গর্ব-অহংকারের অনিষ্ট ও কুফরীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দোযখের শাস্তি ও কবরের আযাব থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যখন তিনি ভোরে উপনীত হতেন, তখনো তিনি এরূপ বলতেন। বলতেন, আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং ভোরে উপনীত হলো রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে...। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা এ হাদীস সালামা ইবনে কুহাইল-ইবরাহীম ইবনে সুয়াইদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'বার্ধক্যের নিকৃষ্টতা থেকে' এবং তিনি 'কুফরীর অনিষ্ট থেকে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٠٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوْا هٰذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُّرْضِيَهُ.

৫০৭২। আবু সাল্লাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হিমসের মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখান থেকে অতিক্রম করলে লোকজন বললো, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছিলেন। অতএব আবু সাল্লাম (র) তার কাছে উঠে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে একখানা হাদীস বলুন যা আপনি অন্য কারো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছেন। তিনি (খাদেম) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সকালে অথবা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যে ব্যক্তি বলে– 'আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি', এর প্রতিদানে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন।

٥٠٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ وَإِسْمَاعِيْلُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

৫০৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম আল-বায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বললো, 'হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছেছে তা একমাত্র তোমারই পক্ষ থেকে পৌঁছলো, তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই, সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমারই প্রাপ্য'– সে তার ঐ দিনের শোকর আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এরূপ বললো সে তার ঐ রাতের শোকর আদায় করলো।

٥٠٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ. وَقَالَ عُثْمَانُ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي الْخَسْفَ.

৫০৭৪। জুবাইর ইবনে আবু সুলায়মান ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'ইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন এ দুআগুলো পাঠ না করে ছাড়তেন না– "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা এবং আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষত্রুটিগুলো ঢেকে রাখো এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার হেফাযত

করো– আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদা ও মহত্বের উছিলায় মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী' বলেছেন, ইগতাল শব্দের অর্থ খাস্‌ফ (মাটির অভ্যন্তরে ধ্বসে যাওয়া)।

٥٠٧٥– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ سَالِمًا الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ.

৫০৭৫। বনু হাশিমের মুক্তদাস আবদুল হামীদ (র) বর্ণনা করেন, তার মা নবী (সা)-এর কন্যাদের কারো একজনের খেদমত করতেন, তিনি (মা) তাকে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা তার নিকট বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলতেন: তুমি ভোরে উঠে বলবে; 'আল্লাহর পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে; কারো কোনো শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া; আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ সকল বস্তুকে জ্ঞানের আওতায় বেষ্টন করে রেখেছেন'। অতঃপর যে ব্যক্তি সকালে উঠে তা বলবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেফাযতে থাকবে। আর যে একথাগুলো সন্ধ্যায় বলবে সে ভোরে উপনীত হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে।

٥٠٧٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ النَّجَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ

تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ إِلى وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ. أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ لَيْلَتِهِ قَالَ الرَّبِيْعُ عَنِ اللَّيْثِ.

৫০৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উঠে এ আয়াত পড়বে– "সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন সকালে উপনীত হও, আর বিকেলে এবং যখন দুপুরে উপনীত হও, আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই... এভাবে তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে" (সূরা রূম : ১৭-১৯) পর্যন্ত। তার ঐ দিনে যেসব (কল্যাণ ও সওয়াব) হাতছাড়া হয়েছে, সে তা লাভ করবে। আর যে তা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে পড়বে সে লাভ করবে ঐ রাতে সেসব (কল্যাণ ও সওয়াব) যা তার হাতছাড়া হয়েছে। আর-রবী' এ হাদীস লাইস-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَوُهَيْبٌ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عَائِشٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِيْ عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِيْ حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسٰى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ. قَالَ فِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ فَرَأٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ صَدَقَ أَبُوْ عَيَّاشٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوْسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ.

৫০৭৭। আবু আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলবে– "আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান"– তা তার জন্য ইসমাঈল (আ) বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান হবে এবং তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হবে ও দশটি পাপ লোপ করা হবে, আর তার দশটি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং শয়তান থেকে হেফাযতে থাকবে যতোক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর যদি সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তা বলে, তাহলে ভোর পর্যন্ত তার অনুরূপ ফযীলাত লাভ হবে। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র)-এর হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আয়্যাশ (রা) আপনার নামে এই এই কথা বলে। তিনি (সা) বললেন– আবু আয়্যাশ সত্য বলেছে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইবনে জা'ফার, মূসা আয-যামঈ ও আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (র) এ হাদীস সুহাইল-তার পিতা-ইবনে আয়্যাশ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

৫০৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে যদি বলে– "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি ভোরে উপনীত হয়েছি, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি এবং সাক্ষী রাখছি আপনার আরশ বহনকারীগণকে, আপনার ফেরেশতাগণকে এবং আপনার সমুদয় সৃষ্টিলোককে যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আপনি একক, আপনার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আপনার বান্দাহ ও রাসূল"– তবে তার ঐ দিনকার কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর সে যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ঐ বাক্যসমূহ বলে তাহলে ঐ রাতে কৃত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

٥٠٧٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْفِلَسْطِيْنِيُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ

التَّمِيْمِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِّنْهَا. أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسَرَّهَا إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ نَخُصُّ إِخْوَانَنَا بِهَا.

৫০৭৯। আল-হারিস ইবনে মুসলিম আত্-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) তাকে চুপে চুপে বলেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায থেকে অবসর নিবে (কারো সাথে কথা বলার পূর্বে) সাতবার বলবে– আল্লাহুম্মা আযিরনী মিনান্-নার" 'হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ থেকে বাঁচাও। যখন তুমি তা বলবে এবং তারপর ঐ রাতে মারা যাবে, তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। আর যখন তুমি ফজরের নামায সমাপন করবে তখনও তুমি এরূপ বলবে, অতঃপর তুমি যদি ঐ দিন মারা যাও তাহলে তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। মুহাম্মাদ ইবনে শুআইব (র) বলেন, আবু সাঈদ (র) আমাকে আল-হারিছ (রা)-র বরাতে অবহিত করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গোপনে আমাকে তা বলেছেন– যাতে আমি আমার ভাইদের নিকট তা বিশেষভাবে প্রচার করি।

٥٠٨٠– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى الْحِمْصِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوَهُ إِلٰى قَوْلِهِ جِوَارٌ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِيْهِمَا قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ فِيْهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِيْ فَسَبَقْتُ أَصْحَابِيْ وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِيْنِ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ تُحْرَزُوْا فَقَالُوْهَا فَلاَمَنِيْ أَصْحَابِيْ فَقَالُوْا أَحْرَمْتَنَا الْغَنِيْمَةَ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوْهُ بِالَّذِيْ صَنَعْتُ فَدَعَانِيْ فَحَسَّنَ لِيْ مَا صَنَعْتُ وَقَالَ أَمَا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا نَسِيْتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّيْ سَأَكْتُبُ لَكَ بِالْوَاصَاةِ بِعَدِيْ. قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِيْ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمِ ابْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ.

৫০৮০। মুসলিম ইবনুল হারিছ ইবনে মুসলিম আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: 'তা (দোযখ) থেকে নিরাপত্তা' পর্যন্ত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে– "কারো সাথে তোমার কথাবার্তা বলার পূর্বে"। এই বর্ণনায় আলী ইবনে সাহল বলেন, তার পিতা তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আলী ও ইবনুল মুসাফফা বলেছেন, সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠালেন। যখন আমরা আক্রমণের স্থানে পৌঁছলাম আমি আমার ঘোড়াকে উত্তেজিত করে আমার সঙ্গীদেরকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হলাম এবং গোত্রের লোকজন শোরগোল করে আমার সাথে সাক্ষাত করলো। আমি বললাম, তোমরা বলো: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। অতএব তারা কলেমা পড়লো। এতে আমার সাথীরা আমাকে ভর্ৎসনা করে বললো, তুমি আমাদেরকে গনীমত থেকে বঞ্চিত করেছো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলো। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে আমার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন: জেনে রাখো! তোমার এ কাজের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে তোমার জন্য এই এই সওয়াব নির্ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, এর বিনিময়ে যে সওয়াবের কথা তিনি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জেনে রাখো! আমি তোমার জন্য একটি ওসিয়াতনামা লিখে দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাই করেছিলেন এবং তাতে তাঁর সীল-মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমাকে হস্তান্তর করেছিলেন। অতঃপর রাবী তাদের বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুসাফফা (র) বলেন, আমি আল-হারিছ ইবনে মুসলিম ইবনুল হারিছ আত-তামীমী (র)-কে তার পিতার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٠٨١– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِيْنَ قَالَ

حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ ابْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

৫০৮১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে যদি সাতবার বলে– 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর উপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের প্রভু'– আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে।

٥٠٨٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

৫০৮২। মু'আয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, এক বর্ষণমুখর নিকস কালো রাতে আমাদের নামায পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন: বলো। আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, বলো। এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন: বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি বলবো? তিনি বললেন: তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা কুল হুয়াল্লাহু (সূরা ইখলাস), সূরা নাস ও ফালাক পড়বে; এতে তুমি সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

٥٠٨٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّهُمَّ

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ أَنَّكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

৫০৮৩। আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলুন যা আমরা সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পাঠ করতে পারি। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেনো বলে– 'হে আল্লাহ, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকারী, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। ফেরেশতারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমরা আমাদের কু-প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়া অথবা কোনো মুসলমানকে অন্যায় ও অপরাধের দিকে ধাবিত করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

٥٠٨٤– قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَبِهذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

৫০৮৪। আবু দাউদ (র) বলেন, এ সনদের সাথে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ ভোরে উপনীত হবে তখন সে যেনো বলে, "আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর রাজ্যও ভোরে উপনীত হলো। হে আল্লাহ! আমি আজকের দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, বরকত ও হেদায়াত কামনা করছি। আর আজকের দিনের অমঙ্গল ও তার পরের অমঙ্গল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি"। আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখনও অনুরূপ বলবে।

٥٠٨٥– حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ جُعْثُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَرِيْقٌ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِيْ عَنْ

شَيْءٍ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمَّدَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.

৫০৮৫। শারীক আল্-হাওযানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জেগে সর্বপ্রথম কোন দোআ পড়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। তিনি বললেন, তুমি এমন এক ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছো, তোমার পূর্বে কেউই এ ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চায়নি। তিনি যখন রাতে জাগতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার ও দশবার আল্হামদুলিল্লাহ বলতেন। আর সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি দশবার ও সুবহানাল মালিকুল কুদ্দূস দশবার এবং আস্তাগফিরুল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পার্থিব ও পারলৌকিক সকল প্রকার অভাব-অনটন, সংকীর্ণতা ও বিপদগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি (তাহাজ্জুদ) নামায আরম্ভ করতেন।

٥٠٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُوْلُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

৫০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন তখন ভোর রাতে উপনীত হয়ে বলতেন: শ্রবণকারী শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আল্লাহর প্রশংসা করছি আমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহ ও আশির্বাদসহ। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আর আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে দোযখের আগুন থেকে।

٥٠٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ كَانَ أَبُوْ ذَرٍّ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا حَلَفْتُ مِنْ حِلْفٍ أَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيْئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ مَا

شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتَجَاوَزْ لِيْ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَلاَتِيْ وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِيْ كَانَ فِيْ اِسْتِثْنَاءٍ يَوْمَهُ ذٰلِكَ أَوْ قَالَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

৫০৮৭। আবু যার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি ভোরে ঘুম থেকে উঠে বলবে– হে আল্লাহ! আমি যে শপথই করি, যে কথাই বলি, আর যে মান্নতই মানি, এ সবগুলো কার্যকর হওয়ার জন্য রয়েছে তোমার ইচ্ছা। তুমি যা চাও তা হয়, তুমি যা চাও না তা হয় না। হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো এবং আমার এগুলো অগ্রাহ্য করো। হে আল্লাহ! যার প্রতি তুমি দয়া করো তার প্রতি আমার আশির্বাদও। তুমি যাকে অভিশাপ দাও তার প্রতি আমার অভিশাপও"– এসব অকল্যাণ থেকে ঐ দিনের জন্য তাকে রেহাই দেয়া হবে।

٥٠٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِىَ. قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ ابْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيْثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَىَّ فَوَاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِيْ أَصَابَنِيْ فِيْهِ مَا أَصَابَنِيْ غَضِبْتُ فَنَسِيْتُ أَنْ أَقُوْلَهَا.

৫০৮৮। আবান ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে– বিস্‌মিল্লাহিল্‌লাযী লা ইয়াদুররু মা'আস্‌মিহি শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্‌সামাই ওয়া হুওয়াস সামীউল আলীম' (আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞাতা)। সকাল হওয়া পর্যন্ত (রাতের মধ্যে) তার প্রতি কোনো আকস্মিক বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোনো আকস্মিক বিপদ আসবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবান (রা) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে যে ব্যক্তি তার থেকে

হাদীস শুনেছিল, তার দিকে তাকাচ্ছিল। তখন আবান তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে! তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছো কেনো? বিশ্বাস করো, আল্লাহর শপথ! আমি উসমান (রা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিনি আর উসমান (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেননি। তবে যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছি সেদিন আমি (এক লোকের সাথে) রাগারাগি করায় তা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

٥٠٨٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالَجِ.

৫০৮৯। আবান-উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। রাবী এই সূত্রে পক্ষাঘাতের ঘটনা উল্লেখ করেননি।

٥٠٩٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاَثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ. قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَتَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاَثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِي فَتَدْعُو بِهِنَّ فَأُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ. قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَاتُ الْمَكْرُوبِ اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ.

৫০৯০। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় তিনবার বলতে শুনি– 'হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখো। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখো আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে।

হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখো আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বাক্যগুলো দ্বারা দোআ করতে শুনেছি। তাই আমিও তার নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি। আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে– তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি এ দোআ সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার করে বলতেন। সুতরাং আমিও তাঁর নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বিপদগ্রস্ত লোকের দোয়া হলো– "হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতপ্রার্থী। কাজেই আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নিজের কাছে সোপর্দ করো না এবং আমার সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দাও। আর তুমিই একমাত্র ইলাহ"। রাবীগণের বর্ণনায় কম-বেশি আছে।

٥٠٩١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةً وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلاَئِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى.

৫০৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে জেগে এক শত বার বলে– সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' (মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এবং সন্ধ্যায় উপনীত হয়েও অনুরূপ বলে– সৃষ্টিকুলের কেউই (এ আমল ছাড়া) তার সমপরিমাণ মর্যাদা ও সওয়াব লাভে সক্ষম হবে না।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ লোকজন নতুন চাঁদ দেখে কি বলবে?

٥٠٩٢– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا.

৫০৯২। কাতাদা (র) বলেন, তার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেন– "কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর উপর ঈমান আনলাম", একথা তিনবার বলতেন, অতঃপর বলতেন- আল্লাহর প্রশংসা যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এ মাস এনে দিলেন।

٥٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ صَحِيْحٌ.

৫০৯৩। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে তাঁর মুখমণ্ডল (চাঁদ) থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, চাঁদের উদয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো অটুট ও বিশুদ্ধ হাদীস নেই।

টীকা ঃ চাঁদের দিকে মুখ করে দোআ না করার উদ্দেশ্য হলো- যারা চাঁদ ও সূর্যের পূজা করে তাদের বিরোধিতা করা (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ

٥٠٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

৫০৯৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা তুলে বলতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বিপথগামী হওয়া বা বিপথগামী করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, উৎপীড়ন করা বা উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٥٠٩٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ شَيْطَانٌ اخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

৫০৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে: "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহর নামে বের হলাম। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আমার কোনো উপায় ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া)– তিনি (সা) বলেন: তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত পেলে, রক্ষা পেলে ও নিরাপত্তা পেলে। সুতরাং শয়তানগুলো তার নিকট হতে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি কি করতে পারবে সে ব্যক্তিকে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে!

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির নিজ ঘরে প্রবেশের দোআ

٥٠٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِهِ.

৫০৯৬। আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন কোনো লোক নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেনো বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করলাম"। অতঃপর সে যেনো তার পরিবারের লোকদের সালাম দেয়।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيْحُ

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহের সময় যা বলবে

٥٠٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَوْحُ اللّٰهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِيْ بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَسَلُوا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا.

৫০৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: বায়ু আল্লাহর রহমতবিশেষ। তা কখনো রহমত বয়ে আনে আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। সুতরাং বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে তোমরা তাকে গালাগালি করবে না, বরং আল্লাহর কাছে এর কল্যাণ কামনা করবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

٥٠٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتْ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ. قَالَتْ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ. قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

৫০৯৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো দিন এমনভাবে মুখ খুলে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলজিভ্ দেখা যায়, বরং তিনি সর্বদাই মুচকি হাসতেন। আর তিনি যখন আকাশে মেঘ অথবা প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখতেন তখন তাঁর

মুখমণ্ডলে এর ভীতি পরিলক্ষিত হতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ সাধারণত আকাশে মেঘ দেখলে বর্ষার আশায় আনন্দিত হয়। আর আপনি যখনই মেঘ দেখেন তখনই আপনার মুখমণ্ডলে আমার কাছে আপনার অসন্তুষ্টির ভাব ধরা পড়ে; এর কারণ কি? তিনি বললেন: হে আয়েশা! তা যে শাস্তি বয়ে আনছে না এই নিরাপত্তা কে আমাকে দিবে? এক সম্প্রদায়কে বায়ুর মাধ্যমে আযাব দেয়া হয়েছে (যেমন আদ ও হূদ)। আরেক সম্প্রদায় মেঘ দেখে বলেছিল, "এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে" (সূরা আহ্কাফ : ২৪)।

٥٠٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِيْ أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنْ مُطِرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا.

৫০৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখলে সকল প্রকার (নফল) ইবাদত ও কাজকর্ম ত্যাগ করতেন, এমনকি তিনি নামাযে থাকলেও। অতঃপর তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি বর্ষা হতো তাহলে বলতেন: হে আল্লাহ! বরকতপূর্ণ ও সুমিষ্ট পানি দাও।

بَابٌ فِى الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ বৃষ্টি সম্বন্ধে

٥١٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتّٰى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

৫১০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের উপর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং শরীর হতে বস্ত্র খুলে ফেললেন, যাতে তাঁর শরীরে বৃষ্টি পৌঁছতে পারে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা করলেন কেনো? তিনি বললেন: এ বৃষ্টি তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে।

بَابٌ فِي الدِّيْكِ وَالْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ মোরগ ও চতুষ্পদ জীবজন্তু সম্বন্ধে

٥١٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَةِ.

৫১০১। যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেনোনা সে নামাযের জন্য সজাগ করে।

٥١٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

৫১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে, কেনোনা মোরগ একজন ফেরেশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনতে পাবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেনোনা সে একটা শয়তানকে দেখেছে।

بَابُ نَهِيْقِ الْحَمِيْرِ وَنُبَاحِ الْكِلاَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ গাধার ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ

١٥٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ.

৫১০৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা রাতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনতে পেলে আউযবিল্লাহ পাঠ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা) করবে। কেনোনা তারা (কুকুর ও গাধা) যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।

٥١٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِلُّوا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرِّجْلِ فَإِنَّ لِلّهِ تَعَالَى دَوَابَّ يَبُثُّهُنَّ فِى الأَرْضِ قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ. وَقَالَ فَإِنَّ لِلّهِ خَلْقًا ثُمَّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيْرِ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ الْحَاجِبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও আলী ইবনে উমার ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা বাইরে কদাচিৎ বের হবে। কেনোনা আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু জীবজন্তু আছে, যাদেরকে এ সময়ে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে যমীনে ছেড়ে দেন। তাতে আরো আছে, কেনোনা আল্লাহ্র কিছু সৃষ্টি আছে। অতঃপর তিনি গাধা ও কুকুরের শব্দের অনুরূপ উল্লেখ করেন। তিনি তার বর্ণনায় আরো বলেন, ইবনুল হাদ বলেছেন, শুরাহবীল আল-হাজেব-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابٌ فِى الْمَوْلُوْدِ يُؤَذَّنُ فِيْ أُذُنِهِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া

٥١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ.

৫১০৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) যখন আলী (রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে প্রসব করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে নামাযের আযানের অনুরূপ আযান দিয়েছিলেন।

٥١٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ. زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ.

৫১০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দোআ করতেন। ইউসুফের রিওয়ায়াতে আরো আছে– তিনি (সা) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন এবং তিনি বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رُئِيَ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيْكُمُ الْمُغَرِّبُوْنَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ.

৫১০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের মধ্যে মুগাররিবূন দেখা গেছে কি? আমি (আয়েশা) জিজ্ঞেস করলাম, মুগাররিবূন কারা? তিনি বললেন: যাদের মধ্যে জিনের একটি অংশ আছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ তার মধ্যে শয়তানের দখল আছে এবং আল্লাহর স্মরণে অমনোযোগী। কেউ কেউ এর দ্বারা গণক-ঠাকুর বুঝিয়েছেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَعِيْذُ مِنَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তি (তার অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥١٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ قَالاَ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ نَصْرُ ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ نَهِيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ. قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ.

৫১০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে কিছু চায় তোমরা তাকে তা দান করো।

٥١٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ الْمَعْنٰى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ. وَقَالَ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَمَنْ أَتٰى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوا اللّٰهَ لَهُ حَتّٰى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

৫১০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে কিছু চায় তোমরা তাকে তা দাও। বর্ণনাকারী সাহল ও উসমান আরো বলেন, যে তোমাদেরকে দাওয়াত দেয় তোমরা তাতে সাড়া দাও। অতঃপর বর্ণনাকারীগণ বলেন, আর যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে তোমরা তার প্রতিদান দাও। যদি তোমরা তাকে দেয়ার মতো কিছু না পাও তাহলে তার জন্য (আল্লাহর কাছে) দোআ করতে থাকো– যাবত বুঝতে পারো তোমরা তার বদলা দিতে পেরেছো।

بَابٌ فِيْ رَدِّ الْوَسْوَسَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ প্ররোচনা প্রতিহত করা

٥١١٠- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِيْ صَدْرِيْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِيْ أَشَيْءٌ مِّنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا أَحَدٌ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ الاٰيَةَ. قَالَ فَقَالَ لِيْ إِذَا وَجَدْتَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الأَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

৫১১০। আবু যুমায়েল (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার অন্তরে যেসব ব্যাপার অনুভব করি এগুলো কি? তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি সে ব্যাপারে মুখ খুলবো না। রাবী বলেন, তিনি আমাকে বললেন, সন্দেহমূলক কিছু? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি হাসলেন এবং বললেন, তা থেকে কেউই নিস্তার পায়নি, এমনকি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন: "আমি আপনার উপর যা নাযিল করেছি এ ব্যাপারে আপনি যদি সন্দেহে পড়ে থাকেন, তাহলে যারা কিতাব পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন..." (সূরা ইউনুস : ৯৪)। রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, যখন তুমি মনের মাঝে এ ধরনের কিছু উদ্রেক হতে দেখবে, তুমি পড়বে– "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত" (সূরা হাদীদ : ৩)।

٥١١١– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوِالْكَلاَمَ بِهِ مَا نُحِبُّ أَنَّ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمْنَا بِهِ. قَالَ أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ.

৫১১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু অনুভব করি যা ব্যক্ত করাকে বা যা মুখে আনাকে আমরা গুরুতর মনে করি। আমরা এ ধরনের কথা মনে আসা অথবা পরস্পর আলোচনা করাকে পছন্দ করি না। তিনি বললেন: তোমরা কি এরূপ অনুভব করো? তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন: এ হলো স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ।

٥١١٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِيْ نَفْسِهِ يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ لأَنْ يَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ. فَقَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَدَّ أَمْرَهُ مَكَانَ رَدَّ كَيْدَهُ.

৩০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদয় হয় যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে সে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে। তিনি (সা) বললেন: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি শয়তানের এ ধোঁকাকে কল্পনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَنْتَمِيْ إِلى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ যে ব্যক্তি নিজ মনিব পরিবারের পরিবর্তে অন্যের পরিচয় দান করে

٥١١٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. قَالَ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عُثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ اَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ فِي الإِسْلاَمِ يَعْنِيْ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَالاخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِيْ بِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلاً عَلى أَقْدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلاً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَيْثُ حَدَّثَ بِهذَا الْحَدِيْثِ وَاللّٰهِ إِنَّهُ عِنْدِيْ أَحْلى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِيْ قَوْلَهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِيْ. قَالَ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ وَسَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ لَيْسَ لِحَدِيْثِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ نُوْرٌ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوْا تَعَلَّمُوْهُ مِنْ شُعْبَةَ.

৫১১৩। সা'দ ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি এ হাদীসখানা আমার নিজ কানে শুনেছি এবং আমার অন্তর তা স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছে স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে। তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে ভিন্ন অন্য বংশের বলে দাবি করলো অথচ সে জানে যে, তার পিতা কে, তার জন্য বেহেশত হারাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আবু বাকরা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা) থেকে এ হাদীস আমার কান শুনেছে এবং আমার স্মৃতিশক্তি তা সংরক্ষণ করেছে। আসেম (র) বলেন, আমি বললাম, হে আবু উসমান! আপনার নিকট দু'জন লোক সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা কে? তিনি বলেন, তাদের একজন হলেন– সা'দ ইবনে মালেক (রা) যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে দীন ইসলামে তীর নিক্ষেপ করেছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন যিনি বিশের অধিক লোকের একটি দলের সাথে তায়েফ থেকে পদব্রজে এসেছেন। তিনি তার ফযীলাতও বর্ণনা করলেন।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আন-নুফাইলী (র) এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহর শপথ! এটি আমার কাছে মধুর চেয়েও মিষ্টি অর্থাৎ তার সনদ সূত্র। আবু আলী বলেন, আমি আবু দাঊদকে বলতে শুনেছি, আমি আহ্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি– কূফাবাসীর হাদীসে নূর নেই। আমি বসরাবাসীর অনুরূপ দেখিনি, তারা শো'বা (র) থেকে এ হাদীস শিখেছেন।

٥١١٤– حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

৫১১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজ মনিব গোত্রের সম্মতি ব্যতীত অপর কোনো গোত্রে যোগদান করে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাগণের ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরয-নফল অথবা অর্থব্যয় গ্রহণযোগ্য হবে না।

٥١١٥– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ

بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوْتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৫১১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তার পিতার বংশপরিচয় বাদ দিয়ে অন্য বংশের হওয়ার দাবি করে অথবা নিজের প্রকৃত অভিভাবক পরিবারকে বাদ দিয়ে অন্যের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করলো, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকবে।

بَابٌ فِي التَّفَاخُرِ بِالأَحْسَابِ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ বংশ ও আভিজাত্যের গৌরব

٥١١٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ.

৫১১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের মিথ্যা-অহংকার ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গৌরব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মু'মিন হলো মুত্তাকী আর পাপাচারী হলো দুর্ভাগা। তোমরা সকলে আদম সন্তান আর আদম (আ) মাটির তৈরী (কাজেই তোমাদের গৌরব করার কিছু নেই)। লোকদের উচিৎ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে অহংকার না করা। এখন তো তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ময়লার সেই কীটের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে যে তার নাক দিয়ে ময়লা ঠেলে নিয়ে যায়।

بَابٌ فِى الْعَصَبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব

٥١١٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِيْ رُدِّىَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ.

৫১১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তার গোত্রের লোকজনকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে, সে সেই উট সদৃশ, যেটিকে গর্তে পতিত হওয়ার পর তার লেজ ধরে টানা হচ্ছে।

٥١١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ ادَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫১১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন... এরপর তিনি হাদীসখানির বাকি অংশ উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥١١٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بِشْرٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ.

৫১১৯। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন– আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আসাবিয়্যাত (গোত্রপ্রীতি/পক্ষপাতিত্ব) কি? তিনি বললেন: তুমি তোমার গোত্রকে জুলুম করার জন্য সাহায্য করলে।

٥١٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ ضَعِيْفٌ.

৫১২০। সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শাম আল-মুদলিজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দানকালে বলেন: যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে তার গোত্রের উপর নির্যাতন হওয়া প্রতিরোধ করে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আবু দাউদ (র) বলেন, আইউব ইবনে সুয়াইদ দুর্বল রাবী।

٥١٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيِّ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ لَبِيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

৫১২১। জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে অর্থাৎ বাতিল ও যুলুমের কাজে সহযোগিতার জন্য বংশ বা গোত্রের দোহাই দিয়ে ডেকে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয় যে আসাবিয়্যাতের উপর মারা যায়।

টীকা ঃ দল, গোত্র, বংশ ইত্যাদির প্রতি অন্যায় ও অযৌক্তিক সমর্থন, সহায়তাদান ইত্যাদিকে 'আসাবিয়্যাত' বলে। তা ন্যায়ানুগ হলে অন্ধ আসাবিয়্যাত নয় (সম্পাদক)।

٥١٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِيْ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

৫১২২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গোত্রের ভাগিনে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٥١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيْ عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلٰى مِنْ أَهْلِ

فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّيْ وَأَنَا الْغُلاَمُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَهَلاَّ قُلْتَ خُذْهَا مِنِّيْ وَأَنَا الْغُلاَمُ الأَنْصَارِيُّ.

৫১২৩। আবু উক্‌বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পারস্যবাসী মুক্তদাস ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এক মুশরিক ব্যক্তির উপর আঘাত হেনে আমি বললাম, আমার নিকট থেকে এটা গ্রহণ করো। আমি পারশ্যদেশীয় যুবক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন: কেনো তুমি একথা বললে না, আমার পক্ষ থেকে এটা গ্রহণ করো, আমি আনসার যুবক।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধ চলাকালে গৌরব করা ও শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করে শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করা উত্তম (অনুবাদক)।

بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى خَيْرٍ يَّرَاهُ

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উত্তম কিছু দেখে তাকে ভালোবাসলে

٥١٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

৫১২৪। আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, তার উচিৎ তাকে তাঁর ভালোবাসা সম্বন্ধে অবহিত করা।

٥١٢٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ لأُحِبُّ هٰذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لاَ. قَالَ أَعْلِمْهُ. قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّيْ أُحِبُّكَ فِي اللّٰهِ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ.

৫১২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিল। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান থেকে যাচ্ছিল। (উপস্থিত) লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্যই এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি তাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছ? সে বললো, না। তিনি (সা) বললেন: তুমি তাকে জানাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব সে লোকটির সাথে সাক্ষাত করে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে ভালোবাসি। সে বললো, যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনিও আপনাকে ভালোবাসুন।

٥١٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَّعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ. قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ فَإِنِّيْ أُحِبُّ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُوْ ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১২৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তারা যে ধরনের আমল করে সে সে ধরনের আমল করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু যার! তুমি যাদেরকে ভালোবাস তাদের দলভুক্ত হবে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি (সা) বললেন: তুমি যাদেরকে ভালোবাস তাদের সাথী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু যার (রা) একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দেন।

٥١٢٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ. قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلاَ يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

৫১২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে একটি ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত দেখতে পেলাম,

অন্য কোনো ব্যাপারেই এর চেয়ে অধিক আনন্দিত হতে তাদেরকে দেখিনি। (ঘটনাটি হলো) এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি কোনো এক লোককে তার নেক আমলের জন্য মহব্বত করে, কিন্তু সে তার মতো নেক আমল করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তিই যাকে মহব্বত করে সে তার সাথী হবে।

بَابٌ فِي الْمَشْوَرَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ পরামর্শ করা

٥١٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

৫১২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পরামর্শদাতা একজন আমানতদার।

টীকা ঃ অর্থাৎ কারো কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে তার কর্তব্য হচ্ছে, পরামর্শের বিষয়টি বুদ্ধিমত্তা ও পরিস্থিতির আলোকে বিচার-বিবেচনা করে যথাসাধ্য সঠিক পরামর্শ দেয়া। এ বিষয়ে তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। অস্পষ্ট বা ভুল পরামর্শ দেয়া নিষেধ (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الدَّالِ عَلَى الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ কল্যাণের দিকে পথ দেখানো

٥١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. قَالَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلٰكِنِ ائْتِ فُلاَنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

৫১২৯। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোনো বাহন নেই। কাজেই আমার জন্য একটি সাওয়ারীর ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন: আমার

কাছে তোমাকে বাহন দেয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে তুমি অমুকের কাছে যাও, সে হয়তো তোমার বাহনের ব্যবস্থা করতে পারবে। অতএব সে তার কাছে গেলে লোকটি তার বাহনের ব্যবস্থা করে দিলো। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি কোনো মঙ্গলজনক ও নেক কাজের পথ প্রদর্শন করে, সে উক্ত নেক কাজ সমাপনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

بَابٌ فِي الْهَوِىِّ

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ অসৎ কামনা-বাসনা

٥١٣٠- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ.

৫১৩০। আবু দারদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কোনো বস্তুর প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দিতে পারে।

بَابٌ فِي الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ সুপারিশ করা

٥١٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْفَعُوْا إِلَيَّ لِتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

৫১৩১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার কাছে (মানুষের প্রয়োজনে) সুপারিশ করো, ফলে তোমরা সওয়াব পাবে। আর নবীর যবানে ফয়সালা তাই হয় যা আল্লাহর মর্জি হয়।

٥١٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا فَإِنِّيْ لأُرِيْدُ الأَمْرَ فَأُؤَخِّرُهُ كَيْمَا

تَشْفَعُوْا فَتُؤْجَرُوْا فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا.

৫১৩২। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তোমরা সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে'। কেনোনা আমি (মুআবিয়া) কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিলম্ব করি যাতে তোমরা সুপারিশ করে সওয়াব পেতে পারো। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সুপারিশ করে সওয়াবের ভাগী হও।

٥١٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১৩৩। আবু মা'মার (র)... আবু মূসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ চিঠিপত্রে সর্বপ্রথম নিজের নাম লিখবে

٥١٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يَعْنِي هُشَيْمًا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلاَءِ أَنَّ الْعَلاَءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

৫১৩৪। আল-আলা (রা)-র কোনো সন্তান থেকে বর্ণিত। আল-আলা (রা) বাহরাইনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর ছিলেন। তিনি (আলা) যখন নবী (সা)-এর কাছে চিঠিপত্র লিখতেন তখন তাতে আগে নিজের নাম লিখতেন।

٥١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ الْعَلاَءِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ.

৫১৩৫। আল-আলা ইবনুল হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চিঠি লিখেছিলেন এবং প্রথমে নিজের নাম লিখেছিলেন।

بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى الذِّمِّيِّ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ যিম্মীর কাছে কিভাবে পত্র লিখবে

٥١٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. وَقَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ.

৫১৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট হিরাকলের নিকটে (এভাবে) চিঠি লিখেছিলেন: "আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ-এর পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট ও মহান নেতা হিরাকলের কাছে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইবনে ইয়াহ্য়া (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) তাকে এমর্মে অবহিত করে বলেন, আমরা হিরাক্লের দরবারে গেলে তিনি আমাদেরকে তার সামনে বসালেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি নিয়ে ডাকলেন। তাতে লেখা রয়েছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে); আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ হতে মহান রোম সম্রাট হিরাক্ল-এর কাছে। যে হেদায়াতের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক; অতঃপর ।

টীকা ঃ রোম ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমকালীন একটি বিশাল খৃস্টান রাজ্য, তৎকালীন পরাশক্তি। যাকে আধুনিক ইতিহাসে বায়যানটাইন সাম্রাজ্য বলা হয়েছে, এর মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমান তুরস্ক। হিরাক্ল (হেরাক্লিয়াস) ছিলেন এর সমকালীন সম্রাট (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

٥١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ

صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

৫১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়, তবে ক্রীতদাস পিতাকে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করলেন (কিছুটা হক আদায় হয়)।

٥١٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا.

৫১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল এবং তাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা (উমার রা.) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে তাকে তালাক দেয়ার জন্য বললে আমি অসম্মতি জানালাম। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলেন। নবী (সা) বললেন: তাকে তালাক দাও।

٥١٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الأَقْرَعُ الَّذِي ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ.

৫১৩৯। বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা এবং তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার বেলায় কে অগ্রগণ্য? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, অতঃপর তোমার পিতা, এরপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়তার নৈকট্য অনুসারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: কোনো গোলাম তার (মুক্তিদাতা) মালিকের কাছে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে চাইলে এবং সে দিতে অস্বীকৃতি জানালে কিয়ামতের দিন ঐ অতিরিক্ত সম্পদ তার জন্য একটি মাথায় টাক পড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে।

٥١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِيْ يَلِيْ ذلِكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُوْلَةً.

৫১৪০। কুলাইব ইবনে মান্‌ফা'আ (র) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবো। তিনি বললেন: তোমার মাতা, পিতা, বোন, ভাই এবং তোমার মুক্তদাস, একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য (তোমার জন্য) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যা অটুট রাখতে হয়।

٥١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ.

৫১৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে গুরুতর গুনাহ হলো– কোনো ব্যক্তির তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে মানুষ তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন: এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির বাপকে ভর্ৎসনা করে, প্রতিউত্তরে সেও তার বাপকে ভর্ৎসনা করে। আবার এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে ভর্ৎসনা করে, প্রতিউত্তরে সেও তার মাকে ভর্ৎসনা করে।

٥١٤٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنِي قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِيْ سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا. قَالَ نَعَمْ

اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ تُوْصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

৫১৪২। আবু উসাইদ মালেক ইবনে রবীআ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনী সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে যা আমি পালন করতে পারি? তিনি বললেন: হাঁ, তাদের জন্য দোআ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের প্রতিশ্রুতি পুরা করা, তাদের উভয়ের মাধ্যমে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে তা বজায় রাখা এবং তাদের (উভয়ে) বন্ধুদেরকে সম্মান করা।

٥١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُّوَلِّيَ.

৫১৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সবচেয়ে বড়ো পুণ্যের কাজ হলো– কোনো ব্যক্তির তার পিতার মৃত্যুর পর বা অবর্তমানে তার বন্ধুবর্গের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

٥١٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ابْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ. قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُوْرِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوْا هٰذِهِ أُمُّهُ الَّتِيْ أَرْضَعَتْهُ.

৫১৪৪। আবুত তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল-জিইররানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করতে দেখেছি। আবুত তুফায়েল (রা) বলেন, তখন আমি যুবক ছিলাম এবং উটের হাড় (গোশত) বহন করছিলাম। এ সময় এক মহিলার আগমন ঘটলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলে তিনি তার সৌজন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনি তার উপর বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? সাহাবীগণ বললেন, ইনি হলেন তাঁর দুধমাতা।

٥١٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الاخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوْهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৫১৪৫। উমার ইবনুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অবগত হয়েছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তাঁর দুধপিতা আসলে তিনি তার জন্য তাঁর কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। এরপর তাঁর দুধমাতা আগমন করলে তিনি তার জন্যও অন্য পাশে তাঁর একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দিলেন এবং তাতে তিনি বসলেন। তারপর আসলেন তাঁর দুধভাই; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে তাঁর সামনে বসালেন।

টীকা ঃ দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রা), দুধপিতা আল-হারিছ আবদুল উযযা (ডাকনাম আবু কাবশা) এবং দুধবোন খিযামা (ডাকনাম শায়মা) তিনজনই পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ عَالَ يَتَامٰى

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ ইয়াতীমের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ফযীলত

٥١٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُوْرَ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُوْرَ.

৫১৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয় এবং তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। রাবী উসমান তার বর্ণনায় 'পুত্র সন্তান' উল্লেখ করেননি।

٥١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُكْمِلٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

৫১৪৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করলো, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিলো, বিবাহ দিলো এবং তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলো, তার জন্য রয়েছে বেহেশত।

٥١٤٨- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوسى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ.

৫১৪৮। ইউসুফ ইবনে মূসা (র)... সুহাইল (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সা) বলেন, 'তিনটি বোন অথবা তিনটি কন্যা অথবা দু'টি কন্যা অথবা দু'টি বোন' হলেও।

٥١٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ حَدَّثَنِيْ شَدَّادٌ أَبُوْ عَمَّارٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ يَزِيْدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ امَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلى يَتَمَاهَا حَتَّى بَانُوْا أَوْ مَاتُوْا.

৫১৪৯। আওফ ইবনে মালেক আল্-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন আমি ও কালো গালবিশিষ্ট মহিলা এভাবে থাকবো। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বংশীয়া, কুলশীলা ও সুন্দরী বিধবা মহিলা তার ইয়াতীম সন্তানদের স্বাবলম্বী বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে (পুনর্বিবাহ থেকে) সংযত রেখেছে।

بَابٌ فِيْ مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ ইয়াতীমের প্রতিপালনকারীর মর্যাদা

٥١٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِي الإِبْهَامَ.

৫১৫০। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি ও ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী বেহেশতে এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করলেন।

بَابٌ فِيْ حَقِّ الْجِوَارِ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার

٥١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى قُلْتُ لَيُوَرِّثَنَّهُ.

৫১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জিবরাঈল (আ) আমাকে অবিরত প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমি (মনে মনে) বললাম, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।

٥١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيْرٍ أَبِيْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِى الْيَهُوْدِىِّ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

৫১৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি বকরী যবেহ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার প্রতিবেশী ইহূদীকে উপঢৌকন দিয়েছ? কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: জিবরাঈল (আ) প্রতিনিয়ত

আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্বন্ধে তাকিদ দিচ্ছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হলো যে, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন।

٥١٥٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْ جَارَهُ قَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيْقِ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُوْنَهُ فَعَلَ اللّٰهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّيْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ.

৫১৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন: যাও, ধৈর্য ধারণ করো। অতঃপর সে দুই বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করার পর তিনি বললেন: তুমি গিয়ে তোমার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে রাখো। অতঃপর সে তার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে রাখলো। লোকজন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগলো এবং সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকলো। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো, আল্লাহ তোমার প্রতি এরূপ এরূপ করুন। তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে (ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক) তাকে বললো, তুমি (ঘরে) ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার থেকে এ ধরনের কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবে না।

٥١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

৫১৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে তার উচিৎ তার মেহমানের সম্মান ও সেবা করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে তার উচিৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে সে যেনো উত্তম কথা বলে, অন্যথায় নীরব থাকে।

٥١٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنَّ الْحَارِثَ ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ بِأَيُّهِمَا أَبْدَأُ. قَالَ بِأَدْنَاهُمَا بَابًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ.

৫১৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুই প্রতিবেশী পরিবার আছে। তাদের মধ্যে কোন পরিবারকে আমি (হাদিয়া) আগে দিবো? তিনি (সা) বললেন: তাদের মধ্যে যে তোমার দরজার নিকটতর। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) এ হাদীসে বলেছেন, তালহা (র) হলেন কুরাইশ বংশীয়।

بَابٌ فِيْ حَقِّ الْمَمْلُوْكِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ দাস-দাসীর অধিকার

٥١٥٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أُمِّ مُوْسٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

৫১৫৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম উপদেশ ছিল : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো।

٥١٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيْظٌ وَعَلٰى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ. قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِيْ عَلٰى غُلاَمِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هٰذَا فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلاَمَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ. قَالَ فَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ إِنِّيْ كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ.

৫১৫৭। আল-মা'রূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আর-রাবাযা নামক স্থানে আমি আবু যার (রা)-কে দেখতে পেলাম। তিনি একখানা চাদর পরিহিত ছিলেন এবং তার দাসের পরিধানেও অনুরূপ কাপড় ছিল। আল-মা'রূর (র) বলেন, লোকেরা বললো, হে আবু যার! আপনি যদি আপনার দাস যে কাপড় পরেছে তা নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার জোড়া পুরা হতো আর আপনার গোলামকে অন্য কাপড় পরাতেন তাহলে ভালো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আবু যার (রা) বললেন, আমি এক লোককে, তার মা অনারব (আজমী) ছিল, গালি দিয়েছিলাম এবং অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেছিলাম। এতে সে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন : হে আবু যার। তুমি এমন এক পুরুষ যে, তোমার মধ্যে জাহিলিয়াত রয়ে গেছে। তিনি আরো বললেন : এরা তোমাদের ভাই; আল্লাহ তাদের উপর তোমাদেরকে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। এদের মধ্যে যে তোমাদের মনোপুত নয় তাকে বিক্রি করে দাও। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিও না।

٥١٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلاَمِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ.

৫১৫৮। আল-মা'রূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আর-রাবাযা নামক স্থানে আবু যার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি ও তার দাস একই ধরনের মোটা চাদর পরিহিত ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি যদি আপনার দাসের চাদরটি নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার জোড়া পুরা হতো, আর তাকে অন্য কোন কাপড় পরিধান করতে দিতেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের ভাইগণ, আল্লাহ এদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই রয়েছে তার উচিৎ সে নিজে যা খায় তাকেও তাই খেতে দেয়া, নিজে যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তাকেও তা-ই পরতে দেয়া এবং তার সামর্থ্যের বহির্ভূত কোনো কাজ তার উপর না চাপানো। আর যদি এমন কোন কষ্টসাধ্য কাজের ভার তাকে দেয়া হয় তাহলে সে যেনো তাকে সাহায্য করে।

٥١٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِيْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ اَللّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّهِ. قَالَ أَمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.

৫১৫৯। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর এর চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান যতটুকু তুমি তার উপর ক্ষমতাবান। আমি পিছন থেকে তার এরূপ ডাক দু'বার শুনতে পাই। আমি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম , হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর জন্য মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি (সা) বললেন : তুমি যদি তাকে মুক্ত করে না দিতে তাহলে দোযখের আগুন তোমাকে গ্রাস করতো।

٥١٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِيْ بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْعِتْقِ.

৫১৬০। আবু কামেল (র)... আল-আ'মাশ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার এক গোলামকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম। রাবী এই সনদে 'দাসত্বমুক্ত' করার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

٥١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوْرِّقٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَئَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ فَأَطْعِمُوْهُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّهِ.

৫১৬১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা তোমাদের খুশি করে তাদেরকে

তোমরা যা খাও তা-ই খেতে দাও এবং তোমরা যে ধরনের পোশাক পরিধান করো তা-ই পরতে দাও। আর যেসব দাস তোমাদের খুশি করে না তাদেরকে বিক্রি করো। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে শাস্তি দিও না।

٥١٦٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ بَعْضِ بَنِيْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ عَنْ رَافِعِ ابْنِ مَكِيْثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ.

৫১৬২। রাফে' ইবনে মাকীস (রা) থেকে বর্ণিত। যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (সেবক-সেবিকাদের সাথে) উত্তম ব্যবহার প্রাচুর্য বয়ে আনে এবং মন্দ আচরণ দুর্ভাগ্য আনয়ন করে।

٥١٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ.

৫১৬৩। আল-হারিস ইবনে রাফে' ইবনে মাকীস (রা) থেকে বর্ণিত। রাফে' (রা) জাহায়না গোত্রভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উত্তম ব্যবহার সাফল্য ও সৌভাগ্য বয়ে আনে, মন্দ স্বভাব দুর্ভাগ্য আনে।

٥١٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهٰذَا حَدِيْثُ الْهَمْدَانِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هَانِيءٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ

الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ أَعْفُوْا عَنْهُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

৫১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাজের লোককে প্রতি দিন কতোবার ক্ষমা করবো? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি পুনরায় অনুরূপ প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বারের জিজ্ঞাসায় তিনি বললেন : প্রতি দিন সত্তর বার।

٥١٦٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الْقَاسِمِ نَبِىُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِىْءٌ مِّمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا قَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا عِيْسى عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِى ابْنَ غَزْوَانَ.

৫১৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তওবার নবী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার নির্দোষ দাসের উপর (যেনার) মিথ্যা অপবাদ দিবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।

٥١٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نُزُوْلاً فِيْ دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَفِيْنَا شَيْخٌ فِيْهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُوَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِّنْهُ ذَاكَ الْيَوْمَ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلاَّ حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ وَمَا لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا فَأَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهَا.

৫১৬৬। হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা)-র বাড়িতে বসবাস করতাম। আমাদের সাথে একজন কড়া মেযাজী বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং তার সাথে একটি দাসী ছিল। তিনি তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করলেন। এ কারণে সুয়াইদ (রা) এতো উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, আমরা তাকে অনুরূপ উত্তেজিত হতে আর দেখিনি। তিনি বলেন, একে মুক্ত করে দেয়া ছাড়া তোমার জন্য অন্য

কোনো পথ নেই। তুমি তো আমাদেরকে মুকাররিনের সাতটি সন্তান দেখতে পাচ্ছো। আমাদের একটিমাত্র খাদেম ছিল। আমাদের কনিষ্ঠজন তার মুখে চপেটাঘাত করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

٥١٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِّنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوْهَا قَالُوْا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ فَلْتَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُعْتِقُوْهَا.

৫১৬৭। মুআবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের এক দাসকে চপেটাঘাত করলাম। আমার পিতা তাকে ও আমাকে ডেকে বললেন– তুমি তার থেকে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুকাররিন গোত্রের সাত ভাই ছিলাম। আমাদের একটিমাত্র খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন তাকে চপেটাঘাত করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : একে মুক্ত করে দাও। তারা বললো, এ ছাড়া তো আমাদের কোনো খাদেম নেই। তিনি বললেন : এরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত সে তাদের সেবা করবে। তারা স্বাবলম্বী হলে তাকে যেনো মুক্ত করে দেয়।

٥١٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُوْدًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِيْ فِيْهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُّعْتِقَهُ.

৫১৬৮। যাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তার দাসকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি মাটি থেকে এক টুকরা কাঠ অথবা অন্য কিছু তুলে নিয়ে বললেন, একে মুক্ত করায় আমার এর সমানও পুণ্য নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার দাসকে চড় মারবে বা মারধর করবে– এর ক্ষতিপূরণ হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।

بَابٌ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا نَصَحَ

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ কর্তব্যপরায়ণ দাস সম্বন্ধে

٥١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

৫১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে দাস তার মালিকের প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে এবং আল্লাহর ইবাদতও আন্তরিকতার সাথে আদায় করে সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

بَابُ فِيمَنْ خَبَّبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلاَهُ

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ যে ব্যক্তি কোনো দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়

٥١٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

৫১৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অপর কোনো লোকের স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

بَابٌ فِي الإِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ প্রবেশানুমতি প্রার্থনা

٥١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

৫১৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের এক প্রকোষ্ঠে উঁকি মারলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বা কয়েকটি তীর-ফলক নিয়ে তার দিকে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য যেভাবে তাকে খুঁজছিলেন সে দৃশ্য এখনো যেনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

٥١٧٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوْا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ.

৫১৭২। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গোত্রের ঘরে তাদের বিনানুমতিতে উঁকি মারে এবং তারা তার চোখ ফুঁড়ে দেয় তাহলে এর কোনো জরিমানা নেই।

٥١٧٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ وَلِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ إِذْنَ.

৫১৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: চোখ প্রবেশ করলে তারপর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন থাকলো কই!

٥١٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكَذَا عَنْكَ أَوْ هكَذَا فَإِنَّمَا الإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

৫১৭৪। হুযাইল (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অর্থাৎ সা'দ (রা) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার দরজা বরাবর মুখ করে দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : দরজার ডান অথবা বাম দিকে সরে দাঁড়াও। কেনোনা চোখের দৃষ্টির কারণেই অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٥١٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ

سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১৭৫। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... সা'দ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ كَيْفَ الإِسْتِئْذَانُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রবেশানুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি

٥١٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلى مَكَّةَ فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَذلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ. قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ صَفْوَانَ بِهذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ. وَقَالَ يَحْيى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ.

৫১৭৬। কালাদাহ ইবনে হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) তাকে কিছু দুধ, হরিণের একটি বাচ্চা ও কিছু শসাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। আমি সালাম না দিয়েই তাঁর কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন : তুমি ফিরে যাও এবং আস্‌সালামু আলাইকুম বলো। এ ঘটনা ঘটেছিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পর। আমর (র) বলেন, সাফওয়ান (রা)-র পুত্র এই পুরা ঘটনা কালাদাহ ইবনে হাম্বলের সূত্রে আমাকে অবহিত করেছেন, কিন্তু তিনি বলেননি– আমি তার কাছে এ ঘটনা শুনেছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব (র) বলেছেন, উমায়্যা ইবনে সাফওয়ান। তিনি বলেননি, আমি কালাদাহ ইবনে হাম্বলের কাছে শুনেছি। ইয়াহ্ইয়া আরো বলেছেন, আমর ইবনে

আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান তাকে অবহিত করেছেন যে, কালাদাহ ইবনে হাম্বল তাকে অবহিত করেছেন।

٥١٧٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ بَيْتٍ فَقَالَ أَأَلِجُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ اُخْرُجْ إِلى هذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

৫১৭৭। রিব'ঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন– তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ঘরে অবস্থানকালে তাঁর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে বললেন, আমি কি প্রবেশ করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি বের হয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে অনুমতি লাভের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। তুমি তাকে শিখাও– বলো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? লোকটি একথা শুনতে পেয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে ভিতরে প্রবেশ করলো।

٥١٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ اِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ.

৫১৭৮। হান্নাদ ইবনুস সারী (র)... রিব্‌'ঈ ইবনে হিরাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমের গোত্রের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলো... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। আবু দাঊদ (র) বলেন, এভাবেই মুসাদ্দাদ-আবু আওয়ানা-মানসূর (র) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে রাবী একথা বলেননি, 'আমের গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে'।

٥١٧٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ.

৫১৭৯। বনূ আমের গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন,.. পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। রাবী বলেন, আমি তাঁর থেকে শুনতে পেলাম এবং বললাম, আসসালামু আলাইকুম, প্রবেশ করবো কি?

بَابُ كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الإِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ অনুমতি গ্রহণের জন্য লোকে কতোবার সালাম দিবে?

٥١٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَجْلِسٍ مِّنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُوْ مُوْسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْزَعَكَ قَالَ أَمَرَنِيْ عُمَرُ أَنْ اٰتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. قَالَ لَتَأْتِيَنِّيْ عَلَى هٰذَا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَقَامَ أَبُوْ سَعِيْدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ.

৫১৮০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারগণের এক সমাবেশে বসা ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনার ঘাবড়ানোর কারণ কি? তিনি বললেন, উমার (রা) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার কাছে এসে তিনবার (প্রবেশের) অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসতে আরম্ভ করি। তিনি (উমর) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, আমি এসে তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। (এ প্রসঙ্গে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কেউ তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পাওয়া গেলে সে ফেরত যাবে। উমার (রা) বললেন, তোমাকে অবশ্যি আমার নিকট একথার সাক্ষী পেশ করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু সা'ঈদ (রা) বললেন, আপনার

সাথে সাক্ষী দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠবে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তারপর আবু সাঈদ (রা) তার সাথে গিয়ে তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন।

٥١٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَقَالَ يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يَسْتَأْذِنُ الأَشْعَرِيُّ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ فَلْيَرْجِعْ. قَالَ ائْتِنِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى هَذَا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هَذَا أُبَيٌّ فَقَالَ أُبَيٌّ يَا عُمَرُ لاَ تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১৮১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-এর কাছে এসে তিনবার এভাবে অনুমতি চাইলেন– আবু মূসা অনুমতি চাচ্ছে; আল্-আশ্আরী অনুমতি চাচ্ছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না। অতএব আবু মূসা (রা) ফিরে যেতে লাগলেন। উমার (রা) তাকে ডেকে আনার জন্য (লোক) পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে ফেরত যেতে বাধ্য করলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ অনুমতি প্রার্থনা করবে তিনবার। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তো ভালো, অন্যথায় ফিরে যাবে। উমার (রা) বললেন, আপনার এ হাদীসের স্বপক্ষে আমার কাছে প্রমাণ পেশ করুন। অতএব তিনি গিয়ে সাক্ষী নিয়ে এসে বললেন, এই উবাই। উবাই (রা) বললেন, হে উমার! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে শাস্তি দানকারী হবেন না। উমার (রা) বললেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে শাস্তি দিবো না।

٥١٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهَا فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَلَكِنْ تُسَلِّمُ مَا شِئْتَ وَلاَ تَسْتَأْذِنْ.

৫১৮২। উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) উমার (রা)-এর কাছে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলেন... উপরোক্ত হাদীসের ঘটনা বর্ণিত আছে। তবে রাবী তাতে আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি আবু সাঈদ (রা)-কে নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তিনি তার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এ হাদীস আমর অজানা রয়ে গেলো! বাজারের বেচাকেনাই আমাকে এ ব্যাপারে অনবহিত রেখেছে। এখন আপনি যেভাবে চান আমাকে সালাম দিন এবং অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

٥١٨٣- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شَعَيْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ بِهذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلكِنَّ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيْدٌ.

৫১৮৩। আবু বুরদা (র) তার পিতার সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে বললেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (এ হাদীসের ব্যাপারে) অপবাদ দিচ্ছি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

টীকা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তাঁর হাদীস অন্য লোকের কথারূপে এবং অন্য লোকের কথা তাঁর হাদীস নামে চালু হতে না পারে। প্রমাণহীনভাবে কোনো বক্তব্যকে হাদীস বললেই পাকড়াও করা হবে (সম্পাদক)।

٥١٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هذَا فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلكِنْ خَشِيْتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫১৮৪। রাবী'আ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) এবং তাদের একাধিক আলেমের সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণিত। উমার (রা) আবু মূসা (রা)-কে বলেন, জেনে রাখুন! আমি আপনাকে (হাদীসের ব্যাপারে) অপবাদ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি ভয় করছি যে, মানুষ হয়তো দায়িত্বহীনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে পারে।

٥١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهِشَامُ أَبُوْ مَرْوَانَ الْعَقَدِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيْرٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَسْعَدَ

بْنِ زُرَارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا فَقَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلاَ تَأْذَنُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيْمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلاَمِ قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوْغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى اٰلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الأَنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اِصْحَبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْكَبْ فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ. قَالَ هِشَامٌ أَبُوْ مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ.

৫১৮৫। কায়েস ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ (তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)। বর্ণনাকারী বলেন, সা'দ (রা) আস্তে সালামের উত্তর দিলেন। কায়েস (রা) বলেন, আমি (আমার পিতাকে) বললাম, আপনি কি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রবেশানুমতি দিবেন না? তিনি বললেন, থামো, তাঁকে বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দিতে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সা'দ (রা) এবারও আস্তে সালামের জবাব দিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ বললেন। অতঃপর তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। এবার সা'দ (রা) তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনার সালাম শুনতে পাচ্ছিলাম এবং আস্তে আস্তে আপনার সালামের জবাব দিচ্ছিলাম, যাতে আপনি বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দেন। বর্ণনাকারী বলেন– তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে ফিরে আসলেন এবং সা'দ (রা) তাঁর গোসলের জন্য পানি এনে দিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তিনি গোসল করলেন। এরপর তাঁকে জাফরান অথবা ওয়ার্‌স-এর রঙ্গে রঞ্জিত একখানা চাদর দিলেন। তিনি তা পরিধান করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সা'দ ইবনে উবাদার পরিবার-পরিজনের উপর শান্তি, কল্যাণ ও করুণা বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি (সা) যখন রওয়ানা করার জন্য প্রস্তুত হলেন, সা'দ (রা) পিঠে মখমলের চাদর বা গদি বিছানো একটি সুসজ্জিত গাধা এনে তাঁর নিকটবর্তী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে আরোহণ করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে কায়েস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাও। কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: আরোহণ করো। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। অতঃপর তিনি (সা) বললেন: হয় আরোহণ করো, অন্যথায় ফিরে যাও। রাবী বলেন, আমি ফিরে আসলাম। হিশাম (র) বলেন, আবু মারওয়ান (র) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আসআদ ইবনে যুরারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ ও ইবনে সামা'আ (র) আল-আওযাঈ (র)-এর হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তারা উভয়ে কায়েস ইবনে সা'দ (রা)-র উল্লেখ করেননি।

٥١٨٦– حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بِشْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتٰى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ أَنَّ الدُّوْرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُوْرٌ.

৫১৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে বিশর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গোত্রের দোরগোড়ায় (অনুমতির জন্য) আসলে, সরাসরি দরজায় মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলতেন– "আস্‌সালামু আলাইকুম, আস্‌সালামু আলাইকুম'। কারণ হলো, সে যুগে দরজায় পর্দা টানানো থাকতো না।

بَابُ الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ بِالدَّقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ প্রবেশানুমতি লাভের জন্য দরজা খটখট করলে

٥١٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هذَا فَقُلْتُ أَنَا. قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

৫১৮৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতার রেখে যাওয়া ঋণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। আমি দরজা খটখট করলাম। তিনি বললেন : কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন : আমি! আমি! মনে হলো যে, তিনি তা (আমি বলা) অপছন্দ করেছেন।

টীকা ঃ "আমি" কথাটির সাথে নাম, উপনাম বা উপাধি সংযুক্ত না করলে সন্দেহ নিরশন হয় না এবং সঠিক পরিচয় জানা যায় না। এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রা)-কে অনুমতি লাভের জন্য পরিচিতি দানের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিলেন (অনুবাদক)।

٥١٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِي أَمْسِكِ الْبَابَ فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هذَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّ الْبَابَ.

৫১৮৮। নাফে' ইবনে আবদুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়ে এক বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন : দরজা বন্ধ করে রাখো। পরে দরজায় আঘাত করা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? অতঃপর হাদীসখানার বাকি অংশ আবু মূসা (রা)-র হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-র হাদীস। রাবী তাতে বলেন, সে দরজা খটখট করলো।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُدْعى أَيَكُوْنَ ذلِكَ إِذْنَهُ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কোনো ব্যক্তিকে ডাকা হলে সেটাই কি তার জন্য অনুমতি?

٥١٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ.

৫১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তিকে ডেকে আনার জন্য কেউ লোক পাঠালে এটাই তার জন্য অনুমতি।

٥١٩٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذلِكَ لَهُ إِذْنٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُقَالُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْ رَافِعٍ شَيْئًا.

৫১৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি পানাহারের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং সে আমন্ত্রণকারীর প্রতিনিধির সাথে আসে, তবে তার জন্য এটাই অনুমতি। আবু দাউদ (র) বলেন, কথিত আছে, কাতাদা (র) আবু রাফে' (রা) থেকে কিছুই শুনেননি।

بَابٌ فِى الاِسْتِئْذَانِ فِى الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ বিশেষ তিন সময়ে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে

٥١٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ابْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبْدَةَ وَهذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ اٰيَةُ الإِذْنِ وَإِنِّيْ لاَمُرُ جَارِيَتِيْ هذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ.

৫১৯১। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, অধিকাংশ লোকই অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কিত আয়াতের উপর ঈমান রাখে না (তদনুযায়ী আমল করে না)। আমি তো আমার এই দাসীকে আমার

নিকট আসতে অনুমতি লওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আতা' এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, তিনি অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিতেন।

٥١٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرى فِىْ هذِهِ الاٰيَةِ الَّتِيْ أُمِرْنَا فِيْهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالى يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَئْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ قَرَأَ الْقَعْنَبِىُّ إِلى عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللّٰهَ حَلِيْمٌ رَحِيْمٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوْتِهِمْ سُتُوْرٌ وَلاَ حِجَالٌ فَرُبَمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيْمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللّٰهُ بِالاِسْتِئْذَانِ فِيْ تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللّٰهُ بِالسُّتُوْرِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذٰلِكَ بَعْدُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَعَطَاءٍ يُفْسِدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

৫১৯২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসী একদল লোক ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করলো, হে ইবনে আব্বাস! ঐ আয়াত সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যাতে আমাদেরকে যা নির্দেশ দেয়ার দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেউই তদনুসারে আমল করে না। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়োপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেনো তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে– ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো এবং এশার নামাযের পর– এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একজনকে অপরজনের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেনো তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো

অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্জজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (সূরা নূর ঃ ৫৮-৫৯)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অতীব সহনশীল, পরম দয়ালু। তিনি গোপনীয়তা ভালোবাসেন। লোকজনের ঘরে কোনোরূপ আচ্ছাদন বা পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কখনো কোঠার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর অবস্থানকালে তার খাদেম বা বালক-বালিকারা ঘরে ঢুকে পড়তো। এজন্যই আল্লাহ গোপনীয়তা অবলম্বনের এ সময়গুলোতে অনুমতি লওয়ার নির্দেশ দেন। অতএব আল্লাহ তাদের জন্য গোপনীয়তা অবলম্বন ও কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু এরপরও কাউকে আমি তদনুসারে আমল করতে দেখি না। আবু দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ও আতা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এই হাদীসকে দুর্বল করে দেয়।

সালাম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদমালা

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ সালামের প্রসার ঘটানো

٥١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

৫১৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা (কখনো) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতোক্ষণ না মু'মিন হবে। আর তোমরা মু'মিন হবে না, যতোক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের ঐ বিষয় সম্পর্কে জানাবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো– তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

টীকা ঃ অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে সালাম দিবে। এর অর্থ: লোকদের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। যাতে নবী (সা)-এর সুন্নাত জীবন্ত থাকে। নবী (সা) বলেন, সালাম এরূপ আওয়াযে দেয়া উচিৎ, যাতে যাকে সালাম দেয়া হয় সে শুনতে পায়। নতুবা সুন্নাত আদায় হবে না (অনুবাদক)।

٥١٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

৫১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো- ইসলামের কোন দিকটি উত্তম? তিনি বললেন: তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে তুমি আহার করাবে এবং সালাম দিবে।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার সাথেই সাক্ষাত হয় তাকেই সালাম দিবে। শুধুমাত্র পরিচিত যারা তাদেরকেই সালাম দিবে তা নয়। এতেই খালেসভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা হবে, বিনয়-নম্রতা প্রকাশ পাবে এবং সালামের প্রসার ঘটবে- যা এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে এও রয়েছে যে, লোকজন মসজিদের পাশ দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তাতে নামায পড়বে না এবং পরিচিত লোক ছাড়া কাউকে সালাম দিবে না। একইভাবে কোনো ব্যক্তি পানাহার করতে চাইলে সে পরিচিত, অপরিচিত বা আত্মীয় যাই হোক- সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পানাহার করানোও ইসলামের একটি উত্তম দিক (অনুবাদক)।

بَابُ كَيْفَ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ সালাম বিনিময়ের নিয়ম

٥١٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلاَثُوْنَ.

৫১৯৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি তার (অনুরূপ) জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দশ নেকি। এরপর আরেকজন এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। নবী (সা) অনুরূপ জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন: বিশ নেকি। তারপর আরেকজন এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতাল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর প্রাচুর্য বর্ষিত হোক)। নবী (সা) তারও জবাব দিলেন। লোকটি বসলো। তিনি বললেন: ত্রিশ নেকি।

٥١٩٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُوْنَ قَالَ هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ.

৫১৯৬। সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এ সনদেও রাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থকই বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরো আছে, তারপর আরেকজন এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু (আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত, বরকত ও মাগফিরাত বর্ষিত হোক)। তিনি (সা) বললেন: চল্লিশ নেকি। নবী (সা) আরো বলেন: এভাবে নেকি বেড়ে যেতে থাকে।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ প্রথমে যে সালাম দেয় তার ফযীলাত

٥١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ الْحِمْصِيُّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

৫১৯৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: লোকজনের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো– যে আগে সালাম দেয়।

بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالسَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ কে প্রথমে সালাম দিবে?

٥١٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

৫১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (প্রথমে) সালাম দিবে ছোট বড়োকে, পথচারী (পথিপার্শ্বে) বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক দল অধিক সংখ্যককে।

٥١٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৫১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যানবাহনে আরোহিত ব্যক্তি সালাম দিবে পদব্রজে যাতায়াতকারীকে। রাবী তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفَارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقَاهُ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় সাক্ষাত হলে তারা কি সালাম বিনিময় করবে

٥٢٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

৫২০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, সে যেনো তাকে সালাম দেয়। এরপর উভয়ের মধ্যে যদি গাছ, দেয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়ে যায় এবং তারপর আবার তার সাথে সাক্ষাত হয়, তাহলেও যেনো তাকে সালাম দেয়। মু'আবিয়া (র) বলেন, আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে বুখ্ত আমার নিকট আবুয যিনাদ-আল-আ'রাজ-আবু হুরায়রা-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ঠিক একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠١- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ

بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ.

৫২০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি তখন তাঁর কাঠের মাচানে ছিলেন। উমার (রা) বললেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম। উমার কি প্রবেশ করবে?

بَابٌ فِى السَّلاَمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া

٥٢٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَتَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغِلْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

৫২০২। সাবেত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলাধূলারত একদল বালকের নিকট এসে তাদেরকে সালাম দিলেন।

টীকা ঃ শিশুদের সালাম দেয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহত্ত্বম চরিত্র ও শিষ্টাচারের এক নিদর্শন। এতে শিশুদের সুন্নাতের উপর আমল ও শরীয়াতের শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যও নিহিত (অনুবাদক)।

٥٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ اِنْتَهَى إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلاَمٌ فِى الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَأَرْسَلَنِيْ بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِيْ ظِلِّ جِدَارٍ أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ.

৫২০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিশুদের নিকট এসে পৌঁছলেন। আমিও শিশু হিসেবে তাদের সাথে ছিলাম। তিনি (সা) আমাদের সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে পাঠালেন। তিনি একটি দেয়ালের পাশে ছায়ায় বসে থাকলেন, যাবত না আমি তাঁর নিকট ফিরে আসলাম।

بَابٌ فِي السَّلاَمِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ মহিলাদেরকে সালাম দেয়া

٥٢٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

৫২০৪। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) অবহিত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একদল মহিলার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন।

টীকা ঃ ইবনুল মালেক বলেন, মহিলাদের সালাম দেয়ার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অন্যান্যদের জন্য মহিলাদেরকে সালাম দেয়া জায়েয ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে। একদল আলেম 'ফেতনা' (বিপর্যয়, দুর্ঘটনা) ও 'এহ্তিয়াত' (সতর্কতা, সাবধানতা) দু'টি শব্দ ব্যবহার করে বলেন, ফেতনার আশঙ্কা থাকলে এহ্তিয়াতান মহিলাদেরকে সালাম না দেয়া এবং পর্দার খেলাফ করে তাদের মসজিদে না আসা উত্তম। এই ফেতনা ও এহ্তিয়াতের বাধা মহিলাদেরকে মসজিদে এসে ঈমান-আমল তথা ধর্মীয় আলোচনা শোনা থেকে বঞ্চিত করেছে। ফলে তারা মসজিদে না আসতে পারলেও অশালীন পোশাকে সুপার মার্কেটে ও পার্কে ঘুরে বেড়াতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না। স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেই। রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও অনৈতিকতার দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেটিকে অজুহাত ধরে তাঁরা মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দেননি। অতএব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ফেতনা ও এহ্তিয়াত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ যিম্মীদের (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) সালাম দেয়া

٥٢٠٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِيْ إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوْا يَمُرُّوْنَ بِصَوَامِعَ فِيْهَا نَصَارٰى فَيُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِيْ لاَ تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلاَمِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيْقِ.

৫২০৫। সুহাইল ইবনে আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তারা গির্যাসমূহের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে অবস্থানরত খৃষ্টানদের সালাম দিলেন। আমার পিতা বললেন, তোমরা আগে তাদেরকে সালাম দিও না। কারণ আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আগে তাদেরকে (কিতাবধারীদের) সালাম দিও না। আর যখন রাস্তায় তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়, তখন তাদের রাস্তার সংকীর্ণ দিকে চলে যেতে বাধ্য করবে।

টীকা ঃ রাস্তায় ভীড় থাকলে তারা একপাশ দিয়ে যাবে। আর ভীড় না থাকলে এরূপ করার প্রয়োজন নেই। ইমাম নববী (র) তাঁর শরহে মুসলিমে বলেছেন, আমাদের কোনো কোনো আসহাব তাদেরকে আগে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন। কাযী ইয়ায এক জামা'আত থেকে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ প্রয়োজন বা কারণে তাদের আগে সালাম দেয়া জায়েয। আলকামা ও নাখঈরও একই মত (অনুবাদক)।

٥٢٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ فِيْهِ وَعَلَيْكُمْ.

৫২০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইহুদীদের কেউ তোমাদের সালাম দিয়ে বলে থাকে, আস্‌সামু আলাইকুম (তোমাদের আশু মৃত্যু হোক)। তোমরা বলবে, তোমাদেরই। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র)-ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরীও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি (সা) বলেছেন: ওয়া আলাইকুম।

٥٢٠٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ وَأَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِىِّ وَأَبِىْ بَصْرَةَ يَعْنِى الْغِفَارِىَّ.

৫২০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, কিতাবধারীরা আমাদের সালাম দিয়ে থাকে। আমরা কিভাবে তার জওয়াব দিবো? তিনি বললেন: তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতিও তদ্রূপ)। আবু দাঊদ (র) বলেন, আয়েশা (রা), আবু আবদুর রহমান আল-জুহানী (রা) ও আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)-র রিওয়ায়াতও একইরূপ।

بَابٌ فِى السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম দেয়া

٥٢٠٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِيَانِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيْدُ ابْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الاخِرَةِ.

৫২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ মজলিসে গিয়ে পৌঁছে যেনো সালাম দেয় এবং মজলিস থেকে বিদায়ের সময়ও যেনো সালাম দেয়। প্রথম সালাম শেষ সালামের চাইতে অধিক জরুরী নয়।

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَّقُوْلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ আলাইকাস্ সালাম বলা শোভনীয় নয়

٥٢٠٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ أَبِيْ غِفَارٍ عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ أَبِيْ جُرَىٍّ الْهُجَيْمِىِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

৫২০৯। আবু জুরায়্যি আল-হুজাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আলাইকাস্ সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আলাইকাস্ সালাম বলো না। কারণ এটা হচ্ছে মৃতের প্রতি সালাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَدِّ وَاحِدٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ দলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের জওয়াব দেয়া

٥٢١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْجُدِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُّسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَّرُدَّ أَحَدُهُمْ.

৫২১০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা) এটি 'মরফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা) বলেন: পথ অতিক্রমকালে দলের একজন যদি সালাম দেয়, তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে উপবিষ্টদের একজন তার জওয়াব দেয় তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট।

بَابٌ فِى الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ মুসাফাহা (করমর্দন) সম্পর্কে

٥٢١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بَلْجٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا.

৫১১১। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে, আল্লাহর প্রশংসা করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেন।

٥٢١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَرِقَا.

৫২১৩। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٥٢١٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ.

৫২১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা এসে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের নিকট ইয়ামানবাসীরা এসেছে। এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা করেছে।

بَابٌ فِي الْمُعَانَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ মু'আনাকা (কোলাকুলি) সম্পর্কে

٥٢١٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي ذَرٍّ حَيْثُ سُيِّرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِمَّنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا أُخْبِرَكَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سِرًّا قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلاَّ صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ.

৫২১৪। আনাযাহ কবীলার এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু যার (রা)-কে বললেন, যখন তিনি সিরিয়া ত্যাগ করেন, আমি আপনার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহের মধ্যকার একখানি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার বাসনা রাখি। আবু যার (রা) বললেন, তা গোপন কোনো বিষয় না হলে আমি আপনাকে বলবো। আমি বললাম, না, তা কোনো গোপন বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনাদের সাক্ষাত হলে তিনি কি আপনাদের সাথে মুসাফাহা করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হতো তখনই তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করতেন। একদিন তিনি আমার নিকট লোক

পাঠালেন। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। আমি ফিরে আসলে আমাকে জানানো হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন তখন গদির উপর। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তা ছিল খুবই উত্তম খুবই মনোরম।

بَابٌ فِى الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

٥٢١٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫২১৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা)-র ফয়সালার ভিত্তিতে বনূ কুরায়যার লোকেরা আত্মসমর্পণ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট লোক পাঠালেন। সা'দ (রা) একটি সাদা রংয়ের গাধায় চড়ে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা তোমাদের নেতা বা তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট ব্যক্তির আগমনে দাঁড়াও। সা'দ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসলেন।

٥٢١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيْبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ.

৫২১৬। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন তিনি (সা'দ) মসজিদের (নববী) কাছাকাছি এলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের বললেন: তোমরা তোমাদের নেতার দাঁড়াও।

টীকা ঃ এ হাদীস অনুসারে আবু দাউদ, বুখারী ও মুসলিম (র) মর্যাদাসম্পন্ন লোকের সম্মানে দাঁড়ানো শরীয়াত সম্মত বলে থাকেন। মুসলিম (র) এ হাদীসটিকেই এ সম্পর্কিত সবচেয়ে সহীহ হাদীস মনে করেন। অপর একদল দাঁড়ানোর বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে সা'দকে গাধার উপর থেকে নামানোর জন্যই মহানবী (সা) একথা বলেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন অসুস্থ। যাই হোক, কেউ এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে কারো সম্মানে দাঁড়ানোকে সুন্নাত বলেছেন। আবার কেউ এরূপ

দাঁড়ানোকে মাকরূহ বলেছেন আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে, যাতে মহানবী (সা) তাঁর সম্মানে সাহাবাদের দাঁড়ানোকে অপছন্দ করেছেন। তবে সহীহ কথা হলো, এরূপ দাঁড়ানো জায়েয আছে (অনুবাদক)।

٥٢١٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ نِبْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلاً وَهَدْيًا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلاَمًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْىَ وَالدَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

৫২১৭। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শারীরিক গঠন-আকৃতি, চাল-চলন, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, (হাসানের মতে) আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় ফাতেমা (রা)-র চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এতোখানি মিল আর কাউকে আমি দেখিনি। হাসান অবশ্য গঠন-আকৃতি, চাল-চলন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। ফাতেমা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন, তিনি উঠে তার দিকে এগিয়ে যেতেন, তার হাত ধরে চুমু খেতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফাতেমার নিকট যেতেন, তখন ফাতেমাও তাঁর জন্য উঠে আসতেন, তাঁর হাতে ধরে তাতে চুমু খেতেন এবং তার আসনে তাঁকে বসাতেন।

بَابٌ فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ কোনো ব্যক্তির নিজ সন্তানকে চুমু দেয়া

٥٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

৫২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আকরা' ইবনে হাবেস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি হুসাইন (রা)-কে চুমু দিচ্ছেন। আকরা' বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের একজনকেও চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হয় না।

٥٢١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرِيْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَبَوَايَ قُومِيْ فَقَبِّلِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ إِيَّاكُمَا.

৫২১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন এবং এই বলে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত তাকে পড়ে শুনালেন। আমার পিতা-মাতা (আবু বকর ও উম্মে রুমান) বললেন, ওঠো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় চুমু দাও। আমি বললাম, শুকরিয়া আদায় করছি আমি সম্মানিত মহান আল্লাহর; আপনাদের নয়।

بَابٌ فِيْ قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ দুই চোখের মধ্যখানে চুমু খাওয়া

٥٢٢٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

৫২২০। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলো জাফর ইবনে আবু তালিবের সাথে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে মু'আনাকা করলেন এবং তার দু'চোখের মাঝখানে চুমা দিলেন।

بَابٌ فِيْ قُبْلَةِ الْخَدِّ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ গালে চুমা দেয়া

٥٢٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ

دَغْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৫২২১। ইয়াস ইবনে দাগফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু নাদ্‌রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর গালে চুমা দিয়েছেন।

٥٢٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا.

৫২২২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম মদীনায় আগমনকারী আবু বকর (রা)-এর সাথে আসলাম। এ সময় তার কন্যা আয়েশা (রা)-কে শয্যাশায়ী দেখতে পেলাম। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আবু বকর (রা) তাকে দেখতে এসে বললেন, বেটি! তুমি কেমন আছো? এবং তিনি তার গালে চুমা দিলেন।

بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ হাতে চুমা দেয়া

٥٢٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَدَنَوْنَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ.

৫২২৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে তাঁর হাতে চুমা দিলাম।

بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ শরীরে চুমা দেয়া

٥٢٢٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِّنَ الأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مُزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَاصِرَتِهِ بِعُوْدٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِيْ قَالَ اِصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيْصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ.

৫২২৪। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) নামক এক আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি একদা লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন এবং মাঝে মাঝে রসিকতাও করছিলেন। তিনি লোকদের হাসাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাঠের টুকরা দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিলেন। উসাইদ (রা) বললেন– আপনি আমাকে এর বদলা নিতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার থেকে বদলা নাও। উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা রয়েছে, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের জামা খুলে ফেললেন। উসাইদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তাঁর এক পাশে চুমা দিতে লাগলেন, আর বললেন: আমি এটাই চেয়েছিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ।

بَابُ قُبْلَةِ الرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে চুমা দেয়া

٥٢٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْنَقِ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ أَبَانٍ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فِيْكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللَّهُ جَبَلَنِيْ عَلَيْهِمَا قَالَ بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ.

৫২২৫। উম্মে আবান বিনতে ওয়াযে' ইবনে যারে' (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (যারে') আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা

মদীনায় পদার্পণ করে আমাদের সওয়ারী থেকে দ্রুত নেমে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ও পায়ে চুমা দিলাম। ওদিকে আল-মুন্‌যির আল-আশাজ্জ তার কাপড়ের বান্ডিল থেকে পরিধেয় বস্ত্র বের করে তা পরিধান করা পর্যন্ত বিলম্ব করলেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। নবী (সা) তাকে বললেন: তোমার মধ্যে দু'টি উত্তম স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন: ধৈর্য-সহনশীলতা ও ধীর-স্থিরতা। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমিই কি এ অভ্যাস গড়ে তুলেছি, না আল্লাহ আমাকে এ দু'স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহই বরং তোমাকে এ দুই স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন, শুকরিয়া আদায় করছি সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দু'টি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন বলা

٥٢٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِيَانِ ابْنَ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا فِدَاكَ.

৫২২৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির, আমি আপনার জন্য ফেদা।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ কোনো ব্যক্তির কথা– আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন

٥٢٢٧- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَلاَ بَأْسَ أَنْ نَقُوْلَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَيْنَكَ.

৫২২৭। কাতাদা (র) বা অপর একজন থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা বলতাম, 'আল্লাহ্ তোমাদের চক্ষু শীতল করুন অথবা প্রত্যুষে তুমি আনন্দিত হও। ইসলামের আবির্ভাবের পর এগুলো (বলা) থেকে আমাদের নিষেধ করে দেয়া হয়। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার বলেছেন, (কারো পক্ষে) আল্লাহ্ তোমার জন্য তোমার চক্ষু শীতল করুন, এরূপ বলা অপছন্দনীয়। তবে 'আল্লাহ্ তোমার চক্ষু শীতল করুন'– বলাতে কোনো দোষ নেই।

بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযত করুন

٥٢٢٨– حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ لَهُ فَعَطَشُوْا فَانْطَلَقَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللّٰهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ.

৫২২৮। আবু কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। লোকজন পথিমধ্যে পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। লোকজন দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়। আমি ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে যাই (তাঁকে পাহারা দেয়ার জন্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন; যেমন তুমি তাঁর নবীকে হেফাযত করেছ।

بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْمُ لِلرَّجُلِ يُعَظِّمُهُ بِذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ালে

٥٢٢٩– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِ عَامِرٍ اِجْلِسْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৫২২৯। আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) ইবনুয যুবায়ের

ও ইবনে আমেরের কাছে আসলেন। ইবনে আমের দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ইবনুয যুবায়ের বসে থাকলেন। মু'আবিয়া (রা) ইবনে আমেরকে বললেন- বসো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে লোক নিজের জন্য অন্য লোকের দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে, সে যেনো জাহান্নামে তার আসন নির্ধারণ করে নেয়।

٥٢٣٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ عَنْ أَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

৫২৩০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি ভর দিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন: তোমরা দাঁড়িও না, যেরূপ অনারবরা একজন অপরজনকে সম্মান দেখাতে দাঁড়ায়।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ فُلاَنٌ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ কোনো ব্যক্তি বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে

٥٢٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلاَمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلاَمُ.

৫২৩১। গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাসান (রা)-র বাড়ির ফটকে বসা ছিলাম। এ সময় এক লোক এসে বললো, আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করে বলেছেন, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। তিনি বললে, তাঁর নিকট গিয়ে (আমার পক্ষ থেকে) তাঁকে সালাম দিও। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন: আলাইকা ওয়া আলা আবীকাস্ সালাম (তোমার উপর এবং তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

٥٢٣٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ.

৫২৩২। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম জানিয়েছেন। আয়েশা (রা) বললেন, তার উপরও সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

بَابُ الرَّجُلِ يُنَادِيْ الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ একজন অপরজনকে ডাকলে জবাবে 'লাব্বায়েক' বলা

٥٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هَمَّامٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيَّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِيْ يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَأْمَتِيْ وَرَكِبْتُ فَرَسِيْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ الرَّوَاحُ فَقَالَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ قُمْ فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَتَاهُ مِنْ لِيْفٍ لَيْسَ فِيْهِمَا أَشَرٌ وَلَا بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيُّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهُوَ حَدِيْثُ نَبِيْلٍ جَاءَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

৫২৩৩। আবু হাম্মাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। আবু আবদুর রহমান আল-ফিহ্‌রী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনে উপস্থিত ছিলাম। আমরা এক প্রচণ্ড গরমের দিনে সফর করলাম। আমরা একটি

গাছের ছায়ায় যাত্রাবিরতি করলাম। সূর্য ঢলে পড়লে আমি আমার সামরিক পোশাক (বর্ম) পরিধান করলাম, আমার ঘোড়ায় আরোহণ করলাম, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন তখন তাঁর তাঁবুতে। আমি বললাম, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যাত্রা করার সময় তো হয়ে গেলো। তিনি বললেন: ঠিক আছে। তারপর বললেন: হে বিলাল! উঠো (এবং চল)। বিলাল (রা) একটি বাবলা গাছের তলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসলেন। তার ছায়া ছিল একটি পাখীর ছায়াবৎ (খুব ছোট)। বিলাল (রা) বললেন, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়া আনা ফেদাউকা (আমি আপনার ডাকে সাড়া দিলাম, আমি হাযির আছি, আমি আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার ঘোড়ায় গদি আঁটো। তিনি একটি গদি বের করলেন, যার উভয় পাশ ছিল খেজুর গাছের পাতা ভর্তি। তাতে কোনোরূপ অহংকার বা আত্মগর্বের কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে সওয়ার হলেন এবং আমরাও সওয়ার হলাম। রাবী পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু আবদুর রহমান আল-ফিহ্‌রী (র) কেবলমাত্র এই একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস যা হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ أَضْحَكَ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ একজন অপরজনকে বলে, আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন

٥٢٣٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبِرَكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيِّ وَأَنَا لِحَدِيْثِ عِيسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ يَعْنِي السُّلَمِيَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫২৩৪। ইবনে কিনানা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। তখন আবু বকর (রা) অথবা উমার (রা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখুন আনন্দকে চিরস্থায়ী করুন। রাবী ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابٌ فِي الْبِنَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ বাড়ি-ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গে

٥٢٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِيْ أَنَا وَأُمِّيْ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَيْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ.

৫২৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ও আমার মা তখন আমার একটি দেয়াল মেরামত করছিলাম। তিনি বললেন: হে আবদুল্লাহ! কি হচ্ছে? আমি বললাম, কিছুটা মেরামতের কাজ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি দেখছি, নির্দেশ (মৃত্যু) তো এর চাইতেও দ্রুত ধাবমান।

٥٢٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا وَهِى فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْنَا خُصٌّ لَنَا وَهِى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

৫২৩৬। আল-আ'মাশ (র) এই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের জীর্ণশীর্ণ কুঁড়ে ঘরটি মেরামত করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটা কি হচ্ছে? আমরা বললাম, আমাদের এ জীর্ণশীর্ণ কুঁড়ে ঘরটি মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তো দেখছি এ জীর্ণ ঘরের চাইতেও নির্দেশ (মৃত্যু) দ্রুত ধাবমান।

٥٢٣٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هٰذِهِ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهِ حَتّٰى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِى النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَارًا حَتّٰى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلٰى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لأُنْكِرُ رَسُوْلَ

اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَا فُعِلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ يَعْنِيْ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ.

৫২৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন। তিনি গম্বুজাকৃতির একটি উঁচু পাকা ঘর দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: এটা কি? তাঁর সাহাবীগণ বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। তিনি নীরব রইলেন এবং বিষয়টি মনে মনে রাখলেন। পরে ঐ প্রাসাদের মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে লোকদের মধ্যে তাঁকে সালাম দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ কয়েকবার হলো। শেষে লোকটি তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি এবং তাঁর উপেক্ষা সম্পর্কে বুঝতে পারলো। এতে সে তার সাথীদের নিকট প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলো। সে বললো, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ আচরণ তো আমি বুঝতে পারছি না! লোকেরা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়েছিলেন। তিনি তোমার গম্বুজ দেখতে পেয়েছেন। অতএব সে তার পাকা বাড়িতে ফিরে এসে তা ধ্বংস করে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক দিন বের হলেন। তিনি ঐ প্রাসাদটি দেখতে না পেয়ে বললেন: প্রাসাদটির কি হলো? লোকেরা বললো, প্রাসাদের মালিক আমাদের নিকট তার প্রতি আপনার নারাযী ও উপেক্ষার বিষয়ে জানতে চায়। আমরা তাকে ঘটনা খুলে বললে সে তা বিধ্বস্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: বস্তুত প্রত্যেক উচ্চ পাকা বাড়ি তার মালিকের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। তবে একান্ত জরুরী যেটি সেটি ছাড়া।

بَابٌ فِيْ اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ উপর তলায় কক্ষ নির্মাণ সম্পর্কে

٥٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عُلِّيَّةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ.

৫২৩৮। দুকায়েন ইবনে সা'ঈদ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তাঁর নিকট খাবার (খাদ্যশস্য) চাইলাম। তিনি বললেন: হে উমার! যাও, এদের দাও। অতএব তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপর তলার একটি কক্ষে উঠলেন, তারপর তার কক্ষ থেকে চাবি নিয়ে তা খুললেন।

بَابُ فِيْ قَطْعِ السِّدْرِ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ কুল গাছ কাটা

٥٢٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهُ فِى النَّارِ. سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِيْ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِيْ فَلاَةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيْلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَّظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

৫২৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটবে, আল্লাহ তাকে মাথা উপুর করে (অধঃমুখে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আবু দাউদ (র)-কে এ হাদীসের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাদীসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ উন্মুক্ত মাঠে বা প্রান্তরে বিদ্যমান কুল গাছ, যার ছায়ায় পথচারী ও চতুষ্পদ প্রাণী আশ্রয় নিয়ে থাকে তা কোনো ব্যক্তি নিজ মালিকানাহীন, অপ্রয়োজনে, জোর-জুলুম করে ও অন্যায়ভাবে কেটে ফেললে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

٥٢٤٠- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৫২৪০। মাখলাদ ইবনে খালিদ (র)... উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসের সনদ সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করেছেন এবং পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٤١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ. زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِيُّ جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

৫২৪১। হাসসান ইবনে ইবরাহীম (র) বলেন, আমি উরওয়া (র)-এর পুত্র হিশাম (র)-কে কুল গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তখন উরওয়া (র)-র দালানের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কি এসব দরজা ও পত্রপল্লব দেখতে পাচ্ছো? এসব দরজার চৌকাঠ উরওয়া (র)-এর কুল গাছ দ্বারা তৈরী। তিনি তার জমি থেকে তা কেটে এনেছিলেন। তিনি বলেছেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। হুমাইদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি বলেন, হে ইরাকী! তুমি আমার নিকট একটি বিদআত বয়ে এনেছো। সে বললো, আমি বললাম, বিদআত তো আপনাদের এখান থেকে। আমি মক্কায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুল গাছ কর্তন করে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। অতঃপর রাবী একইভাবে অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ فِي إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

٥٢٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الإِنْسَانِ ثَلاَثَ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ.

৫২৪২। বুরায়দা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি:

মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে। তার প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাকা (দান-খয়রাত) করা তার কর্তব্য। লোকজন বললো, এতো সদাকা করতে কে-ই বা সক্ষম, হে আল্লাহর নবী! তিনি বললেন: তুমি মসজিদের শ্লেষ্মা (মাটিতে) পুতে দিবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তাও না পারো তাহলে চাশ্‌তের সময় দুই রাকআত নামায (সালাতুদ-দুহা) পড়ো, তাহলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

টীকা ঃ নারী-পুরুষ উভয়ের দেহে মোট দুই শত বারোটি গ্রন্থি আছে। কিন্তু হাদীসে তিন শত ষাট সংখ্যকের উল্লেখ দেখা যায়। হয়তো গ্রন্থি ছাড়াও শিরা-উপশিরার প্রধান সংযুক্তিগুলোকেও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথবা এখানে সংখ্যা মুখ্য নয়। গ্রন্থির আধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন আরবী ভাষায় প্রায়ই অধিক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক না বুঝিয়ে পরিমাণের আধিক্য বুঝানো হয়ে থাকে (সম্পাদক)।

٥٢٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ ادَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِي شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْثَمُ قَالَ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ.

৫২৪৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিদিন সকালে আদম সন্তানের দেহের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সদাকা ধার্য হয়। তার সাথে সাক্ষাতকারীকে তার সালাম দেয়া একটি সদাকাহ। তৎকর্তৃক সৎকাজের আদেশ করা একটি সদাকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সদাকা। তৎকর্তৃক রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাও একটি সদাকা। নিজ স্ত্রীর সাথে তার সহবাস করাও একটি সদাকা। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করলে তাও কি তার জন্য সদাকা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তা অবৈধ পাত্রে রাখা হলে কি সে গুনাহগার হতো না? তিনি আরো বললেন: দুপুরের সময় (পূর্বাহ্নে) দুই রাকআত নামায পড়লে সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ (র) 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٥٢٤٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ بِهذَا الْحَدِيْثِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَسْطِهِ.

৫২৪৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত... এই সনদ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথাবার্তার মাঝখানে এসবের উল্লেখ করেছেন।

٥٢٤٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيْقِ إِمَّا كَانَ فِيْ شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَأَلْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوْعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

৫২৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এক লোক কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি, শুধু একটি কাঁটাযুক্ত ডাল রাস্তা থেকে সরিয়েছিল। হয় ডালটি গাছেই ছিল, কেউ তা কেটে ফেলে রেখেছিল অথবা রাস্তায়ই পতিত ছিল। সে তা সরিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহ তার একাজ কবুল করলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

بَابُ فِيْ إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ রাতে আগুন নিভিয়ে ফেলা

٥٢٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رِوَايَةً. وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.

৫২৪৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা যখন ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।

٥٢٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَىْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ عَلَى هٰذَا فَتَحْرِقَكُمْ.

৫২৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ইঁদুর এসে বাতির সলতে টেনে নিয়ে যেতে যেতে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর মাদুরের উপর রাখলো, যার উপর তিনি বসা ছিলেন। ফলে মাদুরের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যখন তোমরা ঘুম যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দিবে। কারণ শয়তান ইঁদুর ইত্যাদির মতো প্রাণীকে এরূপ কাজে প্ররোচিত করে এবং তোমাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে।

بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ সাপ হত্যা করা

٥٢٤٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

৫২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যেদিন থেকে সাপের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে ঐগুলোর সাথে আমরা শান্তিচুক্তি করিনি। অতএব যে লোক ভয়ে ওগুলোকে (না মেরে) ছেড়ে দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٥٢٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

৫২৪৯। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাপ মেরে ফেলবে। যে ব্যক্তি তাদের প্রতিশোধের ভয় করবে সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

٥٢٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أُرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَلَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ.

৫২৫০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রতিশোধের আশঙ্কায় সাপকে ছেড়ে দিবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন থেকে এগুলোর সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন থেকে আমরা এগুলোকে নিরাপদ ছেড়ে দেইনি।

٥٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ.

৫২৫১। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমরা যমযম কূপকে পরিষ্কার করতে চাই। কিন্তু তাতে রয়েছে জিন অর্থাৎ ছোট ছোট অনেক সাপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐগুলোকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

٥٢٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

৫২৫২। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাপদের হত্যা করবে, বিশেষ করে ডোরাকাটা ও লেজকাটা সাপ। কারণ এ দু'টি সাপ চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ (রা) সাপ পেলেই মেরে ফেলতেন। আবু লুবাবা অথবা যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে একটি সাপের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেন, ঘরে বসবাসকারী সাপদের মারতে তো নিষেধ করা হয়েছে।

٥٢٥٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِي الْبُيُوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِيْ بُطُوْنِ النِّسَاءِ.

৫২৫৩। আবু লুবাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে বসবাসরত সাপ মারতে নিষেধ করেছেন, তবে ডোরাবিশিষ্ট এবং লেজকাটাগুলোকে নয়। কারণ এগুলো দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়।

٥٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذلِكَ يَعْنِيْ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ أَبُوْ لُبَابَةَ حَيَّةً فِيْ دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِيْ إِلَى الْبَقِيْعِ.

৫২৫৪। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লুবাবা (রা) ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি তার ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তার নির্দেশক্রমে ঘর থেকে সাপটি বের করে (জান্নাতুল) বাকী'র দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

٥٢٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ فِيْ هذَا الْحَدِيْثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِيْ بَيْتِهِ.

৫২৫৫। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, পরে আমি ঐ সাপটিকে আবার তার ঘরে দেখতে পেয়েছি।

٥٢٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ يَحْيى قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلى أَبِيْ سَعِيْدٍ يَعُوْدُوْنَهُ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيْنَا صَاحِبًا لَنَا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأى فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

৫২৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ও তার এক সাথী অসুস্থ আবু সাঈদ (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি বলেন, আমরা তার নিকট থেকে বের হয়ে আসলে পর আরেক সঙ্গীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। তিনিও তাকে দেখতে এসেছেন। আমরা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মসজিদে বসলাম। তিনি ফিরে এসে আমাদের জানালেন, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কতক সাপ জিনদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ তার ঘরে এগুলোর কোনোটিকে দেখতে পেলে সে যেনো তিনবার একে সতর্ক করে। তারপরও ফিরে আসলে সে যেনো একে হত্যা করে। কারণ এটা হচ্ছে শয়তান।

٥٢٥٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ صَيْفِيٍّ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيْرِهِ تَحْرِيْكَ شَيْءٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ مَا لَكَ فَقُلْتُ حَيَّةٌ هٰهُنَا قَالَ فَتُرِيْدُ مَاذَا قُلْتُ أَقْتُلُهَا فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِيْ دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِيْ كَانَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَّذْهَبَ بِسِلاَحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِيْ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ. قَالَ فَلاَ أَدْرِيْ أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ فَأَتَى قَوْمُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّرُدَّ صَاحِبَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوْا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَحَذِّرُوْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ بَعْدَ الثَّلاَثِ.

৫২৫৭। আবুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র নিকট আসলাম। আমি তার নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আমি তার খাটের নিচে যেনো কোনো কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি একটি সাপ। আমি

উঠে দাঁড়ালাম। আবু সাঈদ (রা) বললেন, কি হলো তোমার? আমি বললাম, ওখানে একটি সাপ। তিনি বললেন, তা তুমি কি করতে চাও? আমি বললাম, আমি এটিকে হত্যা করবো। তিনি তার ঘরের নিজ কক্ষ বরাবর অপর একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার এক চাচাত ভাই এই কক্ষে বাস করতো। আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধের দিন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো, সে ছিল সদ্য বিবাহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সাথে তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। সে বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, তার স্ত্রীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। সে বর্শা দ্বারা তার স্ত্রীকে ইশারা করলো। তার স্ত্রী বললো, তুমি তাড়াহুড়া করো না, আগে দেখো কিসে আমাকে বের হতে বাধ্য করেছে। সে ঘরে প্রবেশ করে দেখলো এক বীভৎস সাপ। সে সেটিকে বর্শাবিদ্ধ করলো। সাপটি তখনো তড়পাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার জানা নেই কার মৃত্যু আগে হয়েছে, লোকটির না সাপটির! তার সম্প্রদায়ের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আল্লাহর নিকট দোআ করুন– যাতে তিনি আমাদের সঙ্গীকে ফিরিয়ে দেন। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য মাগফিরাত কামনা করো। তারপর বললেন: মদীনার একদল জিন ইসলাম কবুল করেছে। তাদের কাউকে যদি তোমরা দেখতে পাও তাহলে তিনবার তাকে সতর্ক করবে। তারপরও যদি তোমাদের সামনে তা আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করতে চাইলে তিনবার বলার পর হত্যা করতে পারো।

٥٢٥٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ بِهذَا الْحَدِيْثِ مُخْتَصَرٌ قَالَ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

৫২৫৮। ইবনে আজলান (র) থেকে একই হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে: সে এটিকে তিনবার সতর্ক করবে। তারপরও যদি প্রকাশ পায়, তবে তাকে হত্যা করবে। কারণ তা একটি শয়তান।

٥٢٥٩– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ فَاذِنُوْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُلُوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৫২৫৯। হিশাম ইবনে যাহরার মুক্তদাস আবুস সায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র নিকট গেলেন। রাবী তারপর একইরূপ বর্ণনা করেন– যা

অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। তাতে রয়েছে: তিনদিন পর্যন্ত একে সতর্ক করো। তারপরও যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটিকে হত্যা করে। কারণ তা হচ্ছে একটি শয়তান।

٥٢٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوْتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِيْ مَسَاكِنِكُمْ فَقُوْلُوْا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوْحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَنْ لاَ تُؤْذُوْنَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوْهُنَّ.

৫২৬০। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘরে বসবাসকারী সাপদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের বসবাসের ঘরে এগুলোকে দেখতে পেলে বলবে– 'আমি তোমাদেরকে সেই অঙ্গিকারের শপথ দিয়ে বলছি যা নূহ (আ) তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অথবা আমি তোমাদেরকে সেই অঙ্গিকারের শপথ দিয়ে বলছি যা সুলায়মান (আ) তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা আমাদের ক্ষতিসাধন করবে না'। এরপরও তারা ফিরে আসলে তোমরা তাদের হত্যা করো।

٥٢٦١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلاَّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِيْ كَأَنَّهُ قَضِيْبُ فِضَّةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ فَقَالَ لِيْ إِنْسَانٌ الْجَانُّ لاَ يَنْعَرِجُ فِيْ مِشْيَتِهِ فَإِنْ كَانَ هذَا صَحِيْحًا كَانَتْ عَلاَمَةً فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

৫২৬১। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা সব সাপকেই হত্যা করবে, শুধুমাত্র সাদা জিন ছাড়া যা দেখতে রৌপ্য দণ্ডের ন্যায় (ঝকঝকে)। আবু দাঊদ (র) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাদা সাপ আঁকাবাঁকা হয়ে চলাচল করে না। এটা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা এই সাপের একটি আলামত।

بَابُ فِيْ قَتْلِ الأَوْزَاغِ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ গিরগিটি হত্যা করা সম্পর্কে

٥٢٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

৫২৬২। আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন ফাসেক (অনিষ্টকারী)।

٥٢٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الأُوْلَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ.

৫২৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে একটি গিরগিটি হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ নেকি রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে এটি হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ নেকি রয়েছে, যা প্রথম আঘাতে মারার তুলনায় কম। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ এরূপ নেকি রয়েছে, যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করার তুলনায় কম।

টীকা ঃ সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, প্রথম আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য রয়েছে এক শত নেকি। ক্রমান্বয়ে এর চাইতে কম নেকি হবে। প্রথম আঘাতে মারলে অধিকতর নেকি বলা হয়েছে- এগুলোকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। কারণ এটি একটি অনিষ্টকর সরীসৃপ। এটি ইবরাহীম (আ)-কে নিক্ষিপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়েছিল বলে হাদীসে উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

٥٢٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ أَوْ أُخْتِيْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعُوْنَ حَسَنَةً.

৫২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রথম আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য সত্তর নেকি।

بَابُ فِيْ قَتْلِ الذَّرِّ

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ পিঁপড়া হত্যা করা

٥٢٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً.

৫২৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো এক নবী (আ) এক গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন। একটি পিঁপড়া তাঁকে দংশন করলো। তিনি বিছানাপত্র সরানোর নির্দেশ দিলে তা তাঁর নিচ থেকে সরানো হলো। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে সব পিঁপড়া ভস্মীভূত করা হয়। আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন: একটি মাত্র পিঁপড়া নয় কেনো?

٥٢٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ.

৫২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: একটি পিঁপড়া এক নবীকে কামড় দিয়েছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিঁপড়াদের পুরো গোষ্ঠীকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ ঐ নবীর নিকট ওহী পাঠালেন– তোমাকে তো একটি মাত্র পিঁপড়া কামড় দিয়েছে। আর তুমি কিনা (আমার) তাস্বীহ পাঠরত একটি উম্মত ধ্বংস করে দিলে।

টীকা ঃ এখানে সংশ্লিষ্ট নবীকে দংশনকারী নয় এমন সব পিঁপড়াকে মারার জন্য সতর্ক করা হয়েছে, পুড়ে মারার জন্য নয়। আমাদের শরীয়াতে কোনো প্রাণীকে আগুনে পুড়ে হত্যা করা জায়েয নেই (অনুবাদক)।

٥٢٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ.

৫২৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার প্রকার প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন: পিঁপড়া, মধুমক্ষিকা, হুদহুদ পাখি এবং চড়ুই সদৃশ বাজ পাখি।

টীকা ঃ সুরাদ হলো বড়ো মাথা, সাদা পেট ও সবুজ পিঠবিশিষ্ট এক প্রকার পাখি, এগুলো অন্যান্য ছোট পাখিদের খেয়ে থাকে (অনুবাদক)।

٥٢٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُعَرِّشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

৫২৬৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য চলে গেলেন। এদিকে আমরা একটি ছোট পাখি দেখতে পেলাম। তার সাথে ছিল দু'টি বাচ্চা। আমরা বাচ্চা দু'টিকে ধরে ফেললাম। মা পাখিটি এসে পাখা ঝাপটাতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বললেন: কে এই পাখিটিকে তার বাচ্চা ধরে এনে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে? তোমরা এটির বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পুড়িয়ে মারা পিঁপড়ার একটি বাসস্থানও দেখতে পেলেন। তিনি বললেন: এগুলো কে পুড়িয়েছে? আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন: আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া কারো পক্ষে সমীচীন নয় একমাত্র আগুনের রব (আল্লাহ) ছাড়া।

بَابُ فِيْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ ব্যাঙ হত্যা করা

٥٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِيْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

৫২৬৯। আবদুর রহমান ইবনে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ডাক্তার

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঔষধ তৈরীতে ব্যাঙ ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন।

بَابُ فِي الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ পাথরকণা নিক্ষেপ করা

٥٢٧٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ يَنْكَأُ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ.

৫২৭০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরকণা নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: এর দ্বারা শিকারও ধরা যায় না, শত্রুকেও ঘায়েল করা যায় না, বরং তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ খতনা করা সম্পর্কে

٥٢٧١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الأَشْجَعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْهِكِيْ فَإِنَّ ذلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُوْلٌ وَهذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ.

৫২৭১। উম্মে আতিয়্যা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনাতে এক মহিলা খতনা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি (ভগাঙ্কুর) গভীর করে কাটবে না। কারণ এটা হচ্ছে মেয়েলোকের জন্য অধিকতর তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর জন্য

প্রিয়। আবু দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-আবদুল মালেক (র) সূত্রে একই অর্থে ও সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদসূত্র দুর্বল।

بَابُ فِيْ مَشْيِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ রাস্তায় পুরুষদের সাথে মহিলাদের যাতায়াত সম্পর্কে

٥٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اِسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ.

৫২৭২। হামাযা ইবনে আবু উসাইদ আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন এবং দেখলেন, রাস্তায় পুরুষরা মহিলাদের সাথে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বললেন: তোমরা কিছুটা অপেক্ষা করে যাও। কারণ তোমাদের রাস্তার মাঝ দিয়ে যাতায়াত করার পরিবর্তে পাশ দিয়ে যাতায়াত করা উচিৎ। তাই মহিলারা দেয়ালের পাশ দিয়ে যাতায়াত করায় তাদের চাদর দেয়ালের সাথে আটকে যেতো।

٥٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى أَنْ يَّمْشِىَ يَعْنِى الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ.

৫২৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরষ লোককে দুই মহিলার মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ মানুষ কালপ্রবাহকে গালি দেয়

٥٢٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مَكَانَ سَعِيْدٍ.

৫২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহামহিম আল্লাহ বলেন– আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। সে কালপ্রবাহকে গালি দেয়। অথচ কালপ্রবাহ আমরাই নিয়ন্ত্রণে। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই। ইবনুস-সারহ (র) সাঈদ (র)-এর পরিবর্তে ইবনুল মুসাইয়াব উল্লেখ করেছেন।

تَمَّ وَكَمُلَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

॥ মহামহিমান্বিত আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে
সুনান আবু দাঊদ-এর বাংলা তরজমা
৬ খণ্ডে সমাপ্ত হলো ॥

পরিশিষ্ট-১

সুনান আবু দাউদ ৬ষ্ঠ খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

৪২৪০। বুখারী, বিতাবুল কাদ্‌র, নং ৬৬০৪; মুসলিম, ফিতান, বাব আখবারিন নাবিয়্যি (সা) ফীমা ইয়াকূনু ইলা কিয়ামিস-সাআহ, নং ২৩।

৪২৪৬। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৮১ (সংক্ষেপে)।

৪২৪৭। বুখারী, ফিতান, নং ৭০৮৪, আরো দ্র. নং ৩৬০৬; মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৮৪৭।

৪২৪৮। মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৮৪৪; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪১৯৬; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৬।

৪২৪৯। বুখারী, ফিতান, নং ৭০৫৯, আরো দ্র. নং ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭১৩৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮০; তিরমিযী, ঐ, নং ২১৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৫৩।

৪২৫২। মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮৯ (সংক্ষেপে); ইমারাহ, নং ১৯২০; ঈমান, নং ১৫৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২২০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৫২; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৬; বুখারী, ই'তিসাম, নং ৭৩১১; মানাকিব, নং ৩৬৪০, তাওহীদ, নং ৭৪৫৯ (সংক্ষেপে, শেষাংশ)।

৪২৫৫। বুখারী, ইলম, নং ৮৫; ইসতিসকা'; ফিতান নং ৭০৬১, আরো বহু স্থানে; মুসলিম, ইলম, নং ২৭৬২; ফিতান, নং ১৮, ১৫৭।

৪২৫৬। মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮৭।

৪২৫৯। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৬১।

৪২৬১। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৮।

৪২৬৪। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৬৭।

৪২৬৭। বুখারী, ঈমান, বাব ১২, নং ১৯; বাদউল খাল্‌ক, নং ৩৩০০; মানাকিব, নং ৩৬০০; রিকাক, নং ৬৪৯৫; ফিতান, নং ৭০৮৮; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০৩৯; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৮০।

৪২৬৮। বুখারী, ঈমান, নং ৩১; দিয়াত, নং ৬৮৭৫; ফিতান, নং ৭০৮৩; মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮৮; নাসাঈ, তাহরীম, নং ৪১২৬; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৬৪।

৪২৭২। নাসাঈ, তাহরীমু-দাম, নং ৪০১৩, বাব তা'জীমিদ-দাম।
৪২৭৩। বুখারী, মানাকিবুল আনসার, তাফসীর সূরা ফুরকান, মুসলিম, তাফসীর নং ৩০২৩।
৪২৭৯। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৪, বাব ফিল-খুলাফা।
৪২৮০। মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৮২১।
৪২৮২। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৩১, বাব আল-মাহ্দী।
৪২৮৪। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৮৬, বাব খুরূজিল মাহ্দী।
৪২৮৯। মুসলিম, ফিতান, নং ২৮৮২, বাব ইকতিরাবিল ফিতান।
৪২৯২। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৮৯, বাব আল-মালাহিম।
৪২৯৫। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৯২।
৪৩০৩। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯১২; নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৭৯।
৪৩০৪। বুখারী, জিহাদ, নং ২৯২৮; মুসলিম, ফিতান, নং ১৯১২; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২২১৬।
৪৩০৯। বুখারী, হজ্জ, নং ১৫৯১ ও ১৫৯৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৯০৯; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৯০৭।
৪৩১০। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৪১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬৯।
৪৩১১। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯০১; তিরমিযী, ঐ, নং ২১৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৪১।
৪৩১২। বুখারী, ফিতান, নং ৭১২১ (বিস্তারিত); মুসলিম, ঈমান, নং ১৫৭, ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৬৮।
৪৩১৩। বুখারী, ফিতান, নং ৭১১৯, মুসলিম, ঐ, নং ২৮৯৪; তিরমিযী, সিফাতিল জান্নাত, নং ২৫৭২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৪৫।
৪৩১৪। মুসলিম, ফিতান, নং ৩১; তিরমিযী, সিফাতিল জান্নাত, নং ২৫৭৩; বুখারী, (তা'লীক), বাব খুরূজিন-নার (২৪)।
৪৩১৫। বুখারী, ফিতান, নং ৭১৩০; মুসলিম, ঐ, নং ২৯৩৪।
৪৩১৬। বুখারী, ফিতান, নং ৭১৩১; মুসলিম, ঐ, নং ২৯৩৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৩৬।
৪৩১৭। উপরোক্ত বরাত দ্র.।
৪৩১৮। মুসলিম, ফিতান, নং ১০২, বাব যিকরিদ-দাজ্জাল।
৪৩২১। মুসলিম, ফিতান, নং ২১৩৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৪১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭৫।
৪৩২২। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৭৭, বাব ফিতনাতিদ-দাজ্জাল।

৪৩২৩। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০৯; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৮৮৮।

৪৩২৬। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৪২, বাব কিস্‌সাতিল-জাস্‌সাসা।

৪৩২৭। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৭৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৫৪; নাসাঈ, মুসলিম।

৪৩২৯। বুখারী, জিহাদ, নং ৩০৫৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৩০, তিরমিযী, ফিতান, ২২৫০।

৪৩৩১। বুখারী, ই'তিসাম, নং ৭৩৫৫; মুসলিম, ফিতান, নং ২৯২৯।

৪৩৩৫। মুসলিম, ফিতান, নং ৮৪।

৪৩৩৬। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল মাইদা, নং ৩০৫০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০০৬।

৪৩৩৮। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩০৫৯, ফিতান, নং ২১৬৯; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০০৫।

৪৩৪০। মুসলিম, ঈমান, নং ৪৯; তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৭৩; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০১৩; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০১১; আবু দাঊদ, নং ১১৪১।

৪৩৪১। তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল-মাইদা, নং ৩০৬০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০১৪।

৪৩৪২। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৭।

৪৩৪৪। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০১১।

৪৩৪৮। বুখারী, ইলম, নং ১১৬, মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫৩৭; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৫২।

৪৩৫১। বুখারী, জিহাদ, নং ৩০১৭; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫৮; নাসাঈ, তাহ্‌রীমুদ-দাম, নং ৪০৬৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৩৫।

৪৩৫২। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৮৭৮; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭৬; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০২; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০২১; কাসামা, নং ৪৭২৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৩৪।

৪৩৫৩। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০২২।

৪৩৫৪। বুখারী, ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, নং ৬৯২৩; মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৭৩৩।

৪৩৫৯। নাসাঈ, তাহ্‌রীমুদ দাম, নং ৪০৭২, আবু দাঊদ, নং ২৬৮৩।

৪৩৬০। মুসলিম, ঈমান, নং ১২৪; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৫৭।

৪৩৬১। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৭৫।

৪৩৬৩। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৭৬।

৪৩৬৪। বুখারী, যাকাত, নং ১৫০১; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭১; তিরমিযী, উযু, নং ৭২; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০২৯, তাহারাত, নং ৩০৬, ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৭৮।

৪৩৬৭। মুসলিম, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৩৬৮। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৫২।

৪৩৬৯। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৪৬।

৪৩৭০। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৪৭; মুসলিম, কাসামা, নং ১৪।

৪৩৭২। নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম, নং ৪০৫১।

৪৩৭৩। বুখারী, আম্বিয়া, নং ২৬৬৪, হুদূদ, নং ৬৭৮৮, মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৮৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৪৭; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯০৫।

৪৩৭৪। মুসলিম, হুদূদ, নং ১০।

৪৩৭৬। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৮৯।

৪৩৭৯। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫২-৫৩; মুসনাদে আহমাদ, ৬খ, পৃ.৩৯৯, নং ২৭৭৮২; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫৮ (সংক্ষেপ)।

৪৩৮০। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৮১; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৭।

৪৩৮১। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮২৩, মুসনাদ আহমাদ, ৫খ, পৃ.২৬৫, নং ২২৬৪২, আরো দ্র. ২২৫১৬, মুসলিম, তাওবা, নং ৭০০৬/৪৪; নাসাঈ।

৪৩৮২। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৭৮।

৪৩৮৩। বুখারী, হুদূদ, বাব আস-সারিকু ওয়াস-সারিকাতু, নং ৬৭৮৮; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৪৫; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৮৫।

৪৩৮৪। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৮৯, মুসলিম, ঐ, নং ২; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯২১।

৪৩৮৫। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৯৫; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৮৬; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯১২।

৪৩৮৬। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯১৩।

৪৩৮৮। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৬৩; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৩।

৪৩৯০। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৪১; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৬।

৪৩৯৩। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৮; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৭৪; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯১।

৪৩৯৪। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৮৮৭; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৯৫।

৪৩৯৫। ৪৩৭৪ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

৪৩৯৭। ৪৩৭৪ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

৪৩৯৮। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪১।

৪৪০৩। বুখারী, হুদূদ, বাব ২২ (তা'লীকান); তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪২৩; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৬২; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪১-২; দারিমী, হুদূদ, নং ২২৯৬; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ.১০০, নং ২৫২০১, পৃ. ১০১, নং ২৫২১০, পৃ.১৪৪, নং ২৫৬২৭।

৪৪০৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৪; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪১; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৬০।

৪৪০৫। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৪৪০৬। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খান্দাক, শাহাদাত, বাব বুলূগিস-সিবয়ান; মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৬৮; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭১১; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪৩; আবু দাউদ, নং ২৯৫৭।

৪৪০৭। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৪৪০৮। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫০; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৮২।

৪৪০৯। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৫৮; আবু দাউদ, নং ৪২৬১।

৪৪১০। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৮১।

৪৪১১। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ২৫৮৯; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৭; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৮৭।

৪৪১২। নাসাঈ, কাতউস-সারিক, নং ৪৯৮৩; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৮৯।

৪৪১৫। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫০।

৪৪১৬। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৪৪১৮। বুখারী, হুদূদ, বাব ই'তিরাফিয্ যিনা; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩১; মুসলিম, ঐ, নং ১৬৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫৩।

৪৪২০। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪২৯।

৪৪২২। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯২।

৪৪২৩। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৪৪২৪। উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৪৪২৫। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৩, তিরমিযী, ঐ, নং ১৪২৭।

৪৪২৬। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮২৪।

৪৪৩০। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮২০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪২৯; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৫৮।

৪৪৩১। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৪।

৪৪৩৩। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৫।

৪৪৪০। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩৫, নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৫৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫৫।

৪৪৪২। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৫।

৪৪৪৫। বুখারী, আহকাম, নং ৭১৯৩-৪, ওয়াকালা, নং ২৩১৪-৫, আরো বহু স্থানে; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৬৯৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৩৩; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪১২; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৪৯।

৪৪৪৬। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮১৯ ও ৬৮৪১, মানাকিব, নং ৩৬৩৫, তাফসীর, নং ৪৫৫৬, তাওহীদ, নং ৭৫৪৩, মুসলিম, হুদূদ, নং ৪৪৩৭/২৬ ও ৪৪৪০/২৮, ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫৮, দারিমী, ঐ, নং ২৩২১ (বিভিন্ন রাবীর বর্ণনায় কম-বেশি আছে)।

৪৪৪৭। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫৮।

৪৪৪৮। মুসলিম, ইবনে মাজা।

৪৪৫২। ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৭৪।

৪৪৫৫। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০১, বাব রাজমিল ইয়াহূদ।

৪৪৫৭। তিরমিযী, আহকাম, নং ১৩৬২; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৩৩; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৬০৭।

৪৪৫৯। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৫১, নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৬২।

৪৪৬০। নাসাঈ; নিকাহ, নং ৩৩৬৫।

৪৪৬১। ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৫২; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৬৬।

৪৪৬২। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৪।

৪৪৬৪। ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৫৪।

৪৪৬৫। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৫৫।

৪৪৬৮। মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩১১১ (সূরা হূদ); বুখারী, তাফসীর (সূরা হূদ)।

৪৪৬৯। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৩৭-৮, আরো দ্র. ইত্‌ক ও বুয়ূ'; মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৩; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৩৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৫।

৪৪৭০। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৫।

৪৪৭১। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৩৯; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৩।

৪৪৭৩। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৪১।

৪৪৭৪। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩১৮০ (সূরা নূর); ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৬৭।

৪৪৭৭। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৭৫ ও ৬৭৭৭।

৪৪৭৯। মুসলিম, হুদূদ, নং ১৭০৬; বুখারী, ঐ, নং ৬৭৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৪৩।

৪৪৮২। তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৭৩।

৪৪৮৪। ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৭২; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৭৬৫।

৪৪৮৬। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৭৭৫ ও ৬৭৭৭; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৫৬৯।

৪৪৯১। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৪৮-৯; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১৪৬৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬০১।

৪৪৯২। বুখারী, হুদূদ, নং ৬৮৪৮-৯; মুসলিম, ঐ, নং ১৭০৮।

৪৪৯৩। মুসলিম, বিরর, নং ২৬১২।

৪৪৯৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৩৬।

৪৪৯৫। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪২; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৬৯; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আত্‌-তাওবা, নং ৩০৮৭।

৪৪৯৬। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৩।

৪৪৯৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮৮; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৯২।

৪৪৯৮। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০৭, নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭২৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৯০।

৪৪৯৯। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭২৭; কুদাত, নং ৫৪১৭; মুসলিম, নং ১৬৮০।

৪৫০১। মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৩১।

৪৫০২। নাসাঈ, তাহরীমুদ-দাম, নং ৪০২৪; তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৫৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৩৩।

৪৫০৩। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৫ (সংক্ষেপে)।

৪৫০৪। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪০৬।

৪৫০৫। বুখারী, ইল্‌ম, নং ১১২, আরো দ্র. নং ২৪৩৪ ও ৬৮৮০; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৫; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৮৭৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১০৯; তিরমিযী, ইল্‌ম, নং ২৬৬৯; আবু দাউদ, নং ২০১৭।

৪৫০৬। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৫৯।

৪৫০৮। বুখারী, হেবা, নং ২৬১৭; মুসলিম, সালাম, নং ২১৯০।

৪৫১৫। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৪; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৪১।

৪৫১৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৪২।

৪৫২০। বুখারী, সুলহ্‌, নং ২৭০২; আরো দ্র. নং ৩১৭৩, ৬১৪৩, ৬৮৯৮, ৭১৯২; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৬৯; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪৪২, নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭১৪।

৪৫২১। বুখারী, দিয়াত, বাবুল কাসামা; মুসলিম, কাসামা, নং ৬; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭১৪; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৭৭; আবু দাউদ, নং ১৬৩৮।

৪৫২৩। বুখারী, দিয়াত, বাব আল-কাসামা; মুসলিম, কাসামা, নং ৫; নাসাঈ, কাসামা, নং ১৭১৯।

৪৫২৭। বুখারী, খুসূমাত, নং ২৪১৩, আরো দ্র. নং ২৭৪৬, ৫২৯৫, ৬৮৭৬-৯ ও ৬৮৮৪-৫; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭২; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৯৪, ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৬৫; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৪৫।

৪৫২৮। মুসলিম, কাসামা, নং ২৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৪৬।

৪৫২৯। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৮৭৭; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৪৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৬৬।

৪৫৩০। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৩৮; বুখারী, ইল্‌ম, নং ১১১; আরো দ্র. নং ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩১৭২, ৩১৭৯, ৬৭৫৫, ৬৯০৩, ৬৯১৫ ও ৭৩০০; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৫৮।

৪৫৩১। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৮৫।

৪৫৩২। মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯৮; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৬০৫।

৪৫৩৩। মুসলিম, লি'আন, নং ১৫, ১ম বাব।

৪৫৩৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮২; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩৮।

৪৫৩৫। আবু দাউদ, নং ৪৫২৭ (তথায় বরাত দেখুন)।

৪৫৩৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৭৭।
৫৬৩৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮১।
৪৫৩৮। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯২।
৪৫৩৯। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩৫।
৪৫৪০। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৩।
৪৫৪১। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩০।
৪৫৪৫। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৮৬; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩১।
৪৫৪৬। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৮৮-৯; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৮; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৯।
৪৫৪৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৭; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৮।
৪৫৪৯। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৩; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৮ (আল-কাসিম ইবনে রবীআ কর্তৃক ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত)। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৭; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৫ (উপরোক্ত রাবী কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত)।
৪৫৫৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪৯; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫৪।
৪৫৫৮। বুখারী, দিয়াত, বাব দিয়াতিল আসাবি' নং ৬৮৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৯২; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৫২; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫০, ২৬৫১ ও ২৬৫২।
৪৫৬২। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫৩; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৫৪।
৪৫৬৩। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪৫।
৪৫৬৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮০৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৩০।
৪৫৬৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৫৬, তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৩৯০।
৪৫৬৭। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৪৪।
৪৫৬৮। মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮২; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১১; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪০।
৪৫৬৯। উপরোক্ত বরাত দ্র.।
৪৫৭০। মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮৯, ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪০।
৪৫৭১। বুখারী, দিয়াত, বাব জানীনিল মারআহ, নং ৬৯০৫-৭-৮ ও ৭৩১৭।
৪৫৭২। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২০; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪১।
৪৫৭৩। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২০।

৪৫৭৫। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪৮ (সংক্ষেপে)।

৪৫৭৬। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৯১০; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৮২২।

৪৫৭৭। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৯০৯; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৮১; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১০; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮২৩।

৪৫৭৮। বুখারী, আদাব, বাব আন-নাহী আনিল-খাযফি, নং ৬২২০; আরো দ্র. নং ৪৮৪১; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৪; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১৭ ও ৪৮১৯; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৭।

৪৫৭৯। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১০।

৪৫৮১। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১৪।

৪৫৮২। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৯; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১৫।

৪৫৮৩। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৩; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮১০; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৪৪।

৪৫৮৪। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৮৯২-৩; মুসলিম, কাসামা, নং ১৬৭৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭৬৯; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৫৬।

৪৫৮৬। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৩৪; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৬৬।

৪৫৮৮। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৯৫; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬২৭।

৪৫৯০। বুখারী, সুল্হ, নং ২৭০৩, আরো বহু স্থানে; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৫৯-৪৭৬০; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ৪৬৪৯।

৪৫৯২। বুখারী, দিয়াত, নং ৬৯১৩; আরো দ্র. নং ১৪৯৯; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৯৬; ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৭৩; মুসলিম, হুদূদ, নং ৪৪৬৫/৪৫ ও ৪৪৬৮/৪৬; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪২; আহ্কাম, নং ১৩৭৭।

৪৫৯৩। ইবনে মাজা, দিয়াত, নং ২৬৭৬।

৪৫৯৪। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৫৫।

৪৫৯৫। বরাতের জন্য দ্র. নং ৪৫৪০।

৪৫৯৬। তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬৪২; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৯১।

৪৫৯৮। বুখারী, তাফসীর, সূরা আল ইমরান; মুসলিম, ইল্ম, নং ২৬৬৫; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৯৬।

৪৬০০। বুখারী, গাযওয়া তাবূক; মুসলিম, তাওবা, নং ২৬৬৯; আবু দাউদ, নং ২২০২।

৪৬০৪। তিরমিযী, ইলম, নং ২৬৬৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১২।

৪৬০৫। তিরমিযী, ইলম, নং ২৬৬৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৩।

৪৬০৬। বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজায় (অনুরূপ)।

৪৬০৭। তিরমিযী, ইলম, নং ২৬৭৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৪২।

৪৬০৮। মুসলিম, ইলম, নং ২৬৭১।

৪৬০৯। মুসলিম, ইলম, নং ২৬৭৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬৭৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২০৬।

৪৬১০। বুখারী, ই'তিসাম; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৫৮।

৪৬১৬। হাদীসটি আল-লু'লুয়ীর রিওয়ায়াতে নেই, ইবনুল আবদ ও ইবনে দাসার রিওয়ায়াতে আছে।

৪৬২৭। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭০৭।

৪৬২৯। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১০৬।

৪৬৩২। মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৯৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯১৮; আবু দাঊদ, নং ৩২৯৮।

৪৬৩৩। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯১৮।

৪৬৩৪। তিরমিযী, রু'য়া, নং ২২৮৮।

৪৬৪১। শুধু ইবনে দাসার রিওয়ায়াতে আছে।

৪৬৪৬। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৭।

৪৬৪৮। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৫৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৩৪; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪১৭ (আবু হুরাইরা)।

৪৬৪৯। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৫৮

৪৬৫০। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৩৪।

৪৬৫১। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৯৭।

৪৬৫২। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৫৯; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৬।

৪৬৫৩। বুখারী, মাগাযী, তাফসীর, সূরা আল মুমতাহিনা ও আদাব; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৪; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩৩০২; আবু দাঊদ, নং ২৬৫০।

৪৬৫৪। বুখারী, জিহাদ; আবু দাঊদ, নং ২৭৬৫।

৪৬৫৬। কেবল ইবনে দাসার রিওয়ায়াতে আছে।

৪৬৫৭। মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৫৩৫; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২২৩; বুখারী, শাহাদাত, রিক্বাক।

৪৬৫৮। বুখারী, ফাদাইলুস সাহাবা; মুসলিম, ঐ, নং ২৫৪১; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৬০।

৪৬৫৯। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, বিরর, নং ২৬০১।

৪৬৬২। তিরমিযী, নং ৩৭৭৫; বুখারী, সুলহ, ফিতান ও মানাকিব; নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪১১।

৪৬৬৮। বুখারী, খুসূমাত, দিয়াত; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭৪।

৪৬৬৯। বুখারী, খুসূমাত, আম্বিয়া, তাফসীর, রিকাক ও তাওহীদ; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭২; আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃ, ২৬৪।

৪৬৭০। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২২৭৮।

৪৬৭১। বুখারী, আম্বিয়া; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭৭।

৪৬৭৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৬৯; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩৩৪৯।

৪৬৭৫। বুখারী, আম্বিয়া; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৬৫।

৪৬৭৬। বুখারী, ঈমান; মুসলিম, ঈমান, নং ৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬১৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৫০০৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৭।

৪৬৭৭। বুখারী, ঈমান, ইলম, মাওয়াকীত; মুসলিম, ঈমান, নং ১৭; তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬১৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৫০৩৪।

৪৬৭৮। মুসলিম, ঈমান, নং ১৩৪; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬২১; নাসাঈ, সালাত, নং ৪৬৫; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১০৭৮।

৪৬৭৯। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৬৮।

৪৬৮১। মুসলিম, ঈমান, নং ৭৯; ইবনে মাজা, ফিতান।

৪৬৮২। তিরমিযী, রিদা, নং ১১৬২।

৪৬৮৪। বুখারী, ঈমান, যাকাত; মুসলিম, ঈমান, নং ১৫০; যাকাত, নং ৪৯৯৫।

৪৬৮৬। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ৬৬; নাসাঈ, তাহরীমুদ্ দাম, নং ৪১৩০; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৪৩।

৪৬৮৮। বুখারী, ঈমান, মাজালিম, জিয্য়া; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৫০২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬৩৪।

৪৬৮৯। বুখারী, মাজালিম; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬২৭; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৩৬; নাসাঈ, কাতউস সারিক, নং ৪৮৭৪।

৪৬৯৩। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৫৮; আহমাদ, ৪ খণ্ড, পৃ.৪০০ ও ৪০৬।

৪৬৯৪। বুখারী, জানাইয, তাফসীর, সূরা আল লাইল; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৪৭; তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল-লাইল; নং ৩৩৪১; আহমাদ, ৩ খ., পৃ.৮৪; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৮।

৪৬৯৫। মুসলিম, ঈমান, নং ৮; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৯৩; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৬৩; বুখারী, তাফসীর, সূরা লুকমান (অনুরূপ)।

৪৬৯৮। নাসাঈ, ঈমান, নং ৪৯৯৪।

৪৬৯৯। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৭।

৪৭০১। বুখারী, তাফসীর (সূরা তহা), কাদর, আম্বিয়া, তাওহীদ; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৫২; তিরমিযী, কাদর, নং ২১৩৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৮০।

৪৭০৩। তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-আ'রাফ), নং ৩০৭৭।

৪৭০৫। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৮০; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-কাহ্ফ), নং ৩১৪৯।

৪৭০৭। বুখারী, আম্বিয়া, ইলম, তাফসীর (সূরা আল-কাহ্ফ); মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৭৮; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-কাহ্ফ), নং ৩১৪৮।

৪৭০৮। বুখারী, আম্বিয়া, কাদর, বাদউল খালক; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৪৩; তিরমিযী, কাদর, নং ২১৩৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৬।

৪৭০৯। বুখারী, তাওহীদ, কাদর, মুসলিম, কাদর, নং ২৬৪৯।

৪৭১০। ৪৭২০ নং হাদীস দ্র.।

৪৭১১। বুখারী, জানাইয, কাদর; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৬০; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৫৪।

৪৭১৪। বুখারী, জানাইয (অনুরূপ); কাদর, তাফসীর (সূরা আর-রূম); মুসলিম, কাদর, নং ২৬৫৮; তিরমিযী, কাদর, নং ২১৩৯।

৪৭১৮। মুসলিম, ঈমান, নং ২০৩।

৪৭১৯। মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৪; বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা (সাফিয়্যা বিনতে হুয়ায়্যি); আবু দাউদ, সাওম, নং ২৪৭০।

৪৭২০। আবু দাউদ, নং ৪৭১০।

৪৭২১। বুখারী, বাদউল খালক, ই'তিসাম; মুসলিম, ঈমান, নং ১৩৪।

৪৭২৩। তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-হাক্কাহ), নং ৩৩১৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৩।

৪৭২৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৭৩০। মুসলিম।

৪৭৩১। ইবনে মাজা।

৪৭৩২। মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন, নং ২৭৮৮; বুখারী, রিকাক; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৮।

৪৭৩৩। বুখারী, তাহাজ্জুদ, তাওহীদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৫৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪৬; দা'ওয়াত, নং ৩৪৯৩; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৬৬; দারিমী, সালাত; মুসনাদ আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ.২৬৪; আবু দাউদ, সালাত, নং ১৩১৫।

৪৭৩৪। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২০১, আহমাদ ৩য় খণ্ড, পৃ-৩২২।

৪৭৩৬। বুখারী, তাওহীদ, মাগাযী, তাফসীর (সূরা আন নূর); মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৭০।

৪৭৩৭। বুখারী, আম্বিয়া; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬১; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২৫; আহমাদ. ১ম খণ্ড, পৃ.২৩৬।

৪৭৩৮। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-হিজর); তিরমিযী, তাফসীর (সূরা সাবা'), নং ৩২২১; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৪; আবু দাউদ, নং ৩৯৮৯।

৩৭৩৯। বুখারী, আত্-তা'রীখুল কাবীর।

৪৭৪০। বুখারী, রিকাক; তিরমিযী, সিফাতু জাহান্নাম, নং ২৬০৩; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪৩১৫।

৪৭৪১। মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৩৫।

৪৭৪২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৩৯ (সূরা আয-যুমার)।

৪৭৪৩। মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৫৫; নাসাঈ, জানাইয, নং ৪০৭৯; বুখারী, তাফসীর (সূরা আয-যুমার); মুসলিম, ফিতান, নং ২৯৫৫; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২৬৬।

৪৭৪৪। তিরমিযী, সিফাতুল জান্নাত, নং ২৫৬৩; নাসাঈ, আয়মান, নং ৩৭৯৪, মুসলিম।

৪৭৪৫। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২২৯৯। চল্লিশজন সাহাবী হাওয কাওছার সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কায়্যিম (র) আল-মুনযিরী

(র) কর্তৃক প্রণীত আবু দাউদের ভাষ্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে এগুলো উল্লেখ করেছেন (৭ খ, পৃ.১৩৫)।

৪৭৪৭। মুসলিম, সালাত, নং ৪০০, নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯০৫, বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-কাওসার), ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪৩০৫; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা আল-কাওসার), নং ৩৩৫৬; আবু দাউদ, সালাত, নং ৭৮৪।

৪৭৪৮। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩৩৫৬ (তাফসীর সূরা আল-কাওসার); নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯০৫।

৪৭৫০। বুখারী, জানাইয, তাফসীর (সূরা ইবরাহীম); মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৭১; তিরমিযী, তাফসীর (সূরা ইবরাহীম), নং ৩১১৯; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫৯, ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২৬৯।

৪৭৫২। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৬৯; আবু দাউদ, নং ৩২৩০।

৪৭৫৩। নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৫৯; ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪২৬৯।

৪৭৫৬। তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৩৫।

৪৭৫৭। বুখারী, তাওহীদ; মুসলিম, ফিতান, নং ১০০; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৩৬।

৪৭৬০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৫৪; তিরমিযী, ফিতান, নং ২২৬৬।

৪৭৬২। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৫২; আহমাদ, ৪খ, পৃ.২৪।

৪৭৬৩। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৬৭।

৪৭৬৪। বুখারী, মাগাযী, তাফসীর (সূরা তাওবা), আম্বিয়া, তাওহীদ; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৪; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৭৯।

৪৭৬৭। বুখারী, মানাকিব; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৬।

৪৭৬৮। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৬৬।

৪৭৭১। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪২০; নাসাঈ, তাহরীমুদ্ দাম, নং ৪০৩৯; বুখারী, মুসলিম।

৪৭৭২। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪২১; নাসাঈ, মুহারিবা, নং ৪০৪৯; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৫৮০।

৪৭৭৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩১০।

৪৭৭৫। নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৭৮০।

৪৭৭৭। তিরমিযী, বিরর, নং ২০২২, সিফাতুল কিয়ামাত, নং ৩৪৯৫, ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪১৮৬।

৪৭৭৯। মুসলিম, বিরর, নং ২৬০৮।

৪৭৮০। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৪৮।

৪৭৮১। মুসলিম, বিরর, নং ২৬১০।

৪৭৮৫। বুখারী, মানাকিব, আদাব, হুদূদ; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩২৭; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হুসনুল খুল্ক, নং ২।

৪৭৮৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩২৮; ইবন মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৪।

৪৭৮৮। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-আ'রাফ)।

৪৭৯০। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৬৫।

৪৭৯১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯১; মুওয়াত্তা, হুসনুল খুল্ক, নং ৭; আহমাদ, ৬খ, পৃ.৩৮।

৪৭৯৫। বুখারী, ঈমান, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬১৮; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৮।

৪৭৯৬। মুসলিম, ঈমান, নং ৩৭।

৪৭৯৭। বুখারী, আম্বিয়া, আদাব; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪১৮৩; আহমদ, ১খ, পৃ.৭৩।

৪৭৯৯। তিরমিযী, বিরর, নং ২০০৪।

৪৮০১। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-কালাম), আয়মান; মুসলিম, জান্নাত, নং ২৮৫৩; তিরমিযী, সিফাত জাহান্নাম, নং ২৬০৮; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪১১৫; আহমাদ, ২খ, পৃ.১৬৯।

৪৮০২। বুখারী, জিহাদ, বাব নাকাতিন-নাবিয়্যি (সা)।

৪৮০৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ঐ।

৪৮০৪। মুসলিম, যুহদ, নং ৩০০২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৩৯৫; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪২; আহমাদ, ৬খ, পৃ.৫।

৪৮০৫। বুখারী, আদাব; মুসলিম, যুহদ, নং ৩০০০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪৪।

৪৮০৭। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৩।

৪৮০৮। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৪; আবু দাউদ, জিহাদ, নং ২৪৭৮।

৪৮১১। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৫৫।

৪৮১৫। বুখারী, মাজালিম, ইসতি'যান; মুসলিম, লিবাস, নং ২১২১; তিরমিযী, নং ২৭২৭; আহমাদ, ৩খ, পৃ.৩৬; দারিমী, ইসতি'যান।

৪৮১৯। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩২৬।

৪৮২৩। মুসলিম, সালাত, নং ৪৩০; আহমাদ, ৫খ, পৃ.৯৩।

৪৮২৫। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২৬।

৪৮২৬। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৪।

৪৮২৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫০; বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৭-২১৭৮।

৪৮৩০। বুখারী, তাওহীদ, ফাদাইলুল কুরআন, আতইমা; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৯৭; তিরমিযী, আমছাল, নং ২৮৬৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২১৪; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০৪১।

৪৮৩২। তিরমিযী, যুহদ, নং ২৩৯৭।

৪৮৩৩। তিরমিযী, যুহদ, নং ২৩৭৯।

৪৮৩৪। সহীহ মুসলিম, বিরর, নং ৩৬৩৮; বুখারী, আম্বিয়া।

৪৮৩৫। মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৩২।

৪৮৩৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮৭।

৪৮৪০। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৯৪।

৪৮৪১। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১০৬।

৪৮৪৩। তিরমিযী, নং ২০২৩।

৪৮৪৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৩।

৪৮৪৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৫।

৪৮৪৯। বুখারী, মাওয়াকীত; তিরমিযী, সালাত, নং ১৬৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৭০১; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৪৭; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৪৯৬; আবু দাউদ, সালাত, নং ৩৯৮।

৪৮৫০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৭০; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ১৩৫৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৮৫।

৪৮৫১। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮৪; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৫।

৪৮৫২। বুখারী, ইসতি'যান।

৪৮৫৩। মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৯; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭১৭।

৪৮৫৮। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪২৯।

৪৮৬০। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৯৩।

৪৮৬২। বুখারী, আদাব; মুসলিম, যুহদ, নং ২৯৯৮; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৮২।

৪৮৬৪। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৪০।

৪৮৬৫। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮৯; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৬৭।

৪৮৬৬। বুখারী, সালাত, ইসতি'যান; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৬৬; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭২২।

৪৮৬৭। বুখারী।

৪৮৬৮। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৬০।

৪৮৭০। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৭।

৪৮৭১। বুখারী, আদাব, বাব মা ইয়াকরাহু মিনান-নামীমাতি; মুসলিম, ঈমান, নং ১৫০; তিরমিযী, বিরর, নং ২৭০২।

৪৮৭২। মুসলিম, বিরর, নং ২৫২৬, বুখারী, মানাকিব, আদাব, আহকাম।

৪৮৭৪। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৮৯; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৩৫।

৪৮৭৫। তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, নং ২৫০৪-৫; আহমাদ, ৬খ, পৃ.১৮৯।

৪৮৮২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৮; মুসলিম, ঐ, নং ২৫৬৪।

৪৮৮৫। তিরমিযী, উযূ, নং ১৪৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৫৬, সাহূ, নং ১২১৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫২৯; আবু দাউদ, তাহারাত, নং ৩৮০; বুখারী, উযূ, আদাব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৪

৪৮৯৩। বুখারী, মাজালিম; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৮০, যিক্‌র, নং ২৬৯৯; তিরমিযী, হুদূদ, নং ১৪২৫, কিরাআত, নং ২৯৪৬; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৫।

৪৮৯৪। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৮৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৯৮২।

৪৮৯৫। ইবনে মাজা, যুহদ, নং ১২১৪।

৪৯০০। তিরমিযী, জানাইয, নং ১০১৯।

৪৯০২। তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, নং ১৫১৩; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২১১।

৪৯০৬। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৭৭।

৪৯০৭। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৯৮।

৪৯০৮। তিরমিযী, বিরর, নং ২৫৯৮।

৪৯০৯। আবু দাউদ, নং ১৪৯৭।

৪৯১০। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৫৯; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৩৬।

৪৯১১। বুখারী, আদাব, বাব আল-হিজরাহ; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৬০; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৩৩।

৪৯১৬। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২০২৪।

৪৯১৭। বুখারী, নিকাহ, আদাব, ফারাইয; মুসলিম, বিরর, নং ২৫৬৩; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৮৯।

৪৯১৯। তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, নং ২৫১১।

৪৯২১। বুখারী, সুল্হ; মুসলিম, বিরর, নং ২৬০৫; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪০।

৪৯২২। বুখারী, নিকাহ; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৯৭।

৪৯২৯। বুখারী, মাগাযী, লিবাস, নিকাহ; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮০; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০২, হুদূদ, নং ২৬১৪; আবু দাউদ, নং ৪১০৭।

৪৯৩০। বুখারী, লিবাস, মাগাযী; তিরমিযী আদাব, নং ২৭৮৬; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০৪; আবু দাউদ, নং ৪০৯৭।

৪৯৩১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪৪০; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৮০; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮২।

৪৯৩৬। বুখারী, নিকাহ, বাব, মান বানা বিইমরাআতিন ওয়াহিয়া বিনতু তিস্ঈ সিনীন; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২২; নাসাঈ, ঐ, বাব ইনকাহির রাজুলি ইবনাতাহুস সাগীর; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭৬; আবু দাউদ, নং ২১২১।

৪৯৩৮। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬২।

৪৯৩৯। মুসলিম, শি'র, নং ২২৬০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬৩।

৪৯৪০। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬৫।

৪৯৪১। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৫।

৪৯৪২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৪।

৪৯৪৪। মুসলিম, ঈমান, নং ৫৫; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪২০২; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯২৭।

৪৯৪৫। বুখারী, ঈমান, বাব আন-নাসীহাত; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৬; নাসাঈ, বায়আত, নং ৪১৬১।

৪৯৪৬। মুসলিম, যিকর, নং ২৬৯৯; তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৪৬, বিরর, নং ১৯৩১, হুদূদ, নং ১৪২৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৫।

৪৯৪৭। মুসলিম, যাকাত, নং ১০০৫।

৪৯৪৯। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩২।

৪৯৫১। মসলিম, আদাব, নং ২১৪৪।

৪৯৫২। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৭৩।

৪৯৫৩। মুসলিম, আদাব, নং ২১৪২।

৩৯৫৫। নাসাঈ, কাদা, নং ৫৩৮৯।

৪৯৫৬। বুখারী, আদাব, বাব ইসমিল-হুয্ন।

৪৯৫৭। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৩১।

৪৯৫৮। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৭; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৩৮।

৪৯৫৯। মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৬; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৩০।

৪৯৬১। বুখারী, আদাব, বাব আবগাদিল আসমা ইলাল্লাহ; মুসলিম, আদাব, নং ২১৪৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৯৩।

৪৯৬২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২৬৪ (সূরা হুজুরাত); ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪১।

৪৯৬৪। মুসলিম, আদাব, নং ২১৫১-৫২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮৩৩।

৪৯৬৫। বুখারী, আদাব; মুসলিম, আদাব, নং ২১৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৩৫। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের জন্য দ্র. বুখারী; মুসলিম; নং ২১৩১; তিরমিযী, নং ২৮৪৪; ইবনে মাজা, নং ৩৭৩৭।

৪৯৬৬। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৪৫ এবং ২৮৪৩।

৪৯৬৭। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৪৬।

৪৯৬৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫০; তিরমিযী, সালাত, নং ৩৩৩, বিরর, নং ১৯৯০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২০।

৪৯৭৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪০৮।

৪৯৭৪। মুসলিম, আদাব, নং ২২৪৯।

৪৯৭৬। বুখারী, ইত্ক; মুসলিম, আদাব, নং ২২৪৯।

৪৯৭৮। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঐ, নং ২২৫১।

৪৯৭৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঐ, নং ২২৫০।

৪৯৮১। মুসলিম, জুমুআহ, নং ৮৭০; আবু দাউদ, নং ১০৯৯।

৪৯৮৩। মুসলিম, বিরর, নং ২৬২৩।

৪৯৮৪। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৪৪; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ২৫৪২, ইবনে মাজা, নং ৭০৪।

৪৯৮৮। বুখারী, জিহাদ, মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩০৭, তিরমিযী, জিহাদ , নং ১৬৮৫, ৮৬, ৮৭, ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৭২।

৪৯৮৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬০৭; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৭২।

৪৯৯০। তিরমিযী, যুহ্‌দ, নং ২৩১৬।

৪৯৯২। মুসলিম, মুকাদ্দিমা।

৪৯৯৪। বুখারী, আহকাম, বাদউল খালক, ই'তিকাফ; মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৫; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭৯; আবু দাউদ, নং ২৪৭০।

৪৯৯৫। তিরমিযী, ঈমান, নং ২৬৩৫।

৪৯৯৭। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, লিবাস, নং ২১২৯।

৪৯৯৮। তিরমিযী, বিরর, নং ৪৯৯৮।

৫০০০। বুখারী, জিয্‌যা; ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০৪২।

৫০০২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৯৩।

৫০০৩। তিরমিযী, ফিতান, নং ২১৬১।

৫০০৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৫৭।

৫০০৭। বুখারী, নিকাহ, তিব্ব; মুসলিম, জুমুআহ, নং ৮৬৯; তিরমিযী, বিরর, নং ২০২৯।

৫০০৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, শি'র, নং ২২৫৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৫৫; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৫৯।

৫০১০। বুখারী, আদাব; ইবনে মাজা।

৫০১৩। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭১৭।

৫০১৪। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪৮৫; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ১১৭।

৫০১৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৪৯।

৫০১৮। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ২২৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯২৬।

৫০২০। তিরমিযী, রু'য়া, নং ২২৭৯-৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯১৪।

৫০২১। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬১; তিরমিযী ঐ, নং ২২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯০৯।

৫০২২। মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯০৮।

৫০২৩। বুখারী, তা'বীর; মুসলিম, রু'য়া, নং ২২৬৬।

৫০২৪। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫১।

৫০২৬। মুসলিম, যুহ্‌দ, নং ২৯৯৫।

৫০২৭। ঐ।

৫০২৮। বুখারী, আদাব; তিরমিযী, ঐ, নং ২৭৪৮।

৫০২৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪৬।

৫০৩০। বুখারী, জানাইয; মুসলিম, সালাম, নং ২১৬২, নাসাঈ; জানাইয।

৫০৩১। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪১।

৫০৩২। নাসাঈ।

৫০৩৩। বুখারী, আদাব।

৫০৩৭। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৯৩; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭১৪।

৫০৩৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪০।

৫০৩৯। বুখারী, আদাব; মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৯২; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭১৩।

৫০৪০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, নং ৭৫২, আদাব, নং ৩৭২৩।

৫০৪২। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮১।

৫০৪৩। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, হায়েয, নং ৩০৪।

৫০৪৫। নাসাঈ।

৫০৪৬। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১০; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫৬৯।

৫০৪৮। পূর্বোক্ত রবাত দ্র.।

৫০৪৯। বুখারী, দা'ওয়াত, তাওহীদ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪১২; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮০।

৫০৫০। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১৪।

৫০৫১। মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১৩; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯৭; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭৩।

৫০৫৩। মুসলিম, যিক্র, নং ২৭১৫; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯৩।

৫০৫৫। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪০০; নাসাঈ।

৫০৫৬। বুখারী, দা'ওয়াত; মুসলিম; নাসাঈ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯৯।

৫০৫৭। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৪; নাসাঈ।

৫০৫৯। নাসাঈ।

৫০৬০। বুখারী, তাহাজ্জুদ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪১১; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭৮; আবু দাঊদ, নং ৫০৪২।

৫০৬২। বুখারী, নাফাকাত, ফাদাইল, দা'ওয়াত; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭২৭, আবু দাঊদ, নং ২৯৮৮।

৫০৬৪। নাসাঈ।
৫০৬৫। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪০৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ১৩৪৯।
৫০৬৭। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৯।
৫০৬৮। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৮; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৮।
৫০৭০। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭২; বুখারী, দা'ওয়াত; নাসাঈ; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৯০।
৫০৭১। মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭২৩; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৭; নাসাঈ।
৫০৭৪। নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৫৩১; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৭১।
৫০৭৭। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৭; নাসাঈ।
৫০৭৮। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৯৫।
৫০৮১। হাদীসটি লু'লুঈর রিওয়ায়াতে নেই।
৫০৮২। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫৭০; নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৪৩০।
৫০৮৫। নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৫৩৭।
৫০৮৬। মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭১৮।
৫০৮৮। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮৫; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৯।
৫০৮৯। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।
৫০৯১। মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৬৯২; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৬২।
৫০৯৪। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪২৩; নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৫৪১; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮৪।
৫০৯৫। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪২২।
৫০৯৭। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২৭; নাসাঈ।
৫০৯৮। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-আহ্‌কাফ); মুসলিম, ইসতিসকা', নং ৮৯৯।
৫০৯৯। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮৯।
৫১০০। মুসলিম, ইসতিসকা', নং ৮৯৮।
৫১০১। নাসাঈ।
৫১০২। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক; মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭২৯; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫৫।
৫১০৫। তিরমিযী, নং ১৫১৪।
৫১০৯। নাসাঈ, যাকাত।
৫১১১। মুসলিম, ঈমান, নং ১৩২।

৫১১৩। বুখারী, ফারাইয, মাগাযী; মুসলিম, ঈমান, নং ৬৩ ও ১১৫; ইবনে মাজা, হুদূদ, নং ২৬১০।
৫১১৪। মুসলিম, ইত্ক, নং ১৫০৮।
৫১১৫। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।
৫১১৬। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৯৫০।
৫১১৯। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৩৯৪৯।
৫১২১। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৪৮ ও ১৮৫০; নাসাঈ, তাহ্রীমুদ-দাম, নং ৪১১৯-২০।
৫১২২। বুখারী, ফারাইয; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৯৭; নাসাঈ, যাকাত।
৫১২৩। ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৭৮৪।
৫১২৪। তিরমিযী, যুহ্দ, নং ২৩৯৩।
৫১২৬। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬৪০।
৫১২৭। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬৩৯।
৫১২৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২৩; ইবনে মাজা, নং ৩৭৪৫।
৫১২৯। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৮৯৩; তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৭৪; আবূ দাউদ, নং ২৭৮০।
৫১৩১। বুখারী, যাকাত, আদাব, তাওহীদ; মুসলিম, বিরর, নং ২৬২৭, তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৭৪; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫৭।
৫১৩২। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫৮।
৫১৩৬। বুখারী, ঈমান; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৭৩; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৮।
৫১৩৭। মুসলিম, ইত্ক, নং ১৪৪৯; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯০৭; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৫৯।
৫১৩৮। তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮৮।
৫১৩৯। তিরমিযী, বিরর, নং ১৮৯৮।
৫১৪০। বুখারী, মুসলিম; ইবনে মাজা।
৫১৪১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ঈমান, নং ৯০; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯০৩।
৫১৪২। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৬৪।
৫১৪৩। মুসলিম, বিরর, নং ২৫৫২; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯০৪।
৫১৪৭। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯১৩।
৫১৪৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।
৫১৫০। বুখারী, আদাব; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯১৯।

৫১৫১। বুখারী, আদাব; মুসলিম, বিরর, নং ২৬২৪; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৩; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৩।

৫১৫২। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৪।

৫১৫৪। বুখারী, আদাব; মুসলিম, লুকতা, নং ১৪, ঈমান, নং ৪৭; তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাত, নং ২৫০২।

৫১৫৫। বুখারী, আদাব, বাব হাক্কিল জিওয়ার।

৫১৫৬। ইবনে মাজা, ওয়াসায়া, নং ২৬৯৮।

৫১৫৭। বুখারী, আদাব, ঈমান, ইত্‌ক; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬১; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৬, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯০।

৫১৫৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৫১৫৯। মুসলিম; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৯।

৫১৬৪। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৫০।

৫১৬৫। বুখারী, হুদূদ; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬০; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪৮।

৫১৬৬। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৮; তিরমিযী, নুযূর, নং ১৫৪২।

৫১৬৮। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৭।

৫১৬৯। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬৪।

৫১৭১। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৭; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০৯।

৫১৭৬। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১১।

৫১৮০। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৩।

৫১৮১। মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৪।

৫১৮২। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৩।

৫১৮৭। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আদাব, নং ২১৫৫; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১২; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০৯।

৫১৮৮। নাসাঈ, মানাকিব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪০৩।

৫১৯৩। মুসলিম, ঈমান, নং ৫৪; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৮৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৬৮, আদাব, নং ৩৬৯২।

৫১৯৪। বুখারী, ইসতি'যান, ঈমান; মুসলিম, ঈমান, নং ৩৯; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৫৩।

৫১৯৫। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯০।

৫১৯৮। মুসলিম, সালাম, নং ২১৬০; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০৫।
৫১৯৯। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৬০।
৫২০২। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৮; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯৭; ইবনে মাজা, আদাব, নং ২৭০০; নাসাঈ।
৫২০৪। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০১।
৫২০৫। মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৭; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০১।
৫২০৬। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬০৩; নাসাঈ, মালেকের হাদীস বুখারীতে, সুফয়ানের হাদীস বুখারী, মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৪।
৫২০৭। মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৩, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯৭, বুখারী, ইসতি'যান, আয়িশা (রা)-র হাদীস বুখারী, ইসতি'যান, মুসলিম, সালাম, নং ২১৬৫, তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০২, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯৮।
৫২০৮। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭০৭।
৫২০৯। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২৩।
৫২১২। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০৩।
৫২১৫। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৭৬৮।
৫২১৭। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৭১।
৫২১৮। বুখারী, আদাব; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩১৮; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯১২।
৫২১৯। বুখারী, তাফসীর (সূরা আন-নূর); মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৭০।
৫২২৩। তিরমিযী, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭০৪।
৫২২৮। মুসলিম, নং ৬৮১, তিরমিযী, নং ১৭৭, নাসাঈ, নং ৬১৮।
৫২২৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৬।
৫২৩০। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৩৬, মুসলিম, সালাত, নং ৪১৩।
৫২৩২। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৪৪৭; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৬৯৪; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৯৬।
৫২৩৪। ইবনে মাজা, মানাকিব, নং ৩০১৩।
৫২৩৫। তিরমিযী, যুহ্দ, নং ২৩৩৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪১৬০।
৫২৩৬। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।
৫২৪৪। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭২০।
৫২৪৬। বুখারী, ইসতি'যান; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৫; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৪, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৬৯।

৫২৪৭। বুখারী, মুসলিম।

৫২৫২। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক, মুসলিম, সালাম, নং ২২৩৩, তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮৩, ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩৫।

৫২৫৩। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক; মুসলিম, সালাম, নং ২২৩৩।

৫২৫৭। মুসলিম, সালাম, নং ২২৩৬; তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮৪।

৫২৬০। তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮৫।

৫২৬২। মুসলিম, সালাম, নং ৩২৩৮।

৫২৬৩। মুসলিম, কিতাবুল হাইয়াত, নং ২২৪০; তিরমিযী, আহকাম, নং ১৪৮২; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৮।

৫২৬৪। মুসলিম।

৫২৬৫। মুসলিম, সালাম, নং ২২৪১।

৫২৬৬। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, সালাম, নং ২২৪১; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৫; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৬৩।

৫২৬৭। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২২৩।

৫২৬৮। আবু দাঊদ, জিহাদ, নং ২৬৭৫।

৫২৬৯। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৬০।

৫২৭০। বুখারী, আদাব, তাফসীর (সূরা আল-ফাতহ); মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৪; নাসাঈ, কাওয়াদ, নং ৪৮১৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৭; সায়দ, নং ৩২২৬।

৫২৭৪। বুখারী, তাফসীর (সূরা আল-জাছিয়া), তাওহীদ, আদাব; মুসলিম, আদাব, নং ২২৪৬। ■

পরিশিষ্ট-২

সুনান আবী দাউদ

ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

২. كِتَابُ الصَّلوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৩. كِتَابُ صَلوةِ الاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৪. كِتَابُ صَلوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৫. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৬. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৭. كِتَابُ الْوِتْرِ (বেতের নামায)

৮. كِتَابُ الزَّكوةِ (যাকাত)

৯. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১০. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১১. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১২. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৩. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

১৪. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

১৫. كِتَابُ الضَّحَايَا (কুরবানী)

১৬. كِتَابُ الصَّيْدِ (শিকার)

১৭. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

১৮. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন)

১৯. كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَىْءِ وَالاِمَارَةِ (খাজনা, ফাই ও প্রশাসন)

২০. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)

২১. كِتَابُ الاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ (শপথ ও মানত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

২২. كِتَابُ الْبُيُوْعِ (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

২৩. كِتَابُ الْقَضَاءِ (বিচার ব্যবস্থা)

২৪. كِتَابُ الْعِلْمِ (ইলম বা জ্ঞানচর্চা)

২৫. كِتَابُ الاَشْرِبَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)

২৬. كِتَابُ الاَطْعِمَةِ (খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

২৭. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

২৮. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)

২৯. كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَةِ (কুরআনের শব্দাবলী ও কিরাআত)

৩০. كِتَابُ الْحَمَّامِ (গণ-স্নানাগার)

৩১. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩২. كِتَابُ التَّرَجُّلِ (চুল আচড়ানো)

৩৩. كِتَابُ الْخَاتَمِ (আংটি, সীলমোহর)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)

৩৫. كِتَابُ الْفِتَنِ (কলহ-বিবাদ)

৩৬. كِتَابُ الْمَهْدِيِّ (ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব)

৩৭. كِتَابُ الْمَلَاحِمِ (যুদ্ধ-বিগ্রহ)

৩৮. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ, বিশেষ শাস্তি)

৩৯. كِتَابُ الدِّيَاتِ (শোণিত পণ)

৪০. كِتَابُ السُّنَّةِ (সুন্নাতের অনুসরণ)

৪১. كِتَابُ الاَدَبِ (শিষ্টাচার)

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-843-029-0 set